# ভারতী
# বাঙলা অভিধান

বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী
সম্পাদিত

ভারতী বুক স্টল
৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅশোক কুমার বারিক
ভারতী বুক স্টল
৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ মহালয়া, ১৯৫৯

# ভারতী বাঙলা অভিধান



## অ

অ১—আদ্যস্বর। বর্ণমালার প্রথম বর্ণ।

অ২—নঞ্‌তৎপুরুষ সমাসে নঞ্‌স্থানে অ হয়। যথা—অভাব, অসুখ, অবোধ, অকাল, অব্রাহ্মণ, অধর্ম।

অই—ঐ-র বানানভেদ।

অঋণী—বিণঃ দেনাশূন্য, কাহারও কিছু ধারে না এমন।

অংশ১—বিঃ ভাগ, খণ্ড, টুকরা। কিছু পরিমাণ দ্রব্য। [অনশ্‌+ঘঞ্‌]।

অংশ২—অংস-র বানানভেদ। অংস-স্কন্ধ।

অংশাংশি—বিঃ যথাযথ ভাগকরণ : ভাগাভাগি।

অংশান, অংশানো—ক্রিঃ উত্তরাধিকার সূত্রে ভাগ বর্তান।

অংশিন্‌, অংশী—বিণঃ ভাগের অধিকারী। [অংশ+ইন্‌]। -দার—ভাগীদার, সম্পত্তি বা ব্যবসায়ের আংশিক ভাগীদার। -দারি—অংশীদারের ভাব বা অবস্থা। -দারী—অংশীদার সম্বন্ধীয়।

অংশু—বিঃ রশ্মি, কিরণ, সূক্ষ্ম তন্তু, আঁশ। [অনশ্‌+উ]। -ক—সূক্ষ্ম বস্ত্র। -মালী—সূর্য। -মান্‌—কিরণযুক্ত, দীপ্তিময়। (স্ত্রী): অংশুমতী।

অংসু—অংশু১ দ্রষ্টব্য।

অকটু—বিণঃ কটুস্বাদশূন্য।

অকণ্টক—বিণঃ নিষ্কণ্টক। কাঁটা নাই যাহাতে।

অকথন—বিঃ কুকথা

অকথা—বিঃ কুকথা, অশ্লীলকথা।

অকথিত—বিণঃ অনুচ্চারিত, অনুক্ত যাহা বলা হয় নাই।

অকথ্য, অকথনীয়—বিণঃ অবক্তব্য, যাহা বলা উচিত নহে।

অকপট—বিণঃ সরল, কপটতাশূন্য। বিঃ -তা। -চিত্ত—সরল-হৃদয়।

অকম্প—বিণঃ নিশ্চল, কম্পনশূন্য, স্থির, অবিচলিত।

অকম্পিত—বিণঃ অকম্প দ্রষ্টব্য।

অকরণ—বিঃ অকর্তব্য, নিন্দনীয় কার্য নিষ্ক্রিয়তা।

অকরণীয়—অকরণ দ্রষ্টব্য।

অকরুণ—বিণঃ নিষ্ঠুর, নির্দয়, করুণাহীন।

অকর্ণ—বিণঃ কর্ণহীন, বধির।

অকর্তব্য—বিণঃ অকরণীয়, নিন্দনীয় কার্য, যাহা করা উচিত নহে।

অকর্তা—বিঃ ক্রিয়াহীন ব্যক্তি। বিণঃ অপ্রধান।

অকর্ম—বিঃ কুকর্ম, অকাজ, নিষ্ক্রিয়তা : বিণঃ অকর্মা—কর্মহীন। অকর্মার ধাড়ী—অলস ব্যক্তি ; অকর্মতার জন্য কাজ নষ্ট করে যে। -ক—অযোগ্য কর্মপদশূন্য ; যথা—অকর্মক ক্রিয়া

অকর্মণ্য—বিণঃ কাজের অযোগ্য অকেজো।

**অকলঙ্ক**—বিণঃ কলঙ্কশূন্য, নির্মল, নির্দোষ।
**অকলঙ্কিত**—বিণঃ নির্মল।
**অকলঙ্কী**—বিণঃ নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ।
**অকল্মষ**—(১) বিঃ পাপের অভাব (২) বিণঃ নিষ্পাপ, মালিন্যবিহীন। বিণঃ **অকল্মষিত**—মালিন্যহীন।
**অকল্পিত**—বিণঃ যাহা কল্পিত নহে অকাল্পনিক, অকৃত্রিম।
**অকল্যাণ**—বিঃ অশুভ, অমঙ্গল। বিণ **-কর**—অশুভকর।
**অকস্মাৎ**—অব্যঃ, ক্রি-বিণঃ সহসা, হঠাৎ, অতর্কিতভাবে।
**অকাজ**—বিঃ বাজে কাজ, কুকাজ।
**অকাট**—আকাট দ্রষ্টব্য।
**অকাট্য**—বিণঃ অখণ্ডনীয়, অকর্তনীয় (অকাট্য যুক্তি)।
**অকাতর**—বিণঃ দুঃখে অনভিভূত, কাতর নহে এমন, ব্যাকুলতা শূন্য। ক্রি-বিণঃ **অকাতরে**।
**অকাম**—(১) বিণঃ কামনাশূন্য, নিষ্কাম, ইন্দ্রিয়সুখ প্রবৃত্তিশূন্য। (২) বিঃ অকাজ। বিণঃ **অকাম্য**—অবাঞ্ছনীয়।
**অকায়**—(১) বিঃ পরমাত্মা, রাহুগ্রহ। (২) বিণঃ দেহশূন্য, অশরীরী।
**অকার**—বিঃ 'অ'-ধ্বনি। বাংলা ভাষার আদ্য স্বর।
**অকারান্ত**—যাহার শেষে অ-কার আছে এমন (শব্দ)।
**অকারণ**—(১) বিণঃ কারণবিহীন (২) ক্রি-বিণঃ অনর্থক, মিছামিছি
**অকার্য**—(১) বিঃ অকাজ, কুকাজ বাজে কাজ। (২) বিণঃ অকর্তব্য অকরণীয়।
**অকাল**—বিঃ দুঃসময়, অশুভ সময়, শুভ কার্যের পক্ষে অনুপযোগী সময়, দুর্ভিক্ষ। **-কুষ্মাণ্ড**—অকালে উৎপন্ন কুমড়া; অযোগ্যব্যক্তি, মূর্খ লোক। **-জ, -জাত**—স্বাভাবিক সময়ের পূর্বে জন্মিয়াছে এমন; অসময়ে জাত। বিণঃ **-পক্ক**—অসময়ে অর্থাৎ স্বাভাবিক সময়ের পূর্বে পাকিয়াছে এমন। ইঁচড়ে পাকা, বড়ে টে। **-বৃদ্ধ**—পরিণত বয়সের পূর্বেই যাহার বার্ধক্য আসিয়াছে এমন ব্যক্তি। **-বোধন**—অসময়ে দেব-পূজা। (কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে রাবণবধের উদ্দেশ্যে শ্রীরামচন্দ্র অকালে, অর্থাৎ বসন্তকালের পরিবর্তে শরৎ কালে দেবী দুর্গার অর্চনা করেন)। **-মৃত্যু**—পরিণত বয়সের পূর্বেই মৃত্যু হওয়া।
**অকালী**—বিঃ শিখ সম্প্রদায় বিশেষ। (অকাল পুরুষকে অর্থাৎ অবিনশ্বর আত্মাকে ভজনা করে যে সম্প্রদায়)।
**অকিঞ্চন**—বিঃ, বিণঃ নির্ধন, দরিদ্র, নিঃস্ব, সামান্য তুচ্ছ, ইতর।
**অকিঞ্চিৎ, অকিঞ্চিৎকর**—বিণঃ নগণ্য, তুচ্ছ, হেয়।
**অকিল্বিষ**—বিণঃ পাপশূন্য, দোষহীন
**অকীক**—বিঃ ঈষৎ নীল, ঈষৎ শ্বেত শ্যামবর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ, ভারতীয় প্রস্তর-বিশেষ।
**অকীর্তি**—বিঃ অখ্যাতি, দুর্নাম, অপযশ।
**অকীর্তিকর**—বিণঃ অখ্যাতিজনক।
**অকীর্তিত**—বিণঃ অঘোষিত, অ-প্রচারিত।
**অকু**—বিঃ ঘটনা, দুর্ঘটনা, অন্যায় কার্য। [আ]। **-স্থল, -স্থান**—যে জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

**অকুণ্ঠ, অকুণ্ঠিত**—বিণঃ অসঙ্কুচিত, অপ্রতিহত।

**অকুতোভয়**—বিণঃ যাহার কোথাও হইতে ভয় নাই, নির্ভয়, নির্ভীক। (স্ত্রী): **অকুতোভয়া**।

**অকুমার**—বিঃ প্রকৃত কুমার।

**অকুল**—বিঃ বংশহীন, নীচ বংশ, অকুলীন।

**অকুলন, অকুলান**—বিঃ অপ্রতুল, অনটন, অভাব।

**অকুলীন**—বিণঃ বংশমর্যাদাহীন, নীচ-বংশজাত।

**অকুশল**—(১) বিঃ অশুভ, অমঙ্গল। (২) বিণঃ অপটু, নৈপুণ্যবিহীন।

**অকূল**—(১) বিণঃ পার বা তীর নাই এমন (অকূল দরিয়ার পানি); অপার, অসীম। (২) বিঃ বিপদ। **-পাথার**—অসীম সমুদ্র। **অকূলে কূল পাওয়া**—বিপদে সাহায্য পাওয়া, সংকটে উদ্ধার পাওয়া। **অকূলে ভাসা**—বিপদ্‌গ্রস্ত হওয়া।

**অকৃত**—বিণঃ অসম্পন্ন, অননুষ্ঠিত, যাহা করা হয় নাই এমন। **-কার্য**—বিফল মনোরথ, ব্যর্থ প্রয়াস, চেষ্টা করিয়া সফল হয় নাই এমন। বিঃ **-কার্যতা**।

**অকৃতজ্ঞ**—বিণঃ কৃতঘ্ন; উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে। বিঃ **-তা**।

**অকৃতদার**—বিণঃ অবিবাহিত।

**অকৃতার্থ**—বিণঃ অপূর্ণ মনোরথ, বিফল মনোরথ।

**অকৃতি**—বিঃ কৃতির অভাব; অকরণ।

**অকৃতী**—বিণঃ কার্যে অপটু, অক্ষম। [ন + কৃতিন্‌]। বিঃ **অকৃতিত্ব**—অক্ষমতা।

**অকৃতোদ্বাহ**—বিণঃ অবিবাহিত। [ন + কৃত+উদ্বাহ]।

**অকৃত্য**—বিঃ অকাজ। বিণঃ অকর্তব্য।

**অকৃত্রিম**—বিণঃ স্বাভাবিক, যাহা নকল নহে, খাঁটি। বিঃ **-তা**।

**অকৃপ**—বিণঃ দয়াহীন, নিষ্ঠুর।

**অকৃপণ**—বিণঃ উদার, মুক্তহস্ত, কৃপণ নহে এমন। বিঃ **-তা**।

**অকৃষ্ট**—বিণঃ অকর্ষিত, চষা হয় নাই এমন। [ন+কৃষ্‌+ত]।

**অকেজো**—বিণঃ অকর্মণ্য, অব্যবহার্য।

**অকৈতব**—বিণঃ সত্য, মিথ্যা নহে এমন, অকপট, অকৃত্রিম।

**অকৌশল**—বিঃ অপটুতা, কৌশলের অভাব, বিরোধ।

**অক্কা**—বিঃ জননী, মৃত্যু। [ফা]। **অক্কা পাওয়া**—মরিয়া যাওয়া।

**অক্ত**[১]—বিণঃ লিপ্ত, মিশ্রিত। (রক্তাক্ত, তৈলাক্ত)।

**অক্ত**[২]—বিঃ সময়, বার। (পাঁচ অক্ত নামাজ)। [ফা]।

**অক্রিয়**—(১) বিণঃ নিষ্ক্রিয়, কর্মশূন্য, নিরুদ্যম। (২) বিঃ ক্রিয়া বা কর্মের অতীত যিনি অর্থাৎ ঈশ্বর, পরমাত্মা।

**অক্রিয়া**—বিঃ অবৈধ কর্ম; নিষ্ক্রিয়তা।

**অক্রূর**—(১) বিণঃ সরল, অকুটিল। (২) বিঃ শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য। (ইনি শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া গিয়াছিলেন)।

**অক্রেয়**—বিণঃ কিনিবার অযোগ্য, দুর্মূল্য, আক্রা।

**অক্রোধ**—(১) বিঃ ক্রোধহীনতা। (২) বিণঃ ক্রোধহীন, শান্ত। (অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়)।

**অক্লান্ত**—বিণঃ ক্লান্তিহীন।

**অক্লেশে**—ক্রি-বিণঃ অনায়াসে।

**অক্ষ**—বিঃ খেলিবার পাশা, পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষবীজ, তুঁতে, ধুনা, মেরুদণ্ড বা মেরুকেন্দ্ররেখা, axis, গ্রহগণের পরিক্রমণ পথ, চক্রের মধ্যস্থ ঈষ, axle, আত্মা, জ্ঞান, সর্প, গরুড়, রাবণের পুত্র। -**ক**—কণ্ঠাস্থি, collar-bone, পাশা-খেলোয়াড়। -**কর্ণ**—সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের সম্মুখীন বাহু, hypotenuse। -**ক্রীড়া**—পাশাখেলা। -**দণ্ড**—পৃথিবীর মধ্যাস্থিত কাল্পনিক আবর্তন-রেখা, axis। -**বিদ -বেত্তা**—আইনজ্ঞ, পাশাখেলায় দক্ষ। -**মালা**—রুদ্রাক্ষমালা। -**শক্তি**—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী, ইটালী এবং জাপানের (তোজো-মন্ত্রিত্বাধীন) নেতৃত্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মিলিত শক্তি, Axis powers।

**অক্ষটী, আখেটক, আখেটিক**—বিঃ শিকারী।

**অক্ষত**—বিণঃ অনাহত, অখণ্ডিত, নিখুঁত। -**দেহ, -শরীর**—ক্ষতহীন দেহ। -**যোনি**—বিঃ যৌনমিলন ঘটে নাই এমন স্ত্রী, কুমারী।

**অক্ষম**—বিণঃ ক্ষমতা নাই যাহার, দুর্বল, অসমর্থ। বিঃ -**তা**।

**অক্ষয়**—বিণঃ অবিনশ্বর, ক্ষয় নাই যাহার, মৃত্যুহীন। -**কীর্তি**—অবিনশ্বর যশ বা যশসম্পন্ন। -**তূণ**—যে তূণের বাণ কখনও নিঃশেষিত হয় না। -**বট**—হিন্দু তীর্থস্থানে অবস্থিত প্রাচীন বটবৃক্ষ। -**লোক**—বিঃ স্বর্গ, নিত্যধাম।

**অক্ষর**—(১) বিঃ বর্ণ; পরমাত্মা, ব্রহ্ম, শিব, বিষ্ণু, আকাশ। (২) বিণঃ ক্ষরণহীন। -**জীবী**—লেখক, লিপিকার। -**বৃত্ত**—অক্ষর সংখ্যাদ্বারা নিরূপিত বাঙলা ছন্দ। -**মালা**—বর্ণমালা।

**অক্ষাংশ**—বিঃ বিষুবরেখা হইতে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্ব, latitude।

**অক্ষি**—বিঃ চোখ, চক্ষু, নেত্র। -**কোটর**—চক্ষুর খোল, socket of the eye। -**গোলক**—চক্ষুর ভিতর সমস্ত গোল অংশ, eye-ball। -**তারকা, -তারা**—চক্ষুর তারা। -**পট**—অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্‌ভাগস্থ অতি সূক্ষ্ম ঝিল্লী বা পরদা, retina। -**পটল**-চক্ষুর হানি।

**অক্ষীয়**—বিণঃ অক্ষ সম্বন্ধীয়, কৌণিক।

**অক্ষুণ্ণ**—বিণঃ মনস্তাপশূন্য, অব্যাহত অবিকৃত, অখণ্ড।

**অক্ষোভ**—বিণঃ দুঃখবিহীন।

**অক্ষৌহিণী**—বিঃ ১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, মোট ২১৮৭০০ চতুরংগ বাহিনী। [অক্ষ+ঊহিনী]।

**অক্সিজেন**—বিঃ অম্লজান, বায়ুর অন্যতম উপাদান, oxygen।

**অখণ্ড**—বিণঃ অবিভক্ত, অক্ষত, পরিপূর্ণ। বিঃ -**তা**। বিণঃ -**নীয়**—অকাট্য; খণ্ডন করা যায় না এমন। -**মণ্ডলাকার**—সম্পূর্ণ গোলাকার।

**অখন**—অব্যঃ এখন।

**অখল**—বিণঃ ছলনাশূন্য, সরল।

**অখাত**—বিণঃ খনন করা হয় নাই এমন। স্বাভাবিক ভাবে সৃষ্ট (জলাশয়, হ্রদ)।

**অখাদ্য**—(১) বিণঃ আহারের অযোগ্য। (২) বিঃ কুখাদ্য, নিষিদ্ধ খাদ্য।

**অখিল**—(১) বিণঃ সমস্ত, সমুদায়। (২) বিঃ বিশ্ব, জগৎ।

**অখ্যুশি**—বিঃ অসন্তোষ। বিণঃ **অখ্যুশী**—অসন্তুষ্ট।

**অখ্যাত**—বিণঃ অপ্রসিদ্ধ, নিন্দিত, নগণ্য। **-নামা**—যাহার নাম প্রসিদ্ধ নহে এমন।

**অগ**—বিণঃ গতিশূন্য, নিশ্চল। বিঃ পর্বত।

**অগড়ম-বগড়ম**—বিঃ আবোল-তাবোল, অর্থহীন প্রলাপ।

**অগণন, অগণনীয়, অগণিত, অগণ্য**—বিণঃ অসংখ্য, গণনার অতীত, গণনার অসাধ্য।

**অগতি**—(১) বিণঃ গতিশূন্য, স্থির, নিরুপায়। (২) বিঃ নিরুপায় ব্যক্তি (অগতির গতি—নিরুপায়ের অবলম্বন)। মৃতের প্রেতকর্ম না হওয়া।

**অগত্যা**—ক্রি-বিণঃ অন্য গতি নাই বলিয়া, বাধ্য হইয়া।

**অগদ**—(১) বিণঃ নীরোগ, সুস্থ। (২) বিঃ বিষঘ্ন ঔষধ।

**অগনতি**—বিণঃ অগণ্য, অসংখ্য।

**অগন্তব্য**—বিণঃ গমনের অযোগ্য; যেখানে যাওয়া উচিত নহে এমন।

**অগভীর**—বিণঃ গভীর নহে এমন, অল্প গভীর।

**অগম**—বিণঃ গতিহীন, অথই, যাওয়া যায় না এমন।

**অগম্য**—বিণঃ দুর্গম, অগন্তব্য, দুর্বোধ। (স্ত্রী): **অগম্যা**—যৌনমিলনের পক্ষে অবৈধ।

**অগরু**—অগুরু দ্রষ্টব্য।

**অগস্ত্য**—বিঃ জনৈক প্রাচীন ঋষি। যে নক্ষত্রের উদয়ে শরৎ ঋতু সূচিত হয়, canopus। **-যাত্রা**—নিষিদ্ধ যাত্রা, শেষ যাত্রা।

**অগা, অগাকান্ত, অগাচণ্ডী, অগামারা, অগামার্কা, অগারাম**—বিণঃ নির্বোধ, নিষ্কর্মা।

**অগাধ**—বিণঃ অতলস্পর্শ, অথৈ, অতি গভীর (অগাধ সমুদ্র); প্রগাঢ়, অপরিসীম (অগাধ শান্তি)।

**অগুণ**—(১) বিঃ অহিত, দোষ, অপরাধ। (২) বিণঃ গুণহীন।

**অগুনতি, অগুন্তি**—**অগুনতি**-র রূপ-ভেদ।

**অগুরু**—বিঃ গন্ধকাষ্ঠ বিশেষ, তরল গন্ধদ্রব্য।

**অগোচর**—বিণঃ বুদ্ধির আয়ত্তের বাহিরে, অজ্ঞাত, অপ্রত্যক্ষ। ক্রি-বিণঃ **অগোচরে**—অজ্ঞাতসারে, গোপনে।

**অগোর**—বিণঃ অচেতন ('অহর্নিশি রহত অগোর' গোঃ দাঃ)।

**অগৌণ**—(১) বিঃ অবিলম্ব, ত্বরা। (২) বিণঃ প্রধান, মুখ্য।

**অগৌরব**—বিঃ অসম্মান, অখ্যাতি, অমর্যাদা।

**অগ্নি**—বিঃ আগুন, অনল, পাবক, বহ্নি, হুতাশন, বৈশ্বানর। দক্ষকন্যা স্বাহার স্বামী, তেজ, শক্তি, ক্ষুধা। [অগ্+নি]। **-কণা**—স্ফুলিঙ্গ। **-কর্তা**—মৃতের মুখাগ্নি করিবার অধিকারী। **-কর্ম**—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। **-কাণ্ড**—আগুনের ধ্বংসলীলা, তুমুল ঝগড়া-ঝাঁটি। **-কুণ্ড**—আগুন জ্বালিবার পাত্র বা গর্ত। **-কোণ**—পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী কোণ। **-গর্ভ**—অভ্যন্তরে আগুন আছে এমন। **-তপ্ত**—উষ্ণ, গরম। **-দান**—আগুন দেওয়া। শবের মুখাগ্নি করা। **-দাহ্য**—আগুনে পোড়ে এমন। **-দীপ্ত**—আগুনের দ্বারা উজ্জ্বল, আলোকিত। **-দেব**—বৈশ্বা-

নর। **-পক্ক**—আগুনের তাপে রাঁধা হইয়াছে এমন। **-পরীক্ষা**—অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া বিশুদ্ধতা বিচার (সীতার অগ্নি-পরীক্ষা); অতি কঠিন পরীক্ষা। **-পুরাণ**—অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম। **-প্রভ**—অগ্নির ন্যায় দীপ্তি সম্পন্ন। **-বর্ণ**—অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ বিশিষ্ট। **-বর্ধক**—ক্ষুধা বাড়ায় এমন। **-বাণ**—অগ্নিবর্ষী তীর। **-বৃষ্টি**—আগুন বর্ষণ। **-মান্দ্য**—অজীর্ণ রোগ। **-মূর্তি**—অতিশয় ক্রুদ্ধ। **-শর্মা**—অতিশয় ক্রোধী। **-শুদ্ধ**—আগুনে পোড়াইয়া শুদ্ধীকৃত; কঠিন প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পবিত্র করা। **-সংস্কার**—শবদাহ, আগুনে পোড়াইয়া শোধন। **-সাৎ**—সম্পূর্ণ দগ্ধ। **-সেবন**—আগুন পোহান। **-হোত্র**—প্রাত্যহিক হোম। **-হোত্রী**—যে নিত্য হোম করে, সাগ্নিক।

**অগ্ন্যস্ত্র**—বিঃ অগ্নি উদ্‌গীরক অস্ত্র, কামান, বন্দুক।

**অগ্ন্যাধান**—বিঃ হোমের অগ্নি স্থাপন।

**অগ্ন্যাশয়**—বিঃ পাচন-গ্রন্থি, pancreas।

**অগ্ন্যুৎপাত**—বিঃ আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নিনিঃসরণ।

**অগ্ন্যুদ্‌গম, অগ্ন্যুদ্‌গার**—বিঃ আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নির নিঃসরণ।

**অগ্ন্যুৎসব**—বিঃ আনন্দব্যঞ্জক অগ্নিক্রীড়া। দোলের চাঁচর।

**অগ্র**—(১) বিঃ আগা, শিখর, ঊর্ধ্বদেশ; প্রান্ত, সম্মুখ, পুরোভাগ, লক্ষ্য (একাগ্র)। (২) বিণঃ প্রথম, প্রধান, সম্মুখস্থ। [অগ্‌+র]। ক্রি-বিণঃ **-অগ্রে**—প্রথমে, আগে, সম্মুখে, সমীপে। **-গণ্য**—সবার আগে গণনীয়, শ্রেষ্ঠ, প্রধান। **-গতি, -গমন**—অগ্রসরণ, বৃদ্ধি, উন্নতি। **-গামী**—সম্মুখে গমনকারী। (স্ত্রী): **-গামিনী**। **-জ**—(১) বিণঃ আগে জন্মিয়াছে এমন। (২) বিঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। **-ণী**—(১) বিণঃ শ্রেষ্ঠ, প্রধান। (২) বিঃ নায়ক, প্রবর্তক। **-দানী**—প্রেতোদ্দিষ্ট দান গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ। **-দূত**—পথপ্রদর্শক। ক্রি-বিণঃ **-পশ্চাৎ**—আগপাছ, ভূত-ভবিষ্যৎ। **-বর্তী**—সম্মুখস্থ। (স্ত্রী): **-বর্তিনী**। **-ভাগ**—প্রথম অংশ, ডগা। **-সর**—সম্মুখে গমনকারী। **-স্থ, -স্থিত**—পুরোবর্তী, শীর্ষদেশে অবস্থিত।

**অগ্রহণীয়**—বিণঃ গ্রহণের অযোগ্য।

**অগ্রহায়ণ**—বাংলা মাসের নাম।

**অগ্রাহ্য**—বিণঃ গ্রহণের অযোগ্য, বাতিল, অবজ্ঞেয়।

**অগ্রিম**—বিণঃ প্রথম, জ্যেষ্ঠ, আগাম, অগ্রে দেয়।

**অগ্রিয়, অগ্রীয়**—বিণঃ অগ্রিম, অগ্রসম্বন্ধীয়।

**অগ্র্য**—বিণঃ আদ্য, শ্রেষ্ঠ। [অগ্র+য]।

**অঘ**—বিঃ পাপ; কুখ্যাতি। [অঘ্‌+অচ্‌]। **-মর্ষণ**—পাপমুক্তি।

**অঘটন**—বিঃ দুর্ঘটনা; অস্বাভাবিক ঘটনা।

**অঘটনঘটনপটীয়সী**—বিণঃ অসম্ভব কাণ্ড ঘটাইতে নিপুণা (মায়া বা শক্তির বিণঃ রূপে ব্যবহৃত)।

**অঘটনীয়**—বিঃ সম্ভাব্য নহে এমন ঘটনা।

**অঘর**—বিঃ (বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে) অযোগ্য বংশ।

**অঘা**—**অগা** দ্রষ্টব্য।

**অঘাট**—বিঃ (নদনদী, পুষ্করিণী

প্রভৃতির ক্ষেত্রে) অপ্রিয় **স্থান**; আঘাটা।

**অঘোর**—বিণঃ (১) অভীষণ। (২) বেহুঁশ। (৩) দুর্ধর্ষ। (৪) বিঃ মহাদেব। (অঘোর মন্ত্রী)। **-পন্থী**—বিঃ শিব উপাসক সম্প্রদায়। [অঘোর +পন্থা+ইন্]।

**অঘোষ**—বিণঃ মৃদু ধ্বনিযুক্ত। **-বর্ণ**—বিঃ বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণ—শ ষ স।

**অঘন**—বিণঃ তরল।

**অঘ্রাত**—বিণঃ অনাঘ্রাত, যাহার ঘ্রাণ লওয়া হয় নাই এমন (-পুষ্প)।

**অঘ্রান, অঘ্রাণ**—বিঃ অগ্রহায়ণ।

**অঙ্ক**—বিঃ (১) গণিতের রাশি, রেখা চিহ্ন, সংখ্যা গণনা। (২) নাটকের বিশেষ বিশেষ অংশ, বা প্রধান প্রধান পরিচ্ছেদ। (৩) কোন **স্থান**। ক্রিঃ **-কষা**—হিসাব করা। বিঃ **-শাস্ত্র**—গণিত বিজ্ঞান।

**অঙ্কণ**—বিঃ চিত্রকরণ; গঠন, সংখ্যা-লিখন।

**অঙ্কিত**—বিণঃ ক্ষোদিত, বর্ণিত, বিবৃত।

**অঙ্কুর**—বিঃ (উদ্ভিদের প্রাথমিক অবস্থা) প্রকাশ, কল, উন্মেষ, সূচনা। বিণঃ **অঙ্কুরিত**—মুকুলিত। **অঙ্কুরোদ্গম**—মুকুলের প্রকাশ।

**অংকুর**—অংকুরের প্রতিশব্দ।

**অংকুশ, অঙ্কুষ**—বিঃ ডাঙ্গশ, হস্তি তাড়নায় ব্যবহৃত দন্ড।

**অঙ্গ**—বিঃ দেহাংশ, অবয়ব, limb, আকৃতি, উপকরণ (পূজার অঙ্গ); ইন্দ্রিয়, organ, বেদের মন্ত্র; একটি অঞ্চলের প্রাচীন নাম; জন্মাদি লগ্ন, বৌদ্ধদের ধর্ম শাস্ত্র; ষট্ সংখ্যা; উপায়।

**অঙ্গক্রিয়া**—বিঃ প্রধান কার্যের অঙ্গীভূত ক্রিয়া পদ্ধতি।

**অঙ্গচ্ছেদ,-চ্ছেদন**—বিঃ শরীরের কোন অঙ্গ বাদ দেওন; অঙ্গকর্তন।

**অঙ্গজ**—বিঃ রোগ, বাসনা কামনা, সন্তান।

**অঙ্গদ**—বিঃ একশ্রেণীর অলংকার, বাজু; অঙ্গের ত্রাণ হয় যদ্দ্বারা বহুব্রী; বালির পুত্র।

**অঙ্গন, অঙ্গণ**—বিঃ উঠান, চত্বর। [অন্গ্+অনট্]।

**অঙ্গত্রাণ**—বিঃ বর্ম।

**অঙ্গনা**—বিঃ সুগঠিতা সুন্দরী রমণী। [অঙ্গ+ন+আপ্—স্ত্রী]।

**অঙ্গন্যাস**—বিঃ মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে দেহের বিভিন্ন অংশে স্পর্শ করণ।

**অঙ্গবিক্ষেপ**—বিঃ দেহ সঞ্চালন।

**অঙ্গভঙ্গি**—বিঃ চালচলন, ইশারা; দেহ সঞ্চালনের মাধ্যমে ইঙ্গিত করণ।

**অঙ্গরক্ষা**—বিঃ সাজ, জামা।

**অঙ্গরাখা**—বিঃ আঙ্গরাখা।

**অঙ্গরাগ**—বিঃ দেহসজ্জা, অঙ্গের সৌন্দর্য সাধনের নিমিত্ত বিলাস দ্রব্যাদি।

**অঙ্গরুহ**—বিঃ লোম বা পশম।

**অঙ্গলেপ**—বিঃ প্রসাধন দ্রব্যাদি; কুম-কুম চন্দনাদি।

**অঙ্গসংবাহন**—বিঃ massage, অঙ্গ-মর্দন।

**অঙ্গসংস্থাপন**—বিঃ জীবদেহবিজ্ঞান, morphology।

**অঙ্গসৌষ্ঠব**—বিঃ অঙ্গের সুঠাম গঠন।

**অঙ্গাঙ্গি**—বিঃ পরস্পর, অবিচ্ছেদ্য, ঘনিষ্ঠতা, ঠেসাঠেসি; অঙ্গে অঙ্গে প্রবৃত্ত কার্য এই অর্থে ব্যতীহার

বহুব্রী। -ভাব—সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার।

**অংগাবরণ**—বিঃ দেহ আচ্ছাদন নিমিত্ত বস্ত্র।

**অংগার**—বিঃ কয়লা, ময়লা, কলঙ্ক। [অন্‌গ্‌+আর]।

**অংগারক রসায়ন**—বিঃ জৈব রসায়ন।

**অংগার যৌগিক**—বিঃ carbon compounds।

**অংগারাম্ল**—বিঃ অংগার ও বায়ুস্থ অম্লজান এই দুইয়ের রাসায়নিক সমবায়ে উৎপাদিত বাষ্প।

**অংগারিকা**—বিঃ (স্ত্রী) ঃ অগ্নিপাত্র, কালতৃণ।

**অংগিরা**—বিঃ বৈদিক ঋষি বিশেষ; সপ্তর্ষির অন্যতম।

**অংগী**—বিণঃ শরীরী। [অংগ+ইন্‌]। (স্ত্রী) ঃ **অংগিনী**।

**অংগীকরণ**—বিঃ প্রতিশ্রুতি, অংগীকারকরণ।

**অংগীকার**—বিঃ প্রতিজ্ঞা, বাক্যদান, স্বীকার। বিণঃ **অংগীকৃত**—প্রতিশ্রুত।

**অংগীভূত**—বিণঃ অংশত্ব প্রাপ্ত, অংগের অন্তর্ভূত।

**অংগুরী, অংগুরি, অংগুরীয়, অংগুরীয়ক**—বিঃ (স্ত্রী) ঃ আংটি।

**অংগুল**—বিঃ আঙ্গুল। **অংগুলী, অংগুলি**।

**অংগুলিত্রাণ**—বিঃ আঙ্গুলে ধারণ করিবার নিমিত্ত এক প্রকার ঠুলি বা টুপি।

**অংগুস্তানা**—বিঃ দস্তানা।

**অচকিত**—বিণঃ অশঙ্কিত, অবিস্মিত।

**অচঞ্চল**—বিণঃ স্থির, চপলতাহীন। **অচপল**—নিশ্চল।

**অচর**—বিণঃ স্থাবর, হীনগতি।

**অচরিত**—বিণঃ অপূর্ব, অশ্ভূত।

**অচরিতার্থ**—বিণঃ বিফলকাম।

**অচল**—বিণঃ অটল, নিথর।

**অচলায়তন**—বিঃ যাহাকে সহজে নড়ানো যায় না এমন প্রতিষ্ঠান বা সমাজব্যবস্থা।

**অচালন**—বিঃ অপ্রয়োগ, স্থানান্তর না করণ।

**অচিকিৎসনীয়**—বিণঃ চিকিৎসা হয় না এমন।

**অচিকিৎস্য**—বিণঃ অপ্রতিকার্য।

**অচিকীর্ষু**—বিণঃ অলস, অনিচ্ছুক।

**অচিত্ত**—বিণঃ চেতনহীন. অজ্ঞান।

**অচিন, অচিনা, অচেনা**—বিণঃ অপরিচিত, অজানা, অজ্ঞাত।

**অচিন্ত্য**—বিণঃ চিন্তার অতীত: চিন্তা করা যায় না এমন।

**অচির**—বিণঃ স্বল্পস্থায়ী: সত্বর।

**অচিরাৎ**—ক্রি-বিণঃ শীঘ্র, অচির।

**অচিরতা, অচিরত্ব**—বিঃ নশ্বরতা।

**অচূর্ণ**—বিণঃ আস্ত, গোটা।

**অচূর্ণিত**—বিণঃ চূর্ণ হয় না এমন, অপিষ্ট।

**অচেতঃ** (তস্‌)—বিণঃ, অজ্ঞান, নির্দয়।

**অচেতন, অচৈতন্য**—বিণঃ চেতনাহীন, সংজ্ঞাহীন, জড়।

**অচেনা, অচিন, অচিনা**—বিণঃ অদেখা, অপরিচিত, অজ্ঞাত।

**অচেষ্ট**—বিণঃ নিশ্চেষ্ট, উদাসীন, অবশ।

**অচ্ছ**—বিণঃ স্বচ্ছ, পরিষ্কার, নির্মল।

**অচ্ছিদ্র**—বিণঃ নিশ্ছিদ্র, ছিদ্রহীন, রন্ধ্রহীন।

**অচ্ছিন্ন**—বিণঃ সম্পূর্ণ. গোটা।

**অচ্ছুত, অচ্ছুৎ**—বিণঃ অস্পৃশ্য. হরিজন সম্প্রদায় (জাতি); যাহাকে ছোঁওয়া অনুচিত।

**অচ্ছেদ**—(১) বিণঃ খণ্ডহীন, অবিরাম। (২) বিঃ ছেদাভাব, খণ্ডহীনতা।

**অচ্ছোদ**—(১) বিণঃ স্বচ্ছ নির্মল জল বিশিষ্ট। (২) বিঃ হিমালয় প্রদেশস্থ মনোহর সরোবর বিশেষ। বিঃ **-পটল**—অক্ষিগোলকের দৃশ্যমান স্বচ্ছ ত্বক্, cornea।

**অচ্যুত**—(১) বিঃ নারায়ণ, কৃষ্ণ, বিষ্ণু। (২) বিণঃ অটল, স্থির, অবিনাশী।

**অছি**—বিঃ তত্ত্বাবধায়ক, ন্যাস রক্ষক, অভিভাবক, trustee, executor। [আ]।

**অছিয়তনামা**—বিঃ দানপত্র, (will) ইচ্ছাপত্র। [আ বসীয়ৎ+ফা নামা]।

**অছিলা**—বিঃ অজুহাত. ছল। [আ]।

**অজ**—(১) বিণঃ হীনজন্ম। (২) বিঃ ঈশ্বর, ব্রহ্মা, সূর্য বংশীয় নৃপতি, জীবাত্মা। বিঃ (স্ত্রী) ঃ **অজা**—আদ্যাশক্তি। (৩) -বিঃ ছাগ, মেষরাশি। বিঃ (স্ত্রী) ঃ **অজা**—ছাগী, ভেড়ী। (৪) বিণঃ (খারাপ অর্থে) নিতান্ত (অজ পাড়াগাঁ)।

**অজগর**—বিঃ এক প্রকার বৃহৎ সর্প।

**অজগরবৃত্তি**—(১) বিঃ শ্রমকাতরতা। (২) বিণঃ অত্যন্ত অলস, যে একস্থানে অবস্থান করিয়া অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করে।

**অজচ্ছল**—বিণঃ অপর্যাপ্ত, অঢেল।

**অজন্ত**—বিণঃ স্বরান্ত. অচ্ (স্বর) অন্তে যাহার বহুব্রী।

**অজন্তা**—বৌদ্ধ গুহা বিশেষ।

**অজন্মা**—(১) বিঃ অপূর্ণ জন্ম, মোক্ষ; দুর্ভিক্ষ। (২) বিণঃ হীনজন্মা।

**অজপা**—(১) বিঃ (স্ত্রী)ঃ শ্বাস প্রশ্বাসে স্বতোৎসারিত মন্ত্র, প্রাণবায়ু; তান্ত্রিকদেবী। (২) জপবর্জিতা, জপশূন্যা, নাই জপ যাহার।

**অজবীথি**—বিঃ আকাশের ছায়াপথ, milky way।

**অজবুক**—বিণঃ আহম্মক, বোকা উজবুক। [তু 'উজবেগ্']।

**অজয়**—(১) বিঃ পরাজয়; নদ বিশেষ। (২) বিণঃ অজেয়, দুর্জয়।

**অজর**—(১) বিণঃ জরারহিত। (২) বিঃ দেবতা।

**অজরামর**—বিণঃ জরামৃত্যুরহিত।

**অজল**—(১) বিণঃ জলহীন, শুষ্ক। (২) বিঃ দূষিত জল।

**অজস্র**—(১) বিণঃ অসংখ্য, অপরিমিত (২) ক্রি-বিণঃ অবিরত, নিরন্তর।

**অজহল্লিঙ্গ**—বিঃ (ব্যাক) বিশেষ রূপে প্রযুক্ত হইয়াও যে শব্দ স্বলিঙ্গ ত্যাগ করেনা।

**অজাত**—বিণঃ নীচজাতি, বেজাত।

**অজাতশ্মশ্রু**—বিণঃ যাহার দাড়ি বাহির হয় নাই, অল্পবয়স্ক।

**অজাতশত্রু, অজাতারি**—বিণঃ মগধের নৃপতি ; মহাদেব ; যাহার শত্রু জন্মে নাই এইরূপ।

**অজানত**—ক্রি-বিণঃ অজ্ঞাতসারে, অজ্ঞানতঃ। বিণঃ **অজানিত**—অপরিচিত।

**অজিত**—বিঃ বিষ্ণুর অবতার, বুদ্ধদেব। বিণঃ অপরাজিত, অনায়ত্ত।

**অজিতাত্ম**—বিঃ যে আত্মাকে জয় করা যায় না, অজিতেন্দ্রিয়।

**অজিন**—বিঃ পশুচর্ম; চর্ম নির্মিত আসন, মৃগচর্ম।

**অজির**—বিঃ উঠান; শরীর; বায়ু; ভেক।

**অজীর্ণ**—বিঃ (indigestion) বদহজম, পেটের অসুখ।

**অজু**—বিঃ হাত মুখ পা ইত্যাদি প্রক্ষালন; নামাজের পূর্বে মুসলমানদের রীতি। [ আ ]।

**অজুহনামা**—মকদ্দমার কারণ লিখিত পত্রাদি।

**অজুরা**—বিঃ মাহিনা, বেতন, মজুরি। [ফা]।

**অজুহাত**—বিঃ অছিলা, ওজর; কারণ; হেতু। [ফা]।

**অজেয়**—বিণঃ দুর্জয়; যাহাকে জয় করা যায় না।

**অজৈব**—বিণঃ (inorganic) যাহা প্রাণী বা উদ্ভিদ বিষয় নহে এমন।

**অজ্ঞ**—বিঃ জ্ঞানহীন; অজ্ঞান; মূর্খ।

**অজ্ঞতা**—বিঃ মূর্খতা।

**অজ্ঞাত**—বিণঃ অপরিচিত; অজানা; অবিদিত; অপ্রকাশিত।

**অজ্ঞান**—বিণঃ অবিদ্যা; জ্ঞানহীন;

**অজ্ঞানবাদ**—বিঃ অজ্ঞেয়বাদ অনজ্ঞাবাদ, agnosticism।

**অঝর, অঝোর**—বিণঃ বিরামহীন, অবিশ্রান্ত।

**অঝোরে**—ক্রি-বিণঃ অবিশ্রান্ত ধারায়, ঝর ঝর করিয়া।

**অঝর**—বিণঃ অবিরাম ভাবে, নির্ঝর।

**অঞ্চল**—বিঃ আঁচল; কাপড়ের প্রান্তভাগ; [illegible]াংশ, এলাকা; তল্লাট।

**আঞ্চ**[illegible] [illegible] প[illegible] : ভূষিত, উত্থিত ([illegible] [illegible])।

[illegible] সুর্মা, কাজল; বিবিধ ধাতুগঠিত দ্রব্য; আঁজনাই।

**অঞ্জনা**—বিঃ বাঞ্জনা বৃত্তি; হনুমানের মা।

**অঞ্জনাদ্রি**—বিঃ নীলগিরি, অঞ্জনসদৃশ অদ্রি।

**অঞ্জলি**—বিঃ যুক্তকরে দেবতার উদ্দেশে অর্পিত পুষ্প, জলাদি; পূজা।

**অঞ্জলিপুট**—বিঃ করপুট।

**অটন**—বিঃ ভ্রমণ।

**অটবি, অটবী**—বিঃ বন, অরণ্য।

**অটল**—বিণঃ যাহা টলে না, নিশ্চল, স্থির।

**অটুট**—বিণঃ গোটা, নিখুঁত, অভগ্ন।

**অটো**—বিঃ আতর। ['otto']।

**অটোগ্রাফ**—(autograph) নিজ হাতের লেখা।

**অট্ট**—বিণঃ উচ্চ, বিকট। **-নাদ, -হাসি**।

**অট্টালিকা**—বিঃ বড় বাড়ি; ইমারত; প্রাসাদ।

**অঢেল**—বিণঃ অজস্র, অনেক।

**অণি**—বিঃ সূচ্যাদির অগ্রভাগ, সীমা।

**অণিমা**—বিঃ অতি সূক্ষ্মত্ব যাহার দ্বারা দেবতারা সর্বত্র ভ্রমণ করিতে পারেন।

**অণু**—বিণঃ ঈষৎ; অতিক্ষুদ্র। molecule; atom; অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম অংশ। বিঃ **-বীক্ষণ**—অতি ক্ষুদ্র বস্তুর দর্শনসাধক যন্ত্র, microscope।

**অণুভা**—বিঃ বিদ্যুৎ অণু ভা (দীপ্তি) যাহার।

**অণুরেণু**—বিঃ ধূলিকণা।

**অণ্ড**—বিঃ ডিম; অণ্ডকোষের বীচি গোলাকার বস্তু।

**অণ্ডাশয়**—বিঃ ovary; স্ত্রী জনন যন্ত্র।

**অত**—বিণঃ প্রচুর পরিমাণে; ঐ পরিমাণ (অত সাহস ভাল নয়)। বিঃ **-শত**—(অতশত বুঝিনা) অতপ্রকার।

**অতএব**—অব্যঃ এইহেতু, এজন্য, কাজেকাজেই।

**অতঃপর**—অব্যঃ ইহার পর।

**অতট**—বিঃ উচ্চ নদীতীর, উচ্চ স্থান। বিণঃ বিশাল।
**অতথ্য**—বিণঃ অসত্য, মিথ্যা।
**অতনু**—বিণঃ অশরীরী, নিরাকার বিপুল। বিঃ মদনদেব।
**অতন্দ্র**—বিণঃ তন্দ্রাহীন, অক্লান্ত।
**অতরু**—বিণঃ ঊষর, বৃক্ষশূন্য।
**অতরুণ**—বিণঃ প্রবীণ।
**অতর্কিত**—বিণঃ আচম্বিত, অপ্রত্যাশিত। ক্রি-বিণঃ হঠাৎ, অসতর্ক অবস্থায়।
**অতল**—বিঃ ভূমির অধোভাগ, প্রথম পাতাল। বিণঃ গভীর, অথৈ, তলহীন।
**অতসী**—বিঃ সোনালী ফুল বিশেষ, শণ, মসিনা।
**অতি**—অব্যঃ (উপ)ঃ অধিক, অতীত, অসংগত, বহির্ভূত; অত্যধিক, অত্যাচার, অতীন্দ্রিয়)। বিণঃ বিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট। **-কথা**—অতিরঞ্জিত কথা। **-কায়**—প্রকাণ্ড শরীর যাহার। **-ক্রম, -ক্রমণ**—পার হওয়া। **-ক্রম্য, ক্রমণীয়**—উল্লঙ্ঘন সাধ্য। **-ক্রান্ত**—অতীত। **-চালাক, -তৃপ্ত, -দর্প**—অতি দর্পে হতালঙ্কা, অতি অহঙ্কারের পতন অনিবার্য। **-পাত্ত**—তামাদি। **-পাত**—যাপন। **-পান**—অতিরিক্ত পান দোষ। **-প্রাকৃত**—অলৌকিক। **-বল**—মহাশক্তিশালী। **-বাড়**—অত্যন্ত বৃদ্ধি। অতিবাড় বেড় নাকো ঝড়ে পড়ে যাবে। অহংকার পতন আনিবেই। **-বাত**—ঝড়। **-বাদ**—অত্যুক্তি। **-বাহন**—যাপন। **-বাহিত**—কাটিয়া গিয়াছে এমন। **-বৃষ্টি**-হানিকর বৃষ্টি। **-বুদ্ধি**—উপর চালাক। অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি। **-ভক্তি**—ভক্তির ভান। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। **-ভোজন**—অতিরিক্ত ভোজন। **-মন্দা**—দাম পড়িয়া যাওয়ার অবস্থা। **-মাত্র**—মাত্রা ছাড়াইয়া। **-মান**—অত্যন্ত আত্মগৌরব। **-মানব, -মানুষ**—মহামানব, superman। **-মানবিক, -মানুষিক**—অলৌকিক। **-রঞ্জন, -রঞ্জিত**—অতিকথিত। **-রিক্ত**—প্রয়োজনের অধিক। **-রেক**—বাড়তি। **-শয়**—অত্যন্ত। **-শয়োক্তি**—কাব্যের অলঙ্কার বিশেষ। **-সার**—পীড়া বিশেষ।
**অতিগ**—বিণঃ অতিক্রমকারী, উত্তীর্ণ।
**অতিজাত**—বিণঃ পিতা অপেক্ষা অধিক গুণী।
**অতিথি**—বিঃ আশ্রয়ার্থে আগত ব্যক্তি, অভ্যাগত, আগন্তুক।
**অতিনিমিষ**—বিণঃ অপলক।
**অতিপ্রাকৃত**—বিণঃ প্রকৃতকে অতিক্রম করিয়া, অস্বাভাবিক, অতি যথার্থ।
**অতিষ্ঠ**—বিণঃ বিরক্ত, উত্যক্ত।
**অতীত**—বিণঃ বিগত, বহির্ভূত।
**অতীন্দ্রিয়**—বিণঃ ইন্দ্রিয়ের অতীত।
**অতুল**—বিণঃ তুলনাহীন, অনুপম।
**অতুষ্ট**—বিণঃ অসন্তুষ্ট, অতৃপ্ত। বিঃ **অতুষ্টি**।
**অত্যধিক**—বিণঃ অত্যন্ত; অতিবেশী।
**অত্যয়**—বিঃ বিলয়, মৃত্যু, দোষ; **প্রমাণ-পত্র**—emergency certificate।
**অত্যাহিত**—বিঃ অতিশয় অমঙ্গল।
**অত্যাচার**—বিঃ অশালীন ব্যবহার, দুর্ব্যবহার, উৎপীড়ন।
**অত্যাজ্য**—বিণঃ ত্যাগ করা যায় না এমন। [ন+ত্যাজ্য]।
**অত্যাবশ্যক**—বিণঃ বিশেষ প্রয়োজনীয়।
**অত্যাশ্চর্য**—বিণঃ অতি বিস্ময়কর।
**অত্যাসক্ত**—বিণঃ ভীষণভাবে আসক্ত, অতিরিক্ত অনুরক্ত।

**অত্যাহিত**—বিঃ মহাভয়, অমঙ্গল, বিপত্তি।

**অত্যুক্তি**—বিঃ কোন কিছু বেশী করিয়া বলা।

**অত্যুগ্র**—বিণঃ অতি উগ্র, প্রখর।

**অত্যুজ্জ্বল**—বিণঃ খুব বেশী উজ্জ্বল, চক্‌চকে।

**অত্যুৎকৃষ্ট**—বিণঃ খুবই ভাল। অতি উৎকৃষ্ট বা উত্তম।

**অত্যুৎপাদন**—বিঃ (overproduction) বেশী উৎপাদন।

**অত্যুষ্ণ**—বিণঃ ভীষণ গরম।

**অত্র**—অব্যঃ এখানে। **-স্থ**—বিণঃ এখানকার।

**অত্রস্ত**—বিণঃ ত্রস্তহীন, শঙ্কাহীন।

**অথই**—বিণঃ থই নাই এমন, অতল, অগাধ।

**অথচ**—অব্যঃ তবু।

**অথবা**—অব্যঃ কিম্বা।

**অথর্ব**—বিণঃ চলনশক্তিরহিত; অকর্মণ্য। বিঃ চতুর্থ বেদ।

**অদত্ত**—বিণঃ যাহা দেওয়া হয় নাই এমন।

**অদন**—বিঃ ওদন। খাদ্য, ভক্ষণ।

**অদম্য**—বিণঃ দুর্দান্ত, দুর্দমণীয়, অজেয়, প্রবল।

**অদর্শন**—বিঃ দৃষ্টিবহির্ভূত, দেখিতে না পাওয়া।

**অদল**—বিণঃ দলশূন্য।

**অদলবদল**—বিণঃ পরস্পর বিনিময়।

**অদাহ্য**—বিণঃ দহণীয় নয় এমন, যাহা পোড়ে না।

**অদিতি**—বিঃ দেবমাতা, দক্ষ প্রজাপতির কন্যা, কশ্যপমুনির পত্নী।

**অদিন**—বিঃ মন্দাদিন ; দুর্দিন।

**অদীন**—বিণঃ ধনী, অদুঃখী।

**অদীপ**—বিণঃ অপ্রদীপ। দীপ জ্বালা হয় নাই এমন।

**অদূর**—বিণঃ দূর নয় এমন। **-গামী**, **-বর্তী**—সন্নিহিত, নিকটবর্তী। **-ভবিষ্যৎ**—শীঘ্রই যাহা হইবে এমন। **-স্থ**—নিকটস্থ।

**অদূরদর্শী**—(দর্শিন্) অপরিণামদর্শী।

**অদূরবদ্ধদৃষ্টি**—বিঃ বেশী দূরে দেখিতে না পাওয়া (short sightedness), অদূরবদ্ধা যে দৃষ্টি।

**অদৃষ্ট**—বিঃ ভাগ্য। বিণঃ অদেখা।

**অদৃষ্টপূর্ব**—বিণঃ পূর্বে দেখা যায় নাই এমন।

**অদৃষ্টলিপি**—বিঃ ভাগ্যের লিখন।

**অদেয়**—বিণঃ দেওয়া যায় না এমন।

**অদ্বয়**—বিঃ ব্রহ্ম।

**অদ্বৈত**—বিঃ অদ্বয় ; যাহার দ্বিতীয় নাই।

**অদ্ভুত**—বিণঃ সৃষ্টিছাড়া ; অপরূপ। বিঃ কাব্যের রস বিশেষ।

**অদ্য**—অব্যঃ, ক্রি-বিণঃ—আজ এখন।

**অদ্যাপি**—অব্যঃ এখনও ; আজিও।

**অদ্যাবধি**—অব্যঃ আজ পর্যন্ত।

**অদ্রাব্য**—বিণঃ (insoluble) গলান যায় না এমন।

**অদ্রি**—বিঃ পর্বত ; সূর্য ; বৃক্ষ।

**অধঃ**—অব্যঃ নিম্নে ; বিণঃ **অধঃকৃত**—পরাজিত। **অধঃক্রম**—বিঃ কমিয়া যাওন। **অধঃপাত**—অধোগতি।

**অধম**—বিণঃ উৎকৃষ্ট নয়, নীচ, জঘন্য।

**অধমর্ণ**—বিঃ ঋণী, দেনাদার।

**অধমাঙ্গ**—বিঃ অধম অঙ্গ, পদ।

**অধমাধম**—বিণঃ অধমাপেক্ষা অধম, নিকৃষ্ট।

**অধর**—বিঃ ঠোঁট, নিচের ঠোঁট। বিঃ

**-পল্লব**—কচি পাতার ন্যায় কোমল ঠোঁট। বিঃ **অধর চুম্বন, অধর সুধা পান**—বিণঃ ঠোঁটে চুমু খাওয়া।

**অধরা**—বিণঃ বিঃ ধরা ছোঁয়ার বাইরের বস্তু বা ব্যক্তি।

**অধরামৃত**—বিঃ অধরসুধা, চুম্বন রস, থুতু।

**অধরিক**—বিণঃ নিম্ন বিভাগীয়, অধরিক কৃত্যক—নিম্ন বিভাগীয় চাকরী। inferior service।

**অধরোষ্ট, অধরোষ্ঠ**—বিঃ অধর ও ওষ্ঠ উভয়ে। [অধর+ওষ্ঠ]। বিণঃ **অধরৌষ্ঠ্য**—অধরোষ্ঠ দ্বারা উচ্চারণ হয় এমন।

**অধর্ম**—বিঃ ধর্ম বিরুদ্ধ কর্ম, পাপ। বিণঃ পুণ্যহীন। বিঃ **অধর্মাচরণ**—অন্যায় কাজ, ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ। বিণঃ -চারী, **-পরায়ণ**—পাপী, অধর্ম আচরণকারী।

**অধস্তন**—বিণঃ অধীন, নিম্নস্থিত, lower, subordinate।

**অধস্তক**—বিঃ উপরের চর্মের নিম্নস্থ সূক্ষ্ম চর্ম।

**অধাতু**—বিঃ ধাতু নয় এমন। non-metal।

**অধি**—অব্য (উপ)ঃ প্রাধান্য, ঐশ্বর্য, আধিক্য।

**অধিক**—বিণঃ অতিরিক্ত, বেশী। অব্যঃ **-ন্তু**—উপরন্তু।

**অধিকরণ**—বিঃ আধার, বিচারালয়, দখল করণ।

**অধিকর্তা**—বিঃ পরিচালক, director।

**অধিকাংশ**—বিণঃ অনেক অংশ, বেশী ভাগ।

**অধিকার**—বিঃ স্বামিত্ব, প্রভুত্ব, দখল, ক্ষমতা, সরকারী কর্মসম্পাদনার উচ্চ বিভাগ, directorate, অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা (কোন বিষয়ে জ্ঞান)। [অধি-কৃ+অ]।

**অধিকারী**—বিণঃ স্বত্ববান, স্বামী, মালিক, যাত্রাদলের অধ্যক্ষ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **অধিকারিণী**।

**অধিকৃত**—বিণঃ আয়ত্ত, লব্ধ। [অধি-কৃ+ক্ত]।

**অধিক্ষেপ**—বিঃ নিন্দা, ভর্ৎসনা, নিক্ষেপ [অধি-ক্ষিপ্+ঘঞ্]।

**অধিগত**—বিণঃ জ্ঞাত, প্রাপ্ত, স্বীকৃত। [অধি-গম+ক্ত]।

**অধিগমন**—বিঃ গ্রহণ, জ্ঞানলাভ।

**অধিগম্য**—বিণঃ জ্ঞেয়, শিক্ষা দ্বারা লব্ধ। [অধি-গম+যৎ]।

**অধিত্বক্**—বিঃ ত্বকের উপরের চর্ম।

**অধিত্যকা**—বিঃ পর্বতের উপরিস্থিত সমভূমি, tableland।

**অধিদেব**—বিঃ অন্তর্যামী পুরুষ, সূর্য-মণ্ডল।

**অধিদেবতা, অধিদৈবত**—বিঃ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

**অধিনায়ক**—বিঃ নেতা, পরিচালক, অধ্যক্ষ, সেনাপতি, commander।

**অধিনিয়ম**—বিঃ বিধিবদ্ধ আইন। act,

**অধিপ, -তি**—বিঃ প্রভু, কর্তা, স্বামী।

**অধিপুরুষ**—বিঃ পরমেশ্বর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তা, rector।

**অধিপ্রাণবাদ**—বিঃ প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যতীত ভিন্ন কোন প্রাণশক্তি (বিশ্বাত্মা, পরমাত্মা) হইতে প্রাণের উৎপত্তি—এইরূপ মতবাদ, দর্শন, vitalistic theory।

**অধিবক্তা**—বিঃ প্রধান বিচারালয়ের উকিল, ব্যবহারজীবী, advocate।

**অধিবাস**—বিঃ আশ্রিত স্থান ; বাস-

স্থান। [অধি+বস্+অন্]। শুভ-কার্যাদির অনুষ্ঠান।

**অধিবাসন**—বিঃ সুরভিকরণ, স্থাপনা।

**অধিবিদ্যা**—বিঃ metaphysics ; বিশেষ বিদুষী, অতিশয় জ্ঞানী মহিলা।

**অধিবৃত্ত**—বিঃ parabola, গোলাকার স্থান বিশেষ।

**অধিবৃত্তি**—বিঃ লভ্যাংশ; bonus।

**অধিবেত্তা**—বিঃ স্ত্রী থাকিতেও পুনরায় বিবাহ করণ।

**অধিবেদন**—বিঃ অধিবেত্তা।

**অধিবেশন**—বিঃ সভা সমিতি ইত্যাদির সমাবেশ। [অধি-বিশ্+অন]।

**অধিভূ**—বিঃ অধিকর্তা, স্বামী, ভূমির অধিকারী, রাজা। [অধি+ভূ+কিং]।

**অধিভূত**—বিঃ যাহা ভূত। বিণঃ অধি-ভৌতিক।

**অধিমাস**—বিঃ মলমাস। রবি ও সংক্রান্তির মধ্যবর্তী চন্দ্রমাস।

**অধিরথ**—বিঃ রথ অধিকারে রহিয়াছে যাহার সে ; মহারথী, বীর পুরুষ ; কর্ণের পালক পিতা।

**অধিরাজ**—বিঃ সম্রাট, মহারাজা, সার্ব-ভৌম।

**অধিরাজ্য**—বিঃ dominion, সার্বভৌম রাজ্যের অধীন কোন রাজ্য।

**অধিরূঢ়**—বিণঃ আক্রান্ত, অধিষ্ঠিত। অধি+রুহ্+ক্ত)।

**অধিরোপণ**—বিঃ আরোহণ করানো ; চড়ানো। ধনুকে শর যোজন। [অধি+রোপি (রুহ+ণিচ্)+অন]।

**অধিরোহণ**—বিঃ আরোহণ, উপরে ওঠা। [অধি+রুহ+অন]। বিঃ **অধি-রোহণী**।

**অধিরোহণী**—বিঃ যদ্দ্বারা উপরে ওঠা যায়; সোপান, মই সিঁড়ি। বিঃ **অধিরোহী, আরোহী**।

**অধিলোক**—বিঃ মর্ত্যধাম, বিশ্ব।

**অধিশয়িত**—বিণঃ অধিষ্ঠিত ; যে শুইয়াছে। [অধি+শী+ত]

**অধিশায়িত**—বিণঃ (উপরে) স্থাপিত; শায়িত, যাহাকে শোয়ানো হইয়াছে। [অধি+শী+ণিচ্+ত]।

**অধিষ্ঠাতা**—বিণঃ বিঃ অধিষ্ঠানকারী, অবস্থিতিকারী ; **অধ্যক্ষ**। [অধি+স্থা+তৃ]। বিণঃ (স্ত্রী): **অধিষ্ঠাত্রী**।

**অধিষ্ঠান**—বিঃ অবস্থিতি; উপবেশন; উপস্থিতি; আবির্ভাব (মূর্তিতে দেবতার—) বাসস্থান ; আশ্রয়, অবস্থিতি ক্ষেত্র (মনোবিদ্যায়) স্বভাবগত হওন ; inherence। [অধি+স্থা+অন]।

**অধিষ্ঠিত**—অধ্যুষিত, অবস্থিত, আবি-র্ভূত; অধিকৃত।

**অধীত**—বিণঃ যাহা অধ্যয়ন করা হইয়াছে ; পঠিত। [অধি+ই+ত]। বিঃ **অধীতি**—অধ্যয়ন। বিণঃ বিঃ **অধীতী**—অধ্যয়নকারী ; কৃতবিদ্য।

**অধীন**—বিণঃ আয়ত্ত, অন্তর্ভুক্ত, included ; বশীভূত ; [illegible]ত ; বাধ্য : অনুগত : শাসনের [illegible] ত ; অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ, subordinate, নির্ভরশীল, dependent। [অধি+ইন]। বিণ বিঃ (স্ত্রী): **অধীনা, অধিনী, অধীনী**—বশীভূতা ; বশীভূতা রমণী।

**অধীয়মান**—বিণঃ পঠিত হইতেছে এমন। [অধি+ই+ণিচ্+আন]।

**অধীয়ান**—বিঃ অধ্যায়নকারী ; অধ্যেতা, ছাত্র।

**অধীর**—বিণঃ অস্থির; অসহিষ্ণু;

ধৈর্যহীন, ব্যগ্র; উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল, কাতর। বিঃ-**তা**।

**অধীশ, অধীশ্বর**—বিঃ অধিপতি; মহারাজ, সম্রাট, সার্বভৌম, প্রভু, কর্তা, নৃপতি, মালিক, শাসক।

**অধুনা**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ আজকাল, ইদানীং বর্তমানে, সম্প্রতি, এখন। বিণঃ **-তন**—আধুনিক, বর্তমান-কালীন।

**অধৃষ্য**—বিণঃ অজেয়। বিঃ **-তা**।

**অধৈর্য**—(১) বিণঃ অস্থির, ব্যাকুল, ধৈর্যহীন। (২) বিঃ ধৈর্যহীনতা, ধৈর্যের অভাব, অস্থিরতা।

**অধোগতি, অধোগমন**—বিঃ অধঃপতন, নিম্নেগতি; হ্রাস, subsidence; অবনতি; দুর্দশা, নরকপ্রাপ্তি (পর জন্মে) হীন-যোনি-জাত। [অধঃ+গতি, গমন]। বিণঃ **অধোগত**—অধোগতিপ্রাপ্ত। বিণঃ **অধোগামী**—অধোগমনকারী।

**অধোগামী**—**অধোগতি** দ্রষ্টব্য।

**অধোদৃষ্টি**—বিণঃ নিম্নদিকে লক্ষ্য।

**অধোবদন, অধোমুখ**—বিণঃ নতমুখ, যে মাথা হেঁট করিয়া আছে।

**অধোদেশ**—বিঃ নিচের দিক, নিম্নাংশ।

**অধোলোক**—বিঃ পাতাল।

**অধ্যক্ষ**—বিঃ কর্মকর্তা, পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক, প্রভু, ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (কোষাধ্যক্ষ, মঠাধ্যক্ষ); কলেজের প্রিন্সিপ্যাল (principal); কর্ম-পরিচালক, manager; ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি, Speaker of the Assembly। [অধি+অক্ষ্+অ]। বিঃ **-তা, -ত্ব**—প্রভুত্ব, তত্ত্বাবধায়কতা।

**অধ্যবসায়**—বিঃ দৃঢ় প্রযত্ন, অবিরাম চেষ্টা। **-শীল**—বিণঃ অবিরাম উৎসাহশীল।

**অধ্যবসায়ী**—বিণঃ অধ্যবসায়যুক্ত, নিয়ত যত্নশীল, দৃঢ় প্রযত্নপর।

**অধ্যয়ন**—বিঃ মনোযোগ পূর্বক পাঠ, study, শাস্ত্রালোচনা। [অধি+ই+অন]। বিণঃ **-নিরত, -রত, -শীল**—গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠরত।

**অধ্যশন**—বিঃ অতিভোজন; ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইবার পূর্বে পুনরায় ভোজন। [অধি+অশন]।

**অধ্যাত্ম**—(১) অব্যঃ বিণঃ আত্ম বা চিত্ত-বিষয়ক; পরমাত্মবিষয়ক; শরীর সম্পর্কিত। (২) বিঃ পরব্রহ্ম। [অধি+আত্মন্+অ]। বিঃ **-তত্ত্ব**—ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান, আত্মবিদ্যা। বিণঃ, বিঃ **তত্ত্ববিৎ** (-বিদ্)—আত্ম বা পরমাত্ম বিষয়ক জ্ঞান সম্পন্ন (ব্যক্তি); ব্রহ্মজ্ঞানী। বিঃ **-বাদ**—আত্ম বা পরমাত্মই সকল কিছুর মূলে; সমস্ত জ্ঞানই জ্ঞাতার আত্মগতঃ—এই দার্শনিক অভিমত; এই মতই subjectivism। বিণঃ **-বাদী** (-দিন)—অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী। বিণঃ **অধ্যাত্মিক**—**আধ্যাত্মিক** -এর অনুরূপ শব্দ। বিণঃ **অধ্যাত্মীয়**—জ্ঞাতার নিজ সম্পর্কীয়।

**অধ্যাদেশ**—বিঃ বিশেষ হুকুমনামা বা আইন; ordinance। [অধি+আদেশ]।

**অধ্যাপক**, ...য়িতা—বিঃ আচার্য, উপদেষ্টা, শিক্ষক, কলেজের প্রফেসর (professor) বা লেকচারার (lecturer)। [অধি+ই+ণিচ্+অক]। বিণ (স্ত্রী): **অধ্যাপয়িত্রী, অধ্যাপিকা**।

**অধ্যাপন, অধ্যাপনা**—বিঃ শিক্ষাদান,

পাঠন, পাঠনা। [অধি+ই+ণিচ্+আ]। বিণঃ **অধ্যাপিত**—শিখানো বা পড়ানো।

**অধ্যায়**—বিঃ গ্রন্থের পরিচ্ছেদ, সর্গ, বিভাগ, পর্ব, কাণ্ড, chapter। [অধি+ই+অ]। বেদের অংশ।

**অধ্যারূঢ়**—বিণঃ আরোহণকারী, যে চড়িয়াছে। [অধি+আরূঢ়]।

**অধ্যাস, অধ্যাসন**—বিঃ সত্তা বা গুণাগুণ আরোপ, কোন বস্তুতে ভিন্ন বস্তুর কল্পনা, illusion (যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম বা জ্ঞান)। বিণঃ **অধ্যাসিত, অধ্যাসীন**—অধিষ্ঠিত, উপবিষ্ট, আরূঢ়।

**অধ্যাহরণ, অধ্যাহার**—বিঃ—ঊহ্য বাক্য পূরণ, পাদ পূরণ। বিণঃ **অধ্যাহৃত**—ঊহ্যকরণ করা হইয়াছে এমন।

**অধ্যুষিত**—বিণঃ উপনিবিষ্ট, বাস বা উপবেশন করা হইয়াছে এমন। [অধি+বস্+ত]।

**অধ্যুষ্ট**—বিণঃ প্রসিদ্ধ, যাহাকে বাস করানো হইয়াছে।

**অধ্যেতা**—বিণঃ, বিঃ অধ্যয়নকারী, ছাত্র, বিদ্যার্থী, পাঠক, শিষ্য। (স্ত্রী)ঃ **অধ্যেত্রী**।

**অধ্বর**—বিঃ যজ্ঞ। **অধ্বর্যু**—যজুর্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্। "জয় বিষাক্ত কণ্টক, কৃতান্ত বঞ্চক, ত্রিশূলধারক, নতাধ্বর"—অ. ম.। বিঃ অষ্টবসুর অন্যতম। **-ত**—বিণঃ সাবধান, মনোযোগী।

**অধ্রুব**—বিণঃ অনিশ্চিত, অনিত্য, অস্থির, পরিবর্তনশীল।

**অনক্ষর**—বিণঃ, বিঃ নিরক্ষর, বর্ণজ্ঞান-হীন, মূর্খ।

**অনঘ**—বিণঃ নিষ্পাপ, বিপৎশূন্য, মনোজ্ঞ, দুঃখরহিত।

**অনঙ্গ**—(১) বিণঃ দেহহীন, অতনু। (২) বিঃ কন্দর্প, মদন, আকাশ; চিত্ত। **-মোহন**—শ্রীকৃষ্ণ বিঃ।

**অনচ্ছ**—বিণঃ অনির্মল, আলোক দ্বারা ভেদ্য নহে এমন, অস্বচ্ছ, opaque, আবিল, ঘোলা, সমল।

**অনঞ্জন**—বিণঃ অঞ্জন বা কজ্জল শূন্য-দোষহীন। বিঃ পরব্রহ্ম, আকাশ। [অন্+অন্জ্+অন]।

**অনটন**—বিঃ অভাব, অপ্রতুল।

**অনড়**—বিণঃ যা নড়ে না, নিশ্চল, অচল; অপরিবর্তনশীল (রইল অনড় প্রতিজ্ঞায়)।

**অনতি**—বিণঃ বেশী নয়, মাঝারি রকম, অতিশয় বা অতিরিক্ত নহে, পরিমিত। ক্রি-বিণঃ **-পূর্বে**—বেশী আগে নহে। **-বিলম্বে**—শীঘ্র, বেশী বিলম্বে নহে। বিণঃ **-বিস্তৃত**—বেশী বিস্তৃত নহে।

**অনতিক্রম, অনতিক্রমণ**—বিঃ অতিক্রম বা লঙ্ঘন না করণ। বিণঃ **অনতিক্রম-ণীয়, অনতিক্রম্য**—যাহা পার হওয়া অসাধ্য বা উচিত নহে।

**অনতিক্রান্ত**—বিণঃ অনুল্লঙ্ঘিত, পার হওয়া যায় নাই এমন।

**অনতীত**—বিণঃ অতীত বা বিগত নহে এমন। **-বাল্য**—যাহার বাল্যকাল অতিক্রম করে নাই, এখনও যে ছেলে-মানুষ।

**অনধিক**—বিণঃ অধিক নহে এমন; কিঞ্চিৎ, অল্প, মধ্যে (সহস্র টাকার অনধিক)।

**অনধিকার**—বিঃ অধিকার বা স্বত্বের অভাব, অনায়ত্ত। বিঃ **-চর্চা**—অনুচিত বা অনায়ত্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা। **-প্রবেশ**—বিনা অনুমতিতে অপরের

অধিকৃত স্থানে প্রবেশ; অন্যায়ভাবে প্রবেশ. trespass।

**অনধিকারী**—বিঃ অধিকারহীন, অযোগ্য। বিণঃ **অনধিকৃত**—অনায়ত্ত, অধিকার করা হয় নাই এমন।

**অনধিগত**—বিণঃ পাওয়া, জানা বা পড়া হয় নাই এমন; অধিগত হয় নাই এমন।

**অনধিগম্য**—বিণঃ অগম্য, অজ্ঞেয়, অবোধ্য (অনধিগম্য বিষয়, অনধিগম্য স্থান)।

**অনধীত**—বিণঃ অপঠিত।

**অনধ্যায়**—বিঃ পাঠ বিরতি, অধ্যয়ন নিষিদ্ধ যেদিন, বিদ্যালয়ের ছুটি।

**অননুকরণীয়**—বিণঃ যাহা অনুকরণ অসাধ্য বা করা উচিত নহে এমন।

**অননুভবনীয়**—বিণঃ অনুভূতি বা উপলব্ধির অতীত, বোধাতীত।

**অননুভূত**—বিণঃ যাহা অনুভব করা হয় নাই।

**অননুমত**—বিণঃ অননুমোদিত। **অনভিমত**—মতের বিরুদ্ধে।

**অননুমেয়**—বিণঃ অনুমানের অযোগ্য।

**অননুশীলন**—বিঃ অভ্যাস বা চর্চার অভাব।

**অননুশীলিত**—বিণঃ চর্চা বা অভ্যাসের অভাব যাহাতে।

**অননুষ্ঠিত**—বিণঃ অনুষ্ঠান বা সম্পাদন করা হয় নাই এমন।

**অনন্ত**—(১) বিণঃ অশেষ, অসীম, infinite, অন্তহীন, চিরস্থায়ী। (২) বিঃ বিষ্ণু, শেষ নাগ; বলরাম, বাহুর অলংকার। **-চতুর্দশী**—ভাদ্রশুক্ল চতুর্দশীর ব্রতাদি দিবস। **-নিদ্রা**—চিরনিদ্রা। বিণঃ **-রূপী**—অসংখ্য আকৃতি বিশিষ্ট। বিণঃ (স্ত্রী): **-রূপা**, **-রূপিণী**। বিঃ **-শয়ন**—বিষ্ণুর অনন্ত নাগরূপ শয্যা; মৃত্যু।

**অনন্তর**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ তাহার পর, অতঃপর, অব্যবহিত।

**অনন্য**—বিঃ অন্যের সহিত সম্বন্ধ বর্জিত। অভিন্ন, অদ্বিতীয়, একমাত্র; অনুপম। বিণঃ **-কর্মা**—অন্যকর্মে মনোযোগ দেয়না এমন। বিণঃ **-গতি**—অন্য গতি বা উপায় নাই, গত্যন্তরহীন। বিণঃ **-চিত্ত**—একাগ্রচিত্ত, একমনা। বিণঃ **-দৃষ্টি**—অন্যদিকে দৃষ্টি নাই, স্থির দৃষ্টি। বিণঃ **-বৃত্তি**—অন্য কর্ম বা প্রচেষ্টা নাই এমন, অনন্যচিত্ত। বিণঃ **-ব্রত**—অন্য ব্রত নাই এমন। বিণঃ **-মনা**—একাগ্রচিত্ত। বিণঃ **-সাধারণ**, **-সুলভ**—অন্য ব্যক্তিতে দুর্লভ, অসাধারণ। বিঃ **-চিন্তা**—এক বিষয়ে চিন্তা।

**অনন্যোপায়**—বিণঃ উপায়ান্তরহীন, যাহার আর কোন উপায় নাই। [অনন্য+উপায়]। অনন্যগতি।

**অনন্বিত**—বিণঃ অসংলগ্ন, অন্বিত নহে এমন; অসম্বন্ধ, বিরহিত।

**অনপকার**—বিঃ অনিষ্টহীনতা।

**অনপত্য**—বিণঃ নিঃসন্তান। বিঃ **-তা**।

**অনপরাধ**—বিঃ নাই অপরাধ যাহার; নিরপরাধ, নির্দোষ, অপরাধের অভাব। (স্ত্রী): **অনপরাধা**।

**অনপরাধী**—বিণঃ নিরপরাধ। বিণঃ (স্ত্রী): **অনপরাধিনী**।

**অনপায়ী**—বিণঃ অবিনাশী।

**অনপেক্ষ**—বিণঃ নিরপেক্ষ, কাহারও মুখাপেক্ষী নহে, স্বাধীন। বিঃ **-তা**। বিণঃ **অনপেক্ষিত**—অপ্রত্যাশিত, অসম্ভাবিত।

**অনবকাশ**—বিঃ অবসর বা ফুরসৎ বা

অবকাশের অভাব; নাই অবকাশ, অবকাশশূন্য।

**অনবগত**—বিণঃ অবিদিত, অজ্ঞাত।

**অনবগুণ্ঠিত**—বিণঃ অনাবৃত, অবগুণ্ঠন-হীন, উন্মুক্ত, যাহার গুণ্ঠন নাই। (স্ত্রী)ঃ **অনবগুণ্ঠিতা**।

**অনবচ্ছিন্ন**—বিণঃ বিরাম বিহীন, এক-টানা।

**অনবচ্ছেদ**—বিঃ বিরামহীনতা, continuity। [ন+অব+ছিদ্+অ]।

**অনবদ্য**—বিণঃ অনিন্দ্য, নির্দোষ, অনিন্দনীয়।

**অনবধান**—বিঃ অমনোযোগ, অবজ্ঞা, উপেক্ষা। **-তা**—অমনোযোগিতা, অসাবধানতা।

**অনবরত**—বিণঃ, ক্রি-বিণঃ সতত, অবিশ্রাম, অবিরাম, সর্বদা।

**অনবসর**—(১) বিঃ সময় বা ছুটির অভাব, অনবকাশ। (২) বিণঃ অব-কাশহীন।

**অনবরোধ**—বিঃ অবরোধশূন্যতা।

**অনবস্থা**—বিঃ অস্থিরতা, অব্যবস্থা, তর্কদোষ বিশেষ। বিণঃ **অনবস্থ,** **অনবস্থিত**—অব্যবস্থিত, অস্থির। বিণঃ **অনবস্থিতচিত্ত**—অব্যবস্থিত-চিত্ত, প্রতি মুহূর্তে মত বদলায় এমন চঞ্চল চিত্ত।

**অনবহিত**—বিণঃ অসতর্ক, অমনোযোগী, অসাবধান, যত্নহীন।

**অনভিজাত**—বিণঃ অকুলীন, অভিজাত নহে এমন, বংশ মর্যাদাহীন।

**অনভিজ্ঞ**—বিণঃ অজ্ঞান, অভিজ্ঞতাহীন, মূর্খ, আনাড়ী, inexperienced। বিঃ **-তা**।

**অনভিপ্রায়**—বিঃ অসম্মতি, ইচ্ছার অভাব।

**অনভিপ্রেত**—বিণঃ অবাঞ্ছিত, ইচ্ছার বিরুদ্ধ, অনভিমত।

**অনভিব্যক্ত**—বিণঃ অস্পষ্ট; অব্যক্ত; অপ্রকাশিত; অপরিস্ফুট।

**অনভিভবনীয়**—বিণঃ অপরাজেয়; অভি-ভব বা পরাভবের অতীত বা অসাধ্য।

**অনভিভূত**—বিণঃ অব্যাহত; অপরা-জেয়, অনাকুল।

**অনভিমত**—বিণঃ **অননুমত** দ্রষ্টব্য।

**অনভিলষণীয়**—বিণঃ অকাম্য, অপ্রার্থ-ণীয়, অবাঞ্ছনীয়।

**অনভিলষিত**—বিণঃ অবাঞ্ছিত, অভি-লষিত নহে এমন। বিণঃ, বিঃ **অন-ভিলাষী**—অভিলাষী নহে এমন ব্যক্তি।

**অনভ্যস্ত**—বিণঃ অকৃত অভ্যাস, অভ্যাস নাই এমন ব্যক্তি, আনাড়ী (অনভ্যস্ত লোক, অনভ্যস্ত কাজ)।

**অনভ্যাস**—বিঃ অভ্যাসের অভাব।

**অনমনীয়**—বিণঃ যাহাকে নত করা যায় না; শক্ত, দৃঢ়।

**অনম্বর**—(১) বিণঃ আবরণহীন, দিগম্বর, নগ্ন। (২) বিঃ আকাশ, বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী।

**অনয়**—বিঃ কুনীতি, দুর্ভাগ্য, অনর্থ।

**অনর্গল**—বিণঃ অর্গলহীন, অবাধ, অপ্রতিবন্ধক, মুক্ত, অজস্র, উদ্দাম। (অনর্গল ভাষণ)।

**অনর্ঘ্য**—বিণঃ অমূল্য, পূজার অভাব।

**অনর্থ**—বিঃ অশুভ, অমঙ্গল, ভুল অর্থ, অনিষ্ট। বিণঃ অর্থহীন। বিণঃ **-কর**—অনিষ্টজনক। বিঃ **-পাত**—দুর্ঘটনা, বিপদ্। (অর্থই অনর্থের মূল)।

**অনর্থক**—(১) বিণঃ অকারণ, বৃথা, শুধু শুধু, ব্যর্থ, (অনর্থক, -বিলম্ব, -পরিশ্রম)। (২) **ক্রি-বিণঃ**

বৃথা, অকারণে ('তীর্থ ভ্রমণে অর্থ ব্যয় অনর্থক হয়নি')।

**অনর্হ**—বিণঃ অযোগ্য, অনুপযুক্ত, অপূজ্য।

**অনল**—বিঃ আগুন, অষ্টবসুর অন্যতম।

**অনলস**—বিণঃ আলস্যহীন ; পরিশ্রমী ; কর্মশীল। (স্ত্রী)ঃ **অনলসা**।

**অনল্প**—বিণঃ যাহা অল্প নহে, অধিক, বহুল, মহৎ।

**অনশন**—বিঃ উপবাস। বিণঃ **-ক্লিষ্ট**—অনশনে কাতর।

**অনশ্বর**—বিণঃ অবিনাশী, অক্ষয়, যাহার নাশ নাই, চিরস্থায়ী। বিঃ নাশহীনতা।

**অনসূয়**—বিণঃ ঈর্ষাশূন্য, অসূয়াহীন। [ন+অসূয়া]। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **অনসূয়া**—শকুন্তলার জনৈকা সখী ; অসূয়ার অভাব।

**অনাক্রম্য**—বিণঃ আক্রমণ করা অসাধ্য ; ব্যাধির আক্রমণ হইতে মুক্ত, immune। বিঃ **-তা**।

**অনাগত**—বিণঃ অনুপস্থিত ; ভবিষ্যৎ, এখনও আসে নাই এমন। বিণঃ, বিঃ **অনাগতবিধাতা**—যে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকে বা ব্যবস্থা করে।

**অনাঘ্রাত**—বিণঃ ঘ্রাণ লওয়া হয় নাই এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অনাঘ্রাতা**।

**অনাচার**—বিঃ সমাজ বিরুদ্ধ, অবিহিত, অভদ্র বা গর্হিত আচার। বিণঃ, বিঃ **অনাচারী**—অনাচারকারী, কদাচারী।

**অনাছিষ্টি, অনাচ্ছিষ্টি**—অনাসৃষ্টির গ্রাম্য রূপ।

**অনাটন**—অনটন-এর অশুদ্ধ রূপ।

**অনাড়ম্বর**—বিণঃ আড়ম্বরশূন্য, ঘটা-হীন।

**অনাত্মজ্ঞ**—বিণঃ আপনাকে অথবা আপনার অবস্থা বা স্বভাব যে জানে না। বিঃ **-তা**।

**অনাত্মীয়**—বিণঃ, বিঃ আত্মীয় নহে এমন জন ; আত্মীয়শূন্য ; শত্রু। বিণঃ, বিঃ (স্ত্রী)ঃ **অনাত্মীয়া**।

**অনাথ**—বিণঃ অভিভাবকহীন, নিরাশ্রয়, অসহায়। বিণঃ, বিঃ (স্ত্রী)ঃ **অনাথা** (অশুদ্ধ) **অনাথিনী**। বিঃ **-নাথ**—অনাথদের পালক। বিঃ **অনাথাশ্রম**—অনাথদের নিঃখরচায় থাকার স্থান।

**অনাদর**—বিঃ উপেক্ষা, অসম্মান, তাচ্ছিল্য। বিণঃ **-ণীয়**—অনাদরের যোগ্য। বিণঃ **অনাদৃত**—উপেক্ষিত, অনাদর প্রাপ্ত।

**অনাদায়**—বিঃ আদায়ের অভাব, অপ্রাপ্তি। বিণঃ (অশুদ্ধ) **অনাদেয়**—আদায় করা যায় না এমন।

**অনাদি**—(১) বিণঃ আদিহীন, উৎপত্তি-হীন ; স্বয়ম্ভু। (২) বিঃ ঈশ্বর।।

**অনাদ্যন্ত**—বিণঃ আদি অন্ত নাই যাহার।

**অনাবশ্যক**—বিণঃ অপ্রয়োজনীয়।

**অনাবাসিক**—বিণঃ বাস করে না এমন, non-resident ; বাস করা হয় না এমন, non-residential।

**অনাবিল**—বিণঃ যাহা ঘোলা নহে, আবিলতাশূন্য, নির্মল, স্বচ্ছ, অকলুষিত।

**অনাবিষ্কৃত**—বিণঃ অপ্রকাশিত, অনু-দ্ভাসিত, আবিষ্কার করা হয় নাই এমন।

**অনাবিষ্ট**—বিণঃ অমনোযোগী।

**অনাবৃত**—বিণঃ খোলা, অনাচ্ছাদিত।

**অনাবৃত্তি**—বিঃ অনভ্যাস, অপুনরাগমন।

**অনাবৃষ্টি**—বিঃ বৃষ্টির অভাব, বর্ষণা-ভাব।

**অনাব্য**—বিণঃ নৌকা চলে না এমন।

**অনাবেশ্চিত**—বিণঃ অবিজ্ঞাপিত ; not notified।

**অনাময়**—(১) বিঃ আরোগ্য, সুস্থতা। (২) বিণঃ নীরোগ, নিরাময়।

**অনামা**—বিণঃ নামহীন। বিণঃ (স্ত্রী): **অনাম্নী**।

**অনামিকা**—বিঃ হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী অঙ্গুলি।

**অনামুখ, অনামুখা, অনামুখো**—বিণঃ যাহার মুখ দেখিলে অমঙ্গল হয়। [অনা (অশুভ)+মুখ]।

**অনায়ত্ত**—বিণঃ অবাধ্য, অবশীভূত, অনধিকৃত ; আয়ত্তের বহির্ভূত।

**অনায়াস**—(১) বিঃ অক্লেশ, সামান্য পরিশ্রম। (২) বিণঃ ক্লেশশূন্য, স্বতঃস্ফূর্ত। বিণঃ **-লব্ধ**—সহজে প্রাপ্ত। বিণঃ **-সাধ্য**—সহজে করা যায় এমন। বিণঃ **-সিদ্ধ**—সহজে সম্পাদিত। ক্রি-বিণঃ **অনায়াসে**—সহজে।

**অনারব্ধ**—বিণঃ আরম্ভ হয় নাই যাহা ; অননুষ্ঠিত।

**অনারম্ভ**—বিঃ অকরণ, অননুষ্ঠান। বিণঃ **অনারম্ভিত**।

**অনাশ্রয়**—বিণঃ নিরাশ্রয়। বিঃ আশ্রয়াভাব।

**অনাসক্ত**—বিণঃ আসক্তিহীন, অননুরক্ত। বিঃ অনাসক্তির ভাব, নির্লিপ্ততা।

**অনাসৃষ্টি**—বিণঃ অদ্ভুত, সৃষ্টিছাড়া ; কুৎসিত।

**অনাস্থা**—বিঃ অবিশ্বাস, no-confidence, ভরসাশূন্যতা, উপেক্ষা।

**অনাস্বাদিত**—বিণঃ আস্বাদন করা হয় নাই এমন।

**অনাহত**—(১) বিণঃ যাহা আঘাত পায় নাই, (দেহ-মৃদঙ্গ) ; অক্ষোভিত, অক্ষত। (২) বিঃ তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রান্তর্গত ৪র্থ চক্র ; যোগিগণের শ্রুতিগোচর দেহান্তর্গত ধ্বনি বিশেষ।

**অনাহার**—বিঃ উপবাস। বিণঃ **অনাহারী**—উপবাসী, যে খায় নাই, নিরাহার।

**অনাহূত**—বিণঃ অনিমন্ত্রিত।

**অনিঃশেষ**—বিণঃ ফুরায় না বা নিঃশেষ হয় না এমন ; বিনাশের অতীত।

**অনিকেত**—বিণঃ গৃহহীন। [ন+নিকেত]।

**অনিচ্ছা**—বিঃ অপ্রবৃত্তি, অরুচি, অসম্মতি, ইচ্ছার অভাব। বিণঃ **-কৃত**—ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পাদিত। বিণঃ **অনিচ্ছু, অনিচ্ছুক**—অসম্মত, অনভিলাষী।

**অনিত্য**—বিণঃ অস্থায়ী, নশ্বর। বিঃ **-তা**।

**অনিদ্রা**—বিঃ নিদ্রার অভাব, নিদ্রাহীনতা, insomnia।

**অনিন্দনীয়, অনিন্দ্য**—বিণঃ অনবদ্য, নিখুঁত, নিন্দার যোগ্য নহে এমন ; সুন্দর, প্রশংসার যোগ্য (অনিন্দ্য সুন্দর কান্তি)। [ন+নিন্দ্‌+অনীয়, য]। বিণঃ **অনিন্দিত**—অগর্হিত, নিন্দিত নহে এমন ; সুন্দর।

**অনিবার**—(১) বিণঃ বার বার, ক্রমান্বয়ে ; নিবারণ করা যায় না এমন, অবিরাম। (২) ক্রি-বিণঃ নিরন্তর, অবিরলভাবে। বিণঃ **-ণীয়**—অনিবার্য, যাহা ঘটিবেই, নিবারণের অযোগ্য, অপ্রতিরোধনীয়। [ন+নি+বৃ+ণিচ্‌+য]। বিণঃ **অনিবার্য**।

**অনিমিষ**—বিণঃ (কাব্যে) অপলক। ক্রি-বিণঃ অনিমেষে, এক দৃষ্টিতে।

**অনিয়ত**—বিণঃ অনির্দিষ্ট, অনিশ্চিত ; অসংযত, নিয়ত নহে এমন, অনিশ্চিত,

অস্থির। বিণঃ **অনিয়তাকার**—নির্দিষ্ট আকারহীন, প্রায় যাহার আকার রূপান্তরিত হয়, amorphous।

**অনিয়ম**—বিঃ নিয়মাভাব, অসংযম; বিশৃঙ্খলা। বিণঃ **অনিয়মিত**—নিয়ম-রহিত, অসংযত; অনির্দিষ্ট, irregular।

**অনির্ণীত**—বিণঃ যাহা নির্ণয় করা হয় নাই।

**অনির্ণেয়**—বিণঃ যাহা নির্ণয় করা যায় না।

**অনির্দিষ্ট**—বিণঃ অনিশ্চিত অনি-র্ধারিত।

**অনির্ধারিত**—বিণঃ নির্ধারিত করা হয় নাই এমন; অনিরুদ্ধ, অবাধ, অনি-বারিত, রোধ করা হয় নাই এমন।

**অনির্বচনীয়**—বিণঃ বর্ণনার অতীত, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না এমন।

**অনিল**—বিঃ বায়ু (বহিছে নিখিলে মলয়ানিল)।

**অনিশ্চিত**—বিণঃ সন্দেহযুক্ত un-certain, অনির্ধারিত।

**অনিরূপিত**—বিণঃ নিরূপণ করা হয় নাই যাহা।

**অনিষ্ট**—বিঃ হানি, ক্ষতি অপকার, অমঙ্গল। বিণঃ -কর, -কারী -জনক -দায়ক—ক্ষতিকর। বিঃ **অনিষ্টাচরণ**—ক্ষতিসাধন। বিঃ **অনিষ্টাশংকা**—অকল্যাণ হওয়ার ভয়।

**অনীকিনী**—বিঃ সেনাদল বিশেষ এক অক্ষৌহিনীর দশ ভাগের এক ভাগ।

**অনীপ্সিত**—বিণঃ যাহা ঈপ্সিত নহে, অবাঞ্ছিত।

**অনীশ্বর**—বিণঃ নাস্তিক, ঈশ্বরহীন। বিঃ, বিণঃ **-বাদী**—নাস্তিক।

**অনীহ**—বিণঃ নিস্পৃহ। বিঃ **অনীহা**—চেষ্টার অভাব, অনুৎসাহ, নিস্পৃহতা; apathy।

**অনু**—অব্যঃ পশ্চাৎ, সাদৃশ্য, ব্যাপ্তি, অনুক্রম, সামীপ্য ইত্যাদি সূচক উপসর্গ।

**অনুকম্পা**—বিঃ দয়া, সমবেদনা, সহানু-ভূতি, অনুগ্রহ। [অনু+কম্প্+অ+আ]।

**অনুকরণ**—বিঃ নকল, imitation, অনুসরণ, সদৃশ আচরণ। বিঃ, বিণঃ **-কারী**—অনুকরণ করে এমন ব্যক্তি। বিণঃ **-প্রিয়**—যে নকল করিতে ভাল-বাসে। বিঃ **-বৃত্তি**—নকল করার অভ্যাস। বিণঃ **অনুকরণীয়**—অনুকরণ যোগ্য।

**অনুকল্প**—বিঃ মুখ্য নিয়মের ব্যতিক্রম, গৌণ বা অপ্রধান বিধি, পরিবর্ত, alternative, প্রতিনিধি।

**অনুকার**—বিঃ অনুকরণ, সদৃশীকরণ। [অনু+কৃ+অ]। বিণঃ **অনুকারী**—অনুকরণকারী, অনুসরণকারী, সদৃশ। বিণঃ **অনুকার্য**।

**অনুকূল**—(১) বিণঃ সহায়, পোষক, সদয়, অনুরক্ত। (২) বিঃ একমাত্র নায়িকাতে আসক্ত নায়ক। বিঃ **-তা**।

**অনুকৃত**—বিণঃ যাহার অনুকরণ করা হইয়াছে, অনুসৃত। বিঃ **অনুকৃতি**—অনুকরণ, mimicry, অনুসরণ।

**অনুক্ত**—বিণঃ অকথিত, উহ্য।

**অনুক্রম**—বিঃ ক্রমান্বয়, যথাক্রম, পারম্পর্য, sequence ('বর্ণানুক্রম'); কার্য-সূচী, programme। [অনু+ক্রম্+অ]। বিঃ, বিণঃ **অনুক্রমণ**—অনু-বর্তন। বিঃ **-নিকা, -নী**—গ্রন্থাদির ভূমিকা, সূচি। বিণঃ **অনুক্রমিক**—ক্রমানুসারী।

**অনুক্ষণ**—ক্রি-বিণঃ নিরন্তর, সর্বদা।

**অনুগ**—বিণঃ অনুগমনকারী, অনুসরণকারী ; অনুযায়ী (আইনানুগ) ; অনুচর, সেবক। [অনু+গম্+অ]।

**অনুগত**—বিণঃ আশ্রিত, বশবর্তী, বাধ্য। [অনু+গম্+ত]।

**অনুগমন**—বিঃ অনুসরণ, পরে গমন, পশ্চাদ্‌গমন ; সহযাত্রা, সহমরণ। বিণঃ, বিঃ **অনুগামী**—অনুগমনকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অনুগামিনী**।

**অনুগুণ**—বিঃ অনুকূল, সমগুণ।

**অনুগৃহীত**—বিণঃ উপকৃত, কৃপাপ্রাপ্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অনুগৃহীতা**।

**অনুগ্র**—বিণঃ শিষ্ট, উগ্রতাহীন, ভদ্র, শান্ত (অনুগ্র স্বভাব) ; মৃদু (অনুগ্রগন্ধ)।

**অনুগ্রহ**—বিঃ আনুকূল্য, উপকার করণ ; কৃপা,. প্রসাদ, সহায়তা ; দয়া। [অনু+গ্রহ্+অ]। বিণঃ, বিঃ **অনুগ্রাহক, অনুগ্রাহী**—সহায়, অনুগ্রহকারী।

**অনুচর**—বিণঃ বিঃ দাস, আজ্ঞাবহ, সহচর, অনুগামী। অনুগমণকারী ; follower। [অনু+চর+অ]। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ **অনুচরী**।

**অনুচিকীর্ষা**—বিঃ অনুকরণ করিবার ইচ্ছা। বিণঃ **অনুচিকীর্ষু**—অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক। [অনু+কৃ+সন্+আ]।

**অনুচিত**—বিণঃ অকর্তব্য, অনুপযুক্ত, বিধিবিরুদ্ধ, অন্যায়।

**অনুচিন্তন, অনুচিন্তা**—বিঃ পশ্চাৎ চিন্তা। [অনু+চিন্তি+অন]।

**অনুচ্চ**—বিণঃ উঁচু নয় এমন ; মৃদু, নিচু। (অনুচ্চ স্বর)।

**অনুচ্চারণীয়, অনুচ্চার্য**—বিণঃ উচ্চারণ করিতে পারা যায় না বা করা উচিত নহে, অকথ্য।

**অনুচ্ছেদ**—বিঃ (অশুদ্ধ, কিন্তু প্রচলিত), **অণুচ্ছেদ** (শুদ্ধ, কিন্তু বিরল)—বিঃ পরিচ্ছেদ, ধারা, article।

**অনুজ**—বিণঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অনুজন্মা, পরে জাত। [অনু+জন্+অ]। ('কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ'। কৃত্তি)। (স্ত্রী)ঃ **অনুজা**—কনিষ্ঠা ভগিনী। বিণঃ **-ন্মা, অনুজাত**—পরে জাত।

**অনুজীবী**—বিণঃ বিঃ আশ্রিত, পোষ্য, ভৃত্য। [অনু+জীব্+ইন্]।

**অনুজীব্য**—বিণঃ আশ্রয় করার যোগ্য। [অনু+জীব্+য]।

**অনুজ্জ্বল**—বিণঃ প্রভাহীন, উজ্জ্বল নহে এমন ; অপ্রখর।

**অনুজ্ঞা**—বিঃ আজ্ঞা, আদেশ, অনুমতি। সম্মতি, নিয়োগ। [অনু+জ্ঞ+অ]। বিণঃ **-ত**—আজ্ঞাপ্রাপ্ত, অনুমতিপ্রাপ্ত, আদিষ্ট। বিঃ **-পত্র**—সরকারী সনদ, licence।

**অনুতপ্ত**—বিণঃ অনুতাপযুক্ত, কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত অনুশোচনাগ্রস্ত।

**অনুতাপ**—বিঃ অনুশোচনা, আপসোস, কৃতকর্মের জন্য পরিতাপ, repentance। বিণঃ **অনুতাপী**—অনুতাপকারী।

**অনুত্তম**—বিণঃ যাহা হইতে উৎকৃষ্ট কিছু নাই, সর্বোৎকৃষ্ট ; উত্তম নহে এমন, অপকৃষ্ট, অধম।

**অনুত্তর**—বিণঃ নিরুত্তর, উত্তরে অর্থাৎ পরে আর কিছু নাই এমন, শ্রেষ্ঠ, নীরব, উত্তর দিক নহে এমন, দক্ষিণস্থ অধম।

**অনুৎসাহ**—বিঃ উৎসাহের অভাব, উৎসাহহীন।

**অনুদাত্ত**—(১) বিণঃ (সংগীতে) উদাত্ত বা উচ্চ স্বরে নহে এমন ; (২) বিঃ নিম্ন স্বর, বেদের মন্ত্র-বিশেষ।

**অনুদান**—বিঃ (সরকারী) অর্থ সাহায্য, grant।

**অনুদার**—বিণঃ হীনচেতা, সংকীর্ণমনা, ক্ষুদ্রাশয়, কৃপণ। বিঃ -তা।

**অনুদিত**[১]—বিণঃ অপ্রকাশিত, উদিত হয় নাই এমন, অনুদ্গত।

**অনুদিত**[২]—বিণঃ অকথিত, অনুক্ত।

**অনুদিন**—অব্যঃ, ক্রি-বিণঃ দিনের পর দিন, প্রতিদিন।

**অনুদ্দিষ্ট**—বিণঃ নিরুদ্দিষ্ট, উদ্দেশ বা খোঁজ নাই এমন, অপ্রাপ্ত সন্ধান।

**অনুদ্দেশ**—(১) বিঃ কোন উদ্দেশ বা খোঁজ না পাওয়া (২) বিণঃ নিখোঁজ, নিরুদ্দেশ।

**অনুদৈর্ঘ্য**—বিণঃ দৈঘ্য-বরাবর, longitudinal।

**অনুদ্বেগ**—বিঃ উদ্বেগশূন্যতা।

**অনুদ্ভিন্ন**—বিণঃ অনুদ্গত ; (মাটি) ভেদ করিয়া উঠে নাই এমন ; অপরিস্ফুট।

**অনুধাবন**—বিঃ দ্রুত অনুসরণ, পশ্চাদ-ধাবন, অনুসন্ধান, মনোনিবেশ, পর্যালোচনা।

**অনুধাবিত**—(১) বিণঃ পশ্চাদ্ধাবিত, অনুধাবন করা হইয়াছে এমন, (২) অভিনিবিষ্ট।

**অনুধ্যান**—বিঃ অনুচিন্তন, সর্বক্ষণ চিন্তা বা স্মরণ, ইষ্টচিন্তা। বিণঃ **অনুধ্যায়ী**—অনুধ্যান করে এমন। বিণঃ **অনুধ্যেয়**—অনুধ্যানের যোগ্য।

**অনুনয়**—বিঃ প্রার্থনা, বিনীত অনুরোধ, কাতরোক্তি। [অনু+নী+অ]। বিঃ **-বিনয়**—সাধ্যসাধনা, সকাতর-প্রার্থনা। বিণঃ **অনুনয়ী**—অনুনয়কারী।

**অনুনাদ**—বিঃ অনুরণন ; প্রতিধ্বনি ; সদৃশ শব্দ। বিণঃ **অনুনাদিত**—শব্দিত, প্রতিধ্বনিত, অনুরণিত।

**অনুনাসিক**—(১) বিণঃ নাকী, নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত। (২) বিঃ নাসিকার সাহায্যে উচ্চার্য বর্ণ (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং)।

**অনুন্নত**—বিণঃ (১) অনুচ্চ। (২) নিম্ন। (৩) নিম্ন সমাজ ভুক্ত (অনুন্নত সম্প্রদায়)। (৪) অনুদার।

**অনুপ**—বিণঃ উপমাহীন, অনুপম।

**অনুপকার**—বিঃ (১) অপকার, ক্ষতি, (২) অকল্যাণ, (৩) অগুণ। বিণঃ **-ক**।

**অনুপকারী**—ক্ষতি কারক।

**অনুপকৃত**—বিণঃ যাহার উপকার করা হয় নাই এমন।

**অনুপদ**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ পশ্চাৎ, পদে পদে, পিছনে পিছনে, অনন্তর। বিণঃ **অনুপদী**—অন্বেষণকারী, অনুগামী।

**অনুপদিষ্ট**—বিণঃ যাহাকে উপদেশ দেওয়া বা শেখান হয় নাই, অশিক্ষিত।

**অনুপপত্তি**—বিঃ অসিদ্ধি, অসংগতি, অভাব।

**অনুপম**—বিণঃ নিরুপম, তুলনা বা উপমাহীন, অতুলনীয়, সর্বোৎকৃষ্ট। বিণঃ (স্ত্রী): **অনুপমা**। বিণঃ **অনুপমেয়**—যাহার উপমা দেওয়া যায় না এমন।

**অনুপযুক্ত**—বিঃ অযোগ্য, অক্ষম, প্রয়োজনের অনুরূপ নহে এমন ; অনুচিত, অসঙ্গত।

**অনুপযোগিতা**—বিঃ অযোগ্যতা, প্রয়ো-

জনের সহিত অসঙ্গতি। বিণঃ **অনুপযোগী**—অনুপযুক্ত।

**অনুপল**—বিঃ এক বিপলের ১/৬০ অংশ, ১/১৫০ সেকেন্ড; অত্যল্প কাল।

**অনুপলব্ধি**—বিঃ অননুভূতি, প্রত্যক্ষাভাব, অপ্রাপ্তি।

**অনুপস্থিত**—বিণঃ গরহাজির, উপস্থিত নহে বা নাই এমন, অবর্তমান। বিঃ **অনুপস্থিতি**—না-আসা; অবর্তমানতা।

**অনুপাত**—বিঃ (১) এক রাশির সহিত অন্য রাশির ভাগ-সম্বন্ধ, ratio, অনুসার। (২) এক বস্তুর হ্রাস-বৃদ্ধি-অনুসারে অন্য বস্তুর হ্রাস-বৃদ্ধি, proportion, হার। [অনু+পত্+অ]।

**অনুপান**—বিঃ ঔষধের সহিত সেবনীয় দ্রব্য বা তাহার রস (যেমন মধু মকরধ্বজের অনুপান)।

**অনুপাম**—বিণঃ (অনুপাম—কাব্যে) উপমারহিত; অনুপম, অতুলনীয় নিরুপম।

**অনুপায়**—বিঃ উপায়ের অভাব; বিণঃ সহায়শূন্য, নিরুপায় ('মা! আমার অনুপায়' দা খি.)।

**অনুপূরক**—বিণঃ কোন কিছু পূর্ণ করে এমন, complementary; অতিরিক্ত, supplementary।

**অনুপূর্ব**—(১) বিঃ পরপর, যথাক্রম, অনুক্রম, (২) বিণঃ অনুক্রমিক, আনুপূর্বিক, consecutive।

**অনুপ্রবেশ**—বিঃ ভিতরে বা অন্তরে প্রবেশ; মর্মগ্রহণ।

**অনুপ্রবিষ্ট**—বিণঃ ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে এমন।

**অনুপ্রস্থ**—বিণঃ ক্রি-বিণঃ আড়ের দিক, আড়াআড়ি, breadthwise।

**অনুপ্রাণন**—বিঃ প্রেরণা-দান শক্তি-সঞ্চারণ। [অনু+প্র+অন্+ণিচ+অন]। বিঃ **অনুপ্রাণনা**—শক্তিসঞ্চার; প্রেরণা, inspiration।

**অনুপ্রাণিত**—বিণঃ অনুপ্রাণনা বা প্রেরণা পাইয়াছে এমন। [অনু+প্র+অন্+ণিচ্+ত]।

**অনুপ্রাস**—বিঃ (অলংকার শাস্ত্রে) এক বর্ণের বার বার প্রয়োগ।

**অনুপ্রেরণা**—বিঃ অনুপ্রাণনা, উৎসাহ, উদ্দীপনা।

**অনুবন্ধ**—বিঃ অবতারণা, উপক্রম; সম্বন্ধ; সংকল্প, প্রসঙ্গ, চেষ্টা, উপলক্ষ, অনুরোধ, পারম্পর্য correlation। [অনু+বন্ধ+অ]। বিণঃ **অনুবন্ধী**—সম্বন্ধীয়, অন্বিত, অবিচ্ছিন্ন, বন্ধন: অনুবর্তী ফলস্বরূপ আগত consequential, পারম্পর্য পূর্ণ সুসম্বন্ধ, relevant।

**অনুবর্তন**—বিঃ অনুসরণ, অনুবৃত্তি, অনুগমন; পরিচর্যা। [অনু+বৃত্+অন]। বিণঃ **অনুবর্তী**—অনুগামী, অনুযায়ী; সহগামী; বশবর্তী। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী): **অনুবর্তিনী**—অনুগামিনী। বিঃ **অনুবর্তিতা**।

**অনুবল**—(১) বিঃ ক্ষমতানুযায়ী; অনুগ্রহ, সহায়; প্রভাব, ক্ষমতা। (২) বিণঃ বলানুযায়ী, সামর্থ্যমত।

**অনুবাত**—বিণঃ বায়ুর অনুকূল; যে দিক হইতে বায়ু বহিতেছে তাহার বিপরীতমুখী।

**অনুবাদ**—বিঃ তরজমা, ভাষান্তর, পুনঃ পুনঃ কথন; অনুকরণ; অপবাদ। [অনু+বদ্+অ]। বিণঃ, বিঃ -ক—

যে অনুবাদ করে, ভাষান্তরকারী। বিণঃ **অনুদিত**, (অশুদ্ধ) **অনুবাদিত**—ভাষান্তরিত।

**অনুবাদী**—বিণঃ তরজমাকারী, অনুবাদক।

**অনুবাসন**—বিঃ ধূপন, সুগন্ধীকরণ। [অনু+বস্+ণিচ্+অন]। বিণঃ **অনুবাসিত**—ধূপিত, সুগন্ধীকৃত।

**অনুবিদ্ধ**—বিণঃ গ্রথিত, খচিত, যুক্ত, ভূষিত [অনু+ব্যধ্+ত]।

**অনুবিধি**—বিঃ কোন আইন বা নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থা, proviso।

**অনুবৃত্তি**—বিঃ পূর্ব প্রসঙ্গের জের, অনুবর্তন ; অনুকরণ, সেবা ; অনুবন্ধ। [অনু+বৃৎ+তি]।

**অনুবেদন**—বিঃ জ্ঞাপন, পশ্চাৎজ্ঞান, সমবেদনা ; সহানুভূতি।

**অনুভব**—বিঃ উপলব্ধি ; অনুভূতি ; বোধ ; জ্ঞান ; sensation, feeling। [অনু+ভূ+অ]।

**অনুভাব**—বিঃ মহিমা ; প্রভাব ; স্বভাব ; সুখানুভূতি ; নিশ্চয়বুদ্ধি ; মনোভাবব্যঞ্জক ভঙ্গী (যেমন, অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস, আস্ফালন, ভ্রূকুঞ্চন ইত্যাদি)। বিঃ **-ন**—স্থায়িভাবে জাগরণজনিত দৈহিক বিকারাদির সঞ্চার, sensation।

**অনুভাবিত**—বিণঃ অনুভব করান হইয়াছে এমন। [অনু+ভূ+ণিচ্+ত]।

**অনুভূতি**—বিঃ অনুভব, উপলব্ধি ; সুখদুঃখাদির বোধ, feeling। [অনু+ভূ+তি]। বিণঃ **অনুভূত**—উপলব্ধ।

**অনুভূমিক**—বিণঃ ক্ষিতিজতলের সমান্তরাল, horizontal।

**অনুমত**—বিণঃ অনুজ্ঞাত, সম্মত ; স্বীকৃত ; অনুমোদিত ; আদিষ্ট। [অনু+মন্+ত]। বিঃ **অনুমতি**—আদেশ, আজ্ঞা, সম্মতি।

**অনুমরণ**—বিঃ সহমরণ।

**অনুমান, অনুমিতি**—বিঃ ধারণা, বোধ, আন্দাজ, নির্ধারণ, যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্তে আগমন, inference ; অর্থালঙ্কার বিশেষ। [অনু+মা+অন, তি]। বিণঃ **অনুমিত**—অনুমান করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **অনুমেয়**—অনুমান সাধ্য বা অনুমান যোগ্য।

**অনুমাপক**—বিণঃ নির্ণায়ক, অনুমানজনক ; অনুমানের হেতুভূত। [অনু+মা+ণিচ্+অক]।

**অনুমিত, অনুমিতি**—**অনুমান** দ্রষ্টব্য।

**অনুমৃতা**—বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সহমৃতা ; স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায় এমন। (অনুমৃতা হবে রতি-করিক)। বিণঃ (পুং)ঃ **অনুমৃত**।

**অনুমোদন**—বিঃ সমর্থক, সম্মতি ; মঞ্জুর, sanction, confirmation। [অনু+মুদ্+অন]। বিণঃ **অনুমোদিত**—অনুজ্ঞাত, সমর্থিত ; অনুমত ; সরকারীভাবে স্বীকৃত ; ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

**অনুযাত**—বিণঃ অনুগত, পশ্চাদ্গত ; অনুকৃত। [অনু+যা+ত]।

**অনুযাত্র, অনুযাত্রিক**—বিণঃ অনুগামী, অনুচর, সমভিযাত্রী, retinue। [অনু+যাত্রা+ইক]।

**অনুযায়ী**—বিণঃ অনুবর্তী, অনুগামী ; অনুরূপ ; সদৃশ, অপর কোন বস্তুর সহিত সংগত। [অনু+যা+ইন্]।

**অনুযোগ**—বিঃ দোষারোপ, কোন বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ। [অনু+যুজ+অ]।

বিণঃ **অনুযুক্ত**—যাহার সম্বন্ধে অনুযোগ করা হইয়াছে। বিণঃ, বিঃ **অনুযোক্তা, অনুযোগী**—অনুযোগকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অনুযোগিনী**। বিণঃ **অনুযোগ্য**—বিণঃ অনুযুক্ত হওয়ার যোগ্য।

**অনুযোজ্য**—বিণঃ অনুযোগের যোগ্য। [অনু+যুজ্+নাৎ]।

**অনুরক্ত**—বিণঃ অনুরাগবিশিষ্ট, আসক্ত। [অনু+রনজ্+ত]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অনুরক্তা**। বিঃ **অনুরক্তি**—আসক্তি, অনুরাগ।

**অনুরঞ্জন**—বিঃ চিত্তবিনোদন, প্রীতিসম্পাদন রঞ্জিতকরণ। বিণঃ, বিঃ **অনুরঞ্জক**—প্রীতিসম্পাদনকারী। বিণঃ **অনুরঞ্জিত**—অনুরাগযুক্ত।

**অনুরণন**—বিঃ প্রতিধ্বনি, ঝংকার। [অনু+রণ্+অন]। বিণঃ **অনুরণিত**—প্রতিধ্বনিত।

**অনুরত**—বিণঃ অনুরক্ত। [অনু+রম্+ত]। বিঃ **অনুরতি**—আসক্তি।

**অনুরথ**—বিঃ অনর্থ, বিপদ, দৌরাত্ম্য।

**অনুরাগ**—বিঃ আসক্তি, প্রীতি, প্রবৃত্তি। [অনু+রণ্জ্+অ]। বিণঃ, বিঃ **অনুরাগী**—অনুরাগসম্পন্ন (ব্যক্তি), বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অনুরাগিণী**।

**অনুরাগানল**—বিঃ অত্যধিক ভালবাসা।

**অনুরাধা**—বিঃ সপ্তদশ নক্ষত্র।

**অনুরুদ্ধ**—বিণঃ অনুরোধ করা হইয়াছে এমন ; প্রার্থিত ; উপরুদ্ধ। [অনু+রুধ্+ত]।

**অনুরূপ**—বিঃ তুল্য, সদৃশ, অনুসারী, যোগ্য, corresponding।

**অনুরোধ**—বিঃ মিনতিপূর্ণ যাচঞা, উপরোধ। [অনু+রুধ্+অ]।

**অনুলম্ব**—বিণঃ লম্বালম্বি।

**অনুলাপ**—বিঃ বারবার কথন, পুনরুক্তি। [অনু+লপ্+অ]।

**অনুলিখন, অনুলিপি, অনুলেখ**—বিঃ অনুরূপ লিখন, লিপ্যন্তর, transliteration, শ্রুতলিখন, dictation, কোন লেখার নকল।

**অনুলিপ্ত**—বিঃ অনুরঞ্জিত, লিপ্ত। [অনু+লিপ্+ত]।

**অনুলেপ**—বিঃ লেপন। [অনু+লিপ্+অ]। বিঃ **-ন**—লেপন, প্রলেপ, লেপন সাধন দ্রব্য।

**অনুলেহ**—বিঃ [ব্রজ] অনুরাগ, স্নেহ, প্রেম।

**অনুলোম**—বিঃ অনুক্রম, যথাক্রম। বিণঃ অনুকূল। ক্রি-বিণঃ প্রকৃষ্ট প্রণালীসম্মতভাবে। **অনুলোম বিবাহ**—উচ্চবর্ণ পুরুষের সহিত নিম্নবর্ণ কন্যার পরিণয় (তু. প্রতিলোম বিবাহ)।

**অনুল্লঙ্ঘনীয়**—বিণঃ লঙ্ঘন করা যায় না, অনতিক্রমণীয়।

**অনুশয়**—বিঃ অনুতাপ। [অনু+শী+অদ্]।

**অনুশাসক**—বিঃ অনুশাসনকারী, উপদেষ্টা। [অনু+শাস্+ণক্]। (স্ত্রী)ঃ **অনুশাসিকা**।

**অনুশাসন**—বিঃ উপদেশ, শিক্ষা, বিধান, edict।

**অনুশিষ্য**—বিঃ শিষ্যের শিষ্য।

**অনুশীলন**—বিঃ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস। [অনু+শীল্+অন]। বিঃ **অনুশীলনী**—অনুশীলনের সহায়ক প্রশ্নাবলী। বিণঃ **অনুশীলনীয়**—অনুশীলন করা উচিত। বিণঃ **অনুশীলিত**—অনুশীলন করা হইয়াছে বা হইতেছে এমন।

**অনুশোচন, অনুশোচনা**—বিঃ কৃতকর্মের জন্য খেদ, অনুতাপ। [অনু+শুচ্ +অন]। বিণঃ **অনুশোচিত**—অনুতপ্ত। [অনু+শুচ্+ত]।

**অনুষঙ্গ**—বিঃ প্রণয়, দয়া, প্রসঙ্গ, টান, adherence, সুসম্পর্ক, association, সাহচর্য। [অনু+সন্জ্+অ]। বিণঃ **অনুষঙ্গী**—অনুষঙ্গবিশিষ্ট।

**অনুষ্টুপ্, অনুষ্টুভ্**—বিঃ সংস্কৃত ছন্দ বিশেষ। [অনু+স্তুভ্+ক্বিপ্]।

**অনুষ্ঠাতা**—বিণঃ, বিঃ অনুষ্ঠানকারী, সম্পাদক, উদ্যোগকর্তা। [অনু+স্থা+তৃ]। বিণঃ, বিঃ (স্ত্রী)ঃ **অনুষ্ঠাত্রী**।

**অনুষ্ঠান**—বিঃ উদ্যোগ, ক্রিয়াকর্ম, কর্মসম্পাদন। [অনু+স্থা+অন]। বিণঃ **অনুষ্ঠিত**—নির্বাহিত, আচরিত। বিণঃ **অনুষ্ঠেয়**—অনুষ্ঠানযোগ্য।

**অনুসঙ্গ**—বিঃ উদ্যোগ, উদ্যম।

**অনুসন্ধান**—বিঃ অন্বেষণ। বিণঃ, বিঃ **অনুসন্ধানী**—অনুসন্ধানে পটু। বিণঃ **অনুসন্ধাতা, অনুসন্ধায়ক, অনুসন্ধায়ী**—অনুসন্ধানকারী। বিণঃ **অনুসন্ধেয়**—অন্বেষণযোগ্য।

**অনুসন্ধিৎসা**—বিঃ অন্বেষণের ইচ্ছা। [অনু+সম্+ধা+সন্+আ]। বিণঃ **অনুসন্ধিৎসু**—খোঁজ করিতে ইচ্ছুক।

**অনুসরণ**—বিঃ অনুগমন, অনুকরণ, অনুবর্তন। [অনু+সৃ+অন]।

**অনুসার**—বিঃ অনুসরণ। [অনু+সৃ+অ]। বিণঃ **অনুসারী**—অনুসরণকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অনুসারিণী**।

**অনুসিদ্ধান্ত**—বিঃ (জ্যামি) উপপাদ্য হইতে সহজে যে সিদ্ধান্তে আসা যায়, corollary।

**অনুসৃত**—বিণঃ অনুসরণ করা হইয়াছে এমন। [অনু+সৃ+ত]। বিঃ **অনুসৃতি**—অনুসরণ।

**অনুস্মৃতি**—বিঃ পরবর্তীকালে পুরানো ঘটনা স্মরণ, recollection।

**অনুস্যূত**—বিণঃ সতত সম্বন্ধ ; গ্রথিত। [অনু+সিব্+ত]।

**অনুস্বর, অনুস্বার**—বিঃ অনুনাসিক বর্ণ বিশেষ, 'ং'। [অনু+স্বৃ+অ]।

**অনূঢ়**—বিণঃ অবিবাহিত। [ন+ঊঢ়] বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অনূঢ়া**—অবিবাহিতা, কুমারী। বিঃ **অনূঢ়ান্ন**—আইবুড়োভাত।

**অনূদিত**—বিণঃ ভাষান্তরিত, পরে উক্ত [অনু+বদ্+ত]।

**অনূপ**—বিঃ জলা, বিল, জলময় স্থান। [অনু+অপ্+অ]।

**অনূর্ধ্ব**—বিণঃ অনধিক। [ন+ঊর্ধ্ব]।

**অনৃজু**—বিণঃ বাঁকা, অসরল, শঠ, ধূর্ত। [ন+ঋজু]।

**অনৃত**—বিণঃ অসত্য। [ন+ঋত]। বিণঃ, বিঃ **-বাদী, -ভাষী**—মিথ্যাবাদী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-বাদিনী, -ভাষিণী**।

**অনেক**—বিণঃ একাধিক, বহু, প্রচুর, ঢের। সর্বঃ বহুলোক, অতিরিক্ত ব্যাপার। বিঃ বিশ্বজগৎ। বিণঃ **অনেক, অনেকানেক**—নানান ও বিভিন্ন। অব্যঃ, ক্রি-বিণ। **-ধা**—বহুপ্রকারে। বিণঃ **-প্রকার, -বিধ, -রূপ**—নানারকম। **অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট**—এক কাজে অনেক কর্মী বা মাতব্বর জুটিলে মতভেদের ফলে কর্ম পণ্ড।

**অনেকটা**—অনেকরকম। **অনেকাংশ**—বিণঃ অনেক অংশ।

**অনৈক্য**—বিঃ একতার অভাব, অমিল।

**অনৈচ্ছিক**—বিণঃ অস্বেচ্ছাকৃত, মনের

ইচ্ছাশক্তির প্রভাব ব্যতিরেকে চালিত। involuntary [ন+ঐচ্ছিক]।

**অনৈতিক**—বিণঃ যাহা নীতিগত নহে।

**অনৈতিহাসিক**—বিণঃ যাহা ইতিহাস স্বীকার করে না।

**অনৈপুণ্য**—বিণঃ যাহা নিপুণ নহে।

**অনৈসর্গিক**—বিণঃ অস্বাভাবিক, অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত।

**অনৌচিত্য**—বিঃ অন্যায্যতা।

**অন্ত**—বিঃ মৃত্যু, নাশ, অবসান। **-ক**—(১) বিঃ যম। (২) বিণঃ নাশক, শেষ, চরম, final। বিঃ **-কাল**—মৃত্যুর-সময়। অব্যঃ **-তঃ**, **-ত**—ন্যূনকল্পে, কমসেকম। বিণঃ **-স্থ**—প্রান্তস্থিত।

**অন্তঃ**—(অন্তর) অব্যঃ (এই শব্দটি অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া নূতন শব্দের সৃষ্টি করে) অন্তরে, হৃদয়ে; মধ্যে। [অন্ত+রা+ক্বিপ্]। বিঃ **-করণ**—হৃদয়। বিঃ **-কোণ**—মধ্যে অবস্থিত কোণ। বিণঃ **-পাতী**—অন্তর্গত। বিঃ **-পুর**—অন্দরমহল। বিঃ **-পুরিকা**—অন্তঃপুরবাসিনী। বিঃ **-প্রবেশন**—এক (লেখকের) রচনার মধ্যে অন্য (লেখকের) রচনার প্রক্ষেপ। **-শত্রু**—দেহস্থিত কামাদি ষড়্‌রিপু; রাষ্ট্রের শত্রুতাকামী প্রজা। শত্রুভাবাপন্ন আত্মীয় বা গৃহশত্রু। বিণঃ **-শীল**—অন্তরে নিহত বা অবস্থিত; অপ্রকাশিত, গুপ্ত। বিণঃ (স্ত্রী): **-শীলা**। বিঃ **-শুল্ক**—মাদক দ্রব্যাদির উপরে ধার্য কর। বিণঃ **-সত্ত্বা**—গর্ভিনী, গর্ভবতী। বিণঃ **-সলিল**—অভ্যন্তরে জলবিশিষ্ট। (স্ত্রী): **-সলিলা**। **অন্তঃসলিলা নদী**—যে নদীর জল মাটির নীচে বহমান। বিঃ **-সার**—ভিতরের সার পদার্থ। বিণঃ **-সারশূন্য**—সারবস্তু নাই এমন; অপদার্থ, ফাঁকা। বিণঃ **-স্থ**—মধ্যবর্তী। **অন্তঃস্থ বর্ণ**—স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যস্থ এবং উচ্চারণে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যবর্তী য্, র্, ল্, ব্ এই চারিটি বর্ণ।

**অন্তর**—(১) বিঃ হৃদয়, মন, ফাঁক, তফাৎ, মধ্য (দুইয়ের অন্তরে); শেষ, অবধি, ভেদ, তারতম্য, পার্থক্য (২) বিণঃ অপর, ভিন্ন, আত্মীয়। বিঃ **-টিপুনি**—অন্যের অজানাভাবে কাহারও মনে গোপনে আঘাত। বিণঃ **-জ্ঞ**—অন্তর্যামী, বিশেষজ্ঞ। বিণঃ **-স্থ**—মনে অবস্থিত।

**অন্তরঙ্গ**—(১) বিণঃ নিকটজন, গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ। (২) বিঃ ভিতরের অঙ্গ। বিঃ **-তা**—বিশেষ সৌহার্দ্য।

**অন্তরণ**—বিদ্যুৎ, তাপ ইত্যাদির অপরিচালক পদার্থদ্বারা পৃথককরণ।

**অন্তরতম**—বিঃ প্রিয়তম, ঘনিষ্ঠতম।

**অন্তরা**—বিঃ গানের ধুয়া ও আভোগের মধ্যবর্তী অংশ।

**অন্তরাত্মা**—বিঃ (শরীরমধ্যস্থ) জীবাত্মা, চিত্ত, অন্তঃকরণ।

**অন্তরায়**—বিঃ বাধা, প্রতিবন্ধক, বিঘ্ন।

**অন্তরাল**—বিঃ আড়াল, ব্যবধান, অবকাশ। [অন্তরা+লা+অ]।

**অন্তরিত**—বিণঃ অন্তর্হিত, আবৃত; সরকারী আদেশে রাজ্যের মধ্যেই কারাগারের বাহিরে নির্দিষ্ট কোন স্থানে আবদ্ধ (interned)। বিঃ **অন্তরণ**—ঐরূপে আটক বন্দীকরণ। বিঃ **অন্তরীণ**—ঐরূপ আটক বন্দী।

**অন্তরিন্দ্রিয়**—বিঃ মন।

**অন্তরীক্ষ**—বিঃ আকাশ। [অন্তর্+ঈক্ষ্+অ]। বিণঃ **-চারী**—গগনচারী।

বিণঃ **-বাসী**—আকাশে বাসকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **বাসিনী**। বিঃ **-মণ্ডল**—নভোমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল।

**অন্তরীণ**—বিণঃ বিঃ বিশেষ স্থানে অবরুদ্ধ বন্দী।

**অন্তরীপ**—বিঃ যে ভূমিখণ্ড সূক্ষ্মাগ্র হইয়া সমুদ্রের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। [অন্তর্+অপ্ (ঈপ্)+অ]।

**অন্তরীয়, অন্তরীয়ক**—বিঃ অধোবাস, ধুতি, ইজের ইত্যাদি।

**অন্তর্গত**—বিণঃ মধ্যে বা অভ্যন্তরে আছে এমন ; মধ্যবর্তী. মনোগত।

**অন্তর্গূঢ়**—বিণঃ ভিতরে বা মনে গুপ্ত ; বাহিরে অপ্রকাশিত।

**অন্তর্গৃহ**—বিঃ বড় ঘরের মধ্যস্থিত ঘর, ঘরের ভিতর।

**অন্তর্ঘাত**—বিঃ ভিতরে থাকিয়া গোপনে ক্ষতি করণ, sabotage। বিঃ **-ক**—অন্তর্ঘাতকারী। বিণঃ **অন্তর্ঘাতী**—অন্তর্ঘাতমূলক।

**অন্তর্জগৎ**—বিঃ মনোজগৎ, ভাবলোক, চিন্তারাজ্য।

**অন্তর্জল**—বিঃ জলমধ্য।

**অন্তর্জলি**—বিঃ মুমূর্ষুর পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য তাহার নিম্নাঙ্গ গঙ্গা-জলে নিমজ্জিত করিয়া কৃত অনুষ্ঠান-বিশেষ।

**অন্তর্দর্শন**—বিঃ স্বীয় মন বা চিন্তার পরীক্ষা, আত্মদর্শন।

**অন্তর্দাহ**—বিঃ নিদারুণ মনঃকষ্ট, ঈর্ষা-প্রসূত সন্তাপ।

**অন্তর্দীপন**—বিঃ মনোমধ্যে জ্ঞানসঞ্চার, অন্তরের বা মানসিক ও মনোগত গুণাবলীর উৎকর্ষসাধন।

**অন্তর্দৃষ্টি**—বিঃ (মনের) ভিতরের দিকে দৃষ্টি, সূক্ষ্ম দর্শনশক্তি ; স্বীয় মনের বা চিন্তার পরীক্ষা ; introspection।

**অন্তর্দেশ**—বিঃ ভিতরস্থ অংশ, হৃদয়, দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান (valley), অভ্যন্তর প্রদেশ।

**অন্তর্দেশীয়**—বিণঃ দেশের ভিতর যাহা হয় এমন।

**অন্তর্দ্বার**—বিঃ গৃহের মধ্যে গুপ্ত

**অন্তর্দ্বিখণ্ডক**—বিঃ যে সরলরেখা কোনও ভিতরের কোণকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে তাহা, internal bisector।

**অন্তর্ধান**—বিঃ তিরোধান, অদৃশ্য হওন। [অন্তর+ধা+অন]।

**অন্তর্ধ্যান**—বিঃ মনে মনে চিন্তন।

**অন্তর্নিবিষ্ট, অন্তর্নিহিত**—বিণঃ হৃদয়ে বা অভ্যন্তরে স্থাপিত; বদ্ধমূল, সহজাত শক্তি।

**অন্তর্বর্তী**—বিণঃ অন্তর্গত, অন্তঃপাতী; মধ্যবর্তী। [অন্তর্+বৃৎ+ইন্]। (স্ত্রী)ঃ **অন্তর্বর্তী—গর্ভ-বতী**।

**অন্তর্বাণিজ্য**—বিঃ দেশের বা রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য।

**অন্তর্বাষ্প**—বিঃ চাপিয়া রাখা চোখের জল।

**অন্তর্বাস**—বিঃ বহির্বাসের অভ্যন্তরে পরিধেয় গেঞ্জি ফতুয়া, শেমিজ প্রভৃতি; কৌপীন।

**অন্তর্বাহ, অন্তর্বাহী**—বিণঃ ভিতরের দিকে প্রবহমাণ।

**অন্তর্বিগ্রহ, অন্তর্বিপ্লব**—বিঃ আত্ম-কলহ, গৃহবিবাদ, কোন রাজ্যের অধি-বাসিগণের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব, civil war।

**অন্তর্বিবাহ**—বিঃ স্ব-গোত্রে বা স্বকুলে বিবাহ।

**অন্তর্বিবাদ**—বিঃ অন্তর্দ্বন্দ্ব।

**অন্তর্বেদি, অন্তর্বেদী**—বিঃ দুই নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ; প্রয়াগ হইতে হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগ; দোআব।

**অন্তর্ভুক্ত, অন্তর্ভূত**—বিণঃ অন্তর্গত, মধ্যস্থিত। **অন্তর্ভূত কোণ** (জ্যামিঃ) —দুই বাহুর মধ্যবর্তী কোণ।

**অন্তর্ভৌম, অন্তর্ভূমি**—বিঃ নীচের মাটি (subsoil)।

**অন্তর্ভেদ**—বিঃ গৃহকলহ।

**অন্তর্মাধুর্য**—বিঃ অন্তরের সৌন্দর্য; আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য।

**অন্তর্মুখ**—বিণঃ ভিতরের দিকে মুখ, গতি বা লক্ষ্য আছে এমন; আত্ম-বিষয়ে চিন্তাশীল, introspective; বাহ্যবস্তুকে অগ্রাহ্য করিয়া পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন। বিণঃ (স্ত্রী): **অন্তর্মুখী**।

**অন্তর্যামী**—(১) বিণঃ আন্তরিক ভাববেত্তা। (২) বিঃ যিনি অন্তরে অবস্থান করেন ও মনের সকল কথা জানেন; যিনি ভিতরে অবস্থান করিয়া সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করেন, ঈশ্বর। [অন্তর্+যম্+ণিচ্+ইন্]।

**অন্তর্লিখিত**—ভিতরে অংকিত।

**অন্তশয্যা**—বিঃ মৃত্যু, মৃত্যুকালীন শয্যা।

**অন্তর্হিত**—বিণঃ অন্তর্ধান করিয়াছে এমন; তিরোহিত। [অন্তর্+ধা+ত]।

**অন্তস্তল**—বিঃ মনের ভিতর, হৃদয়।

**অন্তিক**—বিণঃ সন্নিহিত; বিঃ সন্নিধান, নৈকট্য, চরম।

**অন্তিকতম**—বিণঃ অতি নিকট।

**অন্তিম**—বিণঃ চরম, শেষ, মৃত্যুকালীন। বিঃ **-কাল, -সময়**—মরণকাল। বিঃ **-দশা**—মুমূর্ষু অবস্থা। বিঃ **-শয্যা** —যে শয্যায় শায়িত অবস্থায় মৃত্যু ঘটে।

**অন্তেবাসী**—বিঃ গুরুগৃহবাসী, শিষ্য, ছাত্র; গ্রামপ্রান্তবাসী চণ্ডাল। বিণঃ সমীপবর্তী। [অন্তে+বস+ইন্]।

**অন্ত্য**—বিণঃ শেষ, অপকৃষ্ট, অবশিষ্ট, শূদ্রকুলজাত। [অন্ত+য]। **-জ**—নীচ-কুল সম্ভূত। **-বর্ণ**—শেষ অক্ষর।

**অন্ত্যেষ্টি**—বিঃ মৃতদেহ সংকার। [অন্ত্য+ইষ্টি]।

**অন্ত্র**—বিঃ নাড়িভুঁড়ি, পাকস্থলীর নিম্নভাগ হইতে মলদ্বার অবধি যন্ত্র। **-বৃদ্ধি**—এক প্রকার নাড়ীর রোগ, hernia।

**অন্দর**—বিঃ অভ্যন্তর, অন্তঃপুর। **-মহল**—অন্তঃপুর।

**অন্ধ**—বিণঃ দৃষ্টিহীন, গাঢ় অন্ধকারময়, অজ্ঞান। [অন্ধ+ণিচ্+অ]। **-কূপ**—অন্ধকার গহ্বর। **-কূপহত্যা**—অতি অপরিসর কক্ষমধ্যে বহু সংখ্যক লোককে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের শ্বাসরোধ ও মৃত্যু সংঘটন। **-তম**—অতিশয় অন্ধকারবিশিষ্ট। **-তমস**—গাঢ় অন্ধকার। বিঃ **-তা, ত্ব**। **-তামিস্র**—নিবিড় অন্ধকার। **-বিশ্বাস**—নির্বিচার আস্থা। **অন্ধের নড়ি**—যষ্টি, অসহায়ের সহায়।

**অন্ধকার**—বিঃ আলোকের অভাব, তিমির, অজ্ঞানতাজনিত বা দুঃখাদি-জনিত ক্ষোভ। বিণঃ অন্ধকারপূর্ণ। [অন্ধ+কৃ+অ]। **অন্ধকার দেখা**—বিপদের মধ্যে পড়িয়া ভয়ে ও ভাবনায়

আকুল হওয়া। **অন্ধকার দেখান**—বিপদের মধ্যে ফেলিয়া অথবা বিপদের ভয় দেখাইয়া অভিভূত করা। **অন্ধকারে ঢিলমারা**—যে কোন বিষয়ে স্থির জ্ঞান না থাকার ফলে যদি বা লাগিয়া যায় এই আশায়, আন্দাজে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্যাদি করা। **অন্ধকারে থাকা**—কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকা। **অন্ধকারে হাতড়ান**—চোখে না দেখিতে পাওয়ার ফলে হস্তস্পর্শ দ্বারা অনুমান করিয়া চলা।

**অন্ধিসন্ধি**—বিঃ রন্ধ্র, ফাঁক, গুপ্ত তথ্য, ভিতরের কথা।

**অন্ধ্র**--বিঃ প্রাচীন জাতিবিশেষ; মাদ্রাজের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল; তেলেগু ভাষীর দেশ।

**অন্ন**—বিঃ ভাত, আহার্যদ্রব্য। [অদ্+ত]। **-কষ্ট, অন্নাভাব**—খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ। **-কূট**—অন্নের পাহাড় বা স্তূপ। **-ক্ষেত্র, -সত্র**—যে স্থান হইতে প্রার্থিগণকে অন্নদান করা হয়। **-গত**—খাদ্যের উপর একান্ত নির্ভরশীল। **গতপ্রাণ**—খাদ্য ছাড়া বাঁচে না এমন। **-জল**—দানাপানি, পরলোকগত আত্মার তৃপ্তিবিধানার্থে হিন্দু অনুষ্ঠান-বিশেষ। **-দা**—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ অন্নদানকারিণী (২) বিঃ ভগবতী, দুর্গা। **-দাতা**—অন্নদানকারী, প্রতি-পালনকারী। (স্ত্রী)ঃ **-দাত্রী**। **-দাস**—কেবল পেটের খোরাকের বিনিময়ে পরের দাসত্ব স্বীকারকারী। **-নালী**—দেহাভ্যন্তরের যে নালী বাহিয়া ভুক্ত-দ্রব্য কণ্ঠ হইতে পাকস্থলীতে যায়। **-পূর্ণা**—(স্ত্রী)ঃ ভগবতী। **-প্রাশন**—হিন্দু বালকবালিকাদের প্রথম অন্ন (ভাত) গ্রহণের অনুষ্ঠান, মুখে-ভাত। **-ভোজী**—অন্নভোজনকারী। **-ময়**—অন্নে পূর্ণ। **-রস**—ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য হইতে উৎপন্ন ও দেহ গঠনের সহায়ক দুগ্ধবৎ রস বিশেষ। **-সংস্থান**—জীবিকার্জন। **-হীন**—নিরন্ন, বুভুক্ষু। **অন্নাকাল**—**অন্নাভাব** দ্রষ্টব্য।

**অন্য**—বিণঃ অপর, ভিন্ন, অপর লোক। [অন্+য]। বিণঃ **-কৃত**—অন্যের দ্বারা সম্পাদিত। **-গত**—অন্যের উপর নির্ভর। অব্যঃ **-তঃ**—অন্য হইতে, অন্যভাবে। **-তম**—বহুর মধ্যে একটি বা একজন। **-তর**—দুইয়ের মধ্যে একজন বা একটি। ক্রি-বিণঃ **-ত্র**—অন্য বিষয়ে বা স্থানে। **-থা**—ভিন্নরূপে, নতুবা। **-আচরণ**—বিপরীত বা বিরুদ্ধ আচরণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-পূর্বা**—অপরের বাগদত্তা বা স্ত্রী ছিল এমন। **-বিধ**—অন্য রকম। বিঃ **-ভাব**—ভাবান্তর। বিণঃ **-ভৃৎ**—(১) অন্যকে পালনকারী। (২) বিঃ কাক। **-ভৃত**—অন্যের দ্বারা পালিত হয় এমন; কোকিল। **-মনস্ক, -মনা**—অন্য বিষয়ে মন আছে এমন, অমনোযোগী, **-সাপেক্ষ**—অন্যের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত; একটিকে বুঝিতে হইলে অপরটিকে বোঝা চাই এমন।

**অন্যান্য**—অপরাপর, ভিন্ন ভিন্ন। [অন্য+অন্য]।

**অন্যায়**—বিঃ অবিচার, ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য। বিণঃ অনুচিত, অকর্তব্য। অব্যঃ, ক্রি-বিণঃ **-তঃ**, **-ত**—অন্যায়ভাবে। **অন্যায়াচরণ**—অন্যায় ব্যবহার, **অন্যায়া-চারী**—অনুচিতকারী।

**অন্যায্য**—বিণঃ অসঙ্গত, অনুচিত।

**অন্যাসক্ত**—বিণঃ [স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত]

অন্যের প্রতি আসক্ত। (স্ত্রী): **অন্যাসক্তা**।

**অন্যূন**—বিণ: অন্ততঃ, কম নহে এমন, সম্পূর্ণ।

**অন্যোন্য**—বিঃ পরস্পর।

**অন্বয়**—বিঃ অনুবৃত্তি, বাক্যের মধ্যে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া প্রভৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধ; সরল অর্থ; বংশ, গোত্র, সম্বন্ধ; ধারা, ক্রম, মিল। [অনু+ই+অ]। বিণ: **অন্বয়ী**—অন্বয়যুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট।

**অন্বর্থ**—বিণ: যথার্থ, প্রকৃতার্থ যুক্ত। **-নামা**—নামের সহিত স্বভাবের মিল আছে এমন।

**অন্বিত**—বিণ: যুক্ত, প্রত্যেক পদের পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট। [অনু+ই+ত]।

**অন্বিষ্ট**—বিণ: যাহার অনুসন্ধান করা হইয়াছে। [অনু+ইষ্+ত]।

**অন্বীক্ষা**—বিঃ অন্বেষণ, পর্যালোচনা, দর্শন, অনুমান, ন্যায়শাস্ত্র। [অনু+ঈক্ষ্+অ, আ]।

**অন্বেষক, অন্বেষী**—বিণ: অন্বেষণকারী।

**অন্বেষণ**—বিঃ অনুসন্ধান, গবেষণা। [অনু+ইষ+অন্]।

**অপ**—বিঃ জল। অব্যঃ কুৎসিত, প্রতিকূল, উপসর্গবিশেষ। **-কর্ম**—কুকর্ম, অন্যায় কাজ। **-কর্মা**—অপকর্মকারী। **-কীর্তি**—অপযশ, দুর্নাম। **-গ্রহ**—বিরুদ্ধ গ্রহ। **-ঘাত, -মৃত্যু**—দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু। **-ঘাতক, -ঘাতী**—অপঘাতকারী। **-ছায়া**—বিকৃতছায়া, ভূত-প্রেতাদির অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি। **-জাত**—কুলোচিত সদ্‌গুণাবলী হইতে বিচ্যুৎ, হীনাবস্থাপ্রাপ্ত। **-দেবতা**—অপকৃষ্ট দেবতা, ভূত-প্রেতাদি। **-প্রয়োগ**—অযথা বা অশুদ্ধ বা অন্যায় প্রয়োগ।

**অপকর্ষ**—বিঃ নিকৃষ্টতা, অবনতি। [অপ+কৃষ+অ]।

**অপকার**—বিঃ অনিষ্ট, ক্ষতি। [অপ+কৃ+ত]। বিণ: **-ক, অপকারী**—ক্ষতিকর। বিঃ **অপকৃতি**—অনিষ্ট।

**অপকৃষ্ট**—বিণ: নিকৃষ্ট, হীন, জঘন্য, অবনতিপ্রাপ্ত। [অপ+কৃষ+ত]।

**অপকেন্দ্র**—বিণ: কেন্দ্র হইতে দূরে গমনকারী বা অপসরণকারী. centrifugal।

**অপক্ক**—বিণ: কাঁচা, পাক করা হয় নাই এমন। বিঃ **-তা**।

**অপক্ষপাত**—(১) বিঃ সমানভাবে দেখা। (২) বিণ: নিরপেক্ষ। বিণ: **অপক্ষপাতী**—সমদর্শী। বিঃ **অপক্ষপাতিতা, অপক্ষপাতিত্ব**।

**অপগত**—বিণ: বিগত, দূরীভূত, মৃত। [অপ+গম্+ত]। বিঃ **অপগমন, অপগম**—প্রস্থান।

**অপগা**—(১) বিণ: নিম্নবাহিনী, সমুদ্রগামিনী। (২) বিঃ নদী। [অপ+গম্+অ, আ]।

**অপচয়**—বিঃ বৃথা ব্যয়, অপব্যয়, ক্ষয়। [অপ+চি+অ]। বিণ: **অপচিত**—ক্ষয়িত, অপব্যয়িত। **অপচিতি**—দেহকোষাদির ক্ষয়, katabolism। বিণ: **অপচীয়মান**—ক্ষতিপ্রাপ্ত।

**অপচায়িত**—বিণ: অপব্যয়িত। [অপ+চি+ণিচ্+ত]।

**অপচার**—বিঃ অহিতাচার, বেআইনী আচরণ, কুপথ্য সেবন। [অপ+চর+অ]। **-নিরোধ**—বেআইনী কার্যদমন।

**অপচিকীর্ষা**—বিঃ অপকার করিবার

ইচ্ছা। [অপ+কৃ+সন্+আ]। বিণঃ **অপচিকীর্ষু**—অপকার করিতে ইচ্ছুক।

**অপচেষ্টা**—বিঃ মন্দ উদ্দেশ্যে চেষ্টা।

**অপচ্ছায়া**—বিঃ ছায়াময় আকার।

**অপজাত**—বিণঃ যে কুলোচিত গুণহীন হইয়াছে এমন, হীনজাত, অজাত।

**অপটু**—বিণঃ অনিপুণ, অসুস্থ। বিঃ **-তা**।

**অপঠিত**—বিণঃ পাঠ করা হয় নাই এমন।

**অপণ্ডিত**—বিণঃ শাস্ত্রাদি জ্ঞানরহিত, মূর্খ।

**অপত্নীক**—বিণঃ বিপত্নীক, অবিবাহিত।

**অপত্য**—বিঃ সন্তান। ক্রি-বিণঃ **-নির্বিশেষে**—আপন সন্তান হইতে পৃথক না ভাবিয়া। **-স্নেহ**—সন্তানের প্রতি ভালবাসা। **-হীন**—নিঃসন্তান।

**অপথ**—বিঃ অন্যায় বা মন্দ পথ, উপায়, আচরণ, ভুল পথ।

**অপথ্য**—বিণঃ কুপথ্য।

**অপদ**—বিণঃ পদহীন।

**অপদস্থ**—বিণঃ অপমানিত, লাঞ্ছিত।

**অপদার্থ**—বিণঃ অসার, অযোগ্য।

**অপনয়ন**—বিঃ সরান, দূর করণ। [অপ+নী+অ]। বিণঃ **অপনীত**—যাহা সরান হইয়াছে।

**অপনোদন**—বিঃ সরান, দূর করণ। [অপ+নুদ+অন]। বিণঃ **অপনোদিত**—যাহা সরান হইয়াছে।

**অপবর্গ**—বিঃ মোক্ষ, মুক্তি।

**অপবাদ**—বিঃ নিন্দা, কুৎসা, বদনাম। [অপ+বদ্+অ]। বিণঃ **-ক**—যে কুৎসা রটায়।

**অপবিত্র**—বিণঃ যাহা শুদ্ধ নহে, অশুচি। বিঃ **অপবিত্রতা**।

**অপব্যবহার**—বিঃ অযথা প্রয়োগ।

**অপব্যয়**—বিঃ অন্যায় খরচ। বিণঃ **অপব্যয়িত**—যাহা অন্যায় ভাবে খরচ করা হইয়াছে। বিঃ **অপব্যয়ী**—অন্যায় খরচকারী। বিঃ **অপব্যয়িতা**—অন্যায়ভাবে খরচ করার অভ্যাস।

**অপভাষ**—বিঃ নিন্দা। [অপ+ভাষ+অ]।

**অপভাষা**—বিঃ ইতর, অভদ্র, গ্রাম্য ভাষা।

**অপভ্রংশ(স)**—বিঃ আসল শব্দটির অশুদ্ধ রূপ; অপভাষা, প্রাকৃতের পরবর্তী রূপ, অশুদ্ধি, বিকৃতি। [অপ+ভ্রন্‌শ্ (ভ্রন্‌স্)+অ]। বিণঃ **অপভ্রষ্ট**—স্খলিত, বিকৃত, অশুদ্ধ।

**অপমান**—বিঃ মানহানি, অবহেলা। [অপ+মন্+অ]। বিণঃ **অপমানিত**—যাহাকে অপমান করা হইয়াছে। **-কর**—অবমাননামূলক। **-জনক**—অসম্মানজনক।

**অপমৃত্যু**—বিঃ দুর্ঘটনার ফলে মরণ।

**অপযশ, অপযশঃ**—বিঃ কলঙ্ক, অখ্যাতি। বিণঃ **-স্কর**—অখ্যাতিকর।

**অপয়া**—বিণঃ শুভচিহ্নহীন, অভাগা।

**অপর**—বিণঃ অন্য, পর, ভিন্ন, বিপরীত, অন্য ব্যক্তি। অব্যঃ **-ত্র**—অন্যত্র। বিণঃ (স্ত্রী): **অপরা**—যাহা শ্রেষ্ঠ নহে। বিণঃ **অপরাপর**—অন্যান্য। **অপরঞ্চ, অপরন্তু**—আরও।

**অপরাজিত**—বিণঃ অজিত, অপরাভূত। বিঃ শিব, বিষ্ণু। (স্ত্রী): **অপরাজিতা**—অপরাভূতা, বিঃ ফুলগাছ, দুর্গাদেবী।

**অপরাজেয়**—বিণঃ অজেয়। (অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র)।

**অপরাধ**—বিঃ দোষ, ত্রুটি। [অপ+রাধ্+অ]। বিঃ **অপরাধী**—দোষী। **অপরাধীন**—স্বাধীন, অপরের অধীন নহে।

**অপরান্ত**—বিঃ পশ্চিম দিগন্ত।
**অপরামর্শ**—বিঃ অসৎ পরামর্শ, কুপরামর্শ।
**অপরার্ধ**—বিঃ অন্য অর্ধেক।
**অপরাহ্ণ**—বিঃ দিনের শেষভাগ। [অপর +অহ্ন]।
**অপরিকল্পিত**—বিণঃ যাহা পূর্বে ভাবা হয় নাই।
**অপরিচয়**—বিঃ অজানা, অচেনা।
**অপরিগ্রহ**—বিঃ গ্রহণাভাব, অস্বীকার। বিণঃ নিঃসঙ্গ, বিপত্নীক, অকৃতদার।
**অপরিচিত**—বিণঃ অজানা। (স্ত্রী)ঃ **অপরিচিতা**।
**অপরিচ্ছন্ন**—বিণঃ মলিন।
**অপরিচ্ছিন্ন**—বিণঃ অবিভক্ত, অসীম, অনন্ত।
**অপরিজ্ঞাত**—বিণঃ অজ্ঞাত, যাহা জানা নাই।
**অপরিজ্ঞান**—বিঃ অপরিচয়।
**অপরিজ্ঞেয়**—বিণঃ অজ্ঞেয়।
**অপরিণত**—বিণঃ পরিণত হয় নাই এমন, অপূর্ণ।
**অপরিণামদর্শী**—বিণঃ অদূরদর্শী, অবিবেচক।
**অপরিত্যাজ্য**—বিণঃ যাহা বা যাহাকে ছাড়া যায় না এমন।
**অপরিপক্ক**—বিণঃ অপুষ্ট, অপটু।
**অপরিপূর্ণ**—বিণঃ অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত।
**অপরিবর্তন**—বিঃ পরিবর্তনহীনতা। বিণঃ **অপরিবর্তিত**।
**অপরিবাহী**—বিণঃ বিদ্যুৎ বা তাপ চলাচলের পথ নাই এমন।
**অপরিমাণ**—বিণঃ পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না এমন, প্রচুর।
**অপরিমিত**—বিণঃ মাপজোখ বা সীমাসংখ্যা নাই এমন, ন্যায্যের অতিরিক্ত।
**অপরিমেয়**—বিণঃ পরিমাণ মাপা যায় না বা স্থির করা যায় না এমন।
**অপরিম্লান**—বিণঃ অম্লান, সতেজ।
**অপরিশুদ্ধ**—বিণঃ বিশুদ্ধ নহে, দোষ পূর্ণ।
**অপরিশোধনীয়, অপরিশোধ্য**—বিণঃ পরিশোধ করা যায় না এমন। বিণঃ **অপরিশোধিত**—পরিশোধ করা হয় নাই এমন।
**অপরিষ্কার**—বিঃ পরিচ্ছন্নতার অভাব। বিণঃ নোংরা। **অপরিষ্কৃত**—বিণঃ পরিষ্কার করা হয় নাই এমন।
**অপরিসর**—বিণঃ তেমন প্রশস্ত নহে এমন, সংকীর্ণ।
**অপরিসীম**—বিণঃ অসীম, অশেষ।
**অপরিস্ফুট**—বিণঃ অস্পষ্ট, আধো আধো (শিশুর অপরিস্ফুট বুলি)।
**অপরিহার্য**—বিণঃ অত্যাজ্য, এড়ান যায় না এমন, অবশ্যম্ভাবী।
**অপরীক্ষিত**—বিণঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই এমন।
**অপরূপ**—বিণঃ অপূর্ব, আশ্চর্য : কদাকার।
**অপরোক্ষ**—বিণঃ প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ।
**অপর্ণা**—বিঃ যিনি তপস্যাকালে পর্ণও আহার করেন নাই; দুর্গা; পত্ররহিতা।
**অপর্যাপ্ত**—বিণঃ প্রচুর, অঢেল।
**অপর্যাপ্তি**—বিঃ অসম্পূর্ণতা, সুপ্রচুরতা।
**অপলক**—বিণঃ পলকহীন, নির্নিমেষ।
**অপলাপ**—বিঃ গোপন; (সত্য) অস্বীকার, মিথ্যা উক্তি।
**অপলকা**—বিণঃ পলকা, ভঙ্গুর।
**অপশব্দ**—বিঃ ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ, অশ্লীল শব্দ।

**অপশ্রুতি**—বিঃ ধাতুর মূল স্বরধ্বনির (মূল শ্রুতির) অপসরণ বা গুণ-বৃদ্ধিজনিত পরিবর্তন। (যথা—চল-চাল, পড়-পাড়, কৃ-কার ইত্যাদি)।

**অপসরণ**—বিঃ স্থানান্তরে গমন, পলায়ন। [অপ+সৃ+অন]।

**অপসারণ**—বিঃ সরান। [অপ+সৃ+ণিচ্ +অন]। **অপসারি**—অপসারিত করিয়া। বিণঃ **অপসারিত**—অপসারণ করা হইয়াছে এমন।

**অপসৃত**—বিণঃ পলায়ন বা প্রস্থান করিয়াছে এমন। [অপ+সৃ+ত]।

**অপস্মার**—বিঃ মৃগীরোগ, epilepsy।

**অপহত**—বিণঃ বিনষ্ট।

**অপহরণ**—বিঃ চুরি, লুণ্ঠন।

**অপহারক, অপহারী**—বিঃ চোর, লুণ্ঠনকারী।

**অপহৃত**—বিণঃ চুরি গিয়াছে বা করা হইয়াছে এমন, লুণ্ঠিত।

**অপহ্নব, অপহ্নুতি**—বিঃ অপলাপ, গোপন, অস্বীকার বর্ণনীয় বিষয়কে গোপন করিয়া উপমানের স্থাপন। [অপ+হ্নু+অ, তি]।

**অপাক**—বিঃ অজীর্ণ রোগ, অপক্কাবস্থা। বিণঃ অজীর্ণ, কাঁচা, প্যাক করা হয় নাই।

**অপাঙ্‌ক্তেয়**—বিণঃ এক পঙ্‌ক্তিতে বসিবার অযোগ্য, একঘরে।

**অপাঙ্গ**—বিঃ চোখের কোণ, কটাক্ষ, আড়চোখ।

**অপাচ্য**—বিণঃ হজম হয় না এমন।

**অপাঠ্য**—বিণঃ পাঠের অযোগ্য, অশ্লীল।

**অপাত্র**—বিণঃ অসৎ, অধম বা অযোগ্য পাত্র।

**অপাদান**—বিঃ কারক বিশেষ; (ইহাতে সাধারণতঃ পঞ্চমী বিভক্তি হয়)।

**অপান**—বিঃ নিম্নের দিকে বা বাহিরের দিকে যে বায়ু, মলদ্বার। [অপ+অন্ +অ]।

**অপাপ**—বিণঃ পাপশূন্য। **-বিদ্ধ**—পাপ-দ্বারা বিদ্ধ নহে, নিষ্পাপ।

**অপাবরণ**—বিঃ আবরণ উন্মোচন।

**অপাবৃত**—বিণঃ আচ্ছাদিত নহে।

**অপায়**—বিঃ বিনাশ, নষ্টপ্রাপ্ত, বিপদ, অমঙ্গল। [অপ+ই+অ]।

**অপার**—বিণঃ অসীম।

**অপারক**—বিণঃ অসমর্থ।

**অপারগ**—বিণঃ অপারক।

**অপারেটর**—বিঃ মেশিন চালক, operator।

**অপার্থিব**—বিণঃ অলৌকিক।

**অপিচ**—অব্যঃ আরও, অধিকন্তু, অপরপক্ষে।

**অপিনিহিতি**—বিঃ শব্দের মধ্যে ই বা উ থাকিলে ঐ শব্দের উচ্চারণের সময় পূর্বেই ই বা উ উচ্চারণ করিয়া ফেলিবার প্রবণতা। (যেমন, আজি—আইজ, কালি—কাইল)। [অপি+নি+ধা+তি]।

**অপুচ্ছ**—বিণঃ পুচ্ছহীন।

**অপুণ্য**—বিঃ পুণ্যাভাব, পাপ।

**অপুত্রক, অপুত্র**—বিণঃ পুত্রহীন।

**অপুষ্ট**—বিণঃ পুষ্ট নয় এমন, ক্ষীণ, রোগা। বিঃ **অপুষ্টি**—পুষ্টির অভাব।

**অপুষ্প, অপুষ্পক**—বিণঃ ফুল হয় না এমন।

**অপুষ্যি**—বিঃ পালনের অনুপযুক্ত।

**অপূপ**—বিঃ পিষ্টক। [অপ+বপ্+অ]।

**অপূরণ**—বিঃ পূর্ণ না করণ, কমতি।

**অপূর্ণ**—বিণঃ অসম্পূর্ণ, পূর্ণ হয় নাই এমন। (স্ত্রী)ঃ **অপূর্ণা**—অতৃপ্তা।

**অপূর্ব**—বিণঃ পূর্বে যাহা হয় নাই,

অভিনব, চমৎকার, আশ্চর্য, মৌলিক। বিঃ -তা।

**অপেক্ষ**—বিণঃ শর্তাধীন।

**অপেক্ষা**—বিঃ প্রতীক্ষা, আশা, প্রত্যাশা, চেয়ে, হইতে, তুলনায়। **অপেক্ষক**—যিনি অপেক্ষা করেন। **অপেক্ষবাদ, অপেক্ষাবাদ**—theory of relativity। **অপেক্ষমাণ**—প্রতীক্ষারত। **অপেক্ষাকৃত**—তুলনামূলক ভাবে ভাল। **অপেক্ষিত**—প্রত্যাশিত। **অপেক্ষী**—অপেক্ষাকারী।

**অপেক্ষ্যসূচী**—বিঃ অনিষ্পন্ন বা মূলতুবী বিষয় তালিকা।

**অপেত**—বিণঃ ভিন্ন, বিচ্ছিন্ন, ভ্রষ্ট, পরিবর্জিত, অপসারিত।

**অপেয়**—বিণঃ পানের অযোগ্য, যাহা পান করা উচিত নহে; নিষিদ্ধ পানীয়।

**অপেরণ**—বিঃ বিপথগমন ; নক্ষত্র বা গ্রহদের স্থানান্তরে প্রতীয়মান হওয়া, aberration। [অপ+ঈর্+অন]।

**অপোগণ্ড**—বিণঃ নাবালক ; শিশু ; পঞ্চদশ বৎসর পর্যন্ত বয়স।

**অপোড়া**—বিণঃ অদগ্ধ।

**অপোহ**—বিঃ অপসারণ; যুক্তি, বাদানুবাদ; যুক্তি দ্বারা প্রতিবাদীর অমূলক ধারণা অপসারণ পূর্বক সত্য নিরূপণ; খণ্ডন। [অপ+ঊহ্ অ]।

**অপৌরুষ**—বিঃ পুরুষের অযোগ্য আচরণ, পুরুষকারের অভাব ; অগৌরব ; ভীরুতা ; লজ্জা।

**অপৌরুষেয়**—বিণঃ যাহা কোনও মানব কৃত নহে, অসাধারণ, অলৌকিক।

**অপ্রকট**—বিণঃ অপ্রকাশিত, অব্যক্ত, গোপন ; তিরোহিত। (অপ্রকট লীলা-বৈঃ শাঃ)। ক্রিঃ **অপ্রকট হওয়া**—দেহত্যাগ করা।

**অপ্রকাশ**—বিঃ গোপন, অজ্ঞাতে থাকা, প্রকাশ না হওন। বিণঃ **অপ্রকাশিত**—অব্যক্ত।

**অপ্রকাশ্য**—বিণঃ যাহা প্রকাশযোগ্য নহে, গুপ্ত।

**অপ্রকীর্ণ**—বিণঃ অবিকীর্ণ।

**অপ্রকৃত**—বিণঃ যাহা আসল নহে, কৃত্রিম, অযথার্থ।

**অপ্রকৃতিস্থ**—বিণঃ যে বা যাহা স্বাভাবিক অবস্থায় নাই, উন্মত্ত, বিকৃত মস্তিষ্ক। বিঃ -তা।

**অপ্রকৃষ্ট**—বিণঃ নীচ ; গৌণ।

**অপ্রখর**—বিণঃ ভোঁতা, যাহা ধারালো নহে। বিঃ -তা।

**অপ্রগল্ভ**—বিণঃ বিনীত, নম্র, লজ্জাশীল, শিষ্ট।

**অপ্রচলন**—বিঃ অব্যবহার।

**অপ্রচলিত**—বিণঃ অব্যবহৃত ; অবর্তমান, পুরাতন, চলিত নহে।

**অপ্রচুর**—বিণঃ অল্প সংখ্যক।

**অপ্রজ**—বিণঃ নিঃসন্তান ; প্রজাহীন, লোকশূন্য।

**অপ্রজা**—বিঃ নিঃসন্তান নারী।

**অপ্রণয়**—বিঃ প্রীতি বা অনুরাগের অভাব।

**অপ্রণয়ী**—বিণঃ অপ্রেমিক। (স্ত্রী)ঃ **অপ্রণয়িনী**।

**অপ্রণিধান**—বিঃ অমনোযোগ ; উপেক্ষা, অবহেলা।

**অপ্রতর্ক্য**—বিণঃ যাহা তর্ক বা অনুমান দ্বারা স্থির করা যায় না ; ধারণা শক্তির অতীত। [ন+প্র+তর্ক+য]।

**অপ্রতিকরণীয়, অপ্রতিকার্য**—বিণঃ প্রতিকারের অযোগ্য ; অপ্রতিবিধেয়।

**অপ্রতিকার**—বিঃ প্রতিকারের বা নিবারণের অভাব।

**অপ্রতিকূল**—বিণঃ যাহা বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল নহে ; অনুকূল, মিত্রভাবাপন্ন।

**অপ্রতিদ্বন্দ্ব, অপ্রতিদ্বন্দ্বী**—বিণঃ অদ্বিতীয়: শত্রুহীন; শীর্ষস্থানীয়; সমকক্ষহীন। বিঃ **অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা**।

**অপ্রতিবন্ধ**—বিণঃ বাধাহীন।

**অপ্রতিবন্ধ**—বিণঃ অবাধ, অপ্রতিরুদ্ধ।

**অপ্রতিবিধেয়**—বিণঃ যাহার প্রতিবিধান নাই। [ন+প্রতি+বি+ধা+য]।

**অপ্রতিভ**—বিণঃ লজ্জিত ; হতবুদ্ধি, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ; বিব্রত, অপ্রস্তুত।

**অপ্রতিম**—বিণঃ অতুলনীয়, অনুপম, নিরুপম।

**অপ্রতিরথ**—বিঃ অদ্বিতীয় যোদ্ধা।

**অপ্রতিরূপ**—বিণঃ অনুপম, অতুল, অপরূপ, অসাধারণ।

**অপ্রতিষ্ঠ**—বিণঃ যাহা প্রতিষ্ঠিত নহে ; প্রতিপত্তিহীন ; অখ্যাত, খ্যাতিহীন। বিঃ **অপ্রতিষ্ঠা**।

**অপ্রতিষ্ঠিত**—বিণঃ ভিত্তিশূন্য।

**অপ্রতিসম**—বিণঃ সামঞ্জস্যহীন ; যথোপযুক্তরূপে ব্যবস্থিত নহে। বিঃ **অপ্রতিসাম্য**।

**অপ্রতিহত**—বিণঃ অবাধ, অপ্রতিরুদ্ধ, অবিরত, অব্যাহত।

**অপ্রতীক**—বিণঃ অশরীরী ; আধ্যাত্মিক, অবাস্তব, ইন্দ্রিয়ের অগোচর।

**অপ্রতীতি**—বিঃ অবিশ্বাস্যতা, সন্দিগ্ধতা।

**অপ্রতুল**—বিঃ অভাব, অনটন, অপ্রাচুর্য।

**অপ্রত্যক্ষ**—বিণঃ পরোক্ষ, ইন্দ্রিয়াতীত ; অস্পষ্ট। অপ্রত্যক্ষ বিষয়।

**অপ্রত্যয়**—বিঃ বিশ্বাসের অভাব, প্রত্যয়ের অভাব ; অবিশ্বাস, সন্দেহ। বিণঃ **অপ্রত্যয়ী**—বিশ্বাস উৎপাদন করে না যাহা।

**অপ্রত্যাশিত**—বিণঃ যাহা আশা করা হয় নাই, অতর্কিত, অভাবনীয়, আচম্বিত, আকস্মিক।

**অপ্রথিত**—বিণঃ অপ্রসিদ্ধ।

**অপ্রধান**—বিণঃ যাহা শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য নহে, গৌণ। বিঃ **অপ্রধানতা**।

**অপ্রধৃষ্য**—বিণঃ অজেয়, অপরাজেয়, অনতিক্রম্য।

**অপ্রবৃত্তি**—বিঃ অনাসক্তি, অরুচি, অনিচ্ছা।

**অপ্রমত্ত**—বিণঃ মাদকদ্রব্যের প্রভাবমুক্ত, মাতাল নহে এমন; শান্ত, অবহিত।

**অপ্রমাণ**—বিঃ প্রমাণের অভাব; প্রমাণখণ্ডন। ক্রিঃ **অপ্রমাণ করা**।

**অপ্রমেয়**—বিণঃ অপরিমেয়, যাহা প্রমাণ করা যায় না ; অজ্ঞেয় ; প্রচুর ; বিশাল ; অসীম।

**অপ্রযুক্ত**—বিণঃ অপ্রচলিত, সেকেলে, অব্যবহৃত। বিঃ **-তা**।

**অপ্রয়োগ**—বিঃ প্রয়োগের অভাব, অব্যবহার, অপ্রচলন।

**অপ্রয়োজনীয়**—বিণঃ যাহার কোন দরকার নাই, অনাবশ্যক, নিরর্থক।

**অপ্রশংসা**—বিঃ নিন্দা, তিরস্কার ; অখ্যাতি। বিণঃ **অপ্রশংসনীয়**—নিন্দনীয়।

**অপ্রশস্ত**—বিণঃ সঙ্কীর্ণ, নিন্দিত, সামান্য, অপকৃষ্ট।

**অপ্রসন্ন**—বিণঃ বিরক্ত, অসন্তুষ্ট ; দুঃখিত, বিমর্ষ, বিষণ্ণ, ক্রুদ্ধ।

**অপ্রসাদ**—বিঃ অনিচ্ছা ; বিরাগ, ঘৃণা, অবজ্ঞা, অনাদর।

**অপ্রসিদ্ধ**—বিণঃ যাহা বিখ্যাত নহে

অখ্যাত ; বহুজনবিদিত নহে। বিঃ **অপ্রসিদ্ধি**।

**অপ্রস্তুত**—বিণঃ যাহা তৈয়ারী নহে ; অপ্রতিভ ; অবর্তমান ; বর্ণনার বিষয়-বহির্ভূত। বিঃ **অপ্রস্তুতি**—উদ্যোগ আয়োজনের অভাব। ক্রিঃ **অপ্রস্তুত হওয়া, করা**—অপ্রতিভ হওয়া, করা।

**অপ্রস্তুত-প্রশংসা**—বিঃ বিশদভাবে বর্ণিত অপ্রস্তুত হইতে যদি ব্যঞ্জনায় প্রস্তুতের প্রতীতি হয় ; অর্থালঙ্কার। (যেমন, 'সাধকের কাছে প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে মনোহর মায়া-কায়া ধরি ; তারপরে সত্য দেখা দেয়, ভূষণ-বিহীন রূপে আলো করি অন্তর বাহির।' রবীন্দ্র)।

**অপ্রাকৃত**—বিণঃ অলৌকিক, অসামান্য, অস্বাভাবিক, অসাধারণ, অনৈসর্গিক।

**অপ্রাচীন**—বিণঃ নূতন ; আধুনিক, যাহা পুরাতন নহে।

**অপ্রাজ্ঞ**—বিণঃ জ্ঞানী নহে, অজ্ঞ, অশিক্ষিত, মূঢ়, নির্বোধ।

**অপ্রাপ্ত**—বিণঃ যাহা পাওয়া যায় নাই। বিণঃ **-কাল**—অসাময়িক, অকালিক ; নাবালক। বিণঃ **-বয়স্ক**—বাল্য উত্তীর্ণ হয় নাই যাহার। (স্ত্রী)ঃ **-বয়স্কা**। বিণঃ **-যৌবন**—এখনও যৌবন লাভ করে নাই এমন ; যৌবনোন্মুখ। (স্ত্রী)ঃ **-যৌবনা**।

**অপ্রাপ্য**—বিণঃ যাহা পাওয়া যায় না, দুষ্প্রাপ্য।

**অপ্রামাণিক**—বিণঃ প্রমাণসিদ্ধ নহে ; নিশ্চয়জ্ঞান হয় নাই এমন। বিঃ **-তা**।

**অপ্রামাণ্য**—বিণঃ যাহা প্রমাণ করা যায় না।

**অপ্রাসঙ্গিক**—বিণঃ আলোচ্য বিষয়ের অঙ্গরূপে আসে নাই এমন, irrelevant।

**অপ্রিয়**—বিণঃ অপ্রীতিকর ; বিরাগ-ভাজন, বিরক্তিজনক ; কটু। বিণঃ **-বাদী, -ভাষী**—যে অপ্রিয় কথা বলে। (স্ত্রী)ঃ **-বাদিনী, -ভাষিণী**।

**অপ্রীতি**—বিঃ প্রীতি বা সন্তোষের অভাব, মনোমালিন্য, বিরাগ, বিরক্তি। বিণঃ **-কর, -ভাজন, -জনক**।

**অপ্সরা**—বিঃ স্বর্গের পরী; স্বর্গ-বারাঙ্গনা। [অপ+সৃ+অ, আ]। **অপ্সরী**—(চলিতরূপ)।

**অফলা**—বিণঃ যাহাতে ফল ধরে না ; বন্ধ্যা ; অনুর্বর।

**অফিস, আফিস**—বিঃ বিষয়কর্ম নির্বাহের বা কাজ করিবার স্থান, কার্যালয়, দফতর। **অফিসার**—বিঃ পদস্থ কর্মচারী।

**অফুটন্ত**—বিণঃ যাহা পুষ্পিত হয় নাই ; যাহা উত্তপ্ত হয় নাই।

**অফুরন্ত, অফুরান**—বিণঃ যাহা ফুরায় না, যাহার শেষ নাই। ('ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান', জ্ঞান)।

**অব**১—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ এখন ('তরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ জীবন মরু আগুসার' গো. দা.)।

**অব**২—অব্যঃ নিশ্চয়তা, নিম্নগতি, অপকৃষ্টতা, ন্যূনতা, ব্যাপ্তি ইত্যাদি সূচক উপসর্গ বিশেষ।

**অবকাশ**—বিঃ অবসর, বিরাম, ছুটি, ফাঁক। [অব+কাশ্+অ]। **গ্রীষ্মাবকাশ**—গ্রীষ্মের ছুটি।

**অবকৃষ্ট**—বিণঃ নীচ, অধম ; পাপিষ্ঠ।

**অবক্তব্য**—বিণঃ বলার অযোগ্য, অকথ্য।

**অবক্ষেপ**—বিঃ নিম্নে ক্ষেপণ ; উপহাস,

নিন্দা, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, বিক্ষেপ। [অব+ক্ষিপ্+অ]। বিণঃ **অবক্ষিপ্ত**।

**অবগত**—বিণঃ জ্ঞাত, বিদিত ; সংবাদ-প্রাপ্ত। [অব+গম্+ত]। বিঃ **অবগতি**। ক্রি **-হওয়া, -করা**।

**অবগাঢ়**—বিণঃ নিমগ্ন ; স্নাত ; গভীর, নিবিড় ; অন্তঃ প্রবিষ্ট।

**অবগাহ, অবগাহন**—বিঃ জলে শরীর ডুবাইয়া স্নান, নিমজ্জন। [অব+গাহ্+অ, অন]। বিণঃ **অবগাহিত**।

**অবগুণ**—বিঃ দোষ, গুণহীনতা ; অযোগ্যতা।

**অবগুণ্ঠন**—বিঃ ঘোমটা (স্ত্রীলোকের), মুখ ঢাকিবার বস্ত্র। [অব+গুণ্ঠ্+অন]। বিণঃ **অবগুণ্ঠিত**। (স্ত্রী): **অবগুণ্ঠিতা, অবগুণ্ঠনবতী**।

**অবচয়**—বিঃ চয়ন, আহরণ ; অপচয় ; সম্পত্তির বা দ্রব্যাদির মূল্যহ্রাস, depreciation। [অব+চি+অ]। বিণঃ **অবচিত**।

**অবচ্ছিন্ন**—বিণঃ বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন (নিরবচ্ছিন্ন), বিশিষ্ট, যুক্ত; মিশ্রিত (দুঃখাবচ্ছিন্ন সুখ) ; সীমাবদ্ধ।

**অবচ্ছেদ**—বিঃ বিভাগ, অংশ, বিরাম; বিচ্ছেদ; সীমা; বিশেষ করণ; ছেদন। বিঃ **-ক**। ক্রি-বিণঃ **অবচ্ছেদে**—সাকল্যে, সমুদয় লইয়া।

**অবজ্ঞা**—বিঃ উপেক্ষা, অশ্রদ্ধা, অনাদর, ঘৃণা, উপহাস, অপমান। [অব+জ্ঞা+অ]। বিণঃ **-ত**। বিণঃ **অবজ্ঞেয়**—অবজ্ঞার যোগ্য।

**অবতংস**—বিঃ কুণ্ডল, ভূষণ, অলঙ্কার (বংশাবতংস)। [অব+তন্স্+অ]। বিণঃ **অবতংসিত**।

**অবতরণ**—বিঃ নামা, অবরোহণ, নিম্নপ্রবণতা; বর্ণন, উল্লেখ। [অব+তৃ+অন]।

**অবতরণিকা**—বিঃ গ্রন্থের ভূমিকা, সূচনা, গৌরচন্দ্রিকা; সোপানশ্রেণী।

**অবতল**—বিণঃ যাহার উপরিভাগ কটাহ-গর্ভতুল্য নিম্ন, concave ; নিম্নোদর। অবতল লেন্স।

**অবতান**—বিঃ বিস্তার, প্রসারণ।

**অবতার**—বিঃ দেবতার জীবদেহধারণ, incarnation; অবতীর্ণ দেবতা; মূর্তরূপ (দয়ার অবতার)। **ধর্মাবতার**—ধর্মের শরীরধারী, justice incarnate। [অব+তৃ+অ]।

**অবতারণ**—বিঃ নামানো, নিম্নে আনয়ন; প্রস্তাবন; উৎপত্তি। [অব+তৃ+ণিচ্+অন]।

**অবতারণা**—বিঃ প্রস্তাবনা, ভূমিকা। বিণঃ **অবতারিত**।

**অবতরণী**—বিঃ সিঁড়ি, সোপান।

**অবতীর্ণ**—বিণঃ যাহা অবতরণ করিয়াছে; স্বর্গ হইতে অবতাররূপে আবির্ভূত ; নিম্নাগত ; **উপস্থিত** ; উত্তীর্ণ, অতিক্রান্ত। [অব+তৃ+অ]।

**অবদংশ**—বিঃ মদ্যপানকালে যাহা খাওয়া হয়, মদের চাট।

**অবদমন**—বিঃ দমন; শাসন, repression। বিণঃ **অবদমিত**—যাহা অবদমন করা হইয়াছে।

**অবদান**—বিঃ মহৎকর্ম, কীর্তি; সাহসের কার্য। [অব+দা+অন]।

**অবদারণ**—বিঃ লম্বা হাতওয়ালা কোদাল, বেলচা।

**অবদ্ধ**—বিণঃ আবাঁধা, মুক্ত।

**অবদ্য**—বিণঃ অকথ্য; নিন্দনীয়; তিরস্করণীয়।

**অবধান**—বিঃ মনোনিবেশ, অভিনিবেশ,

প্রণিধান। ('দুঃখ কর অবধান'—মঃ চণ্ডী)। [অব+ধা+অন]। ক্রিঃ—শুনিতে আজ্ঞা হউক।

**অবধায়ক**—বিঃ কাহারও অনুপস্থিতি-কালে গৃহাদি রক্ষণাবেক্ষণকারী।

**অবধারণ**—বিঃ নির্ধারণ, নির্ণয়, নিরূপণ। বিণঃ **অবধারিত**—নিশ্চিত, অনিবার্য। বিণঃ **অবধার্য**—অনিবার্য, অবধারণযোগ্য।

**অবধি**—বিঃ পর্যন্ত, সীমা, অবসান। [অব+ধা+ই]। অব্যঃ হইতে।

**অবধিবাধিত**—বিণঃ (আইনে) তামাদি দুষ্ট, মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার দোষে দুষ্ট, barred by limitation।

**অবধূত**—বিঃ শৈবসম্প্রদায় বিশেষ। [অব+ধূ+ত]।

**অবধেয়**—বিণঃ অবধানযোগ্য।

**অবধৌত**[১]—বিণঃ ধৌত, নির্মল, প্রক্ষালিত। [অব+ধাব্+ত]।

**অবধৌত**[২], **অবধৌতিক**—বিণঃ অবধূত সম্বন্ধীয়।

**অবধ্য**—বিণঃ যাহাকে বধ করা উচিত নহে; বধের অযোগ্য। (স্ত্রী): **অবধ্যা**।

**অবনত**—বিণঃ বিনীত; যাহা নিম্নে হেলিয়াছে, পতিত; হীনাবস্থা, অধোগত (অবনত জাতি); আনত (অবনত শির)।

**অবনতি**—বিঃ পতন; অধোগতি (চরিত্রের)।

**অবনমন**—বিঃ নীচের দিকে বাঁকানো, নোয়ানো, দমন, অবনতি। [অব+নম্+অন]।

**অবনমিত**—বিণঃ যাহা অবনত করা হইয়াছে।

**অবনয়ন**—বিঃ অবনমন দ্রষ্টব্য।

**অবনিবনা, অবনিবনাও, অবনাবনি**—বিঃ অনৈক্য, অমিল, অসম্প্রীতি, বিবাদ, ভাল সম্পর্কের অভাব।

**অবনী, অবনি**—বিঃ পৃথিবী, দেশ, ভূমি। **-পতি, -পাল**—রাজা। **-মণ্ডল** সমগ্র দেশ।

**অবনীশ, অবনীশ্বর**—বিঃ রাজা, সম্রাট।

**অবন্তী, অবন্তি**—বিঃ মালব দেশ; মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী।

**অববাহিকা**—বিঃ নদীর উভয়পার্শ্বস্থ তীরভূমি যাহা হইতে জল আসিয়া নদীতে পড়ে, basin of a river।

**অববুদ্ধ**—বিণঃ জাগরিত, সজাগ, সতর্কতা; প্রবুদ্ধ। [অব+বুধ্+ত]।

**অববোধ**[১]—বিঃ সম্যকজ্ঞান; জাগরণ। [অব+বুধ্+অ]।

**অববোধ**[২]—বিঃ উদ্বোধন।

**অবভাস**—বিঃ প্রকাশ, স্ফুরণ, মিথ্যাজ্ঞান, ভুল, ভ্রম, আরোপ।

**অবম**—বিণঃ ন্যূন, অল্পতম; নিকৃষ্ট; অধম।

**অবমত**—বিণঃ অবজ্ঞাত, অনাদৃত; অশিষ্ট। [অব+মন্+ত]।

**অবমতি**—বিঃ হেয়জ্ঞান, অবজ্ঞা; অশিষ্টতা।

**অবমন্তা**—বিণঃ অপমানকারী, অবজ্ঞা-কারী। [অব+মন্+তৃ]।

**অবমর্দন**—বিঃ উৎপীড়ন, অত্যাচার; পদদলন; অবজ্ঞা।

**অবমর্ষণ**—বিঃ অক্ষমা; বিস্মৃতি; অমনোযোগ; প্রণিধান। [অব+মৃষ্+অন]।

**অবমান, অবমাননা**—বিঃ অপমান; অসম্মান। বিণঃ **অবমানিত**।

**অবমানয়িতা**—বিঃ যে অপমান করায়।

**অবমাননীয়, অবমান্য**—বিণঃ অপমানের যোগ্য।

**অবমোচন**—বিঃ মুক্তিদান ; উন্মোচন ; উদ্ধার ; পরিত্যাগ।

**অবয়ব**—বিঃ অঙ্গ, হস্তপদাদি; শরীর, আকৃতি, মূর্তি ; অংশ, উপকরণ। [অব+যু+অ]। বিণঃ **অবয়বী**—সাকার, অবয়ববিশিষ্ট, সাঙ্গ।

**অবর**১—বিঃ নিকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, পশ্চাদ-বর্তী, পরবর্তী, কনিষ্ঠ, নিম্নপদস্থ, অধীন।

**অবর**২—বিঃ হস্তীর উরুদেশের পশ্চাদ্‌বর্তী অংশ।

**অবরা**১—বিণঃ সর্বশ্রেষ্ঠা।

**অবরা**২—বিঃ দুর্গা।

**অবরুদ্ধ**—বিণঃ আবদ্ধ, আটক, বন্দী ; বেষ্টিত ; ব্যাহত।

**অবরূঢ়**—বিণঃ অবতীর্ণ।

**অবরেণ্য**—বিণঃ সমাদরের অনুপযুক্ত ; বরণীয় নহে।

**অবরে-সবরে**—ক্রিঃ-বিণঃ কালে-ভদ্রে, সময়ে-অসময়ে।

**অবরোধ**—বিঃ প্রতিবন্ধ, আটক, কারাগার ; আবরণ ; পরিবেষ্টন, ঘেরাও ; অন্তঃপুর, অন্দরমহল। বিণঃ **অবরোধক**—অবরোধকারী।

**অবরোধপ্রথা**—বিঃ পর্দাপ্রথা, কুলনারীকে বাহিরে কাহারও সম্মুখে যাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া অন্তঃপুরে রাখা।

**অবরোহ**—বিঃ অবতরণ ; (দর্শ.) কারণ হইতে কার্য অনুমান, deduction। [অব+রুহ্‌+অ]। বিঃ **-ণ**—নীচে নামা, অবতরণ। বিঃ **অবরোহণী**—সিঁড়ি। বিণঃ **অবরোহী**—অবরোহণ-কারী ; কারণ বিচারপূর্বক কার্য অনুমানের প্রণালী সম্মত, deductive।

**অবর্জনীয়**—বিণঃ অপরিত্যাজ্য, অপরিহার্য।

**অবর্ণনীয়**—বিণঃ বর্ণনার অতীত, অনির্বচনীয়।

**অবর্তমান**—বিণঃ অবিদ্যমান ; মৃত ; গত। ক্রি-বিণঃ **অবর্তমানে**—মৃত্যুর পর।

**অবলম্ব**১—বিঃ অবলম্বন, আশ্রয়, নির্ভর, উপলক্ষ্য।

**অবলম্ব**২—বিণঃ লম্বমান, যাহা ঝুলিতেছে। [অব+লন্‌ব্‌+অ]।

**অবলম্বন**—বিঃ আশ্রয়, নির্ভর; গ্রহণ, ধারণ, আশ্রয়করণ (ধৈর্যাবলম্বন), আশ্রয়গ্রহণ। বিণঃ **অবলম্বিত**—আশ্রিত; আশ্রয়রূপে গৃহীত; লম্বমান। বিণঃ **অবলম্বী**—নির্ভরকারী (স্বাবলম্বী) ; ঝুলিতেছে এমন।

**অবলা**১—বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বলহীনা।

**অবলা**২—বিঃ (স্ত্রী)ঃ নারী।

**অবলিপ্ত**—বিণঃ প্রলিপ্ত।

**অবলীঢ়**—বিণঃ যাহা লেহন করা হইয়াছে। [অব+লিহ্‌+ত]।

**অবলীলা**—বিঃ অনায়াস, সহজ, হেলা। ক্রি-বিণঃ **-ক্রমে**—হেলায়, অবলীলায়।

**অবলুণ্ঠন**—বিঃ মাটিতে গড়াগড়ি দেওন। বিণঃ **অবলুণ্ঠিত**। (স্ত্রী)ঃ **অবলুণ্ঠিতা**।

**অবলুপ্ত**—বিণঃ লোপপ্রাপ্ত, অন্তর্হিত, অদৃশ্য।

**অবলেপ**—বিঃ লেপন, প্রলেপ ; গর্ব ; অপমান। বিঃ **অবলেপন**—মাখানো।

**অবলেহ**—বিঃ জিহ্বাদ্বারা চাটিয়া খাইবার ঔষধ বা খাদ্য।

**অবলেহন**—বিঃ জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন।

**অবলোকন**—বিঃ দর্শন, পর্যবেক্ষণ। [অব+লোক্+অন]। বিণঃ **অবলোকিত**—দৃষ্ট।

**অবশ**—বিণঃ অবাধ্য; অসাড়; অনায়ত্ত; নিঃসহায়। কথার অবশ।

**অবশিষ্ট**—বিণঃ বাকী; উদ্বৃত্ত; অতিরিক্ত। [অব+শিষ্+ত]।

**অবশীভাব**—বিঃ অবাধ্যতা; অবশতা; জড়তা।

**অবশীভূত**—বিণঃ যাহাকে বশ করা যায় নাই। (স্ত্রী): **অবশীভূতা**।

**অবশেষ**—বিঃ অবশিষ্ট (ধ্বংসাবশেষ); বাকী; অবসান, সমাপ্তি, অন্ত, শেষ (দিবাবশেষ); পরিসীমা (দুঃখের অবশেষ)।

**অবশ্য**[১]—বিণঃ যাহা বশ করা যায় না, অবাধ্য।

**অবশ্য**[২]—ক্রি-বিণঃ নিশ্চিতরূপে (অবশ্যকর্তব্য); বাধ্যতামূলকভাবে (অবশ্য পাঠ্য পুস্তক); অপরিহার্যভাবে (অবশ্যপালনীয়); বলা বাহুল্য, of course।

**অবশ্যম্ভাবী**—বিণঃ যাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে। বিঃ **অবশ্যম্ভাবিতা**।

**অবসথ**—বিঃ আবাস; গ্রাম; অবস্থিতির স্থান।

**অবসন্ন**—বিণঃ শ্রান্ত, অবসাদগ্রস্ত; বিষণ্ণ। [অব+সদ্+ত]। বিঃ **-তা**।

**অবসর**—বিঃ অবকাশ, ফুরসত, leisure, ছুটি, কর্ম হইতে বিদায়, সুযোগ; ফাঁক; সুসময়। [অব+সৃ+অ]।

**অবসাদ**—বিঃ ক্লান্তি, শ্রান্তি, উৎসাহহীনতা, বিষণ্ণভাব। [অব+সদ্+অ]।

**অবসান**—বিঃ শেষ, সমাপ্তি, অন্ত, সমাধান; মৃত্যু। [অব+সো+অন]।

**অবসিত**—বিঃ অবসানপ্রাপ্ত; অতিক্রান্ত।

**অবস্তু**—বিঃ অসার পদার্থ। বিণঃ অপদার্থ।

**অবস্থা**—বিঃ দশা, ভাব, রকম; সংগতি, ধন, প্রতিষ্ঠা; ক্ষেত্র (অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা)। [অব+স্থা+অ]। ক্রি-বিণঃ **অবস্থাগতিকে**—পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে। বিণঃ **অবস্থাপন্ন**—ধনবান। বিঃ **অবস্থান্তর**—অন্য অবস্থা।

**অবস্থান**—বিঃ স্থিতি, বাস, বাসস্থান। [অব+স্থা+অন]।

**অবস্থাপন**—বিঃ সন্নিবেশ, সংস্থাপন, স্থাপিতকরণ। বিণঃ **অবস্থাপিত**।

**অবস্থায়ী**—বিণঃ অবস্থানকারী, যে অবস্থান করে; স্থিতিশীল। [অব+স্থা+ইন্]।

**অবস্থিত**—বিণঃ আছে, বিদ্যমান; আশ্রিত; নিবিষ্ট (অবস্থিতচিত্ত)।

**অবস্থিতি**—বিঃ বাস, বিদ্যমানতা।

**অবহার**—বিঃ যুদ্ধ-বিরতি; ধর্মান্তরগ্রহণ; নির্দিষ্ট মূল্য হইতে বাদ দেওয়া অংশ, বাটা, discount। [অব+হৃ+অ]।

**অবহিত**—বিণঃ জ্ঞাত, বিদিত; মনোযোগী, নিবিষ্ট; সতর্ক। [অব+ধা+ত]।

**অবহি, অব, অবহু, অবহুঁ**—অব্যঃ এখন, এখনও। ('গগনে অব ঘন মেহ দারুণ' রায় শেখর)। ('হামারি গরব তুহুঁ আগে বাড়াঅলি অবহুঁ টুটায়ব কেহ' গো. দা.)। [ব্রজ. অব+হু, হুঁ] (নিশ্চয়ার্থক অব্যয়)।

**অবহেলন, অবহেলা**—বিঃ উপেক্ষা, অবজ্ঞা; অনায়াস, অযত্ন; অবলীলা,

অনাদর। [অব+হেড্+অন]। বিণঃ **অবহেলিত**।

**অবহেলে**—ক্রি-বিণঃ সহজে, কষ্ট না করিয়া।

**অবাক্**[১] (অবাচ্)—বিণঃ বাক্যহীন, মূক, আশ্চর্যান্বিত, বিস্ময়কর।

**অবাক**[২] (অবাচ্)—বিণঃ অধোবদন। বিঃ দক্ষিণ দিক। অব্যঃ নিম্নস্থান। [অব+অনচ্+ক্বিপ্]।

**অবাঙ্গালী**—বিঃ বাঙ্গালী নহে; বাঙ্গালী ব্যতীত অন্য ভারতীয় জাতি বা ব্যক্তি। বিণঃ বাঙ্গালী প্রকৃতি বিরুদ্ধ (অবঙ্গালী সুলভ)।

**অবাঙ্মুখ**—বিণঃ অধোবদন। [অবাক্+মুখ]।

**অবাচিকা**—বিঃ কুমেরু প্রদেশ।

**অবাচী**—(স্ত্রী): বিঃ দক্ষিণ দিক; অধোদিক্। [অবাচ্+ঈ]। বিণঃ **অবাচীন**।

**অবাচ্য**—বিণঃ অকথ্য; যাহা বলা উচিত নহে। বিঃ দুর্বাক্য।

**অবাধ**—বিণঃ বাধাহীন, প্রতিবন্ধকহীন; অবারিত, অনর্গল। বিঃ **-বাণিজ্য**—বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাধা নিষেধহীন বাণিজ্য, free trade।

**অবাধ্য**—বিণঃ অবশীভূত, অশাসনীয়, অনিবার্য। বিঃ **-তা**।

**অবান্তর**—বিণঃ প্রধান বিষয়ের বহির্ভূত, অপ্রধান; অন্তঃপাতী, প্রধানের অন্তর্গত।

**অবারিত**—বিণঃ অবাধ; মুক্ত।

**অবার্য**—বিণঃ দুর্বার, অনিবার্য, অদম্য।

**অবাস্তব**—বিণঃ অযথার্থ, অসত্য, অলীক, সত্তাবিহীন, অমূলক। বিঃ **-তা**।

**অবিকল**—বিণঃ অবিকৃত, যথাযথ, সম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ। ক্রি-বিণঃ হুবহু, যথাযথভাবে (অবিকল নকল)।

**অবিকার**—বিঃ বিকারহীনতা, অপরিবর্তিত। বিণঃ বিকারহীন, পরিবর্তনহীন; নির্বিকার; রাগদ্বেষশূন্য।

**অবিকার্য**—বিণঃ যাহা পরিবর্তিত বা বিকৃত করা যায় না।

**অবিকৃত**—বিণঃ যথাযথ; বিকৃত নহে; বিশুদ্ধ, পচে নাই এমন, অপরিবর্তিত। বিঃ **অবিকৃতি**—বিকাররাহিত্য।

**অবিক্রী, অবিক্রীত**—বিণঃ যাহা বেচা হয় নাই এমন।

**অবিক্রেয়**—বিণঃ বিক্রয়ের অযোগ্য।

**অবিক্ষত**—বিণঃ অক্ষত; অনাহত; অখণ্ডিত, অভগ্ন; সম্পূর্ণ।

**অবিচল, অবিচলিত**—বিণঃ স্থির, দৃঢ়, অচঞ্চল, অটল।

**অবিচার**—বিঃ অন্যায় বিচার, বিচারের অভাব; অবিবেচনা; নির্দয় ব্যবহার।

**অবিচারক**—বিণঃ অবিচারকারী; অবিবেচক।

**অবিচ্ছিন্ন**—বিণঃ অবিরাম, অখণ্ডিত, ধারাবাহিক। বিঃ **-তা**।

**অবিচ্ছেদ**—বিঃ বিচ্ছেদের অভাব, সংযোগ। বিণঃ অবিভক্ত, অখণ্ড; অবিরাম; ধারাবাহিক। ক্রি-বিণঃ **অবিচ্ছেদে**—বিরামহীনভাবে।

**অবিচ্যুত**—বিণঃ যাহা স্খলিত হয় নাই; অক্ষত, অবিকল; দৃঢ়।

**অবিজ্ঞ**—বিণঃ বিজ্ঞতাশূন্য; মূর্খ; জ্ঞানহীন; মূঢ়। বিঃ **-তা**।

**অবিজ্ঞাত**—বিণঃ যাহা জানা যায় নাই এমন, অবিদিত।

**অবিজ্ঞেয়**—বিণঃ যাহা জানা অসাধ্য, জ্ঞানাতীত।

**অবিতথ**—বিণঃ সত্য। বিঃ যথার্থ্য, সত্যতা।
**অবিত্ত**—বিণঃ দেউলিয়া, insolvent।
**অবিদিত**—বিণঃ অজ্ঞাত, অজানা।
**অবিদ্যমান**—বিণঃ অনুপস্থিত ; অবর্তমান। বিঃ -তা।
**অবিদ্যা**—বিঃ (দর্শনে) মায়া, প্রকৃতি, অজ্ঞান। বারাঙ্গনা, রক্ষিতা।
**অবিধান**—বিঃ অন্যায় বা অশাস্ত্রীয় বিধান।
**অবিধি**—বিঃ অনিয়ম ; শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিধি।
**অবিধেয়**—বিণঃ নিয়মবিরুদ্ধ ; অনুচিত, অন্যায়, অকর্তব্য।
**অবিনয়**—বিঃ অভদ্রতা ; অশিষ্টতা ; ঔদ্ধত্য ; ধৃষ্টতা।
**অবিনয়ী**—বিণঃ উদ্ধত, ধৃষ্ট, অশিষ্ট।
**অবিনশ্বর, অবিনাশী**—বিণঃ অমর, অক্ষয়, শাশ্বত।
**অবিনীত**—বিণঃ অবিনয়ী ; দুর্বিনীত; অশিষ্ট ; কঠোর। (স্ত্রী): **অবিনীতা**।
**অবিন্যস্ত**—বিণঃ অগোছালো, এলোমেলো।
**অবিবাহিত**—বিণঃ যাহার বিবাহ হয় নাই, অনূঢ়। (স্ত্রী): **অবিবাহিতা**।
**অবিবেক**—বিণঃ বিবেকহীন; মূঢ়; অজ্ঞ। বিঃ বিবেকের অভাব; অজ্ঞান। বিণঃ **অবিবেকী**। বিঃ **অবিবেকিতা**।
**অবিবেচক**—বিণঃ বিবেচনাহীন, বিচারবুদ্ধিহীন। বিঃ হঠকারী।
**অবিবেচনা**—বিঃ বিচারবুদ্ধির অভাব।
**অবিভক্ত**—বিণঃ যাহা ভাগ করা হয় নাই; সম্পূর্ণ; অখণ্ডিত।
**অবিভাজ্য**—বিণঃ যাহা ভাগ করা যায় না; যাহা ভাগ করা অনুচিত।
**অবিমিশ্র**—বিণঃ ভেজাল-শূন্য; বিশুদ্ধ; অমিশ্রিত।
**অবিমৃষ্য**—বিণঃ নিঃসন্দিগ্ধ ; অবিবেচক। [ন+বি+মৃষ্+য]। বিঃ -কারিতা।
**অবিমৃষ্যকারী**—বিণঃ যে সম্যক বিবেচনা না করিয়া কাজ করে; হঠকারী।
**অবিযুক্ত**—বিণঃ অবিচ্ছিন্ন; অভিন্ন; সংযুক্ত।
**অবিরত**—বিণঃ বিরামহীন, একটানা, নিরন্তর, ক্রমাগত। বিঃ **অবিরতি**—বিরামের অভাব।
**অবিরল**—বিণঃ অবিরত; ফাঁকহীন; ঘন; অবিশ্রান্ত; নিবিড়। (অবিরল ধারায় বৃষ্টি)।
**অবিরাম**—বিণঃ যাহা থামে না। (অবিরাম গতি)। ক্রি-বিণঃ সতত, সর্বদা।
**অবিরুদ্ধ**—বিণঃ যাহা প্রতিকূল নহে ; অনুকূল।
**অবিরোধ**—বিঃ ঐকমত্য; সমন্বয়; অবিবাদ। বিণঃ **অবিরোধী**—যে বিরোধ করে না। ক্রি-বিণঃ **অবিরোধে**—নির্বিবাদে।
**অবিলম্ব**—বিঃ ত্বরা, শীঘ্র, দ্রুত। বিণঃ **অবিলম্বিত**—ত্বরিত, শীঘ্রঘটিত, ত্বরায় নিষ্পন্ন। ক্রি-বিণঃ **অবিলম্বে**—তাড়াতাড়ি।
**অবিশুদ্ধ**—বিণঃ অপবিত্র; কলুষিত; ভ্রমপূর্ণ, ভুল; মলিন।
**অবিশেষ**—বিঃ অভেদ। বিণঃ ভেদহীন, অভিন্ন, তুল্য।
**অবিশ্বাস**—বিঃ অপ্রত্যয়; অনাস্থা; না মানা; বিশ্বাসের অভাব।
**অবিশ্বাসী**—বিণঃ যাহাকে বিশ্বাস করা যায় না; যে বিশ্বাস করে না।

**অবিশ্বাস্য**—বিণঃ বিশ্বাসের অযোগ্য।

**অবিশ্রান্ত, অবিশ্রাম**—বিণঃ অক্লান্ত, অশ্রান্ত। ক্রি-বিণঃ **অবিরাম।**

**অবিসংবাদ**—বিঃ অবিরোধ; মিলন। বিণঃ **অবিসংবাদিত**—যাহাতে বিরোধ বা মতভেদ নাই; সর্বসম্মত। বিণঃ **অবিসংবাদী**—অবিরোধী। বিঃ **অবিসংবাদিতা, অবিসংবাদিত্ব।** ক্রি-বিণঃ **অবিসংবাদে**—নির্বিবাদে।

**অবিহিত**—বিণঃ বিধিবিরুদ্ধ, অবৈধ; নিষিদ্ধ; অকর্তব্য।

**অবীর**—বিণঃ শঙ্কাযুক্ত: দুর্বল, বীর-শূন্য; নিবীর্য। বিণঃ (স্ত্রী): **অবীরা**—বীরশূন্যা; পতিপুত্রহীনা; অনাথা; অসহায়া।

**অবুঝ**—বিণঃ যাহাকে বোঝানো যায় না; নির্বোধ; অবোধ।

**অবুদ্ধি**—বিঃ মূর্খতা; নির্বুদ্ধিতা।

**অবেক্ষক**—বিণঃ, বিঃ পর্যবেক্ষক।

**অবেক্ষণ, অবেক্ষা**—বিঃ পর্যবেক্ষণ, দর্শন ; পর্যালোচনা, বিচার; প্রতীক্ষা; মনোযোগ। [অব+ঈক্ষণ, ঈক্ষা]। বিণঃ **অবেক্ষণীয়**—দর্শনীয়। বিণঃ **অবেক্ষিত।**

**অবেক্ষমাণ**—বিণঃ যে দেখিতেছে। (স্ত্রী): **অবেক্ষমাণা।**

**অবেক্ষ্যমাণ**—বিণঃ যাহাকে দেখা হইতেছে। (স্ত্রী): **অবেক্ষ্যমাণা।**

**অবেণীবন্ধ, অবেণীসংবন্ধ**—বিঃ যাহা বেণী করিয়া বাঁধা হয় নাই; আলু-লায়িত।

**অবেদন**—বিঃ সংজ্ঞাহীনতা; চেতনা-শূন্যতা, anaesthesia।

**অবেদনিক**—বিণঃ চেতনানাশক; স্পর্শ-শক্তিনাশকারী, anaesthetic। বিঃ অনুভূতিনাশক ঔষধ।

**অবেদনীয়, অবেদ্য**—বিণঃ ইন্দ্রিয়ের অগোচর; অজ্ঞেয়; অবোধ্য।

**অবেলা**—বিঃ অসময় ; দিনশেষে।

**অবৈতনিক**—বিণঃ যে বিনাবেতনে কাজ করে, honorary; যাহাতে বেতন লওয়া হয় না, free (বিদ্যালয়)। [ন+বেতন+ইক]।

**অবৈদ্য**—বিঃ অজ্ঞ চিকিৎসক; যে চিকিৎসক নহে।

**অবৈধ**—বিণঃ নীতিবিরুদ্ধ; বেআইনী; নিয়মবিরুদ্ধ; অনুচিত। বি **-তা, -ত্ব।**

**অবোধ**—বিঃ অবুঝ; নির্বোধ; যাহার বোধ জন্মে নাই (-শিশু); অজ্ঞান।

**অবোধগম্য**—বিণঃ বুদ্ধির অতীত, জ্ঞানের অগোচর।

**অবোধ্য**—বিণঃ যাহা বুঝিতে পারা যায় না এমন।

**অবোল, অবোলা**—বিণঃ বোবা, মূক, বাক্‌শক্তিহীন; নিরীহ।

**অব্জ**—বিঃ পদ্ম, শঙ্খ।

**অব্দ**—বিঃ বৎসর; বিশেষ পদ্ধতিতে গণিত বৎসর (বঙ্গাব্দ, শকাব্দ)।

**অব্ধি**—বিঃ সমুদ্র, সাগর।

**অব্যক্ত**—বিণঃ অপ্রকাশিত; অস্ফুট; সাধারণ জ্ঞানের অতীত, সূক্ষ্ম। বিঃ (দর্শনে) প্রকৃতি; ব্রহ্ম; পরমাত্মা।

**অব্যবধান**—বিঃ বিরামহীন; ফাঁকহীন; ব্যবধানহীনতা।

**অব্যবসায়**—বিঃ অভ্যাস বা অভিজ্ঞতার অভাব; অনধিকার; উদ্যোগাভাব। বিণঃ **অব্যবসায়ী**—ব্যবসায় বুদ্ধিহীন; অনভিজ্ঞ, অনধিকারী। বিঃ ব্যবসায় বিশেষ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি।

**অব্যবস্থ, অব্যবস্থিত**—বিণঃ বিশৃঙ্খল;

অগোছালো; অস্থির; পরিবর্তনশীল। বিণঃ **অব্যবস্থিতচিত্ত**।

**অব্যবস্থা**—বিঃ বিশৃঙ্খলা; বেবন্দোবস্ত; নিয়মের অভাব।

**অব্যবহার্য**—বিণঃ ব্যবহারের অযোগ্য।

**অব্যবহিত**—বিণঃ সংলগ্ন (পূর্বে); ব্যবধানহীনতা।

**অব্যভিচার**—বিঃ অস্খলন, অচ্যুতি; একনিষ্ঠতা; স্থিরতা।

**অব্যভিচারী**—বিণঃ একনিষ্ঠ; দৃঢ়।

**অব্যয়**—বিণঃ অক্ষয়, অবিনাশী, অপরিবর্তী। বিঃ ব্রহ্ম; (ব্যাকরণে) যে শব্দের রূপান্তর হয় না (বিভক্তি, কারক ইঃ যোগে)।

**অব্যয়ীভাব**—বিঃ (ব্যাকরণে) অব্যয়ের সহিত বিশেষ্যের যোগে সমাসবিশেষ (যেমন, প্রতিগৃহ, উপকূল)।

**অব্যর্থ**—বিণঃ অমোঘ, ফলোৎপাদক, কার্যকর (ঔষধ)।

**অব্যাহত**—বিণঃ বাধাহীন, অব্যর্থ।

**অব্যাহতি**—বিঃ নিস্তার, মুক্তি, রেহাই, পরিত্রাণ, নিষ্কৃতি।

**অব্যাহৃত**—বিণঃ অকথিত।

**অব্যূঢ়**—বিণঃ অবিবাহিত।

**অব্রাহ্মণ**—বিণঃ, বিঃ হীন ব্রাহ্মণ ; ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতি, ব্রাহ্মণেতর।

**অভক্তি**—বিঃ ভক্তিহীনতা; অশ্রদ্ধা; ঘৃণা।

**অভক্ষ্য, অভক্ষণীয়**—বিণঃ আহারের অযোগ্য; অখাদ্য; নিষিদ্ধ খাদ্য; নিকৃষ্ট খাদ্য।

**অভগ্ন**—বিণঃ অখণ্ডিত; অবিচ্ছিন্ন; সম্পূর্ণ; অবিভক্ত; পূর্ণ।

**অভদ্র**—বিণঃ অশিষ্ট, অসভ্য; ইতর, নীচ; নিন্দার্হ; গর্হিত; নিম্নজাতি। বিঃ **-তা**।

**অভব্য**—বিণঃ অশিষ্ট; অসভ্য; অসাধু। বিঃ **-তা**।

**অভয়**—বিঃ নির্ভীকতা; ভয়শূন্যতা; সাহস; আশ্বাস; ভরসা (অভয় দান) ; মুদ্রাবিশেষ (বরাভয়—হাতের ভঙ্গী)। বিণঃ নির্ভীক, সাহসী; ভয়নাশক। (স্ত্রী)ঃ **অভয়া** বিঃ ভয়দূরকারিণী বা আশ্বাসদায়িনী দুর্গাদেবী।

**অভাগা**—বিণঃ ভাগ্যহীন, হতভাগ্য। (স্ত্রী)ঃ বিণঃ **অভাগী, অভাগিণী**।

**অভাগ্য**—বিঃ দুরদৃষ্ট ব্যক্তি। বিণঃ ভাগ্যহীন; মন্দভাগ্য।

**অভাজন**—বিঃ অপাত্র; অযোগ্য; অক্ষম; দীন; দুঃখী; হীন।

**অভাব**—বিঃ না থাকা, অবিদ্যমানতা ; অর্থকষ্ট, টানাটানি। [ন+ভূ+অ]।

**অভাবগ্রস্ত**—বিণঃ দরিদ্র, অভাবী।

**অভাবনীয়, অভাব্য**—বিণঃ যাহা ভাবা যায় না বা চিন্তা করা যায় না, অচিন্তনীয়; অপ্রত্যাশিত; অঘটনীয়; ধারণা শক্তির অতীত।

**অভাবিত**—বিণঃ যাহা ভাবা হয় নাই, অচিন্তিত।

**অভি**—অব্যঃ সাদৃশ্য উৎকর্ষ নিকট সমীপ অভিলাষ বীপ্সা আভিমুখ্য ইত্যাদিসূচক উপসর্গ বিশেষ।

**অভিকর্ষ**—বিঃ (বিজ্ঞানে) ভূকেন্দ্রাভিমুখে জড় পদার্থের আকর্ষণ, gravitational attraction। [অভি+কৃষ্+অ]।

**অভিকেন্দ্র**—বিণঃ কেন্দ্রের অভিমুখে গমনকারী বা আকর্ষণকারী, centripetal।

**অভিগম, অভিগমন**—বিঃ অভিমুখে গমন; প্রত্যুদ্গমন; প্রাপ্তি; আশ্রয়।

[অভি+গম্‌+অ, অন]। বিণঃ **অভিগামী**, (স্ত্রী)ঃ **অভিগামিনী**।

**অভিগ্রস্ত**—বিণঃ গ্রাস করা হইয়াছে যাহা; আক্রান্ত, কবলিত।

**অভিগ্রহ**—বিঃ আক্রমণ; যুদ্ধার্থ-আহ্বান; লুণ্ঠন; অভিযান। [অভি+গ্রহ্‌+অ]।

**অভিগ্রহণ**—বিঃ লুণ্ঠন; যুদ্ধদ্বারা দখল।

**অভিঘাত**—বিঃ আঘাত; হত্যা; বধ।

**অভিঘাতী**—বিঃ শত্রু, আঘাতকারী।

**অভিচার**—বিঃ অন্যের অনিষ্ঠ সাধনের জন্য অথবা নিজের ইষ্ট সাধনের জন্য তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াদি (তুকতাক জাতীয়); অপকারেচ্ছা; ইচ্ছাকৃত অনিষ্ট। [অভি+চর্‌+অ]।

**অভিচারী**—বিণঃ অভিচার করে যে।

**অভিজন**—বিঃ উচ্চবংশ; বংশ; আভিজাত্য; জন্মভূমি; যশঃ।

**অভিজাত**—বিণঃ উচ্চ বংশীয়; সদ্বংশজাত; কুলীন; জ্ঞানী; ভদ্রোচিত; যোগ্য।

**অভিজাততন্ত্র**—বিঃ উচ্চবংশীয় কর্তৃক রাজ্যশাসন, aristocracy।

**অভিজিৎ**—বিঃ নক্ষত্রবিশেষ, vega।

**অভিজ্ঞ**—বিণঃ বিশেষজ্ঞ; বহুদর্শী; জ্ঞানী। [অভি+জ্ঞা+অ]। বিঃ **-তা**—পূর্বলব্ধ জ্ঞান।

**অভিজ্ঞাত**—বিণঃ জ্ঞাত; চিহ্নদ্বারা পরিচিত; চর্চাদ্বারা লব্ধ।

**অভিজ্ঞান**—বিঃ স্মারকচিহ্ন; পরিচায়ক বস্তু, token, symbol।

**অভিজ্ঞান-পত্র**—বিঃ পরিচয়পত্র।

**অভিধা**—বিঃ নাম, সংজ্ঞা, উপাধি; শব্দের অর্থবোধক শক্তি। [অভি+ধা+অ]।

**অভিধান**—বিঃ শব্দকোষ, dictionary; আখ্যা।

**অভিধেয়**—বিণঃ নামধারী; বাচ্য; বোধক। বিঃ প্রতিপাদ্য অর্থ; অভিধা; নাম। [অভি+ধা+য]।

**অভিনন্দন**—বিঃ প্রশংসাদ্বারা সম্মান; সংবর্ধনা; স্তুতি; আনন্দপ্রকাশ। [অভি+নন্দ্‌+অন]। বিঃ **-পত্র**—সম্মান ও প্রশংসা জানাইবার জন্য গুণগান সম্বলিত পত্র। বিণঃ **অভিনন্দিত**—প্রশংসা দ্বারা সম্মানিত।

**অভিনব**—বিণঃ নূতন; অপূর্ব।

**অভিনয়**—বিঃ নাট্য প্রদর্শন, theatrical performance; নাটকের কোন ভূমিকার উপযুক্ত ভাবপ্রকাশ; নাট্যকলা প্রদর্শন; ভান; কৃত্রিম ভাবপ্রকাশ। [অভি+নী+অ]। বিণঃ **অভিনীত**—যাহা অভিনয় করা হইয়াছে। বিঃ **অভিনেতা**, (-তৃ)—অভিনয়কারী; (স্ত্রী)ঃ **অভিনেত্রী**। বিণঃ **অভিনেয়**—অভিনয়যোগ্য; অভিনয়ের বিষয়ীভূত।

**অভিনিবিষ্ট**—বিণঃ মনোযোগী; সতর্ক; প্রবৃত্ত হওয়া; উৎসাহপূর্ণ।

**অভিনিবেশ**—বিঃ প্রণিধান; মনোনিবেশ; একাগ্রতা।

**অভিন্ন**—বিণঃ পৃথক নহে; ভেদ রহিত; সমান; যুক্ত; অচ্ছিন্ন। বিঃ **-তা**, **-ত্ব**।

**অভিপন্ন**—বিণঃ বিপন্ন, শরণাগত।

**অভিপ্রয়াণ**—বিঃ দেশান্তরে গিয়া বাস, migration।

**অভিপ্রায়**—বিঃ ইচ্ছা; উদ্দেশ্য, মতলব; তাৎপর্য; অর্থ। [অভি+প্র+ই+অ]।

**অভিপ্রেত**—বিণঃ অভীষ্ট; ঈপ্সিত।

**অভিবন্দনা**—বিঃ সংবর্ধনা, পূজা।

**অভিবাদক**—বিণঃ অভিবাদনকারী; নমস্কর্তা।

**অভিবাদন**—বিঃ নমস্কার; বন্দনা; অভ্যর্থনা; সম্মান প্রদর্শন; অভিনন্দন। [অভি+বদ্+ণিচ্+অন]। বিণঃ **অভিবাদ্য**—অভিবাদনযোগ্য।

**অভিব্যক্ত**—বিণঃ সম্যক্ প্রকাশিত, বিকশিত।

**অভিব্যক্তি**—বিঃ ক্রমবিকাশ, পূর্বতন বা আদিম জাতির ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে নব জাতির উৎপত্তি, evolution; প্রকাশ; বিকাশ। [অভি+বি+অঞ্জ্+তি]। বিঃ **-বাদ**—জীবের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধীয় মতবাদ, theory of evolution।

**অভিব্যাপ্ত**—বিণঃ সম্যক্ বিস্তৃত, পরিব্যাপ্ত। বিঃ **অভিব্যাপ্তি**।

**অভিভব, অভিভাব, অভিভূতি**—বিঃ পরাজয়, পরাভব, ভাবাবেশ, বিহ্বলতা, আকুল; অপমান। [অভি+ভূ+অ, তি]।

**অভিভাবক**—বিঃ দেখাশোনা করে যে, রক্ষণাবেক্ষণকারী; তত্ত্বাবধায়ক; guardian; আশ্রয়দাতা। [অভি+ভূ+অক]। (স্ত্রী)ঃ **অভিভাবিকা**।

**অভিভাষণ**—বিঃ সভাস্থ জনতাকে সম্ভাষণ; প্রকাশ্য বক্তৃতা।

**অভিভূত**—বিণঃ বিহ্বল; ভাবাবিষ্ট; পরাভূত; কাতর; আক্রান্ত।

**অভিমত**—বিঃ মত, opinion; অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য। বিণঃ অনুমোদিত, মনোনীত, বাঞ্ছিত।

**অভিমন্যু**—বিঃ অর্জুন ও সুভদ্রার পুত্র, উত্তরার স্বামী, পরীক্ষিতের পিতা; রাধার স্বামী—আয়ান ঘোষ।

**অভিমান**—বিঃ প্রিয়জনের রূঢ় ব্যবহারে বেদনা বোধ, অহঙ্কার, গর্ব, আত্মমর্যাদাবোধ; বিণঃ, বিঃ **অভিমানী**—যে অভিমান করে, গর্বিত। বিণঃ, বিঃ (স্ত্রী)ঃ **অভিমানিনী**।

**অভিমুখ**—(১) বিঃ দিক, উদ্দেশ (গৃহাভিমুখে)। (২) বিণঃ উদ্দেশে গমনোদ্যত। বিণঃ **অভিমুখী**—কোনও দিকে বা উদ্দেশে চলিয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অভিমুখী, অভিমুখিনী**।

**অভিযাত্রী**—বিঃ অভিযানকারী, যে দুঃসাহসিক কাজে বাহির হয়। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **অভিযাত্রিণী**।

**অভিযান**—বিঃ (দেশ জয় বা আবিষ্কার উদ্দেশ্যে) সদলবলে গমন, expedition।

**অভিযুক্ত**—বিণঃ বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে এমন। [অভি+যুজ্+ত]। বিণঃ, বিঃ **অভিযোক্তা** (তৃ)—যে অভিযোগ করিয়াছে, বাদী, ফরিয়াদী।

**অভিযোগ**—বিঃ নালিশ, দোষারোপ। [অভি+যুজ্+অ]। বিণঃ **অভিযোগ্য**—যাহার বিরুদ্ধে নালিশ করা যায় এমন।

**অভিযোজন**—বিঃ কাজে লাগানো। [অভি+যুজ্+ণিচ্+অন]। বিণঃ **অভিযোজিত**; **অভিযোজ্য**—কাজে লাগাবার যোগ্য।

**অভিরত**—বিণঃ বিশেষ ভাবে লিপ্ত; আসক্ত। বিঃ **অভিরতি**—অত্যাসক্তি।

**অভিরাম**—বিণঃ সুন্দর, আনন্দদায়ক। [অভি+রম্+অ]।

**অভিরুচি**—বিঃ প্রবৃত্তি; ইচ্ছা। [অভি+রুচ্+ই]।

**অভিরূপ**—বিণঃ প্রিয়, মনোমত।

**অভিলাষ**—বিঃ ইচ্ছা, বাসনা, স্পৃহা। [অভি+লষ্‌+অ]। বিণঃ **অভি-লষণীয়**—চাওয়ার যোগ্য। বিণঃ **অভিলষিত**—বাঞ্ছিত, ঈপ্সিত। বিণঃ **অভিলাষী**—ইচ্ছুক। (স্ত্রী): **অভিলাষিণী**।

**অভিশংসন**—বিঃ প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করণ ; impeachment।

**অভিশাপ**—বিঃ দুঃখে বা রাগে অন্যের অনিষ্ট কামনা, অভিসম্পাত, শাপ। [অভি+শপ্‌+অ]। বিণঃ **অভিশপ্ত**—যাহাকে অভিশাপ দেওয়া হইয়াছে এমন। (স্ত্রী): **অভিশপ্তা**।

**অভিষেক**—বিঃ মাঙ্গলিক স্নান, রাজ-গদি বা পূজা বেদীতে স্থাপনের অনুষ্ঠান, ভিজানো, কর্মে নিয়োগ। বিণঃ **অভিষিক্ত**—অভিষেক করা হইয়াছে এমন, সিক্ত। [অভি+সিচ্‌+ত]। বিঃ **অভিষেচন**—অভিষেক, ভিজানো।

**অভিসন্ধান, অভিসন্ধি**—বিঃ মতলব, গুপ্ত এবং মন্দ উদ্দেশ্য।

**অভিসম্পাত**—বিঃ অভিশাপ।

**অভিসরণ, অভিসার**—বিঃ অনুসরণ, প্রেমিক প্রেমিকার সঙ্কেত স্থানে বা গোপনে মিলন স্থানে গমন। [অভি+সৃ+অন]। বিঃ **-ক, অভিসারী**—যে অভিসার করে। বিঃ (স্ত্রী): **অভিসারিকা, অভিসারিণী**।

**অভিহত**—বিণঃ আহত, তাড়িত, পরা-জিত, নষ্ট। [অভি+হন্‌+ত]।

**অভিহিত**—বিণঃ কথিত, নামযুক্ত। [অভি+ধা+ত]।

**অভী**—বিণঃ ভয়শূন্য, নির্ভীক। [ন+ভী]।

**অভীক**১—বিণঃ ভয়শূন্য, নির্ভীক।

**অভীক**২—বিণঃ লোভী, কামুক। [অভি+কম্‌+অ]।

**অভীপ্সা**—বিঃ পাওয়ার ইচ্ছা, একান্ত আকাঙ্ক্ষা। **অভীপ্সিত**—বিণঃ একান্ত ভাবে ঈপ্সিত।

**অভীষ্ট**—বিণঃ বাঞ্ছিত, প্রিয়। বিঃ বাঞ্ছিত বিষয় বা বস্তু। [অভি+ইষ্ট]। বিঃ **-লাভ, -সিদ্ধি**—বাঞ্ছাপূরণ।

**অভুক্ত**—বিণঃ খাওয়া বা ভোগ করা হয় নাই এমন, অনাহারী, উপবাসী।

**অভূত**—বিণঃ হয় নাই, ঘটে নাই বা জন্মে নাই এমন। বিণঃ **-পূর্ব**—পূর্বে কখনও ঘটে নাই এমন।

**অভেদ**—(১) বিঃ পার্থক্য নাই এমন ভাব, ঐক্য। (২) বিণঃ অভিন্ন, সদৃশ। বিঃ **অভেদাত্মা**—একমন এক-প্রাণ, অভিন্ন হৃদয়। বিণঃ **অভেদ্য**—ভেদ করা যায় না এমন।

**অভোগ্য**—বিণঃ ভোগ করা যায় না এমন।

**অভোজ্য**—বিণঃ অখাদ্য।

**অভ্যঙ্গ, অভ্যঞ্জন**—বিঃ তৈলাদি দ্বারা শরীর মর্দন।

**অভ্যন্তর**—বিঃ ভিতর, মধ্য। [অভি+অন্তর]। বিণঃ **অভ্যন্তরীণ, আভ্যন্তর, আভ্যন্তরিক**—ভিতরে আছে এমন, মানসিক, মধ্যবর্তী।

**অভ্যর্থনা**—বিঃ সাদর আপ্যায়ন, সং-বর্ধনা। [অভি+অর্থ+অন্‌]। বিণঃ **অভ্যর্থিত**—অভ্যর্থনা করা হইয়াছে এমন।

**অভ্যর্হিত**—বিণঃ সম্মানিত, পূজিত। [অভি+অর্হ+ত]।

**অভ্যস্ত**—বিণঃ যাহার অভ্যাস আছে এমন, অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত।

**অভ্যাগত**—বিঃ মাননীয় অতিথি, নিমন্ত্রিত-ব্যক্তি। [অভি+আগত]।

**অভ্যাগম, অভ্যাগমন**—বিঃ নিকটে বা সম্মুখে আগমন, উপস্থিতি।

**অভ্যাস**—বিঃ বার বার চেষ্টা দ্বারা আয়ত্ত করণ, নিত্য আচরণের ফলে স্বভাব। [অভি+অস্+অ]।

**অভ্যুত্থান**—বিঃ ব্যাপক জাগরণ, বিদ্রোহ, উদয়, উন্নতি। [অভি+উত্থান]। বিণঃ **অভ্যুত্থিত**—জাগ্রত, উদিত।

**অভ্যুদয়**—বিঃ শুভ উদয়, শ্রীবৃদ্ধি। [অভি+উদয়]। বিণঃ **অভ্যুদিত**।

**অভ্যুদাহরণ**—বিঃ প্রতিকূল দৃষ্টান্ত। [অভি+উদাহরণ]।

**অভ্র**—বিঃ এক প্রকার খনিজ পদার্থ, mica, মেঘ, আকাশ। বিণঃ **-ভেদী**—সুউচ্চ। বিণঃ **অভ্রংলিহ, অভ্রলেহী**—অত্যুচ্চ, আকাশ ছোঁয়া।

**অভ্রাতৃক**—বিণঃ ভ্রাতৃহীন।

**অভ্রান্ত**—বিণঃ নির্ভুল, সঠিক, ভুল করে না এমন।

**অমংগল**—বিঃ অশুভ, অপকার, বিপদ। বিণঃ **অমংগল্য**—অশুভজনক।

**অমত**—বিঃ আপত্তি, অসম্মতি।

**অমৎসর**—বিণঃ পরশ্রীকাতর নহে এমন।

**অমন**—বিণঃ, বিণ-বিঃ, ক্রি-বিণঃ ঐরূপ।

**অমনি, অম্‌নি**—বিণঃ, ক্রি-বিণঃ তৎক্ষণাৎ, বিনা কাজে, বিনা ব্যয়ে বা আয়াসে, অকারণে, ঐপ্রকার, শুধু শুধু। **অমনি অমনি**—বিনা কারণে। **অমনি একরকম**—মাঝামাঝি রকম।

**অমনোযোগ**—বিঃ মনোযোগের অভাব, উপেক্ষা। বিণঃ **অমনোযোগী**—উদাসীন। বিঃ **অমনোযোগিতা**।

**অমর**—বিণঃ যে মরে না, চিরজীবী। বিঃ দেবতা। [ন+মৃ+অ]। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিঃ **-ধাম, -লোক**—দেবলোক, স্বর্গ। বিঃ (স্ত্রী) ঃ **অমরী**।

**অমরা**—(১) বিঃ গর্ভস্থ শিশুর নাভির সহিত যুক্ত নাড়ীর অগ্রভাগের ফুল, গর্ভকুসুম, placenta। (২) বিঃ স্বর্গ। [অমর+অ (অস্ত্যর্থে)+অ]। বিঃ **-বতী, -লয়**—দেবপুরী, ইন্দ্রলোক।

**অমরেশ, অমরেশ্বর**—বিঃ দেবরাজ ইন্দ্র।

**অমর্ত্য**—(১) বিণঃ মর্তের বা পৃথিবীর নহে এমন, স্বর্গীয়। (২) বিঃ অমর, দেবতা। বিঃ **-লোক**—স্বর্গ।

**অমর্যাদা**—বিঃ অপমান, অনাদর, অসম্মান।

**অমর্ষ, অমর্ষণ**—বিঃ ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা। বিণঃ **অমর্ষিত, অমর্ষী**—রাগান্বিত, ক্রোধযুক্ত।

**অমল**—বিণঃ নির্মল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অমলা**—লক্ষ্মী।

**অমলক**—বিঃ আমলকী, অধিত্যকাস্থ বাসস্থান। [অম+লু+অ+ক]।

**অমলিন**—বিণঃ উজ্জ্বল, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক।

**অমা, অমাবস্যা, অমাবাস্যা**—বিঃ কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি। [অমা+বস্+য+অ]। বিঃ **অমানিশা**—অমাবস্যার রাত্রি। বিঃ **অমাবস্যার চাঁদ**—দর্শনীয় ব্যক্তি বা দ্রব্য। বিণঃ **অমাবাস্য**—অমাবস্যাজাত। বিঃ **অমানিশি, অমারজনী**। বিঃ (স্ত্রী) ঃ **অমাময়ী**।

**অমাতৃক**—বিণঃ মাতৃহীন।

**অমাত্য**—বিঃ মন্ত্রী, মন্ত্রণাদাতা।

**অমাননা**—বিঃ মান্য না করা।

**অমানব**—বিণঃ মানবেতর, অমানুষ, মনুষ্যত্বহীন।

**অমানুষ**—বিণঃ মনুষ্যত্বহীন, হৃদয়হীন। **অমানুষিক**—মানুষের অসাধ্য, মানুষের পক্ষে অনুচিত। বিঃ **অমানুষিকতা**।

**অমান্য**—বিণঃ মান্য করার অযোগ্য, অশ্রদ্ধেয়। ক্রিঃ **অমান্য করা**—লঙ্ঘন করা, অসম্মান করা।

**অমায়িক**—বিণঃ সরল, নিরহঙ্কার, ভদ্র, সদালাপী, স্নেহশীল। [ন+মায়া+ইক]। বিঃ -অ।

**অমারজনী**—অমা দ্রষ্টব্য।

**অমার্জিত**—বিণঃ মাজা হয় নাই এমন, অপরিষ্কৃত, অভদ্র।

**অমিত**—বিণঃ মাপা যায় না এমন, অসীম। **-তেজা**—অসীম শক্তিশালী। বিঃ **-ব্যয়**—বেহিসাবী খরচ। **-ব্যয়িতা**—বেহিসাবী খরচ করার স্বভাব। বিণঃ **-ব্যয়ী**—বেহিসাবী খরচ করে এমন। বিঃ **-ভাষী**—বাচাল, বহুভাষী অর্থাৎ সংযত বাক্ নহে। বিঃ **অমিতাক্ষর, অমিত্রাক্ষর**—শেষের অক্ষরে মিল নাই এমন ছন্দোবিশেষ। বিঃ **অমিতাচার**—অসংযত আচরণ। বিঃ **অমিতাচারী**—অসংযত আচরণকারী। বিঃ **অমিতাচারিতা**।

**অমিতাভ**—বিঃ অমিত আভা যাঁহার, বুদ্ধদেব।

**অমিত্র**—বিঃ শত্রু।

**অমিয়, অমিয়া**—বিঃ অমৃত। বিণঃ অমৃত তুল্য (অমিয় বাণী); অতি মিষ্ট কথা।

**অমিল**—বিঃ বিরোধ, মিলের অভাব। বিণঃ দুর্লভ।

**অমিশ্র, অমিশ্রিত**—বিণঃ বিশুদ্ধ, খাঁটি; মিশাল নয় এমন। বিঃ **-রাশি**—অখণ্ড বা পূর্ণ সংখ্যা, whole number।

**অমীমাংসা**—বিঃ অনিষ্পত্তি।

**অমীমাংসিত**—বিণঃ অনিষ্পাদিত।

**অমীমাংস্য**—বিণঃ মীমাংসার অযোগ্য।

**অমুক**—বিণঃ, বিঃ নাম উল্লেখ করা হয় নাই এমন (ব্যক্তি বা বস্তু)।

**অমুত্র**—অব্যঃ, ক্রি-বিণঃ পরলোকে, জন্মান্তর। বিণঃ **অমুত্র-বন্ধ**।

**অমূর্ত**—বিণঃ মূর্তিহীন, নিরাকার।

**অমূল[১], অমূলক**—বিণঃ মূলহীন, মিথ্যা।

**অমূল[১] অমূলক**—বিণঃ মূলহীন, মিথ্যা।

**অমূল[২], অমূল্য**—বিণঃ মূল্য দিয়া পাওয়া যায় না এমন, মহামূল্য।

**অমৃত**—বিঃ যাহা পান করিলে মৃত্যু হয় না, সুধা, দেবতা (অমৃতের সন্তান)। বিঃ **-কুণ্ড**—অমৃতের কূপ। বিঃ **-বল্লী**—গুলঞ্চ, গুড়ূচী। বিণঃ, বিঃ **-ভাষী**—মধুর ভাষী। (স্ত্রী): **-ভাষিণী**। বিঃ **-লোক**—দেবলোক, স্বর্গ।

**অমৃতি, অমৃতী**—বিঃ বড় জিলাপী।

**অমৃতোপম**—বিণঃ অমৃততুল্য।

**অমেধাবী**—বিণঃ স্থূলবুদ্ধি, মেধাবী নহে এমন।

**অমেধ্য**—বিণঃ যজ্ঞের অযোগ্য, অপবিত্র।

**অমেয়**—বিণঃ যাহা মাপা যায় না এমন।

**অমোঘ**—বিণঃ অব্যর্থ।

**অম্বর**—বিঃ আকাশ, বস্ত্র, একপ্রকার গন্ধদ্রব্য।

**অম্বরী**—(১) বিঃ স্ত্রীলোকের বস্ত্র, শাড়ি। (২) বিণঃ—অম্বর দ্বারা সুবাসিত (অম্বরী তামাক)।

**অম্বল**—বিঃ অম্লাস্বাদ ব্যঞ্জন, টক, অম্ল রোগ।

**অম্বষ্ঠ**—বিঃ ব্রাহ্মণ পুরুষ ও বৈশ্য কন্যার বিবাহের ফলে উৎপন্ন বৈদ্য-জাতি (?)। [অম্ব+স্থা+অ]।

**অম্বা**—বিঃ মাতা, (কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা; **অম্বালিকা**—তৃতীয়া কন্যা—

পাণ্ডুর জননী; অম্বিকা—দ্বিতীয়া কন্যা—ধৃতরাষ্ট্রের জননী), দুর্গা।

**অম্বু**—বিঃ জল। [অন্‌ব্‌+উ]। **-জ**—(১) বিণঃ জলজাত। (২) বিঃ পদ্ম, শঙ্খ। বিঃ **-জা**—পদ্মিনী, লক্ষ্মী। বিঃ **-দ**—মেঘ। বিণঃ **-দ**—জলদান করে এমন। বিঃ **-ধি**, **-নিধি**—সমুদ্র। বিঃ **-বাচি**, **-বাচী**—জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির পর সূর্যের মিথুন রাশিতে গমন কালে আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদ—ভোগের সময়।

**অম্বুবাহ**, **-বাহী**—বিণঃ জলবাহী। বিঃ মেঘ।

**অম্বুরী**—**অম্বরী** (২)-এর রূপভেদ।

**অম্ভঃ** (-ম্ভস্‌)—বিঃ জল। [আপ+অস্‌]।

**অম্ভোজ**—(১) বিণঃ জলজাত। (২) বিঃ পদ্ম, চন্দ্র, শঙ্খ। বিঃ **অম্ভোদ**—মেঘ। বিঃ **অম্ভোধি**, **অম্ভোনিধি**—সমুদ্র।

**অম্র**—**আম্র**-এর রূপ ভেদ।

**অম্রাত**, **অম্রাতক**—যথাক্রমে **আম্রাত** ও **আম্রাতক**-এর রূপভেদ। বিঃ আমড়া।

**অম্ল**—(১) বিঃ রসবিশেষ, টক, রোগ-বিশেষ, দ্রাবক, acid। (২) বিণঃ টক স্বাদ যুক্ত। বিঃ **-তা**—টক স্বাদ, অম্লধর্মী—অবস্থা, acidity। বিঃ **-মিতি**—অম্লের পরিমাণাদি হিসাব করার বিদ্যা, acidimetry। বিঃ **-রাজ**—aqua regia।

**অম্লজান**—বিঃ বায়ু ও জলের উপাদান এবং দহন ক্রিয়া ও শ্বাসক্রিয়ার সহায়ক গ্যাসবিশেষ, oxygen।

**অম্লাক্ত**—বিণঃ অম্লযুক্ত।

**অম্লান**—বিণঃ অমলিন, সজীব, প্রফুল্ল, কুণ্ঠাহীন (অম্লান বদনে দান করে)।

**অম্লীকরণ**—বিঃ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অম্লে পরিণত করা, acidification। বিণঃ **অম্লীকৃত**—ঈষৎ অম্লে পরিণত বা অম্লযুক্ত করা হইয়াছে এমন, acidulated।

**অম্লোদ্গার**—বিঃ টক ঢেকুর।

**অযত্ন**—বিঃ অনাদর, অবহেলা। বিণঃ **-কৃত**—অনায়াসে সম্পন্ন। বিণঃ **-জাত**, **-সম্ভূত**—বিনা চেষ্টায় আপনা হইতে উৎপন্ন। বিণঃ **-শীল**—নিশ্চেষ্ট, যত্ন-হীন।

**অযথা**—(১) বিণঃ অমূলক, অপ্রকৃত। (২) ক্রি-বিণঃ অকারণে, অন্যায় ভাবে।

**অযথার্থ**—বিণঃ মিথ্যা, কৃত্রিম। বিঃ **-তা**।

**অয়ন**—বিঃ পথ, ব্যূহপথ, শাস্ত্র, ভূমি, গৃহ, সূর্যের গতি (দক্ষিণায়ন)। বিঃ **-মণ্ডল**—রাশিচক্র ও রাশি চক্র-স্থিত সূর্যের গমন পথ, ecliptic। বিঃ **অয়নাংশ**—সূর্যের ভ্রমণ পথের অংশ বা পরিমাণ।

**অযশঃ** (-শস্‌), চলতি **অযশ**—বিঃ অখ্যাতি, দুর্নাম, নিন্দা। বিণঃ **অযশস্কর**—অখ্যাতি বা নিন্দাজনক। বিণঃ **অযশস্বী**—খ্যাতিহীন।

**অয়স্‌**—বিঃ লৌহ। বিণঃ **অয়স্কঠিন**—লোহার ন্যায় শক্ত। বিঃ **অয়স্কান্ত**—চুম্বক-পাথর, magnet।

**অযাচনীয়**, **অযাচ্য**—বিণঃ চাওয়ার বা প্রার্থনার অযোগ্য। [ন+যাচনীয়]।

**অযাচিত**—বিণঃ চাওয়া হয় নাই এমন। ক্রি-বিণঃ **-ভাবে**—না চাইতেই, আপনা থেকেই।

**অযাজ্য**, **অযাজনীয়**—বিণঃ যাজনের বা যজ্ঞ কর্মের অযোগ্য। [ন+যাজ]। বিঃ **অযাজ্যযাজন**—পতিতের পৌরোহিত্য।

বিণঃ, বিঃ **অযাজ্যযাজী**—অযাজ্য-যাজনকারী।

**অযাত্রা**—বিঃ অশুভ যাত্রা, যাত্রা কালে দেখা বা শোনা অশুভ এমন ব্যক্তি, বস্তু বা লক্ষণ প্রভৃতি।

**অয়ি**—অব্যঃ স্ত্রী সম্বোধন সূচক শব্দ। ওগো। ('অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী' —রবীন্দ্র)।

**অযুক্ত**—বিণঃ যুক্ত নয় এমন, অনুচিত। বিঃ **অযুক্তি**—সংযোগহীনতা, কুপরামর্শ। বিণঃ **অযুক্তিযুক্ত**—অযৌক্তিক।

**অযুগ্ম**—বিণঃ বিজোড়।

**অযুত**—বিঃ, বিণঃ দশ হাজার।

**অয়ে**—অব্যঃ অয়ি-র অনুরূপ।

**অয়েল**—বিঃ তৈল। ক্রিঃ **অয়েল করা**—যন্ত্রাদি সচল ও কার্যকর রাখার জন্য তেল দেওয়া। (ব্যঙ্গে) স্তাবকতা করা। বিঃ **-ক্লথ**—জলে ভিজেনা এমন তেলা কাপড়, oil-cloth। **-পেপার**—তেলা কাগজ, oil-paper। **-পেইন্টিং**—তৈলচিত্র, oil-painting।

**অযোগ**—বিঃ বিচ্ছেদ, বিয়োগ, অশুভ যোগ।

**অযোগবাহ, অযোগবাহবর্ণ**—বিঃ স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের ভিতর উল্লেখ নাই অথচ কাজে লাগে এমন বর্ণ অর্থাৎ ং ও ঃ।

**অযোগ্য**—বিণঃ যাহার যোগ্যতা নাই, অনুপযুক্ত, অক্ষম। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অযোগ্যা**। বিঃ **-তা**।

**অযোধ্য**—বিণঃ যুদ্ধের অযোগ্য, অজেয়।

**অযোনি**—বিণঃ জন্মরহিত। **-জ, -সম্ভব, -সম্ভূত**—(১) বিণঃ গর্ভজাত নহে এমন। (২) বিঃ পরমেশ্বর, ব্রহ্মা। **-জা, -সম্ভবা, -সম্ভূতা**—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ অগর্ভজাতা। (২) বিঃ সীতা, দ্রৌপদী।

**অয়োমুখ**—(১) বিণঃ যাহার মুখ বা অগ্রভাগ লৌহ নির্মিত। (২) বিঃ লৌহমুখ বাণ। [অয়স্+মুখ]।

**অযৌক্তিক**—বিণঃ যুক্তি সংগত নহে এমন, যুক্তিবিরুদ্ধ। বিঃ **-তা**।

**অর**—বিঃ চাকার পাখি, spoke।

**অরক্ষণীয়**—বিণঃ রাখা যায় না এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অরক্ষণীয়া**—বয়স্কা-কন্যা যাহার বিবাহ না দিয়া ঘরে রাখা যায় না।

**অরক্ষিত**—বিণঃ রক্ষা করা হয় নাই এমন, রক্ষা ব্যবস্থাহীন (অরক্ষিত পুরী), অপালিত (অরক্ষিত প্রতিজ্ঞা)।

**অরঘট্ট**—বিঃ কূপ, কূপ হইতে জল তুলিবার যন্ত্র।

**অরজঃ**—বিণঃ ধূলিশূন্য, নির্মল।

**অরজাঃ**—বিণঃ এখনও ঋতুমতী হয় নাই এমন কন্যা।

**অরণি, অরণী**—বিঃ যে কাঠ ঘষিয়া আগুন জ্বালানো যায়, চক্‌মকি পাথর, flint। [ঋ+অনি]।

**অরণ্য**—বিঃ বন, জঙ্গল। [ঋ+অন্য]। **-বাস**—বনবাস। **-বাসী**—বনবাসী। (স্ত্রী)ঃ **-বাসিনী**। বিঃ **-ষষ্ঠী**—জামাই ষষ্ঠী। **অরণ্যানী**—মহাবন। **অরণ্যে রোদন**—নিষ্ফল আবেদন।

**অরতি**—বিঃ বিরাগ।

**অরন্ধন**—বিঃ যেদিন রন্ধন নিষিদ্ধ।

**অরবিন্দ**—বিঃ পদ্ম। [অর+বিন্দ্+অ]।

**অরসজ্ঞ, অরসিক**—বিণঃ রসজ্ঞানহীন, বেরসিক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অরসজ্ঞা, অরসিকা**।

**অরাজক**—বিণঃ সুশাসনের ব্যবস্থা নাই এমন, রাজাহীন, বিশৃঙ্খল। বিঃ **-তা**।

**অরাতি, অরি**—বিঃ শত্রু, বৈরী। বিঃ

**অরাতিদমন**—শত্রুনাশ। **অরিন্দম, অরিমর্দন**—শত্রু দমনকারী।
**অরিষ্ট**—বিঃ মদ্য, কবিরাজী ঔষধ বিশেষ, অশুভ অদৃষ্ট, মরণচিহ্ন।
**অরুচি**—বিঃ বিতৃষ্ণা, অনিচ্ছা ; আহারে বিতৃষ্ণার রোগ বিশেষ। বিণঃ **-কর**—অপ্রীতিকর।
**অরুণ**—বিঃ সূর্য, নবোদিত সূর্য, সূর্য-সারথি। বিণঃ রক্তাভ। [ঋ+উন]।
**অরুণা**—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ রক্তিম-বর্ণা। (২) বিঃ গরুড় ও সূর্য-সারথির ভগ্নী।
**অরুণিম**—বিণঃ রক্তবর্ণ আভা বিশিষ্ট।
**অরুণিমা**—বিঃ লালচে রং, গোলাপী আভা।
**অরুণোদয়**—বিঃ সূর্যোদয়, উষাকাল।
**অরুন্তুদ**—বিণঃ মর্মান্তিক, মর্মভেদী। [অরুস্ (মর্মস্থল)+তুদ্+অ]।
**অরুন্ধতী**—বিঃ বশিষ্ঠ ঋষির পত্নী সপ্তর্ষি মণ্ডলের নিকটবর্তী নক্ষত্র বিশেষ।
**অরূপ**—বিণঃ যাহার রূপ নাই, নিরাকার, রূপহীন, কুরূপ।
**অরে**—অব্যঃ নীচ ব্যক্তিকে সম্বোধনের শব্দ।
**অরোগী**—বিণঃ রোগ নাই যাহার এমন।
**অর্ক**—বিঃ সূর্য, স্ফটিক, কিরণ, আকন্দ গাছ। বিঃ **-পত্র**—আকন্দ গাছের পাতা। বিঃ **-বৃক্ষ, -পাদপ**—নিমগাছ।
**অর্গল**—বিঃ দরজার খিল, হুড়কা, আগল, বাধা। [অর্জ্+অল]।
**অর্ঘ**—বিঃ (১) মূল্য। (২) পূজা, পূজার উপকরণ। [অর্হ্+অ]।
**অর্ঘ্য**—(১) বিঃ পূজার উপকরণ। (২) বিণঃ পূজ্য, উপাস্য।
**অর্চক**—বিঃ পূজক। [অর্চ্+ক]।
**অর্চন, অর্চনা**—বিঃ উপাসনা, পূজা। বিণঃ **অর্চনীয়, অর্চ্য**—পূজনীয়। বিণঃ **অর্চিত**—পূজিত।
**অর্চা**—বিঃ প্রতিমা, পূজা (পূজা-অর্চা)।
**অর্চি**—বিঃ শিখা, দীপ্তি।
**অর্জন**—বিঃ চেষ্টা দ্বারা লাভ, উপার্জন। বিণঃ **অর্জক, অর্জয়িতা**—অর্জনকারী। বিণঃ **অর্জিত**—প্রাপ্ত, উপার্জিত।
**অর্জুন**—বিঃ তৃতীয় পাণ্ডব, কার্তবীর্য, আঞ্জুনি (চক্ষুরোগ বিশেষ), বৃক্ষ বিশেষ যাহার ছাল হৃদ্‌রোগে উপকারী (অর্জুন গাছ)।
**অর্ডার**—বিঃ ফরমাস, হুকুম, আদেশ, order। বিণঃ **অর্ডারী**—ফরমাশ অনুযায়ী তৈরী।
**অর্ণব**—বিঃ সমুদ্র। [অর্ণস্+ব]।
**অর্থ[১]**—বিঃ তাৎপর্য বা মানে (শব্দাদির)। [ঋ+থ]। বিঃ **-গ্রহ**—অর্থবোধ। বিঃ **-গৌরব**—ভাবের গুরুত্ব। বিণঃ **-বিৎ** (-বিদ্)—তত্ত্বজ্ঞ। বিঃ **-ভেদ**—তাৎপর্যের বিভিন্নতা। বিণঃ **-হীন, -শূন্য**—তাৎপর্যহীন।
**অর্থ[২]**—বিঃ টাকা কড়ি, ধন সম্পত্তি, প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, হেতু (স্বার্থে, পরার্থে)। বিণঃ **-কর**, (স্ত্রী)ঃ **-করী**—অর্থ উপার্জনের সহায়ক (অর্থকরী বিদ্যা)। বিঃ **-কষ্ট, -কৃচ্ছ্র**—অর্থের অভাব জনিত কষ্ট। বিণঃ **-কামী**—টাকা পয়সার কামনা করে এমন। বিণঃ **-গৃধ্নু**—ধনলোভী। বিঃ **-চিন্তা**—আয়ের জন্য ভাবনা। বিঃ **-চেষ্টা**—টাকা উপায়ের চেষ্টা। বিঃ **-নীতি**—ধন বিজ্ঞান। বিণঃ **-পর -পরায়ণ**—অর্থগৃধ্নু। বিণঃ, বিঃ **-পিশাচ**—হৃদয়হীন, কৃপণ। বিঃ **-বিদ্যা**

—অর্থনীতি, ধনবিজ্ঞান, economics। বিঃ **-শাস্ত্র**—রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ে শাস্ত্র (কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র)। বিণঃ **-শালী**—ধনী। **-শূন্য**—নির্ধন। বিঃ **-সংস্থান**—টাকা পয়সা সংগ্রহ। বিঃ **-সংকট, -সমস্যা**—অর্থাভাবজনিত গুরুতর অবস্থা। বিঃ **-হানি**—ধনক্ষয়। **অর্থাগম**—ধনপ্রাপ্তি।

**অর্থাৎ**—অব্যঃ মানে, এই অর্থ হইতে।

**অর্থান্তর**—বিঃ ভিন্ন অর্থ বা তাৎপর্য।

**অর্থিত** বিণঃ চাওয়া হইয়াছে এমন।

**অর্থী**—বিণঃ যে চায়, প্রার্থনা করে (ধনার্থী, বিদ্যার্থী) ; বাদী, অভিযোগকারী ; ধনবান, বিত্তশালী। (স্ত্রী)ঃ **অর্থিনী**।

**অর্ধ**—(১) বিঃ সমান দুই ভাগের এক ভাগ। (২) বিণঃ, বিণ-বিণঃ আধা, আধাআধি, দুই ভাগে বিভক্ত, অসম্পূর্ণ (অর্ধাশন)। (৩) ক্রি-বিণঃ আংশিকভাবে (অর্ধভুক্ত)। [ঋধ্+অ]। বিঃ **-চন্দ্র**—আধখানা চাঁদ, গলাধাক্কা, প্রহার। বিণঃ **-চন্দ্রাকার, -চন্দ্রাকৃতি**—আধখানা চাঁদের মত দেখিতে বা ঐরকম আকারের। বিঃ **-নারীশ্বর**—একদেহে মিলিত হরগৌরীর যুগলমূর্তি। বিণঃ **-নিমীলিত**—আধবোজা। বিণঃ **-পরিস্ফুট**—অস্পষ্ট। বিঃ **-পথ**—মাঝপথ। বিঃ **-রাত্র**—মধ্যরাত্র। বিণঃ **-বয়স্ক**—মাঝবয়সী, প্রৌঢ়। বিণঃ **-স্ফুট**—অস্পষ্ট, আধোআধো।

**অর্ধাংশ**—বিঃ সমান দুই ভাগের একভাগ।

**অর্ধাঙ্গ**—বিঃ দেহের আধখানা, পতি, স্বামী। (স্ত্রী)ঃ **অর্ধাঙ্গিনী—পত্নী**।

**অর্ধার্ধ**—বিঃ অর্ধেকের অর্ধেক, সিকিভাগ।

**অর্ধাশন**—বিঃ অর্ধাহার, আধপেটা খাওয়া।

**অর্ধেক**—**অর্ধ**-এর অনুরূপ।

**অর্ধেন্দু**—বিঃ আধখানা চাঁদ, বাঁকা-চাঁদ। বিঃ—**মৌলি, -শেখর**—মহাদেব।

**অর্ধোচ্চারিত**—বিণঃ অস্পষ্টভাবে বা অর্ধেক উচ্চারণ করা হইয়াছে এমন।

**অর্ধোদয়**—বিঃ পৌষের বা মাঘের অমাবস্যায় দিবাভাগে রবিবারে শ্রবণানক্ষত্র ও ব্যতীপাত ঘটিত যোগবিশেষ, পুণ্য লগ্ন।

**অর্ধোদিত**—বিণঃ অর্ধেক উদিত হইয়াছে এমন।

**অর্পণ**—বিঃ দেওয়া, প্রদান, ন্যস্তকরণ। [অর্পি+অন]। বিণঃ **অর্পিত**—প্রদত্ত, অর্পণ করা হইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অর্পিতা**। বিণঃ **অর্পণীয়**—দেওয়ার যোগ্য। বিণঃ **অর্পয়িতা**—দাতা ; (স্ত্রী)ঃ **অর্পয়িত্রী**।

**অর্বাচীন**—বিণঃ অপক্কবুদ্ধি, নবীন, মূর্খ। [অর্বাচ্+ঈন]।

**অর্বুদ**—বিঃ দশ কোটি, রোগ বিশেষ, আব, tumour।

**অর্শ**—বিঃ মলনালীর রোগ বিশেষ, piles। [ঋ+শ+অ]।

**অর্সা, অর্সান, অর্সানো**—ক্রিঃ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া; বর্তানো; এক হইতে অন্যে যাওয়া। [ফা]।

**অর্হ**—(১) বিণঃ যোগ্য (পূজার্হ)। (২) বিঃ মূল্য (মহার্হ)। [অর্হ্+অ]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অর্হা**। বিঃ **-ণ, -ণা**—পূজা, যোগ্যতা। বিণঃ **-ণীয়**—পূজ্য।

**অর্হৎ**—বিঃ বুদ্ধদেব, নির্বাণ প্রাপ্ত বা নির্বাণের অধিকারী বৌদ্ধ বা জৈন সন্ন্যাসী। [অর্হ+অৎ]।

**অল**—বিঃ হুল (প্রধানতঃ বৃশ্চিকের)।

**অলঙ্কার, অলংকার**—বিঃ গহনা, ভূষণ, সজ্জা, শোভা, গৌরব, ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য প্রকাশের কৌশল (যেমন অনুপ্রাস, উপমা, রূপক ইত্যাদি)। [অলম্+কৃ+অ]। বিঃ -**শাস্ত্র**—কাব্য-সাহিত্যে অলঙ্কার ব্যবহার বিষয়ক গ্রন্থ। বিঃ **অলঙ্করণ, অলংকরণ, অলঙ্কৃতি, অলংকৃতি**—অলঙ্কার দ্বারা সাজানো, প্রসাধন, চিত্রণ, সাহিত্যে অলঙ্কার প্রয়োগ। বিণঃ, বিঃ **অলঙ্কর্তা, অলংকর্তা**,—প্রসাধক, অলঙ্কার দিয়ে যে সাজায়। বিঃ (স্ত্রী): **অলঙ্কর্ত্রী, অলংকর্ত্রী**। বিণঃ **অলঙ্কৃত, অলংকৃত**—ভূষিত, সজ্জিত।

**অলক**—বিঃ কপালের উপরের ও পাশের ছোট চুল, চূর্ণকুন্তল, কোঁকড়ানো চুলের গোছা।

**অলকনন্দা, অলকানন্দা**—বিঃ স্বর্গের গঙ্গা; নদী বিশেষের নাম।

**অলকা**—বিঃ যক্ষরাজ কুবেরের পুরী।

**অলকাতিলক, অলকাতিলকা**—বিঃ তিলক ফোঁটা, চন্দনের দ্বারা দেহ চিত্রণ।

**অলক্ত, অলক্তক**—বিঃ আলতা, লাক্ষারস [ন+রক্ত; অলক্ত+ক (স্বার্থে)]। বিঃ **অলক্তরাগ**—আলতার রঙ বা আভা।

**অলক্ষণ**—(১) বিঃ অশুভ চিহ্ন, কুলক্ষণ। (২) বিণঃ কুলক্ষণ যুক্ত, অপয়া। বিণঃ (স্ত্রী): **অলক্ষণা**। বিণঃ **অলক্ষণে, অলক্ষুণে**—কুলক্ষণ-যুক্ত, অপয়া। [অলক্ষণ+এ]।

**অলক্ষিত**—বিণঃ লক্ষ্য করা বা দেখা হয় নাই এমন। ক্রি-বিণঃ -**ভাবে, অলক্ষিতে**—অতর্কিতে, গোপনে, অজ্ঞাতসারে।

**অলক্ষ্মী**—বিঃ দুর্ভাগ্যের দেবী, দুর্ভাগিনী। **অলক্ষ্মীতে পাওয়া**—দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া, বিপদে পড়িতে হয় এমন কাজে বা আচরণে লিপ্ত হওয়া। **অলক্ষ্মীর দশা**—দারিদ্র্য, লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা। **অলক্ষ্মীর দৃষ্টি**—অভাব, ক্ষতি, দুর্দশা।

**অলক্ষ্য**—(১) বিণঃ অদৃশ্য, দেখা যায় না এমন। (২) বিঃ অদৃশ্য স্থান, অন্তরাল, স্বর্গ, শূন্য ('অলক্ষ্যের পানে'—রবীন্দ্র)।

**অলখ**—বিণঃ দৃষ্টির অগোচর। [অলক্ষ্য]। বিঃ -**ঝোরা**—অদৃশ্য ঝরণা।

**অলঙ্ঘন**—বিঃ লঙ্ঘন বা অমান্য না করণ। বিণঃ **অলঙ্ঘনীয়, অলঙ্ঘ্য**—লঙ্ঘন করা উচিত নহে বা অসাধ্য, অবশ্য করণীয় বা প্রতিপাল্য।

**অলজ্জ**—বিণঃ লজ্জাহীন। বিণঃ **অলজ্জিত**—লজ্জা পায় নাই এমন। (স্ত্রী): **অলজ্জিতা**।

**অলপেয়ে**—বিণঃ অল্প আয়ু (গালিতে)।

**অলব্ধ**—বিণঃ অপ্রাপ্ত।

**অলভ্য**—বিণঃ অপ্রাপ্য।

**অলম্বুষ**—বিঃ মহাভারতে বর্ণিত কদাকার একটি রাক্ষস। বিণঃ—নির্বোধ (গালিতে)।

**অলস**—বিণঃ কাজ করিতে অনিচ্ছুক, কুঁড়ে, মন্থর।

**অলাত**—বিঃ জ্বলন্ত অঙ্গার। [ন+লা+ত]। বিঃ -**চক্র**—চক্রাকার আগুন।

**অলাবু**—বিঃ লাউ।

**অলাভ**—বিঃ লোকসান, ক্ষতি।

**অলি১**—বিঃ ভ্রমর, বৃশ্চিক, মদ্য। [অল্ +ই]। বিঃ **-কুল**—ভ্রমরের দল।

**অলি২**—বিঃ অভিভাবক, রক্ষক। বিঃ **-অছি**—নাবালকের অভিভাবক ও সম্পত্তির রক্ষক।

**অলিগলি**—বিঃ সরুপথ, গলি ঘুঁজি।

**অলিজিহ্বা**—বিঃ আল্‌জিভ।

**অলিঞ্জর**—বিঃ বড় মাটির পাত্র, জালা।

**অলিন্দ**—বিঃ বারান্দা, চাতাল।

**অলী** (-লিন্)—বিঃ **অলি১** দ্রষ্টব্য। [অল্+ইন্]।

**অলীক**—(১) বিঃ মিথ্যা। (২) বিণঃ কাল্পনিক, অমূলক, বৃথা, অসার (অলীক স্বপ্ন)।

**অলুক্**—(১) বিণঃ যাহার লোপ নাই এমন। (২) বিঃ লোপাভাব।

**অলুক্‌সমাস**—বিঃ যে সমাসে পূর্ব পদের বিভক্তির লোপ হয় না (যেমন যুধি+স্থির=যুধিষ্ঠির ; গায়ে+হলুদ =গায়ে হলুদ)।

**অলোকসাধারণ, অলোকসামান্য**—বিণঃ মনুষ্যলোকে বা জগতে সাধারণতঃ ঘটে না বা হয় না এমন, অসাধারণ, অলৌকিক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অলোকসামান্যা**।

**অলোকসুন্দর**—বিণঃ মনুষ্যলোকে দেখা যায় না এমন সুন্দর। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অলোকসুন্দরী**।

**অলৌকিক**—বিণঃ অস্বাভাবিক, দৈব।

**অল্প**—বিণঃ ঈষৎ, কম। বিঃ **অল্পতা**। **অল্প জলের মাছ**—অল্প পুঁজি বিশিষ্ট ধনগর্বী, সামান্য বিদ্যা লইয়া পাণ্ডিত্যের ভানকারী। বিণঃ **-জীবী**—অল্পকাল বাঁচে এমন। বিণঃ **-জ্ঞ**—অল্প জ্ঞান সম্পন্ন। বিণঃ **-দর্শী**—অদূরদর্শী। বিণঃ **-প্রাণ**—অল্পায়ু; অনুদার, ক্ষীণ শ্বাস যোগে উচ্চারিত (বর্ণ) ; প্রতিবর্গের ১ম, ৩য়, ৫ম বর্ণ। বিণঃ **-বিদ্য**—সামান্য লেখাপড়া জানে এমন। বিঃ **-বিদ্যা**—সামান্য লেখাপড়া বা জ্ঞান। **অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী**—সামান্য বিদ্যা ক্ষতিকর, কারণ ইহাতে অহঙ্কার জন্মে, কিন্তু জ্ঞান হয় না। বিণঃ **-বুদ্ধি**—অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন, নির্বোধ, বোকা। বিণঃ **-ভাষী**—কম কথা বলে এমন। (স্ত্রী)ঃ **-ভাষিণী**। বিণঃ **-মতি**—হীনচেতা। বিণঃ **-স্বল্প**—একটু আধটু।

**অল্পে অল্পে**—ক্রি-বিণঃ ক্রমশঃ, ধীরে ধীরে, একটু একটু করিয়া, অল্পের উপর দিয়া।

**অল্পাধিক**—বিণঃ কম বেশী।

**অল্পায়ুঃ, অল্পায়ু**—বিণঃ অল্পকাল বাঁচে এমন। [অল্প+আয়ুস্]।

**অল্পাশয়**—বিণঃ হীনমতি, নীচ, অনুদার।

**অল্পাহার**—বিঃ অল্প আহার বা ভোজন। বিণঃ **অল্পাহারী**—খোরাক কম এমন।

**অল্পেয়ে**—**অল্পায়ু**-এর কথ্য রূপ। (গালি) **অলপ্পেয়ে**।

**অশক্ত**—বিণঃ অক্ষম, দুর্বল, অপারগ। বিঃ **অশক্তি**—শক্তির অভাব।

**অশক্য**—বিণঃ অসাধ্য, ক্ষমতার অতীত।

**অশঙ্ক**—বিণঃ নির্ভয়, শঙ্কাহীন, উদ্বেগহীন। বিণঃ **অশঙ্কনীয়**—ভয়ের যোগ্য নহে এমন। বিণঃ **অশঙ্কিত**—ভয় পায় নাই এমন।

**অশথ, অশ্বত্থ**—বিঃ বৃক্ষবিশেষ, পিপ্পল।

**অশন**—বিঃ আহার, খাদ্য দ্রব্য। [অশ্ +অন্]।

**অশনি**—বিঃ বজ্র, বাজ। **-পাত**—বজ্র-পাত।

**অশরণ**—বিণঃ, বিঃ অসহায়, নিরাশ্রয় (ব্যক্তি)।

**অশরীরী**—বিণঃ দেহহীন, নিরাকার।

**অশান্ত**—বিণঃ অস্থির, চঞ্চল, দুরন্ত।

**অশান্তি**—বিঃ শান্তির অভাব, উদ্বেগ।

**অশাসন**—বিঃ শাসনের অভাব। বিণঃ **অশাসিত**—শাসন করা হয় না এমন। বিণঃ **অশাস্য**—শাসনের বাইরে।

**অশাস্ত্র**—(১) বিঃ কুশাস্ত্র। (২) বিণঃ শাস্ত্র বিরুদ্ধ, অবৈধ। বিণঃ **অশাস্ত্রীয়**—শাস্ত্র বহির্ভূত।

**অশিক্ষা**—বিঃ শিক্ষার অভাব, কুশিক্ষা। বিণঃ **অশিক্ষিত**—শিক্ষা পায় নাই এমন, মূর্খ, অমার্জিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অশিক্ষিতা**।

**অশিব**—বিঃ অশুভ, অকল্যাণ, অমঙ্গল।

**অশিষ্ট**—বিণঃ অবিনীত, অভদ্র, অসভ্য, দুরন্ত। বিঃ **-তা**।

**অশীতি**—বিঃ, বিণঃ আশি, ৮০। [অষ্ট+দশন্+তি]। বিণঃ **-তম**—আশি সংখ্যক। বিণঃ **-পর**—আশিরও অধিক বয়স্ক।

**অশুচ**—**অশৌচ**-এর কথ্য রূপ।

**অশুচি**—বিণঃ অপবিত্র। বিঃ **-তা**।

**অশুদ্ধ**—বিণঃ ভ্রমপূর্ণ, নির্ভুল নয় এমন, অপবিত্র। বিঃ **অশুদ্ধি**—অপবিত্রতা, ভুল।

**অশুভ**—(১) বিঃ অমঙ্গল, পাপ। (২) বিণঃ অমঙ্গলজনক, অকল্যাণ-কর। বিণঃ **-কর**, **-ঙ্কর**—অমঙ্গল-জনক।

**অশেষ**—বিণঃ যাহার শেষ নাই, অনন্ত, অসীম, অনেক। বিণঃ **-জ্ঞ**, **-তত্ত্বজ্ঞ**—অজানা কিছুই নাই এমন জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। বিণঃ **-বিধ**—বহুপ্রকার, বহু-রকম।

**অশোক**[১]—(১) বিণঃ দুঃখশূন্য, শোক-হীন। নাই শোক যাহার এরূপ, বহুব্রী। (২) বিঃ গাঢ় লাল বর্ণ ফুল যুক্ত বৃক্ষবিশেষ। বিঃ **-কানন**, **-বন**—অশোক বৃক্ষপূর্ণ বাগান (রাবণের লঙ্কাপুরীর সন্নিকটস্থ কানন বিশেষ; রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়া এখানে রাখিয়াছিলেন)। বিঃ **-ষষ্ঠী**—চৈত্র মাসের শুক্লাষষ্ঠী তিথি।

**অশোক**[২]—বিঃ মগধের স্বনামধন্য-রাজা। বিঃ **-লিপি**—রাজা অশোক কর্তৃক উৎকীর্ণ শিলালিপি। বিঃ **-স্তম্ভ**—রাজা অশোক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনু-শাসন-লিপি সংযুক্ত প্রস্তর-স্তম্ভ। [অশোকস্তম্ভের উপরিভাগে তিন-দিকে তিনটি সিংহ এবং তাহাদের মধ্যস্থানে তিনটি চক্র (অশোক চক্র) বর্তমান। অশোক স্তম্ভটি স্বাধীন ভারতের সরকারী প্রতীক চিহ্ন। স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকায় অশোক চক্র স্থান পাইয়াছে]।

**অশোকসুন্দরী**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ ইনি পার্বতীর কন্যা নহুষের পত্নী ও যযাতির মাতা।

**অশোকা**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ কটকী। জৈন দের গৃহদেবী। [নাই শোক যৎ কর্তৃক তাহা বা তিনি, বহুব্রী]।

**অশোচনীয়**, **অশোচ্য**—বিণঃ শোক-দুঃখের কারণ যাহাতে নাই।

**অশোধন**—বিঃ শোধন বা পরিমার্জনের অভাব। বিণঃ **-অশোধিত**।

**অশোভন**—বিণঃ বেমানান, শোভা পায় না এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অশোভনা**। বিঃ **-তা**।

**অশৌচ**—বিঃ কোন আত্মীয়ের জন্ম বা মৃত্যুজনিত দেহের অশুদ্ধি। বিঃ **অশৌচান্ত**—অশৌচ অবস্থার শেষ দিন।

**অশ্ব**—বিঃ ঘোড়া। (স্ত্রী) ঃ **অশ্বী, অশ্বা**। বিণঃ **-কোবিদ, -বিদ**—অশ্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ। বিঃ **-খুর**—ঘোড়ার খুর, নখী নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। **-খুরা**—অপরাজিতা ফুল। বিঃ **-গন্ধা**—এক জাতের গাছ। বিঃ **-ডিম্ব**—ঘোড়ার ডিম (অস্তিত্বহীন অলীক বস্তু)। বিঃ **-তর**—খচ্চর (অশ্ব ও গর্দভের মিলন হইতে উৎপন্ন)। বিঃ **-পাল, -রক্ষক**—ঘোড়ার তত্ত্বাবধায়ক (সহিস)। বিঃ **-মেধ**—প্রাচীন কালের যজ্ঞবিশেষ (ইহাতে ঘোড়া বলি দেওয়া হইত)। বিঃ **-যান**—ঘোড়ায় টানা গাড়ি। বিঃ **-শালা**—আস্তাবল। বিঃ **-সাদী**—ঘোড় সওয়ার। বিঃ (স্ত্রী) ঃ **অশ্বা—ঘোটকী**।

**অশ্বত্থ**—অশ্বত্থ গাছ। **অশথ** দ্রষ্টব্য।

**অশ্বারূঢ়**—বিণঃ যে ঘোড়ায় চড়িয়া আছে এরূপ।

**অশ্বারোহণ**—বিঃ ঘোড়ার উপর উঠা।

**অশ্বারোহী**—বিঃ ঘোড় সওয়ার।

**অশ্বিনী**—বিঃ ঘোটকী ; অশ্বারূপ-ধারিণী সূর্যপত্নী ; নক্ষত্রবিশেষ। [অশ্ব+ইন্+ঈ]। বিঃ **কুমার, -সুত**—ইঁহারা স্বর্গে চিকিৎসা করিতেন ; দেব চিকিৎসক যমজ ভ্রাতৃদ্বয়।

**অশ্ম**—বিঃ প্রস্তর, শিলা, শিলাজতু bitumen। [অশ্+ম]। বিঃ **-মণ্ডল**—পৃথিবীর প্রস্তরময় স্তর, lithosphere। বিণঃ **-র**—প্রস্তরময়। বিঃ (স্ত্রী) ঃ **-রী**—পাথরী রোগ (ইহা মূত্রকৃচ্ছ রোগবিশেষ)। বিণঃ অস্মীভূত প্রস্তরে পরিণত, fossilized।

**অশ্রদ্ধা**—বিঃ ঘৃণা, অভক্তি, অননুরাগ। বিণঃ **অশ্রদ্ধ**—আস্থাহীন, শ্রদ্ধাহীন। বিণঃ **অশ্রদ্ধেয়**—শ্রদ্ধা করিবার অনুপযুক্ত, হেয়।

**অশ্রান্ত**—(১) বিণঃ অক্লান্ত, শ্রান্তিহীন, বিরামহীন। (২) ক্রি-বিণঃ অবিরতভাবে, অনবরত। বিঃ **অশ্রান্তি**—বিরামহীনতা, শ্রান্তিহীনতা।

**অশ্রাব্য**—বিণঃ শ্রবণের অযোগ্য, অশ্লীল, শ্রুতিকটু।

**অশ্রু**—বিঃ চোখের জল। বিঃ **-জল**—অশ্রু। বিঃ **-পাত, -বর্ষণ**—কান্না। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-মুখী**—যাহার মুখ বহিয়া চোখের জল পড়িতেছে এরূপ। বিণঃ **-রুদ্ধ**—কান্নার দ্বারা ব্যাহত বা রুদ্ধ।

**অশ্রুত**—যাহা শোনা যায় নাই বা হয় নাই এমন। বিণঃ **-পূর্ব**—যাহা পূর্বে শোনা যায় নাই এমন।

**অশ্রেয়, অশ্রেয়ঃ**—(১) বিণঃ অপ্রশস্ত, অহিতকর, অধম। (২) বিঃ অশুভ, অনর্থ, অমঙ্গল। বিণঃ **অশ্রেয়স্কর**—অকল্যাণকর।

**অশ্রোত্রিয়**—(১) বিঃ বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ। (২) বিণঃ শ্রোত্রিয়হীন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণশূন্য।

**অশ্লীল**—বিণঃ কুৎসিৎ, অভদ্র, জঘন্য, নীচ ; কুরুচিপূর্ণ, কামলালসাপূর্ণ। বিঃ **-তা**। বিণঃ **-প্রিয়**—যে অশ্লীল কথা শুনিতে বা বলিতে ভালবাসে।

**অশ্লেষা**—বিঃ (অশুভ) নক্ষত্রবিশেষ।

**অষুধ—ঔষধ** শব্দের কথ্য রূপ। **অষুধ করা**—ক্রিঃ মন্ত্রপূত খাদ্যাদি বা মন্ত্রাদির দ্বারা বশ করণ।

**অষ্ট**—বিঃ বিণঃ আট, ৮ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ **-ঐশ্বর্য**—শিবের বা ঈশ্বরের অষ্টপ্রকার বা আট প্রকার গুণ। বিঃ বিণঃ **-ক**—আটটির সমষ্টি, আটটি শ্লোক সম্বলিত বা অধ্যায়যুক্ত গ্রন্থ (শিক্ষাষ্টক—চৈ. চ.)। বিণঃ **-চত্বারিংশ, -চত্বারিংশত্তম**—৪৭-এর পরবর্তী, ৪৮-এর পূরক। বিঃ বিণঃ **-চত্বারিংশৎ**—৪৮ সংখ্যক বা সংখ্যা। বিঃ **-দিক্‌পাল**—ইন্দ্র বহ্নি যম নৈর্ঋত বরুণ মরুৎ কুবের ঈশান। বিঃ **-ধাতু**—স্বর্ণ রৌপ্য, তাম্র, পিত্তল, কাংস্য ত্রপু (রাং) সীসক ও লৌহ। বিঃ বিণঃ **-নবতি**—৯৮, আটানব্বই। বিণঃ **-নবতিতম**—৯৭-এর পরবর্তী আটানব্বই-এর পূরক। বিঃ **-নাগ**—অনন্ত বাসুকি পদ্ম মহাপদ্ম তক্ষক কুলীর কর্কট শঙ্খ। **-পাদ**—(১) বিঃ মাকড়সা, শরভ; (২) বিণঃ আটটি চরণ বিশিষ্ট। **-প্রহর** (১) বিঃ দিবারাত্র; দিবারাত্রব্যাপী সংকীর্তন। (২) দিবারাত্র ব্যাপিয়া। বিঃ **-বজ্র**—ইন্দ্রের বজ্র, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল, যমের দণ্ড, কার্তিকের শক্তি, দুর্গার অসি, ব্রহ্মার অক্ষ, বরুণের পাশ। বিঃ **-বসু**—সাবিত্র, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, ধরু, প্রত্যুষ, প্রভাব—এই আটজন স্বর্গবাসী বসু। **-বিধ**—আট রকম। বিণঃ **-ভুজ**—আটখানি হস্ত বিশিষ্ট। **-ভুজা**—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ আটখানি হাত-বিশিষ্টা; (২) বিঃ দুর্গাদেবী। **-ম**—আট সংখ্যার পূরক। **-মাতৃকা**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ দুর্গার একটি মূর্তি। বিঃ **-মী**—তিথি বিশেষ। বিঃ **-মূর্তি**—শিব; শিবের উগ্র, রুদ্র প্রভৃতি আট মূর্তি। বিঃ **-রম্ভা**—কিছুই না, ফাঁকি। বিঃ **-সিদ্ধি**—অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা।

**অষ্টাংশিত**—বিণঃ আটভাগে বিভক্ত; আট পাতায় ভাঁজ করা কাগজ, octavo।

**অষ্টাঙ্গ**—দেহের অষ্ট অবয়ব (দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, দুই চক্ষু, মেরু-দণ্ড মতান্তরে মন, কণ্ঠ মতান্তরে বাক্য; কিংবা পায়ের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি, দুই হস্ত, দুই হাঁটু, নাসা ও বক্ষ)। নিয়ম, যম, প্রাণায়াম, আসন, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, প্রত্যাহার—এই আট প্রকার যোগ।

**অষ্টাত্রিংশ, অষ্টাত্রিংশত্তম**—বিণঃ সাইত্রিশ সংখ্যার পরবর্তী আটত্রিশ সংখ্যার পূরক। [অষ্টাত্রিংশৎ+অ, তম]। বিঃ বিণঃ **অষ্টাত্রিংশৎ**—৩৮ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**অষ্টাপদ**—বিঃ পাশার ছক; চিত্রবিচিত্র ফলক বা বস্ত্র; স্বর্ণ ('কাঠের সেঁউতি মোর হইল অষ্টাপদ')।

**অষ্টাবক্র**—বিঃ পৌরাণিক মুনি বিশেষ; পিতার অভিশাপে ইঁনি অষ্টাঙ্গে বক্র হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

**অষ্টাবিংশ, অষ্টাবিংশতিতম**—বিণঃ ২৮ সংখ্যার পূরক। বিঃ বিণঃ **অষ্টা-বিংশতি**—আটাশ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**অষ্টাশি, অষ্টাশী**—৮৮ সংখ্যা; ইহা অষ্টাশীতি সংখ্যার চলিত রূপ।

**অষ্টাশীতি**—বিঃ বিণঃ ৮৮ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**অষ্টাহ**—বিঃ আটদিন। [অষ্টন্‌+অহন্‌+অ]।

**অষ্টি, অষ্ঠি**—বিঃ আঠি, বীজ।

**অষ্টেপৃষ্ঠে, আষ্টেপৃষ্ঠে**—অষ্টাঙ্গে, সর্বাঙ্গে, সকল দিকে।

**অসংকুচিত, অসঙ্কুচিত**—বিণঃ সঙ্কোচ-হীন, প্রশস্ত, অকুণ্ঠিত।

**অসংকোচ, অসঙ্কোচ**—(১) বিঃ প্রশস্ততা, সঙ্কোচহীনতা। (২) বিণঃ সঙ্কোচহীন। ক্রি-বিণঃ অসংকোচে, সংকোচহীনভাবে।

**অসংখ্য**—বিণঃ অগণ্য, সংখ্যাতীত।

**অসংখ্যেয়**—বিণঃ সংখ্যাতীত, সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এমন।

**অসংবৃত**—বিণঃ আবরণশূন্য, অনাচ্ছাদিত : দেহের কাপড়-চোপড় শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে এরূপ। বিঃ (স্ত্রী) : **অসংবৃতা।**

**অসংযত**—বিণঃ উচ্ছৃঙ্খল, সংযমহীন ; যে নিয়মাদি মানে না।

**অসংযম**—বিঃ উচ্ছৃঙ্খলতা, সংযমহীনতা, নিয়ন্ত্রণের অভাব, রিপুপরবশতা। বিণঃ **অসংযমী**—অসংযত।

**অসংলগ্ন**—বিণঃ পরস্পর যোগশূন্য. অসম্বন্ধ, ছাড়াছাড়া।

**অসংশয়**—বিণঃ নিশ্চিত, সংশয়-রহিত. নিঃসন্দেহ। ক্রি-বিণঃ **অসংশয়ে**—নিঃসন্দেহে। বিণঃ **অসংশয়িত**—সন্দেহ-হীন।

**অসংশ্লিষ্ট**—বিণঃ অসম্পর্কিত।

**অসংস্কৃত**—বিণঃ অমার্জিত, অশোধিত, অবিন্যস্ত ; উপনয়ন বিবাহ আদি শাস্ত্রীয় সংস্কার রহিত ; সংস্কৃতেতর নিকৃষ্ট ভাষা। বিঃ **-বাক্য**—সংস্কৃত ব্যতীত অন্য ভাষায় উক্ত বাক্য ; অশ্লীল বা ইতর ভাষা।

**অসংহত**—বিণঃ বিক্ষিপ্ত, অমিলিত।

**অসকাল**—বিঃ অসময়, দিবাবসান, সন্ধ্যা। [অ+সকাল]।

**অসকৃৎ**—অব্যঃ একবার মাত্র নয়, বহুবার, পুনঃ পুনঃ।

**অসক্ত**—বিণঃ অনাসক্ত, ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত।

**অসঙ্গ**—(১) বিণঃ সঙ্গীহীন, একাকী, নির্লিপ্ত। (২) বিঃ স্ত্রী-পুত্র-বিষয়াদি ত্যাগরূপ বৈরাগ্য।

**অসংগত, অসঙ্গত**—বিণঃ অসংলগ্ন, সঙ্গতিশূন্য, অবান্তর, অযৌক্তিক। বিঃ **অসঙ্গতি, অসংগতি**—সঙ্গতি-হীনতা, অসংলগ্নতা।

**অসচ্চরিত্র**—বিণঃ চরিত্রহীন, খারাপ স্বভাব বিশিষ্ট, অসাধু। বিণ (স্ত্রী): **অসচ্চরিত্রা।**

**অসচ্ছল**—বিণঃ আর্থিক টানাটানি আছে এরূপ ; কষ্টে চলে এমন। বিঃ **অসচ্ছলতা।**

**অসজ্জন**—বিঃ অভদ্র বা অসাধু ব্যক্তি।

**অসৎ**—বিণঃ অসাধু, মন্দ, গর্হিত অবিদ্যমান।

**অসতর্ক**—বিণঃ অসাবধান। বিঃ **-তা**।

**অসতী**—বিঃ অসাধ্বী, কুলটা, ভ্রষ্টা।

**অসত্য**—বিঃ মিথ্যা, যাহা সত্য নহে। বিণঃ **-বাদী**—মিথ্যাবাদী।

**অসদাচরণ**—বিঃ অন্যায় আচরণ, দুর্ব্যবহার।

**অসদাচার**—(১) বিঃ দুর্বৃত্ততা। (২) বিণঃ **অসদাচারী**—দুর্বৃত্ত, কদাচারী।

**অসদুপদেশ**—বিঃ কুপরামর্শ।

**অসদুপদেষ্টা**—বিঃ কুপরামর্শদাতা, কুশিক্ষক।

**অসদৃশ**—বিণঃ বিসদৃশ, ভিন্নপ্রকার, বিরুদ্ধ।

**অসদ্গ্রাহী**—বিণঃ অবৈধ ধন গ্রহণ-কারী। বিঃ **অসদ্গ্রাহিতা।**

**অসদ্বৃত্তি**—বিঃ কুপ্রবৃত্তি ; অসাধু

ব্যবহার ; জীবিকা অর্জনের অসৎ উপায়।

**অসদ্ব্যবহার**—বিঃ অসৌজন্য, দুর্ব্যবহার।

**অসদ্ভাব**—বিঃ অবিদ্যমানতা ; কলহ, মনোমালিন্য।

**অসন্তুষ্ট**—বিণঃ অপ্রসন্ন, অপ্রীত ; বিরক্ত, অতৃপ্ত, ক্ষুব্ধ। বিঃ **অসন্তুষ্টি, অসন্তোষ**—বিরক্তি, অপ্রসন্নতা।

**অসন্দিগ্ধ**—বিণঃ সন্দেহহীন ; যে অনিষ্টের আকাঙ্ক্ষা করে না এমন, নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত।

**অসপত্ন**—বিণঃ শত্রুহীন, নিষ্কর্মক।

**অসপিণ্ড**—বিণঃ শোণিত সম্পর্কশূন্য, যে সাত পুরুষের মধ্যে নহে।

**অসবর্ণ**—বিণঃ ভিন্ন বর্ণ ভুক্ত। **অসবর্ণ বিবাহ**—বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ, intercaste marriage।

**অসভ্য**—বিণঃ ভদ্র সমাজের অযোগ্য, অভদ্র, গোঁয়ার, বর্বর, বন্য। বিঃ **অসভ্যতা**।

**অসম**—বিণঃ সাদৃশ্যহীন ; অসমান ; ভিন্নপ্রকার ; অসমতল, বিষম, উঁচু-নিচু। বিঃ **অসমতা**। বিণঃ **-দর্শী**—একচোখা, পক্ষপাতী। বিঃ **-দর্শিত**। **-সাহস**—(১) বিঃ একেবারে ভয়-শূন্যতা। (২) দুঃসাহসিক। বিণঃ **-সাহসিক, -সাহসী**—অকুতোভয়।

**অসমক্ষে**—ক্রি-বিণঃ অসাক্ষাতে, অগোচরে, পরোক্ষে।

**অসমঞ্জস**—বিণঃ সঙ্গতিরহিত; বেখাপ্পা, অসঙ্গত।

**অসমতল**—বিঃ যাহা সমতল নহে; এবড়ো-খেবড়ো।

**অসময়**—বিঃ অনপযুক্ত সময়, অপ্রশস্ত সময়, অকাল ; দুঃসময় (দেশের এখন বড় অসময়)। ক্রি-বিণঃ **অসময়ে**।

**অসমর্থ**—বিণঃ দুর্বল, অক্ষম, অপটু। বিঃ **অসমর্থতা অসামর্থ্য**। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **অসমর্থা**।

**অসমর্থন**—বিঃ অননুমোদন। বিণঃ **অসমর্থিত**—অননুমোদিত ; এখনও সঠিক বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই এমন।

**অসমাদর**—বিঃ অনাদর, অবজ্ঞা।

**অসমান**—বিঃ অসদৃশ, একরূপ নহে এমন ; অসমতল (অসমান পথ) ; বক্র (অসমান লাইন)।

**অসমাপিকা**—বিণঃ (স্ত্রী)ঃ অসম্পূর্ণ-কারিণী। **অসমাপিকা ক্রিয়া**—বাক্যের সমাপ্তি না ঘটাইয়া বাক্যের সমাপ্তির জন্য অপর ক্রিয়া পদের অপেক্ষা রাখে এমন ক্রিয়া।

**অসমাপ্ত**—বিণঃ অসম্পূর্ণ, অনিষ্পন্ন। বিঃ **অসমাপ্তি**।

**অসমীক্ষ্যকারী**—বিণঃ হঠকারী, গোঁয়ার, অবিমৃষ্যকারী, যে বিচার না করিয়া কাজ করে। বিঃ **অসমীক্ষ্যকারিতা**। বিঃ **অসমীক্ষ্যভাষী**—যে বিবেচনা না করিয়া কথা বলে।

**অসমীচীন**—বিণঃ অন্যায়, অসঙ্গত, অনুপযুক্ত।

**অসমীয়া, অহমীয়া**—(১) বিঃ আসামের অধিবাসী বা ভাষা। (২) বিণঃ আসামে জাত ; আসাম-সম্বন্ধীয়।

**অসম্পর্ক**—(১) বিঃ সম্পর্কের বা সংযোগের অভাব। (২) বিণঃ সম্বন্ধ-রহিত, নিঃসম্পর্ক। বিণঃ **অসম্পর্কীয়**—সম্বন্ধহীন, সম্পর্কহীন।

**অসম্পূর্ণ**—বিঃ অসমাপ্ত ; অপূর্ণাঙ্গ ; অপূর্ণ। বিঃ **অসম্পূর্ণতা**।

**অসম্পৃক্ত**—বিণঃ সম্পর্ক বা সংযোগ-বিহীন ; অসম্বন্ধ, সম্পর্কহীন। বিঃ **অসম্পৃক্তি**।

**অসম্বদ্ধ**—বিণঃ অসংলগ্ন ; সঙ্গতি-বিহীন, এলোমেলো, অর্থহীন (অসম্বদ্ধ প্রলাপ)। বিঃ **অসম্বদ্ধতা**।
**অসম্বন্ধ**—বিণঃ অসংলগ্ন, অবান্তর, অসঙ্গত।
**অসম্বাধ**—বিণঃ বাধাবিঘ্নহীন, প্রশস্ত।
**অসম্ভব**—(১) বিঃ অস্বাভাবিক ঘটনা। (২) বিণঃ যাহা সম্ভবপর নয় এমন, যাহা ঘটে না বা ঘটানো যায় না এমন, impossible ; অদ্ভুত। বিণঃ **অসম্ভাবনীয়, অসম্ভাব্য**—ঘটিবার কোনও সম্ভাবনা নাই এমন, অচিন্ত্য, improbable। বিণঃ **অসম্ভাবিত**—অপ্রত্যাশিত, ঘটিবে বলিয়া ভাবা যায় নাই এমন, unexpected।
**অসম্ভ্রম**—বিঃ অসম্মান, অমর্যাদা, অনাদর।
**অসম্মত**—বিণঃ অনিচ্ছুক, নারাজ ; অস্বীকৃত। বিঃ **অসম্মতি**—অমত, অস্বীকৃতি, অনিচ্ছা।
**অসম্মান**—বিঃ অমর্যাদা ; অপমান ; অনাদর। বিণঃ **অসম্মানিত**—অবমানিত।
**অসহ**—বিণঃ অসহ্য, দুঃসহ, অতি অস্বস্তিকর।
**অসহন**—(১) বিঃ অসহিষ্ণুতা। (২) বিণঃ অসহিষ্ণু ; ক্ষমাশূন্য। বিণঃ **অসহনীয়**—অসহ্য, যাহা সহ্য করা যায় না। **অসহমান**—ক্ষমা বা সহ্য করিতে অসমর্থ।
**অসহযোগ, অসহযোগিতা**—বিঃ সাহায্য বা সহযোগ না করণ, একত্র কাজ না করণ। বিঃ **অসহযোগ-আন্দোলন**—রাজ্য শাসনে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করার জন্য যে আন্দোলন, non-cooperation movement। বিণঃ **অসহযোগী**—যে সহযোগিতা করে না এমন।
**অসহায়**—বিণঃ সহায়হীন ; নিঃসহায় ; একক, নিঃসঙ্গ।
**অসহিষ্ণু**—বিণঃ ধৈর্যহীন, অধীর, impatient। বিঃ **অসহিষ্ণুতা**। বিঃ **পরমত-অসহিষ্ণু**—যে মত বিরোধ সহ্য করিতে পারে না, intolerant।
**অসহ্য**—বিণঃ অসহনীয়, সহ্য করা যায় না এমন।
**অসাক্ষাৎ**—বিণঃ অগোচর, দৃষ্টির বাহির। ক্রি-বিণঃ **অসাক্ষাতে**—গোপনে, দৃষ্টির বাহিরে।
**অসাড়**—বিণঃ অনুভূতিশূন্য, অবশ, (রোগীর বাম অঙ্গ অসাড়), অজ্ঞান (ঘুমে অসাড়)। ক্রি-বিণঃ **অসাড়ে**—অসাড় অবস্থায়।
**অসাদৃশ্য**—বিঃ অমিল, অনৈক্য।
**অসাধ**—বিঃ অনিচ্ছা, অপ্রীতি।
**অসাধারণ**—বিণঃ অসামান্য, যাহা সাধারণতঃ চোখে পড়ে না বা ঘটে না। বিঃ **অসাধারণতা, অসাধারণত্ব**।
**অসাধু**—বিণঃ অসৎ, গর্হিত, মন্দ, dishonest (অসাধু ব্যবসায়ী, অসাধু প্রচেষ্টা) ; ব্যাকরণদুষ্ট (শব্দের অসাধু প্রয়োগ)। বিঃ **-তা**।
**অসাধ্য**—বিণঃ সাধ্যাতীত, করিতে পারা যায় না এমন, (অসাধ্য সাধন).; যাহার প্রতিকার নাই (অসাধ্য ব্যাধি)। বিঃ **-সাধন**—অসম্ভবকে সম্ভব করণ। **শিবের অসাধ্য**—স্বয়ং ভগবান বা শিবও করিতে পারেন না এরূপ।
**অসাবধান**—বিণঃ অসতর্ক, অমনোযোগী। বিঃ **-তা**।
**অসামঞ্জস্য**—বিঃ অমিল, অসঙ্গতি, সামঞ্জস্যের অভাব।

**অসাময়িক**—বিণঃ সময়ের অনুপযুক্ত বা অকালিক। [অসময়+ইক্]। বিণঃ (স্ত্রী): **অসাময়িকী**।

**অসামাজিক**—বিণঃ সমাজ বহির্ভূত, অমিশুক, অভদ্র, অসভ্য।

**অসামান্য**—বিণঃ অসাধারণ, যাহা সচরাচর ঘটে না এমন। বিঃ **অসামান্যতা**।

**অসামাল**—বিণঃ বেসামাল, বেগ ধারণে অসমর্থ। **অসামাল হয়ে পড়া**—নিজেকে সামলাইতে না পারা।

**অসাম্প্রদায়িক**—বিণঃ কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাত বর্জিত; দলগত নহে এমন, দল-নিরপেক্ষ, উদার।

**অসাম্য**—বিঃ সমতার অভাব, অসমতা, অমিল।

**অসার**—বিণঃ অপদার্থ, অন্তঃসারহীন, বাজে, অসত্য, মিথ্যা।

**অসি**—বিঃ তরবারি, খড়্গ: অস্ত্র বা অস্ত্রবল। [অস্+ই]। বিঃ **-চর্ম**—তরবারি ও ঢাল। বিঃ **-চর্যা, -চালনা**—অসির ব্যবহারে শিক্ষালাভ। বিঃ **-ধারক**—শাণকার। বিঃ **-পত্র**—(অসির ন্যায় ধারালো পত্র যাহার) ইক্ষু, তরবারির খাপ। বিঃ **-যুদ্ধ**—তরবারির দ্বারা লড়াই।

**অসিত**—(১) বিঃ কালো, কৃষ্ণ। (২) বিণঃ কৃষ্ণ বর্ণ বিশিষ্ট। বিণঃ (স্ত্রী): **অসিতা**। বিঃ **অসিতপক্ষ**—কৃষ্ণ পক্ষ। বিঃ **অসিতোৎপল**—নীল কমল।

**অসিদ্ধ**—বিণঃ ফুটন্ত জলে যাহা সুপক্ক হয় নাই; কাঁচা, আংশিক সিদ্ধ (তরকারির আলু অসিদ্ধ); অনিষ্পন্ন, অসফল, অসম্পূর্ণ, ব্যর্থ যুক্তি দ্বারা সমর্থিত নহে এরূপ। বিঃ **অসিদ্ধি**—অসাফল্য, প্রমাণাভাব।

**অসীম**—বিণঃ অনন্ত, সীমাহীন, infinite, যাহাকে আয়ত্ত করা যায় না। (অসীম সুখ, অসীম দুঃখ, অসীম সাহস)।

**অসু**—বিঃ প্রাণ, শরীরগত পঞ্চবায়ু।

**অসুখ**—বিঃ পীড়া, সুখের অভাব, দুঃখ, অশান্তি। (তাহার মনে অনেক অসুখ)। বিণঃ **অসুখকর, অসুখদায়ক, অসুখাবহ**—অশান্তিদায়ক। বিঃ **অসুখী**—মনঃ কষ্ট যুক্ত, দুঃখিত।

**অসুন্দর**—বিণঃ কুৎসিৎ, শ্রীহীন, অশোভন, অসংগত।

**অসুবিধা**—বিঃ স্বচ্ছন্দতার অভাব, অসাচ্ছন্দ্য, বাধা, বিঘ্ন।

**অসুর**—বিঃ সুর-বিরোধী, পুরাণোক্ত দেবতাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, দৈত্য, দানব। (বেদের প্রাচীনতর অংশে এবং পারসীক ধর্মগ্রন্থে অসুর [অহুর]=দেবতা)। [ন+সুর, ন+সুরা বা অসু (প্রাণ)+র]। বিঃ (স্ত্রী): **অসুরী**। বিণঃ **আসুর, আসুরিক** (আসুরিক চিকিৎসা, আসুরিক খাদ্য)।

**অসুলভ**—বিণঃ যাহা সহজে পাওয়া যায় না, দুর্লভ।

**অসুস্থ**—বিণঃ সুস্থ নহে, পীড়িত, রুগ্ন, অপ্রকৃতিস্থ। (অসুস্থ দেহ, অসুস্থ মন)। বিণঃ (স্ত্রী): **অসুস্থা**। বিঃ **অসুস্থতা**।

**অসুহৃৎ**—বিঃ শত্রু, বিপক্ষ।

**অসূক্ষ্ম**—বিণঃ স্থূল, সূক্ষ্ম নহে এরূপ। বিণঃ **অসূক্ষ্মদর্শী**—সূক্ষ্মদর্শী নহে এমন, অবিবেচক, অপরিণামদর্শী।

**অসূয়ক**—বিঃ অসূয়াপরবশ ব্যক্তি, সবকিছুর উপর বিদ্বেষযুক্ত, cynic। বিণঃ নিন্দুক, বিদ্বেষী।

**অসূয়া**—বিঃ ঈর্ষা, নিন্দা, পরগুণে অস্বীকার। বিণঃ **-পর, -পরতন্ত্র, -পরবশ**—ঈর্ষান্বিত, অসূয়াযুক্ত।

**অসূর্যম্পশ্যা**—বিঃ যে স্ত্রীলোক সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখে না, অবরোধ বাসিনী; অন্তঃপুরচারিণী। [ন+সূর্য+দৃশ্+আ]।

**অসৃক্**—বিঃ শোণিত, রক্ত।

**অসৌজন্য**—বিঃ অসদ্ব্যবহার, অভদ্রতা, সমাদরের অভাব।

**অসৌম্য**—বিণঃ সুন্দর নহে এমন।

**অসৌষ্ঠব**—বিঃ অশোভন, অপরিপাট্য, অসামঞ্জস্য, অগোছালো।

**অসৌহার্দ, -হৃদ্য**—বিঃ মনের মিলের অভাব, অপ্রীতি।

**অস্ট্রেলিয়ান্, অস্ট্রেলীয়**—বিঃ অস্ট্রেলিয়া-মহাদেশের লোক বা ভাষী। অস্ট্রেলিয়া-মহাদেশ।

**অস্ত**—বিঃ (কল্পনারাজ্যে অবস্থিত) পর্বতবিশেষ ; সূর্যচন্দ্রাদির পশ্চিম দিকে অদৃশ্য হওন, অদর্শন। [অস্+ত]। বিণঃ **অস্তগত, অস্তমিত**—(সূর্যচন্দ্রাদি সম্বন্ধে বলা হয়) অদৃশ্য হইয়াছে বা অস্তে গিয়াছে এমন। বিঃ **অস্তগিরি, অস্তাচল**—পুরাণ গ্রন্থে বর্ণিত গিরিবিশেষ যাহার পিছনে সূর্য অস্ত যায় বলিয়া কথিত। বিণঃ **অস্তাচলগামী, অস্তাচল চূড়াবলম্বী**—অস্তগমনোন্মুখ।

**অস্তর১**—বিঃ কোট ইত্যাদি জামার ভিতর যে কাপড় দেওয়া হয়, (lining)। পলস্তারা, সুরকি-চূণ-বালি-বিলিতি মাটি প্রভৃতির প্রলেপ। [ফা]।

**অস্তর২**—অস্ত্র, হাতিয়ার। **অস্তর করা**—চিকিৎসকের রোগীর দেহে অস্ত্র প্রয়োগ।

**অস্তি**—(১) ক্রিঃ আছে। [অস্+তি]। (২) বিঃ সত্তা, বিদ্যমানতা, existence। বিঃ **অস্তিত্ব**—স্থায়িত্ব, সত্তা, বিদ্যমানতা। বিঃ **অস্তি-নাস্তি**—আছে কি নাই, অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন কি নাই (অস্তি নাস্তি শেষ করেছি দার্শনিকের গভীর জ্ঞান—ও. খৈ.)।

**অস্তু**—ক্রিঃ হউক (তথাস্তু, জয়োঽস্তু)। [অস্+তু]।

**অস্তুত**—বিণঃ অপ্রশংসিত, অপূজিত।

**অস্তোদয়**—বিঃ সূর্যের অস্ত হইতে উদয় পর্যন্ত কাল।

**অস্তোন্মুখ**—বিণঃ অস্ত যাইতেছে এমন। [অস্ত+উন্মুখ]।

**অস্ত্যর্থ**—বিঃ বিদ্যমানতার অর্থ। [অস্তি+অর্থ]।

**অস্ত্র**—বিঃ বিপক্ষকে আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে যাহা ক্ষেপণ করা যায়, তরবারি, তীর, গদা ইত্যাদি। বিঃ **ক্ষত**—অস্ত্রের দ্বারা উৎপন্ন ক্ষত। বিঃ **চিকিৎসক**—যিনি রোগীর দেহে অস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। বিঃ **-চিকিৎসা**—শল্য চিকিৎসা, surgery। **-ত্যাগ**—বিপক্ষকে অস্ত্র দ্বারা আঘাত না করিবার সংকল্প গ্রহণ ; অস্ত্র নিক্ষেপ। বিঃ **-ধারণ**—যুদ্ধের জন্য অস্ত্র গ্রহণ। বিণঃ **-ধারী**—সশস্ত্র। বিঃ **-নিবারণ**—অস্ত্রের আঘাত হইতে মুক্ত করণ। বিঃ **-লেখা**—অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। বিঃ **-শস্ত্র**—নানা ধরনের অস্ত্র। বিণঃ **-হীন**—নিরস্ত্র।

**অস্ত্রাগার**—বিঃ অস্ত্র রাখিবার স্থান, অস্ত্রালয়, armoury।

**অস্ত্রাঘাত**—বিঃ অস্ত্রের আঘাত।

**অস্ত্রাহত**—বিণঃ অস্ত্রের আঘাতে আহত।

**অস্ত্রী**—বিণঃ অস্ত্রধারী।

**অস্ত্রীক**—বিঃ বিপত্নীক, স্ত্রীহীন, অবিবাহিত, স্ত্রী সঙ্গে নাই এমন।

**অস্ত্রোপচার**—বিঃ রোগ নিবারণের জন্য রোগীর দেহে অস্ত্রের প্রয়োগ, operation। [অস্ত্র+উপাচার]।

**অস্থান**—বিঃ মন্দস্থান, কুস্থান, কুৎসিৎ-স্থান, অযোগ্যপাত্র।

**অস্থানিক**—বিণঃ স্থানীয় নহে এমন, বহিরাগত।

**অস্থাবর**—বিণঃ যাহা স্থানান্তরিত করা যায় এমন, গমনশীল, জঙ্গম, movable।

**অস্থায়ী**—বিণঃ যাহা স্থায়ী নহে, পাকা নহে এমন, temporary (অস্থায়ী চাকরী, অস্থায়ী জীবন)। বিঃ **অস্থায়িতা, অস্থায়িত্ব**।

**অস্থি**—বিঃ হাড়, কঙ্কাল। বিণঃ **-চর্ম-সার**—যাহার মাত্র অস্থি ও চর্ম বর্তমান আছে এমন শীর্ণ; বিঃ **-দান**—গঙ্গা, সমুদ্র প্রভৃতি পবিত্র পরিধিতে মৃতের অস্থি বিসর্জন। বিঃ **-বিজ্ঞান, -বিদ্যা**—নরদেহের অস্থি সম্বন্ধে শাস্ত্র, osteology। বিণঃ **-সার**—অতিশয় শীর্ণ, কেবল হাড়ই আছে এমন।

**অস্থিতপঞ্চ, -পঞ্চক, -পঞ্চম, অস্থির -পঞ্চক, অস্থিরপঞ্চম**—বিঃ কঠিন সমস্যা, সমীকরণ জাতীয় অঙ্কবিশেষ।

**অস্থিতিস্থাপক**—বিণঃ স্থিতিস্থাপকতা গুণশূন্য, inelastic।

**অস্থির**—বিণঃ অধীর, চঞ্চল, ব্যাকুল, ব্যস্ত, অনিশ্চিত। বিঃ **অস্থিরতা, অস্থিরত্ব, অস্থৈর্য**।

**অস্থূল**—বিণঃ স্থূল নহে এরূপ, সূক্ষ্ম, কৃশ।

**অস্থৈর্য**—বিঃ অস্থিরতা, ধৈর্যের অভাব।

**অস্নাত**—বিণঃ যে স্নান করে নাই, রুক্ষকেশ। বিঃ **অস্নাতক**—ব্রহ্মচর্য পালনের পর সমাবর্তনের সময় রীতি অনুসারে যে স্নান করে নাই। যে ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করিয়া উপাধি লাভ করে নাই, undergraduate। **স্নাতক**—graduate।

**অস্নাত-অভুক্ত**—স্নানাহার অভাবে রুক্ষদর্শন।

**অস্পন্দ**—বিণঃ অচঞ্চল, স্তব্ধ, স্পন্দন-হীন। বিণঃ **অস্পন্দিত**—স্পন্দন রহিত।

**অস্পর্শনীয়, অস্পর্শ্য**—বিণঃ অশুচি, অস্পৃশ্য।

**অস্পষ্ট**—বিণঃ ঝাপসা, অপরিস্ফুট, সহজে বুঝিতে পারা যায় না এমন। বিঃ **অস্পষ্টতা**।

**অস্পৃশ্য**—বিণঃ অচ্ছুত, অশুচি, ছোঁয়ার সহজে বুঝিতে পারা যায় না এমন। (স্ত্রী): **অস্পৃশ্যা**।

**অস্পৃষ্ট**—বিণঃ ছোঁয়া হয় নাই এরূপ ; আহারের জন্য মুখে তোলা হয় নাই এরূপ।

**অস্ফুট**—বিণঃ বিকশিত হয় নাই বা ফোটে নাই এমন, অপরিস্ফুট, অব্যক্ত। বিণঃ **-বাক**—আধো আধো ভাবে কথা বলে এরূপ।

**অস্মার**—বিঃ স্মৃতিভ্রংশ, amnesia।

**অস্মিতা**—বিঃ অহং-জ্ঞান, অহঙ্কার, ব্যক্তিত্ব, personality।

**অস্বচ্ছ**—বিণঃ ঘোলা, যাহার ভিতর দিয়া কিছু দেখা যায় না, opaque।

**অস্বচ্ছন্দ**—বিণঃ সাবলীল নহে এমন, অশান্তিজনক॥

**অস্বাচ্ছন্দ্য**—বিঃ অস্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব।

**অস্বস্তি**—অশান্তি, পীড়া, স্বস্তি বা আরামের অভাব।

**অস্বাতন্ত্র্য**—বিঃ পরনির্ভরতা, স্বাধীনতার অভাব।

**অস্বাধ্যায়**—বিঃ যে তিথিতে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ, অনধ্যায়কাল।

**অস্বাভাবিক**—বিণঃ অসাধারণ; অলৌকিক; প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বিঃ **-তা**।

**অস্বামিক**—বিণঃ যাহার প্রভু বা মালিক বা স্বামী নাই, বেওয়ারিস।

**অস্বাস্থ্য**—বিঃ স্বাস্থ্যের অভাব; অসুস্থতা; পীড়া। বিণঃ **-কর**—স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

**অস্বীকার**—বিঃ মানিয়া না লওয়া (অপরাধ অস্বীকার করা); প্রত্যাখ্যান (নিমন্ত্রণ অস্বীকার করা)। বিণঃ **অস্বীকৃত**—অস্বীকার করা হইয়াছে এমন। বিঃ **অস্বীকৃতি**। বিণঃ **অস্বীকার্য**—স্বীকারের অযোগ্য।

**অহং, অহম্**—(১) সর্বঃ আমি। [অস্মদ্+প্রথমার একবচন]। (২) বিঃ আমিত্ব, আমিত্ববোধ, ego। বিঃ **-বুদ্ধি**—অহঙ্কার, আমিই কর্তা এই বুদ্ধি, egoism। বিঃ **অহংসর্বস্ব-ভাব**—নিজের প্রাধান্যভাব, egotism।

**অহংকার, অহঙ্কার**—বিঃ আত্মাভিমান অহমিকা, গর্ব। [অহম্+কৃ+অ]। বিণঃ বিঃ **অহঙ্কারী**—অহঙ্কার করে এমন। বিণঃ **অহঙ্কৃত**—গর্বিত, দম্ভী। **অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না**—কাহাকেও গ্রাহ্য না করার ভাব। **অহমিকা**—বিঃ আমিত্ব, অহংবুদ্ধি, বড়াই, দম্ভ।

**অহম্পূর্বিকা**—বিঃ সকল বিষয়ে নিজের অগ্রগণ্যতা স্থাপনের আগ্রহ।

**অহরহ্**, (চলিত) **অহরহ**—ক্রি-বিণঃ প্রতিদিন, নিত্য, সর্বদা। [অহন্+অহন্]।

**অহর্নিশ, অহর্নিশি**—ক্রি-বিণঃ সতত, দিবারাত্র। [অহন্+নিশা]।

**অহল্যা**—বিঃ (১) পুরাণে বর্ণিত গৌতম মুনির পত্নী। ইঁনি সহস্র বৎসর পাষাণ অবস্থায় ছিলেন। পরে রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে শাপমুক্ত হন। (২) অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বনামধন্যা রাণী; (অহল্যাবাঈ) দানের জন্য বিখ্যাত।

**অহহ**—অব্যঃ হায় হায়।

**অহি**—বিঃ সর্প। বিঃ **-কোষ**—সাপের খোলস। বিঃ **-তুণ্ডিক**—সাপুড়ে। বিঃ **অহিনকুল-সম্বন্ধ**—সাপ ও বেজির মধ্যে বিদ্যমান চিরশত্রুতা, প্রবল শত্রুতা।

**অহিংস**—বিণঃ হিংসাশূন্য। **অহিংস অসহযোগ**—বলপ্রয়োগ ব্যতীত অসহযোগ আন্দোলন, non-violent non-co-operation। বিঃ **অহিতাচরণ**—অনিষ্ট আচরণ, অনিষ্ট সাধন। বিঃ **অহিতাচার**—অনিষ্ট সাধন। বিণঃ **অহিতাচারী**।

**অহিংসক, অহিংস্র**—বিণঃ হিংসা করে না এমন; যে হিংসাধর্মী নহে।

**অহিংসা**—বিঃ শত্রুভাবের অভাব, জীব ও জগতের প্রতি করুণার ভাব (অহিংসা পরম ধর্ম)।

**অহিত**—বিঃ অমঙ্গল, ক্ষতি। বিণঃ **-কর**—অপকার, ক্ষতিকর। বিণঃ **-কারী**—অপকারী, অমঙ্গলকারী। বিণঃ **-কামী**—অমঙ্গলেচ্ছু।

**অহিফেন**—বিঃ আফিম। বিঃ **অহিফেনসেবী**—আফিমখোর।

**অহিভয়**—বিঃ সর্পভয়।

**অহিভুক**—বিঃ নকুল, গরুড়, ময়ূর।
**অহে**—অব্যঃ সম্বোধনাত্মক শব্দ।
**অহেতু, অহেতুক**—বিণঃ অকারণ, অনর্থক। বিণঃ (স্ত্রী): **অহেতুকী**। (অহেতুক ভীতি)।
**অহৈতুক**—বিণঃ অযৌক্তিক, অকারণ। বিণ (স্ত্রী): **অহৈতুকী** (অহৈতুকী ভক্তি)।
**অহো**—অব্যঃ বিস্ময় ও খেদ-সূচক উক্তি।
**অহোরাত্র**—অব্যঃ দিবারাত্র, সর্বদা।
**অহ্ন**—বিঃ দিন; দিনমানের সমান তিন ভাগের এক এক ভাগ। [পূর্ব, পর অপর ও মধ্য শব্দের পর অহন্ শব্দের স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; (পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন]।
**অহ্‌মাল**—বিঃ মালপত্র (আদালতী ভাষায়)। [আ]।
**অ্যাঁ**—অব্যঃ সাড়া, বিস্ময় ইত্যাদি জ্ঞাপক ধ্বনি।
**অ্যাড্‌ভান্স**—বিঃ দাদন, অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ, advance।
**অ্যাডভার্টিজমেন্ট**—বিঃ বিজ্ঞাপন, advertisement।
**অ্যাড্‌ভোকেট**—বিঃ উচ্চ আদালত বা হাইকোর্টের উকিল, advocate।
**অ্যাম্‌প্লিফায়ার**—বিঃ ধ্বনিকে উচ্চতর করিবার যন্ত্র বিশেষ, পরিবর্ধক, বিবর্ধক, amplifier।
**অ্যালুমিনিয়াম**—বিঃ ধাতুবিশেষ, aluminium।
**অ্যাসিড**—বিঃ দ্রাবক; রাসায়নিক অম্ল, acid।
**অ্যাসেটিলীন**—উজ্জ্বল আলোকদায়ী জ্বলনশীল গ্যাস-বিশেষ, acetylene।

# আ

**আ১**—দ্বিতীয় স্বরবর্ণ।
**আ২**—অব্যঃ আনন্দ, বিরক্তি, বিস্ময়—ইত্যাদিসূচক শব্দ (আরে, আ মরি)।
**আ**—অব্যঃ ঈষৎ, সম্যক, অল্প ইত্যাদি-সূচক উপসর্গ (আসন্ন, আগত, আসমুদ্র, আরক্ত)।
**আই, আঈ, আয়ী**—বিঃ মাতা; মাতা-মহী।
**আই-আই, আঈ, আও, আউ**—অব্যঃ ঘৃণাসূচক শব্দ। (আউ আউ, আউছি—অত্যন্ত নিন্দা)।
**আইও**—এয়ো-র গ্রাম্যরূপ।
**আইচ**—বিঃ বৃক্ষবিশেষ বা তাহার ফল; পদবী-বিশেষ বা উপাধি-বিশেষ।
**আইডিন**—আয়োডিন-এর রূপভেদ।
**আইঢাই**—ক্রি-বিণঃ অস্থির, ছটফট (প্রাণ আইঢাই করিতেছে)।
**আইন**—বিঃ রাজবিধি, সরকারী বিধি; কানুন, বিধান। [ফা]। বিঃ **-কানুন**—বিধি-ব্যবস্থা; প্রচলিত আচার। বিঃ **আইনজীবী**—আইন ব্যবসায়ী, উকিল, ব্যারিস্টার প্রভৃতি ব্যবহারজীবী। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ **-ত, -তঃ**—আইন অনুসারে। **আইন পাশ করা**—আইন প্রবর্তিত করা; ওকালতি পরীক্ষায় পাশ করা। **আইন মতে, আইন মাফিক**—আইন অনুযায়ী।
**আই-বড়, আইবুড়—আইবুড়ো**—বিণঃ অবিবাহিত। বিঃ **আইবড়-ভাত, আইবুড়ো-ভাত**—বিবাহের পূর্বে সংস্কার বিশেষ।
**আইমা**—বিঃ মাতামহী, দিদিমা।
**আইয়ো**—আইও-র রূপভেদ।

**আইল**[১]—বিঃ ক্ষেতের আল বা বাঁধিয়া দেওয়া চারিপাশের সীমারেখা।

**আইল**[২]—ক্রিঃ আসিল-এর ভিন্নরূপ; (সাধারণত গ্রাম্য ছড়ায় বা ভাষায় ইহার ব্যবহার দেখা যায়)।

**আইস**—এস-এর অপ্রচলিত প্রয়োগ।

**আইসে**—আসে-এর অপ্রচলিত প্রয়োগ।

**আইশ**—আঁশ-এর রূপভেদ।

**আঁইষ**—আঁষ-এর রূপভেদ।

**আউওল**—বিণঃ প্রথম পর্যায়ের, সবার সেরা। [আ]। **আউওল জমি**—বারোমাস-ই ফসল উৎপাদনকারী জমি।

**আউটান, আউটানো**—ক্রিঃ ফুটন্ত তরল পদার্থ নাড়া বা আলোড়ন করা। বিঃ ফুটন্ত পদার্থের আলোড়ন। বিণঃ আবর্তিত, আন্দোলিত।

**আউন্স**—বিঃ ইংরেজী মতে তরল বা হাল্কা পদার্থের পরিমাণ-পরিমাপ। (১ আউন্স=৪৮০ গ্রেন)।

**আউট**—বিণঃ বাহির, আয়ত্তের বাহিরে। ক্রিকেট ইত্যাদি খেলায় ব্যাটস্‌ম্যানের খেলা চালানোর অধিকার হারানো।

**আউরৎ, আউরত**—আওরৎ-এর ভিন্নরূপ।

**আউল**[১]—বিঃ সহজিয়া-পন্থী সিদ্ধপুরুষ, সাধক। তুলনীয়—'আউলবাউল'। [আ]। বিঃ, বিণঃ **আউলিয়া**—ফকির, দরবেশ।

**আউল**[২], **আউলা**—বিণঃ অগোছালো, আকুল। **আউলা-ঝাউলা**—অবিন্যস্ত। **আউলান, আউলানো**—ক্রিঃ চুলাদি অগোছালো করা। বিঃ অবিন্যস্তকরণ। বিণঃ অবিন্যস্ত, আলুলায়িত।

**আউশ, আউস**—বিঃ এক প্রকার ধান; ধানের মধ্যে সবার আগে বর্ষায় ফলে।

**আগু**—আগামী, ভাবী।

**আওটান, আওটানো, আওটন, আওটনো**—আউটান-এর রূপভেদ।

**আওড়**—বিঃ নদীর ঘূর্ণাবর্ত।

**আওড়ান, আওড়ানো**—ক্রিঃ আবৃত্তি করা। বিঃ আবৃত্তিকরণ। বিণঃ যাহা আবৃত্তি করা হইয়াছে।

**আওতা**—বিঃ আচ্ছাদন, ছায়া, প্রভাব।

**আওয়াজ**—বিঃ শব্দ, সংকেত। [ফা]।

**আওয়াজি**—বিঃ ঘরের দেওয়ালের উপর দিকে তৈরী ফোঁকরবিশেষ।

**আওরৎ, আওরত**—বিঃ রমণী, নারী [ফা]।

**আওরান, আওরানো**—ক্রিঃ ব্যথায় টন্‌-টন্‌ করা।

**আওল**—ক্রিঃ এল, আসিল। ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীতে এর প্রয়োগ দেখা যায়।

**আওলাত, আওলাদ**—বিঃ পুত্র, বেটা। [আ]।

**আওলৎ, আওলত**—বিঃ বড় জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছোট জমিদারী; তালুক। [আ]।

**আংটা, আঙটা**—বিঃ অনেকক্ষণ আগুন জিয়াইয়া রাখার পাত্র।

**আংটি, আঙটি**—বিঃ আঙুলে পরার ধাতু-বলয়, অঙ্গুরীয়ক।

**আংরা, আঙরা**—বিঃ জ্বলন্ত কয়লা।

**আংরাখা, আঙরাখা**—বিঃ আচকান। (পাঞ্জাব, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ ইত্যাদি স্থানের অধিবাসীরা জামার উপরে যে ঢিলা জামা পরে)।

**আংশিক**—বিণঃ একটা গোটা জিনিসের ভাগ বিশেষ, হিস্‌সা।

**আঃ**—অব্যঃ আশ্চর্য জ্ঞাপক ধ্বনি বিশেষ।

**আঁক**—বিঃ অঙ্ক, রেখা।

**আঁকড়া**—কোন জিনিস ঝুলাইবার হুড়কো। **আঁকড়া-আঁকড়ি**—জড়াজড়ি।

**আঁকড়ান, আঁকড়ানো**—ক্রিঃ জড়ানো।

**আঁকড়ি**—বিঃ কাঁটা জাতীয় বস্তু, বাঁকা চিহ্ন।

**আঁকন**—বিঃ অঙ্কিতব্য বস্তু, ছবি।

**আঁকশি**—বিঃ লতানো গাছ যাহার সাহায্যে অপর গাছকে জড়াইয়া উপরে উঠে, আঁকড়া, গাছ হইতে ফলাদি পাড়ার লগি।

**আঁকা**—ক্রিঃ ছবি বা রেখাদি চিত্রিত করা। বিঃ অঙ্কণ। বিণঃ অঙ্কিত, লিখিত।

**আঁকান, আঁকানো**—বিণঃ যাহা আঁকানো হইয়াছে।

**আঁকাবাঁকা**—বিণঃ বাঁকাটেড়া।

**আঁকুপাঁকু, আঁকুবাঁকু**—বিঃ উদ্বিগ্নতা, ব্যস্তভাব।

**আঁকুশি**—**আকশি**-এর রূপভেদ।

**আঁখ**—**আঁখি**-এর কোমলরূপ।

**আঁখর**—বিঃ আঁচড়, দাগ, অক্ষর, বর্ণ।

**আঁখি**—বিঃ চক্ষু, চোখ, নেত্র। **আঁখিঠার**—চোখের ইশারা। **আঁখিজল**—অশ্রু।

**আঁচ**১—বিঃ অনুমান; পূর্বাহ্নেই বুঝিতে পারা।

**আঁচ**২—বিঃ জ্বলন্ত আগুন, উনানের আগুন, তাপ।

**আঁচড়**—বিঃ আঁখর, চিহ্ন, দাগ।

**আঁচড়া-আঁচড়ি**—চিম্‌টি কাটাকাটির লড়াই।

**আঁচড়ান, আঁচড়ানো**—ক্রিঃ নখাদির দ্বারা দাগ কাটা। বিঃ আঁচড়ানোর কাজ। বিণঃ আঁচড়াইয়া পরিপাটি করার জিনিস বিশেষ (আঁচড়ানো চুল)।

**আঁচল, আঁচর, আঁচোর**—বিঃ কাপড়ের খুঁট। বিণঃ **আঁচল-ধরা**—স্ত্রৈণ।

**আঁচা**—ক্রিঃ অনুমান করা। বিঃ অনুমান।

**আঁচান, আঁচানো**—ক্রিঃ খাওয়ার পর এঁটো মুখ ধোওয়া, আচমন। **না আঁচালে বিশ্বাস নেই**—কিছু হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস নাই।

**আঁচিল**—বিঃ শরীরের চামড়ার ওপর ব্রণর মত বাড়তি মাংস।

**আঁজনাই**—অঞ্জনি, চক্ষুরোগ বিশেষ।

**আঁজলা, আঁজল**—বিঃ হাতের চেটো, করপুট। বিণঃ আঁজলা-পরিমাণ।

**আঁট**—বিঃ আঁটসাঁট, শক্ত-পোক্ত। বিণঃ টান-টান, ঠিক মাপের চেয়ে কম, টাইট্‌। **আঁটাআঁটি, আঁটসাঁটি**—কষাকষি।

**আঁটকুড়, আঁটকুড়া, আঁটকুড়িয়া, আঁটকুড়ে, আঁটকুড়ো**—বিণঃ সন্তানহীন। বিণঃ (স্ত্রী) : **আঁটকুড়ী**—বাঁজা, বন্ধ্যা।

**আঁটনি**—**আটুনি**-এর রূপভেদ।

**আঁটা**—ক্রিঃ কষিয়া বাঁধা, লাগানো, ধরা। বিণঃ বন্ধ।

**আঁটি**১, **আটি**—বিঃ গোছা। (যেমন ধানের আঁটি, খড়ের আটি ইত্যাদি)।

**আঁটি**২, **আঁঠি**—বিঃ ফলের বীজ। **বোঝার ওপর শাকের আঁটি**—গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া ; গুরুভারের উপর আরও একটু বোঝার চাপ।

**আঁটি-সাঁটি**—আঁট-সাঁট।

**আঁটুনি**—বিঃ শক্ত বাঁধন। **বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো**—বাঁধন যত শক্ত, এড়ান তত সহজ।

**আঁটুবাঁটু**—বিঃ, ক্রি-বিণঃ অক্ষমতা সত্ত্বেও চেষ্টা করা। ('চলনে আঁটুবাঁটু'...)।

**আঁত, আঁৎ**—বিঃ নাড়ী, অন্তর, মনোভাব, অন্ত্র। ('আঁতে ঘা') **আঁতআঁতাড়**—নাড়ীভুঁড়ি।

**আঁতকান, আঁতকানো, আঁৎকান, আৎকানো**—ক্রিঃ ভয়ে চমকিয়া উঠা। বিণঃ চমকানো।

**আঁতাত**—বিঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মিত্রতা, সহযোগিতা। [ফ্রে entente]।

**আঁতুড়**—বিঃ প্রসূতিগৃহ, সূতিকাগার।

**আঁদিসাঁদি**—বিঃ ফাঁক, ব্যবধান, শৃঙ্খলা।

**আঁধলা**—বিঃ অন্ধ। [হি অন্ধেলা]।

**আঁধার**—বিঃ অন্ধকার। বিণঃ আলোহীন, অপরিষ্কার। **আঁধার ঘরের মানিক**—দুঃখীর একমাত্র সুখ। **আঁধার ঘরের প্রদীপ**—অত্যন্ত প্রিয়জন।

**আঁধি, আন্ধি**—বিঃ শুকনো ধুলোর ঝড়; মনঃপীড়া।

**আঁব**—আম-এর বিকৃত উচ্চারণ।

**আঁবুই, আঁবুই-মা**—বিঃ ভাই বা বোনের শাশুড়ী।

**আঁশ**—বিঃ সূক্ষ্ম সুতা, তন্তু, গাছের ছালের মধ্যে যে তন্তু থাকে, মাছের আঁশ।

**আঁশফল**—বিঃ একরকম মিষ্টি সুস্বাদু ফল।

**আঁশান, আঁশানো**—ক্রিঃ মিষ্টি বা পিঠা; চিনি কিম্বা গুড়ের রসে আঁচ দেওয়া। বিঃ, বিণঃ শুকানো।

**আঁশাল, আঁশালো**—বিণঃ আঁশ বা তন্তু বিশিষ্ট (আঁশালো আম)।

**আঁষ, আঁইষ**—বিঃ মাছ-মাংস ইত্যাদি আমিষ বস্তু।

**আঁষটে, আঁস্টে, আঁইস্টা**—বিণঃ মাছ-মাংসাদির গন্ধ (আঁস্টে-গন্ধ)।

**আঁস্তাকুড়**—বিঃ উচ্ছিষ্ট বা আবর্জনা ফেলার স্থান। **আঁস্তাকুড়ের পাতা**—ফেলনা এঁটো পাতা; হেয় ব্যক্তি। **আঁস্তাকুড়ের পাতা কখনো স্বর্গে যায় না**—নীচ কখনও উচ্চ সমাজে উঠিতে পারে না।

**আক**—আখ-এর বিকৃত উচ্চারণ।

**আকখুটে, আকখুটে**—বিণঃ যত্নহীন; অমিতাচারী।

**আকচা-আকচি**—বিঃ রেষারেষি, পরস্পর হিংসা।

**আকচার, আকছার**—ক্রি-বিণঃ সরাসরি, সচরাচর, প্রায়ই। [আ]।

**আকণ্ঠ**—ক্রি-বিণঃ কণ্ঠ অবধি। **আকণ্ঠ মগ্ন**—বিণঃ গলা পর্যন্ত ডোবানো।

**আকথা**—বাজে কথা, অকথা-র রূপভেদ।

**আকনি, আখনি**—বিঃ মাংস-মসলাদির কাথ।

**আকন্দ**—বিঃ এক রকম ছোট গাছ, অর্ক।

**আকপিশ, আকপিশ**—বিণঃ পাণ্ডুর, পাংশু, পাঁশুটে।

**আকবরী, আকব্বরী**—বিণঃ ইতিহাস-খ্যাত মোগল সম্রাট আকবরের আমলের, আকবরের নাম-চিহ্নিত।

**আকম্প, আকম্পন**—বিঃ একটু কাঁপা, কম্পমান।

**আকম্পিত, আকম্প্র**—বিণঃ ঈষৎ কম্পমান, কম্পিত।

**আকর**—বিঃ খনি, উৎপাদন কেন্দ্র, আধার।

**আকরিক, আকরীয়**—বিণঃ খনি বিষয়ক, খনিজ।

**আকর্ণ**—ক্রি-বিণঃ কর্ণ পর্যন্ত।

**আকর্ণন**—বিঃ শ্রবণ। [আ+কর্ণি+অন]। বিণঃ **আকর্ণিত**—শ্রুত।

**আকর্ষ**—বিঃ টান, আঁকশি, প্রতান। বিণঃ **আকর্ষক, আকর্ষিক, আকর্ষী**—আকর্ষণ করে যাহা; লতার ডগার স্প্রিং-এর মত তন্তু।

**আকর্ষণ**—বিঃ টান। [আ+কৃষ্+অন]।

বিণঃ **আকর্ষণী**। (স্ত্রী) : **আকর্ষণ-কারিণী**।

**আকসার**—**আকছার**-এর রূপভেদ।

**আকস্মিক**—বিণঃ সহসা বিঘটিত, অপ্রত্যাশিত।

**আকাঁড়া**—বিণঃ তুষ হইতে পৃথক করা হয় নাই যাহা (ধান)।

**আকাঙ্ক্ষা**—বিঃ কামনা, সাধ, ইচ্ছা। [আ+কাঙ্ক্‌+আ]। বিণঃ **আকাঙ্ক্ষণীয়, আকাঙ্ক্ষিত**—কাম্য, কাঙ্ক্ষিত।

**আকাঙ্ক্ষী**—আকাঙ্ক্ষা করে এমন।

**আকাট**[১]—বিণঃ নিরেট, মহামূর্খ, হাঁদা।

**আকাট**[২]—**আকাঠ**-এর রূপভেদ।

**আকাটা**—বিণঃ যাহা কাটা হয় নাই।

**আকাঠা, আকাঠ**—বিঃ মামুলী কাঠ, বাজে কাঠ।

**আকামান, আকামানো**—বিণঃ আকাটা, কামানো হয় নাই যাহা (দাড়ি, চুল)।

**আকার**—বিঃ আকৃতি, অবয়ব, চেহারা। [আ+কৃ+অ]। **আকার ইংগিত, আকার-প্রকার**—হাবভাব।

**আকাল**—বিঃ মহার্ঘ, দুর্ভিক্ষ, অভাবের দিন।

**আকালিক**—বিণঃ অকালে উৎপাদিত।

**আকালী**—**অকালী**-এর রূপভেদ।

**আকাশ**—বিঃ নীলাকার মহাশূন্য, গগন, অন্তরীক্ষ। [আ+কাশঃ+অ]। বিঃ **-কুসুম**—মায়াময় বস্তু। বিঃ **-গঙ্গা**—ছায়া পথ, the milky way; মন্দাকিনী। **-জাত**—বিণঃ আকাশে উৎপন্ন। **-চুম্বী**—বিণঃ আকাশ-ছোঁয়া। **-প্রদীপ**—বিঃ কার্তিক মাসে পূর্বপুরুষের উদ্দেশে নিবেদিত দীপ। **-পট**—বিঃ আকাশের আঙিনা। **-পথ**—শূন্যে যাতায়াতের পথ। **-পাতাল**[১]—ক্রি-বিণঃ স্বর্গ হইতে পাতাল অবধি ; অপরিমেয় (আকাশ-পাতাল চিন্তা)। বিণঃ **-পাতাল**[২] প্রভৃত (আকাশ-পাতাল প্রভেদ)। **-বাণী**—বিঃ বেতার বা দৈব বাণী। **-যান**—বিঃ হাওয়াই জাহাজ, এরোপ্লেন। **আকাশ থেকে পড়া**—হতবাক্ হয়ে যাওয়া। **আকাশে তোলা**—অত্যন্ত আস্কারা দেওয়া; মন রাখিবার জন্য অতিরিক্ত প্রশংসা করা।

**আকিঞ্চন**—বিঃ তুচ্ছতা, দীনতা, বিনীত বাসনা।

**আকীর্ণ**—বিণঃ প্রক্ষিপ্ত, সমৃদ্ধ (জনাকীর্ণ)। [আ+কৃ+ত]।

**আকুঞ্চন**—বিঃ একটু কুঁকড়ানো, সংকোচন।

**আকুঞ্চিত**—বিণঃ কুঁচকানো, সংকুচিত।

**আকুত, আকুতি**—বিঃ ব্যাকুলতা, মনের উদ্বিগ্ন ভাব। [আ+কু+ত, তি]।

**আকুল**—বিণঃ উদ্বিগ্ন, উতলা, ব্যাকুল। বিঃ **আকুলতা**—উদ্বিগ্নতা।

**আকুলি**—ক্রি-বিণঃ আকুল হওন।

**আকুলিত**—বিণঃ আকুল হইয়াছে যে বা যাহা।

**আকুলিবিকুলি**—বিঃ অতিশয় ব্যাকুলতা। ক্রি-বিণঃ অতি ব্যাকুলভাবে। ক্রিঃ **আকুলিল**—আকুল হইল (কাব্যে)।

**আকূত, আকূতি**—**আকুত, আকুতি**-এর বানানভেদ।

**আকৃতি**—বিঃ আকার, কাঠামো, গঠন। [আ+কৃ+তি]। **আকৃতি-প্রকৃতি**—বিঃ ভাব-ভঙ্গী।

**আকৃষ্ট**—বিণঃ আকর্ষিত, আসক্ত, প্রলুব্ধ। [আ+কৃষ্‌+ত]।

**আকৃষ্যমাণ**—বিণঃ যাহা আকর্ষণ করা হইতেছে। [আ+কৃষ্‌+আন]।

**আক্কেল**—বিঃ বিবেক, কাণ্ডজ্ঞান। **-গুড়ুম**—হতবুদ্ধিতা। **-সেলামি**—নির্বুদ্ধিতার পুরস্কার। **-দাঁত ওঠা**—পূর্ণতালাভ। **-দাঁত**—বিঃ পূর্ণ বয়সের দাঁত।

**আক্রম**—বিঃ তেজস্বিতা, বিক্রম, তেজ, উদয়, আক্রমণ, বিকাশ। [আ+ক্রম্+অ]।

**আক্রমণ**—বিঃ হানা, লড়াইয়ের জন্যে ঘিরিয়া ধরা, গ্রাস। [আ+ক্রম্+অন]। **আক্রমণীয়**—বিণঃ আক্রমণের যোগ্য।

**আক্রা**—বিণঃ চড়াদাম, মহার্ঘ, দুর্মূল্য।

**আক্রান্ত**—বিণঃ যাহাকে আক্রমণ করা হইয়াছে, বা পীড়িত (রোগে আক্রান্ত)। [আ+ক্রম্+ত]।

**আক্রোশ**—বিঃ রাগ, প্রতিহিংসা, ঝাল, বিদ্বেষ। [আ+ক্রুশ্+অ]।

**আক্লান্ত**—বিণঃ খুব পরিশ্রান্ত।

**আক্ষরিক**—বিণঃ অক্ষরে-অক্ষরে, বর্ণানুযায়ী (আক্ষরিক সত্য)। অবিকল।

**আক্ষিপ্ত**—বিণঃ নিক্ষিপ্ত, দুঃখে উদ্বিগ্ন, বিক্ষিপ্ত। [আ+ক্ষিপ্+ত]।

**আক্ষেপ**—বিঃ উদ্বিগ্নতা, মানসিক আর্তি, ব্যাকুলতা। [আ+ক্ষিপ্+অ]।

**আখ**—বিঃ ইক্ষু, সুমিষ্ট রসালো গাছ।

**আখড়া**—বিঃ আড্ডাখানা; শরীরচর্চা কিম্বা আধ্যাত্মিক অনুশীলনের স্থান, চর্চাকেন্দ্র। **-ধারী**—বিঃ আখড়ার অধ্যক্ষ।

**আখনি**—**আকনি**-এর রূপভেদ।

**আখণ্ডল**—বিঃ ইন্দ্রদেবতা।

**আখর**—বিঃ অক্ষর; সংগীতাদির ধুয়ো বিশেষ। (কীর্তনে আখর দেওয়া)।

**আখরোট**—বিঃ বাদাম জাতীয় পার্বত্য ফল বিশেষ, walnut।

**আখা**—বিঃ বড় উনান, কোকচুল্লী।

**আখাম্বা**—বিণঃ থামের মত মোটা ও লম্বা।

**আখির**—**আখের**-এর রূপভেদ।

**আখুটি**—বিঃ তোয়াজ; আহ্লাদ, সোহাগ, বায়না, আবদার। **আখুটে, আখটে**—বিণঃ খোসামোদ; বায়নাকারী। (আখুটে শিশু)।

**আখেটক, আখেটিক**—বিঃ ব্যাধ, যে পশুপাখী শিকার করে।

**আখের**—বিঃ পরকাল, অন্তিমকাল।

**আখেরী**—বিণঃ পরকালীন। [আ]।

**আখোলা**—বিণঃ বন্ধ (আ+খোলা)।

**আখ্যা**—বিঃ খেতাব, নামকরণ, পদবী।

**আখ্যাত**—বিণঃ আখ্যানপ্রাপ্ত, বিখ্যাত।

**আখ্যান**—বিঃ গল্পের প্লট, কাহিনী, বিষয়বস্তু।

**আখ্যায়ক**—বিণঃ আখ্যানকারক কথক।

**আখ্যেয়**—বিণঃ আখ্যাযুক্ত, উল্লেখনীয়।

**আগ**—বিঃ আগা, ডগা, অগ্রভাগ। **-পাছ**—বিণঃ সম্মুখ-পশ্চাৎ, আগে-পিছে (-ভাবা)। **আগবাড়ানো, আগবাড়া, আগুবাড়া**—ক্রিঃ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যাওয়া।

**আগড়, আগল**—বিঃ অর্গল, ঝাঁপ, খিল।

**আগড়-বাগড়**—বিঃ বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় বস্তু, বাজে প্রলাপ।

**আগড়ম-বাগড়ম**—বিঃ অনর্থক কথা।

**আগত**—বিণঃ উপস্থিত (শরণাগত) [আ+গম্+ত] **আগতপ্রায়**—বিণঃ আসন্ন, আসিয়া পড়িয়াছে এমন।

**আগদুয়ার**—বিঃ বাড়ীর সামনের উঠান, বাড়ীর বাহির অঞ্চল।

**আগন্তুক**—বিঃ অতিথি, হঠাৎ উপস্থিত ব্যক্তি।

**আগবাড়া, আগবাড়ানো**—**আগ** দ্রষ্টব্য।
**আগম**—বিঃ শাস্ত্রের গূঢ় কথা (আগম-নিগম); তন্ত্রশাস্ত্র; শ্বাস-নালী; আসা; আমদানী। **আগম শুল্ক**—আমদানীর জন্য শুল্ক, import duty।
**আগমন**—বিঃ উপস্থিতি। [আ+গম্+অন]।
**আগমনী**—বিঃ দুর্গা পূজার আগে উমার পিত্রালয়ে আগমন বিষয়ক গান। বিণঃ **আগমন-বিষয়ক**।
**আগল**—বিঃ খিল, হুড়কা।
**আগলা**—বিণঃ বন্ধনহীন, অনর্গল, খোলা।
**আগলান, আগলানো**—ক্রিঃ নজর রাখা, আটকে রাখা, সামলানো।
**আগলি**[১]—অসমা-ক্রিঃ আগলাইয়া-র ভিন্ন রূপ (কাব্যে)।
**আগলি**[২]—বিণঃ অগ্রণী, অগ্রগণ্য। বিঃ **আলয়** (আধার অর্থে)।
**আগা**—বিঃ শীর্ষভাগ, উঁচু অংশ। **আগা গোড়া**—ক্রি-বিণঃ শুরু হইতে শেষ অবধি, সবটুকু।
**আগাছা**—বিঃ বাজে গাছ, বড় গাছ নহে, আবর্জনা।
**আগান, আগানো**—ক্রিঃ এগোন, অগ্রসর হওয়া।
**আগাপাছতলা, আগাপাস্তলা**—ক্রি-বিণঃ গোড়া থেকে শেষ, আগু-পিছু।
**আগাম**—বিণঃ পূর্বাহ্নিক, অগ্রিম।
**আগামী**—বিণঃ ভবিষ্যৎ, আশু, ভাবী। [আ+গম্+ইন্]।
**আগার, অগার**—বিঃ আলয়, বাড়ী, আধার।
**আগি**—বিঃ ব্রজবুলী ভাষায় **আগুন**।
**আগিলা**—বিণঃ (গ্রাম্য ছড়ায়) সম্মুখের ('ও রঙিলা নায়ের মাঝি/আগিলা ঘাটে লাগাইয়া রে নাও')। **আগিলা-পাছিলা**—বিণঃ আগে-পিছে।
**আগু**—বিঃ প্রথম। বিণঃ অগ্রণী, অগ্রবর্তী। ক্রি-বিণঃ আগে, প্রথমে। **-পাছু**—অগ্রপশ্চাৎ ইতস্ততঃ। **-বাড়া** ক্রিঃ অগ্রসর হওয়া। **-য়ান, -সর, -সার**—অগ্রবর্তী, অগ্রসর।
**আগুন**—বিঃ অগ্নি। **আগুন লাগা, আগুন ধরা**—ক্রিঃ অগ্নি সংযোগ হওয়া, বিপত্তি উপস্থিত হওয়া (কপালে আগুন লেগেছে)। **আগুন হওয়া**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়া।
**আগুনি**—বিঃ অগ্নি, আগুন (কাব্যে)।
**আগুয়ান**—বিণঃ অগ্রবর্তী।
**আগুরী**—বিঃ উগ্রক্ষত্রিয় জাতি।
**আগুল্ফ**—ক্রি-বিণঃ গুল্ফ বা গোড়ালি অবধি।
**আগুলি**—**আগলি** দ্রষ্টব্য।
**আগুসর, আগুসার**—**আগু** দ্রষ্টব্য।
**আগে**—ক্রি-বিণঃ সামনে, সম্মুখে, প্রথমে। বিণ **-কার**—সম্মুখের, অতীতের। **আগে আগে**—সম্মুখে। **আগে-পাছে**—ক্রিঃ-বিণঃ সম্মুখে ও পিছনে একযোগে। **আগে ভাগে**—সর্বাগ্রে, তাড়াহুড়ো করিয়া।
**আগ্নেয়**—বিণঃ আগুন সম্পর্কিত, অগ্নিগর্ভ। **-গিরি**—উষ্ণ গলিত ধাতু উদ্গীরক পর্বত, volcano।
**আগ্রহ**—বিঃ আকুলতা, ঝোঁক, ব্যগ্রতা, প্রবণতা। **আগ্রহাতিশয়**—বিঃ অত্যাকুলতা। (আগ্রহ+অতিশয়)। **আগ্রহান্বিত**—বিণঃ আকুল, ইচ্ছুক, উৎসুক।
**আঘাট, আঘাটা**—বিঃ প্রকৃত ঘাট নহে, ব্যবহারের অযোগ্য ঘাট।
**আঘাত**—বিঃ ব্যথা, দুঃখ, ঘা, চোট,

মার। **আঘাতক**—বিঃ, বিণঃ যে আঘাত করে। **আঘাতসহ**—বিণঃ আঘাত সহিতে অভ্যস্ত।

**আঘ্রাণ**—বিঃ গন্ধগ্রহণ। [আ+ঘ্রা+অন]। বিণঃ যাহা শোঁকা হইয়াছে।

**আঙুল, আঙুর, আঙিনা, আঙরাখা, আঙরা, আঙন, আঙটি, আঙটা**—পর্যায়-ক্রমে **আংগুল, আংগুর, আংগিনা, আংগরাখা, আংরা, আংগিনা, আংটি, আংটা**-এর ভিন্ন বানান।

**আংগ**—বিণঃ শরীর-বিষয়ক, আংগিক।

**আংগার**—বিঃ কালিমা, কলংক, কয়লা।

**আংগিক**—বিণঃ অংগজাত, অংগ-বিষয়ক; কাব্যের, নাটকের, গল্পের গঠন-শৈলী।

**আংগিনা, আংগন**—বিঃ বাড়ীর সম্মুখ ভাগ, উঠান।

**আংগিরস**—বিঃ বৃহস্পতি, অংগিরস নামক মুনিপুত্র। [অংগিরস্+ষ্ণ—অপত্যার্থে]।

**আংগুর**—বিঃ আঙুর ফল, দ্রাক্ষা, grape।

**আংগুল, আঙুল**—বিঃ অংগুলি। **-হাড়া**—আঙুলের একপ্রকার রোগ। **আংগুল ফুলে কলাগাছ**—হঠাৎ বড়লোক হওয়া।

**আংগোট**—বিঃ যে আঙটি পায়ের আঙুলে ধারণ করে।

**আচকান**—বিঃ চাপকান, লম্বা ঢিলে জামা বিশেষ।

**আচম্বল**—ক্রি-বিণঃ সহসা, আচম্বিতে।

**আচমন**—বিঃ আহারের আগে ও পরে জলদ্বারা মুখ শুদ্ধি, আঁচানো; পুজোর আগে জলদ্বারা দেহ-শুদ্ধি।

**আচমনীয়**—বিঃ আঁচাইবার জল, আচমন করিবার জল।

**আচম্বিতে**—ক্রি-বিণঃ আচমকা, সহসা।

**আচরণ**—বিঃ প্রকৃতি, স্বভাব, চালচলন; ব্যবহার; অনুষ্ঠান (ধর্মাচরণ)। **আচরণীয়**—বিণঃ ব্যবহার্য। **আচরিত**—অনুষ্ঠিত।

**আচষা**—বিণঃ পতিত, চষা নহে এমন (আচষা জমি)।

**আচাভুয়া, আচাভুয়ো**—বিণঃ কিম্ভুত-কিমাকার, অত্যন্ত অদ্ভুত।

**আচার**[১]—বিঃ আচরণ, অনুষ্ঠান। **-নিষ্ঠ** বিণঃ শাস্ত্রাচারে নিষ্ঠাবান্। **ব্যবহার, -বিচার**—রীতিনীতি। শাস্ত্রসম্মত বিধিনিষেধ। **-ভ্রষ্ট**—বিণঃ সংস্কার বা শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ হইতে বিচ্ছিন্ন। **আচারী**—বিণঃ নিষ্ঠাবান্।

**আচার**[২]—বিঃ বিভিন্ন ফলাদির টক-মিষ্টি-ঝাল সহযোগে মুখরোচক খাদ্য বিশেষ। [ফা]।

**আচার্য**—বিঃ গুরু, শিক্ষাগুরু, অধ্যাপক। [আ+চর্+য]। (স্ত্রী): **আচার্যা**—অধ্যাপিকা। **আচার্যানী**—(স্ত্রী): আচার্য-ভার্যা।

**আচালা**—বিণঃ চালা বা পরিষ্কার করা হয় নাই যাহা (আ+চালা)।

**আচোট**—বিণঃ পতিত, অকর্ষিত। (আচোট জমি)।

**আচ্ছন্ন**—বিণঃ আচ্ছাদিত, আবিষ্ট, বোধহীন। বিঃ **-তা**।

**আচ্ছা**—অব্যঃ (সম্মতি-অর্থে), স্বীকার করা, সায় দেওয়া।

**আচ্ছাদক**—বিণঃ আচ্ছাদনকারী, আবরক। [আ+ছদ্+ণিচ্+অক]।

**আচ্ছাদন, আচ্ছাদ**—আবরণ, ঢাকনা, ছাউনি, পরিধেয়। (**গ্রাসাচ্ছাদন**—খাওয়া-পরা)।

**আচ্ছাদিত**—বিণঃ আবৃত।

**আছ্**—সং ধাতু। ক্রিঃ **আছি, আছে, আছ, আছিল**—থাকা, হওয়া বা অস্তিত্ব-জ্ঞাপক অর্থে।

**আছড়ান, আছড়ানো**—ক্রিঃ গ‍ুঁতা দেওয়া, চোট দেওয়া, আছাড় দেওয়া, নিম্নে নিক্ষেপ করা।

**আছাঁকা**—বিণঃ তরল পদার্থের তলানি সমেত, গ‍ুঁড়ো পদার্থের গ‍ুঁড়ো সমেত; যাহা ছাঁকা হয় নাই।

**আছাঁটা**—বিণঃ যাহা কাটা বা ছাঁটা হয় নাই, (আছাটা চাল, আছাঁটা চুল)।

**আছাড়**—বিঃ সজোরে মাটিতে নিক্ষেপন বা পতন।

**আছোলা**—বিণঃ খোসা সমেত, চাঁচা হয় নাই যাহা।

**আজ**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ অদ্য, বর্তমানে। **-কার, -কের**—বিণঃ চলতি দিনের। **আজকাল**—ক্রি-বিণঃ ইদানিং। **আজকে**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ চলতি দিনে। **আজ-নয়-কাল**—বিঃ গড়িমসি। **আজ বাদে কাল**—শীঘ্রই।

**আজগবি, আজগুবি**—বিণঃ উদ্ভট। [ফা]।

**আজনাই**—**আজনাই**-এর রূপভেদ।

**আজন্ম**—ক্রি-বিণঃ, বিণঃ, বিণঃ-বিণঃ চিরকাল, জন্মাবধি। **-কাল**—ক্রি-বিণঃ চিরজীবন।

**আজব**—বিণঃ উদ্ভট, খাপছাড়া। [আ]।

**আজা**—বিঃ দাদু, মাতামহ। (স্ত্রী): **আজী, আজীমা**।

**আজাড়**—বিণঃ ফতুর, উজাড়, নিঃশেষ।

**আজাদ**—বিণঃ বন্ধনহীন, বিমুক্ত, স্বাধীন। বিঃ **আজাদী**—স্বাধীনতা। **আজাদ হিন্দ্ ফৌজ**—নেতাজী গঠিত ভারতের মুক্তিবাহিনী।

**আজান**—বিঃ মুন্সী, মোল্লা বা মৌলভী কর্তৃক মসজিদ হইতে সাধারণকে নমাজের জন্য ডাকার সুরেলা সুর। [আ]।

**আজানু**—ক্রি-বিণঃ সাধারণত দেহের উপর দিক হইতে হাঁটু বা জানু পর্যন্ত (আ+জানু)। **-লম্বিত**—বিণঃ জানু পর্যন্ত লম্বমান। **আজানু-লম্বিত-বাহু**—বিণঃ জানু পর্যন্ত লম্বা হাত।

**আজি**—**আজ**-এর রূপভেদ (কাব্যে)।

**আজী**—**আজা** দ্রষ্টব্য।

**আজীবন**—ক্রি-বিণঃ, বিণঃ, বিণঃ-বিণঃ যাবজ্জীবন, আজন্মকাল।

**আজীমা**—**আজা**-এর স্ত্রী-রূপ, আইমা, দিদিমা।

**আজু**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ আজ। (আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইনু)।

**আজুরা**—**অজুরা**-এর রূপভেদ।

**আজেবাজে**—বিণঃ অহেতুক, অনর্থক, বাজে। [দেশী]।

**আঞ্জান, আঞ্জানো**—ক্রিঃ বোনা, পোঁতা, রোপণ করা, বপন। বিণঃ অংকুরিত, উপ্ত।

**আজ্ঞাপত্র**—বিঃ ইস্তাহার, রায়-নামা, হুকুম-নামা, decree।

**আজ্ঞা**—বিঃ নির্দেশ, আদেশ, অনুমতি। অব্যঃ সম্মতিসূচক সাড়া। **-কারী**—বিণঃ রায় বা আদেশ-দাতা। (স্ত্রী): **আজ্ঞাকারিণী**। **-নুবর্তী, -বহ**—আদেশ পালক, বাধ্য। **-পক**—আদেশ-দাতা। **-পত্র, -লিপি**—হুকুমনামা। **-পিত**—আদিষ্ট।

**আজ্য**—বিঃ যজ্ঞের ঘৃত।

**আঞ্চলিক**—বিণঃ কোন বিশেষ জায়গার বা অঞ্চলের, স্থানীয়।

**আঞ্জানি**—বিঃ চোখের উপরে যে ব্রণ হয়।

**আঞ্জনের**—বিঃ অঞ্জনার পুত্র, হনুমান। [অঞ্জনা+এর]।

**আঞ্জা**—বিঃ এক সন্তানের জন্ম হইতে পরবর্তী সন্তান জন্মিবার পূর্বে নিয়মিত ব্যবধান। [দেশী]।

**আঞ্জাম**—বিঃ আয়ব্যয়, সম্পাদন, বন্দোবস্ত। [ফা]।

**আঞ্জিনের**—বিঃ টিকটিকির মত একটি জীব কিন্তু হিংস্র।

**আঞ্জুনি**—**আঞ্জনি**-র রূপভেদ।

**আঞ্জুমান, আঞ্জুমন**—বিঃ সভা, সমিতি।

**আট**—বিঃ, বিণঃ ৮ সংখ্যা। বিঃ **-কড়াইয়া, -কৌড়ে**—সন্তান হওয়ার পর ৮ দিনে যে ৮ রকম কড়াইভাজা দিয়া জলযোগ উৎসব করা হয়। ক্রিঃ **আটখানা হওয়া**—আহ্লাদে অধীর হওয়া। ক্রিঃ **আট-খানা করা**—টুকরা টুকরা করা। বিঃ **-ঘাট**—চারিদিক, সকল অলিগলি। বিঃ **-চালা**—যে ঘরে আটটি চালা থাকে অথচ দেয়াল থাকেনা। ক্রি-বিণঃ **-পহর**—সমস্ত দিন ও রাত্রি কাল। বিণঃ **-পৌরে**—সর্বদা ব্যবহার করা হয় এমন।

**আটক**—বিঃ বাধা, অন্তরায়। বিণঃ বন্দী, ক্রিঃ আটক করা। [দেশী]।

**আটকপালিয়া, আটকপালে**—বিণঃ হত-ভাগ্য। বিণ (স্ত্রী): **আটকপালী**।

**আটন**—বিঃ বেদী ; সীমা, আইল।

**আটকা**—বিঃ বাধা। ক্রিঃ **আটকাপড়া**—অবরুদ্ধ হওয়া।

**আটকা-আটকি**—কড়াকড়ি।

**আটকান, আটকানো**—ক্রিঃ অবরুদ্ধ করা, লাগানো (দেওয়ালে), বাধা দেওয়া বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। বিঃ অবরুদ্ধ করণ, বাধা প্রদান। বিণঃ অবরুদ্ধ, সংবদ্ধ, আবদ্ধ।

**আটপিটে, আটপিঠা**—বিণঃ সকল কাজে দক্ষ, চটপটে, শক্ত।

**আটা**—(১) বিঃ গমের গুঁড়া। (২) বিঃ ৮ ফোঁটা সংযুক্ত তাস।

**আটাইশ, আটাশ**—বিঃ ২৮ সংখ্যা বা সংখ্যক। (১) বিঃ **আটাশে**—তারিখ বা মাসের দিন; (২) বিণঃ আটমাসে বা অকালে যে সন্তানের জন্ম; দুর্বল সন্তান।

**আটবিক**—বিণঃ অরণ্য সম্বন্ধীয়।

**আঠা**—বিঃ কাই, গাছের আঠা, মনোযোগ (কাজে)। বিণঃ **-ল, -লো**—চটচটে।

**আঠার, আঠারো**—বিঃ, বিণঃ সংখ্যা বিশেষ। **আঠারো মাসে বছর**—ধীর গতিতে চলা; দীর্ঘসূত্রতা।

**আঠি, আঁঠি**—বিঃ ফলের ভিতরের বীজ।

**আড়**—বিঃ অন্তরাল, আড়াল, বিগ্রহ, প্রস্থ, পাশ। বিঃ জড়তা (উচ্চারণে)। বিঃ কাপড় জামা রাখিবার দণ্ড, মাছ বিশেষ। বিঃ **-বাঁশী**—নীচের ঠোঁট লাগাইয়া যে বাঁশী বাজাইতে হয়।

**আড়কাটি, আড়কাঠি**—বিঃ মজুর সংগ্রহ-কারী (চা-বাগান, সেনাবাহিনী বা খনির জন্য), পথ প্রদর্শক, পাইলট, pilot। বিঃ **আড়কাঠ, আড়কাঠা**—কড়ি কাঠ।

**আড়খেমটা**—বিঃ গানের বা নাচের তাল বিশেষ। [হি]।

**আড়ঙ্গ**—বিঃ গঞ্জ, গোলা, নাচিবার স্থান। [হি]। বিঃ **-ঘাটা**—নৌকা ছাড়িবার ঘাট। **-ছাঁটা**—ক্রিঃ অল্প ছাঁটা বা পরিষ্কার করা। **-ধোলাই**—বিঃ নতুন কাপড়ের রং উঠাইয়া ধোয়া, মাড় দেওয়া।

**আড়ত, আড়ৎ**—বিঃ গুদাম; দ্রব্য রাখিবার স্থান; বিক্রয়ের আদিস্থান; গঞ্জ।

**আড়ম্বর**—বিঃ জাঁকজমক, সমারোহ, মেঘ গর্জন, অহঙ্কার।

**আড়ষ্ট**—বিণঃ অসাড়, জড়। বিঃ **-তা**—জড়তা।

**আড়া**—(১) বিঃ আকার, রকম। (২) বিঃ ধান বা জিনিষের বিশেষ একটা পরিমাণ। (৩) বিঃ কিনারা ডাঙ্গা। (৪) বিঃ **-কাঠা, -আড়ি** কোণাকুণি, পরস্পর শত্রুতা।

**আড়াই**—বিঃ দুই আর অর্ধ।

**আড়াঠেকা**—বিঃ গানের তাল বিশেষ।

**আড়ানা**—বিঃ বিশেষ রাগিণী।

**আড়ানি, আড়ানী**—বিঃ বড় ছাতা, পাখা।

**আড়াল**—বিঃ পরদা, অন্তরাল।

**আড়ি**—বিঃ অসদ্ভাব; আক্রোশ। ক্রিঃ **-পাতা, -মারা**—আড়ালে লুকাইয়া শোনা।

**আড়েহাতে**—ক্রিঃ বিণঃ জোরের সহিত উঠিয়া পড়িয়া লাগা।

**আড্ডা**—বিঃ গল্পগুজবের স্থান (সাধারণতঃ খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়)। ক্রিঃ **-গাড়া**—বাসা বাঁধা। **-দেওয়া, -মারা**—দল বাঁধিয়া গল্পগুজব করা। বিণঃ **-ধারী**—যে আড্ডা দেয়। **-বাজ**—যে লোক আড্ডা দিয়া সময় কাটায়।

**আঢাকা**—বিণঃ যাহা ঢাকা নহে।

**আঢ্য**—বিণঃ ধনী, যুক্ত, সমৃদ্ধ। [আ +ধ্যৈ+অ]।

**আণব, আণবিক**—বিণঃ অণুসম্বন্ধীয়, মলিকুলার, molecular; পরমাণুসম্বন্ধীয়, atomic। [অণু+অ+ইক্]।

**আণ্ডা**—বিঃ ডিম, বাচ্চা।

**আণ্ডিল, আণ্ডীল**—বিণঃ মহাধনশালী।

**আণ্ডীর**—বিণঃ অনেক ডিম্বযুক্ত। [অণ্ড +অ+ঈর]।

**আতঙ্ক**—বিঃ ভয়, শঙ্কা। [আ+তন্ক্ +অ]। বিঃ **আতঙ্কিত**—ভীত, শঙ্কিত।

**আতঞ্চন**—বিঃ দুধে সাঁজা দেওন।

**আতত**—বিণঃ প্রসারিত। [আ+তন্ +ত]।

**আততায়ী**—বিণঃ, বিঃ হিংস্র আক্রমণকারী, বধোদ্যত। [আতত+ই+ইন্]। বিঃ **আততায়ীতা**।

**আতন্তর**—বিঃ দুরবস্থা, অপ্রস্তুত অবস্থা।

**আতপ**—বিঃ রৌদ্র, সূর্যের কিরণ। [আ+তপ+অ]। **-চাউল**—আলো চাল। **আতপ্ত**—বিণঃ অত্যন্ত গরম।

**আতর**—বিঃ সুগন্ধ ফুলের সারগন্ধ। [আ]। বিঃ **-দান**—আতর রাখিবার পাত্র।

**আতলাস**—বিঃ ভূচিত্র, atlas, রেশমি কাপড় বিশেষ।

**আতশ, আতস**—বিঃ আগুন, উত্তাপ। [ফা]। **-বাজি**—তুবড়ি, হাওয়াই প্রভৃতি।

**আতশী**—বিঃ আগুনের ন্যায় শক্তিযুক্ত। **-কাচ**—যে কাচ সূর্যরশ্মির সাহায্যে দাহনশক্তি অর্জন করিতে পারে।

**আতা**—বিঃ ফল বিশেষ।

**আতান্তর**—বিঃ বিপদ, সঙ্কট।

**আতাম্র**—বিণঃ ঈষৎ তামার রঙের। [আ+তাম্র]।

**আতালি-পাতালি**—ক্রি-বিণঃ এদিক-ওদিক, চারিদিকে।

**আতিক্ত**—বিণঃ ঈষৎ তিক্ত।

**আতিথেয়**—বিণঃ অতিথি সেবা সম্বন্ধীয়। [অতিথি+এয়]। বিঃ **আতিথেয়তা**।

**আতিথ্য**—বিঃ অতিথিসেবা, অতিথি

সেবার জিনিস। **-গ্রহণ, -স্বীকার**—অতিথি হওয়া।

**আতিশয্য**—বিঃ বাড়াবাড়ি। [অতিশয়+য]।

**আতু**—বিঃ তেলা, মাড়। **আতুআতু, -পুতু**—অতিশয় যত্ন।

**আতুর**—বিণঃ রুগ্ন, কাতর। [আ+তুর+অ]। বিঃ **আতুরাশ্রম**—অতিথি থাকিবার স্থান।

**আত্ত**—বিণঃ গৃহীত, প্রাপ্ত।

**আত্তি**—বিঃ মনের দুঃখ মমতা বা আত্মীয়তা প্রদর্শন (যত্নআত্তি করা)।

**আত্তীকরণ**—বিঃ শরীরের বা মনের অংশরূপে গ্রহণ। [আ+দা+তি+করণ]।

আত্ম[১]—বিণঃ, বিঃ নিজের আপনজন।

আত্ম[২]—বিঃ স্বয়ং। **-কলহ**—গৃহ বিবাদ। বিণঃ **-কৃত**—নিজের করা। **-গত**—আপন মনে। বিঃ **-গরিমা, -গর্ব**—নিজের অহঙ্কার। বিণঃ **-গর্বী**—অহঙ্কারী। বিঃ **-গোপন**—নিজেকে বা নিজের মনের ভাব লুকানো। **-গৌরব**—নিজের মর্যাদা বা গুরুত্ব। **-গ্লানি**—অনুতাপ। বিণঃ **-ঘাতী** নিজেকে হত্যাকারী। (স্ত্রী): **—ঘাতিনী**। বিঃ **-চিন্তা**—নিজের মনকে নিজে দেখা, নিজের সম্বন্ধে ভাবা, পরমাত্মার বিষয়ে চিন্তা করণ। বিঃ **-জ**—পুত্র। (স্ত্রী): **-জা**—কন্যা। বিণঃ **-জ্ঞ**—আত্মার বিষয়ে জ্ঞানী। বিণঃ **-জ্ঞান, -তত্ত্ব**—পরমাত্মার বিষয়ে জ্ঞান। বিণঃ **-তত্ত্বজ্ঞ—ব্রহ্মজ্ঞানী**। বিঃ **-তুষ্টি, -তৃপ্তি**—নিজের সন্তোষ। বিণঃ **-তুল্য**—নিজের মতো। বিঃ **-ত্যাগ**—নিজের সব কিছু ত্যাগ। বিণঃ **-ত্যাগী**—স্বার্থত্যাগী। বিঃ **-ত্রাণ**—নিজের মুক্তি। বিঃ **-দমন**—নিজেকে সংযত করণ। **-দর্শন, -দৃষ্টি**—নিজের বিচারে নিজের আত্মার স্বরূপজ্ঞান বোধ। বিঃ **-দর্শিতা**—নিজেকে উপলব্ধি করার অভ্যাস। বিঃ **-দান**—বলিদান, নিজেকে উৎসর্গ করণ। বিঃ **-দ্রষ্টা**—নিজেকে যিনি উপলব্ধি করেন। **-দ্রোহ**—আত্মকলহ, নিজের অনিষ্ট। বিঃ **নিবেদন**—নিজেকে উৎসর্গ করণ। বিঃ **নিয়ন্ত্রণ**—নিজেকে শাসন। **-নিয়োগ**—নিজেকে কোন কাজে লাগানো। বিণঃ **-নির্ভর**—স্বাবলম্বী। **-নিষ্ঠ**—আত্মার প্রতি নিষ্ঠাসম্পন্ন লোক। বিঃ **-পর**—নিজ ও পর। বিণঃ **-পরায়ণ**—ব্রহ্মে নিষ্ঠাময়। **-পরিচয়**—নিজের বিষয় বর্ণন। বিঃ **-পীড়ন**—নিজেকে কষ্ট দেওয়া। বিঃ **-প্রকাশ**—স্বরূপ বাহির করণ। বিঃ **-প্রতারণা**—নিজেকে ঠকানো। বিঃ **-প্রত্যয়**—নিজের উপর আস্থা। **-প্রশংসা**—নিজের বাহাদুরি নিজে বলা। **-শ্লাঘা**—নিজের প্রশংসা। বিঃ **-প্রসাদ**—স্বতৃপ্তি। বিঃ **-বর্গ**—আত্মীয়স্বজন। বিঃ **-বঞ্চনা**—নিজেকে নিজে বঞ্চিত করণ। অব্যঃ **-বৎ**—নিজের ন্যায়। বিণঃ **-বশ**—সংযত। বিঃ **-বিকাশ**—নিজের সুপ্ত শক্তির প্রকাশ। বিঃ **-বিক্রয়**—নিজেকে বেচা। বিঃ **-বিচ্ছেদ**—আত্মীয়-স্বজনদের সহিত বিচ্ছেদ। বিণঃ **-বিদ্, -বিৎ**—নিজেকে যিনি জানেন, আত্মজ্ঞ। বিণঃ **-বেদী**—আত্মজ্ঞ। বিঃ **-বিরোধ**—নিজের বিপক্ষ আচরণ। বিঃ **-বিলাপ**—হাহুতাশ করণ। বিঃ **-বিলোপ**—নিজের সমস্ত লুপ্ত করিয়া দেওন। বিঃ **-বিস্মরণ, -বিস্মৃতি**

নিজেকে ভুলিয়া গিয়াছে এমন। বিঃ **-বুদ্ধি**—নিজের বুদ্ধি। বিঃ **-মর্যাদা, -সম্ভ্রম, -সম্মান**—নিজের সম্মান নিজে উপলব্ধি করণ। বিঃ **-রক্ষা**—নিজেকে রক্ষা করণ। বিঃ **-রূপ, স্বরূপ**—নিজের রূপ। বিঃ **-লোপ**—নিজেকে অন্যের হাতে একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া। **-শক্তি**—নিজের ক্ষমতা। **-শাসন, -সংযম**—নিজেকে নিজে সংযত রাখা। বিঃ **-শুদ্ধি, -শোধন**—নিজেকে শোধন করণ। বিণঃ **-সমাহিত**—আপনাতে আপনি মগ্ন। বিণঃ **-সম্বন্ধীয়, -সম্পর্কীয়**—নিজের সম্পর্কে জড়িত। বিঃ **-সংবরণ**—নিজেকে সংযত করণ। বিণঃ **-সর্বস্ব**—নিজের সব কিছু। অব্যঃ **-সাৎ**—নিজের কবলিত করা। বিঃ **-সিদ্ধি**—মুক্তি। বিঃ **-হত্যা**—নিজেকে নিজে হত্যা করণ। বিণঃ, বিঃ **-হন্তা, -হন্তী, -হা**—নিজেকে নিজে যে হত্যা করে। **-হারা**—যে নিজেকে নিজে ভুলিয়া যায়।

**আত্মা**—বিঃ জীবাত্মা, পরমাত্মা; ব্রহ্ম।

**আত্মাদর**—বিঃ নিজের প্রতি শ্রদ্ধা, নিজের মান অপমানের প্রতি লক্ষ্য।

**আত্মাদর্শ**—বিঃ নিজের দৃষ্টান্ত।

**আত্মাধীন**—বিণঃ স্ববশ, স্বাধীন।

**আত্মানন্দ**—বিণঃ আপনার আনন্দেই বিভোর।

**আত্মানুসন্ধান, আত্মান্বেষণ**—বিঃ ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞানলাভের চেষ্টা, স্বরূপের অনুসন্ধান, ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের সাধনা, নিজের অন্তর পরীক্ষা বা দোষ গুণের বিচার। বিণঃ **আত্মানুসন্ধানী, আত্মান্বেষী**—আত্মানুসন্ধানকারী।

**আত্মানুশাসন**—বিঃ আত্মার সম্বন্ধে উপদেশ।

**আত্মাপরাধ**—বিঃ নিজের দোষ।

**আত্মাপহারক, আত্মাপহারী**—বিণঃ স্বীয় পরিচয় গোপনকারী, প্রবঞ্চক।

**আত্মাপুরুষ**—বিঃ আত্মা, প্রাণ। **-খাঁচা ছাড়া হওয়া**—ক্রিঃ বিণঃ দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়া, মৃত্যু ঘটা।

**আত্মাবমাননা**—বিঃ নিজের অবমাননা।

**আত্মাবলম্বন**—বিঃ স্বাবলম্বন।

**আত্মাভিমান**—বিঃ অহঙ্কার। বিণঃ **আত্মাভিমানী**—অহঙ্কারী। বিঃ (স্ত্রী): **আত্মাভিমানিনী**।

**আত্মারাম**—(১) বিণঃ আত্মাতেই পরমানন্দ অনুভবকারী, আত্মতৃপ্ত। (২) বিঃ আত্মাপুরুষ, প্রাণপাখী।

**আত্মাশ্রয়ী**—বিণঃ আত্মনির্ভর; স্বাবলম্বী।

**আত্মাহুতি**—বিঃ নিজেকে আহুতিদান; স্বীয় জীবন বিসর্জন।

**আত্মীকরণ**—বিঃ আত্মসাৎকরণ।

**আত্মীয়**—(১) বিণঃ আপন। (২) বিঃ স্বজন, কুটুম্ব, জ্ঞাতি, বান্ধব, বন্ধু। [আত্মন্+ঈয়]। বিণঃ, বিঃ (স্ত্রী): **আত্মীয়া**। বিঃ **-তা**—হৃদ্যতা, কুটুম্বিতা, বন্ধুত্ব।

**আত্মোৎকর্ষ আত্মোন্নতি**—বিঃ স্বীয় আত্মার বা নিজের উন্নতি।

**আত্মোৎসর্গ**—বিণঃ স্বীয় জীবন বা স্বার্থ বিসর্জন।

**আত্মোপকার**—বিঃ নিজের উপকার বা উন্নতি।

**আত্মোপকারী**—বিণঃ স্বার্থপর।

**আত্মোপম**—বিণঃ আপনার সমান বা সদৃশ। বিঃ **আত্মোপম্য**—নিজ সদৃশ; স্বীয় দৃষ্টান্ত।

**আত্যন্তিক**—বিণঃ অত্যধিক, যৎ-পরোনাস্তি ; অশেষ, পরিমাণ বিশিষ্ট বা মাত্রাযুক্ত, extreme।

**আত্যয়িক**—বিণঃ বিনাশ সম্বন্ধীয়, বিপদ সূচক, জীবন নাশক।

**আত্রেয়**—বিঃ অত্রিমুনির পুত্র (দত্ত সোম ও দুর্বাসা)। [অত্রি+এয়]। বিঃ (স্ত্রী) : **আত্রেয়ী**—অত্রিমুনির পত্নী।

**আথান্তর**—**আতান্তর**-এর রূপভেদ।

**আথাল**—বিঃ গোহাল (আথাল ভরা গরু)। **আথালি-পাথালি**—ক্রিঃ বিণঃ চতুর্দিকে।

**আথিবিথি, আথেবেথে, আথেব্যথে**—ব্যস্তসমস্ত ভাবে।

**আদ্**[১]—বিঃ অর্ধখণ্ড।

**আদ্**[২]—বিণঃ আদি, সাবেক, মূল।

**আদ-কপালি, -কপালিয়া, -কপালে**—আধাকপাল জুড়িয়া মাথা ব্যথা।

**আদত**—(১) বিণঃ-সমগ্র, গোটা, আস্ত, আসল, খাঁটি, প্রকৃত। (২) বিঃ স্বভাব, অভ্যাস, আচার, রীতি, ধারা। অব্যঃ **আদতে**—বাস্তবিক পক্ষে।

**আদত্ত**—বিণঃ গৃহীত। [আ+দা+ত]।

**আদদ**—সংখ্যা-গণনা, বার, দাবী।

**আদপে, আদবে**—ক্রি-বিণঃ আসলে, মূলে ; মোটে, একেবারেই।

**আদব**—বিঃ শিষ্টাচার, ভদ্রতা। বিঃ **-কায়দা**—ভদ্রতার বা ভদ্র সমাজের রীতিনীতি। বিণঃ **-কায়দাদুরস্ত, -কায়দাদোরস্ত**—আদব কায়দায় অভ্যস্ত।

**আদম**—বিঃ ইসলামী, খৃষ্টীয় ও ইহুদী পুরাণের প্রথম সৃষ্ট মানুষের নাম, Adam।

**আদমশুমারি, আদমশুমারী, আদম-সুমারী**—বিঃ লোকগণনা, census।

**আদমি, আদমী**—বিঃ মানুষ, ব্যক্তি, লোক, পুরুষ, মরদ। [আ]।

**আদর**—বিঃ মর্যাদা, স্নেহ, প্রীতি, প্রণয়, সোহাগ, অনুরাগ। [আ+দৃ+অ]। বিণঃ **-নীয়**—পূজনীয়, আদরের যোগ্য। বিণঃ (স্ত্রী) : **-আদরিণী**—আদরের পাত্রী এমন, আদুরী।

**আদরা**—বিঃ আদল; চিত্রাঙ্কনের প্রাথমিক কাঠামো বা 'নকশা, খসড়া।

**আদরী**—বিণঃ আদর পাইয়া যে নষ্ট হইয়া যায়।

**আদর্শ**—বিঃ অনুকরণ যোগ্য ব্যক্তি বা বস্তু· নমুনা, আয়না। [আ+দৃশ্+অ]। **-স্থানীয়**—আদর্শের উপযুক্ত। **-স্বভাব**—অতিশয় উৎকৃষ্ট স্বভাব।

**আদল**—বিঃ সাদৃশ্য (বিশেষতঃ চেহারার)।

**আদলি**—বিঃ চারা রোপনের জন্য আধ-খানা হাঁড়ি, আধলি।

**আদা**—বিঃ মসলা রূপে ব্যবহৃত ঝাঁজালো মূল বিশেষ। **আদাজল খাইয়া লাগা**—ক্রিঃ নাছোরবান্দা হইয়া প্রবৃত্ত হওয়া। **আদায় কাঁচ-কলায়**—পরস্পর চিরশত্রুর ন্যায়; সাপে-নেউলে। **আদার ব্যাপারী**—অতি সামান্য কাজের কাজী, নগণ্য-লোক, তুচ্ছলোক।

**আদাগা**—বিণঃ অচিহ্নিত।

**আদাড়**—বিঃ আবর্জনা ফেলিবার স্থান।

**আদাড়ে**—বিণঃ আদাড়ের, জংলা, নিকৃষ্ট জাতীয়। **আদাড়ের হাঁড়ি**—তুচ্ছ, অনাদৃত ব্যক্তি।

**আদাড়িয়া, আদাড়ে**—বিণঃ দুর্দম্য, অর্ধসম্পন্ন।

**আদান**—বিঃ গ্রহণ, প্রতিগ্রহ।

**আদান-প্রদান**—বিঃ দেওয়া ও নেওয়া;

সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন।

**আদাব**—বিঃ অভিবাদন, সেলাম, নমস্কার। [আ]।

**আদায়**—বিঃ উসুল, সংগ্রহ (কর আদায়); লাভ (সম্মান আদায়); পরিশোধ (দেনা আদায়)।

**আদালত**—বিঃ বিচারালয়, কোর্ট। বিণঃ **আদালতী**—বিচারালয় বিষয়ক [আ]।

**আদি**—বিঃ উৎপত্তির কারণ, উৎপত্তির জায়গা, প্রভৃতি (মাংসাদি)। বিণঃ প্রথম, মূল। [আ+দা+ই]। **-কবি**—বিঃ বাল্মীকি। **-কারণ**—বিঃ মূল কারণ; পরমব্রহ্ম। **-কাল**—প্রাচীনকাল। **-কার্য**—প্রথম কার্য। **-কাব্য**—রামায়ণ। **-দেব**—প্রথম দেবতা পরমব্রহ্ম; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। **-নাথ**—ঈশ্বর; মহাদেব। **-পুরাণ**—ব্রহ্মপুরাণ। **-পুরুষ**—বংশের প্রথম লোক। **-বাসী**—আদিম অধিবাসী বা জাতি। **-ভূ, -ভূতা**—প্রথম জাত বা সৃষ্ট। **-রস**—অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রথম রস, শৃঙ্গার রস।

**আদিখ্যেতা, আধিখ্যেতা**—বিঃ ভণ্ডামি, ন্যাকামি, অস্বাভাবিক বাড়াবাড়ি।

**আদিত্য**—বিঃ দেবতা, সূর্য, আকন্দ গাছ, সূর্যমণ্ডলস্থিত হিরণ্ময় বিষ্ণু, পুনর্বসু নক্ষত্র; অদিতির গর্ভে জাত কশ্যপের দ্বাদশ পুত্র;ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু; ঋগ্বেদে ছয় জন আদিত্যের উল্লেখ আছে, তৈত্তিরীয়ে আট আদিত্যের নাম পাওয়া যায়।

**আদিম**—বিণঃ প্রথম।

**আদিষ্ট**—বিণঃ আদেশ বা উপদেশ প্রাপ্ত, নিযুক্ত। [আ+দিশ+ত]।

**আদুর, আদুড়, আদুল**—বিণঃ খোলা, নগ্ন, অবিন্যস্ত।

**আদুরে**—বিণঃ বেশী স্নেহপ্রাপ্ত, খুব বেশী আবদার করে' যে। [আদর+ইয়া, এ]। (স্ত্রী): **আদুরী**। **আদুরে গোপাল**—অতিরিক্ত আদরের মাধ্যমে যে বর্ধিত।

**আদৃত**—বিণঃ সমাদর প্রাপ্ত, অভিনন্দিত। [আ+দৃ+ত]।

**আদেখলা আদেখলে**—বিণঃ হ্যাংলা, দেখিবার বা পাইবার জন্য এমন ভাব দেখানো যে পূর্বে কখনও দেখে নাই; অত্যন্ত লোভী।

**আদেশ**—বিঃ নির্দেশ। [আ+দিশ+অ]। **-ক,-কর্তা**—বিণঃ, বিঃ যিনি আদেশ দেন। **-পত্র**—নির্দেশনামা।

**আদেশানুবর্তন**—বিঃ নির্দেশ অনুযায়ী কার্যকরণ।

**আদেশী**—বিঃ আদেশ কর্তা, দৈবজ্ঞ।

**আদেষ্টা**—বিণঃ আদেশ দাতা।

**আদৌ**—অব্যঃ মোটেই, আদপে (আদি-র ৭মীর রূপ)।

**আদ্দি**—বিঃ সূক্ষ্ম বস্ত্র বিশেষ। [হি]।

**আদ্য**—বিণঃ সর্বপ্রথম, প্রধান, আদিম। [আদি+য]। **-ন্ত**—বিণঃ গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত। বিঃ **-কৃত্য**—সকলের আগে করণীয় কাজ। **-প্রাণী**—জীবজগতের সর্বনিম্ন প্রাণী। **-প্রান্ত**—ক্রি-বিণঃ—আগাগোড়া। **-রস**—আদিরস। বিঃ **-শ্রাদ্ধ**—অশৌচ শেষে প্রথম দিন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সহিত যে কাজ করা হয়।

**আদ্যা**—বিণঃ (স্ত্রী): সর্বপ্রথমা, প্রকৃতি, দুর্গা। **-শক্তি**—বিঃ সৃষ্টির আদি দেবী বা শক্তি বা কারণ, পরমেশ্বরী।

**আদ্যোপান্ত**—ক্রি-বিণঃ প্রথম হইতে শেষ অবধি। [আদ্য+উপান্ত]।

**আদ্রক**—বিঃ আদা।

**আদ্রিয়মাণ**—বিণঃ আদর প্রাপ্ত। [আ+দৃ+আন]।

**আধ**—বিণঃ অর্ধেক, আংশিক। বিণঃ আধো-আধো, **আধ-আধ**—স্পষ্টভাবে উচ্চারিত নহে। বিণঃ **-কপালে**—মাথার অর্ধেকটা ধরা। বিণঃ **খেঁচরা**—যেন-তেন, অসম্পূর্ণ। বিণঃ **-পাগলা**—অর্ধোন্মত্ত। **-পেটা**—অর্ধেক পেট ভরা। **-বয়সী**—মধ্য বয়সী। **-বুড়ো, -বুড়ি**—প্রায় বৃদ্ধ (বৃদ্ধা)। **-মরা**—মরার সামিল হওয়া।

**আধর্ষণ**—বিঃ আক্রমণ, অসম্মানন। বিণঃ **আধর্ষিত**—আক্রান্ত, অপমানিত।

**আধলা**—বিণঃ আধখানা। [হি]।

**আধা**—বিণঃ অর্ধ। বিঃ অর্ধভাগ।

**আধান**—বিঃ গ্রহণ, স্থাপন। [আ+ধা+অন]।

**আধার**—বিঃ পাত্র, আশ্রয়।

**আধি**—বিঃ মনের ব্যাধি। [অ+ধ্যৈ+ই]। **-ব্যাধি**—মনঃপীড়া।

**আধিকারিক**—বিঃ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, officer-in-charge। বিণঃ অধিকার-বিষয়ক।

**আধিক্য**—বিঃ বাড়াবাড়ি, উৎকর্ষ। [অধিক+য]।

**আধিক্লিষ্ট**—বিণঃ মনঃপীড়ায় পীড়িত।

**আধিদৈবিক**—বিণঃ দেবতা হইতে সংঘটিত। [অধিদেব+ইক্]। **-ভৌতিক**—পঞ্চভূত জাত।

**আধিপত্য**—বিঃ কর্তৃত্ব। [অধিপতি+য]।

**আধিরাজ্য**—আধিপত্য, অধিরাজের ভাব। [অধিরাজ+য]।

**আধূত, আধুত**—বিণঃ সামান্য কম্পিত। [আ+ধূ+ত]।

**আধুনিক, আধুনিকা, আধুনিকী**—বিণঃ বর্তমানকালের, নব্য। [অধুনা+ইক]।

**আধুলি, আধুলী**—বিঃ আধ টাকা, অর্ধ-মুদ্রা।

**আধৃত**—বিণঃ গৃহীত। [আ+ধৃ+ত]।

**আধেক**—ক্রি-বিণঃ অর্ধেক।

**আধেয়**—বিণঃ, বিঃ স্থাপনের যোগ্য, আধারস্থ বস্তু। [আ+ধা+অ]।

**আধোয়া, আধোওয়া**—বিণঃ আকাচা।

**আধ্মাত**—বিণঃ বাতাসে পূর্ণ, শব্দিত। [আ+ধ্মা+ত]।

**আধ্মান**—বিঃ ধ্বনি, স্ফীতি, পেটফাঁপা।

**আধ্যাত্মিক**—বিণঃ আত্মা হইতে আগত; ধর্ম বিষয়ক, ব্রহ্ম বিষয়ক।

**আধ্যান**—বিঃ স্মরণ, ভাবনা। [আ+ধ্যৈ+অন]।

**আন**—বিণঃ অন্য। ক্রিঃ আনয়ন করা।

**আনক**—বিঃ ঢাক, ভেরী, মৃদঙ্গ।

**আনকা, আনকো, আনখা**—বিণঃ অপরিচিত, নূতন, অদেখা, অজানা।

**আনকোরা**—বিণঃ একেবারে নূতন। অব্যবহৃত।

**আনচান**—বিণঃ অস্থির, আকুল ('মা বলিতে প্রাণ করে আনচান'—রবীন্দ্র)।

**আনত**—বিণঃ প্রণত, অবনত। ক্রি-বিণঃ আনয়ন করে। অব্যঃ অন্যত্র। বিণঃ (স্ত্রী): **আনতি**।

**আনদ্ধ**—বিঃ চামড়া দ্বারা মুখ আবৃত বাদ্য যন্ত্র (মৃদঙ্গ)। বিণঃ চামড়া দ্বারা বদ্ধ মুখ। [আ+নহ্+ত]।

**আনন**—বিঃ মুখ, বদন।

**আনন্তর্য**—বিঃ অনন্তরত্ব, ব্যবধান-বিহীনতা।

**আনন্ত্য**—বিঃ অসীমত্ব, অনন্তের ভাব।
**আনন্দ**—বিঃ আহ্লাদ, হর্ষ। [আ+নন্দ্+অ]। **-কানন**—যে বনে আনন্দ বিরাজমান। বিণঃ **আনন্দিত**—হৃষ্ট, খুশী। **-দায়ক**—আনন্দ দেয় যাহা।
**আনমন**—বিণঃ অন্য দিকে মন, উদাসীন।
**আনয়ন**—বিঃ লইয়া আগমন। [আ+নী+অন]।
**আনর্থ, আনর্থ্য, আনর্থক্য**—বিঃ ব্যর্থতা, অনর্থকতা।
**আনা**—ক্রিঃ গিয়া লইয়া আসা। বিঃ **আনয়ন**। বিণঃ **আনীত**। **-গোনা**—আসা-যাওয়া।
**আনাচ-কানাচ**—বিঃ আশপাশ, গলি-ঘুঁজি। [দেশী]।
**আনাজ**—বিঃ ব্যঞ্জনের উপযুক্ত কাঁচা তরকারী। [হি]।
**আনাড়ী**—বিণঃ অদক্ষ, অজ্ঞ। [হি]।
**আনায়**—বিঃ ফাঁদ, জাল। [আ+নী+অ]। বিঃ **আনায়ী**—শিকারী।
**আনার**—বিঃ ডালিম, বেদানা। **-কলি**—কাঁচ ডালিম। [ফা]।
**আনারস**—ফল বিশেষ। [পো]।
**আনিল**—বিঃ পবননন্দন, হনুমান ; ভীম।
**আনীল**—বিণঃ সামান্য নীল বর্ণ।
**আনুকূল্য**—বিঃ পোষকতা, অনুগ্রহ। [অনুকূল+য]।
**আনুগত্য**—বিঃ বশ্যতা, বাধ্যতা। [অনু-গত+য]।
**আনুতোষিক**—সাহায্যরূপে প্রাপ্ত বৃত্তি। gratuity।
**আনুপাতিক**—বিণঃ অন্য কোনও পরি-বর্তনশীল রাশির সহিত স্থির-সম্বন্ধযুক্ত।
**আনুপাদিক**—বিণঃ পশ্চাৎ অনুসরণ-কারী।
**আনুপূর্ব, আনুপূর্ব্য**—বিঃ যথাক্রম। [অনুপূর্ব+অ, য]। বিণঃ **আনু-পূর্বিক**—আগাগোড়া।
**আনুপূর্বী**—বিঃ যথাক্রম।
**আনুমানিক**—বিণঃ আন্দাজমত।
**আনুরক্তি**—বিঃ আসক্তি।
**আনুরূপ্য**—বিঃ একই ভাব। [অনুরূপ+য]।
**আনুলোম্য**—বিঃ বর্ণানুক্রমিকা।
**আনুশাসনিক**—বিণঃ রাজনীতির অনু-শাসন বিষয়ক, মহাভারতের একটি পর্ব।
**আনুষঙ্গ, আনুসঙ্গ**—বিণঃ অপ্রধান, গৌণ।
**আনুষঙ্গিক**—বিণঃ অন্য বিষয়ের সহিত জড়িত। [অনুষঙ্গ+ইক]।
**আনুষ্ঠানিক**—বিণঃ অনুষ্ঠান বিষয়ক, বিধিমত অনুষ্ঠান অনুসারে।
**আনুপ**—বিণঃ জলময়। বিঃ জলপ্রিয় জন্তু (মহিষ)।
**আনৃণ্য**—বিণঃ ঋণমুক্তি, ঋণশূন্যতা।
**আনৃশংস্য**—বিঃ দয়া, করুণা, অতিশয় অনির্দয় ভাব।
**আনেতা**—বিণঃ আনয়নকারী।
**আনোট, আনোটা**—বিঃ পায়ের আঙ্গুলের আংটি বিশেষ।
**আন্তঃপুরিক**—বিঃ অন্তপুরের অধ্যক্ষ।
**আন্তঃপ্রাদেশিক**—বিণঃ বিভিন্ন প্রদেশের সহিত সম্পর্কযুক্ত।
**আন্তর**—বিণঃ মধ্যস্থ, অন্তর্গত। বিঃ ব্যবধান, দূর।
**আন্তর্জাতিক, আন্তর্জাতীয়**—বিণঃ বিভিন্ন জাতি সম্পর্কীয়, inter-national।
**আন্তরিক**—বিণঃ অকপট, হৃদ্য। [অন্তর+ইক+অ]। বিঃ **-তা**—হৃদ্যতা।

**আন্ত্র, আন্ত্রিক**—বিণঃ অন্ত্র বিষয়ে, অন্ত্র ঘটিত জ্বর।
**আন্দাজ**—বিঃ অনুমান, আভাস। বিণঃ **আন্দাজী**—আনুমানিক। [ফা]।
**আন্দোলন**—বিঃ আলোড়ন, সঞ্চালন। বিণঃ **আন্দোলিত**—আন্দোলন করা হইয়াছে এমন।
**আন্ধার**—বিঃ অন্ধকার।
**আন্ধারিয়া**—অস-ক্রিঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া।
**আন্বয়িক**—বিণঃ শ্রেষ্ঠ বংশজাত, কুলীন; সম্বন্ধযুক্ত। (স্ত্রী) ঃ **আন্বয়িকী**।
**আন্বীক্ষিকী**—বিঃ তর্কশাস্ত্র, ন্যায় দর্শন।
**আপ**—বিঃ নিজে, আপনি। বিণঃ নিজস্ব (আপ রুচি খানা)।
**আপকাওয়াস্তে**—বিণঃ নিজের জন্য। [হি]।
**আপক্ক**—বিণঃ আধপক্ক, অর্ধসিদ্ধ।
**আপখোরাকি**—বিণঃ নিজের খাওয়া নিজের পয়সায় করিতে হয় এমন।
**আপগা**—বিঃ নদী। [আপ+গম+আ]।
**আপজাত্য**—বিঃ হীন কুলের, অপজাতের, বংশগত গুণের অভাব।
**আপড়া**—বিণঃ না পড়া, অপঠিত।
**আপণ**—বিঃ দোকান, হাট।
**আপণিক**—বিণঃ আপণ সম্বন্ধীয়। বিঃ দোকানদার।
**আপতন**—বিঃ আকস্মিক ঘটনা, পতন। [আ+পৎ+অন]।
**আপতিক**—বিঃ দৈবাৎ ঘটা।
**আপত্তি**—বিঃ অসম্মতি, ওজর। [আ+পদ্+তি]। বিণঃ **-কর, -জনক, -যোগ্য**—যাহাতে আপত্তি করা হয়।
**আপতিত**—বিণঃ হঠাৎ পড়া। [আ+পৎ+ত]। বিঃ **আপতিত রশ্মি**।

**আপৎকাল**—বিঃ বিপদের সময়।
**আপদ্, আপৎ**—বিঃ বিপদ, দুর্দশা, দুঃখ, অপ্রীতিকর কিছু। [আ+পদ্+ক্বিপ্]। **-গ্রস্ত**—বিণঃ বিপদে পড়িয়াছে এমন। বিঃ **-ধর্ম**—বিপদে পড়িলে অন্যায় জানিয়াও করা।
**আপদুদ্ধার**—বিঃ বিপদমুক্তি।
**আপন**—বিণঃ নিজ, স্বীয়। ক্রি-বিণঃ **-মনে**—নিজের মনে।—**সর্বস্ব**—আত্মকেন্দ্রিক। **-ভোলা**—নিজের সম্বন্ধে উদাসীন। সর্বঃ **আপনার**—নিজের। **আপনার পায়ে কুড়ুল মারা**—নিজে নিজের ক্ষতি করা।
**আপনা**—সর্বঃ নিজে, স্বয়ং। বিণঃ **আপনা-আপনি**—নিজে নিজে। **আপনার**—আত্মীয়-অনাত্মীয়, শত্রু-মিত্র।
**আপনি**—সর্বঃ 'তুমি'-র সম্ভ্রমসূচক রূপ।
**আপন্ন**—বিণঃ বিপদগ্রস্ত। [আ+পদ্+ত]।
**আপরাহ্ণিক**—বিণঃ বৈকালিক কর্তব্য। [অপরাহ্ণ+ইক]।
**আপশ, আপস, আপোষ**—মিটমাট; আপনা-আপনি মীমাংসা। [ফা]।
**আপশোস**—বিঃ দুঃখ, মনস্তাপ। [ফা]।
**আপসে**—ক্রি-বিণঃ আপনা হইতে।
**আপাক**—বিঃ ঈষৎ পাক বা সিদ্ধ করণ।
**আপাকা**—বিণঃ কাঁচা।
**আপাঙ্গ**—বিঃ বৃক্ষবিশেষ; চিড়চিড়ে গাছ (ব্যথা ও বেদনার উপকারে লাগে)।
**আপাণ্ডুর**—বিণঃ ঈষৎ বিবর্ণ।
**আপাত**—বিঃ উপস্থিত সময়, প্রথম সময়। **-পতন**—সংঘটন। বিণঃ **-কঠিন**—প্রথম দৃষ্টিতে কঠিন মনে হইলেও

সহজ। **-ত**—সম্প্রতি। **-মধুর**—বর্তমানে মধুর মনে হইলেও পরিণামে খারাপ। বিণঃ **-মনোহর, মনোরম**—গোড়ায় ভাল। বিণঃ **-রমণীয়, -রম্য**—গোড়ায় সুন্দর।

**আপাতিক-পরিচর**—বিঃ হঠাৎ প্রয়োজনে নিযুক্ত ভৃত্য।

**আপাদ**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ পদ অবধি, পা পর্যন্ত। **-মস্তক**—মাথা হইতে পা অবধি।

**আপাদিত**—বিণঃ সম্পাদিত।

**আপান**—বিঃ যেখানে দল বাঁধিয়া মদ্যপান করা হয়, মদের দোকান।

**আপামর**—ক্রি-বিণঃ সকলে, উচ্চনীচ অভেদে।

**আপালি**—বিঃ ঈষৎ পালি বর্ণ; উকুন।

**আপিঙ্গল**—বিণঃ ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণ।

**আপীড়**—বিঃ কিরীট, মাথায় শিখাবন্ধ মালা। [আ+পীড়্+অ]।

**আপীড়ন**—বিঃ প্রগাঢ় আলিঙ্গন। [আ+পীড়্+অন]।

**আপীড়িত**—বিণঃ নিষ্পেষিত, অতিশয় পীড়িত ; প্রগাঢ় ভাবে আলিঙ্গিত।

**আপীত**—বিণঃ ঈষৎ পীত বর্ণ ; সম্পূর্ণ রূপে পান করা হইয়াছে এমন। [আ+পা+ত]।

**আপীন**—বিঃ গরু জাতীয় পশুর স্তন বা বাঁট। বিণঃ অল্প মোটা।

**আপীল**—বিঃ আবেদন, পুনরায় বিচারের জন্য আবেদন, appeal।

**আপেক্ষিক**—বিণঃ অপেক্ষাকৃত, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

**আপেক্ষিক গুরুত্ব**—তুলনামূলক গুরুত্ব।

**আপেক্ষিকতত্ত্ব**—বিঃ theory of relativity, আইনষ্টাইন এই মতবাদের প্রবর্তক।

**আপেল**—বিঃ ফল বিশেষ।

**আপ্ত১**—বিণঃ প্রাপ্ত। **-বাক্য**—প্রামাণিক বাক্য। **-বন্ধু**—নিকট বন্ধুবান্ধব। **-বচন**—মুনিবাক্য।

**আপ্ত২**—বিণঃ আপন। বিণঃ **-গরজী**—স্বার্থপর। **-সার**—যোগ বা অন্য কোন প্রক্রিয়া দ্বারা আত্মরক্ষা। বিণঃ **-সুখী**—যে কেবল নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে এমন।

**আপ্যায়ন**—বিঃ প্রীতিজ্ঞাপন, অভ্যর্থনা। [আ+প্যায়্+অন]। বিণঃ **আপ্যায়িত**—সম্বর্ধনা প্রাপ্ত।

**আপ্রাণ**—বিণঃ, ক্রি-বিণঃ প্রাণকে পণ করিয়া।

**আপ্লাব, আপ্লব, আপ্লাবন**—বিঃ বন্যা। [আ+প্লু+অ, অন]। বিণঃ **আপ্লাবিত**—সিক্ত, প্লাবিত।

**আপ্লুত**—বিণঃ স্নাত।

**আফগানি**—(১) বিঃ আফগানিস্তানের অধিবাসী। বিণঃ আফগানিস্তান সম্বন্ধীয়।

**আফলা**—বিণঃ যাহাতে ফল হয় না; বাঁজা।

**আফলোদয়**—বিঃ ফলের উদয় বা সিদ্ধি লাভ পর্যন্ত।

**আফসান, আফসানো**—ক্রিঃ লম্ফঝম্প করা, বিফলতার পর খেদ প্রকাশ করা। বিঃ—**আফসানি**।

**আফিঙ, আফিম**—বিঃ অহিফেন, পোস্ত ফলের মাদক-নির্যাস। [আ]।

**আফুটা, আফোটা**—বিণঃ ফুটিয়া উঠে-নাই এমন, অপরিস্ফুট।

**আফ্রিকান**—বিঃ আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাসী।

**আব**—বিঃ শরীরে উৎপন্ন মাংসের পিণ্ড বিশেষ, টিউমার ; tumour।

**আবওয়াব, আবওবব্**—বিঃ নির্ধারিত খাজনার অতিরিক্ত কর। [ফা]।
**আবকার**—বিঃ মদ্যাদি প্রস্তুতকারী, যে মাদকদ্রব্য বিক্রয় করে। [ফা]।
**আবকারী**[১]—বিঃ মাদকদ্রব্যের ব্যবসায়।
**আবকারী**[২]—বিণঃ মাদকদ্রব্য বিষয়ক।
**আবকাশিক**—বিঃ কেহ ছুটি লইলে তাহার স্থানে যে কাজ করে।
**আবখোরা**—বিঃ জলপান করিবার পাত্র বিশেষ।
**আবছা, আবছায়া**—বিঃ অস্পষ্ট ছায়া। বিণঃ অস্পষ্ট ছায়ার মতো। ক্রি-বিণঃ অস্পষ্ট ভাবে (দেখা)।
**আবজান**—ক্রিঃ ভিজাইয়া দেওয়া।
**আবড়া খাবড়া**—এলোমেলো।
**আবডাল**—বিঃ আড়াল।
**আবণ্টন**—বিঃ অংশ ভাগ, allotment।
**আবদার**—বিঃ বায়না, অন্যায় দাবী। [হি]। বিণঃ **আবদারে, আবদেরে**—যে অন্যায় দাবী করে এমন।
**আবদ্ধ**—বিণঃ রুদ্ধ, আটকা, জড়িত, ব্যাপৃত।
**আবপন**—বিঃ বীজরোপণ; ক্ষৌরকর্ম। [আ+বপ্+অন]।
**আবরক**—বিণঃ আবরণকারী। বিঃ ঢাকনি, ঘোমটা।
**আবরণ**—বিঃ ঢাকনি, আচ্ছাদনী। (স্ত্রী)ঃ **আবরণী**। বিণঃ **আবরিত**—আচ্ছাদিত।
**আবরা**—বিঃ আবরণী, ওয়াড়। [ফা]।
**আবরু**—বিঃ মর্যাদা, ইজ্জৎ, শ্লীলতা, পর্দা। [ফা]।
**আবর্জন**—বিঃ একেবারে পরিত্যাগ।
**আবর্জনা**—বিঃ দূরে পরিহার্য বস্তু, জঞ্জাল, ওঁজলা।
**আবর্জিত**—বিণঃ ত্যক্ত; নোয়ানো।

**আবর্ত**—বিঃ ঘূর্ণি, কুণ্ডলী। বিণঃ ঘূর্ণায়মান। ('সংকট আবর্ত মাঝখানে'—রবীন্দ্র)। **-ন**—ঘূর্ণন। **আবর্তন দণ্ড, আবর্তনা**—মন্থন দণ্ড, ঘোটন কাঠি। **-মান**—ঘুরিয়া আসিতেছে এমন।
**আবর্তিত**—বিণঃ আবর্তন করা হইয়াছে এমন।
**আবলি, আবলী**—বিঃ পঙ্‌ক্তি, সমষ্টি।
**আবলুস**—বিঃ গভীর কৃষ্ণবর্ণ শক্ত কাঠ।
**আবল্য**—বিঃ দুর্বলতা, জড়তা, অবসাদ হইতে নিদ্রার ভাব। [অবল+য]।
**আবশ্যক**—বিণঃ প্রয়োজনীয়। বিঃ প্রয়োজন, দরকার। [অবশ্যম্+ক]। বিঃ **আবাশ্যক**—অবশ্য করণীয়।
**আবহ**—বিণঃ বাহক, ধারক, উৎপাদক; বায়ুর অন্যতম; বায়ুমণ্ডল। [আ+বহ্+অ]। **.-বিজ্ঞান, .-বিদ্যা**—বায়ুমণ্ডল বিষয়ক বিদ্যা। **-সংবাদ**—জল, ঝড় প্রভৃতির সংবাদ। **-সংগীত**—অভিনয়ে অন্তরাল হইতে অভিনীত দৃশ্যের উপযুক্ত সঙ্গীত, back ground music। **-মান**—বিণঃ চিরদিন যাহা প্রচলিত। **আবহমান কাল**—চিরকাল।
**আবাঁধা**—বিণঃ অগোছাল, যাহা বাঁধা নাই।
**আবাগা, আবাগে**—বিঃ অভাগা, দুর্ভাগা। (স্ত্রী)ঃ **আবাগী**।
**আবা থাবা**—ক্রি-বিণঃ তাড়াতাড়ি যে কোনও প্রকারে। বিণঃ সংক্ষিপ্ত।
**আবাদ**—বিঃ কৃষি, চাষ। বিণঃ **আবাদী**—চাষের উপযুক্ত; চাষ করা জমি।
**আবান্তর**—বিঃ সমগ্র কথা ও কাহিনী।
**আবাপন**—বিঃ তাঁত। বিঃ **আবাপনিক**—যে চরকায় সুতা জড়ায়।

**আবার**—ক্রি-বিণঃ পুনরায়, অধিকন্তু।
**আবাল**—বিঃ বালক, ছেলেমানুষ, মূর্খ লোক।
**আবাল্য**—ক্রি-বিণঃ বাল্যাবধি, বাল্যকাল হইতে, আশৈশব।
**আবালবৃদ্ধ**—ক্রি-বিণঃ বালক বৃদ্ধ সকলেই। বিঃ **-বনিতা**—বালক-বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই।
**আবাস**—বিঃ বাসস্থান, গৃহ, বাসা, বাসভূমি, বসতি। [আ+বস্+অ]।
**আবাসিক**—বিণঃ ছাত্রাবাসে বাসকারী।
**আবাহন**—বিঃ মন্ত্রদ্বারা দেবতাকে আহ্বান, আমন্ত্রণ, বন্দনা, ডাক। [আ+বহ্+ণিচ্+অন]। বিণঃ **আবাহিত**।
**আবাহনী**—বিঃ আবাহনের নিমিত্ত রচিত এবং গীত স্তব বা গান ; করপুট ও অঙ্গুলি দ্বারা কৃত মুদ্রাবিশেষ বা অঙ্গুলিবিন্যাস। বিণঃ আবাহন সম্পর্কিত।
**আবির**—**আবীর**-এর বানানভেদ।
**আবির্ভাব, আবির্ভবন**—বিঃ প্রকাশ, উদয়, উপস্থিতি ; প্রাদুর্ভাব ; অবতরণ, অধিষ্ঠান (দেবতার আবির্ভাব)। [আবিস্+ভূ+অ, অন]। বিণঃ **আবির্ভূত**।
**আবিল**—বিণঃ ঘোলা, পঙ্কিল, মলিন, অবিশুদ্ধ, কলুষিত। [আ+বিল্+অ]। বিঃ **-তা**।
**আবিষ্করণ, আবিষ্কার, আবিষ্ক্রিয়া**—বিঃ অজ্ঞাত বস্তু বা বিষয়ের সন্ধানলাভ বা প্রকাশ, উদ্ভাবন। [আবিস্+করণ, কার, ক্রিয়া]। বিণঃ **আবিষ্কৃত**।
**আবিষ্করণীয়**—বিণঃ আবিষ্কারযোগ্য, আবিষ্কার করিতে হইবে এমন। বিঃ **আবিষ্কর্তা, আবিষ্কারক**—যে আবিষ্কার করে বা করিয়াছে।
**আবিষ্ট**—বিণঃ অভিভূত (বিস্ময়াবিষ্ট) ; নিমগ্ন, একাগ্রচিত্ত, অভিনিবিষ্ট; পরিব্যাপ্ত (মোহাবিষ্ট) ; অধিষ্ঠিত (ভূতাবিষ্ট) ; বিহ্বল। [আ+বিশ্+ত]।
**আবীর**—বিঃ ফাগ, একপ্রকার রক্তবর্ণ চূর্ণ বিশেষ যাহা হোলি বা বসন্তোৎসবে পরস্পরকে রঞ্জিত করিবার জন্য ব্যবহার করা হয়।
**আবৃত**—বিণঃ আচ্ছাদিত, ঢাকা ; বেষ্টিত ; ব্যাপ্ত। [আ+বৃ+ত]। বিঃ **আবৃতি**—আচ্ছাদন, আবরণ ; বেষ্টন ; বেষ্টিতস্থান, ঘেরা জায়গা, বেড়া।
**আবৃত্ত**—বিণঃ আবৃত্তি করা হইয়াছে যাহা, পুনঃ পুনঃ পঠিত, পুনরুক্ত, পৌনঃপুনিক; ঘূর্ণিত; পুনরাগত। [আ+বৃৎ+ত]।
**আবৃত্তি**—বিঃ পাঠ, অভ্যাসের নিমিত্ত বারংবার পাঠ, ছন্দ ভাব ইত্যাদি ব্যঞ্জনা সহকারে পাঠ ; প্রকাশ্যে পাঠ ; পুনঃ পুনঃ আগমন।
**আবেগ**—বিঃ ব্যাকুলতা, ভাবাবেশ; উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠা ; বেগ, দ্রুতগতি ; চিত্ত চাঞ্চল্য, উত্তেজনা।
**আবেদক**—বিণঃ আবেদনকারী, দরখাস্তকারী, প্রার্থী। [আ+বেদি+অক]।
**আবেদন**—বিঃ প্রার্থনা, নিবেদন ; আরজি, দরখাস্ত ; নালিশ ; মনে ভাব উৎপাদন, চিত্তাকর্ষণ (কবিতার আবেদন)। [আ+বেদি+অন]।
**আবেদন-পত্র**—বিঃ লিখিত প্রার্থনা ; আর্জি।
**আবেদনীয়**—বিণঃ প্রার্থনীয়, নিবেদনীয়।
**আবেদিত**—বিণঃ নিবেদিত।

**আবেশ**—বিঃ বিহ্বলতা, আবেগ (ভাবাবেশ) ; আসক্তি, অনুরাগ ; অধিষ্ঠান, ভর (ভূতাবেশ) ; আচ্ছন্নতা। [আ+বিশ্+অ]।

**আবেষ্টক**—বিঃ বেড়া, প্রাচীর, পরিবেষ্টক।

**আবেষ্টন**—বিঃ পরিবেষ্টন, ঘেরাও, পারিপার্শ্বিক অবস্থা। [আ+বেষ্টন]। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **আবেষ্টনী**—বেষ্টনী; পারিপার্শ্বিকতা। বিণঃ **আবেষ্টিত**।

**আবোল-তাবোল**—(১) বিঃ অসম্বন্ধ কথা, প্রলাপ। (২) বিণঃ আজেবাজে, অসংলগ্ন।

**আব্বা**—বিঃ পিতা, বাবা। [আ]।

**আব্রহ্ম**—অব্যঃ ব্রহ্ম হইতে। [আ+ব্রহ্মণ্]। বিঃ **-স্তব**—পূর্ণ চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অচেতন সামান্য তৃণ পর্যন্ত।

**আভরণ**—বিঃ ভূষণ, গহনা, অলংকার।

**আভা**—বিঃ প্রভা, দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য ; রশ্মি, আলোকরেখা ; বর্ণ (স্বর্ণাভ)। [আ+ভা+অ]।

**আভাং**—বিঃ তৈলাদি দ্বারা অঙ্গ মর্দন।

**আভাঙ্গা, আভাঙা**—বিণঃ অভগ্ন, আস্ত, ভাঙ্গা বা চূর্ণিত নহে।

**আভাষ**—বিঃ মুখবন্ধ, ভূমিকা, অবতরণিকা ; আলাপ, সম্ভাষণ। বিণঃ **-ণ**—সম্বোধনপূর্বক কথন, উক্তি, বক্তৃতা, আলাপ। বিণঃ **আভাষিত**—কথিত।

**আভাস**—বিঃ অস্পষ্ট প্রকাশ, ইঙ্গিত ; সাদৃশ্য ; প্রতিবিম্ব, ছায়া ; আভা। [আ+ভাস্+অ]। বিণঃ **-মান**—প্রতীয়মান, দীপ্যমান।

**আভিজন, আভিজাত্য**—বিঃ বংশমর্যাদা, কৌলীন্য, পাণ্ডিত্য।

**আভিজাতিক**—বিণঃ বংশ মর্যাদা সম্বন্ধীয়, কুলপরিচায়ক। [অভিজাত+ইক]। বিঃ **-চিহ্ন**—কুলপরিচায়ক চিহ্ন।

**আভিধানিক**—বিণঃ অভিধান-সম্বন্ধীয়।

**আভিমুখ্য**—বিঃ অভিমুখীনতা, সম্মুখতা, সামনা-সামনি বা মুখোমুখী অবস্থা, আনুকূল্য। [অভিমুখ+য]।

**আভীক্ষ্ণ্য**—বিঃ পৌনঃপুন্য, আধিক্য।

**আভীর**—বিঃ গোপজাতি বিশেষ, আহির। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **আভীরী**। বিঃ **-পল্লী**—যে পল্লীতে গোপজাতি বাস করে, গোয়ালা পাড়া।

**আভূমি**—ক্রি-বিণঃ ভূমি পর্যন্ত।

**আভোগ**—বিঃ গানের শেষ পদ যাহাতে ভণিতা থাকে ; পূর্ণতা, বিস্তার ; উপভোগ ; উদ্যম।

**আভ্যন্তর, আভ্যন্তরিক, আভ্যন্তরীণ**—বিণঃ অভ্যন্তরবর্তী, অন্তঃস্থ, ভিতরস্থ।

**আভ্যুদয়িক**—বিণঃ মাঙ্গলিক ; সমৃদ্ধি-সাধক। বিঃ **আভ্যুতি, আভ্যুদিক**—বিবাহাদি উপলক্ষ্যে করণীয় শ্রাদ্ধ-বিশেষ।

**আম[১]**—বিণঃ কাঁচা, অপক্ক, আরাঁধা, অদগ্ধ।

**আম[২]**—বিঃ অন্ত্রের রোগ বিশেষ ; আমাশয়।

**আম[৩]**—বিঃ ফল বিশেষ। বিঃ **-চুর, -সি, -সী, -শী**—শুষ্ক কাঁচা আম, অম্লখাদ্য বিশেষ। বিঃ **-সত্ত্ব**—পাকা আমের শুষ্করস।

**আম[৪]**—(১) বিঃ সাধারণ। (২) বিণঃ সর্বসাধারণের (আমদরবার)। [আ]।

**আম-আদা, আমাদা**—বিঃ আমের গন্ধযুক্ত আদা বা মূল বিশেষ।

**আমগন্ধি, -গন্ধী**—বিণঃ কাঁচা গন্ধ দূর হয় নাই এমন রান্না করা খাদ্য ; দুর্গন্ধ।

**আমড়া**—বিঃ ফলবিশেষ। [আম্রাতক]। বিঃ **-গাছি**—তোষামোদ।

**আমতা, আমতা-আমতা**—অব্যঃ ইতস্ততঃ করণ; অস্পষ্ট স্বীকারোক্তি, সংশয়। ক্রিঃ **-করা**।

**আমদানি**—বিঃ দেশের বাহির হইতে পণ্য আনয়ন ; আয়, আগম, লাভ। [ফা]। বিণঃ **-নী**। বিঃ **আমদানি-রপ্তানি, আমদানী-রপ্তানী**—অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য।

**আমধুর**—বিণঃ ঈষৎ মধুর।

**আমন**—বিণঃ হেমন্তকালীন, হৈমন্তিক। বিঃ (হেমন্তকালীন) ধান।

**আমন্ত্রণ**—বিঃ আহবান, নিমন্ত্রণ, আসিবার জন্য অনুরোধ, স্বাগত সম্ভাষণ। [আ+মন্ত্র্‌+অন]। বিণঃ **আমন্ত্রিত**—যাহাকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। বিঃ **আমন্ত্রয়িতা**—আমন্ত্রণকারী।

**আমবাত**—বিঃ চুলকানির মতো রোগ বিশেষ; বাতরোগ।

**আমমোক্তার**—বিঃ বিষয়কর্ম নির্বাহের জন্য আইনানুসারে নিযুক্ত প্রতিনিধি। [আ ও ফা]। বিঃ **-নামা**—উক্ত প্রতিনিধি অর্থাৎ আমমোক্তার নিয়োগের অধিকার-পত্র, power of attorney।

**আময়**—বিঃ ব্যাধি, পীড়া, রোগ (নিরাময়, উদরাময়)। [আম[২]+যা+অ]। বিণঃ **আময়িক**—রোগনাশক, রোগনিরাময়কর।

**আময়দা**—বিণঃ প্রচুর, অপরিমিত।

**আমর, আ-মর**—অব্যঃ গালাগালি বিশেষ (ক্রোধ বিরক্তি ইত্যাদি প্রকাশে ব্যবহৃত), মরণ হউক।

**আমরক্ত**—বিঃ মলের সহিত রক্তস্রাব, রক্তাতিসার।

**আমরণ, আমৃত্যু**—ক্রি-বিণঃ মৃত্যু পর্যন্ত, জীবন ব্যাপিয়া, মরণ পর্যন্ত।

**আমরস**—বিঃ ভুক্তদ্রব্য হইতে উৎপন্ন অপক্ক রস, কাঁচা রস।

**আমরা**—সর্বঃ 'আমি' শব্দের বহুবচন।

**আমরি, আ-মরি**—অব্যঃ প্রশংসা ব্যঙ্গ বিস্ময় সমবেদনা সূচক শব্দ।

**আমরুত**—বিঃ পেয়ারা ফল।

**আমরুল**—বিণঃ অম্লস্বাদযুক্ত শাক বিশেষ ; টক পালং শাক।

**আমর্শ, আমর্শন**—বিঃ স্পর্শ, পরামর্শ চিন্তা। [আ+মৃশ্‌+অ, অন]।

**আমর্ষ**—বিঃ ক্রোধ, রোষ, ক্ষমাশূন্যতা।

**আমল**—বিঃ রাজত্বকাল, শাসনকাল ; অধিকার (নবাবী আমল) ; প্রশ্রয় (আমল দেওয়া) : সময়, কাল, যুগ (আমাদের আমল)। [আ] বিঃ **-নামা**—সম্পত্তি দখল দিবার জন্য লিখিত আজ্ঞাপত্র। [আ ও ফা]। ক্রিঃ **আমলে আনা**—গ্রাহ্য করা।

**আমলক, আমলকী**—বিঃ ফল বিশেষ।

**আমলা[১]**—বিঃ আমলকী ফল।

**আমলা[২]**—বিঃ কর্মচারী, কেরাণী। [আ]। বিঃ **-তন্ত্র**—যে রাজ্যে শাসন প্রণালী অনুসারে প্রতি বিভাগের জন্য এক একজন স্বতন্ত্র অধ্যক্ষ থাকে ; যে শাসন ব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারিগণই সর্বেসর্বা।

**আমলান, আমলানো**—ক্রিঃ ক্রমশঃ সর্বশরীর বেদনাযুক্ত হওয়া।

**আমলেট**—বিঃ মৎস্য বিশেষ।

**আমশী**—**আমসি**-র বানান ভেদ।

**আমসি, আমসী**—আম[৩] দ্রষ্টব্য। **আমসি হওয়া**—বিবর্ণ বা শীর্ণ হওয়া।

**আমা**[১]—বিণঃ আধপোড়া (আমা ইট)।
**আমা**[২]—সর্বঃ আমি, স্বয়ং, আমি নিজে।
**আমাতিসার**—বিঃ আমাশয় রোগ।
**আমানত, আমানৎ**—(১) বিণঃ গচ্ছিত, জমা। [আ]। (২) বিঃ গচ্ছিত ধন। বিণঃ **আমানতী**—যাহা গচ্ছিত রাখা হইয়াছে। ক্রিঃ **-করা, -রাখা**।
**আমানি**—বিঃ কাঁজি, পান্তাভাতের জল।
**আমান্ন**—বিঃ অপক্ব অন্ন।
**আমার**—সর্বঃ মদীয়, নিজস্ব; আত্মীয়।
**আমাশয়**—বিঃ পাকস্থলী, উদরমধ্যে আম সঞ্চয়ের স্থান, একপ্রকার উদরাময়।
**আমি**—সর্বঃ বক্তা স্বয়ং। বিঃ সত্তা, আত্মা, অহঙ্কার (আমার আমি, আমিত্ব)।
**আমিন, আমীন**—বিঃ জরিপকারী, কর্মচারী বিশেষ। [আ]।
**আমির, আমীর**—বিঃ সম্ভ্রান্ত ধনী মুসলমান; ধনী, বড়লোক, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; আফগানিস্থানের রাজার উপাধি। [আ]। বিঃ **আমিরি**—বড়মানুষি। বিণঃ **আমিরী**—আমির সম্বন্ধীয়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায়।
**আমিষ**—বিঃ মাংস, মৎস্য-মাংস-ডিম্ব জাতীয় খাদ্য। [আ+মিষ্‌+অ]। বিণঃ **আমিষাশী**—আমিষ-ভোজী।
**আমুদে**—বিণঃ আমোদপ্রিয়, হাসিখুশী, প্রফুল্ল, রসিক, কৌতুকপ্রিয়।
**আমূল**—ক্রি-বিণঃ মূল পর্যন্ত, আগাগোড়া, সম্পূর্ণ, মূল হইতে।
**আমেজ**—বিঃ আভাস, লেশ (শীতের আমেজ); ঈষৎ উদ্ভব; রেশ (নেশার আমেজ)। [ফা]।
**আমোদ**—বিঃ আনন্দ, আহ্লাদ, উৎসব, মজা; সুগন্ধ, বহুদূরবিস্তৃত সৌরভ। বিঃ **-ন**—বিনোদন, সুরভিত করণ। বিণঃ **আমোদিত**—আনন্দিত, আমোদপ্রাপ্ত; সুরভিত। বিণঃ **আমোদী**—আমোদযুক্ত, আমুদে, সুগন্ধজনক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **আমোদিনী**। বিঃ **আমোদ-প্রমোদ**—আনন্দ, উল্লাস, ক্রীড়াকৌতুক। বিণঃ **-প্রিয়**—আনন্দানুরাগী, ক্রীড়াসক্ত, রসিক।
**আম্নায়**—বিঃ শ্রুতি, বেদ, আগম।
**আস্পর্ধা**—বিঃ স্পর্ধা, বড়াই, দুরাকাঙ্ক্ষা।
**আম্মা**—বিঃ মাতা।
**আম্র**—বিঃ আম, রসালো ফল বিশেষ।
**আম্রাত, আম্রাতক**—বিঃ আমড়া।
**আম্ল**—বিঃ অম্লস্বাদযুক্ত, টক। [অম্ল+অ]। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **আম্লা**—তেঁতুল গাছ।
**আম্লিক**—বিণঃ অম্ল-সম্বন্ধীয়, অম্লাত্মক। **আম্লিক অক্সাইড**—acidic oxide (বিজ্ঞানে)। **আম্লিক সন্ধান**—অম্লজনিত গাঁজন, acid fermentation (বিজ্ঞানে)। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **আম্লিকা, আম্লীকা**—তেঁতুল গাছ।
**আয়**—বিঃ উপার্জন, রোজগার; অর্থাগম; লাভ; উপস্বত্ব। [অয়্‌+অ]। **-কর**—(১) বিণঃ লাভজনক। (২) বিঃ আয়ের উপর ধার্য কর। বিঃ **-ব্যয়**—জমা খরচ; উপার্জন ও খরচ। বিঃ **-ব্যয়ক**—পূর্বে অনুমিত ভবিষ্যৎ জমা খরচ বা আয় ব্যয়ের হিসাব।
**আয়ত**—বিণঃ বিস্তৃত, দীর্ঘ, বিশাল (আয়ত লোচন); বিষমবাহু বিশিষ্ট সমচতুষ্কোণ (আয়তক্ষেত্র), oblong (জ্যামিতি-বিষয়ক)।
**আয়তন**—বিঃ পরিমাপ, মাপ, ক্ষেত্রফল, ক্ষেত্রমান, ঘনমান; পরিসর, বিস্তার, প্রস্থ; দেবালয়, যজ্ঞস্থান, বেদী; গৃহ প্রতিষ্ঠান। [আ+যত্‌+অন]।

**আয়তি১**—বিঃ এয়ো-স্ত্রী, সধবার অবস্থা বা লক্ষণ।

**আয়তি২**—বিঃ দৈর্ঘ্য, বিস্তার, ভাবী-কাল। [আ+যম্+তি]।

**আয়তী**—আয়তি১ দ্রষ্টব্য।

**আয়ত্ত**—বিণঃ অধীন, অধিকৃত, হস্তগত, কবলিত, বশবর্তী: শিক্ষালব্ধ. অধিগত। [আ+যত্+ত]। বিঃ -তা, আয়ত্তি।

**আয়না১**—বিঃ আরশি, দর্পণ। [ফা]।

**আয়না২**—বিঃ জায়গীর, মুসলমান নৃপতিগণ কর্তৃক ধর্মপ্রচারের বা পাণ্ডিত্যের জন্য পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত নিষ্কর জমি। [আ]। বিঃ -দার যে ব্যক্তি আয়না-জমি ভোগ করে।

**আয়স**—(১) বিণঃ লৌহঘটিত, লৌহ-নির্মিত। (২)বিঃ লৌহ। [আয়স+অ]। বিঃ (স্ত্রী) ঃ **আয়সী**—লোহার বর্ম।

**আয়া**—বিঃ শিশুর পরিচালিকা, মহিলার দাসী। [পো]।

**আয়ান**—বিঃ শ্রীমতী রাধিকার স্বামী।

**আয়াম১**—বিঃ দৈর্ঘ্য, প্রসার।

**আয়াম২**—বিঃ ঋতু, সময়, উপযুক্ত কাল। [আ]।

**আয়াস**—বিঃ ক্লান্তি, শ্রান্তি; ক্লেশ, শ্রম, প্রযত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম। [আ+যস্+অ]। বিণঃ -সাধ্য—পরিশ্রম-সাপেক্ষ। বিণঃ -সী—পরিশ্রমকারী, উদ্যোগী।

**আয়ি, আয়ী**—আই দ্রষ্টব্য।

**আয়ু, আয়ুঃ**—বিঃ পরমায়ু, জীবিত-কাল; জীবন। [ই অথবা অয়্+উ, উস্]। বিঃ -ক্ষয়—পরমায়ুনাশ। বিণঃ -প্রদ—পরমায়ু বৃদ্ধিকর। বিঃ -শেষ—জীবনাবসান।

**আয়ুক্ত**—বিণঃ নিযুক্ত, ভারপ্রাপ্ত।

**আয়ুধ**—বিঃ যুদ্ধাস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র।

**আয়ুবৃদ্ধি**—বিঃ দীর্ঘায়ু, পরমায়ুর বৃদ্ধি। [আয়ুঃ+বৃদ্ধি]। বিণঃ -কর—যাহা আয়ুঃ বৃদ্ধি করে।

**আয়ুর্বেদ**—বিঃ কবিরাজী চিকিৎসা পদ্ধতি, চিকিৎসা বিদ্যা, অথর্ববেদান্ত-র্গত চিকিৎসা বিদ্যা। বিণঃ **আয়ু-র্বেদীয়**—আয়ুর্বেদ সম্বন্ধীয়; আয়ু-র্বেদ সম্মত।

**আয়ুষ্কর, আয়ুষ্য**—বিণঃ যাহা পরমায়ু বৃদ্ধি করে। [আয়ু+কৃ+অ]।

**আয়ুষ্কাল**—বিঃ জীবন সীমা।

**আয়ুষ্মান্**—বিণঃ দীর্ঘজীবী। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ **আয়ুষ্মতী**।

**আয়েশ, আয়েস**—বিঃ আরাম, সুখ, বিশ্রাম, বিলাস। বিণঃ -শী, -সী—আরামপ্রিয়। [আ]।

**আয়োগ**—বিঃ তদন্তাদির জন্য বা কোন কার্য সাধনার্থে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ, কমিশন, commission। [আ+যুজ্ +অ]।

**আয়োজক**—বিঃ আয়োজনকারী, উদ্যোগী।

**আয়োজন**—বিঃ যোগাড়, সংগ্রহ, উদ্যোগ। [আ+যুজ্+অন]। বিণঃ **আয়োজিত**—সংগৃহীত।

**আয়োডিন**—বিঃ ক্ষতস্থানে লাগাইবার ঔষধ, iodine, আইডিন (চলিত)।

**আর**—(১) অব্যঃ (সমুচ্চয়ী) এবং, ও (তুমি আর আমি যাইব); কিংবা, অথবা (শোন আর নাই শোন); ইহার অধিক (আর দিও না).; ইহার পরে, অতঃপর (অনেক পড়িয়াছি আর কি পড়িব?); পক্ষান্তরে, কিন্তু (তিনি তোমার

উপকার করিলেন আর তুমি তাঁহার নিন্দা করিতেছ?); বিরক্তি অর্থে (আর ও কথায় কাজ কি?); অপর অর্থে (আর কেহ যাইবে নাকি?)। ক্রি-বিণঃ পরে, ভবিষ্যতে (এ প্রকার মন্দ কাজ আর করিও না); এখন, বর্তমানে (আর বেলা নাই); পুনশ্চ (আর শোন); কখনও (টাকা কি আর এমনি আসে?); পূর্বে বা পরে কখনও (এমন সুন্দর জিনিস আর দেখা যায় নাই বা যাইবেও না); তদবধি, অবশ্য। (২) বিণঃ অন্য, অপর, ইহা ভিন্ন (আর কেহ, আর কিছু); অপর, দ্বিতীয় (এমন বাড়ি আর মিলিবে না), বিগত (আর বৎসর দেশে ভাল শস্য হইয়াছিল); আগামী (আর রবিবার আসিব।) (৩) সর্বঃ অন্যলোক (আরের কথায় কান দিও না), অন্য দ্রব্য। অব্যঃ, বিণঃ **আর আর**—অন্যান্য, অপরাপর। **আরও**—অধিকন্তু, ইহা ছাড়া, অধিকতর।

**আরক**—বিঃ নির্যাস, সার, রস; চুয়ানো মদ। [আ]।

**আরক্ত**—বিণঃ ঈষৎ রক্তবর্ণ, গাঢ় লাল। বিণঃ **-নয়ন, -লোচন, -নেত্র**—ঈষৎ রক্তবর্ণ চক্ষু বিশিষ্ট, ক্রুদ্ধ। বিণঃ **-মুখ**—লজ্জাপ্রাপ্ত, রাঙা হইয়াছে এমন মুখ। বিণঃ **আরক্তিম**—আরক্ত।

**আরক্ষ**—বিঃ থানা, ঘাঁটি, রক্ষিসৈন্য। বিণঃ রক্ষণীয়। বিঃ **আরক্ষা**—পুলিস। বিঃ **আরক্ষক, আরক্ষী**—পুলিসের লোক, সৈন্য, প্রহরী। **আরক্ষাধ্যক্ষ**—পুলিশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

**আরজি, আর্জি**—বিঃ দরখাস্ত; প্রার্থনা, আবেদন-পত্র। [আ]।

**আরণ্য**—বিণঃ বন্য, অরণ্যজাত, অরণ্য-সম্বন্ধীয়। বিণঃ **-ক**[১]—বন্য, অরণ্যের অংশভুক্ত। বিঃ **-ক**[২]—বেদের অংশ বিশেষ (ব্রাহ্মণের উপসংহার ভাগ)।

**আরতি**[১]—বিঃ নিবৃত্তি; গভীর আসক্তি, অনুরাগ ('বিপরীতিক আরতি বিরতি না সহই'—কবিশেখর)। [আ+রম্+তি]।

**আরতি**[২]—**আর্তির** কোমল রূপ।

**আরতি**[৩]—বিঃ প্রদীপাদি দ্বারা দেব-মূর্তি বরণ, নীরাজনা।

**আরদালি, আরদালী**—বিঃ পেয়াদা, পিয়ন, চাপরাসী, বেহারা, বার্তাবহ, orderly।

**আরদ্র**—বিঃ হরিদ্রা, হলুদ।

**আরব**—বিঃ এশিয়ার অন্তর্বর্তী দেশ, আরব দেশ, আরব জাতি। বিণঃ **আরব্য**—আরব দেশীয়। বিণঃ **আরবী**—আরব-দেশজ; বিঃ আরবের অধি-বাসী, আরবের ভাষা।

**আরব্ধ**—বিণঃ যাহা আরম্ভ হইয়াছে, অনুষ্ঠিত। [আ+রভ্+ত]।

**আরভমাণ**—বিণঃ যাহার আরম্ভ হইতেছে, যে আরম্ভ করিতেছে এমন।

**আরমান**—বিঃ বাসনা, মনোবাঞ্ছা, নৈরাশ্য।

**আরমানি, -মানী**—বিঃ আর্মেনিয়া দেশের অধিবাসী; বিণঃ আরমেনিয়া দেশীয়।

**আরম্ভ**—বিঃ সূত্রপাত, শুরু, উপক্রম, উৎপত্তি, উদ্যোগ। [আ+রভ্+অ]। বিণঃ, বিঃ **-ক**—আরম্ভকারী।

**আরশ**—বিঃ সিংহাসন, রাজাসন। [আ]।

**আরশি, আরসি, আরশী, আরসী**—বিঃ দর্পণ, আয়না, মুকুর। [আদর্শিকা]।

**আরশুলা, -শোলা, -শলা, -সুলা, -সোলা**—বিঃ তেলাপোকা।

**আরাত্রিক**—**আরতি**° দ্রষ্টব্য।

**আরাধক**—বিঃ উপাসক, পূজক। [আ+রাধ্+ণিচ্+অক]।

**আরাধন, আরাধনা**—বিঃ উপাসনা, পূজা, প্রার্থনা। [আ+রাধ্+ণিচ্+অন, আ]। বিণঃ **আরাধিত**—পূজিত, সেবিত। বিণঃ **আরাধনীয়, আরাধ্য**—উপাস্য, পূজিত হইতেছে।

**আরাব**—বিঃ শব্দ, গর্জন, রব। [আ+রু+অ]। ('পশিল সেস্থলে আরাব' —মধু)।

**আরাম**১—বিঃ আনন্দ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য; বিশ্রাম, আয়েশ; উপবন, বাগান (সংঘারাম)। [আ+রম্+অ]। বিঃ **আরাম-কেদারা**—আরামে বসিবার জন্য চেয়ার, easy-chair।

**আরাম**২—বিণঃ সুস্থ, রোগমুক্ত। [ফা]

**আরারুট**—বিঃ একপ্রকার উদ্ভিদ বিশেষের মূল হইতে প্রস্তুত পালো (রোগীর পথ্য), arrow-root।

**আরুণি**—বিঃ অরুণ বা সূর্যের পুত্র, যম।

**আরূঢ়**—বিণঃ যে উপরে উঠিয়াছে বা চড়িয়াছে (অশ্বারূঢ়)। [আ+রুহ্+ত]।

**আরে**—অব্যঃ বিস্ময় ক্রোধ বিরক্তি ঘৃণা লজ্জা ইত্যাদি সূচক, অরে।

**আরোগ্য**—বিঃ রোগমুক্ত, রোগনিবৃত্তি, সুস্থ, নীরোগতা, স্বাস্থ্য। [আ+রোগ+য]। বিঃ **-প্রাপ্তি, -লাভ**।

**আরোপ**—বিঃ দোষগুণাদি অর্পণ; (দর্শনে) এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ধর্ম স্থাপন; কল্পনা, স্থাপন, বিঃ **-ক**—আরোপকারী। বিণঃ **-ণ**—আরোপকরণ; স্থাপন; আরোহণ করানো। বিণঃ **আরোপিত**—নিহিত; প্রকাশিত। বিণঃ **আরোপ্য**—আরোপ-যোগ্য। বিণঃ **আরোপ্যমাণ**—যাহা আরোপিত হইয়াছে এমন।

**আরোহ**—বিঃ দৈর্ঘ্য, রাশি; নিতম্ব (বরারোহা); (দর্শনে) কার্য হইতে কারণ বা বিশেষ হইতে সামান্য অনুমান, induction। [আ+রুহ্+অ]। বিঃ **-ণ**—উর্ধ্বে গমন, উপরে ওঠা, চড়া (পর্বতারোহণ)। বিণঃ **আরোহিত**। বিঃ **আরোহী**—আরোহণ-কারী, কার্য হইতে কারণ অনুমানের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধীয়, inductive। বিণঃ (স্ত্রী): **আরোহিণী**।

**আরোহণী**—বিঃ সোপান, সিঁড়ি।

**আর্ক**—বিণঃ সৌর। [অর্ক+অ]।

**আর্কফলা**—বিঃ রেফ ( ʼ ) চিহ্ন; টিকি (ব্যঙ্গার্থে)।

**আর্জব**—বিঃ ঋজুতা, সারল্য।

**আর্ট**—বিঃ চারুকলা, কলাবিদ্যা; দক্ষতা; রসসৃষ্টি; যে গুণাবলীর জন্য শিল্প সাহিত্য নৃত্য গীত ইত্যাদি সুকুমার শিল্পকলা সুধী-জনের হৃদয়গ্রাহী হয়; ছলাকলা।

**আর্ত**—বিণঃ পীড়িত, দুঃখিত, কাতর, বিপন্ন (ভয়ার্ত)। বিঃ **-নাদ**—কাতর চীৎকার। বিঃ **-স্বর**—কাতরধ্বনি।

**আর্তব**—বিঃ স্ত্রীরজঃ। বিণঃ গ্রীষ্মাদি ঋতু-সম্বন্ধীয়, স্ত্রীরজঃ-সংক্রান্ত।

**আর্তি**—বিঃ পীড়া, দুঃখ, যন্ত্রণা, ধনুকের প্রান্তভাগ।

**আর্থ, আর্থিক**—বিণঃ অর্থ-সম্বন্ধীয়, ধন বা সংগতি বিষয়ক, কথার মানে বিষয়ক। [অর্থ+অ, ইক]। বিণঃ **আর্থনীতিক**—অর্থনীতি সম্বন্ধীয়।

**আর্দ্র**—বিণঃ সিক্ত, সজল, ভিজা, নরম (দয়ার্দ্র), তরল। [অর্দ্+র]। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -তা।

**আর্দ্রক**—বিঃ আদা। [আর্দ্র+ক]।

**আর্দ্রা**—বিঃ নক্ষত্র-বিশেষ।

**আর্য**—বিঃ মনুষ্যজাতি বিশেষ যাহারা প্রাচীন ভারতবর্ষ ও পারস্যে বসতি স্থাপন করিয়াছিল, Aryan ; প্রধান আচার্য, প্রভু, গুরুজন। বিণঃ মান্য, পূজ্য, শ্রেষ্ঠ, সুসভ্য। [ঋ+য]। বিঃ -তা—সদাচার, আর্যের ভাব। বিঃ -**পথ**—কুলধর্ম, সতীত্ব। বিঃ -**পুত্র**—স্বামী। বিঃ -**সমাজ**—দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত বৈদিক ধর্মমূলক সমাজ। বিণঃ -**সমাজী**—আর্যসমাজভুক্ত।

**আর্যা**—বিঃ সংস্কৃত ছন্দ বিশেষ, শাশুড়ী, মান্যা স্ত্রীলোক; পদ্যে রচিত গণিতের সূত্র (শুভঙ্করের আর্যা)।

**আর্যাবর্ত**—বিঃ আর্যগণ কর্তৃক প্রথম অধ্যুষিত ভারতবর্ষের উত্তর অংশ, উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ।

**আর্ষ**—বিণঃ ঋষি সম্বন্ধীয়; ঋষিপ্রোক্ত অথচ ব্যাকরণ বিরুদ্ধ (আর্ষ-প্রয়োগ)। [ঋষি+অ]।

**আর্হত**—(১) বিঃ জৈন, বৌদ্ধ বিশেষ। (২) বিণঃ আর্হত-সম্বন্ধীয়, জৈন-ধর্ম-সম্বন্ধীয়।

**আল**[১]—বিঃ জমির বাঁধ, আইল।

**আল**[২]—বিঃ সূক্ষ্মমুখ বেধনাস্ত্র (জুতা সেলাইয়ের আল) : কীট পতঙ্গাদির হুল ; পেরেক ইত্যাদির সূক্ষ্ম প্রান্ত ; কাঠের সরু অগ্রভাগ যাহা অন্য কাঠের গর্তে জোড়া হয়।

**আলওয়ান**—বিঃ পশমী-চাদর, শীত-বস্ত্রাদি। [আ]।

**আলকাতরা**—বিঃ পাথুরিয়া কয়লা ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত ঘন কৃষ্ণবর্ণ নির্যাস বিশেষ। [পো]।

**আলকুশী**, -**কুশি**—বিঃ হুলের মত রোঁয়া বিশিষ্ট একপ্রকার লতাগাছ বা তাহার ফল।

**আলখাল্লা**, -**খিল্লা**, -**খোল্লা**—বিঃ লম্বা ঢিলা জামা বিশেষ। [আ]।

**আলগা**—বিণঃ শিথিল, ঢিলা, এলায়িত (আলগা খোঁপা), অবন্ধ (আলগা দরজা) ; ফসকা (আলগা গেরো) ; অনাবৃত, আঢাকা (আলগা খাবার), আদুড় ; অসংযত, বেফাস (আলগা মুখ) ; অসাবধান (আলগা মানুষ) ; পৃথক, আলাদা ; আন্তরিকতাহীন (আলগা ব্যবহার)।

**আলগোছ**—বিণঃ স্পর্শদোষ বাঁচানো, অস্পর্শ, নিরবলম্বন। ক্রি-বিণঃ -**গোছে**—সন্তর্পণে, ছোঁয়া বাঁচাইয়া।

**আলঙ্কারিক, আলংকারিক**—বিণঃ অলং-কার-সম্বন্ধীয় ; অলংকার শাস্ত্রজ্ঞ ; অলংকার-নির্মাতা।

**আলজিব**, -**জিভ**, -**জিহ্বা**—বিঃ গল-নালীর মুখে জিভের মত ছোট মাংস-খণ্ড।

**আলটপকা**—ক্রি-বিণঃ হঠাৎ, বিনা চেষ্টায়, অপ্রত্যাশিতভাবে। [দেশী]।

**আলতা**—বিঃ স্ত্রীলোকের পায়ের পাতার চারিপার্শ্বে প্রলেপ দিবার জন্য লাল রঙ বা রঙ মিশ্রিত তুলা।

**আলতারাপ, আলতারাফ**—বিঃ আলমারি সিন্দুক ইত্যাদি বন্ধ করিবার খিল বিশেষ।

**আলতো**—বিণঃ আলগা।

**আলনা**—বিঃ কাপড় রাখিবার জন্য কাঠের দণ্ড বা দাঁড়।

**আলপনা**—আলিপনা দ্রষ্টব্য।

**আলপাকা**—বিঃ মেষজাতীয় পশু; উক্ত পশুর লোমজাত বস্ত্র ; উজ্জ্বল পশমী কাপড় বিশেষ।

**আলপিন**—বিঃ কাগজ গাঁথিবার জন্য ব্যবহৃত ধাতুনির্মিত ক্ষুদ্র গোঁজ বিশেষ। [পো]।

**আলপো**—আলগোছ দ্রষ্টব্য।

**আলবৎ, আলবত**—অব্যঃ নিশ্চয়, অবশ্য। [আ]।

**আলবাল**—বিঃ জলসেচনের জন্য গাছের গোড়ায় নির্মিত মাটির ঘের। ('তেঁই শুখাইল জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে'—মধু) [আ+লল্+আল]।

**আলবোলা, বোলা**—বিঃ দীর্ঘ নলাযুক্ত হুকা, ফরসি, সটকা, গড়গড়া। [আ]।

**আলম**—বিঃ পৃথিবী ; বিজয়-বৈজয়ন্তী।

**আলমগীর**—বিঃ জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, পৃথিবী জয়ী ; মোগল সম্রাট ঔরংজীবের উপাধি।

**আলমারি**—বিঃ জিনিসপত্র রাখিবার জন্য কপাটযুক্ত আধার বিশেষ। [পো]

**আলম্ব**—বিঃ আশ্রয়, অবলম্বন (নিরালম্ব)। [আ+লম্ব্+অ]। বিঃ **-ন**—আশ্রয় করণ ; (অলংকার শাস্ত্রে) স্থায়িভাবের সঞ্চারক বিভাব বিশেষ, যাহা অবলম্বন করিয়া রসের অবতারণা হয়। বিণঃ **আলম্বিত**—লম্বিত, অবলম্বিত। বিণঃ **আলম্বী**—লম্বমান ; অবলম্বনকারী।

**আলয়**—বিঃ গৃহ, বাড়ি ; বাসস্থান, আশ্রয়, আধার। [আ+লী+অ]।

**আলস**—বিঃ (কাব্যে) আলস্য।

**আলসে**—বিণঃ অলস, কুড়ে।

**আলস্য**—বিঃ অলসতা, কুড়েমি ; জড়তা। বিঃ **-ত্যাগ**—হাই তোলা, আড়ামোড়া ভাঙা।

**আলা**[১]—(১) বিণঃ আলোকিত, উদ্ভাসিত। (২) বিঃ আলোক।

**আলা**[২]—বিণঃ উচ্চ, শ্রেষ্ঠ। [আ]।

**আলা**—ওয়ালা-র রূপভেদ।

**আলাত**—বিঃ জ্বলন্ত অঙ্গার।

**আলাদা, আলাহিদা**—বিণঃ পৃথক, ভিন্ন, অন্য। [আ]।

**আলাদীন**—বিঃ আরব্য উপন্যাসের চরিত্র।

**আলান**[১]—বিঃ হস্তি বা পশুবন্ধন স্তম্ভ, খুঁটি, গোঁজ।

**আলান**[২], **আলানো**—ক্রিঃ ছড়াইয়া দেওয়া, খোলা, মেলা। [আউল+তান]।

**আলাপ**—বিঃ সম্ভাষণ, কথাবার্তা গানের সুর ভাঁজা ; পরিচয়। [আ+লপ্+অ]। বিঃ **-ন**—কথোপকথন। বিণঃ **-নীয়**—আলাপযোগ্য। বিণঃ **আলাপিত**—সম্ভাষিত, পরিচিত ব্যক্তি। বিণঃ **আলাপী**—আলাপকারী পরিচিত।

**আলাল**—বিণঃ ধনী ; অকর্মণ্য। [হি]। **আলালের ঘরের দুলাল**—ধনীর ঘরের আদরে বয়ে যাওয়া ছেলে।

**আলি, আলী**—বিঃ জমির বাঁধ ; শ্রেণী, সারি, মালা (গীতালি)।

**আলিঙ্গন**—বিঃ কোলাকুলি, আশ্লেষ, জড়াইয়া ধরা। [আ+লিন্গ+অন]। বিণঃ **আলিঙ্গিত**।

**আলিপনা, আলপনা**—বিঃ চাউলের গোলা দিয়া মন্দির মেঝে পিঁড়ি গৃহ দেওয়ালে অঙ্কিত মাঙ্গল্য চিত্র।

**আলিম**—বিঃ বিদ্বান্। [আ]।

**আলিম্পন, -ম্পনা**—বিঃ আলপনা।

**আলিশ, -স**—বিঃ আলস্য।

**আলিসা**—বিঃ ছাদের প্রান্ত, ছাদের প্রাচীর, কার্নিস্।

**আলী**—(১) বিণঃ উদার, অবাধ, উন্নত। (২) বিঃ মহম্মদের জামাতা ও প্রধান শিষ্য ; সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পদবী বিশেষ। [আ]।

**আলীঢ়**—বিণঃ যাহা লেহন করা হইয়াছে। বিঃ শর নিক্ষেপকালে বাম জানু মুড়িয়া দক্ষিণপদ প্রসারিত করিয়া অবস্থানের ভঙ্গি। [আ+লিহ্+ত]।

**আলীন**—বিণঃ বিলীন ; পরিব্যাপ্ত।

**আলু**—বিঃ মূল বা কন্দ বিশেষ (রাঙা আলু, গোল আলু) ; (ব্যাকরণে) শীলার্থে ব্যবহৃত প্রত্যয় (দয়ালু)।

**আলুবখরা, আলুবোখারা**—বিঃ কাবুল দেশের ফলবিশেষ।

**আলুথালু**—বিণঃ অসংবৃত, আলুলায়িত।

**আলুনী**—বিণঃ লবণহীন, উপযুক্ত পরিমাণ লবণহীন খাদ্য।

**আলুফা**—বিণঃ অনায়াসলব্ধ ; বিনাব্যয়ে প্রাপ্ত। [আ]।

**আলুলায়িত**—বিণঃ এলানো, মুক্ত। [আলুলায় (নামধাতু)+ত]।

**আলেকুম**—মুসলমানদের প্রতি নমস্কার বচন,—ইহার অর্থ, 'আপনাদের উপরে আল্লাহ্‌র করুণা ও শান্তি বর্ষিত হউক'। [আ]

**আলেখ্য**—বিঃ ছবি, অঙ্কিত প্রতিমূর্তি, চিত্রপট ; রচনা, প্রবন্ধ। [আ+লিখ্+য]।

**আলেপ, -ন**—বিঃ প্রলেপ, লেপন, আলিপনা।

**আলেম**—**আলিম**-এর রূপভেদ।

**আলেয়া**—বিঃ মায়া, প্রহেলিকা ; জলা ভূমিতে দৃষ্ট জ্বলন্ত গ্যাস বিশেষ।

**আলো**[১]—বিঃ আলোক, দীপ। বিঃ **আলো-আঁধারি**—আলোক ও অন্ধকারের মিশ্রণ ; অস্পষ্ট ভাষায় বা ভাবে কিছু বর্ণনা করণ। ক্রি-বিণঃ **আলোয় আলোয়**—দিনের আলো থাকিতে থাকিতে। ক্রিঃ **-করা**—উদ্ভাসিত করা, মহিমান্বিত করা। বিঃ **আলো-ছায়া**—যুগপৎ আলোক ও ছায়ার মিশ্রণ।

**আলো**[২]—অব্যঃ (সখীগণকে) সম্বোধন-ধ্বনি ; ওলো। [প্রাকৃতঃ হলা]।

**আলোক**—বিঃ দীপ্তি, জ্যোতি, প্রভা, কিরণ ; দীপ। বিঃ **-চিত্র**—ফোটোগ্রাফ। বিঃ **-স্তম্ভ**—জাহাজাদিকে পথ নির্ণয়ে সাহায্যের জন্য নির্মিত সুউচ্চ বাতিঘর। বিণঃ **আলোকিত**—দীপ্ত, উদ্ভাসিত, উজ্জ্বল।

**আলোকন**—বিঃ অবলোকন, দর্শন ; দেখানো, প্রদর্শন। [আ+লোক্+অন]।

**আলোচনা, -চন**—বিঃ চর্চা, বিচার, অনুশীলন। [আ+লোচ্+অন, আ]। বিণঃ **আলোচনীয়, আলোচ্য**—আলোচনার বিষয় ; আলোচনার যোগ্য। বিণঃ **আলোচিত**—যে বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। বিঃ **আলোচনী**—আলোচনার বিষয়।

**আলোচাল**—বিঃ আতপ-তণ্ডুল, ধান সিদ্ধ না করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া যে চাউল তৈয়ারী করা হয়।

**আলোড়ন**—বিঃ আবর্তন, মন্থন, ঘাঁটা ; আন্দোলন। [আ+লুড়্+অন]। বিঃ **-ক**—আলোড়নকারী, আলোড়নদণ্ড। বিণঃ **আলোড়িত**।

**আলোণা**—বিণঃ লবণহীন, যাহা লবণাক্ত নহে।

**আলোয়ান**—বিঃ গায়ের পশমী চাদর বিশেষ। [আ]।

**আলোল**—বিণঃ ঈষৎ চঞ্চল।

**আলোহিত**—বিণঃ ঈষৎ লাল, রক্তাভ।

**আল্লা, আল্লাহ**—বিঃ ঈশ্বর, খোদা। [আ]।

**আশ**[১]—বিঃ অশন, আহার, ভোজন (প্রাতরাশ)। [অশ্+অ]।

**আশ**[২]—বিঃ আশা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, বাসনা।

**আঁশ, আঁইশ**—বিঃ তন্তু, রোঁয়া (তুলার), শল্ক (মাছের আঁশ)।

**আশংসন, আশংসা**—বিঃ আশা, প্রত্যাশা, সম্ভাবনা, ইচ্ছা। [আ+শন্স্+অন, অ+আ]।

**আশক**—বিণঃ প্রণয়ী, প্রেমিক। [আ]।

**আশঙ্কনীয়**—বিণঃ আশঙ্কার যোগ্য, ভয়ানক, ভয়প্রদ।

**আশঙ্কা**—বিঃ ভয়, শঙ্কা, সংকোচ, সংশয়। বিণঃ **আশঙ্কিত**—যাহা আশঙ্কা করা হইয়াছে; ভীত, ত্রস্ত।

**আশনাই**—বিঃ প্রেম, ঘনিষ্ঠতা। [ফা]।

**আশপাশ**—বিঃ নিকটবর্তী, চতুর্দিক।

**আশমান, আসমান**—বিঃ আকাশ। [ফা]। বিণঃ **-মানী**—আকাশ সম্বন্ধীয়, আকাশের ন্যায় বর্ণ, হালকা নীল।

**আশয়**—বিঃ আধার (জলাশয়); অন্তঃকরণ (সদাশয়, নীচাশয়); অভিপ্রায়।

**আশরফি, -ফী**—বিঃ স্বর্ণমুদ্রা, মোহর। [ফা]।

**আশা**—বিঃ কাম্যবস্তু লাভের সম্ভাবনায় বিশ্বাস ও তজ্জন্য অপেক্ষা; ভরসা; আকাঙ্ক্ষা; দিক (উত্তরাশা)।

**আশাবরী**—বিঃ সংগীতের রাগিণী-বিশেষ।

**আশাহত**—বিণঃ হতাশ, নিরাশ।

**আশি, আশী**—বিঃ বিণঃ অশীতি, ৮০।

**আশিস্, আশীঃ**—বিঃ আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা।

**আশীবিষ**—বিঃ দন্তে বিষ আছে যাহার—সর্প।

**আশীর্বচন, আশীর্বাদ**—বিঃ গুরুজন কর্তৃক শুভকামনা বা মঙ্গলকামনা। বিণঃ, বিঃ **আশীর্বাদক**। বিণঃ (স্ত্রী): **আশীর্বাদিকা**।

**আশীর্বাদী**—(১) বিণঃ আশীর্বাদরূপে দেয়। (২) বিঃ আশীর্বাদকালে দত্ত বস্তু।

**আশু**[১]—অব্যঃ বিণঃ শীঘ্র, সত্বর, ক্ষিপ্র; তাড়াতাড়ি। ক্রি-বিণঃ অবিলম্বে। বিণঃ **-গ, -গতি, -গামী**—শীঘ্রগামী। বিণঃ (স্ত্রী): **-গামিনী**। বিঃ **-কারী**—চটপটে। বিঃ **-তোষ**—যিনি শীঘ্র তুষ্ট হন, শিব। বিণঃ **-পাতী**—যাহা শীঘ্র ঝরিয়া যায়।

**আশু**[২]—**আউশ** দ্রষ্টব্য।

**আশুধান্য, -ব্রীহি**—বিঃ আউশ ধান, যে ধান আগে হয়।

**আশৈশব**—ক্রি-বিণঃ শিশুকাল হইতে, বাল্যাবধি।

**আশ্চর্য**—(১) বিণঃ অদ্ভুত, বিস্ময়কর, অপূর্ব, আজব। (২) বিঃ বিস্ময়। [আ (+শ)+চর্+য]।

**আশ্বস্ত**—বিণঃ আশ্বাসপ্রাপ্ত, ভরসাপ্রাপ্ত, নিরুদ্বেগ। [আ+শ্বস্+ত]।

**আশ্বাস**—বিণঃ ভরসা, অভয়, প্রবোধ, উৎসাহদান। বিণঃ **-ক**—আশ্বাসদানকারী। বিঃ **-ন**—আশ্বাসদান। বিণঃ **আশ্বাসিত**—আশ্বাস্ত।

**আশ্বিন**—বিঃ বাংলা সনের ষষ্ঠ মাস। [অশ্বিনী+অ]।

**আশ্বিনে**—বিণঃ আশ্বিন মাস কালীন।

**আশ্রম**—বিঃ সাধু সন্ন্যাসীদের বাসস্থান, তপোবন, সাধনা, শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদির স্থান, মঠ; শাস্ত্রোক্ত জীবনযাত্রার চারি অবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস; আশ্রয়, গৃহ (অনাথাশ্রম, আতুরাশ্রম)। বিঃ **-ধর্ম**—আশ্রমবাসীদের কর্তব্য। বিঃ **আশ্রমিক, আশ্রমী**—আশ্রমবাসী, আশ্রমধর্মাচারী।

**আশ্রয়**—বিঃ অবলম্বন, সহায়, শরণ, রক্ষক. আধার, আলয়, গৃহ। [আ+শ্রি+অ]। বিঃ **-ণ**—আশ্রয়গ্রহণ। বিণঃ **-ণীয়**—আশ্রয়গ্রহণযোগ্য। বিণঃ **আশ্রয়ী**—আশ্রয়গ্রহণকারী, আশ্রয়-প্রাপ্ত। বিণঃ **আশ্রয়ার্থী**—আশ্রয়-প্রার্থী। বিণঃ (স্ত্রী): **আশ্রয়ার্থিনী**। বিণঃ **-হীন, -শূন্য**—গৃহহীন। বিঃ **-দাতা**—আশ্রয়দানকারী।

**আশ্রিত**—বিণঃ আশ্রয়প্রাপ্ত, অনুগত, শরণাগত। বিণঃ (স্ত্রী): **আশ্রিতা**। বিণঃ **আশ্রিত বৎসল**—আশ্রিতের প্রতি স্নেহশীল।

**আশ্রুত**—বিণঃ প্রতিশ্রুত, অঙ্গীকৃত। [আ+শ্রু+ত]।

**আশ্লিষ্ট**—বিণঃ আলিঙ্গিত; জড়িত, সংযুক্ত, সংশ্লিষ্ট; শ্লেষোক্তিযুক্ত। [আ+শ্লিষ্+ত]।

**আশ্লেষ**—বিঃ মিলন, আলিঙ্গন, শ্লেষ, একদেশ সম্বন্ধ।

**আষাঢ়**—বিঃ বাংলা সনের তৃতীয় মাস; বর্ষা।

**আষাঢ়ে**—বিণঃ আষাঢ় মাস সম্বন্ধীয়; অদ্ভুত, অলীক, মিথ্যা, অসম্ভব।

**আষ্টেপৃষ্ঠে**—ক্রি-বিণঃ সর্বাঙ্গে; অষ্টাঙ্গে।

**আসক**—বিঃ অনুরাগ। [আ]।

**আসকারা (-আশ)**—বিঃ প্রশ্রয়।

**আসকে, আস্কে**—বিঃ পিঠা বিশেষ। [দেশী]।

**আসক্ত**—বিণঃ অতিশয় অনুরক্ত, সংসক্ত। [আ+সন্জ্+ত]। বিঃ **আসক্তি**—অনুরাগ, লিপ্সা; সহবাস; ভোগ-বিলাস; অভিনিবেশ।

**আসত্তি**—বিঃ মিলন, নৈকট্য, লাভ। [আ+সদ্+তি]।

**আসঙ্গ**—বিঃ মিলন, সহবাস, অনুরাগ, অভিনিবেশ। [আ+সন্জ্+অ]।

**আসছে**—(১) ক্রিঃ আসিতেছে। (২) বিণঃ আগামী।

**আসন**—বিঃ বসিবার স্থান, বসিবার জন্য ছোট গালিচা; যোগসাধনে উপ-বেশনের বিভিন্ন প্রণালী (পদ্মাসন); বাসস্থান (ভদ্রাসন); মর্যাদা। [আস্+অন]। বিঃ **-গ্রহণ, -পরিগ্রহ**—উপ-বেশন। বিণঃ **-পিঁড়ি, -পিঁড়ী**—পায়ের উপর পা মুড়িয়া উপবেশন।

**আসন্ন**—বিণঃ আগতপ্রায়, নিকটবর্তী; অন্তিম। [আ+সদ্+ত]। বিঃ **-কাল**—মৃত্যুকাল, বিপৎকাল। বিণঃ **-মৃত্যু**—মুমূর্ষু। বিণঃ (স্ত্রী): **-প্রসবা**।

**আসব**—বিঃ চোয়ানো মদ।

**আসবাব**—বিঃ গৃহসজ্জা, জিনিসপত্র, সরঞ্জাম। [আ]।

**আসমুদ্র**—বিণঃ, ক্রি-বিণঃ সমুদ্র পর্যন্ত। **-হিমাচল**—সমুদ্র হইতে হিমালয় পর্বত পর্যন্ত।

**আসর**—বিঃ সভা, বৈঠক, মজলিস, সমাবেশ। [ফা]। ক্রিঃ **-গরম করা,**

**-গুলজার করা**—সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করা। ক্রিঃ **-জমানো, -মাতানো**—সভাজনদিগকে হর্ষোৎফুল্ল করিয়া তোলা। ক্রিঃ **-জাঁকানো**—নিজেকে সভায় বিশিষ্টতম ব্যক্তি করিয়া তোলা। ক্রিঃ **-আসরে নামা**—সভাস্থলে বা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া।

**আসল**—বিণঃ খাঁটি, বিশুদ্ধ; সত্য, যথার্থ, প্রকৃত, খরচা বাদে মোট অংশ। বিঃ মূলধন। [আ]।

**আসলি, -লী**—বিণঃ খাঁটি, ভেজাল-শূন্য।

**আসশেওড়া**—বিঃ বন্যগাছ বিশেষ।

**আসা**[১]—(১) ক্রিঃ আগমন করা, উপস্থিত হওয়া; অভ্যাস থাকা, পটুতা থাকা (লেখা আসা); লাগা, উপযোগী হওয়া, (বিদ্যা থাকিলে তাহা কাজে আসে); আয় হওয়া (ব্যবসায়ে টাকা আসা); সংঘটিত হওয়া (বিপদ আসা); পরিণত হওয়া (ফুরাইয়া আসা); প্রবেশ করা (বাতাস আসা)। (২) বিণঃ আগত, সমাপ্ত (নিভে-আসা আলো)। বিঃ আগমন। বিঃ **আসা-আসি, আসা-যাওয়া**—মেলামেশা। ক্রিঃ **কথা আসা**—কথা যোগানো। ক্রিঃ **পেটে-আসা**—গর্ভে জন্ম লওয়া। ক্রিঃ **মনে আসা**। ক্রিঃ **মাথায় আসা**। ক্রিঃ **মুখে আসা**। ক্রিঃ **হাতে আসা**—আয়ত্তে আসা। ক্রিঃ **কানে আসা**। ক্রিঃ **বলে আসা**—অনুমতি লইয়া আসা, জানাইয়া আসা।

**আসা**[২]—বিঃ রাজদণ্ড, লাঠি। [আ]। বিঃ **-নাড়ি**—লাঠি। বিঃ **-বরদার**—দণ্ড-বাহক।

**আসাদন**—বিঃ লাভ, প্রাপ্তি; সম্পাদন, স্থাপন। [আ+সাদি+অন]। বিণঃ **আসাদিত**।

**আসান**—বিঃ অবসান (মুশকিল আসান), রেহাই, লাঘব, সুবিধা।

**আসাম**—বিঃ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্ববর্তী প্রদেশ।

**আসামী**[১]—(১) বিঃ আসামের ভাষা-অসমীয়া। (২) বিণঃ আসাম সম্বন্ধীয়, আসাম দেশীয়।

**আসামী**[২]—বিঃ দোষী, অভিযুক্ত ব্যক্তি-প্রতিবাদী; ঋণী। [আ]।

**আসার**—বিঃ বৃষ্টিপাত, জলকণা, ধারা। [আ+সৃ+অ]।

**আসিক্ত**—বিণঃ ঈষৎ বা সম্পূর্ণ সিক্ত।

**আসিদ্ধ**—বিণঃ অর্ধসিদ্ধ, যাহা সিদ্ধ নহে এমন।

**আসীন**—বিণঃ উপবিষ্ট, অবস্থিত।

**আসুর, আসুরিক**—বিণঃ অসুর সম্বন্ধীয়; অসুরের ন্যায়; গর্হিত, ভয়ঙ্কর। **আসুর বিবাহ**—অসুরগণের প্রথানুযায়ী বিবাহ অর্থাৎ কন্যার অভিভাবককে অর্থদান পূর্বক বিবাহ। [অসুর+অ, ইক]। বিণঃ (স্ত্রী): **আসুরী, আসুরিকী**।

**আসেচন**—বিঃ সিক্ত করণ।

**আসোয়ার, -বার**—বিঃ অশ্বারোহী। বিণঃ অশ্ব ইত্যাদিতে আরূঢ়। [ফা]।

**আস্কন্দিত**—বিঃ অশ্বের লাফাইয়া চলা। ('তুরঙ্গম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে গৌরাঙ্গ'—মধু)। (আ+স্কন্দ্+ণিচ্+ত)।

**আস্কারা**—**আশকারা**-র বানানভেদ।

**আস্ত**—বিণঃ সমগ্র; গোটা; টুকরা নহে এমন, প্রকৃত বা পাকা (আস্ত চোর); পুরোপুরি (আস্ত পাগল)।

**আস্তব্যস্ত**—বিণঃ অতিশয় ব্যস্ত।
**আস্তর**১—বিঃ **অস্তর**—এর রূপভেদ।
**আস্তর**২, **আস্তরণ**—বিঃ ফরাস ; শয্যা ; শয্যার আচ্ছাদন বা চাদর; গালিচা, সতরঞ্চি প্রভৃতি আসন। [আ+স্তৃ+অ]।
**আস্তাকুঁড়**—বিঃ জঞ্জাল ফেলিবার জায়গা।
**আস্তানা**—বিঃ থাকিবার জায়গা ; আড্ডা ; বাসস্থান। ক্রিঃ **আস্তানা গাড়া**—স্থায়ীভাবে থাকা বা বাস করা। [ফা]। ক্রিঃ **আস্তানা গুটানো**—বাস তোলা।
**আস্তাবল**—বিঃ ঘোড়া, হাতী ইত্যাদি পশু রাখার জায়গা। [আ]।
**আস্তিক**১—বিণঃ ঈশ্বর আছেন এই বিশ্বাস আছে এমন ; পরলোকে বিশ্বাসী। [আস্তি+ক]। বিঃ **-তা, -ত্ব, আস্তিক্য**।
**আস্তিক**২—**আস্তীক**-এর বানানভেদ।
**আস্তিন**—বিঃ জামার হাতা। ক্রিঃ **আস্তিন গুটানো**—'যুদ্ধং দেহি' ভাব দেখানো।
**আস্তীক**— বিঃ মুনি বিশেষ ; মনসা-দেবীর পুত্র। [অস্তি+ঈক]।
**আস্তীর্ণ**—বিণঃ বিছানো বা বিস্তৃত হইয়াছে এমন। [আ+স্তৃ+ত]।
**আস্তৃত**—বিণঃ আচ্ছাদিত ; প্রসারিত।
**আস্তে**—ক্রি-বিণঃ ধীরে ; নিঃশব্দে ; নিচুগলায়। [ফা]।
**আস্থা**—বিঃ বিশ্বাস ; ভরসা ; শ্রদ্ধা। [আ+স্থা+অ]। বিণঃ**-বান্**-বিশ্বাস-বান; শ্রদ্ধাযুক্ত।
**আস্থান**—বিঃ অবস্থিতি ; আশ্রয়।
**আস্থায়ী**—বিঃ গানের বা সুরের প্রথম চরণ। [আ+স্থা+ইন্]।

**আস্থিত**—বিণঃ আশ্রিত ; অধিষ্ঠিত।
**আস্পদ**—বিঃ পাত্র ; আধার (স্নেহা-স্পদ)। [আ (+স) +পদ+অ]।
**আস্পর্ধা**—বিঃ দম্ভ ; স্পর্ধা ; বাড়।
**আস্ফালন**—বি বেগে সঞ্চালন ; দম্ভ প্রকাশ। [আ+স্ফল্+ণিচ্+অন্]। বিণঃ **আস্ফালিত**—বেগে সঞ্চালিত বা আন্দোলিত।
**আস্ফোট, আস্ফোটন**—বিঃ সংঘর্ষণ ;
**আস্য**—বিঃ মুখ।
**আস্বাদ**—বিঃ জিভের অনুভূতি। [আ+স্বদ্+অ]। বিণঃ **-ক**—যে চাখে; আস্বাদগ্রহণকারী। বিঃ **-ন**—স্বাদ-গ্রহণ। বিণঃ **-নীয়, আস্বাদ্য**—স্বাদ গ্রহণযোগ্য। বিণঃ **আস্বাদিত**—স্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে এমন।
**আস্য**—বিঃ মুখ, বদন, মুখমধ্য। বিঃ **-লোম**—শ্মশ্রু, দাড়ি।
**আহত**—বিণঃ আঘাত প্রাপ্ত ; ধ্বনিত ; দুঃখিত। [আ+হন্+ত]।
**আহব**১—বিঃ যুদ্ধ; রণ; সংগ্রাম। [আ+হ্বে+অ]।
**আহব**২—বিঃ হোম করিবার স্থান ; যজ্ঞ। [আ+হু+অ]। বিণঃ **-নীয়**—সম্যক হোম করিবার যোগ্য।
**আহরণ**—বিঃ সংগ্রহ ; সঙ্কলন ; সঞ্চয়-করণ; উপার্জন। [আ+হৃ+অন]। বিঃ **আহরণী**—সঙ্কলনী ; বিভিন্ন রচনাবলী সংগ্রহ; anthology। বিণঃ **আহরণীয়**।
**আহরিৎ**—বিণঃ ঈষৎ সবুজ।
**আহর্তব্য**—আহরণ যোগ্য। বিণঃ, বিঃ **আহর্তা**—আহরণকারী।
**আহা**—অব্যঃ দুঃখ শোক সহানুভূতি প্রভৃতি সূচক শব্দ। **আহা মরি**—প্রশংসা সূচক বা বিদ্রূপ সূচক ধ্বনি।

**আহাম্মক, আহাম্মুখ**—বিণঃ বোকা ; মূর্খ। [আ]।

**আহার**—বিঃ খাওয়া ; ভোজন ; খাদ্য। [আ+হৃ+অ]। বিঃ **আহারান্ত**—খাওয়ার পর ; ভোজন শেষ। বিণঃ, বিঃ **আহারার্থী**—খাওয়া চায় যে ; ভোজন বিলাসী। বিণঃ **আহারী**—যে খায় (অল্পাহারী)।

**আহার্য**—(১) বিণঃ খাওয়ার যোগ্য ; ভক্ষ্য। (২) বিঃ খাদ্য সামগ্রী [আ+হৃ+য]।

**আহিক**—বিঃ সাপুড়ে। [অহি+ইক]।

**আহিত**—বিণঃ ন্যস্ত ; অর্পিত ; স্থাপিত। [আ+ধা+ত]। বিঃ **আহিতাগ্নি**—সাগ্নিক, অগ্নিহোত্রী।

**আহির, আহীর**—বিঃ গোয়ালা জাতি ; আভীর। বিঃ (স্ত্রী): **আহীরী, আহিরণী, আহিরিণী**।

**আহুত**—বিণঃ আহুতি দেওয়া হইয়াছে এমন। [আ+হু+ত]।

**আহূত**—বিণঃ আহ্বান করা হইয়াছে এমন; আমন্ত্রিত; নিমন্ত্রিত। [আ+হ্বে+ত]। বিঃ **আহূতি**—আমন্ত্রণ।

**আহৃত**—বিণঃ আহরণ করা হইয়াছে এমন ; আয়োজিত ; সংগৃহীত। [আ+হৃ+ত]।

**আহেরিয়া, আহেড়িয়া**—(১) বিঃ মৃগয়া উৎসব: রাজস্থানের শিকারোৎসব (বসন্তের প্রথমদিনে)। (২) বিণঃ মৃগয়াকারী ; শিকারী।

**আহেল, আহেলী**—বিণঃ খাঁটি দেশী ; অমিশ্র ; খাস বা নিজস্ব। [আ]।

**আহ্নিক**—(১) বিঃ নিত্যকর্ম, সন্ধ্যাবন্দনাদি। (২) বিণঃ দৈনিক প্রাত্যহিক (আহ্নিকগতি)। [অহন্+ইক]।

**আহ্লাদ**—বিঃ আনন্দ ; প্রশ্রয়। [আ+হ্লাদ্+অ]। বিঃ **-ন**—আনন্দ উৎপাদন। বিণঃ **আহ্লাদিত**—হৃষ্ট ; আনন্দিত।

**আহ্লাদী**—বিঃ, বিণঃ (স্ত্রী)ঃ আদুরে মেয়ে। বিঃ, বিণঃ (পুং)ঃ **আহ্লাদে**।

**আহ্বান**—বিঃ আমন্ত্রণ; সম্বোধন; ডাক। [আ+হ্বে+অন]।

**আহ্বায়ক**—বিঃ, বিণঃ আহ্বানকারী। [আ+হ্বে+অক]। বিঃ, বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **আহ্বায়িকা**।

## ই

**ই**—বাংলা ভাষার তৃতীয় স্বরবর্ণ।

**-ই**—অব্যঃ কেবলমাত্র ও নিশ্চয় প্রভৃতি অর্থে শব্দের অন্তে 'ই' যুক্ত হয়।

**ইউনানী, য়ুনানী**—বিণঃ গ্রীক ; যবনিক ; হেকিমী (চিকিৎসা) ;

**ইউনিয়ান**—বিঃ কর্মিসংঘ; প্রশাসনের ক্ষুদ্রতম গ্রামীণ এলাকা (ইউনিয়ান বোর্ড বা গ্রাম পঞ্চায়েত) ; স্বায়ত্তশাসন সংস্থা বিশেষ।

**ইউরেশীয়, ইউরেশিয়ান**—বিঃ ইউরোপ ও এশিয়ার মিলিত বা সংযোগবর্তী অঞ্চল সম্বন্ধীয় ; ইউরোপ ও এশিয়ার অধিবাসীদের মিলনের ফলে জাত ; ফিরিঙ্গী।

**ইউরোপ**—বিঃ এশিয়ার পশ্চিমস্থ মহাদেশ। **ইউরোপীয়, য়ুরোপীয়**—বিণঃ ইউরোপে জাত ; ইউরোপ সম্বন্ধীয়।

**ইংরাজ[১], ইংরাজী[২], ইংরেজ[৩] ইংরেজী[৪]**—(১), (৩) বিঃ—ইংলণ্ডের অধিবাসী। (২), (৪) বিণঃ—ইংরেজ সম্বন্ধীয় ; ইংরেজের ভাষা। বিঃ

**ইংরেজিয়ানা**—সাহেবিয়ানা; ইংরেজ-দের চালচলনের উৎকট অনুকরণ।

**ইংলিশ**—বিঃ ইংরেজী। বিঃ **-ম্যান**—ইংরেজ।

**ইঃ**—অব্যঃ দুঃখ, ঘৃণা বা সন্তাপসূচক শব্দ।

**ইঁচড়** (ই-), **এঁচড়**—বিঃ কাঁচা কাঁঠাল। **ইঁচড়ে পাকা**—অকাল পক্ব ; ফাজিল ; ডেঁপো।

**ইঁট**—**ইট**-এর রূপভেদ।

**ইঁদারা, ইন্দারা**—বিঃ পাতকুয়া; পাকা বড় কুয়া।

**ইঁদুর, ইন্দুর**—বিঃ মূষিক।

**ইক্ষু**—বিঃ আখ। বিঃ **-দণ্ড**—আখগাছ।

**ইক্ষ্বাকু**—বিঃ সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা।

**ইঙ্গবঙ্গ**—বিণঃ ইংরেজ ও বাঙ্গালীর মিশ্রণে জাত ; ইংরেজী ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে জাত, anglo-bengali।

**ইঙ্গিত**—বিঃ ইশারা ; সঙ্কেত।

**ইঙ্গুদ, ইঙ্গুদী**—বিঃ কাঁটাগাছ বিশেষ ও তাহার ফল। **-তৈল**—ইঙ্গুদী তেল।

**ইচ্ছা**—বিঃ অভিলাষ ; প্রবৃত্তি ; রুচি ; অভিপ্রায়। [ইষ্+অ+আ]। বিঃ **-বসন্ত**—মসূরিকা, smallpox। বিঃ **-ময়**—ঈশ্বর, যাঁহার ইচ্ছায় সব হয়। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-ময়ী**—পরমেশ্বরী। বিঃ **-মৃত্যু**—আপন ইচ্ছানুসারে মরিবার ক্ষমতা আছে এমন। বিণঃ **ইচ্ছু, ইচ্ছুক**—ইচ্ছাকারী ; সম্মত ; রাজী। **-পত্র**—বিঃ ইচ্ছাকৃত দলিল ; উইল। **ইচ্ছিত**—বিণঃ ইচ্ছা করা হইয়াছে এমন।

**ইজার**—বিঃ পায়জামা। **ইজের**-এর রূপ-ভেদ।

**ইজারা**—বিঃ নির্দিষ্ট খাজানায় জমি, খাল, বিল, কারবার প্রভৃতির মেয়াদী বন্দোবস্ত, ঠিকা, লিজ। বিণঃ, বিঃ **-দার**—ইজারা গ্রহণকারী। [আ]।

**ইজ্জত, ইজ্জৎ**—সম্মান ; সম্ভ্রম ; সতীত্ব, আবরু। [আ]।

**ইঞ্চি**—বিঃ এক ফুটের বার ভাগের এক ভাগ দৈর্ঘ্য, inch।

**ইঞ্জিন, এঞ্জিন**—বিঃ চালক-যন্ত্র বিশেষ ; enginc। **ইঞ্জিনিয়ার** (এ-)—বিঃ যন্ত্রবিদ্ ; স্থপতি, engineer। **ইঞ্জিনিয়ারিং**—(১) বিঃ যন্ত্র বিজ্ঞান। (২) বিণঃ যন্ত্র বিজ্ঞান বিষয়ক।

**ইট**—বিঃ পাকা ঘর বাড়ী ইত্যাদি তৈয়ারী করার জন্য পোড়া মাটির পিণ্ড বিশেষ ; **ইষ্টক**। বিঃ **-খোলা**—ইট তৈয়ারীর জায়গা। বিঃ। **-পাটকেল**—পুরা ও টুকরা ইট।

**ইড়া**—বিঃ দেহের নাড়ী বিশেষ (বাম-দিকে অবস্থিত)। [ইল্+অ+আ]।

**ইতঃপূর্বে**—ক্রি-বিণঃ ইহার আগে।

**ইতর**—বিণঃ অপর ; ভিন্ন ; অভদ্র ; নীচ ; নিম্ন শ্রেণীভুক্ত (ইতর জীব)। [ই+তৃ+অ]। বিঃ **-বিশেষ**—পার্থক্য। **ইতর ভাষা**—অপভাষা গালাগালি। বিঃ **ইতরাম, ইতরামি, ইতরামো**—নীচ আচরণ। বিণঃ **ইতরেতর**—পরস্পর।

**ইতস্ততঃ, ইতস্তত**—(১) অব্যঃ, ক্রি-বিণঃ এখানে সেখানে; নানাদিকে। (২) বিঃ দ্বিধা ; সঙ্কোচ। [ইতস্+ততস্]। ক্রিঃ **ইতস্ততঃ করা**—সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা বোধ করা; গড়িমসি করা।

**ইতি**—অব্যঃ, বিঃ, বিণঃ সমাপ্তি; শেষ; অবসান : এই প্রকার : ইহা : এই।

ক্রি-বিণঃ **ইতি-উতি**—এদিক্ ওদিক্। বিঃ **-কথা**—উপকথা; ইতিহাস। বিঃ **-কর্তব্য**—যাহা কর্তব্য তাহা। বিঃ **-কর্তব্য বিমূঢ়তা**—কি করা উচিত তাহা স্থির করার অক্ষমতা। ক্রি-বিণঃ **-পূর্বে**—**ইতঃপূর্বে**-এর চলিত রূপ। বিঃ **-বৃত্ত**—ইতিহাস; অতীত ঘটনার বিবরণী। ক্রি-বিণঃ **-মধ্যে** (শুদ্ধরূপ **ইতোমধ্যে**)—এই সময়ের মধ্যে; এই অবসরে।

**ইতিহাস**—বিঃ অতীত বৃত্তান্ত; কালানুক্রমিক অতীত কাহিনী।

**ইতু**—বিঃ সূর্য; মিত্র। (মিত্র-শব্দজ)। বিঃ **-পূজা**—অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত সূর্যপূজা।

**ইতোমধ্যে, ইত্যবসরে**—ক্রি-বিণঃ ইহার মধ্যে; এই সুযোগে।

**ইত্যনুসারে**—ক্রি-বিণঃ এইরূপে, ইহার অনুযায়ী। [ইতি+অনুসারে]।

**ইত্যাকার**—বিণঃ এই প্রকার। [ইতি+আকার]।

**ইত্যাদি**—অব্যঃ ইহা এবং এই রকম আরও; প্রভৃতি। [ইতি+আদি]।

**ইথর, ঈথর, ইথার**—বিঃ আকাশব্যাপী এক পদার্থ বিশেষ, ether।

**ইথে**—অব্যঃ ইহাতে।

**ইদানীং**—অব্যঃ, ক্রিঃ-বিণঃ আজকাল; সম্প্রতি; অধুনা। [ইদম্+দানীম্]। বিণঃ **ইদানীন্তন**—এখনকার; বর্তমানকালীন; আধুনিক।

**ইনকাম্**—বিঃ আয়, income। **ইনকাম্-ট্যাক্স**—বিঃ আয়কর, income-tax।

**ইনকার**—বিঃ অস্বীকার। [আ]।

**ইনসলভেণ্ট্**—বিণঃ দেউলিয়া, insolvent।

**ইনসাফ**—বিঃ সুবিচার; ন্যায়বিচার।

**ইনাম**—বিঃ বখশিস, পুরস্কার। [আ]।

**ইনামেল** (এ-)—বিঃ কেওলিন মৃত্তিকা, প্রস্তর, সীসা ও লবণাদির চূর্ণ দ্বারা প্রলেপ; কলাই, enamel।

**ইনি**—সর্বঃ (সম্মানে) এই ব্যক্তি।

**ইনিয়ে-বিনিয়ে**—ক্রি-বিণঃ অতিরঞ্জিত করিয়া; অনুনয়-বিনয়ের সহিত।

**ইন্তেকাল, এন্তেকাল**—বিঃ মৃত্যু। [আ]।

**ইন্তেজার, এন্তেজার**—বিঃ প্রতীক্ষা। [আ]।

**ইন্তেজাম, এন্তেজাম**—বিঃ সুবন্দোবস্ত। [আ]।

**ইন্দারা**—**ইদারা**-এর রূপভেদ।

**ইন্দিবর, ইন্দীবর**—বিঃ নীলপদ্ম। [ইন্দি+বর]।

**ইন্দিরা**—বিঃ লক্ষ্মী, ধন ও সৌভাগ্যের দেবী।

**ইন্দু**—বিঃ চাঁদ; চন্দ্র। [ইন্দ্+উ]। বিণঃ **-নিভানন**—চাঁদের মতো সুন্দর মুখ বিশিষ্ট। বিঃ চাঁদের মতো সুন্দর মুখ বিণঃ (স্ত্রী): **-নিভাননা, -নিভাননী**। বিঃ **-ভূষণ**—চাঁদ যাঁহার ভূষণ বা অলঙ্কার; শিব। বিঃ **-মতী**—পূর্ণিমা; রঘুবংশীয় রাজা অজের স্ত্রী। বিঃ (স্ত্রী): **-মুখী**—চাঁদের মতো মুখ বিশিষ্ট। বিঃ **-মৌলি**—যাহার কপালে বা মাথায় চাঁদ আছে; চন্দ্রচূড়, শিব। বিঃ **-লেখা**—চন্দ্রকলা; বাঁকা চাঁদ; সোমলতা।

**ইন্দুর**—**ইঁদুর** দ্রষ্টব্য।

**ইন্দ্র**—বিঃ দেবরাজ; স্বর্গের রাজা; প্রধান বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (মানবেন্দ্র); রাজা; অধিপতি (নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র)। [ইন্দ্+র]। **ইন্দ্রগোপ**—বিঃ লাল পোকা বিশেষ; মখমলী পোকা। বিঃ

**-চাপ, -ধনু**—রামধনু ; ইন্দ্রের ধনুক। বিঃ **-জাল**—জাদুবিদ্যা ; ভেল্কি ; ভোজবাজি। **-জালিক, ঐন্দ্রজালিক**—(১) বিণঃ ইন্দ্রজাল সম্বন্ধীয় ; (২) বিঃ জাদুকর ; মায়াবী। **-জিৎ**—(১) বিণঃ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছে এমন ; (২) বিঃ রাবণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। **-ত্ব**—বিঃ ইন্দ্রের পদ ; প্রাধান্য। বিঃ **-নীল, -নীলক, -মণি**—পান্না, নীলকান্তমণি, মরকত। বিঃ **-পুরী, -লোক**—অমরাবতী, ইন্দ্রের রাজধানী। বিঃ **-প্রস্থ**—পাণ্ডবদের রাজধানী। **-লুপ্ত**—টাকরোগ। বিঃ **-সভা**—দেব-সভা। বিঃ **-সুত**—জয়ন্ত ; বানররাজ বালী ; তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। বিঃ **-সেন**—নলরাজার পুত্র ; যুধিষ্ঠিরের সারথি।

**ইন্দ্রাণী**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ ইন্দ্রপত্নী, শচী-দেবী। [ইন্দ্র+আনী]।

**ইন্দ্রায়ুধ**—বিঃ রামধনু ; ইন্দ্রের অস্ত্র। [ইন্দ্র+আয়ুধ]।

**ইন্দ্রিয়**—বিঃ যে সকল অঙ্গ বা শক্তির সাহায্যে বিভিন্ন বস্তু বা বিষয় জানা যায় (জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি—বাক্, পাণি, পদে, পায়ু ও উপস্থ। অন্তরিন্দ্রিয় চারটি—মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত)। [ইন্দ্র+ইয়]। বিণঃ **-গম্য, -গোচর, -গ্রাহ্য**—ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা যায় এমন ; প্রত্যক্ষ। বিঃ **-গ্রাম**—ইন্দ্রিয় সকল। বিঃ **-জয়, -দখল, -সংযম**—ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলিকে সংযত রাখা, উচ্ছৃংখল হইতে না দেওয়া। বিঃ **-দোষ**—দুশ্চরিত্রতা লম্পটের স্বভাব। বিণঃ **-পর, -পরতন্ত্র, -পরবশ, -পরায়ণ, -সেবী**—ভোগবিলাসী ; লম্পট ; কামুক ; উচ্ছৃংখল। বিঃ **-বৃত্তি**—ইন্দ্রিয়ের কাজ।

**ইন্ধন**—বিঃ জ্বালানি (কাঠ, কয়লা ইত্যাদি) ; প্রেরণা ; উদ্দীপনা।

**ইন্‌সেপক্‌টর**—বিঃ পরিদর্শক, inspector।

**ইবন্‌, ইবনে**—বিঃ পুত্র (ইবন্‌ বতুতা—বতুতার পুত্র)। [আ]।

**ইমন**—বিঃ রাগিণী বিশেষ।

**ইমনকল্যাণ**—বিঃ মিশ্ররাগিণী বিশেষ।

**ইমান**—বিঃ ধর্ম-বিশ্বাস ; বিবেক। [আ]। বিণঃ **-দার**—ধার্মিক ; সাধু ; বিশ্বস্ত ; বিবেকী। বিঃ **-দারি**—ধার্মিকতা ; সাধুতা ; বিশ্বস্ততা।

**ইমাম, এমাম**—বিঃ গুরু ; ধর্মনেতা ; (মুসলমানদের)। [আ]। বিঃ **-বাড়া**—মহরম অনুষ্ঠানের জন্য ধর্মগৃহ।

**ইমারৎ, ইমারত**—বিঃ পাকাবাড়ি। [আ]। বিণঃ **ইমারতী**।

**ইয়ত্তা**—বিঃ পরিমাণ ; সীমা ; হিসাব ; সংখ্যা। [ইয়ৎ+তা]।

**ইয়া**—বিণঃ এতবড়, এরূপ। **ইয়া ইয়া**—এত বড় বড়।

**ইয়াংকি, ইয়াঙ্কি**—(১) বিঃ মার্কিন বা আমেরিকা মহাদেশের লোক। (২) বিণঃ আমেরিকা দেশের, yankee।

**ইয়াদ**—বিঃ স্মরণ, খেয়াল। [ফা]।

**ইয়ার**—বিঃ বন্ধু, বয়স্য ; রসিক বা ফাজিল ব্যক্তি। [ফা]। বিঃ **-কি**—বন্ধুদের মধ্যে ঠাট্টা তামাসা ; ফাজলামি।

**ইয়ারিং**—বিঃ কানের দুল, মাকড়ি, কুণ্ডল ইত্যাদি, earring।

**ইম্নে**—অব্যঃ মনে হয় না এমন কিছু।

**ইরম্মদ**—বিঃ বজ্রাগ্নি, বিদ্যুৎ ; সমুদ্রাগ্নি ; হস্তী। [ইরা+মদ্+অ]।

**ইরা**—বিঃ পৃথিবী ; সুরা ; জল ; বাণী ; অন্ন। [ই+র+আ]।

**ইরান, ইরাণ**—বিঃ পারস্য। [ফা]। **ইরানী, ইরাণী**—(১) বিণঃ পারস্য দেশীয় ; বিঃ পারস্যের অধিবাসী।

**ইরাবতী**—বিঃ পাঞ্জাবের রাভী নদী ; ব্রহ্ম দেশের নদী বিশেষ।

**ইলশাগুঁড়ি, ইলসাগুঁড়ি**—বিঃ ঝির ঝিরে বৃষ্টি যাহাতে ইলিশ মাছ বেশী ধরা পড়ে।

**ইলশে, ইলসে**—**ইলিশ**-এর কথ্য রূপ।

**ইলা**—বিঃ পৃথিবী ; ধেনু ; বাণী ; সুরা ; জল ; বুধপত্নী। [ইল+অ+আ]। বিঃ **-বৃত, -বৃতবর্ষ**—পুরাণোক্ত দেশ বিশেষ ; জম্বু দ্বীপের (প্রাচীন ভারতবর্ষের কৈলাসের নিকটবর্তী) চারি বর্ষের এক বর্ষ।

**ইলাকা**—**এলাকা**-র রূপভেদ। [আ]।

**ইলাহী**—(১) বিঃ ঈশ্বর। (২) বিণঃ উচ্চ, মহান্ ; বিরাট (ইলাহী কাণ্ড)। [আ]। **ইলাহীগজ**—সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত ৪১ অঙ্গুলি (৩৩ ইঞ্চি) দীর্ঘ মাপের গজ। **ইলাহী সন**—সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত সাল।

**ইলিশ, ইলীশ**—বিঃ মৎস্য বিশেষ।

**ইলেক**—বিঃ গণিতের চিহ্ন বিশেষ।

**ইলেকট্রিক**—(১) বিণঃ বৈদ্যুতিক ; বিদ্যুৎ চালিত। (২) বিঃ বিদ্যুৎ বা বিজলী, electric।

**ইল্লৎ, ইল্লত**—বিঃ মলিনতা ; নোংরামি।

**ইশ্, ইস্**—অব্যঃ বিস্ময়, ক্লেশ, খেদ প্রভৃতি সূচক শব্দ।

**ইশ্তিহার, ইস্তিহার**—বিঃ ঘোষণা পত্র ; বিজ্ঞাপন ; প্রচারপত্র। [আ]।

**ইশাদী, ইসাদী**—বিঃ সাক্ষী। [ফা]।

**ইশারা, ইসারা**—বিঃ সংকেত ; ঠার [আ]।

**ইশীকা, ইষিকা, ইষীকা**—**ঈষিকা**-র বানান ভেদ। (১) বিঃ হাতীর চক্ষু কোটর। (২) কাশ তৃণ।

**ইষু**—বিঃ তীর ; বাণ।

**ইষ্ট**—(১) বিণঃ কল্যাণকর ; বাঞ্ছিত ; উপাস্য। (২) বিঃ মঙ্গল ; আত্মীয় ; প্রিয়জন। [ইষ্+ত] (৩) বিঃ যজ্ঞাদিকর্ম [যজ্+ত]।

**ইষ্টক**—বিঃ ইট। [ইষ্+তক]।

**ইষ্টাপত্তি**—বিঃ ইষ্ট প্রাপ্তি ; উপকার। [ইষ্ট+আপত্তি (প্রাপ্তি)]।

**ইষ্টি**—(১) বিঃ অভিলাষ, ইচ্ছা। [ইষ্+তি]। (২) বিঃ যজ্ঞ। [যজ্+তি]। (পুত্রেষ্টি)।

**ইসকুল**—**স্কুল**-এর বিকৃত রূপ।

**ইসদন্ত**—বিঃ কষের দাঁত।

**ইসবগুল**—বিঃ বীজ বিশেষ (আমাশয়ের ঔষধ)। [ফা]।

**ইসলাম**—বিঃ মুসলমান ধর্ম। [আ]। বিণঃ **ইসলামী**—ইসলাম সম্বন্ধীয় ; ইসলাম সম্মত, অনুযায়ী।

**ইস্কাপন, ইশকাপন**—বিঃ তাসের রঙ-বিশেষ। [ওল]।

**ইস্ক্রুপ**—**স্ক্রু**-র—বিকৃত রূপ।

**ইস্তক**—(১) অব্যঃ হইতে ; পর্যন্ত। (২) বিঃ তাস খেলায় রঙের সাহেব-বিবি। [হি]। ক্রি-বিণঃ **-নাগাদ**—আগাগোড়া।

**ইস্তফা, ইস্তাফা**—বিঃ শেষ ; ত্যাগ বা ত্যাগপত্র (কাজ বা চাকুরীতে ইস্তাফা দেওয়া) ; ক্ষান্তি ; নিবৃত্তি।

**ইস্তামাল**—বিঃ ব্যবহার, অভ্যাস। [আ]।

**ইস্তাহার**—**ইস্তিহার**-এর বানান ভেদ।

**ইস্তিরি, ইস্ত্রি, ইস্ত্রী**—বিঃ কাপড় জামা ভাঁজ ও মসৃণ করার যন্ত্র। [পো]।

**ইস্তেমাল**—**ইস্তামাল**-এর রূপভেদ।

**ইস্পাত**—বিঃ অঙ্গারাদি দ্বারা শক্ত করা লোহা, steel। [পো]। বিণঃ **ইস্পাতী**—ইস্পাতে গঠিত।

**ইহ**—(১) অব্যঃ এই (স্থানে বা সময়ে)। (২) বিণঃ পার্থিব; উপস্থিত। [ইদম্+হ]। বিঃ **-কাল**—জীবনকাল, জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি সময়। বিঃ **-জগৎ, -লোক**—এই সংসার; পৃথিবী; মনুষ্যলোক; মর্ত্যলোক। বিঃ **-জন্ম, -জীবন**—এই বর্তমান জীবন।

**ইহা**—সর্বঃ এই বিষয়; এই বস্তু।

**ইহুদী**—বিঃ হেব্রু, জু-জাতি, Jew।

## ঈ

**ঈ**—বাংলা ভাষার চতুর্থ স্বরবর্ণ।

**ঈকারান্ত**—'ী' শেষে আছে এমন শব্দ।

**ঈক্ষণ**—বিঃ দেখা; চক্ষু। [ঈক্ষ্+অন]। বিণঃ **ঈক্ষিত**—দৃষ্ট; দেখা হইয়াছে এমন।

**ঈগল**—বিঃ শ্যেন জাতীয় বৃহৎ পক্ষী বিশেষ, eagle।

**ঈথর**—বিঃ **ইথর** দ্রষ্টব্য।

**ঈদ**—বিঃ মুসলমানদের দুইটি প্রধান পর্ব; (ঈদ্-উল্-ফিত্র্, ঈদ্-উজ্-জোহা)। [আ]। বিঃ **-গা, -গাহ্**—যেখানে ঈদের নামাজ পড়া হয় এমন খোলা জায়গা। [আ]।

**ঈদৃক, ঈদৃশ**—বিণঃ এইরূপ; এইরকম। [ইদম্+দৃশ্+ক্বিপ্]। বিণঃ (স্ত্রী): **ঈদৃশী**।

**ঈপ্সা**—বিঃ পাওয়ার ইচ্ছা; লোভ। [আপ্+সন্+অ+আ]। বিণঃ **ঈপ্সিত**—বাঞ্ছিত; আকাঙ্ক্ষিত। বিণঃ **ঈপ্সু**—ইচ্ছুক।

**ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা**—বিঃ পরশ্রীকাতরতা; হিংসা। [ঈর্ষ্, ঈর্ষ্য+অ+আ]। বিণঃ **-ন্বিত, ঈর্ষী**—পরের ভাল দেখিয়া কাতর।

**ঈশ**—বিঃ ঈশ্বর; দেবতা; প্রভু; রাজা; [ঈশ্+অ]।

**ঈশা**[১]—বিঃ ঈশ্বরী, লাঙ্গলদণ্ড।

**ঈশা**[২], **ঈসা**—বিঃ যীশুখ্রীষ্ট।

**ঈশান**—বিঃ উত্তর পূর্ব কোণ; শিব; মহাদেব। [ঈশ্+আন]। বিঃ (স্ত্রী): **ঈশানী**—মহেশ্বরী।

**ঈশিতা, ঈশিত্ব**—বিঃ ঈশ্বরত্ব; প্রভুত্ব। [ঈশ্+ইন্+তা, ত্ব]।

**ঈশ্বর**—বিঃ ভগবান; স্রষ্টা; প্রভু; স্বামী; প্রধান আশ্রয়। [ঈশ্+বর]। বিঃ (স্ত্রী): **-ঈশ্বরী**। বিঃ **-ত্ব**। বিণঃ **-দ্বেষী**—নাস্তিক; ঈশ্বর বিরোধী। বিঃ **-নিষ্ঠা, -পরায়ণতা**। বিঃ **-বাদ**—আস্তিক্য, ঈশ্বর আছেন এই দার্শনিক মত। বিণঃ **ঈশ্বরাধীন**—দৈবাধীন; ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

**ঈষ**—বিঃ লাঙ্গলের ফলা।

**ঈষৎ**—অব্যঃ, বিণঃ কিঞ্চিৎ, অল্প। [ঈষ্+অৎ]। বিণঃ **ঈষদুচ্চ**—সামান্য উঁচু। বিণঃ **ঈষদুষ্ণ**—সামান্য গরম। বিণঃ **ঈষদূন**—একটু কম, পুরোপুরি নহে।

**ঈষা**—বিঃ লাঙ্গল দণ্ড; লাঙ্গলের খাত, সীতা; লাঙ্গলের ঈষ।

**ঈষিকা, ঈষীকা**—বিঃ হস্তীর নেত্রগোলক; তুলি; কাশ তৃণ। [ঈষ্+ইক, ঈক+আ]।

# উ

**উ**—বাংলা ভাষার পঞ্চম স্বরবর্ণ।

**উই**—বিঃ পিঁপড়ার মতো সাদা পোকা-বিশেষ; বল্মীক। বিঃ **-চারা, -ঢিপি, -ঢিবি**—উই পোকারা মাটি দিয়া যে ঢিপি বা বাসা নির্মাণ করে। **উইধরা, উইলাগা**—উই পোকায় কাটা।

**উইল**—বিঃ শেষ ইচ্ছাপত্র বা দানপত্র যাহা দাতার মৃত্যুর পরে কার্যকর হয়, will।

**উঃ**—অব্যঃ বেদনা, ব্যাকুলতা, অধৈর্য, বিস্ময় প্রভৃতি সূচক শব্দ।

**উঁকি, উকি**—বিঃ আড়ালে থাকিয়া দেখা; অল্পক্ষণের জন্য বা উপরে উপরে দেখা। বিঃ **-ঝুঁকি**—গোপনে এদিকে ওদিকে তাকাবার চেষ্টা। ক্রিঃ **উঁকি দেওয়া, উঁকিমারা**—আড়ালে বা গোপনে থাকিয়া দেখা।

**উঁচকপালে**—বিণঃ উঁচু কপাল যাহার; সৌভাগ্যশালী। বিণঃ (স্ত্রী): **-কপালী**—অলক্ষণা; (উঁচু কপাল স্ত্রীলোকের পক্ষে সৌভাগ্য সূচক নহে বলিয়া)।

**উঁচা, উঁচু**—বিণঃ উচ্চ, উন্নত, উদ্ধর, উৎকৃষ্ট (উঁচু দরের লোক); রূঢ়, কর্কশ (উঁচু কথা)। **উঁচান, উঁচানো, উঁচন, উঁচনো**—(১) ক্রিঃ উঠানো; উঁচা করা। (২) বিঃ উত্তোলিত। বিণঃ **উঁচানিচা, উঁচানীচা, উঁচুনিচু, উঁচুনীচু**—অসমতল, অসমান, এবড়ো-খেবড়ো।

**উঁহুঁ**—অব্যঃ অসম্মতিসূচক শব্দ; না।

**উকা**—**উখা**[২] দ্রষ্টব্য।

**উকি**[১]—**উঁকি**-র রূপভেদ।

**উকি**[২]—বিঃ হিক্কা, হেঁচকি।

**উকিল, উকীল**—বিঃ আইনজীবী; ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বা কর্মচারী [আ]। বিণঃ **উকিলী**—উকিলের (বুদ্ধি)।

**উকুণ, উকুন**—বিঃ চুল বা লোমের পোকা। [উৎকুণ]।

**উক্ত**—বিণঃ কথিত; উল্লিখিত। [বচ্+ত]

**উখড়ন, উখড়নো, উখড়ান, উখড়ানো**—(১) ক্রিঃ উপড়ানো, উৎপাটন করা। (২) বিঃ উৎপাটন, উন্মূলন। (৩) বিণঃ উৎপাটিত, উন্মূলিত। [উৎ+খোড়্+আন]।

**উখল, উখলি**—**উদূখল**-এর কোমলরূপ।

**উখা**[১]—বিঃ রান্নার হাঁড়ি; উনান। [উখ্+অ+আ]।

**উখা**[২], **উকা, উকো**—বিঃ ধাতু দ্রব্যাদি ঘষিবার জন্য দাঁতওয়ালা যন্ত্রবিশেষ।

**উগরন, উগরনো, উগরোন, উগরানো**—(১) ক্রিঃ বমন করা; উদ্গিরণ করা, গৃহীত বস্তু বাধ্য হইয়া ফেরত দেওয়া। (২) বিঃ উদ্গিরণ। (৩) বিণঃ উদ্গীর্ণ। [উৎ+গৄ+আন]।

**উগ্র**—বিণঃ প্রচণ্ড; তীব্র; ভয়ানক; রাগী; নিষ্ঠুর। [উচ্+র]। বিণঃ **-কণ্ঠ, -স্বর**—কর্কশ ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট। বিঃ **-তা**। বিণঃ **-কর্মা**—নিষ্ঠুর কাজ করে এমন। বিঃ **-ক্ষত্রিয়**—হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ, আগুরী জাতি। বিঃ **-চণ্ডা, -চণ্ডী**—চণ্ডিকা, দুর্গা দেবীর ভয়ঙ্করী রূপ; রাগী এবং কলহপ্রিয়া স্ত্রীলোক। বিণঃ **-প্রকৃতি, -স্বভাব**—রাগী ও কলহ

পরায়ণ স্বভাব বিশিষ্ট। বিণঃ **-বীর্য** —তীক্ষ্ণতেজা। বিণঃ **-মূর্তি**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ চেহারা বিশিষ্ট।

**উগ্রা**—(১) বিঃ প্রখরা নারী। (২) বিণঃ কোপন স্বভাবা ও কলহ পরায়ণা।

**উচক্কা**—(১) বিণঃ উঠতি (উচক্কা বয়স); অবাধ্য। (২) ক্রি-বিণঃ হঠাৎ (উচক্কা পড়িয়া যাওয়া)।

**উচল**—বিণঃ উচ্চ ('উচল বলিয়া অচলে চাড়িনু')।

**উচা, উচান, উচানো**—যথাক্রমে **উঁচা, উঁচান, উঁচানো**-র রূপভেদ।

**উচাটন**—(১) বিঃ উৎকণ্ঠা; ব্যাকুলতা। (২) বিণঃ উৎকণ্ঠিত; ব্যাকুল; অধীর।

**উচিত**—বিণঃ করার যোগ্য; ন্যায্য; যুক্তিযুক্ত। [বচ্+ইত]। বিঃ **ঔচিত্য**। বিণঃ **-বক্তা**—উচিত কথা বলে এমন লোক।

**উচ্চ**—বিণঃ উঁচু; উন্নত; চড়া; জোড়ালো। [উৎ+চি+অ]। বিঃ **-তা**। বিঃ **-বাচ্য**—সাড়াশব্দ; বাদ প্রতিবাদ; ভাল মন্দ মন্তব্য। বিঃ **-নীচ**—বড়-ছোট। বিণঃ **-ভাষী**—কড়া কথা বলে এমন; দম্ভকারী।

**উচ্চকিত**—বিণঃ চমকিত; হঠাৎ জাগ্রত। [উৎ+চকিত]।

**উচ্চয়, উচ্চায়**—বিঃ চয়ন; সংগ্রহ: রাশি; পুঞ্জ (সলিলোচ্চয়, পুষ্পো-চ্চয়)। [উৎ+চি+অ]।

**উচাটন**—(১) বিঃ ব্যাকুলতা। (২) বিণঃ ব্যাকুল।

**উচ্চাটন**—বিঃ উন্মূলন, অভিচার কর্ম বিশেষ। [উৎ+চট্+ণিচ্+অন]।

**উচ্চাবচ**—বিণঃ উঁচুনিচু, অসমান।

**উচ্চার**—বিঃ মল, বিষ্ঠা; উচ্চারণ। [উৎ+চরা+অ]।

**উচ্চারণ**—বিঃ বলা; বলার ভঙ্গী। [উৎ+চারি+অন]। বিণঃ **উচ্চারণীয়, উচ্চার্য**—উচ্চারণ করা যায় বা বলা যায় এমন; উচ্চারণ যোগ্য। বিণঃ **উচ্চারিত**—উচ্চারণ করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **উচ্চার্যমান**—উচ্চারিত হইতেছে এমন।

**উচ্চিংড়া, উইচিংড়া**—বিঃ পতঙ্গ বিশেষ।

**উচ্চৈঃ**—অব্যঃ উচ্চ, উন্নত; প্রচুর; অধিক। [উৎ+চি+ঐস্]। বিঃ **-স্বর** —উচ্চ গলার আওয়াজ, চীৎকার।

**উচ্চৈঃশ্রবা**—বিঃ সমুদ্র মন্থনে উত্থিত অশ্ব (দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন)। [উচ্চৈঃ+শ্রবস্ (কর্ণ বা যশঃ)]।

**উচ্ছন্ন**—**উৎসন্ন**-এর কথ্যরূপ। অধঃ-পাত।

**উচ্ছব**—**উৎসব**-এর কথ্যরূপ।

**উচ্ছল**—বিণঃ সর্বত্র ব্যাপ্ত; উৎক্ষিপ্ত; স্ফীত; উথলাইয়া উঠিয়াছে এমন। বিঃ **উচ্ছলন**—উথলাইয়া উঠা। বিণঃ **উচ্ছলিত**—স্ফীত; উথলিত; উচ্ছ্বসিত।

**উচ্ছিত্তি**—বিঃ উচ্ছেদ, বিনাশ। [উৎ+ছিদ্+তি]।

**উচ্ছিদ্যমান**—বিণঃ উচ্ছিন্ন হইতেছে এমন। [উৎ+ছিদ্+আন (মান)]।

**উচ্ছিন্ন**—বিণঃ উৎপাটিত; বিনষ্ট। [উৎ+ছিদ্+ত]।

**উচ্ছিষ্ট**—বিণঃ ভুক্তাবিশিষ্ট; এঁটো; পরিত্যক্ত। [উৎ+শিষ্+ত]। বিণঃ **-ভোজী**—অপরের উচ্ছিষ্ট আহার-কারী। বিঃ **উচ্ছিষ্টান্ন**—পাতে খাওয়ার পর পড়ে থাকা অন্ন বা খাদ্য-দ্রব্য।

**উচ্ছৃঙ্খল**—বিণঃ অসংযত ; যথেচ্ছাচারী ; বিধি নিয়ম মানে না এমন।
**উচ্ছে**—বিঃ তিক্ত আনাজ বিশেষ।
**উচ্ছেদ**—বিঃ সমূলে বিনাশ ; উৎসাদন। [উৎ+ছিদ্+অ]। বিণঃ **উচ্ছেদ্য**—উচ্ছেদের যোগ্য। **ভিটেমাটি উচ্ছেদ করা**—বসবাস তুলিয়া দেওয়া।
**উচ্ছেদন**—বিঃ বিনাশ, ধ্বংস, উন্মূলন। বিণঃ **উচ্ছেদনীয়**।
**উচ্ছোষণ**—(১) বিণঃ ঊর্ধ্ব শোষক ; সন্তাপক। (২) বিঃ ঊর্ধ্ব শোষণ ; সন্তাপন। [উৎ+শুষ্+অন]।
**উচ্ছ্বসন**—বিঃ উচ্ছ্বাস ; আবেগ। বিণঃ **উচ্ছ্বসিত**—স্ফীত ; আবেগে আকুল।
**উচ্ছ্বাস**—বিঃ প্রবল ভাবাবেগ ; উল্লাস ; স্ফীতি (জলোচ্ছ্বাস) ; নিঃশ্বাস। [উৎ+শ্বস্+অ]।
**উচ্ছ্রয়**—বিঃ উচ্চতা ; উন্নতি। বিণঃ **উচ্ছ্রিত**—উন্নত ; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ; উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত। অস-ক্রিঃ **উচ্ছ্রিয়া**—উচ্ছিত হইয়া।
**উছল, উছলিত**—বিণঃ উথলিয়া উঠিতেছে এমন ; উদ্বেল।
**উছলন, উছলনো, উছলান, উছলানো**—(১) ক্রিঃ উথলাইয়া উঠা ; ছাপাইয়া উঠা। (২) বিঃ উথলন। (৩) বিণঃ উথলিত।
**উজবক, উজবুক, -বগ, -বুগ**—বিণঃ বোকা, আহাম্মক। **উজবেক, -বেগ**—বিঃ তাতার জাতি বিশেষ। [তু]।
**উজন**—**উজান**-এর কথ্যরূপ।
**উজর, উজল**—**উজ্জ্বল**-এর কোমলরূপ।
**উজাগর**—বিণঃ বিনিদ্র, নিদ্রাহীন।
**উজাড়**—বিণঃ নিঃশেষ, শূন্য, জনহীন (দেশ উজাড়)। [হি]।
**উজান** বিঃ স্রোতের বিপরীত দিক্ ; জোয়ার। [উদ্ যান]। বিঃ **-ভাটি**—জোয়ার ভাটা ; উঠা নামা। **উজান, উজানো**—(১) ক্রিঃ স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়া ; উপরের দিকে যাওয়া। (২) বিঃ স্রোতের বিপরীত দিকে গমন। (৩) বিণঃ স্রোতে বিপরীত দিকে চলিয়াছে এমন।
**উজির, উজীর**—বিঃ মন্ত্রী। [আ]। বিঃ **উজিরি, উজীরি, উজিরালি, উজীরালি**—মন্ত্রিত্ব।
**উজু**—বিঃ মুসলমানদের নামাজের পূর্বে অঙ্গ প্রক্ষালন। [আ]।
**উজ্জীবন**—বিঃ নূতন জীবনলাভ ; লুপ্ত প্রায় হইয়া আবার বাড়িয়া উঠা। [উৎ+জীব্+অন]। বিণঃ **উজ্জীবিত**—নবজীবন প্রাপ্ত ; পুনরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত।
**উজ্জ্বল**—বিণঃ আলোকিত ; চকচকে ; দীপ্ত ; ঝলমলে। [উৎ+জ্বল+অ]। বিঃ **-তা, ঔজ্জ্বল্য**। **উজ্জ্বলরস**—শৃঙ্গার রস। বিণঃ **উজ্জ্বলিত**—প্রজ্জ্বলিত।
**উঞ্ছ**—বিঃ ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত শস্য কুড়ানো ; সামান্য টুকিটাকি কাজ। [উন্ছ্+অ]। বিণঃ **-জীবী, -শীল**—উঞ্ছ কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী। **-বৃত্তি**—এটা সেটা, সামান্য কাজকর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ ; পরিত্যক্ত শস্যকণা কুড়াইয়া জীবনধারণ।
**উট**—বিঃ পিঠে উঁচু কুঁজওয়ালা ভারবাহী পশু বিশেষ। [উষ্ট্র]। বিঃ **-পাখি**—আফ্রিকার প্রকাণ্ড পাখি বিশেষ, উটের মত লম্বা গলা কিন্তু উড়িতে অক্ষম।
**উটক, উটকা, উটকো**—বিণঃ বাজে ; অপ্রত্যাশিত ; আকস্মিক ; বিশ্বাস

করা যায় না এমন; চঞ্চলচিত্তা, স্বামিগৃহ হইতে কেবলই পলায়ন করে এমন। [দেশী]।

**উটকন, উটকনো, উটকান, উটকানো**—(১) ক্রিঃ জিনিস পত্র উলট পালট করিয়া খোঁজা। (২) বিঃ তালাসের জন্য জিনিসপত্র উলটপালট করণ। (৩) বিণঃ উলটপালট করা হইয়াছে এমন।

**উটজ**—বিঃ কুঁড়েঘর; পাতার কুটীর। [উট+জন্+অ]। বিঃ **-শিল্প**—কুটীর শিল্প, cottage industry।

**উট্‌ন, উট্‌না, উট্‌নো, উঠ্‌ন, উঠ্‌না, উঠ্‌নো**—বিঃ ধারে জিনিসপত্র ক্রয় করণ।

**উঠতি**—(১) বিঃ উন্নতি, উত্থান, চড়তি (উঠতির সময়)। (২) বিণঃ উন্নতি-শীল (উঠতি অবস্থা); বৃদ্ধি-শীল, চড়তি (উঠতি বাজার)। [উৎ+স্থা+তি]। বিঃ **উঠতি-পড়তি**—ওঠা-পড়া; উত্থান-পতন; বাড়া-কমা। **উঠতি বয়স**—নব যৌবন। **উঠতির মুখ**—উন্নতির আরম্ভ।

**উঠন**—বিঃ গাত্রোত্থান; **উঠান**-এর রূপ-ভেদ। [উৎ+স্থা+অন]।

**উঠন্ত**—বিণঃ উঠিতেছে এমন। [উঠ্+অন্ত]।

**উঠবন্দী** (ও-)—বিঃ কৃষকের সহিত জমির মেয়াদী বন্দোবস্ত বিশেষ। [দেশী]।

**উঠবোস**—বিঃ ওঠা ও বসা; ব্যায়ামের ভঙ্গী বিশেষ।

**উঠা** (ও-)—ক্রিঃ উত্থিত হওয়া; জাগরিত হওয়া; উদিত হওয়া; বাহির হওয়া (গোঁফ উঠা); খসিয়া পড়া (চুল উঠা); লোপ পাওয়া (আইন উঠিয়া যাওয়া); আমদানী হওয়া (বাজারে উঠা); চড়া; বাড়া; বাসস্থান ত্যাগ করা, সংগৃহীত হওয়া (চাঁদা উঠা); ক্ষয় পাওয়া বা মুছিয়া যাওয়া (রং উঠা); প্রবেশ করা (কানে উঠা)। [উৎ+স্থা+আ]। ক্রিঃ **-ন, -নো**—তোলা; খাড়া করা; উচ্ছেদ করা; মুছিয়া ফেলা। ক্রিঃ **অন্ন উঠা**—জীবিকা বন্ধ হওয়া। ক্রিঃ **জাতে উঠা**—পতিত অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করা। ক্রিঃ **নেচে উঠা**—অত্যন্ত উল্লসিত হওয়া। ক্রিঃ **মন উঠা**—সন্তুষ্ট হওয়া।

**উঠান**—বিঃ আঙিনা; অঙ্গন; উঠোন। বিঃ **-সমুদ্র**—সামান্য ব্যাপারকে বড় করিয়া দেখা।

**উড়কি, উড়কী**—বিঃ একপ্রকার ধান।

**উড়তি**—বিণঃ উড়ন্ত; লোকপরম্পরায় শোনা (উড়তি খবর)।

**উড়নচড়ে, উড়নচণ্ডে**—বিণঃ যে অকারণে পয়সা নষ্ট করে; অপব্যয়ী।

**উড়নি**—**উড়ানি**-র রূপভেদ।

**উড়ন্ত**—বিণঃ উড়িতেছে এমন, উড্ডীয়-মান। [উড়্+অন্ত]।

**উড়শ**—বিঃ ছারপোকা। [উদ্দংশ]।

**উড়া**—(১) ক্রিঃ শূন্যে ভাসিয়া চলা; বাবুগিরি করা; কাপ্তানি করা; প্রচারিত হওয়া। (২) বিঃ আকাশে বিচরণ বা ভ্রমণ। (৩) বিণঃ **উড়ো, উড়ন্ত**। [উৎ+ডী+আ]। ক্রি-বিণঃ **উড়া-উড়া**—ভাসা ভাসা, অনিশ্চিত ভাবে। ক্রিঃ **-ন, -নো**—উড্ডীন করা; অপব্যয় করা। ক্রিঃ **উড়াইয়া দেওয়া**—বন্ধনমুক্ত করা; অদৃশ্য করা; অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করা। ক্রিঃ **উড়িয়া যাওয়া**—উড্ডীয়মান হওয়া; অদৃশ্য হওয়া।

তাড়াতাড়ি খরচ হইয়া যাওয়া। **উড়ে এসে জুড়ে বসা**—অযাচিত ভাবে বা বিনা অধিকারে হঠাৎ আসিয়া সর্বে-সর্বা হইয়া বসা।
**উড়ানি**—বিঃ উত্তরীয় ; পাতলা চাদর।
**উড়িয়া, উড়ে**—ওড়িয়া-র রূপভেদ।
**উড়িষ্যা**—ওড়িশা-র রূপভেদ।
**উড়ী, উড়ীধান**—বিঃ অকর্ষিত জমিতে উড়িয়া পড়া বীজ হইতে উৎপন্ন ধান।
**উড়ু-উড়ু**—বিণঃ উড়িতে উদ্যত ; পলায়নপর ভাবপূর্ণ ; অস্থির।
**উড়ুক্কু**—বিণঃ উড়িতে পারে এমন।
**উড়ুনি**—উড়ানি-র কথ্য রূপ।
**উড়ুপ, উড়ূপ**—বিঃ ভেলা, ডোঙ্গা ; চন্দ্র। [উড়ু+পা+অ]।
**উড়ুম্বর**—**উদুম্বর**-এর রূপভেদ।
**উড়ো, উড়া**—বিণঃ উড়তে পারে এমন ; ভিত্তিহীন, অনিশ্চিত, সহসা আগত ও বেনামী (উড়ো খবর বা চিঠি)। বিঃ **উড়ো জাহাজ**—বিমান, এরো-প্লেন।
**উড্ডয়ন**—বিঃ শূন্যে গমন বা বিচরণ। [উৎ+ডী+অন্]।
**উড্ডীন, উড্ডীয়মান, উড্ডয়মান**—বিণঃ উড়িতেছে এমন, উড়ন্ত ; ঊর্ধ্ব-গামী। [উৎ+ডী+ত, আন (মান)]।
**উৎ, উদ্**—অব্যঃ ঊর্ধ্ব, উৎকর্ষ, অতিশয় বিরুদ্ধ, অতিক্রান্ত প্রভৃতি সূচক উপসর্গ বিশেষ। (উত্থান, উত্তপ্ত, উন্মার্গ, উদ্বেল)।
**উতর, উতোর**—বিঃ উত্তর, জবাব।
**উতরাই**—বিঃ পাহাড় হইতে নামার পথ ; ঢল। ক্রিঃ—পাহাড় হইতে নামা।
**উতরান, উতরানো, উত্তরন, উতরনো**—(১) ক্রিঃ নামিয়া আসা, নামা ; সফল হওয়া ; পার হওয়া ; গন্তব্য স্থানে বা লক্ষ্যে পেঁছানো। (২) বিঃ উত্তরণ, অতিক্রমণ, সফল হওন। [উৎ+তৃ+আন]।
**উতরোল**—(১) বিঃ কোলাহল, গণ্ড-গোল। (২) বিণঃ অশান্ত, উদ্বিগ্ন।
**উতলা**—বিণঃ ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন, অধীর।
**উৎকট**—বিণঃ উগ্র ; তীব্র ; দুঃসহ।
**উৎকণ্ঠ**—বিণঃ উদ্‌গ্রীব, অত্যন্ত আগ্রহা-ন্বিত। [উৎ+কণ্ঠ]।
**উৎকণ্ঠা**—বিঃ উদ্বেগ, ব্যাকুলতা, চিন্তা, ভাবনা। [উৎ+কণ্ঠ+অ+আ]।
**উৎকণ্ঠিত**—(১) বিণঃ উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল। (স্ত্রী)ঃ **উৎকণ্ঠিতা**—উদ্বিগ্না, ব্যাকুলা ; (২) বিঃ (স্ত্রী)ঃ নির্দিষ্ট সময়ে নায়ক না আসায় ব্যাকুল নায়িকা।
**উৎকর্ণ**—বিণঃ শুনিবার জন্য কান খাড়া করিয়া আছে এমন ; শুনিবার জন্য ব্যগ্র। [উৎ+কর্ণ]।
**উৎকর্ষ**—বিঃ উৎকৃষ্টতা, শ্রেষ্ঠতা ; উন্নতি ; বৃদ্ধি। [উৎ+কৃষ্+অ]।
**উৎকল**—বিঃ উত্তর কলিঙ্গ, উড়িষ্যা।
**উৎকলিকা**—বিঃ ফুলের কুঁড়ি ; তরঙ্গ ; উৎকণ্ঠা। [উৎ+কল্+অক+আ]। বিণঃ **-কুল**—উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন।
**উৎকলিত**—বিণঃ উদ্বিগ্ন ; তরঙ্গিত ; গৃহীত, উদ্ধৃত। [উৎ+কল্+ত]।
**উৎকিরণ**—বিঃ খোদাই করণ। [উৎ+কৃ+অন]।
**উৎকীর্ণ**—বিণঃ ক্ষোদিত ; চিত্রিত ; বিদ্ধ ; উৎক্ষিপ্ত। [উৎ+কৄ+ত]।
**উৎকুণ**—বিঃ উকুন, চুলের বা লোমের পোকা।
**উৎকৃষ্ট**—বিণঃ শ্রেষ্ঠ ; খুব ভালো ; উত্তম ; উন্নত। [উৎ+কৃষ্+ত]। বিঃ -তা।

**উৎকোচ**—বিঃ ঘুষ; অবৈধ লেনদেন। বিণঃ **-ক**—ঘুষ দাতা। বিণঃ বিঃ **-গ্রাহী**—উৎকোচ-গ্রহণকারী।

**উৎক্রম**—বিঃ ক্রমের বিপরীত গতি; ক্রমভঙ্গ; ব্যতিক্রম; লঙ্ঘন; নির্গমন; মৃত্যু। [উৎ+ক্রম্+অ]। বিঃ **-ণ**—ক্রমের বিপরীতে গমন; ঊর্ধ্বগমন; ক্রমবিপর্যয়; উল্লঙ্ঘন; মৃত্যু।

**উৎক্রান্ত**—বিণঃ উল্লঙ্ঘিত; উদ্গত; মৃত। [উৎ+ক্রম্+ত]। বিঃ **উৎক্রান্তি**—উল্লঙ্ঘন; উদ্গমন; ক্রমোন্নতি; নির্গমন; মৃত্যু।

**উৎক্রোশ**—বিঃ ঈগলজাতীয় পক্ষি-বিশেষ; কুরর বা কুরল পক্ষী।

**উৎক্ষিপ্ত**—বিণঃ উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত; উত্তোলিত; উৎপাটিত।

**উৎক্ষেপ, উৎক্ষেপণ**—বিঃ উপরের দিকে নিক্ষেপ। [উৎ+ক্ষিপ্+অ,+অন]। বিণঃ **উৎক্ষেপক**—ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করে যে।

**উৎখাত**—(১) বিণঃ সমূলে উৎপাটিত; বিনষ্ট; বিতাড়িত। (২) বিঃ উৎপাটন; উৎখনন; বিনাশ; বিতাড়ন।

**উত্তপ্ত**—বিণঃ খুব গরম; ক্রুদ্ধ। [উৎ+তপ্ত]।

**উত্তম**—বিণঃ খুব ভালো; উৎকৃষ্ট; শ্রেষ্ঠ; উপাদেয়। [উৎ+তম্+অ]। বিণঃ (স্ত্রী): **উত্তমা**। **উত্তম পুরুষ**—(ব্যাক) আমি, আমরা ইত্যাদি শব্দ, first person। বিঃ **উত্তম-মধ্যম**—(ব্যঙ্গে) বিলক্ষণ প্রহার।

**উত্তমর্ণ**—বিণঃ, বিঃ যে ঋণ দেয়, মহাজন। [উত্তম+ঋণ]।

**উত্তমাঙ্গ**—বিঃ প্রধান অঙ্গ; মাথা; মাথা হইতে কোমর পর্যন্ত দেহাংশ।



**উত্তর**—(১) বিঃ জবাব; সাড়া; আপত্তি-খণ্ডন; মীমাংসা; উত্তর দিক। (২) বিণঃ পরবর্তী, ভবিষ্য উত্তরকাল (রবীন্দ্রোত্তর); অসাধারণ, দুর্লভ (লোকোত্তর); অধিক (অষ্টোত্তর শত); শেষ (উত্তর কাণ্ড—রামায়ণ)। (৩) ক্রি-বিণঃ অনন্তর, পশ্চাৎ। [উৎ+তৃ+অ]। বিঃ **-কাল**—ভবিষ্য বা আগামী কাল। বিঃ **-কুরু**—মেরুর দক্ষিণে অবস্থিত দেব-ভূমি। বিঃ **-ক্রিয়া**—সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধাদি কার্য; উত্তরদান কার্য। বিঃ **-চ্ছদ**—উপরিস্থ আচ্ছাদন; বিছানার চাদর; উত্তরীয়। বিণঃ বিঃ **-দায়ক**—কথায় কথায় প্রতিবাদকারী। বিঃ **-পক্ষ**—তর্কের মীমাংসা; প্রশ্নের জবাব; পরবর্তী পক্ষ। বিঃ **উত্তর-পশ্চিম**—বায়ুকোণ। বিঃ **-পুরুষ**—ভবিষ্যৎ বংশধর। বিঃ **-পূর্ব**—ঈশানকোণ। বিঃ **-ফাল্গুনী**—নক্ষত্রবিশেষ। বিঃ **-মালা**—সমাধানসমূহ। বিঃ **-মীমাংসা**—বেদান্তদর্শন। বিঃ **-মেরু**—সুমেরু, পৃথিবীর উত্তরপ্রান্ত। **-সাধক**—তান্ত্রিক সাধকের মুখ্য সহকারী। বিণঃ (স্ত্রী): **-সাধিকা**।

**উত্তরঙ্গ**—বিণঃ তরঙ্গিত, তরঙ্গময়।

**উত্তরণ**—বিঃ নদী, সাগর প্রভৃতি পার হওয়া, পৌঁছানো, ঊর্ধ্বে গমন। [উৎ+তৃ+অন]।

**উত্তরাখণ্ড**—উত্তরাপথ; ভারতবর্ষের উত্তরাংশ, আর্যাবর্ত।

**উত্তরাধিকার**—বিঃ মৃত ব্যক্তির ধন-সম্পত্তিতে অধিকার। **-সূত্র**—উত্তরাধিকারী হিসাবে দাবি। বিণঃ **উত্তরাধিকারী**—মৃতের সম্পত্তিতে অধিকারী, ওয়ারিস্। (স্ত্রী): **উত্তরাধিকারিণী**।

**উত্তরাপথ**—উত্তরাখণ্ড-এর অনুরূপ।
**উত্তরায়ণ**—বিঃ বিষুবরেখা হইতে সূর্যের ক্রমশঃ উত্তরে গমন ; সূর্যের উত্তর-দিকে গমন কাল (২২শে ডিসেম্বর হইতে ২১শে জুন পর্যন্ত)।
**উত্তরাশা**—বিঃ উত্তরদিক ; প্রতিবচন পাইবার আশা।
**উত্তরাষাঢ়া**—বিঃ নক্ষত্রবিশেষ ; অশ্বিনী আদি সাতাশটি নক্ষত্রের অন্যতম।
**উত্তরাস্য**—বিণঃ উত্তরদিকে মুখ করিয়া আছে এমন।
**উত্তরী, উত্তরীয়**—বিঃ উড়ানি।
**উত্তরোত্তর**—ক্রি-বিণঃ পরপর, ক্রমে ক্রমে।
**উত্তল**—বিণঃ অর্ধবৃত্তাকার উন্নত উপরি-ভাগ বিশিষ্ট ; convex।
**উত্তান**—বিণঃ ঊর্ধ্বমুখে স্থিত বা শায়িত। [উৎ+তন্+অ]।
**উত্তানপাদ**—স্বায়ম্ভুব মনুর এক পুত্রের নাম ; উত্তানপাদের দুই স্ত্রী ছিলেন—সুরুচি ও সুনীতি, সুনীতির গর্ভে হরিভক্ত ধ্রুবের জন্ম হয়।
**উত্তাপ**—বিঃ তাপ, উষ্ণতা। বিণঃ **উত্তাপিত**—উত্তপ্ত করা হইয়াছে এমন।
**উত্তাল**—বিণঃ উৎকট, অতিউচ্চ, তরঙ্গ-সঙ্কুল। [উৎ+তল্+অ]।
**উত্তিষ্ঠ**—ক্রিঃ ওঠ। বিণঃ -মান।
**উত্তীর্ণ**—বিণঃ অতিক্রান্ত, উল্লঙ্ঘিত, নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত ; পার হইয়াছে এরূপ ; পরিত্রাণপ্রাপ্ত। [উৎ+তৃ+ত]।
**উত্তুঙ্গ**—বিণঃ উন্নত, অতিউচ্চ (উত্তুঙ্গ পর্বতশিখর)।
**উত্তেজন**—বিঃ উদ্দীপন, কর্মপ্রবৃত্তি সঞ্চারন; উৎসাহদান। [উৎ—তিজ্+অন]। বিণঃ **উত্তেজক**—উদ্দীপক, উত্তেজনকর, তীক্ষ্ণতাসাধক। বিঃ **উত্তেজনা**—উদ্দীপনা, প্রবল প্রেরণা, চিত্তচাঞ্চল্য। বিণঃ **উত্তেজিত**—উদ্দীপিত, প্রবর্তিত।
**উত্তোলন**—বিঃ উত্থাপন, ঊর্ধ্বে ধারণ, বহন বা স্থাপন। [উৎ+তুল্+অন্]। বিণঃ **উত্তোলিত**—উত্তোলন করা হইয়াছে এমন, উত্থাপিত। [উৎ+তুল্+ণিচ্+ত]।
**উত্ত্যক্ত**—বিণঃ অত্যন্ত বিরক্ত, অস্থির, ব্যতিব্যস্ত। [উৎ+ত্যজ্+ত]।
**উৎত্রাস**—বিঃ সন্ত্রাস, ভয়।
**উত্থ**—বিণঃ যাহা উঠিয়াছে এরূপ, উত্থিত, উৎপন্ন, সঞ্জাত। [উৎ+স্থা+অ]।
**উত্থান**—উঠা, উঠিয়া দাঁড়ান, গাত্রোত্থান, অভ্যুদয়, উন্নতি, আবির্ভাব, বিদ্রোহ। [উৎ+স্থা+অন]।
**উত্থাপক**—বিণঃ বিঃ উত্থাপনকারী, উত্তোলক, প্রস্তাবক। বিণঃ **উত্থাপিত**—উত্থাপন করা হইয়াছে এমন।
**উত্থাপন**—বিঃ উত্তোলন, প্রসঙ্গের অবতারণা, প্রস্তাবনা, উল্লেখ, উঠানো। [উৎ+স্থা+ণিচ্+অন]।
**উত্থিত**—বিণঃ উঠিয়াছে এরূপ, উদ্গত, উৎপন্ন, উদ্যত, উন্নত। [উৎ+স্থা+ত]।
**উৎপত্তি**—বিঃ সৃষ্টি, জন্ম, উদ্ভব।
**উৎপন্ন**—বিণঃ জাত, সৃষ্ট, উৎপাদিত, নির্মিত, উদ্ভূত। [উৎ+পদ্+ত]।
**উৎপল**—বিঃ পদ্ম, নীলপদ্ম, কুবলয়, কুমুদ।
**উৎপাটক**—বিণঃ উৎপাটনকারী।
**উৎপাটন**—বিঃ উপাড়িয়া ফেলা, উন্মূলন, উত্তোলন। [উৎ+পট্+ণিচ্+অন]। বিণঃ **উৎপাটনীয়**—উৎপাটনযোগ্য।

বিণঃ **উৎপাটিত**—উৎপাটন করা হইয়াছে এমন।

**উৎপাত**—বিঃ উপদ্রব, দৌরাত্ম্য, অত্যাচার, দৈব বিপদ্। [উৎ+পত্+অ]।

**উৎপাদক**—বিণঃ বিঃ উৎপত্তিকারক, জন্মদাতা, গুণনীয়ক, factor। (স্ত্রী): **উৎপাদিকা**।

**উৎপাদন**—বিঃ নির্মাণ, সৃষ্টি, নির্মিত বস্তু। বিণঃ **উৎপাদনীয়**—উৎপাদ্য, উৎপাদনযোগ্য। বিণঃ **উৎপাদিত**—উৎপাদন করা হইয়াছে এমন।

**উৎপীড়ক**—বিণঃ বিঃ নিপীড়নকারী।

**উৎপীড়ন**—বিঃ নিগ্রহ, ক্লেশদান, উপদ্রব বা অত্যাচার করণ।

**উৎপীড়িত**—(১) বিঃ নিপীড়িত যে জন। (২) বিণঃ নিপীড়নগ্রস্ত।

**উৎফুল্ল**—বিণঃ অত্যন্ত প্রফুল্ল, উল্লসিত, বিকসিত।

**উৎস**—বিঃ ঝর্না প্রস্রবণ। বিঃ **-মুখ**—প্রস্রবণের উৎপত্তিস্থান।

**উৎসঙ্গ**—বিঃ ক্রোড়, কোল, পর্বতের সানুদেশ, অধিত্যকা। [উৎ+সনজ+অ]।

**উৎসন্ন**—বিণঃ বিনষ্ট, বিধ্বস্ত, অধঃপতিত, উৎসাদিত। [উৎ+সদ্+ত]। ক্রিঃ **উৎসন্নে যাওয়া**—অধঃপতিত হওয়া, গোল্লায় যাওয়া।

**উৎসর্গ**—বিঃ দান, বর্জন, পরিত্যাগ, দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন। [উৎ+সৃজ্+অ]। বিণঃ **উৎসর্গীকৃত**—উৎসর্গ করা হইয়াছে এমন; নিবেদিত। **উৎসর্গিত**—**উৎসর্গীকৃত**-এর অশুদ্ধ রূপ।

**উৎসর্জক**—বিণঃ উৎসর্গকারী।

**উৎসর্জন**—বিঃ দান, ত্যাগ। [উৎ+সৃজ্+অন]।

**উৎসাদন**—বিঃ উচ্ছেদ, উন্মূলন, উৎপাটন, বিতাড়ন। [উৎ+সদ্+ণিচ্+অন]। বিণঃ **উৎসাদিত**—উৎসাদন করা হইয়াছে এমন।

**উৎসার, উৎসারণ**—বিঃ দূরীকরণ, অপনয়ন, সরাইয়া দেওয়া। [উৎ+সৃ+ণিচ্+অ, অন]। বিণঃ **উৎসারিত**—চালিত, স্থানান্তরিত, উৎক্ষিপ্ত।

**উৎসাহ**—বিঃ উদ্যম, আগ্রহ, উদ্দীপনা, অধ্যবসায়। [উৎ+সহ্+অ]। বিণঃ **-ক**—উৎসাহদানকারী। বিণঃ **-নীয়**—উৎসাহদানের যোগ্য। বিঃ **-ভঙ্গ**—উদ্যমনাশ। বিণঃ **উৎসাহিত**—উৎসাহ লাভ করিয়াছে এমন। বিণঃ **উৎসাহী**—উৎসাহশীল।

**উৎসুক**—বিণঃ অত্যন্ত ব্যগ্র, আগ্রহান্বিত, অতিশয় যত্নশীল; উৎকণ্ঠিত।

**উৎসৃষ্ট**—বিণঃ পরিত্যক্ত, উৎসর্গীকৃত; উপহৃত, দত্ত। [উৎ+সৃজ+ত]।

**উথল, উথাল**—বিণঃ উচ্ছলিত, উত্তাল। **-ন,-নো**—উথলিয়া উঠা, উপচাইয়া পড়া, ফাঁপিয়া উঠা।

**উদ**—বিঃ উদ্বিড়াল, ভোঁদড়।

**উদক**—বিঃ জল। বিণঃ **উদজ**—জলজাত।

**উদগ্র**—বিণঃ উর্ধ্বাভিমুখ, উদ্ধত, তীব্র, উৎকৃষ্ট।

**উদজান**—বিঃ জলীয় গ্যাসবিশেষ, হাইড্রোজেন, hydrogen। [উদ্+জন্+অ]।

**উদধি**—বিঃ সমুদ্র। [উদ্+ধা+ই]।

**উদম**—বিণঃ উদ্দাম, মুক্ত, উলঙ্গ।

**উদয়**—বিঃ আবির্ভাব, উত্থান, প্রথম প্রকাশ (সূর্যোদয়); উৎপত্তি, লাভ (ফলোদয়); উদ্রেক, সঞ্চার (দয়ার উদয়)। [উৎ+ই+অ]। বিঃ **-গিরি, উদয়াচল**—পূর্বদিকের যে কল্পিত

পর্বত হইতে সূর্যের উদয় হয়। **উদয়াস্ত**—(১) বিঃ প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত। (২) বিণঃ দিনভোর।

**উদর**—বিঃ পেট, জঠর, গর্ভ, অভ্যন্তর। [উৎ+ঋ+অ]। বিণঃ **-সর্বস্ব, -পরায়ণ**—ঔদরিক, পেটুক। বিণঃ **-সাৎ**—ভক্ষিত। বিঃ **উদরান্ন**—পেটের ভাত। বিঃ **উদরী**—পেটের জল জমিয়া যে রোগ, dropsy। বিঃ **উদরাময়**।

**উদলা**—বিণঃ নগ্ন, উদাম, উলঙ্গ। [দেশী]।

**উদাত্ত**—বিণঃ উচ্চস্বর বিশেষ (উদাত্ত আহ্বান); সঙ্গীতের স্বরভেদ; মহান্ (উদাত্ত চরিত্র); অর্থালঙ্কার বিশেষ। [উৎ+আ+দা+ত]।

**উদান**—বিঃ দেহের পঞ্চবায়ুর অন্যতম কণ্ঠস্থিত বায়ু।

**উদার**—বিণঃ মহৎ, উচ্চ, প্রশস্ত, দানশীল, সংকীর্ণতাশূন্য। [উৎ+আ+ঋ+অ]। বিঃ **-তা**। বিণঃ **উদার চরিত**—চরিত্রে উদারতা আছে এমন। **-নীতি**—সংকীর্ণতা বিহীন নীতি। **-নীতিক, -নৈতিক**—উদার নীতি মানে এমন, liberal।

**উদারা**—বিঃ সঙ্গীতের নিম্ন সপ্তকের সুর।

**উদাস**—বিণঃ উদাসীন, অনুরাগহীন, বিষয়তৃষ্ণা শূন্য; আকুল, এলোমেলো; বিষণ্ণ; বৈরাগী, সন্ন্যাসী। বিণঃ **উদাসী**—বৈরাগী। (স্ত্রী): **উদাসিনী**।

**উদাসীন**—বিণঃ নিরপেক্ষ, অনাসক্ত, বৈরাগী, নিঃসম্পর্ক। বিঃ **-তা**।

**উদাহরণ**—বিঃ দৃষ্টান্ত, নিদর্শন। বিণঃ **উদাহৃত**—উল্লিখিত, দৃষ্টান্তস্বরূপ কথিত।

**উদিত**—বিণঃ উত্থিত, উৎপন্ন, প্রকাশিত, আবির্ভূত। [উৎ+ই+ত]।

**উদীচী**—বিঃ উত্তরদিক্। [উদচ্+ঈ (স্ত্রী):] **উদীচী ঊষা**—aurora borealis। বিণঃ **উদীচ্য**—উত্তরদিকস্থ।

**উদীয়মান**—বিণঃ উদিত হইতেছে এমন (উদীয়মান সূর্য); প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে এমন (উদীয়মান লেখক)। [উৎ+ঈ+আন]। (স্ত্রী): **উদীয়মানা**।

**উদুম্বর, উড়ুম্বর**—বিঃ যজ্ঞডুমুর।

**উদুখল**—বিঃ যে পাত্রের মধ্যে শস্য রাখিয়া মুষল প্রহারে পরিস্কার করা হয়।

**উদো, উধো**—বিণঃ নির্বোধ। [দেশী]। **উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে**—একজনের কৃতকার্যের দায়িত্ব অন্যায় ভাবে অপরের উপরে আরোপ করা।

**উদোম**—**উদম**-এর বানান ভেদ।

**উদ্**—**উৎ** দ্রষ্টব্য।

**উদ্গত**—বিঃ উত্থিত, উদ্ভূত, উৎপন্ন, বহির্গত। [উৎ+গম্+ত]।

**উদ্গম**—বিঃ উদ্ভব, উদয়, উত্থান [উৎ+গম+অ]।

**উদ্গাতা**—(১) বিঃ সামবেদ গায়ক। (২) বিণঃ উচ্চরবে গীতকারী। [উৎ+গৈ+তৃ]। (স্ত্রী): **উদ্গাত্রী**।

**উদ্গার**—বিঃ ঢেকুর, বমন, নিঃসরণ। [উৎ+গৄ+অ]। বিঃ **উদ্গিরণ**—ঢেকুর তোলা, উচ্চারণ, নিঃসরণ, বমিকরণ।

**উদ্গীত**—বিণঃ উদাত্তকণ্ঠে গীত। বিঃ **উদ্গীতি**—উদাত্তকণ্ঠের গান।

**উদ্গীর্ণ**—বিণঃ বমি করিয়া তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, নিঃসৃত; উদ্গিরণ করণ। [উৎ+গৄ+ত]।

**উদ্‌গ্রীব**—বিণঃ ব্যগ্র, উৎকণ্ঠিত।

**উদ্‌ঘাটক**—বিণঃ উন্মোচনকারী, প্রকাশক। **উদ্‌ঘাটন**—বিঃ উন্মোচন, অনাবৃতকরণ, উন্মুক্তকরণ। বিণঃ **উদ্‌ঘাটিত**—উদ্‌ঘাটন করা হইয়াছে এমন।

**উদ্দণ্ড**—(১) বিঃ উত্তোলিত দণ্ড। (২) বিণঃ দণ্ড উত্তোলিত করিয়াছে এমন; উৎকট দণ্ডধারী, প্রতাপশালী।

**উদ্দাম**—বিণঃ দুর্দান্ত, দুর্দমনীয়, অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল, বন্ধনহীন। [উৎ+দম্‌+অ]। বিঃ **-তা**।

**উদ্দিষ্ট**—বিণঃ অভীষ্ট, অন্বিষ্ট। [উৎ+দিশ্‌+ত]।

**উদ্দীপন**—বিঃ উত্তেজন, প্রকাশকরণ, বিবর্ধন, প্রজ্বলন। বিণঃ **উদ্দীপক**—উত্তেজক, বর্ধক, প্রকাশক। বিঃ **উদ্দীপনা**—উত্তেজনা, উৎসাহ, প্রেরণা। বিণঃ **উদ্দীপিত**—উত্তেজিত; প্রজ্বলিত, প্রকাশিত, বর্ধিত।

**উদ্দীপ্ত**—বিণঃ প্রজ্বলিত, আলোকিত, উত্তেজিত, জ্বলন্ত।

**উদ্দেশ**—বিঃ লক্ষ্য, সন্ধান, খোঁজ (উদ্দেশে বাহির হওয়া); মতলব, (কি উদ্দেশে আসা); বার্তা, সংবাদ (উদ্দেশ লওয়া)। [উৎ+দিশ্‌+অ]।

**উদ্দেশ্য**—(১) বিণঃ অভিপ্রেত, উদ্দেশ করা হইয়াছে এমন। (২) বিঃ অভিসন্ধি, মতলব। [উৎ+দিশ্‌+য]।

**উদ্ধত**—বিণঃ অবিনীত, ধৃষ্ট, স্পর্ধিত, উগ্র, দুর্দান্ত, দুরন্ত, গর্বিত। [উৎ+হন্‌+ত]। বিঃ **ঔদ্ধত্য**। বিণঃ **-স্বভাব**—স্বভাবে ঔদ্ধত্য আছে এমন।

**উদ্ধরণ**—বিঃ উদ্ধার, উত্তোলন।

**উদ্ধার**—বিঃ পরিত্রাণ, নিষ্কৃতি (উদ্ধার লাভ করা); উত্তোলন, উন্নতি, উন্নয়ন (পতিতোদ্ধার); দূরীকরণ (পঙ্কোদ্ধার); কোন রচনা বা উক্তির উল্লেখ। [উৎ+হৃ+অ]। বিঃ **উদ্ধারক**—উদ্ধারকারী। **উদ্ধার চিহ্ন**—" ", inverted commas।

**উদ্ধৃত**—বিণঃ উত্তোলিত, পুনরধিকৃত; মোচিত, কোন রচনা বা উক্তি হইতে আহৃত। [উৎ+হৃ+ত]। বিঃ **উদ্ধৃতি**—উত্তোলন, কোন রচনা বা উক্তি হইতে আহৃত অংশ।

**উদ্বন্ধন**—বিঃ গলায় দড়ি দিয়া ঊর্ধ্বে বন্ধন, ফাঁসি। **-রজ্জু**—ফাঁসির দড়ি।

**উদ্বর্ত**—(১) বিঃ প্রয়োজন নির্বাহের পর অবশিষ্ট অংশ, উদ্বৃত্ত অংশ। (২) বিণঃ খরচের পর বাকী আছে এমন, উদ্বৃত্ত। [উৎ+বৃত্‌+অ]।

**উদ্বর্তন**[১]—বিঃ উন্নতি; জীবন সংগ্রামে বা প্রাকৃতিক নির্বাচনে টিকিয়া থাকা; অস্তিত্ব বজায় রাখা, survival। [উৎ+বৃত্‌+অন]।

**উদ্বর্তন**[২]—বিঃ গন্ধ দ্রব্যাদির দ্বারা বিলেপন, বিলেপন দ্রব্য। [উৎ+বৃত্‌+ণিচ্‌+অন]।

**উদ্বায়ী**—বিণঃ বাতাসে উবিয়া যায় এমন, volatile। [উৎ+বা+ইন্‌]।

**উদ্বাস্তু**—(১) বিঃ বাসভূমির সম্মুখস্থ স্থান; পোড়া ভিটা। (২) বিণঃ, বিঃ বাসভূমি হইতে বিচ্যুত বা বিতাড়িত।

**উদ্বাহ**—বিঃ বিবাহ, পরিণয়। [উৎ+বহ্‌+অ]।

**উদ্বাহন**—বিঃ বিবাহদান, উদ্ধার সাধন। [উৎ+বহ্‌+ণিচ্‌+অন]। বিণঃ **উদ্বাহিত**—বিবাহিত।

**উদ্বাহু**—বিণঃ ঊর্ধ্ববাহু, উত্তোলিত বাহু বিশিষ্ট।

**উদ্বিগ্ন**—বিণঃ উৎকণ্ঠিত, শঙ্কিত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। [উৎ+বিজ্+ত]।

**উদ্বিড়াল**—বিঃ ভোঁদড়।

**উদ্বুদ্ধ**—বিণঃ প্রবুদ্ধ, চেতনাপ্রাপ্ত, জাগরিত। [উৎ+বুধ্+ত]।

**উদ্বৃত্ত**—বিণঃ বাকী, বাড়তি, অবশিষ্ট। [উৎ+বৃত্+ত]।

**উদ্বেগ**—বিঃ আকুলতা, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা। [উৎ+বিজ্+অ]।

**উদ্বেল**—বিণঃ কূলাতিক্রান্ত, উচ্ছলিত। বিণঃ **উদ্বেলিত**—উদ্বেল হইয়াছে এমন।

**উদ্বোধন**—বিঃ জাগরণ, বোধোৎপাদন, সূত্রপাত, আরম্ভ (উদ্বোধন সঙ্গীত)। [উৎ+বুধ্+ণিচ্+অন]।

**উদ্বোধক**—বিঃ, বিণঃ উদ্বোধনকারী, উদ্দীপক।

**উদ্ব্যক্ত**—বিণঃ জোরের সহিত প্রকাশিত।

**উদ্ভট**—বিণঃ শ্রেষ্ঠ ; উৎকৃষ্ট বা লোক-প্রসিদ্ধ কিন্তু অজ্ঞাত লেখকের রচিত (উদ্ভট কবিতা) ; গ্রন্থ বহির্ভূত (উদ্ভট শ্লোক) ; উৎকট (উদ্ভট কল্পনা) ; অদ্ভুত, আজগুবী (উদ্ভট কাণ্ড)।

**উদ্ভট্টী, উদ্ভাট্টি**—বিণঃ অদ্ভুত, আজগুবী।

**উদ্ভব**—(১) বিঃ উৎপত্তি, জন্ম। (২) বিণঃ উৎপন্ন। [উৎ+ভূ+অ]।

**উদ্ভাবন**—বিঃ আবিষ্করণ, উৎপাদন, পরিকল্পনা। [উৎ+ভূ+ণিচ্+অন। বিণঃ, বিঃ **উদ্ভাবক**—আবিষ্কারক, রচয়িতা। বিণঃ **উদ্ভাবনীয়, উদ্ভাব্য**—আবিষ্কারযোগ্য। বিণঃ **উদ্ভাবিত**—আবিষ্কার করা হইয়াছে এমন।

**উদ্ভাস**—বিঃ প্রকাশ, দীপ্তি, বিকাশ। [উৎ+ভাস+অ]। বিণঃ **-ক**—উদ্ভাসন-কারী। বিঃ **-ন**—আলোকিত করণ ; উজ্জ্বলকরণ, উদ্দীপন। বিণঃ **উদ্ভাসিত**—উদ্ভাসন করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **উদ্ভাসী**—দীপ্তিময়, সমুজ্জ্বল। (স্ত্রী)ঃ **উদ্ভাসিনী**।

**উদ্ভিজ্জ**—(১) বিঃ যাহা ভূমি ভেদ করিয়া জন্মে, তরুলতা-গুল্মাদি। (২) বিণঃ উদ্ভিদ্-জাত। [উদ্ভিদ +জন্+ত]। বিণঃ **উদ্ভিজ্জাশী**—উদ্ভিদ্‌ভোজী।

**উদ্ভিদ্**—বিণঃ বিঃ তৃণ-লতা-গুল্মাদি। [উৎ+ভিদ্+ক্বিপ্]। বিঃ **-বিদ্যা**—উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, botany।

**উদ্ভিন্ন**—বিণঃ অঙ্কুরিত, প্রকাশিত, বিকশিত (উদ্ভিন্ন-যৌবনা)। [উৎ+ভিদ্+ত]।

**উদ্ভূত**—বিণঃ উৎপন্ন, জাত, প্রকাশিত। [উৎ+ভূ+ত]।

**উদ্ভেদ**—বিঃ প্রকাশ, বিকাশ, প্রস্ফুটন, উদ্গম। [উৎ+ভিদ্+অন]।

**উদ্ভ্রম**—বিঃ বুদ্ধিভ্রংশ, উদ্বেগ, আকুলতা। [উৎ+ভ্রম্+অ]।

**উদ্ভ্রান্ত**—বিণঃ ব্যাকুল, বিহ্বল, উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত, উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণকারী। [উৎ+ভ্রম্+ত]।

**উদ্যত**—বিণঃ উন্মুখ (বিদেশ গমনে) ; প্রবৃত্ত (কর্তব্যপালনে) ; [উৎ+যম্ +ত]।

**উদ্যম**—বিঃ উৎসাহ, অধ্যবসায়, প্রযত্ন, উদ্যোগ, উপক্রম। [উৎ+যম্+অ]। বিণঃ **উদ্যমী**—উদ্যমশীল।

**উদ্যান**—বিঃ বাগান, বাগিচা। [উৎ+যা+অন]। **-পাল, -পালক, -রক্ষক**—মালী, উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণকারী।

**উদ্‌যাপন**—বিঃ সম্পাদন, সমাপন, ব্রত-সমাধান, নির্বাহ। বিণঃ **উদ্‌যাপিত**—উদ্‌যাপন করা হইয়াছে এমন।

**উদ্‌যত্ত, উদ্‌যুক্ত**—বিণঃ উদ্যোগবিশিষ্ট, চেষ্টিত, যত্নবান্। [উৎ+যুজ্+ত]।

**উদ্যোগ**—বিঃ উদ্যম, চেষ্টা, উপক্রম; শিল্পদ্রব্যাদি উৎপাদন, industry। [উৎ+যুজ্+অ]। বিণঃ **উদ্যোগী**—যত্নশীল, উৎসাহী। বিণঃ **উদ্যোক্তা**—উদ্যোগকারী।

**উদ্রিক্ত**—বিণঃ উদ্রেক করা হইয়াছে এমন, উত্তেজিত। [উৎ+রিচ্+ত]।

**উদ্রেক**—বিঃ সঞ্চার, উদয় (ক্ষুধার উদ্রেক), উত্তেজন (করুণার উদ্রেক); [উৎ+রিচ্+অ]।

**উধাও, উধাউ**—(১) বিঃ ঊর্ধ্বে ধাবন। (২) বিণঃ অদৃশ্য, নিরুদ্দেশ।

**উধার**—বিঃ ঋণ, কর্জ, ধার।

**উন**—**ঊন** দ্রষ্টব্য।

**উনন**—**উনান**-এর রূপভেদ।

**উনপাঁজুরে**—বিণঃ হতভাগ্য, দুর্বল।

**উনান**—বিঃ চুল্লী, চুলা, আখা। বিঃ (স্ত্রী): **-মুখী**—গালিবিশেষ।

**উনি**—সর্বঃ (সম্ভ্রমার্থে) সম্মুখস্থ ব্যক্তি, ঐ, তিনি।

**উনিশ, ঊনিশ**—১৯ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**উনুন**—**উনান**-এর রূপভেদ।

**উন্নত**—বিণঃ উচ্চাবস্থাবিশিষ্ট, শ্রী-সম্পন্ন, অভ্যুদিত, উচ্চ (উন্নতশির); মহৎ, উদার (উন্নতমনা)। বিঃ **উন্নতি**—শ্রীবৃদ্ধি, সমৃদ্ধ অবস্থা, সৌভাগ্য, উচ্চতা।

**উন্নদ্ধ**—বিণঃ ঊর্ধ্বে বদ্ধ, স্ফীত।

**উন্নমন**—বিঃ উত্তোলন, উত্থাপন, উন্নতি। [উৎ+নম্+ণিচ্+অন]। বিণঃ **উন্নমিত**—উন্নমন করা হইয়াছে এমন।

**উন্নয়ন**—বিঃ উত্তোলন, উন্নতিসাধন। [উৎ+নী+অন]।

**উন্নাসিক**—বিণঃ অবজ্ঞায় নাক উঁচু করে বা বাঁকায় এমন; সব কিছুকেই তুচ্ছ বা অবজ্ঞা করে এমন।

**উন্নিদ্র**—বিণঃ নিদ্রাবিহীন, বিনিদ্র, সতর্ক। বিঃ **উন্নিদ্রা**—নিদ্রাহীনতা, সতর্কতা।

**উন্নীত**—বিণঃ উত্তোলিত, ঊর্ধ্বে নীত, অভ্যুদিত।

**উন্নেতা**—বিণঃ উন্নয়নকারী। [উৎ+নী+তৃ]।

**উন্মগ্ন**—বিণঃ জল হইতে উত্থিত। [উৎ+মস্জ্+ত]।

**উন্মজ্জন**—বিঃ জল হইতে উত্থান, ভাসা।

**উন্মত্ত**—বিণঃ ক্ষিপ্ত, পাগল, উত্তেজিত, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, অতিশয় আসক্ত, আত্মহারা। (স্ত্রী): **উন্মত্তা**। বিঃ **-তা**—ক্ষিপ্ততা।

**উন্মথন**—বিঃ মন্থন, মর্দন, হনন। বিণঃ **উন্মথিত**—মন্থন করা হইয়াছে এমন।

**উন্মদ**—প্রমত্ত, উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত। ('উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত'—রবীন্দ্র)। [উৎ+মদ্+অ]। (স্ত্রী): **উন্মদা**।

**উন্মন**—বিণঃ অন্যমনস্ক; উদ্বেগযুক্ত।

**উন্মনা**—বিণঃ উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল, আন-মনা, উদাস।

**উন্মন্থন, উন্মন্থ**—বিঃ আলোড়ন, মন্থন।

**উন্মাদ**—(১) বিঃ উন্মত্ততা, পাগলামি। (২) বিণঃ ক্ষিপ্ত, হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য, প্রচণ্ড। [উৎ+মদ্+অ]।

**উন্মাদন**—বিঃ উন্মত্তকরণ, প্রমত্তকরণ। [উৎ+মদ্+ণিচ্+অন]। বিণঃ **উন্মাদক**—উন্মত্ততা জন্মায় এমন। বিঃ **উন্মাদনা**—উত্তেজনা, প্রবল উৎসাহ, চিত্ত-বিক্ষোভ।

**উন্মাদিত**—বিণঃ উন্মত্ত করা হইয়াছে এমন। [উৎ+মদ্+ণিচ্+ত]।

**উন্মাদী**—বিণঃ প্রমত্ত, ক্ষিপ্ত, উন্মাদক। (স্ত্রী)ঃ **উন্মাদিনী**।

**উন্মার্গ**—(১) বিঃ অসৎ পথ, কদাচার। (২) বিণঃ কুপথগামী, কদাচারী। বিণঃ **-গামী**—অসদাচারী, কুপথগামী।

**উন্মীলন**—বিঃ চোখ মেলা, উন্মেষ, প্রকাশ। [উৎ+মীল্+অন]। বিণঃ **উন্মীলিত**—উন্মীলন হইয়াছে এমন, প্রকাশিত, বিকসিত, উদ্ঘাটিত।

**উন্মুক্ত**—বিণঃ খোলা, অবরোধমুক্ত, মুক্তিপ্রাপ্ত, অনাবৃত, বন্ধনহীন।

**উন্মুখ**—বিঃ ব্যগ্র, উৎসুক, উদ্যত, প্রবৃত্ত, তৎপর। বিঃ **-তা**।

**উন্মূলন**—বিঃ সমূলে উৎপাটন, উচ্ছেদ, বিনাশ। [উৎ+মূলি+অন]। বিণঃ **উন্মূলিত**—উন্মূলন করা হইয়াছে এমন।

**উন্মেষ, উন্মেষণ**—বিঃ উন্মীলন ; উদ্রেক, সঞ্চার, ঈষৎ প্রকাশ। [উৎ+মিষ্+অ, অন]। বিণঃ **উন্মিষিত, উন্মেষিত**—উন্মেষপ্রাপ্ত, বিকসিত, উন্মীলিত।

**উন্মোচন**—বিঃ বন্ধন বা আবরণ মুক্ত করণ, মুক্তিদান। বিণঃ **উন্মোচিত**—উন্মোচন করা হইয়াছে এমন।

**উপ**—অব্যঃ নৈকট্য উৎকর্ষ সাদৃশ্য ইত্যাদি সূচক উপসর্গ (উপকূল, উপভোগ, উপবন)।

**উপকণ্ঠ**—বিঃ গ্রামাদির প্রান্ত, নিকট, সমীপ।

**উপকথা**—বিঃ উপাখ্যান, গল্প।

**উপকরণ**—বিঃ উপাদান, যাহা দ্বারা কিছু প্রস্তুত হয় বা কোন কার্য সম্পন্ন হয় ; পূজার উপচার। [উপ+কৃ+অন]।

**উপকর্তা**—বিণঃ উপকারক। [উপ+কৃ+তৃ]। (স্ত্রী)ঃ **উপকর্ত্রী**।

**উপকার**—বিঃ মঙ্গলসাধন, কল্যাণ, অনুগ্রহ। [উপ+কৃ+অ]। বিণঃ **-ক, উপকারী**—উপকার করে এমন। (স্ত্রী)ঃ **উপকারিকা**—উপকারিণী। বিঃ **-তা**—উপকার সাধনের ক্ষমতা।

**উপকূল**—বিঃ সমুদ্র, নদী প্রভৃতির কূলের নিকটবর্তী স্থান ; বেলাভূমি, তটভূমি।

**উপকৃত**—বিণঃ উপকারপ্রাপ্ত। [উৎ+কৃ+ত]।

**উপক্রম**—বিঃ উদ্যোগ, চেষ্টা, আরম্ভ, সূত্রপাত। [উপ+ক্রম্+অ]। বিঃ **উপক্রমণিকা**—আরম্ভ, ভূমিকা, মুখবন্ধ, প্রস্তাবনা। বিণঃ **উপক্রমনীয়**—উপক্রম করিবার যোগ্য।

**উপক্ষয়**—বিঃ ক্ষতি, অপচয়।

**উপক্ষার**—বিঃ নাইট্রোজেনযুক্ত মৌলিক পদার্থ বিশেষ, alkaloid।

**উপগত**—বিণঃ উপস্থিত, সন্নিহিত, আসক্ত, কৃতমৈথুন, লব্ধ।

**উপগম, উপগমন**—বিঃ উপস্থিতি, নিকটে গমন, আসক্তি, সঙ্গম, লাভ, জ্ঞান। [উপ+গম্+অ, অন]।

**উপগুরু**—বিঃ গুরুস্থানীয় ব্যক্তি, গুরুর প্রতিনিধি।

**উপগৃহীত**—বিণঃ অনুগৃহীত।

**উপগ্রহ**—বিঃ প্রধান গ্রহকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণকারী অন্য গ্রহ ; আপদ্।

**উপচয়**—বিঃ সমূহ, সংগ্রহ, উন্নতি, পুষ্টি। [উপ+চি+অ]। বিণঃ **উপচিত, উপচীয়মান**।

**উপচারিত—উপচার** দ্রষ্টব্য।

**উপচর্যা**—বিঃ পরিচর্যা, সেবা, চিকিৎসা। [উপ+চর্+য+আ]।

**উপচান, উপচানো**—ক্রিঃ ছাপাইয়া পড়া।

**উপচার**—বিঃ পূজা বা সেবার সামগ্রী ; উপকরণ, চিকিৎসা (অস্ত্রোপচার) ; লক্ষণাদ্বারা অর্থবোধ। [উপ+চর্+অ]। বিণঃ **উপচরিত**—উপচারপ্রাপ্ত, সেবিত। বিণঃ **ঔপচারিক**।

**উপচিকীর্ষা**—বিঃ পরোপকারের ইচ্ছা, পরহিতৈষণা। [উপ+কৃ+সন্+আ]। বিণঃ **উপচিকীর্ষু**—পরের উপকার করিতে ইচ্ছুক।

**উপচিত**—বিণঃ সংগৃহীত, সঞ্চিত, পরিপুষ্ট, সমৃদ্ধ। [উপ+চি+ত]। বিঃ **উপচিতি**—সঞ্চয়, সমৃদ্ধি।

**উপচীয়মান**—বিণঃ উপচিত হইতেছে এমন। [উপ+চি+আন]।

**উপচ্ছায়া**—বিঃ অপচ্ছায়া, ভূতপ্রেতের ছায়াময় শরীর, অনিষ্টকর ছায়া ; প্রচ্ছায়া বা নিবিড় ছায়ার প্রান্তস্থিত লঘু ছায়া, penumbra।

**উপজনন**—বিঃ উৎপত্তি, জন্ম, উদ্ভব, উৎপাদন। [উপ+জন্+অন]।

**উপজাত**—প্রধান দ্রব্যের উৎপাদনকালে জাত অন্য দ্রব্য, by-product। [উপ+জন্+ত]।

**উপজাতি**—বিঃ সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ, প্রধান জাতির অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রতর জাতি বা সম্প্রদায় ; পাহাড়িয়া বা বন্য জাতি, tribe।

**উপজিল**—ক্রিঃ জন্মিল, উৎপন্ন হইল (কাব্যে ব্যবহৃত)।

**উপজিহ্বা**—বিঃ আল্‌জিভ।

**উপজীবিকা**—বিঃ বৃত্তি, পেশা, জীবিকা। বিণঃ **উপজীবী**—বৃত্তিধারী, জীবিকা অবলম্বনকারী। বিণঃ বিঃ **উপজীব্য**—উপজীবিকারূপে গ্রহণযোগ্য, আশ্রয়, অবলম্বন।

**উপজ্ঞা**—বিঃ আদ্যজ্ঞান, উপদেশ ব্যতিরেকে জাত প্রথম জ্ঞান, সহজাত জ্ঞান।

**উপড়ান, উপড়ানো**—(১) ক্রিঃ উন্মূলিত করা, উৎপাটিত করা। (২) বিঃ উন্মূলিতকরণ। (৩) বিণঃ উন্মূলিত, উৎপাটিত।

**উপঢৌকন**—বিঃ উপহার, ভেট।

**উপত্যকা**—বিঃ পর্বতের নিম্নদেশস্থ ভূ-ভাগ ; দুই পর্বতের মধ্যবর্তী সমতল ভূমি। [উপ+ত্যকন্+আ]।

**উপদংশ**—বিঃ যৌনব্যাধি বিশেষ, গরমি, syphilis।

**উপদিশ্যমান**—বিণঃ উপদেশপ্রাপ্ত হইতেছে এমন ; উপদেশের বিষয়ীভূত। [উপ+দিশ্+য+আন]।

**উপদিষ্ট**—বিণঃ উপদেশপ্রাপ্ত, উপদেশের বিষয়ীভূত। [উপ+দিশ্+ত]।

**উপদেবতা**—বিঃ অপ্রধান দেবতা, ভূত, প্রেত প্রভৃতি।

**উপদেশ**—বিঃ পরামর্শ, মন্ত্রণা, শিক্ষা, অনুশাসন। [উপ+দিশ্+অ]। বিণঃ **-ক**—উপদেশদানকারী। বিণঃ **উপদেশাত্মক**—উপদেশ বা নীতিশিক্ষা দেয় এমন। **উপদেষ্টা**—উপদেশদানকারী, শিক্ষক, গুরু।

**উপদ্বীপ**—প্রায় সম্পূর্ণরূপে জলবেষ্টিত ভূ-ভাগ, peninsula।

**উপদ্রব**—বিঃ উৎপাত, দৌরাত্ম্য, অত্যাচার, বিপদ্। [উপ+দ্রু+অ]।

**উপদ্রুত**—বিণঃ উৎপীড়িত, অত্যাচারিত।

**উপধর্ম**—বিঃ অপ্রশস্ত ধর্ম, ধর্মের অঙ্গীভূত কুসংস্কার, লৌকিক ধর্ম।

**উপধা**—বিঃ অন্ত্যবর্ণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বর্ণ, ছল, উপায়, ধর্মাদি দ্বারা অমাত্য প্রভৃতির সাধুতার পরীক্ষা।

**উপধান**—বিঃ উপাধান, বালিশ, ধারণ, স্থাপন, প্রণয়, উৎকর্ষ, ব্রতবিশেষ। [উপ+ধা+অন]।

**উপধায়ক, উপধায়ী**—বিণঃ জনক, উৎপাদক। [উপ+ধা+অক্, ইন]।

**উপনগর**—বিঃ নগরের উপকণ্ঠ, শহরতলি।

**উপনদ, উপনদী**—বিঃ যে নদ বা নদী অন্য নদীতে পতিত হয়, tributary।

**উপনয়ন**—বিঃ বেদগ্রহণার্থ আচার্য সমীপে নয়নকার্য, যজ্ঞোপবীত ধারণরূপসংস্কার। [উপ+নী+অন]।

**উপনাম**—বিঃ প্রকৃত নামের পরিবর্তে প্রদত্ত নাম, উপাধি, আখ্যা।

**উপনিবেশ**—বিঃ দলবদ্ধভাবে বিদেশে স্থাপিত স্থায়ী আবাস, colony। বিণঃ **উপনিবিষ্ট, উপনিবেশিত**—উপনিবেশে স্থাপিত।

**উপনিষদ্, উপনিষৎ**—বিঃ বেদের জ্ঞানকাণ্ড, বেদান্ত, ব্রহ্মবিদ্যা। [উপ+নি+সদ্+ক্বিপ্]।

**উপনিহিত**—বিণঃ গচ্ছিত, ন্যস্ত। [উপ+নি+ধা+ত]।

**উপনীত**—বিণঃ উপস্থিত, আগত, আনীত, উপনয়নদ্বারা সংস্কৃত।

**উপনেতা**—বিণঃ উপনায়ক, সহকারী নেতা।

**উপনেত্র**—বিঃ চশমা।

**উপন্যাস**—বিঃ নভেল, বড় গল্প, আখ্যায়িকা, novel।

**উপপতি**—বিঃ অবৈধ প্রণয়ী, নাগর, বিবাহিতা নারীর অবৈধ প্রণয়ী।

**উপপত্তি**—বিঃ যুক্তি, প্রমাণ, সিদ্ধান্ত, মীমাংসা, সম্পাদন, প্রাপ্তি, সংস্থান। [উপ+পদ্+তি]।

**উপপত্নী**—বিঃ অবৈধ প্রণয়িনী, রক্ষিতা।

**উপপদ**—বিঃ সমাসবদ্ধ কৃদন্ত পদের পূর্বপদ ; পূর্বপদের সহিত কৃদন্ত পদের সমাস (যথা—কুম্ভকার, ছেলেধরা)।

**উপপাদন**—বিঃ মীমাংসাকরণ, প্রতিপাদন, সম্পাদন। [উপ+পদ্+ণিচ্+অন]। বিণঃ **উপপাদক**—মীমাংসাকারী। **উপপাদ্য**—(১) বিণঃ উপপাদনীয়। (২) বিঃ যথার্থ বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে এমন প্রতিজ্ঞা, theorem।

**উপপুরাণ**—বিঃ অষ্টাদশ মহাপুরাণের বহির্ভূত অষ্টাদশ ক্ষুদ্র পুরাণ (যেমন, আদি পুরাণ, শিবধর্ম পুরাণ ইত্যাদি)।

**উপপ্লব**—বিঃ প্রাকৃতিক বিপর্যয়, উপদ্রব, প্রজাবিদ্রোহ। [উপ+প্লু+অ]। বিণঃ **উপপ্লুত**—প্রাকৃতিক অত্যাচারে পীড়িত, উপদ্রুত।

**উপবন**—বিঃ বাগান, উদ্যান, বাগিচা।

**উপবাস**—বিঃ অনশন, উপোস। [উপ+বস্+অ]। বিণঃ **-ক, উপবাসী**—উপবাসকারী।

**উপবিধি**—বিঃ মূল আইনের অন্তর্গত অন্য আইন, by-law।

**উপবিষ্ট**—বিণঃ আসীন, বসিয়া আছে এমন। [উপ+বিশ্+ত]।

**উপবীত**—বিঃ যজ্ঞসূত্র, পৈতা। [উপ+বী+ত]। বিণঃ **উপবীতী**—উপবীতধারী।

**উপবেদ**—বিঃ আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ইত্যাদি।

**উপবেশন, উপবেশ**—বিঃ আসন গ্রহণ, বসা। [উপ+বিশ্+অন, অ]। বিণঃ **উপবেশিত**—উপবেশন করানো হইয়াছে এমন।

**উপভাষা**—বিঃ মূল ভাষার বিভিন্ন প্রাদেশিক রূপ।

**উপভোগ**—বিঃ সম্ভোগ, ভক্ষণ, ভোগ-করণ, ব্যবহারকরণ। বিণঃ **উপভুক্ত**—ভোগ করা হইয়াছে এমন, ব্যবহৃত, ভক্ষিত। বিণঃ, বিঃ **উপভোক্তা**—উপভোগকারী। বিণঃ **উপভোগ্য**—উপভোগের উপযুক্ত।

**উপম**—বিণঃ (সমাসে উত্তরপদরূপে ব্যবহৃত), সদৃশ, তুল্য (দেবোপম)।

**উপমন্ত্রী**—বিঃ সহকারী মন্ত্রী, deputy minister।

**উপমা**—বিঃ সাদৃশ্য, তুলনা, অর্থালঙ্কার-বিশেষ। [উপ+মা+অ]। বিঃ **-ন**—যাহার সহিত উপমা দেওয়া হয়। বিণঃ **উপমিত**—তুলিত। বিঃ **উপমিতি**—উপমা, সাদৃশ্যজ্ঞান। বিণঃ **উপমেয়**—উপমার বিষয়ীভূত, উপমিত হইয়াছে এমন।

**উপমাংস**—বিঃ আঁচিল।

**উপমাতা**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ ধাত্রী, পালয়িত্রী, মাসী, পিসী প্রভৃতি মাতৃতুল্যা নারী।

**উপমান, উপমিত, উপমিতি, উপমেয়**—**উপমা** দ্রষ্টব্য।

**উপযাচক**—বিণঃ, বিঃ স্বয়ং প্রার্থী, বিনা আহ্বানে আপনা হইতে আসিয়া (পরের কাজ করিতে বা দায়িত্বের ভার লইতে) প্রার্থনা-কারী। [উপ+যাচ্+অক]। (স্ত্রী)ঃ **উপযাচিকা**। বিণঃ **উপযাচিত**—প্রার্থনা করা হইয়াছে এমন।

**উপযাত**—বিণঃ সমীপাগত; প্রাপ্ত। বিঃ **উপযান**—প্রাপ্তি; নিকটে গমন।

**উপযুক্ত**—বিণঃ যথাযোগ্য, উচিত, ন্যায্য, যোগ্য, সমর্থ। [উপ+যুজ্+ত]। বিঃ **-তা, উপযুক্তি**।

**উপযোগ**—বিঃ উপকার, আবশ্যকতা, উপযোগিতা, utility। [উপ+যুজ্+অ]।

**উপযোগী**—বিণঃ উপযুক্ত, কার্যকর, প্রয়োজনসাধক। বিঃ **উপযোগিতা**।

**উপযোজন**—বিঃ সামঞ্জস্যসাধন, সমন্বয়-সাধন, অবস্থার উপযোগী করণ। [উপ+যুজ্+অন]।

**উপর, ওপর**—(১) বিঃ ঊর্ধ্বভাগ, (২) বিণঃ ঊর্ধ্বস্থিত, উচ্চ, অতি-রিক্ত। (৩) অব্যঃ প্রতি (প্রজার উপর অত্যাচার)। **-অলা, -আলা, -ওয়ালা**—উপরিতন কর্মচারী। **উপর-উপর**—(১) অব্যঃ, ক্রি-বিণঃ ভাসা-ভাসা, অগভীরভাবে দেখা (উপর-উপর দেখা)। (২) বিণঃ-বিণঃ উপর্যুপরি (উপর উপর তিন দিন)। বিণঃ **উপর-চড়া**—আক্রমণকারী। বিঃ **উপর-চাল**—প্রতিপক্ষের চালকে ব্যাহত করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিবার জন্য চাল বা ফাঁদ। বিণঃ **উপর-চালাক**—মাত্রাতিরিক্ত চালাক। বিণঃ **উপর-পড়া**—স্বয়ং প্রবৃত্ত, উপযাচক।

**উপরত**—বিণঃ নিবৃত্ত, মৃত, বিগত। [উপ+রম্+ত]। বিঃ **উপরতি**—বৈরাগ্য, নিবৃত্তি, মৃত্যু।

**উপরত্ন**—বিঃ রত্নসদৃশ্য উজ্জ্বল বস্তু, অল্পমূল্যের রত্ন।

**উপরন্তু**—অব্যঃ তাহাছাড়া, অধিকন্তু।

**উপরি১**—অব্যঃ ঊর্ধ্বে, উপরে, অনন্তর। **উপরি-উপরি**—পরপর। **-চর**—(১) বিণঃ ঊর্ধ্বচর; (২) বিঃ পৌরাণিক রাজা বিশেষ। বিণঃ **-তন**—উপর-ওয়ালা। বিণঃ **-স্থ, -স্থিত**—উপরে অবস্থিত।

**উপরিং**—(১) বিণঃ প্রত্যাশিতের বা নির্দিষ্টের অতিরিক্ত, বাড়তি (উপরি আয়)। (২) বিঃ বকশিশ, ঘুষ, দস্তুরি, বিধিবহির্ভূত আয়। [হি]।

**উপরুদ্ধ**—বিণঃ অনুরুদ্ধ। [উপ+রুধ্ +ত]।

**উপরোক্ত**—**উপর্যুক্ত**-এর অশুদ্ধ রূপ।

**উপরোধ**—বিঃ সনির্বন্ধ অনুরোধ, সুপারিশ; নিমিত্ত (কার্যের উপরোধে)। [উপ+রুধ্+অ]। বিণঃ -**ক**—উপরোধকারী। **উপরোধে ঢেঁকি গেলা**—অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু করা।

**উপর্যুক্ত**—বিণঃ উপরে উক্ত হইয়াছে এমন, উল্লিখিত। [উপরি+উক্ত]।

**উপর্যুপরি**—অব্যঃ একটির উপর আর একটি, পর পর, ক্রমান্বয়ে। [উপরি+উপরি]।

**উপল**—বিঃ শিলা, প্রস্তর, রত্ন। [উপ+লা+অ]।

**উপলক্ষ, উপলক্ষ্য**—বিঃ প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, অবলম্বন।

**উপলক্ষণ**—বিঃ সূচনা, চিহ্ন, আভাস, উপক্রম।

**উপলক্ষণা**—বিঃ শব্দের অর্থবোধক-শক্তিবিশেষ, ইহাতে বাচ্যার্থ সংশ্লিষ্ট অন্য অর্থ বোধিত হয়।

**উপলক্ষিত**—বিণঃ উপলক্ষ্য করা হইয়াছে এমন; সূচিত, উদ্দিষ্ট। [উপ+লক্ষ্ +ণিচ্+ত]।

**উপলব্ধ**—বিণঃ অনুভূত, লব্ধ, জ্ঞাত, প্রাপ্ত। বিঃ **উপলব্ধি**—অনুভূতি, বোধ, লাভ, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান।

**উপলভ্য**—বিণঃ জ্ঞেয়, প্রাপ্য, সাধ্য।

**উপলিপ্ত**—বিণঃ উপরে লেপ দেওয়া হইয়াছে এমন।

**উপলেপ**—বিঃ উপরে লেপন, উপরের প্রলেপ; অতিরিক্ত অঙ্গের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি। বিঃ -**ন**—উপরে লেপন। [উপ+লিপ্+অ]।

**উপশম**—বিঃ শান্তি, নিবৃত্তি। [উপ+শম্+অ]। বিণঃ -**ক**—উপশমকারী। বিণঃ -**নীয়**—উপশম করা উচিত এমন। বিণঃ **উপশমিত, উপশান্ত**—উপশম করা হইয়াছে এমন।

**উপশিরা**—বিঃ সূক্ষ্ম শিরা, মূল শিরার শাখা শিরা।

**উপশিষ্য**—বিঃ শিষ্যের শিষ্য, অপ্রধান শিষ্য।

**উপসংহার**—বিঃ সমাপ্তি, পরিশেষ, শেষাংশ। [উপ+সম্+হৃ+অ]। বিণঃ **উপসংহৃত**। বিঃ **উপসংহৃতি**।

**উপসর্গ**—বিঃ উপদ্রব, রোগের আনুষঙ্গিক অন্য রোগ, বিঘ্ন; ধাতুর পূর্বে বসিয়া বলপূর্বক ধাতুর অর্থের পরিবর্তনকারী অব্যয়। [উপ+সৃজ্ +অ]।

**উপসাগর**—বিঃ তিনদিকে স্থলভাগ-বেষ্টিত সমুদ্রাংশ (বঙ্গোপসাগর)।

**উপসুন্দ**—বিঃ পুরাণে উল্লিখিত অসুর-বিশেষ।

**উপসেক**—বিঃ জলসেচন দ্বারা মৃদু-করণ, বারিসিঞ্চন। [উপ+সিচ্+অ]।

**উপসেচন**—বিঃ (উপরের অংশে) বারিসিঞ্চন, ভিজানো।

**উপসেবন**—বিঃ সম্ভোগ, উপভোগ, আসক্তি, উপাসনা। বিণঃ **উপসেবক**—উপভোগকারী, পরস্ত্রীতে আসক্ত। বিঃ **উপসেবা**—চাকরি, আসক্তি। বিণঃ **উপসেবিত**—উপসেবা করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **উপসেবী**—পরিচর্যা-কারী।

**উপপত্নী**—বিঃ উপপত্নী, রক্ষিতা, পত্নীর সদৃশ্য।
**উপস্থ**—বিণঃ উপরিভাগ; পুং চিহ্ন; যোনি ; ক্রোড়।
**উপস্থাপক**—বিণঃ উপস্থাপনকারী; প্রস্তাব কর্তা। [উপ+স্থা+অক্]।
**উপস্থাপন**—বিঃ প্রস্তাব করা ; আনয়ন। (স্ত্রী) ঃ **উপস্থাপিকা, উপস্থাপয়িত্রী**।
**উপস্থিত**—বিণঃ আগত; উপনীত; মিলিত। [উপ+স্থা+ত]। বিঃ **উপস্থিতি**।
**উপস্বত্ব**—বিঃ স্বত্বের সদৃশ্য ; বিষয়-সম্পত্তি হইতে আয়।
**উপহত**—বিণঃ আহত ; নষ্ট, বিঘ্নিত, পীড়িত। [উপ+হন্+ত]।
**উপহসিত**—বিণঃ যাহাকে উপহাস করা হইয়াছে, কৃতোপহাস। [উপ+হস্+ত]।
**উপহার**—বিঃ নজরানা, ভেট ; উপায়ন। [উপ+হৃ+অ]।
**উপহাস**—বিঃ কৌতুক, পরিহাস, ঠাট্টা। বিণঃ **উপহাস্য**—উপহাসের যোগ্য।
**উপহৃত**—বিণঃ আহৃত ; আনীত ; অর্পিত। [উপ+হৃ+ত]।
**উপহ্রদ**—বিঃ সমুদ্রের সহিত সংযোগ বিশিষ্ট হ্রদ, lagoon।
**উপাক্ষ**—বিঃ উপনেত্র, চশমা।
**উপাখ্যান**—বিঃ ইতিবৃত্ত, উপন্যাস; কাহিনী।
**উপাগত**—বিণঃ নিকটাগত; উপস্থিত।
**উপাগম**—বিঃ স্বীকৃতি; উপস্থিতি; প্রাপ্তি।
**উপাঙ্গ**—বিঃ অঙ্গের অংশ; প্রত্যঙ্গ।
**উপাচার্য**—বিঃ সহকারী আচার্য, vice-chancellor। [উপ+আচার্য]।
**উপাড়া**—ক্রিঃ তুলিয়া ফেলা ; উপড়াইয়া আনা।
**উপাত্ত**—(১) বিণঃ গৃহীত; প্রাপ্ত; উদ্যত। (২) বিঃ যাহা হইতে অনুমান করা হয়, data। [উপ+আ+দা+ত]।
**উপাদান**—বিঃ গ্রহণ; উপকরণ; উৎকোচ; উল্লেখ; হেতু। [উপ+আ+দা+অন]।
**উপাদেয়**—বিণঃ গ্রহণীয়; গ্রাহ্য; উত্তম। [উপ+আ+দা+য]।
**উপাধান**—বিঃ শিরোধান, বালিশ। [উপ+আধান]।
**উপাধি**—বিঃ খেতাব; উপনাম। [উপ+আ+ধা+ই]।
**উপাধ্যায়**—বিঃ অধ্যাপক; শিক্ষক। [উপ+অধি+ই+অ]। বিঃ (স্ত্রী) ঃ **উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী**—মহিলা উপাধ্যায়, উপাধ্যায়ের স্ত্রী।
**উপাধ্যক্ষ**—বিঃ কলেজের সহ অধ্যক্ষ; উপদেষ্টা, vice-principal।
**উপানৎ**—বিঃ চামড়ার জুতা, পাদুকা। [উপ+নহ্+ক্বিপঃ]।
**উপান্ত**—বিঃ উপকণ্ঠ; প্রান্ত; পরিসর; শেষ। বিণঃ **উপান্ত্য**—প্রান্তের, কিঞ্চিৎ অগ্রে অবস্থিত, বস্ত্রাঞ্চল।
**উপায়**—বিঃ প্রতিকার; কৌশল। [উপ+ই+অ]। বিণঃ **-ক্ষম**—রোজগার করিতে সক্ষম। বিণঃ **-জ্ঞ**—কৌশলী, প্রতিকার জানে এমন।
**উপায়ন**—বিঃ উপঢৌকন, উপহার, পুরস্কার।
**উপায়ান্তর**—বিঃ অন্য উপায়, গত্যন্তর।
**উপায়ী**—বিণঃ উপায়যুক্ত; কৌশলী।
**উপারম্ভ**—বিঃ প্রারম্ভ, সূত্রপাত।
**উপার্জক**—বিঃ রোজগেরে ; অর্জনকারী।

**উপার্জন**—বিঃ উপায়, আয়, রোজগার।

**উপার্জিত**—বিণঃ অর্জিত, আহৃত, প্রাপ্ত।

**উপার্ঘন**—বিঃ অনুকূল মত। [উপ+অর্ঘ+অন]।

**উপাশ্রয়**—বিণঃ আশ্রয়স্থল; আস্পদ; শয়ন।

**উপাসক**—বিণঃ আরাধক, পূজক, সেবক। (স্ত্রী) ঃ **উপাসিকা**।

**উপাসন, উপাসনা**—বিঃ আরাধনা, পূজা। [উপ+আস্+অন, আ]।

**উপাসিত**—বিণঃ উপাসনা করা হইয়াছে এমন।

**উপাসী**—বিণঃ অনাহারী, অভুক্ত; অতৃপ্ত।

**উপাস্থি**—বিঃ অস্থির সদৃশ্য, cartilage।

**উপাস্য**—বিণঃ সেব্য; আরাধ্য, পূজ্য।

**উপাহার**—বিঃ সামান্য আহার।

**উপাহৃত**—বিণঃ কল্পিত; আনীত।

**উপুড়**—বিণঃ অধোমুখ; চিতের বিপরীত।

**উপেক্ষা, উপেক্ষণ**—বিঃ অগ্রাহ্যকরণ, অবহেলা; ঔদাসীন্য। [উপ+ঈক্ষ্+আ, অন]। বিণঃ **উপেক্ষক**—অবহেলাকারী। বিণঃ **উপেক্ষণীয়**—অবহেলার যোগ্য, উপেক্ষার যোগ্য। বিণঃ **উপেক্ষিত**—অনাদৃত, অবজ্ঞাত।

**উপেন্দ্র**—বিঃ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ; বামন; বিষ্ণু।

**উপোদ্ঘাত**—বিঃ উপক্রম, আরম্ভ; ভূমিকা। [উপ+উৎ+হন্+অ]।

**উপোষ**—বিঃ উপবাস, অনাহার। [উপ+বস্+অ]।

**উপোস**—বিঃ উপবাস, অনশন। বিণঃ **উপোসী**—উপবাসী।

**উপ্ত**—বিণঃ রোপিত; প্রোথিত কৃতবপন। [বপ্+ত]।

**উবচান, উবচানো, উবচন, উবচনো**—(১) ক্রিঃ উদ্বৃত্ত হওয়া, বাড়তি হওয়া। (২) বিঃ, বিণঃ উক্ত অর্থে।

**উবা, উপা**—ক্রিঃ অদৃশ্য হওয়া।

**উবু, উপু**—বিণঃ পায়ের উপর ভর করিয়া বসা।

**উবুড়**—উপুড়-এর বিকৃত রূপ।

**উভ১**—বিণঃ উচ্চ। ক্রি-বিণঃ **-রড়ে**—দ্রুতবেগে। ক্রি-বিণঃ **-রায়**—উচ্চরবে। বিঃ **-রোল**—গণ্ডগোল।

**উভ২**—সর্বঃ উভয়, দুই। বিণঃ **-চর**—জলে ও স্থলে চরে যে।

**উভয়**—বিণঃ, সর্বঃ দুই, দুইজন, যুগল। [উভ+অয়]। অব্যঃ, ক্রি-বিণঃ **-ত, তঃ**—দুই দিকে, দুই পক্ষে। বিণঃ—**-তোমুখ**—দুই মুখ বিশিষ্ট। ক্রি-বিণঃ **-থা**—দুই প্রকার। বিঃ **-লিঙ্গ**—একই দেহে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু উৎপাদী প্রাণী। বিঃ **-সংকট**—দুই দিকেই বিপদ, সমূহ বিপদ।

**উমর**—বিঃ বয়স। [আ]।

**উমরা, ওমরা, উমরাহ, ওমরাহ**—বিঃ সম্ভ্রান্তবর্গ, ধনীলোক। [আ]।

**উমা**—বিঃ শিবপত্নী, দুর্গা, পার্বতী। বিঃ **-পতি**—শিব, মহাদেব।

**উমান১**—বিঃ পরিমাণ, মাপ, ওজন।

**উমান২**—ক্রিঃ গরম করা; তাতানো।

**উমেদ**—বিঃ আশা, আকাঙ্ক্ষা। বিণঃ **উমেদার**—প্রত্যাশী, প্রার্থী। বিঃ **উমেদারি**—প্রার্থনা, উপাসনা। [ফা]।

**উমেশ**—বিঃ উমাপতি, শিব। [উমা+ঈশ]।

**উর১**—বিঃ বক্ষস্থল, স্তন।

**উর২**—ক্রিঃ অবতীর্ণ হওয়া।

**উরঃ**—বিঃ বক্ষ, বক্ষস্থল। [ঋ+অস্]।
**উরগ, উরঙ্গ, উরঙ্গম**—বিঃ সর্প, নাগ। [উরস্+গম্+অ]।
**উরজ**—বিঃ স্তন, কুচ।
**উরত**—বিঃ উরু, জঙ্ঘা, দাবনা।
**উরমাল**—বিঃ রুমাল। [ফা, হি]।
**উরশ্ছদ, উরস্ত্র, উরস্ত্রাণ**—বিঃ বক্ষোবস্ত্র, কবচ, বর্ম।
**উরস**—বিঃ বক্ষস্থল, বুক।
**উরসিজ**—বিঃ কুচ, স্তন। [উরসি+জন্ +অ]।
**উরা, উরিল**—ক্রিঃ উদিত হওয়া।
**উরুত**—বিঃ উরু ; উরত।
**উরুমাল**—উরমাল দ্রষ্টব্য।
**উরোগামী**—বিণঃ যে বুকে হেটে চলে। [উরস্+গামিন্]।
**উরোজ**—বিণঃ বক্ষস্থলে জাত। [উরস্+ জন্+অ]।
**উর্ণনাভ**—বিঃ মাকড়সা, মর্কটক।
**উর্ণা**—বিঃ পশুলোম, পশম।
**উর্দি**—বিঃ প্রহরীর ন্যায় জামা, uniform। [হি]।
**উর্দু, উর্দূ**—বিঃ আরবী, ফারসী ও হিন্দি ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন ভাষা।
**উর্বর, উর্বর**—বিণঃ প্রচুর উৎপাদন শক্তি সম্পন্ন। [উরু+ঋ+অ]। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ **উর্বরা**।
**উর্বশী**—বিঃ সুন্দরী ; স্বর্গবেশ্যা বিশেষ অনন্ত-যৌবনা অপ্সরা।
**উর্বী**—বিঃ মহতি, অতিবিশাল ; পৃথিবী। [উরু+ঈ]।
**উল**—বিঃ ঊর্ণা, পশম, wool।
**উলকা**—**উল্কা**-এর কোমলরূপ।
**উলকি**—বিঃ দেহে সূচীবিদ্ধ করিয়া রচিত চিত্র।
**উলঙ্গ**—বিণঃ নগ্ন, বিবস্ত্র ; উন্মুক্ত, অনাবৃত। (স্ত্রী)ঃ **উলঙ্গা, উলঙ্গিনী**।
**উলট, ওলট, উলটা, উলটো**—বিণঃ বিপরীত ; বিপর্যস্ত ; উপুড়। বিণঃ **উলটপালট, উলটাপালটা**—বিপর্যস্থ, বিশৃঙ্খল। অস-ক্রিঃ—**উলটিপালটি**—ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গড়াগড়ি।
**উলমা, উলেমা**—বিণঃ মুসলমান অধ্যাপক পণ্ডিত মণ্ডলী।
**উলস**—বিঃ উল্লাস, আনন্দ, পুলক।
**উলসা**—ক্রিঃ আনন্দিত হওয়া, পুলকিত হওয়া।
**উলু, উলুখড়**—বিঃ তৃণ বিশেষ, খড়।
**উলু**—বিঃ ঘুমের ভিতর জিহ্বা সঞ্চালন-পূর্বক শব্দ।
**উলুখাগড়া**—বিঃ এক ধরনের নল ও খড় ; অকিঞ্চিৎকর ; নিরীহ প্রজা।
**উলূক**—বিঃ পেচক ; ইন্দ্র। [বল্+ উক্]। (স্ত্রী)ঃ **উলূকী**।
**উল্কা**—বিঃ আকাশ হইতে পতিত জ্বলন্ত প্রস্তর বিশেষ ; স্ফুলিঙ্গ। -**পিণ্ড**—উল্কাশ্ম। -**মুখী**—খেঁকশেয়ালী, আলেয়া।
**উল্কি, উল্কী**—**উলকি**-এর বানানভেদ।
**উল্লঙ্ঘন**—বিঃ ডিঙ্গানো, লাফিয়ে অতিক্রম করণ। [উৎ+লঙ্ঘন]। বিণঃ **উল্লঙ্ঘনীয়, উল্লঙ্ঘ্য**—ডিঙ্গানো সম্ভব এমন, উল্লঙ্ঘন করা আবশ্যক এমন। বিণঃ **উল্লঙ্ঘিত**—উল্লঙ্ঘন করা হইয়াছে এমন।
**উল্লম্ফন, উল্লম্ফ**—বিঃ লাফানো ; অতিক্রম করণ।
**উল্লসিত**—বিণঃ প্রফুল্ল, আনন্দিত, অত্যন্ত হৃষ্ট। [উৎ+লস্+ত]।

**উল্লাস**—বিঃ পরমানন্দ, আহ্লাদ। [উৎ+লস্+অ]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **উল্লাসিনী**।
**উল্লিখিত**—বিণঃ উপরে লিখিত, পূর্বোক্ত। [উৎ+লিখিত]।
**উল্লুক**—বিঃ নীল বানর। বেকুফ, gibbon।
**উল্লেখ**—বিঃ বর্ণন, কথন ; নির্দেশ। [উৎ+লেখ]। **-ন**—বিঃ কথন, কীর্তন। **উল্লেখ্য**—বিণঃ উল্লেখযোগ্য।
**উল্লোল**—বিঃ দোদুল্যমান ; উত্তুঙ্গ, বৃহৎ তরঙ্গ। [উৎ+লোড়্+অ]।
**উশখুশ**—বিঃ চঞ্চলতা প্রকাশ, অস্থিরতা প্রকাশ।
**উশীর**—বিঃ বেনার মূল ; নল গাছ।
**উশুল**—বিঃ আদায় ; শোধ। [আ]।
**উশো**—বিঃ একপ্রকার কাঠের যন্ত্র বিশেষ যাহা রাজমিস্ত্রীরা ব্যবহার করে।
**উষসী**[১]—বিঃ প্রভাতী ; অতীব সুন্দরী. উষা।
**উষসী**[২]—বিঃ দিবাবসান। [উষ+সো+অ+ঈ]।
**উষা—ঊষা-র** বানানভেদ।
**উস্কখুস্ক**—বিণঃ রুক্ষ ; শুষ্ক ; মলিন, অবিন্যস্ত। [দেশী]।
**উষ্ট্র**—বিঃ উট। [উষ্+ট্র]। (স্ত্রী)ঃ **উষ্ট্রী**।
**উষ্ণ**—বিঃ তাপ ; আতপ ; রৌদ্র ; অগ্নি। [উষ্+ণ]। —বিঃ **-তা** —তাপ ; তাপমাত্রা ; উত্তপ্ততা, গরমভাব। বিঃ **-প্রস্রবণ**—গরম জলের ঝরণা। বিণঃ **-বীর্য**—তেজস্কর, উত্তেজক।
**উষ্ণীষ**—বিঃ পাগড়ি, শিরস্ত্রাণ ; কিরীট [উ+ষ্ণ+ঈষ্+অ]।
**উষ্ম, উষ্মা**—বিঃ তাপ ; গ্রীষ্মকাল, উত্তেজনা, ক্রোধ। **উষ্মবর্ণ**—বিঃ শ্বাস-বায়ুর প্রাধান্য যুক্ত বর্ণ।

**উসকন, উসকানো**—(১) ক্রিঃ উত্তেজিত করা, প্ররোচিত করা ; খোঁচানো। (২) বিঃ প্ররোচিতকরণ ; প্রবর্ধন। (৩) বিণঃ প্ররোচিত, উত্তেজিত।
**উসখুস**—বিঃ চঞ্চলতা প্রকাশ। [দেশী]।
**উসুল, উশুল**—বিঃ আদায় ; জমা। [আ]।
**উস্তাদ**—বিঃ পটু, দক্ষ ; দলের সর্দার। [ফা]।
**উহ—সর্বঃ** উহা, ঐ ; ও, ঐ ব্যক্তি।
**উহ্য**—বিণঃ লুপ্ত।
**উহ্যমান**—বিণঃ নীয়মান ; আকৃষ্যমান ; যাহা বহন করা হইতেছে এমন। [বহ্+আন]।

# ঊ

**ঊ**—বিঃ বাঙলা ভাষার ষষ্ঠ স্বরবর্ণ।
**ঊঃ**—অব্যঃ যাতনা বা বিদ্রূপাদিসূচক শব্দ।
**ঊকার**—বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত ঊকার (ূ) চিহ্ন।
**ঊখলি**—বিঃ ধান্যাদি কুটিবার পাত্র।
**ঊঢ়**—বিণঃ বাহিত ; বিবাহিত ; ধৃত। [বহ্+ত]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **ঊঢ়া**।
**ঊতি**—বিঃ বয়ন, বোনা।
**ঊন**—বিণঃ কম ; হীন ; দুর্বল।
**ঊনজন**—বিঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।
**ঊনিশ**—বিঃ ঊনবিংশতি।
**ঊরা, উরা**—ক্রিঃ অবতীর্ণ হওয়া।
**ঊরু**—বিঃ উরত, মানব দেহের কুঁচকি হইতে হাঁটু পর্যন্ত অংশ। বিঃ **-স্তম্ভ** —উরুতে জাত ব্রণ বা ফোড়া।
**ঊরুপা**—বিঃ ইউরোপ দেশ। **ইউরোপ**-এর উচ্চারণভেদ।
**ঊর্জ**—বিঃ জীবন, প্রাণ ; বল, শক্তি।

**ঊর্জিত**—বিণঃ বলবান, বলিষ্ঠ ; অধিক।
**ঊর্ণ**—বিণঃ মেষলোম রচিত।
**ঊর্ণনাভ**—বিঃ মাকড়সা, ঊর্ণা নাভিতে যাহার।
**ঊর্ণা**—বিঃ পশম, লোম ; মাকড়সার সুতা।
**ঊর্দি**—বিঃ আর্দালি বা প্রহরীর পোষাক বিশেষ।
**উর্দু**—**উর্দু** দ্রষ্টব্য।
**ঊর্ধ্ব**—(১) বিঃ উপরিভাগ। (২) বিণঃ উন্নত, উচ্চ। [উৎ+হা+অ]। **-গ, গামী**—উপরের দিকে গমন কারী। বিঃ **-চারি**—শূন্যে বিচরণ কারী। বিণঃ **-তন**—উপরিস্থ। **-দৃষ্টি, -নেত্র**—(১) বিণঃ উল্টানো দৃষ্টি বিশিষ্ট ; শিবচক্ষু। (২) বিঃ উপরের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি। বিঃ **-দেহ**—মৃত্যুর পরে প্রাপ্ত শরীর। **-পাতন**—রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষ : চোলাই। বিণঃ **-বাহু**—হাত উপরে তুলিয়া আছে এমন। **-মুখ**—মুখ উপরে তুলিয়া আছে এমন। বিঃ **-রেতা, রেতাঃ**—শুক্র ক্ষয় করে নাই এমন ব্যক্তি ; যোগী ; জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। **-লোক**—স্বর্গ। **-লিঙ্গ**—মহাদেব, শিব। বিণঃ **-শায়ী**—চিত হইয়া শায়িত এমন।
**ঊর্ধ্বাবর্ত**—বিঃ দক্ষিণাবর্ত।
**ঊর্বর**—বিণঃ প্রচুর উৎপাদন শক্তি সম্পন্ন।
**ঊর্বস্থি**—বিঃ মোটা হাড় ; উরুর হাড়।
**ঊর্মি**—বিঃ তরঙ্গ, ঢেউ। [ঋ+মি]। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-মালা**—তরঙ্গশ্রেণী। বিঃ **-মালী**—সমুদ্র।
**ঊষর**—বিণঃ যাহার মাটি লোণা ; অনুর্বর ; মরুময়।
ভাঃ

**ঊষা**—বিঃ প্রাতঃকাল, ভোরবেলা, বাণ রাজকন্যা ও অনিরুদ্ধ পত্নী। [উষ্+আ]।
**ঊষ্মা**—বিঃ উষ্মবর্ণ ; উত্তাপ ; রাগ। [উষ্+মন]।
**ঊহ, ঊহা**—বিঃ বিতর্ক।
**ঊহিনী**—বিঃ সমষ্টি (অক্ষৌহিণী)।
**ঊহ্য**—বিণঃ অনুক্ত কিন্তু অনুমেয়।

## ঋ

**ঋ**—বিঃ সপ্তম স্বরবর্ণ।
**ঋকঃ**—বিঃ ঋক্ বেদ ; স্তুতি ; পূজা, গায়ত্রী। [ঋচ্+ক্বিপ্]।
**ঋক্থ**—বিঃ ধন, সম্পত্তি ; স্বর্ণ। [ঋচ্+থ]।
**ঋক্থহর**—বিণঃ ধনভাগী ; দায়গ্রাহী ; উত্তরাধিকারী। [ঋক্থ+হৃ+অ]।
**ঋক্ষ**—বিঃ ভল্লুক ; নক্ষত্র। [ঋক্ষ্+অ]। বিঃ **-মণ্ডল**—সপ্তর্ষিমণ্ডল।
**ঋক্ষেশ**—বিঃ জাম্বুবান্ ; চন্দ্র।
**ঋজু**—বিঃ সরল, সোজা ; সহজ ; সুবোধ। [ঋজ্+উ]। বিঃ **-তা, -ত্ব,** —সরলরেখা।
**ঋণ**—বিঃ কর্জ, ধার, দেনা। [ঋ+ত]। বিণঃ **-গ্রস্ত, ঋণী**—দেনাদার, অধমর্ণ, খাতক। বিণঃ **-গ্রাহী**—অধমর্ণ, খাতক। বিঃ **-পত্র**—খত, দেনার দাখিলা।
**ঋত**—বিঃ পরব্রহ্ম ; সত্য ; সূর্য ; জল। বিণঃ পূজিত ; যথার্থ। [ঋ+ত]। বিণঃ বিঃ **-ম্ভর**—সত্যপালক। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **ঋতম্ভরা**।
**ঋতি**—বিঃ গতি, গমন। [ঋ+তি]।
**ঋতু**—বিঃ বর্ষের বিভাগ ; নিরূপিত-কাল ; ছয় অঙ্ক ; স্ত্রীরজঃ। বিঃ **-পতি, -রাজ**—বসন্তকাল। বিঃ **-সন্ধি**—দুই ঋতুর মিলন সময় ; শুক্র ও

কৃষ্ণ পক্ষের মিলন। বিঃ -স্নান—রজস্বলা স্ত্রীর ঋতুর চতুর্থ দিনে স্নান। -মতী—রজস্বলা।

**ঋত্বিক্**—বিঃ পুরোহিত; হোতা। [ঋতু+যজ্+কিপ্]।

**ঋদ্ধ**—বিণঃ সমৃদ্ধ; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। [ঋধ্+অ]। বিঃ **ঋদ্ধি**—সমৃদ্ধি; সৌভাগ্য।

**ঋ-ফলা**—বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত ঋ-কার (ৃ) চিহ্ন।

**ঋভু**—বিঃ দেবতা, দেবতাস্থানীয়।

**ঋষভ**—বিঃ বৃষ, ষাঁড়। [ঋষ্+অভ]।

**ঋষি**—(১) বিঃ মুনি, সাধু, বেদপ্রণেতা। (২) বাঙালী চর্মকার জাতি। -কল্প—বিণঃ ঋষির প্রায়, ঋষিতুল্য।

**ঋষ্ট**—বিণঃ অশুভকর। বিঃ **ঋষ্টি**—গ্রহদোষ, অশুভ।

**ঋষ্যশৃঙ্গ**—বিঃ বিভাণ্ডক মুনির পুত্র, জনৈক মুনি।

## ৠ

**ৠ**—অষ্টম স্বরবর্ণ। বাঙলা ভাষায় এই বর্ণের ব্যবহার নাই।

## ঌ

ঌ—নবম স্বরবর্ণ। বাঙলা ভাষায় এই বর্ণের ব্যবহার নাই।

## এ

**এ১**—দশম স্বরবর্ণ।

**এ২**—অব্যঃ এরূপ, এমন। [হি]।

**এ৩**—ওহে, ওগো, হে।

**এই**—(১) বিণঃ সম্মুখবর্তী, নিকটস্থ। (২) অব্যঃ ওরে, এইমাত্র। (৩) সর্বঃ ইহা।

**এইসা**—অব্যঃ এরূপ, এমন। [হি]।

**এওয়াজ, এওজ**—বিঃ পরিবর্ত, বিনিময়। [আ]।

**এঃ**—অব্যঃ ঘৃণা, বিরক্তি সূচক ধ্বনি।

**এঁচড়**—বিঃ ইঁচড়, কাঁচা কাঁঠাল।

**এঁটুলি**—বিঃ লোমকীট।

**এঁটো**—বিঃ বা বিণঃ উচ্ছিষ্ট; ভুক্তাবশেষ।

**এঁড়ে**—বিঃ গোবৎস, ষণ্ড, বৃষ।

**এঁদো, এঁধো**—বিণঃ অন্ধকার, ঘুপসি।

**এক**—(১) বিঃ ১ এই সংখ্যা। (২) বিণঃ ১ সংখ্যক; একটি মাত্র। -ক—বিণঃ একাকী, একলা; কেবল। -কাঁড়ি—বিণঃ একগাদা, অনেক। -ঘরে—বিণঃ সমাজচ্যুত; জাতিভ্রষ্ট। -কালীন—বিণঃ একবার দেয়। -গুঁয়ে—বিণঃ একরোখা; গোঁয়ার। -ঘেয়ে—বিণঃ বিরক্তিকর। -চত্বারিংশ—বিঃ একচল্লিশ; চল্লিশের পরবর্তী। -চর—বিঃ একাকী বিচরণকারী। -চর্যা—বিঃ একাকী চলন। -চুল—বিণঃ সূক্ষ্ম; সামান্য। -চেটিয়া, -চেটে—বিণঃ সম্পূর্ণরূপে একের অধীন, একটি প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তে এমন। -চ্ছত্র—বিণঃ এক শাসকের অধীন এমন, নিরঙ্কুশ প্রভুশক্তি সম্পন্ন। -জাত—বিণঃ এক হইতে উৎপন্ন; সহোদর। -জোট—বিণঃ একত্র মিলিত। -জ্বর—বিঃ অবিরাম জ্বর। -টু, -টুকু—বিণঃ সামান্য; কম। -তন্ত্রী—বিণঃ একটিমাত্র তার বিশিষ্ট; একতারা। -তরফা—বিঃ এক পক্ষ; পক্ষপাতিত্ব। -তা—বিঃ ঐক্য, মিলন। -তারা—বিঃ এক তার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। -তীর্থ—বিঃ এক গুরু। -ত্ব—বিঃ ঐক্য; মিলন। -দম—ক্রি-বিণঃ একেবারেই। -দিঠি, -দিঠে—বিণঃ স্থির নেত্র। -দেশ

—বিঃ এক অংশ। **-দা**—অব্যঃ এক-কালে, এক সময়ে। **-দেব**—বিঃ অদ্বিতীয় দেবতা। **-দেশদর্শিতা**—বিঃ এক-পক্ষটান, পক্ষপাতিত্ব। **-দেহ**—বিণঃ অভিন্ন শরীর। **-ধা**—অব্যঃ এক প্রকারে। **-নবতি**—বিঃ একানব্বই। -নাগাড়ে—ক্রি-বিণঃ ক্রমাগত। **-নায়ক**—বিঃ অদ্বিতীয় নায়ক ; যাহার জুটি নাই। **-নিষ্ঠ**—বিণঃ একের প্রতি অনুরাগ এমন। **-পক্ষ**—বিঃ একদিক। **-পদ**—বিঃ এক স্থান ; বৈকুণ্ঠ। **-পদী**—বিঃ সংকীর্ণ পথ। **-পদীকরণ**—বিঃ দুই বা বহু পদকে একপদ করণ। **-পর্ণা**—বিঃ পার্বতীর এক সহোদরা। **-পাঠী**—বিঃ যাহারা এক শ্রেণীতে পড়াশোনা করে। **-বাস**—বিঃ একটিমাত্র কাপড়। **-বিংশতি**—বিণঃ একুশ। **-ভার্যা**—বিণঃ এক পত্নী, একটি স্ত্রী। **-মাতৃক**—বিঃ সহোদর ভাই। **-মাত্র**—বিণঃ কেবল একটি। **-মুষ্টি**—বিণঃ একমুঠি। **-মেটে**—বিণঃ প্রথম মাটি ধরানো। **-র**—বিঃ জমির পরিমাণ, acre। **-রার**—বিঃ অঙ্গীকার, স্বীকার [আ]। **-রারনামা**—বিঃ স্বীকার পত্র। -শিলা—বিণঃ একটি মাত্র শিলা। **-শেষ**—বিঃ চূড়ান্ত ; অতিশয্য। **-ষষ্টি**—বিণঃ ৬১ সংখ্যা। **-সপ্ততি**—বিণঃ ৭১ সংখ্যা। **-হাত**—একহস্ত পরিমাণ এমন। **-হারা**—বিণঃ প্রায় শীর্ণ।

**একাক্ষ**—বিণঃ এক চক্ষু ; কানা।

**একাগ্র**—বিণঃ এক বিষয়ে আসক্ত।

**একাঘ্নী**—বিঃ এক প্রকার অব্যর্থ শর।

**একাট্ট, এককাট্টা**—বিণঃ একত্র, দলবদ্ধ ; একজোট।

**একাত্মা**—বিণঃ একই আত্মা যাহাদের এমন, অভিন্ন হৃদয়।

**একাদশ**—বিঃ বিণঃ ১০-এর পরবর্তী।

**একাদিক্রমে**—ক্রি-বিণঃ পূর্বাপর, এক নাগাড়ে।

**একাধার**—বিঃ একই পাত্র।

**একাধিপতি**—বিঃ একমাত্র প্রভু।

**একান্ত**—বিণঃ অত্যন্ত, নির্জন, নিজস্ব। **একান্ত সচিব**—নিজস্ব সেক্রেটারি, private secretary।

**একান্তর**—বিণঃ এক মধ্যক, একটির পর একটি করিয়া বাদ দিয়া অবস্থিত।

**একান্নবর্তী**—বিণঃ অপৃথগন্ন।

**একাবলী**—বিঃ একনরী মালা বা হার।

**একার**—বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত এ-কার (ে) চিহ্ন।

**একার্থ**—বিণঃ সমার্থবোধক।

**একাশীতি**—বিঃ বিণঃ ৮১ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**একাশ্রয়**—বিঃ অনন্যগতি ; একজনের শরণাপন্ন। [এক+আশ্রয়]।

**একাসন**—বিঃ একমাত্র আসন।

**একাহার**—বিঃ দিনে রাত্রিতে একবার মাত্র ভোজন।

**একাহিক**—বিণঃ একদিনের মধ্যে সম্পাদ্য। [এক+অহণ্+ইক]।

**একি**—অব্যঃ এ (ইহা) কি (প্রশ্নার্থে) রকম।

**একীকরণ**—বিঃ সমান করণ। [এক+ঈ+কৃ+অন]। **একীকৃত**—বিণঃ একত্রিত করা হইয়াছে এমন।

**একীভবন**—বিঃ এক হওন। [এক+ঈ+ভূ+অন]।

**একীভাব**—বিঃ ঐক্য ; এক হওন। [এক+ঈ+ভূ+অ]।

**একীভূত**—বিঃ মিলিত ; একত্রিত। [এক+ঈ+ভূ+ত]।

**একুন**—বিঃ সমষ্টি, মোট।

**একে¹**—সর্বঃ ইহাকে।
**একে²**—সর্বঃ এক ব্যক্তি।
**একেলা**—বিণঃ নিঃসঙ্গ, অসহায়।
**একেশ্বর**—বিঃ একমাত্র ঈশ্বর। [এক+ঈশ্বর]। **-বাদী**—বিঃ যিনি ঈশ্বর এক বলিয়া বিশ্বাস করেন। **-বাদ**—ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়—এই মত।
**একোদর**—বিণঃ একই উদর হইতে জন্ম যাহাদের, সহোদর। [এক+উদর]।
**একোদ্দিষ্ট**—বিণঃ এক হইয়াছে উদ্দিষ্ট যাহাতে ; একজন মৃতকে উদ্দেশ করিয়া সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ বিশেষ।
**একোন**—বিঃ এক কম এমন। [এক+উন]।
**এক্কা**—বিঃ দুই চাকা যুক্ত ঘোড়ার গাড়ী। [ফা, হি]।
**এক্ষণ**—বিঃ বর্তমান সময়। ক্রি-বিণঃ **এক্ষণে**—এই সময়ে, বর্তমানে।
**এক্সচেঞ্জ**—বিঃ ব্যবসা সংক্রান্ত বিনিময়, মুদ্রা বিনিময়, exchange।
**এখ্‌তিয়ার**—বিঃ ক্ষমতা, অধিকার। [আ]।
**এখন**—(১) ক্রি-বিণঃ এই সময়ে, বর্তমান কালে, (২) বিঃ এই সময়, বর্তমান কাল। **এখন-তখন**—মুমূর্ষু।
**এগজামিন**—বিঃ পরীক্ষা, examination।
**এগজিবিশন্**—বিঃ প্রদর্শনী, exhibition।
**এগনো**—ক্রিঃ অগ্রসর হওয়া।
**এজন্য**—অব্যঃ এই নিমিত্ত, এইজন্য।
**এজমালি, এজমালী**—বিণঃ শরিকী ; যৌথ। [আ]।
**এজলাস**—বিঃ আদালত, বিচারালয়, ধর্মাধিকরণ। [ফা]।
**এজারা**—বিঃ নিয়মিত অধিকার [ফা]।
**এজাহার**—বিঃ প্রকাশ করণ, ব্যক্ত করণ ; সাক্ষ্যদান। [আ]।
**এজেন্ট**—বিঃ (ব্যবসায়ী বা অপর কাহারও) প্রতিনিধি, agent।
**এজেন্সি**—বিঃ এজেন্টের কাজ ; প্রতিনিধিত্ব, agency।
**এঞ্জিন**—বিঃ ইঞ্জিন, engine।
**এঞ্জিনিয়ার**—বিঃ যন্ত্র বিজ্ঞানবিদ্, engineer।
**এটর্নি, এটর্নী**—বিঃ আমমোক্তার, এক শ্রেণীর আইনজীবী, attorney।
**এড়ান, এড়ানো**—ক্রিঃ বর্জন করা, পরিহার করা, অমান্য করা।
**এডিটর**—বিঃ সংবাদপত্রের সম্পাদক, editor।
**এড়ো**—বিঃ একপাশ, আড়, কাত।
**এণ্ডা**—বিঃ ডিম, অন্ড। বিঃ **-বাচ্চা**—বাচ্চা ছেলেমেয়ে।
**এণ্ডী**—বিঃ আসামে উৎপন্ন তসর, সিল্ক, silk।
**এতৎ**—সর্বঃ বিণঃ ইহা, এই, ইনি। [ই+তদ্]। **এতদীয়**—বিণঃ এই সংক্রান্ত। **এতদতিরিক্ত**—বিণঃ ইহা ব্যতীত ; ছাড়া। **এতদবস্থা**—বিঃ এইরূপ অবস্থা।
**এতদুদ্দেশ্য**—বিঃ এই অভিপ্রায়। [এতদ্+উদ্দেশ্য]।
**এতদ্দেশ**—বিঃ এই দেশ। [এতদ্+দেশ]। বিণঃ **এতদ্দেশীয়**—এদেশজাত, এদেশের।
**এতদ্বৎ**—অব্যঃ ইহার ন্যায়।
**এতদ্ব্যতীত**—বিণঃ ইহা ছাড়া।
**এতবার¹, এত্‌বার¹**—বিঃ রবিবার।
**এতবার², এত্‌বার²**—বিঃ বিশ্বাস, প্রত্যয়। [আ]।

**এতলা, এত্তালা, এত্তেলা, এত্তেলা**—বিঃ সংবাদ, খবর, নোটিশ। [আ]। বিঃ **-নামা**—বিজ্ঞপ্তিপত্র।

**এতাদৃশ**—বিণঃ এইরূপ; ঈদৃশ। [এতদ্+দৃশ+অ]। বিণঃ (স্ত্রী): **এতাদৃশী**।

**এতাবৎ**—বিণঃ এতটুকু; এতখানি, এ পর্যন্ত। **-কাল**—বিঃ এই পর্যন্ত সময়।

**এতিম, এতীম**—বিণঃ অনাথ, মাতাপিতা-হীন। [আ]।

**এথা**—অব্যঃ এইখানে।

**এনামেল**—বিঃ মিনা; টিনের উপর কাচের মত মসৃণ জিনিসের কলাই, enamel।

**এন্‌ট্রান্স, এনট্রেনস্**—বিঃ প্রবেশিকা পরীক্ষা, entrance examination।

**এন্‌ভেলাপ**—বিঃ খাম, লেফাপা, envelope।

**এস্তাফাস**—বিঃ হস্তাক্ষর; মৃত্যু। [ফা]।

**এন্তাজার**—**ইন্তাজার**-এর রূপভেদ।

**এন্তার**—বিণঃ প্রচুর, অজস্র। [পো]।

**এপ্রিল**—বিঃ ইংরেজী বর্ষের ৪র্থ মাস, April।

**এফ-এ**—বিঃ প্রবেশিকার পরবর্তী পরীক্ষা (F. A.=First Arts)।

**এবং** (-বম্)—অব্যঃ এই প্রকার, এমন, বাংলায়—আর, অধিকন্তু।

**এবার**—বিঃ ক্রি-বিণঃ এখন, এ যাত্রা, এই বৎসর।

**এবে**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ (কাব্যে) এক্ষণে।

**এম. এ**—বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর উপাধি বিশেষ, master of arts।

**এভারেস্ট**—বিঃ হিমালয় পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ।

**এমত**—বিণঃ ক্রি-বিণঃ এমন, এইরূপ।

**এমনতর**—বিণঃ এই প্রকার।

**এম. বি**—বিঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিশেষ, (M. B. =bachelor of medicine)।

**এমাম**—**ইমাম**-এর রূপভেদ।

**এমুড়া-ওমুড়া** বা **এমুড়ো-ওমুড়ো**—ক্রি-বিণঃ একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত; আপাদমস্তক, সম্পূর্ণ।

**এযাবৎ**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ এ পর্যন্ত।

**এয়ারিং**—বিঃ ইয়ারিং, কর্ণকুণ্ডল, earring।

**এয়ো**—বিণঃ বিঃ সধবা, সধবা নারী।

**এয়োতি**—বিঃ নারীর সধবা অবস্থা।

**এর**—সর্বঃ ইহার।

**এরকা**—বিঃ শরগাছ; যে অস্ত্রের সাহায্যে যাদবকুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

**এরণ্ড**—বিঃ রেড়ি গাছ। **-পত্রিকা**—দণ্ডীবৃক্ষ।

**এরা**—সর্বঃ ইহারা।

**এরারুট**—বিঃ পালো, arrowroot।

**এরূপ**—সর্বঃ বিণঃ ক্রি-বিণঃ এইরূপ, এই প্রকার, এই সুন্দর অবয়ব।

**এরে**—সর্বঃ একে, ইহাকে।

**এরোপ্লেন**—বিঃ বিমানপোত, aeroplane।

**এল**—ক্রিঃ আসিল।

**এলবার্ট**—বিঃ টৌড় জুতা ঘড়ির চেন প্রভৃতির রূপ বিশেষ।

**এলা**—বিঃ এলাচ, এলাচ গাছ।

**এলাকা, ইলাকা**—বিঃ সীমা, সম্পর্ক, অধিকার। [আ]।

**এলাচ**—বিঃ মশলা বিশেষ।

**এলান, এলানো**—ক্রিঃ আলুলায়িত করা। বিঃ উক্ত সকল অর্থে। বিণঃ **এলো**—শিথিল, খোলা।

**এলাম**—ক্রিঃ আসিলাম।

**এলেম**—(১) **এলাম**-এর রূপভেদ। (২) বিঃ জ্ঞান, বুদ্ধিবত্তা, বিদ্যা।

**এলো**—(১) ক্রিঃ আসিল, (২) বিণঃ খোলা, শিথিল (খোঁপা), অসংযত (বাতাস, কথা)। **-পাতাড়ি, -ধাবাড়ি**—বিশৃঙ্খল।

**এলোপ্যাথি**—বিঃ পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালী, allopathy।

**এশিয়ান্**—বিণঃ এশিয়া মহাদেশীয়, Asian।

**এষনা, এষা**[১]—বিঃ কামনা, অনুসন্ধান, প্রবণতা। বিণঃ **এষণীয়**।

**এষা**[২]—বিণঃ স্মরণীয়া, স্মৃতিময়ী।

**এসপার-ওসপার**—অব্যঃ বিঃ চূড়ান্ত, ভালোমন্দ।

**এসরাজ**—বিঃ সেতার ও সারেঙ্গীর মিশ্রণে উৎপাদিত যন্ত্র বিশেষ। [আ]।

**এসিড**—বিঃ অম্ল, acid।

**এসেন্স**—বিঃ গন্ধ, নির্যাস, essence।

**এস্তাহার, এস্তেহার**—বিঃ প্রকাশ্য ঘোষণা।

**এস্তেমান**—বিঃ প্রয়োগ, অভ্যাস। [আ]।

**এহি**—সর্বঃ ইহা, ইহাতে।

**এহেন**—বিণঃ এমন, এতাদৃশ।

# ঐ

**ঐ**—কণ্ঠ ও তালুস্থ একাদশ স্বরবর্ণ। বাংলায় 'অই' ও 'ওই' রূপেও উচ্চারিত হয়। দূরস্থ কোন বিশেষ বস্তু বা ঘটনাকে নির্দেশ করিতে ব্যবহৃত—যেমন 'ঐ যে'।

**ঐক**—বিণঃ একার্থবোধক।

**ঐকতান**—বিঃ বহুতানের সম্মিলিত সুর লহরী, concert।

**ঐকপাদিক**—বিণঃ এক বিভক্ত্যন্ত পদজাত।

**ঐকপদ্য**—বিঃ বহুপদের সম্মিলনে একার্থবোধক পদের সম্পাদন।

**ঐকবাক্য**—বিঃ সমোক্তি : বাক্যে অভিন্নতা।

**ঐকমত্য**—বিঃ অভিন্ন মতাবলম্বী, মতের মিল।

**ঐকরাজ্য**—বিঃ একাধিপত্য।

**ঐকল্য**—বিঃ একাকিত্ব।

**ঐকাগ্র্য**—বিঃ একাগ্রতা, নিবিষ্টতা।

**ঐকাত্ম্য**—বিঃ একপ্রাণতা, একাত্মতা। [একাত্মন্+য]।

**ঐকান্তিক**—বিণঃ একান্ত, আত্যন্তিক, প্রগাঢ়।

**ঐকার**—বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত ঐ-কার (ৈ) চিহ্ন।

**ঐকাহিক**—বিঃ একদিন অন্তর হয় এমন (জ্বর প্রভৃতি)।

**ঐক্য**—বিঃ একত্ব, অভিন্নতা, একতা।

**ঐক্যতান**—**ঐকতান** দ্রষ্টব্য।

**ঐক্ষব**—বিণঃ ইক্ষু জাতীয়।

**ঐচ্ছিক**—বিণঃ ইচ্ছাধীন।

**ঐছন**—বিণঃ ঐ প্রকার ; প্রাচীন বাংলায় 'অইছন'।

**ঐছে**—বিঃ ঐ কারণে, ঐ প্রকারে।

**ঐতরেয়**—বিঃ (১) ঐতরেয় মুনি দ্বারা কৃত ঋগ্‌বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থবিশেষ। (২) ইতরাপুত্র মহীদাস নামক ঋষি। [ইতরা+এয়]।

**ঐতিহাসিক**—বিঃ ইতিহাসবেত্তা, ইতিহাস সংক্রান্ত।

**ঐতিহ্য**—বিঃ গৌরবময় অতীত কাহিনী, পরম্পরাগত কাহিনী, tradition। [ইতিহ+য]।

**ঐন্দ্র**—বিণঃ ইন্দ্র সম্বন্ধীয়। [ইন্দ্র+অ]।

**ঐন্দ্রজালিক**—বিণঃ বিঃ ইন্দ্রজাল সংক্রান্ত, জাদুকর, কুহকী, magician।

**ঐ-ষা**—আক্ষেপ সূচক ধ্বনি।
**ঐরাবত**—বিঃ ইন্দ্রহস্তী, রাগবিশেষ।
**ঐরূপ**—বিণঃ ঐ প্রকার।
**ঐশ, ঐশিক, ঐশ্বর, ঐশ্বরিক**—বিণঃ ঈশ্বর সম্বন্ধীয়, ঈশ্বরের, ঈশ্বরকৃত।
**ঐশ্বর্য**—বিঃ ধন-সম্পত্তি ; প্রভুত্ব, অষ্ট-প্রকার বিভূতি (অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা)।
**ঐশ্বর্যশালী**—বিণঃ ধনবান : প্রভুত্ব সম্পন্ন।
**ঐষীক**—বিঃ ইষীকা সম্বন্ধীয়, মহা-ভারতের পর্ববিশেষ।
**ঐহলৌকিক**—বিণঃ ইহলোক সম্বন্ধীয়।
**ঐহিক**—বিণঃ ইহলোক সম্পর্কিত, এই জন্মেই।

## ও

**ও১**—দ্বাদশ স্বরবর্ণ।
**ও২**—সর্বঃ অদূরস্থ ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়। অব্যঃ সম্বোধন, বিস্ময়, অনু-কম্পা প্রভৃতি সূচক ধ্বনি। সংযুক্ত-কারী অব্যয়।
**ওঁ, ওম্**—অব্যঃ প্রণব ; সকল মন্ত্রের আদ্যবীজ। সকল বর্ণের ভিত্তিভূমি ; ব্রহ্মের প্রতীক। **ওঁকার, ওঙ্কার**—'ওঁ' এই শব্দ।
**ওঁচলা**—বিঃ নোংরা, আবর্জনা, জঞ্জাল।
**ওঁচা, ওঁছা**—বিণঃ ছ্যাবলা, জঘন্য, অতি নিকৃষ্ট, খেলো, বাজে।
**ওঁচান, ওঁচানো**—ক্রিঃ উচ্চ হইয়া উঠা, অন্যকে অতিক্রম করা।
**ওঁৎ**—**ওত**-এর রূপভেদ।
**ওকড়া**—বিঃ ক্ষুদ্র গাছ, গুল্ম।
**ওক্ত**—বিঃ সময়, বেলা ; সুযোগ। [ফা]।
**ওকার**—বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত ও-কার (ো) চিহ্ন।
**ওকালতনামা**—বিঃ উকিল নিয়োগপত্র। [আ]।
**ওকালতি**—বিঃ উকিলের পেশা। [আ]। **ওকালতী**—বিণঃ উকিল সম্বন্ধীয়।
**ওকি**—অব্যঃ প্রশ্ন, বিস্ময়, ভয় ইত্যাদি সূচক ধ্বনি।
**ওখড়ান**—**উখড়ান**-এর রূপভেদ।
**ওখদ**—বিঃ ঔষধ।
**ওখ্যান**—বিঃ ঐথান, নির্দেশিত স্থান।
**ওগরন**—**উগরন**-এর রূপভেদ।
**ওগো**—অব্যঃ সম্বোধন সূচক ধ্বনি।
**ওছি**—**আঁছি**-র রূপভেদ।
**ওজঃ**—বিঃ তেজ, বল, সাহিত্যের গুণ-বিশেষ।
**ওজন**—বিঃ মাপ, গুরুত্ব, ক্ষমতা।
**ওজর**—বিঃ অজুহাত, ছল, আপত্তি।
**ওজস্বল**—বিণঃ বীর, তেজস্বী।
**ওজস্বী**—বিণঃ বলবান, দীপ্তিমান, তেজস্বী।
**ওজু**—বিঃ নমাজ পড়িবার প্রাক্কালে হাত মুখ ধোয়া। [আ]।
**ওজোগুণ**—বিঃ কাব্যগুণসম্বলিত রচনা, বলিষ্ঠ রচনা।
**ওজোন**—বিঃ ঘনীভূত অম্লজান বাষ্প, ozone।
**ওঝা**—বিঃ মন্ত্রদ্বারা সর্পবিষ ও ভূত-গ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা।
**ওটকান, ওটকানো**—ক্রিঃ ওলট-পালট করিয়া অনুসন্ধান করা।
**ওটাকিস্তি**—বিঃ দাবার চাল বিশেষ।
**ওটা**—সর্বঃ উহা নির্দিষ্ট বিষয়, বস্তু।
**ওড়না**—বিঃ স্ত্রীলোকের উত্তরীয়।
**ওড়ব**—বিঃ পাঁচটি স্বরের প্রকাশ পায় এরূপ রাগ।

**ওড়া**—**উড়া**-র রূপভেদ।

**ওডিকলোন**—বিঃ সুগন্ধি সুরাসার বিশেষ, eaude-cologne।

**ওড়িয়া**—বিঃ উড়িষ্যা রাজ্যের (দেশের) অধিবাসী।

**ওড্র**—বিঃ উড়িষ্যা।

**ওত, ওঁত**—বিঃ আক্রমনার্থে বা শিকারের নিমিত্ত লুকাইয়া প্রতীক্ষা। ক্রিঃ **-পাতা**—এরূপে লুকাইয়া প্রতীক্ষা করা।

**ওতপ্রোত**—বিণঃ পরিব্যাপ্ত, পরস্পর জড়িত।

**ওতরানো**—ক্রিঃ উত্তীর্ণ হওয়া, অতিক্রম করা।

**ওথা**—ক্রি-বিণঃ ওখানে।

**ওদন**—বিঃ ভাত, অন্ন।

**ওদিক**—বিঃ ঐদিক।

**ওনাকে**—সর্বঃ উঁহাকে।

**ওপড়ানো**—**উপড়ানো**-র রূপভেদ।

**ওপার**—বিঃ ঐপার, অন্যপার।

**ওবা**—ক্রিঃ বাষ্পাকারে উড়িয়া যাওয়া।

**ওম**—বিঃ উত্তাপ।

**ওমরাহ্, ওমরা**—অভিজাত ব্যক্তি, রাজ-সভার সদস্য। [আ]।

**ওয়াক**—অব্যঃ বমনের শব্দ।

**ওয়াকফ**—বিঃ ধর্মমূলক দান। [আ]।

**ওয়াকফ-নামা**—বিঃ ধর্ম বিষয়ক দানপত্র। [আ, ফা]।

**ওয়াকিফ**—বিণঃ অভিজ্ঞ। বিণঃ -(ব) **হাল**—অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন।

**ওয়াজিব**—বিণঃ সঠিক, সঙ্গত। [আ]।

**ওয়াটার পোলো**—বিঃ জলে ভাসমান অবস্থায় বল খেলা, water-polo।

**ওয়াড়**—বিঃ বালিশ, লেপ ইত্যাদি শয্যা-দ্রব্যের আবরণ।

**ওয়াদা**—বিঃ প্রতিশ্রুতি, সময়সীমা।

**ওয়াপস**—বিঃ ফেরৎ। [ফা]।

**ওয়ারিস**—বিঃ উত্তরাধিকারী। [আ]।

**ওয়ারেন্ট**—বিঃ গ্রেফতারী পরোয়ানা, warrant।

**ওয়ালা, ওলা**—বিঃ বিক্রেতা (ঝুমঝুমি-ওয়ালা), পেশাধারী, অধিকারী (বাড়ীওলা)।

**ওয়াসিল**—বিঃ উশুল, বাকী পাওনা আদায়। [আ]।

**ওয়াস্তা**—বিঃ নিমিত্ত, তোয়াক্কা, অপেক্ষা।

**ওয়াহাবী, ওহাবী**—বিণঃ আরব দেশীয় ইসলাম ধর্মসংস্কারক আব্দুল ওয়াহাবের অনুবর্তী। [আ]।

**ওয়েটিং রুম**—রেলস্টেশনের প্রতীক্ষালয়, waiting room।

**ওয়েস্ট কোট**—বিঃ ফতুয়া জাতীয় জামা-বিশেষ, waist coat।

**ওর**—(১) বিঃ সীমা, পার, কিনারা। (২) সর্বঃ উহার।

**ওরফে**—ক্রি-বিণঃ ডাকনাম, অন্যনাম।

**ওরসা**—বিণঃ আর্দ্র। [দেশী]।

**ওরে**—(১) অব্যঃ সম্বোধন পদ। (২) সর্বঃ উহাকে।

**ওল**—বিঃ একপ্রকার আহার্য মূল বা কন্দ বিশেষ।

**ওলকপি**—বিঃ শালগম জাতীয় কন্দ বিশেষ।

**ওলট কম্বল**—বিঃ একপ্রকার ওষধিগাছ বিশেষ।

**ওলটপালট**—এদিক সেদিক, উলট-পালট।

**ওলন**[১]—বিঃ নামা, অবতরণ।

**ওলন**[২]—বিঃ লম্বরেখা নির্ধারণের নিমিত্ত প্রান্তভাগে ভারবাঁধা সুতা বা দড়ি।

**ওলন্দ**—বিঃ একজাতীয় বড় মটর।

**ওলন্দাজ**—বিঃ হল্যাণ্ড দেশীয়, ডাচ, Dutch।

**ওলা১**—বিঃ এক ধরণের চিনির লাড়ু।

**ওলা২**—ক্রিঃ অবরোহণ, নামা।

**ওলাইচণ্ডী**—বিঃ ওলাওঠার দেবী।

**ওলাউঠা**—বিঃ বিসূচিকা রোগ, cholera।

**ওলাবিবি**—বিঃ ওলাইচণ্ডীর মুসলমান প্রদত্ত নাম।

**ওলো**—অব্যঃ নারীগণের সম্বোধন বিশেষ।

**ওষধি, ওষধী**—বিঃ একবার ফল দিয়া শুষ্ক হয় এমন বৃক্ষ বা তৃণ, জ্যোতির্লতা।

**ওষুধ**—বিঃ ব্যাধিনাশক পদার্থ।

**ওষ্ঠ**—বিঃ উপরের ঠোঁট। **-পল্লব**—বিঃ নবপল্লবের ন্যায় কোমল ওষ্ঠ। **-পুট**—বিঃ ওষ্ঠদ্বয়ের সমাহার।

**ওষ্ঠাগত**—বিণঃ বহির্গমনোন্মুখ। **-প্রাণ**—অতিষ্ঠ, প্রাণ যাইবার উপক্রম।

**ওষ্ঠাধর**—বিঃ ওষ্ঠ ও অধর।

**ওষ্ঠ্য, ঔষ্ঠ্য**—বিণঃ ওষ্ঠদ্বারা উচ্চার্য।

**ওসকানো**—**উসকান**-র রূপভেদ।

**ওসার**—বিঃ প্রসার, প্রস্থ, পরিসর।

**ওস্তাগর**—বিঃ নিপুণ শিল্পী, উৎকৃষ্ট দরজী। [ফা]।

**ওস্তাদ**—বিঃ অভিজ্ঞ ব্যক্তি, শিক্ষক, দক্ষ। [আ]।

**ওহাবী**—**ওয়াহাবী**-এর রূপভেদ।

**ওহে**—অব্যঃ আহ্বানধ্বনি, সম্বোধন-সূচক পদ।

**ওহো**—অব্যঃ স্মরণ, বিস্ময়, অনুতাপ-সূচক ধ্বনি।

## ঔ

**ঔ**—ত্রয়োদশ স্বরবর্ণ।

**ঔকার**—বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত ঔ-কার (ৌ) চিহ্ন।

**ঔচিত্য**—বিঃ সঙ্গতি, ন্যায্যতা, উপযুক্ততা।

**ঔজ্জ্বল্য**—বিঃ দীপ্তি, উজ্জ্বলতা।

**ঔড়ব**—বিঃ পঞ্চস্বর সহযোগে ধ্বনিত রাগ।

**ঔৎসর্গিক**—বিণঃ উৎসর্গ বা প্রদান সম্বন্ধীয়।

**ঔৎসুক্য**—বিঃ আগ্রহ, ব্যাকুলতা, উৎসুক ভাব।

**ঔদরিক**—বিণঃ পেটুক, উদর সম্বন্ধীয়।

**ঔদার্য**—বিঃ মহানুভবতা, উদারতা।

**ঔদাসীন্য, ঔদাস্য**—বিঃ উদাসীনতা, বৈরাগ্য।

**ঔদ্ধত্য**—বিঃ প্রগলভতা, অশিষ্টতা, উগ্রতা, দম্ভ।

**ঔদ্বাহিক**—বিণঃ বিবাহে প্রাপ্ত যৌতুক, বিবাহ বিষয়ক।

**ঔপনিবেশিক**—বিণঃ উপনিবেশকারী; উপনিবেশ সম্বন্ধীয়। [উপনিবেশ+ইক]।

**ঔপনিষদ**—বিণঃ উপনিষদ সম্বন্ধীয়।

**ঔপন্যাসিক**—(১) বিণঃ উপন্যাস-সম্পর্কিত, উপন্যাসাত্মক। (২) বিঃ উপন্যাস-কার।

**ঔপপত্তিক**—বিণঃ উপপত্তি সম্পর্কিত, যুক্তি সমর্থিত, প্রামাণ্য।

**ঔপমিক**—বিণঃ উপমা-সম্বন্ধীয়: উপমার সাহায্যে বর্ণিত বা কল্পিত।

**ঔপম্য**—বিঃ মিল, সাদৃশ্য।

**ঔপল**—বিণঃ উপল সম্বন্ধীয়, উপল নির্মিত।

**ঔপসর্গিক**—বিণঃ উপসর্গ-বিষয়ক।

**ঔপাধিক**—বিণঃ উপাধি-বিষয়ক: নাম-মাত্র।

**ঔরগ**—বিণঃ উরগ সম্পর্কিত, সর্প-সংক্রান্ত।

**ঔরৎ**—বিঃ স্ত্রীলোক, নারী। [আ]।

**ঔরস, ঔরস্য**—(১) বিণঃ ধর্মপত্নীগর্ভে আপনার দ্বারা উৎপাদিত (সন্তান)। (২) বিঃ ঔরসপুত্র, বীর্য। [উরস+ +অ, য]।

**ঔর্ণ**—বিণঃ উর্ণাময়, পশমনির্মিত।

**ঔর্ধ্বদেহিক, ঔর্ধ্বদৈহিক**—(১) বিণঃ অন্ত্যেষ্টি সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ মরণোত্তর অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ-তর্পণ ইত্যাদি। [ঊর্ধ্বদেহ+ইক]।

**ঔর্ব**[১]—বিণঃ পার্থিব। [উর্বী+অ]।

**ঔর্ব**[২]—বিঃ বাড়বানল। [উর্ব+অ]।

**ঔর্বাগ্নি**—বিঃ বাড়বাগ্নি। [ঔর্ব+ অগ্নি]।

**ঔশনস**—(১) বিণঃ শুক্রাচার্য সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ শুক্রাচার্য প্রণীত গ্রন্থ।

**ঔষধ**—বিঃ রোগের প্রতিষেধক দ্রব্য, রোগ নাশক। বিঃ **ঔষধালয়**—ঔষধের দোকান।

**ঔষধি**—বিঃ ভেষজ, ঔষধ। বিণঃ ঔষধীয়, ঔষধ সম্বন্ধীয়।

**ঔষ্ট্র**—বিণঃ উষ্ট্র সম্বন্ধীয়, উষ্ট্রজাত।

**ঔষ্ঠ্য**—বিণঃ ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চারণ করা যায় এমন।

# ক

**ক**[১]—প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণ।

**ক**[২]—ক্রিঃ (চলতি ভাষায়) কহ, বল।

**ক**[৩]—বিণঃ কত (ক প্রকার)।

**কই**—(১) ক্রিঃ বলি, কহি। (২) অব্যঃ অসম্মতি, নৈরাশ্য, আদর ও বিস্ময়াদি সূচক শব্দ। (৩) বিঃ মৎস্য বিশেষ।

**কইল**—ক্রিঃ কহিল, বলিল।

**কইলা**—ক্রিঃ (১) কহিল, কহিলে। (২) বিঃ বকনা বাছুর।

**কইসর**—বিঃ রাজা, বাদশা, জার্মান সম্রাটদিগের উপাধি।

**কওয়া**—ক্রিঃ বলা।

**কংগ্রেস**—বিঃ মহাসম্মেলন, ভারতীয় রাজনৈতিক মহাসভা ; আমেরিকার ব্যবস্থা পরিষদ, ভারতের একটি রাজ-নৈতিক দল ; congress।

**কংস**—(১) বিঃ শ্রীকৃষ্ণের মাতুল, মথুরার অধিপতি। (২) বিঃ কাঁসা।

**কংসারি**—বিঃ কংসের শত্রু, শ্রীকৃষ্ণ, কংসজিৎ।

**কংসবতী, কংসাবতী**—বিঃ (স্ত্রী) ঃ উগ্রসেনের কন্যা, কংসাসুরের ভগিনী।

**কক, রবার্ট**—Koch, Robert—(১৮৪৩—১৯১০) প্রসিদ্ধ জীবাণু-তত্ত্ববিদ। ইনি যক্ষ্মা রোগ, কলেরা ও বিউবোনিক প্লেগের জীবাণু লইয়া অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেন।

**ককান, ককানো**—ক্রিঃ (শিশুদের ক্ষেত্রে) উচ্চস্বরে কাঁদা ; কাতরানো। বিঃ **ককানি**।

**ককুৎস্থ**—বিঃ সূর্যবংশীয় জনৈক নর-পতি, ভগীরথের পুত্র, আদিনাম—পুরঞ্জয়।

**ককুদ, ককুৎ**—বিঃ পর্বতের অগ্রভাগ, বৃষস্কন্ধের ঝুঁটি ; ছত্রচামরাদি রাজ-চিহ্ন।

**কক্ষ**—বিঃ গ্রহগণের পরিভ্রমণের পথ, orbit, কোমর, বগল, প্রকোষ্ঠ, বাহু-মূল্য। বিণঃ **-চ্যুত**—গ্রহগণের পরি-ভ্রমণ-পথ হইতে বিচ্যুত।

**কক্ষন, কক্ষনো, কক্‌খন, কক্‌খনো**—অব্যঃ, ক্রি-বিণঃ কখনও, কোন কারণেই, কোন সময়েই।
**কখন**—অব্যঃ, ক্রি-বিণঃ কোন সময়ে, বহুক্ষণ আগে। **কখন সখন**—সময়ে সময়ে (দৈবাৎ)।
**কঙ্ক**—বিঃ বিরাট রাজার রাজসভায় যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম, কাঁকপাখি, কংসের ভ্রাতা।
**কঙ্কণ**—বিঃ কাঁকন, স্ত্রীলোকদের হাতের অলংকার বিশেষ।
**কঙ্কতী**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ চিরুণি।
**কঙ্কর**—বিঃ কাঁকর। বিণঃ কর্কশ।
**কঙ্কাল**—বিঃ হাড়পাঁজরা, skeleton।
**কচ্**—বিঃ কেশ; মেঘ, শুষ্কব্রণ; বৃহস্পতির পুত্র।
**কচকচানি**—বিঃ বকবকানি, ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ, ঝগড়া, কলহ।
**কচলানো**—ক্রিঃ রগড়ানো।
**কচাল**—বিঃ ঝগড়া, তর্কবিতর্ক।
**কচি**—বিণঃ কাঁচা, নবজাত, অতি ছোট, নরম।
**কচুরিপানা**—বিঃ জলজ উদ্ভিদ বিশেষ।
**কচ্ছ**—বিঃ সমুদ্রের তীরভূমি, জলময় দেশ, নৌকার পশ্চাদভাগ।
**কচ্ছপ**—বিঃ কাছিম।
**কজ্জল**—বিঃ কাজল, কালি, মেঘ।
**কণ্ডিকা**—বিঃ বেণুশাখা।
**কঞ্চুক**—বিঃ কবচ, বর্ম, কাঁচুলি, জামা, বস্ত্র, সাপের খোলস।
**কঞ্চুকী**—বিঃ কবচধারী অন্তঃপুরচারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
**কঞ্চুলিকা**—বিঃ স্ত্রীলোকের কাঁচুলি।
**কঞ্জুস**—বিণঃ কৃপণ।
**কটক**—বিঃ সৈন্যবাহিনী, পর্বতের সানুদেশ; উড়িষ্যার জেলা।
**কটমট**—বিণঃ নিরস, কঠিন, দুর্বোধ্য
**কটরমটর**—অব্যঃ কোন শক্ত দ্রব্য চিবাইবার সময় যে শব্দ।
**কটাক্ষ**—বিঃ আড়দৃষ্টি, চোরা চাহনি, শ্লেষ। বিঃ **-পাত**—বক্রদৃষ্টি।
**কটাল**—বিঃ অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নদী ও সমুদ্রের জোয়ার।
**কটাস কটাস**—অব্যঃ অতি ক্ষুদ্র দণ্ডের সাহায্যে কোন শক্ত বস্তু কাটিয়া ফেলার শব্দ বিশেষ। [দেশী]।
**কটাসে**—বিণঃ পিঙ্গলবর্ণ।
**কটাহ**—বিঃ রন্ধনপাত্র বিশেষ।
**কটি, কটী**—বিঃ মাজা; মানবদেহের মধ্যদেশ। **-বন্ধ**—কোমরবন্ধ, belt। **-ভূষণ**—সাজার অলংকার।
**কটু**—বিণঃ মন্দ, উগ্র, কঠোর।
**কটূক্তি**—বিঃ মন্দবাক্য। [কটু+উক্তি]।
**কট্**—অব্যঃ শক্ত জিনিস কাটিবার বা কামড়াইবার শব্দবিশেষ।
**কট্টর**—বিণঃ চরমপন্থী, আপোস-বিরোধী।
**কঠিন**—বিণঃ শক্ত, দুরূহ। বিঃ **কাঠিন্য, -তা, -ত্ব**।
**কঠোপনিষৎ** (-দ্) বিঃ কঠপ্রোক্ত তর্কবিতর্কপূর্ণ হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বিশেষ।
**কঠোর**—বিণঃ কঠিন। বিঃ **-তা**।
**কড়**—বিঃ বিবাহকালে কন্যার হাতে ধারণীয় বলয় বিশেষ।
**কড়ঙ্গ**—বিঃ ভিক্ষাপাত্র।
**কড়চা**—বিঃ সংক্ষিপ্ত বিবরণ, জীবনী বা বৃত্তান্ত, খাজনার বিবরণ সম্বলিত হিসাবপত্র।
**কড়া**—(১) বিঃ কড়ি, সামান্য অংশ বা পরিমাণ, রাঁধিবার পাত্র, চর্মের কাঠিন্য, আংটা। (২) বিণঃ কঠোর, তীব্র।

**কড়াই**—বিঃ কড়া, কলাই।

**কড়াৎ**—অব্যঃ বজ্রধ্বনির অনুকরণ শব্দ-বিশেষ। [দেশী]।

**কড়ার**—বিঃ প্রতিশ্রুতি, শর্ত। বিণঃ **কড়ারী**—প্রতিশ্রুত।

**কড়ি**—বিঃ শামুক জাতীয় প্রাণীর কঠিন দেহাবরণ, ছাদের অবলম্বন স্বরূপ, আড়কাঠ, joist ; কপর্দক, নির্দিষ্ট সুরের অপেক্ষাকৃত উচ্চগ্রাম।

**কড়িয়াল**—বিণঃ ধনী. ঘোড়ার মুখের বলগা।

**কড়িয়ালি**—বিঃ ঘোড়ার মুখের কড়া।

**কড়ুয়া**—বিণঃ কড়া, তীব্র, সরিষা হইতে প্রস্তুত।

**কড়ে**—বিণঃ কনিষ্ঠ, অর্থশালী। **কড়ে রাঁড়ী**—বিঃ বালবিধবা।

**কণা, কণ, কণিকা, কণী**—বিঃ সূক্ষ্মাংশ, রেণু।

**কণাদ**—বিঃ বৈষেশিক দর্শনপ্রণেতা মুনি বিশেষ। [কণ+অদ্+অ]।

**কণ্টক**—বিঃ কাঁটা, অন্তরায়, রোমাঞ্চ, কলঙ্ক। বিঃ **-ফল**—কাঁঠাল। বিঃ **-শয্যা**—যন্ত্রনা। বিণঃ **কণ্টকিত**—কণ্টকপূর্ণ. বিঘ্নবহুল। বিণঃ **কণ্টকাকীর্ণ**—কণ্টকময়, বিঘ্নবহুল।

**কণ্টিকারী**—বিঃ শাল্মলী বৃক্ষ. ভেষজ বৃক্ষ বিশেষ।

**কণ্ট্রাকটর**—বিঃ চুক্তিকারী. ঠিকাদার, contractor।

**কণ্ট্রোল**—বিঃ নিয়ন্ত্রণ ; মূল্য নির্ধারণ।

**কণ্ঠ**—বিঃ গলদেশ. স্বরনালী. নিকট। বিঃ **-নালী**—গলনালী। বিঃ **-লগ্ন, -লীন**—আলিঙ্গন করিয়াছে এমত অবস্থায়। বিঃ **-ভূষণ**—হার, মালা। বিঃ **-মণি**—কণ্ঠে ধারণীয় অলঙ্কার বা রত্ন, Adam's apple। বিঃ **কণ্ঠাভরণ**—হার, কণ্ঠভূষণ। বিঃ **-রোধ**—শ্বাস রোধ, কথা বলিতে বাধা দেওয়া। বিণঃ **কণ্ঠগতপ্রাণ, কণ্ঠাগতপ্রাণ**—মৃতপ্রায়, মুমূর্ষু।

**কণ্ঠা**- বিঃ গলার দুই পাশের হাড়।

**কণ্ঠি, কণ্ঠী**—বিঃ বৈষ্ণবদিগের কণ্ঠের তুলসী মালা।

**কণ্ঠ্য**--বিণঃ কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত. কণ্ঠ-সংক্রান্ত। বিণঃ **কণ্ঠৌষ্ঠ্য**—কণ্ঠ ও ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চারিত।

**কণ্ডণ**—বিঃ শষ্যাদি হইতে অপ্রয়ো-জনীয় পদার্থ নিষ্কাশন।

**কণ্ডু, কণ্ডূ**—বিঃ চুলকানি। বিঃ **-য়ন**—চুলকানো। বিণঃ **-য়মান**—চুল-কাইতেছে এমন।

**কণ্ব**—বিঃ অধর্ম, অন্যায়। [কণ্+ব]। বিঃ জনৈক মুনি, শকুন্তলার পালক পিতা।

**কৎ**—বিঃ কলসের মুখ, কচ।

**কত**—বিণঃ কি পরিমাণ বা সংখ্যা, অনেক, কি দর বা দাম। **কতনা**—খুব, বহু। **কতশত**—অগণিত। **কতেক**—অনেক প্রকার। বিণঃ **কতক**—কতিপয়। **কতকটা**—কিছু পরিমাণে, সামান্য মাত্রায়।

**কতবেল, কৎবেল**—বিঃ বেলজাতীয় অম্ল ফল, কপিত্থ।

**কতল, কোতল**—বিঃ শিরশ্ছেদ। [আ]।

**কতিপয়**—বিণঃ কতকগুলি।

**কথক**—বিঃ বক্তা, পুরাণ-ব্যাখ্যাকারী। বিঃ **-ঠাকুর**—পুরাণ ব্যাখ্যাকারী ব্রাহ্মণ। বিঃ **-তা**—কথকবৃত্তি : জন-সমক্ষে পুরাণাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা।

**কথঞ্চন, কথঞ্চিৎ**—অব্যঃ কোন প্রকারে, কোন রূপে। [কথ্+অন]।

**কথনীয়, কথ্য**—বিণঃ বাচ্য, কথনযোগ্য।

**কথা**—বিঃ বচন, গল্প, আখ্যান। **-বার্তা**—আলোচনা। **-প্রসঙ্গ**—কথার অবতারণা। **-শিল্প**—উপন্যাস, গল্প, রস-সাহিত্য। **-শিল্পী**—ঔপন্যাসিক, গল্পকার ইত্যাদি। **কথার কথা**—ভিত্তিহীন প্রসঙ্গ।

**কথাকলি**—বিঃ ভারতীয় নৃত্য বিশেষ।

**কথিত**—বিণঃ উচ্চারিত, বর্ণিত। [কথ্‌+ত]।

**কথোপকথন**—বিঃ কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা।

**কথ্য**—বিণঃ সাধারণী ভাষা, চলিত কথা ; বক্তব্য, বলা উচিত এমন।

**কদক্ষর**—বিঃ কুৎসিত লেখা, জঘন্য অক্ষর।

**কদাগ্নি**—বিঃ মন্দাগ্নি.

**কদন্ন**—বিঃ বিশ্রী খাদ্যসামগ্রী। [কু+অন্ন]।

**কদভ্যাস**—বিঃ বাজে অভ্যাস।

**কদম**—বিঃ পদক্ষেপ,- ফুল বিশেষ।

**কদমা**—বিঃ মিষ্টান্ন বিশেষ।

**কদম্ব**—বিঃ কদমফুলের গাছ।

**কদর**—বিঃ সমাদর, মর্যাদা, আদরযত্ন, মূল্য।

**কদর্থ**—বিঃ বিকৃত অর্থ।

**কদর্য**—বিণঃ হীন, অতিশয় নীচ, কুৎসিত। [কু(কৎ)+অর্য]।

**কদলী**—বিঃ কলা, পতাকা, মৃগী।

**কদাকার**—বিণঃ কুৎসিত আকার বিশিষ্ট।

**কদাচিৎ**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ দৈবাৎ, কখনও।

**কদাপি**—অব্যঃ কখনও, কদাচ।

**কদু**—বিঃ লাউ [দেশী]।

**কদুক্তি**—বিঃ অশ্লীল বাক্য, কুকথা।

**কদুত্তর**—বিঃ অসংগত জবাব ; কদর্য জবাব।

**কদুষ্ণ, কবোষ্ণ**—বিণঃ ঈষদুষ্ণ, অল্প-গরম।

**কনক**—বিঃ সোনা। [কন্‌+অক]। **-চাঁপা**—ফুল বিশেষ। **-চূড়**—ধান্য বিশেষ : বিণঃ স্বর্ণমণ্ডিত শীর্ষদেশ। **কনকাচল**—সুমেরু পর্বত। **কনকাঞ্জলি**—প্রতিমা বিসর্জনের পূর্বে দান বিশেষ। **-প্রভা**—সুবর্ণের উজ্জ্বলতা।

**কনকন**—অব্যঃ বেদনা, অত্যন্ত শীতলতা।

**কনস্টেবল, কনস্টবল**—বিঃ পুলিসের প্রহরী, পাহারাওয়ালা, constable।

**কনিষ্ঠ**—বিণঃ সকলের ছোট (কনিষ্ঠ সন্তান) ; অনুজ, পরে জাত (কনিষ্ঠ সহোদর)। [যুবন্‌ বা অল্প+ইষ্ঠ]। **কনিষ্ঠা** (স্ত্রী)ঃ—(১) বিণঃ সর্বাপেক্ষা ছোট বা অল্পবয়স্কা, অনুজা। (২) বিঃ কড়ে আঙুল।

**কনীনিকা**—বিঃ চোখের তারা বা মণি ; কড়ে আঙুল ; কনিষ্ঠা ভগিনী।

**কনীয়ান্‌**—বিণঃ দুইয়ের মধ্যে ছোট বা অল্প বয়স্ক ; অতি ক্ষুদ্র। [যুবন্‌ বা অল্প+ঈয়স্‌]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **কনীয়সী**।

**কনুই**—বিঃ কফোণি, বাহুর মধ্য গ্রন্থি।

**কনে**—বিঃ কন্যা, বিবাহের পাত্রী ; নব-বধূ, নব-বিবাহিতা কন্যা। বিঃ **-বউ**—নব-বধূ, বালিকা-বধূ।

**কন্ট্রোল**—বিঃ অন্ন বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নির্দিষ্ট পরিমাণে ও নির্ধারিত মূল্যে জনসাধারণের নিকট বিলি-ব্যবস্থার জন্য সরকারী ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান, control।

**কন্থা**—বিঃ কাঁথা।

**কন্দ**—বিঃ ফলাকার উদ্ভিদ মূল (যথা—আলু মূলা কচু প্রভৃতি)।

**কন্দর**—বিঃ পর্বতের গুহা।

**কন্দর্প**—বিঃ অনঙ্গ, কামদেব, মদন।

**কন্দল**—বিঃ বিবাদ, কলহ, যুদ্ধ। **কন্দলিয়া**—বিণঃ কুঁদুলে, ঝগড়াটে।

**কন্দু**—বিঃ কড়া, লৌহময় পাকপাত্র, তাওয়া ; তন্দুর।

**কন্দুক, কন্দুক**—বিঃ বল, ভাঁটা।

**কন্ধ**—বিঃ মাথা, কাঁধ ; ধড়। **-কাটা**—(১) বিঃ কবন্ধ ; (২) বিণঃ মস্তকহীন।

**কন্ধর**—বিঃ কাঁধ, গ্রীবা।

**কন্না, কর্না, করনা**—বিঃ করণীয় কাজকর্ম, কর্তব্য কাজ। বিঃ **ঘর কন্না**—**ঘর** দ্রষ্টব্য।

**কন্যকা**—বিঃ দশবর্ষ বয়স্কা কুমারী ; তনয়া, কন্যা। [কন্যা+ক+আ]।

**কন্যা**—বিঃ সুতা, দুহিতা, তনয়া, পুত্রী, মেয়ে, অবিবাহিতা বা বিবাহযোগ্যা কন্যা ; বিবাহের পাত্রী। **-রাশি**—রাশি বিশেষের নাম। বিঃ **-কর্তা**—বিবাহে কন্যাপক্ষের প্রধান কর্মকর্তা বা অভিভাবক। বিঃ **-কাল**—নারীর অবিবাহিত কাল। বিঃ **-দান**—বিবাহে কন্যা-সম্প্রদান। বিঃ **-দায়**—কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার দায়-দায়িত্ব। বিঃ **-পক্ষ**—বিবাহের পাত্রীপক্ষ। বিঃ **-প্রণিধি**—সমাজসেবিকা, বালিকা-সঙ্ঘ-সভ্যা, girl guide। বিঃ **-যাত্রা, -যাত্রী**—বিবাহের কন্যাপক্ষীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তি।

**কপ্, কপ্‌কপ্**—অব্যঃ মুখে পুরিবার শব্দ।

**কপচান, কপচানো**—(১) ক্রিঃ শেখা কথা বলিয়া যাওয়া, পাখির বুলি আওড়ানো ; বকবক করা ; পাণ্ডিত্য জাহির করিতে মামুলি বুলি আওড়ানো। (২) ছাঁটা (চুল কপচানো)। বিঃ **কপ্‌চানি**—পাখি কর্তৃক বুলি উচ্চারণ ; বকবক করণ ; পাণ্ডিত্য জাহিরকরণ।

**কপট**—(১) বিঃ শঠতা, ছল ; চাতুরী, প্রতারণা। (২) বিণঃ কৃত্রিম (কপট নিদ্রা) ; ছদ্ম ('একি কপট বেশে দিলে দরশন!') ; শঠ, প্রতারক ; ভণ্ড (কপট মিত্র)। বিঃ **-তা, কাপট্য**। বিণঃ **-চারী**—ছদ্মবেশী ; প্রতারক, ধূর্ত। বিঃ **কপটাচার, কপটাচরণ** ছলনা। বিণঃ **কপটাচারী**—যে কপট আচরণ করে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **কপটাচারিণী**। বিণঃ **কপটী**।

**কপনি**—বিঃ কৌপীন, ল্যাঙ্গট।

**কপর্দ, কপর্দক**—বিঃ কড়ি, শিবের জটা। বিণঃ **-বিহীন, -শূন্য, -হীন**—নিঃস্ব।

**কপর্দী**—বিঃ শিব। [কপর্দ+ইন্]। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **কপর্দিনী**—পার্বতী।

**কপাট, কবাট**—বিঃ দরজার পাল্লা, আবরণ ('বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে')। **-ক**—হৃৎপিণ্ডকোটরের মধ্যস্থ রক্ত নিয়ামক আবরণ, valve।

**কপাটি, কপাটী, কবাডি**—বিঃ হা-ডু-ডু খেলা।

**কপাল**—বিঃ ললাট, মাথার খুলি, করোটি ; ভাগ্য, অদৃষ্ট ('কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন'—ভা. চ.) ; ভিক্ষাপাত্র, খাপরা, কলসের অংশ। ক্রি-বিণঃ **-ক্রমে**—ভাগ্যক্রমে। বিঃ **-জোর**—অনুকূলতা, ভাগ্যের জোর। বিঃ **জোর কপাল**—সৌভাগ্য। **কপাল ঠুকে কাজে নামা**—ফলাফল ভাগ্যের হাতে ছাড়িয়া দিয়া কাজ করা। বিণঃ **-পোড়া**—হতভাগ্য। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **পোড়া কপালী**। **-ফেরা**—অবস্থা বা ভাগ্যের

উন্নতি হওয়া। **-ভাঙ্গা**—ভাগ্য মন্দ হওয়া। **কপালে ঘা দেওয়া**—কপাল চাপড়ানো, দুঃখ শোক প্রকাশার্থে কপালে করাঘাত করা। **কপালের লেখা**—ভবিতব্য; ভাগ্যলিপি। **কপালের ফের**—অদৃষ্টের বন্ধন।

**কপালিয়া, কপালে**—বিণঃ ভাগ্যবান্।

**কপালী**—(১) বিঃ মহাদেব। (২) বিণঃ কপালধারী; ভাগ্যবান্। [কপাল+ইন্]। বিণঃ (স্ত্রী): **কপালিনী**—(১) কপালধারিণী, ভাগ্যবতী। (২) বিঃ কালিকা দেবী।

**কপি**[১]—বিঃ মর্কট, বানর। বিঃ **-কেতন, -ধ্বজ**—অর্জুন।

**কপি**[২]—রচনাদির নকল, প্রতিলিপি (কপি করা), copy। ক্রিঃ **কপি করা**—নকল করা; প্রতিলিপি তৈয়ারি করা।

**কপি**[৩]—বিঃ সব্জি বিশেষ (ফুলকপি, বাঁধাকপি প্রভৃতি)।

**কপিঞ্জল**—বিঃ চাতক বা গৌরবর্ণ তিতির পাখি; মুনিবিশেষ।

**কপিত্থ**—বিঃ কয়েতবেল বা তাহার গাছ (বানরের প্রিয় বিচরণ স্থান বলিয়া)। [কপি+স্থান+অ]।

**কপিল, কপিলা**—(১) বিণঃ পিঙ্গল বর্ণ। (২) বিঃ পিঙ্গল রঙ; সাংখ্য-দর্শন-প্রণেতা মুনি; কামধেনু, স্ত্রী বাছুর (কইলা গাই)।

**কপিশ**—(১) বিঃ পিঙ্গল বর্ণ গরু, tawny; পাঁশুটে বা মেটে রঙ, নীল-পীত মিশ্রিত বর্ণ। (২) বিণঃ পাঁশুটে।

**কপোত**—বিঃ পারাবত, পায়রা, কবুতর। [ক+পোত বা কব্+ওত]। বিঃ (স্ত্রী): **কপোতী**। **-পালী**, **-পালিক**—পায়রার খোপ, বিটঙ্ক। **-বৃত্তি**—বিঃ কপোতের আচরণ; কপোতের ন্যায় সঞ্চয় বিহীন জীবিকা। বিঃ **কপোতারি**—শ্যেন পক্ষী। **কপোতেশ্বর**—মহাদেব।

**কপোল**—বিঃ গাল, গণ্ড। [ক+পোলি অন্]। বিঃ **-কল্পনা**—অপ্রাকৃত বিষয় বা ঘটনার কল্পনা; গাল-গল্প। **কপোল কল্পিত**—মনগড়া, কাল্পনিক।

**কপ্‌কপ্**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ কপাকপ করিয়া খাওয়া (কপাকপ্ গেলা)।

**কফ্**[১]—বিঃ শ্লেষ্মা; দেহাভ্যন্তরস্থ শৈলেষ্মিক ধাতু বিশেষ। বিণঃ **-ঘ্ন**—শ্লেষ্মানাশক।

**কফ্**[২]—বিঃ আস্তিনের মুখ বা জামার হাতা; cuff।

**কফি**—বিঃ যে বীজ দ্বারা চায়ের ন্যায় পানীয় তৈয়ারী হয়।

**কফন, কফিন**—বিঃ শবাচ্ছাদন, শবাধার, coffin।

**কফোণি, কফোণি**—বিঃ কনুই।

**কবচ**—বিঃ তাবিজ, বর্ম, সাঁজোয়া; মাদুলি; মন্ত্রৌষধ। [ক+বন্‌চ+অ]। বিঃ **-পত্র**—কবচ লিখিবার পত্র; ভূর্জপত্র। **কবচী**—(১) বিণঃ কবচ-ধারী। (২) খোলকী প্রাণী, crus-tacean।

**কবজ**[১]—বিঃ খত, রসিদ। [আ]।

**কবজ**[২]—বিঃ তাবিজ, মাদুলী।

**কবজা**—বিঃ কপাট ইত্যাদি ভাঁজ করি-বার সন্ধি পত্র। [আ]।

**কবজি, কবজী**—বিঃ হাতের কবজা; মণিবন্ধ।

**কবন্ধ**—বিঃ মস্তকহীন ভূত বিশেষ; কন্ধকাটা; মস্তকহীন দেহ; রাহু, ধূমকেতু।

**কর্বায়, কবয়ী**—বিঃ কইমাছ।
**কবর**—বিঃ সমাধি, গোর।
**কবরী**—বিঃ বেণী, খোঁপা, কেশ বিন্যাস। [ক+বৃ+অ+ঈ]।
**কবল**—বিঃ জবর দখল, গ্রাস ; কুলকুচা। বিণঃ **কবলিত, কবলীকৃত**—ভক্ষিত, গ্রাস করা হইয়াছে এমন, ছলে বলে দখল করা হইয়াছে এমন।
**কবলান, কবলানো**—(১) ক্রিঃ অঙ্গীকার করা ; স্বীকার করা, বলিয়া ফেলা ; পরিচয় দেওয়া। (দোষ কবুল করা) ; **কবলানো**—(ঘুষ হিসাবে—তুমি টাকা কবলাও, কাজ হবে) (২) বিঃ স্বীকার করণ। (৩) বিণঃ স্বীকৃত।
**কবহু, কবহুঁ**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ (ব্রজ.) কখনও, কদাচ ('কবহুঁ কবহুঁ কহত মাধব'—বৈ. প.)।
**কবাট**—**কপাট**-এর রূপভেদ।
**কবালা**—বিঃ বিক্রয়ের দলিল। [আ]।
**কবি**—বিঃ কাব্য-লেখক, poet ; পণ্ডিত, তত্ত্বজ্ঞ ; গায়কবিশেষ (কবির গান, লড়াই ; কবিওয়ালা)। বিঃ **কবি-কল্পনা**—মনগড়া বিষয় ; কাব্যকারগণের উদ্ভাবনা। বিঃ **-প্রসিদ্ধি**—বহু প্রচলিত প্রাচীন কবি-কল্পনা যাহা পরবর্তী কবিগণও গ্রহণ করিয়াছেন। বিঃ **ভূষণ, -রত্ন**—সংস্কৃত কাব্যের অনুশীলন দ্বারা লব্ধ উপাধিবিশেষ।
**কবিতা**—বিঃ পদ্য, শ্লোক, কবিরচিত গান ; কাব্য। **কবিত্ব**—বিঃ কবিতা রচনা করার শক্তি ; কবির ভাবমাধুর্য।
**কবিরাজ**—বিঃ কবিশ্রেষ্ঠ। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ; বৈদ্য। বিণঃ **কবিরাজী**—বৈদ্যের ব্যবসায়।

**কবীর**—বিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন ভারতীয় সাধক। ইনি জাতিতে মুসলমান জোলা ছিলেন। **-পন্থী**—বিণঃ বিঃ প্রবর্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম মতাবলম্বী।
**কবুতর**—বিঃ পায়রা, কপোত। [ফা]। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **কবুতরী**।
**কবুল**—(১) বিঃ স্বীকার (দোষ কবুল করা) ; অঙ্গীকার। [আ]। (২) বিণঃ স্পষ্ট ; দাবী স্বীকার পূর্বক (কবুল জবাবে বলেছি সকলি ভাই)।
**কবুলতি, কবলতী, কবুলিয়ত**—বিঃ স্বীকৃতি পত্র ; জমিদারকে খাজনা দিবার অঙ্গীকার পত্র। [আ]।
**কবে**[১]—ক্রিঃ বলিবে, কহিবে।
**কবে**[২]—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ কোনদিন, কোনকালে।
**কবোষ্ণ**—**কদুষ্ণ** দ্রষ্টব্য।
**কব্য**—বিঃ পিতৃলোককে নিবেদ্য অন্নাদি।
**কভু**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ (পদ্যে) কোন কালে, কখনও, কোন কালেও।
**কম**[১]—বিণঃ মনোহর, কমণীয় ; বাঞ্ছনীয়।
**কম**[২]—বিণঃ অনধিক, অল্প, ন্যূন, হীন, পশ্চাৎপদ (সে খেলাধুলায়ও কম নহে)। [ফা]। বিণঃ **-জোর**—দুর্বল। বিঃ **-জোরি**—দুর্বলতা। বিঃ **-তি**—কমের ভাব অবস্থা ; অল্পতা, হ্রাস। বিণঃ **-বেশী**—অল্পাধিক। **-কম**—খুব কম করিয়াও, অন্ততঃপক্ষে।
**কমঠ**—বিঃ কচ্ছপ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **কমঠী**—কচ্ছপী ('কমঠ উপর করিয়া ভর ধরণী ধরিল ধরণীধর'—শিঃ)।
**কমণ্ডলু**—বিঃ সন্ন্যাসীদের জলপাত্র বিশেষ ; হাতল দেওয়া ঘটি। [ক+মণ্ড+লা+উ]।

**কমনীয়**—বিণঃ রম্য, মনোহর, সুন্দর, কাম্য; বাঞ্ছনীয়। [কম+অনীয়]। বিণঃ (স্ত্রী): **কমনীয়া**। বিঃ -তা।

**কমনে, কম্‌নে**—ক্রি-বিণঃ (প্রাদে) কোন পথে; কোথায়; কেমন করিয়া ('মনের পাখী কমনে আইসে যায়')।

**কমবক্ত, কম্‌বখত্‌**—বিণঃ হতভাগ্য। [আ]।

**কমল**—বিঃ পদ্ম। [কম্‌+অল+অ]। **-কোষ**—পদ্মের কুঁড়ি। **-আঁখি**—(১) বিঃ পদ্মের ন্যায় চক্ষু। (২) বিণঃ বিঃ পদ্মের ন্যায় চক্ষু বিশিষ্ট এমন ব্যক্তি। বিঃ **-যোনি**—ব্রহ্মা। (স্ত্রী): **কমলা, কমলালয়া, কমলাসনা**—লক্ষ্মী দেবী।

**কমলা**[১]—বিঃ লক্ষ্মী দেবী; দশমহাবিদ্যার অন্যতমা।

**কমলা**[২]—বিঃ লেবুজাতীয় মিষ্টফল বিশেষ; কমলালেবুর ন্যায় বর্ণ।

**কমলিনী**—বিঃ পদ্মের ঝাড়; পদ্ম সমূহ; পদ্মিনী।

**কমলে কামিনী**—বিঃ দুর্গার রূপভেদ ('কমলে কামিনী অবতার'—কবি. ক.); ভগবতী, চণ্ডী।

**কমা**[১]—বিঃ বিরাম চিহ্ন বিশেষ(,); comma।

**কমা**[২]—ক্রিঃ হ্রাস পাওয়া; কমিয়া যাওয়া।

**কমি**—বিঃ অল্পতা; কমতি, হ্রাস। [ফা]।

**কমিটি**—বিঃ কার্য নির্বাহক সমিতি; মন্ত্রণা সভা; পরিচালক সভা, committee।

**কমিশন, কমিসন**—বিঃ কেনাবেচার উপর দস্তুরি; দালালি; তদন্ত কমিটি; অনুসন্ধান-সমিতি; আয়োগ।

**কমিশনার, কমিসনার**—বিঃ বিভাগের শাসক; পৌরসভার সভ্য; অনুসন্ধান সমিতির সভ্য; রাজস্ব বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী; commissioner।

**কম্প, কম্পন**—বিঃ কাঁপুনি, স্পন্দন, শিহরণ। [কম্প+অ, অন]। বিণঃ **কম্পমান**—কম্পিত, কাঁপিতেছে এমন।

**কম্পাউণ্ডার**—বিঃ ডাক্তারের সহায়ক; যিনি চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করেন, compounder।

**কম্পানি**—কোম্পানি-র রূপভেদ।

**কম্পান্বিত**—বিণঃ কাঁপিতেছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী): **কম্পান্বিতা**।

**কম্পাস**—বিঃ দিঙ্‌ নির্ণয় যন্ত্র; বৃত্তাঙ্কন যন্ত্র; compass।

**কম্পিত**—বিঃ কাঁপিতেছে এমন। [কম্প্‌+ত]। বিণঃ (স্ত্রী): **কম্পিতা**।

**কম্পোজ**—বিঃ ছাপার অক্ষর সাজানো; compose। বিঃ **কম্পোজিটর, কম্পোজিটার**—যে কম্পোজ করে।

**কম্প্র**—বিণঃ কম্পিত। [কম্প+র]।

**কম্ফর্টার**—বিঃ গলাবন্ধ; comforter।

**কম্বল**—বিঃ শীত নিবারক মোটা চাদর বিশেষ, blanket। **কম্বল-সম্বল**—(১) বিঃ অতি দরিদ্র অবস্থা; সন্ন্যাস জীবন। (২) বিণঃ কম্বলই একমাত্র অবলম্বন যাহার; অতি হীন অবস্থা।

**কম্বু**—বিঃ শঙ্খ। [কম্ব্‌+উ]। (১) বিঃ **-কণ্ঠ**—শাঁখের ন্যায় রেখাযুক্ত গ্রীবা; শঙ্খ-ধ্বনির ন্যায় উচ্চ ও গম্ভীর কণ্ঠস্বর। (২) বিণঃ শঙ্খের ন্যায় রেখা যুক্ত কণ্ঠ বিশিষ্ট। বিণঃ **-গ্রীব**—শাঁখের ন্যায় গ্রীবা।

**কম্র**—বিণঃ কমনীয় ; অভিলাষী ; কামুক ; সুন্দর। [কম্+র]।

**কয়**[১]—ক্রিঃ (কথ্য ও কাব্যে) কহে ; বলে। ('বাতাস কি কথা কহে')। ক্রিঃ **-লা**—(বৈ. সা.) কহিল, বলিল।

**কয়**[২]—বিণঃ কতিপয় ; কত (কয়জন, কয়টি, ক'দিন হ'ল)।

**কয়লা**—বিঃ অঙ্গার।

**কয়াল**—বিঃ যে ব্যক্তি আড়ত হইতে মাল ওজন করে ; তৌলিক ; শস্য-সংগ্রাহক বা রক্ষক [দেশী]। বিঃ **-কয়ালি**—কয়ালের পেশা বা পারিশ্রমিক।

**কয়েক**—বিণঃ অল্প সংখ্যক ; কতিপয়।

**কয়েতবেল, কয়েৎবেল**—কতবেল দ্রষ্টব্য।

**কয়েদ**—(১) বিঃ কারা, জেল, ফাটক ; কারাদণ্ড (কয়েদ হওয়া)। (২) বিণঃ কারারুদ্ধ (কয়েদ করা)। বিণঃ, বিঃ **কয়েদী, কয়েদি**—কয়েদে অবরুদ্ধ এমন।

**কর**[১]—বিঃ হাত, হস্ত। বিঃ **করিকর**—হস্তীর শুণ্ড। বিঃ **-কমল**—হস্তরূপ পদ্ম ; পদ্মের ন্যায় হাত। বিণঃ **-কবলিত**—হস্তগত, করায়ত্ত। বিঃ কোষ্ঠী—করতলের রেখার দ্বারা ভাগ্য গণনা ; কররেখা নির্ণীত কোষ্ঠী। বিঃ **-গ্রহ, -গ্রহণ**—বিবাহ, পাণিগ্রহণ : হস্তধারণ। ক্রি-বিণঃ **-জোড়ে**—দুই হাত যুক্ত করিয়া। বিঃ **-তল**—হাতের তেলো। বিণঃ **-তলগত**—হস্তগত ; আয়ত্ত। বিঃ **-তালি, -তালী**—হাততালি। বিঃ **-ন্যাস**—পূজাকালে মন্ত্রোচ্চারণের সহিত করচিহ্ন অঙ্গুষ্ঠাদির অর্পণ। বিঃ **-ভূষণ**—হাতের গহনা। বিঃ **-মর্দন**—পরস্পরের হাত ঝাঁকুনির মাধ্যমে প্রীতিজ্ঞাপন ; handshake। বিণঃ **-মুক্ত**—হস্তচ্যুত।

**কর**[২]—বিঃ রশ্মি ; কিরণ (সূর্যকরোজ্জ্বল ; চন্দ্রকরধৌত)।

**কর**[৩]—বিঃ রাজস্ব, খাজনা ; শুল্ক ; ট্যাক্স, tax। (পথকর, জলকর, আয়কর, রাজকর ; প্রমোদকর)। বিঃ **-গ্রহ, -গ্রহণ**—খাজনা আদায় ; রাজস্ব গ্রহণ। বিণঃ **-গ্রাহ, গ্রাহক, গ্রাহী**—রাজস্ব আদায়কারী। বিঃ বিণঃ **-দাতা**—রাজস্ব প্রদানকারী। বিণঃ **-মুক্ত**—নিষ্কর।

**কর**[৪]—ক্রিঃ আদেশ বা অনুজ্ঞা (নির্মাণ, গঠন, অনুষ্ঠান, সম্পাদন প্রভৃতির জন্য)। অস-ক্রিঃ **-ই** (ব্রজ.)—করিতে। ক্রিঃ **-ল** (ব্রজ.)—করিল। ক্রিঃ **-হ**—কর।

**কর**[৫]—বিণঃ করে যে, কারক, উৎপাদক ; নির্মাতা (চিত্রকর, সুখকর ; হিতকর)। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ **করী**।

**করকচ, কড়কচ**—বিঃ সমুদ্রজাত লবণ।

**করকচি**—বিণঃ অপুষ্ট ; কোমল (করকচি বেগুন ; ডাব)।

**করকর**—অব্যঃ জ্বালা; কাঁকরের ঘর্ষণজনিত শব্দ ; অস্থিরতা ; irritation (চোখ করকর করা)।

**করকরান, করকরানো**—(১) ক্রিঃ করকর করা ; (২) করকর করণ। বিণঃ **করকরে**—আনকোরা ; একেবারে নূতন (করকরে নোট) ; কর্কশ ; বালির মত দানাদার।

**করকা**—বিঃ (মেঘজাত) শিলা ; বর্ষোপল। বিঃ **-পাত**—শিলাবৃষ্টি।

**করঙ্ক**—বিঃ বাটা, ডিবা; ভিক্ষাপাত্র কমণ্ডলু; করোটি, মাথার খুলি, নারিকেল মালা।

**করঙ্গ—কড়ঙ্গ-র** রূপভেদ।

**করাঙ্গুলি**—বিঃ হাতের আঙ্গুল।

**করচা**—বিঃ কড়চা-র রূপভেদ। পদ্যে লিখিত ইতিবৃত্ত। [বৈ. সা.] যেমন —গোবিন্দদাসের কড়চা.; খাজনার হিসাব-পত্র।

**করঞ্জ, করঞ্জক, করঞ্জা**—বিঃ করমচা গাছ বা উহার ফল।

**করণ**—বিঃ কার্য, সম্পাদন, কারণ। ক্রিয়া নিষ্পাদনে প্রধান সহায়, কারক বিশেষ।

**করণিক**—বিঃ কেরাণী. clerk।

**করণী**—বিঃ যে রাশির বর্গমূলাদি নির্ণীত হয় না তাহা, surd।

**করণীয়**—বিঃ করার যোগ্য; কর্তব্য; বিধেয়; করা উচিত এমন, করা হইবে বা করিতে হইবে এমন।

**করণ্ড**—বিঃ ঝাঁপি, মৌচাক; ফুলের সাজি।

**করতঃ**—(অশুদ্ধ) অব্যঃ ক্রি-বিণঃ করিয়া, করিতে করিতে; করণান্তর।

**করতা**—বিঃ দাঁড়িপাল্লার দুইদিক সমান করণ; কর্তা, স্বামী. প্রভু।

**করতাল**—বিঃ বড় মন্দিরা; কাংস্য নির্মিত বাদ্য যন্ত্রবিশেষ।

**করতালি**—বিঃ দুই হাতের তালি।

**করদ**—বিঃ করপ্রদ; যে কর দেয় অন্য রাষ্ট্রকে।

**করনা**—কন্না দ্রষ্টব্য।

**করন্যাস**—**কর**[১] দ্রষ্টব্য।

**করপত্র**—বিঃ করাত।

**করপীড়ন**—বিঃ বিবাহ।

**করবাল**—বিঃ তরবারি; খড়্গ।

**করবী, করবীর**—বিঃ ফুল বা গাছ বিশেষ। বিঃ **রক্ত করবী**—লালবর্ণ করবী: **শ্বেত করবী**—সাদা করবী।

**করভ**—বিঃ হস্তী-শাবক; উষ্ট্র-শাবক; উষ্ট্র; অশ্বতর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **করভী**।

**কর**[illegible]—**কর্ম**-এর কোমল রূপ।

**করমর্দন**—**কর**[১] দ্রষ্টব্য।

**করমুক্ত**—**কর**[১] ও **কর**[২] দ্রষ্টব্য।

**করমচা**—বিঃ অম্ল ফল বিশেষ; করঞ্জা ফল।

**করলা, করেলা** (-ল্লা)—বিঃ উচ্ছে জাতীয় তিক্ত ফল বিশেষ।

**করা**—(১) ক্রিঃ সাধন, সম্পাদন বা অনুষ্ঠান করা; কাজ করা; উৎপাদন বা সৃষ্টি করা; জন্মানো (আবাদ করা); নির্মাণ করা (বাড়ী করা); উদ্ভাবন করা (বুদ্ধি করা); প্রয়োগ করা, খাটানো (জোর করা): ছোরা, নিক্ষেপ করা. চালানো (গুলিকরা); দ্বারা অন্বিত হওয়া (রোগ বা দুঃখ করা); সঞ্চালন করা (পাখা করা); তথায় যাওয়া এবং তৎ সংক্রান্ত কাজ করা (বাজার করা, তীর্থ করা); ভাড়া করা (গাড়ি করা); নিয়মিত ভাবে হাজির হওয়া (আপিস করা); চালানো, পরিচালনা করা (সংসার করা); স্থাপন করা (স্কুল করা); রাঁধা (তরকারি করা); উল্লেখ করা; অর্জন, উপার্জন বা সঞ্চয় করা (টাকা করা); পরিণত করা (গদ্য করা); অনুবাদ করা (ইংরাজী করা); কষা (আঁক করা) পাতা, বিছানো (বিছানা করা); পেশা হিসাবে চালানো (ডাক্তারী করা); হওয়া (পাশ করা, মেঘ করা); লওয়া (হাতে করা)। (২) বিণঃ করিয়াছে এমন (ঘর আলো করা মেয়ে); কৃত, সম্পাদিত (অঙ্ক করা)। (৩) বিঃ ক্রিয়ার সকল অর্থে, সম্পাদন করণ ইত্যাদি।

**করাঘাত**—বিঃ চাপড়, চপেটাঘাত; কর-তল বা হাতের দ্বারা আঘাত।

**করাড়**—বিঃ সর্ত, অঙ্গীকার।

**করাত**—বিঃ কাঠ ইত্যাদি চিরিবার দাঁত ওয়ালা যন্ত্র বিশেষ। বিঃ **করাতি, করাতী**—করাত দ্বারা কাঠ চেরা যাহার পেশা।

**করান, করানো**—ক্রিঃ অপরকে দিয়া করাইয়া লওয়া।

**করায়ত্ত**—বিণঃ অধিগত ; হস্তগত।

**করাল**—বিণঃ ভীষণ, তুঙ্গ, দন্তুর ; ভয়ানক দন্তবিশিষ্ট। **-বদনা**—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ভীষণ-বদনা। (২) বিঃ মহাকালী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **করালী**—চণ্ডিকা, চামুণ্ডা, অগ্নিজিহ্বা বিশেষ।

**করিণী**—বিঃ হস্তিনী, পদ্মিনী।

**করিতকর্মা**—বিণঃ কর্মকুশল।

**করিয়া**—অস-ক্রিঃ করিবার পর (বুদ্ধি-করিয়া, গমন করিয়া)। অব্যঃ (অনু-সর্গ) দ্বারা, দিয়া অবলম্বনে (হাতে করিয়া, মুখে করিয়া) ; প্রকারে, উপায়ে (ভাল করিয়া) ; পর্যায় ক্রমে (তিন জন তিন জন করিয়া)।

**করিষ্ণু**—বিণঃ যে করিতেছে ; করণ-শীল। [কৃ+ইষ্ণু]।

**করিষ্যমাণ**—বিণঃ যে করিবে এমন।

**করী**—বিঃ গজ, হস্তী।

**করীষ**—বিঃ ঘুঁটে ; শুষ্ক গোময়।

**করু**—ক্রিঃ (ব্রজ) করে, করুক, করিও ('অসম মহিমা কো করু ওর'—বাঃ ঘোঃ)।

**করুগেট**—**করোগেট**-এর রূপভেদ।

**করুণ**—বিণঃ শোক বা করুণার উদ্রেককর (করুণ বিলাপ) ; করুণা পূর্ণ (করুণ হৃদয়) ; **-আর্ত্ত**—কাতর (করুণ স্বরে) ; শোক সংক্রান্ত ; **-রস**—করুণা উদ্রেককর রস।

**করুণা**—বিঃ কৃপা, অনুকম্পা, দয়া (করুণা ময়)। বিণঃ **-নিদান, -নিধান, -নিধি, -নিলয়**—কৃপালু। বিণঃ **-ময়** -দয়ালু, কৃপালু। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-ময়ী**।

**করোগেট**—(করু) বিঃ লোহার তরঙ্গা-য়িত পাত বা চাদর বিশেষ।

**করোটি, করোটী, করোট**—বিঃ মাথার খুলি। বিণঃ **করোটিক**—করোটি সংক্রান্ত। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **করোটিকা**।

**কর্ক**—বিঃ ছিপি ; বৃক্ষ বিশেষ যাহার বল্ক দ্বারা ছিপি প্রস্তুত হয়।

**কর্কট, কর্কটক**—বিঃ কাঁকড়া। (জ্যো-তিষ) মেষাদি দ্বাদশ রাশির চতুর্থ রাশি। বিঃ **কর্কট ক্রান্তি**—নিরক্ষ রেখার ২৩° ২৭′ অংশ,, উত্তরস্থ অক্ষ রেখা, Tropic of Cancer। বিঃ **-রোগ**—অনারোগ্য দুষ্ট ক্ষত রোগ বিশেষ, ক্যান্‌সার।

**কর্কটি, কর্কটী**—বিঃ কাঁকুড়।

**কর্কশ**—বিণঃ খরখরে ; অমসৃণ. পুরুষ ; কঠিন ; নিষ্ঠুর (কর্কশ স্বভাব)। **-বাক্য**—শ্রুতিকটু বাক্য। বিঃ **তা**।

**কর্জ্জ**—বিঃ ধার, দেনা, ঋণ। [আ]।

**কর্ণ**—বিঃ কান, শ্রবণেন্দ্রিয়। [কর্ণ+অ]। বিঃ **-কুহর, -বিবর, -রন্ধ্র**—কানের ছিদ্র বা ছেঁদা। বিণঃ **-গোচর**—শ্রুতি বা শ্রবণের বিষয়ীভূত। বিঃ **-পট, -পটহ**—শ্রবণ যন্ত্রের সূক্ষ্ম ঝিল্লি যাহা আহত হওয়ার ফলেই ধ্বনি শ্রুত হয়। বিঃ **-পথ**—কানের ভিতরে শব্দ প্রবেশ করার পথ ; কর্ণকুহর। বিঃ **-পাত**—কান দেওয়া, শ্রবণ। বিঃ **-বেধ**—কানবিঁধানো সংস্কার বিশেষ। **-মল** কানের ময়লা বা খোল। বিঃ **-মূল**

—কানের গোড়া। বিঃ -শূল—কানের প্রদাহ; কান কটকট করা, ear-ache। কর্ণান্তর—এক কান হইতে অন্য কান।

কর্ণ২—বিঃ নৌকাদির হাইল। বিঃ -ধার—কাণ্ডারী, মাঝি।

কর্ণ৩—বিঃ মহাভারতের চরিত্র বিশেষ (ইনি কুন্তীর কন্যাকালীন পুত্র)।

কর্ণ৪—বিঃ চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের এক কোণ হইতে বিপরীত কোণ বরাবর অঙ্কিত সরল রেখা, diagonal।

কর্ণিক—বিঃ বালি-চূণ ইত্যাদি লাগাইবার রাজ-মিস্ত্রীর যন্ত্র বিশেষ, trowel।

কর্ণিকা—বিঃ কর্ণাভরণ; পদ্মের বীজ-কোষ; লেখনী; বৃন্ত।

কর্ণিকার—বিঃ সোঁদল গাছ বা ফুল।

কর্তন—বিঃ ছেদন; কাটা। (স্ত্রী): কর্তনী—কাঁচি; কাতান; যাহার দ্বারা কাটা যায়।

কর্তব, কর্তব—বিঃ সুর ভাঁজা; গানে কেরামতি দেখানো। [হি]।

কর্তব্য—(১) বিণঃ অনুষ্ঠেয়; করণীয়; উচিত; বিধেয়। (২) বিঃ করণীয় কর্ম। বিঃ -তা—ঔচিত্য।

কর্তরী, কর্তরিকা—বিঃ কাটারি; ছেদন যন্ত্র; কাতুরি।

কর্তা—(১) বিণঃ বিঃ প্রধান ব্যক্তি (ব্যাক); কর্মচারী; স্রষ্টা, নির্মাতা (বিশ্বকর্তা); প্রণেতা (গ্রন্থ-কর্তা); ক্রিয়ায় সম্পাদক, nominative; পতি, প্রভু, মনিব, গৃহ-স্বামী। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী): কর্ত্রী—কর্ম-সম্পাদনকারিণী; প্রণেত্রী; প্রভুপত্নী; গৃহিনী; অধ্যক্ষা। বিঃ -ভজা—আউল চাঁদ প্রবর্তিত ধর্ম সম্প্রদায় বিশেষ। (ব্যঙ্গে) ক্ষমতাবান্ ব্যক্তির মোসাহেব বা স্তবক। বিঃ কর্তৃত্ব—অধিকার, প্রভুত্ব, আধিপত্য।

কর্তিত—বিণঃ ছেদিত, ছিন্ন; কাটা হইয়াছে এমন।

কর্তুকাম—বিণঃ চিকীর্ষু, করিতে ইচ্ছুক বা উদ্যত।

কর্তৃক—অব্যঃ কর্তৃত্ব (প্রবন্ধকার কর্তৃক উল্লিখিত)।

কর্তৃকারক—বিঃ (ব্যাক) ক্রিয়ার সহিত অন্বিত কর্তৃপদ, nominative case। কর্তৃত্ব—কারকত্ব, প্রভুত্ব, অধ্যক্ষতা। কর্তৃপক্ষ, কর্তৃবর্গ—বিঃ কার্য সম্পাদকগণ, কর্মাধিকারিগণ; শাসক-বর্গ; পরিচালকবৃন্দ।

কর্তৃবাচ্য—বিঃ (ব্যাক) ক্রিয়ার কার্য যে বাচ্যে সম্পূর্ণ কর্তৃনিষ্ঠ হয়, active voice।

কর্দম—বিঃ পঙ্ক, কাদা, পাঁক; পাপ; কলুষ। বিণঃ কর্দমাক্ত—পঙ্কিল; কাদামাখা।

কর্প—বিঃ কার্পাস তুলা।

কর্পর—খর্পর-এর রূপভেদ।

কর্পাস—বিঃ কাপাস তুলার গাছ।

কর্পূর—বিঃ বৃক্ষ বিশেষের চোলাই নির্যাসে প্রস্তুত শ্বেত কঠিন গন্ধ দ্রব্য, camphor।

কর্বুর,১, কর্বুর—বিঃ সুবর্ণ, সোনা; বিচিত্র বর্ণ, পাপ; নানা বর্ণের মিশ্রণজাত বর্ণ। বিণঃ -রিত। (স্ত্রী): কর্বুরা। বিঃ বাবুই তুলসী, পারুল গাছ। বিণঃ কর্বুর বর্ণ।

কর্বুর২—বিঃ রাক্ষস, রাত্রিচর; হরিদ্রা। বিঃ -পতি—রাক্ষসদের রাজা, রাবণ। বিণঃ কর্বুরিত—নানা বর্ণে রঞ্জিত।

**কর্ম**—বিঃ কার্য, যাহা করা যায় ; কাজ, কর্তব্য ; উপযোগিতা। (২) বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান ; ধর্মানুষ্ঠান (ক্রিয়া-কর্ম) ; বৃত্তি, ব্যবসায়। বিঃ **-কাণ্ড**—কর্মসমূহ ; বেদের যে অংশে যজ্ঞাদি কর্মের বিধান আছে। বিণঃ বিঃ **-কারী**—কাজ করে এমন ব্যক্তি ; কর্মী। বিণঃ **-কুশল**—কর্মদক্ষ। বিণঃ **-ক্ষম**—কাজ করিতে সমর্থ। বিঃ **-ক্ষেত্র**—কাজের জায়গা। বিঃ **-চারী**—কর্ম সম্পাদনের জন্য যে ব্যক্তি মাহিনা ভোগ করে। বিণঃ **-ঠ**—কার্যক্ষম ; কর্মদক্ষ। বিঃ **-ত্যাগ**—চাকুরি ছাড়িয়া দেওয়া ; কাজ ছাড়া। বিঃ **-দোষ**—অন্যায় কর্ম করার জন্য অপরাধ, পাপ ; দুরদৃষ্ট। বিণঃ **-নাশা**—কার্য পণ্ডকারী, যে কর্ম নষ্ট করে ('কর্মনাশা-পাপ-প্রবাহিনী'—মধুঃ)। বিণঃ **-ফল**—কৃত কর্মের ফল। বিঃ **-বাদ**—কর্মই মোক্ষ লাভের উপায় —এই মতবাদ। বিণঃ **-বাদী**—কর্মবাদে বিশ্বাসী এমন। বিঃ **-বিপাক**—কৃত কর্মের ফল ভোগ ; কর্ম পরিণতি। বিঃ **-বীর**—যে মহৎ কর্মে সিদ্ধি লাভ করে ; অসাধারণ কর্মী। বিঃ **-ভোগ**—বৃথা কষ্ট ভোগ ; কর্মফল ভোগ ; অনর্থক পরিশ্রম। বিঃ **-যোগ**—চিত্তশোধনকর শাস্ত্রীয় কর্ম। বিণঃ **-যোগী**—কর্মযোগ সাধক ; বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত এমন (ব্যক্তি)। বিঃ **-শালা**—কারখানা ; যে গৃহে কর্ম করা হয় ; নির্মাণশালা, work shop। বিণঃ **-শীল**—কর্মপরায়ণ, কর্মী ; কর্মে নিষ্ঠা আছে এমন ; কর্ম-সাধন-তৎপর। বিঃ **-সচিব**—সহকারী কার্যনির্বাহক ; কার্য পরিচালক মন্ত্রী, secretary। বিঃ **-সাক্ষী**—কর্মের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ; সর্ব কর্মের প্রত্যক্ষ দর্শনকারী ; চন্দ্র-সূর্যাদি। বিঃ **-সিদ্ধি**—কার্যে সাফল্য ; ইষ্ট পূরণ। বিঃ **-সূত্র**—কাজের গতিক, কর্মফল ; কাজের নিয়মক্রমে ; নিয়তি। বিঃ **-স্থল, -স্থান**—কার্যালয় ; কাজের জায়গা ; অফিস।

**কর্মকার**—বিঃ কামার, লৌহজীবী।

**কর্মধারয়**—বিঃ (ব্যাক) সমাস বিশেষ যাহাতে বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের মিলন হয় এবং পর পদের অর্থ প্রধান থাকে (কানাকড়ি, নীলোৎপল)।

**কর্মপ্রচনীয়**—বিণঃ অব্যয় পদ বিশেষ ; যাহা কোন বিশেষ্য বা সর্বনামের পর ব্যবহৃত হইয়া উহাকে বিভক্তি যুক্ত করে (গাছ হইতে পড়া, হাত দিয়া আহার করা, তোমার প্রতি)।

**কর্মাকর্ম**—বিঃ কর্তব্য ও অকর্তব্য ; কাজ ও অকাজ।

**কর্মাধ্যক্ষ**—বিঃ কার্যের তত্ত্বাবধায়ক বা পরিচালক।

**কর্মানুবন্ধ**—বিঃ কাজের বাঁধন ; কর্মসূত্র। বিণঃ কর্মের উপর নির্ভরশীল ; কর্মসাপেক্ষ।

**কর্মানুরূপ**—বিণঃ কর্মানুযায়ী।

**কর্মান্তর**—বিঃ অন্য কাজ ; কার্যান্তর।

**কর্মার্হ**—বিণঃ কার্যের উপযুক্ত (কাল বা বস্তু) কর্মক্ষম। [কর্মন্+অর্হ]।

**কর্মিষ্ঠ**—বিণঃ কর্মঠ ; একান্ত কর্মনিষ্ঠ ; অতিশয় কার্যক্ষম।

**কর্মী**—বিণঃ বিঃ কর্মদক্ষ, কার্যক্ষম, কর্মচারী ; কর্মকারী।

**কর্মেন্দ্রিয়**—বিঃ যে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য সম্পাদন করা যায় (যথা বাক্ পাণি পাদ বায়ু উপাস্থ)।

**কর্ষ**[১]—বিঃ ওজনের পরিমাপ বিশেষ (১৬ মাষা, কবিরাজী মতে ২ তোলা)।

**কর্ষ**[২]—বিঃ কর্ষণ।

**কর্ষক—কর্ষণ** দ্রষ্টব্য।

**কর্ষণ**—বিঃ কৃষি, চাষ (ভূমি কর্ষণ); আকর্ষণ, পীড়ন, ঘর্ষণ (নিকষে করা)। বিণঃ **কর্ষক**—কর্ষণ করে এমন। বিণঃ **কর্ষণীয়**—কর্ষণযোগ্য; কর্ষণ করিতে হইবে এমন। বিণঃ **কর্ষিত, কৃষ্ট**—কর্ষণ করা হইয়াছে যাহা।

**কল**[১]—বিঃ যন্ত্র, machine (ময়দার কল, ঘড়ির কল পাগজ কাটা কল); উপায়, কৌশল, (খুশী করবার কল জেনেছি'); পেঁচ—তোলার কল; ফাঁদ (কলে-কৌশলে, কলপাতা)। বিঃ **-কবজা**—যন্ত্রপাতি। বিঃ **-কারখানা**—মিল, যন্ত্রাগার, বা দ্রব্যাদি উৎপাদনের স্থান। বিঃ **-ঘর**—মেশিন ঘর; যে ঘরে মেশিন থাকে; স্নানাগার, বাথরুম। ক্রিঃ **-টেপা**—গোপনে পরামর্শ বা প্ররোচনা দেওয়া। **কলের পুতুল**—যন্ত্র চালিত পুতুল বিশেষ, অপরের দ্বারা চালিত ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি। **কলের মানুষ**—কলাকৃতির যন্ত্র যুক্ত পুতুল; ব্যক্তিত্বহীন বা পরাধীন মানুষ।

**কল**[২]—(১) বিঃ কাকলি; অস্ফুট মধুর ধ্বনি। (২) বিণঃ অস্ফুট মধুর (কলধ্বনি)। বিণঃ **-কণ্ঠ**—সুস্বর, অব্যক্ত মধুর রবকারী; মধুর কবিতা রচয়িতা (কলকণ্ঠ কবি)। বিণঃ (স্ত্রী): **-কণ্ঠী**—সুস্বরবতী, মধুরকণ্ঠী। বিঃ **-কল**—মধুর অস্ফুট ধ্বনি: অবিরত বারি প্রবাহ বা নির্গমনের শব্দ; পাখির কলরব; কোলাহল। ক্রিঃ **-কলান, কলানো**—কাকলি ধ্বনি করা; অস্ফুট মধুর শব্দ করা। বিঃ **-কলানি**—কলকল শব্দ। বিঃ **-তান**—মধুর সুর। বিঃ **-ধ্বনি**—মধুর অস্ফুট ধ্বনি, কাকলি। বিঃ **-নাদ**—কলধ্বনি। বিণঃ **-নাদী**—কলকল শব্দকারী। বিণঃ (স্ত্রী): **-নাদিনী**। বিঃ**-রব, -রোল**—কলকল ধ্বনি; কোলাহল, সমবেত বহু লোকের অস্ফুট শব্দ; চেঁচামেচি। **স্বন্, -স্বর**—(১) বিঃ অস্ফুট মধুর শব্দ। (২) বিণঃ ঐরূপ শব্দ যুক্ত বা শব্দকারী। বিণঃ (স্ত্রী): **-স্বনা** (কলস্বনা তটিনী)। বিঃ **-হংস**—রাজহংস। বিঃ **-হাস্য**—সুমধুর অস্ফুট হাসি। বিণঃ (স্ত্রী): **-হাসিনী**।

**কল**[৩]—বিঃ অঙ্কুর (কল বের হওয়া)।

**কলকা**—বিঃ বস্ত্রাদির পাড় প্রভৃতিতে পত্রাকার নক্শা। বিণঃ **-দার**—কলকা-যুক্ত।

**কলকে, কলকি**—বিঃ হুকা, গড়গড় প্রভৃতিতে ধূমপানের সময় যে মৃৎ-পাত্রে তামাক পোড়ানো হয়, তামাকের ছিলিম; হলুদ ফুল বিশেষ। [দেশী]। ক্রিঃ **কলকে পাওয়া**—মর্যাদা লাভ করা; উপেক্ষিত না হওয়া।

**কলগী, কলগি, কলগা**—বিঃ শিরো-ভূষণ; তাজ, মুকুট; পাগড়ীর চূড়া। [তু]।

**কলঙ্ক**—বিঃ মালিন্য, দাগ, মরিচা, অখ্যাতি। বিণঃ **কলঙ্কিত**—কলঙ্ক-যুক্ত; কলঙ্কী; অপবাদ-গ্রস্ত। বিণঃ (স্ত্রী): **কলঙ্কিতা**। বিণঃ **কলঙ্কী**—দুর্নামগ্রস্ত; কলঙ্কগ্রস্ত। বিণঃ (স্ত্রী): **কলঙ্কিনী**।

**কলজে**—**কলিজা** দ্রষ্টব্য।
**কলত্র**—বিঃ পত্নী, ভার্যা।
**কলন**—বিঃ গণনা ; গ্রহণ। বিণঃ **কলিত**—গৃহীত, গণিত।
**কলপ**—বিঃ পাকাচুল কালো করিবার রং ; মাড়। [আ]।
**কলম**[১]—বিঃ লেখনী ; কলমের আকারের যন্ত্র, কাঁচ কাটিবার কলম। বিঃ **-দান, -দানি**—কলম রাখার আধার। বিঃ **-পেশা**—কেরাণীগিরি ; মসীজীবীর বৃত্তি ; অবিরত লেখা। বিণঃ **-বাজ**—দক্ষ লেখক। বিণঃ **-বাজি**—লেখকের বৃত্তি ; লিপি চাতুর্য ; লেখালেখি ; কলমের লড়াই বা যুদ্ধ। [আ]।
**কলম**[২]—বিঃ অন্য গাছের ডাল হইতে উৎপাদিত চারা। ক্রিঃ **-করা**—নূতন গাছ জন্মাইবার জন্য বড় গাছের ডালে শিকড় উৎপাদনের প্রক্রিয়া।
**কলম**[৩]—বিঃ পলকাটা লম্বা কাঁচখণ্ড বা স্ফটিকখণ্ড (ঝাড়ের কলম)। বিণঃ **কলমী**—কলম বা লম্বা স্ফটিকখণ্ডের আকৃতি বিশিষ্ট।
**কলম**[৪]—বিঃ স্তম্ভ ; সংবাদপত্র, পুস্তক প্রভৃতির প্রতি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত লেখার আড়াআড়ি ভাবে ভাগ, column।
**কলমচি**—বিঃ লিপিকার, শ্রুতি লেখক।
**কলমা**—বিঃ মুসলমান ধর্মের ইষ্ট মন্ত্র।
**কলমি, কলমী**—বিঃ শাক বিশেষ ; কলম্বী।
**কলম্ব**—বিঃ বিণঃ কদম্ব বৃক্ষ ('উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে'—মধু) ; শাকের ডাঁটা।
**কলম্বী, কলম্বিকা**—বিঃ কলমিশাক।
**কলস, কলসি, কলসী, কলশ, কলশী**—বিঃ জালার আকারের জলপাত্র ; বড় ঘড়া, গাগরা, গাগরী ; কুম্ভ।
**কলহ**—বিঃ ঝগড়া, বিবাদ। বিঃ **কলহান্তরিকা**—যে নায়িকা নায়কের সহিত বিচ্ছেদের ফলে পশ্চাৎ মনস্তাপ ভোগ করে।
**কলহংস**—**কলা**[১] দ্রষ্টব্য।
**কলা**[১]—বিঃ চাঁদের ষোল ভাগের এক ভাগ ; বৃত্তপরিধির বা কালের ভাগ বিশেষ ; minute ; সূক্ষ্ম অংশ (জীব বিদ্যায়) ; অল্প সময় ; লেশ, দেহের বিভিন্ন অংশের উপাদান স্বরূপ তন্তু ; tissue। **-বিদ্যা**—শাস্ত্র বর্ণিত নৃত্য গীত ইত্যাদি ৬৪ প্রকার বিদ্যা ; সাহিত্য সঙ্গীত নৃত্য-চিত্র প্রভৃতিতে নৈপুণ্য। বিণঃ **-কুশল**—চৌষট্টি রকম বিদ্যায় পারদর্শী। বিঃ **-ধর**—শিব, চন্দ্র। বিণঃ বিঃ **-বৎ**—কালোয়াত। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-বতী**—চৌষট্টি বিদ্যায় পারদর্শিনী ; নিপুণা নায়িকা। বিঃ **-ভবন**—নাট্যশালা, চিত্রশালা ; শিল্পশালা। বিঃ **-ভৃৎ**—চন্দ্র ; শিল্পী, শিব। বিঃ **কারুকলা**—শ্রমশিল্প। বিঃ **চারুকলা, ললিতকলা**—সুকুমার শিল্প, fine arts।
**কলা**[২]—বিঃ কদলী, রম্ভা ; কিছুই নহে (সে আমার কলা করবে)। ক্রিঃ **কলা দেখানো**—ফাঁকি দেওয়া। ক্রিঃ **কলা-পোড়া খাওয়া**—চুলোয় যাওয়া, ব্যর্থ হওয়া। **-বউ, -বধূ, -বৌ**—নব পত্রিকা, নবদুর্গা ; সপ্তমী বা দুর্গাপূজার প্রারম্ভে অর্চিত কদলী-পত্র রচিত বধূমূর্তি ; গণেশ পত্নী (বিদ্রূপে) ; অতি লজ্জাশীলা বধূ।
**কলাই**[১], কড়াই—বিঃ মটর, মাষ কলাই ; শুঁটি বিশিষ্ট যাবতীয় শস্য। বিঃ **-শুঁটি**—মটর শুঁটি।

**কলাই**[১]—বিঃ রাং ইত্যাদি ধাতুর প্রলেপ ; মিনা, এনামেল। [আ]।
**কলাদ**—বিঃ সেকরা, স্বর্ণকার।
**কলাপ**—বিঃ আভরণ ; ময়ূর পুচ্ছ ; সমূহ (ক্রিয়াকলাপ) ; বিখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণ। [কল+আপ্+অ]।
**কলাপী**—বিঃ ময়ূর। বিঃ (স্ত্রী): **কলাপিনী**।
**কলাবিদ্**—বিণঃ শিল্পজ্ঞ।
**কলাবিদ্যা**—বিঃ শিল্প-সংক্রান্ত বিদ্যা।
**কলাভবন**—বিঃ শিল্পাগার।
**কলায়**—বিঃ দাল—মটর শিম ইত্যাদি শস্য।
**কলার**—বিঃ জামার (শার্ট কোট ইত্যাদি) গলদেশের অংশ বিশেষ, collar।
**কলালাপ**[১]—বিঃ মধুর আলাপ ; ভ্রমর ; অস্ফুট মধুর ধ্বনি।
**কলালাপ**[২]—বিঃ নৃত্যগীতাদি সম্বন্ধে আলোচনা।
**কলি**[১]—বিঃ পুরাণোক্ত চতুর্থ যুগ (কাল) ; দেবতা বিশেষ ; কেশ বিন্যাসের ভঙ্গি বিশেষ ; তিলক কাটার ভঙ্গি (রস কলি) : কবিতা বা গানের চরণ।
**কলি**[২]—বিঃ চুনকাম। ক্রিঃ **-করা**—কলিধরানো, কলিফেরানো, চুনকাম করা। বিঃ **-চুন**—ঝিনুক শামুক ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত চুন।
**কলিকা**—বিঃ কুঁড়ি, কোরক, কলি।
**কলিঙ্গ**—বিঃ প্রাচীন ওড়িশা ও তাহার দক্ষিণস্থ অঞ্চল সমেত প্রদেশ বিশেষ।
**কলিজা, কলজে**—বিঃ হৃৎপিণ্ড ; যকৃৎ ; হৃদয় ; সাহস। বিণঃ **কলজে পুরু**—হৃদয়বান্, অকৃপণ ; উচ্চহৃদয়।
**কলিল**—বিণঃ মিশ্রিত, গহন।
**কলু**—বিঃ ঘানিগাছ ; ঘানির কাজ যে করে ; তৈলকার (জাতি বা ব্যক্তি)। বিঃ (স্ত্রী): **-নী**। [হি]। **কলুর বলদ**—অন্ধের মতো পরের নির্দেশে পরের কার্য সাধন করে এমন ব্যক্তি।
**কলুষ**—বিঃ পাপ, অধর্ম, আবিলতা ; মল, মালিন্য ; দোষ। বিণঃ **কলুষিত**—কলঙ্কিত, কলুষযুক্ত ; দূষিত।
**কলেজ**—বিঃ উচ্চশিক্ষালয় ; মহা-বিদ্যালয়, college।
**কলেবর**—বিঃ দেহ, শরীর ; অঙ্গ।
**কলেরা**—বিঃ বিসূচিকা, ওলাওঠা।
**কল্কা**—বিঃ শিটা, খইল ; পাপ।
**কল্কি, কল্কী**—বিঃ কলিযুগের অবতার ; বিষ্ণুর দশাবতারের শেষ অবতার। বিঃ **-পুরাণ**—অনুভাগবত, কল্কি অবতারের বিবরণ সম্বলিত পুরাণ-গ্রন্থ।
**কল্প**—বিঃ যজ্ঞাদির বিধান সম্বলিত বেদাঙ্গ গ্রন্থ ; ব্রহ্মার একদিন (মানুষের ৪৩২ কোটি বর্ষ), প্রলয়, বিধি, নিয়ম, ব্রত, ('নামে প্রয়াগে বাস') ; গৌণবিধি ; অনুকল্প, সংকল্প। বিঃ **-তরু, -দ্রুম, -বৃক্ষ**—অভীষ্ট ফলপ্রদ, স্বর্গ বৃক্ষ ; যাহার কাছে কিছু চাহিলেই পাওয়া যায়। বিঃ **-লোক**—মানসলোক।
**কল্পক**—বিণঃ রচয়িতা, আরোপকারী ; কল্পনাকারী ; পরিকল্পনাকারী।
**কল্পন**—বিঃ মানসিক রচনা ; উদ্ভাবন ; আরোপ ; অবাস্তবকে বাস্তবরূপে চিন্তাকরণ ; মনন। [কৃপ+অন]।
**কল্পনা**—বিঃ উদ্ভাবনী শক্তি ; মানসিক সৃষ্টি, imagination ; মনগড়া বিষয় ; উদ্ভাবনা ; অনুমান ; আরোপ।

**কল্পান্ত**—বিঃ প্রলয়কাল ; ব্রহ্মার দিবা-শেষ ; যুগান্ত।

**কল্পারম্ভ**—বিঃ পূজাবিধির সূচনা ; দুর্গাপূজার পনেরো দিন পূর্বে হইতে নিত্য পালনীয় কর্মানুষ্ঠান।

**কল্পিত**—বিণঃ আরোপিত ; অধ্যাসিত ; উদ্ভাবিত ; কল্পনা করা হইয়াছে এমন ; সম্পাদিত, রচিত ; অনুমিত ; সংকল্পিত।

**কল্পী**—বিণঃ কল্পনাকারী ; রচক ; বেশকারী ; কল্পক।

**কল্প্য**—বিণঃ কল্পনাযোগ্য ; আরোপ্য ; রচনীয় ; বিধেয় ; অনুষ্ঠেয়। [কৃপ্+ণিচ্+য]।

**কল্মষ**—(১) বিঃ পাপ, কলুষ ; নরক বিশেষ। (২) বিণঃ মলিন, আবিল, মলাবিষ্ট ; পাপিষ্ঠ।

**কল্মাষ**—(১) বিঃ রাক্ষস ; দৈত্য বিশেষ ; অগ্নি ও নাগ বিশেষ। (২) বিণঃ কৃষ্ণবর্ণ ; ধূসর বর্ণযুক্ত।

**কল্য**—বিঃ আগামী দিবস ; কাল ; গতকাল, পূর্বদিন। বিণঃ **-কার**—গত বা আগামী দিবসের।

**কল্যাণ**—(১) বিঃ মঙ্গল, হিত, সুখ সমৃদ্ধি, কুশল। (২) বিণঃ কল্যাণ-যুক্ত, সুখী, শুভদ, হিতকর। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **কল্যাণী**—সাধ্বী, শুভদা ; রাগিণী বিশেষ। বিণঃ **কল্যাণীয়**—যাহার কল্যাণ প্রার্থনা করা যায় এমন ; কল্যাণাস্পদ ; কল্যাণ-যুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **কল্যাণীয়া**। বিণঃ **-কর**—মঙ্গলকর, শুভকর (অশুদ্ধ)। বিণঃ **-বর, কল্যাণীয়বর,** (অশুদ্ধ)। **-বরেষু,** (শুদ্ধ) **কল্যাণীয়বরেষু, কল্যাণীয়েষু**—স্নেহাস্পদের নিকট লিখিত সম্বোধন পাঠ। স্ত্রীঃ (অশুদ্ধ) **-বরাসু,** (শুদ্ধ) **কল্যাণীয়াসু**। বিণঃ **-বান্** (-বৎ)—মঙ্গলযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-বতী, -কল্যাণী**—কল্যাণযুক্তা। **-ময়**—বিণঃ মঙ্গলময়, শুভংকর। স্ত্রী)ঃ **-ময়ী**—মঙ্গলময়ী ; শুভংকরী ('চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য'—রবীন্দ্র)

**কল্লা**[১] **কল্যা**—বিঃ মুখবিবর, মুণ্ড, গলা। [ফা]।

**কল্লা**[২]—(১) বিণঃ মুখোড়, মুখরা, দুষ্টা, চতুরা। (২) বিঃ ঠাট, ছলা ('কল্লার ঘাড় বোল্লায় ভাঙে।'—প্র. ব.)।

**কল্লোল**—বিঃ মহাতরঙ্গ, শব্দকারী-তরঙ্গ ; কলরব, পরম আহ্লাদ ; মহানন্দ। [কল্ল্+ওল]। বিণঃ **কল্লোলিত**—কল্লোল যুক্ত। **কল্লো-লিনী**—(১) বিঃ (স্ত্রী)ঃ তরঙ্গিণী, নদী। (২) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ কল্লোল-কারিণী, কল্লোলপূর্ণা।

**কশ, কস**—বিঃ ওষ্ঠ প্রান্তদ্বয় ; সৃক্কণী।

**কশা**[১], **কষা, কসা**—বিঃ চাবুক। বিঃ চাবুকের আঘাত।

**কশা**[২] **কশান, কশানো**—ক্রিঃ চাবুক লাগানো, আঘাত করা।

**কশাড়, কসাড়**—বিঃ কাশতৃণ বিশেষ।

**কশিদা**—বিঃ কাপড়ের উপর ছুঁচ সুতা দিয়া নকশার কাজ করা বা ফুল তোলা, embroidery।

**কশেরু**[১], **কসেরু**—বিঃ মেরুদণ্ড। বিঃ **কশেরুকা**—মেরুদণ্ডের এক একটি অংশ, vertebra।

**কশেরু**[২]—বিঃ কেশুর, তৃণমূল বিশেষ।

**কষ**[১]—বিঃ কষায় রস ; তাহার দাগ (কষ লাগা, কষ ধরা) ; চামড় পাকাইবার জন্য কষায় রস।

**কষ**[২]—বিঃ কষ্টি পাথর।
**কষণ**[১]—বিঃ ঘর্ষণ ; কণ্ডূয়ন ; কষ্টি পাথরে ঘষিয়া পরীক্ষা করণ।
**কষণ**[২], **কষন**—বিঃ চামড়ায় কষ দেওয়া : কষানো, tanning।
**কষণ**[৩]—বিঃ আঁটিয়া বন্ধন ; মাংসাদি সন্তলন।
**কষা**[১]—বিণঃ কষায় রসযুক্ত ; কষা স্বাদ।
**কষা**[২]—ক্রিঃ কষ্টি পাথরে ঘষিয়া স্বর্ণাদি পরীক্ষা করা ; গণিতের ফল বাহির করা ; অঙ্ক পাত করা ; মূল্য নির্ধারণ করা (দাম কষা)।
**কষা**[৩]—(১) ক্রিঃ আঁটিয়া বাঁধা ; সাঁতলানো (মাংসাদি)। বিণঃ কড়া ; আঁট ; কৃপণ ; বদ্ধকোষ্ঠ (লোকটার কষা ধাত) ; সাঁতলানো হইয়াছে এমন (কষা ভেঁড়ার মাংস)। বিঃ সন্তলন ; আঁটিয়া বন্ধন।
**কষাকষি**—বিঃ টানাটানি ; তাড়না ; পীড়াপীড়ি (দর কষাকষি)।
**কষাটে**—বিণঃ বিস্বাদ ; কষায়-স্বাদযুক্ত।
**কষায়**—(১) বিঃ কটুরস, কষো, কষযুক্ত স্বাদ ; খয়ের বর্ণ, ফিকে লাল বা গেরুয়াবর্ণ। (২) বিণঃ লোহিত ; রঞ্জিত ; রক্তপীত মিশ্রিত বর্ণযুক্ত। বিণঃ **কষায়িত**—আরক্ত (রোষ কষায়িত), ঈষৎ রক্তবর্ণ, রঞ্জিত।
**কষি, কশি, কসি**—বিঃ দীর্ঘ সরলরেখা (কষিটানা) ; কাঁচা আমের আঁটি ; দাঁড়ি ; পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ কোমরে আটকানো থাকে। **-আম**—কচি আম যাহার আঁটি সবেমাত্র দেখা দিয়াছে।
**কষিত**—বিণঃ কষ্টি পাথরে পরীক্ষিত। বিঃ **-কাঞ্চন**—বহুমূল্য, যাহার সাধুতা বা গুণপনা পরীক্ষিত হইয়াছে।
**কষ্ট**—বিঃ ক্লেশ, দুঃখ, যন্ত্রণা (কষ্ট সাধ্য, কষ্ট সহিষ্ণু) ; আয়াস, মেহনত, পরিশ্রম (কষ্টার্জিত)। ক্রিঃ **-করা**—দুঃখ স্বীকার করা, অসুবিধা সহ্য করা (আমার বাড়ীতে আসা কষ্ট করা বইত নয়)। বিঃ **-কল্পনা**—স্বাভাবিক নহে, কিছু অস্বাভাবিক কল্পনা। বিণঃ **-কল্পিত**—কষ্ট করিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এরূপ। বিণঃ **-জীবী**—বহু দুঃখ ভোগ করিয়া জীবিকা অর্জন করে বা বাঁচিয়া আছে এরূপ। বিণঃ **-সহ, -সহিষ্ণু**—দুঃখ কষ্টে অভ্যস্ত এমন, দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে পারে এমন। বিণঃ **-সাধ্য**—ক্লেশসাধ্য, বিনা কষ্টে নির্বাহ হয় না এমন। বিণঃ **কষ্টার্জিত**—কষ্ট পূর্বক অর্জন করা হইয়াছে এমন। ক্রি-বিণঃ **কষ্টে সৃষ্টে**—অতিকষ্টে, কায়ক্লেশে।
**কষ্টি, কষ্টিপাথর**—বিঃ মসৃণ কৃষ্ণ-প্রস্তর যাহার উপর সোনা বা রূপা ঘষিয়া তাহার মূল্য নিরূপণ করা হয়।
**কস—কশ** ও **কষ**-এর বিরল বানান।
**কসটি, কসুটি**—বিঃ কষ্টি পাথর। (চলতি)।
**কসবা**—বিঃ শহর অপেক্ষা ছোট সমৃদ্ধ বসতি ; ভদ্রপল্লী। [আ]।
**কসবী**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ বেশ্যা। [আ]।
**কসম**—বিঃ শপথ, দিব্য, কিরা (খোদার কসম)। [আ]।
**কসরৎ, কসরত**—বিঃ শরীর পুষ্ট ও গঠিত করিবার নিমিত্ত ব্যায়াম ; কায়দা, কৌশল। [আ]। বিঃ **কথার কসরৎ**—বাকচাতুর্য।
**কস্যা—কশ্যা**[১] দ্রষ্টব্য।

**কসাই**—বিঃ যে পশু হত্যা করিয়া মাংস বিক্রয় করে ; নির্মম, অতিশয় স্বার্থ-পর, অপরের দুঃখ দুর্দশার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন (বরের বাপ কসাই)। বিঃ **-খানা**—পশু বধ করিবার স্থান। বিঃ **-গিরি**—কসাইয়ের ব্যবসায় ; হৃদয়হীন আচরণ।

**কসাড়**—বিঃ কাশ প্রভৃতি দীর্ঘ তৃণাদির ঝোপ জঙ্গল।

**কসি**—**কষি**-র বানান ভেদ।

**কসুর**—বিঃ অপরাধ, ত্রুটি (আমার কসুর হয়েছে, মাফ কর) ; কমতি, অবহেলা (তার যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে আদৌ কসুর হয় নাই)। [আ]। ক্রিঃ **-কাটা**—দেরীতে উপস্থিত হওয়া প্রভৃতির জন্য বেতন কাটা। **কসুর নাই, কামাইও নাই**—ত্রুটীহীন নির-বচ্ছিন্ন কাজ।

**কস্ত**—ব্যায়াম, কষ্টকর ও কৌশলময় অভ্যাস, কসরৎ। [আ]।

**কস্তা**—বিণঃ টকটকে লাল। বিণঃ **-পেড়ে**—চওড়া লালপাড়যুক্ত।

**কস্তাকস্তি**—বিঃ ধস্তাধস্তি, বোঝা-পড়া (দোকানীর সঙ্গে অনেক কস্তা-কস্তি করিয়া কাপড়ের দাম এক টাকা কমাইয়াছি)। **কস্তাকুস্তি**—কুস্তির ভাব।

**কস্তী**—বিঃ অগ্নি উপাসকদিগের যজ্ঞোপবীত।

**কস্তুর**—বিঃ কস্তুরী মৃগ, মৃগনাভি।

**কস্তুরী, কস্তূরী, কস্তুরিকা, কস্তূরিকা**—বিঃ মৃগনাভি (এক জাতীয় হরিণের নাভির নিকটস্থ চামড়ার থলিতে থাকে)। বিঃ **-মল্লিকা**—কস্তুরীর মত গন্ধযুক্ত মল্লিকা ফুল। বিঃ **-মৃগ**—মৃগনাভিযুক্ত হরিণবিশেষ।

**কস্মিন কালে**—ক্রি-বিণঃ কোনকালে, কখনও (কস্মিন কালেও হইবার নহে)।

**কস্য**—অব্যঃ কাহার (কাকস্য পরি-বেদনা) ; যাহার, কাহার, অমুকের (কস্য কবুলতি পত্রমিদং কার্য-ঞ্চাগে) (আদালতী ভাষায়)।

**কহ**—ক্রিঃ বল, উত্তর দাও, বর্ণনা কর (কাব্যে)। ক্রিঃ **-ই**—বলে, বলিতে। ক্রিঃ **-ইতে**—কইতে, বলিতে। ক্রিঃ **-ব**—বলিব। ক্রিঃ **-বি**—বলিবি। [মৈ-থিলী]।

**কহতব্য**—বিণঃ কহিবার যোগ্য; কথন-যোগ্য, কথনসাধ্য।

**কহন**—বিঃ বলন, কথন।

**কহা**—(১) বিঃ কথন। (২) ক্রিঃ বলা। (৩) বিণঃ কথিত। ক্রিঃ **-ন, -নো**—বলানো, বলিতে বাধ্য করা।

**কহাওসি, কহায়াসি**—ক্রিঃ বলাও।

**কহিয়ে**—বিণঃ বাকপটু, যাহার মুখে কথা আটকায় না। **কইয়ে বলিয়ে, কহিয়ে বলিয়ে**—যাহার কহিবার ও বলিবার ক্ষমতা আছে।

**কহ্লার**—বিঃ শ্বেতপদ্ম (কুমুদ-কহ্লার) ; সুঁদী, শালুক। [ক+হ্লাদ+অ]।

**কাই**—বিঃ ক্বাথ, আঠা, মণ্ড, লেই।

**কাইট**—বিঃ তৈলাদির গাদ, শিটা।

**কাইত, কাত**—বিঃ পার্শ্বভাগে ভর দিয়া শায়িত ; আড় (বিছানায় কাত হওয়া)। **কাত করে দেওয়া**—ফেলিয়া দেওয়া। **কুপোকাত**—পর্যু-দস্ত।

**কাইতি**—বিঃ লিপি বিশেষ।

**কাইয়া, কাইয়াঁ, কেঁইয়াঁ, কেয়ে, কেঁয়ে**—বিঃ মাড়োয়ারী বণিক, কৃপণ।

**কাইল**—বিঃ আগামীকাল বা গতকাল।
**কাউয়া, কাউ**—বিঃ কাক।
**কাউকে**—সর্বঃ কাহাকেও।
**কাউর**—বিঃ চর্মরোগ বিশেষ। [আ]।
**কাওয়াজ**—বিঃ সৈনিকদিগের যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা (কুচকাওয়াজ)। [আ]।
**কাওয়ালি, কাওয়ালী**—বিঃ সুফী সম্প্রদায়ের ভজন বিশেষ, দরবেশী সুর। [আ]।
**কাওরা**—বিঃ অনুন্নত হিন্দু বিশেষ, কাহার—কোন কোন অঞ্চলে ইহাদের। বুনো বলে।
**কাংস্য, কাংস, কাংসক, কাংস্যক**—বিঃ কাঁসা, কাঁসার বাসন, কাঁসা নির্মিত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, কাঁসি। বিঃ **কাংস্য-কার, কাংসকার**—কাঁসারী।
**কাঁইচি**—বিঃ কাঁচি[১]—এর প্রাদেশিক রূপ।
**কাঁইবিচি, কাঁইবীচি**—বিঃ তেঁতুলের বীচি (কাঁই অর্থাৎ আঠা তৈরী করিবার বীচি)।
**কাঁই মাই, কেঁই মেঁই**—বিঃ অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য আনুনাসিক উচ্চারণ বহুল ভাষা (বিদেশীয় ভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য ব্যঞ্জক উক্তি)।
**কাঁউ, কাঁউর, কাঁউরূপ**—বিঃ কামরূপ।
**কাঁওল, কাঙল, কামল**—বিঃ কামলা, পাণ্ডু রোগ, jaundice।
**কাঁক[১]**—বিঃ বকের মত দেখিতে পাখি বিশেষ।
**কাঁক[২] কাঁখ**—বিঃ কাঁকাল, কুক্ষি, বগল (কাঁখের কলসী, কোলে কাঁখে করে মানুষ করা)।
**কাঁকবিড়ালী, -বিরালী, -বেরালী**—বিঃ বগলের ফোড়া।
**কাঁকই, কাঁকুই**—বিঃ মোটা দাড়ার চিরুণী।
**কাঁকড়া**—বিঃ কর্কট, জলজ প্রাণি-বিশেষ। বিঃ **কাঁকড়া বিছা**—কাঁকড়ার আকৃতি বিছা, বৃশ্চিক, বিচ্ছু। **কাঁকড়া মাটি**—কাঁকড়ার তোলা মাটি।
**কাঁড়ি, কাকড়ী**—বিঃ কাঁকুড় জাতীয় ফল বিশেষ।
**কাঁকণ**—বিঃ কঙ্কণ, মেয়েদের হাতের অলঙ্কার।
**কাঁকর**—বিঃ ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড। **কাঁক-রিয়া, কাঁকুরে**—কঙ্কর মিশ্রিত।
**কাঁকরোল**—বিঃ গায়ে বহু কাঁটা বিশিষ্ট আনাজি ফল বিশেষ।
**কাঁকলা**—বিঃ গন্ধদ্রব্য বিশেষ।
**কাঁকলাস, কাকলাস**—বিঃ এক প্রকার সরীসৃপ, গিরগিটি; অত্যন্ত কৃশ ও কঙ্কালসার ব্যক্তি।
**কাঁকাল**—বিঃ কটি, কোমর।
**কাঁকুড়**—বিঃ অপক্ব ফুটি। **বারোহাত কাঁকুড়ের তেরোহাত বীচি**—টেনে টুনে ব্যাখ্যা, অসম্ভব হাস্যকর বস্তু বা উপাখ্যান।
**কাঁচ**—বিঃ বালি, ক্ষার ইত্যাদি দ্বারা তৈরী পদার্থ বিশেষ; উজ্জ্বল কিন্তু অসার (কাঞ্চনের বিনিময়ে পাইলাম কাঁচ)।
**কাঁচকড়া**—বিঃ কাছিমের খোলা, tortoise-shell; তিমির দন্ত সংলগ্ন কোমল অস্থি, whale-bone; রবার হইতে প্রস্তুত দ্রব্য বিশেষ, vulcanite।
**কাঁচকলা**—বিঃ ব্যঞ্জনে খাইবার উপযুক্ত অপক্ব কলা, আনাজি কলা; অবজ্ঞা সূচক উক্তি (কাঁচকলা করবে)।

**কাঁচড়া**—বিঃ বন্য শাক বিশেষ।
**কাঁচপোকা**—বিঃ পতঙ্গ বিশেষ (ইহার পশ্চাদভাগ নীল কাঁচের মতো উজ্জ্বল, এই অংশ দিয়া মেয়েদের কপালের টিপ তৈরী হয়)।
**কাঁচল, -লা, কাঁচলি, কাঁচুলি**—বিঃ মেয়েদের স্তনের আবরণ বস্ত্র; কঞ্চুলিকা, বক্ষাবরণ, bodice।
**কাঁচা**—(১) বিণঃ অপক্ব (কাঁচা আম); অস্থায়ী (কাঁচা রং; অ-রাঁধা, অসিদ্ধ (কাঁচা মাংস, কাঁচা তরকারি); মাটির তৈরী গাঁথনি অর্থাৎ ইষ্টকনির্মিত বা সুরকির গাঁথনি নহে (কাঁচা ঘর, কাঁচা গাঁথনি); অদগ্ধ (কাঁচা ইঁট); অনভিজ্ঞ, অদূরদর্শী, অপরিপক্ব (কাঁচা লোক, কাঁচা ছেলে, কাঁচা বুদ্ধি); কোমল, কচি (কাঁচা ঘাস); তরুণ (কাঁচা বয়স); অপটু-ভাবে কৃত (কাঁচা কাজ, কাঁচা লেখা); পশ্চাৎপদ, অপূর্ণ (ইংরেজীতে কাঁচা), মাপে কম (কাঁচা সের); পরিবর্তনশীল (কাঁচা কথা); অমিশ্র, বিশুদ্ধ (কাঁচা সোনা); প্রাথমিক (কাঁচা খসড়া); অশুষ্ক (কাঁচা কাঠ); কালো (কাঁচা চুল); সহজলভ্য, নগদ (কাঁচা পয়সা); স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত (কাঁচা মাল); অপূর্ণ, অতৃপ্ত (কাঁচা ঘুম)। (২) ক্রিঃ পণ্ড হওয়া, কাঁচার ভাব প্রাপ্ত হওয়া। বিঃ **-কথা**—খেলো কথা, আলাপ আলোচনার প্রথম অবস্থা। **-কলা**—আনাজি কলা। বিঃ **-গোল্লা**—নরম পাকের সন্দেশ। **-ঘুম**—ঘুমের প্রথম অবস্থা। **-বাড়ি**—মেটে বাড়ি; খড়ের চাল ও দরমার বেড়ার বাড়ি। **-মাল**—কৃষিজাত বা স্বাভাবিক অবস্থার পণ্যদ্রব্য। **-লেখা**—অনভ্যস্ত হস্ত-লিপি। **-হাত**—অনিপুণ, শিক্ষা-নবিশের হাত। **-ফলার**—চিঁড়া দই-য়ের ফলার, লুচি মণ্ডার নহে। **-মিঠা**—কাঁচা অবস্থাতেই মিষ্ট (আম)।
**কাঁচানো**—ক্রিঃ কাঁচিয়া যাওয়া অর্থাৎ পরিণত অবস্থা হইতে পূর্বের অপরিণত অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া (ঘুঁটি কাঁচানো)।
**কাঁচি[১], কাঁচী**—বিঃ দুই ফলাযুক্ত ছেদনী; কাঁইচি, কেঁচি; কঁচকঁচ শব্দকারী, scissors।
**কাঁচি[২]**—বিঃ কুঁচা, গুজা; চন্দ্রহার।
**কাঁচিয়া, কেঁচে**—অস-ক্রিঃ পণ্ড হওন (সব কাঁচিয়া গিয়াছে); প্রথম অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া (কাঁচিয়া আরম্ভ করা)। **কেঁচে গণ্ডূষ**—সম্পূর্ণ নূতন করিয়া আরম্ভ।
**কাঁচী**—বিণঃ প্রমাণ মাপের কম (কাঁচী সের); ঠাসবোনা (কাঁচী ধুতি)।
**কাঁচুমাচু**—বিণঃ অপ্রস্তুত, সঙ্কুচিত।
**কাঁচুয়া**—বিঃ কাঁচুলি, মেয়েদের স্তনাবরণ।
**কাঁচ্চা**—বিঃ এক ছটাকের চার ভাগের এক ভাগ।
**কাঁজি**—বিঃ আমানি, পান্তাভাতের টক-জল। **নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ**—গোয়ালা হইয়াও দুধ খাইতে পায় না, কাঁজি খায়; অশোভন আচরণ-বিশিষ্ট।
**কাঁটা**—বিঃ কণ্টক, সূক্ষ্মাগ্র জিনিস (বাবলা গোলাপ প্রভৃতি গাছের কাঁটা, ঘড়ি খোঁপা প্রভৃতির কাঁটা); সূক্ষ্মাগ্র অস্থি (মাছের কাঁটা);

ছোট পেরেক ; তুলাদণ্ড (ওজনের কাঁটা) ; খাদ্যদ্রব্য মুখে তুলিবার জন্য বেঁধন শলাকা বিশেষ, fork। বিঃ **-চামচ, -ছুরি**—ইউরোপীয় প্রথায় খাইবার জন্য কাঁটা, চামচ ও ছুরি। বিঃ **-নটে**—শাক বিশেষ। **গায়ে কাঁটা দেওয়া**—রোমাঞ্চ হওয়া। **কাঁটায় কাঁটায়**—ঠিক সময়ে, কিছু মাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া। **পথে কাঁটা দেওয়া**—প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। **কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা**—এক শত্রু দ্বারা অন্য শত্রুকে নাশ করা বা জব্দ করা।

**কাঁটাচুয়া**—বিঃ শজারু।

**কাঁটাল**[১]—বিঃ পনস, ফলবিশেষ। **কাঁটালিয়া**—বিণঃ কাঁটালের কাঁটার মত যাহার উপরিভাগ। বিঃ **-চাঁপা**—পাকা কাঁটালের ন্যায় গন্ধযুক্ত ফুলবিশেষ। **কাঁটালের আমসত্ত্ব**—(কাঁটালের রসে কাঁটালসত্ত্বই হইতে পারে, আমসত্ত্ব নহে) বেখাপ, অদ্ভুত, বেমানান।

**কাটাল**[২],**কাঁটালো**—বিণঃ কাঁটাযুক্ত।

**কাঁটালি কলা, কাঁঠালী কলা**—বিঃ এক প্রকারের কলা।

**কাঁটাসিজ**—বিঃ চৌ-শিরা, গায়ে লম্বা লম্বা কাঁটাযুক্ত গাছবিশেষ।

**কাঁটি, -টী, -ঠি, -ঠী**—বিঃ লোহ নির্মিত ছোট ফাঁপা গোলাকার বস্তু (ইহা জালের নিম্নপ্রান্তে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে জাল তাড়াতাড়ি জলের নীচে যাইয়া পড়ে) ; শুকপাখীর গলার রেখা।

**কাঁঠাল—কাটাল**[২]-এর রূপভেদ।

**কাঁড়**—বাঁশের ধনুক, তীর।

**কাঁড়া**—(১) ক্রিঃ ছাঁটা, পরিষ্কার করা, তুষহীন করা (ধান কাঁড়া)। (২) বিণঃ পরিষ্কৃত (কাঁড়া চাল)। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ অপরের দ্বারা ছাঁটানো। (২) বিঃ তুষহীন বা পরিষ্কৃত করণ। (৩) বিণঃ পরিষ্কৃত।

**কাঁড়ি, কাঁড়**—বিঃ স্তূপ, রাশি।

**কাঁথা**—বিঃ অনেকগুলি পুরাতন বস্ত্র একত্র সেলাই করিয়া প্রস্তুত মোটা গাত্রাবরণবিশেষ, কন্থা।

**কাঁথি, -থী**—বিঃ নদীর উচ্চ তীর।

**কাঁদ-কাঁদ, কাঁদো-কাঁদো**—বিণঃ ক্রন্দনোন্মুখ।

**কাঁদন**—বিঃ কান্না, রোদন, ক্রন্দন।

**কাঁদা**—(১) বিঃ রোদন। (২) ক্রিঃ রোদন করা। বিঃ **-কাটা, কাটি**—কান্না, বিলাপ। **-ন, -নো**—ক্রিঃ অপরকে রোদন করানো। **কাঁদিয়া (কাটিয়া) হাট করা**—খুব উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া লোকজন জড়ো করা। **গুমরিয়া কাঁদা**—চাপা কান্না। **ডুকরিয়া কাঁদা**—ডাক ছাড়িয়া কান্না। **ফোঁপাইয়া কাঁদা**—চাপা কান্না। **ইনাইয়া বিনাইয়া কান্না**—নানারূপ বিলাপ করিয়া কাঁদা।

**কাঁদি, -দী**—বিঃ ফলের ছড়া (কলার কাঁদি, ডাবের কাঁদি)। **গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি**—বেশি আশা করা।

**কাঁদুনি, -নী**—বিঃ কান্না, আবেদন-নিবেদন, অনুরোধ-উপরোধ।

**কাঁদুনে, কাঁদুনিয়া**—বিণঃ কাঁদা যাহার স্বভাব (কাঁদুনে ছেলে)। ঘ্যান্‌ঘেনে। **কাঁদুনে গ্যাস**—যে গ্যাসের ঝাঁজে চোখে জল আসিয়া পড়ে, tear gas। **ছিঁচ্‌ কাঁদুনে**—যে সামান্য কারণে নাকে ছিঁচ করিয়া শব্দ করিয়া কাঁদে। **নাকে কাঁদুনে**—যে নাকে কাঁদে।

**কাঁধ, কাঁদ**—বিঃ স্কন্ধ, ঘাড়। **কাঁধ দেওয়া**—দায়িত্ব গ্রহণ করা। **কাঁধ বদলানো**—পালাক্রমে কাঁধ দেওয়া। **কাঁধাকাঁধি**—(১) বিঃ পরস্পরের কাঁধে বহন (কাঁধাকাঁধি করিয়া লইয়া যাওয়া)। (২) ক্রি-বিণঃ একজনের কাঁধের পাশে আর একজন এইভাবে (কাঁধাকাঁধি দাঁড়ানো)।

**কাঁধা, কাঁদা**—বিঃ কিনারা, ধার।

**কাঁধেলী**—বিঃ ঘোড়ার কাঁধের সাজ।

**কাঁপ, কাঁপন, কাঁপুনি**—বিঃ স্পন্দন, কম্পন।

**কাঁপই, কাঁপয়ে**—ক্রিঃ কাঁপে। [ব্রজ]।

**কাঁপা**—(১) বিঃ কম্পন। (২) ক্রিঃ থরথর করা, কম্পিত হওয়া। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ নড়ানো, কম্পন করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**কাঁসর**—বিঃ কাংস্য নির্মিত বাদ্যময় যন্ত্র; ঝাঁজ, gong।

**কাঁসা**—বিঃ রাং ও তামা মিশ্রিত ধাতু (কাঁসার বাসন)। বিঃ **কাঁসারি, কাঁসারী**—কাঁসার দ্রব্য নির্মাতা ও তাহার ব্যবসায়ী।

**কাঁসি**—বিঃ কাঁসানির্মিত কিনারা উঁচু থালা বা ডিশ কিংবা বাদ্যযন্ত্র।

**কাঁহা, কাহা**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ কোথায়। ক্রি-বিণঃ **-তক**—কতক্ষণ পর্যন্ত বা কতদূর। [মৈথিলী]।

**কাক, কাগ**—বিঃ বায়স; কা-কা রব করে এরূপ পক্ষিবিশেষ। [কৈ+ক]। বিঃ **-চরিত্র**—কাকের ডাক অনুসারে শুভাশুভ গণনা। বিণঃ **-চক্ষু**—কাকের চক্ষুর ন্যায় স্বচ্ছ। বিঃ **-তন্দ্রা, -নিদ্রা**—কাকের ন্যায় পাতলা ও সতর্ক ঘুম। বিণঃ **-তালীয়**—কার্যকারণ সম্বন্ধ নাই অথচ একসঙ্গে সংঘটিত (দেখিয়া মনে হয় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত)। বিঃ **-পক্ষ**—দুই কানের পাশে লম্বা কেশগুচ্ছ; জুলফি; কানপাট্টা। বিঃ **-পদ**—উদ্ধার চিহ্ন (" "); ভুলে পরিত্যক্ত স্থান বুঝাইবার চিহ্ন। বিঃ **-পুচ্ছ**—কোকিল, অর্থাৎ কাকের ন্যায় পুচ্ছবিশিষ্ট। বিঃ **-ফল**—নিমগাছ। বিঃ **-বন্ধ্যা**—যে নারীর একটি মাত্র সন্তান জন্মিয়াছে। বিঃ **-বলি**—কাককে দেওয়া অন্নাদি। বিঃ **-শীর্ষ**—বকফুলের গাছ। বিঃ **তীর্থের কাক**—তীর্থের কাকের ন্যায় দীর্ঘ প্রতীক্ষাকারী অথবা প্রতীক্ষায় অভ্যস্ত। **বেল পাকলে কাকের কি**—অপ্রাপ্যে লোভ করিয়া লাভ কি। **ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না**—অনুগ্রহ পাইবার জন্য অনেকেই লোলুপ। **কাকের ছাঁ বকের ছাঁ**—অতি কুৎসিত হস্তাক্ষর।

**কাকতী**—বিঃ আসাম প্রদেশের অধিবাসীর উপাধি বিশেষ।

**কাকলি, কাকলী**—বিঃ অস্ফুট মধুর শব্দ ('কল কল্লোলে লাজ দিল আজ নারী কণ্ঠের কাকলী'—রবীন্দ্র)।

**কা কা**—অব্যঃ বিঃ কাকের ডাক; বিরক্তিকর শব্দ।

**কাকা**—বিঃ পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা; খুল্লতাত।

**কাকাতুয়া**—বিঃ শুকজাতীয় পক্ষিবিশেষ।

**কাকী**—বিঃ স্ত্রী কাক; কাকার স্ত্রী।

**কাকু**[১]—বিঃ (আদুরে ডাক) কাকা।

**কাকু**[২]—বিঃ শোকে ভয় ক্রোধজনিত বিকৃত কণ্ঠস্বর; (অলঙ্কারে) বক্রোক্তি। বিঃ **-বাদ**—কাকুতি, মিনতি। বিঃ **কাকূক্তি**—কাতরোক্তি।

**কাকুতি, কাকূতি**—বিঃ অনুনয়, মিনতি, কাতরোক্তি।

**কাকুৎস্থ, কাকুৎস্থ্য**—(১) বিঃ সূর্য-বংশীয়। (২) (বিশেষতঃ) শ্রীরাম-চন্দ্র।

**কাকে**—**কাহাকে**-এর চলিত রূপ।

**কাকোদর**—বিঃ সর্প।

**কাগজ**—বিঃ ন্যাকড়া, শণ, তুলা, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদির মণ্ড হইতে প্রস্তুত লেখন, মুদ্রণ, অঙ্কন ইত্যাদির উপ-যোগী পত্র বা উপকরণ ; সংবাদপত্র (সব কাগজে বাহির হইয়াছে) ; দলিলপত্র (কোম্পানীর কাগজ)। [ফা]। বিঃ **-পত্র**—দলিলাদি।

**কাগজী**—(১) বিণঃ কাগজ-সম্বন্ধীয় ; কাগজের ন্যায় পাতলা আবরণবিশিষ্ট (কাগজী লেবু)। (২) বিঃ কাগজ তৈয়ারি বা কাগজের ব্যবসা করে যে।

**কাগা**—বিঃ (গ্রাম্য) কাক।

**কাগাবগা**—অব্যঃ ছন্নছাড়া ভাব, সামঞ্জস্যহীন ভাব।

**কাঙ্ক্ষা**—বিঃ আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ। বিণঃ **কাঙ্ক্ষনীয়**—অভিলষণীয়। বিণঃ **কাঙ্ক্ষিত**—অভিলষিত।

**কাঙাল, কাঙালী, কাঙ্গাল, কাঙ্গালী**—(১) বিঃ ভিক্ষুক। (২) বিণঃ নিঃস্ব, দরিদ্র। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ **কাঙালিনী**। বিঃ **-খানা**—অনাথ আশ্রম। বিঃ **-পনা**—দীনতা, অতিশয় লোলুপতা।

**কাঙ্কী**—বিঃ কাঠের চিরুণী।

**কাঙ্গুরা**—সৌধচূড়া। [ফা]।

**কাচ**[১]—বিঃ বালি ও ক্ষার হইতে উৎপন্ন ভঙ্গুর বস্তু, glass ; ক্রীড়াকৌতুক, লীলাখেলা।

**কাচ**[২]—বিঃ কাছা, লেঙ্গট।

**কাচলবণ**—বিঃ ক্ষারমৃত্তিকাযুক্ত লবণ।

**কাচমণি**—বিঃ স্ফটিক বিশেষ।

**কাচা**[১]—(১) বিঃ ধৌতকরণ (কাপড় কাচা)। (২) ক্রিঃ আছড়াইয়া বা কচলাইয়া ধৌত করা। (৩) বিণঃ ধৌত (কাচা কাপড়)। **-ন, -নো**—(১) বিঃ অপরের দ্বারা ধৌতকরণ। (২) ক্রিঃ ধোয়ানো। (৩) বিণঃ অন্যের দ্বারা ধৌত।

**কাচা**[২]—মাতা ও পিতার মৃত্যুতে অশৌচ-কল্পে সন্তানেরা গলায় যে ধুতির প্রান্ত উত্তরীয়রূপে বাঁধে।

**কাচ্চাবাচ্চা, কাচ্চাবাচ্ছা**—বিঃ ছোট ছেলেমেয়ে, একাধিক শিশু সন্তান।

**কাছ**—বিঃ সমীপ, ধার, নিকট। ক্রি-বিণঃ অব্যয়ঃ **কাছে**—সন্নিধানে, নিকটে, পাশে। ক্রি-বিণঃ **কাছে-কাছে**—সঙ্গে সঙ্গে। ক্রি-বিণঃ **কাছে-পিঠে**—কাছা-কাছি।

**কাছট, কাছটি, কাছুটি**—বিঃ মালকোঁচা, কৌপীন।

**কাছা**—বিঃ ধুতির যে অংশ গুছাইয়া পিছনের দিকে গোঁজা হয়। **কাছা কোঁচা দিয়ে কাপড় পরা**—পুরুষের মত বেশ করা। বিণঃ **কাছা-আলগা**—কাছা ঢিলা, শিথিল স্বভাব, অসাবধান। বিণঃ **কাছা-ধরা**—লেজ ধরা, তোষা-মোদকারী, অপরের উপর নির্ভর-শীল।

**কাছাকাছি**—বিণঃ, ক্রি-বিণঃ নিকটবর্তী।

**কাছাড়**—বিঃ সমুদ্র বা নদীর তীরের নিকটবর্তী নূতন মাটি-পড়া জমি ; আসাম প্রদেশের একটি জেলা।

**কাছান, কাছানো**—(১) ক্রিঃ নিকট-বর্তী হওয়া। (২) বিণঃ উক্ত অর্থে।

**কাছারি, কাছারী**—বিঃ বাদী প্রতিবাদীর বিবাদ মিটাইবার স্থান, বিচারালয় (দেওয়ানী ও ফৌজদারী), দফ্‌তর, অফিস, জমিদারের নায়েবের কার্যালয় (বাবুদের কাছারি), বৈঠকখানা (কাছারি ঘর)। [হি]। **-করা**—কার্য নির্বাহের জন্য আদালতে নিয়মিত-ভাবে উপস্থিত হওয়া। **-বসা**—বিচারের কাজ আরম্ভ হওয়া।

**কাছি, কাছী**—বিঃ মোটা দড়ি।

**কাছিম**—বিঃ বড় কচ্ছপ, কূর্ম।

**কাজ**—বিঃ কার্য, যাহা করা হয় (মিস্ত্রির কাজ) ; প্রয়োজন, সামর্থ্য (শক্ত লোকের কাজ, যার তার কাজ নয়) ; কর্তব্য (জনসাধারণের হিতসাধন সরকারের কাজ) ; বিষয় ব্যাপার (শক্ত কাজ) ; বৃত্তি, পেশা (চুরি করাই তাহার কাজ) ; কৌশল, ফন্দি (এস এক কাজ করা যাক) ফল, উপকার (ঔষধে কাজ হয়েছে) ; নক্‌সা, কারুকার্য (জরির কাজ) ; আচরণ, ব্যবহার (কথায় এক কাজে আর)। বিঃ **-কর্ম**—পেশা, চাকুরি, উৎসব, অনুষ্ঠান। **কাজ আছে**—প্রয়োজন আছে। **কাজ আদায় করা**—খাটাইয়া লওয়া, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। **কাজ আনা**—কাজের ফরমাস বা অর্ডার আনা। **কাজও নেই কামাইও নেই**—বিশেষ কাজ হইতেছে না অথচ কিছু কিছু করা হইতেছে। **কাজ দেওয়া**—চাকুরি দেওয়া। **কাজ দেখা**—কাজ পরীক্ষা করা ; কাজ পরিচালনা করা ; চাকুরি খোঁজা; সুফলপ্রসূ হওয়া। **কাজ দেখানো**—কর্মব্যস্ততার ভান করা ; কাজ দেখাইয়া নিজের যোগ্যতা দেখানো। **কাজ বাঁচানো**—চাকুরি বজায় রাখা। **কাজ বাগানো**—উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। **কাজ বাজানো**—নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করা। **কাজ বাড়ানো**—অকাজ বা অনাবশ্যক কাজ করিয়া পরিশ্রম বাড়ানো। **কাজ বাতলানো**—কি কি কাজ করিতে হইবে তাহার নির্দেশ দেওয়া। **কাজ সাবাড় করা**—কাজ শেষ করা। **কাজ সারা**—কোন কাজ শেষ করা। **কাজ হাঁসিল করা**—উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। **কাজে আসা**—উপকারে আসা। **কাজের কাজী**—যাহার দ্বারা প্রকৃত কাজ হইবে এমন। **কাজের বার, -বাহির**—অকেজো, অকর্মণ্য। **কাজের মত কাজ**—যোগ্য কাজ। **কাজের বেলায় কাজী কাজ ফুরুলে পাজী**—কার্য সম্পাদনের জন্য অনুনয় বিনয় করে, কিন্তু সম্পাদিত হইলে অকৃতজ্ঞ হয়।

**কাজর**—বিঃ কাজল, কজ্জল, অঞ্জন।

**কাজরী**—বিঃ বর্ষার গানবিশেষ।

**কাজল**—(১) বিঃ অঞ্জন (চোখের কাজল)। (২) বিণঃ কাজলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ('নয়নে আমার কাজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে'—রবীন্দ্র)। ক্রিঃ **-কাটা**—চোখে কাজল পরা। বিঃ **-লতা**—কাজল তৈয়ারি করিবার বা রাখিবার পাত্রবিশেষ। বিণঃ (স্ত্রী): **কাজলা**[১]—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। **কাজলা**[২] **কাজলি**—রক্তবর্ণ ইক্ষুবিশেষ।

**কাজিয়া**—বিঃ বিবাদ। [আ]।

**কাজী**[১], **কাজি**—বিঃ মুসলমান বিচার-পতি। [আ]। **কাজীর বিচার**—বিঃ খেয়ালী বিচার (মুসলমান শাসনের শেষের দিকে কাজীরা অনেকেই ন্যায়ানু-মোদিত পথ বিসর্জন দিয়াছিলেন)।

**কাজী**[২]—বিঃ কর্মী।

**কাজেই, কাজে কাজেই**—অব্যঃ অতএব, সুতরাং।

**কাঞ্চন**—(১) বিঃ সোনা, স্বর্ণ, ধন; ফুলবিশেষ অথবা তাহার গাছ। (২) বিণঃ স্বর্ণবর্ণ (কাঞ্চনকান্তি)। বিঃ (স্ত্রী): **কাঞ্চনী**—হরিদ্রা, গোরোচনা।

**কাঞ্চি, কাঞ্চী**—বিঃ কোমরের অলঙ্কার-বিশেষ।

**কাঞ্জি, কাঞ্জী, কাঞ্জিক, কাঞ্জীক, কাঞ্জিকা**—বিণঃ অনেকদিনের পান্তা-ভাতের জল, আমানি, কাঁজি।

**কাট**[১]—বিঃ গড়ন, গঠন কৌশল (মুখের কাট)। **কাটছাঁট**—পোশাকের গড়ন (জামার কাটছাঁট মন্দ হয়নি)।

**কাট**[২]—**কাইট**-এর চলিত রূপ। বিঃ যাহা ঘন হইয়া জমিয়াছে, ময়লা।

**কাট**[৩]—বিঃ **কাঠ**-এর চলিত রূপ।

**কাটখোট্টা**—বিণঃ রসবোধহীন, অমার্জিত প্রকৃতির, গোঁয়ার।

**কাটগোঁয়ার**—বিঃ অতিশয় অমার্জিত প্রকৃতির।

**কাটনা**—বিঃ তুলা হইতে সুতা তৈয়ারি করণ; চরকা; তকলি। বিঃ **কাটান**—সুতা কাটার মজুরী। বিঃ **কাটনী, কাটুনী**—যে চরকায় সুতা কাটে।

**কাটব**—ক্রিঃ কাটিবে, দংশন করিবে।

**কাটব্য**—বিঃ রূঢ়তা, কর্কশতা। [কটু+য]। বিঃ **কটু কাটব্য**—তিরস্কার, কটুবাক্য।

**কাটমোল্লা**—বিঃ যাহারা মুসলমান ধর্মের মাত্র বাহ্য বিধিনিষেধের খবর রাখে, তাহার তত্ত্বের সহিত অপরিচিত; কান্ডজ্ঞানহীন গোঁড়া ধর্ম-নেতা।

**কাটরা**—বিঃ কাঠের প্রস্তুত মঞ্চ, প্রকোষ্ঠ বা ঘর।

**কাটলেট**—বিঃ ইউরোপীয় প্রণালীতে হাড় বা কাঁটার সঙ্গে যুক্ত ভাজা মাংস বা মাছ, cutlet।

**কাটা**—(১) ক্রিঃ কর্তন করা, খণ্ডিত করা, ছিন্নকরা (ধান কাটা); দংশন করা (সাপে কাটা); অতিক্রান্ত হওয়া (বিপদ কেটে গেছে); প্রতি-বাদ করা (কথা কাটা); খনন করা (পুকুর কাটা); অস্ত্রোপচার করা (ছানি কাটা, ফোঁড়া কাটা); অঙ্কন করা (লাইন কাটা); রচনা করা (ছড়া কাটা); খণ্ডে খণ্ডে প্রস্তুত করা (পাঁজ কাটা, সুতা কাটা); লিখিয়া দেওয়া (চেক কাটা, হ্যান্ড-নোট কাটা); কাপড়ে ফুল-আদি তোলা (ফুলপাতা কাটা); অপসৃত হওয়া বা করা (নাম কাটা, ময়লা কাটা, নেশা কাটা, মেঘ কাটিয়া যাওয়া); তৈয়ারি বা বিন্যাস করা (খাল কাটা, পথ কাটা); অতি-বাহিত হওয়া (বাসর কাটা, দিন কাটা); বিক্রয় হওয়া (মাল কাটা); কাটিয়া সংগ্রহ করা (ধান কাটা, ফসল কাটা); নির্গত হওয়া (জল কাটা, লালা কাটা); দেওয়া (সাঁতার কাটা)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। বিণঃ **কাটাকাটা**—স্পষ্ট ও বিচ্ছিন্ন। বিঃ **কাটকুট**—সংশোধন, সংক্ষেপ করণ। ক্রিঃ **কাটা-কুটা**—কাটিয়া পুনরায় লেখা। বিঃ **কাটছাঁট**—কাটিবার ভঙ্গি (বিশেষতঃ পোশাকের)। বিঃ **কাটতি**—প্রচুর বিক্রয়, বিক্রয়ের পরিমাণ, বাজারে চলন। বিঃ **কাটন**—খণ্ডন, ছেদন,

কর্তন, বাতিলকরণ, বিক্রীত হওন, চালু হওন। **কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা**—আহতকে আরও আঘাত করা বা অপমান করা। **কাটা-কাপড়**—পোশাক তৈয়ারি করিবার উপযোগী কাটা কাপড় বা ছিট। **কান কাটা**—অপমান করা। **গলা কাটা**—অত্যন্ত চড়া দাম লওয়া। **গাঁট কাটা**—যে কৌশলে গাঁট কাটিয়া চুরি করে। **ঠোঁট কাটা**—যাহার মুখে কিছুই আটকায় না।

**কাটাই**—(১) বিঃ কাটিবার বা প্রস্তুত করিবার মূল্য। (২) বিণঃ কাটিবার জন্য (কাটাই খরচ)।

**কাটাকাটি**—বিঃ খুনোখুনি, অস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে আঘাত।

**কাটান**[১]—বিঃ অব্যাহতি, এড়াইয়া যাওয়া।

**কাটান**[২] **কাটানো**—(১) ক্রিঃ পরের দ্বারা কর্তন করানো, নির্গত করানো (জল কাটানো)। (২) বিঃ-বিণঃ উক্ত অর্থে। ক্রিঃ **কাটাইয়া ওঠা**—উত্তীর্ণ হওয়া (বিপদ কাটাইয়া ওঠা)। বিঃ বর্ষার প্রবল স্রোত (বড় কাটান পড়েছে)।

**কাটানি**—বিঃ কর্তনের মূল্য।

**কাটারি, কাটারী**—বিঃ কাটিবার অস্ত্র; ছোট দা।

**কাটি**[১], **কাটী**—**কাঠি**-এর রূপভেদ।

**কাটি**[২]—বিঃ পথ, রাস্তা।

**কাটি-ঘা**—বিঃ সর্পদংশনজনিত ঘা।

**কাটিয়া, কেটে**—বিঃ মোটা সুতার কম চওড়া তসরের বা এণ্ডির কাপড়।

**কাটুর কুটুর**—অব্যঃ কাটিবার শব্দ-বিশেষ।

**কাট্য**—বিণঃ খণ্ডনযোগ্য, কর্তনযোগ্য (বিপরীত—অকাট্য)।

**কাঠ**—(১) বিঃ কাষ্ঠ; কাঠের গুঁড়ি; কঙ্কাল (রোগে দেহের কাঠ দেখা যায়)। (২) বিণঃ অনড়, নিস্পন্দ (ভয়ে কাঠ); শক্ত, অসাড় (ম'রে কাঠ হয়ে গেছে); অবাক, নিস্তব্ধ। **কাঠ খড় পোড়ানো**—বহু চেষ্টা করা। বিঃ **কাঠ কাঠ**—কাষ্ঠের মত শুষ্ক, শক্ত ও লাবণ্যহীন। বিঃ **কাঠখোলা**—যে খোলায় বালি না দিয়া ভাজা হয়। বিঃ **কাঠগড়া**—কাঠের রেলিং দেওয়া মঞ্চ। বিঃ **কাঠগোলা**—কাঠের আড়ত। বিঃ **কাঠগোলাপ**—গন্ধহীন গোলাপ ফুল। বিঃ **কাঠঠোকরা**—কাঠে ঠোকর মারে এমন পাখী, wood pecker। বিঃ **কাঠপিঁপড়া**—কাল লম্বা পিঁপড়া। বিঃ **কাঠ-ফড়িং**—কাঠির মত রোগা ফড়িং। বিঃ **কাঠবমি**—শুকনো বমি। বিঃ **কাঠবেড়ালী, কাঠবেরালী**—বিড়ালের মত লেজ দুলানো ক্ষুদ্র পশু, squirrel। বিঃ **কাঠবিষ**—অতি তীব্র বিষ। বিঃ **কাঠমল্লিকা**—বন-মল্লিকা। ক্রি-বিণঃ **কাঠে-কাঠে**—সমানে; সেয়ানে সেয়ানে।

**কাঠা**—বিঃ জমির পরিমাণ (এক কাঠা জমি=৭২০ বর্গফুট); ধান্যাদি মাপের পাত্রবিশেষ (ধামা, কাঠা, ডালা)। বিঃ-**কালি**—কাঠার পরিমাপ বিষয়ক অঙ্ক। বিঃ **কাঠাকিয়া**—শতাবধি কাঠা গণনা।

**কাঠাম, কাঠামো**—বিঃ কাঠ বা বাঁশ দিয়া তৈয়ারি মূর্তির আধার; ঠাট, ফ্রেম।

**কাঠি, কাঠী**—বিঃ বাঁশ, কাঠ, ধাতু ইত্যাদির লম্বা ছোট টুকরা, ক্ষুদ্র-শলাকা (খড়কে কাঠি, ঝাঁটার কাঠি, দেশলাইয়ের কাঠি)। বিঃ **চাবি কাঠি**

—চাবি, যাহার দ্বারা তালা খোলা যায়। বিঃ **মাদুর কাঠি**—মাদুর যে ঘাসে নির্মিত হয়। বিঃ **খড়কে কাঠি** —দাঁত খুঁটিবার কাঠি, tooth-pick। বিণঃ **কাঠি কাঠি**—অত্যন্ত কৃশ বা সরু। বিঃ **কাঠি কাটা**—বাদা অঞ্চলে অর্থাৎ বাংলাদেশের জনবহুল অরণ্যে জঙ্গল কাটিয়া বসতি নির্মাণ।

**কাঠিন্য**—বিঃ কঠিনতা, অনমনীয়তা, নির্মমতা, দুর্বোধ্যতা, দৃঢ়তা, নির্দয়তা।

**কাঠিম**—বিঃ সুতা জড়াইবার ক্ষুদ্রাকৃতি চক্রাকার বস্তু।

**কাঠুরিয়া, কাঠুরে**—বিঃ কাঠ কাটা যাহার পেশা।

**কাড়া**[১]—বিঃ একটি দিক চর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বিঃ **-নাকাড়া**—বৃহৎ ঢাক বা ঢাকের মত বাদ্যযন্ত্র।

**কাড়া**[২]—(১) বিঃ আকর্ষণ। (২) ক্রিঃ ছিনাইয়া লওয়া, জোর করিয়া গ্রহণ করা, হাত দিয়া আকর্ষণ করা; মোহিত করা (মন কাড়া); উচ্চারণ করা (রা-কাড়া)। বিঃ **কাড়ন**—কাড়িয়া লওন। বিঃ **-কাড়ি—কে** কাড়িয়া লইতে পারে ইহার জন্য টানাটানি। **-ন, -নো**—ক্রিঃ অপরের দ্বারা কাড়া, আদায় করা, স্বীকার করানো। **ফুল কাড়ানো**—দেবমূর্তির মাথায় ফুল রাখিয়া সেই ফুলের পতন হইতে শুভাশুভ নির্ণয় করা। **ধান কাড়ানো**—ধান গাছ একটু বড় হইলেই বিদা অথবা কোদাল দিয়া গোড়া আলগা করিয়া দেওয়া।

**কাণ**[১]—বিঃ কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয় (প্রচলিত 'কান')।

**কাণ**[২]—বিঃ কাণা, কাক।

**কাণা**—বিঃ এক চক্ষুহীন। (প্রচলিত **'কানা'**; যেমন **'কানাকেষ্ট'**—অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে)।

**কান্টা, কান্ঠা**—বিঃ হাঁড়ি কলসী ইত্যাদির কানা; (বাংলাদেশে এই শব্দটি দ্বারা **'পক্ষপাতদুষ্টতা'** বুঝায়)। বিঃ **কান্ঠামি** (কান্ঠামি কইরা খেলায় জিতছ)।

**কান্ড**—বিঃ গাছের গুঁড়ি, পর্ব, পাব; বাঁশ, বেত প্রভৃতির এক গ্রন্থি হইতে অন্য গ্রন্থি পর্যন্ত; গ্রন্থের ভাগ বা কাব্যের বিভাগ (অরণ্য কান্ড; বেদের কর্মকান্ড); অদ্ভুত ব্যাপার বা ঘটনা (অবাক কান্ড)। বিঃ **কান্ড কারখানা**—অদ্ভুত বা অভাবনীয় আচার ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ। বিঃ **-জ**—গাছের গুঁড়ি হইতে উৎপন্ন। বিঃ **-জ্ঞান**—ভালমন্দ জ্ঞান, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান। বিঃ **কান্ডাকান্ড জ্ঞান**—হিতাহিত জ্ঞান। **কান্ডজ্ঞান রহিত, কান্ডজ্ঞান শূন্য, কান্ডজ্ঞান হীন**—বিবেচনা শূন্য। **লঙ্কা কান্ড**—অগ্নি কান্ড, হুলুস্থুল ব্যাপার।

**কান্ডারী, কান্ডার**—বিঃ কর্ণধার, যে নৌকাদির হাল ধরিয়া গতি নিয়ন্ত্রিত করে, মাঝি (ভবতরণীর কান্ডারী)।

**কাত, কাৎ**—(১) বিঃ পার্শ্ব (কাৎ-ফেরা, ডান-কাতে শোয়া)। (২) বিণঃ পতিত, পাতিত পর্যুদস্ত (এক ধমকে কাৎ, কুপোকাত)।

**কাতর**—বিণঃ অধীর, অভিভূত, আর্ত (কাতর প্রাণে ডাকিতেছি); কুণ্ঠিত (অর্থব্যয়ে কাতর), পীড়িত, অসুস্থ (জ্বরে কাতর)। বিঃ **কাতরতা**।

**কাতরা, কাৎরা**—বিঃ বিন্দু, ফোঁটা (এক কাৎরা পানি)। [আ]।

**কাতরান, কাতরানো**—ক্রিঃ যন্ত্রণা হইতেছে এইরূপ ভাব প্রকাশ করা; পীড়ায় বা যন্ত্রণায় আঃ উঃ করা, ছটফট করা, আর্তনাদ করা। বিঃ **কাতরানি**—কাতরতা বা যন্ত্রণা ব্যঞ্জক ধ্বনি, আর্তনাদ, ছটফটানি। বিঃ **কাতরোক্তি**—দুঃখ যন্ত্রণা ইত্যাদি ব্যঞ্জক উক্তি।

**কার্তারি, -রী**—বিঃ ঘানির সঙ্গে লগ্ন তক্তা, ইহার উপর ভার চাপানো থাকে, কলুও বসে: সোনা রূপা ইত্যাদির পাত-কাটা কাঁচি।

**কাতল**—বিঃ চিরের মুখে দিবার কাঠের টুকরা (করাতীদের পরিভাষা)।

**কাতলা, কাৎলা**—বিঃ বৃহদাকার মাছ বিশেষ, কাতলমাছ। (শ্লেষে) বড়লোক। **রুই কাতলা**—বড় বা মানী লোক, বড় ব্যাপার (সে রুই কাৎলা মারে, চুণোপুঁটি ছোঁয় না)। **কাতলা পড়া**—শিকার পড়া, দস্যু হস্তে আহত বা নিহত হওয়া। **কাতলা মারার দেশ**—ঠ্যাঙাড়ের দেশ, রাঢ়দেশ।

**কাতা**—বিঃ নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি।

**কাতান**—বিঃ খড়্গ, কাটারি, বড় দা।

**কাতার**—বিঃ শ্রেণী, দল, পংক্তি (কাতার দিয়া দাঁড়াও); বড় দল।

**কাতারি, -রী**—**কার্তারি** দ্রষ্টব্য।

**কাতি**—বিঃ শাঁখের করাত।

**কাতুকুতু**—বিঃ হাসাইবার জন্য বগল পায়ের তলা পেট প্রভৃতি স্থান স্পর্শ করা। **কাতুকুতু দিয়া হাসানো**—প্রকৃত হাস্যরসের অবতারণা করিতে না পারিয়া জোর করিয়া হাসানো।

**কাতুরি, কাতুরী**—বিঃ ধাতুর পাত কাটিবার উপযুক্ত যন্ত্রবিশেষ।

**কাত্যায়ন**—বিঃ মুনিবিশেষ। (স্ত্রী): **কাত্যায়নী**—দুর্গাদেবী (কাত্যায়ন মুনি কর্তৃক সর্বাগ্রে পূজিতা)।

**কাথিক**—বিঃ কথায় কুশল, বাগ্মী।

**কাদড়া, কাদড়াটে**—বিণঃ ঘোলাটে, কর্দমাক্ত।

**কাদম্ব**—বিঃ কদম্ব সমূহ; কদম গাছ, কদম ফুল; শ্যাম পক্ষ, বালিহাঁস, কলহংস। বিঃ (স্ত্রী): **কাদম্বা**—কলহংসী।

**কাদম্বর**—বিঃ দই-এর সর, কদম্ব-কুসুম-জাত মদ্য। বিঃ (স্ত্রী): **কাদম্বরী**[১]—মদিরা। [কু+অম্বর=কদম্বর+অ+ঈ]। **কাদম্বরী**[২]—সরস্বতী দেবী, শারিকা, কোকিলা।

**কাদম্বিনী**—বিঃ মেঘমালা (যাহার অনুগামী রূপে কদম্ব পুষ্প বিকসিত হয়)। [কাদম্ব+ইন্+ঈ]।

**কাদা**—(১) বিঃ কর্দম, পাঁক। (২) বিণঃ কর্দমাক্ত, পঙ্কিল। **কাদা-খেউড়**—বিঃ কাদা লইয়া স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে খেলা ও একপ্রকার অশ্লীল আমোদ-প্রমোদ। **কাদা-খোঁচা**—খঞ্জন জাতীয় পক্ষিবিশেষ। (ইহা কাদা খুঁচিয়া আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে)। **-টিয়া, -টে**—বিঃ কর্দমপূর্ণ, ঘোলা।

**কান**[১]—বিঃ কৃষ্ণ, কানাই (বৈষ্ণব পদাবলীতে 'কান' ব্যবহৃত)।

**কান**[২]—বিঃ শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ; সেতার তানপুরা প্রভৃতি তারের যন্ত্রের তার বাঁধিবার খুঁটি; কানের গহনা বিশেষ। **কান কটকট করা**—ক্রিঃ কানের ভিতরে কামড় দিবার মত

যন্ত্রণা হওয়া। ক্রিঃ **-কাটা**—সম্পূর্ণ পরাস্ত করা (এ মেয়ে পুরুষের কান কেটেছে)। **-কুয়া, -কো**—বিঃ মাছের ফুলকোর উপরের শক্ত আবরণ। **-খুস্কি**—বিঃ কানের খোলা বাহির করিবার জন্য ধাতু নির্মিত দণ্ড বিশেষ। **-খাড়া করা**—ক্রিঃ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হওয়া। **-দেওয়া**—ক্রিঃ শোনা, মনোযোগ দেওয়া, গ্রাহ্য করা। **-ধরা**—ক্রিঃ অপমান করিবার জন্য কান স্পর্শ করা। **-পাকা**—ক্রিঃ কানের ভিতরে পুঁজ জমা হওয়া। **-পাতলা**—বিণঃ অপরের লাগানি-ভাঙ্গানিতে আস্থা স্থাপনকারী। **-পাতা**—কোন কিছু মনোযোগ দিয়া শোনা। **ভাঙ্গানো**—ক্রিঃ কুমন্ত্রণা দেওয়া। **-ভারী করা**—ক্রিঃ কুমন্ত্রণা বা বিরুদ্ধ কথার দ্বারা প্রভাব বিস্তার করা। **-মলে দেওয়া**—ক্রিঃ অপদস্থ করা, অপমান করা। **কানাকানি**—বিঃ কানে কানে বলাবলি, গোপনে রটনা। **-ঘুষা, কানাঘুষা**—গোপনে রটনা। **কানে আঙ্গুল দেওয়া**—ক্রিঃ অশ্রাব্য জ্ঞান করিয়া শুনিতে না চাওয়া। **কানে ওঠা**—ক্রিঃ কর্ণগোচর হওয়া। **কানে কানে**—ক্রিঃ বিণঃ চুপিচুপি, মৃদুস্বরে। **কানে খাটো**—বিণঃ কানে কম শোনে এমন। **কানে তালা লাগা**—ক্রিঃ ভয়ানক শব্দের জন্য অথবা দুর্বলতার জন্য শুনিতে না পাওয়া। **কানে তোলা**—ক্রিঃ শোনানো, গ্রাহ্য করা (রাম কারও কথা কানে তোলে না)। **কানে লাগা**—শুনিতে ভাল না লাগা, শ্রুতিমধুর বোধ না হওয়া।

**কানড়[১]**—বিঃ সর্পবিশেষ।

**কানড়[২], কানড়া**—বিঃ কর্ণাটদেশ প্রসিদ্ধ স্ত্রীলোকের কুণ্ডলাকৃতি খোঁপা।

**কানন**—বিঃ বাগান, বন, অরণ্য। **নন্দন কানন**—বিঃ পারিজাত আদি শোভিত কানন ; সুদৃশ্য উপবন, স্বর্গোদ্যান।

**কাননারি**—বিঃ শমীবৃক্ষ, যাহা হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া বন দগ্ধ করে।

**কানা[১], কাণা**—বিণঃ, বিঃ এক চক্ষুহীন ; অন্ধ ; বিচারহীন (কাহনে কানা)। (স্ত্রী)ঃ **কানী**—এক চক্ষুহীনা। বিঃ **কানাকড়ি**—ভাঙ্গা বা ফুটো কড়ি (কানাকড়ির দাম নেই)। **কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন**—অযোগ্যের বহু মান দান, কুৎসিতকে বেমানান ভাবে সাজানো। **কানামাছি**—বিঃ বাল্যক্রীড়াবিশেষ। বিণঃ **রাত-কানা**—রাত্রে দেখিতে পায় না এমন।

**কানা[২]**—বিঃ কিনারা, প্রান্ত, পাত্রাদির মুখের বেড় (কলসীর কানা)। **কানায় কানায়**—কিনারা পর্যন্ত।

**কানাই**—বিঃ শ্রীকৃষ্ণ।

**কানাচ**—বিঃ গৃহের বা বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগ। **আনাচ-কানাচ**—বাড়ীর অপ্রকাশ্য অংশ।

**কানাড়া**—বিঃ রাগিণীবিশেষ, কর্ণাট-রাগিণী ; কানড় খোঁপা।

**কানাত, কানাৎ**—বিঃ তাঁবু ; তাঁবুর ঘের বা পর্দা।

**কানি**—বিঃ জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড, ন্যাকড়া।

**কানীন**—বিণঃ অবিবাহিত কন্যার সন্তান, কুমারীর গর্ভজাত (ব্যাসদেব, কর্ণ)।

**কানুন[১]**—বিঃ আইন, বিধান। **আইন-কানুন**—বিঃ বিধি-বিধান।

**কানুন[২]**—বিঃ বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

**কানুনগো, কানুনগোই**—বিঃ রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারী ; জমি-জরিপ-কারী ; ভূমির পরিমাণ ও রাজস্বের আদায় ও তাহার হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ের পরীক্ষক। [আ]।

**কানুপা, -ফা**—বিঃ বিখ্যাত বৌদ্ধ তান্ত্রিক গুরু সিদ্ধ হাড়িপার শিষ্য।

**কানেট**—বিঃ কানের গহনাবিশেষ, মাকড়ি বা কানবালা।

**কানেস্তারা, ক্যানেস্তারা**—বিঃ টিন নির্মিত চৌকা পাত্রবিশেষ।

**কান্ত**—(১) বিঃ পতি, স্বামী ; মনোজ্ঞ, সরস, শ্রুতিসুখকর ; (সূর্য, চন্দ্র ও অয়স্ শব্দের পর) মণি বা প্রস্তর (সূর্যকান্ত, অয়স্কান্ত)। (২) বিণঃ কমনীয়, মনোহর, প্রিয়। (স্ত্রী): **কান্তা**—পত্নী, প্রিয়া।

**কান্তার**—বিঃ দুর্গম পথ, শ্বাপদসঙ্কুল পথ ; দুষ্প্রবেশ্য অরণ্য ; মহারণ্য। [কান্+তৃ+ণিচ্+অ]।

**কান্তি**—বিঃ শোভা, লাবণ্য, কমনীয়তা, দীপ্তি। বিঃ **-বিদ্যা**—সৌন্দর্য-বিজ্ঞান, aesthetic।

**কান্তিময়**—বিণঃ লাবণ্যযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী): **কান্তিমতী**।

**কান্তিক**—বিঃ ইস্পাত, steel।

**কান্দ**—বিণঃ কন্দ হইতে জাত, কন্দ-সম্বন্ধীয়।

**কান্দন**—বিঃ ক্রন্দন, কান্না (বাংলাদেশে প্রচলিত)।

**কান্দর্প**—(১) বিঃ কন্দর্পপুত্র। (২) বিণঃ কন্দর্প সম্বন্ধীয়। [কন্দর্প+অ]।

**কান্দা**—ক্রিঃ কাঁদা। [প্রাদেশিক]।

**কান্দী**—বিঃ নদীর ধার, কিনারা ; গ্রামের প্রধান।

**কান্না**—বিঃ ক্রন্দন, রোদন, বিলাপ, দুঃখপূর্ণ অভিযোগ (তোমার কান্না ত লেগেই আছে)। **-কাটি**—প্রচুর ক্রন্দন, অনুনয়-বিনয়, ঐকান্তিক আবদার। **মরা কান্না**—বিঃ স্ত্রী-লোকের স্বজন বিয়োগে উচ্চৈঃস্বরে বিনাইয়া বিনাইয়া কান্না। **মায়া কান্না**—বিঃ প্রতারণা করিবার জন্য কান্না, কুম্ভীরাশ্রু।

**কান্যকুব্জ**—বিঃ প্রাচীন নগরবিশেষ ; বর্তমান কনৌজ।

**কাপ**[১]—(১) বিঃ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভঙ্গ কুলীন ; কপটতা, ছলনা, ভান (কাপ করিয়া পড়িয়া থাকা) ; অসুখ ইত্যাদির ভান করা। (২) বিণঃ ছদ্মবেশী, কপটী।

**কাপ**[২]—বিঃ বাটি, পেয়ালা, cup।

**কাপটিক**—বিণঃ শঠ, ধূর্ত, এক শ্রেণীর গুপ্তচর। [কপট+ইক]।

**কাপট্য**—বিঃ ধূর্ততা, শঠতা।

**কাপড়**—বিঃ বস্ত্র, পরিধেয়, বসন। বিঃ **কাপড়-চোপড়**—পরিধেয় ও অন্যান্য বস্ত্র।

**কাপালিক, কাপালি, -লী**—বিঃ তান্ত্রিক সন্ন্যাসিবিশেষ ; কৃষিজীবী হিন্দু জাতিবিশেষ।

**কাপাস**—বিঃ তুলাবিশেষ, কার্পাস।

**কাপিল**—কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শন।

**কাপুড়িয়া, কাপুড়ে**—(১) কাপড়ের ব্যবসায়ী। (২) কাপড় সম্বন্ধীয়।

**কাপুরুষ**—(১) বিঃ পুরুষোচিত সাহসহীন ব্যক্তি ; ভয়ে আত্মসম্মান বিসর্জন দেয় এমন ব্যক্তি। (২) বিণঃ ভীরু, অধম, সাহসহীন।

**কাপুরুষতা, -ত্ব**—বিঃ ভীরুতা, সাহস-হীনতা।

**কাপোত**—বিঃ কপোতসমূহ, পায়রার ঝাঁক। বিঃ **-বৃত্তি**—কপোতের মত অনিশ্চিত জীবিকা বা উঞ্ছবৃত্তি।

**কাপ্তেন, কাপ্তান**—বিঃ জাহাজের অধ্যক্ষ; সেনাদলের উচ্চপদস্থ কর্মচারী; খেলোয়াড়দের প্রধান, captain, নীচ আমোদ-প্রমোদে সহায়তা করে এমন ধনী বিলাসী, নিন্দিত বিষয়ে নিপুণ বা নেতৃস্থানীয় (ছেলেটা ত কাপ্তেন হয়ে উঠেছে)।

**কাফন**—বিঃ শবাধার, শবদেহবহন পাত্র। [আ]।

**কাফরি, কাফরী, কাফ্রি, কাফ্রী**—বিঃ আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোজাতি। (বর্ণের অসাধারণ কৃষ্ণত্বের জন্য সুবিখ্যাত)।

**কাফি**[১]—**কফি**-র রূপভেদ।

**কাফি**[২]—বিঃ সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ।

**কাফির, কাফর, কাফের**—বিঃ ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী বা ইসলামবিরোধী লোক; নৃশংস, নির্মম (ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি মুসলমানদের বিতৃষ্ণাজ্ঞাপক উক্তি)।

**কাফেলা, কাফিলা**—বিঃ উষ্ট্রারোহী তীর্থযাত্রীদল (উটের কাফেলা চলিয়াছে)। [আ]।

**কাবচিক**—বিঃ বর্মপরিহিত যোদ্ধা।

**কাবলী**—**কাবুলী**-এর রূপভেদ।

**কাবা**[১]—বিঃ ঢোলা অঙ্গাবরণবিশেষ। [আ]।

**কাবা**[২]—বিঃ মক্কার সুবিখ্যাত উপাসনা গৃহ, হজরত ইব্রাহিম কর্তৃক প্রথম নির্মিত; যাঁহারা হজ করিতে যান, তাঁহারা ইহা প্রদক্ষিণ করেন। [আ]।

**কাবাড়ি, -ড়ী, কাবারি**—বিঃ যে ভাঙ্গাচোরা বা পুরাতন মালের ব্যবসা করে।

**কাবাব**—বিঃ আগুনে ঝলসানো শলাকাবিদ্ধ মাংস। [আ]।

**কাবাবচিনি**—বিঃ গোলমরিচের মত মসলাজাতীয় ক্ষুদ্র ফল বিশেষ।

**কাবার**—বিঃ শেষ (মাস কাবার); নিঃশেষিত (বাবা যে টাকা দিয়াছেন সব কাবার); পূর্ণ (পঞ্চাশ কাবার অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে)। [আ]।

**কাবীন**—বিঃ দেন-মোহর; মুসলমান স্বামী বিবাহ কালে তাহার স্ত্রীকে যে অর্থ দিতে অঙ্গীকার করে। **কাবীননামা**—বিঃ কাবীন সম্বন্ধে লেখা।

**কাবু**—বিণঃ পরাস্ত, দুর্বল (ম্যালেরিয়ায় কাবু হইয়া পড়িয়াছি); বশীভূত (যুদ্ধে কাবু)। [তুর্কী]।

**কাবুলী, কাবলী**—(১) বিঃ কাবুলের (আফগানিস্থান) অধিবাসী। (২) বিণঃ কাবুলদেশীয়।

**কাবেজ**—বিণঃ আয়ত্তীকৃত, করতলগত।

**কাবেরী**—বিঃ দাক্ষিণাত্যের নদীবিশেষ।

**কাবোল**—বিঃ কাওয়ালী (গান) গায়ক।

**কাব্য**—বিঃ পদ্য সাহিত্য, রসাত্মক মধুর বাক্য, কবিতা, ছন্দোবন্ধ অভিব্যক্তি। [কবি+য]। বিঃ **-কলা**—কবিতা রচনার কৌশল, পদ্ধতি। বিঃ **-জগৎ**—কাব্যলোক, ভাবজগৎ, কবিদের জগৎ, কবি সমাজ, কল্পলোক। বিঃ **-রস**— কবিতার রস, মাধুরী। বিণঃ বিঃ **-রসিক**—কাব্যানুরাগী, রসবেত্তা, রসবোদ্ধা। বিণঃ বিঃ **-কার**—কবি।

**কাম**—(১) বিঃ মদন, কন্দর্প। (২) বিঃ শুক্র, কামনা, অভিলাষ ; আসঙ্গ লিপ্সা। (৩) বিঃ কার্য, কর্ম। বিঃ **-কলা**—রতিশাস্ত্র। বিঃ **-কেলি**—যৌন-সম্ভোগ। বিঃ **-গন্ধ**—কামের গন্ধ বা লেশ ('রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়'—চণ্ডীঃ)। বিণঃ **-চর**—স্বেচ্ছাবিহারী, স্বেচ্ছায় সর্বত্রগামী। **-চার**—(১) বিঃ স্বেচ্ছাচার। (২) বিণঃ স্বেচ্ছাচারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-চারিণী**। বিণঃ **-জ**—কামজাত। বিঃ **-জ্বর**—কামানল। বিণঃ **-দ**—অভিষ্টদাতা, অভিলাষপ্রদানকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-দা**—অভিলাষদায়িনী। বিঃ **-দেব**—মদন। বিঃ **-ধেনু, -দুঘা**—পুরাণে বর্ণিত অভীষ্টদায়িনী গাভী (সুর্বভি, নন্দিনী প্রভৃতি)। বিঃ **-পত্নী**—রতি। বিণঃ **-প্রদ**—অভীষ্ট-দাতা। বিঃ **-বাই**—প্রবল কামাসিক্ত। বিঃ **-বাণ, -শর**—মদনদেবের কামো-দ্দীপক বাণ। **-রূপ, -রূপসী**—স্বেচ্ছারূপধারী সুন্দর। বিঃ **-শাস্ত্র, -সূত্র**—রতিশাস্ত্র।

**কামট**—বিঃ হাঙ্গর।

**কামঠ**—(১) বিঃ কচ্ছপের মাংস, কচ্ছপ। (২) বিণঃ কচ্ছপসম্বন্ধীয়।

**কামড়**—বিঃ দংশন, বেদনা, কামড়ানি, অত্যধিক লোভ, প্রবল আসক্তি। ক্রিঃ **কামড়ান, কামড়ানো**—দংশন করা, যন্ত্রণা করা, দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া থাকা। বিঃ **কামড়ানি, কামড়ি**—বেদনা বোধ। বিঃ **কামড়া-কামড়ি**—পরস্পর দংশন, মারামারি। বিঃ **কামড়ি**—ধাতুর পাত্রের কিনারা মুড়িয়া জোড়।

**কামদানী, কামদানি**—বিঃ কাপড়ে নকসার কাজ, এমব্রডারী, embroidery, কাপড়ের উপর জরি বসানো। [হি]। বিণঃ **কামদার**—নকসাযুক্ত, কারুকার্য-মণ্ডিত।

**কামনা**—বিঃ বাসনা, অভিলাষ, ইচ্ছা। বিণঃ **কামুক**—কামেচ্ছু।

**কামরা**—বিঃ ঘর, কক্ষ। [পো]।

**কামরাঙ্গা, কামরাঙা**—বিঃ পঞ্চশিরাযুক্ত টক ফলবিশেষ।

**কামরূপ**—বিঃ আসামের অন্তর্গত স্থান-বিশেষ।

**কামল**—বিঃ বসন্ত কাল ; কামলা, কাওল রোগ।

**কামলা**—বিঃ কাওল, ন্যাবা রোগবিশেষ।

**কামাই**—(১) বিঃ রোজগার, আয়। (২) বিঃ বিরাম, অনুপস্থিতি। [ফা]।

**কামাক্ষী**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ কামাখ্যাদেবী।

**কামাখ্যা**—বিঃ স্থানবিশেষ (গৌহাটির নিকট), হিন্দুদের তীর্থস্থান।

**কামাগ্নি**—বিঃ কামলালসা, কামানল।

**কামাতুর**—বিণঃ কামার্ত, কামোদ্বেল।

**কামাত্মা**—বিণঃ কামপরবশ, ফলকামী।

**কামান**[১]—বিঃ বৃহৎ আগ্নেয়াস্ত্র, তোপ। [ফা]।

**কামান**[২], **কামানো**—(১) ক্রিঃ আয় করা, ক্ষৌরকর্ম করা। (২) বিণঃ উপা-র্জিত, ক্ষৌরকর্ম করা হইয়াছে এমন। (৩) বিঃ উপার্জন, ক্ষৌর-কর্ম করণ। [হি]।

**কামানল**—বিঃ প্রবল সম্ভোগেচ্ছা, কামলালসা।

**কামানি**—বিঃ ধনুকাকৃতি স্প্রিং বা লৌহ ; ক্ষৌরকারের মজুরি, বেতন। [ফা]।

**কামান্ধ**—বিণঃ কামোন্মাদনায় হিতা-হিতজ্ঞানশূন্য।

**কামাবসায়িতা, কামাবশায়িতা**—বিঃ অষ্ট-সিদ্ধির অন্যতম ইন্দ্রিয় সংযম শক্তি।

**কামার**—বিঃ কর্মকার, লৌহকার। বিঃ **-শালা**—কামারের কার্যস্থল বা কারখানা।

**কামার্ত**—বিণঃ কামবিহ্বল, কামাতুর।

**কামাল্**—বিঃ দক্ষতা, অসাধারণ কাজ বা কাজ করা। [আ]।

**কামাসক্ত**—বিণঃ শৃঙ্গানানুরক্ত, লম্পট।

**কামিজ**—বিঃ এক ধরণের জামা, ঢিলা সার্ট'। [পো, ফা]।

**কামিনী**—(১) বিঃ নারী, পত্নী, সুগন্ধ ফুলবিশেষ। (২) বিণঃ কামনা-যুক্তা স্ত্রী।

**কামী**—বিণঃ কামুক, ইচ্ছুক, কাম-পীড়িত।

**কামুক**—বিণঃ কামপরবশ, রমণাসক্ত।

**কামোদ**—বিঃ সঙ্গীতের রাগবিশেষ।

**কাম্য**—বিণঃ কামনারযোগ্য, অভিল-ষণীয়, অভীষ্ট ফললাভের আশায় অনুষ্ঠেয়।

**কায়**—(১) বিঃ দেহ, শরীর। (২) বিঃ কাহাকে, কেন, কিজন্য। বিঃ **-কল্প**—পূর্ণযৌবন ও আয়ু বৃদ্ধির নিমিত্ত আয়ুর্বেদোক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি। বিঃ **-ক্লেশ**—শারীরিক শ্রম বা কষ্ট। ক্রি-বিণঃ **-ক্লেশে**—কষ্টের সঙ্গে। ক্রি-বিণঃ **-মনোবাক্যে**—দেহ অন্তঃকরণ ও বাক্য দ্বারা, সর্বতো-ভাবে।

**কায়দা**— বিঃ কৌশল, নৈপুণ্য, আয়ত্তি।

**কায়স্থ**—বিঃ হিন্দু জাতি বিশেষ, কায়েত, সরকারি কর্মচারী বিশেষ ; পরমাত্মা। বিণঃ দেহস্থ।

**কায়স্থা, কায়স্থিনী**—বিঃ কায়স্থা-জাতীয়া স্ত্রী, কায়স্থ-পত্নী।

**কায়া**—বিঃ শরীর, দেহ।

**কায়িক**—বিণঃ দৈহিক, শারীরিক।

**কায়েত**—**কায়স্থ** শব্দের কথ্যরূপ।

**কায়েম**—বিণঃ দৃঢ়তা, মজবুত, স্থিরতা, স্থায়িত্ব। [আ]। বিণঃ **কায়েমী**—সুদৃঢ়, পাকা, চিরস্থায়ী, মজবুত।

**কার**[১]—সর্বঃ কাহার।

**কার**[২]—বিঃ অঙ্গে ধারণ করিবার নিমিত্ত পাকানো সূতাবিশেষ।

**কার**[৩]—বিঃ অসুবিধা, মুস্কিল, সঙ্কট। [ফা]।

**-কার**[১]—বিঃ কর্তা, যে করে, নির্মাতা শিল্পী, গ্রথিতা, উচ্চারণ, পুকার, কার্য, ক্রিয়া ; চিহ্ন বা অক্ষর।

**-কার**[২]—সম্বন্ধজ্ঞাপক প্রত্যয় বিশেষ (বৎসরকার)।

**কারক**—(১) বিণঃ যে করে, কর্মসম্পা-দক। (২) বিঃ (ব্যাক) ক্রিয়ার সহিত অন্বয়যুক্ত পদ। (কর্তৃকারক, কর্মকারক ইত্যাদি)। [কৃ+অক]।

**কারকুন**—বিঃ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক : [ফা]।

**কারখানা**—বিঃ কর্মশালা, দ্রব্য প্রস্তুতের স্থান, বৃহৎ ব্যাপার, কাণ্ড।

**কারচুপি, -চুবি**—বিঃ চালাকি, চাতুরী, ধূর্ততা ; বস্ত্রের উপর নকসার কাজ। [ফা]।

**কারণ**—(১) বিঃ হেতু, জন্য, নিমিত্ত, উদ্দেশ্য, মূল ; তান্ত্রিক সাধনায় ব্যব-হৃত মদ্য। (২) বিঃ ইন্দ্রিয়, দেহ। (৩) অব্যঃ যেহেতু। বিঃ **-জল, -বারি**—ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উৎসরূপ জল। বিণঃ **কারণিক**—কারণসম্বন্ধীয়, পরীক্ষক। বিণঃ **কারণীভূত**—হেতুভূত, কারণ-স্বরূপ, কারণরূপে কল্পিত।

**কারণ্ডব**—বিঃ হংস।

**কারতুজ—কার্টিজ** দ্রষ্টব্য।

**কারদানি**—বিঃ কৃতিত্ব, কেরামতি, কর্ম-কৌশল। [ফা]।

**কারপরদাজ**—বিঃ কর্মচারী ; পরিচারক। [ফা]।

**কারপেট—কার্পেট** দ্রষ্টব্য।

**কারবাইড**—বিঃ চুন ও অঙ্গার সহযোগে উৎপন্ন দ্রব্যবিশেষ, carbide।

**কারবার**—বিঃ কর্ম, বৈষয়িক ব্যাপার, ব্যবসা, পেশা, লেন-দেন। [ফা]।

**কারবেল্ল**—বিঃ করলা গাছ, করলা।

**কারয়িতা**—বিণঃ অন্যকে দিয়া কর্ম করায় এমন।

**কারসাজি**—বিঃ চাতুরী, কূট কৌশল, ভেলকি। [ফা]।

**কারা**[১]—সর্বঃ কাহারা।

**কারা**[২]—বিঃ কারাগার, জেলখানা। বিঃ **-গার**—কয়েদখানা, জেলখানা। বিঃ **-পাল**—জেলখানার অধ্যক্ষ, jailor। বিঃ **-বাস**—কারাবরোধ, বন্দিত্ব। বিঃ **-ক্লেশ**—জেলখানার কষ্ট বা যন্ত্রণা।

**কারাবা**—বিঃ রূপার কৌটা, রজত পাত্র। [ফা]।

**কারি, কারী**—বিঃ মাংস মৎস্যাদির ঝোল, curry।

**কারিকর—কারিগর** দ্রষ্টব্য।

**কারিকা**—বিঃ শিল্প কর্ম, শ্লোক ও অলংকারপূর্ণ গ্রন্থ ; সম্পাদিকা ; কর্মকর্ত্রী।

**কারিকুরি**—বিঃ কারুকার্য, শিল্পকর্ম।

**কারিগর**—বিঃ শিল্পী, মিস্ত্রি। [ফা]। বিঃ **কারিগরি**—কারুকার্য। বিণঃ **কারিগরী**—কারুকার্যসম্বন্ধীয়, শিল্প-কর্মবিশিষ্ট।

**কারিত**—বিণঃ যাহা করানো হইয়াছে এইরূপ।

**কারু**—(১) বিঃ শিল্পকার, artisan। (২) বিণঃ কর্তা, নির্মাতা, শিল্পকর। বিঃ **-কর্ম, -কলা, -শিল্প**—শিল্পকর্ম, নকসা ; crafts, শিল্প-শাস্ত্র। বিঃ বিণঃ **-কর্মী**—শিল্পী, কারিকর, শিল্পকার, craftsman, artisan।

**কারুকার্য, কারুক্রিয়া**—বিঃ শিল্পকার্য।

**কারুজ**—বিঃ শিল্পজাত বস্তু।

**কারু সমবায়**—কারিকরদের যৌথ সংগঠন, guild, organisation।

**কারুণিক**—বিণঃ দয়াময়। [করুণা +ইক]।

**কারুণ্য**—বিঃ দয়া বা করুণার ভাব।

**কারেন্সি নোট**—বিঃ কাগজের মুদ্রা-বিশেষ।

**কারোয়া**—বিঃ এক প্রকার শাকের ফল (ইহার জলকে বন-কেউড়া বা কেউড়ার জল বলে)।

**কার্কশ্য**—বিঃ কঠোরতা। [কর্কশ+য]।

**কার্টিজ, কার্তুজ**—বিঃ বন্দুকের টোটা, cartridge।

**কার্ড**—বিঃ মোটা কাগজের টুকরা, পোস্ট-কার্ড, postcard।

**কার্তিক**—বিঃ বাংলা বৎসরের সপ্তম মাস। [কৃত্তিকা+অ]। বিঃ **কার্তিকেয়**—মহাদেব ও পার্বতীর পুত্র ; দেব-সেনাপতি ষড়ানন। **কেলোকার্তিক, নবকার্তিক, লোহারকার্তিক**—অতি কুশ্রী, চালাক (ঠাট্টার ছলে ব্যবহৃত)।

**কার্তিকী**—কৃত্তিকা নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা, চান্দ্র কার্তিক মাসের পূর্ণিমা।

**কার্নিশ**—বিঃ ছাদ বা দেওয়ালের যে অংশ বাহিরে থাকে, cornice।

**কার্পণ্য**—বিঃ কৃপণতা। [কৃপণ+য]।

**কার্পাস**—বিঃ কাপাস, একপ্রকার তুলা।

**কার্পেট**—বিঃ গালিচা, carpet।

**কার্বন, কারবন**—বিঃ অঙ্গার, কয়লা, carbon, এর্কাপঠ কালি মাখানো কাগজ।

**কার্বলিক, কারবলিক**—বিণঃ অঙ্গার বা আলকাতরাজাত পদার্থ, carbolic। **-সাবান**—একপ্রকার বিষনাশক সাবান।

**কার্বা**—বিঃ গোলাপপাশ। [ফা]।

**কার্মিক**—বিণঃ যাহার উপর সূক্ষ্ম কারু-কার্য করা হইয়াছে এমন; বিচিত্র নির্মিত। [কর্মন্+ইক]।

**কার্মুক**—বিঃ বাঁশ; ধনুক; মহানিম্ব; কর্মসম্পাদক; কর্মদক্ষ। [কর্মন্+উক]।

**কার্য**—(১) বিঃ কর্ম, প্রয়োজন, ফল, উপকার। (২) বিণঃ কর্তব্য। [কৃ+য]। বিণঃ **-কর**—ফলজনক, উপযোগী। (স্ত্রী): **-করী, -কারিণী**। বিঃ **-করতা, -কারিতা**। বিঃ **-কলাপ**—ক্রিয়াকলাপ। বিঃ **-কারণ সম্বন্ধ**—কার্য ও কারণের পরস্পরের সম্পর্ক। **-কাল**—বিঃ চাকুরির কাল; যোগ্য কাল। বিণঃ **-কুশল**—কর্মদক্ষ। বিঃ **-ক্রম**—করণীয় কাজের পরপর নির্ঘন্ট, programme। ক্রি-বিণঃ **-গতিকে**—কার্য নিবন্ধে। ক্রি-বিণঃ **-তঃ**—ফলতঃ। বিঃ —**পরম্পরা**—ক্রম-অনুসারে কাজ। ক্রি-বিণঃ **-বশতঃ**—কার্যকারণে। বিঃ **-সিদ্ধি**—কার্যে ফলপ্রাপ্তি। বিঃ **কার্যাকার্য**—কাজ ও অকাজ। **কার্যানুরোধে**—কাজের দাবীতে। **কার্যান্তর**—ভিন্ন কাজ। **কার্যোদ্ধার**—কার্যসিদ্ধি।

**কার্শ্য**—বিঃ ক্ষীণতা, কৃশতা। [কৃশ+য]।

**কার্ষাপণ**—বিঃ ষোল পণ, এক কাহণ, কড়ির রৌপ্য মূল্য; প্রাচীন ভারতের মুদ্রামান।

**কার্ষিক**—বিঃ একবুড়ি, পাঁচ গণ্ডা; এক তোলা; কৃষক।

**কার্ষ্ণ**—বিণঃ কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়।

**কার্ষ্ণি**—বিঃ কৃষ্ণের পুত্র। [কৃষ্ণ+ই]।

**কার্ষ্ণ্য**—বিঃ কৃষ্ণতা, কালোরঙ।

**কাল**১—বিঃ সময়, যুগ, অবসর, মানুষের জীবনের বিভিন্ন দশা (যৌবন ইত্যাদি)। আয়ুষ্কাল, যম, সর্বনাশের কারণ, ক্রিয়ার সময়। ক্রি-বিণঃ **-ক্রমে**—কালের গতিতে। বিঃ **-গ্রাস**—মৃত্যু। বিঃ **-ঘাম**—মৃত্যুর পূর্বের ঘাম, অস্বাভাবিক ঘাম। বিঃ **-চক্র**—সময়ের চাকা। বিণঃ **-জ্ঞ**—যিনি অতীত ও ভবিষ্যতের কথা জানেন, যিনি কোন্ সময়ে কি কর্তব্য জানেন। বিঃ **-ধর্ম**—সময়োপযোগী কৃত্য। বিঃ **-যাপন**—কাটানো। বিঃ **-সমুদ্র**—সমুদ্রের মত সীমাহীন কাল। ক্রি-বিণঃ **কালে-কালে**—ক্রমে ক্রমে, ভবিষ্যতে। ক্রি-বিণঃ **কালে-ভদ্রে**—কদাচিৎ। বিঃ **-বৈশাখী**—চৈত্র বৈশাখ মাসের আপরাহ্নিক ঝড়বৃষ্টি।

**কাল**২—বিঃ আগামী দিন বা পরের দিন। ক্রি-বিণঃ **-কে**—কাল। **-কের, -কার**—পূর্বদিনের অথবা পরদিনের। বিঃ, ক্রি-বিণঃ **কালি**—(কাব্যে) কাল।

**কাল**৩—বিঃ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। বিঃ **-কণ্ঠ**—শিব, ময়ূর। **-কাশুন্দা**—একপ্রকার গাছ। **-কূট**—গরল। **-কিষ্টি**—ঘোর-কালো। **-ঘুম**—মৃত্যুর ঘুম, শেষ ঘুম। বিণঃ **-চে**—কৃষ্ণাভ। **-শিরা, -শিটা, -শিটে**—আঘাতের ফলে রক্ত জমাট বাঁধিয়া কালো দাগ হওয়া। বিঃ **-নাগ**—সাপ, কেউটে। **-বাজার**—নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক মূল্যে গোপন কারবার, black market। **-ধর্ম**—কালোপযোগী ধর্ম।

**কালনেমি**—বিঃ রাবণের মামা। **কালনেমির লঙ্কাভাগ**—কোনও জিনিস হাতে আসিবার পূর্বেই তাহার হিসাব করা (কালনেমি হনুমানকে মারিবার পূর্বে লঙ্কা ভাগের পরিকল্পনা করেন)।

**কালপুরুষ**—বিঃ যমের অনুচর, নক্ষত্র পুঞ্জবিশেষ, orion।

**কালপেঁচা**—বিঃ একশ্রেণীর পেচক (ইহার রঙ কটা), অমঙ্গলসূচক পেঁচা।

**কালপ্রবাহ**—বিঃ সময়ের গতি, কালস্রোত।

**কালবীক্ষক**—বিঃ যিনি অফিসে আগমনকারীদের সময়ের হিসাব রাখেন।

**কালবুদ**—বিঃ ছোট সেতু, খিলান গাঁথিবার ফর্মা, culvert ; জুতো তৈয়ারি করিবার কাঠের ফর্মা।

**কালবেলা**—বিঃ অশুভ সময়।

**কালবৈশাখী**—বিঃ চৈত্র-বৈশাখে বৈকালিক প্রচণ্ড ঝটিকা।

**কালবোস, কালবাউস**—বিঃ একপ্রকার মাছ।

**কালভৈরব**—বিঃ শিবের অংশজাত ভৈরব।

**কালমেঘ**—বিঃ তিক্ত স্বাদযুক্ত ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ (যকৃতের অসুখে বিশেষ উপকারী)।

**কালরাত্রি**—বিঃ মৃত্যুর রাত্রি, অশুভ রাত্রি।

**কালশশী**—বিঃ কৃষ্ণচন্দ্র।

**কালা**—বিণঃ বধির ; কৃষ্ণবর্ণ। বিঃ শ্রীকৃষ্ণ। **-কানুন**—দেশবাসীদের অমঙ্গলকারী আইন। বিঃ **-চাঁদ**—

**কালাগুরু**—বিঃ কৃষ্ণচন্দন।

**কালাগ্নি, কালানল**—বিঃ সৃষ্টিনাশকারী আগুন, প্রলয়াগ্নি।

**কালাজ্বর**—বিঃ একপ্রকার জ্বর।

**কালাতিক্রম, কালাতিপাত, কালাত্যয়**—বিঃ সময় যাপন।

**কালানুবর্তী**—বিণঃ সময়ের অনুসারে। (স্ত্রী)ঃ **-বর্তিনী**।

**কালান্তক**—(১) বিণঃ যুগ বা কালকে অন্ত বা শেষ করে যাহা এমন। (২) বিঃ যম, মৃত্যু।

**কালান্তর**—বিঃ অন্য সময়, অন্যকাল, ভিন্ন যুগ, যুগান্তর। **-বিষ**—যে বিষের (দংশনের) ফল পরে বুঝা যায়।

**কালাপানি**—বিঃ ভারত মহাসাগরের কালো জল ; সমুদ্র, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দীপান্তর, নির্বাসন।

**কালাপাহাড়**—(১) বিঃ মুসলমান আমলে মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত একজন অত্যাচারী ব্যক্তি। (২) বিণঃ **কালাপাহাড়ী**—ধর্ম-বিদ্বেষী, কালাপাহাড়ের ন্যায়।

**কালাবাজার, কালোবাজার**—অন্যায়ভাবে বেশী দামে জিনিস-পত্র বিক্রয়ের বাজার, black-market।

**কালামুখ**—(১) বিণঃ নির্লজ্জ। (২) বিঃ কলঙ্কলিপ্ত মুখ। বিণঃ **কালামুখা, কালামুখো**। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **কালামুখী**।

**কালাশুদ্ধি**—বিঃ অশুভ সময়, অকাল।

**কালাশৌচ**—বিঃ মহাগুরু, বিশেষ ভাবে মাতা পিতার মৃত্যুর পর এক বৎসর ব্যাপী পালনীয় অশৌচ।

**কালি**[১]—বিঃ ক্ষেত্রের বা ঘন পদার্থের পরিমাপ, ঘনফল, বর্গফল। ক্রিঃ **কালি করা, কালিকষা**—ক্ষেত্রফল বাহির করা।

**কালি**[২]—বিঃ মসি, অন্ধকার, কলঙ্ক। **-ঝুলি**—মসি ও ঝুল, নানারকম ময়লা।

**কালিক**—বিণঃ সময়ের উপযুক্ত, সাময়িক।

**কালিকা**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ চণ্ডিকার রূপভেদ। [কাল+ইক+আ]। **-পুরাণ**—কালিকাদেবীর মাহাত্ম্যপূর্ণ পুরাণ।

**কালিদহ**—বিঃ যমুনা নদীর গর্ভে কালিনাগের বাসস্থান।

**কালিদাস**—বিঃ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকবি।

**কালিনী**—(১) বিণঃ দুঃখিতা, শোকার্তা। (২) বিঃ যমুনা নদী, কালিন্দী।

**কালিময়**—বিণঃ কলঙ্কিত।

**কালিমা**—বিঃ কৃষ্ণতা, মলিনতা।

**কালিয়া**—বিঃ (১) শ্রীকৃষ্ণ। (২) ঘি ও মসলাযোগে মাছ মাংসের রান্না।

**কালী**—বিঃ কালিকাদেবী। **-তলা**—বিঃ কালীদেবীর পূজার জন্য নির্দিষ্ট স্থান। বিঃ **আন্নাকালী**—কন্যাসন্তান আর না চাহিলে এরকম নামকরণ করা হয়।

**কালীন**—বিণঃ সাময়িক।

**কালীয়, কালিয়**—বিঃ ভাগবত পুরাণে বর্ণিত নাগবিশেষ। বিঃ **-দমন**—কালীয়নাগকে শাসন ; কালীয়নাগকে শাসনকারী শ্রীকৃষ্ণ।

**কালেক্টর, কালেকটর**—বিঃ জেলার রাজস্ব আদায়কারী প্রধান কর্মচারী, collector।

**কালেক্টরি**—বিণঃ কালেক্টরের অফিস সংক্রান্ত।

**কালেজ, কলেজ**—বিঃ মহাবিদ্যালয়।

**কালেভদ্রে**—ক্রি-বিণঃ কদাচিৎ।

**কালো**—বিঃ, বিণঃ কৃষ্ণবর্ণ।

**কালোচিত**—বিণঃ সময়োচিত, সময়োপযোগী।

**কালোবাজার**—**কালাবাজার** দ্রষ্টব্য।

**কালোয়াৎ, কালোয়াত**—বিঃ গীত বাদ্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ; (সঙ্গীতের) ওস্তাদ। বিঃ **কালোয়াতী**—সঙ্গীতে পারদর্শিতা, ওস্তাদি।

**কাল্পনিক**—বিণঃ অবাস্তব, অমূলক, মনগড়া। [কল্পনা+ইক]।

**কাশ**—বিঃ (১) একপ্রকার লম্বা ঘাস, কেশে। (২) একপ্রকার রোগ। (৩) প্রকাশ। (৪) কাশফুল।

**কাশা**—ক্রিঃ শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করা।

**কাশি**—বিঃ কাশরোগ।

**কাশিকা**—বিঃ পানিনি ব্যাকরণের সূত্র ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থবিশেষ ; কাশী ধাম।

**কাশী, কাশীধাম**—বিঃ কাশীক্ষেত্র, বারাণসী। **-নাথ, -শ, -শ্বর**—কাশীর অধিদেবতা, শিব, কাশীরাজ। বিঃ **-প্রাপ্তি, -লাভ**—কাশীধামে মৃত্যু, স্বর্গপ্রাপ্তি।

**কাশ্মীর**—বিঃ ভারতের উত্তরে অবস্থিত একটি রাজ্য। **কাশ্মীরী**—বিণঃ কাশ্মীর দেশজ।

**কাশ্যপ**—বিণঃ কশ্যপ মুনির বংশধর। বিঃ গোত্রবিশেষ ; কণাদ মুনি। [কশ্যপ -]। বিঃ **কাশ্যপেয়**—অদিতির সন্তান, কশ্যপমুনির পুত্র, গরুড়, সূর্য।

**কাষায়**—বিণঃ রক্তবর্ণরঞ্জিত, গৈরিক।

**কাষ্ঠ**—বিঃ কাঠ, দারু। বিঃ **-কুট্ট**—কাঠঠোকরা পাখী। বিঃ **পাদুকা**—খড়ম। **-পিপীলিকা**—বিঃ কাঠপিঁপড়ে। বিঃ

**-ফলক**—কাঠের তক্তা। বিঃ **-মঞ্চ**—কাঠের মাচান। বিঃ **-ময়**—কাষ্ঠ নির্মিত। বিঃ **-মার্জার**—কাঠবিড়াল। বিঃ **-লৌকিকতা**—শুকনো ভদ্রতা। বিঃ **-হাসি**—কৃত্রিম হাসি।

**কাষ্ঠা**—বিঃ সীমা (পরাকাষ্ঠা), উৎকর্ষ।

**কাষ্ঠাসন**—বিঃ কাষ্ঠ-নির্মিত আসন।

**কাসন, কাসন্দ, কাসুন্দি**—বিঃ সরিষা সহযোগে প্রস্তুত মুখরোচক ঝোল-বিশেষ।

**কাসমর্দ, কাসমর্দন**—বিঃ কালকাসুন্দি গাছ, পটোল।

**কাসীস**—বিঃ হীরাকস।

**কাস্ত, কাস্তিয়া, কাস্তে**—বিঃ শস্যাদি কাটিবার অস্ত্রবিশেষ। [দেশী]।

**কাহন, কাহণ**—বিণঃ, বিঃ ষোল পণ, ১২৮০টা।

**কাহাকে**—সর্বঃ কোন্ জনকে।

**কাহার**—বিঃ শিবিকা-বাহক সম্প্রদায় বিশেষ। সর্বঃ কোন্ জনের।

**কাহারবা**—বিঃ কাহার সম্প্রদায়ের নৃত্য-গীতের তালবিশেষ।

**কাহিনী**—বিঃ বৃত্তান্ত, উপাখ্যান।

**কাহিল**—বিণঃ রোগা, নিস্তেজ, দুর্বল।

**কাহে**—ক্রি-বিণঃ কিসের জন্য ('দারুণ বাঁশী কাহে বাজায়ত'—রবীন্দ্র)।

**কি**—(১) সর্বঃ কোন্ বস্তু বা বিষয়। (২) বিণঃ, ক্রি-বিণঃ কোন্, কেমন, কত।

**কিংকর, কিঙ্কর**—বিঃ দাস, চাকর, আজ্ঞাবহ ভৃত্য। (স্ত্রী)ঃ **কিংকরী**।

**কিংকর্তব্যবিমূঢ়**—বিণঃ কর্তব্য স্থির করিতে অক্ষম এমন, হতবুদ্ধি। বিঃ **-তা**।

**কিংকিণি, কিংকিণী**—**কিঙ্কিণি**-র বানানভেদ।

**কিংখাপ, কিংখাব**—বিঃ জরির কাজ করা রেশমী কাপড়। [ফা]।

**কিংবদন্তি, কিংবদন্তী**—বিঃ জনশ্রুতি, মুখে মুখে প্রচলিত কথা বা কাহিনী।

**কিংবা**—অব্যঃ অথবা, বিকল্পে।

**কিংশুক**—বিঃ পলাশবৃক্ষ বা ফুল।

**কিঙ্কর**—কিংকর দ্রষ্টব্য।

**কিঙ্কিণি, কিংকিনি, কিংকিনী**—বিঃ ঘুঙুর ; ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাযুক্ত কটিভূষণ ; দ্রাক্ষা ফল।

**কিচ্‌মিচ্, কিচমিচ, কিচিরমিচির**—বিঃ কোলাহল ; ইঁদুর, বানর, পাখি প্রভৃতির শব্দ, ঝগড়া।

**কিছু**—(১) বিণঃ অল্প। (২) সর্বঃ কোনবিষয় (সে কিছুর মধ্যে থাকে না)। **একটা কিছু**—যাহা হউক একটা বিষয় বা বস্তু। **কিছু কিছু**—বিণঃ অল্পস্বল্প। সর্বঃ বিঃ **-তে**। ক্রি-বিণঃ —কোন উপায়ে।

**কিঞ্চ**—অব্যঃ আরও কিছু।

**কিঞ্চিৎ**—অব্যঃ বিণঃ অল্প, সামান্য। বিণঃ **কিঞ্চিদধিক**—একটু বেশী। বিণঃ **কিঞ্চিদুষ্ণ**—একটু গরম। **কিঞ্চিদূন**—বিণঃ একটু কম। **কিঞ্চিন্মাত্র**—ক্রি-বিণঃ—সামান্য পরিমাণ।

**কিঞ্চিলিক, কিঞ্চলক**—বিঃ কেঁচুয়া, কেঁচো।

**কিঞ্জল, কিঞ্জল্ক**—বিঃ ফুলের পরাগ, কেশর।

**কিটকিটা, কিট্‌কিটে**—বিণঃ অতি ময়লা।

**কিড়মিড়, কিড়মিড়ি**—অব্যঃ দাঁতে ঘসার শব্দ।

**কিড়া**—বিঃ পোকা।

**কিণ**—বিঃ কড়া, ঘষার চিহ্ন।

**কিণাঙ্ক**—ঘষার দাগ। বিণঃ **কিণাঙ্কিত**—কড়াপড়া, ঘর্ষণচিহ্নযুক্ত।

**কিণ্ব**—বিণঃ খমির, পাপ।
**কিতব**—বিণঃ প্রতারক, শঠ, প্রবঞ্চক।
**কিতা**—বিঃ সারি, গোছা। বিণঃ **-দোরস্ত** —রুচিসম্মত, ফ্যাশান-অনুযায়ী।
**কিতাব, কেতাব**—বিঃ পুস্তক। [আ]।
**কিনা**[১]—অব্যঃ সংশয়জ্ঞাপক শব্দ, যেহেতু।
**কিনা**[২], **কেনা**—ক্রিঃ ক্রয় করা।
**কিনার, কিনারা**—বিঃ নদীর তীর বা কূল; পার্শ্ব, প্রান্ত, সন্ধান (চুরির কিনারা), নিষ্পত্তি (মোকদ্দমার কিনারা)।
**কিন্তু**—(১) অব্যঃ পরন্তু। (২) বিণঃ দ্বিধাগ্রস্ত। (৩) বিঃ সঙ্কোচ। **কিন্তু-কিন্তু করা**—ইতস্ততঃ করা।
**কিন্নর**—বিঃ দেবলোকের গায়ক জাতি। (স্ত্রী): **কিন্নরী**। বিণঃ **কিন্নর-কণ্ঠ** —কিন্নরের ন্যায় কণ্ঠবিশিষ্ট। (স্ত্রী): **কিন্নর-কণ্ঠী**।
**কিপটে**—বিণঃ কৃপণস্বভাব।
**কিফায়ত, কিফাইত**—বিঃ কম খরচ, সস্তাদর, লাভ। [আ]।
**কিবা**—অব্যঃ কেমন, কি সুন্দর ('কিবা বঙ্কিম ঠাম'—বৈঃ পঃ), কি, অথবা (কিবা দিন কিবা রাত্রি)।
**কিমতে**—ক্রি-বিণঃ কেমন করিয়া।
**কিমানো**—বিঃ জাপানী অঙ্গরাখা-বিশেষ।
**কিম্পুরুষ**—বিঃ কিন্নর, পুরাণোক্ত বর্ষ-বিশেষ, জম্বুদ্বীপের একখণ্ড, কুৎসিত-পুরুষ।
**কিম্বদন্তী, কিংবদন্তী**—বিঃ জনশ্রুতি।
**কিম্বা, কিংবা**—অব্যঃ বা, অথবা।
**কিম্ভূত**—বিণঃ কি প্রকার। **-কিমাকার** —অদ্ভূত, অস্বাভাবিক।
**কিম্মৎ**—বিঃ মূল্য, দাম। [আ]।
**কিম্মতী**—বিণঃ উৎকৃষ্ট।

**কিয়ৎ**—অব্যঃ বিণঃ কিঞ্চিৎ, একটু, কত পরিমাণ। [কিম্+বৎ]। **কিয়দ্দিন**—বিঃ কিছুদিন। **কিয়দ্দূর**—বিঃ কিছু-দূর।
**কিয়া**—বিঃ প্রতিফল।
**কিয়ারি, কেয়ারি**—(১) বিঃ বাগানের ছোট ছোট ডাল ও পাতা সাজানো। (২) গরুবাছুরের গায়ের ঘায়ে পোকা হইলে তাহার জন্য যে টোটকা দেওয়া হয়।
**কিরণ**—বিঃ অংশু, আলোকরশ্মি। [কৃ+অন]। বিঃ **-পাত, -সম্পাত**—রশ্মি বিকীরণ। (স্ত্রী): **কিরণময়ী**—জ্যোতির্ময়ী।
**কিরা, কিরে**—বিঃ শপথ, দিব্য।
**কিরাত**—বিঃ ভারতের প্রাচীন ব্যাধ জাতি। (স্ত্রী): **কিরাতী, কিরাতিনী** —বিঃ কিরাত দেশে উৎপন্ন দ্রব্য।
**কিরিচ, কিরীচ**—বিঃ বক্রাগ্র তরবারি, বাঁকা ছোরা।
**কিরিয়া**—**কিরা** দ্রষ্টব্য।
**কিরীট**—বিঃ মুকুট। বিণঃ **কিরীটী**—মুকুটধারী, অর্জুন। বিণঃ (স্ত্রী): **কিরীটিনী**—কিরীটধারিণী।
**কিরূপ**—বিণঃ কেমন, কি রকম।
**কিরে**—অব্যঃ প্রশ্নসূচক শব্দ, সম্বোধন-সূচক শব্দ।
**কিরকির**—অব্যঃ বালির মত কচকচ করা। বিণঃ **কিরকিরে**—বালির মত কর্কশ।
**কিল**—বিঃ মুষ্ট্যাঘাত। **কিল খেয়ে কিল চুরি করা**—আঘাত পাইয়া লুকাইয়া যাওয়া।
**কিলকিল, কিলবিল**—অব্যঃ অনেক লোকের একত্র বিচরণ, সরীসৃপের বিচরণসূচক।

**কিলাকিলি**—বিঃ পরস্পর মুষ্টিযুদ্ধ। **কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো**—কিল মারিয়া কাঁচা কাঁঠালকে পাকাইবার চেষ্টা অর্থাৎ শাসন করিয়া কাহাকেও বশে আনিবার চেষ্টা।

**কিলো** বিঃ সহস্রগুণ প্রকাশক (ওজনে, মাপে বা দূরত্বে), kilo।

**কিল্লা, কেল্লা**—বিঃ দুর্গ, গড়। বিঃ **-দার**—দুর্গরক্ষক। [আ]

**কিশমিশ**—বিঃ শুষ্ক দ্রাক্ষা। [ফা]।

**কিশলয়, কিসলয়**—বৃক্ষাদির কচি বা নূতন পাতা।

**কিশোর**—বিণঃ বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্তী বয়স। (স্ত্রী): **কিশোরী**।

**কিষাণ**—বিঃ কৃষক, চাষা, কৃষাণ।

**কিসম**—বিঃ প্রকার, রকম। [আ]।

**কিসমৎ**—বিঃ ভাগ্য, অদৃষ্ট। [আ]।

**কিসে**—**সর্বঃ** কি হইতে, কেমন করিয়া।

**কিসের**—**সর্বঃ** কোন বস্তু বা বিষয়ের (কিসের জন্য কাঁদছে)।

**কিষ্কিন্ধা, কিষ্কিন্ধ্যা**—বিঃ রামায়ণে বর্ণিত বানরদের দেশ বা রাজধানী।

**কিস্তি১**—বিঃ আংশিক ঋণ পরিশোধন বা খাজনা দেওয়ার সময়; দফা, ক্ষেপ। [ফা]। **-বন্দি, -বন্দী**—দফায় দফায় দেওয়ার ব্যবস্থা। **-খেলাপ**—সময়ে টাকা দিতে না পারা।

**কিস্তি২**—বিঃ জাহাজ, মাল বোঝাই বড় নৌকা। [ফা]।

**কিস্তি৩**—বিঃ দাবা খেলার চাল, সাধারণতঃ দাবার রাজাকে আটক বা ধ্বংস করার জন্য চাল। [ফা]। বিঃ **-মাত**—দাবা খেলায় রাজার গতি বন্ধ করণ, সম্পূর্ণ বিজয় বা সফলতা লাভ।

**কী**—কি শব্দের উপর বেশী জোর বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়।

**কীচক**—বিঃ বায়ুর সংযোগে বাঁশ হইতে যে শব্দ হয়; বিরাট রাজার শ্যালক।

**কীট**—বিঃ পোকা, কৃমি। বিণঃ **-ঘ্ন**—কীটনাশক। বিণঃ **-জ**—কীট হইতে জাত। বিঃ **-পতঙ্গ**—পোকা মাকড়। বিঃ **কীটাণু**—সাধারণ চোখে দেখা যায় না এমন ক্ষুদ্র কীট। বিঃ **কীটাণুকীট**—কীটাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র কীট; অতি তুচ্ছ ব্যক্তি। (অনেকে বিনয়-পূর্বক নিজেকে এইরূপ বলেন)।

**কীটাণ্ড**—বিঃ কীটের ডিম।

**কীদৃক্, কীদৃশ**—বিণঃ কেমন, কি রকম। [কিম্+দৃশ্+ক্বিপ্, অ]। (স্ত্রী): **কীদৃশী**।

**কীর্ণ**—বিণঃ, এদিকে ওদিকে ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত, ব্যাপ্ত।

**কীর্তন**—বিঃ নাম-গান, গুণ বর্ণনা, ঈশ্বরলীলা কথন, ঈশ্বর গুণগান। বিঃ **কীর্তনাঙ্গ**—কীর্তন গানের সুর। বিণঃ **কীর্তনীয়**—কীর্তনযোগ্য। বিণঃ (স্ত্রী): **কীর্তনীয়া**। বিণঃ **কীর্তিত**—কীর্তন করা হইয়াছে এমন।

**কীর্তি**—বিঃ যশ, খ্যাতি। [কৃত্+তি]। বিঃ **-কলাপ**—কৃতিত্বের পরিচায়ক কাজ। বিণঃ **-বাস, -মান**—যশস্বী। বিঃ **-স্তম্ভ**—মহৎ কর্মের স্মারক-স্তম্ভ, মহৎ কর্মীর স্মৃতিস্তম্ভ।

**কীল, কীলক**—বিঃ হুড়কো, খিল, খুঁটি, শলাকা, পেরেক, গজাল।

**কু**—(১) অব্যঃ বিঃ পাপ, দোষ, অমঙ্গল। (২) বিণঃ মন্দ, কুৎসিত, কুটিল, দুষ্ট। (৩) বিঃ **আগম**—নিগমাদি বেদাঙ্গের ব্যাখ্যা।

**কুইনিন, কুইনাইন**—বিঃ ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক তিক্ত ঔষধ।

**কুঁইকুঁই**—অব্যঃ ক্ষুধা বা শীতের চোটে চাপা আর্তনাদ।

**কুঁকড়া, কুঁকড়ো**—বিঃ কুক্কুট, মোরগ। (স্ত্রী): **কুঁকড়ী।**

**কুঁকড়ান, কুঁকড়ানো**—ক্রিঃ কুঞ্চিত বা জড়সড় হওয়া বা করা।

**কুঁকড়ি-সুকড়ি**—বিণঃ কুণ্ডলীর ন্যায়, জড়সড়।

**কুঁচ**—বিঃ গুঞ্জাফল, গুঞ্জার পরিমাণ।

**কুঁচন, কুঁচনো, কুঁচান, কুঁচানো, কুঁচকন, কুঁচকনো, কুঁচকান, কুঁচকানো**—(১) ক্রিঃ কুঞ্চিত করা বা হওয়া। (২) বিঃ কুঞ্চন। (৩) বিণঃ কুঞ্চিত।

**কুঁচকি, কুচকি**—বিঃ উরু ও কটির সন্ধিস্থল।

**কুঁচি, কুচি**—বিঃ অতি ক্ষুদ্র ঝাঁটা, মুড়ি ভাজিবার ঝাঁটা বিশেষ; মোটা পশু-লোম; বুরুশ।

**কুঁচিয়া**—বিঃ সাপের মত দেখিতে মৎস্য বিশেষ।

**কুঁচিলা**—বিঃ এক প্রকার বিষাক্ত গাছ।

**কুঁজ**—বিঃ পৃষ্ঠের বক্রতা। বিণঃ **কুঁজা, কুঁজো**—কুঁজযুক্ত লোক। (স্ত্রী): **কুঁজী।**

**কুঁজড়া, কুঁজড়ো**—বিণঃ কুটিল, দুর্দান্ত, কলহপ্রিয়।

**কুঁজা**—বিঃ জলপাত্রবিশেষ। বিণঃ কুব্জ-দেহ।

**কুঁড়া, কুঁড়**—বিঃ তুষকণা, তুষের ক্ষুদ্রাংশ।

**কুঁড়াজালি**—বিঃ মাছ ধরিবার জাল বিশেষ।

**কুঁড়ি, কুঁড়ী**—বিঃ কলিকা, মুকুল; কোরক।

**কুঁড়ে, কুঁড়িয়া**—বিঃ পর্ণশালা, পাতার ঘর, দরিদ্রের কুটীর।

**কুঁড়ে**—বিণঃ অলস।

**কুঁথা, কুঁখা**—ক্রিঃ চাপা বেদনা প্রকাশ করা, ক্লেশ প্রকাশক ধ্বনি করা (বিশেষভাবে মলত্যাগ কালে)। ক্রিঃ -ন, -নো—কুঁথিতে বাধ্য করা।

**কুঁদ**—বিঃ (১) ছুতোরের কুঁদিবার যন্ত্র বিশেষ। (২) শ্বেত বর্ণের এক প্রকার ফুল, কুন্দ।

**কুঁদন**—**কুঁদা** দ্রষ্টব্য।

**কুঁদরু**—বিঃ পটোল জাতীয় আনাজ।

**কুঁদা, কুঁদো**—বিঃ বন্দুকাদির কাঠের বাঁট, গাছের গুঁড়ি, গোলাসাকারে জমানো এক প্রকার মিছরি।

**কুঁদুলী**—বিণঃ (স্ত্রী): ঝগড়াটে স্ত্রী-লোক। বিণঃ (পুং): **কুঁদুলে।**

**কুকথা**—বিঃ কুৎসিত কথা, অশ্লীল কথা দুর্বাক্য। (পৃথিবী অর্থে 'কু') **-কথা**—পৃথিবীর কথা।

**কুকরী**—বিঃ ক্ষুদ্র অস্ত্রবিশেষ, ছোরা।

**কুকর্ম**—বিঃ খারাপ কাজ, পাপ কাজ। বিণঃ **কুকর্মা, কুকর্মী**—মন্দ কাজ সংঘটনকারী।

**কুকুর**—বিঃ কুত্তা, সারমেয়। (স্ত্রী): **কুকুরী।** বিঃ **-কুণ্ডলী**—কুকুরের মত কুঁকড়াইয়া শয়ন। বিঃ **-ছাড়ি**—কুকুরের লেজের মত ফুল বিশিষ্ট এক প্রকার ছোট গাছ। **-মণ্ডল**—বিঃ নক্ষত্র-পুঞ্জবিশেষ। **-মাছি**—তীব্র দংশন-ক্ষম এক প্রকার মাছি। **যেমনি কুকুর তেমনি মুগুর**—দুষ্ট লোকের উপ-যুক্ত দণ্ডদাতা। **কুকুরে দাঁত**—কুকুর জাতীয় প্রাণীর মাড়ির উপর ও নীচের চারটি দাঁত।

**কুক্কুট**—বিঃ মোরগ। (স্ত্রী): **কুক্কুটী।**

**কুক্রিয়**—বিণঃ মন্দ কর্মকারী। বিঃ **কুক্রিয়া**—মন্দ ক্রিয়া।

**কুক্ষণ**—বিঃ অশুভ ক্ষণ।
**কুক্ষি**—বিঃ কোঁক, জঠর, গর্ভ, গুহা, ভিতরের স্থান। [কুষ্+ক্ষি]। বিণঃ **-গত**—উদরে প্রবিষ্ট, আত্মসাৎকৃত।
**কুখ্যাত**—বিণঃ নিন্দিত, অখ্যাতিযুক্ত। বিঃ **কুখ্যাতি**—নিন্দা, অপযশ।
**কুগ্রহ**—বিঃ পাপগ্রহ, উৎপাত।
**কুঙ্কুম**—বিঃ জাফরান, কুসুম, ফুল।
**কুচ**[১]—বিঃ যুবতীর স্তন।
**কুঁচ**[২]—সেনাগণের একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন বা যুদ্ধযাত্রা। বিঃ **-কাওয়াজ**—সৈন্যাদিগের সম্মিলিত ব্যায়াম ও রণ শিক্ষা, military parade।
**কুচকুচ**—অব্যঃ উজ্জ্বল কালো রঙের ভাব প্রকাশক শব্দ। বিণঃ **কুচকুচে**—কুচকুচ করিতেছে এমন।
**কুচক্র**—বিঃ খারাপ চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র। বিণঃ **কুচক্রী, কুচক্বুরে**—ষড়যন্ত্রকারী।
**কুচকাচা**—বিঃ টুকরা সমূহ, বাচ্চা-কাচ্চা।
**কুচনী**—বিঃ কোচজাতীয়া স্ত্রী, বেশ্যা।
**কুচফল**—বিঃ ডালিম।
**কুচরিত্র**—(১) বিঃ মন্দ স্বভাব। (২) বিণঃ মন্দ স্বভাব সম্পন্ন। (স্ত্রী): **কুচরিত্রা**।
**কুচর্যা**—বিঃ অন্যায় আচরণ, মন্দরীতি।
**কুচান, কুচানো**—ক্রিঃ কুচিকুচি করিয়া কাটা।
**কুচাগ্র**—বিঃ স্তনের বোঁটা।
**কুচি**—বিঃ অত্যন্ত ছোট টুকরা।
**কুচিকিৎসক**—বিঃ খারাপ চিকিৎসক, অদক্ষ চিকিৎসক।
**কুচিকিৎসা**—বিঃ মন্দ চিকিৎসা।
**কুচিন্তা**—বিঃ খারাপ চিন্তা, দুর্ভাবনা।
**কুচিলা**—বিঃ ঔষধে ব্যবহৃত বিষ ফল-বিশেষ।

**কুচুটে, কুচুটিয়া, কুচুণ্ডে**—বিণঃ হিংসুটে, কুচক্রী। [দেশী]।
**কুচুর মুচুর**—অব্যঃ খুব ধীর শব্দ, কচকচে জিনিস খাইবার শব্দ।
**কুচ্**—অব্যঃ খুব তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়া কোনও জিনিস কাটিয়া ফেলার শব্দ।
**কুৎসা**—বিঃ কুৎসা, নিন্দা।
**কুচ্ছিত**—বিণঃ কুৎসিত, কুরূপ।
**কুছ**—বিণঃ কিছু। [হি]।
**কুজ**—বিঃ মঙ্গল গ্রহ।
**কুজন**—বিঃ মন্দ লোক।
**কুজা, কুজো**—বিঃ জলপাত্রবিশেষ, সোরাই।
**কুজ্ঝটিকা, কুজ্ঝটি, কুজ্ঝটী**—বিঃ কুয়াশা, কুহেলিকা।
**কুঞ্চন**—বিঃ সংকোচন, বক্রীকরণ। বিণঃ **কুঞ্চিত**—কোঁকড়া।
**কুঞ্চি, কুঞ্চী**—পরিমাপ পাত্র (১ কুঃ = ৮ মুঠি) খুঁচি।
**কুঞ্চিকা**—বিঃ কুঁচ, কাঞ্চি, চাবি, সূচী, নির্ঘণ্ট, কুঁচে মাছ।
**কুঞ্চিত**—**কুঞ্চন** দ্রষ্টব্য।
**কুঞ্জ**—বিঃ লতাদি দ্বারা আচ্ছাদিত গৃহাকার স্থান; লতাগৃহ, উপবন, হস্তি দন্ড, কাপড়ের কলকা। **-কানন, -বন**—লতা পত্রাদি দ্বারা শোভিত স্থান। **-কুটীর, -গৃহ**—বিঃ (১) কুঞ্জের মধ্যে গৃহ। (২) বৈষ্ণবদের ভজনের স্থান।
**কুঞ্জর**—বিঃ হস্তী।
**কুঞ্জল**—বিঃ আমানি, পান্তা ভাতের জল।
**কুঞ্জি**—বিঃ চাবি।
**কুট**—(১) বিঃ দুর্গ, গড়, বৃক্ষ, পর্বত। (২) অব্যঃ দংশনের শব্দ। (৩) কুষ্ঠ। **-জ**—কুড়চি, গিরিমল্লিকা ফুলের গাছ।

**কুটকুট**—অব্যঃ চুলকানির অনুভূতি। **কুটকুটানি**—বিঃ চুলকানি। **কুটকুটে**—বিণঃ কণ্ডূয়ন প্রবৃত্তি জন্মায় এমন।

**কুটনা**—বিঃ রান্নার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কাটা তরকারি। **কুটনা কোটা**—ক্রিঃ রান্নার জন্য তরকারি কোটা বা কাটা।

**কুটনী**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ কুটিল প্রকৃতির নারী, প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের জন্য যে দূতীর কাজ করে।

**কুটা**—(১) বিঃ তৃণ। (২) ক্রিঃ টুকরা টুকরা করা।

**কুটি**—বিঃ ছোট ছোট অংশে কাটা কোন দ্রব্য। বিণঃ ছোট ছোট টুকরা করা হইয়াছে এমন। **কুটি কুটি করা**—ক্রিঃ ছোট ছোট টুকরা করা।

**কুটির**—বিঃ কুঁড়েঘর। **-শিল্প**—গৃহে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য।

**কুটিরা, কুটে**—বিণঃ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত।

**কুটিল**—বিণঃ অসরল, খল, কপট। (স্ত্রী)ঃ **কুটিলা**—কপট রমণী; সরস্বতী নদী, আয়ান ঘোষের ভগিনী ও শ্রীমতী রাধার ননদিনী।

**কুটীর**—**কুটির**-এর বানানভেদ।

**কুটুম, কুটুম্ব**—বিঃ আত্মীয় ব্যক্তি, পোষ্যবর্গ। (স্ত্রী)ঃ **কুটুম্বিনী**। বিঃ **কুটুম্বিতা**—আত্মীয়তা।

**কুট্টন**—বিঃ ছেদন। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **কুট্টনী**—দূতী।

**কুট্টিত**—বিণঃ খণ্ডিত, চূর্ণ করা হইয়াছে এমন।

**কুট্টিম**—বিঃ চাতাল, পাকা মেঝে, রত্নের খনি।

**কুট্মল**—বিঃ কলিকা, কুঁড়ি। বিণঃ **কুট্মলিত**—মুকুলিত।

**কুঠ**—বিঃ কুষ্ঠরোগ। বিণঃ **কুঠে**—কুষ্ঠরোগাক্রান্ত।

**কুঠরি, কুঠুরি**—বিঃ কক্ষ, কামরা, প্রকোষ্ঠ।

**কুঠার, কুঠারিকা, কুঠারি**—বিঃ কুড়ুল, বাইস, টাঙ্গী, পরশু।

**কুঠী**—বিঃ বাণিজ্যালয়, অট্টালিকা, বাংলো। বিণঃ **-য়াল**—কুঠির মালিক।

**কুড়**—(১) বিঃ বৃক্ষবিশেষ। (২) বিঃ বিঘা। (৩) বিঃ রাশি, স্তূপ, কুণ্ড, স্থান, (আঁস্তাকুড়)।

**কুড়কুড়**—অব্যঃ ভাজা জিনিস চিবাইবার কুড়মুড় শব্দ।

**কুড়চি**—বিঃ কুটজ বৃক্ষ।

**কুড়ন**—(১) বিঃ আহরণ, চয়ন। (২) ক্রিঃ খনন করা (৩) বিঃ মাংস ভোজী পক্ষিবিশেষ।

**কুড়বা**—বিঃ জমির মাপ (২০ কাঠা= ১ কুড়বা), বিঘা।

**কুড়া**—(১) বিঃ বিঘা। (২) ক্রিঃ কোদাল দ্বারা মাটি খনন করা।

**কুড়ান, কুড়ানো**—ক্রিঃ ছড়ানো বস্তুকে একত্র করা। বিণঃ ত্যক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত (কুড়ানো ছেলে), সংগৃহীত। বিঃ সংগ্রহ করণ, সম্মার্জন। (স্ত্রী)ঃ **কুড়ুনী, কুড়ানী**।

**কুড়াল, কুড়ালি**—বিঃ কুঠার।

**কুড়ি**—বিঃ বিণঃ বিশ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**কুড়ে**—**কুঁড়ে**-র রূপভেদ।

**কুণ্ঠ**—বিণঃ সংকুচিত ; অনিচ্ছুক ; অলস, জড়, কাতর ; কৃপণ, অনুদার। [**কুণ্ঠ্** +অ]। বিঃ **কুণ্ঠা**—লজ্জা, জড়তা, দ্বিধা, ভয়, সংকোচ। বিণঃ **কুণ্ঠিত**—অপ্রতিভ, লজ্জিত, সংকুচিত।

**কুণ্ড**—বিঃ গর্ত (নাভিকুণ্ড) ; জলাধার ; তীর্থ-জলাশয় (সীতাকুণ্ড) ; ঘৃত জল ইত্যাদির পাত্র (তাম্রকুণ্ড) ; গভীর গর্ত, গহ্বর (অগ্নিকুণ্ড)।

**কুণ্ডল**—বিঃ কানের অলংকার; বলয়; বলয়াকার বস্তু। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **কুণ্ডলিনী**—সর্পী, কুলকুণ্ডলিনীশক্তি।

**কুণ্ডলী**১—বিঃ পাকানো বা গোটানো জিনিস।

**কুণ্ডলী**২—বিণঃ কুণ্ডলধারী।

**কুত**—বিঃ নৌকাদিতে বাহিত মালপত্রের উপর শুল্ক (কুতঘর, কুতঘাট)। [হি]।

**কুতন্ত্র**—বিঃ অসৎ রাজ্যশাসন; অসৎ পরামর্শ, কুমন্ত্রণা।

**কুতন্ত্রী**—বিঃ কুমন্ত্রণাদাতা, চক্রান্তকারী, কুৎসিত বীণা।

**কুতর্ক**—বিঃ অন্যায় বিবাদ, বাজে তর্ক, ভ্রান্তিযুক্ত তর্ক, sophistry।

**কুতূহল**—বিঃ কৌতূহল, ঔৎসুক্য, জানিবার আগ্রহ; আমোদ। [কুতূ+হল্+অ]। বিণঃ **কুতূহলী**—উৎসুক, আনন্দিত।

**কুত্তা, কুত্তো**—বিঃ কুকুর। [হি]।

**কুত্রাপি**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ কোথাও, কোনও স্থানে।

**কুৎসা**—বিঃ নিন্দা, অপবাদ, দুর্নাম, কলঙ্করটনা। বিঃ **কুৎসন**—নিন্দন।

**কুৎসিত**—বিণঃ কুরূপ, কদাকার, বিশ্রী; নীচ, খারাপ; কদর্য, অশ্লীল। [কুৎস্+ত]।

**কুদরত**—বিঃ গৌরব; বাহাদুরি; ক্ষমতা, সামর্থ্য। [আ]। বিণঃ **কুদরতী**।

**কুদর্শন**—বিণঃ কদাকার, দেখিতে খারাপ এমন।

**কুদা**—**কুঁদা**-র রূপভেদ।

**কুদাল, কুদ্দাল, কুদ্দার**—বিঃ কোদাল।

**কুদিন**—বিঃ দুর্দিন, অশুভ দিন, খারাপ সময়, দুঃসময়, দুর্দশার সময়।

**কুদুলী, কুদুলে**—**কুঁদলী** দ্রষ্টব্য।

**কুদৃষ্টি**—বিঃ অশুভ দৃষ্টি, কুটিল দৃষ্টি; খারাপ বা বদ নজর।

**কুনকী, কুনকি**—বিঃ শিক্ষিত পোষা হস্তিনী যাহার সাহায্যে বন্য হস্তী ধরা হয়। [হি]।

**কুনখ**—(১) বিঃ নখরোগবিশেষ। (২) বিণঃ কুৎসিত নখবিশিষ্ট। বিণঃ **কুনখী**।

**কুনজর**—বিঃ কুদৃষ্টি, বিরাগভাব।

**কুনান**—ক্রিঃ তীব্র ব্যথা অনুভব করা (পেট কুনান)।

**কুনাম**—বিঃ দুর্নাম, নিন্দা।

**কুনি**—বিঃ নখের কোণের রোগবিশেষ, নখের কোণের প্রদাহ বা নখ ভিতরে বসে যাওয়া।

**কুনিকা, কুনকে**—বিঃ শস্যাদি মাপিবার বেত কাঠ ইত্যাদির পাত্রবিশেষ, রেক।

**কুনীতি**—বিঃ দুনীতি, অসদাচরণ।

**কুনো, কুণো**—বিণঃ কোণে থাকিতে পছন্দ করে এমন; ঘর হইতে বাহির হইতে চায় না এমন; লাজুক, অমিশুক। বিঃ **-বেঙ, -ব্যাঙ**—একপ্রকার বেঙ যাহারা নিজস্ব গণ্ডীর বাহির হয় না, কূপমণ্ডূক।

**কুন্তল**—বিঃ কেশগুচ্ছ, কেশপাশ, চুল।

**কুন্তি, কুন্তী**—বিঃ কর্ণ-যুধিষ্ঠির-ভীম ও অর্জুনের মাতা; পাণ্ডুপত্নী; কুন্তিভোজের পালিত কন্যা পৃথা; বসুদেবের সহোদর শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসা।

**কুন্থন**—বিঃ কোঁথানো; কাতরানি। [কুন্থ্+অন]।

**কুন্দ**১, **কুঁদ**১—বিঃ কুন্দফুল, সাদা ফুলবিশেষ।

**কুন্দ, কুঁদ**—বিঃ কুঁদিবার যন্ত্র; আবর্তন যন্ত্রবিশেষ অর্থাৎ যাহা দ্বারা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কাটা হয়।

**কুপথ**—বিঃ অসৎ বা মন্দ পথ; পাপের পথ।

**কুপথ্য**—বিঃ যাহা খাওয়া উচিত নহে, অহিতকর খাদ্য (বিশেষত রোগাদির পর)।

**কুপন**—বিঃ মনিঅর্ডার পত্রের যে অংশ টাকা প্রাপক পায়; যে নিদর্শন পত্রের সাহায্যে কোন কিছু দাবি করা যায়।

**কুপা, কুপো**—বিঃ মাটি বা চামড়ার তৈয়ারি পাত্র বিশেষ যাহার গলা সরু ও পেট মোটা হয়; (বিদ্রূপে) স্থূলোদর, নাদাপেট, মোটা।

**কুপান, কুপানো**—**কোপান**-র রূপভেদ।

**কুপাত্র**—বিঃ অযোগ্য ব্যক্তি; অনুপযুক্ত বর।

**কুপি, কুপী**—বিঃ ছোট কুপা; তৈলাদি মাপিবার ছোট চোঙ্গাবিশেষ; কেরোসিনের ছোট ডিবে।

**কুপিত**—বিণঃ ক্রুদ্ধ, রুষ্ট, রাগান্বিত; (চিকিৎসাশাস্ত্রে) প্রবল বা দূষিত হওয়া (বায়ু কুপিত হওয়া)। [কুপ্+ত]। বিণঃ (স্ত্রী): **কুপিতা**।

**কুপুত্র**—বিঃ অবাধ্য গুণহীন বা অসৎ পুত্র। ('কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কদাপি নয়')।

**কুপুরুষ**—বিঃ কুৎসিত পুরুষ; ভীরু বা কাপুরুষ ব্যক্তি; ঘৃণার্হ ব্যক্তি।

**কুপোকাত**—বিণঃ পরাজিত, পরাভূত।

**কুপোষ্য**—বিণঃ, বিঃ অনিচ্ছাকৃতভাবে যাহার ভরণ পোষণ করিতে হয়, গলগ্রহ।

**কুপ্য**—বিঃ স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন অন্য ধাতু।

**কুফল**—বিঃ খারাপ ফল, মন্দ পরিণাম।

**কুবক্তা**—বিঃ যে ভালো বক্তৃতা করিতে পারে না, বাকপটু নহে এমন ব্যক্তি।

**কুবলয়**—বিঃ নীলপদ্ম, পদ্মফুল।

**কুবিচার**—বিঃ অন্যায় বিচার, অবিচার।

**কুবিধা**—বিঃ অসুবিধা।

**কুবিন্দু**—বিঃ অধোবিন্দু, নভোমণ্ডলের কাল্পনিক সর্বনিম্ন বিন্দু।

**কুবুদ্ধি**—বিঃ দুর্বুদ্ধি, ক্ষতিকারক বুদ্ধি। বিণঃ দুর্বুদ্ধিযুক্ত, মন্দ বুদ্ধি।

**কুবের**—বিঃ যক্ষরাজ, ধনদেবতা; মহা-ধনী।

**কুব্জ**—বিণঃ কুঁজো, কুঁজ বিশিষ্ট, বক্র-পৃষ্ঠ। [কু+উব্জ্+অ]।

**কুব্জা, কুব্জা**—(১) বিঃ কৈকেয়ীর দাসী মন্থরা; কংশের পরিচারিকা; শ্রীকৃষ্ণ কুব্জার প্রতি আসক্ত এই ভ্রান্ত সন্দেহে শ্রীকৃষ্ণকে কুব্জার বন্ধু বলিয়া বিদ্রূপ করা হয়। (২) বিণঃ কুঁজ-যুক্তা।

**কুব্জী**—(১) বিঃ মন্থরা দাসী। (২) বিণঃ কুঁজী।

**কুভোজন**—বিঃ অখাদ্য বা মন্দ খাদ্য গ্রহণ।

**কুভোজ্য**—বিঃ যে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নহে, অস্বাস্থ্যকর বা ক্ষতিকর খাদ্য।

**কুমকুম**—বিঃ আবীরপূর্ণ গোলক-বিশেষ যাহা হোলি খেলায় ব্যবহৃত হয়; তরল লাল রঙবিশেষ, যাহার টিপ কপালে দেয়।

**কুমড়া, কুমড়ো**—বিঃ কুষ্মাণ্ড, একজাতীয় আনাজ যাহা তরকারিতে রাঁধিয়া খাওয়া হয়। **চাল-কুমড়া, ছাঁচিকুমড়া**—যে কুমড়া গাছ ঘরের চালের উপর লতাইয়া দেওয়া হয়। **বিলাতী কুমড়া**—বিঃ মিষ্ট কুমড়া।

**কুমতি**—বিঃ; বিণঃ কুবুদ্ধি।
**কুমন্ত্রণা**—বিঃ মন্দ বা অসৎ পরামর্শ; ষড়যন্ত্র।
**কুমন্ত্রী**—বিঃ কুপরামর্শদাতা; দুষ্ট মন্ত্রী; চক্রান্তকারী, মন্দ মন্ত্রণাদাতা।
**কুমাতা**—বিঃ উপযুক্তভাবে সন্তান পালন করে না যে মাতা, বাৎসল্য হীনা মাতা।
**কুমার[১]**—বিঃ বালক, পঞ্চম বর্ষীয় অথবা পঞ্চম হইতে দশম বর্ষীয় বালক; রাজপুত্র, যুবরাজ; পুত্র; অবিবাহিত; দেব সেনাপতি কার্তিকেয়। বিঃ **কুমারচর**—সেবাব্রতী বালক সেনা, boy scout। **কুমার সম্ভব**—মহাকবি কালিদাস প্রণীত কাব্যগ্রন্থ।
**কুমার[২], কুমোর**—বিঃ কুম্ভকার, মাটির পাত্র প্রতিমা পুতুল ইত্যাদি নির্মাণ করে যে, জাতিবিশেষ। বিঃ **কুমারের চাক**—গোলাকার চাকীবিশেষ যাহা ঘুরাইয়া মাটির কলসী হাঁড়ি ইত্যাদি নির্মিত হয়। বিঃ **-শাল, কুম্ভশাল**—কুমারের কর্মশালা বা কারখানা।
**কুমারিকা**—বিঃ ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থ অন্তরীপ; অবিবাহিতা কন্যা; কন্যা; দশম হইতে দ্বাদশ বর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা।
**কুমারী**—বিঃ অবিবাহিতা; অবিবাহিতা কন্যা বা বালিকা; কন্যা; রাজকন্যা।
**কুমির, কুমীর**—বিঃ কুম্ভীর, বৃহৎ এবং হিংস্র জলচর বা উভচর সরীসৃপ-বিশেষ।
**কুমুদ**—বিঃ শ্বেতপদ্ম; শালুক ফুল, সুঁদি। বিঃ **-নাথ, -বন্ধু**—চন্দ্র। **কুমুদবতী, কুমুদ্বতী**—(১) বিণঃ কুমুদ শোভিত সরোবর। (২) বিঃ কুমুদের ঝাড়। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **কুমুদিনী**। বিণঃ **কুমুদ্বান্**—কুমুদ-বহুল। বিঃ **কুমুদী** (কাব্যে)—কুমুদ, শালুক।
**কুমেরু**—বিঃ দক্ষিণ মেরু।
**কুম্ভ**—বিঃ কলস; (জ্যোতিষ) রাশি-চক্রের একাদশ রাশি; হাতীর মাথার দুই পাশের মাংসপিণ্ড। [কু+উন্ভ্+অ]। বিঃ **-কার**—কুমোর। বিঃ **-মেলা**—হরিদ্বার প্রয়াগ নাসিক ইত্যাদি স্থানে মাঘ ফাল্গুন মাসে সূর্যের কুম্ভ রাশিতে সঞ্চরণকালে যে মেলা অনুষ্ঠিত হয় (সাধারণতঃ প্রতি ১২ বৎসর অন্তর এই মেলা বা ধর্মীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়)।
**কুম্ভক**—বিঃ (যোগসাধনে) দেহা-ভ্যন্তরে নিঃশ্বাসরোধ, প্রাণায়ামের অন্যতম প্রক্রিয়া।
**কুম্ভকর্ণ**—বিঃ রাক্ষসরাজ রাবণের দ্বিতীয় ভ্রাতা যিনি ছয়মাস একটানা ঘুমের পর একদিন জাগিতেন; নিদ্রাপ্রিয়।
**কুম্ভিল, কুম্ভিলক, কুম্ভীলক**—বিঃ চোর; যে অপরের রচনা হইতে চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালায়।
**কুম্ভীপাক**—বিঃ নরকবিশেষ।
**কুম্ভীর**—বিঃ কুমির, নক্র। বিঃ **কুম্ভী-রাশ্রু**—মায়াকান্না, কপট সমবেদনা।
**কুয়া, কুয়ো, কূয়া**—বিঃ কূপ। **কুয়ার বেঙ**—কূপমণ্ডূক, সঙ্কীর্ণচেতা, বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানহীন।
**কুয়াশা, কুয়াসা**—বিঃ কুজ্ঝটিকা, প্রহেলিকা।
**কুরঙ্গ, কুরঙ্গক, কুরঙ্গম**—বিঃ হরিণ, মৃগ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **কুরঙ্গী**। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-নয়না**—সুন্দরনেত্রা, মৃগ-নয়না।

**কুরাচিনামা, কুরাছিনামা**—বিঃ বংশ-তালিকা। [ফা]।
**কুরণ্ড**—বিঃ কোষবৃদ্ধি রোগ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অণ্ডকোষ, কোরণ্ড বা কোরন্দ, hydrocele।
**কুরানি, কুরানি, কুরুনি**—বিঃ নারিকেল ইত্যাদি কুরিবার দাঁতওয়ালা যন্ত্র-বিশেষ।
**কুরব**—বিঃ অপবাদ, অপযশ, কর্কশ স্বর।
**কুরবক**—**কুরুবক** দ্রষ্টব্য।
**কুরবানি**—কোরবানি দ্রষ্টব্য।
**কুরর**—বিঃ উৎক্রোশ পক্ষী, চিল বা ঈগল জাতীয় পক্ষী; মেষ। বিঃ (স্ত্রী) ঃ **কুররী**।
**কুরল**—বিঃ ঈগল জাতীয় পক্ষী।
**কুর্সি, কুরসী**—বিঃ চেয়ার, কেদারা।
**কুরান**—কোরান²-এর রূপভেদ।
**কুরীতি**—বিঃ মন্দ প্রথা বা ধারা।
**কুরু**—বিঃ চন্দ্রবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপতি; প্রাচীন ভারতের দেশবিশেষ (কুরুদেশ)। বিঃ **-ক্ষেত্র**—দিল্লীর উত্তরে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্র; (ব্যঙ্গার্থে) তুমুল কলহ।
**কুরুচি**—বিঃ অমার্জিত বা অশ্লীল প্রবৃত্তি।
**কুরুণ্ড**—**কুরণ্ড**-র রূপভেদ।
**কুরুবক**—বিঃ ঝিণ্টী বা ঝাঁটিফুল ও তাহার গাছ, লাল পারিজাত জাতীয় ফুল। ('কর্ণমূলে কুন্দকলি কুরুবক মাথে'—রবীন্দ্র)।
**কুরুবিন্দ**—বিঃ পদ্মরাগমণি, চুনি-জাতীয়।
**কুর্ণিশ, কুর্নিশ, কুর্ণিস, কুর্নিস**—বিঃ সেলাম, মুসলিম প্রথায় পিছনে হঠিয়া সসম্ভ্রম অভিবাদন। [ফা]।

**কুর্‌আন**—কোরান²-র রূপভেদ।
**কুরকুরে**—বিণঃ কুরকুর শব্দ করে এমন।
**কুর্তা, কোর্তা**—বিঃ ছোট জামা। [তুর্কী]।
**কুর্তি**—বিঃ খুব ছোট জামা। [তুর্কী]।
**কুর্দন**—বিঃ লম্ফন, কোঁদন।
**কুর্নিস**—বিঃ সেলাম, অভিবাদন।
**কুর্পর**—(১) বিঃ কনুই, হাঁটু। (২) বিণঃ অধীন, নিয়ন্ত্রিত।
**কুর্মী**—বিঃ হিন্দু জাতিবিশেষ।
**কুর্সি**—**কুরসি** দ্রষ্টব্য।
**কুল**¹—বিঃ বংশ, গোত্র, শ্রেণী, গোষ্ঠী (কুলাচার); সদ্বংশ; গৃহ, সমাজ (কুল ত্যাগ); কৌলীন্য, আভিজাত্য, বংশ মর্যাদা; বর্ণ, জাতি (দৈত্যকুল ক্ষত্রকুল); দল, গণ, সমূহ (জীবকুল ('উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে শন্‌শনে'—মধু)। [কু+লা+অ]। বিঃ **-কণ্টক**—বংশের কলঙ্ক, বংশের উপদ্রব বা আপৎস্বরূপ ব্যক্তি। বিঃ **-কন্যা, -কামিনী, -নারী, -বতী, -বধূ, -বালা**—সদ্বংশের কন্যা, সৎকুলের বধূ। ক্রিঃ **কুল করা**—কুলীনের বংশে বিবাহ করা। বিঃ **কুল কর্ম**—বংশ-মর্যাদার উপযুক্ত ক্রিয়াকলাপ, কুলীন বংশে বিবাহাদি। বিঃ **-কলঙ্ক**—বংশের লজ্জাস্বরূপ ব্যক্তি; বিঃ (স্ত্রী) ঃ **-কলঙ্কিনী**—বংশের লজ্জাস্বরূপা নারী; বিণঃ (পুং) **-কলঙ্কী**। বিঃ **-ক্ষয়**—বংশনাশ। বিঃ **-গর্ব**—বংশ গর্ব। বিঃ **-গৌরব, -তিলক, -প্রদীপ, -ভূষণ**—যে বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে, বংশের গৌরবস্বরূপ ব্যক্তি। বিঃ **-গুরু**—বংশানুক্রমে পারিবারিক গুরু। বিঃ **-ঘ্ন**—বংশলোপকারী। বিণঃ **-জ**—সৎকুল জাত। বিঃ **-জি, -জী, কুলজি,**

**কুলজী**—কুলপঞ্জী, বংশতালিকা। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-টা**—কুলত্যাগকারিণী, ভ্রষ্টা। বিঃ **-ত্যাগ**—সমাজ গৃহ কুল ত্যাগ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-ত্যাগিনী**। বিণঃ, বিঃ **-দূষক, -দূষণ**—কুলাঙ্গার. যে বংশকে দোষযুক্ত করে। বিঃ **-দেবতা**—বংশের উপাস্য দেবতা। বিঃ **-ধর্ম**—বংশগত আচার-অনুষ্ঠান। বিঃ **-পতি**—বংশের প্রধান; যে বিপ্রর্ষি দশ সহস্র মুনিকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করেন। বিঃ **-পুরোহিত**—বংশের যাজক ব্রাহ্মণ। বিঃ **-ভঙ্গ**—নিম্নবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন, বংশমর্যাদা-নাশ। বিণঃ **-ভ্রষ্ট**—নিজকুল হইতে চ্যুত, পতিত। ক্রিঃ **-মজানো**—বংশের মর্যাদা বা সুনাম নষ্ট করা। বিঃ **-মর্যাদা**—বংশের উপযুক্ত মর্যাদা বা গৌরব, আভিজাত্য। বিঃ **-মান**—বংশের সম্মান। বিঃ **-লক্ষণ**—আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন নিষ্ঠা আবৃত্তি তপঃ ও দান—এই নয়টি গুণ। বিঃ **-লক্ষ্মী**—বংশের অধিষ্ঠাত্রী ও সৌভাগ্যদাত্রী দেবী; বংশের কল্যাণ স্বরূপা নারী। বিঃ **-শীল**—বংশ ও চরিত্র।

**কুল**[২]—বিঃ ফলবিশেষ, বদরী।

**কুল**[৩]—বিঃ তান্ত্রিক ধর্ম সম্প্রদায়।

**কুলকুচা, -কুচো**—বিঃ মুখের মধ্যে জল দিয়া পরিষ্কার করণ, কুল্লি। [দেশী]।

**কুলকুণ্ডলিনী**—বিঃ (তন্ত্রশাস্ত্রে) কুলে অবস্থানকারিণী শিবশক্তি; নিদ্রিতা এই শক্তিকে জাগ্রত করাই তন্ত্রসাধনার অভীষ্ট।

**কুলকুল**—অব্যঃ জলস্রোতের মৃদু কল-কলধ্বনি।

**কুলক্ষণ**—(১) বিঃ অশুভ চিহ্ন। (২) বিণঃ অশুভ লক্ষণযুক্ত। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **কুলক্ষণা**।

**কুলগ্ন**—বিঃ খারাপ সময়, অশুভ ক্ষণ।

**কুলঙ্গি, কুলুঙ্গি**—বিঃ ঘরের দেওয়ালে ছোট খোপ। [দেশী]।

**কুলটা**—**কুল**[১] দ্রষ্টব্য।

**কুলত্থ**—বিঃ কলাইবিশেষ।

**কুলন, কুলনো, কুলান, কুলানো**—ক্রিঃ পর্যাপ্ত হওয়া, প্রয়োজন মেটা; স্থান সঙ্কুলান হওয়া, স্থান পাওয়া।

**কুলপি, কুলপী**—বিঃ বরফ জমাইবার টিনের ছাঁচ; জমানো ক্ষীর। [আ]। বিঃ **-বরফ**—কুলপিতে জমানো বরফ। বিঃ **-মালাই**—কুলপিতে দুধ ও বরফ জমানো।

**কুলা, কুলো**—বিঃ শস্যাদি ঝাড়িবার ডালাবিশেষ, শূর্প।

**কুলাঙ্গার**—বিঃ যে ব্যক্তি কুলের কলঙ্ক স্বরূপ।

**কুলাচল, কুলাদ্রি**—বিঃ পুরাণোক্ত অষ্ট পর্বত, যথা—হিমালয় মহেন্দ্র মলয় সহ্য শুক্তিমান ঋক্ষ বিন্ধ্য পারিযাত্র বা পারিপাত্র।

**কুলাচার**—বিঃ বংশগত আচার আচরণ; তন্ত্রোক্ত আচারবিশেষ।

**কুলাচার্য**—বিঃ কুলগুরু, পারিবারিক প্রধান ধর্মোপদেষ্টা; ঘটক; তান্ত্রিক; ধর্ম-সম্প্রদায় বিশেষের গুরু।

**কুলাভিমান**—বিঃ বংশমর্যাদার গর্ব। বিণঃ **কুলাভিমানী**—আভিজাত্য গর্বী।

**কুলায়**—বিঃ পাখির বাসা, নীড়। ('যাবার সময় হল বিহঙ্গের এখনি কুলায় রিক্ত হবে'—রবীন্দ্র)।

**কুলাল**—বিঃ কুম্ভকার, কুমার। বিঃ **-চক্র**—কুমারের চাকা।

**কুলি**[১]—বিঃ কুলকুচা। [দেশী]।
**কুলি**[২]—বিঃ শ্রমিক, মুটে, বোঝাবহনকারী। [তুর্কী]।
**কুলির, কুলিরক**—বিঃ কাঁকড়া।
**কুলিশ, কুলীশ**—বিঃ বজ্র, অশনি।
**কুলীন**—বিণঃ, বিঃ উচ্চবংশজাত ; খ্যাত বংশে জাত ; বল্লালসেন কর্তৃক প্রদত্ত মর্যাদাসম্পন্ন বংশে জাত ; আচারাদি নবগুণ বিশিষ্ট ; বন্দ্যো, চট্ট, মুখটী, ঘোষাল, পুতিতুণ্ড, গাঙ্গুলি, কাঞ্জিলাল ও কুন্দগ্রামী —এই আট গাঁই নবধা কুল লক্ষণযুক্ত ছিল বলিয়া বল্লাল সিদ্ধান্ত করেন।
**কুলুপ**—বিঃ তালা। [আ]।
**কুল্লা, কুল্লি, কুল্লী**—**কুলি**[১]-র রূপভেদ।
**কুল্লে, কুল্লো**—ক্রি-বিণঃ মোটে, সাকুল্যে।
**কুশ**—বিঃ তৃণবিশেষ ; শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র ; পুরাণোক্ত সপ্তদ্বীপের অন্যতম দ্বীপ।
**কুশণ্ডিকা**—বিঃ বিবাহাদি কার্যে বিহিত হোমবিশেষ।
**কুশপুত্তলি, -পুত্তলী, -পুত্তলিকা**—বিঃ (সাধারণতঃ) মৃত ব্যক্তির প্রতীক স্বরূপ কুশ-গঠিত-মূর্তি ; নকল মূর্তি, প্রতিমূর্তি।
**কুশল**—(১) বিঃ মঙ্গল, কল্যাণ। (২) বিণঃ কল্যাণযুক্ত, দক্ষ। বিণঃ **কুশলী**—কল্যাণযুক্ত, দক্ষ, নিপুণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **কুশলা**। বিঃ **-তা**।
**কুশাগ্র**—বিঃ কুশের ডগা। বিণঃ কুশের অগ্রভাগের তুল্য সূক্ষ্ম ; তীক্ষ্ণ (কুশাগ্রবুদ্ধি)। বিণঃ **কুশাগ্রীয়**—অতি তীক্ষ্ণ।
**কুশাঙ্কুর**—বিঃ তীক্ষ্ণফলাবিশিষ্ট নবজাত কুশ।
**কুশাঙ্গুরী, কুশাঙ্গুরীয়**—বিঃ কুশনির্মিত আংটি যাহা পূজার সময় আঙুলে ধারণ করা হয়।
**কুশাসন**—বিঃ কুশনির্মিত আসন।
**কু-শাসন**—বিঃ কু-পরিচালন, অন্যায় শাসন, প্রজাপীড়ন।
**কুশি**[১]—(১) বিঃ কচি ফল। (২) বিণঃ অত্যন্ত কচি।
**কুশি**[২] **-শী, -ষী**—বিঃ তাম্র নির্মিত পাত্রবিশেষ যাহা পূজার সময় জলসিঞ্চনে এবং কোষা হইতে জল তুলিতে ব্যবহৃত হয়।
**কুশীদ, -ষীদ, -সীদ**—বিঃ সুদ ; ঋণদান ব্যবসায়। বিণঃ, বিঃ **-জীবী**—সুদে টাকা ধার দিয়া জীবিকার্জনকারী, সুদখোর। বিঃ **-ব্যবহার**—তেজারতি।
**কুশীলব**—বিঃ (মূল অর্থ) শ্রীরামচন্দ্রের পুত্রদ্বয় কুশ ও লব ; গায়ক, চারণ, নাটকের পাত্রপাত্রীগণ।
**কুষ্ঠ**—বিঃ রোগবিশেষ, কুঠ, মহাব্যাধি। বিণঃ **-ঘ্ন**—কুষ্ঠরোগ বিনাশক। বিঃ **কুষ্ঠী**—কুষ্ঠরোগী।
**কুষ্ঠি, কুষ্টি**—**কোষ্ঠী**-র কথ্যরূপ।
**কুষ্মাণ্ড**—বিঃ কুমড়া।
**কুসংসর্গ**—বিঃ অসৎসঙ্গ। বিণঃ **কুসংসর্গী**—অসৎসঙ্গে বাসকারী।
**কুসংস্কার**—বিঃ ভ্রান্ত বা অন্যায় ধারণা প্রথা ধর্মবিশ্বাস অথবা রীতি।
**কুসম-কুসম**—বিণঃ অল্প গরম, কবোষ্ণ
**কুসিম্বী**—বিঃ শিমগাছ।
**কুসুম**[১]—বিঃ পুষ্প, ফুল ; ডিমের হলুদ অংশ ; চোখের রোগবিশেষ ; স্ত্রীরজঃ। বিঃ **-দাম**—ফুলের মালা। বিঃ **কুসুমচাপ, কুসুমধন্বা, কুসুমায়ুধ কুসুমেষু**—কন্দর্পদেব। বিঃ **-আলিকা**

—ক্ষুদ্র পুষ্পমালা। বিঃ **-শয্যা**—ফুলশয্যা ; নরম বিছানা। বিঃ **কুসুমাকর,** কুসুমায়ুধ—বসন্তকাল, ফুল ফোটার সময়। বিঃ **কুসুমাসব**—ফুলের মধু। বিণঃ **কুসুমিত**—পুষ্পিত।

**কুসুম্ভ**—বিঃ কাপড় রং করিবার ফুল বিশেষ, কুসুম্ভ ফুল।

**কুস্তি, কুস্তী**—বিঃ মল্লযুদ্ধ। [ফা]। বিঃ **-গির, -গীর, -বাজ**—কুস্তিতে পটু।

**কুস্বপ্ন**—বিঃ মন্দ স্বপ্ন।

**কুস্বভাব**—বিঃ মন্দ চরিত্র বা প্রকৃতি। বিণঃ (স্ত্রী): **কুস্বভাবা**।

**কুহক**—বিঃ মায়া, ভেল্‌কি, ইন্দ্রজাল, ছল, প্রতারণা। ('কাষ্ঠের পুতুলি যেন কুহকে নাচায়'—চৈঃ চৈঃ)। বিণঃ **কুহকী**—মায়াবী, জাদুকর। বিণঃ (স্ত্রী): **কুহকিনী**।

**কুহর**—বিঃ গর্ত, রন্ধ, ছিদ্র (কর্ণ-কুহর) ; কণ্ঠস্বর। [কু+হৃ+অ]।

**কুহরন, কুহরণ**—বিঃ কুহুরব, কোকিল ইত্যাদি পাখির ডাক, কূজন। বিণঃ **কুহরিত**—ধ্বনিত, কূজিত। ক্রিঃ **কুহরিল** (পদ্যে)।

**কুহু, কুহূ**—বিঃ কোকিলের ডাক ; অমাবস্যা। বিঃ **কুহুক, কুহুকণ্ঠ**—কোকিল। বিঃ **-তান**—কোকিলের গান বা সুর। বিঃ **-রব**—কোকিলের ডাক।

**কুহেলিকা, -ড়িকা, -লি, -লী, কুহা**—বিঃ কুয়াশা, কুজ্‌ঝটিকা।

**কূচিকা**—বিঃ ক্ষুদ্র তুলি ; চাবি।

**কূজন**—বিঃ পাখির ডাক বা গান। বিণঃ **কূজিত**।

**কূট**—(১) বিণঃ কুটিল (কূটযোদ্ধা) ; জটিল, দুর্বোধ্য (কূটপ্রশ্ন) ; কপট, জাল, মিথ্যা (কূটসাক্ষী, কূট-ভাষী) ; শঠ ; রাজনৈতিক কৌশল (কূটনীতি)। (২) বিঃ দুর্বোধ্য বিষয় বাক্য বা শ্লোক (ব্যাসকূট) ; পর্বতশৃঙ্গ বা চূড়া (গৃধ্রকূট) ; স্তূপ (অন্নকূট) ; ফাঁদ, জাল (কূটযন্ত্র) ; (অলংকারে) বিরোধা-ভাস। বিঃ **-কচাল**—জটিলতা, বাধা-বিঘ্ন। বিণঃ **-কচালে**—কলহপ্রিয় ; জটিল, দুর্বোধ্য। বিঃ **-কর্ম**—জালিয়াতি, প্রতারণা, জুয়াচুরি।

**কূটজ**—বিঃ কুড়চি।

**কূটস্থ**—(১) বিণঃ (দর্শনে) বিকার-হীন ; নিত্য। (২) বিঃ পরমাত্মা।

**কূটাভাস**—বিঃ বিরোধমূলক অলঙ্কার বিশেষ, বিরোধাভাস অর্থাৎ আপাত-দৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইলেও যাহা বাস্তবিক সত্য ('মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে'—মধু)।

**কূটার্থ**—বিঃ বিরুদ্ধ অর্থ, কষ্টকল্পিত অর্থ ; দুরূহ অর্থ ; গূঢ় অর্থ।

**কূপ**—বিঃ কূয়া, ইঁদারা ; গর্ত, ছিদ্র (লোমকূপ)। বিঃ **-মণ্ডূক**—কূয়ার ব্যাঙ ; সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তি ; বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানহীন।

**কূপি, কূপী**—**কুপি**-র বানানভেদ।

**কূপোদক**—বিঃ কূয়ার জল।

**কূয়া**—**কুয়া**-র রূপভেদ।

**কূর্চ**—বিঃ কেশগুচ্ছ ; কর্কশ লোম ; ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান ; তুলি, শক্ত দাড়ি।

**কূর্চিকা**—বিঃ তুলি, বুরুশ।

**কূর্ম**—বিঃ কচ্ছপ। বিঃ **কূর্মাবতার**—ভগবান বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার।

**কূর্মী**—বিঃ কচ্ছপী ; নিম্নবর্ণের হিন্দুজাতিবিশেষ।

**কূল**—বিঃ তীর, তট, কিনারা ; সীমা, আশ্রয়। বিঃ **কূল-কিনারা**—দিশা, সমাধান ; তীর, উপকূল।
**কৃক**—বিঃ কণ্ঠ, গলদেশ, বাগ্‌যন্ত্র।
**কৃকলাস, -শ**—বিঃ কাঁকলাস, গিরগিটি, বহুরূপী।
**কৃচ্ছ্র**—(১) বিঃ কষ্টসাধ্য ব্রত ; কষ্ট, শরীর পীড়ন। (২) বিণঃ কষ্টকর।
**কৃৎ**—বিঃ (ব্যাকরণে) ধাতুর উত্তর বিহিত প্রত্যয় যাহা যোগ করিয়া নূতন শব্দ গঠিত হয় ; সম্পন্ন করে ইত্যাদি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় (কর্মকৃৎ, পথিকৃৎ)।
**কৃত**—বিণঃ যাহা করা হইয়াছে, সম্পাদিত, আচরিত ; রচিত, সৃষ্ট ; শিক্ষিত, লব্ধ (কৃতবিদ্য)। [কৃ +ত]।
**কৃতকর্মা**—বিণঃ কৃতী, কর্মদক্ষ, কর্মপটু, অভিজ্ঞ, ভাগ্যবান।
**কৃতকাম**—বিণঃ কৃতার্থ, সিদ্ধকাম, সন্তুষ্ট।
**কৃতকার্য**—বিণঃ সফল। বিঃ **-তা**।
**কৃতকৃত্য**—বিণঃ কৃতকার্য, কৃতার্থ। বিঃ **-তা**।
**কৃতঘ্ন**—বিণঃ যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না বা তাহার অপকার করে, নিমকহারাম, অকৃতজ্ঞ। বিঃ **-তা**।
**কৃতজ্ঞ**—বিণঃ যে উপকারীর উপকার মনে রাখে ও স্বীকার করে। বিঃ **-তা**।
**কৃতদার**—বিণঃ বিবাহিত।
**কৃতদাস**—বিঃ ভৃত্যে পরিণত, দাসত্ব করিবার জন্য অঙ্গীকৃত ব্যক্তি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-দাসী**।
**কৃতধী**—বিণঃ স্থিরবুদ্ধি, মার্জিত বুদ্ধি।
**কৃতনিশ্চয়**—বিণঃ স্থিরসংকল্প, দৃঢ়সংকল্প, যে কর্তব্য স্থির করিয়াছে এমন ; সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসংশয়।
**কৃতপূর্ব**—বিণঃ যাহা পূর্বে করা হইয়াছে।
**কৃতবিদ্য**—বিণঃ সুশিক্ষিত, পণ্ডিত, বিদ্বান্‌। বিঃ **-তা**।
**কৃতযুগ**—বিঃ সত্যযুগ, সুবর্ণযুগ।
**কৃতসংকল্প**—বিণঃ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্থির-নিশ্চয়।
**কৃতাঞ্জলি**—বিণঃ জোড়হাত, যুক্তকর, বদ্ধাঞ্জলি। ক্রি-বিণঃ **-পুটে**—হাতজোড় করিয়া।
**কৃতান্ত**—বিঃ যম, শমন। ('আমি রে কৃতান্ত তোর দুরন্ত রাবণি'—মধু)।
**কৃতাপরাধ**—বিণঃ যে অপরাধ করিয়াছে, অপরাধী।
**কৃতাভিষেক**—বিণঃ অভিষিক্ত, যাহার অভিষেক হইয়াছে।
**কৃতার্থ**—বিণঃ চরিতার্থ, সফলকাম, ধন্য। বিঃ **-মন্য**—যে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।
**কৃতি**—বিঃ কার্য (সুকৃতি) ; রচনা, নির্মাণ ; যত্ন, চেষ্টা।
**কৃতিত্ব**—বিঃ দক্ষতা, সামর্থ্য, নিপুণতা।
**কৃতোদ্বাহ**—বিণঃ বিবাহ করিয়াছে এমন ব্যক্তি, বিবাহিত, পরিণীত।
**কৃতোপকার**—বিণঃ উপকারী ; যাহার উপকার করা হইয়াছে, উপকৃত।
**কৃত্তি**—বিঃ বাঘছাল, চর্ম, পশুচর্ম, ভূর্জ গাছের ছাল।
**কৃত্তিকা**—বিঃ নক্ষত্রবিশেষ।
**কৃত্তিবাস**—বিঃ যিনি বাঘছাল পরিধান করেন, মহাদেব ; রামায়ণের বঙ্গানুবাদক কৃত্তিবাস ওঝা। বিণঃ **কৃত্তিবাসী**—কৃত্তিবাস প্রণীত।

**কৃত্য**—বিণঃ করণীয়। বিঃ কর্তব্যকর্ম (নিত্যকৃত্য)। বিঃ **-ক**—চাকুরি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **কৃত্যা**—ক্রিয়া, কার্য ; জাদু।

**কৃত্রিম**—বিণঃ যাহা স্বভাবত নহে ; নকল (কৃত্রিম রেশম) ; জাল, মেকী ; অসত্য, অপ্রকৃত ; অগভীর, কপট (কৃত্রিম স্নেহ, কৃত্রিম নিদ্রা)। বিঃ **-তা**।

**কৃৎস্ন**—বিণঃ সকল, সম্পূর্ণ।

**কৃদন্ত**—বিঃ, বিণঃ কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত (শব্দ)।

**কৃন্তক**—বিঃ ছেদন দন্ত, সম্মুখের দন্ত।

**কৃপণ**—বিণঃ সঞ্চয়প্রিয়, যে অনর্থক জমাইতে চাহে, ব্যয়কুণ্ঠ, কিপ্‌টে ; অনুদার। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-ণা, -ণী**। বিঃ **-তা, কার্পণ্য**।

**কৃপা**—বিঃ দয়া, অনুগ্রহ, অনুকম্পা ; করুণা (কৃপাসিন্ধু) ; প্রসন্নতা (কৃপাদৃষ্টি)। [কৃপ্‌+অ+আ]।

**কৃপাণ**—বিঃ তরবারি, খড়্গ, ছোরা।

**কৃমি, ক্রিমি**—বিঃ কীট, কেঁচো জাতীয় পোকা ; শূককীট। বিণঃ, বিঃ **কৃমিনাশক**—যে ঔষধে কৃমি দূর হয়। বিণঃ **-জ**—কীটজ, কৃমি হইতে জাত। বিঃ লাক্ষা। বিণঃ **-ল**—কৃমিযুক্ত।

**কৃমিলিকা**—বিঃ শালু।

**কৃশ**—বিণঃ রোগা, শীর্ণ, ক্ষীণ ; দুর্বল। বিঃ **-তা, কার্শ্য**।

**কৃশর, কৃশরান্ন**—বিঃ খিচুড়ি।

**কৃশাঙ্গ**—বিণঃ ক্ষীণতনু, রোগা বা দুর্বল দেহবিশিষ্ট। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **কৃশাঙ্গী**।

**কৃশানু, কৃষাণু**—বিঃ অগ্নি।

**কৃশোদর**—বিণঃ ক্ষীণ বা পাতলা কটি ; ক্ষীণ উদরবিশিষ্ট। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **কৃশোদরী**।

**কৃশ্চান, কৃশ্চিয়ান**—বিঃ খ্রীষ্টান, Christian।

**কৃষক**—বিঃ চাষা, কৃষিজীবী, কৃষাণ।

**কৃষাণ**—বিঃ কৃষক, যে জমিতে লাঙ্গল দেয়, খেতমজুর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **কৃষাণী**।

**কৃষানি, কৃষাণি**—বিঃ কৃষিকর্ম, কৃষাণের মজুরি। বিণঃ **কৃষাণী**—কৃষাণ-সংক্রান্ত।

**কৃষি**—বিঃ চাষ, কৃষিকর্ম। বিণঃ **-জীবী**—কৃষিকর্ম দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী, কৃষক। বিণঃ **-জাত**—চাষের সাহায্যে উৎপন্ন।

**কৃষ্ট**—বিণঃ কর্ষিত, চষা, আকৃষ্ট।

**কৃষ্টি**—বিঃ কর্ষণ, লাঙ্গল চালনা, কৃষিকর্ম ; সংস্কৃতি।

**কৃষ্ণ**—(১) বিঃ বসুদেব, দেবকীর পুত্র, যদুপতি, কানাই, কেশব, নন্দের আলয়ে যশোদা কর্তৃক পালিত ; পার্থসারথি, গীতাকর পুরুষোত্তম। (২) বিণঃ কৃষ্ণবর্ণ, কালো, নীলবর্ণ, অসিত, অন্ধকার। বিঃ **-কলি, -কেলি**—একজাতীয় ফুল ও তাহার গাছ। বিঃ **-চন্দন**—পীতচন্দন। বিঃ **-চূড়া**—ফুলবিশেষ ও তাহার গাছ। বিঃ **-তিথি**—কৃষ্ণপক্ষের যে কোন তিথি। বিঃ **-দ্বৈপায়ন**—বেদব্যাস মুনি। বিঃ **-পক্ষ**—মাসের যে পক্ষে (একপক্ষ=পনেরো দিন) চন্দ্রের ক্ষয় হয়। বিঃ **-প্রাপ্তি**—মৃত্যু। বিঃ **বর্ত্মা**—অগ্নি। বিঃ **-যাত্রা**—শ্রীকৃষ্ণের লীলা কাহিনী অবলম্বনে যাত্রাভিনয়। বিঃ **-সর্প**—কালসাপ, কেউটে। বিঃ **-সার**—মৃগ বা হরিণবিশেষ। বিঃ **-সারথি**—কৃষ্ণ যাঁহার রথের সারথি বা অর্জুন। বিঃ **-সীস**—গ্রাফাইট, graphite।

**কৃষ্ণা**—(১) বিঃ দ্রৌপদী ; **নীলীবৃক্ষ** দক্ষিণ ভারতের নদীবিশেষ। (২) বিণঃ কৃষ্ণবর্ণা। বিঃ **-গুরু**—কৃষ্ণচন্দন, কালো অগুরু। বিঃ **-জিন**—কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম। বিণঃ **কৃষ্ণাভ**—কালো আভাযুক্ত। বিঃ **কৃষ্ণাষ্টমী**—ভাদ্র-মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি, কৃষ্ণের জন্মতিথি, জন্মাষ্টমী।

**কৃষ্য**—বিণঃ কৃষির যোগ্য, কর্ষণযোগ্য, চাষোপযোগী।

**কে**—সর্বঃ কোন্ ব্যক্তি ; সকলেই (কে না জানে) ; অনির্দিষ্ট ব্যক্তি (কে একজন) ; কর্মকারকের বিভক্তি। সর্বঃ **কে কে**—কাহারা। সর্বঃ **কে বা**—কোন ব্যক্তি।

**কেউ**—সর্বঃ **কেহ**-র কথ্যরূপ। **কেউ-কেটা**—নগণ্য ব্যক্তি। **কেউকেটা নহে**—নগণ্য নহে, প্রয়োজনীয়।

**কেউটে, কেউটিয়া**—বিঃ বিষধর সর্প-বিশেষ, কৃষ্ণসর্প, কালসাপ।

**কেওট, কেবট**—বিঃ নিম্নবর্ণের হিন্দু-জাতিবিশেষ, ধীবর জাতি।

**কেওড়া**—বিঃ কেয়াফুল বা তাহার গাছ ; কেয়ার নির্যাস।

**কেঁউ কেঁউ**—অব্যঃ কুকুরের আর্ত চীৎকার।

**কেঁচা, ক্যাঁচা, কোঁচ**—বিঃ মাছ মারিবার বর্শাবিশেষ, লৌহফলকযুক্ত বল্লম।

**কেঁচে**—**কাঁচিয়া**-র কথ্যরূপ।

**কেঁচো**—বিঃ কৃমিজাতীয় সরীসৃপ যাহা মৃত্তিকা মধ্যে বাস করে, মহী-লতা। **ভয়ে কেঁচো হওয়া**—কেঁচোর মত হীন হওয়া। **কেঁচো খুঁড়তে সাপ বাহির হওয়া**—সামান্য বিষয় হইতে গুরুতর বিষয়ের উদ্ভব।

**কেঁড়ে**—বিঃ মাটির ভাঁড় বা পাত্র।

**কেঁদো, কোঁদা**—বিণঃ মোটা, প্রকাণ্ড।

**কেঁয়ে**—বিণঃ মারোয়াড়ী ; কৃপণ, ঝগড়াটে।

**কেংকার, ক্রেংকার**—অব্যঃ হাঁসের ডাক ; পাত্রাদির ঘর্ষণজনিত শব্দ।

**কেক**—বিঃ ডিম ময়দা ইত্যাদি দ্বারা ইউরোপীয় প্রণালীতে প্রস্তুত পিষ্টক বিশেষ, cake।

**কেকা**—বিঃ ময়ূরের ডাক।

**কেকী**—বিঃ ময়ূর।

**কেঙ্গারু**—বিঃ অস্ট্রেলিয়ার প্রাণিবিশেষ, যাহাদের সম্মুখের দুইটি পা পশ্চাতের দুইটি পা অপেক্ষা অনেক ছোট।

**কেচছা**—বিঃ কাহিনী, গল্প ; **কলঙ্ক-কাহিনী**, কুৎসা। [আ]।

**কেজো**—বিণঃ কাজের যোগ্য, কর্মদক্ষ, প্রয়োজনীয়।

**কেটলি, কেতলি**—বিঃ জল গরম করিবার নলযুক্ত পাত্রবিশেষ, kettle।

**কেঠো, কেটো**—(১) বিঃ কাষ্ঠনির্মিত পাত্রবিশেষ ; কচ্ছপবিশেষ। (২) বিণঃ রুক্ষ, শক্ত ; কাষ্ঠনির্মিত।

**কেতক, কেতকী**—বিঃ কেয়াফুল বা তাহার গাছ।

**কেতন**—বিঃ পতাকা, নিশান ; গৃহ।

**কেতা**—বিঃ কায়দা ; গোছা। [আ]।

**কেতাদুরস্ত**—বিণঃ শৃংখলাযুক্ত, পরি-পাটী।

**কেতাব, কিতাব**—বিঃ বই, পুস্তক, গ্রন্থ। [আ]। বিণঃ **কেতাবী, কিতাবতী**—পুঁথিগত। বিঃ **কেতাবকীট**—গ্রন্থ-কীট ; যে সর্বদাই বই পড়ে ; বইয়ের পোকা।

**কেতু**—বিঃ নবগ্রহের শেষ গ্রহ ; কেতন, ধ্বজা, পতাকা ; শত্রু, দানববিশেষ।

**কেদার**—বিঃ হিমালয়স্থ হিন্দুতীর্থবিশেষ ; শিব ; আলবাল ; কৃষিক্ষেত্র, ক্ষেত। বিঃ **-নাথ**—মহাদেব, তীর্থবিশেষ হিমালয়ে অবস্থিত)।

**কেদারা**[১]—বিঃ চেয়ার। [পো]।

**কেদারা**[২]—বিঃ রাগিণীবিশেষ।

**কেন**—অব্যঃ কি জন্য, কি হেতু, সাড়া দেওয়া। অব্যঃ **কেননা**—যেহেতু।

**কেনা**—(১) ক্রিঃ ক্রয় করা। (২) বিণঃ ক্রীত। (৩) বিঃ ক্রয়। **কিনানো, কেনান, কেনানো**—ক্রয় করানো।

**কেন্দ্র**—বিঃ (জ্যামিতি) বৃত্তের মধ্যবিন্দু ; মূল বা প্রধান স্থান (শিক্ষাকেন্দ্র) ; মধ্য স্থল ; (জ্যোতিষ) রাশিচক্রের লগ্নস্থান এবং উহা হইতে চতুর্থ সপ্তম ও দশম স্থান। বিণঃ **কেন্দ্রীয়, কৌন্দ্রিক**। বিণঃ **-গত**—মূলস্থানে অবস্থিত, মধ্যস্থ। বিণঃ **-বিমুখ, কেন্দ্রাতিগ**—কেন্দ্র হইতে দূরে অপসারণকারী বা গমনকারী, centrifugal। বিণঃ **কেন্দ্রাভিগ**—কেন্দ্রের অভিমুখে আকর্ষণকারী, centripetal, অভিকেন্দ্র। বিণঃ **কেন্দ্রিত**—কেন্দ্রগত। বিণঃ **কেন্দ্রী**—কেন্দ্রযুক্ত, প্রধান। বিণঃ **কেন্দ্রীভূত**—কেন্দ্রে আগত, মধ্যস্থলে জমা হওয়া।

**কেন্নো, কেন্নুই, কেন্নাই**—বিঃ বহুপদ বিশিষ্ট কীটবিশেষ। [দেশী]।

**কেবল**—বিণঃ শুধু, একমাত্র (কেবল তুমিই ভরসা) ; এইমাত্র (কেবল এসেছি) ; অবিশ্রান্ত, অবিরাম, সর্বদা (কেবল বৃষ্টি পড়ছে) ; অদ্বিতীয় ; শুদ্ধ, অবিকারী (কেবলাত্মা)। বিঃ **কৈবল্য**।

**কেবলা**—বিণঃ বোকা, স্থূলবুদ্ধি। **কেবলারাম**—স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন লোক।

**কেবিন**—বিঃ কামরা বা কক্ষ, cabin।

**কেমন**—(১) ক্রি-বিণঃ কেমন করিয়া, কি রকম ; কি প্রকার। (২) বিণঃ এক প্রকার বা রকম (কেমন গো-বেচারার মত দেখতে) ; উচাটন, ব্যাকুল (তোমার বিরহে মন কেমন করে) (বিদ্রূপ সূচক) বেশ, আচ্ছা (কেমন মজা পেলে সাজা)। বিণঃ ঠিক ভালও নহে, মন্দও নহে ; ভাল মন্দটা সন্দেহজনক (ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে) ; বিণঃ কেমন যেন (পরিস্থিতিটা কেমন যেন ঠেকছে) ; কিছু পরিমাণে, বোধ হয় যেন (লোকটা কেমন যেন অসুস্থ) ; ক্রি-বিণঃ কি প্রকারে ('ভুলি কেমনে আজও যে মনে বেদনা সনে আছে আঁকা')।

**কেমিকেল, কেমিক্যাল**—বিঃ রাসায়নিক বস্তু ; কৃত্রিম, নকল, chemical।

**কেয়া**[১]—বিঃ প্রসিদ্ধ পুষ্প ; কেয়াফুল বা গাছ বিশেষ।

**কেয়া**[২]—(১) অব্যঃ (প্রশংসা সূচক) কী চমৎকার (কেয়া মজা ভাই!)। [হি]। অব্যঃ **-বাত, -বাৎ**—বাহবা, চমৎকার ব্যাপার বা কথা ; শাবাশ, বেশ। (২) প্রশংসাচ্ছলে বিদ্রূপ বা উপহাস (মাছ কাতুরে ভেকো হ'ল কেয়াবাৎ, কেয়াবাত!—হেম)।

**কেয়াকাঁদি**—বিঃ কেতকীফুলের গুচ্ছ ; কেয়াফুলের ছড়া (সামান্য স্পর্শে এই ফুলের রেণু ঝরিয়া পড়ে)।

**কেয়ামত**—বিঃ শেষ বিচার, মহা প্রলয় (ইসলামী মতে সমাধি হইতে পুনরুত্থিত মৃতদের পাপ-পুণ্যের বিচার) ('মোর জীবনের রোজ কেয়ামত না জানি কত দূর?'—ন)। [আ]।

**কেয়ার**—(১) বিঃ অবধান। (২) দৃষ্টি, মনোযোগ, যত্ন; ভ্রূক্ষেপ (তাহার শরীরের প্রতি কোন কেয়ার নাই)। (৩) সমীহ ('আমরা করিনা কাউকে কেয়ার'—দ্বিঃ রায়); (৪) তত্ত্বাবধান (ছেলেটিকে আমার কেয়ারে রাখিতে পার)। (৫) নিকটে, ঠিকানায় (চিঠিটা কি তোমার অফিসের কেয়ারে পাঠাইব?), care। ক্রিঃ **কেয়ার-না-করা**—(১) ভ্রূক্ষেপ না করা; মনোযোগ না দেওয়া। (২) ভয় না করা, অগ্রাহ্য করা; সমীহ না করা ('তাতে বড় কাহাকেও করে নাক কেয়ার।'—দ্বিঃ রায়)।

**কেয়ারি, কেয়ারী**—বিঃ আল দিয়া ঘেরা রোপিত ক্ষেত্রখণ্ড, (ফুলগাছের কেয়ারি); সযত্ন বিন্যাস (চুলের কেয়ারি)।

**কেয়ূর**—বিঃ বাজু, অঙ্গদ, বাহুর অলংকার ('কেয়ূর শোভিত ভুজ সঘনে দোলায়।'—জ্ঞান)।

**কেরদানি**—**কারদানি**-র রূপভেদ।

**কেরল**—বিঃ মালব দেশ (ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তস্থিত দেশবিশেষ), ঐ দেশবাসী। বিঃ (স্ত্রী): **কেরলী**—কেরলদেশীয়া নারী।

**কেরাঞ্চি**—বিঃ দুই বা চার চাকার গরুর গাড়ি ('কেরাঞ্চিতে ঠক চাচা প্রভৃতিকে লইয়া উঠিলেন'—টেকচাঁদ)। [হি]।

**কেরানী** (বর্জিত), **কেরাণী**—বিঃ লেখক কর্মচারিবিশেষ; করণিক। [পো]। বিঃ -**গিরি**—কেরাণীর কাজ; মসীবৃত্তি।

**কেরামত, কেরামতি**—বিঃ ক্ষমতা, শক্তি, বাহাদুরি; প্রতাপ। [আ]।

**কেরায়া**—বিঃ ভাড়া। বিঃ -**দার**—ভাড়াটিয়া। [আ]।

**কেরাসিন**—**কেরোসিন**-এর রূপভেদ।

**কেরোসিন**—বিঃ মেটে তেল; খনিজ জ্বালানী তৈলবিশেষ, kerosene।

**কেলা**—বিঃ (১) বিলাস, ক্রীড়া; (২) কদলী, কলা। [হি]।

**কেলান, কেলানো**—ক্রিঃ (অশ্লীল) আবরণ মুক্ত করা; খোসা বা ছাল ছাড়ানো; প্রকাশ করা।

**কেলাস**[১]—বিঃ শ্রেণী; বিভাগ; **ক্লাস**-এর বিকৃত রূপ (তুমি কোন্ কেলাসে পড়?)।

**কেলাস**[২]—বিঃ রাসায়নিক বস্তুর স্ফটিকতুল্য নিয়াকর দানা, crystal। [কেলা+সদ্+অ]। বিণঃ **কেলাসিত**—স্ফটিকীভূত, দানা-বাঁধা, crystallised।

**কেলি, কেলী**—বিঃ বিহার, প্রমোদ, কৌতুক; খেলা, ক্রীড়া। বিঃ -**কদম্ব**—শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়ক কদম্ব বৃক্ষবিশেষ। বিঃ -**গৃহ**—প্রমোদ-ভবন। বিঃ -**কুঞ্জ**—প্রমোদ-উদ্যান।

**কেলে**—বিণঃ কালো, কৃষ্ণবর্ণ, কদাকার। -**কার্তিক**—কার্তিক দ্রষ্টব্য। বিঃ -**ভূত**—ভূতের মত কালো ব্যক্তি। বিঃ -**মাণিক**—কালোছেলে। বিঃ -**সোনা**—কৃষ্ণ, কালাচাঁদ। -**হাঁড়ি**—অনেক দিন ভাত রাঁধার ফলে যে হাঁড়ির তলদেশ মসীবর্ণ হইয়াছে।

**কেলেঙ্কার**—(১) বিণঃ কুৎসিত বা কলঙ্কজনক। (২) বিঃ কলঙ্ক বা লজ্জাজনক ব্যাপার।

**কেলেঙ্কারি, -রী**—বিঃ কুৎসার বিষয়, নিন্দাজনক ঘটনা; ঢলাঢলি।

**কেলেণ্ডার**—**ক্যালেণ্ডার**-এর রূপভেদ।

**কেল্লা, কিল্লা**—বিঃ সেনানিবাস, দুর্গ, fort, ('বন্দির কেল্লা চিতোর হ'তে যোজন তিনেক দূর'—রবীন্দ্র।) [আ] বিঃ **-দার**—দুর্গাধিপতি; দুর্গশাসক। ক্রিঃ **কেল্লা ফতে করা; কেল্লা মাত করা**—দুর্গ জয় করা; কাজ হাসিল করা, সিদ্ধিলাভ করা।

**কেশ**—বিঃ চুল। [কে+শী+অ]। বিঃ **-কীট**—উকুন। বিঃ **-কলাপ, -গুচ্ছ, -দাম, -পাশ**—চুলের গুচ্ছ বা গোছা। বিঃ **-তৈল**—মাথায় মাখিবার তেল। বিঃ **-বিন্যাস**—চুল আঁচড়ানো বা বাঁধা; খোঁপা বাঁধা; টেড়ি কাটা। বিঃ **-মুণ্ডন**—মাথা মুড়াইয়া ফেলা; নেড়া হওন।

**কেশঘ্ন**—বিঃ কেশনাশক রোগ, ইন্দ্রলুপ্ত, টাক পড়া।

**কেশব**—বিঃ শ্রীকৃষ্ণ।

**কেশর**—বিঃ ফুলের ভিতরের কেশের ন্যায় অঙ্গ; সিংহাদি পশুর ঘাড়ের দীর্ঘ লোমরাজি; জাফরান।

**কেশরী**—বিঃ সিংহ; কেশরবিশিষ্ট প্রাণী। (শব্দের পরে থাকিলে শ্রেষ্ঠ বোঝায় যেমন পাঞ্জাবকেশরী)।

**কেশাকর্ষণ**—বিঃ চুল ধরিয়া টানা।

**কেশাকেশি**—অব্যঃ বিঃ চুলাচুলি; পরস্পরের চুলগ্রহণপূর্বক যুদ্ধ।

**কেশাগ্র**—বিঃ চুলের অগ্রভাগ; চুলের ডগা। **কেশাগ্র স্পর্শ করিতে না পারা**—একটুও অপমান বা ক্ষতি করিতে না পারা।

**কেশী**—(১) বিণঃ প্রশস্ত কেশবিশিষ্ট; বহুল কেশযুক্ত। (২) বিঃ দৈত্যরাজ কংসের মল্ল। (৩) বিষ্ণু। (৪) সিংহ। বিণঃ (স্ত্রী): **কেশিনী**।

**কেশুর**—বিঃ মুথাজাতীয় কন্দবিশেষ।

**কেষ্ট-বিষ্টু**—বিঃ (ব্যঙ্গার্থে) গণ্যমান্য; হোমরা-চোমরা ব্যক্তি; ('হ'বেও বা কেষ্ট-বিষ্টু এক জন।' —দ্বিঃ রায়)।

**কেস**—বিঃ নালিশ, মোকদ্দমা; case (সিভিল কেস); ব্যাপার; ঘটনা (মজার কেস); মক্কেল (উকিল বাবুটির কেস জোটেনা); রোগী (ডাক্তারটি অনেক কেস পাচ্ছেন); বাক্স, বড় মোড়ক (এক কেস সাবান)।

**কেসর**—**কেশর**-এর বানানভেদ।

**কেসরী**—**কেশরী**-র বানানভেদ।

**কেহ**—সর্বঃ কেউ, কোন্ কোন্ লোক, কতিপয় ব্যক্তি। **কেহ-না-কেহ**—এক জন না এক জন।

**কেহে**—ক্রি-বিণঃ কেন।

**কৈ**—**কই**-এর বানানভেদ।

**কৈকেয়ী**—বিঃ কেকয় রাজকন্যা; রাজা দশরথের পত্নী; ভরতের মাতা।

**কৈছন**—**কইসন**-র রূপভেদ।

**কৈছে**—ক্রি-বিণঃ (ব্রজ) কেমন করিয়া ('কৈছে গোঙায়ব হরি বিনু দিন রাতিয়া'—বিদ্যা) কি রূপে, কি প্রকারে ('যুবতী ধরম কৈছে রয়'। —চণ্ডী)। [হি]।

**কৈটভ**—বিঃ বিষ্ণুর কর্ণমূল-সম্ভূত এবং বিষ্ণু কর্তৃক নিহত দানববিশেষ।

**কৈতব**—বিঃ ছল, জুয়াখেলা। [কিতব+অ]। ('সুন্দর শরীর হয় কৈতবের বিন্দু।' —চণ্ডী)। **-বাদ**—মিথ্যা কথা, অনৃতবাদ, চাটুবাদ ('কৈতবের এমনি মহিমা।'—শরৎ)। বিণঃ **-বাদী**—মিথ্যাবাদী।

**কৌন্দ্রক**—**কেন্দ্র** দ্রষ্টব্য।

**কৈফিয়ৎ, কৈফিয়ত**—বিঃ জবাবদিহি, কারণ প্রদর্শন ; কারণ ব্যাখ্যা ('কৈফিয়ৎ দেওয়ার পর চাণক্য আর মন্ত্রিত্ব করে না'।—দ্বিঃ রায়)। [আ]।

**কৈবর্ত**—বিঃ হিন্দুজাতিবিশেষ (কৃষিজীবী ও মৎসজীবী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত)।

**কৈবল্য**—বিঃ ব্রহ্মত্ব বা মোক্ষলাভ ; প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্তি ; পরমাত্মার অসঙ্গ অবস্থা ; কেবলের ভাব। [কেবল+য]। বিঃ (স্ত্রীঃ) **-দায়িনী**—আদ্যাশক্তি, পরমাশক্তি ; ঈশ্বরী।

**কৈলাস**—বিঃ শিবলোক, শিবের বাসস্থান রূপে বর্ণিত হিমাচলের উত্তরস্থ পর্বতবিশেষ। বিণঃ **-নাথ, কৈলাসেশ্বর**—মহাদেব, শিব। বিঃ **-বাসিনী**—দুর্গা, পার্বতী।

**কৈশিক**—বিণঃ কেশতুল্য, কেশসম্বন্ধীয় ; অতিসূক্ষ্ম নলাকার, capillary। [কেশ+ইক]। **কৈশিকা নাড়ী**—চুলের মত অতিসূক্ষ্ম রক্তবহা নাড়ী।

**কৈশোর**—বিঃ কিশোর অবস্থা বা কাল। [কিশোর+অ]।

**কৈসে**—**কৈছে**-র রূপ ভেদ।

**কো**—সর্বঃ (ব্রজ) বিঃ কে বা কোন জন ('তুয়া বিনে অধমে শরণ কো দেয়ব'—গোঃ দাঃ)। সং **-ই**—কেহ ('কোই বলে মীরা স্বয়ং রাধিকা')।

**কোং**—**কোম্পানি**-র সংক্ষিপ্ত রূপ।

**কোঁ, কোঁ-কোঁ, কোঁ-কা**—অব্যঃ অনুকার ধ্বনিবিশেষ (খিদেয় পেট কোঁ কোঁ করছে। লাথি খেয়ে কোঁ-কা করে উঠা)।

**কোঁক কোঁখ**—বিঃ গর্ভ, উদর, উদরের পার্শ্বদেশ, কুক্ষি।

**কোঁকড়া**—বিণঃ কুঞ্চিত, curly। **কোঁকড়ান, কোঁকড়ানো**—**কুঁকড়ান**-র চলিত রূপ।

**কোঁকান, কোঁকানো**—(১) ক্রিঃ কোঁথানো, অব্যক্ত ক্রন্দন করা ; কোঁ কোঁ করা, ককানো। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**কোঁচ**[১]—বিঃ কোঁচকানো ভাব।

**কোঁচ**[২]—বিঃ মৎস্য, কচ্ছপ, কুম্ভীর ইত্যাদি শিকারের বর্শাবিশেষ।

**কোঁচ**[৩]—**কোচ**-এর রূপভেদ।

**কোঁচকান, কোঁচকানো**—**কুঁচন**-এর চলিত রূপ।,

**কোঁচড়**—বিঃ কোঁচার বা ক্রোড়ের কাপড়ের আধার, কোল।

**কোঁচা**—বিঃ (প্রধানতঃ পুরুষের) বস্ত্রের কুঞ্চিত অগ্রভাগ। **কোঁচা দুলিয়ে বেড়ান**—দায়িত্বজ্ঞান শূন্য হইয়া আলস্যে দিন পাত করা); বাবুগিরি করা। **বাইরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন**—অর্থাভাবে গৃহে নিত্য কলহ, বাইরে লোক দেখানো বাবুগিরি করা হইতেছে এমন।

**কোঁচান, কোঁচানো**—**কুঁচন**-এর চলিত রূপ।

**কোঁড়, কোঁড়া**—বিঃ বংশাদির নবাঙ্কুর ('বাড়চে যেন শালের কোঁড়া'—রাঃ প্রঃ)।

**কোঁত, কোঁৎ**—বিঃ (১) মলত্যাগের বেগ। (২) কাতরতা প্রকাশক ধ্বনি ; (৩) চর্বণ না করিয়া গলাধঃকরণের শব্দ। ক্রিঃ **কোঁত দেওয়া, কোঁত পাড়া**—বেগ দিয়া মলত্যাগের চেষ্টা করা।

**কোঁতা**—**কুঁতা**-র চলিত রূপ।

**কোৎকা, কোঁতকা**—বিঃ মোটা লাঠি।

**কোঁদল**—**কোন্দল**-র অধিকতর প্রচলিত রূপ, ঝগড়া, বিবাদ ('যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।'—ভাঃ চঃ)।

**কোদণ্ড**—বিঃ ধনুক, শরাসন ('কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিল হুঙ্কারে।' —মধু)।

**কোঁদা¹, কুঁদা**—ক্রিঃ ক্ষোদাই করা ; কুঁদ-যন্ত্রে ঘুরাইয়া কাটা ; কাটিয়া গঠন করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**কোঁদা², কোদা, কুঁদা, কুদা**—(১) ক্রিঃ লাফানো, আস্ফালন করা, মরিবার জন্য রুখিয়া যাওয়া ; **লম্ফঝম্প** করা। (২) বিঃ **কুঁদন, কোঁদন, কোদন**—**লম্ফঝম্প**, আস্ফালন।

**কোক**—বিঃ অল্প পোড়ানো পাথুরে কয়লা, coke।

**কোকনদ**—বিঃ রক্তপদ্ম, লাল শালুক।

**কোকিল**—বিঃ সুকণ্ঠ পাখি, পরভৃত, পিক। (স্ত্রী)ঃ **কোকিলা**। বিণঃ **-কণ্ঠ**—কোকিলের ন্যায় সুকণ্ঠ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-কণ্ঠী**। বিঃ **কোকিলাসন**—তান্ত্রিক যোগাসনবিশেষ।

**কোকেন**—বিঃ মাদক দ্রব্য ও ঔষধবিশেষ (কোকা-নামক বৃক্ষের পাতা হইতে প্রস্তুত) ; cocaine।

**কোঙর**—বিঃ সন্তান, পুত্র ('ত্রৈলোক্য বিজয়ী হ'বে তোমার কোঙর'।—কৃত্তি)।

**কোঙা**—বিণঃ বক্রপৃষ্ঠ, কুব্জ ; কুঁজো।

**কোঙার**—**কোঙর**-র রূপভেদ।

**কোঙ্কণ**—বিঃ মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রদেশ বিশেষ ; অস্ত্র বিশেষ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **কোঙ্কণা**—পরশুরামের জননী রেণুকা।

**কোচ, কোঁচ³**—বিঃ কুচবিহারের আদিম অধিবাসী ; ধীবরজাতিবিশেষ।

**কোচওয়ান**—বিঃ ঘোড়ার গাড়ির চালক, coachman।

**কোচবাক্স**—বিঃ গাড়িতে কোচোয়ানের বসিবার স্থান, coachbox।

**কোচমান, কোচম্যান, কোচোয়ান**—**কোচওয়ান**-এর রূপভেদ।

**কোজাগর**—বিঃ লক্ষ্মী পূর্ণিমা। [কঃ+জাগৃ+অ]। বিণঃ **কোজাগরী**—কোজাগরকালীন ; কোজাগরসম্বন্ধীয়।

**কোট¹**—বিঃ দুর্গ, অধিকার : আয়ত্ত (নিজের কোটে পাওয়া) ; জিদ, প্রতিজ্ঞা (কোট বজায় রাখা) ; নগর (পাঠানকোট) ; সীমানা (কোটের বাহিরে যাওয়া)।

**কোট²**—বিঃ জামাবিশেষ (ইউরোপীয় প্রণালীতে প্রস্তুত), coat।

**কোটন**—বিঃ চূর্ণন, খণ্ড খণ্ডকরণ ('কুট্না কোটন')।

**কোটনা**—বিঃ যে পুরুষ মধ্যবর্তী হইয়া স্ত্রী পুরুষের অসামাজিক প্রণয় সংঘটন করিয়া দেয় ; pimp। (স্ত্রী)ঃ **কুটনী**—কান ভাঙ্গানি দিয়া বিবাদ বাধায় এমন স্ত্রীলোক। বিঃ **-গিরি, -পনা**—কোটনার কার্য। বিঃ **-মি**—কান ভাঙ্গানি, কোটনাপনা।

**কোটর**—বিঃ গাছের গুঁড়ির গর্ত, গহ্বর, গর্ভ (চক্ষুর কোটর) ; কুঠরি, ছোট ঘর (কোটরবাসী)।

**কোটা, কুটা**—(১) ক্রিঃ চূর্ণ করা ; কাটিয়া কুটি কুটি করা ; ছেঁচা, ঠোকা, ক্রমাগত আঘাত করা (মাথা কোটা ; হলুদ কোটা)। (২) বিণঃ চূর্ণিত, পিষ্ট, টুকরা করিয়া কর্তিত। (৩) বিঃ ছোট ছোট করিয়া কর্তন, চূর্ণন, পেষণ ; চূর্ণ করানো, ছেঁচানো, ঠোকানো।

**কোটাল**—বিঃ নগররক্ষক, প্রহরী, কোতোয়াল। বিঃ **কোটালি**—নগরপালের পদ বা কাজ।

**কোটি, কোটী**—(১) বিঃ ক্রোর, ১০০০০০০০ সংখ্যা ; খড়্গ ধনু প্রভৃতির অগ্র বা প্রান্তভাগ। (২) বিণঃ ১০০০০০০০ সংখ্যক, অসংখ্যক ; ordinate। বিঃ **-কল্প**—ব্রহ্মার এক কোটি অহোরাত্র অর্থাৎ ৮৬,৪০০০০০০০০০০০০০০০ বৎসর (মানুষের) ; অনন্তকাল। বিঃ **-পতি**—কোটীশ্বর, মহাধনী ব্যক্তি।

**কোটেশন**—বিঃ " " এই চিহ্ন ; অপরের উক্তি উদ্ধার ; পারিশ্রমিক বা মূল্য, quotation।

**কোঠা**—বিঃ প্রকোষ্ঠ, পাকা ঘর ; অট্টালিকা ; শ্রেণী, স্তর, অবস্থা (জীবনের শেষ কোঠা)।

**কোঠি**—**কুঠি**-র রূপভেদ।

**কোঁড়া**—বিঃ বাঁশ, বেত ইত্যাদির অংকুর।

**কোড়া**—বিঃ চাবুক, কশা, বেত।

**কোণ**—বিঃ দুই সরলরেখার মিলন স্থান ; angle (দ্বিভুজের কোণ, সমকোণ) ; অভ্যন্তর ('কোথা সে গৃহকোণ'—রবীন্দ্র) ; প্রান্ত (আঁখি-কোণ) ; খুঁট (কাপড়ের কোণ) ; অস্ত্রাদির অগ্রভাগ (ছুরির কোণ) ; অন্তঃপুর (সন্ধ্যা না হ'তেই তিনি কোণে ঢোকেন)। বিণঃ **-ঠাসা**—উপেক্ষিত ; অপর সকলের চাপে জড়সড় (তিনি সমাজে কোণঠাসা হয়ে আছেন)। **সন্নিহিত কোণ**—এক সরলরেখা অপর একটি সরলরেখার উপর দণ্ডায়মান হইলে সন্নিহিত কোণ-দ্বয় যদি পরস্পর হয়, তবে তাহাদের প্রত্যেককে সমকোণ বলে, adjacent angle। বিঃ **সূক্ষ্ম কোণ**—সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র কোণ, acute angle। বিঃ **স্থূল কোণ**—সমকোণ অপেক্ষা বৃহৎ কোণ, obtuse angle।

**কোণা, কোণাকুণি, কোণাকোণি**—যথাক্রমে **কোনা, কোনাকুনি, কোনাকোনি**-র বানানভেদ।

**কোণাচ**—বিঃ মাটির ঘরের চালের কাঠামোর কোণস্থিত কাঠ বা বাঁশ।

**কোতোয়াল**—বিঃ কোটাল, নগর রক্ষক, থানাদার [ফা]। বিঃ **কোতোয়ালি**—থানা ; কোতোয়াল-এর কর্ম বা পদ।

**কোথা**—(১) অব্যঃ বিঃ কোন্ স্থান ('শশী বিনা নিশি কোথা বল শোভা করে।'—নিধুঃ বাঃ)। (২) অব্যঃ ক্রি-বিণঃ—কোথায়, কোন্ স্থানে। বিণঃ **-কার**—কোন্ স্থানের ; অস্থানের (কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়) ; ভর্ৎসনায় (দুষ্টু ছেলে কোথাকার!) ; অব্যঃ ক্রি-বিণঃ **-য়**—কোন্ স্থানে।

**কোদাল, কোদালি**—বিঃ ভূমি খননের অস্ত্রবিশেষ। ক্রিঃ **কোদলান, কোদলানো, কোদাল পাড়া**—কোদাল দিয়া মাটি কাটা বা কোপানো। বিণঃ **কোদালিয়া**—কোদাল দিয়া খননকারী; ভূমিখনক।

**কোন্, কোন**—সর্বঃ বিণঃ [কঃ পুনঃ] কে কি, (প্রশ্নে—কোন্ লোক, কোন্ স্থান, কোন্ কাজ) ; কোনও (সে যে-কোনও দিন আসতে পারে) ; সর্বঃ বিণঃ অনির্দিষ্ট একটি বা একজন (যে-কোন লোক, যে-কোন বিষয়) ; বহুর মধ্যে এক (কোন বই-ই পড়ি নাই, কোনটি চাই না)।

সর্বঃ বিণঃ **কোন কোন**—অনির্দিষ্ট একাধিক (কোন কোন লোকের অভিমত, এর মধ্যে কোন-কোনটি বেশ ভাল) ; মধ্যে মধ্যে, এক-এক (কোন কোন দিন তিনি আসেন) ; নিশ্চয় (কোন-না কোন দোকানে পাওয়া যাবে)। সর্বঃ বিণঃ **কোনো, কোন্, কোনও**—**কোন** শব্দেরই অনুরূপ, তবে শব্দগুলিতে ঝোঁকের তারতম্যগত পার্থক্য আছে।

**কোনা**—(১) বিঃ কোণবিশিষ্ট প্রান্ত। (২) বিণঃ কোণ যুক্ত (চার কোনা)। **কোনাকুনি, কোনাকোনি**—ক্রি-বিণঃ এক কোণ হইতে বিপরীত কোণ অবধি; ঐভাবে বিস্তৃত।

**কোনাচ**—বিঃ কোণের দিক বা অংশ। বিণঃ **কোনাচে**—কোণাকুণি, টেড়া, কোণাভিমুখী।

**কোন্দল**—বিঃ ঝগড়া ; কলহ। বিণঃ **কোন্দলিয়া**—ঝগড়াটে, কুঁদুলে। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ **কোন্দলী**।

**কোপ১**—বিঃ রোষ, ক্রোধ, রাগ ; অসন্তোষ ; বিরাগ। বিঃ **-কটাক্ষ**—ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। বিণঃ **-ন**—ক্রুদ্ধ; ক্রোধপ্রবণ, ক্রোধী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **কোপনা**। বিণঃ **কোপন-প্রকৃতি, কোপন-স্বভাব**—অল্পতেই ক্রুদ্ধ হয় এমন স্বভাব বিশিষ্ট। বিঃ **কোপানল**—ক্রোধ-বহ্নি। বিণঃ **কোপাবিষ্ট**—ক্রুদ্ধ।

**কোপ২**—বিঃ ধারালো ভারী অস্ত্রের আঘাত, চোট। [দেশী]। (১) ক্রিঃ **কোপান, কোপানো**—সুতীক্ষ্ন অস্ত্রের ক্রমাগত আঘাত করা ; অস্ত্রের কোপ দেওয়া; কোপ মারিয়া কাটা (জমি কোপানো)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**কোপিত**—বিণঃ রোষিত ; যাহাকে রাগানো হইয়াছে। [কুপ্+ণিচ্+ত]।

**কোপ্তা**—বিঃ মুসলমানী প্রণালীতে প্রস্তুত মশলা সহযোগে ভাজা মাছ বা মাংস। [ফা]।

**কোবিদ**—বিণঃ পারদর্শী, পণ্ডিত, দক্ষ।

**কোমর**—বিঃ কটি, মাজা। [ফা]। বিঃ **-বন্ধ**—পেটি, কটিবেষ্টনী, belt। ক্রিঃ **কোমর বাঁধা**—কোন কার্য সাধনে উঠিয়া পড়িয়া লাগা ; দৃঢ়সংকল্প করা। বিঃ **-পাটা**—মেখলা।

**কোমল**—বিণঃ অকঠিন, নরম, মৃদু ; ললিত, মধুর ; সুকুমার। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **কোমলা**। বিঃ **কোমলায়ন**—তাপ দ্বারা উত্তপ্ত করার পর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করিয়া **শক্ত** করার প্রণালী, annealing।

**কোম্পানি, কোম্পানী**—বিঃ বণিক সমিতি ; ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ; যৌথ ব্যবসায় (ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি), company। **কোম্পানির কাগজ**—সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের স্বীকার পত্র বা দলিল।

**কোয়**—সর্বঃ (ব্রজ) কাহাকেও ('হাম যদি পরশ করি কোয়।'—বৈঃ পঃ)।

**কোয়া**—বিঃ কোষ (কাঁঠালের, রেশমের)।

**কোয়েল**—বিঃ (কাব্যে) কোকিল। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **কোয়েলা**।

**কোর**—বিঃ (ব্রজ) ক্রোড়, কোল ('দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া')।

**কোরক**—বিঃ মুকুল, কুঁড়ি, কলিকা।

**কোরঙ্গী**—বিঃ ছোট এলাচ ; পিপ্পলী।

**কোরণ্ড, কোরন্দ**—বিঃ কোষস্ফীতিরোগ, hydrocele।

**কোরফা**—বিঃ অন্য প্রজার নিকট জমি লইয়া যে চাষ করে। [ফা]।

**কোরবানি**—বিঃ মুসলমান ধর্মবিহিত পশুবলি। [আ]।

**কোরা**১—বিণঃ সম্পূর্ণ নূতন ; আধোয়া, মাড়যুক্ত, আনকোরা ; অব্যবহৃত। [হি]।

**কোরা**২—(১) ক্রিঃ কোরান। (২) বিঃ যাহা কোরাইবার ফলে তৈয়ারী হইয়াছে (নারিকেল কোরা)।

**কোরান**১, (বর্জিত) **কোরাণ**—বিঃ মুসলমানদিগের সর্বপ্রধান ধর্মগ্রন্থ। [আ]।

**কোরান**২—(১) ক্রিঃ কুরুনির দ্বারা আঁচড়ানো (নারিকেল কোরান); ধীরে ধীরে কাটা বা ক্ষয় করা (উই-এ বাক্সটি কোরাইয়া খাইয়াছে)। (২) বিঃ-বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**কোর্ট**—বিঃ বিচারালয়, আদালত ; ধর্মাধিকরণ, court।

**কোর্টশিপ**—বিঃ ইউরোপীয় প্রথায় পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে প্রাক্ বিবাহকালীন মন দেওয়া-নেওয়া, courtship।

**কোর্তা**—**কুর্তা**-র রূপভেদ।

**কোর্ফা, কোরফা**—বিণঃ প্রজার অধীন। [ফা]। **কোর্ফা-প্রজা**—এক প্রজার অধীন অন্য প্রজা (যাহার জমিতে কোন স্বত্ব থাকে না)।

**কোর্মা**—বিঃ তুর্কী প্রথায় ভাজা মাংস বা মাংসের তরকারি। [তুর্কী]।

**কোল**১—বিঃ ভারতের আদিম জাতি-বিশেষ।

**কোল**২—বিঃ ক্রোড় ('আচণ্ডালে ধরি' দেয় কোল')। আলিঙ্গন (কোল দেওয়া) : পেট বা মধ্যভাগ (ভেটকি মাছের কোল) ; কিনারা (গঙ্গার কোল) ; সান্নিধ্য (গাছের কোল) ; মধ্যদেশ (সাগর কোলে জাহাজ দোলে)। বিণঃ **-কুঁজো**—সামনের দিকে একটু কুব্জ বা হেলানো। বিণঃ **পোঁছা, -মোছা** (সন্তান সম্পর্কে)—কনিষ্ঠ, সর্বশেষ জাত। বিণঃ **কোল-জুড়ানো**—মাতৃক্রোড়ে বসিয়া জননীকে আনন্দ দান করে এমন। **কোল-জোড়া হ'য়ে থাকা**—মায়ের কোল পূর্ণ করিয়া থাকা ; বাঁচিয়া থাকা। **কোলের ছেলে**—সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র, দুগ্ধপোষ্য ছেলে।

**কোলন**—বিঃ যতি বা বিরাম চিহ্নবিশেষ (ঃ) colon।

**কোলম্বক**—বিঃ বীণার তন্ত্রী ভিন্ন অন্যান্য সমুদয় অবয়ব।

**কোলা**—(১) বিঃ বড় জালাবিশেষ। (২) বিণঃ মোটা, স্ফীতোদর (কোলা ব্যাঙ)।

**কোলাকুলি, -কোলি**—বিঃ আলিঙ্গন।

**কোলাহল**—বিঃ অনেক লোকের উচ্চরব, গোলমাল।

**কোশ**১—**কোষ**-এর বানানভেদ।

**কোশ**২—**ক্রোশ**-এর কথ্যরূপ।

**কোশল**—বিঃ প্রাচীন অযোধ্যা রাজ্য।

**কোশা**—**কোষা**-র বানানভেদ।

**কোষ, কোশ**—বিঃ আবরণ, ভাণ্ডার (রাজকোষ) ; ধনরাশি, কোষাগার : আধার, থলি (অণ্ডকোষ) ; খাপ (কোষবদ্ধ অসি) ; কোয়া (কাঁঠালের কোষা) ; মপ্রুষা ; কোষা ; রেশম গুটি ; প্রাণিদেহের সূক্ষ্ম অংশ-বিশেষ, cell ; সত্তার বিভিন্ন স্তর (মনোময় কোষ, অন্নময় কোষ) ; অভিধান—(শব্দ কোষ) ; মুষ্ক, প্রাণিদেহের অণ্ড. (কোষ বৃদ্ধি)।

বিঃ **-কাব্য**—কবিতার সঙ্কলন গ্রন্থ; বিঃ **-কার**—প্রণেতা, গুটিপোকা। বিঃ **-বৃদ্ধি**—কুরণ্ড রোগ।

**কোষা, -শা**—বিঃ নৌকাকৃতি পূজার বাসনবিশেষ; ডোঙ্গা।

**কোষাগার**—বিঃ ধনভাণ্ডার।

**কোষাধ্যক্ষ**—বিঃ ধনরক্ষক, treasurer; খাজাঞ্চী; ধনভাণ্ডারের কর্তা।

**কোষ্টা**—বিঃ পাট [দেশী]।

**কোষ্ঠ**—বিঃ ঘর, প্রকোষ্ঠ; গৃহাভ্যন্তর, শস্যগোলা, মলাশয়; উদরাভ্যন্তর। বিঃ **-কাঠিন্য**—মলবদ্ধতা, উদরস্থ মলভাণ্ডারের বদ্ধাবস্থা; constipation। বিঃ **-শুদ্ধি**—দাস্ত পরিষ্কার হওয়া।

**কোষ্ঠী**—বিঃ মানবজীবনের শুভাশুভ নিরূপক জন্মপত্রিকা, horoscope।

**কোহল**—বিঃ মদ্যবিশেষ; বাদ্যবিশেষ; সুরাসার, alcohol।

**কোহিনূর**—বিঃ বিখ্যাত হীরকবিশেষ। [ফা, আ]। সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু।

**কৌঁসিলি, কৌঁসুলি**—**কৌন্সিলি**-র রূপভেদ।

**কৌচ**—বিঃ গদিআঁটা বড় আরাম কেদারা, পালঙ্ক, couch।

**কৌটা, কৌটো**—বিঃ ঢাকনিওয়ালা ছোট পাত্র; পুট।

**কৌটিল্য**—বিঃ কুটিলতা, ক্রূরতা; বক্রতা; চাণক্য (সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কূটনীতিবিশারদ মন্ত্রী)।

**কৌড়ি**—**কড়ি**[১]-র রূপভেদ।

**কৌণিক**—বিণঃ কোণাচে; কোণাকুণি; কোণ-সম্বন্ধে। [কোণ+ইক]।

**কৌতুক**—বিঃ আমোদ, রহস্য, মজা, ঠাট্টা, তামাশা, ঔৎসুক্য, পরিহাস; কৌতূহল। [কুতুক+অ]। বিণঃ **কৌতুকাবহ**—কৌতূহলজনক, আমোদজনক। বিণঃ **কৌতুকী**—কৌতুককারী; আমোদপ্রিয়; কৌতূহলাক্রান্ত।

**কৌতূহল**—বিঃ কুতূহল, ঔৎসুক্য; জানিবার আগ্রহ ('কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি কৌতূহল ভরে'—রবীন্দ্র)। বিণঃ **কৌতূহলী**—কৌতূহল উদ্রেককর; ('কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ'—রবীন্দ্র)।

**কৌন্তেয়**—বিঃ কুন্তিপুত্র। [কুন্তি+এয়]।

**কৌন্সিলি, কৌন্সুলি**—বিঃ ব্যারিস্টার, বড় উকিল।

**কৌপ**—(১) বিণঃ কূপ সম্বন্ধীয়; কূপোৎপন্ন। (২) বিঃ কুয়ার জল।

**কৌপীন**—বিঃ কপনি, ল্যাঙ্ট।

**কৌমার**—(১) বিঃ কুমার অবস্থা, বাল্যকাল, অবিবাহিত অবস্থা; পঞ্চম হইতে (তান্ত্রিক মতে) ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত অবস্থা; অবিবাহিত পুত্র। (২) বিণঃ কুমারসম্বন্ধীয় (কৌমার ব্রত)। [কুমার+অ]। বিঃ (স্ত্রী): **কৌমারী**—অবিবাহিত কন্যা; প্রথমা পত্নী; মাতৃকাবিশেষ; কার্তিকেয়-শক্তি। বিঃ **-ভৃত্য, -ভৃত্য-তন্ত্র**—আয়ুর্বেদীয় প্রণালীতে শিশুর চিকিৎসা ও পরিচর্যা।

**কৌমার্য**—বিঃ কৌমার, অবিবাহিত অবস্থা। [কুমার+য]।

**কৌমুদী**—বিঃ জ্যোৎস্না, চন্দ্রকিরণ; চন্দ্রিকা; কার্তিক-পূর্ণিমা। [কুমুদ+অ+ঈ]। বিঃ **-পতি**—চন্দ্র।

**কৌরব**—বিঃ কুরুবংশধর; দুর্যোধনাদি শত পুত্র। [কুরু+অ]। বিণঃ **কৌরব্য, কৌরবেয়**—কুরুরাজবংশীয়।

**কৌর্ম**—(১) বিঃ কূর্মপুরাণ। (২) বিণঃ কূর্মসম্বন্ধীয়। [কূর্ম+অ]।

**কৌল**—(১) বিণঃ কুলসম্বন্ধীয়; কুলপ্রথানুযায়ী; বংশপরম্পরাগত; কুলাচার; তান্ত্রিক বামাচারী সাধক। [কুল+অ]।

**কৌলীন্য**—বিঃ কুলীনত্ব; কুলমর্যাদা। [কুলীন+য]।

**কৌশল**—বিঃ কুশলতা, দক্ষতা; নিপুণতা; কারিগরি, সাধন-চাতুর্য; ফন্দি, চাতুর্য (কৌশলে কার্যসিদ্ধি)। [কুশল+অ]।

**কৌশল্যা**—বিঃ রামের জননী। [কোশল+য+আ]।

**কৌশম্বী**—বিঃ বৎসরাজের রাজধানী, প্রাচীন নগরবিশেষ।

**কৌশিক**[১]—বিঃ বিশ্বামিত্র; কুশিক-মুনির পুত্র। [কুশিক+অ]।

**কৌশিক**[২], **কৌশেয়**—বিণঃ রেশমী। [কোশ+ইক, এয়]।

**কৌশিকী**—বিঃ আদ্যাশক্তির রূপ-বিশেষ।

**কৌশেয়**—**কৌশিক**[২] দ্রষ্টব্য।

**কৌষেয়**—**কৌশেয়**-র বানানভেদ।

**কৌস্তুভ**—বিঃ পুরাণোক্ত মণিবিশেষ, কৃষ্ণের বক্ষোভূষণ।

**ক্যাঁক**—অব্যঃ আকস্মিক আঘাতজনিত উত্তেজনা বা বেদনাব্যঞ্জক ধ্বনি-বিশেষ; অনুকার শব্দ (ঘুষি খেয়ে ক্যাঁক করা)। ক্রিঃ **ক্যাঁক-ক্যাঁক করা**—কর্কশ কণ্ঠে ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করা।

**ক্যাঁচ**—অব্যঃ অনুকার শব্দ; এক ঘায়ে কাটিবার শব্দ (কল্পিত)। অব্যঃ বিঃ **-ক্যাঁচ, ক্যাঁচর ক্যাঁচর**—ক্রমাগত ঘর্ষণের ধ্বনি বা শব্দ; বহু কণ্ঠের মিলিত কলরব। বিঃ **-ক্যাঁচানি** ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দবিশেষ (ক্যাঁচ ক্যাঁচানি সয়না)।

**ক্যাঁট-ক্যাঁট**—অব্যঃ বার বার বিঁধিবার শব্দ; মর্মভেদের কল্পিত শব্দ। বিণঃ **ক্যাঁট-কেঁটে**—কর্কশ ও তীব্র, মর্মভেদী (ক্যাঁটকেটে কথা) [দেশী]।

**ক্যাঁত্**—অব্যঃ লাথি মারার শব্দ। [দেশী]।

**ক্যাংগারু**—**কেংগারু**-র বানানভেদ।

**ক্যানসার**—বিঃ দুষ্ট ক্ষতবিশেষ, কর্কট রোগ, cancer।

**ক্যানেস্তারা**—**কানেস্তারা**-র রূপভেদ।

**ক্যাবলা**—**কেবলা**-র বানানভেদ।

**ক্যাবিনেট**—বিঃ রাষ্ট্রের চালক মন্ত্রি-বর্গের পরামর্শসভা, মন্ত্রিমণ্ডলী; দেরাজযুক্ত কাঠের বা লোহার সিন্দুক, cabinet।

**ক্যামেরা**—বিঃ আলোকচিত্র-গ্রহণের যন্ত্র, camera।

**ক্যাম্বিস**—বিঃ মোটা মজবুত কাপড়, canvas।

**ক্যালেণ্ডার**—বিঃ দেওয়াল-পঞ্জি, calender।

**ক্যাস্টর-অয়েল**—বিঃ রেড়ির তেল; জোলাপ, castor oil।

**ক্রকচ**—বিঃ করাত।

**ক্রতু**—বিঃ যজ্ঞ, যাগ; সপ্তর্ষির অন্য-তম।

**ক্রন্দন**—বিঃ কান্না, রোদন। বিঃ **-রোল**—কান্নার আওয়াজ। বিণঃ **ক্রন্দিত**—রোদনকারী।

**ক্রন্দসী**—বিঃ আকাশ ও পৃথিবী, স্বর্গ-মর্ত ('তোমা লাগি' কাঁদিছে ক্রন্দসী।'—রবীন্দ্র)।

**ক্রম**—বিঃ অনুক্রম, পরম্পরা (ক্রমে ক্রমে) ; পদ্ধতি, প্রণালী, নির্দেশ ; নিয়ম, অনুসরণ (উপদেশক্রমে) ; পদক্ষেপ ; অতিক্রম (কোনক্রমে)। বিঃ **-ণ**—পায়চারি, গমন, পদক্ষেপ। বিণঃ **-নিম্ন**—গড়ানে, ঢালু। বিণঃ **-বর্দ্ধমান**—ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল। বিঃ **-বিকাশ**—ক্রমশঃ বিকাশ, অভিব্যক্তি ; ক্রমোন্নতি ; বিবর্তন, বিবর্ধন। বিঃ **-ভঙ্গ**—পর্যায়চ্যুত, বিশৃঙ্খলা। বিণঃ **-মাণ**—ইতস্ততঃ গমনশীল। ক্রি-বিণঃ **-শ**, **-শঃ**—পর্যায়ক্রমে, শনৈঃ শনৈঃ ; ক্রমে ক্রমে।

**ক্রমাগত**—(১) বিণঃ ধারাবাহিক, অবিশ্রান্ত ; পরম্পরাগত (কুলক্রমাগত প্রথা) ; ধারাবাহিক, অবিরাম (ক্রমাগত পরিশ্রম করিলে, সিদ্ধিলাভ হইবে)। (২) ক্রি-বিণঃ সর্বদা, কেবলই ('ক্রমাগত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ।')। **ক্রমান্বয়**—বিঃ ধারাবাহিকতা ; পর পর যাহা এই নিয়মে সংঘটন। ক্রি-বিণঃ **ক্রমান্বয়ে**—একের পর এক করিয়া ; পর্যায়ক্রমে। **ক্রমায়াত**—বিণঃ পর পর আগত ; পরম্পরাগত ; ক্রমপূর্বক আগত। **ক্রমিক**—বিণঃ ধারাবাহিক, ক্রমশঃ ঘটিত ; ক্রমাগত।

**ক্রমেল, ক্রমেলক**—বিঃ উট।

**ক্রমোৎকর্ষ**—বিঃ ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি। [ক্রম+উৎকর্ষ]।

**ক্রমোন্নতি**—বিঃ ক্রমোৎকর্ষ, চড়াই ; ক্রমোন্নত হওয়ার ভাব।

**ক্রয়**—বিঃ কেনা, খরিদ, মূল্য বিনিময়ে গ্রহণ। [ক্রী+অ]। বিঃ **-বিক্রয়**—কেনা-বেচা ; বিকিকিনি ; ব্যবসায়-বাণিজ্য।

**ক্রান্তি**—বিঃ সংক্রমণ ; আক্রমণ ; গতি, অবস্থার পরিবর্তন ; অয়ন-বৃত্ত ; অয়ন-মণ্ডল (কর্কট-ক্রান্তি, মকর-ক্রান্তি) ; এক কড়ার তিন ভাগের এক ভাগ। [ক্রম্+তি]। বিঃ **-পাত**—বিষুব-বৃত্ত ও ক্রান্তি-বৃত্ত যে বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে, equinoctial point। বিঃ **-বৃত্ত**—পৃথিবীর বার্ষিক ভ্রমণকক্ষ, ecliptic।

**ক্রিকেট**—বিঃ ক্রীড়াবিশেষ, ব্যাটবল খেলা, cricket।

**ক্রিমি**—**কৃমি**-র বানানভেদ।

**ক্রিয়মাণ**—বিণঃ করা হইতেছে এমন।

**ক্রিয়া**—বিঃ কর্ম, কাজ (হস্তের, মনের, ঔষধের) ; অনুষ্ঠান বা সংস্কার (অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া) ; আচার, পূজা; ক্রিয়া কর্ম (শাস্ত্রীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠান ; পূজাপার্বণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি)। বিঃ **-কলাপ**, **-কাণ্ড**—অনুষ্ঠানসমূহ, কার্যাদি। **-বিশেষণ**—(ব্যাক) ক্রিয়াপদের বিশেষণ, adverb। বিণঃ **-শীল**—ক্রিয়ান্বিত ; কার্যকর। বিণঃ **-সক্ত**—ক্রিয়ায় আসক্ত, কর্মে অনুরক্ত।

**ক্রিশ্চান**—**খৃস্টান**-এর রূপভেদ।

**ক্রীড়ক**—বিণঃ খেলোয়াড়, যে খেলা দেখায়।

**ক্রীড়ন**—বিঃ ক্রীড়া, খেলা, তামাশা, play, sport ; কৌতুকাবহ অনুষ্ঠান। **ক্রীড়নক**—খেলনা। বিণঃ **ক্রীড়নীয়**—খেলিবার যোগ্য। বিণঃ **ক্রীড়মান**—খেলিতেছে বা ক্রীড়ারত।

**ক্রীড়া**—বিঃ তামাশা; খেলা; আমোদজনক অনুষ্ঠান (মল্লক্রীড়া)। বিঃ **-কৌতুক**—রঙ্গ, তামাশা; খেলাধূলা,

sports। ক্রি-বিণঃ **-চ্ছলে**—খেলার-ছলে। বিঃ **-ভূমি**—খেলার স্থান, রঙ্গভূমি।

**ক্রীত**—বিণঃ যাহা কেনা হইয়াছে। [ক্রী+ত]। বিঃ **-দাস**—কেনা গোলাম।

**ক্রুদ্ধ**—বিণঃ রুষ্ট, রাগান্বিত। [ক্রুধ্+ত]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **ক্রুদ্ধা**।

**ক্রুশ**—বিঃ '+' এইরূপ কাষ্ঠ বা চিহ্ন। এইরূপ আকারের যে কাষ্ঠে বিদ্ধ করিয়া যিশুখ্রিস্টকে বধ করা হইয়াছিল; cross।

**ক্রুশকাঠি, ক্রুশকাটি, ক্রুশীকাঠি**—বিঃ সুতা বা পশম দিয়া জামা বুনিবার শলাকাবিশেষ, crochet।

**ক্রূর**—বিণঃ নির্দয়; হিংস্র, অশুভকর; খল। বিঃ **-তা**। বিণঃ **-কর্মা**—ক্রূর কর্ম করে এমন, নির্দয়।

**ক্রেডিট**—বিঃ বাজারে ব্যবসায়ীর সুনাম; কৃতিত্ব; ধার; বাকীপাওনা, credit।

**ক্রেতব্য**—বিণঃ ক্রয় করা উচিত এমন, ক্রেয়, ক্রয়-যোগ্য। [ক্রী+তব্য]।

**ক্রেতা**—বিণঃ বিঃ খরিদ্দার; ক্রয়কারী। [ক্রী+তৃ]। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ **ক্রেত্রী**।

**ক্রেয়**—বিণঃ ক্রয়যোগ্য, ক্রেতব্য; কিনিতে হইবে এমন। [ক্রী+য]।

**ক্রোক**—বিঃ সম্পত্তি আটক, attachment। বিঃ **মাল ক্রোক**—অস্থাবর সম্পত্তি আটক। [তুর্কী]।

**ক্রোড়**[১]—বিঃ অঙ্ক, কোল; উৎসঙ্গ। বিঃ **ক্রোড় অঙ্ক**—নাটকের শেষে সংযোজিত অংশ। বিণঃ **-চ্যুত**—কোলছাড়া। বিঃ **-পত্র**—যে পত্র আলাদা ছাপিয়া পুস্তকাদির ভিতর দেওয়া হয়, supplement; উইলের অতিরিক্ত অংশ।

**ক্রোড়**[২]—বিঃ বিণঃ ১০০০০০০০ সংখ্যা বা সংখ্যক, কোটি। বিঃ **-পতি**—অতিশয় ধনশালী, কোটি মুদ্রার অধিকারী।

**ক্রোধ**—বিঃ রাগ, কোপ, রোষ; মানবের দ্বিতীয় রিপু। [ক্রুধ্+অ]। বিণঃ **-ন**—ক্রোধ-প্রবণ। বিঃ **ক্রোধাগ্নি, ক্রোধানল**—ক্রোধের তেজ বা দাহ; প্রচণ্ড ক্রোধ। বিণঃ **ক্রোধান্ধ**—ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। বিণঃ **ক্রোধান্বিত**—রুষ্ট, ক্রুদ্ধ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **ক্রোধান্বিতা**। বিণঃ **ক্রোধী**—রাগী।

**ক্রোশ, কোশ**—দূরত্বের পরিমাপবিশেষ; দুই মাইলের কিছু বেশী।

**ক্রৌঞ্চ**—বিঃ কোঁচবক; পুরাণোক্ত সপ্তদ্বীপের একটি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **ক্রৌঞ্চী**। বিঃ **-মিথুন**—ক্রৌঞ্চদম্পতি ('ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধী কামমোহিতম্'—কালি)।

**ক্লম**—বিঃ ক্লান্তি, অবসন্নতা। [ক্লম+অ]।

**ক্লাস**—বিঃ শ্রেণী, বিভাগ, class।

**ক্লিন্ন**—বিণঃ আর্দ্র; ক্লেদাক্ত। [ক্লিদ্+ত]। বিঃ **-তা**।

**ক্লিশিত, ক্লিষ্ট**—বিণঃ ক্লেশপ্রাপ্ত, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। [ক্লিশ্+ত]।

**ক্লিশ্যমান**—বিণঃ যে ক্লেশ পাইতেছে।

**ক্লিষ্ট**—**ক্লিশিত** দ্রষ্টব্য।

**ক্লীব**—(১) বিঃ নপুংসক; পুরুষত্বহীন। (২) বিণঃ ভীরু, কাপুরুষ, অক্ষম। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিণঃ বিঃ **-লিঙ্গ**—(ব্যাক) স্ত্রী বা পুরুষ ভিন্ন অন্য লিঙ্গ, neuter gender।

**ক্লেদ**—বিঃ তরল ময়লা; ময়লা, আর্দ্রতা, সমল জল; ঘাম পুঁজ লালা প্রভৃতি ময়লাযুক্ত তরল বস্তু।

**ক্লেশ**—বিঃ কষ্ট, যন্ত্রণা, দুঃখ। [ক্লিশ+অ]। **ক্লেশিত**—বিণঃ ক্লেশ দেওয়া হইয়াছে এমন।

**ক্লৈব্য**—বিঃ ক্লীবত্ব, ক্লীবের ভাব; কাপুরুষতা; পৌরুষহীনতা। [ক্লীব+য]।

**ক্লোম**—বিঃ ফুস্‌ফুস্‌; পিত্তকোষ; মূত্রাশয়। বিঃ **-নালিকা**—শ্বাসনালী, wind pipe। বিঃ **-শাখা**—শ্বাস-নালীর প্রধান শাখাদ্বয়ের অন্যতম।

**ক্বচিৎ**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ কুত্রাপি, কোথাও, কখনও, খুব কম, প্রায় না।

**ক্বণ**—বিঃ নিক্কণ, বীণাদি যন্ত্রের ধ্বনি। বিঃ **-ন**—বীণাদির শব্দ। বিণঃ **ক্বণিত**—ধ্বনিত, শব্দায়মান।

**ক্বাথ, ক্বথ**—বিঃ গরম জলে সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত নির্যাস।

**ক্ষণ**—বিঃ কালের অংশবিশেষ; সময়, মুহূর্ত, অল্পকাল (ক্ষণমাত্র); বিঃ **-কাল**—অতি সামান্য সময়। বিণঃ **-চর**—অল্পকাল বিচরণকারী; অল্পকাল-স্থায়ী। বিণঃ **-জন্মা**—শুভ মুহূর্তে জাত; ভাগ্যবান্‌। বিঃ **-দা**—রাত্রি। বিঃ **-প্রভা**—বিদ্যুৎ। বিণঃ **-ভঙ্গুর**—বিনাশপ্রাপ্ত হয় এমন। বিণঃ **-স্থায়ী**—অল্পকাল থাকে এমন।

**ক্ষণিক**—(১) বিণঃ ক্ষণস্থায়ী (২) বিঃ ক্ষণকাল ('হে ক্ষণিকের অতিথি'—রবীন্দ্র)।

**ক্ষণে**—ক্রি-বিণঃ ক্ষণমাত্রে, মুহূর্তে; এক সময়ে ('ক্ষণে হাতে দাঁড়, ক্ষণেকে চাঁদ') ক্রি-বিণঃ **ক্ষণে ক্ষণে**—ঘন ঘন, থাকিয়া থাকিয়া, মুহুর্মুহুঃ।

**ক্ষণেক**—(১) বিঃ অল্প সময় (ক্ষণেকের তরে)। (২) ক্রি-বিণঃ এক মুহূর্তের জন্য।

**ক্ষত**—(১) বিঃ ঘা, ব্রণ, শরীরের আঘাতপ্রাপ্ত স্থান; কর্তিত বা ছিন্ন স্থান। (২) বিণঃ আঘাতপ্রাপ্ত, ছিন্ন। [ক্ষণ্‌+ত]। বিঃ **-চিহ্ন**—ঘায়ের বা আঘাতের চিহ্ন। বিণঃ **-বিক্ষত**—(সর্বাঙ্গ) আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়াছে এমন। বিঃ **ক্ষতা-শৌচ**—দেহ হইতে নির্গত রক্তস্রাব-জনিত অশুদ্ধি।

**ক্ষতি**—বিঃ হানি, অনিষ্ট, ক্ষয়, লোক-সান; অর্থনাশ। [ক্ষণ্‌+তি]। বিণঃ **-গ্রস্ত**—ক্ষতি হইয়াছে যাহার এমন; ক্ষতি ভোগ করিতেছে এমন। বিঃ **-পূরণ**—খেসারত, ক্ষতির জন্য মূল্য দান। বিঃ **-বৃদ্ধি**—লাভ বা লোকসান।

**ক্ষত্তা**—বিঃ ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যার গর্ভজাত শূদ্রের সন্তান; দাসীপুত্র; বিদুর; সারথি, সূত। [ক্ষদ্‌+তৃ+অ]।

**ক্ষত্র**—বিঃ ক্ষত্রিয় জাতি। বিঃ **-কর্ম**—ক্ষত্রিয়োচিত কাজ। বিঃ **-ধর্ম**—ক্ষত্রিয়ের প্রতিপাল্য ধর্ম; সাহস; পুরুষাকার প্রভৃতি। বিঃ **-বন্ধু**—অপকৃষ্ট ক্ষত্রিয়। বিঃ **-বিদ্যা**—ধনুর্বেদ, যুদ্ধবিদ্যা।

**ক্ষত্রিয়**—বিঃ হিন্দুধর্মের চতুবর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ; ক্ষেত্রী বা ছত্রী জাতি। [ক্ষত্র+ইয়]। বিঃ (স্ত্রী): **ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী**—ক্ষত্রিয়-জাতীয়া নারী। **ক্ষত্রিয়ী**—ক্ষত্রিয় পত্নী।

**ক্ষত্রী**—বিঃ ক্ষত্রিয়া জাতি, ছত্রী বা ক্ষেত্রী জাতি।

**ক্ষন্তব্য**—বিণঃ মার্জনীয়; ক্ষমার যোগ্য; ক্ষমার্হ। [ক্ষম্‌+তব্য]।

**ক্ষপণক**—বিঃ প্রাচীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসি-বিশেষ।

**ক্ষপা**—বিঃ রাত্রি।

**ক্ষম**—বিণঃ ক্ষমতাশালী, দক্ষ, সমর্থ, উপযুক্ত, পারগ (কর্মক্ষম), যোগ্য (মার্জনাক্ষম অপরাধ)। ক্রিঃ ক্ষমা করা ('ক্ষম হে ক্ষম!'—রবীন্দ্র)।

**ক্ষমতা**—বিঃ শক্তি, সামর্থ্য; যোগ্যতা, পটুতা; প্রভাব। বিণঃ **-বান্**—শক্তি-শালী; পটু; প্রভাবশালী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-বতী**। বিণঃ **-শালী**—ক্ষমতাবান্। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-শালিনী**।

**ক্ষমা**—বিঃ দোষ মার্জনা; সহিষ্ণুতা; তিতিক্ষা; অপকার সহন, নিবৃত্তি (ক্ষমা দেওয়া)। বিঃ **-গুণ, -ধর্ম**—ক্ষমা রূপ গুণ বা ধর্ম। বিণঃ **-বান্**—ক্ষমাশীল, ক্ষমাপূর্ণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-বতী**। বিণঃ **-র্হ**—ক্ষমার যোগ্য।

**ক্ষমিতা**—বিণঃ মার্জনাকারী, সহনশীল।

**ক্ষমী**—বিণঃ সহিষ্ণু, সমর্থ; ক্ষমা-শীল। [ক্ষম্+ইন্]।

**ক্ষম্য**—বিণঃ ক্ষমার্হ, ক্ষমার যোগ্য।

**ক্ষয়**—বিঃ হ্রাস, বিনাশ, ক্রমে কমিয়া যাওয়া, ক্ষীণ হওয়া (চন্দ্রের ক্ষয়), পরাজয়, ক্ষতি (অর্থক্ষয়); ক্ষয় রোগ, ক্ষয়কাশ। [ক্ষি+অ]। বিঃ **-কাশ**—যক্ষারোগ। বিণঃ **-শীল**—ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এমন। বিণঃ **ক্ষয়িত**—ক্ষয়প্রাপ্ত। বিণঃ **ক্ষয়িষ্ণু**—ক্ষয়শীল। বিঃ **ক্ষয়িষ্ণুতা**। বিণঃ **ক্ষয়ী**—ক্ষয়শীল, নশ্বর, ভঙ্গুর।

**ক্ষয়া**—**খয়া**-র বানানভেদ।

**ক্ষর**—(১) বিঃ ক্ষরণ, নাশ। (২) বিণঃ ক্ষরিত।

**ক্ষরণ**—বিঃ চুয়াইয়া পড়া, স্রবণ; তরল দ্রব্যের পতন; নাশ; নিঃসরণ।

**ক্ষরিত**—বিণঃ যাহা ক্ষরিয়া পড়িয়াছে এমন; নিঃসৃত; চোয়ানো।

**ক্ষরী**—(১) বিঃ বর্ষাকাল। (২) বিণঃ ক্ষরণবিশিষ্ট। (স্ত্রী)ঃ **ক্ষরিণী**।

**ক্ষাত্র**—(১) বিণঃ ক্ষত্রিয় সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ ক্ষত্রিয়ত্ব।

**ক্ষান্ত**—বিণঃ ক্ষমাশীল, বিরত, নিবৃত্ত। ক্রিঃ **ক্ষান্ত দেওয়া**—বিরত হওয়া। বিঃ **ক্ষান্তি**—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা।

**ক্ষাম**—বিণঃ দুর্বল, ক্ষীণ।

**ক্ষার**—বিঃ সাজিমাটি, লবণ, সোডা, চুন, alkali। বিঃ **-জল**—ক্ষার মিশ্রিত জল। বিঃ **-মিতি**—ক্ষার পরিমাপক বিদ্যা। বিঃ **-মৃত্তিকা**—সাজিমাটি।

**ক্ষারক**—বিঃ ধোপা, অম্লজান ও ধাতু মিশ্রণে উৎপাদিত পদার্থ।

**ক্ষারিত**—বিণঃ গলিত, দূষিত।

**ক্ষারীয়**—বিণঃ ক্ষারযুক্ত।

**ক্ষালন**—বিঃ ধৌতকরণ, মোচন।

**ক্ষালিত**—বিণঃ ধৌত, শোধিত।

**ক্ষি**—বিঃ বাস, ক্ষয়। বিণঃ **ক্ষিত**—ক্ষয়-প্রাপ্ত।

**ক্ষিতি**—বিঃ পৃথিবী, ভূমি। **-জ**—বিণঃ ভূমিজাত।

**ক্ষিতিজ**—বিঃ কেঁচো; বৃক্ষ; মঙ্গল-গ্রহ; নরকাসুর; উপরসবিশেষ; দিক্‌চক্রবাল, দিগন্ত। বিঃ **-রেখা**—দিগন্তরেখা, horizontal line।

**ক্ষিতিধর, ক্ষিতিভৃৎ**—বিঃ পর্বত।

**ক্ষিতিপাল**—বিঃ অধিপতি।

**ক্ষিতীশ, ক্ষিতীশ্বর**—বিঃ পৃথিবী-পতি, রাজা।

**ক্ষিপ্ত**—বিণঃ উন্মত্ত; বিক্ষিপ্ত; নিক্ষিপ্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **ক্ষিপ্তা**।

**ক্ষিপ্নু**—বিণঃ ক্ষেপনশীল।

**ক্ষিপ্যমাণ**—বিণঃ ক্ষেপণ করা হইয়াছে এমন।

**ক্ষিপ্র**—বিণঃ দ্রুত, শীঘ্র। বিঃ **ক্ষিপ্রতা**। **-কারী**—দ্রুত করে এমন। বিঃ **-কারিতা, -গতি, -গামী**—ত্বরিত গমনশীল, দ্রুতগামী।

**ক্ষীণ**—বিণঃ শীর্ণ, ক্ষয়িত, কৃশ।

**ক্ষীণকণ্ঠ**—(১) বিঃ সরু গলা, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। (২) বিণঃ কৃশ গলদেশবিশিষ্ট; মৃদু কণ্ঠস্বরসম্পন্ন।

**ক্ষীণকায়**—(১) বিঃ কৃশ দেহ। দুর্বল শরীর। (২) বিণঃ দুর্বল শরীরবিশিষ্ট। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-ক্ষীণকায়া**।

**ক্ষীণচিত্ত**—বিণঃ দুর্বল হৃদয়; যাহার মনোবল নাই এমন; সংকীর্ণ চিত্ত।

**ক্ষীণজীবী**—বিণঃ যাহার প্রাণ অল্পেই বিনষ্ট হইতে পারে এরূপ। (স্ত্রী)ঃ **ক্ষীণজীবিনী**। বিঃ **ক্ষীণজীবিতা**।

**ক্ষীণতম**—বিণঃ সর্বাপেক্ষা কৃশ।

**ক্ষীয়মাণ**—বিণঃ ক্ষয় হইতেছে এমন।

**ক্ষীর**—বিঃ দুধ, ঘন রস, মিষ্টান্নবিশেষ। বিণঃ **-জ**—ক্ষীর হইতে উৎপন্ন। বিণঃ **-প**—স্তন্যপায়ী। বিঃ **-মোহন**—ক্ষীরের পুর দেওয়া মিষ্টান্ন।

**ক্ষীরা**—বিঃ শশা জাতীয় ফল।

**ক্ষীরাব্ধি**—বিঃ ক্ষীর সমুদ্র।

**ক্ষীরিকা**—বিঃ শশা।

**ক্ষীরোদ**—বিঃ ক্ষীর সমুদ্র। বিঃ **-তনয়া**—লক্ষ্মী। বিঃ **-নন্দন**—চন্দ্র।

**ক্ষুণ্ণ**—বিণঃ কুণ্ঠিত, দুঃখিত।

**ক্ষুৎ**[১], **ক্ষুত**—বিঃ হাঁচি.

**ক্ষুৎ**[২]—বিঃ ক্ষুধা। [ক্ষুধ+ক্বিপ্]। বিণঃ **-কাতর, -পীড়িত**—ক্ষুধার্ত। বিঃ **-পিপাসা**—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

**ক্ষুদ**—বিঃ ভাঙ্গা চাউল। বিণঃ **ক্ষুদ্র**।

**ক্ষুদ্র**—বিঃ ছোট, হীন, নীচ, দরিদ্র।

**ক্ষুদ্রা**—(১) বিণঃ ক্ষুদ্র শব্দের সকল অর্থে (স্ত্রী)ঃ। (২) বিঃ মাছি, নটী, বেশ্যা।

**ক্ষুদ্রান্ত্র**—অন্ত্রদ্বয়ের মধ্যে স্থূল অন্ত্রটি, small intestine।

**ক্ষুধা**—বিঃ বুভুক্ষা, ভোজনেচ্ছা, ইচ্ছা, লালসা, বাসনা। বিণঃ **-তুর, -র্ত**—ক্ষুধায় কাতর। বিঃ **-নিবৃত্তি, -শান্তি**—আহার পূর্বক ক্ষুধা দূরীকরণ। বিণঃ **-ন্বিত**—ক্ষুধার্ত। বিণঃ **ক্ষুধিত**। বিঃ **-মান্দ্য**—ক্ষুধার অল্পতা।

**ক্ষুন্নিবৃত্তি**—বিঃ ক্ষুধার শান্তি, ক্ষুধা নিবৃত্তি, ভোজন। বিণঃ **ক্ষুন্নিবৃত্ত**—ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়াছে এমন।

**ক্ষুপ**—বিঃ ক্ষুদ্র শাখা যুক্ত ক্ষুদ্র বৃক্ষ, গুল্ম; দ্বারকার পশ্চিমস্থিত পর্বত।

**ক্ষুব্ধ**—বিণঃ ক্ষুণ্ণ, আলোড়িত, বিচলিত, ব্যাকুল।

**ক্ষুভিত**—বিণঃ ক্ষুব্ধ, ব্যাকুল, বিচলিত।

**ক্ষুর**—বিঃ চুল কামাইবার নিমিত্ত নাপিত ব্যবহৃত অস্ত্র; গবাদি পশুর পায়ের কঠিন নিম্নাংশ। বিণঃ **-ধার**—ক্ষুরের ধার, ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ, ধারালো।

**ক্ষুরপ্র**—বিঃ খুরপা, খুরপি, অর্ধ চন্দ্রাকৃতি বাণ, ঘাস কাটিবার অস্ত্র।

**ক্ষুরী**—বিঃ নাপিত, ক্ষুরবিশিষ্ট পশু, ছুরিকা।

**ক্ষেত**—বিঃ শস্যভূমি, ভূমি।

**ক্ষেতি**—বিঃ কৃষিকার্য, ক্ষেতের কাজ, লোকসান।

**ক্ষেত্র**—বিঃ ক্ষেত, ভূমি, মাঠ, সীমাবদ্ধ স্থান, সিদ্ধস্থান, মন, ইন্দ্রিয়, অবস্থা। বিঃ **-কর্ম**—কৃষিকার্য, অবস্থাগত কাজ। বিণঃ **-জ**[১]—ক্ষেত

হইতে উৎপন্ন। -জ[২]—বিঃ নিজ পত্নীর গর্ভে অন্যের ঔরসে জাত। বিঃ -জ্ঞ[১]—জীবাত্মা, পরমাত্মা। বিণঃ -জ্ঞ[২]—ক্ষেত্রজ্ঞান সম্পন্ন, কৃষক। বিঃ -পতি—ক্ষেত্রের মালিক, ভূস্বামী। বিঃ -পাল—জমির রক্ষক। বিঃ -ফল—ক্ষেত্রের কালি বা পরিমাণ, area, শস্যাদি। বিঃ -মিতি—জ্যামিতি। বিঃ -স্বামী—ক্ষেত্রাধিকারী।

**ক্ষেত্রী**—(১) বিণঃ ক্ষেত্রস্বামী। [ক্ষেত্র +ইন্]। (২) বিঃ স্বামী, পতি।

**ক্ষেপ**—বিঃ চালন, নিক্ষেপ, বিলম্ব, লঙ্ঘন, বিন্যাস, বার, দফা। বিণঃ -ক—ক্ষেপণকারী। [ক্ষিপ্+ণক্]।

**ক্ষেপণ**—বিঃ নিক্ষেপ, প্রেরণ, ফেলা, যাপন। বিঃ **ক্ষেপণি, ক্ষেপণী**—খেপলা জাল, দাঁড়। বিঃ **ক্ষেপণিক**—চালক। **ক্ষেপণীয়**—(১) বিণঃ ক্ষেপণযোগ্য। (২) বিঃ ক্ষেপণের অস্ত্র, বাণ।

**ক্ষেপলা**—বিঃ ছড়াইয়া ফেলা হয় এরূপ জালবিশেষ।

**ক্ষেপা**—বিণঃ বা বিঃ উন্মাদ, পাগল, ক্ষিপ্ত। ক্রিঃ ক্ষিপ্ত হওয়া, পাগল হওয়া। ক্রিঃ -নো—অত্যন্ত বিরক্ত করা।

**ক্ষেপিমা**—বিঃ দ্রুতগতি। [ক্ষিপ্র+ ইমন্]।

**ক্ষেপ্তা**—বিণঃ ক্ষেপক, নিক্ষেপকারী।

**ক্ষেম**—(১) বিঃ মঙ্গল, কল্যাণ, লব্ধ বস্তুরক্ষা। [ক্ষি+ম]। (২) বিণঃ শুভবিশিষ্ট, মঙ্গলযুক্ত। বিণঃ -ঙ্কর, -ংকর—মঙ্গলজনক, শুভদ।

**ক্ষেমা**—বিঃ কাত্যায়নী।

**ক্ষেমাস্পদ**—বিঃ বিণঃ কুশলাস্পদ, কল্যাণ ভাজন।

**ক্ষৈরেয়**—বিণঃ ক্ষীর সম্বন্ধীয়, দুগ্ধ-জাত।

**ক্ষোণি, ক্ষোণী**—বিঃ পৃথিবী।

**ক্ষোদন**—বিঃ পেষণ, চূর্ণন, খোদাই করণ। [ক্ষুদ্+অন]। বিণঃ **ক্ষোদিত**—পিষ্ট, চূর্ণিত, খোদাই করা হইয়াছে এমন।

**ক্ষোভ**—বিঃ আঘাত, মনস্তাপ, আন্দোলন।

**ক্ষোভিত**—বিণঃ আন্দোলিত, চালিত, ত্রাসিত, ক্ষোভ হইয়াছে এমন।

**ক্ষৌণি, ক্ষৌণী**—বিঃ ক্ষিতি, পৃথিবী। বিঃ **ক্ষৌণীশ**—পৃথিবীপতি, নৃপতি।

**ক্ষৌণীবিদ্যা**—বিঃ ভূতত্ত্ববিদ্যা, geology।

**ক্ষৌদ্র**—(১) বিণঃ, মধুমক্ষিকা জাত। (২) বিঃ মধু, মধুমক্ষিকা। বিঃ -জ—মোম।

**ক্ষৌম**—(১) বিঃ রেশমী কাপড়, পট্ট-বস্ত্র, শণবস্ত্র। (২) বিণঃ ক্ষুমা-নির্মিত, রেশমী।

**ক্ষৌর**—(১) বিঃ ক্ষুরকর্ম, কামানো। (২) বিণঃ ক্ষুর সম্বন্ধীয়।

**ক্ষৌরি**—বিঃ ক্ষুরকর্ম।

**ক্ষৌরিক**—বিঃ নাপিত।

**ক্ষ্বেড়**—বিঃ অব্যক্ত ধ্বনি; ত্যাগ; গরল।

**ক্ষ্বেলন**—বিঃ খেলা।

**ক্ষ্মা**—বিঃ সর্বংসহা, ধরিত্রী।

**ক্ষ্মাধর, ক্ষ্মাপতি, ক্ষ্মাভৃৎ**—বিঃ পর্বত, অনন্তদেব, রাজা।

## খ

**খ**[১]—দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ।

**খ**[২]—বিঃ আকাশ, শূন্য, সূর্য।

**খই**—বিঃ লাজ, ধান ভাজিয়া প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। বিঃ **-চুর**—চিনির রস ও খই সহযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিশেষ। বিঃ **-ঢেকুর**—চোঁয়া ঢেকুর। বিণঃ **-য়া, -য়ে**—খইতুল্য, খই-এর মত। **মুখে খই ফোটা**—চটপট কথা বলা। **খই ফুটিয়া থাকা**—একস্থানে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ্র রঙের ঘটা।

**খইনি**—বিঃ চুন মিশ্রিত তামাক। [হি]।

**খইল, খৈল, খোল**—বিঃ তেল নিষ্কাশনের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে; কানের ময়লা।

**খওয়া**—ক্রিঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া।

**খক্, খক্-খক্**—অব্যঃ কাশি অথবা হাসির ধ্বনি। বিঃ **-খকানি**—কাশির বা হাসির পুনরাবৃত্তি করা।

**খগ**—আকাশে বিচরণশীল, শূন্যগামী, পাখী। [খ+গম্+ড]। বিঃ **-পতি, -রাজ, খগেন্দ্র**—পক্ষিরাজ, গরুড়।

**খগোল**—বিঃ নভোমণ্ডল, নভোমণ্ডলের প্রতিরূপ, মনুষ্য নির্মিত গোলক। বিঃ **-বিদ্যা**—জ্যোতির্বিজ্ঞান।

**খচ্**—অব্যঃ কোন কিছু এক চোটে কাটিয়া ফেলিবার শব্দ। অব্যঃ **-খচ্**—ক্রমাগত কাটিবার বা বিদীর্ণ করিবার শব্দ। ক্রিঃ **খচ্‌খচ্ করা**—অবিরাম কর্কশ স্পর্শের অনুভূতি বা ধ্বনি। বিঃ **-খচানি**—ক্রমাগত তিরস্কার। ক্রি-বিণঃ **খচাখচ্**—খচ্‌খচ্ করিয়া, দ্রুত ভাবে। বিণঃ **খচ্‌খচে**—খচ্‌খচ্ করে এমন, বড় দানাযুক্ত।

**খচ্‌মচ্**—অব্যঃ শুষ্ক পত্রাদির মর্মর ধ্বনি।

**খচর**—বিণঃ আকাশগামী। বিঃ পক্ষী, গ্রহ।

**খচ্চর**—বিঃ বিণঃ অশ্বতর, কুলটা পুত্র, দুষ্ট, জারজ। [হি]। **তিলে খচ্চর**—তিলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট খচ্চর, কুখ্যাতলোক, রগড় বা কৌতুক করিয়া জ্বালাতনকারী।

**খঞ্চা**—বিঃ বারকোশ, বড় থালা। [ফা]।

**খঞ্জ**—বিণঃ খোঁড়া, বিকল পদ।

**খঞ্জন**—বিঃ ক্ষুদ্র মনোহর পক্ষিবিশেষ, (স্ত্রী)ঃ **খঞ্জনা**।

**খঞ্জনি, খঞ্জনী**—বিঃ চক্রাকার ক্ষুদ্র বাদ্য-যন্ত্রবিশেষ।

**খঞ্জনিকা**—খঞ্জন সদৃশ্য ক্ষুদ্র পক্ষিনী-বিশেষ।

**খঞ্জর**—বিঃ ছোরা; ক্ষুদ্র কৃপাণ। [আ]।

**খট্**—অব্যঃ কঠিন পদার্থের মধ্যে ধাক্কার ফলে উদ্ভূত ধ্বনি। **-খট্**—অব্যঃ ক্রমাগত খট্ ধ্বনি, শুষ্কতা বা রুগ্নতা ব্যক্ত করা। **খট্‌খটে**—বিণঃ শুষ্ক।

**খটকা**—বিঃ সন্দেহ, সংশয়, আশঙ্কা।

**খটাৎ**—অব্যঃ খট্-এর অধিক জোরালো ধ্বনি।

**খটাশ, খটাস**—বিঃ জন্তুবিশেষ।

**খটিকা, খটিনী, খটী**—বিঃ খড়ী।

**খট্টাশ, খট্টাস**—বিঃ জন্তুবিশেষ, খটাশ, polecat; ভাম, গন্ধগোকুলা।

**খট্টা**—বিঃ শয়নার্থ খাট, পর্যঙ্ক।

**খট্টি, খট্টী**—বিঃ মড়ার খাট, খাটিয়া।

**খড়**—বিঃ তৃণবিশেষ, শুষ্ক ধান্য বা বিচালি। বিঃ **-কুটা**—খড় ও শুষ্ক তৃণাদি।

**খড়কে**—বিঃ সরু কাঠি (দাঁত খুটার)।

**খড়খড়**—অব্যঃ তৃণমর্মর। বিণঃ **খড়-খড়ে**—অনুরূপ শব্দকারী।

**খড়খড়ি**—বিঃ জানালার খোলা ও বন্ধ করা যায় এরূপ কপাট, ঝিলমিল। [হি]।

**খড়ম**—বিঃ কাষ্ঠ পাদুকা। বিণঃ **-পেয়ে**—খড়মের ন্যায় পদাবিশিষ্ট।

**খড়ি, খড়ী**—বিঃ এক প্রকার সাদা মাটি, chalk, তিলক মাটি, গণনা, অঙ্ক, ত্বকের উপরের নিষ্প্রাণ সাদা মাস। ক্রিঃ **খড়ি পাতা**—খড়ি দিয়া গণনা করা। বিঃ **ফুল-খড়ি**—সাদা মাটি, লিখিবার মাটি। বিঃ **হাতে-খড়ি**—শিশুদের লেখাপড়া শুরুর অনুষ্ঠান।

**খড়িকা, খড়কে**—বিঃ সরু কাঠি, দাঁত খুটিবার কাঠি।

**খড়্গ**—বিঃ খাঁড়া, গণ্ডারের শিঙ্। বিণঃ **-হস্ত**—অস্ত্রধারী, দারুণ রোষান্বিত। বিঃ **খড়্গী**—গণ্ডার।

**খণ্ড**—বিঃ অংশ, ভাগ, পরিচ্ছেদ, পুস্তকের ভাগ। বিণঃ **খণ্ড খণ্ড**—ছিন্ন ভিন্ন, ভাগ ভাগ। বিঃ **-প্রলয়**—ছোট ধরনের প্রলয়, তুমুল কাণ্ড, দাঙ্গা। বিঃ **-কাব্য**—বিশেষ বিষয়ের উপর ক্ষুদ্র কাব্য।

**খণ্ডগ্রাস**—বিঃ চন্দ্র বা সূর্যের আংশিক অদর্শন, partial eclipse।

**খণ্ডন**—বিঃ ছেদন, ভঞ্জন, মোচন, অপনয়ন। [খনড্+অন]। বিণঃ **খণ্ডনীয়**—ছেদ্য, খণ্ডন করিবার যোগ্য, খণ্ডন সাধ্য।

**খণ্ডান, খণ্ডানো**—(১) ক্রিঃ খণ্ডন করা বা হওয়া, মোচন করা বা হওয়া। (২) বিঃ খণ্ডন। (৩) বিণঃ খণ্ডিত।

**খণ্ডিত**—বিণঃ ভিন্ন, খণ্ডন করা হইয়াছে এমন, ভগ্ন, ছিন্ন, অপূর্ণ।

**খণ্ডিতক্ষুর**—(১) বিণঃ যাহাদের খুর জোড়া নহে এমন প্রাণী (গো-মহিষাদি); (২) বিঃ কাটা খুর, কর্তিত শফ।

**খণ্ডিতা**—(১) বিণঃ ছিন্না, দ্বিধাকৃতা। (২) অন্য নারী সহবাসের চিহ্ন যাহার দেহে পরিস্ফুট এমন নায়ক দর্শনে ক্ষুব্ধা নায়িকা। [খণ্ডিত আ]।

**খত, খৎ**—বিঃ লিপি, পত্র, ঋণলেখ্য, স্বীকারপত্র, আঁচড় বা ঘর্ষণ। [আ]। বিঃ **নাকেখত**—দোষের দণ্ড হিসাবে ভূমিতে নাক ঘর্ষণ। বিঃ **দাসখত**—দাসত্বের স্বীকার-নামা।

**খতবা**—বিঃ সমাজের শীর্ষ ব্যক্তি বা নেতা প্রভৃতির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা। [আ]।

**খতম**—(১) বিঃ সমাপ্তি, অবসান, বিনাশ। (২) বিণঃ বিনষ্ট, শেষ। [আ]।

**খতরা**—বিঃ বিপদ, গণ্ডগোল। [আ]।

**খতান, খতানো**—ক্রিঃ খতিয়ানে তোলা, হিসাব নিকাশ করা, তলাইয়া দেখা।

**খতি, খতী**—বিঃ ছোট থলি।

**খতিয়ান, খতেন**—বিঃ জমির খাজনা আদায় উসুল সংক্রান্ত হিসাব, দেনা পাওনার হিসাব বই। [হি]।

**খত্তাল**—বিঃ করতাল, কাঁসার বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

**খদ, খড**—বিঃ অত্যন্ত নীচু স্থান বা উপত্যকাবিশেষ।

**খদির**—বিঃ খয়ের।

**খদ্দর, খাদি**—বিঃ চরকায় কাটা সুতার তাঁতে বোনা বস্ত্র।

**খদ্দের**—বিঃ খরিদ্দার, ক্রেতা।
**খদ্যোত**—বিঃ জোনাকিপোকা, সূর্য। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **খদ্যোতিকা**।
**খধূপ**—বিঃ হাউই বাজী।
**খনক**—বিঃ খননকারী।
**খনন**—বিঃ খোঁড়া মৃত্তিকাদি বিদারণ করিয়া খাত প্রস্তুত করণ।
**খননীয়**—বিণঃ খননযোগ্য।
**খনা**[১]—বিঃ জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি সম্পন্না ভারতীয় নারী। **খনার বচন**—ছড়া আকারে প্রচলিত উপদেশ, নির্দেশাত্মক বচন, ইহা খনার রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ।
**খনা**[২]—বিণঃ যে নাকে কথা বলে এমন। ক্রিঃ খনন করা।
**খনি**—বিঃ আকর, খনন করিয়া যে স্থানে ধাতু, রত্নাদি মেলে। বিণঃ **-জ**—খনি হইতে উৎপন্ন, minerals।
**খনিত**—বিণঃ যাহা খনন করা হইয়াছে।
**খনিত্র**—বিঃ খন্তা, খননাস্ত্র, শাবল।
**খন্‌খন্‌**—অব্যঃ ধাতুদ্রব্যে আঘাতের ফলে উৎপন্ন শব্দ।
**খন্তা, খোন্তা**—খননাস্ত্র, শাবল।
**খন্তি, খুন্তি**—বিঃ রাঁধিবার ছোট খন্তা সদৃশ বাসন।
**খন্দ**—বিঃ খানা, নিম্নস্থান, শস্য। বিঃ **-কার, খোন্দকার**—মুসলমানদের উপাধিবিশেষ। [ফা]।
**খন্য**—বিণঃ খননীয়।
**খপ্‌**—অব্যঃ শীঘ্র, সহসা, হঠাৎ, হঠাৎ পতনের শব্দ।
**খপর**—**খবর** দ্রষ্টব্য।
**খপুষ্প**—বিঃ আকাশ-কুসুম।
**খপোত**—বিঃ এরোপ্লেন, উড়োজাহাজ।
**খপ্পর**—বিঃ খর্পর, ফাঁদ, কবল, খাপরা।

**খবর, খপর**—বিঃ বার্তা, সংবাদ, সন্ধান। **-দার**—(১) অব্যঃ সাবধান, সতর্ক। (২) বিণঃ সাবধান, সতর্ক। বিঃ **-দারি**—তত্ত্বাবধান। বিঃ **খবরাখবর**—খোঁজখবর। বিঃ **খবরের কাগজ**—সংবাদপত্র।
**খবারি**—বিঃ আকাশের জল, বৃষ্টি।
**খমধ্য**—বিঃ মস্তকের সোজাসুজি উপরে আকাশস্থ কল্পিত বিন্দু, zenith।
**খয়রা**[১]—বিণঃ খয়ের রঙের।
**খয়রা**[২]—বিঃ মৎস্যবিশেষ।
**খয়রাত, খয়রাৎ**—বিঃ বিতরণ, দান। [আ]। বিণঃ **খয়রাতী**—দান সংক্রান্ত, দাতব্য।
**খয়া**—বিণঃ ক্ষয়প্রাপ্ত।
**খয়ের**—বিঃ খদির, বিশেষ বৃক্ষের কষ-নির্যাস হইতে প্রস্তুত পানের উপকরণ।
**খয়ের খাঁ**—বিণঃ বিঃ স্তাবক, খোশামুদে কর্মচারী। [আ]।
**খর**[১]—বিণঃ ধারালো, তীক্ষ্ন, ত্বরিত, কঠোর, কর্কশ, ক্ষারমিশ্রিত (জল), hard water। বিণঃ **-তর**—অপেক্ষাকৃত অধিকতর, সুতীক্ষ্ন, ত্বরিতগতি। বিণঃ **-ধার, -শাণ**—অতি তীক্ষ্ন। বিণঃ **-স্রোতা**—প্রবল বেগে ধাবিত।
**খর**[২]—বিঃ অশ্বতর, গর্দভ।
**খরখর**—অব্যঃ কর্কশ শব্দ। বিণঃ **খরখরে**—অমসৃণ, কর্কশ।
**খরগোশ, খরগোস**—বিঃ শশক। [ফা]।
**খরচ, খরচা**—বিঃ ব্যয়। বিঃ **খরচখরচা, খরচপত্র**—নানা প্রকার ব্যয়। বিঃ **খরচান্ত**—অত্যধিক ব্যয়। বিণঃ **খরচে**—ব্যয়শীল, অমিতব্যয়ী।
**খরজ**—বিঃ সঙ্গীতের স্বরগ্রামের প্রথম সুর 'সা'।

**খরমুজ, খরবুজ, খরমুজা, খরবুজা**—বিঃ ফুটি জাতীয় ফলবিশেষ। [ফা]।

**খরা**—(১) বিণঃ ত্বরিতা, বেশী করিয়া ভাজা। (২) বিঃ গ্রীষ্ম, অনাবৃষ্টি, শশক, খরগোশ।

**খরাংশু**—বিঃ সূর্য।

**খরাদ**—বিঃ কাষ্ঠাদি কুঁদ যন্ত্রে চাঁচিয়া মসৃন করণ। [আ]।

**খরিদ**—বিঃ ক্রয়, কেনা। [ফা]। বিঃ **খরিদ্দার**—ক্রেতা। বিঃ **-মূল্য**—কেনা দাম। বিণঃ **খরিদা**—ক্রীত।

**খরোষ্ঠী, খারস্থি**—বিঃ ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন কালের প্রচলিত ভাষাবিশেষ।

**খর্জুর**—বিঃ খেজুর, খেজুর গাছ।

**খর্পর**—বিঃ মৃৎপাত্রের টুকরা, খাপরা, মাথার খুলি, চোর, ধূর্ত ব্যক্তি।

**খর্ব**—(১) বিণঃ বেঁটে, হীন, বিনষ্ট চন্দ্রমার। (২) বিঃ সহস্রকোটি সংখ্যা।

**খল**[১]—বিণঃ দুর্জন, হিংস্র, ক্রূর, হীন। বিঃ -তা।

**খল**[২]—বিঃ ঔষধ মর্দনের পাত্র। বিঃ **-নুড়ি**—ঔষধ মর্দন পাত্রের দন্ড।

**খলখল**—অব্যঃ হাস্য ধ্বনির অনুকরণ শব্দ। বিণঃ **খলখলে**—আলগা।

**খলতি**—(১) বিণঃ টাকবিশিষ্ট। (২) বিঃ মাথার টাক।

**খলি**—বিঃ খইল, তৈলাদির সিটা।

**খলিত**—বিণঃ টাকবিশিষ্ট।

**খলিন**—বিঃ লাগাম বাঁধিবার লৌহ।

**খলিফা, খলীফা**—বিঃ মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, ধর্মগুরু, নিপুণ শিল্পী, ওস্তাদ; (মন্দ অর্থে—'উনি ত খলিফা ব্যক্তি'—অতিশয় ধূর্ত ব্যক্তি)। [আ]।

**খলিশা**—বিঃ কই জাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্য-বিশেষ।

**খশখশ**—বিঃ খসখস, বেণার মূল। বিণঃ অমসৃণ।

**খস**—অব্যঃ খুলিয়া পড়িবার শব্দ। অব্যঃ **খস খস**—শুষ্ক পত্রাদির মধ্যে ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন শব্দ।

**খসড়া**—বিঃ মুসাবিদা, পান্ডুলিপি, draft। [আ]।

**খসম**—বিঃ ভর্তা, স্বামী, পতি। [আ]।

**খসা**—ক্রিঃ চ্যুত হওয়া, স্খলিত হওয়া, ঢিলা হওয়া, নির্গত হওয়া, বাহির হইয়া পড়া, সরা। বিঃ উক্ত যাবতীয় অর্থে। বিণঃ খসিয়াছে এরূপ। ক্রিঃ **-নো**—স্খলিত করা, খুলিয়া ফেলা, নির্গত করা। বিঃ, বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**খাই**—বিঃ খানা, গর্ত, লালসা, খেই। ক্রিঃ ভক্ষন করি। **খাইখাই**—অতিরিক্ত ভোজন বাসনা, (খাই-খাই করছে)।

**খাওয়া**—(১) ক্রিঃ ভোজন করা, পান করা। (২) বিঃ ভোজ, ভক্ষণ। (৩) বিণঃ ভক্ষিত। বিঃ **-দাওয়া**—পান-ভোজন। ক্রিঃ **-ন, -নো**—অন্যকে ভোজন বা পান করানো। **খাইয়া ফেলা**—ব্যতিব্যস্ত করা। **ঘা খাওয়া** আঘাত পাওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। **মাথা খাওয়া**—নষ্ট করা, ক্ষতি করা। **টাকা খাওয়া**—ঘুষ লওয়া। **নিমক খাওয়া**—উপকার লাভ করা। **পাক খাওয়া**—পাকানো। **মিশ খাওয়া**—অভিযোজন, মিশ্রণ।

**খাংরা, খেংরা**—বিঃ ঝাঁটা।

**খাঁ, খান**—বিঃ পন্ডিত, সম্মানসূচক উপাধি। [ফা]।

**খাঁই**—বিঃ লালসা, আকাঙ্ক্ষা, দাবী।

**খাঁকতি**—বিঃ অভাব, অনটন, লোভ।
**খাঁকার, খাঁকরি, খাঁকারি**—বিঃ গলা ঝাড়ার শব্দ, কৃত্রিম কাশির শব্দ, তলানি।
**খাঁকি**—**খাকি** দ্রষ্টব্য।
**খাঁখাঁ**—অব্যঃ শূন্য বোধ বা আকুলতা প্রকাশক।
**খাঁচা**—বিঃ পিঞ্জর, কাঠামো।
**খাঁজ**—বিঃ ভাঁজ, কাটা দাগ, রেখা।
**খাঁটি**[১]—বিঃ দেশী মদ।
**খাঁটি**[২], **খাঁটী**—নির্ভেজাল, বিশুদ্ধ, সৎ।
**খাঁড়**—বিঃ শক্ত দানা যুক্ত গুড়।
**খাঁড়া**—বিঃ খড়্গ।
**খাঁড়ি**—**খাড়ি**-র রূপভেদ।
**খাঁদা, খেঁদা**—বিণঃ বোঁচা।
**খাক**—বিঃ ভস্ম, ছাই। [ফা]।
**খাকসার**—বিঃ দীন সেবক, মুসলমান রাজনৈতিক দলবিশেষ। [আ]।
**খাকি, খাকী, খাঁকি**—বিঃ কপিশ বা ছাই রঙের কাপড়বিশেষ। [ফা]।
**খাগড়া**—বিঃ শরবিশেষ (উলুখাগড়া)।
**খাজনা**—বিঃ রাজস্ব। [আ]।
**খাজা**—বিঃ মিষ্টান্ন, কচ্‌কচে, মূর্খ।
**খাজাঞ্চী**—বিঃ কোষাধ্যক্ষ। [আ]।
**খাট**[১] **বা খাটো**—বিণঃ ছোট, চাপা, বেঁটে। ক্রিঃ **খাটো হওয়া**—ছোট হওয়া।
**খাট**[২]—বিঃ তক্তা, পর্যঙ্ক।
**খাটা**—ক্রিঃ পরিশ্রম করা, ঠিক হওয়া (কথা খাটা)।
**খাটাল**—বিঃ গোয়াল, ঘরের মেঝে।
**খাটিয়া**—বিঃ বাঁশ ও দড়ি সংযোগে নির্মিত খাটবিশেষ। [হি]।
**খাটিয়ে**—বিণঃ পরিশ্রমী।
**খাটুনী**—বিঃ পরিশ্রম, মেহনত।
**খাট্টা**—বিঃ বিণঃ টক বা টকের ঝোল-বিশেষ। [হি]।
**খাড়ব**—বিঃ ছয়টি স্বরপ্রযুক্ত রাগ বা রাগিণীবিশেষ।
**খাড়া**—বিণঃ সোজাভাবে দাঁড়ানো। বিঃ ডাঁটা (সজিনা)। বিঃ **-ই**—উচ্চতা।
**খাড়ি, খাঁড়ি**—(১) বিঃ উপকূলভাগে প্রবিষ্ট সাগরের সংকীর্ণ অংশ। (২) বিণঃ আস্ত, গোটা ; খাঁটি, আদত।
**খাড়ু**—বিঃ স্ত্রীলোকদিগের মণিবন্ধে বা পায়ে পরিধানযোগ্য ভূষণ।
**খাণ্ডব**—বিঃ মহাভারতে বর্ণিত অরণ্য-বিশেষ। **-দাহন**—কৃষ্ণার্জুনের সহায়-তায় অগ্নি কর্তৃক খাণ্ডব বন দহন করানো।
**খাণ্ডা**—বিঃ খাঁড়া।
**খাণ্ডার**—বিণঃ কলহপ্রিয়। (স্ত্রী)ঃ **খাণ্ডারী, খাণ্ডারণী**—অত্যন্ত ঝগড়াটে রমণী।
**খাত**—বিঃ পরিখা, খাল, গর্ত।
**খাতক**—বিঃ দেনাদার, ঋণী।
**খাতা**—বিঃ লিখিবার জন্য ব্যবহৃত পুস্তক। [ফা]।
**খাতির**—বিঃ আদর, সম্মান, সৌহার্দ্য। [আ]। বিঃ **-জমা**—ঘনিষ্ঠ হওন, আলাপিত হওন।
**খাতুন**—বিঃ মুসলমান মহিলাদের পদবীবিশেষ।
**খাদ**—বিঃ পান; সোনা রূপার সহিত মিশ্রিত অন্য দ্রব্য; গর্ত, পরিখা নীচু স্বর (সংগীতে)।
**খাদক**—বিণঃ ভোক্তা, ভক্ষক। [খাদ্‌+অক্]।
**খাদন**—বিঃ আহার। [খাদ+অন]।
**খাদি**—বিঃ খদ্দর।
**খাদিম**—বিঃ ভৃত্য, সেবক। [আ]।

**খাদী**—বিণঃ ভক্ষক। [খাদ্+ইন্]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **খাদিনী**।

**খাদ্য**—বিঃ খাবার। বিণঃ ভোজনযোগ্য।

**খান**—বিঃ টুকরা, খণ্ড। **খান খান**—টুকরা টুকরা।

**খানকী**—বিঃ বেশ্যা। [ফা]। বিঃ **-পনা**—বেশ্যার ব্যবহার বা হাবভাব।

**খানদান**—বিঃ উচ্চ বংশ। [ফা]। বিণঃ **-নী**—উচ্চ বংশীয়।

**খানসামা**—বিঃ পরিচারক, যে আহার পরিবেশন করে। [ফা]।

**খানা**[১]—বিঃ কক্ষ, গৃহ, স্থান।

**খানা**[২]—বিঃ গর্ত। [পা]।

**খানা**[৩]—বিঃ মুসলমানী খাবার।

**খানিক**—বিণঃ অল্প, কিছু, ক্ষণ। ক্রি-বিণঃ অল্পক্ষণ, কিছুক্ষণ।

**খাপ**—বিঃ তরবারি রাখিবার কোষ ; মিল ; সামঞ্জস্য।

**খাপরা**—বিঃ টুকরো হাঁড়ি কলসী।

**খাপা**—ক্রিঃ খাপ খাওয়া।

**খাপী**—বিণঃ ঘন বুননবিশিষ্ট ; মোটা।

**খাপ্পা**—বিণঃ অতিশয় ক্রোধী, ক্ষিপ্ত।

**খাবরি**—বিঃ কাঁসা বা পিতলের ছোট পাত্র।

**খাবলা**—বিঃ মুঠো, থাবা, কামড়। ক্রিঃ **খাবলা দেওয়া**।

**খাবার**—বিঃ খাদ্যদ্রব্য।

**খাবি**—বিঃ কষ্ট করিয়া নিঃশ্বাস লইবার চেষ্টায় হাঁ করণ।

**খাম**[১]—বিঃ লেফাপা ; চিঠিপত্রের আধার। [ফা]।

**খাম**[২]—বিঃ খুঁটি, থাম।

**খামকা, খামোকা**—ক্রি-বিণঃ বিনা কারণে, হঠাৎ। [ফা]।

**খামখেয়াল**—বিঃ চিত্তবিকার ; চিত্ত-চাঞ্চল্য। [ফা+আ]। বিণঃ **-খেয়ালী**।

**খামচা**—বিঃ নখাগ্র দ্বারা আঘাত। **খাম-চানো**—ক্রিঃ খাবলানো।

**খামার**—বিঃ শস্য মাড়াই ও রাখিবার স্থান। [হি]।

**খাম্বা**—বিঃ থাম, স্তম্ভ, থাম্বা।

**খাম্বাজ**—বিঃ রাগিণীবিশেষ।

**খারাপ**—বিণঃ বাজে, মন্দ, খেলো, দুষ্ট, নষ্ট। [আ]।

**খারাবি**—বিঃ ক্ষতি, বদমাশি। **খুন-খারাবি**—দাঙ্গা-হাঙ্গামা। [আ]।

**খারিজ**—বিণঃ পরিত্যক্ত। বিঃ বর্জন।

**খারিফ**—বিঃ হৈমন্তিক ফসল। [আ]।

**খাল**—বিঃ নালা, ডোবা, সরু, লম্বা জলাশয়, চামড়া। **-খেঁচা**—প্রহার দেওয়া।

**খালসা**—বিঃ শিখ সম্প্রদায়। বিণঃ বিশুদ্ধ, খাঁটি। [আ]।

**খালা**—বিঃ মেসো (মুসলমান)। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **খালা**—মাসী। বিণঃ **খালাত**—মাসতুত।

**খালাস**—বিঃ অব্যাহতি, মুক্তি। বিণঃ খালি, শূন্য। [আ]।

**খালাসী**[১]—বিণঃ খালাস করা হইয়াছে এমন খালাসপ্রাপ্ত।

**খালাসী**[২]—বিঃ জাহাজ বা সৈন্যবিভাগে অথবা স্টীমার ও লঞ্চে নিযুক্ত কর্ম-চারিবিশেষ। [আ]।

**খালি**—(১) বিণঃ শূন্য ; ফাঁকা ; অনাবৃত, নগ্ন (খালি গা বা পা) ; কেবল বা ক্রমাগত (খালি কান্না)। (২) ক্রি-বিণঃ কেবল, শুধু, মাত্র ; সর্বদা। **খালি-খালি**—(১) ক্রি-বিণঃ অনর্থক, শুধু-শুধু। (২) বিণঃ প্রায় ফাঁকা।

**খালিত্য**—বিঃ টাক। [খলিত+অ]।

**খালু**—**খালা**-র রূপভেদ।

**খালুই**—বিঃ মাছ রাখিবার ছোট চুপড়ি।
**খাস**—বিণঃ নিজস্ব। [আ]। বিঃ **-খামার**—নিজস্ব চাষ আবাদের জমি। বিঃ **-মহল, -মহাল**—প্রজা বিলি করা হয় নাই এমন জমি বা তালুক। বিঃ **-নবীশ**—ব্যক্তিগত সহকারী বা একান্ত সচিব, private secretary। বিঃ **-নবীশি**—একান্ত সচিবের কাজ। **-গেলাস**—বিঃ শোভাযাত্রাদিতে ব্যবহার করা হয় এমন অভ্রনির্মিত গেলাসের মত বাতিদান। **-বরদার**—বিণঃ বিঃ আসাসোঁটাধারী। [আ]।
**খাসা**—বিণঃ উৎকৃষ্ট ; সুন্দর ; চমৎকার। [আ]
**খাসি, খাসী**—(১) বিঃ অণ্ডকাটা ছাগ। (২) বিণঃ অণ্ডকাটা, ছিন্ন-মুষ্ক (খাসী মোরগ)।
**খাসিয়া**—বিঃ ভারতের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত পাহাড় ও তথাকার অধিবাসী।
**খাস্ত, খাস্তা১**—বিণঃ বিকৃত, নষ্ট।
**খাস্তা২**—বিণঃ প্রচুর ময়ান দেওয়া, মচ্‌মচে ; উৎকৃষ্ট। [ফা]।
**খিঁচ্**—বিঃ ত্রুটি, গলদ ; সামান্য বেদনার টান ; মনান্তর ; কাঁকর।
**খিঁচান, খিঁচানো, খিঁচন, খিঁচনো**—(১) ক্রিঃ বিকৃত মুখভঙ্গী বা অঙ্গ-ভঙ্গী করা (দাঁত মুখ খিঁচানো) ; রোগের প্রভাবে হাত পা ছোঁড়া। [খিঁচা+আন]। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। **খিঁচুনি, খিচুনি, খিঁচনি, খিচনি**—বিকৃত অংগভঙ্গি বা অঙ্গের আক্ষেপ ; ভেংচানি।
**খি**—বিণঃ খেই, সুতার গুণতি।
**খিচ্-খিচ্**—বিঃ বিরক্তি প্রকাশ, তিরস্কার।
**খিচমিচি**—অব্যঃ ক্রমাগত বকাবকি।
**খিচুড়ি**—বিঃ চাল ডাল ঘি মসলা ইত্যাদি একত্রে মিশাইয়া রাঁধা খাদ্য ; বিসদৃশ বস্তুসমূহের মিশ্রণ বা সমাবেশ।
**খিট্‌খিট্, খিট্‌মিট**—বিঃ সহজে বিরক্তি প্রকাশ [দেশী]। বিণঃ **খিট্‌খিটে**—সহজে বিরক্ত হয় এমন ; সদা অসন্তুষ্ট।
**খিটিমিটি**—বিঃ সামান্য কারণে ঝগড়া বিবাদ।
**খিড়কি, খিড়কী**—বিঃ বাড়ীর পিছন দিকের দরজা।
**খিতাব, খেতাব**—বিঃ উপাধি, পদবী।
**খিদমত, খিদমৎ, খিদমদ**—বিঃ সেবা, পরিচর্যা। [আ]। বিঃ **-গার**—সেবক, ভৃত্য। বিঃ **-গারী**—সেবক বা ভৃত্যের কাজ।
**খিদা, খিদে**—বিঃ ক্ষুধা, খাইবার ইচ্ছা।
**খিদ্যমান**—বিণঃ খেদ করিতেছে এমন। [খিদ্ (+য)+আন]।
**খিন্ন**—বিণঃ খেদযুক্ত, দুঃখিত ; ক্লান্ত, অবসন্ন। [খিদ্+ত]।
**খিমচি**—বিঃ চিমটি, নখের হালকা চাপ।
**খিমচান, খিমচানো**—(১) ক্রিঃ খিমচি কাটা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।
**খিল**—(১) বিঃ আগল, হুড়কা ; খিঁচুনি (মাংসপেশীর আড়ষ্ট-ভাব) ; কীলক। (২) বিণঃ অকর্ষিত (খিল জমি) ; পরিশিষ্ট।
**খিলা**—বিঃ খিল, হুড়কা।
**খিলাত, খিলাৎ**—বিঃ রাজার দেওয়া সম্মানসূচক পোশাক। [আ]।
**খিলান**—বিঃ নিচে ফাঁক আছে এমন অর্ধবৃত্তাকার পাকা গাঁথুনি, arch।
**খিলি, খিলী**—বিঃ সাজা পান ; গ্রন্থি ; ফোঁড়।

**খিল্খিল্**—অব্যঃ ক্রমাগত হাসির আওয়াজ।
**খিস্তি**—বিঃ অশ্লীল কথা বা গালি।
**খুঁচা**—**খোঁচা** দ্রষ্টব্য।
**খুঁচি**—বিঃ চাল মাপিবার কুনকে।
**খুঁজা**—**খোঁজা** দ্রষ্টব্য।
**খুঁট, খোঁট**—বিঃ কাপড়ের কোণ; সুতার প্রান্ত।
**খুঁটা**—**খোঁটা**° দ্রষ্টব্য।
**খুঁটি, খুঁটী, খোঁটা**—বিঃ কাঠের বা বাঁশের থাম। ক্রিঃ **খুঁটি** গাড়া—স্থায়ী হইয়া বসা; নৌকা তীরে বাঁধা। **খুঁটিনাটি**—বিঃ সামান্য দোষ ত্রুটি; কোনও বিষয়ের সূক্ষ্ম অংশ।
**খুঁটিয়া, খুঁটিয়ে**—ক্রি-বিণঃ সূক্ষ্ম ভাবে; খুঁটিনাটি বিচার করিয়া।
**খুঁত**—বিঃ ত্রুটি; ক্ষতচিহ্ন; দোষ; কলঙ্ক। ক্রিঃ **-ধরা**—দোষ দেখা। ক্রিঃ **-করা**—সামান্য ত্রুটিতে অস্বস্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করা। বিণঃ **-খুঁতে**—কেবলই খুঁত ধরিয়া বেড়ায় এমন। বিঃ **-খুঁতানি**—খুঁত খুঁত করণ।
**খুঁতি**—বিঃ ছোট থলিবিশেষ।
**খুক্**—অব্যঃ অনুচ্চ কাশির শব্দ। **-খুক্**—ক্রমাগত কাশির মৃদু শব্দ।
**খুকি, খুকী**—বিঃ শিশুকন্যা। **খুকি-পণা**—বিঃ খুকীর মত আদুরে ভাব। বিঃ **খুকু**।
**খুচরা, খুচরো**—(১) বিণঃ ছোট ছোট নানা রকমের (খুচরো কাজ)। (২) বিঃ টাকার ভাঙ্গানি; খুচরা টাকা, পয়সা ইত্যাদি।
**খুজলি**—বিঃ খোস, চুলকানি। [হি]।
**খুট্**—অব্যঃ কঠিন বস্তুর উপর মৃদু আঘাতের শব্দ। **-খুট্**—ক্রমাগত খুট্ আওয়াজ।

**খুড়তুত, খুড়তুতো, খুড়তুতা**—বিণঃ খুড়ার ছেলে বা মেয়ে এমন; স্বামীর বা স্ত্রীর খুড়ার ছেলে বা মেয়ে এমন।
**খুড়া°, খুড়ো**—বিঃ কাকা, বাবার ছোট ভাই। বিঃ (স্ত্রী): **খুড়ী**—কাকার স্ত্রী। বিঃ **-শ্বশুর**—শ্বশুরের ছোট ভাই। বিঃ (স্ত্রী): **-শাশুড়ী**।
**খুড়া°**—**খোঁড়া**-এর রূপভেদ।
**খুদ**—বিঃ চালের ভাঙ্গা অংশ; শস্য-কণা। বিঃ **-কুঁড়া, কুঁড়ো**—**কুঁড়া** দ্রষ্টব্য।
**খুদে**—বিণঃ অতি ক্ষুদ্র; খুব ছোট। বিঃ **-রাক্ষস**—ভোজন-পটু মানুষ।
**খুদা, খুদাহ্**—**খোদা**-র রূপভেদ।
**খুন**—(১) বিঃ রক্ত; হত্যা। [ফা]। (২) বিণঃ আকুল (কেঁদে খুন)। **মাথায় খুন চাপা** (**-চড়া**)—অত্যন্ত উত্তেজিত হওয়া; মাথায় রক্ত উঠা। **খুন খারাবি, খুন খারাপি, খুন খারাব**—**খারাবি** দ্রষ্টব্য।
**খুনসুটি, খুনসুড়ি**—বিঃ বিরক্ত করা বা ব্যথা দেওয়ার ছলে রসিকতা; তুচ্ছ ঝগড়া; প্রণয় কলহ।
**খুনাখুনি** (খুনো-)—বিঃ রক্তারক্তি; হানাহানি; সাংঘাতিক মারামারি; পরস্পর হত্যা।
**খুনী**—বিঃ বিণঃ হত্যাকারী।
**খুনে**—বিঃ যে খুন করিয়াছে এমন ব্যক্তি। বিণঃ খুন করিবার প্রবণতা আছে এমন।
**খুন্তি, খুন্তী**—**খন্তি** দ্রষ্টব্য।
**খুপরী, খুপরি**—বিঃ ছোট ঘর; খোপ।
**খুপসুরৎ**—**খুবসুরত**-এর রূপভেদ।
**খুপি**—বিঃ ছোট খোপ।
**খুপী**—বিণঃ খোপ আছে এমন।

**খুব**—(১) বিণ-বিণঃ অত্যন্ত। (২) ক্রি-বিণঃ উত্তম, বেশ, চমৎকার; নিশ্চয়। [ফা]। (৩) ক্রিঃ **খুব করা**—বেশ করা, উচিত বা উপযুক্ত কাজ করা। —

**খুর্বারি, খুবরী**—**খুপরি**-র রূপভেদ।

**খুবসুরত, খুবসুরৎ**—বিণঃ সুন্দর, সুশ্রী।

**খুবানি, খোবানি**—বিঃ ফলবিশেষ।

**খুর**—**ক্ষুর** দ্রষ্টব্য।

**খুরপা, খুরপি**—বিঃ মাটি খুঁড়িবার ছোট খন্তা।

**খুরলি, খুরলী**—বিঃ ব্যায়াম; শরা-ভ্যাস; রঙ্গ।

**খুরা, খুরো**—বিঃ পায়া (আসবার-পত্রের, তৈজসের)।

**খুরি, খুরী**—বিঃ মাটির ছোট বাটি বা ভাঁড়বিশেষ।

**খুর্মা**—বিঃ শুকনো খেজুরবিশেষ। [ফা]।

**খুলা**—**খোলা** দ্রষ্টব্য।

**খুলি**—বিঃ মাথার উপরিভাগ, করোটি।

**খুলী**—বিঃ যে খোল বাজায়।

**খুল্লতাত**—বিঃ কাকা, খুড়া।

**খুশ**—**খোশ** দ্রষ্টব্য।

**খুশামদ**—**খোশামদ**-এর রূপভেদ।

**খুশকি, খুস্কি, খুস্‌কি, খুস্কি**—বিঃ মরামাস। [ফা]।

**খুশ্‌কো**—বিণঃ শুষ্ক, রুক্ষ (উশ্‌কো-খুশ্‌কো)।

**খুশি, খুশী**—বিঃ সন্তোষ, আনন্দ, আহ্লাদ, আমোদ। বিণঃ আনন্দিত, প্রীত, সন্তুষ্ট, তৃপ্ত। [ফা]।

**খৃষ্ট, খৃষ্টান, খৃষ্টাব্দ, খৃষ্টীয়**—যথা-ক্রমে **খ্রিষ্ট, খ্রিষ্টান, খ্রিষ্টাব্দ** ও **খ্রিষ্টীয়**-র বানানভেদ।

**খেঁক**—অব্যঃ শিয়াল বা কুকুরের ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশক শব্দ; কর্কশ বাক্য। অব্যঃ **-খেক, -খেক্**—রাগ প্রকাশ বা তাড়া করার শব্দ। ক্রিঃ **খেঁকান, খেঁকানো**—খেঁক করিয়া উঠা, হঠাৎ বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করা। বিঃ **খেঁকানি, খেঁক্‌খেঁকানি**—খেঁক্ খেঁক্ করিয়া ক্রোধ-প্রকাশ বা তাড়না; খেঁক্ খেঁক্ শব্দ।

**খেঁকশিয়াল**—বিঃ শৃগালবিশেষ, fox, ছোট শিয়াল। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-শিয়ালী**।

**খেঁকারি**—**খাঁকারি**-র রূপভেদ।

**খেঁকি, খেঁকী**—বিণঃ বদরাগী, খেঁক্ খেঁক্ করে ডাকে বা তাড়া করে এমন (খেঁকী কুকুর)।

**খেঁচড়া**—বিণঃ দুষ্ট, অশিষ্ট।

**খেঁচা, খিঁচা**—(১) ক্রিঃ হঠাৎ জোরে টানা; আক্ষেপযুক্ত হওয়া (হাত পা খেঁচা)। (২) বিঃ উক্ত উভয় অর্থে।

**খেঁচাখেঁচি**—বিঃ ঝগড়া বিবাদ, বকাবকি, মন কষাকষি।

**খেঁচুনি**—**খিচুনি**-র রূপভেদ। **খিঁচান** দ্রষ্টব্য।

**খেঁট**—**খ্যাঁট**-এর রূপভেদ।

**খেঁড়ু**—বিঃ খেউড় গান বা কবিতা।

**খেঁদা, খেঁদী**—**খাঁদা** দ্রষ্টব্য।

**খেই**—বিঃ সুতার প্রান্ত; সুতার সংখ্যা (৫ খেই); সূত্র; ধারাবাহিকতা; সন্ধান (খেই হারানো)।

**খেউড়, খেঁউড়**—বিঃ অশ্লীল গান বা কবিতা; অশ্রাব্য গালাগালি।

**খেউরি**—বিঃ ক্ষৌরকর্ম।

**খেকো**[১], **খেগো**—**খাকী** দ্রষ্টব্য।

**খেকো**[২]—বিণঃ ভক্ষিত (পোকাখেকো ফল)।

**খেঙরা, খেংগরা, খেংরা**—বিঃ ঝাঁটা।

**খেচর, খচর**—(১) বিণঃ আকাশচারী। (২) বিঃ পাখী। [খ+চর্+অ]। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ **খেচরী[১], খচরী**।

**খেচরান্ন, খেচরী[২]**—বিঃ খিচুড়ি।

**খেচামেচি**—বিঃ অপ্রীতিকর কলহ।

**খেজুর**—বিঃ ফলবিশেষ বা তাহার গাছ। বিণঃ **খেজুরে, খেজুরিয়া**—খেজুর বা খেজুর রসে প্রস্তুত। **গোঁফ-খেজুরে**—অলস ব্যক্তি।

**খেটক**—বিঃ ঢাল।

**খেটে**—অস-ক্রিঃ খাটিয়া, পরিশ্রম করিয়া।

**খেত**—বিঃ চাষের জমি, ক্ষেত।

**খেতাব**—বিঃ সম্মানসূচক উপাধি। [আ]। বিণঃ **-ধারী**-খেতাবপ্রাপ্ত।

**খেঁাত[১]**—**ক্ষৌত**-এর কথ্যরূপ।

**খেঁাত[২]**—**ক্ষত**-র কথ্যরূপ।

**খেত্রী**—বিঃ হিন্দুস্থানী জাতিবিশেষ; ছত্রী। [ক্ষত্রিয়]।

**খেদ**—বিঃ আক্ষেপ, অনুতাপ, দুঃখ, বিলাপ। [খিদ্+অ]।

**খেদমত**—**খিদমত**-এর রূপভেদ।

**খেদা**—বিঃ বন্য হস্তী ধরিবার ফাঁদ-বিশেষ।

**খেদান, খেদানো**—(১) ক্রিঃ তাড়াইয়া দেওয়া, দূর করিয়া দেওয়া। (২) বিঃ বিণঃ বিতাড়ন; বিতাড়িত। বিণঃ **খেদানিয়া, খেদানে**—বিতাড়ন-কারী।

**খেদোক্তি**—বিঃ আক্ষেপ, বিলাপ।

**খেপ**—বিঃ বার, দফা (দু-তিন খেপ)।

**খেপলা**—বিঃ মাছ ধরিবার জালবিশেষ।

**খেপা[১]**—(১) ক্রিঃ নিক্ষেপ করা, ক্ষেপণ করা। (২) বিণঃ বিঃ উক্ত অর্থে। [ক্ষিপ্+আ]।

**খেপা[২]**—(১) ক্রিঃ ক্ষিপ্ত হওয়া; পাগল হওয়া; ক্রুদ্ধ হওয়া; প্রমত্ত হওয়া; অবাধ্য বা উদ্দাম হওয়া। (২) বিণঃ খেপিয়াছে এমন; উন্মত্ত; পাগল; ভাবোন্মত্ত। (৩) বিঃ যে খেপিয়াছে; উন্মত্ত ব্যক্তি; আদরে স্নেহ-সম্বোধন বা আখ্যাবিশেষ (খেপা কোথাকার)। বিণঃ, বিঃ (স্ত্রী)ঃ **খেপী**। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ খেপাইয়া তোলা; রাগানো; উত্তেজিত করা; জ্বালাতন করা। (২) বিঃ, বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**খেমটা, খ্যামটা**—বিঃ সংগীতের তাল ও নাচবিশেষ। বিঃ **-ওয়ালী**—পেশাদার নর্তকী বা নাচগানওয়ালী।

**খেয়া**—বিঃ নদী পারাপারের নৌকা; নদী ইত্যাদিতে এপার ওপার পাড়ি। বিঃ **-ঘাট**—নদীর যে ঘাটে পারাপার করা হয়। ক্রিঃ **খেয়া দেওয়া**—নৌকাদি দ্বারা পারাপার করানো। বিঃ **-নৌকা, -তরী**—নদী পারাপারের নৌকা। বিঃ **-মাঝি**—যে মাঝি নৌকায় করিয়া যাত্রী পারাপার করে।

**খেয়াল**—বিঃ হঠাৎ ইচ্ছা বা ঝোঁক; কল্পনা, স্বপ্ন; জ্ঞান, হুঁশ, চেতনা; স্মরণ; মর্জি, খুশি; অসাধারণ কার্য (প্রকৃতির খেয়াল); সুলতান হোসেনী কর্তৃক প্রবর্তিত উচ্চাঙ্গ সংগীতবিশেষ। [আ]।

**খেয়ালী**—(১) বিঃ খেয়াল গায়ক। (২) বিণঃ কল্পনাপ্রবণ; অব্যবস্থিত-চিত্ত।

**খেয়োখেয়ি**—বিঃ পরস্পর ঝগড়া, মারা-মারি।

**খেরাজ**—বিঃ রাজস্ব, ভূমিকর। বিণঃ **লাখেরাজ**—যে জমির খাজনা লাগে না।

**খেরুয়া, খেরো**—বিঃ লাল রঙ্-এর মোটা কাপড়বিশেষ।
**খেল**—বিঃ খেলা; বাজি; ভেলকি।
**খেলন**—বিঃ ক্রীড়াকরণ; খেলা।
**খেলনা**—বিঃ ক্রীড়নক, পুতুল।
**খেলা**[১]—বিঃ ক্রীড়া, নৈপুণ্য প্রদর্শন। বিঃ **-ঘর**—কৃত্রিম সংসার। বিঃ **-ধুলা**—বিভিন্ন খেলা, sports।
**খেলা**[২]—ক্রিঃ ক্রীড়া করা; স্ফুরিত হওয়া (মাথায় খেলা)। ক্রিঃ **-ন, -নো**—খেলা করানো (সাপ খেলানো)।
**খেলাত**—**খিলাত** দ্রষ্টব্য।
**খেলাপ**—বিঃ প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা বা ভঙ্গ করা। [আ]।
**খেলুড়ে, খেলুড়িয়া**—বিঃ খেলোয়াড়, ক্রীড়ক; খেলার সাথী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **খেলুড়ী**।
**খেলো**—বিণঃ নিকৃষ্ট; হীন; নীচ; অপদস্থ।
**খেলোয়াড়**—বিঃ যে খেলে; যে খেলায় দক্ষ; ধূর্ত; প্রবঞ্চক; চক্রান্তকারী। বিণঃ **খেলোয়াড়ী**—খেলোয়াড়সুলভ; খেলোয়াড়ের উপযুক্ত।
**খেশ**—বিঃ তুলা ও রেশম দিয়া তৈয়ারি এক রকম চাদর।
**খেসারৎ, খেসারত**—বিঃ ক্ষতিপূরণ।
**খেসারী, খেসারি**—বিঃ ডালবিশেষ।
**খৈ, খৈল**—**খই** ও **খইল**-এর বানানভেদ।
**খোঁচ**—বিঃ কাঁটা; তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ; ছুঁচালো কোণ।
**খোঁচা, খুঁচা**—(১) বিণঃ খোঁচযুক্ত, তীক্ষ্ণাগ্র (খোঁচা দাড়ি)। (২) ঐরূপ বস্তুর দ্বারা আঘাত (বল্লমের খোঁচা); আঁচড় (কলমের খোঁচা)। (৩) ক্রিঃ খোঁচা দেওয়া। ক্রিঃ **-ন, -নো**—খোঁচা দেওয়া।
**খোঁজ**—বিঃ সন্ধান; অন্বেষণ; তত্ত্ব। বিঃ **-খবর**—তত্ত্ব-তালাশ; সন্ধান; পাত্তা। বিঃ **-ন**—সন্ধান করণ।
**খোঁজ, খুঁজা**—(১) ক্রিঃ খোঁজ, সন্ধান বা অন্বেষণ করা। (২) বিঃ সন্ধান, অন্বেষণ। বিঃ **-খুঁজি**—বারংবার সন্ধান বা অন্বেষণ। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ পরের দ্বারা অনুসন্ধান করানো। (২) বিঃ পরের দ্বারা অনুসন্ধান।
**খোঁট**—**খুঁট**-এর রূপভেদ।
**খোঁটা**[১]—বিঃ গঞ্জনা; বিদ্রূপ; দোষ দেখাইয়া অপদস্থ করণ।
**খোঁটা**[২]—(১) ক্রিঃ নখ বা চঞ্চুর সাহায্যে একটু একটু করিয়া তোলা বা খোঁচানো। (২) বি-বিণঃ উক্ত অর্থে (খোঁটা ফল)। **-ন, -নো**—(২) ক্রিঃ পরের দ্বারা খোঁটাইয়া লওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।
**খোঁটা**[৩], **খুঁটা**—বিঃ ক্ষুদ্র খুঁটি; গোঁজ, কীলক।
**খোঁড়ল, খোঁদল**—বিঃ গর্ত, কোটর।
**খোঁড়া**[১], **খুঁড়া**—(১) ক্রিঃ খনন করা, গর্ত; মাটিতে ঠোকা (মাথা খোঁড়া); প্রশংসা দ্বারা অনিষ্ট করা; কুনজর দেওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।
**খোঁড়া**[২]—বিঃ খঞ্জ; লেংড়া। বিণঃ অকেজো।
**খোঁড়ান**[১], **খোঁড়ানো, খুঁড়ান**[১], **খুঁড়ানো**,—(১) ক্রিঃ পরকে দিয়া খনন করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।
**খোঁড়ান**[২], **খোঁড়ানো, খুঁড়ান**[২], **খুঁড়ানো**—(১) ক্রিঃ খোঁড়ার মত চলা। (২) বিঃ খোঁড়ার মত গতি বা চলন।
**খোঁপা, খোপা**—বিঃ কবরী; কুণ্ডলী করিয়া বাঁধা চুল।

**খোঁয়াড়**—বিঃ গৃহপালিত পশুদের থাকার স্থান; পশুদের আটক রাখার স্থান।

**খোকন**—বিঃ (আদরার্থে) খোকা।

**খোকা**—বিঃ শিশুপুত্র; অল্পবয়স্ক বালক; (ব্যঙ্গে) বয়স্ক কিন্তু বালকের ন্যায় আচরণকারী ব্যক্তি। বিঃ **-পনা, -মি**—বয়স্ক লোকের খোকার মত আচরণ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **খুকী**।

**খোক্কস**—বিঃ রূপকথায় কল্পিত ভীষণ দর্শন জীব।

**খোজা**—বিণঃ বিঃ পুরুষত্বহীন, জননেন্দ্রিয়হীন, অন্দরমহলে পাহারার কাজে নিযুক্ত নপুংসক। [ফা]।

**খোট্টা**—বিঃ (অবজ্ঞায়) হিন্দুস্থানী, বিহার, মধ্য ও উত্তরপ্রদেশের অধিবাসী; হিন্দী ভাষাভাষী লোক।

**খোডল**—**খোঁড়ল**-এর রূপভেদ।

**খোদ**—বিণঃ স্বয়ং; আসল। [আ]। বিঃ **-কর্তা**—আসল কর্তা।

**খোদকার, খোদগার**—বিণঃ বিঃ যে খোদাইয়ের কাজ করে। বিঃ **খোদকারি**—খোদাইয়ের কাজ।

**খোদা**[১]—বিঃ ঈশ্বর, আল্লাহ্। [আ]। বিঃ **খোদা-ই-খিদমদগার**—**খিদমত** দ্রষ্টব্য। **খোদার খাসি**—(ব্যঙ্গে) অত্যন্ত মোটাসোটা লোক।

**খোদা**[২]—(১) ক্রিঃ উৎকীর্ণ করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **-ই**—উৎকীরণ, ক্ষোদন। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ পরকে দিয়া খোদাই করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**খোদাবন্দ**—বিঃ প্রভু; মালিক, হুজুর।

**খোনা**—বিণঃ অনুনাসিক; নাকী সুরে কথা বলে এমন।

**খোন্তা**—**খন্তা**, দ্রষ্টব্য।

**খোন্দল**—**খোঁড়ল**-এর রূপভেদ। বিঃ **খানা খোন্দল**—গর্তাদি।

**খোপ, খোপর**—বিঃ খুপরি, ক্ষুদ্র ঘর বা বাসা।

**খোপা**—**খোঁপা**-র রূপভেদ।

**খোবানি**—**খুবানি**-র রূপভেদ।

**খোয়া**[১]—বিণঃ হারানো, নষ্ট, অপহৃত। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ হারাইয়া বা নষ্ট করিয়া ফেলা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**খোয়া**[২]—বিঃ শুকনো ক্ষীর; ইটের টুকরো।

**খোয়াব**—বিঃ স্বপ্ন। [ফা]।

**খোয়ার**—বিঃ দুর্গতি; ক্ষতি, কুৎসা। [ফা]। **শতেক খোয়ারী**—বিঃ নানা রকমের অনিষ্টকারিণী।

**খোয়ারি**—বিঃ মদ খাইবার পর অবসাদ। ক্রিঃ **খোয়ারি ভাঙ্গা**—খোয়ারি দূর করার জন্য অল্প মাত্রায় মদ খাওয়া।

**খোর**—বিণঃ যে খায়; আসক্ত (গাঁজাখোর)। [ফা]।

**খোরপোশ, খোরপোষ**—বিঃ খোরাকপোশাকের খরচ। [ফা]।

**খোরশোলা, খোরসোলা**—বিঃ এক রকম ছোট মাছ।

**খোরা, খোরাই**—বিঃ পাথরের বড় বাটি বা পাত্রবিশেষ।

**খোরাক**—বিঃ খাদ্য; খাওয়ার পরিমাণ (তাহার খোরাক বেশী)। বিঃ **খোরাকি**—খাইখরচ। [ফা]।

**খোল**[১]—বিঃ আবরণ (শামুকের খোল); ওয়াড় (বালিশের খোল); মৃদঙ্গ; গর্ত; গহ্বর, কোটর (নৌকার খোল); কাপড়ের জমি; বৃক্ষাদির বল্কল (সুপারির খোল)।

**খোল**[২]—**খইল**-এর কথ্যরূপ।

**খোলক**—বিঃ খোলা, আবরণ, shell।

**খোলতা**—বিণঃ উজ্জ্বল, সুবিকসিত। বিঃ **-ই**—ঔজ্জ্বল্য ; শোভা।

**খোলস**—বিঃ খোল, আবরণ; বাহ্য আবরণ, নির্মোক (সাপের খোলস)।

**খোলসা**—বিণঃ পরিষ্কৃত; মুক্ত; সুস্পষ্ট; বিশদ। বিণঃ **দিলখোলসা**—অকপট, মনখোলা। [আ]।

**খোলা**[১]—বিঃ খোসা, আবরণ; খাপড়া; ভাজিবার পাত্র; স্থান (ইটখোলা)।

**খোলা**[২], **খুলা**—(১) ক্রিঃ উন্মুক্ত করা (দরজা খোলা); বন্ধনমুক্ত করা (নৌকা খোলা); প্রতিষ্ঠা করা (স্কুল খোলা); ছুটির পর পুনরায় কাজ আরম্ভ করা (স্কুল, কাছারী খোলা); ছাড়া (জামা খোলা)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ খুলিয়াছে বা খোলা হইয়াছে এমন; উন্মুক্ত ; অকপট (খোলা মন)।

**খোলাখুলি** (১) বিণঃ অকপট, স্পষ্ট। (২) ক্রি-বিণঃ স্পষ্টভাবে, অকপটে। বিণঃ **প্রাণমন খোলা, মনপ্রাণ খোলা**—মনের মধ্যে কিছু গোপন রাখে না এমন, অকপট। ক্রিঃ **মন খোলা**—অকপটে অন্তরের ভাব খোলা বা প্রকাশ করা। ক্রিঃ **মুখ খোলা**—বলিতে আরম্ভ করা।

**খোলামকুচি**—বিঃ ভাঙ্গা হাঁড়িকলসীর টুকরা; অকিঞ্চিৎকর জিনিস।

**খোশ, খুশ**—বিণঃ আনন্দদায়ক; স্বেচ্ছাকৃত। বিঃ **-কবালা**—স্বেচ্ছাকৃত স্বত্ব হস্তান্তরের দলিল। বিঃ **-খবর**—সুসংবাদ। বিঃ **-খেয়াল**—মর্জি। বিঃ **-খোরাক**—শৌখিন আহার। বিণঃ **-খোরাকী**—শৌখিন ভোজনে অভ্যস্ত, ভোজন বিলাসী। বিঃ **-গল্প**—মজার গল্প। বিঃ **-নবিশ**—যাহার হাতের লেখা সুন্দর; সুলেখক। বিঃ **-নাম**—সুখ্যাতি। বিঃ **-পোশাক**—শৌখিন পোশাক। বিণঃ **-পোশাকী**—পরিচ্ছদ বিলাসী। বিঃ **-বাই, -বয়, -বয়ে, খোশবু**—সুগন্ধ। বিণঃ **-মেজাজ**—খুশী মন। [ফা]।

**খোশামোদ**—বিঃ খুশী করার জন্য স্তোক বা মিথ্যা বাক্য, তোষামোদ, চাটুবাক্য। [ফা]। বিঃ **খোশামুদি, খোশামোদি**—চাটুকারিতা, স্তাবকতা। বিণঃ **খোশামুদে**—চাটুকার, খোশামোদ করে এমন।

**খোস**—বিঃ চর্মরোগবিশেষ, চুলকানি, পাঁচড়া।

**খোসা**—বিঃ ছাল, খোল।

**খ্যাক্**—**খেঁক**-এর বানানভেদ।

**খ্যাঁট, খেঁট**—বিঃ (ব্যঙ্গে) ভূরি-ভোজন। বিঃ **-ন**—উক্ত অর্থে।

**খ্যাত**—বিণঃ প্রসিদ্ধ; উক্ত; কথিত; অভিহিত। বিণঃ **-নামা**—বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। বিঃ **খ্যাতি**—আখ্যা, প্রসিদ্ধি, যশঃ, প্রচার। বিণঃ **খ্যাতিমান্**—বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ।

**খ্রিস্ট, খ্রীষ্ট**—বিঃ খৃষ্টান ধর্মের প্রবর্তক যিশু, Jesus Christ। বিঃ **-ধর্ম**—যিশু কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম। বিণঃ **-পূর্ব**—যিশুর জন্মের পূর্ব-বর্তী, before Christ।

**খ্রিস্টান, খ্রীস্টান**—বিঃ বিণঃ খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী, Christian। বিঃ **খ্রিস্টানি, খ্রীষ্টানি**—খ্রিষ্টানদের আচার-আচরণ; খ্রিষ্টানপনা; সাহেবি-আনা। **খ্রিস্টানী, খ্রীষ্টানী**—বিণঃ খ্রিস্টান বা খ্রিস্ট ধর্ম-সম্বন্ধীয়, খ্রিস্টানদের।

**খি্রস্টাব্দ, খ্রীষ্টাব্দ**—বিঃ খি্রস্টের জন্ম হইতে গণনা করা হইয়াছে এমন অব্দ বা বৎসর। [খি্রস্ট+অব্দ]।

**খি্রশ্চিয়ান, খ্রীশ্চিয়ান**—**খি্রস্টান**-এর রূপভেদ।

**খি্রস্টীয়, খ্রীষ্টীয়**—বিণঃ খি্রস্ট-সম্বন্ধীয়; খি্রস্টের জন্ম হইতে গণিত।

## গ

**গ**[১]—বাংলা ভাষার তৃতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ।

**গ**[২]—বিণঃ যায় এই অর্থে (অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়), গামী, গমনকারী, অভিমুখীন। [গম্+অ]। বিণঃ (স্ত্রী): **-গা**।

**গং**—**গয়রহ**-র সংক্ষিপ্ত রূপ।

**গঁদ**—বিঃ বাবলা প্রভৃতি গাছের আঠা।

**গগন**—বিঃ আকাশ, নভঃ। বিঃ বিণঃ **-চারী**—আকাশে বিচরণ করে এমন। বিণঃ **-চুম্বী**—আকাশ ছোঁয়া; সুউচ্চ। বিঃ **-তল, -পট**—আকাশের গা; আকাশের ছবি। বিঃ **-প্রান্ত**—দিগন্ত, দিক্‌চক্রবাল। বিণঃ **-বিহারী**—**গগনচারী** দ্রষ্টব্য। বিঃ **-মণ্ডল**—আকাশের গোলাকার বিস্তার বা মণ্ডল। বিণঃ **-স্পর্শী**—আকাশচুম্বী।

**গঙ্গা**—বিঃ ভারতের একটি প্রধান ও হিন্দুদের পবিত্র নদী; ভাগীরথী: শিবপত্নী গঙ্গাদেবী। [গম্+গ+আ]। বিঃ **-জল**—গঙ্গানদীর জল; পবিত্র জল। বিঃ **-জালি**—অন্তর্জলি, মৃত্যু সময়ে মুখে গঙ্গাজল দান; গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ। বিণঃ **-জলী**—গঙ্গাজলের ন্যায় গেরুয়া রঙ বিশিষ্ট। বিঃ **-ধর**—শিব। বিঃ **-পুত্র**—ভীষ্ম; শবদাহকারী, মুর্দা-ফরাস। বিঃ **-প্রাপ্তি**—গঙ্গাতীরে বা গঙ্গাজলে মৃত্যু; মৃত্যু। বিঃ **-ফড়িং**—সবুজ বর্ণের পতঙ্গবিশেষ। বিণঃ বিঃ **-বাসী**—গঙ্গার তীরে বা নিকটে বাসকারী। **-যমুনা**—(১) বিঃ গঙ্গা ও যমুনা নদী। (২) বিণঃ সাদা ও কালো রঙের। বিঃ **-যাত্রা**—মুমূর্ষুর গঙ্গাতীরে যাত্রা বা গমন। বিঃ **-যাত্রী**—মুমূর্ষু ব্যক্তি; যোগাদি উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে গমনকারী। বিঃ **-লাভ**—**গঙ্গা প্রাপ্তি** দ্রষ্টব্য। বিঃ **-সঙ্গম, -সাগর**—ভাগীরথীর সমুদ্রের সহিত মিলন স্থান।

**গঙ্গোত্তরী, গঙ্গোত্রী**—বিঃ গঙ্গানদীর অবতরণ স্থান (হিমালয়ের গাড়োয়াল প্রদেশস্থ হিন্দু তীর্থস্থান)।

**গঙ্গোদক**—বিঃ গঙ্গার জল। [গঙ্গা+উদক]।

**গঙ্গোপাধ্যায়**—বিঃ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের পদবীবিশেষ, গাঙ্গুলী।

**গচ্চা, গচ্ছা**—বিঃ ভুলের জন্য ক্ষতি; ক্ষতিপূরণ; অনর্থক দণ্ড।

**গচ্ছিত**—বিণঃ রক্ষিত, ন্যস্ত।

**গছান, গছানো**—(১) ক্রিঃ গ্রহণ করানো, ছলে বলে বা কৌশলে ঘাড়ে চাপানো। (২) বিঃ, বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**গজ**[১]—বিঃ হাতী; দাবা খেলার ঘুঁটি-বিশেষ। বিঃ **কচ্ছপ**—পুরাণোক্ত দুই মুনি কুমার (শাপগ্রস্ত হইয়া ইঁহারা হস্তী ও কচ্ছপের দেহ ধারণ পূর্বক পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে গরুড় কর্তৃক নিহত হন); দুই প্রবল প্রতিযোগী। (ব্যঙ্গে) স্থূলকায় ব্যক্তি। বিঃ **-কুম্ভ**—হাতীর মাথায় কুম্ভবৎ মাংসপিণ্ড। **-গতি**—(১)

বিণঃ হাতীর ন্যায় ধীর গমন। (২) বিঃ হাতীর গমন বা চলন ভঙ্গী ; সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। বিণঃ **-গামী**—গজারোহী ; হাতীর ন্যায় সুন্দর ও মন্দ মন্দ গতি বিশিষ্ট। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-গামিনী**। বিঃ **-গিরি, -গীর**—শান বাঁধানো চাতাল ; পঙ্খের কাজ। বিঃ **-ঘণ্টা**—দূর হইতে লোকজনকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য হাতীর গলায় যে ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বিঃ **-দন্ত**—হাতীর দাঁত ; উঁচু দাঁত। বিঃ **-পতি**—শ্রেষ্ঠ হাতী ; গজ প্রধান ; ঐরাবত, ইন্দ্রের হাতী। বিঃ **-বীথি**—হাতী সকলের সুবিন্যস্ত শ্রেণী ; ঐরাবত অবস্থানের দ্বিতীয় স্থান। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ **-ভুক্তকপিত্থবৎ**—গজ নামক ক্ষুদ্র কীট দ্বারা ভক্ষিত কয়েতবেলের মত ; অন্তঃসার শূন্য। বিঃ **-মুক্তা, -মোতি**—হাতীর মাথায় জন্মে বলিয়া যে মুক্তা সম্বন্ধে প্রবাদ আছে।

**গজ**[২]—(১) বিঃ তিন ফুট, ৩৬ ইঞ্চি বা দুই হাত পরিমাণ মাপ। (২) বিণঃ ঐ মাপ বিশিষ্ট বা মাপের। বিঃ **-কাঠি**—এক গজ পরিমাণ মাপের কাঠি। বিণঃ **গজী**—গজ পরিমাণ (পাঁচ গজী ধুতি)। [ফা]।

**গজ্গজ্**—অব্যঃ অস্পষ্ট ও বিরক্তি-সূচক উক্তি (গজগজ করা) ; স্থানাভাবে ঠেলাঠেলি।

**গজর গজর—গজ্গজ্** দ্রষ্টব্য।

**গজরান, গজরানো**—(১) ক্রিঃ চাপা গর্জন করা, অস্ফুটভাবে ক্রোধ প্রকাশ করা। বিঃ **গজরানি**—চাপা গর্জন।

**গজল**—বিঃ প্রেম সঙ্গীত ; কবিতা-বিশেষ ; সঙ্গীতের সুরবিশেষ।

**গজা**—বিঃ ময়দা, ঘি ও চিনির মিঠাই-বিশেষ। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ উদ্গত হওয়া ; অঙ্কুরিত হওয়া ; জন্মানো ; বৃদ্ধি পাওয়া। (২) বিঃ, বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**গজানন**—বিঃ হস্তীর ন্যায় মুখ যাহার অর্থাৎ গণেশ। [গজ+আনন]।

**গজানীক**—বিঃ হাতীতে চড়িয়া যুদ্ধ করে এমন সৈন্যদল। [গজ+অনীক]।

**গজারি**—বিঃ হাতীর শত্রু ; সিংহ ; বৃক্ষবিশেষ।

**গজারূঢ়**—বিণঃ হাতীতে চড়িয়া বসিয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **গজারূঢ়া**।

**গজারোহী**—বিণঃ বিঃ হাতীতে চড়ে বা চড়িয়া আছে এমন। (স্ত্রী)ঃ **গজারোহিণী**।

**গজাল**—বিঃ বড় পেরেক ; মৎস্যবিশেষ।

**গজেন্দ্র**—বিঃ গজরাজ ; ঐরাবত। [গজ+ইন্দ্র]। বিঃ **-গমন**—বড় হাতীর মত ধীর সুন্দর চলন। বিণঃ **-গামী**—বড় হাতীর মত চলে এমন। (স্ত্রী)ঃ **-গামিনী**।

**গঞ্জ**—বিঃ হাট ; বড় বাজার ; শস্যাদি কেনা বেচার স্থান। [ফা]।

**গঞ্জন**—(১) বিঃ তিরস্কার করণ ; লাঞ্ছিত করণ। (২) বিণঃ তুচ্ছকর ; লাঞ্ছনাকর। [গন্জ্+অন]। বিঃ বিঃ **গঞ্জনা**—তিরস্কার ; লাঞ্ছনা ; খোঁটা।

**গঞ্জিকা**—বিঃ গাঁজা। বিণঃ **-সেবী**—গাঁজাখোর।

**গঞ্জিত**—বিণঃ তিরস্কৃত ; লাঞ্ছিত। [গন্জ্+ণিচ্+অ]।

**গট্গট্, গট্মট্**—অব্যঃ সদর্পে চলার শব্দ।

**গঠন**—বিঃ নির্মাণ, রচনা (মূর্তি গঠন); বিন্যাস, আকার, গড়ন (দেহের গঠন)। বিণঃ **গঠিত**—নির্মিত, রচিত, বিন্যস্ত।

**গড়**[১]—বিঃ দুর্গ, কেল্লা; খাত, পরিখা। বিঃ **-খাই**—দুর্গের চারিদিকের খাত বা পরিখা। **গড়ের বাদ্য**—সৈন্য-দলের বাজনা; ব্যাণ্ড পার্টির বাজনা।

**গড়**[২]—বিঃ ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রণাম, প্রণিপাত। ক্রিঃ **গড় করা**—প্রণাম করা। ক্রিঃ **গড় হওয়া**—প্রণত হওয়া।

**গড়**[৩]—বিঃ মোটামুটি হিসাব, মাঝামাঝি গণনা, average (গড় করা বা কষা)। ক্রি-বিণঃ **-পড়তা**—গড়ে, মোটামুটি ভাবে।

**গড়গড়**—অব্যঃ মেঘের গর্জন; ভারী জিনিস গড়াইয়া পড়িবার শব্দ সূচক অনুকার। ক্রি-বিণঃ **গড়গড় করিয়া**—অতি সহজে, অবাধে (গড়গড় করিয়া বলা)।

**গড়গড়া**—বিঃ ধূমপান করার জন্য নলযুক্ত বড় হুঁকাবিশেষ; আলবোলা-বিশেষ।

**গড়ন**—বিঃ আকার, চেহারা; গঠন; সৌষ্ঠব, ছাঁদ, গঠন-প্রণালী। [গড় (গ্রন্থ)+অন]। বিঃ **-পিটন, -পেটন**—গঠন ও সৌষ্ঠব। বিঃ **-দার**—যে ধাতু পিটাইয়া জিনিস গড়ে।

**গড়া**—(১) ক্রিঃ নির্মাণ করা; সৃষ্টি করা; শিক্ষিত করা, পালন করা (ছেলে গড়া); উদ্বুদ্ধ করা, উন্নত করা (দেশ বা জাতি গড়া); সংগঠন করা (দল গড়া); স্থাপন করা (স্কুল গড়া)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ নির্মিত, সৃষ্ট, গঠিত; সাজানো, জাল, মিথ্যা (গড়া সাক্ষী)। বিণঃ **মন-গড়া**—কাল্পনিক, অবাস্তব। **শিব গড়িতে বাঁদর গড়া**—খুব ভাল (কিছু) করিতে গিয়া খুব খারাপ (কিছু) করা।

**গড়াগড়ি**—বিঃ শুইয়া গড়ানো, লুটোপুটি; বিক্ষিপ্ত অবস্থায় স্থিতি।

**গড়ান**[১], **গড়ানো**—(১) ক্রিঃ অপরের দ্বারা নির্মাণ করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**গড়ান**[২], **গড়ানো**—(১) ক্রিঃ গড়াইয়া যাওয়া বা পড়া; ঢালিয়া লওয়া (জল গড়ানো); শয়ন করা; ভূলুণ্ঠিত হওয়া বা লুটোপুটি খাওয়া; ভাবাবেগ দেখানো (আহ্লাদে গড়ানো); প্রবাহিত হওয়া (তেল গড়ানো); পৌঁছানো, পরিণত হওয়া (ব্যাপার বহুদূর গড়ানো)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিণঃ **গড়ানে**—গড়ায় এমন; ঢালু। ক্রি-বিণঃ **গড়ায় গড়ায়**—পাশাপাশি অবস্থায় (গড়ায় গড়ায় পড়ে থাকা)।

**গড়িমসি**—বিঃ দীর্ঘসূত্রতা; হচ্ছে-হবে ভাব।

**গড়ু**—(১) বিঃ দেহের স্থানবিশেষের মাংস স্ফীতি (কুঁজ, গলগণ্ড)। (২) বিণঃ কুব্জ, কুঁজো।

**গড়েনহাটী, গড়েরহাটী**—বিঃ গড়েনহাট পরগণায় নরোত্তম দাস কর্তৃক প্রবর্তিত কীর্তন রীতি।

**গড্ডল, গড্ডর**—বিঃ ভেড়া; গাড়ল।

**গড্ডালিকা, গড্ডারিকা**—বিঃ ভেড়ার পাল। পালের মধ্যে সবার আগের ভেড়া; এক মেষের অনুবর্তী মেষশ্রেণী। বিঃ **-প্রবাহ**—ভেড়ার পালের মত পরস্পরের অনুসরণ; অপরকে অন্ধভাবে অনুসরণ।

**গণ**—বিঃ সমূহ, সমষ্টি; বহুবচন বুঝাইতে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয় (লোকগণ, শিক্ষকগণ); সম্প্রদায়, বর্গ, শ্রেণী; দল; জনসাধারণ; শিবের অনুচরবৃন্দ; গোষ্ঠীবর্গ; জন্ম নক্ষত্রানুসারে জাতকের শ্রেণীভেদ (দেবগণ, নরগণ)। [গণ্+অ]। বিঃ **-তন্ত্র**—জনসাধারণের প্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা, democracy; সাধারণতন্ত্র, republic। বিণঃ **-তন্ত্রী**—গণতন্ত্র বিষয়ক; গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। বিণঃ **-তান্ত্রিক**—গণতন্ত্রমূলক বা গণতন্ত্রের নীতি অনুসারে। বিঃ **-দেব**—গণেশ; গণশক্তির অধিদেবতা। বিঃ **-দেবতা**—দেব সমষ্টি (যথা দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র ইত্যাদি); গণই দেবতা স্বরূপ। বিঃ **-নায়ক**—লোক-নায়ক। বিঃ **-পতি, -নাথ**—গণেশ; শিব। বিঃ **-শক্তি**—জনসাধারণের শক্তি।

**গণ-আন্দোলন**—বিঃ জন-সাধারণ-কৃত আন্দোলন, যে আন্দোলনে সাধারণ লোক যোগ দেয়।

**গণইতে**—অস-ক্রিঃ (ব্রজ) গণনা করিতে। ('গণইতে দোষ গুণ লেশ ন পাওবি'—বিদ্যাঃ)।

**গণক**—বিঃ যে গণনা করে; দৈবজ্ঞ।

**গণতি**—**গনতি**-এর বানানভেদ।

**গণৎকার**—**গনৎকার**-এর বানানভেদ।

**গণন, গণনা**—বিঃ সংখ্যা নির্ণয়; অঙ্ক কষা; অবধারণ (দোষী বলিয়া গণনা); হিসাব; গ্রাহ্য করণ, স্বীকার করণ (মানুষ বলিয়া গণনা); জ্যোতিষে শুভাশুভ নির্ণয়। [গণ্+অন, আ]।

**গণনীয়**—বিণঃ গণনার যোগ্য।

**গণা**—**গনা**-র বানানভেদ।

**গণিকা**—বিঃ বেশ্যা, বারবণিতা। [গণ্+অক+আ]। বিঃ **-লয়**—বেশ্যাবাড়ী।

**গণিত**—(১) বিণঃ গণনা করা হইয়াছে এমন; গণনার দ্বারা নির্ধারিত। (২) বিঃ অঙ্কশাস্ত্র, mathematics। [গণ্+ত]। বিঃ **-ক**—হিসাব, accounts। বিঃ **-জ্ঞ**—অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত। বিঃ **-কার**—গণিতের রচয়িতা। বিঃ **-বিজ্ঞান, -বিদ্যা**—অঙ্কশাস্ত্র (**পাটীগণিত**—arithmetic, **বীজগণিত**—algebra; **রেখাগণিত**—geometry, mensuration।

**গণীভূত**—বিণঃ গণ বা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; সম্প্রদায়ভুক্ত।

**গণেশ**—বিঃ শিব ও দুর্গার প্রথম পুত্র, সিদ্ধিদাতা, গজানন। বিঃ **-কুসুম**—রক্তকরবীর গাছ বা ফুল।

**গণ্ড**—(১) বিঃ গাল, কপোল; আব, বড় ফোঁড়া, মাংস স্ফীতি; গ্রন্থি; চিহ্ন; যোগবিশেষ। (২) বিণঃ প্রধান, প্রশস্ত। বিঃ **-কূপ**—গালের টোল; অধিত্যকা। বিঃ **-গ্রাম**—জনবহুল বড় গ্রাম (কিন্তু অখ্যাত গ্রাম এই অর্থে প্রচলিত)। বিঃ **-দেশ**—গাল, কপোল। বিঃ **-মালা**—গলদেশের গ্রন্থিস্ফীতি রোগ। বিণঃ **-মূর্খ**—একেবারে নির্বোধ। বিঃ **-যোগ**—(জ্যোতিষ) যে যোগে জন্ম হইলে জাতকের মাতা পিতার মৃত্যু হয়। বিঃ **-শৈল**—পর্বত গাত্র হইতে উৎক্ষিপ্ত বৃহৎ শিলাখণ্ড; ছোট পাহাড়। বিঃ **-স্থল**—গাল, কপোল।

**গণ্ডক**—বিঃ গণ্ডার ; বাধা ; **অন্ত**-রায় ; সংখ্যাবিশেষ, গণ্ডা।
**গণ্ডকী**—বিঃ উত্তর বিহারের নদী বিশেষ, (নেপাল হইতে উৎপন্ন হইয়া গণ্ডক নদের পূর্ব দিক দিয়া প্রায় ইহার সমান্তরালে প্রবাহিত হইয়া মুঙ্গেরের অন্য পারে গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে)। বিঃ **-শিলা**—গণ্ডকীতে প্রাপ্ত শালগ্রামশিলা।
**গণ্ডা**—বিঃ চারটি ; (আপন গণ্ডা) পাওনা। বিঃ **-কিয়া**—হিসাবপ্রণালী বিশেষ। বিণঃ **-গণ্ডা**—বহুসংখ্যক।
**গণ্ডার**—বিঃ স্থূলচর্ম ও নাসিকার উপরে খড়্গযুক্ত জন্তুবিশেষ।
**গণ্ডি**, গণ্ডী—বিঃ গাছের কাণ্ড, গাছের গুঁড়ি ; সীমা, মন্ত্রবলে আপদ্‌মুক্ত স্থান।
**গণ্ডু**, গণ্ডূ—বিঃ বালিশ, উপাধান ; গ্রন্থি। বিঃ **-পদ**—কেঁচো। বিঃ **-পদী**—ছোট কেঁচো।
**গণ্ডূষ**—বিঃ হাতের এককোষ বা এক মুখ জল ; মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া খাবার আগে ও পরে কিছু জল পান। [গনড্‌+উষণ্‌]।
**গণ্ডে-পিণ্ডে, গাণ্ডে-পিণ্ডে**—ক্রি-বিণঃ গলা পর্যন্ত, কণ্ঠা ঠাসিয়া ; খুব বেশীরূপে (গাণ্ডে-পিণ্ডে গেলা)।
**গণ্ডেরী**—বিঃ কাটা আখের টুকরা।
**গণ্য**—বিণঃ গণনার যোগ্য ; গ্রাহ্য ; বিবেচ্য। [গণ+য]।
**গৎ**—বিঃ বাজনার বিভিন্ন বোল, গানের সুর, স্বরলিপি ; গতি, ধার, নিয়ম।
**গত**—বিণঃ প্রাপ্ত ; জ্ঞাত ; চলিয়া গিয়াছে এরূপ ; অতীত, অব্যবহিত পূর্ববর্তী ; সমাপ্ত। [গম্‌+ত]। বিঃ **-কল্য**—গত দিবস, অতীত দিন। বিণঃ **-ক্লম**—ক্লান্তি দূর হইয়াছে এমন। বিণঃ **-চেতন**—সংজ্ঞাহীন, চৈতন্য-হীন। বিণঃ **-জীবন, -প্রাণ**—মরিয়া গিয়াছে এমন, মৃত। বিণঃ **-যৌবন**—বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়, যৌবনাতিক্রান্ত। বিণঃ **-শোক**—শোকহীন, শোকমুক্ত, শোকোত্তীর্ণ। বিণঃ **-স্পৃহ**—কামনা-শূন্য, বীতরাগ।
**গতর**—বিঃ শরীর, দেহ ; শরীরের শক্তি, সামর্থ্য। বিণঃ **-খাকী, -খাগী**—সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে পরিশ্রম করিতে রাজী নহে ; অলস (স্ত্রীলোক)। ক্রিঃ **-খাটান, -খাটানো**—কায়িক পরিশ্রম করা।
**গতাগত, গতায়াত, গতাগতি, গতায়াতি**—বিঃ যাতায়াত।
**গতানুগতিক**—বিণঃ প্রচলিত ধারার অনুবর্তী, গতানুযায়ী, একঘেয়ে। বিঃ **-তা**।
**গতানুশোচনা, গতানুশোচন**—বিঃ কৃত-কর্মের জন্য অনুতাপ।
**গতায়ু, গতায়ুঃ**—বিণঃ মরমর ; পরমায়ু শেষ হইয়া গিয়াছে এমন। [গত+আয়ু, আয়ুস্‌]।
**গতাসু**—বিণঃ মৃত, বিগতপ্রাণ।
**গতি**—বিঃ গমন, চলন, বেগ, উপায়, সহায়, জীবন-যাত্রা নির্বাহ, সঞ্চার, নাড়ী-সঞ্চার, যাত্রা, অবস্থা, সৎকার, পরিণাম, গন্তব্যস্থান। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-দায়িনী**—মুক্তি দায়িনী, মোক্ষদাত্রী। বিঃ **-বিদ্যা, -বিজ্ঞান**—গতি বিষয়ক বিজ্ঞান, dynamics। বিঃ **-ভঙ্গ**—থামা, চলাকালে নিবৃত্ত হওয়া। বিঃ **-রোধ**—প্রতিবন্ধক, পথরোধ। বিঃ **-শক্তি**—চলিবার শক্তি। বিণঃ **-হীন**—অচল।

**গতিক**—বিঃ হাল, অবস্থা, উপায়।
**গতিবিধি**—বিঃ চালচলন, কার্যকলাপ, যাওয়া-আসা।
**গতীয়**—**গতি** দ্রষ্টব্য।
**গত্যন্তর**—বিঃ ভিন্ন উপায়, অন্য গতি।
**গদ**—(১) বিঃ বলার ধারা। (২) বিঃ ব্যাধি, পীড়া, বিষ। (৩) বিঃ অজীর্ণ, গুরুভোজনের জের।
**গদগদ**—গদ্‌গদ্‌ দ্রষ্টব্য।
**গদড়া**—বিঃ মোটা, স্থূল। [হি]।
**গদা**—বিঃ লৌহনির্মিত মুদ্গর, মুদ্গর। বিঃ **-ধর, -পাণি**—গদা ধারণ যিনি করেন, বিষ্ণু।
**গদাইলস্করী**—বিণঃ দীর্ঘসূত্রতা, মন্থর স্বভাব।
**গদি**—বিঃ আসন, শয্যা, তুলা বা নারিকেল ছোবড়া ভরা কোমল আসন, শয্যা ইত্যাদি, তোশক ; মহাজন বা ব্যবসায়ীর কার্যালয়। [হি]।
**গদ্‌গদ্‌**—(১) বিঃ ভাবাবেগের আতিশয্যে রুদ্ধ কণ্ঠধ্বনি, অব্যক্ত ধ্বনি। (২) বিণঃ বিহ্বল, অব্যক্ত ধ্বনি-বিশিষ্ট।
**গদ্য**—(১) বিঃ যে ভাষায় কথা বলা হয়। (২) বিণঃ কবিতা নহে এমন ভাষা। বিঃ **-ছন্দ**—গদ্যে ছন্দের ছোঁয়া।
**গনৎকার**—বিঃ গণক, দৈবজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি।
**গনতি**—বিঃ গণনা।
**গনা, গণা**—(১) ক্রিঃ গণনা করা, আন্দাজ করা। (২) বিঃ গণন, অনুমান। (৩) বিণঃ গণিত, সঠিক। বিণঃ **-গনতি, -গুনতি, -গাঁথা**—সঠিক, পুরাপুরি।
**গনাগোষ্ঠী**—বিঃ গণ ও গোষ্ঠী।
**গনান, গনানো**—ক্রিঃ অন্যের দ্বারা গণনা করানো।
**গন্‌গন্‌**—অব্যঃ অগ্নির প্রখরতাসূচক। বিণঃ গনগনে—লেলিহান, প্রখর।
**গন্তব্য**—বিণঃ গম্য, জ্ঞাতব্য, যেখানে যাওয়া আবশ্যক বা উচিত।
**গন্তা**—বিণঃ বিঃ যে গমন করে, গমনশীল।
**গন্ধ**—বিঃ নাসিকা দ্বারা অনুভবনীয় বস্তুর বিশেষ গুণ, ঘ্রাণ, সুবাস, লেশ, সম্বন্ধ। বিঃ **-কাষ্ঠ**—চন্দন কাষ্ঠ, গন্ধযুক্ত কাষ্ঠ। বিঃ **-গোকুল, -গোকুলা**—গন্ধবিশিষ্ট নকুল, খট্টাশ-বিশেষ। বিঃ **-তৈল**—সুবাসিত তৈল। বিঃ **-দ্রব্য**—সুগন্ধযুক্ত দ্রব্য, নাগকেশর। বিঃ **-পুষ্প**—সুগন্ধি পুষ্প, চন্দনসিক্ত কুসুম। বিঃ **-বণিক**—গন্ধবেনে, গন্ধদ্রব্য বিক্রয়কারী বণিক। বিঃ **-বহ, -বাহ**—গন্ধ বহনকারী, সুগন্ধ বাতাস। বিঃ **-ভাদাল, ভাদুলী**—গাঁধাল, গন্ধযুক্ত লতাবিশেষ। বিঃ **দ্বিপ, -হস্তী**—গন্ধযুক্ত হস্তী, মদগন্ধা হস্তী। বিঃ **-মাদন**—রামায়ণে বর্ণিত পর্বতবিশেষ। বিঃ **-মূষিক**—ছুঁচো। বিঃ **-বল্কল**—দারুচিনি। বিঃ **-মৃগ**—কস্তুরী মৃগ। ক্রি-বিণঃ **গন্ধে-গন্ধে**—আশায় আশায় সূত্র ধরিয়া।
**গন্ধক**—বিঃ পীতবর্ণ মৌলিক পদার্থ-বিশেষ। বিঃ **-চূর্ণ**—গন্ধকের গুঁড়া, বারুদ। বিঃ **গন্ধকদ্রাবক, গন্ধকাম্ল**—অম্ল দ্রাবকবিশেষ, sulphuric acid।
**গন্ধর্ব**—বিঃ দেবযোনিবিশেষ, গন্ধর্ব-লোকের গায়ক। বিঃ **-বিদ্যা**—সঙ্গীত বিদ্যা। বিঃ **-বিবাহ**—কেবল স্ত্রী-পুরুষের সম্মতিক্রমে অনুষ্ঠিত

বিবাহবিশেষ। বিঃ **-বেদ**—সঙ্গীত শাস্ত্র। বিঃ **-ভূষণ**—সিন্দূর। বিঃ **-লোক**—গন্ধর্বগণের আবাসস্থান।

**গন্ধাধিবাস, গন্ধাধিবাসন**—বিঃ অনুষ্ঠেয় শুভকার্যে গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা সংস্কার-বিশেষ।

**গন্ধী**—(১) বিণঃ গন্ধবিশিষ্ট। (২) বিঃ গন্ধবণিক, গাঁধিপোকা।

**গন্ধেশ্বরী**—বিঃ গন্ধবণিকদের কুল-দেবতা।

**গন্ধোপজীবী**—বিঃ গন্ধবণিক, গন্ধ-দ্রব্য-ব্যবসায়ী।

**গন্নাকাটা**—বিণঃ নাককাটা, উপরের ঠোঁটকাটা।

**গপগপ, গবগব**—অব্যঃ বড় গ্রাসের শব্দ। ক্রি-বিণঃ **গপাগপ, গবাগব**—তাড়া-তাড়ি, গপগপ করিয়া।

**গবচন্দ্র, গবুচন্দ্র**—বিঃ নির্বোধ, গো-বুদ্ধি।

**গবয়**—বিঃ গলকম্বলশূন্য গো-তুল্য পশুবিশেষ, একপ্রকার বানর।

**গবা**—বিঃ বিণঃ বোকা, হাবা।

**গবাক্ষ**—বিঃ জানালা, ঝরকা।

**গবাদি**—বিণঃ গৃহপালিত পশুবিশেষ।

**গবী**—বিঃ গাভী।

**গবেষণ, গবেষণা**—বিঃ তত্ত্বনিরূপণার্থ অন্বেষণ, research। বিণঃ বিঃ **গবেষক**—যে গবেষণা করে। বিণঃ **গবেষিত**—অন্বেষিত।

**গব্য**—(১) বিণঃ গাভী সংক্রান্ত, গো-দুগ্ধজাত। (২) বিঃ গাভীজাত বস্তু।

**গভর্নমেণ্ট, গবর্মেণ্ট**—বিঃ সরকার, শাসনতন্ত্র, government।

**গভর্নর**—বিঃ শাসনকর্তা, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, governor।

**গভর্নর-জেনারেল**—সর্বপ্রধান শাসনকর্তা, governor-general।

**গভীর**—(১) বিণঃ অতি নিম্ন, নিম্ন-বিস্তারী নিবিড়, প্রগাঢ়, দুর্গম, গম্ভীর, জটিল। (২) বিঃ গোপন স্থান। বিঃ **-তা, -ত্ব**—গভীরের ভাব। **গভীর জলের মাছ**—ধূর্তলোক।

**গভীরাত্মা**—বিঃ পরমেশ্বর।

**গম**—বিঃ শস্যবিশেষ, ময়দার উৎস।

**গমক**—বিঃ সুরের কম্পনবিশেষ।

**গমগম**—অব্যঃ গম্ভীর শব্দ, বারবার আঘাতের ধ্বনি।

**গমন**—বিঃ যাওয়া, চলন, গতি, প্রস্থান, যৌন-সম্ভোগ। বিঃ **গমনাগমন**—যাওয়া-আসা। বিণঃ **গমনার্হ, গমনীয়**—গম্য, গমনযোগ্য। বিণঃ **গমনোদ্যত গমনোন্মুখ**—যাইতে উদ্যত, গমনে উন্মুখ।

**গমিত**—বিণঃ অতিবাহিত, যাপিত, জ্ঞাপিত।

**গম্বুজ**—বিঃ মন্দির, মসজিদ প্রভৃতির গোলাকার ছাদ, বুরুজ। [ফা]।

**গম্ভীর**—বিণঃ ভারী ও নিম্ন স্বরযুক্ত, গভীর, অগাধ, গুরু, ভারভার। বিঃ **-তা, -ত্ব**—গাম্ভীর্য, গম্ভীর ভাব। **গুরু-গম্ভীর**—অত্যন্ত গম্ভীর।

**গম্ভীরা**—বিঃ গাজনের অনুষ্ঠানবিশেষ। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ; নীলাচলে কাশী মিশ্রের গৃহে শ্রীচৈতন্যের বাসস্থান।

**গম্য**—বিণঃ গমনীয়, গমনযোগ্য, বোধ্য, ভোগ্য। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **গম্যা**—সংগমযোগ্যা, ভোগ্যা।

**গম্যমান**—বিণঃ জ্ঞাতমান, অনুমীয়মান।

**গয়ংগচ্ছ**—বিঃ যাচ্ছি=যাব ভাব, গড়ি-মসি, কুঁড়েমি।

**গয়না**—বিঃ গহনা।

**গরবী**—বিণঃ গুপ্ত, লুক্কায়িত, দৈব। **-খেলা**—ছক্ না দেখিয়া দাবা খেলা। **-চিঠি**—লেখকের নামশূন্য চিঠি।

**গররহ্**—অব্যঃ অন্য, অপরাপর। [ফা]।

**গয়লা**—বিঃ গোপজাতি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **গয়লানী**—গোপনারী।

**গয়া**—বিঃ বিহারস্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থান—এই তীর্থে পিণ্ডদান করিলে মৃতের সদ্‌গতি হয় বলিয়া বিশ্বাস। বিঃ **-লি, -লী**—গয়ার পাণ্ডা বা পুরোহিত।

**গয়ার, গয়ের**—বিঃ কফ।

**গর**—অব্যঃ বৈপরীত্য, নঞ্‌ প্রভৃতি সূচক। [আ]। বিঃ **-কবুল**—অস্বীকার। বিঃ **-হাজির**—অনুপস্থিত।

**গরগর**—বিণঃ বিহ্বল, অস্থির, টকটকে, ঘোর বর্ণযুক্ত। অব্যঃ ক্রোধপ্রকাশের শব্দবিশেষ।

**গরজ**—বিঃ প্রয়োজন, যত্ন, স্বার্থ। [আ]। **গরজ বড় বালাই**—প্রয়োজন না মিটাইয়া উপায় নাই।

**গরজান**—**গর্জন**-এর কবিতায় ব্যবহৃত রূপ।

**গরদ**—(১) বিঃ রেশমী বস্ত্রবিশেষ, (২) বিণঃ বিষ প্রদানকারী।

**গরব**—বিঃ গর্ব, অহংকার (পদ্যের রূপ)।

**গরবা**—বিঃ গুজরাটী গীত ও নৃত্য-বিশেষ।

**গরবিনী**—বিণঃ গর্বিতা, অহংকৃতা। ('তোমার গরবে গরবিনী হাম')।

**গরবী**—বিণঃ গর্বিত, অহংকারী।

**গরম**—(১) বিণঃ উষ্ণ, তপ্ত, গ্রীষ্ম, শীত নিবারক, উগ্র, গর্বিত, কড়া, উত্তেজক; ভীষণ, টাটকা। (২) বিঃ উষ্ণতা, উত্তাপ, গ্রীষ্ম, উগ্রতা, বিকার। বিঃ **-মসলা**—এলাচ-লবঙ্গ ও দারু-চিনি।

**গরমান, গরমানো**—ক্রিঃ গরম হওয়া, গর্বিত বা রুষ্ট হওয়া।

**গরমি, গর্মি**—বিঃ গ্রীষ্ম, উত্তাপ, উপ-দংশরোগ। [হি]।

**গরমিল**—বিঃ অমিল, অনৈক্য।

**গরাদ**—বিঃ জানালার ভিতর সন্নিবেশিত লোহার শিক বা দন্ত, ঘুঁটি।

**গরান**—বন্য গাছ বা কাঠ।

**গরিব, গরীব**—বিণঃ ধনহীন, দরিদ্র। বিঃ **-খানা**—দরিদ্রের বাসস্থান। বিঃ **গরীবানা**—দরিদ্রতা। [আ]।

**গরিবী, গরীবী**—বিঃ অভাব, দৈন্য।

**গরিমা, (গরিমন্)**—বিঃ মাহাত্ম্য, গৌরব; অষ্টসিদ্ধির অন্যতম।

**গরিলা**—বিঃ মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট বলশালী বন্য প্রাণিবিশেষ, gorilla।

**গরিষ্ঠ**—বিণঃ সর্বশ্রেষ্ঠ, বৃহত্তম, পূজ্যতম।

**গরীয়ান**—(য়স্) বিণঃ মহত্তর, গুরুতর। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **গরীয়সী**।

**গরু, গোরু**—বিঃ গোজাতি, বলদ, গাই; মূর্খ (গালিতে)।

**গরুজে**—বিণঃ আত্মসর্বস্ব, অহংকারী।

**গরুড়**—বিঃ পক্ষিরাজ; বিষ্ণুর বাহন।

**গরুত্মান্**—(১) বিঃ পক্ষী, গরুড়। (২) পক্ষবিশিষ্ট।

**গর্গ**—বিঃ গর্গনামক মুনি। ('কৃষ্ণনাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া')।

**গর্গরী**—বিঃ কলসী, গাগরী।

**গর্জক**—বিণঃ যে গর্জন করে।

**গর্জন**—বিঃ গম্ভীর চিৎকার বা আওয়াজ। বিঃ **-তেল**—বৃক্ষবিশেষের তরল নির্যাস, ঘামতেল।

**গর্জান্‌, গরজানো**—ক্রিঃ গর্জন করা।
**গর্ত**—বিঃ বিবর, ছিদ্র, রন্ধ্র, বিল।
**গর্তিকা**—বিঃ তাঁতঘর।
**গর্দভ**—বিঃ গাধা, মূর্খ (গালিতে)। (স্ত্রী)ঃ **গর্দভী**।
**গর্দান**—বিঃ ঘাড় ও গলা সমেত মস্তক। [ফা]। **গর্দান যাওয়া**—মৃত্যুদণ্ড পাওয়া।
**গর্দানি**—বিঃ গলাধাক্কা, ঘাড়ধাক্কা।
**গর্ব**—বিঃ অহমিকা, অহংকার। (স্ত্রী)ঃ **গর্বিণী**।
**গর্ভ**—বিঃ ভ্রূণ, তলদেশ, অভ্যন্তর। বিঃ **-কোষ**—জরায়ু। বিঃ **-ধারণ**—অন্তঃসত্ত্বা হওন। বিঃ **-ধারিণী**—যিনি গর্ভে ধরেন, মাতা। বিঃ **-নাড়ী**—সদ্যোজাত শিশুর নাভিসংলগ্ন নাড়ী। বিঃ **-পাত**—অসময়ে ভ্রূণনাশ। বিণঃ **-বতী**—অন্তঃসত্ত্বা। বিঃ **-বাস**—গর্ভে অবস্থান। বিঃ **-গৃহ**—দেবমন্দিরের মূল প্রকোষ্ঠ, যেখানে দেবমূর্তি অধিষ্ঠিত থাকেন। বিঃ **-যন্ত্রণা**—গর্ভধারণজনিত বেদনা। বিঃ **-লক্ষণ**—গর্ভসূচক চিহ্ন। বিঃ **-সঞ্চার**—গর্ভোৎপত্তি। বিঃ **-স্রাব**—গর্ভপাত ; অসময়ে গর্ভস্থ ভ্রূণ বাহির হওয়া।
**গর্ভাগার**—বিঃ অন্তঃকক্ষ, সূতিকাগৃহ।
**গর্ভাঙ্ক**—বিঃ নাটকের গর্ভস্থিত অঙ্ক-বিশেষ।
**গর্ভাশয়**—বিঃ জরায়ু, গর্ভস্থিত সন্তানের থাকিবার স্থান।
**গর্ভিণী**—বিঃ অন্তসত্ত্বা, গর্ভবতী।
**গর্হণ, গর্হণা, গর্হা**—বিঃ নিন্দা, ভর্ৎসনা, তিরস্কার।
**গর্হিত**—বিণঃ জঘন্য, নিন্দনীয়। [গর্হ +ত]।
**গল**—বিঃ কণ্ঠ, গলা। বিঃ **-কম্বল**—গরুর গললম্বিত মাংস, সাস্না। বিঃ **-গণ্ড**—রোগবিশেষ। বিঃ **-নালী**—কণ্ঠনালী। বিঃ **-বস্ত্র**—গলায় জড়ানো বস্ত্রবিশেষ। বিঃ **-গ্রহ**—অনিচ্ছাকৃত দায়িত্বভার। **-লগ্নীকৃতবাস**—অতি বিনীত ; বিনয় প্রকাশার্থে গলায় কাপড় জড়াইয়াছে এমন।
**গলদ**—বিঃ দোষ, ত্রুটি, ভুল। [আ]।
**গলদশ্রু**—বিণঃ অনবরত অশ্রু ঝরিতেছে এমন। [গলৎ+অশ্রু]।
**গলদা**—বিঃ চিংড়ী মাছবিশেষ।
**গলদ্‌ঘর্ম**—বিণঃ শরীর হইতে ঘাম ঝরিতেছে এমন।
**গলন**—বিঃ গলিয়া যাওন, বাহির বা নির্গত হওন।
**গলা**[১]—বিঃ কণ্ঠ, টুঁটি, কণ্ঠস্বর। ক্রি-বিণঃ **-গলি**—অতিশয় ঘনিষ্ঠ হওয়া। ক্রিঃ **-বসা**—কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হওয়া। বিঃ **-বন্ধ**—গলা গরম রাখিবার পটি-বিশেষ। বিঃ **-বাজি, -বাজী**—চীৎকার। **গলায় গলায়**—ক্রি-বিণঃ অবিচ্ছেদ্যভাব ; একত্র।
**গলা**[২]—ক্রিঃ তরল হওয়া। বিণঃ **গলিত**।
**গলাসি, গলাসী**—বিঃ ফাঁস।
**গলাধঃকরণ**—বিঃ ভক্ষণ অথবা পান।
**গলি, গলী**—বিঃ সরু রাস্তা। বিঃ **-ঘুঁজি**—গলি- হইতে নির্গত আরো সরু রাস্তাসমূহ।
**গলিজ**—(১) বিঃ ময়লা, আবর্জনা, পচা। (২) বিণঃ অমার্জিত মলিন, অপরিষ্কার। [আ]।
**গলুই**—বিঃ নৌকার সম্মুখস্থ সরু অংশ।
**গল্‌গল্‌**—অব্যঃ তাড়াতাড়ি তরল পদার্থ নিঃসরণের ভাব প্রকাশক।

**গল্প**—বিঃ উপকাহিনী। বিঃ **-গুজব**—একথা-সেকথা।
**গল্ভ**—বিণঃ উদ্ধত।
**গস্‌গস্‌**—অব্যঃ ক্রোধের অভিব্যক্তি।
**গস্ত**—বিঃ ঘুরিয়া বেড়ানো, বিক্রয়ের নিমিত্ত মাল খরিদ। [ফা]।
**গস্তানী**—বিঃ বেশ্যা। [ফা]।
**গহন**[১]—বিঃ দুর্গম স্থান।
**গহন**[২]—বিণঃ গভীর, দুরূহ। [গহ্‌+অন]।
**গহনা**—বিঃ গয়না, অলঙ্কার।
**গহীন**—বিণঃ ঘন, গভীর। ('এস তবে এস নেমে গহীন তলে')।
**গা**[১]—বিঃ দেহ। ক্রিঃ **-করা**—ইচ্ছা করা। ক্রিঃ **-ঢাকা দেওয়া**—লুকানো। বিণঃ **-সওয়া**—সহ্য। বিণঃ **-জ্বালা**—বিরক্তিকর। বিণঃ **গায়ে পড়া**—অযাচিত। বিঃ **গায়ে লাগা**[১]—গাত্রদাহ। ক্রিঃ **গায়ে লাগা**[২]—স্বাস্থ্যবান হওয়া। বিঃ **গায়ে হলুদ**—বিবাহকালীন অনুষ্ঠান।
**গা**[২]—বিঃ সঙ্গীতের তৃতীয় স্বরগ্রাম।
**গাই**—বিঃ গাভী।
**গাইয়ে**—বিঃ গায়ক।
**গাউন**—বিঃ উকীল প্রভৃতির বহির্বাস।
**গাওনা**—বিঃ সঙ্গীত, গান।
**গাওয়া**[১]—ক্রিঃ গান করা। বিণঃ গো-দুগ্ধে তৈরী।
**গাওয়া**[২]—বিঃ সাক্ষী। [ফা]।
**গাঙ, গাঙ্গ, গাং**—বিঃ নদী, জল-প্রবাহ।
**গাঁ**—বিঃ গ্রাম।
**গাঁইয়া**—বিণঃ গ্রাম্য।
**গাঁইট**—বিঃ গেরো, শক্ত করিয়া বাঁধা বড় বস্তা।
**গাঁক-গাঁক**—অব্যঃ উদ্ভট চীৎকার।
**গাঁজ, গাজলা**—বিঃ ফেনা, খামিরা। বিঃ **গাঁজন**—গাঁজিয়া ওঠা, পচন, মাতন।
**গাঁজা**[১]—বিঃ গঞ্জিকা, বাজে কথা। ক্রিঃ **-খাওয়া**—গাঁজার ধূমপান করা। বিণঃ বিঃ **-খোর**—গাঁজা খাইতে অভ্যস্ত এমন ব্যক্তি। বিণঃ **-খুরি**—গাঁজা-খোরের স্বপ্ন দেখার ন্যায় আজগুবি। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ বাজে কথায় সময় নষ্ট করা। (২) বিঃ উক্ত অর্থে।
**গাঁজা**[২]—ক্রিঃ ফেনাইয়া ওঠা।
**গাঁট**—বিঃ গ্রন্থি, সন্ধিস্থল, নিজস্ব সঞ্চয় স্থান। বিঃ **-কাটা**—পকেটমার। বিঃ **-ছড়া**—বিবাহকালে বর ও কনে উভয়ের বস্ত্রাঞ্চলের গ্রন্থিবন্ধন।
**গাঁটরি, গাঁটুরি**—বিঃ ছোট বস্তা, বোঁচকা, পুঁটলি।
**গাঁট্টা**—গাট্টা-র রূপভেদ।
**গাঁতা**—বিঃ রীতিবিশেষ (কৃষকগণ কর্তৃক বিপন্ন কৃষকের কাজ বিনা পারিশ্রমিকে সম্পাদন)।
**গাঁতি**[১]—বিঃ শক্ত মাটি কাটিবার দুমুখো কুড়ুলবিশেষ।
**গাঁতি**[২]—বিঃ অল্প জোতজমা।
**গাঁথন**—বিঃ বাঁধন, বিরচন।
**গাঁথনি**—বিঃ বিন্যাস পদ্ধতি।
**গাঁথা**—ক্রিঃ নির্মাণ করা, গভীরভাবে রেখাপাত করা।
**গাঁদা**—বিঃ শীতকালের ফুলবিশেষ।
**গাঁদাল, গাঁধাল**—বিঃ দুর্গন্ধি লতা-বিশেষ (ঔষধরূপে ব্যবহৃত)।
**গাঁদি**—বিঃ দঙ্গল, দল।
**গাগরি, গাগরী**—বিঃ কলসী।
**গাঙ, গাঙ্গ**—(১) বিঃ নদী। (২) বিণঃ গঙ্গা-সম্বন্ধীয়। বিঃ **-চিল**—নদী বক্ষে বিচরণকারী চিলবিশেষ।

বিঃ **-দাড়া**—মাছবিশেষ। বিঃ **-শালিক**—নদীতটবাসী পক্ষিবিশেষ।

**গাঙ্গেয়**—বিণঃ গঙ্গাজাত, ভীষ্ম। [গঙ্গা+এয়]।

**গাছ**—বিঃ উদ্ভিদ্ বৃক্ষ। বিঃ **-গাছড়া**—ভেষজ, গাছপালা। বিঃ **-পাথর**—সীমা (বয়সের আধিক্য বুঝাইতে)। **গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল**—(বিদ্রূপার্থে) কাজ না হইতেই ফললাভের আশা।

**গাছা**[১]—বিঃ পিলসুজ।

**গাছা**[২], **গাছি**—বিঃ গোটা, খণ্ড (লাঠি-গাছা, মালাগাছি)।

**গাজন**—বিঃ শিবের গান বা উৎসব, শিবোৎসব। **অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট**—বহুজনের মত প্রকাশে কর্মে বিপত্তি।

**গাজর**—বিঃ শীতকালের সব্জিবিশেষ।

**গাজী**—বিঃ ধর্মযোদ্ধা ;_পীর। [আ]।

**গাট্টা, গাঁট্টা**—বিঃ মুষ্টিকৃত হাতের আঙ্গুলসমূহ। ক্রিঃ **গাঁট্টা মারা**—মুষ্টাঘাত করা।

**গাড়ল**—বিঃ ভেড়া।

**গাড়া**—ক্রিঃ পোঁতা, প্রোথিত করা, মুড়িয়া বসা।

**গাড়ি, গাড়ী**—বিঃ যান, রথ।

**গাড়ু**—বিঃ নলবিশিষ্ট ধাতব পাত্র।

**গাড়োয়ান**—বিঃ গাড়ির চালক।

**গাঢ়**—বিণঃ ঘন।

**গাণনিক**—বিঃ হিসাবরক্ষক।

**গাণপত্য**—বিণঃ গণপতি-সম্বন্ধীয়। [গণপতি+য]।

**গাণিতিক**—বিণঃ গণিত শাস্ত্র বিষয়ক, গণিতজ্ঞ।

**গাণ্ডিব, গাণ্ডীব**—বিঃ অর্জুনের ধনুক।

**গাণ্ডীবী**—বিঃ অর্জুন।

**গাত**—বিঃ গা, দেহ। [ব্রজ]।

**গাতা**—বিণঃ গায়ক।

**গাত্র**—বিঃ শরীর, দেহ। বিঃ **-দাহ**—গায়ের জ্বালা। বিঃ **-মার্জনী**—গামছা, তোয়ালে ইত্যাদি। বিঃ **-হরিদ্রা**—গায়ে-হলুদ (বিবাহকালে)।

**গাত্রাবরণ**—বিঃ গায়ের আবরণ বা চাদর।

**গাত্রোত্থান**—বিঃ দণ্ডায়মান হওন।

**গাথক**—বিঃ গায়ক।

**গাথা**—বিঃ শ্লোক, গান, কাহিনীমূলক গীত, ballad।

**গাদ**—বিঃ ময়লা, কাইট।

**গাদন**—বিঃ ঠাসিয়া দেওন, প্রহার।

**গাদা**—(১) ক্রিঃ ঠাসিয়া দেওয়া। (২) বিঃ বড় মাছের অংশবিশেষ, স্তূপ, রাশি। (৩) বিণঃ পরিমাণবিশেষ (অনেক), রাশিরাশি। বিঃ **-গাদি**—ঘেঁষাঘেঁষি, ভিড়, ঠাসাঠাসি।

**গাধা**—বিঃ গর্দভ। বিঃ **-বোট**—গাধার ন্যায় ধীরগতি সম্পন্ন ভারবাহী নৌকা। বিঃ **-মি**—বোকামি।

**গাধেয়**—বিঃ বিশ্বামিত্র।

**গান**—বিঃ কণ্ঠসঙ্গীত।

**গান্ধর্ব**—বিঃ গন্ধর্ব বিষয়ক।

**গান্ধার**—(১) বিঃ সঙ্গীতের রাগ-বিশেষ ; কান্দাহারের প্রাচীন নাম। (২) বিণঃ গান্ধারদেশীয়।

**গান্ধারী**—বিঃ দুর্যোধনের জননী।

**গাপ**—বিণঃ গুপ্ত।

**গাফিল**—বিণঃ কুঁড়ে, অলস। [আ]।

**গাফিলি, গাফিলতী**—বিঃ কুঁড়েমি, অমনোযোগ। [আ]।

**গাব**—বিঃ আঠালো ফলবিশেষ, ধাতুদ্রব্যে কলঙ্ক। বিঃ **-গুবাগুব**—একতারা-বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র।

**গাবড়া**—বিঃ গর্ভ।

**গাবদা**—বিণঃ অত্যধিক স্থূল। **-গোবদা**—স্থূলাকার।

**গাবা**—ক্রিঃ গর্বের সহিত স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রচার করা।

**গাবান১, গাবানো১**—ক্রিঃ নৌকা প্রভৃতি জলযানে গাবের কষ লাগানো।

**গাবান২, গাবানো২**—(১) ক্রিঃ সগর্বে বলিয়া বেড়ানো, বিনা কাজে জাহির করা। (২) বিঃ ঐ একই অর্থে।

**গাবান৩, গাবানো৩**—(১) ক্রিঃ পাঁকে-জলে আলোড়িত করা বা ঘোঁটা। (২) বিঃ, বিণঃ ঐ অর্থে।

**গাভিন**—বিণঃ (স্ত্রী)ঃ গর্ভবতী, গর্ভিণী। [দেশী]।

**গাভী**—বিঃ গাই, ধেনু ; গবী শব্দের অপভ্রংশ।

**গাভীন**—**গাভিন**-এর বানানভেদ মাত্র।

**গামছা, গামোছা**—বিঃ গাত্রমার্জনী, গা মুছিবার ছোট বস্ত্র, তোয়ালে।

**গামলা**—বিঃ বাটির মত বড় পাত্র, তাগাড়ি, ডাবা। [পো]।

**গামী**—বিণঃ সে গমন করে, গমনশীল। [গম্+ইন্]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **গামিনী**।

**গাম্ভীর্য**—বিঃ (১) মনের বিকারহীন ভাব, গম্ভীরতা, অচঞ্চলতা। [গম্ভীর+য]। (২) বিণঃ গম্ভীরের ভাব।

**গায়ক**—বিণঃ, বিঃ গান গায় যে, গীত-কারী। [গৈ+অক]। বিঃ, বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **গায়িকা**।

**গায়ত্রী**—বিঃ (১) বেদমাতা, ব্রহ্মার পত্নী। (২) সন্ধ্যাহ্নিক প্রভৃতিতে জপ করিবার ত্রিপাদ মন্ত্রবিশেষ। (৩) একটি বৈদিক ছন্দ। [গায়ৎ+ত্রৈ+অ+ঈ]।

**গায়েন**—বিঃ, বিণঃ গায়ক। **মূল গায়েন**—একটি গায়কদলের প্রধান গায়ক।

**গায়েব**—বিণঃ গুপ্ত, অদৃশ্য, অন্ত-র্হিত ; লুক্কাইত। [আ]। বিণঃ **গায়েবী**—যাহা গুপ্ত হইয়াছে (গায়েবী-খুন)।

**গারদ**—বিঃ আটক রাখিবার স্থান, জেল-খানা, কয়েদখানা, কারাগার।

**গারুড়**—(১) বিণঃ গরুড় বিষয়ক। (২) বিঃ পুরাণবিশেষ (গারুড় পুরাণ), স্বর্ণ, মরকত মণি, বিষ-শাস্ত্র বা বিষ দূর করিবার মন্ত্র ; একটি ব্যূহ রচনার কৌশল। [গরুড়+অ]। (স্ত্রী)ঃ **গারুড়ী**। বিঃ **গারুড়িক**—সাপের বিষের বৈদ্য বা ওঝা।

**গার্গি**—গর্গ মুনির সন্তান। [গর্গ+ই]।

**গার্গী**—গর্গ মুনির কন্যা, প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠা বিদুষী, ঋগ্বেদের টীকাকার।

**গার্জেন, গার্জিয়ান**—বিঃ অভিভাবক, guardian।

**গার্টার**—বিঃ কিছু বাঁধিবার ফিতা, garter।

**গার্হস্থ্য, গার্হস্থ**—(১) বিঃ গৃহস্থ জীবন, আর্যদের চতুরাশ্রমের দ্বিতীয়টি। (২) বিণঃ গৃহস্থ-সম্বন্ধীয়।

**গলা**—(১) বিঃ গণ্ড, কপোল গল্প শব্দের অপভ্রংশ। বিঃ **-গল্প**—কল্পিত কাহিনী বর্ণনা করণ। বিঃ **-পাট্টা**—দুই গাল জোড়া দাড়ি, চাপ-দাড়ি। বিঃ **-বাদ্য**—গাল ফুলাইয়া শব্দ করা, বম্ বম্ করা। ক্রিঃ **গালে লাগা**—কিছু খাওয়ার ফলে মুখের

ভিতর কুটকুট করা। ক্রিঃ **গালে হাত দেওয়া**—অবাক হওয়া। (২) বিঃ গালাগালি, কটূক্তি ; শাপ-শাপান্ত (-দেওয়া, -পাড়া, -খাওয়া)। (৩) বিঃ গ্রাস (একগাল খেয়ে যাও)।

**গালচে**—**গালিচা**-র কথ্যরূপ।

**গালন**—বিঃ গলানো, ছাঁকা, ক্ষরণ করানো, চুয়ানো। [গল্+ণিচ্+অন]।

**গালা**[১]—বিঃ লাক্ষা, লা। [দেশী]।

**গালা**[২]—(১) ক্রিঃ গলিত করা, টিপিয়া ভিতর হইতে বাহির করা, নির্গত করানো। (২) বিঃ, বিণঃ গলিত, অতিসিদ্ধ, খুব নরম। [গল্+ণিচ্+আ]।

**গালান, গালানো**—(১) ক্রিঃ তরল করা (ঘী বা বরফ গলানো), গলাইয়া ফেলা। (২) বিঃ, বিণঃ ঐ সকল অর্থে।

**গালি**, **গালী**—বিঃ অভিসম্পাত, কটু-বাক্য, কুৎসিত বা অশ্লীল বাক্য। বিঃ **-গালাজ**—গালমন্দ, কটুবাক্য বা তদ্রূপ বাক্য বলা (গালিগালাজ করা)। বিঃ **গালাগালি, গালাগাল**—তিরস্কার, গালি (গালাগালি দেওয়া বা করা)।

**গালিচা, গালচে**—বিঃ পশম বা সুতার তৈয়ারি মোটা কম্বল-বিশেষ, কার্পেট। [ফা]।

**গালিলিও**—পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্ (১৫৬৪-১৬৪২)। গণিতের বহু তত্ত্ব, পরিদোলক (পেণ্ডুলাম)-এর গতি আবিষ্কার, সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া সৌরমণ্ডলের সংবর্তনের মতবাদ প্রচার, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার তাঁহার কীর্তি।

**গাহন, গাহ**—বিঃ সর্বাঙ্গ ডুবাইয়া স্নান, অবগাহন। [গাহ্+অন]।

**গাহা**—ক্রিঃ গাওয়া, গান করা, নৌকাদি মেরামত করা। [দেশী]।

**গিঁঠ, গিঁট, গিঁঠা**—বিঃ গ্রন্থি, গাঁট, গিরা, দেহের অস্থি সমূহের সংযোগ-স্থল, বাঁধন। ক্রিঃ **-ন, নো**—গিঁঠ দেওয়া।

**গিজ্‌গিজ্**—অব্যঃ স্থানাভাবে বহু বস্তু বা প্রাণী ঠাসাঠাসি করিয়া থাকা (আসরের বাহিরেও লোক গিজ্-গিজ্ করিতেছে)। [দেশী]।

**গিঞ্জি**—বিঃ সঙ্কীর্ণ, অপ্রশস্ত।

**গিটকিরি**—বিঃ গানকে মনোহর করি-বার জন্য একাধিক সুর বা রাগিণীর দ্রুত ব্যবহার। [দেশী]।

**গিদ্ধড়, গিধড়**—(১) বিঃ শৃগাল। (২) বিণঃ নোংরা, অপরিচ্ছন্ন।

**গিনি**—বিঃ একুশ শিলিং মূল্যের ইং-লণ্ডীয় মুদ্রা, guinea। বিঃ **-সোনা**—পাকা সোনা—এই সোনা আসলে ২২ ভাগ খাঁটি সোনার সহিত ৮ ভাগ তামা মিশাইয়া তৈয়ারি।

**গিন্নি, গিন্নী**—বিঃ গৃহকর্ত্রী সংসারের প্রধান নারী; গৃহিণী শব্দের অপ-ভ্রংশ। বিঃ **-পনা**—গৃহিণীর ভাব বা আচরণ ; (ব্যঙ্গার্থে) অল্প বয়স্ক মেয়ের বয়স্কের মত আচরণ, পাকামি। বিঃ **-বান্নি, বান্নী**—বয়স্কা অভিজ্ঞা ও মান্যা গৃহিণী।

**গিমা**—বিঃ ছোট ছোট পাতা-ওয়ালা এক প্রকার শাক—ইহার স্বাদ তিক্ত। [দেশী]।

**গিয়া**—অস-ক্রিঃ গমন করিয়া।

**গিয়ে, গে**—অব্যঃ কথার মাত্রাবিশেষ। (তারপর হ'ল গিয়ে)।

**গিরগিট, গিরগিটী**—বিঃ টিকটিকি জাতীয় সরীসৃপবিশেষ, বহুরূপী, আজলাই। [দেশী]।

**গিরা১, গেরো**—বিঃ গিঁট, বাঁধন। [আঞ্চ]।

**গিরা২**—বিঃ দৈর্ঘ্য মাপিবার একটি একক; এক গজের ১৬ ভাগের এক ভাগ। [ফা]।

**গিরি১**—বিঃ পর্বত, পাহাড় ; হিমালয় বা উমার পিতা ; এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী; এক প্রকার ক্ষুদ্র মূষিক। বিঃ **-কন্দর, -গহ্বর, -গুহা**—পর্বতের গর্ত। বিঃ **-কুমারী, -জা**—পার্বতী, উমা, দুর্গা। বিঃ **-কূট**—পর্বতের শৃঙ্গ, পর্বতের উপরের গৃহ। বিঃ **-চর**—পর্বতে বিচরণকারী। বিণঃ **-জ**—পর্বতে জাত। বিঃ **-জায়া**—হিমালয়ের পত্নী, উমার মাতা, মেনকা। বিঃ **-তল**—পর্বতের নিম্নদেশ, পর্বতপৃষ্ঠ। বিঃ **-দরী**—পর্বতগুহা। বিঃ **-দুর্গ**—পর্বতের উপরে নির্মিত দুর্গ। বিঃ **-পথ**—পার্বত্য পথ। বিঃ **-মল্লিকা**—কুরচি গাছ বা ঐ ফুল। বিঃ **-মাটি**—গৈরিক মাটি। বিঃ **-রাজ**—হিমালয়। বিঃ **-রানী**—**গিরিজায়া** দ্রষ্টব্য। বিঃ **-শৃঙ্গ**—পাহাড়ের চূড়া। বিঃ **-সঙ্কট, -সংকট**—দুই পর্বতের মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ ভূমি—ইহা পথ রূপে ব্যবহৃত। বিঃ **-সুত**—হিমালয়ের পুত্র, মৈনাক। বিঃ **-সুতা**—পার্বতী।

**গিরি২**—বৃত্তি বা আচরণ বুঝাইতে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার করা হয় (দারোগাগিরি, বাবুগিরি) [ফা]।

**গিরিশ**—বিঃ শিব, মহাদেব ; গিরিতে শয়ন করেন যিনি। [গিরি+শী+অ]।

**গিরীন্দ্র**—বিঃ হিমালয়। [গিরি+ইন্দ্র]।

**গিরীশ**—বিঃ হিমালয়। [গিরি+ঈশ]।

**গিরীষ**—বিঃ 'গ্রীষ্ম'-এর কোমল রূপ ('শীতের ওড়নি পিয়া গিরীষের বা'—বিদ্যাঃ)।

**গির্জা**—বিঃ খৃষ্টানদের ভজনালয়, চার্চ, church।

**গির্দা**—বিঃ তাকিয়া, বালিশ। [ফা]।

**গিলন**—বিঃ ভক্ষণ, গলাধঃকরণ।

**গিলটি**—(১) বিঃ দোষী, guilty। (২) বিঃ কোন ধাতুর উপর অন্য ধাতুর হালকা প্রলেপ, gilt।

**গিলা**—(১) ক্রিঃ গলাধঃকরণ করা, কবলিত করা, গ্রাস করা। [দেশী]। (২) বিণঃ প্রায় পচা। (৩) বিঃ চেপ্টা, শক্ত ও মসৃণ এক প্রকার ফল। বিণঃ **-করা**—গিলার সাহায্যে কুঞ্চিত (গিলা করা পাঞ্জাবি)।

**গিলিত**—বিণঃ গলাধঃকৃত, ভক্ষিত। বিঃ **-চর্বণ**—রোমন্থন, জাবর কাটা।

**গিস্‌গিস্‌**—**গিজ্‌গিজ্‌**-র অনুরূপ।

**গীঃ**—(গির্‌)—(১) বিঃ বাক্য, বচন। (২) বাগ্‌দেবী সরস্বতী।

**গীত**—(১) বিণঃ গাওয়া হইয়াছে এইরূপ, বর্ণিত, উচ্চারিত ; কীর্তিত, কথিত। (২) বিঃ গান। বিঃ **-গোবিন্দ**—কবি জয়দেবের বিখ্যাত গ্রন্থ। বিঃ **-বাদ্য**—গানবাজনা।

**গীতল**—বিণঃ সুর আছে যাহাতে (গীতল কণ্ঠ)।

**গীতা**—বিঃ ভগবদ্‌গীতা।

**গীতি**—বিঃ গান, সঙ্গীত। [গৈ+তি]। বিঃ **-কবিতা**—গীতিযোগ্য কবিতা, আত্মনিষ্ঠ কবিতা। বিঃ **-ক—গাথা**, ছোট কবিতা ; ছন্দোবিশেষ। বিঃ **-বাক্য**—যে কাব্য গীতিধর্মী এবং আত্মনিষ্ঠ। বিঃ **-নাট্য**—গানবহুল

নাটক ; যে নাটকে বাচিক বা কায়িক অভিনয়ের স্থান সংকুচিত করিয়া গান প্রধান স্থান লয়।

**গীম**—বিঃ গলা, গ্রীবা, ঘাড়, গর্দান, (উন্নতগীম)।

**গীর্ণ**—বিণঃ স্বীকৃত, প্রশংসিত, কথিত, বর্ণিত। [গৄ+ত]। (স্ত্রী): **গীর্ণা**।

**গীর্দেবী**—বিঃ সরস্বতী। [গির্+দেবী]।

**গীর্বাণ**—বিঃ 'গির্' বা বাক্যই বাণ বা অস্ত্র যাহার।

**গীষ্পতি, গীঃপতি**—বিঃ দেবগুরু, বৃহস্পতি ; মহাপণ্ডিত। [গির্+পতি]।

**গুঁজা, গুঁজামিল**—**গোঁজা** দ্রষ্টব্য।

**গুঁজি**—বিঃ ছোট গোঁজ ; খোঁপার কাঁটা। [গোঁজ+ই (ক্ষুদ্র অর্থে)]। বিঃ **-কাঠি**—খোঁপার কাঁটা। [দেশী]।

**গুঁড়, গুঁড়া**—(১) বিঃ চূর্ণ, কণিকা, কণা। (২) বিণঃ চূর্ণিত, পিষ্ট।

**গুঁড়ান, গুঁড়ানো, গুড়ন**—(১) ক্রিঃ চূর্ণ করা। (২) বিঃ, বিণঃ ঐ অর্থে।

**গুঁড়ি**—(১) বিঃ চূর্ণজ, গুঁড়া, ক্ষুদ্র কণা (গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি)। বিঃ **ইল্সা গুঁড়ি**—বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি (এইরূপ বৃষ্টি হইলে নাকি প্রচুর ইলিশ মাছ জালে ধরা পড়ে)। (২) বিঃ বৃক্ষের কাণ্ড।

**গুঁতন, গুঁতনো**—**গুঁতান**-র কথ্যরূপ।

**গুঁতা**—বিঃ শৃঙ্গাঘাত, ঠেলা, ধাক্কা। [দেশী]।

**গুঁতান, গুঁতানো**—(১) ক্রিঃ গুঁতা মারা, ঢুঁ মারা, প্রহার করা। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। বিণঃ **গুঁতুনে**—গুঁতানো স্বভাব যাহার।

**গুঁতো**—**গুঁতা**-র কথ্যরূপ।

**গুঁফো, গুঁপো** (প্রাদে)—বিণঃ গোঁফ-যুক্ত।

**গু**—বিঃ বিষ্ঠা, পুরীষ, মল; গূ শব্দের অপভ্রংশ। বিঃ **-খোরের বেটা বা বেটী**—গু খায় যে এমন লোকের ছেলে বা মেয়ে (গালিবিশেষ)। বিঃ **-খোরু, -খুরি**—বিষ্ঠা ভোজনের কার্য ; মূর্খতা, বড় ভুল (অনুতাপের ভাষা)। ক্রিঃ **-এ বসানো**—অপ্রস্তুত বা হীন প্রতিপন্ন করা। বিণঃ **গুয়ে**—বিষ্ঠা-সম্বন্ধীয়, বিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন।

**গুগলি**—বিঃ অতিক্ষুদ্র শামুক জাতীয় প্রাণিবিশেষ, গেঁড়ি। [দেশী]।

**গুগ্গুল, গুগ্গুলু**—বিঃ একপ্রকার গাছের গন্ধ নির্যাস।

**গুচের**—**গুচ্ছের**-এর আঞ্চলিক রূপ।

**গুছন, গুছনো**—**গুছান**-র আঞ্চলিক রূপ।

**গুচ্ছ, গুচ্ছক**—বিঃ স্তবক, থোলো, আঁটি, গোছা। (তৃণগুচ্ছ, কেশ-গুচ্ছ)।

**গুচ্ছমূল**—বিঃ গোছা-শিকড়।

**গুচ্ছের**—বিণঃ গুচ্ছ গুচ্ছ, অসংখ্য, প্রয়োজনাতিরিক্ত। (শব্দটি বিরক্তি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়)।

**গুছান, গুছানো**—**গোছান** দ্রষ্টব্য।

**গুছি**—বিঃ খোঁপা বড় দেখাইবার জন্য ব্যবহৃত পরচুলা জাতীয় উপকরণ।

**গুজগুজ, গুজগুজানি**—অব্যঃ চুপে চুপে কথা বলা, গুপ্ত পরামর্শ। [দেশী]।

**গুজব**—বিঃ রটনা, জনরব। (গুজব রটা বা ছড়ানো)। [হি]।

**গুজরাট**—বিঃ প্রাচীন গুর্জর রাষ্ট্র; বর্তমান বোম্বাই রাজ্যের অংশ-

বিশেষ। **গুজরাটী** ; **গুজরাতী**—(১) বিঃ গুজরাটের ভাষা বা বাসিন্দা। (২) গুজরাটে উৎপন্ন বা গুজরাটের।

**গুজরান**¹—বিঃ যাপন, জীবিকা-নির্বাহ।

**গুজরান**², **গুজরানো**—(১) ক্রিঃ দিন যাপন বা অতিবাহিত করা। (২) বিঃ, বিণঃ ঐ অর্থে। [গুজরা+আন]।

**গুজরি**, **গুজরী**, **গুজরিপঞ্চম**—বিঃ পায়ের গহনাবিশেষ।

**গুজিয়া**—বিঃ মিঠাইবিশেষ।

**গুঞ্জ**—বিঃ স্তবক, গুচ্ছ, ফুলের গোছা ; গুঞ্জন।

**গুঞ্জন**—বিঃ গুন্‌গুন্‌ শব্দ, ভ্রমরাদির কূজন।

**গুঞ্জরা**—ক্রিঃ গুনগুন করা, গঞ্জন করা। (ভ্রমর গুঞ্জরে)। বিণঃ **গুঞ্জরিত**—গুঞ্জিত, ঝঙ্কৃত।

**গুঞ্জা**, **গুঞ্জিকা**—বিঃ কুঁচফল।

**গুঞ্জিত**—(১) বিণঃ গুঞ্জনপূর্ণ; ঝঙ্কৃত। (২) বিঃ গুঞ্জন।

**গুটন**, **গুটনো**—**গুটান**-র রূপভেদ।

**গুটাল**, **গুটলে**—বিঃ গুটি, ছোট ডেলা।

**গুটান**, **গুটানো**—(১) ক্রিঃ নাটাই প্রভৃতিতে জড়ানো, টানিয়া লওয়া, কুঞ্চিত বা সংকুচিত করা, বন্ধ করা, তুলিয়া দেওয়া (কারবার গুটানো)। (২) বিঃ, বিণঃ ঐ সকল অর্থে।

**গুটি**¹, **গুটিকা**, **গুটী**—বিঃ ঘুঁটি (দাবার গুটি), বড়ি (ঔষধের গুটি), নবজাত ফলের কোষ,, কুশি (আমের গুটি), ছোট দানা, বসন্ত রোগের ব্রণ, রেশমের কোষ ; কোষ-কীট (গুটি-পোকা)। বিঃ **-পোকা**—রেশম-কীট।

**গুটি**²—নির্দ্দেশক প্রত্যয় (অপ্রচলিত) টি, খানি (পঞ্চগুটি ভাই)। [গোটা+ই]। বিণঃ **-কত**, **-কতক**—অল্প-সংখ্যক, কয়েকটি।

**গুটিগুটি**, **গুড়িগুড়ি**—ক্রি-বিণঃ ধীর পদক্ষেপে, আস্তে আস্তে। [দেশী]।

**গুটিপোকা**, **গুটীপোকা**—বিঃ কীট-বিশেষ, তুঁতপোকা, রেশমকীট।

**গুটিসুটি**—ক্রি-বিণঃ জড়সড়।

**গুড়**—বিঃ ইক্ষু তাল খেজুর প্রভৃতির রস হইতে প্রস্তুত মিষ্টি খাদ্য-বিশেষ। বিঃ **-কুমড়া**—**কুমড়া** দ্রষ্টব্য। **গুড়ে বালি**—আশা নষ্ট।

**গুড়গুড়**—অব্যঃ শব্দবিশেষ, মেঘের ডাক।

**গুড়গুড়ি**—বিঃ ফরাসি, আলবোলা, দীর্ঘ নলযুক্ত তাম্রকূট সেবন যন্ত্র।

**গুড়া**—বিঃ নৌকার পার্শ্বস্থিত উপ-বেশনের তক্তা। [দেশী]।

**গুড়াকেশ**—বিঃ শিব ; অর্জুন।

**গুড়ি**—বিঃ দেহ সংকুচিত করিয়া নিঃ-শব্দে চলার ভাব বা ঐ রূপে অবস্থানের ভাব। ক্রিঃ **-মারা**—ঐরূপে থাকা বা চলা ; ওত পাতা।।

**গুড়িগুড়ি**—**গুটিগুটির** রূপভেদ।

**গুড়ুক**—বিঃ তাম্রকূট, গুড়-মাখানো তামাক। ক্রিঃ **-খাওয়া**, **-টানা**—কলি-কায় তামাক সাজিয়া খাওয়া।

**গুড়ুম**—অব্যঃ তোপধ্বনি বা ঐরূপ আওয়াজ। (আক্কেল-গুড়ুম—বুদ্ধি-লোপ)।

**গুড়ূচী**, **গুড়ুচী**—বিঃ গুলঞ্চলতা।

**গুণ**—বিঃ প্রকৃতি, ধর্ম (দ্রব্যের গুণ) ; সদগুণ (গুণমুগ্ধ) ; উপকার, সুফল (শিক্ষার গুণ) ; ফলদায়িকা শক্তি (ঔষধের গুণ) ; দক্ষতা,

যোগ্যতা (লোকের মন জয় করিবার গুণ); বিদ্রূপের প্রয়োগে দোষ (মিথ্যার গুণে); কু-প্রভাবে (সঙ্গের গুণে); দর্শন শাস্ত্রে: প্রকৃতির ত্রিবিধ ধর্ম অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; গণিত শাস্ত্রে: পূরণ, গুণন, বার (পাঁচগুণ); ধনুকের জ্যা; দড়ি, সুতা; নৌকা টানিয়া লইয়া যাইবার দড়ি। ক্রিঃ **-করা**—পূরণ করা, বশ করা। বিঃ **-কীর্ত্তন**—যশোগান। বিঃ **-গরিমা, -গৌরব**—সদ্‌গুণাবলীর মহিমা। বিঃ **-গ্রহণ**—অপরের গুণ উপলব্ধি করিয়া তাহার মর্যাদা দান। বিঃ **-গ্রাম**—গুণাবলী। বিণঃ **-গ্রাহী**—যিনি অপরের গুণ উপলব্ধি ও মর্যাদাদানে সক্ষম। বিণঃ (স্ত্রী): **-গ্রাহিণী**। বিঃ **-গ্রাহিতা**। বিঃ **-চট**—পাট বা শণের চট বা থলি। বিণঃ **-জ্ঞ**—গুণগ্রাহী। বিঃ **-জ্ঞতা**—গুণ-গ্রাহিতা। **-টানা**—দড়ি দ্বারা বাঁধিয়া টানা। বিণঃ **-ধর**—গুণবান্; (ব্যঙ্গে) হীন চরিত্র, কুক্রিয়াসক্ত (গুণধর ছেলে)। বিঃ **-ধাম, -নিধি**—গুণী ব্যক্তি। বিঃ **-পনা**—নৈপুণ্য। বিঃ **-ফল**—গণিতে গুণনের দ্বারা উৎপন্ন রাশি। বিঃ **-বত্তা**—গুণের বিদ্যমানতা। বিণঃ **-বাচক**—গুণ প্রকাশক। বিঃ **-বাদ**—গুণ বর্ণন। বিণঃ **-বান**—গুণযুক্ত, গুণী। বিণঃ (স্ত্রী): **-বতী**। বিঃ **-বৃক্ষ**—নৌকার মাস্তুলাদি যাহাতে গুন বাঁধা হয়। বিঃ **-বৈষম্য**—গুণের অসামঞ্জস্য; বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ। বিঃ **-শ্রেণী**—বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তি। বিণঃ **-ময়**—গুণসম্পন্ন। বিণঃ (স্ত্রী): **-ময়ী**। বিণঃ **-মুগ্ধ**—গুণের দ্বারা আকৃষ্ট। বিণঃ (স্ত্রী): **-মুগ্ধা**। বিণঃ **-শালী**—গুণসম্পন্ন। বিণঃ (স্ত্রী): **-শালিনী**। বিঃ **-শালিতা**। বিণঃ **-শূন্য**—গুণহীন। বিণঃ **-সম্পন্ন**—গুণযুক্ত। বিঃ **-সাগর**—পরম গুণবান ব্যক্তি। **গুণে ঘাট নেই**—সর্ব গুণাধার (বিদ্রূপে) সর্বপ্রকার দোষযুক্ত।

**গুণক**—(১) বিঃ গুণকারী, যাহা দ্বারা গুণ করা হয়। (২) বিণঃ গুণকারী বস্তু।

**গুণতি**—**গুনতি**-র রূপভেদ।

**গুণন**—বিঃ আবৃত্তি, বর্ণন, গুণ করণ, পূরণ। বিণঃ, বিঃ **-নীয়, -গুণ্য**—গুণ করিতে হইবে এমন (রাশি)। বিঃ **-নীয়ক**—যে রাশি দ্বারা অন্য রাশিকে ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না, উৎপাদক। বিঃ **-ফল**—গুণনের ফলে লব্ধ রাশি।

**গুণাকর**—(১) বিঃ গুণের খনি, অসংখ্য গুণের আধার। (২) বুদ্ধদেব।

**গুণাগুণ**—বিঃ গুণ ও দোষ। [গুণ+অগুণ]।

**গুণাঢ্য**—বিণঃ গুণশালী। [গুণ+আঢ্য]।

**গুণাতীত**—(১) বিণঃ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিবিধ গুণের স্পর্শহীন, নির্গুণ। (২) বিঃ ঈশ্বর। বিণঃ (স্ত্রী): **গুণাতীতা**।

**গুণাধার**—বিঃ বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি। [গুণ+আধার]।

**গুণানুবাদ**—বিঃ প্রশংসা, গুণ কীর্তন।

**গুণান্বিত**—বিণঃ গুণযুক্ত, গুণবান্।

**গুণাভাস**—বিঃ গুণান্বিত বলিয়া ভ্রম।

**গুণিত**—বিণঃ পূরিত, যাহাকে গুণ করা হইয়াছে। [গুণ্+ত]।

**গুণিতক**—বিঃ যে রাশি অন্য নির্দিষ্ট রাশি দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

**গুণিন**—বিঃ মন্ত্রবিদ্যাবিদ্, কুহকী, ওঝা, গণৎকার। [দেশী]।

**গুণী**—বিণঃ গুণবান্, কলাবিৎ, গুণিন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **গুণিনী**। (২) ছিলা আছে অর্থে গুণ+ইন্।

**গুণীভূত ব্যঙ্গ**—বিঃ যে রচনাতে ব্যঙ্গার্থ ও বাচ্যার্থ অধিকতর চমৎকার। [গুণ+চ্বি+ভূ+ত+ব্যঙ্গ]।

**গুণোৎকর্ষ**—বিঃ গুণের আধিক্য গুণের দ্বারা শ্রেষ্ঠতা।

**গুণোপেত**—বিণঃ গুণী, গুণবান্। [গুণ+উপেত]।

**গুণ্ঠন**—বিঃ বেষ্টন, ঘোমটা, আবরণ। [গুন্‌ঠ্+অন]। বিণঃ **গুণ্ঠিত**—বেষ্টিত, গুটানো, সংকুচিত।

**গুণ্ডা**—বিঃ দুর্জন, পরপীড়ক, জবরদস্তিকারী। [দেশী]। বিঃ **-মি**, (আঞ্চ) **-মো**—গুণ্ডার আচরণ।

**গুণ্য, গুণনীয়**—**গুণন** দ্রষ্টব্য।

**গুণ্ডিত**—বিণঃ চূর্ণিত, চূর্ণযুক্ত। (স্ত্রী)ঃ **গুণ্ডিতা**।

**গুণ্য, গুণনীয়**—**গুণন** দ্রষ্টব্য।

**গুদ**—বিঃ পায়ু, মলদ্বার, স্ত্রী-যোনি।

**গুদাম, গুদম**—বিঃ পণ্যভাণ্ডার, মালখানা। [পো]।

**গুদার, গুদারা**—বিঃ খেয়াঘাট। [ফা]। বিঃ **গুদারা**—খেয়ার বড় নৌকা।

**গুন**—বিঃ গুনচট, থলে। বিঃ **-সূঁচ, -সুঁচ -ছুঁচ**—চট সেলাই করিবার বড় সূচ।

**গুনতি, গনতি**—বিঃ সংখ্যা নির্ণয়, গণনা। [গুন্+তি]।

**গুনা**[১]—বিঃ ধাতু দ্বারা তৈয়ারি সুতা, তার।

**গুনা**[২] **গুনাহ**—বিঃ পাপ, অপরাধ, দোষ। [ফা]। বিঃ **-গার, -গারি**—পাপের শাস্তি, গচ্চা।

**গুনিন**—**গুণীন** দ্রষ্টব্য।

**গুনো**—গুনা[১]-এর কথ্যরূপ।

**গুন্‌গুন্**—অব্যঃ গুঞ্জন, মধুর অস্ফুট ধ্বনি। [দেশী]।

**গুপ্ত**—বিণঃ রক্ষিত গূঢ়, অদৃশ্য, লুক্কায়িত, অলক্ষিত, সংবৃত। বিঃ বংশগত উপাধি। [গুপ্+ত]। (স্ত্রী)ঃ **গুপ্তা**। বিঃ **-কথা**—গোপন কথা, অজ্ঞাত কাহিনী। বিঃ **-চর**—গুপ্ত ভাবে সংবাদ সংগ্রহ করে যে, গোয়েন্দা। বিঃ **-ধন**—যে ধন সকলের অজ্ঞাতে রক্ষিত। বিঃ **-বেশ**—ছদ্মবেশ। বিঃ **-ভোট, -মত**—যে ভোটে ভোটদাতা বন্ধ কাগজে স্বমত প্রকাশ করেন তাহা, ballot। বিঃ **-মন্ত্র**—গুপ্ত পরামর্শ। বিঃ **-রহস্য**—লুক্কায়িত গোপনীয় বিষয়। বিঃ **-হত্যা**—গোপনে খুন।

**গুপ্তি**—বিঃ গোপনে রাখা (মন্ত্র গুপ্তি); শমন, যম; নৌকার গর্ভ; ফাঁপা লাঠির মধ্যে লুক্কায়িত সরু তরবারি। [গুপ্+তি]।

**গুফা, গুম্ফা**—বিঃ পর্বতের গুহা।

**গুবরে পোকা**—**পোকা** দ্রষ্টব্য।

**গুবাক, গুবাক**—বিঃ সুপারি, সুপারি গাছ।

**গুম**[১]—**গুম্**-এর বানানভেদ।

**গুম**[২]—বিঃ অপ্রকাশিত, গুপ্ত (গুম খুন); নিখোঁজ (গুম হওয়া বা করা); নির্বাক্, নিশ্চল, স্তম্ভিত (গুম হয়ে থাকা)। [ফা]।

**গুমট**—বিঃ বায়ু-প্রবাহের অভাবে দমবন্ধ গরম, পচা-গরম। [দেশী]।

**গুমটি, গুমটী**—বিঃ প্রহরীর থাকিবার ছোট কুঠুরী, অপ্রশস্ত জানালা-দরজা -বিশিষ্ট যে কোন ছোট ঘর। [হি]।

**গুমর**—বিঃ অহঙ্কার, দেমাক। [ফা]।

**গুমরন, গুমরনো, গুমরান, গুমরানো**—(১) ক্রিঃ দুঃখ-ঈর্ষা-শোক ইত্যাদি আবেগ মনে চাপিয়া রাখিয়া কষ্ট ভোগ করা, মনে মনে গজরানো। (২) বিঃ ঐ একই অর্থে। [গুমরা +আন]।

**গুমসা, গুমসো**—বিণঃ গুমট-যুক্ত, ভাপসা, গরমের ফলে ঈষৎ পচা দুর্গন্ধযুক্ত। [দেশী]। **-ন, -নো, গুমসন**—(১) ক্রিঃ গুমসা হওয়া। (২) বিঃ ঐ অর্থে। বিঃ **-নি, গুমসানি**—গুমসা হওয়া, গুমসা ভাব।

**গুমাগম**—গুম্ দ্রষ্টব্য।

**গুম্**—অব্যঃ অপেক্ষাকৃত উচ্চ গম্ভীর শব্দ (গুম করিয়া কিল মারা)। [দেশী]। অব্যঃ **গুম্‌গুম্, গুমাগুম**—ক্রমাগত ঐরূপ শব্দ করা (গুম্‌গুম্ বা গুমাগুম কিল মারা)।

**গুম্ফ**—বিঃ গোঁফ, গুচ্ছ।

**গুম্ফন**—বিঃ গাঁথা, গ্রন্থন, রচনা। [গুম্ফ+অন]।

**গুম্ফা**—বিঃ পর্বতের গুহা।

**গুম্বজ**—বিঃ মন্দির, প্রাসাদের শীর্ষ-দেশে গোলাকার ছাদ, বুরুজ। [ফা]।

**গুয়া**—বিঃ সুপারি (পানগুয়া)।

**গুরুমুধী**—গুরু দ্রষ্টব্য।

**গুরু** (১) বিঃ দীক্ষাদাতা, ধর্মোপদেষ্টা ; মন্ত্র-দাতা ; শিক্ষক, উপদেশক, আচার্য ; মাননীয় বা পূজনীয় ব্যক্তি ; (দেবগুরু বৃহস্পতি)। (২) বিণঃ ভারী, অলঘু (—পাক) ; দুর্বহ (—ভার) ; দায়িত্ব-পূর্ণ (—রাজকার্য) ; কঠিন, মহান্ (—কর্তব্য) ; দুরূহ (—ব্যাপার) ; অতিশয়, অধিক (—ভোজন) ; দীর্ঘমাত্রাযুক্ত (—ধ্বনি)। [গৄ+উ]। বিঃ **-কুল**—গুরুর গৃহ বা আশ্রম, ধর্মোপদেষ্টার বা শিক্ষকের বংশ, হরিদ্বারের নিকট-বর্তী প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে স্থাপিত শিক্ষাকেন্দ্র। বিণঃ **-গম্ভীর**—গভীর অর্থ যুক্ত এবং গম্ভীর শব্দবিশিষ্ট। বিঃ **-গৃহ**—গুরুর বাড়ি। বিঃ **-চণ্ডালী**—সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণ (শব পোড়া, মড়া-দাহ)। বিঃ **-জন**—পূজনীয় ব্যক্তি। বিঃ **-ঠাকুর**—পারিবারিক ও বংশানু-ক্রমিক ধর্মোপদেষ্টা। বিণঃ **-তর**—দুই-এর মধ্যে বেশি গুরু। বিঃ **-তা, -ত্ব**—গুরুগিরি, পূজনীয়ত্ব, ভার, ওজন, আধিক্য ; গাম্ভীর্য ; কাঠিন্য। বিঃ **-দক্ষিণা**—শিক্ষান্তে গুরুকে দেয় অর্থাদি, গুরুবিদায়। বিঃ **-দশা**—পিতা বা মাতার মৃত্যুতে অশৌচ-অবস্থা, জ্যোতিষ শাস্ত্রে বৃহস্পতির দশা। বিণঃ **-পাক**—দুষ্পাচ্য, যাহা সহজে হজম হয় না। বিঃ **-বরণ**—বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা গুরুকে পূজন। বিঃ **-বল**—গুরুর শক্তি, গুরুর আশীর্বাদ। বিঃ **-বার**—বৃহস্পতিবার। বিঃ **-ভাই**—একই গুরুর শিষ্য, সতীর্থ। বিঃ **-মহাশয়**—শিক্ষক (সাধারণতঃ পাঠশালার) ; (বি-দ্রূপে) অকালপক্ক, ডেঁপো ছেলে। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-মা**—গুরুর পত্নী, শিক্ষয়িত্রী, ধর্মোপদেশদাত্রী। **গুরু-**

**মারা বিদ্যা**—গুরুর কাছে লাভ করিয়া যে বিদ্যায় ঐ গুরুকেই বধ করা হয়। বিঃ **-মুখী**—শিখদিগের বর্ণমালার নাম। বিঃ **-সেবা**—গুরুর পরিচর্যা। বিণঃ **-স্থানীয়**—গুরুতুল্য। **যেমন গুরু তেমন চেলা**—(ব্যঙ্গার্থে প্রযুক্ত) গুরু ও শিষ্য সমান মূর্খ বা সমান বদমাশ।

**গুরুগুরু**—অব্যঃ মৃদু অথচ গম্ভীর মেঘ-গর্জন ধ্বনি।

**গুর্জর**—বিঃ গুজরাটদেশ, গুজরাটের অধিবাসী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **গুর্জরী**—গুর্জরদেশীয়া স্ত্রী; রাগিণীবিশেষ।

**গুর্বী**—(১) বিঃ গুরুপত্নী। (২) বিণঃ গর্ভবতী; মহতী, গৌরবময়ী [গুরু+ঈ]।

**গুল**—(১) বিঃ পোড়া তামাক; কয়লার গুঁড়ার সহিত অন্য কিছু মিশাইয়া প্রস্তুত গুলি। (২) গোলাপফুল (গুলবাগ)। [ফা]। (৩) ধাপ্পা (গুল মারা)। বিণঃ **-বদন**—কোমলাঙ্গ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-গুলবদনী**। বিঃ **-বাহার** —বুটিদার শাড়ীবিশেষ।

**গুলজার**—বিণঃ সরগরম, জমজমাট, জাঁক-জমকপূর্ণ। [ফা]। **নরক গুলজার**—(ব্যঙ্গার্থে) প্রচুর খারাপ লোকের একত্র সমাবেশে জমাট আসর।

**গুলঞ্চ**—বিঃ লতাবিশেষ, গুড়ুচী।

**গুলতান, গুলতানি**—বিঃ জটলা, ঘোঁট। [ফা]। ক্রিঃ **-পাকানো**—অনেকে মিলিয়া জটলা করা।

**গুলতি**—বিঃ বাঁটুল, গুলি নিক্ষেপের ধনুবিশেষ। [দেশী]।

**গুলদার**—বিণঃ ফুলকাটা, বুটিদার।

**গুলপট্টি**—বিঃ ধাপ্পাবাজি; প্রতারণা। ক্রিঃ **-মারা**—ধাপ্পা দেওয়া। বিঃ **গুলবাজ**—ধাপ্পাবাজ।

**গুলা, গুলি, গুলো, গুলিন, গুলোন, গুলিন্**—অব্যঃ বহুত্ববাচক প্রত্যয় (ছেলেগুলা)।

**গুলান, গুলানো**—(১) ক্রিঃ বিশৃঙ্খল করা (হিসাব গুলানো), আলোড়িত হওয়া (পেট গুলাইতেছে), বিস্মরণ হওয়া (কবিতাটি গুলাইয়া ফেলিয়াছি)। (২) বিঃ—ঐ সকল অর্থে। [গুলা+আন]।

**গুলাব, গোলাপ, গোলাব**—বিঃ গোলাপফুল, সুগন্ধ ফুলবিশেষ বা তাহার নির্যাসমিশ্রিত জল। বিঃ **-পাশ**—গোলাপ-জল সিঞ্চনের যন্ত্রবিশেষ। বিণঃ **গুলাবী, গোলাপী**—গোলাপের গন্ধযুক্ত; গোলাপফুলের রং; মৃদু, ঈষৎ (গুলাবী নেশা)।

**গুলাল**—বিঃ আবীর। [ফা]।

**গুলি, গুলী**—বিঃ ছোট্ট কোন গোলাকার বস্তু, গুটিকা; ঔষধের বড়ি; হাতের বা পায়ের গোল মাংসপেশী; আফিং হইতে প্রস্তুত মাদক দ্রব্যবিশেষ, চণ্ডু (গুলিখোর); বন্দুকের ছররা বা বুলেট। বিঃ বিণঃ **-খোর**—চণ্ডু সেবী। বিঃ **-ডাণ্ডা**—ক্রীড়াবিশেষ।

**গুলিকা**—বিঃ গুটিকা, বটিকা, বন্দুকাদির গুলি। [গুলী+ক+আ]।

**গুল্‌ফ**—বিঃ গোড়ালি।

**গুল্ম**—বিঃ ঝাড়-ওয়ালা ছোট-গাছ; সৈন্যদের ঘাঁটি বা থানা; প্লীহা-বৃদ্ধি রোগ।

**গুষ্টি, গুষ্ঠি**—**গোষ্ঠী**-র কথ্যরূপ।

**গুহ**—বিঃ বিষ্ণু; কার্তিক; গুহক চণ্ডাল, জাতিবিশেষ।

**গুহা**—বিঃ পর্বতের গর্ত, ভিতর, নিভৃত স্থান। বিণঃ **-চর**—গুহায় বিচরণকারী। **-শয়**—(১) বিণঃ গুহায় শয়নকারী বা বসবাসকারী। (২) বিঃ সিংহ ইত্যাদি গুহাবাসী জন্তু।

**গুহ্য**—(১) বিণঃ নিগূঢ়, গোপনীয়, অপ্রকাশ্য, দুর্বোধ্য। (২) বিঃ মল-দ্বার (—দেশ)। [গুহ্+য]।

**গূঢ়**—বিণঃ গুপ্ত, অপ্রকাশিত, প্রচ্ছন্ন, লুক্কাইত, সংবৃত, গহন। [গুহ্+ত]। বিঃ **-পথ**—গুপ্তপথ। বিঃ **-পাদ**—কচ্ছপ; সর্প। বিঃ **-পুরুষ**—গুপ্তচর। বিঃ **-বৃক্ষ**—করবীবৃক্ষ। বিঃ **-মার্গ**—গুপ্তপথ, সুড়ঙ্গ।

**গৃধিনী**—গৃধ্র-এর বাংলা স্ত্রী রূপ।

**গৃধ্নু**—বিণঃ লোভী, লোলুপ।

**গৃধ্র**—বিঃ শকুনি। বিঃ **-রাজ**—জটায়ু; সম্পাতি; গরুড়। [গৃধ্+র]।

**গৃহ**—বিঃ ঘর, কক্ষ, বাড়ি-বাসস্থান, আবাস। [গ্রহ্+অ]। বিঃ **-কপোত**—পায়রা, পারাবত। বিঃ **-কর্তা**—গৃহস্বামী। বিঃ (স্ত্রী): **-কর্ত্রী**। বিঃ **-কর্ম**, **-কার্য**—গৃহস্থালি, ঘর-কন্নার কাজ। বিঃ **-কোণ**—ঘরের কোণ, অন্তঃপুর, সংসার। বিঃ **-গোধা**, **গোধিকা**—টিকটিকি। বিঃ **-ছিদ্র**—পারিবারিক দোষ বা কলঙ্ক। বিণঃ **-চ্যুত**—স্বগৃহ হইতে বিতাড়িত। বিঃ **-ত্যাগ**—বাড়ি পরিত্যাগ; সংসার পরি--ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস। বিঃ **-দাহ**—আগুন লাগিয়া বাড়ি পুড়িয়া যাওয়া। বিঃ **-দেবতা**—গৃহে প্রতিষ্ঠিত পুরু-ষানুক্রমে পূজিত দেববিগ্রহ। বিঃ **-ধর্ম**—গার্হস্থধর্ম। বিঃ **-পতি**—গৃহ-স্বামী। বিণঃ **-পালিত**—ঘরে পোষা। বিঃ **-প্রবেশ**—ঘরে প্রবেশ করা; নব-নির্মিত গৃহে প্রথম প্রবেশ-কালীন অনুষ্ঠান। বিঃ **-বাটিকা**—বাগান-বাড়ি; বাস-গৃহ-সংলগ্ন বাগান। বিণঃ বিঃ **-বাসী**—গৃহস্থ; সংসারী। বিঃ **-বিচ্ছেদ**—ঘরোয়া বিবাদ; আত্মীয়জনের মধ্যে মনোবাদ। বিঃ **-বিবাদ**—গৃহ-মনোবাদ; এক রাষ্ট্রের প্রজাপুঞ্জের মধ্যে ঝগড়া বা লড়াই। বিণঃ **-ভেদী**—গৃহবিচ্ছেদকারী, ঘর-ভাঙানে। বিঃ **-মণি**—প্রদীপ। বিঃ **-মৃগ**—কুকুর। বিঃ **-যুদ্ধ**—ঘরোয়া-বিবাদ, রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব। বিঃ **-লক্ষ্মী**—কুলবধূ; গৃহিনী। বিঃ **-শত্রু**—যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে বা গোপনে স্বগৃহ বা স্বজনের প্রতি শত্রুতা করে। বিণঃ **-শূন্য**—নিরাশ্রয়; বিপত্নীক। বিঃ **-সজ্জা**—আসবাবপত্র ইত্যাদি। **-স্থ**—(১) বিঃ সংসারী লোক, গৃহবাসী। (২) বিণঃ গৃহ-স্থিত। বিঃ **-স্থালি**—ঘরকন্নার কাজ। বিঃ **-স্বামী**—বাড়ির বা পরিবারের কর্তা। বিঃ (স্ত্রী): **-স্বামিনী**। বিঃ বিণঃ **গৃহাগত**—গৃহে আগমনকারী, নিজগৃহে যিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন, অতিথি, অভ্যাগত। বিঃ **গৃহাশ্রম**—গার্হস্থ্য আশ্রম, সংসার ধর্ম। বিণঃ **গৃহাসক্ত**—সংসারানুরাগী, ঘরকুনো।

**গৃহিণী**—বিঃ গৃহকর্ত্রী, গিন্নী, পত্নী, ভার্যা। [গৃহ+ইন্+ঈ]। বিঃ **-পনা**—গৃহিণীর কাজ বা আচরণ।

**গৃহীত**—বিণঃ গ্রহণ করা হইয়াছে যাহা, ধৃত, আত্মসাৎকৃত, স্বীকৃত, প্রাপ্ত, অভ্যস্ত, জ্ঞাত। [গ্রহ্+ত]।

**গৃহ্য১**—বিণঃ অধীন, আয়ত্ত, সপক্ষ, দলভুক্ত। [গ্রহ্+য]।

**গৃহ্য২**—বিণঃ গৃহ-সম্বন্ধীয়; গৃহ-পালিত; গৃহোৎপন্ন। [গৃহ+য]। বিঃ **-সূত্র**—যে প্রাচীন গ্রন্থে জাতকর্ম বিবাহ প্রভৃতি গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় সংস্কারের বিধি সংকলিত আছে।

**গে**—গিয়ে দ্রষ্টব্য।

**গেঁজ**—বিঃ অঙ্কুর, গজ, কল, অর্বুদ, আব। [দেশী]।

**গেঁজলা**—**গাঁজ**-এর রূপভেদ।

**গেঁজান, গেঁজানো**—**গাঁজান**-র রূপভেদ।

**গেঁজে, গেঁজিয়া**—বিঃ কাপড় বা জালের লম্বা সরু থলি। [দেশী]

**গেঁজেল**—বিঃ, বিণঃ গাঁজাখোর; অসম্ভব কথা বলে যে।

**গেঁটা**—বিণঃ বেঁটে, মোটা ও বলিষ্ঠ।

**গেঁট্টাগোট্টা**—বিণঃ বেঁটে ও হৃষ্টপুষ্ট।

**গেঁটে**—বিণঃ গাঁইট বা গাঁট বা গ্রন্থিযুক্ত (গেঁটে বাঁশ); গ্রন্থিতে বা গ্রন্থি হইতে জাত (গেঁটে বাত)।

**গেঁড়**—বিঃ কন্দ, গ্রন্থিযুক্ত মূল। [দেশী]।

**গেঁড়া**—বিঃ অপহরণ, চুরি (-মারা বা দেওয়া)। বিণঃ বেঁটে। [দেশী]।

**গেঁড়াকল**—বিঃ ফাঁকি দিয়া আত্মসাৎ করার কৌশল।

**গেঁড়ি**—বিঃ ক্ষুদ্র শামুক জাতীয় প্রাণী।

**গেঁড়ু, গেঁড়ুয়া**—বিঃ ভাঁটা, কন্দুক, গোলক; স্তবক; মালা।

**গেঁতো**—বিণঃ অলস, দীর্ঘসূত্রী।

**গেঁয়ে, গেঁয়ো**—বিণঃ গ্রাম্য, গ্রামবাসী; অশিক্ষিত, অসভ্য; গ্রাম-সম্পর্কিত।

**গেছো**—বিণঃ গাছ-সম্বন্ধীয়; গাছে উঠিতে পটু (গেছো ইঁদুর); ধিঙ্গি, দজ্জাল (মেয়ে)। [দেশী]।

**গেজেট**—বিঃ সরকারী ঘোষণাদি সম্বলিত সংবাদপত্র, gazette।

**গেঞ্জি**—বিঃ ছোট একধরণের গাত্রাবরণ।

**গেট**—বিঃ ফটক, সদর দরজা, gate।

**গেণ্ডু, গেণ্ডুক, গেন্দুক**—বিঃ বন্দুক, ভাঁটা।

**গেণ্ডুয়া**—বিঃ কন্দুক, বল।

**গেনু**—ক্রিঃ গেলাম। [আঞ্চঃ ও কাব্যে ব্যবহৃত]।

**গেন্দুক**—**গেণ্ডু**-এর রূপভেদ।

**গেয়**—বিণঃ যাহা গাহিতে হইবে; গান করিবার যোগ্য। [গৈ+য]।

**গেয়ান**—**জ্ঞান**-এর কোমল ও কাব্যরূপ।

**গেরন, গেরণ**—**গ্রহণ**-এর কথ্যরূপ।

**গেরস্ত**—**গৃহস্থ**-র কথ্যরূপ।

**গেরি**—**গৈরিক**-এর কথ্যরূপ।

**গেরিলা**—বিঃ গুপ্তযোদ্ধা, guerilla।

**গেরুয়া**—(১) বিণঃ গৈরিক বর্ণযুক্ত বা গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত। (২) বিঃ ঐরূপ কাপড়।

**গেরেফতার, গ্রেপ্তার**—বিঃ রাজাদেশে ধৃতকরণ। বিণঃ **গেরেফতারী, গ্রেপ্তারী**—গ্রেপ্তার সম্বন্ধীয়।

**গেরো**—(১) **গিরা১**-এর চলিতরূপ। (২) বিঃ বিপদ, ফের (কপালের গেরো)। (৩) বিণঃ অধীন, আয়ত্ত।

**গেল১**—ক্রিঃ গমন করিল, ঢুকিল; সারা হইল, শেষ হইল, কাটিল (তিন রাত গেল); বাহির হওয়া বা পার হওয়া (সূঁচে সুতা গেল); নষ্ট বা ধ্বংস হইল (পরিশ্রমেই শরীর গেল)।

**গেল**[২]—বিণঃ বিগত, অব্যবহিত, পূর্ব-বর্তী (গেল বছর বাবা মারা গেছেন)।
**গেল**[৩]—অব্যঃ বিস্ময় প্রকাশক শব্দ।
**গেলা**—(১) ক্রিঃ পান করা। (২) বিঃ পান, ভোজন (গেলা শেষ হয়েছে?)। ক্রিঃ **-ন, -নো**—পান করানো। বিঃ বিণঃ ঐ সকল অর্থে।
**গেলাপ**—বিঃ খোলা বা ওয়াড়। [আ]।
**গেলাস, গ্লাস**—বিঃ পানপাত্র, glass।
গেহ—গৃহ শব্দের কাব্যরূপ।
গেহী—বিঃ গৃহী, গৃহস্থ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **গেহিণী**।
**গৈবী**—বিণঃ গুপ্ত, অপ্রকাশিত (গৈবী খুন); আজগুবী (গৈবী কথা); দৈব (গৈবী আদেশ)। [আ]। **-চাল**—দাবা খেলায় অন্তরাল হইতে বলিয়া অন্যের দ্বারা খেলানো।
**গৈরিক**—(১) বিঃ গিরিমাটি; স্বর্ণ; গেরুয়া রঙ; গেরুয়া বসন। (২) বিণঃ ঐ একই অর্থে।
**গৈরেয়**—বিঃ পর্বতজাত বস্তু, গিরি-মাটি।
**গো**[১]—বিঃ গরু, গো-জাতি, পশু, স্বর্গ, রশ্মি, চন্দ্র, চক্ষু (গোচর), পৃথিবী (গোপতি)। বিঃ **-কর্ণ**—অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যবর্তী ব্যবধান। বিঃ **-কুল**—গোরুর পাল; গোষ্ঠ; শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের লীলাক্ষেত্র। **গোকুলের ষাঁড়**—(ব্যঙ্গার্থে) স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি। বিঃ **-ক্ষীর**—গোদুগ্ধ। বিঃ **-ক্ষুর**—গোরুর খুর; গোখরো সাপ; কাঁটা গাছবিশেষ। বিঃ **-ক্ষুরা, -খুর, -খুরা, গোখরো**—ফণায় গোক্ষুর চিহ্নযুক্ত একপ্রকার বিষধর সাপ। বিণঃ **-খাদক**—গোমংসভোজী। বিঃ **-গৃহ**—গোয়াল। বিঃ **-গ্রাস**—প্রায়-শ্চিত্তের পর গোতৃপ্ত্যর্থে ঘাস দান; বড় বড় গ্রাস। বিণঃ **-ঘ্ন**—গোহত্যা-কারী। বিঃ **-চন্দন**—গোরোচনা। বিঃ **-চারণ**—গোরুকে ঘাস খাওয়াইতে লইয়া যাওয়া। বিঃ **-দান**—গোরু দান-রূপ পুণ্যকর্ম। বিঃ **-ধন**—গাভীরূপ সম্পদ। বিঃ **-ধূলি**—সূর্যাস্তকাল (খুরের আঘাতে ধূলি উড়াইয়া গো-চারণ মাঠ হইতে গোরুদের গোহালে ফিরিবার সময়)। বিঃ **-বৎস**—বাছুর। বিঃ **-বধ**—গোহত্যা। বিঃ **গো-বেড়েন**—গোরুকে মারার মত নির্দয় মার। বিঃ **-বৈদ্য**—গোরুর চিকিৎসক; (বিদ্রূপে) হাতুড়ে চিকিৎসক। বিঃ **-ব্রজ**—গোষ্ঠ, গোচারণ মাঠ। বিঃ **-ভাগাড়**—মরা গোরু ফেলিবার স্থান; (বিদ্রূপে) অলস ব্যক্তিদের সম্মেলন ক্ষেত্র। বিঃ **-মাতা**—গোরুদের মাতা সুরভি; মাতৃরূপিণী গোজাতি। বিঃ **-মূত্র**—চোনা। বিঃ **-মেধ**—গো-বলি ঘটিত যজ্ঞবিশেষ। বিঃ **-যান**—গোরুর গাড়ি। বিঃ **-রস**—গোদুগ্ধ; ঐ দুগ্ধজাত তরল পদার্থ। বিঃ **-রক্ত**—গোরুর রক্ত; অস্পৃশ্য বস্তু (হিন্দুদের ব্যবহারে)। বিঃ **-রক্ষক**—রাখাল। বিঃ **-শালা**—গোয়াল। বিঃ **-স্তন**—গোরুর বাঁট; চারি-নর হার।
**গো**[২]—অব্যঃ সম্বোধন সূচক শব্দ-বিশেষ। (ওগো, হ্যাঁগো, কিগো)।
**গোঁ**—বিঃ জিদ, রোখ (-করা বা ধরা)।
**গোঁ গোঁ**—অব্যঃ যন্ত্রণা, ক্রোধ প্রভৃতি জনিত অস্ফুট শব্দ [দেশী]।
**গোঁজ**—(১) বিঃ কীলক, এক মুখ সূক্ষ্মাগ্র খুঁটা। [দেশী]। (২) বিণঃ নির্বাক্ নিশ্চল ও অবাধ্য ভাব (গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)।

**গোঁজা**—(১) ক্রিঃ পোঁতা, ঢোকানো। (২) বিঃ কোন কিছুর মধ্যে গুঁজিয়া রাখা বস্তু। (৩) বিণঃ গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। বিঃ **-মিল**—ভুল হিসাব, গোঁজা দেওয়া হিসাব।

**গোঁড়**—বিঃ নাভিদেশে বর্ধিত মাংস-পিণ্ড।

**গোঁড়া**[১]—বিণঃ উচ্চনাভিবিশিষ্ট। বিঃ **-লেবু, -নেবু** (আঞ্চ)—জমির ; অল্প গোঁড়যুক্ত অত্যন্ত টকবিশিষ্ট একপ্রকার লেবু।

**গোঁড়া**[২] (১) বিণঃ (ধর্ম, মতবাদ ইত্যাদিতে) অন্ধ বিশ্বাসী। বিঃ **-মি, -ম, -মো**—অন্ধ বিশ্বাস, একান্ত রক্ষণশীলতা।

**গোঁফ, গোঁপ**—বিঃ মোচ ; পুরুষের ওষ্ঠাদেশের উপরিভাগের লোম। বিণঃ **-খেজুরে**—অত্যন্ত অলস, কুঁড়ের বাদশা।

**গোঁয়া, গোঁঙা**—বিণঃ মূক ; বোবা।

**গোঁয়ান, গোঁয়ানো**—ক্রিঃ যাপন করা ; গমন করা ; যাওয়ানো।

**গোঁয়ার, গোঙার**—বিণঃ গ্রাম্য ; উদ্ধত ; একগুঁয়ে। বিঃ **-গোবিন্দ**—কাণ্ড-জ্ঞানহীন ব্যক্তি। বিঃ **গোঁয়ার্তুমি**—গোঁয়ারের ভাব। [হি]।

**গোঁয়ারা**—বিঃ উৎসববিশেষ (মহরম)।

**গোঁসা, গোসা, গোঁষা**—বিঃ অভিমান ; রাগ, ক্রোধ। [আ]।

**গোঁসাই, গোসাঞী, গোসাঁই**—বিঃ প্রভু ; ঠাকুর; উপাধি; গুরু। (স্ত্রী) ঃ **মা গোঁসাই**।

**গোগা**—বিঃ বিণঃ বোবা।

**গোঙান, গোঙানো**—ক্রিঃ গোঁ গোঁ শব্দ করা, কাতর শব্দ করা।

**গোচ, গোছ, গোছা**—বিঃ গুচ্ছ ; পানের নির্দিষ্ট তাড়া ; পায়ের গোড়ালির উপরের অংশ।

**গোচর**—(১) বিঃ অবগতি; ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় ; আশ্রয় ; স্থান। [গো+চর্+অ]। (২) বিণঃ প্রত্যক্ষ, আশ্রিত ; স্থিত।

**গোছ-গাছ**—বিঃ সুব্যবস্থা, সুষ্ঠু ব্যবস্থা।

**গোছান, গোছানো**—ক্রিঃ গোছ করা ; সাজানো।

**গোছাল, গোছালো**—বিণঃ সুবিন্যস্ত ; হিসাবী।

**গোজাত**—বিণঃ গব্য ; স্বর্গোৎপন্ন ; গো হইতে জাত।

**গোট**—বিঃ মেখলা, কিঙ্কিণী।

**গোটা**—বিণঃ সমগ্র, অভগ্ন, আস্ত। বিণঃ **-কতক**—অল্প কয়েক, কম সংখ্যক। বিণঃ **-গোটা**—আস্ত আস্ত, অভঙ্গ।

**গোটিক**—বিণঃ গুটিক ; একজন।

**গোঠ**[১]—বিঃ গোচারণ ভূমি, গোষ্ঠ।

**গোঠ**[২]—বিঃ অলঙ্কারবিশেষ।

**গোড়**—বিঃ গোড়া, মূলদেশ, শিকড় ; চালচলন ; অভিপ্রায়।

**গোড়া**—বিঃ মূল, শিকড়, আদি।

**গোড়ালি**—বিঃ পাদমূল, গুল্‌ফ।

**গোড়ে**—বিঃ মোটা করিয়া গাঁথা ফুলের মালা।

**গোণী**—বিঃ থলিয়া ; গুণ ; বস্তা ; পরিমাণ।

**গোণ্ড**—বিঃ নীচ জাতিবিশেষ। বিণঃ উদ্‌গত-নাভিবিশিষ্ট।

**গোতম**—বিঃ ন্যায়শাস্ত্র প্রণেতা মুনি ; অহল্যার স্বামী ; গৌতম বুদ্ধ।

**গোতা, গোত্তা, গোপ্তা**—বিঃ পাক খাইয়া [illegible] [ফা]।

**গোত্র**[১]—বিঃ কুল, বংশ। [গু+ত্র]।
**গোত্র**[২]—বিঃ পর্বত। [গো+ত্রৈ+অ]।
**গোদ**—বিঃ পদস্ফীতি রোগবিশেষ, শ্লীপদ। **গোদের উপর বিষফোঁড়া**—যন্ত্রণার উপর আরও অসহনীয় যন্ত্রণা।
**গোদা**—(১) বিণঃ মোটা, স্থূল। (২) বিঃ প্রধান ব্যক্তি, নায়ক।
**গোদাবরী**—বিঃ দাক্ষিনাত্যের পুণ্য স্রোতস্বিনী।
**গোদান**—বিঃ গরু দান।
**গোদুহ**—বিঃ গো-দোহনকারী।
**গোধা**—বিঃ গো-সাপ।
**গোধুম**—বিঃ গম। বিঃ **-চূর্ণ**—ময়দা, আটা। বিঃ **গোধুমসার**—গমের পালো।
**গোধূলি**—বিঃ সায়ংকাল; যে সময়ে গাভী সকল মাঠ হইতে ধূলি উড়াইয়া বাড়ী ফেরে। বিঃ **-লগন**—একটি লগ্নের নাম; শুভ কাজের সময়।
**গোনা**—ক্রিঃ গণনা করা।
**গোপ**—বিঃ গোরক্ষক; গোয়ালা জাতি।
**গোপত**—বিণঃ গুপ্ত; লুক্কায়িত।
**গোপতি**—বিঃ ভূপতি; মহাদেব।
**গোপদ**—বিঃ (জ্যোতিষ) নক্ষত্র-বিশেষ।
**গোপন**—বিঃ লুক্কায়িত করণ। [গুপ্+অন]। বিণঃ **গোপনীয়**—গোপনে রাখা হইয়াছে এমন।
**গোপা**—বিঃ সিদ্ধার্থের পত্নী, গোপ-কন্যা।
**গোপাঙ্গনা**—বিঃ গোপরমণী; গোপ-বধূ।
**গোপাল**—বিঃ ভূপতি, রাজা; গোপ, রাখাল, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের নাম। বিঃ **-ক**—গোরক্ষক, গরু পালনকারী।
**গোপাষ্টমী**—বিঃ কার্তিক মাসের শুক্লাষ্টমী।
**গোপিকা, গোপিনী**—বিঃ গোয়ালিনী, গোপনারী। বিঃ **-বল্লভ**—শ্রীকৃষ্ণ, গোপিনীদের মনোরঞ্জনকারী।
**গোপিকামোদ**—বিঃ রাগিণী; সংগীতের রাগিণীবিশেষ।
**গোপিত**—বিণঃ রক্ষিত; লুক্কায়িত।
**গোপী**—বিঃ ব্রজবালা, গোপরমণী।
**গোপীযন্ত্র**—বিঃ একপ্রকার বাদ্য যন্ত্র।
**গোপুর**—বিঃ পুরদ্বার, নগর দ্বার।
**গোপ্তব্য**—বিণঃ রক্ষণীয়, গোপনীয়। বিণঃ **গোপ্য**—অপ্রকাশ্য।
**গোবদা**—বিণঃ খুব মোটা। [হি]।
**গোবর**—বিঃ গোময়; গরুর বিষ্ঠা। বিঃ **-গনেশ** কোন কাজের নয়। বিণঃ **-ভরা**—অসার; গবেট। **গোবরে পদ্মফুল**—হীনকুলজাত মহৎ ব্যক্তি।
**গোবরাট, গোবরাঠ**—বিঃ দরজার চৌকা-ঠের নীচের কাঠ।
**গোবর্ধন**—বিঃ একটি পাহাড়ের নাম। বিঃ **-ধারী**—শ্রীকৃষ্ণ।
**গোবশা**—বিঃ বন্ধ্যা গবী।
**গোবাঘ**—বিঃ গরু শিকারী বাঘ; হায়েনা, hyena।
**গোবিন্দ**—বিঃ শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু।
**গোবৈদ্য—গো**[১] দ্রষ্টব্য।
**গোমড়া**—বিণঃ বিরক্তি হেতু গম্ভীর।
**গোমতী**[১]—বিণঃ বহু গোশালিনী।
**গোমতী**[২]—বিঃ একটি নদীর নাম।
**গোময়**—বিঃ গোবর, গরুর বিষ্ঠা।
**গোমস্তা**—বিঃ তহশীলদার। [ফা]।
**গোমায়ু**—বিঃ শৃগাল; প্রহরী।
**গোমুখ**—(১) বিঃ গরুর মুখ। (২) বিণঃ গরুর মুখাকৃতিবিশিষ্ট।
**গোমুখী**—বিঃ ভাগীরথীর উৎস মুখ।

**গোমূত্র**—বিঃ গোরুর চোনা।

**গোমেদ**—বিঃ দ্বীপ; পীতবর্ণ মণি-বিশেষ।

**গোমেধ**—বিঃ যজ্ঞ, যাহাতে গরু বলি দেওয়া হইত।

**গোয়**—ক্রিঃ গোপন করে (ব্রজ)।

**গোয়াল**[১]—বিঃ গরুর থাকার জায়গা, গো-শালা।

**গোয়াল**[২], **গোয়ালা**—বিঃ গোরক্ষক, গো-পালক, গোপ। বিঃ (স্ত্রী): **গোয়ালিনী**।

**গোয়েন্দা**—বিঃ গুপ্তচর, spy। [ফা]। বিঃ **-গিরি**—গোয়েন্দাবৃত্তি।

**গোর**—বিঃ সমাধি, কবর। [ফা]। ক্রিঃ **-দেওয়া**—সমাধিস্থ করা। ক্রিঃ **গোরে-খাওয়া**—মরা।

**গোরখনাথ, গোরক্ষনাথ**—বিঃ নাথ সম্প্র-দায়ের খ্যাতনামা গুরু মীননাথের শিষ্য।

**গোরস্তান, গোরস্থান**—বিঃ সমাধি-ক্ষেত্র; কবর দিবার জায়গা।

**গোরা**—বিঃ ভগবান শ্রীচৈতন্য; সাদা চামড়ার লোক, গৌরবর্ণ, ফরসা, সাহেব। **গোরা সৈন্য**—ইংরেজ সৈন্য। বিঃ **-চাঁদ**—গৌরচন্দ্র, শ্রীচৈতন্য।

**গোরোচনা**—বিঃ গরুর মস্তকজাত দীপ্তিমান পীতবর্ণ পদার্থ; হলদে রং। ('গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী'—বৈঃ পঃ)।

**গোল**[১]—বিঃ গোলাকার বস্তু। বিণঃ বর্তুলাকার। বিণঃ **-গাল**—হৃষ্ট-পুষ্ট।

**গোল**[২]—বিঃ গোলমাল; জটিলতা, সন্দেহ, ভুল। [ফা]।

**গোল**[৩]—বিঃ ফুটবল খেলায় গোল, goal।

**গোলক**—বিঃ মণ্ডল; গোলা, ভাঁটা, বাটুল, ball; globe।

**গোলক ধাঁধা**—বিঃ জটিল পথ, যেখান হইতে সহজে বাহির হওয়া যায় না।

**গোলদার**—বিঃ, বিণঃ আড়তদার।

**গোলন্দাজ**—বিঃ গোলা নিক্ষেপক; কামান চালক। [ফা]।

**গোলপাতা**—বিঃ বৃক্ষবিশেষের পাতা (কোন কোন অঞ্চলে ইহার দ্বারা ঘর ছাওয়া হয়)।

**গোলমরিচ**—বিঃ রাঁধিবার মশলা; গোলাকার কালো মরিচবিশেষ।

**গোলমাল**—বিঃ গণ্ডগোল; কোলাহল, বিশৃঙ্খলা। [হি]। বিণঃ **গোলমেলে**—জটিল, এলোমেলো।

**গোলযোগ**—বিঃ গোলমাল; কোলাহল, বিঘ্ন।

**গোলা**[১]—বিঃ ধান্যাদি রাখিবার মরাই। বিণঃ **-জাত**—মরাইয়ে রক্ষিত।

**গোলা**[২]—বিঃ গোলক, বন্দুক; কামানের গোলা।

**গোলা**[৩]—বিণঃ অশিক্ষিত; সাধারণ (গোলা পায়রা)।

**গোলা**[৪]—ক্রিঃ মিশ্রণ করা, মেশানো।

**গোলাকার, গোলাকৃতি**—বিণঃ বর্তুলা-কার; গোল আকারবিশিষ্ট।

**গোলাপ**—বিঃ সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত ফুল, গুলাব। [ফা]।

**গোলাপী**—বিণঃ গোলাপ ফুলের বর্ণ; গোলাপ তুল্য।

**গোলাম**—বিঃ চাকর; বান্দা; চিরদাস; তাসের গোলাম। [আ]। বিঃ **-খানা**—ভৃত্যদের বাসস্থান; গোলামের ন্যায় মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোক তৈরী করার কারখানা। বিঃ **গোলামি**—গোলামের বৃত্তি; দাসত্ব।

**গোলার্ধ**—বিঃ কোন গোলাকার বস্তুর অর্ধ, পৃথিবীর উত্তর বা দক্ষিণ অংশ।

**গোলাল**—বিণঃ গোলগাল ; মোটা ; প্রায় গোলাকার।

**গোলোক**—বিঃ বৈকুণ্ঠ ; স্বর্গ ; পরমধাম, বিষ্ণুলোক। বিঃ **-ধাম**—বৈকুণ্ঠপুরী, ক্রীড়াবিশেষ। বিঃ **-নাথ, -পতি, -বিহারী**—বিষ্ণু।

**গোল্লা**—বিঃ গোলাকৃতি মিষ্টান্ন; শূন্য, রসাতল ; অধঃপাত। ক্রিঃ **গোল্লায় যাওয়া**—অধঃপাত বা উৎসন্নে যাওয়া।

**গোশালা**—বিঃ গোগৃহ, গোয়াল, গরু রাখিবার জায়গা বা স্থান।

**গোশীর্ষ**—বিঃ গরুর মস্তক।

**গোষ্ঠ**[১]—বিঃ গোস্থান; মাঠ, গোচারণভূমি। [গো+স্থা+অ]। বিঃ **-গৃহ**—গোশালা। বিঃ **-বিহারী**—শ্রীকৃষ্ণ।

**গোষ্ঠ** —বিঃ কীর্তনাঙ্গ (গোষ্ঠলীলা)।

**গোষ্ঠাগার**—বিঃ গোষ্ঠ।

**গোষ্ঠাধ্যক্ষ**—বিঃ সভানেতা, সভাপতি।

**গোষ্ঠী**—বিঃ সভা; পরিবার, বংশ, দেশ। বিঃ **-পতি**—বংশের প্রধান ব্যক্তি। বিঃ **-বর্গ**—পরিবারের পরিজন ও জ্ঞাতিগণ।

**গোষ্পদ**—বিঃ গরুর পায়ের দ্বারা কৃত গর্ত।

**গোস**—বিঃ প্রভাত।

**গোসল**—বিঃ অবগাহন। বিঃ **-খানা**—স্নানের ঘর, বাথরুম, bathroom।

**গোসা, গোস্‌সা**—বিঃ ক্রোধ, রাগ, অভিমান। [আ]।

**গোসাপ**—**গোধা** দ্রষ্টব্য।

**গোসাই, গোসাঞি**—**গোঁসাই** দ্রষ্টব্য।

**গোস্ত**—বিঃ মাংস, গোমাংস। [আ]।

**গোস্তাকি**—বিঃ বেয়াদপি, ঔদ্ধত্য।

**গোস্বামী**—বিঃ পৃথিবীর অধিপতি : প্রভু, ভগবান, বৈষ্ণবগুরুর উপাধি।

**গোহ্য**—বিণঃ আচ্ছাদ্য, আবরণীয়, গোপনীয়।

**গৌ**—বিঃ গরু।

**গৌড়**—বিঃ বাংলা দেশের প্রাচীন নাম।

**গৌড়ী**—বিঃ গুড় দ্বারা প্রস্তুত মদীরা, সঙ্গীতের রাগিণী। [গৌড়+ঈ]।

**গৌড়ীয়**—বিণঃ গৌড়-সম্বন্ধীয়। [গৌড় +ঈয়]।

**গৌণ**—(১) বিণঃ অপ্রধান ; গুণ-সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ বিলম্ব, দেরী। [গুণ+অ]। বিঃ **-কর্ম**—অপ্রধান কর্ম। বিঃ **গৌণার্থ**—শব্দের অপ্রধান অর্থ।

**গৌতম**—বিঃ ঋষিবিশেষ, বুদ্ধদেব। [গোতম+অ]। বিঃ (স্ত্রী) : **গৌতমী**—গোতমবংশীয়া স্ত্রী ; দুর্গা।

**গৌর**—(১) বিণঃ শ্বেত ; ফরসা ; লোহিত ; স্বর্ণকান্তি। (২) বিঃ শ্রীচৈতন্য। বিঃ **-চন্দ্র**—শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীচৈতন্য। বিঃ **-চন্দ্রিকা**—মূল গীতের পূর্বে শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা ; ভূমিকা।

**গৌরব**—বিঃ মহিমা ; গরিমা ; সম্মান। [গুরু+অ]। বিণঃ **-মণ্ডিত**—সম্মানে ভূষিত। বিঃ **-রবি**—গৌরব রূপ সূর্য। বিঃ **-লাঘব**—গুরুত্বের লাঘবতা। বিণঃ **-শালী**—সম্ভ্রান্ত। বিণঃ **গৌরবান্বিত**—সম্মানিত ; গৌরববিশিষ্ট। [গৌরব+অন্বিত]। বিণঃ **গৌরবিণী**—গর্বিতা, গৌরবযুক্তা।

**গৌরাঙ্গ**—(১) বিণঃ গৌরবর্ণ দেহবিশিষ্ট। (২) বিঃ শ্রীচৈতন্য। বিণঃ (স্ত্রী): **গৌরাঙ্গী**।

**গৌরিকা**—বিঃ গৌরী ; অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা।

**গৌরী**—বিঃ গৌরবর্ণা নারী ; অবিবাহিতা অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা। [গৌর+ঈ]। বিঃ **-কাজল**—এক প্রকার কাজল। বিঃ **-কান্ত**—হর, শিব। বিঃ **-কাল**—স্ত্রীলোকের অষ্টম বর্ষ সময়। বিঃ **-পট্ট**—শিবলিঙ্গের নিম্নস্থ পীঠ। বিঃ **-শঙ্কর**—পার্বতী ও মহাদেব ; হিমালয়ের বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গ।

**গ্যাঁট**—বিণঃ স্থির, নিশ্চল।

**গ্যালি**—বিঃ যে কাষ্ঠফলকে ছাপার অক্ষর সাজাইয়া রাখা হয়।

**গ্যাস**—বিঃ কয়লা ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন বায়বীয় পদার্থ, gas। বিণঃ **গ্যাসীয়**—গ্যাস-সংক্রান্ত ; গ্যাসজাত। ক্রিঃ **গ্যাস দেওয়া**—বাজে ও মিথ্যা কথায় বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করা।

**গ্রথন**—বিঃ গাঁথা, রচনা। বিণঃ **গ্রথিত**—গাঁথা হইয়াছে এমন।

**গ্রথী**—বিঃ মিথ্যা জল্পনাকারী।

**গ্রন্থ**—বিঃ বই ; শাস্ত্র। [গ্রন্থ্+অ]। বিঃ **-কর্তা, -কার**—রচয়িতা, লেখক। বিঃ **-কীট**—বইয়ের পোকা ; যে কেবল গ্রন্থ লইয়া সময় কাটায়।

**গ্রন্থন**—বিঃ গাঁথনি ; রচনা। [গ্রন্থ্+অন]। বিঃ **গ্রন্থনা**—রচনা ; প্রস্তাবনা।

**গ্রন্থাগার**—বিঃ লাইব্রেরী ; পুস্তকাগার। বিঃ **গ্রন্থাগারিক**—গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ, লাইব্রেরিয়ান, librarian।

**গ্রন্থি**—বিঃ দেহসন্ধি, গাঁট, গিঁট, দেহের অভ্যন্তরের রস নিঃসরণকারী কোষ, gland। বিঃ **-বন্ধন**—গাঁটছড়া।

**গ্রন্থিক**—বিঃ দৈবজ্ঞ ; গণক। [গ্রন্থ+ইক]। কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব বিরাট নগরে বাসকালে এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

**গ্রন্থিল**—বিণঃ বহু গ্রন্থিযুক্ত।

**গ্রন্থিভেদ**—বিঃ গাঁইট-কাটা, পকেটমার।

**গ্রন্থিহর**—বিঃ সচিব ; অমাত্য ; মন্ত্রী।

**গ্রসন**—বিঃ গিলন, ভক্ষণ, [গ্রস্+অন]।

**গ্রসমান**—বিণঃ গ্রাস করিতেছে এমন।

**গ্রস্ত**—বিণঃ কবলিত ; গিলিত ; ভক্ষিত, অভিভূত। [গ্রস্+ত]।

**গ্রহ**—বিঃ সূর্য হইতে সৃষ্ট জ্যোতিষ্ক, planet ; ধারণ (রূপগ্রহ), উপলব্ধি (অর্থগ্রহ)। [গ্রহ্+অ]। বিঃ **-কঙ্কাল**—রাহু। বিঃ **-কণিকা**—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহখণ্ড। বিঃ **-কোপ, -দোষ-বৈগুণ্য**—গ্রহের ফের, গ্রহের প্রতিকূল দৃষ্টি। বিঃ **-চিন্তক**—দৈবজ্ঞ। বিঃ **-মণ্ডল**—গ্রহজগৎ। বিঃ **-রাজ**—সূর্য ; চন্দ্র ; শনি। বিঃ **-শান্তি**—অশুভ গ্রহের প্রভাব দূরীকরণের নিমিত্ত স্বস্ত্যয়ন বা পূজা। বিঃ **-স্ফুট**—গ্রহের স্থিতিজ্ঞাপক রাশি (জ্যোতিষ)।

**গ্রহণ**—বিঃ প্রাপ্তি ; লওয়া, স্বীকার, সূর্যাদির গ্রাস। [গ্রহ্+অন]। বিণঃ **গ্রহণীয়**—গ্রহণযোগ্য, গ্রাহ্য।

**গ্রহণি, গ্রহণী**—বিঃ রোগবিশেষ।

**গ্রহনেমী**—বিঃ চন্দ্র ; সদৃশ।

**গ্রহাচার্য**—বিঃ দৈবজ্ঞ।

**গ্রহীতব্য**—বিণঃ গ্রহণযোগ্য।

**গ্রহীতা**—বিণঃ গ্রহণকারী। [গ্রহ্+তৃ]।

**গ্রাবু**—বিঃ একপ্রকার তাস খেলা।

**গ্রাম**[১]—বিঃ পল্লী, পাড়াগাঁ, ছোট লোকবসতি। বিঃ **-ণী**—গ্রামের নায়ক, প্রধান। বিঃ **-ত**—গ্রাম্য সূত্রধর। বিঃ **-ভাটি**—গ্রামবৃত্তি। বিঃ **-মৃগ**—কুকুর। বিঃ **-যাজক**—গ্রাম পুরোহিত। বিঃ **গ্রামান্তর**—ভিন্ন গ্রাম, অন্য গ্রাম।

**গ্রাম**[২]—বিঃ ওজনের মাপবিশেষ।

**গ্রামিক**—বিঃ গ্রামের অধিকারী ; গ্রাম রক্ষায় নিযুক্ত যে। [গ্রাম+ইক]।

**গ্রামী**—বিণঃ গ্রামের কর্তা ; গ্রাম্য।

**গ্রামীণ**—বিণঃ গ্রামোৎপন্ন ; গ্রামে জাত ; গ্রাম্য। [গ্রাম+ঈন]।

**গ্রাম্য**—বিণঃ গ্রামে জাত ; গেঁয়ো।

**গ্রাস**—বিঃ গিলন, ভক্ষণ, খোরাক, গ্রহণ-কালে আচ্ছাদিত হওন (চন্দ্রের পূর্ণগ্রাস)।

**গ্রাসাচ্ছাদন**—বিঃ অন্নবস্ত্র ; অশন ও বসন। [গ্রাস+আচ্ছাদন]।

**গ্রাহ**—বিঃ গ্রহণ, জ্ঞান ; আগ্রহ। [গ্রহ+অ]। বিণঃ **-ক**—গ্রহণকারী, ক্রেতা। (স্ত্রী)ঃ **গ্রাহিকা**।

**গ্রাহিত**—বিণঃ গ্রহণ করা হইয়াছে এমন, স্বীকৃত।

**গ্রাহী**—বিণঃ যে গ্রহণ করে, গ্রহণকারী।

**গ্রাহ্য**—বিণঃ গ্রহণযোগ্য ; বিবেচ্য। ক্রিঃ **গ্রাহ্য করা**—মান্য করা।

**গ্রীক**—বিঃ গ্রীসদেশীয়, Greek।

**গ্রীবা**—বিঃ গলদেশ, ঘাড়। [গৃ+ব+আ]। বিঃ **-দেশ**—স্কন্ধদেশ ; গলদেশ।

**গ্রীবী**—বিণঃ সুন্দর গ্রীবাবিশিষ্ট।

**গ্রীষ্ম**—বিঃ গরমের সময়, নিদাঘ। [গ্রস্+ম]। বিণঃ **-কালীন**—গ্রীষ্মকালে জাত। বিণঃ **-পীড়িত**—তাপশ্রান্ত। বিণঃ **-প্রধান**—যে স্থানে গ্রীষ্মই অধিক দিন স্থায়ী। বিঃ **-মণ্ডল**—কর্কটক্রান্ত ও মকরক্রান্তের অন্তর্ভুক্ত অধিক গ্রীষ্মযুক্ত ভূ-ভাগ, torrid zone। বিঃ **গ্রীষ্মাবকাশ**—গরমের ছুটি। বিঃ **গ্রীষ্মাতিশয্য**—প্রচণ্ড গরম।

**গ্রেণ**—বিঃ ইংরাজী পরিমাণ জ্ঞাপক, grain।

**গ্রেপ্তার**—**গেরেফতার** দ্রষ্টব্য।

**গ্রৈব, গ্রৈবেয়**—বিঃ গ্রীবা-সম্বন্ধীয়।

**গ্রৈবেয়ক**—বিঃ গ্রীবাভরণ, কণ্ঠহার।

**গ্রৈষ্মিক**—বিণঃ গ্রীষ্ম-সম্বন্ধীয়।

**গ্লানি**—বিঃ ক্লান্তি ; অবসাদ ; ময়লা (অন্তরের গ্লানি) ; নিন্দা, কল্পিত দোষারোপ (আত্মগ্লানি)। [গ্লৈ+তি]। বিণঃ **গ্লানি**।

**গ্লাস**—বিঃ পানপাত্র, গেলাস, glass।

**গ্লৌ**—বিঃ চন্দ্র ; কর্পূর।

## ঘ

**ঘ**—বিঃ বাঙলা ভাষার চতুর্থ ব্যঞ্জন-বর্ণ।

**ঘচ্ঘচ্**—অব্যঃ ঘচ্ঘচ্ করিয়া কর্তন করার কল্পিত শব্দ।

**ঘট**—বিঃ কুম্ভ, কলস, ভাণ্ড ; গজ-কুম্ভ ; ছোট কলসী ; পাত্র ; মাথা, মগজ।

**ঘটক**—বিঃ দূত ; যোজক, বিবাহের সম্বন্ধস্থাপনকারী ব্যক্তি। (স্ত্রী)ঃ **ঘটকী**।

**ঘটকর্পর**—বিঃ কলসীর টুকরা, কুম্ভকার ; ঘটকার।

**ঘটকার**—বিঃ কুম্ভকার।
**ঘটকালী**—বিঃ ঘটকের কাজ বা পারিশ্রমিক ; বিবাহের সম্বন্ধস্থাপন।
**ঘটন**—বিঃ যোজনা ; সংগঠন ; মিলন।
**ঘটনা**—বিঃ যোজনা ; আকস্মিক ব্যাপার। [ঘট্+অন+আ]। ক্রি-বিণঃ **-ক্রমে, -চক্রে**—দৈবাৎ। বিণঃ **-ধীন**—আকস্মিক ব্যাপারের ফলে। বিণঃ **-বহ**—ঘটনাকারক ; ঘটনার আবহ। বিঃ **-স্রোত**—ধারাবাহিক ঘটনা। বিঃ **-বলী**—ঘটনাসমূহ। বিণঃ **-পূর্ণ, -বহুল**—ঘটনাসমৃদ্ধ।
**ঘটনীয়**—বিণঃ যাহা ঘটিতে পারে এমন। [ঘট্+অনীয়]।
**ঘটপট**—বিঃ ঘট ও বস্ত্র।
**ঘটমান**—বিণঃ ঘটিতেছে এমন। [ঘট্+আন]।
**ঘটযোনী**—বিঃ কুম্ভযোনী ; অগস্ত্য-ঋষি।
**ঘটা[১]**—ক্রিঃ সম্পন্ন হওয়া।
**ঘটা[২]**—বিঃ ঘটন ; সমারোহ ; জাঁক-জমক।
**ঘটান, ঘটানো**—(১) ক্রিঃ সম্পন্ন করানো। (২) বিঃ সঙ্ঘটিত করণ। (৩) বিণঃ অপরের দ্বারা সঙ্ঘটিত।
**ঘটাটোপ**—বিঃ ঘেরাটোপ ; জিনিস-পত্রের আবরণ।
**ঘটি**—বিঃ কলসী ; ছোট জল রাখিবার পাত্র ; দণ্ডাত্মক কাল ;
**ঘটিকা**—বিঃ কলসী ; ঘটি ; নির্দিষ্ট সময়, ঘড়ি।
**ঘটিত**—বিণঃ সঙ্ঘটিত, সম্পাদিত। বিণঃ **ঘটিতব্য**—ঘটিতে পারে এমন, সম্পাদিত হইতে পারে এমন।
**ঘট্‌ঘট্**—অব্যঃ পাত্রাদি নাড়াচাড়ার শব্দ।
**ঘটোদ্ভব**—বিঃ ঘট হইতে উদ্ভূত।
**ঘট্ট**—বিঃ জলাবতরণিকা, তীর্থ ; ঘাট।
**ঘট্টজীবী**—বিঃ পাটনীজাতি, যাহারা নদী পারাপার করে।
**ঘট্টন**—বিঃ ঘর্ষণ ; সংঘটন। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **ঘট্টনী**। বিণঃ **ঘট্টিত**—সংঘটিত ; নির্মিত।
**ঘড়ঘড়**—**ঘর্ঘর** দ্রষ্টব্য।
**ঘড়া**—বিঃ তৈজস, কুম্ভ ; পিতলের কলসী।
**ঘরাঞ্চি**—বিঃ সিঁড়িযুক্ত উঁচু টুল।
**ঘড়ি, ঘড়ী**—বিঃ ছোট ঘড়া ; সময় নির্দেশক যন্ত্র।
**ঘড়িয়াল, ঘড়েল**—বিঃ ঘড়িবাদক, এক ধরণের কুমীর ; মেছো কুমীর ; ধূর্ত, ধড়িবাজ।
**ঘণ্ট**—বিঃ তরকারিবিশেষ।
**ঘণ্টা**—বিঃ একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ; প্রহর।
**ঘণ্টাকর্ণ**—বিঃ জনৈক শিবানুচর ; ঘেঁটুফুল, ঘেঁটুঠাকুর।
**ঘণ্টিকা, ঘণ্টী**—বিঃ ক্ষুদ্র ঘণ্টা ; আল-জিভ্।
**ঘণ্টেশ্বর**—বিঃ মঙ্গলপুত্র ঘেঁটু ; পুরাণে বর্ণিত দেবতা।
**ঘন**—বিণঃ নিবিড় ; কঠিণ ; দুর্ভেদ্য ; স্থায়ী ; পুরু ; ঘোর ; তিন অঙ্কের গুণফল, cube। বিঃ **-কফ**—গাঢ় শ্লেষ্মা ; শিল ; করকা। বিঃ **-কাল**—বর্ষাকাল। বিণঃ **-কৃষ্ণ**—খুব কালো। বিঃ **-ক্ষেত্র**—যে ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ তিনটিই সমান। বিঃ **-ঘটা**—মেঘাড়ম্বর। বিঃ **-জ্বালা**—বিদ্যুৎ ; বজ্রাগ্নি। বিঃ **-নাভি**—ধূম্র ; ধোঁয়া। বিণঃ **-নীল**—গাঢ় নীলবর্ণ। বিঃ **-পল্লব**—নিবিড় পল্লব। বিঃ **-বর্ত্ম**—আকাশ। বিঃ **-বল্লী**—বিদ্যুৎ; ঘন-

জ্বালা। বিঃ **-বাত**—নরক। বিঃ **-বাস**—কুষ্মাণ্ড। বিঃ **-বাহন**—মেঘবাহন; ইন্দ্র। বিণঃ **-বিন্যস্ত**—সন্নিবিষ্ট। বিঃ **-বীথি**—আকাশ। বিঃ **-মূল**—তিনটি সমান রাশি দ্বারা গুণিত গুণফল। **-শ্যাম**—(১) বিণঃ মেঘের ন্যায় বর্ণ। (২) বিঃ কৃষ্ণ। বিঃ **-সার**—কর্পূর; পারদ; চন্দন। বিঃ **-স্বন**—মেঘের শব্দ।

**ঘনাগম**—বিঃ বর্ষাকাল; জলদাগম।

**ঘনাঙ্ক**—বিঃ ঘনতার পরিমাণ, ঘনত্ব।

**ঘনাত্যয়, ঘনান্ত**—বিঃ শরৎকাল; মেঘাপগম; বর্ষণ শেষ।

**ঘনান, ঘনানো**—ক্রিঃ নিকটবর্তী হওয়া, ঘন হইয়া আসা।

**ঘনান্ধকার**—বিঃ গাঢ় অন্ধকার।

**ঘনাবৃত**—বিণঃ মেঘদ্বারা আবৃত।

**ঘনায়মান**—বিণঃ ঘন হইয়া আসিতেছে এমন।

**ঘনাশ্রয়**—বিঃ মেঘ, জলদ।

**ঘনিষ্ঠ**—বিণঃ অতিশয় ঘন, অন্তরঙ্গ। বিঃ **ঘনিষ্ঠতা**—সবিশেষ আত্মীয়তা।

**ঘনীকৃত**—বিণঃ ঘন করা হইয়াছে এমন।

**ঘনীভূত**—বিণঃ ঘন হইয়াছে এমন; জমাট। [ঘন+ঈ+ভূ+ত]।

**ঘনোপল**—বিঃ করকা; শীল।

**ঘর**—বিঃ গৃহ, আলয়, বাড়ী: কক্ষ। বিঃ **-কন্না**—গৃহস্থালি; সংসার। বিণঃ **-কুনো**—অমিশুক; ঘর ছাড়িয়া নড়িতে চাহে না এমন। বিণঃ **-ছাড়া**—গৃহত্যাগী: বৈরাগী। বিঃ **-ট্ট**—পেষণ-যন্ত্র; জাঁতা। বিঃ **-নী**—গিন্নী, পত্নী, ভার্যা। বিণঃ **-পোড়া**—যাহার ঘর পুড়িয়াছে। বিণঃ **-পোষা**—গৃহপালিত। বিঃ **-জামাই**—শ্বশুরালয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জামাই। বিণঃ **-জ্বালানো**—পরিবারের সুখশান্তি নষ্ট করে এমন। (স্ত্রী): **-জ্বালানী**। বিঃ **ঘরের শত্রু**—স্বদলের শত্রুতা সাধন করে যে। **ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পায়**—একবার বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার পর ঐরূপ বিপদের সামান্য আভাসেই ভীত হয়। **ঘরবার করা**—আকুল প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করা। **ঘরে আগুন দেওয়া**—স্বজনের ধ্বংস করা।

**ঘরহি**—বিঃ ঘরে, গৃহে, বাড়িতে [ব্রজ]।

**ঘরাও**—বিণঃ ঘরোয়া, গৃহ-সম্পর্কিত।

**ঘরানা, ঘরাণা**—বিণঃ পারিবারিক, বংশগত, বনেদী।

**ঘরামি, ঘরামী**—বিঃ গৃহকারক; কুটির নির্মাতা।

**ঘরোয়া**—বিণঃ গৃহ-সংক্রান্ত; স্বকীয়, পারিবারিক।

**ঘর্ঘর**—বিঃ চলন্ত গাড়ির চাকার শব্দ। বিণঃ **ঘর্ঘরিত**—ঘর্ঘর শব্দবিশিষ্ট।

**ঘর্ঘরিকা, ঘর্ঘরী**—বিঃ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা; নদীবিশেষ; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

**ঘর্ম**—বিঃ স্বেদ, ঘাম। [ঘৃ+ম]। বিঃ **ঘর্মচর্চিকা**—ঘামাচি। বিণঃ **ঘর্মাক্ত**—স্বেদজলে সিক্ত। বিঃ **-কলেবর**—স্বেদজলে সিক্ত শরীর।

**ঘর্ষক**—বিণঃ ঘর্ষণকারী। (স্ত্রী): **ঘর্ষিকা**।

**ঘর্ষণ**—বিঃ মার্জন; সংঘর্ষ। [ঘৃষ্+অন]। বিণঃ **ঘর্ষিত**—ঘষা বা মাজা হইয়াছে এমন।

**ঘর্ষণী**—বিঃ হরিদ্রা, হলুদ।

**ঘষটান, ঘষটানো, ঘষড়ান, ঘষড়ানো**—ক্রিঃ ঘষিয়া ঘষিয়া টানা; ক্রমাগত ঘষা। বিঃ **ঘষটানি, ঘষড়ানি**—ঘর্ষণ হেঁচড়ানি, রগড়ানি।

**ঘষা**—(১) ক্রিঃ ঘর্ষণ করা। (২) বিণঃ অস্বচ্ছ (ঘষা কাচ)।
**ঘষাঘষি**—বিঃ পরস্পর ঘর্ষণ।
**ঘষামাজা**—বিণঃ উজ্জ্বল ; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।
**ঘস**—বিঃ ভক্ষণ, ভোজন।
**ঘসি**—বিঃ অন্ন।
**ঘা**—বিঃ আঘাত, চোট্, প্রহার ; ক্ষত। ক্রিঃ **ঘা করা**—ক্ষত উৎপাদন করা। **ঘা খাওয়া**—বেদনা প্রাপ্ত হওয়া। **ঘা দেওয়া**—বেদনা দেওয়া। **ঘা মারা**—আঘাত করা। **ঘা শুকানো**—ক্ষত সারিয়া যাওয়া। **ঘা-সওয়া**—আঘাত সহ্য করা। **ঘা হওয়া**—ক্ষত হওয়া। বিণঃ **ঘা-কতক**—বেশ কিছু প্রহার। **খুঁচিয়ে ঘা করা**—পুরাতন বিষয়ের অবতারণা করিয়া অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করা।
**ঘাই**—বিঃ ভাসমান মৎস্যের জলমধ্যে পুচ্ছাঘাত।
**ঘাইল**—**ঘায়েল** দ্রষ্টব্য।
**ঘাউয়া, ঘেয়ো**—বিণঃ ব্রণযুক্ত, ঘাযুক্ত।
**ঘাঁট**—বিঃ ঘাঁটা তরকারি ; মিশ্রিত ব্যঞ্জন ; দেবতাবিশেষ ; ঘেঁটুঠাকুর।
**ঘাঁটন**—বিঃ আলোড়ন ; মন্থন।
**ঘাঁটা**—ক্রিঃ মন্থিত করা ; আবর্তন করা। বিঃ বিণঃ মিশ্রিত করণ। বিঃ **-ঘাঁটি**—ক্রমাগত আন্দোলন। ক্রিঃ **-ন, -নো**—নাড়ানো ; চটানো।
**ঘাঁটি**—বিঃ চৌকি, থানা, আড্ডা। বিঃ **-য়াল**—ঘাঁটির প্রহরী।
**ঘাঁত, ঘাঁইত**—বিঃ কায়দা ; কৌশল ; ফন্দি ; সুযোগ, সুবিধা।
**ঘাঁতঘোঁত**—বিঃ অন্ধিসন্ধি ; মতলব।
**ঘাগরা**—বিঃ স্ত্রীলোকদের নিম্নাঙ্গের পোষাক। [হি]।
**ঘাগি, ঘাগী**—বিণঃ ভুক্তভোগী ; পুরাতন দাগী আসামী। [হি]।
**ঘাঘর**—বিঃ ঝাঁজবাদ্য।
**ঘাট**[১]—বিঃ পুকুর নদী প্রভৃতি জলাধারে অবতরণ স্থান। বিঃ **-ওয়াল, ঘাটোয়াল**—পাটনী ; ঘাটরক্ষক। বিঃ **ঘাটোয়ালি**—পাটনীর কাজ। বিঃ **-লা**—পাকা ঘাট। ক্রি-বিণঃ **ঘাটে ঘাটে**—প্রতি ঘাটে ; সর্বত্র।
**ঘাট**[২]—বিঃ ত্রুটি, অপরাধ। বিঃ **ঘাটতি**—কমতি, অভাব। ক্রিঃ **ঘাট মানা**—ত্রুটি স্বীকার করিয়া লওয়া।
**ঘাটা**—বিঃ নদীর তীরে নৌকা ভিড়াইবার স্থান ; হাট ; গঞ্জ।
**ঘাড়**—বিঃ গ্রীবা, গর্দান, গলা ; কণ্ঠদেশ। বিঃ **-ধাক্কা**—গলা ধাক্কা।
**ঘাড়ান, ঘাড়ানো**—ক্রিঃ ঘাড়ে লওয়া ; বহন করা।
**ঘাত**—বিঃ আঘাত, প্রহার ; ক্ষত, ঘা। বিঃ **-চিহ্ন**—বর্গ ঘন প্রভৃতি সূচক অঙ্ক। বিণঃ **-সহ**—আঘাত সহ্য করিতে পারে এমন।
**ঘাতক**—বিঃ বিণঃ হত্যাকারী ; জহ্লাদ। [হন্+অক]।
**ঘাতন**[১]—বিঃ বিনাশ ; হত্যা ; যজ্ঞার্থে পশু বলি। [হন্+অন]।
**ঘাতন**[২]—বিঃ প্রহার করিবার অস্ত্র ; বিণঃ অপরের দ্বারা বধ করণ। [হন্+ণিচ্+অন]।
**ঘাত-প্রতিঘাত**—বিঃ উত্থান পতন ; আঘাত-প্রত্যাঘাত।
**ঘাতী**—বিণঃ হত্যাকারী, বধকারী। [হন্+ইন্]। বিণঃ (স্ত্রী): **ঘাতিনী**।
**ঘাতুক**—বিণঃ ক্রূর ; হিংস্র ; নিষ্ঠুর ; জহ্লাদ। [হন্+উক]।

**ঘাত্য**—বিণঃ হননীয় ; বধার্হ ; বধ্য।

**ঘানি, ঘানী**—বিঃ কলুর তৈল-নিষ্কাশন যন্ত্রবিশেষ ; কূট-কৌশল। বিঃ **-গাছ**—তৈল-নিষ্কাশন-যন্ত্রের দীর্ঘ দন্ড। বিঃ **-ঘর**—তৈল-নিষ্কাশন গৃহ। ক্রিঃ **-টানা**—কারাদন্ড ভোগ করা।

**ঘাপটি, ঘুপটি**—বিঃ লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান ; অন্ধকার। **ঘাপটি-মারা**—ক্রিঃ শিকারের অপেক্ষায় ওত পাতা।

**ঘাবড়ান, ঘাবড়ানো**—ক্রিঃ বিহ্বল বা বিভ্রান্ত হওয়া ; থতমত খাওয়া।

**ঘাম**—বিঃ স্বেদবারি, ঘর্ম।

**ঘামা**—ক্রিঃ ঘর্মাক্ত হওয়া। বিঃ ঘর্মাক্ত হওন। ক্রিঃ **-ন, -নো**—ঘর্মাক্ত করানো ; খাটানো।

**ঘামাচি**—বিঃ স্বেদসিক্ত হওয়ার দরুণ দেহে উদ্গত ক্ষুদ্র ব্রণবিশেষ।

**ঘায়েল, ঘাইল**—বিণঃ জব্দ ; আহত ; জখম ; বিনষ্ট। [হি]।

**ঘাস**—বিঃ দূর্বাদি তৃণ ; গবাদি পশুর খাদ্য। (বিদ্রূপে) ক্রিঃ **-কাটা**—বৃথা বা বাজে কাজ করা।

**ঘাসী**—বিঃ ঘাস ব্যবসায়ী। বিণঃ ঘাস-সম্বন্ধীয়।

**ঘাসুড়িয়া, ঘাসুড়ে**—বিঃ ঘাস কর্তন-কারী।

**ঘি**—বিঃ ঘৃত, আজ্য।

**ঘিওর, ঘিয়োর**—বিঃ ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন।

**ঘিঞ্জি, গিঞ্জি**—বিণঃ সংকীর্ণ ; নিবিড়।

**ঘিন্ ঘিন্**—অব্যঃ ঘৃণা প্রকাশ ; ঘৃণার জন্য অস্বস্তিবোধ।

**ঘিন্ ঘিনে**—বিণঃ ঘৃণাকারী ; যাহার কিছুই রুচিকর হয় না।

**ঘিরা, ঘেরা**—ক্রিঃ বেষ্টন করা, বেড়া দেওয়া।

**ঘিলু**—বিঃ মাথার ঘি, মগজ।

**ঘিস্কাপ**—বিঃ ছুতোর মিস্ত্রির রেঁদা-যন্ত্র।

**ঘুঁজি, ঘুঞ্জি**—বিঃ স্বল্প পরিসর, সংকীর্ণ স্থান।

**ঘুঁটি**—বিঃ দাবা পাশা খেলার গুটিকা ; ইঁটের টুকরো।

**ঘুঁটিয়া, ঘুঁটে**—বিঃ চক্রাকৃতি শুষ্ক গোময় (জ্বালানীতে ব্যবহৃত)। **ঘুঁটেকুড়ানি** — সহায়-সম্বলহীনা নারী।

**ঘুগনি**—বিঃ সিদ্ধ ছোলা বা মটরের সহিত আলু, নারিকেল, টক প্রভৃতি সংমিশ্রণে সুস্বাদু খাবারবিশেষ।

**ঘুঘু**—বিঃ বনকপোত, পক্ষিবিশেষ, অতি চালাক ব্যক্তি ; চতুর, কূট-কৌশলী লোক।

**ঘুঙুর, ঘুংগুর, ঘুঙ্ঘুর**—বিঃ পায়ের অলঙ্কারবিশেষ; কিঙ্কিণী, শিঞ্জিনী; নূপুর।

**ঘুচা, ঘোচা**—ক্রিঃ নষ্ট হওয়া, দূর হওয়া।

**ঘুট্ঘুটে**—বিণঃ অতি নিবিড়, অতি ঘোর (অন্ধকার)।

**ঘুড়ি, ঘুড়ী**[১]—বিঃ আকাশে উড়াইবার নিমিত্ত কাগজের খেলনাবিশেষ ; ঘুড্ডী।

**ঘুড়ী**[২]—বিঃ ঘোটকী।

**ঘুণ**—বিঃ কাঠখেকো পোকা।

**ঘুণাক্ষর**—বিঃ ঘুণকৃত অক্ষর ; বিন্দু-মাত্র ; ইঙ্গিত ; আঘাত।

**ঘুণ্টি**—বিঃ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ; গোল বোতাম।

**ঘুনসি**—বিঃ সূত্রময় কটিবন্ধনী।

**ঘুনি**—বিঃ সরু বাঁশের শলা দিয়া নির্মিত ছোট মাছ ধরিবার খাঁচা।

**ঘুপসি**—বিঃ জড়োসড়ো হইয়া লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান ; ছোট জায়গা।

**ঘুম**—বিঃ নিদ্রা, সুপ্তি। বিণঃ **-কাতুরে** ঘুমের জন্য কাতর, ঘুমপ্রিয়। বিঃ **-ঘোর**—প্রগাঢ় নিদ্রা ; নিদ্রার আবেশ। বিণঃ **-ন্ত**—নিদ্রিত।

**ঘুমান, ঘুমানো**—ক্রিঃ নিদ্রা যাওয়া, নিদ্রিত হওয়া।

**ঘুর**—(১) বিঃ চক্র ; আবর্তন ; পাক। (২) বিণঃ অসরল, সোজার বিপরীত। বিঃ **-পথ**—সোজা পথের বিপরীত। বিঃ **-পেঁচ**—জটিলতা ; কুটিলতা। বিঃ **-ঘুট**—ঘন অন্ধকার। বিঃ **-ঘুর**—অভিসন্ধিমূলক আনাগোনা। বিঃ **-পাক**—চক্রবৎ পরিভ্রমণ।

**ঘুরান, ঘুরানো**—ক্রিঃ পাক দেওয়া।

**ঘুরুনি**—বিঃ জলাবর্ত, পাকজল ; মস্তক ঘূর্ণন রোগ।

**ঘুর্ঘুর**—বিঃ ঘুরঘুরিয়া পোকা।

**ঘুর্ঘুরিকা**—বিঃ রোগবিশেষ।

**ঘুলান, ঘুলানো**—ক্রিঃ মিশ্রিত করা।

**ঘুলঘুলি**—বিঃ ছোট গোলাকার গবাক্ষবিশেষ।

**ঘুষ, ঘুস**—বিঃ উৎকোচ, গোপনে দেয় অবৈধ পারিতোষিক। বিঃ **-খোর**—উৎকোচ গ্রহণকারী।

**ঘুষ্‌কি, ঘুষ্‌কী**—বিঃ গুপ্তবেশ্যা ; গৃহস্থা কুলটা।

**ঘুষঘুষে**—বিণঃ চাপা, অস্পষ্ট ; অল্প অল্প (ঘুষঘুষে জ্বর)।

**ঘুষা**[১], **ঘুষি**—বিঃ মুষ্টি, কিল। বিঃ **ঘুষাঘুষি**—পরস্পর মুষ্টি প্রহার।

**ঘুষা**[২]—বিঃ ক্ষুদ্র চিংড়ি মাছবিশেষ।

**ঘুষান, ঘুষানো**—ক্রিঃ আবৃত্তি বা ঘোষণা করা ; মুষ্টিপ্রহার করা।

**ঘুষিত**—বিণঃ ধ্বনিত, শব্দিত।

**ঘুসি**—বিঃ ঘুষি, মুষ্টি, কিল।

**ঘুৎকার**—বিঃ পেচকের রব, ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ।

**ঘুর, ঘুর**—বিঃ ঘোরপাক।

**ঘূর্ণ**—(১) বিঃ ঘূর্ণি, ঘূর্ণন। (২) বিণঃ ঘূর্ণিত, আবর্তিত। [ঘূর্ণ+অ]। বিঃ **-ন**—আবর্তন, ক্রমাগত ঘুরন। বিঃ **-বাত, -বায়ু**—ঘূর্ণিঝড়। বিণঃ **-মান**—ঘুরিতেছে এমন।

**ঘূর্ণাবর্ত**—বিঃ ঘূর্ণিজল, whirlpool।

**ঘূর্ণায়মান**—বিণঃ ঘুরানো হইতেছে এমন।

**ঘূর্ণি**—বিঃ ঘূর্ণন, ঘুরন, ভ্রমণ, ঘূর্ণাবর্ত। [ঘূর্ণ+ই]। বিঃ **-জল**—পাকজল, জলাবর্ত। বিঃ **-ঝড়**—ঝড়ের পাক। বিণঃ **-ত**—আবর্তিত। বিঃ **-বাত, -বায়ু**—ঘূর্ণিঝড়, যে বায়ু পাক মারিতে মারিতে বেগে ছুটিয়া চলে।

**ঘূর্ণ্যমান**—বিঃ ঘুরানো হইতেছে এমন।

**ঘৃণা**—বিঃ অশ্রদ্ধা; অতিশয় বিতৃষ্ণা, নোংরামির জন্য বিরাগ। [ঘৃণ্‌+অ+আ]। বিণঃ **-র্হ, ঘৃণ্য**—ঘৃণার যোগ্য। বিণঃ **-স্পদ**—ঘৃণার পাত্র। বিণঃ **ঘৃণিত**—ঘৃণাপ্রাপ্ত ; কদর্য ; হেয় ; নিন্দিত। বিণঃ . **ঘৃণী**—ঘৃণাকারী; দয়ালু।

**ঘৃত**—বিঃ হবিঃ, আজ্য ; ঘি।

**ঘৃতকুমারী**—বিঃ ওষধিবিশেষ, একপ্রকার কবিরাজী ঔষধের গাছ।

**ঘৃতকেশ**—বিঃ অগ্নি, সর্বভুক।

**ঘৃতপ**—বিণঃ ঘৃত পানকারী। বিঃ আজ্যপ-নামক পিতৃগণ।

**ঘৃতাক্ত**—বিণঃ ঘিয়ে মাখা, ঘি-মিশ্রিত।

**ঘৃতাচী**—বিঃ অনন্ত যৌবনা এক অপ্সরা ; কুশনাভ-পত্নী।

**ঘৃতান্ন**—বিঃ ঘি মিশ্রিত অন্ন, ঘি-ভাত।

**ঘৃতার্চিঃ, ঘৃতার্চি**—বিঃ অগ্নি। [ঘৃত+ অর্চিস্]।

**ঘৃতাহুতি**—বিঃ মন্ত্রপাঠ সহকারে যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ।

**ঘৃতোদ**—বিঃ ঘৃত-সমুদ্র, ঘিয়ের সাগর।

**ঘৃষ্ট**—বিণঃ যাহা ঘষা হইয়াছে এমন; মর্দিত; মার্জিত। [ঘৃষ্+ত]।

**ঘৃষ্টি**—বিঃ ঘর্ষণ, স্পর্ধা।

**ঘেউ, ঘেউঘেউ**—অব্যঃ, বিঃ কুকুরের ডাক।

**ঘেঁচড়া**[১]—বিণঃ অবাধ্য ; অবশ ; ঠেঁটা; নির্লজ্জ।

**ঘেঁচড়া**[২]—বিঃ পুনঃপুনঃ ঘর্ষণজনিত কড়া।

**ঘেঁচু**—বিঃ ছোট কচু, কিছুই নহে।

**ঘেঁটু**—বিঃ শিবের অনুচর, ঘণ্টাকর্ণ।

**ঘেঁষ**—(১) বিঃ ছোঁয়া, স্পর্শ ; ঘর্ষণ-ধ্বনি। (২) স্পৃষ্ট, ঘনিষ্ঠ।

**ঘেঁষা**—ক্রিঃ নিকটবর্তী হওয়া; ঘনিষ্ঠ হওয়া ; সংস্রবে আসা। বিঃ **-ঘেঁষি** —চাপাচাপি করিয়া অবস্থান।

**ঘেঁস**—বিঃ কয়লার ছাই ; কয়লার গুঁড়ো।

**ঘেঙান, ঘেঙানো, ঘেঙ্গান, ঘেঙ্গানো**—ক্রিঃ ঘ্যানঘ্যান করা। বিঃ **ঘেঙানি**।

**ঘেটেল**—বিঃ ঘাটরক্ষক, খেয়াঘাটের মাঝি। **ঘেটেলি, -লী**—বিঃ ঘেটেলের কাজ।

**ঘেন্না**—বিঃ **ঘৃণা**-র কথ্যরূপ।

**ঘেয়ো**—বিণঃ ঘা-যুক্ত।

**ঘের**—বিঃ বেড়, পরিধি।

**ঘেসেড়া**—বিঃ যে ঘোড়ার ঘাস কাটে।

**ঘেসো**—বিণঃ ঘাস দ্বারা আচ্ছাদিত।

**ঘোঁজ**—বিঃ বক্র স্থান; বাঁক; কোণ। বিঃ **-ঘাঁজ**—সঙ্কীর্ণ স্থান।

**ঘোঁট**—বিঃ দশজনে মিলে আলোচনা। **-পাকান, -পাকানো**—(১) ক্রিঃ জটলা করা। (২) বিঃ জটলা করণ। বিঃ **-ন, -না**—আবর্তন দণ্ড।

**ঘোঁটা**—ক্রিঃ তোলপাড় করা ; নাড়া।

**ঘোঁৎ-ঘোঁৎ**—অব্যঃ শূকরের ডাক।

**ঘোগ**—বিঃ এক ধরনের ছোট বাঘ, বৃক ; তরক্ষু।

**ঘোটক**—বিঃ অশ্ব, ঘোড়া। বিঃ (স্ত্রী) ঃ **ঘোটকী**—মাদী ঘোড়া।

**ঘোড়দৌড়**—বিঃ জুয়া খেলার জন্য ঘোড়ার দৌড়ের প্রতিযোগিতা।

**ঘোড়সওয়ার**—বিণঃ অশ্বারোহী; অশ্বারূঢ়।

**ঘোড়া**—বিঃ অশ্ব, তুরঙ্গ ; দাবা খেলার একটি ঘুঁটি। বিঃ **ঘোড়ার ডিম**—অলীক বস্তু, কিছুই নয়। বিঃ **ঘোড়া রোগ**—অবস্থার অতিরিক্ত বাবুগিরি করিবার প্রবৃত্তি। বিঃ **ঘোড়াশাল**—আস্তাবল; ঘোড়া থাকি-বার জায়গা।

**ঘোণা**—বিঃ নাসিকা; অশ্ব-নাসিকা।

**ঘোপ**—বিঃ খোপ ; নির্জন জায়গা।

**ঘোমটা**—বিঃ অবগুণ্ঠন; স্ত্রীলোকের মুখের আবরণ। **ঘোমটার ভেতর খেমটা নাচ**—কুলবধূর বেশে অসতীত্ব।

**ঘোর**—(১) বিণঃ দারুণ; ভয়ঙ্কর; সংকটময়। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ **ঘোরা**। (২) বিঃ জড়তা, আবেশ ; অন্ধকার; মোহ। বিঃ **-ঘোর**—অল্প অন্ধকার। বিঃ **-পেঁচ, -প্যাঁচ, -ফের**—জটিলতা, কুটিল অভিসন্ধি। বিণঃ **-তর**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; অতি নিদারুণ। বিণঃ **-দর্শন**—ভীষণাকার। বিণঃ **-রূপা**—ভীষণাকারা।

**ঘোরা**—(১) বিণঃ দারুণ; ভয়ঙ্করী। (২) ক্রিঃ ঘুরিয়া বেড়ানো। (৩) বিঃ ভয়ানক রাত্রি; রবি-সংক্রান্তি-বিশেষ (জ্যোতিষ)।

**ঘোরাল, ঘোরালো**—বিণঃ গাঢ়, গাঢ়তর; ঘটাচ্ছন্ন; জটিল।

**ঘোল**—বিঃ মথিত দধি; তক্র। **-খাওয়া** নাকানি চোবানি খাওয়া; নাস্তানাবুদ হওয়া। বিঃ **-মউনি**—দধি মন্থন করিবার দণ্ডবিশেষ।

**ঘোলা**—বিণঃ আবিল, পঙ্কিল; অপরিষ্কার; কাদাটে। বিণঃ **ঘোলাটে**—ঈষৎ ঘোলা।

**ঘোলান, ঘোলানো**—ক্রিঃ ঘোলা করা, বিশৃঙ্খল করা।

**ঘোষ**—বিঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাধি; বিশেষ গম্ভীর ধ্বনি; ঘোষণা। **-যাত্রা**—নৃপতির গোধন পরিদর্শনের জন্য যাত্রা।

**ঘোষক**—বিঃ যিনি ঘোষণা করেন।

**ঘোষণ, ঘোষণা**—বিঃ উচ্চৈঃকথন, কোন কিছু সকলের জ্ঞানার্থে কথন, জ্ঞাপন, প্রচার। বিঃ **ঘোষণাপত্র**—প্রখ্যাপন পত্র, ইস্তাহার।

**ঘোষা**—বিঃ জনৈকা বৈদিক নারী। ক্রিঃ ঘোষণা করা, জোরে জোরে আবৃত্তি করা (নামতা ঘোষা)।

**ঘোষাল**—বিঃ একশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের উপাধিবিশেষ।

**ঘোষিত**—বিণঃ যাহা ঘোষণা করা হইয়াছে এমন, প্রচারিত।

**ঘ্যাগ**—বিঃ গলগণ্ড।

**ঘ্যানঘ্যান**—বিঃ নাকী সুরে কান্না, অনুনয়।

**ঘ্যানর-ঘ্যানর**—অব্যঃ একটানা বিরক্তি-কর শব্দ।

**ঘ্রাণ**—বিঃ গন্ধ। বিঃ **-শক্তি**—গন্ধ উপলব্ধি করার ক্ষমতা।

**ঘ্রাণেন্দ্রিয়**—বিঃ নাসিকা, নাক।

**ঘ্রাত**—বিণঃ ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে এমন। বিঃ ঘ্রাণ।

**ঘ্রাতব্য**—বিণঃ ঘ্রাণের যোগ্য।

**ঘ্রাতা**—বিঃ গন্ধগ্রাহক; ঘ্রাণ গ্রহণকারী।

**ঘ্রেয়**—বিণঃ ঘ্রাণ লইবার যোগ্য।

## ঙ

**ঙ**—বিঃ পঞ্চম ব্যঞ্জনবর্ণ। ইহাকে অনুনাসিক বর্ণও বলা হয়।

## চ

**চ**—বিঃ ষষ্ঠ ব্যঞ্জনবর্ণ।

**চই, চৈ**—বিঃ পিপুল জাতীয় লতা-বিশেষ; গজপিপ্পলী।

**চউহাবী**—বিণঃ সতর্ক; সাবধান।

**চওড়া**—(১) বিণঃ বিস্তীর্ণ; প্রশস্ত। (২) বিঃ বিস্তার, প্রস্থ।

**চক্‌চক্**—অব্যঃ দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য।

**চক্‌বন্দী**[১]—বিঃ জমির সীমা নির্ধারণ; জমির ভাগ; লাট।

**চক্‌বন্দী**[২]—বিণঃ চতুঃশাল, চক-মিলানো।

**চক্‌মক্**—অব্যঃ চমক, দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য।

**চক্‌মকি**—বিঃ চমক, দীপ্তি; অনল-প্রস্তর।

**চক্‌মিলান, -মিলানো**—বিণঃ চতুষ্কোণ অঙ্গনকে বেষ্টন করিয়া অট্টালিকা শ্রেণী ; চক্‌বন্দী।

**চক**১—বিঃ মাঠ, চত্বর, বাজার, মৌজা।

**চক**২—বিঃ খড়ি, chalk।

**চকসা**—বিঃ ফরসা, মেঘ কাটিয়া গিয়া আলোর প্রকাশ।

**চকা**—বিঃ চক্রবাক; হংসজাতীয় পক্ষী।

**চকাচকি**—বিঃ চক্রবাকমিথুন।

**চকাসিত**—বিণঃ শোভিত, দীপ্ত।

**চকিত**—(১) বিণঃ ভীত, ত্রস্ত; চমকিত। (২) বিঃ নিমেষ, ক্ষণমাত্র কাল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **চকিতা**।

**চকোর**—বিঃ তিতিরজাতীয় পক্ষী। (ইহারা জ্যোৎস্না পান করিয়া তৃপ্ত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধ)। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **চকোরী**।

**চক্কর**—বিঃ চক্রভ্রমণ ; আবর্ত ; ভ্রমণ, চক্রাকারে ঘূর্ণন।

**চক্র**—বিঃ হস্তস্থিত রেখা; চাকা; সৈন্য; সাপের ফণা; চাকলা; জলাবর্ত। বিঃ **-কুলায়**—চাকুলিয়া গাছ। বিঃ **-গণ্ড**—গোল বালিশ। বিঃ **-গতি**—চক্রপথে গমন, ঘুরপাক। বিঃ **-গোপ্তা**—সেনাপতি, সৈনাধ্যক্ষ। বিঃ **-জীবক**—কুম্ভকার, কুমার। বিঃ **-দংষ্ট্রী**—শূকর। বিঃ **-ধর**—কৃষ্ণ ; বিষ্ণু; সর্প। বিঃ **-নদী**—গণ্ডকী। বিঃ **-নাভি**—চক্রের কেন্দ্রস্থিত নাভি। বিঃ **-নায়ক**—ব্যাঘ্র নখ। বিঃ **-নেমি**—চাকার বেড়, পরিধি। বিঃ **-পাণি**—বিষ্ণু, কৃষ্ণ ; চক্র পাণিতে যাহার। বিঃ **-পাদ**—রথ ; শকট ; হস্তী। বিঃ **-পাল**—দেশের অধিপতি, রাজা। বিঃ **-বর্তী**—বিশাল সাম্রাজ্যের রাজা; ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। বিঃ **-বাল**—মণ্ডলাকার দিক্‌সমূহ, দিগ্‌বলয়-রেখা। বিঃ **-বৃদ্ধি**—সুদের সুদ। বিঃ **-ব্যূহ**—মণ্ডলাকার সেনা সন্নিবেশ। বিঃ **-ভ্রম**—কুন্দ যন্ত্র ; শাণাদি যন্ত্র। **দশচক্রে ভগবান্‌ ভূত**—সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে মিথ্যাও সত্যে পরিণত। **পাকে চক্রে**—ফন্দির ফলে।

**চক্রাঙ্গ**—বিঃ রথ, গাড়ি ; বাগান, হংস।

**চক্রাঙ্গী**—বিঃ হংসী।

**চক্রান্ত**—বিঃ ষড়যন্ত্র; গোপন ফন্দি।

**চক্রাবর্ত**—বিঃ ঘুরপাক।

**চক্রিকা**—বিঃ হাটুর চক্রাকার হাড় মালাইচাকি।

**চক্রী**—বিণঃ চক্রযুক্ত, চক্রবিশিষ্ট; যে চক্রান্ত করে।

**চক্ষু**—বিঃ নয়ন, নেত্র, চোখ, আঁখি। [চক্ষ্‌+উস্‌]। বিঃ **-শূল**—যাহার দর্শনে বিরক্তি জন্মায়। বিণঃ **-স্থির**—অবাক, বিস্মিত। বিণঃ **-গোচর**—দেখা যায় এমন। বিঃ **-দান**—দেব প্রতিমার চক্ষু অঙ্কন। বিঃ **-লজ্জা**—অন্যের সামনে কিছু করিতে বা বলিতে লজ্জাবোধ। বিণঃ **চক্ষুষ্য**—চক্ষুর হিতকর। বিঃ **-রোগ**—চোখের পীড়া। বিণঃ **চক্ষুষ্মান্‌**—দৃষ্টি-শক্তিবিশিষ্ট। বিঃ **চর্মচক্ষু**—স্থূল-দৃষ্টি। **মনশ্চক্ষু**—অন্তর্দৃষ্টি। **চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করা**—শ্রুত বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়া উহার সত্যাসত্য নির্ধারণে নিশ্চিত হওয়া।

**চখা**—বিঃ চক্রবাক-পাখি। বিঃ( স্ত্রী) ঃ **চখী**।

**চঙ্ক্রমণ**—বিঃ পদচারণ, পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ।

**চঞ্চরিক, চঞ্চরীক**—বিঃ ভ্রমর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **চঞ্চরীকা, চঞ্চরী**।

**চঞ্চল**—বিণঃ অস্থির চপল, চট্‌পটে। বিণ (স্ত্রী): **চঞ্চলা**। বিঃ **চঞ্চলতা**—অস্থিরতা। বিণঃ **চঞ্চলিত**—বিচলিত, আন্দোলিত।

**চঞ্চা**—বিঃ চাঁচ, দরমা।

**চঞ্চু**—বিঃ পাখির ঠোঁট। [চঞ্চ্‌+উ]। বিঃ **-পুট**—দুই ঠোঁটের মাঝখান।

**চট**[১]—অব্যঃ শীঘ্র, ঝটিতি, তাড়াতাড়ি।

**চট**[২]—বিঃ থলে; পাটে বোনা মোটা কাপড়। বিঃ—**কল**—**পাটকল**।

**চটক**[১]—বিঃ চড়াই পাখি। (স্ত্রী): **চটকা**।

**চটক**[২]—বিঃ ঔজ্জ্বল্য, আড়ম্বর, বাহার। বিণঃ **চটকদার**—উজ্জ্বল, জাঁকালো।

**চটকা**—বিঃ তন্দ্রা; অন্যমনস্কতা।

**চটকান, চটকানো**—ক্রিঃ মর্দিত করা।

**চট্‌চট্‌**—অব্যঃ শীঘ্র শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।

**চট্‌চটে**—বিণঃ আঠালো।

**চট্‌পট্‌**—ক্রি-বিণঃ শীঘ্র, দ্রুত। বিণঃ **চট্‌পটে**—ক্ষীপ্রকর্মা, তৎপর, চালাক।

**চটা**—বিণঃ রাগান্বিত, কুপিত। ক্রিঃ চটে ওঠা। বিঃ চাকলা, স্তর।

**চটি**—বিঃ গোড়ালির উপরিভাগ খোলা জুতা; শিথিল পাদুকা, পাতলা (বই); পান্থ-নিবাস, সরাইখানা।

**চটু**—বিঃ চাটু; প্রিয়বাক্য, তোষামোদ।

**চড়**—বিঃ চাপড়, থাপ্পর, থাবড়া।

**চড়ক**—বিঃ চৈত্র সংক্রান্তির উৎসব।

**চড়চড়**—অব্যঃ মুড়ি ভাজার শব্দ।

**চড়তি**—বিঃ আরোহণ; বৃদ্ধি।

**চড়ন**—বিঃ আরোহণ। বিণঃ **-দার**—আরোহী।

**চড়া**[১]—বিঃ চর, নদীগর্ভে ক্ষুদ্র স্থলভাগ (বালির চড়া)।

**চড়া**[২]—ক্রিঃ আরোহণ করা, বৃদ্ধি পাওয়া (দাম চড়া)।

**চড়া**[৩]—বিণঃ উদ্ধত, উগ্র, তীব্র, তীক্ষ্ন।

**চড়াই**[১]—বিঃ এক ধরনের পাখি।

**চড়াই**[২]—পর্বতের ক্রমোন্নত পথ।

**চড়াইভাতি, চড়ুইভাতি**—বিঃ বনভোজন, picnic।

**চড়াও**—বিঃ আক্রমণ।

**চড়াচড়ি**—বিঃ পরস্পর চপেটাঘাত।

**চড়াৎ**—অব্যঃ সহসা ফাটিয়া যাওয়ার শব্দ।

**চড়ান, চড়ানো**—ক্রিঃ আরোহণ করানো, বাড়ানো; পরানো, চাপানো; চপেটাঘাত করা।

**চড়ুই**—বিঃ চটক পক্ষী, এক ধরণের পাখি (চড়াই)।

**চণক**—বিঃ ছোলা; বুট; চানা।

**চণ্ড**—বিঃ তীক্ষ্ন; অতি কোপণ, উগ্র। বিঃ (স্ত্রী): **চণ্ডা, চণ্ডী**।

**চণ্ডাল**—বিঃ নিষাদ জাতি, **চাঁড়াল**, নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক।

**চণ্ডিকা**—বিঃ দুর্গা, চণ্ডী দেবী।

**চণ্ডী**—বিঃ দুর্গার রূপবিশেষ। বিঃ **--পাঠ**—মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ। বিঃ **-মণ্ডপ**—দেবতার পূজার স্থান, ঠাকুর দালান। বিঃ **-মঙ্গল**—দেবী চণ্ডী সম্বন্ধে রচিত মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য। বিঃ **মঙ্গলচণ্ডী**—শুভদায়িনী চণ্ডিকা।

**চণ্ডীদাস**—বিঃ সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি (শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ও অন্যান্য বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা)।

**চণ্ডু**—বিঃ আফিম হইতে প্রস্তুত এক প্রকার মাদকদ্রব্য। বিণঃ **-খোর**—নেশাকারী, চণ্ডু সেবন করে এমন।

**চণ্ডেশ্বর**—বিঃ শিব, মহাদেব।

**চতুঃ**—বিঃ বিণঃ চার সংখ্যা বা সংখ্যক।

**চতুঃপঞ্চাশ**—বিণঃ ৫৪ সংখ্যা পূরক।

**চতুঃপঞ্চাশৎ**—বিঃ বিণঃ ৫৪, চুয়ান্ন।
**চতুঃপঞ্চাশত্তম**—বিণঃ ৫৪ সংখ্যার পূরক।
**চতুঃশাখা**—বিঃ চারিশাখা। বিণঃ চারি-শাখাবিশিষ্ট।
**চতুঃশাল, -শালা**—বিঃ চক্‌মিলানো বাড়ি।
**চতুঃষষ্ঠী**—বিঃ বিণঃ ৬৪, চৌষট্টী।
**চতুঃসপ্ততি**—বিঃ বিণঃ ৭৪, চুয়াত্তর।
**চতুঃসীমা**—বিঃ চারিদিকের সীমানা, চৌহদ্দি।
**চতুর**—বিণঃ বুদ্ধিমান, চালাক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **চতুরা**। [চত্‌+উর]। বিঃ **চতুরতা**—নৈপুণ্য ; চাতুর্য। বিঃ **চতুরপনা**—চতুরতা, চাতুরী।
**চতুরংশ**—(১) বিঃ চারিভাগ। (২) বিণঃ চারিভাগে বিভক্ত।
**চতুরঙ্গ**—(১) বিণঃ চারি অঙ্গযুক্ত ; সর্বাঙ্গ সম্পন্ন। -(২) বিঃ হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতিক—এই চারি অঙ্গবিশিষ্ট সেনাবাহিনী।
**চতুরশীতি**—বিঃ বিণঃ চুরাশী, ৮৪।
**চতুরশ্ব**—(১) বিঃ চারি ঘোড়া। (২) বিণঃ চারি ঘোড়াবিশিষ্ট।
**চতুরস্র**—বিণঃ চতুষ্কোণ ; চৌরস।
**চতুরানন**—বিণঃ চারিমুখ যাহার ; ব্রহ্মা।
**চতুরালি**—বিঃ চাতুরী ; চালাকি ; ছল।
**চতুরাশ্রম**—বিঃ প্রাচীন ভারতের জীবন-চর্যার অঙ্গস্বরূপ চারিটি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।
**চতুর্গুণ**—বিণঃ চারিগুণ ; বহুগুণ, অত্যধিক।
**চতুর্থ**—বিণঃ তৃতীয় ও পঞ্চমের মধ্য-বর্তী চারি সংখ্যক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **চতুর্থী**—বিবাহিতা কন্যার পালনীয় পিতশ্রাদ্ধানুষ্ঠান।
**চতুর্দশ**—বিঃ, বিণঃ চৌদ্দ, ১৪। বিঃ **-পুরুষ**—চৌদ্দপুরুষ। বিঃ **-বিদ্যা**—চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ এবং মীমাংসা ন্যায় ইতিহাস পুরাণ। বিঃ **-ভুবন**—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **চতুর্দশী**—তিথিবিশেষ।
**চতুর্দিক**—বিঃ চারিদিক ; পূর্ব, পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ।
**চতুর্দোল, চতুর্দোলা**—বিঃ পাল্কী, দোলা, চারিজন বাহিত শিবিকা।
**চতুর্দ্বার**—বিঃ চারি দরজা-বিশিষ্ট গৃহ।
**চতুর্ধা**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ চার রকমে ; চার ধারে ; চার খণ্ডে।
**চতুর্নবতি**—বিঃ, বিণঃ চুরানব্বই, ৯৪।
**চতুর্বক্ত্র**—বিঃ ব্রহ্মা ; চারি মুখ-বিশিষ্ট।
**চতুর্বর্গ**—বিঃ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ —এই চার পুরুষার্থ।
**চতুর্বর্ণ**—বিঃ চারি জাতি ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।
**চতুর্বাহু**—বিঃ চারিবাহুবিশিষ্ট, নারায়ণ।
**চতুর্বিংশ**—বিণঃ চব্বিশ, ২৪। বিঃ বিণঃ **-তি**—চব্বিশ।
**চতুর্বিধ**—বিণঃ চারি প্রকার। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **চতুর্বিধা**।
**চতুর্বেদ**—বিণঃ ঋক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই চারি বেদ।
**চতুর্ভুজ**—বিঃ চারিহাতবিশিষ্ট, নারায়ণ।
**চতুর্মুখ**—বিঃ চারি মুখবিশিষ্ট, ব্রহ্মা।
**চতুষ্ক**—বিঃ চারিটি সরল রেখা দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্র ; চতুষ্কোণ ক্ষেত্র।
**চতুষ্কর**—বিঃ চারিকরবিশিষ্ট ; চতু-র্ভুজ।
**চতুষ্কোণ**—বিণঃ চার কোণা, চৌকা।
**চতুষ্টয়**—বিণঃ চতুর্বিধ, চারি প্রকার।

**চতুষ্পথ**—বিঃ চারি রাস্তার সংযোগ-স্থল ; চৌরাস্তা, চৌমাথা।

**চতুষ্পদ**—(১) বিঃ চারি পা-বিশিষ্ট প্রাণী। (২) বিণঃ চারপেয়ে। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **চতুষ্পদী**—চৌপদী কবিতা।

**চতুষ্পাঠী**—বিঃ চারি বেদ অধ্যয়নের পাঠশালা, পাঠশালা, টোল।

**চতুষ্পাদ**—(১) বিণঃ চারি চরণ-বিশিষ্ট ; সর্বাঙ্গবিশিষ্ট, পূর্ণাঙ্গ। (২) বিঃ চতুষ্পদ প্রাণী।

**চতুষ্পার্শ্ব**—বিঃ চারিপাশ, চারিধার।

**চতুস্তল**—বিঃ চৌতলা ; চারি তল-বিশিষ্ট।

**চতুস্ত্রিংশ**—বিণঃ বিঃ চৌত্রিশ, ৩৪।

**চত্বর**—বিঃ অঙ্গন, উঠান, প্রাঙ্গণ ; রঙ্গ-স্থান, চাতাল। [চত্+বর]।

**চত্বারিংশ**—বিণঃ চল্লিশের পূরক ; চল্লিশতম। বিণঃ **চত্বারিংশত্তম**—চত্বারিংশ।

**চত্বাল**—বিঃ গর্ত ; চাতাল ; হোমকুণ্ড।

**চন্‌চন্**—অব্যঃ বেগ, বেদনা, প্রবাহ, প্রখরতা-সূচক ধ্বনি।

**চন্‌মন্**—বিণঃ চঞ্চল, অস্থির। বিণঃ **চন্‌মনে**—স্ফূর্তিযুক্ত, আমুদে।

**চন্দ**—বিঃ চাঁদ, চন্দ্র ; পদবীবিশেষ।

**চন্দক**—বিঃ চাঁদা মাছ।

**চন্দন**—বিঃ বৃক্ষ। বিণঃ **-চর্চিত**—চন্দন দ্বারা বিলেপিত। বিঃ **-ধেনু**—পতি-পুত্রবতী মৃতা নারীর উদ্দেশ্যে প্রদত্তা চন্দনাঙ্কিতা গবী। বিঃ **-পুষ্প**—লবঙ্গ। বিঃ **কুচন্দন**—রক্ত চন্দন। বিঃ **হরিচন্দন**—পীতবর্ণজ সুগন্ধ কাষ্ঠ-বিশেষ, পীত চন্দন ; শ্বেত চন্দন।

**চন্দনা**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ একপ্রকার পাখী ; নদীবিশেষ।

**চন্দিম**— বিঃ দীপ্তি, প্রভা (কাব্যে)।

**চন্দ্র**—বিঃ চাঁদ ; নিশাকর। বিঃ **-ক**—চন্দ্র ; চন্দ্রমণ্ডল। বিঃ **-কর**—জ্যোৎস্না। বিঃ **-কলা**—চন্দ্রমণ্ডলের ষোড়শ ভাগ। বিঃ **-কান্ত**—মণিবিশেষ ; চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর দেহ যাহার। বিঃ **-কান্তি**—চন্দ্রের ন্যায় কান্তি-বিশিষ্ট ; চন্দ্রের রূপ। বিঃ **-কিরণ**—জ্যোৎস্না। বিঃ **-কী**—ময়ূর। বিঃ **-গোলিকা**—জ্যোৎস্না। বিঃ **-গ্রহণ**—চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়াপাতে চন্দ্রের আচ্ছাদন। বিঃ **-চণ্ডলা**—চাঁদা মাছ। বিঃ **-চূড়**—মহাদেব, শিব। বিঃ **-জ**—চন্দ্রতনয় ; বুধ। বিঃ **-দারা**—সৌম্যদর্শন ; চন্দ্রের ন্যায় প্রভা যাহার। বিঃ **-বংশ**—চন্দ্র হইতে জাত বংশ। বিঃ **-বদন**—চাঁদের ন্যায় মুখ। বিঃ **-বোড়া**—এক প্রকার বিষধর সাপ। বিঃ **-ভস্ম**—কর্পূর। বিঃ **-ভাগা**—পাঞ্জাবের নদীবিশেষ। বিঃ **-ভানু**—চন্দ্রাবলীর পিতা। বিঃ **-মল্লিকা**—পুষ্পবিশেষ। বিঃ **-মা, -মাঃ**—চাঁদ। বিঃ **-মৌলি**—শিব। বিঃ **-রশ্মি**—জ্যোৎস্না, কিরণ। বিঃ **-রেণু**—গ্রন্থ-তস্কর। বিঃ **-লোক**—চাঁদের দেশ। বিঃ **-শালা**—চিলে কোঠা। বিঃ **-শেখর**—শিব। বিঃ **-সম্ভব**—চন্দ্রপুত্র বুধ। বিঃ **-সুধা**—চন্দ্রমণ্ডলে স্থিত অমৃত। বিঃ **-হার**—কটিভূষণ, কাঞ্চী। বিঃ **-হাস**—রৌপ্য ; খড়্গ, তরবারি।

**চন্দ্রাতপ**—বিঃ চাঁদোয়া ; জ্যোৎস্না।

**চন্দ্রানন**—বিঃ বিণঃ চন্দ্রবদন, চাঁদের ন্যায় সুন্দর মুখ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **চন্দ্রাননা, চন্দ্রাননী**।

**চন্দ্রাবলী**—বিঃ ঐ নামে জনৈকা ব্রজ-গোপী (ইনি রাধিকার প্রতি-নায়িকা)।

**চন্দ্রালোক**—বিঃ জ্যোৎস্না, চাঁদের আলো।
**চন্দ্রিকা**—বিঃ জ্যোৎস্না ; চোখের তারা ; চাঁদা মাছ, সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।
**চন্দ্রিমা**—বিঃ জ্যোৎস্না।
**চন্দ্রিল**—বিঃ শিব।
**চন্দ্রোদয়**—বিঃ চাঁদের প্রকাশ।
**চন্দ্রোপল**—বিঃ চন্দ্রকান্ত মণি।
**চপ**—বিঃ খাদ্যদ্রব্য, থোড়া মাছ, মাংস বা সব্‌জির পিষ্টক, chop।
**চপট**—বিঃ চপেট ; চড়, চাপড়।
**চপল**—বিঃ তরল ; চঞ্চল ; অস্থির। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **চপলা**—বিদ্যুৎ, লক্ষ্মী। বিঃ **তা**—চঞ্চলতা, অস্থিরতা।
**চপেট, চপেটা, চপেটী, চপেটীকা**—বিঃ চড়, থাপ্পড়।
**চপ্‌চপ্‌**—অব্যঃ আর্দ্রতাব্যঞ্জক শব্দ। বিণঃ **চপ্‌চপে**—অত্যন্ত আর্দ্র ; তৈলাক্ত।
**চপ্পল**—বিঃ চটিজুতাবিশেষ, sandal।
**চ-বর্গ**—বিঃ স্পর্শবর্ণ সমূহের দ্বিতীয় বর্গ ; চ ছ জ ঝ ঞ এই পাঁচটি বর্ণ।
**চবি, চবিকা, চবী**—বিঃ চই।
**চবুতর, চবুতরা**—বিঃ চাতাল, চত্বর।
**চব্‌চব্‌, চব্‌চবে**—যথাক্রমে **চপ্‌চপ্‌** ও **চপ্‌চপে**-র রূপভেদ।
**চব্বিশ**—বিঃ বিণঃ ২৪ এই সংখ্যা বা সংখ্যক। **চব্বিশ ঘণ্টা**—(১) বিঃ একদিনের পরিমাণ সময়। (২) ক্রি-বিণঃ সারা দিন রাত্রি, অনবরত। **চব্বিশে**—চব্বিশ তারিখে।
**চব্য, চব্যক**—বিঃ চবিকা, চই।
**চমক**—বিঃ উজ্জ্বল প্রভা, বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিকের দীপ্তি ('আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে' —রবীন্দ্র) ; আশ্চর্য ভাব ; বিস্ময় ; আতঙ্ক। **চমক ভাঙা**—হঠাৎ চৈতন্য-লাভ করা। **চমক লাগা**—বিস্মিত হওয়া। ক্রিঃ **চমকান, চমকানো**—চমকিত হওয়া ; চমক দেওয়া। বিণঃ **চমকিত**—চমৎকৃত ; সহসা আতঙ্কিত ; শিহরিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **চমকিতা**—আতঙ্কিতা, শিহরিতা।
**চমচম**—বিঃ ছানার তৈয়ারি মিঠাই-বিশেষ।
**চমৎকরণ**—বিঃ আশ্চর্যান্বিত করণ ; বিস্মিত করণ।
**চমৎকার**—বিঃ বিস্ময়। [চমৎ+কৃ+অ]। বিণঃ বিস্ময়কর, অদ্ভুত, অপরূপ। বিণঃ -ক, **-কারী**—বিস্ময়জনক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **চমৎকারিণী**। বিঃ **চমৎকারিতা, -ত্ব**—পরম উৎকর্ষ, বিস্ময়-করত্ব। বিণঃ **চমৎকৃত**—বিস্মিত, আশ্চর্যান্বিত।
**চমর**—বিঃ চামর ; গো জাতীয় প্রাণি-বিশেষ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **চমরী**।
**চমস**—বিঃ চামচ, হাতা।
**চমূ**—বিঃ সেনাদল ; গজ ৭২৯, রথ ৭২৯, অশ্ব ২১৮৭, পদাতিক ৩৬৪৫—এতসংখ্যক সৈন্য। বিঃ **-চর**—সৈনিক পুরুষ ; সেনানায়ক। বিঃ **-নাথ, -পতি**—সৈন্যের চালক ; সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ।
**চম্পক**—বিঃ চাঁপা ফুলের গাছ : নগর। [চম্প্‌+অক]। বিঃ **-দাম**—চাঁপা ফুলের মালা, চম্পকগুচ্ছ। **-মালা**—কণ্ঠাভরণ। ('দেখেছিনু তব কনকাঞ্চল আবরণ নব চম্বক আভরণ'——রবীন্দ্র)। বিঃ **-রম্ভা**—চাঁপা কলা। বিঃ **চম্পকারণ্য**—চাঁপা ফুলের বন।
**চম্পট**—বিঃ পলায়ন, প্রস্থান, পিট্‌টান। **চম্পট দেওয়া**—পলায়ন করা।

**চম্পা**[১]—বিঃ প্রাচীন ভারতের নগরী-বিশেষ ; অঙ্গরাজ মহাবীর কর্ণের রাজধানী ; কর্ণের পত্নী।

**চম্পা**[২]—বিঃ চাঁপাফুল বা গাছ।

**চম্পালু**—বিঃ কাঁঠাল গাছ।

**চম্পূ**—বিঃ গদ্য-পদ্যময় কাব্যগ্রন্থ।

**চয়, চয়ন**—বিঃ সংগ্রহ, সঙ্কলন, আহরণ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **চয়নিকা**—স্বল্প সংগ্রহ : সংকলিত কবিতাবলী। বিণঃ **চয়নীয়, চেয়**—চয়নের যোগ্য ; চয়ন করা হইবে এমন। বিণঃ **চিত, চয়িত**—সঞ্চিত, আহৃত।

**চর**[১]—বিঃ গুপ্তদূত, গোয়েন্দা।

**চর**[২]—বিঃ নদী প্রভৃতির মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপ।

**চরক**[১]—বিঃ আয়ুর্বেদবেত্তা ঋষিবিশেষ। বিঃ **-সংহিতা**—চরক প্রণীত আয়ুর্বেদ গ্রন্থ।

**চরক**[২]—বিঃ চর।

**চরকা**—বিঃ সূতা কাটার যন্ত্রবিশেষ। [ফা]। বিঃ **চরকি, চরকী, চরখি**—সূতা জড়াইবার নাটাই ; পাক খাইবার যন্ত্র ; চক্রাকার আতসবাজি।

**চরকি**—বিঃ নাটাই, আতসবাজী।

**চরণ**—বিঃ পদ, পাদ ; কবিতাদির পাদ বা পঙক্তি। [চর্+অন]। বিঃ **-কমল**—পাদপদ্ম, চরণকমল সদৃশ। বিঃ **-গ্রন্থি**—গুল্‌ফ, গোড়ালি। বিঃ **-চাপ**—পায়ের ঘুঙুর। বিঃ **-চারণ**—পদ-চারণা, পায়চারি। বিঃ **তরী**—পদরূপ নৌকা। বিঃ **-তল**—পদতল, পায়ের তলা। বিঃ **-দাসী**—পদসেবিকা, ভার্যা, পত্নী। বিঃ **-পদ্ম**—পদ্মের মত সুন্দর ও পবিত্র পদ। বিঃ **-প্রান্ত**—পদের শেষভাগ। বিঃ **-বন্দনা**—পাদপূজা। বিঃ **-ভূষণ**—পদাভরণ, পায়ের গহনা। মল। বিঃ **-রজ, -রেণু**—পদধূলি। বিঃ **-সেবক**—পদসেবাকারী ; স্তাবক ; তোষামোদকারী।

**চরণ**[২]—বিঃ চলন, ভ্রমণ।

**চরণামৃত**—বিঃ পাদোদক, চরণের অমৃত।

**চরণাম্বুজ, চরণারবিন্দ**—বিঃ চরণকমল, পাদপদ্ম।

**চরণায়ুধ**—বিঃ কুক্কুট, মোরগ।

**চরম**—(১) বিঃ অন্ত, শেষ। (২) বিণঃ চূড়ান্ত ; অন্তিম, মৃত্যুকালীন। [চর্+অম]। বিঃ **চরমপত্র, চরম-লেখ্য**—উইল পত্র, বিষয়ের বন্দোবস্ত জ্ঞাপক অন্তিম ইচ্ছা ; শেষ সতর্ক-পত্র, ultimatum।

**চরমাচল, চরমাদ্রি**—বিঃ অস্তপর্বত।

**চরমোৎকর্ষ**—বিঃ উন্নতির পরাকাষ্ঠা, অত্যধিক উন্নতি।

**চরস**—বিঃ গাঁজা হইতে প্রস্তুত মাদক-দ্রব্যবিশেষ, গাঁজার আঠা। [হি]।

**চরা**[১]—(১) ক্রিঃ চলা, চরিয়া বেড়ানো। (২) বিঃ বিচরণ। ক্রিঃ **-ন, -নো**—গরু ছাগল প্রভৃতি গবাদি পশুকে মাঠে লইয়া গিয়া তৃণাদি আহার করানো।

**চরা**[২]—**চর**[২] দ্রষ্টব্য।

**চরাচর**—বিণঃ, বিঃ জঙ্গম ও স্থাবর, স্থাবর-জঙ্গম ; বিশ্বজগৎ।

**চরাট**—বিঃ কোণাকৃতি সংকীর্ণ স্থান।

**চরিত**—(১) বিঃ চরিত্র ; আচরণ ; জীবনবৃত্তান্ত। (২) বিণঃ আচরিত ; অনুষ্ঠিত। বিঃ **-কার**—জীবনী-লেখক। বিঃ **-আখ্যান**—জীবনচরিত-কাহিনী। বিঃ **চরিতাবলী**—জীবনকথা সংগ্রহ, জীবনচরিতসমূহ। বিঃ **চরিতি**—চরিত। বিঃ **চরিত্তির**—চরিত্র (অশুদ্ধ উচ্চারণে)।

**চরিতার্থ**—বিণঃ কৃতকার্য, সফলকাম, সিদ্ধমনোরথ ; কৃতার্থ ('অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি এই মহামন্ত্র-খানি, চরিতার্থ জীবনের বাণী'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-তা**—কৃতকার্যতা, কৃতার্থতা।

**চরিত্র**—বিঃ আচরণ ; চরিত ; স্বভাব ; নীতি। বিঃ **-দোষ**—লাম্পট্য। বিণঃ **-বান্**—সচ্চরিত্র। বিণঃ **-হীন**—লম্পট, দুশ্চরিত্র।

**চরিষ্ণু**—বিণঃ সঞ্চরণশীল, গমনশীল।

**চরু**—বিঃ যজ্ঞের পায়সান্ন।

**চর্চরী**—বিঃ চাঁচর উৎসব ; বাদ্যযন্ত্র।

**চর্চা**—বিঃ বিচার ; অনুশীলন ; আলোচনা ; অভ্যাস ; শিক্ষা ; জল্পনা ; চিন্তা।

**চর্চিত**—বিণঃ আলোচিত, অনুশীলিত ; চিন্তিত ; বিলোপিত ('চন্দন-চর্চিত নীল-কলেবর'—প্রাঃ গাঃ)।

**চর্পট**—বিঃ চাপড়।

**চর্পটি, চর্পটী**—বিঃ চাপাটি ; হাতে তৈয়ারি রুটি।

**চর্বণ**—বিঃ দন্ত দ্বারা পেষণ, স্বাদ গ্রহণ। বিণঃ **চর্বণীয়, চর্ব্য**—চর্বণ-যোগ্য, চিবাইয়া খাইতে হয় এমন। বিণঃ **চর্বিত**—চিবানো হইয়াছে এমন, ভক্ষিত, আস্বাদিত। বিঃ **চর্বিত চর্বণ**—রোমন্থন ; জাবর কাটা। বিঃ **চর্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয়**—চর্বণ করিয়া চুষিয়া চাটিয়া এবং পান করিয়া খাইবার যোগ্য বিভিন্ন খাদ্যবস্তু।

**চর্বি, চর্বী**—বিঃ মেদ, প্রাণীদেহের স্নেহজাতীয় পদার্থ।

**চর্ভট**—বিঃ কাঁকুড়।

**চর্ম[১]**—বিঃ ফলক ; ঢাল।

**চর্ম[২]**—বিঃ চাম, চামড়া, ছাল। বিঃ **-কার**—চামার, মুচি। বিঃ **-চক্ষু**—স্থূলদৃষ্টি, রক্ত মাংসে গঠিত চক্ষু। বিঃ **-চটক, -চটকা**—বাদুড়। বিঃ **-চটিকা, -চটী**—চামচিকা। বিঃ **-চিত্র**—শ্বেত কুষ্ঠ ; ধবল রোগ, চিত্রমৃগ। বিণঃ **-জ**—চর্ম হইতে জাত। বিঃ **-দণ্ড**—চাবুক, কোড়া। বিণঃ **-ধারী**—ঢালী। বিঃ **-পাদুকা**—চামড়ার জুতা। বিঃ **-ময়**—চর্মনির্মিত। বিঃ **-স্থালী**—চামড়া রাখিবার ঘর।

**চর্মাবরণ**—বিঃ চামড়ার ঢাকনি।

**চর্মানুরঞ্জন**—বিঃ চামড়া রাঙানো।

**চর্মার**—বিঃ চামার, মুচী।

**চর্য**—বিণঃ আচরণীয়, ব্যবহারণীয়। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **চর্যা**—আচরণ, অনুষ্ঠান (ধর্মচর্যা) ; রক্ষণ, নিয়ম পালন (জীবনচর্যা)।

**চর্যাপদ**—বিণঃ বৌদ্ধ ধর্ম ও সাধনা বিষয়ক প্রাচীন বাংলায় লিখিত গীতিকবিতা।

**চর্যাশীল**—বিণঃ শিক্ষারত, অনুশীলন-কারী।

**চল**—(১) বিণঃ চঞ্চল, অস্থির, চলন্ত। (২) বিঃ প্রচলন, রেওয়াজ। বিণঃ **-চিত্ত**—চঞ্চল হৃদয় ; অস্থিরমতি। বিঃ **চলচ্চিত্র**—সিনেমা, cinema।

**চলৎ**—বিণঃ চলনশীল, গতিশীল। বিণঃ **চলতি**—চলিতেছে এমন ; প্রচলিত যাহার চলন আছে।

**চলন[১]**—বিঃ গমন ; ভ্রমণ, প্রস্থান।

**চলন[২]**—বিণঃ গমনশীল ; চলন্ত ; চলতি। বিণঃ **-সই**—কাজ-চালানো-গোছের, মাঝামাঝি রকমের। বিণঃ **চলন্ত**—চলিতেছে এমন, গতিশীল। বিণঃ **চলমান**—চলন্ত।

**চলা**[১]—বিণঃ চঞ্চলা, অস্থিরা।
**চলা**[২]—বিঃ লক্ষ্মী, বিদ্যুৎ।
**চলা**[৩]—ক্রিঃ চরা, বিচরণ করা, যাওয়া, হাঁটা ; আচরণ করা। বিণঃ **চলাচল**—স্থির এবং অস্থির ; যাওয়া আসা, গমনাগমন, ('তোমার বসে থাকা, আমার চলাচল'—রবীন্দ্র)।
**চলাতঙ্ক**—বিঃ বাতরোগ।
**চলান, চলানো**—ক্রিঃ হাঁটানো ; চলিত করা ; চালানো।
**চলিত**—বিণঃ প্রচলিত, চলিতেছে এমন।
**চলিষ্ণু**—বিণঃ চলিতেছে এরূপ, গমনশীল।
**চলকান, চলকানো**—ক্রিঃ উপচাইয়া পড়িয়া যাওয়া, উথলিত হওয়া। বিঃ **চলকানি**।
**চলেন্দ্রিয়**—বিণঃ চঞ্চলমনা, অস্থিরচিত্ত।
**চলোর্মি**—বিণঃ ক্রীড়াশীল তরঙ্গ। ('যাদঃ পতি রোধ যথা চলোর্মি আঘাতে'—মধু)।
**চল্লিশ**—বিঃ, বিণঃ ৪০ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক।
**চশম, চসম**—বিঃ চক্ষু, নেত্র : চক্ষুলজ্জা।
**চশমখোর**—বিণঃ চক্ষুলজ্জাহীন, বেহায়া। [ফা]।
**চশমা**—বিঃ উপনেত্র : দৃষ্টিসহায়ক কাচ। [ফা]।
**চষক**—বিঃ মদ্য ; মধু ; সুরাপান-পাত্র।
**চষা**—(১) ক্রিঃ চাষ করা, কর্ষণ করা, লাঙ্গল দেওয়া। (২) বিণঃ কৃষ্ট, কর্ষিত। ক্রিঃ **চষান, চষানো**—চাষ করানো, কর্ষণ করানো।
**চা**—বিঃ গাছের পাতাবিশেষ, তাহা হইতে প্রস্তুত পানীয়। [চী]। বিণঃ, বিঃ **চা-কর**—চা-উৎপাদক।

**চাই**—ক্রিঃ চাহি, তাকাই, দৃষ্টিপাত করি ('যতদূর চাই নাই নাই সে পথিক নাই'—রবীন্দ্র) ; যাচি, মাগি ; দাবি করি। বিণঃ দরকার, আবশ্যক। অব্যঃ **চাইতে**—অপেক্ষা, চেয়ে।
**চাউনি**—বিঃ চাহনি, তাকানো, দৃষ্টিপাত।
**চাউর**—বিণঃ প্রচারিত ; বিখ্যাত।
**চাউল**—বিঃ তণ্ডুল, চাল ('বাউলকে কহিছে বাউল, হাটে না বিকায় চাউল' —চৈঃ চঃ)। বিঃ **-পড়া**—মন্ত্রপূত চাউল। **আতপ চাউল**—রৌদ্রে শুকানো ধান্য হইতে প্রস্তুত চাউল। **সিদ্ধ চাউল**—সিদ্ধ করা ধান্য হইতে প্রস্তুত চাউল। বিঃ **-মুগরা**—ওষধিবিশেষ।
**চাওয়া**[১]—ক্রিঃ যাচ্ঞা করা, কামনা করা, প্রার্থনা করা।
**চাওয়া**[২]—ক্রিঃ তাকানো, দৃষ্টিপাত করা। **ফিরে চাওয়া**—পিছন ফিরিয়া দেখা ; প্রসন্ন হওয়া। **মুখতুলে চাওয়া**—প্রসন্ন হওয়া।
**চাঁই**—বিণঃ, বিঃ পালের প্রধান, মাথা, মোড়ল, নেতা। বিঃ চাঙ্গড়, ডেলা ; বাঁশের টুকরা দিয়া নির্মিত মাছ ধরিবার ফাঁদ।
**চাঁচ**—বিঃ দরমা ; গালা।
**চাঁচনি, চাঁচুনি**—বিঃ চাঁচিয়া যাহা বাহির করা হয় ; দুধ জ্বাল দিবার পর তাহার পাত্র চাঁচা বস্তু। **চাঁচি**—উক্ত সকল অর্থে।
**চাঁচর**—বিণঃ কুঞ্চিত, কোঁকড়া ('চাঁচর চিকুর')। বিঃ দোলের পূর্বদিনে অনুষ্ঠেয় উৎসববিশেষ।
**চাঁচা, চাঁছা**—ক্রিঃ ছাল ছাড়ানো ; অস্ত্রাদি দ্বারা রগড়াইয়া উপরের কিছু অংশ তুলিয়া ফেলা ; ঘর্ষণ

করা। বিণঃ **-ছোলা**—উপরের অংশ সম্পূর্ণ তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন ; রসকষহীন।

**চাঁট, চাট**—বিঃ গরু ঘোড়া প্রভৃতি পশুর লাথি।

**চাঁটি, চাঁটা**—বিঃ চপেটাঘাত।

**চাঁড়াল**—বিঃ চণ্ডাল, নীচ জাতিবিশেষ।

**চাঁদ**—বিঃ চন্দ্র, শশধর ('বড়র পীরিতি বালির বাঁধ। খনে হাতে দড়ি খনেকে চাঁদ'—ভাঃ চঃ)। বিঃ **চাঁদনি**—চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না ; চাঁদোয়া ; শামিয়ানা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **চাঁদনী**—জ্যোৎস্নাময়ী (চাঁদনী রাত)। বিঃ **-বদন, -মুখ**—চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ। বিণঃ চন্দ্রানন, চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখবিশিষ্ট। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ **-বদনী** ('চাঁদ বদনী ধনী নাচত দেখি'—বৈঃ পঃ)।

**চাঁদড়**—বিঃ ওষধি বিশেষ।

**চাঁদমারি**—বিঃ বন্দুক প্রভৃতি ছোঁড়া অভ্যাসের জন্য স্থাপিত লক্ষ্য, নিশানা, target।

**চাঁদা[১]**—বিঃ চন্দ্র (চাঁদা মামা) ; জ্যামিতির অর্ধচন্দ্রাকার কোণ মাপা যন্ত্রবিশেষ।

**চাঁদা[২]**—বিঃ চাঁদা মাছ।

**চাঁদা[৩]**—বিঃ কোন বিশেষ কার্যের জন্য বহুজনের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ। [ফা]।

**চাঁদাড়**—বিঃ গৃহের পার্শ্বভাগ।

**চাঁদি**—বিঃ রুপা ; মাথার খুলি ; ব্রহ্মতালু।

**চাঁদোয়া**—বিঃ চন্দ্রাতপ ; সামিয়ানা।

**চাঁপা**—বিঃ চম্পক বৃক্ষ বা ফুল।

**চাক**—বিঃ চক্র, চাকা ; মধুচক্র ; কুমারের হাঁড়ি-গড়া চাক।

**চাকচক্য, চাকচিক্য**—বিঃ ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি, পালিশ।

**চাকণচিকণ**—(১) বিণঃ মসৃণ, উজ্জ্বল, চক্‌চকে। (২) বিঃ পারিপাট্য, ঔজ্জ্বল্য।

**চাকতি, চাক্তি**—বিঃ ক্ষুদ্র চাকা ; চক্রাকৃতি বস্তু। **রুপোর চাকতি**—টাকা।

**চাকন**—বিঃ আস্বাদ গ্রহণ। বিঃ **-দার**—যে আস্বাদ গ্রহণ করে।

**চাকর**—বিঃ ভৃত্য, পরিচারক ; কর্মচারী। [ফা]। বিঃ **-বাকর**—দাস-দাসীবৃন্দ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **চাকরাণী, চাকরানী**—পরিচারিকা, দাসী, maid servant। বিঃ **চাকরান**—চাকরকে বেতনস্বরূপ প্রদত্ত ভূমি। বিঃ **চাকরি, চাকুরি**—কিঙ্করত্ব, দাসত্ব, গোলামি। বিণঃ, বিঃ **চাকুরিয়া, চাকুরে, চাকরিয়া, চাকরে**—যে পরের চাকরি করে, বৈতনিক কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি।

**চাকলা**—(১) বিঃ আম্রফলাদির গোলাকার ফলা ; চাকা, চাকতি। (২) বিঃ কতিপয় পরগণার সমষ্টি। বিঃ **-দার**—চাকলা ভোগকারী, ইজারাদার ; মুসলমান আমলে প্রাপ্ত হিন্দুর উপাধিবিশেষ। [ফা]।

**চাকা**—(১) বিঃ চাক, চক্র, চাকতি, চাকলা। (২) ক্রিঃ আস্বাদন করা, স্বাদ গ্রহণ করা। (৩) বিণঃ চক্রাকার, গোল। বিণঃ **-চাকা**।

**চাকি**—বিঃ চাকতি, চাক ; চক্রাকার বস্তু ; রুটি, লুচি প্রভৃতি বেলিবার গোল পাত্র ; পদবীবিশেষ।

**চাকু**—বিঃ ছোট ছুরি, কলমতরাস।

**চাকুন্দা**—বিঃ শাকবিশেষ।

**চাকুরি**—**চাকর** দ্রষ্টব্য।

**চাক্রিক**—বিঃ, বিণঃ তৈলকার, কলু।

**চাক্ষুষ**—বিণঃ চক্ষুদ্বারা সঞ্জাত, চক্ষু-গোচর, প্রত্যক্ষ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **চাক্ষুষী**।

**চা-খড়ি**—বিঃ ফুলখড়ি, সাদা খড়িমাটি।

**চাখা**—ক্রিঃ আস্বাদন করা, স্বাদগ্রহণ করা।

**চাগা**—ক্রিঃ সতেজ বা প্রবল হইয়া উঠা, জাগিয়া উঠা। ক্রিঃ **-ন, -নো**—উত্তেজিত করা, জাগানো। বিঃ **-ড়**—উত্তেজনা। ক্রিঃ **চাগাড় দেওয়া**।

**চাংগ, চাঙ**—বিঃ বড় বা উঁচু মাচা বা মাচান।

**চাংগড়, চেংগড়**—বিঃ মাটির ঢেলা, মাটির চাপ।

**চাংগা, চাঙা**—বিণঃ সুস্থ : নীরোগ ; সবল ; সজ্ঞান।

**চাংগারি, চাঙারি, চেংগারি, চেঙারি**—বিঃ ডালা, বাঁশ দিয়া তৈয়ারি টুকরি-বিশেষ।

**চাংগড়া, চেংগড়া**—বিঃ ঝোড়া, বড় টুকরি : ছোকরা, বালক অল্প বয়স্ক পুরুষ।

**চাচা**—বিঃ কাকা, খুড়া, পিতৃব্য। [হি]। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **চাচী**। বিণঃ **-ত**—খুড়তুত।

**চাঞা**—অস-ক্রিঃ চাহিয়া, যাচিয়া, মাগিয়া ; দৃষ্টিপাত করিয়া।

**চাঞ্চল্য**—বিঃ চপলতা : অস্থিরতা।

**চাট**—বিঃ নেশার অনুপানবিশেষ ; পদাঘাত লাথি ; যাহা চাটিয়া খাইতে হয়। বিঃ **চাটনি**—লেহনীয় বস্তু ; আচার ; অম্লমধুর স্বাদযুক্ত মুখ-রোচক লেহ্য খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।

**চাটা**—ক্রিঃ লেহন করা। বিণঃ জিহবা-দ্বারা গৃহীত, লীঢ়। বিঃ লেহন, দরমা। বিঃ **-চাটি**—পরস্পরকে লেহন।

**চাটাই**—বিঃ দরমা ; ঝাঁতলা মাদুর।

**চাটাল**—বিণঃ চওড়া, প্রশস্ত ; চেপটা।

**চাটি[১], চাটা**—বিঃ চপেটাঘাত।

**চাটি[২]**—বিণঃ উৎসন্ন, উৎসাদিত।

**চাটিম**—বিঃ কদলীবিশেষ।

**চাটু[১]**—বিঃ ভাজিবার কাজে ব্যবহৃত লৌহপাত্রবিশেষ, তাওয়া।

**চাটু[২]**—বিঃ স্তুতিবাক্য, তোষামোদ। বিণঃ **-কার**—তোষামোদকারী। বিঃ **-বাদ**—তোষামোদ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-বাদিনী, -ভাষিণী**। বিঃ **চাটূক্তি**—তোষামোদ-পূর্ণ বাক্য।

**চাটুয্যে**—বিঃ ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের উপাধি-বিশেষ ; চট্টোপাধ্যায়।

**চাড়, চাড়া**—বিঃ আগ্রহ, গরজ, চেষ্টা, যত্ন ; উত্তোলনার্থে নিম্নে বলপ্রয়োগ।

**চাড়ি**—বিঃ মাটির বড় গামলাবিশেষ।

**চাণক্য**—বিঃ প্রসিদ্ধ কূটনীতিজ্ঞ পণ্ডিত (সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধান-মন্ত্রী)। বিঃ **-নীতি**—চাণক্যের অর্থ-নীতি। বিঃ **-শ্লোক**—চাণক্য সংকলিত নীতিশ্লোক।

**চাতক**—বিঃ পক্ষিবিশেষ (কথিত আছে চাতকেরা মেঘাম্বু পান করে, কদাচ অন্য বারি পান করে না)। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **চাতকী**।

**চাতাল**—বিঃ চত্বর ; উঠান বা রোয়াক

**চাতুর**—বিঃ চতুর্জনবাহী শকট : চাতুর্য চতুরতা। বিঃ **চাতুরী**।

**চাতুরাশ্রম্য**—বিঃ ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বান-প্রস্থ ও যতি—এই চারি আশ্রমের ধর্ম।

**চাতুর্বর্ণ্য**—বিঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—হিন্দুজাতির এই বর্ণ চতুষ্টয়।

**চাতুর্মাস্য**—বিঃ চারি মাসে নিষ্পন্ন ব্রত বিঃ **চাতুর্মাস্যা**—চাতুর্মাস্য ব্রত।

**চাতুরিক**—বিঃ রথচালক, সারথি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **চাতুরিকা**।

**চাতুর্য**—বিঃ দক্ষ কৌশল ; চাতুরী। বিণঃ **-প্রিয়**—যে চতুরতাসক্ত।

**চাদর**—বিঃ উত্তরীয়, উড়ানি ; আচ্ছাদন বস্ত্র। [ফা]।

**চান**—ক্রিঃ চাহেন। বিঃ স্নান, নাওয়া, অবগাহন। বিঃ চাঁদ (কথ্যরূপ)।

**চানক**—বিঃ চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া।

**চানকান, চানকানো**—ক্রিঃ সামান্য ভাজিয়া লওয়া ; গরম করা ; উত্তেজিত করা ; বার্ণিশ করা ; প্রতিমার চক্ষুদান করা।

**চান্দ**—বিঃ চাঁদ, চন্দ্র।

**চান্দড়**—বিঃ সর্পবিষনাশক দ্রব্য।

**চান্দা**—বিঃ সংগৃহীত চাঁদা ; চাঁদা মাছ ; চন্দ্র, চাঁদ।

**চান্দ্র**—বিণঃ চন্দ্র-সম্বন্ধীয় ; চন্দ্রের দ্বারা গতি নিয়ন্ত্রিত। বিঃ **-বৎসর**—দ্বাদশ-চান্দ্রমাসযুক্ত বর্ষ। বিঃ **-মাস**—চন্দ্রকে ধরিয়া গণনা-ফলে মাস।

**চান্দ্রায়ণ**—বিঃ চন্দ্র তিথির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্রত ; প্রায়শ্চিত্তবিশেষ।

**চান্দ্রায়ণিক**—বিণঃ চান্দ্রায়ণ ব্রতে দীক্ষিত।

**চান্দ্রিক**—বিণঃ চন্দ্র-সম্বন্ধীয়।

**চান্দ্রী**—বিঃ চন্দ্রপত্নী ; জ্যোৎস্না। বিণঃ চন্দ্র-সম্বন্ধীয়া।

**চাপ[১]**—বিঃ ধনুক ; বৃত্ত-পরিধির অংশ arc (জ্যামিতি) ; মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া নবম রাশি ; ধনুরাশি (জ্যোতিষ)।

**চাপ[২]**—(১) বিঃ ভার, পেষণ, পীড়ন ; পীড়াপীড়ি। (২) বিণঃ ঘন, ঠাসা, জমাট। বিঃ **-দাড়ি**—সারা মুখব্যাপী জমাট দাড়ি।

**চাপকান**—বিঃ আজানুলম্বিত ঢিলা জামাবিশেষ। [ফা]।

**চাপ-চাপ**—বিণঃ আঁট-সাঁট ; ডেলা ডেলা।

**চাপটি, চাপটী**—বিঃ হাঁটু গুটাইয়া পাছায় ভর।

**চাপড়**—বিঃ চড়, থাবড়া।

**চাপড়া, চাবড়া**—বিঃ মৃত্তিকাদির মোটা চাকলা।

**চাপড়ান, চাপড়ানো**—ক্রিঃ ক্রমাগত চাপড় মারা।

**চাপমান-যন্ত্র**—বিঃ যে যন্ত্র দ্বারা বায়ুর চাপ নির্ণয় করা যায়, barometer।

**চাপরাস, চাপরাশ**—বিঃ পদ পরিচায়ক চিহ্ন, দ্রব্য, তকমা। বিঃ **চাপরাসী**, **চাপরাশী**—আরদালি, পেয়াদা।

**চাপল, চাপল্য**—বিঃ চপলতা ; ঔদ্ধত্য ; অস্থিরতা ; অবিমৃষ্যকারিতা।

**চাপা**—(১) বিঃ চাপন, চাপ প্রয়োগ, ঠাসন ; ঠেলন ; ভারী দ্রব্য ; আচ্ছাদন, ঢাকা, গোপন। (২) বিণঃ চাপযুক্ত ; ঠাস ; গাদা ; আচ্ছাদিত, লুক্কায়িত। (৩) ক্রিঃ চাপ দেওয়া ('পদ চাপি বধূরে জাগায়'—জগদানন্দ) ; ঠাসা, আচ্ছাদন করা। বিঃ **-চাপি**—পীড়াপীড়ি, গোপনতা। বিঃ **-চুপি**—গোপনতা, ঘনভাবে আবৃতকরণ।

**চাপাটি**—বিঃ হাতে চাপড়ানো মোটা রুটি।

**চাপান[১]**—বিঃ আরোপ, আরোপণ ; উত্তরদানের নিমিত্ত প্রতিপক্ষের উপর আরোপিত প্রশ্ন।

**চাপান[২], চাপানো**—ক্রিঃ বোঝাই করা ; চড়ানো, স্থাপন করা।

**চাবকান, চাবকানো**—ক্রিঃ চাবুক মারা।
**চাবড়া**—চাপড়া দ্রষ্টব্য।
**চাবি, চাবি-কাঠি**—বিঃ তালা বন্ধ করিবার বা খুলিবার শলাকাবিশেষ, কুঞ্চিকা, হার্মনিয়মের স্টপার ; ঘড়ির দম দিবার যন্ত্র।
**চাবুক**—বিঃ কশা, বেত। [ফা]।
**চাম**—বিঃ চামড়া, ত্বক, ছাল, চর্ম। বিণঃ **-সা, চিমসা, চিমসে**—শুষ্ক চর্মের ন্যায় (গন্ধ)।
**চামচ, চামচে**—বিঃ ক্ষুদ্র হাতাবিশেষ।
**চামচিকা, চামচিকে**—বিঃ বাদুড়জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণিবিশেষ। **বিশ্বকর্মার পুত্র চামচিকে**—মহৎ ব্যক্তির অপদার্থ সন্তান।
**চামড়া**—বিঃ চর্ম, চাম, ত্বক, ছাল।
**চামর**—বিঃ চমরী গোরুর পুচ্ছ হইতে নির্মিত ব্যজন। **চামরী**—(১) বিণঃ চামরযুক্ত। (২) বিঃ ঘোড়া। বিঃ (স্ত্রী): **চামরিণী**। বিণঃ **-ধারিণী**—চামর-দ্বারা বীজনকারিণী।
**চামসা, চামসে**—**চাম** দ্রষ্টব্য।
**চামাটি, চামাতি**—বিঃ চর্মফলক, চামড়ার পাটি।
**চামার**—বিঃ চর্মকার, মুচি ; হৃদয়হীন, নৃশংস ; নীচাশয় ; অতি কৃপণ। বিঃ (স্ত্রী): **-নী**।
**চামুণ্ডা**—বিঃ ভগবতী দুর্গার এক বিশেষ রূপ।
**চামেলি**—বিঃ অতি সুগন্ধী পুষ্প ; মল্লিকাজাতীয় ক্ষুদ্র পুষ্পবিশেষ।
**চার**[১]**, চারি**—বিঃ, বিণঃ ৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ **-আনা, -আনি**—এক টাকার চার ভাগের এক ভাগ। বিণঃ **-কোণা**—চতুষ্কোণ। **চার চালা**—(১) বিণঃ চারদিকে ঢালুভাবে নির্মিত চারখানি চালবিশিষ্ট। (২) বিঃ ঐরূপ ঘর। বিণঃ **-চৌকা**—সমচতুষ্ক। বিঃ **-টা, চারটে**—চার ঘটিকা। বিণঃ **-টি, -টিখানি**—অল্প কিছু, যৎসামান্য। বিঃ **-পায়া**—চারটি পায়ুক্ত খাটিয়াবিশেষ। বিণঃ **-পো, -পোয়া**—পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ। বিঃ **-সন্ধ্যা**—প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা ও মধ্যরাত্রি। **চার হাত এক করা**—বিবাহ দেওয়া।
**চার**[২]—বিঃ গুপ্তচর।
**চার**[৩]—বিঃ মৎস্য আকর্ষণের মশলা।
**চার**[৪]—বিঃ উপায় বা প্রতিকার।
**চারক**—বিণঃ চরায় বা চালায় এমন। বিণঃ (স্ত্রী): **চারিকা**।
**চারণ**[১]—বিঃ স্তুতিপাঠক (চারণ-কবি) [চর্+ণিচ্+অন]।
**চারণ**[২]—বিঃ পশু চরানোর কাজ ; পশু চরাইবার স্থান, চারণ-ভূমি (গোচারণ)।
**চারণ**[৩]—বিঃ চালনা (পদচারণ)।
**চারা**[১]—বিঃ পশু বা মাছের খাদ্য ; টোপ। [হি]।
**চারা**[২]—বিঃ উপায়, প্রতিকার (বেচারা)।
**চারা**[৩]—বিঃ কচি গাছ ; মাছের বাচ্ছা। বিণঃ নবজাত।
**চারান, চারানো**—ক্রিঃ ব্যাপক হওয়া, ছড়াইয়া পড়া, সঞ্চারিত করা।
**চারি**—বিঃ, বিণঃ ৪ সংখ্যা বা সংখ্যক।
**চারিত**—বিণঃ চরানো হইয়াছে এমন ; সঞ্চারিত, চালিত। [চর্+ণিচ্+ত]।
**চারিত্র, চারিত্র্য**—বিঃ স্বভাব, চরিত্র। [চরিত্র+অ, য]। বিণঃ **চারিত্রিক**—চরিত্র-সম্বন্ধীয়।
**চারিভিত**—বিঃ চতুষ্পার্শ, চারিধার।
**চারিমা**—বিঃ চারুতা, মনোহারিত্ব, সৌন্দর্য।

**-চারী**[১]—বিণঃ বিচরণকারী, সঞ্চরণকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **চারিণী** ('যে ছিল আমার স্বপন চারিণী'—রবীন্দ্র)।

**-চারী**[২]—বিঃ নৃত্যাঙ্গবিশেষ।

**চারু**—বিণঃ সুন্দর ; ললিত, সুকুমার। বিঃ **-কলা**—সুকুমার শিল্প। বিঃ **-তা**। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-শীলা**—সৎ স্বভাবা।

**চার্চ**—বিঃ গির্জা, church।

**চার্জ**—বিঃ অভিযোগ ; অপরাধ আরোপ ; মাসুল ; দায়িত্ব ; তত্ত্বাবধান, charge।

**চার্বাক**—বিঃ স্বনাম খ্যাত লোকায়ত বার্হস্পত্য দর্শনের প্রবক্তা ইনি আত্মা বা পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। [চারু+বাক]। বিঃ **-দর্শন**—চার্বাক-রচিত দর্শন।

**চার্ম**—বিণঃ চর্মসম্বন্ধীয় ; চর্মাচ্ছাদিত। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **চার্মী**।

**চাল**[১]—**চাউল**-এর কথ্যরূপ।

**চাল**[২]—বিঃ গৃহাদির কাঁচা আচ্ছাদন বা ছাদ ; প্রতিমার পশ্চাদ্দিকের পট (চালচিত্র)।

**চাল**[৩]—বিঃ প্রথা, জীবনযাত্রার প্রথা, রীতি, রেওয়াজ ; দাবা ক্রীড়াদিতে গুটিকার চালন ; কৌশল, কারসাজি ; চাতুরী। বিঃ **-চলন**—রীতিনীতি ; স্বভাব-চরিত্র। ক্রিঃ **-চালা**—ফন্দি খাটানো। ক্রিঃ **চাল দেওয়া**—মিথ্যা জাঁক করা ; ফন্দি খাটানো ; দাবা পাশা প্রভৃতি খেলায় দান দেওয়া। ক্রিঃ **চাল মারা**—মিথ্যা জাঁক করা ; ফাঁকি দেওয়া।

**চালক**—বিঃ, বিণঃ নেতা, চালনাকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **চালিকা**।

**চালতা, চালতে, চালিতা**—বিঃ অম্ল ও কষায় রসযুক্ত ফলবিশেষ।

**চালনা, চালন**—বিঃ সঞ্চালন ; অনুশীলন, চর্চা, খাটানো ; স্থানান্তরিত করণ। বিণঃ **চালিত**—চালনা করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **চালনীয়**—চালনযোগ্য।

**চালনি, চালুনি**—বিঃ শস্যাদির অখাদ্য অংশ কাড়িয়া ফেলিবার কাজে ব্যবহৃত ছিদ্রবহুল ছাকনিবিশেষ।

**চালশা, চালশে**—বিঃ ৪০ বৎসর বয়স ; ঐ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস।

**চালা**[১]—(১) বিঃ চালন, চালিত করণ ; চালনীতে ঝাড়া। (২) ক্রিঃ চালিত করা ; দাবা খেলায় গুটি সরানো ; চালনীতে নাড়া বা ছাঁকা ; সঞ্চালন করা।

**চালা**[২]—বিঃ ছোট খড়োঘর, তৃণাচ্ছাদিত চাল।

**চালাক**—বিণঃ চতুর, বুদ্ধিমান ; দক্ষ ; চটপটে ; বাচাল। বিঃ **চালাকি, চালাকী**—চাতুরী ; ধূর্তামি ; ফন্দি।

**চালান**[১], **চালানো**—(১) ক্রিঃ পরিচালিত করা ; গতিযুক্ত করা ; প্রয়োগ করা ; প্রচলিত করা ; গছানো ; নিয়ন্ত্রিত করা। (২) বিঃ, বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**চালান**[২],—বিঃ প্রেরণ ; রপ্তানি। **চালানি, চালানী**—বিণঃ চালান দেওয়া সংক্রান্ত ; প্রেরিত ; রপ্তানি ঘটিত।

**চালান**[৩]—বিঃ বস্তু-প্রেরণ তালিকা, challan।

**চালি, চালী**—বিঃ নৌকার বাঁশের পাটাতন ; ছোট চাল বা মাচান ; প্রতিমার চালচিত্র।

**চালিত**—বিণঃ যাহাকে চালানো হইয়াছে এরূপ।

**চালিতা**—**চালতা** দ্রষ্টব্য।

**চালু**—বিণঃ প্রচলিত ; চলতি ; চলন্ত ; প্রবর্তিত।

**চাষ¹**—বিঃ ভূমিকর্ষণ, কৃষিকর্ম ; উৎপাদন ; চর্চা, অনুশীলন। বিঃ **-বাস**—কৃষিকার্য। বিঃ **চাষা**—যে চাষ করে ; কৃষক ; মূর্খ, অভদ্র। বিণঃ **চাষাড়ে**—চাষার তুল্য ; অসভ্য। বিঃ **চাষাভুষা**—চাষা ও ঐ শ্রেণীর লোক ; অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক। **চাষী**—বিঃ যে চাষ করে ; কৃষক, কৃষিজীবী।

**চাষ²**—বিঃ নীলকণ্ঠ পাখী ; সোনা চড়াই।

**চাষী**—**চাষ¹** দ্রষ্টব্য।

**চাহন¹**—বিঃ অবলোকন, দৃষ্টিপাত। বিঃ **চাহনি**—নজর, দৃষ্টিপাত।

**চাহন²**—বিঃ ইচ্ছা ; প্রার্থনা, যাঞ্চা।

**চাহি**—ক্রিঃ চাই, (পদ্যে) চাহিয়া।

**চাহিদা**—বিঃ দরকার, লোকে খুব চাহে এরূপ অবস্থা ; বাজারে মালের কাটতি বা দাম, demand।

**চিংড়ি, চিঙ্গড়ি, চিঙ্গড়ী**—বিঃ ইচলা মাছ ; একপ্রকার জলচর প্রাণী (মাছ বলিয়া পরিগণিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে মাছ নহে)। বিঃ **কুচা চিংড়ি**—অতি ক্ষুদ্রাকার চিংড়িবিশেষ। বিঃ **গলদা চিংড়ি**—বৃহদাকার চিংড়িবিশেষ। বিঃ **বাগদা চিংড়ি**—সুস্বাদু চিংড়িবিশেষ।

**চিঁ, চিঁচি**—অব্যঃ ক্ষীণ আর্তনাদ ধ্বনি।

**চিঁড়া, চিঁড়ে**—বিঃ চিপিটক, ধান পিষিয়া প্রস্তুত মুড়িজাতীয় খাদ্যবিশেষ। বিণঃ **চিঁড়ে চেপটা**—চিঁড়ের মত চেপটা ; সম্পূর্ণ পিষ্ট।

**চিঁহি, চিঁহিহি**—অব্যঃ বিঃ ঘোড়ার ডাকের আওয়াজ, হ্রেষাধ্বনি।

**চিক্‌চিক্‌, চিক্‌মিক্‌**—অব্যঃ ঈষৎ ঔজ্জ্বল্য, ঝিক্‌মিক্‌।

**চিক**—বিঃ গলার গহনাবিশেষ ; বংশনির্মিত পর্দা বা কানাত।

**চিকন¹, চিকণ**—বিণঃ চক্‌চকে, উজ্জ্বল ; স্নিগ্ধ, সুন্দর ('নিরাবরণ বক্ষে তব নিরাভরণ দেহে চিকন সোনা-লিখন ঊষা আঁকিয়া দিল স্নেহে'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-কালা**—সুন্দর কৃষ্ণ।

**চিকন²**—(১) বিঃ বস্ত্রাদির উপর সূক্ষ্ম সূচীকর্ম। (২) বিণঃ পাতলা, মিহি, সূক্ষ্ম। বিঃ **চিকণাই, -নাই**—জলুস, ঔজ্জ্বল্য। বিণঃ **চিকনিয়া, চিকণিয়া**—চিকন, মনোহর।

**চিকা**—বিঃ গন্ধমূষিক, ছুঁচো।

**চিকি**—বিণঃ, বিঃ সিদ্ধ করা (-সুপারি)।

**চিকিচ্ছা, চিকিচ্ছে**—**চিকিৎসা**-র বিকৃত উচ্চারণ।

**চিকিৎসক**—বিঃ ডাক্তার, কবিরাজ, বৈদ্য।

**চিকিৎসা**—বিঃ রোগাপনয়ন, রোগ নিরাময় হেতু ঔষধাদির ব্যবস্থা। [কিত্‌+সন্‌+আ]। বিণঃ **চিকিৎসনীয়**—চিকিৎসাযোগ্য। বিঃ **চিকিৎসালয়**—চিকিৎসা গৃহ। বিণঃ **চিকিৎসাধীন**—চিকিৎসিত হইতেছে এমন। বিণঃ **চিকিৎসিত**—চিকিৎসা করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **চিকিৎস্য**—চিকিৎসার যোগ্য।

**চিকীর্ষা**—বিঃ করিবার ইচ্ছা। [কৃ+সন্‌+আ]। বিণঃ **চিকীর্ষিত**—করিবার নিমিত্ত, অভিপ্রেত। বিণঃ **চিকীর্ষু**—করিতে ইচ্ছুক।

**চিকুট, চিকুটী, চিক্কুটী**—বিণঃ অত্যন্ত কাল, চিমটি কাটিলে ময়লা উঠে এমন।

**চিকুর**—(১) বিঃ কেশ, চুল ('চাঁচর চিকুর') ; সরীসৃপ ; পক্ষিবিশেষ ; পর্বত। (২) বিণঃ চপল, চঞ্চল, অস্থির। (৩) বিঃ ঐরাবত বংশীয় নাগবিশেষ—ইঁহার পিতার নাম আর্যক এবং পুত্রের নাম সুমুখ। বিঃ **-জাল**—কেশদাম।

**চিক্কণ**—(১) বিঃ গুবাক বৃক্ষ, সুপারি গাছ ; গুবাক। (২) বিণঃ স্নিগ্ধ, মসৃণ, চকচকে।

**চিক্কুর**[১]—বিঃ তীব্র বিদ্যুৎ বা বজ্র।

**চিক্কুর**[২]—বিঃ তীব্র চীৎকার।

**চিঙ্গট, চিঙ্গেট, চিঙ্গড়**—বিঃ চিংড়ি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **চিঙ্গটী**—ছোট চিংড়ী।

**চিচিংফাঁক**—বিঃ আরব্যোপন্যাস উদ্ভাবিত গোপন যাদু সংকেতবিশেষ ; ইংরেজি open sesame-এর ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকৃত বঙ্গানুবাদ।

**চিচিঙ্গা, চিচিঙা, চিচিঙ্গ**—বিঃ ব্যঞ্জন-রূপে ভক্ষ্য লম্বা সর্বাজীবিশেষ।

**চিচিচড়**—**চিড়্‌চিড়্‌**-এর রূপভেদ।

**চিচ্ছক্তি**—বিঃ চৈতন্যশক্তি, চিৎরূপা শক্তি। [চিৎ+শক্তি]।

**চিজ, চীজ**—বিঃ সামগ্রী, দ্রব্য, বস্তু ; ধুরন্ধর ব্যক্তি ; পনীর, cheese।

**চিট**[১]—বিঃ লিখিত ছোট কাগজের টুকরা, চিরকুট। [হি]।

**চিট**[২]—বিঃ আঠালোভাব। বিণঃ **-চিটে**—আঁঠালো, একটু চটচটে।

**চিটা, চিটে**—(১) বিণঃ চিটাযুক্ত। (২) বিঃ কোতরা, ঘন গুড়বিশেষ (তামাক মাখিতে প্রয়োজন হয়) ; শস্যহীন ধান্য।

**চিটনা, চিটনে, চিটা, চিটে**—বিণঃ শুকনো, অসার। বিঃ ভিতরে দানা নাই এমন ধান।

**চিঠা**—বিঃ ক্ষুদ্র চিঠি, ফর্দ, তালিকা, জমিদারের হিসাব বহি। [হি]।

**চিঠি**—বিঃ লিপি, পত্র। **-চাপাটি**—চিঠিপত্র ইত্যাদি। [হি]।

**চিড়্‌চিড়্‌, চিচিচড়**—অব্যঃ সামান্য শব্দ।

**চিড়্‌বিড়্‌**—অব্যঃ সর্বদা জ্বালা ও চুল-কানির অনুভূতি।

**চিড়**—বিঃ ফাটল বা তাহার দাগ। **চিড়-খাওয়া**—ফাটল ধরা। [ফা]।

**চিড়িক**—অব্যঃ হঠাৎ যন্ত্রণার অনুভূতি।

**চিড়িতন**—বিঃ তাসের রংবিশেষ।

**চিড়িয়া**—বিঃ পাখি।

**চিড়িয়াখানা**—বিঃ পশুপক্ষীকে যে বাগানে রাখা হয়, zoological garden। [হি]।

**চিৎ**[১]—বিঃ জ্ঞান, চৈতন্য। [চিৎ+ক্বিপ]।

**চিৎ**[২], **চিত**—বিণঃ উপরের দিকে মুখ করিয়া মাটিতে বা অন্য কিছুতে পিঠ রাখিয়া শায়িত, পরাজিত। বিণঃ **-পটাং**—একেবারে চিৎ হইয়া পড়া।

**চিৎকার, চীৎকার**—বিঃ চেঁচানি ও গোলমাল। [চিৎ+কৃ+অ]।

**চিত**[১]—বিণঃ চয়ন করা হইয়াছে এমন, সঞ্চিত। [চি+ত]।

**চিত**[২]—**চিত্ত**-র কোমল রূপ।

**চিতল**—বিঃ বড় মাছবিশেষ।

**চিতা**[১]—বিঃ শবদাহের অগ্নির আধার। **রাবণের চিতা**—চিরস্থায়ী যন্ত্রণা। ('রাবণের চিতাসম যদিও আমার জ্বলিছে [illegible]ক প্রাণ'—চিত্তরঞ্জন)।

**চিতা**[২]—বিঃ হলুদ রংএর উপর গোল কাল দাগবিশিষ্ট একপ্রকার বাঘ।

**চিতা**[৩]—বিঃ গুল্মবিশেষ ; শ্যাওলা ; মেচেতা।

**চিতান, চিতানো**—ক্রিঃ চিৎ হওয়া বা করা, ফুলানো। বিঃ ঐ একই অর্থে।

**চিতানল**—বিঃ চিতার আগুন।

**চিতাভস্ম**—বিঃ চিতা হইতে সংগ্রহ করা ভস্ম। ('চৈত্রের চিতাভস্ম উড়ায়ে জুড়াইয়া জ্বালা পৃথ্বীর'—মোহিত লাল)।

**চিতাশয্যা**—বিঃ শব-শয্যা।

**চিতি**—বিঃ চিত্রিতদেহ সর্পবিশেষ বা কাঁকড়াবিশেষ।

**চিতে**—চিতা১-র কথ্যরূপ।

**চিতেন**—বিঃ কবিগানের অংশবিশেষ।

**চিত্ত**—বিঃ মন, হৃদয়, অন্তঃকরণ। [চিত্+ত]। বিঃ **-ক্ষোভ**—মনের দুঃখ ('বণিতের নিত্য চিত্ত-ক্ষোভ' —রবীন্দ্র)। বিঃ **-চাঞ্চল্য**—মনের অস্থিরতা। বিঃ **-দমন**—চিত্তকে শাসন, সংযম। বিঃ **-দাহ**—মনের জ্বালা। বিঃ **-নিরোধ**—মনকে বাহিরের বিষয় হইতে দমনে রাখা। বিঃ **-প্রসাদ**—আত্মসন্তুষ্টি। বিঃ **-বিকার**—মনোভাবের বিকৃতি। বিঃ **-বিকৃতি**—মনের ভিন্ন বিষয়ে গতি। বিঃ **-বিনোদন**—মনোরঞ্জন। বিঃ **-বিভ্রম**—মনের ভুল বা বিকার। বিঃ **-বৃত্তি**—মনের প্রকৃতি। বিঃ **-ভ্রংশ**—মানসিক শক্তির ক্ষতি। **-রঞ্জন**—(১) বিঃ মনকে যাহা আনন্দিত করে। (২) বিণঃ মনকে তুষ্টি দেয় এমন। বিঃ **-রঞ্জনী বৃত্তি**—মনের যে আনন্দদায়ক প্রকৃতি মানুষকে সৌন্দর্য ও রস উপভোগে প্রবৃত্ত করায়। বিঃ **-শুদ্ধি**—মনোগত পাপ বা মালিন্য দূর করণ। বিণঃ **-হারী**—মন ভুলানো। বিঃ **-স্থৈর্য**—মনের স্থিরতা।

**চিত্তাকর্ষক**—বিণঃ মন হরণ করে এমন। [চিত্ত+আকর্ষক]। (স্ত্রী): **চিত্তাকর্ষিকা**।

**চিত্তোন্নতি**—বিঃ মনের উন্নতি সাধন।

**চিত্র**—(১) বিঃ ছবি, আলেখ্য, নকশা। [চিত্র+ণিচ্+অচ]। (২) বিঃ আশ্চর্য, নানাবর্ণ বিশিষ্ট। (৩) বিঃ একপ্রকার কুষ্ঠ, এরণ্ড গাছ। বিঃ **-কর, -কার, -কৃৎ**—পটুয়া। বিঃ **-কণ্ঠ**—পায়রা। বিঃ **-কলা**—অঙ্কন বিদ্যা। বিঃ **-কাব্য**—চিত্র প্রধান কবিতা। বিঃ **-গ্রীব**—চিত্রিত গ্রীবা যাহার। বিঃ **-তারকা**—সিনেমা জগতের নায়ক-নায়িকা, ফিল্মস্টার। বিঃ **-গন্ধ**—সুন্দর গন্ধ, হরিতাল। বিঃ **-দীপ**—পঞ্চপ্রদীপের একটি। বিঃ **-নাট্য**—চলচ্চিত্রের বই। বিঃ **-নাট্যকার**—চলচ্চিত্রের গ্রন্থরচনাকারী। বিঃ **-পট**—ছবি আঁকিবার বস্ত্রবিশেষ, canvas। বিঃ **-ফলক**—ছবি আঁকার ধাতু বা কাষ্ঠখণ্ডবিশেষ। বিণঃ **-বিচিত্র**—বিভিন্ন রং ও ছবি সংযুক্ত। বিঃ **-বিদ্যা**—চিত্রকলা। বিঃ **-ভানু**—সূর্য। বিণঃ **-ময়**—ছবিতে পূর্ণ। (স্ত্রী): **-ময়ী**। বিঃ **-রথ**—সূর্য। বিঃ **-শালা**—চিত্রসমূহ রাখিবার স্থান, studio। বিঃ **-শিল্পী**—চিত্রকর। **তৈলচিত্র**—অয়েল পেণ্টিং, oil painting।

**চিত্রক**—(১) বিঃ চিতাবাঘ। [চিত্র+কৈ+অ]। (২) বিঃ ছবি, তিলক। [চিত্র+ক]। (৩) বিণঃ চিত্রাঙ্কনকারী।

**চিত্রকূট**—বিঃ রামায়ণে বর্ণিত পর্বত-বিশেষ, রামগিরি।

**চিত্রগুপ্ত**—বিঃ যমরাজের করণিক। **চিত্রগুপ্তের খাতা**—বিঃ কৃত-কর্মের হিসাব-নিকাশের খাতা।

**চিত্রণ**—বিঃ চিত্রকরণ, লিখন, অলঙ্করণ।

**চিত্রা**—বিঃ নক্ষত্রবিশেষ; সংস্কৃতের ছন্দ। [চিৎ+ত্রৈ+অ+আ]।

**চিত্রাঙ্গদা**—বিঃ মণিপুর রাজদুহিতা, বভ্রুবাহনের মাতা ; অর্জুনের স্ত্রী।
**চিত্রানুগ**—বিণঃ ছবির মত যথাযথ।
**চিত্রার্পিত**—বিণঃ ছবিতে অঙ্কিত, ছবির মত নিশ্চল।
**চিত্রিণী**—বিঃ তন্ত্রে লিখিত নাড়ী-বিশেষ ; চারিপ্রকার নারীর অন্যতমা (অন্য তিন প্রকার নারী হস্তিনী, শঙ্খিনী, পদ্মিনী)। [চিত্র+ইন+ঈ]।
**চিত্রিত**—বিণঃ অঙ্কিত, লিখিত [চিত্র+ত]। ('ওই দেখ, ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর'—নবীন)। (স্ত্রী)ঃ **চিত্রিতা**।
**চিদাকাশ**—বিঃ চিত্তরূপ আকাশ।
**চিদানন্দ**—বিঃ চৈতন্য এবং আনন্দের স্বরূপ যিনি অর্থাৎ পরব্রহ্ম, শিব। ('চেতরে চেত ডাকে চিদানন্দ'—ভাঃ চঃ)।
**চিদাভাস**—বিঃ চৈতন্যের ছায়া স্বরূপ, জীবাত্মা।
**চিদ্রূপ**—বিঃ চিৎ স্বরূপ ; জ্ঞানময়, আত্মা, ব্রহ্ম। [চিৎ+রূপ]।
**চিন্ চিন্**—অব্যঃ একটা অস্পষ্ট যন্ত্রণার অনুভূতি।
**চিন**[১]—(১) বিঃ জানাশুনা। (২) বিণঃ পরিচিত।
**চিন**[২]—বিঃ চিহ্ন, দাগ, লক্ষণ।
**চিনা, চিনন, চিনান**—**চেনা** দ্রষ্টব্য।
**চিনি**—বিঃ শর্করা। ক্রিঃ জানি ('আমি চিনি গো চিনি তোমারে'—রবীন্দ্র)। বিঃ **চিনিপাতা দই**—চিনি মিশানো দুধ হইতে প্রস্তুত দই। **চিনির বলদ**—পরের বোঝা বহিয়া যার জীবন যায়। **যিনি খান চিনি, জোগান চিন্তামণি**—ভগবান সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করেন।
**চিন্তক**—বিঃ চিন্তা করে যে এমন।

**চিন্তন**—বিঃ চিন্তাকরণ, মনন, ধ্যান, স্মরণ। [চিন্ত্+অন]।
**চিন্তনীয়, চিন্ত্য**—বিণঃ চিন্তনযোগ্য।
**চিন্তা**—বিঃ মনন, ধ্যান (ভগবানের) ; ভাবনা, উদ্বেগ। [চিন্ত+অ+আ]। বিণঃ **চিন্তানল**—যে চিন্তা আগুনের মত দগ্ধ করে। বিণঃ **-কুল**—উদ্বেগে আকুল। বিণঃ **-জনক**—ভাবনায় পীড়িত এমন। বিণঃ **-মগ্ন**—ভাবনায় আত্মহারা। বিঃ **-মণি**—যে মণি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে, **স্পর্শমণি**, ভগবান, নারায়ণ। বিণঃ **-শীল**—ভাবুক, মনীষী। বিঃ **-হরণ**—চিন্তা দূর করেন যিনি।
**চিন্তিত**—বিণঃ ভাবিত, উদ্বিগ্ন।
**চিন্তে, চিনতে**—ক্রিঃ চিনিতে, জানিতে, বুঝিতে, চিন্তা করে, ভাবে।
**চিন্ত্য**—**চিন্তনীয়** দ্রষ্টব্য।
**চিন্ত্যমান**—বিণঃ যাহার কথা ভাবা হইতেছে এরূপ।
**চিন্ময়**—বিণঃ চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানময়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **চিন্ময়ী**—ভগবতী।
**চিপটান**[১], **চিপটেন**—বিঃ ধীরভাবে, অনুচ্চস্বরে মাঝে মাঝে মর্মদাহকর উক্তি।
**চিপটান**[২], **চিপটানো**—ক্রিঃ চেপটানো, পিষ্ট হওয়া বা করা, চাপিয়া সংলগ্ন করা, চেপটাভাবে লাগানো বা লাগা। বিঃ বিণঃ ঐ একই অর্থে। বিঃ **চিপটানি**—চেপটাকরণ ; পিষ্টকরণ।
**চিপসন, চোপসন**—ক্রিঃ শুষিয়া লওয়া।
**চিপা**[১]—ক্রিঃ নিষ্পেষণ করা, নিংড়ানো। বিঃ, বিণঃ ঐ একই অর্থে।
**চিপা**[২]—বিণঃ সংকীর্ণ (চিপারাস্তা)।
**চিঁপিট, চিঁপিটক**—বিঃ চিঁড়া।

**চিবন, চিবনো, চিবান, চিবানো, চিবুন, চিবুনো**—ক্রিঃ চর্বণ করা। বিণঃ একই অর্থে। বিঃ **চিবুনি, চিবনি, চিবানি**—চর্বণ।

**চিবু, চিবুক**—বিঃ থুতনি। [গীব+উ+ক]। **-স্পর্শ**—চিবুক ছুঁইয়া আদর।

**চিমটা**—বিঃ লোহনির্মিত যন্ত্র (কোন কিছু ধরিবার জন্য)।

**চিমটি**—বিঃ দুই আঙুলের অগ্রভাগ দ্বারা বা নখ দ্বারা চাপিয়া ধরা।

**চিমটান, চিমটানো, চিমটি কাটা**—ক্রিঃ চিমটির দ্বারা বা মত ব্যথা দেওয়া। [সে চিমটি কাটা কথা বলে]।

**চিমড়া, চিমড়ে**—(১) বিণঃ শুষ্ক চামড়ার মত শক্ত (রুটি)। (২) একগুঁয়ে, অত্যন্ত শক্ত, পাকানো।

**চিমনি, চিমনী**—বিঃ ধূম নির্গমনের যন্ত্র বা পাত্র, chimney, কাচ-নির্মিত আলোক-শিখা বেষ্টনী (লণ্ঠনের চিমনি)।

**চির**[১]—বিঃ ফাট, বিদারণ, লম্বা ফালি বা খণ্ড। বিঃ **-কুট**—অতি ক্ষুদ্র চিঠি, ছেঁড়া বা ময়লা বস্ত্র ইত্যাদি।

**চির**[২]—বিণঃ নিত্য, শাশ্বত, অনন্ত, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া। বিঃ দীর্ঘকাল। বিণঃ **-কর্মা, -কারী, -ক্রিয়**—দীর্ঘসূত্রী। বিঃ **-কাল**—অনন্ত কাল। বিণঃ **-কালীন, -কেলে**—সকল সময়ের। বিণঃ **-কাঙ্ক্ষিত**—অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষিত। বিণঃ **-কুমার**—আজীবন অবিবাহিত। (স্ত্রী)ঃ **-কুমারী**। বিণঃ **-ক্রীত**—চিরদিনের জন্য ক্রয় করা হইয়াছে এমন। **-জীবন**—(১) বিঃ সমগ্র জীবন। (২) ক্রি-বিণঃ সমগ্র জীবন কাল ধরিয়া। বিণঃ **-জীবী, -জীবিনী** (স্ত্রীঃ), **-জীবী, -জীবিনী** (স্ত্রী)ঃ—দীর্ঘায়ু, অমর। বিঃ **-দুঃখ**—জীবনব্যাপী দুঃখ। বিঃ **-নিদ্রা**—মৃত্যু ; যে নিদ্রা কখনও ভাঙ্গে না। বিঃ **-নির্বাসন**—চিরদিনের জন্য স্বদেশ হইতে বহিষ্করণ। বিণঃ **-নির্ভর**—সর্বদা যাহার উপর ভরসা করা যায় এমন। বিঃ **-নীহার**—যে তুষার কখনও গলে না। বিণঃ **-নূতন**—কখনও পুরানো হয় না এমন। বিণঃ **-ন্তন**—চিরকাল ধরিয়া। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-ন্তনী**। বিণঃ **-পরিচিত**—দীর্ঘদিন হইতে পরিচিত। বিণঃ **-প্রচলিত**—অনেকদিন ধরিয়া যাহা চলিয়া আসিয়াছে এমন। বিঃ **-প্রবাস**—সমগ্র জীবন বিদেশে বাস। বিঃ **-বিচ্ছেদ**—জীবনের জন্য ছাড়াছাড়ি। বিঃ **-বৈর**—জীবনভোর শত্রুতা। বিঃ **-রহস্য**—যে বিষয়ের কোনও দিন সমাধান হয় না। বিণঃ **-রুগ্ন**—জীবন ভরিয়া অসুস্থ। বিণঃ, বিঃ **-শত্রু, -বৈরী**—জীবনব্যাপী শত্রুতা করিল এমন। বিঃ **-শান্তি**—চিরকালের জন্য শান্তি। বিণঃ **-শ্যামল, -হরিৎ**—চির সবুজ। বিণঃ **-সুখী**—জীবনভোর যে সুখে থাকে এমন। বিঃ **-সুহৃৎ**—দীর্ঘদিনের বন্ধু। বিণঃ **-স্থায়ী**—দীর্ঘস্থায়ী, অক্ষয়। **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত**—লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরদিনের জন্য জমির মালিককে জমি অর্পণের বন্দোবস্ত, permanent settlement। **চিররুদ্ধ**—চিরকালের জন্য আবদ্ধ। ('চিররুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে' —মধু)।

**চিরণ, চেরণ**—ক্রিঃ বিদারণ করা, ফাড়া।

**চিরণদাঁতী**—বিণঃ চিরুণির মত ফাঁক ফাঁক দাঁত যাহার।

**চিরণী, চির্ুণি, চির্ুনি**—বিঃ মাথা আঁচড়ানোর জন্য ব্যবহৃত, কাঁকুই।
**চিরতা, চিরাতা**—বিঃ এক প্রকার তিক্ত গুল্ম বা ঔষধ।
**চিরদিন**—বিঃ আবহমান কাল।
**চিরদীন**—বিণঃ চির দরিদ্র।
**চিরাগ, চেরাগ**—বিঃ বাতি, প্রদীপ। [ফা]। **চিরাগের নীচেই অন্ধকার**—যাহার জানা উচিত সেই জানেনা।
**চিরাগত, চিরাচরিত**—বিণঃ আবহমান কাল প্রচলিত বা যাহা হইয়া আসিতেছে।
**চিরানুরক্ত**—বিণঃ আজন্ম প্রিয়।
**চিরাভ্যস্ত**—বিণঃ দীর্ঘকাল ধরিয়া বা আজন্মকাল যাহা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে এমন।
**চিরাভ্যাস**—বিঃ আজীবনের অভ্যাস।
**চিরায়ত**—বিণঃ চিরকালে ছড়াইয়া আছে এমন।
**চিরায়মানা**—বিণঃ (স্ত্রী)ঃ চিরকাল বিদ্যমানা।
**চিরায়ুঃ, চিরায়ু, চিরায়ুষ্মান**—বিণঃ চিরজীবী, অমর। [চির+আয়ু, আয়ুস, মৎ]। (স্ত্রী)ঃ **চিরায়ুষ্মতী**—চিরজীবিনী, আজীবন সধবা।
**চিল**—বিঃ অত্যন্ত জোর ও কর্কশ-শব্দকারী হিংস্র মাংসাশী পাখি-বিশেষ। বিঃ **চিল-চেঁচানো**—চিলের মত তীক্ষ্ন চীৎকার।
**চিলতা, চিলতে**—বিণঃ লম্বা ফালি করা আছে এমন। বিঃ লম্বা লম্বা ফালি (কাগজ ও কলাপাতার)। ক্রিঃ **চিলতা করা**—ফালি করা।
**চিলমচি, চিলমচী**—বিঃ হাত-মুখ ধুইবার জন্য গামলার মত পাত্র-বিশেষ। [তুর্কী]।

**চিল্লাচিল্লি, চেল্লাচেল্লি, চিল্লান, চেল্লান**—বিঃ অনেক স্বর একত্র হইয়া যে চীৎকার। [হি]।
**চিহ্ন**—বিঃ দাগ, রেখা (ক্ষতের, কালির, রক্তের); ছাপ (পায়ের বা হাতের); লক্ষণ (রোগের, মৃত্যুর); পরিচায়ক, নিদর্শন, স্মারক, সংকেত, ইংগিত, সাংকেতিক লেখা। [চিহ্ন+অ]। বিণঃ **চিহ্নিত**—চিহ্ন বা দাগযুক্ত, নির্ধারণ, ঠিক করা আছে এমন। ('এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছো চিহ্নিত'—রবীন্দ্র)। **চিহ্নতনামা**—নির্দেশপত্র।
**চীজ**—(১) বিঃ দ্রব্য; অস্বাভাবিক ব্যক্তি (সে একখানা চীজ); দুগ্ধজাত খাদ্য, পনীর, cheese।
**চীৎকার**—**চিৎকার** দ্রষ্টব্য।
**চীত**—বিঃ ছবি, চিত্র ('ভিতক চীত ভুজগ হেরি')। বিঃ **-নলিনী**—আঁকা পদ্ম।
**চীন**—এশিয়া মহাদেশের একটি দেশ, মহাচীন (পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জন-বহুল দেশ)।
**চীনা**—(১) বিঃ ছোট ছোট ধান-বিশেষ। (২) চীনাদেশের লোক। বিণঃ চীনদেশীয়, চৈনিক। বিঃ **-বংশুক**—চীনদেশীয় রেশমবস্ত্র। বিঃ **-কর্পূর**—একপ্রকার ভাল কর্পূর। বিঃ **-ঘাস**—চীনদেশীয় ঘাস। বিঃ **-বাদাম**—একপ্রকার বাদাম। বিঃ **-মাটি**—সাদা মাটি; ইহা দ্বারা চায়ের পেয়ালা, পিরিচ ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। **চীনা-মাটির বাসন**—কড়েমাটির বাসন, porcelain।
**চীবর**—বিঃ কৌপীন, চীর, সন্ন্যাসীদের ব্যবহৃত বস্ত্র।

**চীর**—বিঃ ছেঁড়া কাপড়, গাছের বাকল, চিরকুট। বিঃ **-বাস**—ছিন্নবস্ত্র। বিণঃ **চীরী**—ছিন্নবস্ত্র পরিহিত, বল্কল-ধারী।

**চীর্ণ**—বিণঃ খণ্ডিত, বিদীর্ণ, ছিন্ন।

**চুঁ**—অব্যঃ অনুকার শব্দ।

**চুঁইচুঁই**—অব্যঃ অনুকার শব্দ (পেট ক্ষুধায় চুঁইচুঁই করে)।

**চুঁয়া**—বিণঃ আধপোড়া ; ধরিয়া যাওয়া এমন, অম্লগন্ধযুক্ত (চুঁয়া ঢেকুর)।

**চুঁচড়ো, চুঁচড়া**—(১) বিঃ চুনোমাছ, হুগলী জেলার প্রধান শহর। (২) বিণঃ ছুঁচালো।

**চুঁচি**—বিঃ স্তন বা স্তনের বোঁটা।

**চুক, চুকন**—বিঃ ত্রুটি, মনের ভুল। [হি]। **ভুলচুক**—ভ্রমপ্রমাদ।

**চুকলি**—বিঃ আড়ালে নিন্দা। বিণঃ **-খোর**—আড়ালে নিন্দা করে যে এমন।

**চুকা, চুকো**—(কথ্যভাষা) বিণঃ অম্ল স্বাদযুক্ত, টক। ক্রিঃ ভুল করা ; শেষ বা অবসান হওয়া।

**চুকা, চোকা, চুকান, চুকানো, চুকন, চুকনো**—(১) ক্রিঃ শেষ হওয়া, মিটিয়া যাওয়া, গ্রাহ্য বা ভয় করা। (২) বিঃ ঐসব অর্থেই।

**চুকাপালং**—বিঃ টক শাকবিশেষ।

**চুক্‌চুক্‌**—অব্যঃ জিভ দিয়া জলীয় পদার্থ-পানের শব্দ।

**চুক্‌চুকান, চুক্‌চুকানো**—ক্রিঃ চুক্‌-চুক্‌ শব্দ করা ; চুক্‌চুক্‌ করিয়া পান করা ; কোন কার্য করিবার জন্য অধীর হওয়া।

**চুক্‌চুকানি, চুক্‌চুকুনি**—বিঃ কোন কোন কার্য করিবার জন্য অধীরতা ; চুক্‌চুক্‌ শব্দ ; চুক্‌চুক্‌ করিয়া পানকরণ।

**চুক্‌চুকে**—বিণঃ চিক্কণ, মসৃণ ও উজ্জ্বল ; চুক্‌চুক্‌ শব্দকারী ; কার্যকরণার্থে অধীর।

**চুক্তি**—বিঃ শর্ত, কড়ার, নিষ্পত্তি, মিট-মাট। বিঃ **-নামা, -শর্ত**—দলিলের কড়ার। [হি]।

**চুক্র, চুক্রক**—বিঃ চুকাপালং শাক ; অম্লবেতস শাক ; শুক্তবিশেষ, কাঞ্জিকবিশেষ ; সন্ধানবিশেষ।

**চুঙ্গি, চুঙি, চুঙ্গী**—বিঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নল বা তাহার মত দ্রব্যবিশেষ। বিঃ **-কর**—পণ্যশুল্ক ; মাদক দ্রব্যের উপর দেয় কর।

**চুচুক**—বিঃ স্তনের বোঁটা।

**চুচুকৃতি**—বিঃ চুম্বন, চোষণ বা জলীয় পদার্থ পানের শব্দ ; স্তনের বোঁটা।

**-চুঞ্চু**—বিণঃ খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি বুঝাইতে অন্ত প্রত্যয়রূপে যুক্ত হয় ('ন্যায়চুঞ্চু', 'বিদ্যাচুঞ্চু')।

**চুটকি[১], চুটকী**—বিঃ পায়ের আঙুলের ঝুমকা, তুড়ি, চিমটি। বিণঃ লঘু, চটুল, ক্ষুদ্রাকার ও সরস সাহিত্য।

***চুটকী বাজানো**—অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার সাহায্যে তুড়ি দেওয়া। **চুটকী সাহিত্য**—সহজ ভাষায় রচিত লঘু ও সরস সাহিত্য।

**চুটকি[২]**—বিঃ টিকি ('যাও ঠাকুর চৈতন চুটকি নিয়া'—রবীন্দ্র)।

**চুটন, চুটনো, চুটান, চুটানো**—ক্রিঃ চূড়ান্ত করা, চরমশক্তি প্রয়োগ করা।

**চুড়ি, চুড়ী**—বিঃ সরু বালার মত গহনা। বিণঃ **-দার**—কোঁচকানো অবস্থা, চুড়ির মত কুঞ্চিত আগা আছে এমন, চুটনযুক্ত (চুড়িদার পাঞ্জাবী)।

**চুড়ো**—চূড়া-র কথ্যরূপ।

**চুণ, চূণ, চুন, চূন**—(১) বিঃ পাথর, শামুক ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত ক্ষারদ্রব্য-বিশেষ। (২) বিণঃ বিবর্ণ (মুখখানা চুন করে চলে গেল)। বিঃ **-কাম**—চুনগুলা জলের প্রলেপ (ঘরে, বাড়ীতে)। **পাথর চুন**—পাথর ইত্যাদি পোড়াইয়া তৈরী চুন। **শামুক চুন**—শামুক হইতে তৈরী চুন। বিঃ **-কালি**—কলঙ্ক। বিঃ **-কাম**—কলি করা, white wash।

**চুণী**—চুনি-এর বানানভেদ।

**চুতিয়া**—বিঃ মূর্খ (গালিতে) [হি]

**চুনট, চুনাট**—বিঃ কুঞ্চন (বস্ত্রাদির)। বিণঃ কুঁচকানো। [হি]।

**চুনন**—বিঃ নির্বাচন।

**চুনা**[১]—বিণঃ চুনযুক্ত।

**চুনা**[২]—বিঃ খুব ছোট মাছ। বিঃ **-পুঁটি**—নগণ্য ব্যক্তি (আমি তো চুনা-পুঁটি, এ বাজারে কেষ্ট বিষ্টুরাই হালে পানি পায় না)।

**চুনা**[৩]—ক্রিঃ বাছিয়া লওয়া, নির্বাচন করা। বিঃ নির্বাচন। [হি]।

**চুনি, চুনী, চুণী**—রক্তবর্ণ মূল্যবান রত্ন, পরাগমনি। [হি]।

**চুনারি, চুনারী, চুনরি**—বিণঃ চুন প্রস্তুতকারী।

**চুনুরি**—(১) বিঃ রঙিন কাপড়। (২) বিণঃ রং করা এমন।

**চুন্নী**—বিঃ দুষ্ট রমণী, কুটনী ; চুরি করে এমন স্ত্রীলোক।

**চুপ**—(১) বিণঃ নীরব। (২) অব্যঃ চুপ থাকিবার নির্দেশসূচক শব্দ। ক্রিঃ **-করা**—কথা বা গান প্রভৃতি বন্ধ করা। বিণঃ **-চাপ**—নিঃশব্দ। **-টি**—একেবারে চুপ। ক্রিঃ **চুপটি করে, চুপটি মেরে**—শব্দ না করে।

**চুপমারা**—ক্রিঃ ইচ্ছাপূর্বক সম্পূর্ণ নীরব থাকা।

**চুপড়ি, চুপড়ী, চুবড়ি, চুবড়ী**—বিঃ ক্ষুদ্র ঝুড়ি, ছোট সাজি, টুকরী।

**চুপসা**—বিণঃ বায়ুর অল্পতার জন্য তবড়ানো।

**চুপসান, চুপসানো**—ক্রিঃ শুষ্ক হওয়া ; তুবড়াইয়া যাওয়া। বিঃ **চুপসানি**।

**চুপি**—বিঃ নীরবতা। ক্রি-বিণঃ **-চাপি, -সারে**—অজ্ঞাতসারে। ক্রি-বিণঃ **-চুপি, চুপে-চুপে**—খুব আস্তে আস্তে।

**চুবন চুবনো, চুবান, চুবানো**—ক্রিঃ তরল পদার্থে ডুবানো। বিঃ **চুবানি**।

**চুমকি**[১]—বিঃ সোনা বা রূপার ক্ষুদ্র পাত বা বুটি।

**চুমকি**[২]—বিণঃ চুমুক দিয়া জলপান করার উপযুক্ত।

**চুমকুড়ি, চুমকুড়ী**—বিঃ চুম্বনের অনুকরণে শব্দ।

**চুমরান, চুমরানো**—ক্রিঃ পাকানো, কার্যোদ্ধারের জন্য স্তোকবাক্যে ফোলানো। বিঃ বিণঃ একই অর্থে।

**চুমরি, চুমারি, চুমুরি**—বিঃ নারিকেল, সুপারি, খেজুর প্রভৃতির পুষ্পকোষ।

**চুমা, চুমু, চুমো**—বিঃ ওষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ। **-চুমি**—চুম্বনের আদান-প্রদান।

**চুমুক**—বিঃ পানীয়ে ওষ্ঠসংযোগ।

**চুম্বক**[১]—বিঃ লৌহ আকর্ষণকারী ইস্পাত, magnet। বিঃ **-ক্ষেত্র**—চুম্বকের আকর্ষণশক্তির বৃত্ত। বিঃ **-ন**—চুম্বকে পরিণতকরণ। বিঃ **-ত্ব**—চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ ক্ষমতা। বিঃ **-শলাকা**—চুম্বক-নির্মিত শলাকা বা কাঠি।

**চুম্বক**[২]—বিঃ সংক্ষিপ্তসার, substance।

**চুম্বকাকর্ষণ**—বিঃ চুম্বকের অন্য লোহকে নিজের অভিমুখে টানিয়া লওয়া, magnetic attraction।

**চুম্বন**—বিঃ ওষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ। [চুম্ব+অ+অন]। ক্রিঃ **চুম্বই**—চুম্বন করে। বিণঃ **চুম্বিত**—চুম্বন করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **চুম্বী**—স্পর্শ করে এমন (আকাশচুম্বী)।

**চুয়া, চুয়া**—(১) বিঃ সুগন্ধ, ঘন নির্যাস (চুয়া-চন্দন)। (২) ক্রিঃ ক্ষরিত হওয়া।

**চুয়াড়**—(১) বিঃ পাহাড়ী, ব্যাধ, ধাঙগড়। (২) বিণঃ অসভ্য, গোঁয়ার।

**চুয়াত্তর**—বিঃ বিণঃ ৭৪ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**চুয়ান, চুয়ানো, চোয়ান, চোয়ানো**—(১) ক্রিঃ পরিস্রুত করা, গলানো, ঝরানো, চোলাই করা। (২) বিণঃ পরিস্রুত, চোয়াইয়া পড়িয়াছে এমন। **চুয়ানি**—বিঃ পরিস্রুত পদার্থ।

**চুয়ান্ন**—বিঃ বিণঃ ৫৪ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**চুয়াল—চোয়াল** দ্রষ্টব্য।

**চুয়াল্লিশ**—বিঃ বিণঃ ৪৪ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**চুর**—(১) বিঃ গুঁড়া করা দ্রব্য। (২) বিণঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত, বেহুঁশ। বিণঃ **-চুরে**—বিহ্বলকারী। বিণঃ **-মার**—একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

**চুরট, চুরুট**—বিঃ ধূমপানের জন্য তামাক পাতায় প্রস্তুত শলাকাবিশেষ।

**চুরনি, চুরনী, চুরিনি, চুরিনী, চুরুনি, চুরুনী, চোরনী**—বিঃ বিণঃ স্ত্রী চোর।

**চুরানব্বই**—বিঃ বিণঃ ৯৪ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**চুরাশি, চুরাশী**—বিঃ বিণঃ ৮৪ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**চুরি**—বিঃ চৌর্য, অপহরণ। বিঃ **-চামারি**—চুরি ও তাহার মত খারাপ কাজ।

**চুরুটিকা**—বিঃ ছোট চুরুট বা সিগারেট।

**চুল**—বিঃ কেশ। বিণঃ **-চেরা**—অতি সূক্ষ্ম। ক্রিঃ **-বাঁধা**—খোঁপা বাঁধা। বিণঃ **একচুল**—একরত্তি।

**চুলকনা, চুলকনি, চুলকানি, চুলকুনি** বিঃ গাত্রকণ্ডূয়ন, খোস-পাঁচড়া ইত্যাদি রোগ।

**চুলকান, চুলকানো**—ক্রিঃ গাত্রকণ্ডূয়ন করা, নখ দ্বারা আঁচড়ানো।

**চুলবুল**—(১) অব্যঃ অস্থিরতা প্রকাশক, চাঞ্চল্যপ্রদর্শন। (২) বিণঃ চঞ্চল।

**চুলবুলান, চুলবুলানো**—ক্রিঃ চুলবুল করা, ছট্‌ফট্ করা।

**চুলবুলানি**—বিঃ চঞ্চলতা।

**চুলা, চুলো**—বিঃ উনান, চিতা। ক্রিঃ বিঃ **জ্বালানো, -ধরানো**—উনানে আগুনে দেওয়া। **চুলায় যাওয়া, চুলোর দুয়ারে যাওয়া**—গালিবিশেষ। **চুলোয় যাক**—ধ্বংস হউক। **চুলাচুলি, চুলোচুলি**—বিঃ পরস্পরের চুলটানা-টানি, প্রবল কলহ। বিঃ **চুলোমুখো**—(গালিতে) হতভাগ্য; পোড়া-রমুখো। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-মুখী**।

**চুলি, চুলী, চুল্লি, চুল্লী, চুল্লা**—বিঃ উনান, চিতা।

**চুষা**—ক্রিঃ মুখ দিয়া রস টানিয়া লওয়া।

**চুষি**—(১) বিঃ চুষিকাঠি; পিষ্টক-বিশেষ। (২) বিণঃ চোষা যায় এমন।

**চুড়**—বিঃ হাতের আভরণ, চুড়িবিশেষ।

**চূড়া**—বিঃ শিখা, টিকি, শৃঙ্গ, ঝুঁটি, কেশ, মুকুট, ময়ূরের মাথায় যে উন্নত অংশ থাকে উহা, শ্রেষ্ঠ বা প্রধান অলঙ্কার-স্বরূপ। বিঃ **-করণ, -কর্ম**—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের মস্তক মুণ্ডন করিয়া মধ্যস্থলে শিখা রাখার সংস্কারবিধি। বিঃ **-ন্ত**—শেষ, চরম-সীমা। বিঃ **-মণি**—মুকুট বা মাথায় পরিবার রত্ন, সংস্কৃত পণ্ডিতদের ব্যুৎপত্তির জন্য উপাধিবিশেষ, শ্রেষ্ঠ বা প্রধান ব্যক্তি। (মন্দ অর্থেও প্রয়োগ হয় ঃ ধূর্ত চূড়ামণি)। **চূড়ামণিযোগ**—জ্যোতিষিক যোগ-বিশেষ।

**চূণ**—**চুন** দ্রষ্টব্য।

**চূত**—(১) বিঃ আম্রবৃক্ষ ; আম ; গুহ্যদ্বার। বিঃ **চূতলতা**—কৃশচূত, আম্রবৃক্ষ।

**চূর্ণ**—(১) বিঃ গুঁড়া ; আবীর। (২) বিণঃ সম্পূর্ণ ভগ্ন, চূর্ণীকৃত। বিঃ **-ক**—গুঁড়া, ছাতু। বিঃ **-কার**—চূর্ণ প্রস্তুত করে যে, চূণারী জাতি। বিঃ **-কুন্তল**—কোঁকড়ানো চুলের ক্ষুদ্র স্তবক বা গুচ্ছ। বিঃ **-ন**—গুঁড়ি করণ। বিণঃ **-নীয়**—চূর্ণনযোগ্য। বিণঃ **চূর্ণীভূত**—যাহা গুঁড়া হইয়া গিয়াছে এরূপ।

**চূল, চূলক**—বিঃ চুল, কেশ।

**চূষণ**—বিঃ মুখ দিয়া রস টানিয়া লওন।

**চূষণীয়**—বিণঃ চূষ্য, চুষিবার যোগ্য।

**চূষিত**—বিণঃ চোষা হইয়াছে এমন।

**চেং, চেঙ, চেঙ্গ**—বিঃ একপ্রকার মাছ ; মাচা ; শববাহনের খাটিয়া, হাত পা ধরিয়া শূন্যে উত্তোলন, লাফাইয়া লাফাইয়া গমন। বিঃ **-মুড়ি**—শবকে আবৃত করিবার বস্ত্র।

**চেংড়া**—**চেঙ্গড়া** দ্রষ্টব্য।

**চেঁচামেচি, চেঁচামেচি**—বিঃ বহু-লোকের একত্র চীৎকার।

**চেঁচাড়ি**—বিঃ বাঁশের ফালি।

**চেঁচান, চেঁচানো**—ক্রিঃ চীৎকার করা।

**চেঁচেপুঁছে**—ক্রি-বিণঃ চাঁচিয়া মুছিয়া, চাটিয়া চাটিয়া, চেটেপুটে। (চেঁচে-পুঁছে খেয়ে ফেলেছ)।

**চেক**—(১) বিঃ চৌখুপি, ছক। (২) বিণঃ চৌখুপিকৃত (দ্রব্য)। (৩) বিঃ ব্যাংককে টাকা দেওয়ার আদেশপত্র, cheque। বিঃ **-দাখিলা**—জমিদার কর্তৃক প্রজাকে প্রদত্ত জমির বিবরণ ও মালিক প্রজার পরি-চয়সহ প্রজাকে প্রদত্ত খাজনার রসিদ। বিঃ **-মুড়ী**—চেক দাখিলার প্রতিলিপি সংবলিত যে অংশ মালিকের হাতে থাকে।

**চেকনাই, চিকনাই**—বিঃ উজ্জ্বলতা, চকচকে ভাব।

**চেঙ্গড়া**—বিঃ চপলমতি বা ছেবলা অল্প বয়স্ক লোক। বিণঃ অপরিণত বুদ্ধি, অর্বাচীন। বিঃ **-পানা, -মি, -মো**—ছেবলামি।

**চেটা, চেটাই**—বিঃ খেজুর বা তাল-পাতায় তৈরী আসন, চাটাই।

**চেটী, চেড়ী, চেটিকা**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ দাসী, নারী প্রহরী। বিঃ (পুং)ঃ **চেট, চেড়, চেটক**।

**চেটো, চেটুয়া**—বিঃ করতল বা পদতল।

**চেতঃ**—বিঃ চিত্ত, মন, মনোবৃত্তি, চিত্ত-বৃত্তি, চৈতন্য, আত্মা।

**চেতক**—বিণঃ চেতনাদানকারী, উদ্বোধক।

**চেতন**—বিঃ আত্মা, জীব, চিত্ত, চৈতন্য-বিশিষ্ট, সংজ্ঞা, জ্ঞান। বিণঃ চৈতন্য-যুক্ত, প্রাণযুক্ত।

**চেতনা**—বিঃ চৈতন্য, সংজ্ঞা, হুঁস অনুভূতি। [চিত্+অন+আ]।

**চেতা**—ক্রিঃ চেতনা লাভ করা, সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া, জাগা ; সতর্ক হওয়া। [চেত+আ]। ক্রিঃ **-ন, -নো**—চৈতন্য সম্পাদন করা, জাগানো, ক্ষেপানো, আলস্য দূর করা।

**চেত্তা**—বিঃ চিৎ অবস্থা।

**চেন, চেইন**—বিঃ শিকলি, হার, chain (জমি মাপিবার জন্য প্রয়োজন হয়)।

**চেনা, চিনা**—ক্রিঃ পরিচিত বা পূর্বদৃষ্ট বলিয়া জানা ; ঠাহর করিতে পারা, সনাক্ত করা, পরিচয় করা। বিঃ ঐ সকল অর্থে। বিণঃ পরিচিত, জানিত। [চিন্+আ]। ক্রিঃ **-ন, -নো, চিনান, চিনানো**—পরিচিত করানো। **চেনা পরিচয়, চেনাশোনা, চেনাশুনা**—আলাপ-পরিচয়।

**চেপ্টা**—বিণঃ থ্যাবড়া, পিষ্ট। ক্রিঃ **-ন, -নো,**—চেপ্টা করা, পিস্ট করা। বিণঃ ঐ সকল অর্থে।

**চেয়**—বিণঃ চয়নযোগ্য, চয়নীয়।

**চেয়ার**—বিঃ কেদারা, কুর্সি, chair। **চেয়ারম্যান**—বিঃ সভাপতি, chairman।

**চেয়াড়**—বিঃ চেঁচাড়ি। ('মিথ্যা হইলে চেয়াড়ে কাটিব তোর নাসা'—কবিঃ কঃ)।

**চেয়ে**—অব্যঃ চাইতে, অপেক্ষা, হইতে। অস-ক্রিঃ দেখিয়া, চাহিয়া ; অপেক্ষা করিয়া।

**চেরা, চিরা**—ক্রিঃ বিদারণ করা, লম্বা ফালিকরা, ছিন্ন করা। বিণঃ বিদীর্ণ, বিদারিত, চিরিয়া বাহির করা হইয়াছে এমন। বিঃ **-ই**—চিরাইবার মজুরি। ক্রিঃ **-ন, -নো**—বিদারণ করানো।

**চেরাগ**—**চিরাগ** দ্রষ্টব্য।

**চেরাগী**—বিঃ দরগায় সান্ধ্যদীপের ব্যয়-নির্বাহের জন্য প্রদত্ত নিষ্কর জমি।

**চেল**—বিঃ পরিধেয় বস্ত্র, পরিচ্ছদ।

**চেলা**[১]—বিঃ শিষ্য, ছাত্র, সাগরেদ। **যেমন গুরু তেমন চেলা**—গুরু শিষ্য দুজনেই সমান মূর্খ।

**চেলা**[২]—বিঃ ছোট ছোট মাছবিশেষ।

**চেলা**[৩]**, চেলাকাঠ**—বিঃ কুড়ুল দিয়া কাটা কাঠ।

**চেলান, চেলানো**—ক্রিঃ কুড়ুল দিয়া ফাড়া।

**চেলি**—বিঃ পট্টবস্ত্রবিশেষ (ক্রিয়াকর্ম বিবাহে প্রয়োজন হয়)।

**চেলী, চেলিকা**—বিঃ চেলির কাপড়।

**চেলো**—বিঃ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ; বেহালা।

**চেল্লাচেল্লি**—বিঃ অনেক লোকের একত্র চীৎকার।

**চেল্লান, চেল্লানো**—ক্রিঃ চীৎকার করা।

**চেষ্টক**—বিণঃ চেষ্টাকারী। (স্ত্রী)ঃ **চেষ্টিকা**।

**চেষ্টন**—বিঃ চেষ্টাকরণ। [চেষ্টা+আন]।

**চেষ্টমান**—বিণঃ চেষ্টাশীল, উদ্যোগী।

**চেষ্টা**—বিঃ প্রয়াস, কোনও কাজ করার জন্য মনের বা দেহের উদ্যোগ। **বিণঃ চেষ্টিত**—সচেষ্ট। **চেষ্টাচরিত্র**—উদ্যোগ, আয়োজন।

**চেহারা**—বিঃ মূর্তি, আকৃতি। [ফা]। ('ভূতের মতন চেহারা যেমন'—রবীন্দ্র)।

**চৈ**—**চই**-এর ভিন্ন উচ্চারণ।

**চৈত**—বিঃ বাঙলা বৎসরের শেষমাস, চৈত্রমাস (কথ্যরূপ)। বিণঃ **চৈতি, চৈতী**—চৈত্র মাসের।

**চৈতন**—বিঃ মস্তকের শিখা। **চৈতন-চুটকি**—টিকি।

**চৈতন্য**—বিঃ চেতনা, প্রকৃতি অনুভূতি, জ্ঞান, বোধ, সচেতন অবস্থা। **-দেব**—গৌরাঙ্গদেব, শচীমাতার পুত্র, বিশ্বম্ভর মিশ্র। বিণঃ **চৈতন্যময়**—জ্ঞানময়। [চৈতন্য+ময়ট]। বিণঃ **চৈতন্যরূপী**—জ্ঞানস্বরূপ। বিঃ **চৈতন্যোদয়, চৈতন্যোদ্রেক**—জ্ঞান-সঞ্চার।

**চৈতালি**—বিঃ চৈত্রমাসে উৎপন্ন রবি-শস্য।

**চৈতালী**—বিণঃ চৈত্রমাসকালীন, চৈত্র মাসে জন্মে এমন। [চৈত+আলী]।

**চৈত্ত, চৈত্তিক**—বিণঃ চিত্ত-সম্বন্ধীয়। [চিত্ত+অ, ইক]।

**চৈত্য**—বিঃ পূজাস্থান, যজ্ঞস্থান, বৌদ্ধ-গণের মন্দিরস্থান, রথ্যা বা শ্মশানের পাশে বৌদ্ধগণের শ্রদ্ধেয় বৃক্ষ ; গৃহ, জনসভা। বিণঃ চিতাসম্বন্ধীয়।

**চৈত্র, চৈত্রিক**—বিঃ মধুমাস, বাংলা বৎসরের শেষ মাস।

**চৈত্রক**—বিঃ চৈত্রমাস ; পর্বতবিশেষ।

**চৈত্রী**—বিঃ চৈত্র মাসের পূর্ণিমা।

**চৈন, চৈনিক**—বিণঃ চীনদেশীয় লোক, চীনদেশীয়, চীনাভাষা।

**চৈনেয়**—বিণঃ চীনদেশে জাত, চীনদেশ-বিষয়ক।

**চোঁ, চোঁচা**—অব্যঃ দ্রুত গমন বা শোষণ শব্দসূচক। একটানা একদমে, এক নিঃশ্বাসে।

**চোঁচ**—বিঃ আঁশ, খোঁচ, চোরকাঁটা।

**চোঁচাল, চোঁচালো**—বিণঃ চোঁচযুক্ত।

**চোঁয়া**—**চুঁয়া** দ্রষ্টব্য।

**চোক, চৌক**—বিঃ কাহনের এক চতুর্থ অংশ, (০) সিকি পরিমাণ।

**চোকলা**—বিঃ ফল, আনাজ প্রভৃতির খোসা, আবরণ।

**চোকান, চোকানো**—ক্রিঃ মিটানো, শেষ করা।

**চোখ**—বিঃ চক্ষু, দৃষ্টি, নয়ন। বিঃ **-উঠা**—একপ্রকার রোগ। ক্রিঃ **-কাটান, -কাটানো**—চোখের ছানি তোলা। ক্রিঃ **-দেওয়া**—লোলুপ দৃষ্টি দেওয়া, হিংসা করা। **-খাকী, -খাগী**—ন্যায় বা অন্যায় বিষয়ে দৃষ্টিহীন। ক্রিঃ **-খোলা**—জ্ঞান হওয়া, সতর্ক হওয়া। ক্রিঃ **-গালা**—চোখের তারা উপড়াইয়া ফেলা। **-চাওয়া, -মেলা**—প্রসন্ন হওয়া। **-টাটান, -টাটানো**—ঈর্ষান্বিত হওয়া। ক্রিঃ **-টেপা, -ঠারা**—চোখ দিয়া ইসারা করা। **-ফোটা**—পাখীদের প্রথম দৃষ্টি লাভ, প্রকৃত তথ্য জানা। ক্রিঃ **চোখ রাঙানো**—রাগ দেখানো, ক্রোধে চোখ রক্তবর্ণ করা। বিঃ **ভাল চোখ**—নীরোগ চোখ ; অনুকূল দৃষ্টি। বিঃ **মন্দ চোখ, খারাপ চোখ**—ক্ষীণ দৃষ্টি-বিশিষ্ট চোখ ; বিরূপ দৃষ্টি। বিঃ **রাঙা চোখ, লাল চোখ**—মোহগ্রস্ত দৃষ্টি ; নেশায় অথবা ক্রোধে লাল চোখ। বিঃ **সাদা চোখ**—স্বাভাবিক দৃষ্টি, যে চোখ নেশা বা সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত নহে। বিঃ **চোখাচোখি**—সাক্ষাৎ দর্শন, পরস্পর চোখে চোখে দেখা। ক্রিঃ **চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো**—প্রমাণ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করানো। ক্রিঃ **চোখে চোখে রাখা**—সতর্ক দৃষ্টি রাখা। ক্রিঃ **চোখে মুখে কথা বলা**—বাচালতা করা, সপ্রতিভ হওয়া। বিঃ **চোখের দেখা**—ক্ষণিকের দর্শন। বিঃ **চোখের নেশা**—দর্শনজনিত মোহ। ক্রিঃ **চোখে ধূলা দেওয়া**—ঠকানো। বিঃ **চোখের পর্দা, চোখের চামড়া**—নেত্রপল্লব ; লজ্জা।

বিঃ **চোখের পাতা**—চোখের উপরিস্থ চামড়া। বিঃ **চোখের পলক**—চোখের পাতা, নিমেষ। বিঃ **চোখের পল্লব**—চোখের পাতা। বিঃ **চোখের বালি**—চক্ষুঃশূল। ক্রিঃ **চোখের মাথা খাওয়া**—দৃষ্টিশক্তি হারানো (ব্যঙ্গে)। ক্রিঃ **চোখে সরষে ফুল দেখা**—অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করা ; বিপদে দিশাহারা হওয়া। বিঃ **চোখাচোখি**—পরস্পর দেখা, চোখে চোখে ইশারা।

**চোখ-গেল**—বিঃ পক্ষিবিশেষ।

**চোখ-রাঙানি, -রাঙ্গানি**—বিঃ চোখ লাল করিয়া শাসানো।

**চোখল**—বিণঃ চোখযুক্ত : চালাক-চতুর।

**চোখা**—বিণঃ তীক্ষ্ণ ; ধারালো ; খাঁটি ; তোখড়, বুদ্ধিমান্। বিণঃ **চোখালো**—তীব্র আস্বাদবিশিষ্ট (চোখালো রান্না) ; চালাক, তোখড়, প্রগল্‌ভ। বিঃ **চোখা চোখা কথা**—তীব্র ও মর্মভেদী সত্য।

**চোখো**—বিণঃ চক্ষুবিশিষ্ট, দৃষ্টিবিশিষ্ট। বিণঃ **একচোখো**—এক চক্ষুবিশিষ্ট, পক্ষপাত দুষ্ট।

**চোগা**—বিঃ লম্বা ঢিলা জামাবিশেষ।

**চোঙ, চোঙা, চোঙ্গ, চোঙ্গা**—বিঃ নল। বিঃ **চুঙ্গি**—ছোট নল।

**চোট**—বিঃ আঘাত, কোপ : শক্তি, জোর (মন্ত্রের চোট) ; ক্রোধ প্রকাশ (চোট করা) ; বেগ, প্রবাহ, ধমক (হাসির চোট, কান্নার চোট) ; দফা, বার (এক চোট)।

**চোট পাট**—(১) বিণঃ কড়া, রুক্ষ, পরুষ, তীব্র (চোট পাট জবাব)। (২) বিঃ বকুনি, তিরস্কার, ক্রোধ প্রকাশ (চোট পাট করা)।

**চোটা**[১]—বিঃ অত্যধিক সুদ। [হি]।

**চোটা**[২]—বিঃ চিটাগুড়। [হি]।

**চোটান, -নো**—ক্রিঃ কোপানো, আঘাত দেওয়া।

**চোট্টা**—বিঃ চোর। [হি]।

**চোণা**—**চোনা** দ্রষ্টব্য।

**চোত**—বিঃ **চৈত** বা **চৈত্র**-র অধিকতর প্রচলিত কথ্যরূপ।

**চোতা, চোঁতা**—বিণঃ বাজে, ওঁচা, রদ্দি (চোতা কাগজ, চোতা জিনিস, চোতা লোক)।

**চোদ্দ**—**চৌদ্দ**-র কথ্যরূপ।

**চোনা**—বিঃ গোমূত্র।

**চোপ**[১]—বিঃ ভারী ধারালো অস্ত্রের আঘাত, কোপ, চোট (খাঁড়ার চোপ, চোপ মারা)।

**চোপ**[২]—অব্যঃ নিষেধসূচক ধমক : কথা বলিও না, গোলমাল করিও না, চুপ কর। [দেশী, হি]।

**চোপদার**—বিঃ আসাসোঁটাবাহী। [ফা]।

**চোপর দিন**—বিঃ সমস্ত দিন। [দেশী]।

**চোপরও, চোপরাও**—অব্যঃ চুপ কর।

**চোপসা, চুপসা**—বিণঃ যাহা তোবড়াইয়া বা বসিয়া গিয়াছে (চোপসা গাল) ; ভিতরের রস বা বাতাস বাহির হইবার ফলে সংকুচিত (চোপসা ফোড়া, চোপসা ফুটবল)। **-ন, -নো, চুপসানো**—(১) ক্রিঃ তোবড়াইয়া যাওয়া, শুষ্ক হওয়া, সংকুচিত হওয়া, শোষিত হওয়া (কাগজে কালি চোপসানো)। (২) বিণঃ উক্ত **ঐ** সকল অর্থে।

**চোপা, চোপরা**—বিঃ মুখঝামটা ; তিরস্কার, কড়া জবাব, দুর্বিনীত উত্তর, মুখরতা। [দেশী]।

**চোপান, চোপানো**—ক্রিঃ ভারী ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করা।

**চোবান, চোবানো**—**চুবন** দ্রষ্টব্য।

**চোবে, চৌবে**—বিঃ চতুর্বেদী, ব্রাহ্মণের পদবী বা উপাধিবিশেষ। [হি]।

**চোয়া**—ক্রিঃ বিন্দু বিন্দু করিয়া পড়া, ক্ষরিত হওয়া। **-ন, -নো**—**চুয়ান** দ্রষ্টব্য।

**চোয়াড়**—বিঃ দুর্বৃত্ত, অসভ্য, গোঁয়ার নীচ জাতি। [দেশী]। বিণঃ **চোয়াড়ে**—অমার্জিত, রুক্ষ।

**চোয়াল**—বিঃ মুখের মধ্যে যে হাড়ের উপর দাঁত বসানো থাকে, হনু।

**চোর**—বিঃ যে অপরের জিনিস চুরি করে, তস্কর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **চোরনী**। বিঃ **-কাঁটা**—তৃণবিশেষ, যাহার কাঁটার মত বীজগুলি সহজেই কাপড়ে আটকাইয়া যায়। বিঃ **-কুঠুরী**—গুপ্ত কক্ষ। **চোরে চোরে মাসতুতো ভাই**—(মন্দার্থে) সমব্যবসায় হেতু একতাবিশিষ্ট। **চোরের মায়ের বড় গলা**—অসাধু লোকের সাধুতা প্রমাণের চেষ্টা বা সাধুতার ভাণ করা।

**চোরা**[১]—বিঃ চোর ('কে না জানে বৃন্দাবনে ননী চোরা কার নাম')। **চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী**—পাপিষ্ঠ কখনই সদুপদেশ শোনে না।

**চোরা**[২]—বিণঃ গুপ্ত, অজানিত (চোরা পথ, চোরা আঘাত) ; অপহৃত ; বে-আইনী (চোরা কারবার)। বিঃ **-বালি**—যে বালি-জমিতে পড়িলে ক্রমশঃ তলাইযা যাইতে হয় অথচ আপাতদৃশ্যে তাহা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়, quicksand।

**চোরাই**—বিণঃ অপহৃত (চোরাই মাল)।

**চোরাগলি**—বিঃ গলির ভিতরে সরু গলি ; অন্ধকার গলি।

**চোরান, চোরানো**—ক্রিঃ চুরি করা।

**চোরিত**—বিণঃ অপহৃত। [চুর+ত]।

**চোল**—বিঃ দক্ষিণাপথের প্রাচীন দেশবিশেষ, বর্তমান দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর ; প্রাচীন ভারতের (দক্ষিণাপথের) অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজবংশ ; কাঁচুলি, ঘাগরা।

**চোলক**—বিঃ বর্ম, সাঁজোয়া ; ঘাগরা।

**চোলাই**—(১) বিঃ চুয়ানো, পরিস্রুতকরণ, রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ, distillation [দেশী]। (২) বিণঃ উক্ত অর্থে (চোলাই মদ)।

**চোলিকা, চোলী**—বিখ ঘাগরা, কাঁচুলি।

**চোষ**—বিঃ শোষণ। বিণঃ **-ক**—যাহা চুষিয়া লয় এমন। বিঃ **-কাগজ**—কালি জল প্রভৃতি শুষিয়া লইবার কাগজবিশেষ, ব্লটিং পেপার।

**চোষণ**—বিঃ শোষণ, চোষা। বিণঃ **চোষণীয়, চোষ্য, চূষিত, চূষ্য**—যাহা চুষিয়া খাইতে হয়।

**চোষা, চুষা**—(১) ক্রিঃ শোষণ করা, মুখ দিয়া রস টানা। (২) বিণঃ শোষণকারী (রক্তচোষা বাদুড়), চুষিত (চোষা ফল)।

**চোস্ত**—(১) বিণঃ পরিপাটী ; তৎপর ; মসৃণ, সমতল। (২) বিঃ পরিধান করিবার পোষাকবিশেষ। [ফা]।

**চৌ**—বিণঃ চার (চৌদিক)।

**চৌক**—**চোখ** দ্রষ্টব্য।

**চৌকস, -শ, -ষ**—বিণঃ কার্যদক্ষ, যাহার সকল কাজে অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা আছে ; চালাক, সতর্ক, নিপুণ।

**চৌকা, চৌকো**—(১) বিণঃ চারকোণা। (২) চার ফোঁটাবিশিষ্ট তাস।

**চৌকাট, চৌকাঠ**—বিঃ কাঠের চারকোকোণা দরজার ফ্রেম যাহাতে কপাটের পাল্লা বসে।

**চৌকি**—বিঃ তক্তাপোশ, চারি পায়া-বিশিষ্ট কাষ্ঠাসন, চেয়ার ; পাহারা (চৌকি দেওয়া) ; ফাঁড়ি, পাহারা-ওয়ালার ঘাঁটি, থানা। বিঃ **-দার**—প্রহরী। বিঃ **-দারি**—পাহারা দেওয়া বৃত্তি। বিণঃ **-দারী**—চৌকিদার-সংক্রান্ত।

**চৌখুপি**—বিঃ চৌকা খোপ, চেক।

**চৌখুপী**—বিণঃ চারি খোপবিশিষ্ট, চেক-কাটা।

**চৌগুণ, চৌগুণা, চৌগুণো**—বিণঃ চারি গুণ।

**চৌগোঁপ্পা**—বিণঃ যে দাড়ি দুইভাগে বিভক্ত করিয়া গোঁপের সহিত উপরে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

**চৌঘুড়ি**—বিঃ চারঘোড়ার গাড়ি।

**চৌঙকি**—অস-ক্রিঃ চমকিয়া।

**চৌচাপট, চৌচাপড়**—বিঃ চতুর্দিকের বিস্তার ; সমচতুর্ভুজ। [দেশী]। ক্রি-বিণঃ **চৌচাপটে, চৌচাপড়ে**—চুটাইয়া, পূর্ণমাত্রায়।

**চৌচালা**—বিঃ চারচালবিশিষ্ট ঘর।

**চৌচির**—বিণঃ চারখণ্ডে বিভক্ত, বহু-খণ্ডে খণ্ডিত।

**চৌঠা, চৌঠো**—বিণঃ মাসের চতুর্থ দিবস।

**চৌড়কর্ম**—বিঃ প্রথম মস্তক-মুণ্ডন উৎসব।

**চৌড়া**—বিণঃ প্রশস্ত, চওড়া।

**চৌতল, চৌতলা, চৌতালা**—(১) বিণঃ চারিতলাবিশিষ্ট। (২) বিঃ চতুর্থ তল।

**চৌতারা**—বিঃ চারি তারবিশিষ্ট বাদ্য-যন্ত্র ; চত্বর।

**চৌতাল**—বিঃ সংগীতের তালবিশেষ।

**চৌত্রিশ**—বিঃ বিণঃ ৩৪ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**চৌথ**—বিঃ এক-চতুর্থাংশ, প্রজার নিকট হইতে ফসলের এক-চতুর্থাংশ হিসাবে গৃহীত কর বা তাহার উপযুক্ত মূল্য, মারাঠা নৃপতিগণ কর্তৃক প্রচলিত রাজস্ব।

**চৌদানি**—বিঃ কানের অলংকার।

**চৌদিক, চৌদিগ্**—বিঃ চারিদিক, সমস্ত দিক্।

**চৌদোলা**—বিঃ চতুর্দোলা, পালকী, শিবিকা।

**চৌদ্দ, চোদ্দ**—বিঃ বিণঃ চতুর্দশ, ১৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। **চৌদ্দই, চৌদ্দুই**—মাসের ১৪ তারিখ। বিঃ **-পুরুষ**—(বংশের) পিতা-পিতামহ প্রপিতামহাদিক্রমে ঊর্ধ্বতন অথবা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে অধস্তন চৌদ্দ পুরুষ।

**চৌধুরী**—বিঃ সম্মানসূচক উপাধি-বিশেষ ; সর্দার, মোড়ল, প্রধান ; সামন্ত-নৃপতি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **চৌধু-রাণী**।

**চৌপথ**—বিঃ চৌমাথা, চৌরাস্তা, চারি পথের সংযোগস্থল।

**চৌপদী**—(১) বিণঃ চতুষ্পদী, চারি চরণবিশিষ্ট। (২) বিঃ চারি চরণযুক্ত কবিতা, পদ্যছন্দ।

**চৌপর**—(১) বিঃ চারি প্রহরকাল অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা। (২) ক্রি-বিণঃ সমস্ত দিনরাত্রি, সর্বক্ষণ।

**চৌপল**—বিণঃ চারিপল বিশিষ্ট, চার-কোনা (চৌপল বোতল)।

**চৌপাড়ি, চৌবাড়ি**—বিঃ চতুষ্পাঠী, টোল।

**চৌপায়া**—(১) বিণঃ চারিপায়া-বিশিষ্ট। (২) বিঃ চারি পায়াবিশিষ্ট খাট বা চৌকি।

**চৌবাচ্চা**—বিঃ জল রাখিবার চারকোণা কুণ্ড। [ফা]।

**চৌমাথা, চৌমোহনা, চৌরাস্তা**—বিঃ চারিপথের মিলন স্থল, চতুষ্পথ।

**চৌম্বক**—বিণঃ আকর্ষক, চুম্বক-সম্বন্ধীয়।

**চৌর**—চোর।

**চৌরস**—বিণঃ চারকোণা ; সমতল ; প্রশস্ত।

**চৌরাশি**—বিঃ বিণঃ ৮৪ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**চৌরদ্ধরণিক**—বিঃ নগর-কোতোয়াল।

**চৌর্ণ**—বিণঃ চূর্ণ-সম্বন্ধীয়।

**চৌর্য**—বিঃ চুরি। বিঃ **-বৃত্তি**—চোরের বৃত্তি।

**চৌষট্টি**—বিঃ বা বিণঃ ৬৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ **-কলা**—চৌষট্টি প্রকার কলাবিদ্যা।

**চৌহদ্দি, চৌহুদ্দী**—বিঃ চতুঃসীমা।

**চৌহান**—বিঃ রাজপুতদের প্রসিদ্ধ রাজ-বংশ (পৃথিবরাজ প্রভৃতি ৩৯ জন নৃপতি এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন)।

**চ্যবন**—বিঃ বিখ্যাত মুনি (মহর্ষি ভৃগু ও পুলোমার পুত্র) ; চুয়ানো ; পরি-স্রুতি। বিঃ **-প্রাশ**—কবিরাজী ঔষধ-বিশেষ (সর্দি কাশি নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত)।

**চ্যাং, চ্যাঙ্গ**—**চেঙ্গ** দ্রষ্টব্য।

**চ্যাংড়া, চ্যাঙ্গড়া**—**চেঙ্গড়া** দ্রষ্টব্য।

**চ্যাটাং চ্যাটাং**—অব্যঃ তীব্র রুক্ষতা ও ধৃষ্টতাপূর্ণ।

**চ্যান্সেলার**—বিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, chancellor। বিঃ **ভাইস্ চ্যানসেলার**—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, vicec-chancellor।

**চ্যাপটা**—**চেপটা**-র বানানভেদ।

**চ্যুত**—বিণঃ পতিত, ভ্রষ্ট (জাতি-চ্যুত) ; বহিষ্কৃত (পদচ্যুত, কর্ম-চ্যুত)। বিঃ **চ্যুতি**—পতন, ভ্রংশ, বহিষ্কার।

# ছ

**ছ**[১]—বাংলা বর্ণমালার সপ্তম ব্যঞ্জন-বর্ণ।

**ছ**[২]—**ছয়**-এর সংক্ষিপ্ত এবং কথ্যরূপ (ছ-দিন, ছ-টা বাজে) ; ৬ সংখ্যা অঙ্ক বা সংখ্যক।

**ছই**—বিঃ নৌকা, গরুর গাড়ি ইত্যাদির চাল বা ছাদ, ছতরি।

**ছউই**—বিঃ মাসের ৬ষ্ঠ দিবস।

**ছক**—বিঃ দাবা, পাশা ইত্যাদি খেলিবার ঘর, কাটা বস্ত্রখণ্ড বা মেজ ; নক্সা। ক্রিঃ **-কাটা**—রেখাদ্বারা চারকোণা ঘরে বিভক্ত করা, পরিকল্পনা করা। বিণঃ **-কাটা**—রেখাদ্বারা চারকোণা ঘরে বিভক্ত। ক্রিঃ **ছকা**—খসড়া করা, ছক বা নক্সা অঙ্কন করা ; মুসাবিদা করা। [দেশী]।

**ছকড়া-নকড়া**—বিঃ তাচ্ছিল্য ; বিশৃ-ঙ্খলা, এলোমেলো। [দেশী]।

**ছক্কড়**—বিঃ নিকৃষ্ট বা নড়বড়ে ঘোড়ার গাড়ী।

**ছক্কা**—বিঃ ছয়ফোঁটা চিহ্নিত তাস ; ব্যঞ্জনবিশেষ, ছোঁকা।

**ছচল্লিশ**—**ছেচল্লিশ**-এর প্রাদেশিক রূপ।

**ছটকান, ছটকানো**—ক্রিঃ বিক্ষিপ্ত হওয়া, ছিটানো, ছড়িয়ে দেওয়া, ছিটকানো।

**ছটফট**—অব্যঃ অস্থিরতা, উদ্বেগ, চঞ্চলতা ইত্যাদি প্রকাশক শব্দ; আনচান, ধড়ফড়। [দেশী]। ক্রিঃ **ছটফটানো, ছটফটান**। বিঃ **ছটফটানি** অস্থিরতা। বিণঃ **ছটফটে**—অস্থির, চঞ্চল।

**ছটরা, ছররা**—বিঃ বন্দুকের ছোট গুলি বা ছিটে, shots।

**ছটা**—বিঃ দীপ্তি, কিরণ, প্রভা, উজ্জ্বলতা; সমূহ; পরম্পরা।

**ছটাক**—বিঃ ওজনের পরিমাণবিশেষ (পাঁচ তোলা বা ১/১৬ সের বা ১/৪ পোয়া); জমির পরিমাণবিশেষ (২০ বর্গ হাত বা ১/১৬ কাঠা)।

**ছড়১**—বিঃ বেহালা ইত্যাদি বাজাইবার ছড়ি; সরু লম্বা দণ্ড; শিক; বন্দুকাদিতে বারুদ ঠাসিবার শিক, গাদন-কাঠি; দাগ বা আঁচড়।

**ছড়২**—বিঃ ছাল, চামড়া (হরিণের ছড়)।

**ছড়া১**—বিঃ ছিটা (জলছড়া, গোবর ছড়া); ছেলে ভুলানো কবিতা, গ্রাম্য বা মেয়েলি কবিতা; গুচ্ছ, গোছা (চাবির ছড়া, কলার ছড়া); মালা (গোট ছড়া); গাছা (হার ছড়া)। ক্রিঃ **-কাটা**—ছড়া আবৃত্তি বা রচনা করা; ছড়া রচনা করিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর করা।

**ছড়া২**—ক্রিঃ আঁচড়াইয়া বা ছাল উঠিয়া যাওয়া।

**ছড়াছড়ি**—বিঃ অযত্নে ইতস্ততঃ বহু দ্রব্যের নিক্ষেপ; অপচয়, প্রাচুর্য (টাকা পয়সার ছড়াছড়ি)।

**ছড়ান, ছড়ানো**—ক্রিঃ ছিটানো, ইতস্তত নিক্ষেপ করা; বিস্তৃত হওয়া (রোগ ছড়ানো, বীজাণু ছড়ানো)।

**ছড়ি**—বিঃ সরু লাঠি। বিঃ **-দার**—(মূল অর্থ) বেত্রধারী বা ছড়িধারী ব্যক্তি; পাণ্ডার অনুচর।

**ছতরি, ছতরী**—বিঃ ছই, চাল, আচ্ছাদন; মশারি টাঙাইবার ফ্রেম।

**ছত্র১**—বিঃ ছাতা, আতপত্র। [ছদ্+ণিচ্+র]।

**ছত্র২, সত্র**—বিঃ যে স্থান হইতে গরীবদের অন্নাদি বিতরণ করা হয়।

**ছত্র৩**—বিঃ লাইন, অক্ষর পঙ্‌ক্তি।

**ছত্রক, ছত্রাক**—বিঃ ছাতা, fungus। ব্যাঙের ছাতা, কোঁড়ক, mushroom।

**ছত্রখান**—বিণঃ উন্মুক্ত ছাতার ন্যায় চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত।

**ছত্রদণ্ড**—বিঃ ছাতার হাতল; রাজছত্র ও রাজদণ্ড।

**ছত্রধর, ছত্রধারী**—বিঃ বিণঃ রাজছত্র ধারণকারী; ছত্র ধারণকারী।

**ছত্রপতি**—বিঃ সম্রাট, রাজা, শিবাজীর উপাধি।

**ছত্রভঙ্গ**—(১) বিঃ দলের সংহতি নাশ, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা। (২) বিণঃ দলভ্রষ্ট, বিশৃঙ্খল, বিক্ষিপ্ত।

**ছত্রাক**—**ছত্রক** দ্রষ্টব্য।

**ছত্রাকার**—বিণঃ ছাতার ন্যায় আকার-বিশিষ্ট, ছত্রের তুল্য; ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত, ছত্রখান।

**ছত্রি**—বিঃ নৌকা, গরুর গাড়ী ইত্যাদির ছই বা আচ্ছাদন, ছতরি।

**ছত্রী১**—বিণঃ ছত্রধারী।

**ছত্রী২**—বিঃ ক্ষত্রিয়জাতি, খেত্রী।

**ছদ**—বিঃ গাছের পাতা (সপ্তচ্ছদ); আচ্ছাদন (পরিচ্ছদ)। [ছদ্+ণিচ্+অ]।

বিণঃ কপট, ছল। [ছদ্+ণিচ্+ম] বিঃ **-বেশ**—পরিচয় গোপনের উপায়স্বরূপ বেশ। বিণঃ **-বেশী**। বিণঃ (স্ত্রী)। **-বেশিনী**।

**ছন**—বিঃ ঘর ছাইবার উলুখড় জাতীয় তৃণবিশেষ।

**ছন্দ**[১]—বিঃ প্রবৃত্তি, অভিপ্রায়, বশ্যতা স্বাচ্ছন্দ্য ; রকম, ছাঁদ।

**ছন্দ**[২], **ছন্দঃ**—বিঃ পদ্যবন্ধ, পদ্য রচনা ; পদ্য রচনারীতি, তাল, মাত্রা। [ছন্দ্+অস্]। বিঃ **-পতন, ছন্দঃপাত**—পদ্যের মাত্রার দোষ, তালভঙ্গ বা নিয়মভঙ্গ। বিণঃ **ছান্দস**।

**ছন্দানুগমন, ছন্দানুসরণ**—বিঃ ইচ্ছানুসারে চলন বা কার্যকরণ, ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার।

**ছন্দানুগামী, ছন্দানুসারী**—বিণঃ স্বেচ্ছাচারী, যে নিজের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অনুসারে চলে।

**ছন্দানুবর্তন, ছন্দানুবৃত্তি**—বিঃ পরের ইচ্ছানুসারে চলন, অপরের মন জোগানো।

**ছন্দানুবর্তী**—বিণঃ যে পরের ইচ্ছা অনুসারে চলে।

**ছন্দেবন্দে**—ক্রি-বিণঃ পাকে প্রকারে।

**ছন্ন**—বিণঃ আচ্ছাদিত, প্রচ্ছন্ন ; লুপ্ত, নষ্ট ; নির্বোধ, পাগল। [ছদ্+ণিচ্+ত]। বিণঃ **-ছাড়া**—আশ্রয়হীন। বিণঃ **-মতি**—যাহার বুদ্ধিলোপ হইয়াছে, নষ্টবুধি, মতিচ্ছন্ন।

**ছপ্‌ছপ্**—অব্যঃ জলের উপরে কিছুর আঘাতের শব্দ।

**ছপ্পর, ছাপ্পর, ছাপর**—বিঃ আচ্ছাদন, ছাদ, চাল, ছাউনি, খোলার চাল। [হি]। বিঃ **ছাপর খাট**—মশারি টাঙ্গাইবার চালযুক্ত খাট।

**ছবি**[১]—বিঃ দীপ্তি ('রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি'—রবীন্দ্র) ; কান্তি, শোভা (মুখচ্ছবি)।

**ছবি**[২]—বিঃ চিত্র, আলেখ্য, মানব প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্তি, বিচিত্রমূর্তি, স্বরূপ। [আ]।

**ছম্‌ছম্**—অব্যঃ ভয়ে দেহের বিকার (গা ছম্‌ছম্ করা)।

**ছয়—ছ**[২] দ্রষ্টব্য।

**ছয়লাপ**—বিঃ প্লাবিত, ছাইয়া যাওয়া, ভাসাভাসি অবস্থা। [ফা]।

**ছরকট, ছর্কট**—বিঃ বিশৃঙ্খলা, ছড়াছড়ি (কাজ কর্মের ছরকট)।

**ছর্দি**[১], (বিরল) **ছর্দী**—বিঃ বমি, উদ্গার।

**ছর্দি**[২]—**সর্দি**-র প্রাদেশিক রূপ।

**ছল**—বিঃ ছলনা, প্রতারণা, কৌশল (ছলে বলে) ; প্রসঙ্গ, উপলক্ষ, ব্যপদেশ (কথাচ্ছলে, খেলাচ্ছলে) ; ওজর, ছুতা, ভান (ক্ষুধার ছল, রোগের ছল) ; ত্রুটী, দোষ, যুক্তিদোষ, খুঁত (ছলধরা) ; রূপ ('বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা'—মধু)। বিণঃ **-গ্রাহী**—ছিদ্রান্বেষী, দোষগ্রাহী। বিঃ **-ছুতা**—অছিলা, সামান্য দোষ বা ত্রুটি। ক্রিঃ **-পাতা**—ফাঁদ পাতা।

**ছলচাতুরী**—বিঃ শঠতা, ধূর্তামি।

**ছলচ্ছল**—(১) বিঃ তরঙ্গের ছলাৎ শব্দ। (২) বিণঃ উচ্ছলিত, ছলছল শব্দযুক্ত। [দেশী]।

**ছলছল**—(১) বিঃ জলপ্রবাহের শব্দ ; অশ্রুপাতের লক্ষণপ্রকাশ (চোখ ছলছল করা)। (২) বিণঃ অশ্রুপূর্ণ, সজল।

**ছলন, ছলনা**—বিঃ প্রতারণা, কপটতা, শঠতা। বিণঃ **ছলিত**—প্রতারিত।

**ছলা**[১]—বিঃ ছল, ছলনা। বিঃ **-কলা**—কৌশল, ছলনা, মনভুলানো হাবভাব।
**ছলা**[২]—ক্রিঃ ছলনা করা ; প্রতারণা করা।
**ছলাৎ**—অব্যঃ কঠিন পদার্থে জলের বা তরঙ্গের আঘাত বা প্রতিহত হইবার শব্দ, ঢেউয়ের শব।
**ছলিয়া**—বিণঃ চতুর, প্রবঞ্চক।
**ছষট্টি—ছেষট্টি** দ্রষ্টব্য।
**ছা, ছাঁ**—বিঃ ছানা, শাবক, বাচ্ছা, শিশু। বিণঃ **-পোষা**—যাহাকে সন্তান পালন করিতে হয় ; বহু সন্তান পালনে ভারাক্রান্ত।
**ছাই**—বিঃ ভস্ম, খাক ; তুচ্ছ বা অকিঞ্চিৎকর বিষয় বা বস্তু ; জঞ্জালতুল্য বস্তু (ছাই পাঁশ) ; কিছুই নয় (সে ছাই জানে)। বিঃ **-ভস্ম**—বাজে জিনিস। **ছাইচাপা আগুন**—অপ্রকাশিত প্রতিভা বা মর্মবেদনা। **ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো**—সংসারের অপ্রীতিকর ব্যক্তি অথচ শেষ-অবলম্বন।
**ছাউনি**[১]—বিঃ আচ্ছাদন, চাঁদোয়া।
**ছাউনি**[২]—বিঃ শিবির, সেন্যানিবাস, সৈন্যদের স্থায়ী আড্ডা, সৈন্যনিবাস।
**ছাউনি-নাড়া**—বিঃ বিবাহ-কার্যে স্ত্রী-আচারবিশেষ।
**ছাও**—বিঃ ছা, শাবক, ছানা। [আঞ্চ]।
**ছাওয়া**—(১) ক্রিঃ আচ্ছাদন করা, ঢাকা ; বিস্তার করা, ছড়ানো। (২) বিণঃ পরিব্যাপ্ত (মেঘে আকাশ ছাওয়া) ; আচ্ছাদিত, বিস্তৃত। ক্রিঃ **-ন, -নো**—আচ্ছাদিত করানো।
**ছাওয়াল, ছাবাল**—বিঃ ছেলে, সন্তান, শিশু, অল্পবয়স্ক। [আঞ্চ]।
**ছাঁইচ, ছাঁচ**—বিঃ (ঘরের) ঢালু চালের প্রান্ত যাহা গৃহভিত্তির বাহিরে থাকে। বিঃ **-তলা**—চালের প্রান্তভাগের তলদেশ, চালের প্রান্তভাগ দ্বারা আচ্ছাদিত স্থান। [দেশী]।
**ছাঁকনা, ছাঁকনি**—বিঃ (সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত) ছাঁকিবার পাত্র, চালনি।
**ছাঁকা**—(১) ক্রিঃ কাপড় জাল ইত্যাদির দ্বারা তরল পদার্থ হইতে ময়লা বা কঠিন পদার্থ পৃথক করা, চালা, গুঁড়া পৃথক করা। (২) বিণঃ যাহা ছাঁকা হইয়াছে (ছাঁকা দুধ) ; খাঁটি, নির্বাচিত, বিশুদ্ধ (ছাঁকা কথা, ছাঁকা ঘি) ; নির্বাচিত ; সহজলভ্য। **ছাঁকা তেলে ভাজা**—ছান্‌তা বা ঝাঁঝরি দ্বারা ছাঁকিয়া তোলা যায় এরূপ বেশী তেলে ভাজা। **ছেঁকে ধরা**—ঘিরে ধরা, অনেকে মিলিয়া ব্যতিব্যস্ত করা।
**ছাঁচ**—বিঃ যাহাতে ঢালিয়া বা চাপিয়া বস্তুর আকার দেওয়া হয় (পুতুলের ছাঁচ) ; ছাঁচ দিয়া প্রস্তুত খাবার (ক্ষীরের ছাঁচ) ; সাদৃশ্য, প্রতিকৃতি।
**ছাঁচি**—বিণঃ দেশী, আসল। [হি]। **-কুমড়া**—দেশী বা চালকুমড়া। **-পান**—সুগন্ধ পানবিশেষ। **-বেত—**সরু বেতবিশেষ।
**ছাঁট**—(১) বিঃ কাটিয়া বাদ দেওয়া অংশ, টুকরা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ যাহা কাটিয়া বাদ দেওয়া হয় (কাপড়ের ছাঁট) ; ছাঁটিবার বা কাটিবার প্রণালী (জামার ছাঁট, চুলের ছাঁট)। (২) বিণঃ যাহা কাটিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে।
**ছাঁটা**—(১) ক্রিঃ কাটিয়া বাদ দেওয়া, অনাবশ্যক অংশ কাটিয়া ফেলা, কাটিয়া ছোট করা (চুল ছাঁটা, গাছ

ছাঁটা); কাঁড়ানো বা তুষশূন্য করা (চাল ছাঁটা); অগ্রাহ্য (মনের রাগ ছেঁটে ফেলা)। (২) বিঃ,বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **-ই, -নি**—বরখাস্ত করণ, বাদ দেওন; কর্তন, ন্যূনীকরণ, বাদ-দেওয়া বস্তু। ক্রিঃ **-ন, -নো**—অপরের দ্বারা ছাঁটাই করা।

**ছাঁদ, ছান্দ**[২]—বিঃ ধরণ; আকার, গঠন; ভঙ্গী।

**ছাঁদন**—বিঃ বন্ধন, বেষ্টন। বিঃ **-দড়ি**—দুধ দুহিবার সময়ে যে দড়ি দিয়া গাভীর পিছনের দুই পা বাঁধা হয়।

**ছাঁদনাতলা, ছাদ্নাতলা** [আঞ্চ]—বিঃ যে আচ্ছাদিত স্থানে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়: বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট ছায়া-মণ্ডপ বা চাঁদোয়া।

**ছাঁদা**—(১) ক্রিঃ বেষ্টন করা, জড়ানো (জিনিসপত্র বাধাছাঁদা): ফাঁদা, পত্তন করা (বাড়ি ছাঁদা); দোহন কালে গরুর পিছনের দুই পা বন্ধন করা। (২) বিঃ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ভোজনের পরে যে খাদ্যবস্তু বাঁধিয়া লইয়া যায়।

**ছাগ, ছাগল**—বিঃ পাঁঠা, অজ। বিঃ (স্ত্রী): **ছাগী, ছাগলী**। বিঃ **ছাগ-বাহন**—অগ্নিদেব। **ছাগলাদ্য ঘৃত**—কবিরাজী ঔষধবিশেষ যাহা খাসির চর্বি দ্বারা প্রস্তুত হয়।

**ছাট**—বিঃ বায়ুতাড়িত জলের ছিটা।

**ছাড়**—বিঃ বাদ, বর্জন, ত্যাগ; মুক্তি; মুক্তি বা গমনের অনুমতি (ছাড়-পত্র); অবসর।

**ছাড়া**—(১) ক্রিঃ ত্যাগ করা (চাকুরি ছাড়া, নেশা ছাড়া); বদলানো (কাপড় ছাড়া); যাত্রা করা বা চলিতে আরম্ভ করা (গাড়ী ছাড়া); নিষ্কৃতি দেওয়া (নিয়ে তবে ছেড়েছে); (স্বর) উচ্চে তোলা (গলা ছাড়া); বাদ দেওয়া (ছেড়ে কথা বলা); স্পন্দনহীন হওয়া (নাড়ী ছাড়া); দূর হওয়া (জ্বর ছাড়া); মুক্তি পাওয়া, খালাস পাওয়া (জেল থেকে ছাড়া পাওয়া); খুলিয়া যাওয়া, শিথিল হওয়া (জোড় ছাড়া); নিক্ষেপ করা (বাণ ছাড়া); ডাকে দেওয়া (চিঠি ছাড়া); স্থানত্যাগ করা (তিনি ক'লকাতা ছেড়েছেন)। (২) বিণঃ পরিত্যক্ত; বর্জিত (লক্ষ্মীছাড়া); ব্যতীত (এ ছাড়া, তা ছাড়া); বহির্ভূত (সৃষ্টিছাড়া); মুক্ত, স্বাধীন (বাঁধনছাড়া, ছাড়া-গরু); ত্যাগী (দেশছাড়া, সংসার-ছাড়া); হারা (মা-ছাড়া)। (৩) বিঃ মুক্তি, রেহাই (ছাড়া পাওয়া)। (৪) অব্যঃ ব্যতীত (ইহা ছাড়া)। বিণঃ **ছাড়াছাড়া**—অসংলগ্ন, শিথিল, বিরল, ফাঁক-ফাঁক। বিঃ **-ছাড়ি**—বিচ্ছেদ। ক্রিঃ **-ন, -নো**—মোচন করানো (হাত ছাড়ানো); ত্যাগ করানো (মদ ছাড়ানো); তাড়ানো (ভূত ছাড়ানো); খোসা ছাল ইত্যাদি বাদ দেওয়া (তরকারী ছাড়ানো, আম ছাড়ানো); খোলা (জট ছাড়ানো)। বিঃ, বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ছাড়ান**—বিঃ উদ্ধার, নিষ্কৃতি, মুক্তি।

**ছাত**—**ছাদ** দ্রষ্টব্য।

**ছাতলা**—বিঃ ছাতা, শেওলা, ময়লা।

**ছাতা**[১]—বিঃ ছত্র, আচ্ছাদন, রৌদ্র হইতে শরীর রক্ষা করিবার আবরণবিশেষ।

**ছাতা**[২]—বিঃ ছত্রক, কোঁড়ক (ব্যাঙের ছাতা)। বিণঃ **-ধরা, -পড়া**—ছাতলা বা শেওলাযুক্ত।

**ছাতার, ছাতারিয়া, ছাতারে** (কথ্য)—বিঃ চড়াইজাতীয় পাখি।

**ছাতি**১, (ব্রজ) **ছাতিয়া**—বিঃ বুক, বুকের বিস্তার; সাহস, বীরত্ব। বিঃ **ছাতি ফাটা**—প্রাণ বাহির হওয়ার উপক্রম হওয়া, বক্ষ বিদীর্ণ হওয়া। ক্রিঃ **ছাতি ফোলানো**—গর্ব বা শক্তিমত্তা প্রকাশ করা।

**ছাতি**২—বিঃ ছত্র, ছাতা, আচ্ছাদন।

**ছাতিম**—বিঃ বৃক্ষবিশেষ, সপ্তপর্ণ।

**ছাতু**—বিঃ ভাজা যব ছোলা ইত্যাদির গুঁড়া। বিঃ, বিণঃ **-খোর**—যাহার প্রধান খাদ্য ছাতু; (ব্যঙ্গে) হিন্দুস্থানী।

**ছাত্র**—বিঃ শিক্ষার্থী, পড়ুয়া, যে লেখাপড়া করে; শিষ্য। বিঃ (স্ত্রী): **ছাত্রী**। বিঃ **-নিবাস, ছাত্রাগার, ছাত্রাবাস**—ছাত্রদের থাকা এবং খাওয়ার স্থান, ছাত্রদের বাসগৃহ। বিঃ **-বৃত্তি**—মেধাবী এবং যোগ্য ছাত্রকে প্রদত্ত আর্থিক পুরস্কার, জলপানি; পরীক্ষাবিশেষ।

**ছাদ**—বিঃ গৃহাদির উপরের পাকা আচ্ছাদন, ছাত। বিণঃ **-ক**—যে আচ্ছাদন করে, ছাত নির্মাণকারী, ঘরামি। বিঃ **-ন**—আচ্ছাদন, আবরণ। বিণঃ **ছাদিত**।

**ছানতা**—বিঃ ছিদ্রযুক্ত হাতা, ঝাঁঝরি।

**ছানা**১—বিঃ শাবক, বাচ্ছা, শিশু। বিঃ **-পোনা**—কাচ্চাবাচ্চা। [হি]।

**ছানা**২—বিঃ দুধ বিকৃত করিয়া উৎপন্ন পিণ্ডাকার বস্তু, তক্রপিণ্ড। ক্রিঃ **-কাটা**—ছানা প্রস্তুত করা বা ছানায় রূপান্তরিত হওয়া।

**ছানা**৩—ক্রিঃ চট্‌কাইয়া মাখা (ময়দা ছানা)।

**ছানি**১—বিঃ চক্ষুরোগবিশেষ, অক্ষিতারকার উপর যে সাদা আবরণ পড়িয়া দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ বা নষ্ট হয়।

**ছানি**২—বিঃ ইসারা, ইঙ্গিত (হাতছানি)।

**ছানি**৩—বিঃ গরুর জাব। [হি]।

**ছানি**৪—বিঃ মকদ্দমা পুনর্বিচারের আবেদন। [আ]।

**ছান্দ**১—বিঃ বন্ধন।

**ছান্দ**২—**ছাঁদ** দ্রষ্টব্য।

**ছান্দস**—(১) বিণঃ ছন্দঃসম্বন্ধীয়, বেদজাত। (২) বিঃ বেদাধ্যাপক, বেদাধ্যায়ী। [ছন্দস্+অ]।

**ছান্দোগ্য**—বিঃ (সামবেদের অন্তর্গত) উপনিষদের নামবিশেষ। [ছন্দোগ+য]।

**ছাপ**—বিঃ মুদ্রণ, মোহর (শীলমোহরের ছাপ, ডাকঘরের ছাপ); দাগ, চিহ্ন (রক্তের ছাপ, আঙুলের ছাপ)।

**ছাপরা**—বিঃ (গৃহাদি ছাইবার) খাপরা বা খোলা: খোলা দিয়া ছাওয়া ঘর।

**ছাপা**১—বিণঃ চাপা, ঢাকা, লুক্কায়িত, গুপ্ত। ক্রিঃ **-য়ল, ছাপল** (ব্রজ)—লুকাইয়া রাখিল, গোপন করিল, ঢাকিল।

**ছাপা**২—ক্রিঃ মুদ্রণ করা। (২) বিণঃ মুদ্রিত। **-ই**—(১) বিঃ মুদ্রণ। (২) বিণঃ মুদ্রণ-সম্বন্ধীয়।

**ছাপাছাপি**—(১) বিঃ সীমা অতিক্রমণ; গোপনীয়তা। (২) বিণঃ যাহা আধার পূর্ণ বা অতিক্রম করিয়াছে।

**ছাপান, ছাপানো**—ক্রিঃ উপছাইয়া পড়া, সীমা অতিক্রম করা; মুদ্রিত করানো; লুকানো।

**ছাপ্পর**—বিঃ খোলার চাল।

**ছাবলা**—**ছেবলা, ছ্যাবলা**-র রূপভেদ।
**ছাবাল**—**ছাওয়াল**-এর রূপভেদ।
**ছায়া**—বিঃ কোনও বস্তুদ্বারা আলোক-রশ্মি বাধাপ্রাপ্ত হইলে যে প্রতিবিম্ব পড়ে ; আলোর অভাব ; রৌদ্রের বা কিরণের অভাব ; সাদৃশ্য, আভাস, প্রতিরূপ ; অশরীরী রূপ ; অন্ধকার (ছায়াচ্ছন্ন) ; দীপ্তি (রত্ন-চ্ছায়া) ; আশ্রয় ; সূর্যপত্নী। [ছো+য ; আ]। বিঃ **-চিত্র**—ছায়াছবি, সিনেমার ছবি। বিঃ **-তরু**—ছায়া প্রধান বৃক্ষ। বিঃ **-আত্মজ, -তনয়, -সুত** ছায়ার পুত্র অর্থাৎ শনিদেব বা শনিগ্রহ। বিঃ **-দেহ, -রূপ, -মূর্তি**—অশরীরী মূর্তি, রক্তমাংসাদিবর্জিত ছায়ার ন্যায় রূপ, অপচ্ছায়া। বিঃ **-নট** রাগিণীবিশেষ। বিঃ **-পথ**—শুভ্র মেঘাকার নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ আকাশ-গঙ্গা, যমের জাঙ্গাল, milkyway। বিঃ **-বাজি**—ম্যাজিক লণ্ঠন ইত্যাদি দ্বারা পটের উপর নিক্ষিপ্ত ছায়াচিত্র প্রদর্শন ছায়ার খেলা। বিঃ **-মণ্ডপ** চাঁদনাতলা, চাঁদোয়া, ঢাকা স্থান।
**ছার**—বিঃ তুচ্ছ, সামান্য, নগণ্য ; মন্দ, পোড়া (ছার কপাল) ; ভস্ম, ক্ষার ('এক ভস্ম আর ছার, দুষ গুণ বল কার'—প্রবচন)। **ছারখার**—বিঃ সর্ব-নাশ, ধ্বংস, অধঃপাত (ছারখার হওয়া)। বিণঃ উৎসন্ন, ধ্বংসীভূত (ছারেখারে যাওয়া)।
**ছারপোকা**—বিঃ মৎকুন, শয্যাকীট।
**ছাল**—বিঃ ত্বক, পাতলা চামড়া (গায়ের ছাল) ; খোসা, বল্কল (গাছের ছাল) ; চামড়া (বাঘের ছাল, হরিণের ছাল)। বিঃ **-ট**—গাছের ছাল, বাকল।
**ছালট**—বিঃ শণ, তিসি ইত্যাদি ছালের সুতায় বোনা কাপড়।
**ছালন**—বিঃ ব্যঞ্জনবিশেষ। [হি]।
**ছালা**[১]—বিঃ বস্তা, থলি। [দেশী]।
**ছালা**[২]—(১) ক্রিঃ ছাল তোলা বা উঠা (পাঁঠা ছালা)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।
**ছি, ছ্যা**—অব্যঃ নিন্দা ঘৃণা লজ্জা-সূচক শব্দ। ক্রিঃ **ছিছি করা**—ধিক্কার দেওয়া, নিন্দা করা, ঘৃণা করা। বিঃ **ছিছি**—নিন্দা ধিক্কার। আধিক্য বুঝাইতে **ছ্যা ছ্যা** ব্যবহৃত হয়।
**ছিঁচকা**[১] **ছিঁচকে**—বিঃ হুঁকার নলিচা পরিষ্কার করিবার সরু লোহার কাঠি বা শিক। [ফা]।
**ছিঁচকা**[২] **ছিঁচকে**—বিণঃ সামান্য জিনিস চুরি করে এমন ; হাতের কাছে যাহা পায় তাহাই চুরি করে এমন (ছিঁচকা চোর)। [দেশী]।
**ছিঁচকাঁদুনে**—বিণঃ একটুতেই কাঁদে এমন। [দেশী]। বিণঃ (স্ত্রী) : **-কাঁদুনী**।
**ছিঁড়া**—**ছেঁড়া**-র রূপভেদ।
**ছিট**—(১) বিঃ বিন্দু, ছিটা, ফোঁটা (রঙের ছিট) ; নকশার ছাপযুক্ত কাপড় ; পাগলামির লক্ষণ, বাতিক (ছিটগ্রস্ত) ; খণ্ড, টুকরা, অব-শিষ্ট। (২) বিণঃ বিচ্ছিন্ন।
**ছিটকা**—ক্রিঃ ছিটকানো।
**ছিটকান, ছিটকানো, ছিটকন, ছিটকনো**—ক্রিঃ ছিটানো (জল ছিটকানো) ; নিক্ষিপ্ত হওয়া, ঠিকরানো (ছিট-কাইয়া পড়া)। বিঃ **ছিটকানি**—ছিটকাইয়া পড়া তরল পদার্থ।
**ছিটকিনি**—বিঃ দরজা জানালা ইত্যাদি বন্ধ করিবার ছোট হুড়কা।

**ছিটা, ছিটে**—বিঃ নিক্ষিপ্ত কণা, ছাট, বিন্দু, ছিট; বন্দুকের ছটরা: নেশা করিবার গুলি বা মাদকদ্রব্য-বিশেষ; তিলক, ফোঁটা। [দেশী]। বিঃ **-ছিটি**—পরস্পরের প্রতি ছিটানো। বিঃ **-ফোঁটা**—দুই এক বিন্দু, অল্প পরিমাণ। বিঃ **-বেড়া**—বাখারি দ্বারা প্রস্তুত বেড়া বা প্রাচীর। বিঃ **-বোনা**—পলিপড়া জমিতে চাষ না করিয়া বীজ বোনা। **কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা**—কষ্ট বা যন্ত্রণা বৃদ্ধিকরণ।

**ছিটান, ছিটানো**—ক্রিঃ ছড়ানো; সিঞ্চন করা; নিক্ষেপ করা।

**ছিদ্যমান**—বিণঃ যাহা ছেদিত বা খণ্ডিত হইতেছে।

**ছিদ্র**—বিঃ ফুটো, ছেঁদা, রন্ধ্র: দোষ, ত্রুটি (পরের ছিদ্র অন্বেষণ)। বিণঃ **-দর্শী**, **ছিদ্রান্বেষী**—পরের দোষ দেখিয়া বেড়ায় বা খুঁজিয়া বেড়ায় এমন। বিঃ **ছিদ্রানুসন্ধান, ছিদ্রান্বেষণ**—দোষত্রুটি অন্বেষণ। বিণঃ **ছিদ্রিত**—ছিদ্রযুক্ত।

**ছিনা[১], ছিনে**—বিঃ শীর্ণ, রোগা (ছিনা গড়ন)। বিঃ **-জোঁক**—সরু জোঁক যাহা ধরিলে বা কামড়াইলে সহজে ছাড়ে না; (ব্যঙ্গে) নাছোড়বান্দা লোক।

**ছিনা[২]**—বিঃ বুকের পাটা, ছাতি।

**ছিনান, ছিনানো, ছিননো**—ক্রিঃ কাড়িয়া লওয়া।

**ছিনাল**—বিঃ ভ্রষ্টা বা কুলটা নারী। বিঃ **ছিনালি**—প্রণয় মান-অভিমানের ভাণ, ভ্রষ্টা নারীর মত হাবভাব।

**ছিনিমিনি**—বিঃ জলের উপর খোলামকুচি ভাসাইয়া খেলা; অপচয়, অপব্যয় (অর্থ লইয়া ছিনিমিনি)।

**ছিন্ন**—বিণঃ ছেঁড়া; কর্তিত, ছেদিত; উৎপাটিত (ছিন্নবৃক্ষ, ছিন্নমূল); দূরীকৃত। [ছিদ্‌+ত]। বিণঃ (স্ত্রী): **ছিন্না**। বিণঃ **-দ্বৈধ**—সংশয়মুক্ত, দ্বিধামুক্ত। বিণঃ **-পক্ষ** যাহার ডানা কাটা গিয়াছে। বিণঃ **ভিন্ন**—লণ্ডভণ্ড। বিণঃ **-মস্তক**—মস্তকহীন। বিঃ (স্ত্রী): **-মস্তা**—দশ মহাবিদ্যার একটি রূপ।

**ছিপ[১]**—বিঃ সরু বাঁশ, কঞ্চি ইত্যাদির দ্বারা প্রস্তুত মাছ ধরিবার লম্বা দণ্ডবিশেষ যাহার সহিত বঁড়শি ও সুতা বাঁধা হয়। [দেশী]।

**ছিপ[২]**—বিঃ সরু দ্রুতগামী নৌকা-বিশেষ।

**ছিপছিপে**—বিণঃ লম্বা ও কৃশ।

**ছিপা**—ক্রিঃ ছিপানো।

**ছিপান, ছিপানো, ছিপন, ছিপনো**—ক্রিঃ লুকানো; গোপন করা।

**ছিপি**—বিঃ কর্ক; শিশি বোতল ইত্যাদির মুখ বন্ধ করিবার গোঁজ-বিশেষ।

**ছিবড়া, ছিবড়ে**—বিঃ কোন বস্তুর সার বা রস বাহির করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, শিটা।

**ছিমছাম**—বিণঃ পরিপাটী। [দেশী]।

**ছিয়াত্তর**—বিঃ, বিণঃ ৭৬ সংখ্যা, পরিমাণ; ৭৬ সংখ্যক। **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর**—১১৭৬ বঙ্গাব্দে সংঘটিত বাংলাদেশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।

**ছিয়ে**—অব্যঃ ছিঃ, ধিক। [ব্রজ]।

**ছিরি**—বিঃ শ্রী, কান্তি, লাবণ্য, রূপ; ধরণ; বিবাহাদি শুভকার্যের জন্য রঙিন পিঠালি দিয়া গড়া চূড়ার মত মাঙ্গলিক দ্রব্য। বিঃ **-ছাঁদ**—লাবণ্য ও গঠন।

**ছিল**—**আছ্**-ধাতুর অতীতকালে প্রথম পুরুষের রূপ।

**ছিলকা, ছিলকে**—বিঃ পাতলা ছালের টুকরা ; খোসা।

**ছিলম, ছিলিম**—বিঃ তামাক খাইবার কলিকা ; এক কলিকা তামাক।

**ছিলা, ছিলে**—বিঃ ধনুকের গুণ ; কাপড় প্রভৃতির প্রান্তভাগ (ঝালরের মত সুতা)।

**ছিলাম** আছ-ধাতুর অতীতকালে উত্তম পুরুষের রূপ।

**ছিষ্টি**—**সৃষ্টি**-র কথ্যরূপ।

**ছুঁচ**—**সূচ**-এর কথ্যরূপ।

**ছুঁচল, ছুঁচলো, ছুঁচাল**—বিণঃ ছুঁচের ন্যায় সরু মুখ আছে এমন, সূচালো।

**ছুঁচা, ছুঁচো**—বিঃ দুর্গন্ধযুক্ত ইঁদুর জাতীয় প্রাণী ; ঘৃণ্য লোক। বিঃ -**বাজি**, -**বাজী**--ছুঁচের মত বেগে ছুটিয়া যায় এমন আতসবাজি-বিশেষ। বিঃ **ছুঁচোর কেত্তন**—ছুঁচোর ন্যায় বিরক্তিকর চেঁচামেচি ; নিরন্তর কলহ। **ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করা**—নিকৃষ্ট বা সামান্য ব্যক্তিকে শাসন করিয়া সুনামের বদলে দুর্নাম কুড়ানো। **বাইরে কোঁচার পত্তন ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন**—লোক দেখানো বাবুগিরি।

**ছুঁড়া**—**ছোঁড়া**[২] দ্রষ্টব্য।

**ছুঁড়ী, ছুঁড়ি**--বিঃ (তুচ্ছার্থে) বালিকা, কিশোরী, নবযুবতী। বিঃ (পুং)ঃ **ছোঁড়া**। **ওঠ্ ছুঁড়ী (ছুঁড়ি) তোর বিয়ে**—অতর্কিতে কোন বড় কাজ করিতে বলা বা আদেশ করা।

**ছুঁৎ, ছুঁত**—বিঃ **স্পর্শদোষ** বোধ ; ছুঁইলে অশুচি জ্ঞান ; অশৌচ ; ছোঁওয়া। বিঃ -**মার্গ**—**স্পর্শ** বাঁচাইয়া শুচি থাকিবার গোঁড়ামি।

**ছুকরি, ছুকরী**—বিঃ নবযুবতী, কিশোরী, ছুঁড়ী। বিঃ (পুং)ঃ **ছোকরা**।

**ছুছুন্দরী**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ গন্ধমূষিক, ছুঁচো। [ছুছু+দৃ+অ+ঈ]।

**ছুট**[১]—বিঃ ছাঁট, বাদ দেওয়া অংশ ; বাদ, ছাড় (ছুট যাওয়া) ; দৌড়।

**ছুট**[২]—বিঃ চুল বাঁধার দড়ি ; পরিধেয় বস্ত্র।

**ছুট**[৩]—বিঃ ফাঁক, অবসর, মুক্তি।

**ছুট্‌কা, ছুট্‌কো**—বিণঃ **সহসা** আগত ; দলভ্রষ্ট ; অপ্রত্যাশিত ; উটকো। বিণঃ -**ছুট্‌কা**—ছোট-খাটো ; বাজে ; গণনার বাইরে।

**ছুটা, ছোটা**—(১) ক্রিঃ দৌড়ানো, খুব বেগে চলা ; সবেগে নির্গত হওয়া ; হঠাৎ দূর হওয়া, ভাঙ্গা (তন্দ্রা ছুটে যাওয়া) ; ছিঁড়িয়া বা টুটিয়া যাওয়া ; লোপ পাওয়া (রঙ ছুটা)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ -**ছুটি**—দৌড়াদৌড়ি ; ব্যস্ততা। -**ন**, -**নো**—(১) ক্রিঃ দৌড় করানো ; সবেগে চালানো ; প্রবল বেগে নির্গত বা প্রবাহিত করানো ; দূর করা ; ভাঙ্গাইয়া দেওয়া। (২) বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ছুটি**—বিঃ অবসর, কাজের শেষে অবকাশ ; পর্ব বা উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য কাজ বন্ধ ; কাজ বা চাকুরি হইতে কিছুদিনের জন্য অবকাশ গ্রহণ ; নিস্কৃতি, মুক্তি, খালাস ('তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে'—রবীন্দ্র)।

**ছুড়া—ছোড়া**—দ্রষ্টব্য।
**ছুত, ছুৎ—ছুঁৎ**-এর রূপভেদ।
**ছুতা, ছুতো**—বিঃ সামান্য ত্রুটি বা খুঁত (ছুতা ধরা) ; ছল, অছিলা ; সামান্য কারণ ; উপলক্ষ (ছুতা পাওয়া)। বিঃ **-নাতা, ছলছুতা**—সামান্য ত্রুটি ; কোন একটা অছিলা।
**ছুতার**—বিঃ সূত্রধর. কাঠের মিস্ত্রী। কথ্যরূপ—**ছুতোর**।
**ছুপা**—ক্রিঃ ছুপানো।
**ছুপান, ছুপানো—ছোপান**-র রূপভেদ।
**ছুবলা**—ক্রিঃ ছুবলানো।
**ছুবলান, ছুবলানো, ছুবলন, ছুবলনো—ছোবলান**-র রূপভেদ।
**ছুরৎ, ছুরত**—বিঃ রূপ সৌন্দর্য।
**ছুরি, ছুরিকা. ছুরী**—বিঃ ক্ষুদ্র ছোরা, চাকু। **গলায় ছুরি দেওয়া**—গলা কাটিয়া ফেলা ; অতিরিক্ত ঠকানো।
**ছুরিত**—বিণঃ লিপ্ত ; জড়িত ; শোভিত : খচিত : পরিব্যাপ্ত।
**ছুলা, ছুলান—ছোলা**[১] দ্রষ্টব্য।
**ছুলি, ছুলী**—বিঃ চর্মরোগবিশেষ।
**ছে**—বিঃ খণ্ড, ছিন্ন টুকরা (কাঠের ছে) ; বিরাম, ছেদ।
**ছেঁক**[১]—অব্যঃ গরম তেলে হঠাৎ কিছু পড়ার শব্দ। অব্যঃ **-ছেঁক**—ক্রমাগত ছেঁক শব্দ ; তাপ প্রকাশক শব্দ (গা টা ছেঁকছেঁক করে)।
**ছেঁক**[২]**—সেক**-এর (প্রাদে) রূপ।
**ছেঁকা**[১]—বিঃ গরম জিনিসের ছোঁয়া।
**ছেঁকা**[২]—(১) ক্রিঃ সেকা, তেলে বা ঘিয়ে ভাজা। (২) বিণঃ উক্ত অর্থে।
**ছেঁচকি**—বিঃ তেলে ভাজিয়া অল্প জলে সিদ্ধ তরকারি, ছক্কা।
**ছেঁচড়, ছেঁচড়া**[১]—বিণঃ দুষ্ট ও নির্লজ্জ লোক।
**ছেঁচড়া**[২]—বিঃ তেল দিয়া মাছের কাঁটা ও শাকসবজির রাঁধা ব্যঞ্জন।
**ছেঁচড়ান, ছেঁচড়ানো**—(১) ক্রিঃ মাটির উপর ঘষ্‌টাইয়া টানা, হেঁচ্‌ড়ানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।
**ছেঁচা**[১]—(১) ক্রিঃ থেঁতলানো ; পেষা। (২) বিঃ পেষণ ; পিষ্ট দ্রব্য। (৩) বিণঃ পিষ্ট (ছেঁচা পান)। [ছিদ্‌+আ]। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ অপরের দ্বারা পেষানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।
**ছেঁচা**[২]—বিঃ সিঞ্চন ; জল তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া. সেচা।
**ছেঁচোড়—ছেঁচড়**-এর বানানভেদ।
**ছেঁড়া**—(১) ক্রিঃ ছিন্ন করা বা হওয়া ; ছানাকাটা (দুধ ছিঁড়িয়া যাওয়া)। (২) বিঃ, বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **-ছিঁড়ি**—বারংবার ছেঁড়া : আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া পরস্পর ঝগড়া। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ অপরের দ্বারা ছিন্ন করানো বা ছানা কাটানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।
**ছেঁদা**—বিঃ ছিদ্র. ফুটা।
**ছেঁদে**—অস-ক্রিঃ দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ; উত্থাপন করিয়া (কথা ছেঁদে)।
**ছেঁদো**—বিণঃ বানানো. কপট, মিথ্যা।
**ছেক**—বিঃ বিরতি (বৃষ্টির ছেক)।
**ছেকড়া**—বিঃ নিকৃষ্ট ঘোড়ার গাড়ি।
**ছেচল্লিশ**—বিঃ, বিণঃ ৪৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [ষট্‌চত্বারিংশৎ]।
**ছেত্তা**—বিণঃ ছেদক. ছেদনকারী।
**ছেত্রী—ক্ষেত্রী**-র কথ্যরূপ।
**ছেদ**—বিঃ যতি বা বিরাম চিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ইত্যাদি) : বিরাম ;

ভাগ, খণ্ড (পরিচ্ছেদ) : ছেদন, বিচ্ছিন্নকরণ (শিরশ্ছেদ)। [ছিদ্ +অ]। বিণঃ **-ক**—ছেদনকারী। বিঃ **-ন**—কর্তন। বিঃ **-নী**—কাটার অস্ত্র। বিণঃ **-নীয়**—ছেদ্য, ছেদনযোগ্য। বিণঃ **ছেদিত**—ছিন্ন, কর্তিত, খণ্ডিত।

**ছেনাল, ছেনালি**—যথাক্রমে **ছিনাল** ও **ছিনালির** কথ্যরূপ।

**ছেনি, ছেনী**—বিঃ ধাতু ও পাথর কাটিবার অস্ত্র, বাটালি। [ছেদনিকা]।

**ছেপ**—বিঃ থুথু, নিষ্ঠীবন।

**ছেবলা**—বিণঃ চপল স্বভাব ; বাচাল। [চপল]। বিঃ **-মি, -ম, -মো**—ছেবলার মত আচরণ।

**ছেমড়া**—বিঃ ছোঁড়া, ছোকরা : অনাথ শিশু ; অসাধু ব্যক্তি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **ছেমড়ী**।

**ছেলিয়া**—**ছেলে**-র (প্রাদে) রূপ।

**ছেলে**—বিঃ বালক ; পুত্র ; ব্যক্তি (মেয়েছেলে)। বিঃ **-খেলা**—শিশুদের খেলা ; দায়িত্ব বোধহীন কাজ ; অত্যন্ত সহজ কাজ। বিঃ **-ছোকরা**—তরুণ, যুবক, কিশোর, বালক। বিঃ **-ধরা**—যে ব্যক্তি খারাপ উদ্দেশ্যে ছেলে চুরি করে ; জুজু। বিঃ **-পিলে, -পুলে**—ছোট ছেলেমেয়ে ; পুত্রকন্যা। বিণঃ **-মানুষ**—অল্পবয়স্ক ; অপরিণত-বুদ্ধি। বিঃ **-মানুষি, -মি, -ম, -মো**—বালকসুলভ আচরণ ; ছেলেমানুষের মত কাজ বা বুদ্ধি। বিণঃ **-মানুষী, -মী**—বালসুলভ। বিঃ **-মেয়ে**—বালকবালিকা ; সন্তানসন্ততি। বিঃ **বেটাছেলে**—পুরুষ। বিঃ **মেয়েছেলে**—স্ত্রীলোক।

**ছেষট্টি**—বিঃ বিণঃ ৬৬ সংখ্যক বা সংখ্যা। [ষট্‌ষষ্টি]।

**ছৈ**—**ছই**-এর বানানভেদ।

**ছোঁ**—বিঃ ছিনাইয়া লইবার জন্য ঠোঁট, নখ ইত্যাদি দিয়া সবেগে হঠাৎ আক্রমণ। (ছোঁ মারা)।

**ছোঁকছোঁক**—অব্যঃ লোভ প্রকাশক (খাওয়ার জন্য ছোঁকছোঁক করা)।

**ছোঁকা**—বিঃ ছক্কা, ছেঁচকি।

**ছোঁচ**—বিঃ ন্যাতা ; ছোঁয়াচ।

**ছোঁচা**—বিণঃ লোভী, পেটুক।

**ছোঁচান, ছোঁচানো**—(১) ক্রিঃ মলত্যাগের পর জলশৌচ করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**ছোঁড়া**[১]—বিঃ (অনাদরে) ছোকরা, বালক, কিশোর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **ছুঁড়ী**।

**ছোঁড়া**[২]—**ছোড়া**-র রূপভেদ।

**ছোঁয়া**—(১) ক্রিঃ স্পর্শ করা। (২) বিঃ স্পর্শ। (৩) বিণঃ স্পৃষ্ট ; ছুঁইয়াছে বা ঠেকিয়াছে এমন (আকাশ ছোঁয়া)। [ছুপ্+আ]। বিঃ **-চ**—অনিষ্টকর বা অশুচিকর স্পর্শ। বিণঃ **-চে**—ছোঁয়ার ফলে হয় বা হইতে পারে এমন (রোগ)। বিঃ **-ছুঁয়ি**—পরস্পর ছোঁয়া ; বার বার ছোঁয়া ; অশুচি স্পর্শ। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ ঠেকানো, স্পর্শ করানো ; (২) বিঃ, বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **-লেপা**—স্পর্শদোষ, অস্পৃশ্য বস্তু বা ব্যক্তির সহিত সংস্পর্শ। **বুড়ি ছোঁয়া**—লক্ষ্যে পোঁছানো ; যেমন তেমন করিয়া কাজ শেষ করা।

**ছোকরা**—(১) বিঃ বালক, কিশোর, নবযুবক ; বালক ভৃত্য। (২) বিণঃ অল্পবয়স্ক (ছোকরা চাকর)। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **ছুকরী, ছোকরী**।

**ছোট**—বিণঃ ক্ষুদ্র, বড় নয় এমন ; হীন, নীচ ; সংকীর্ণ, অনুদার (ছোট নজর, ছোট কাজ) ; কনিষ্ঠ (ছোট ভাই) ; সমাজে অবনত (ছোট জাত) ; ক্ষমতায় পদে বা মর্যাদায় নিম্নতর (ছোট আদালত, ছোট সাহেব) ; অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক (তোমার ছোট) ; বিনীত, নম্র (বড় হতে চাও যদি ছোট হও আগে) ; সঙ্কুচিত (মুখ ছোট হওয়া) ; মর্যাদায় হীন (ছোট করা)। বিণঃ **-খাট, -খাটো**—চেহারায় বা আয়তনে ছোট ; সংক্ষিপ্ত ; সাধারণ। বিঃ **-লোক**—নীচ প্রকৃতির লোক ; অভদ্র লোক ; **-হাজরি**—ইউরোপীয় প্রথায় প্রাতরাশ।

**ছোটা[১]**—**ছুটা** দ্রষ্টব্য।

**ছোটা[২]**—বিঃ বাঁধিবার উপযুক্ত শুকনো তৃণ, কলার বাসনা ইত্যাদির দড়ি।

**ছোট্ট**—বিণঃ খুব ছোট ; (আদরার্থে) বেশ ছোট।

**ছোড়**—(১) বিঃ ছাড়াছাড়ি, পরিত্যাগ, বর্জন (নাছোড়)। (২) বিণঃ পৃথক্, বিচ্ছিন্ন (ছোড় হওয়া) ; ছোট (ছোড়দা)। ক্রিঃ **-ই**—(ব্রজ) ছাড়ে, ত্যাগ করে। ক্রিঃ **-ব**—(ব্রজ) ছাড়িবে, ছাড়িব। ক্রিঃ **-বি**—(ব্রজ) ছাড়িবি। ('দয়া জনু ছোড়বি মোয়' —বিদ্যাঃ)। বিণঃ **-ভঙ্গ**—বিচ্ছিন্ন, দল হইতে বিক্ষিপ্ত।

**ছোড়া, ছুড়া**—(১) ক্রিঃ নিক্ষেপ করা, বিক্ষেপ করা (হাত-পা ছোড়া) ; দাগা (বন্দুক ছোড়া)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ছোড়ি**—ক্রিঃ ছাড়িয়া (কাব্যে)।

**ছোপ**—বিঃ রঙিন দাগ, ছাপ ; প্রলেপ (রঙের ছোপ)।

**ছোপান, ছোপানো**—(১) ক্রিঃ রঙ করা। (২) বিঃ রঞ্জিতকরণ। (৩) বিণঃ রাঙানো, রঞ্জিত।

**ছোবড়া**—বিঃ মোটা আঁশ, ছিবড়া (নারিকেলের ছোবড়া)।

**ছোবল**—বিঃ নখ বা দাঁত দিয়া সহসা আক্রমণ ; দংশন।

**ছোবলান, ছোবলানো**—(১) ক্রিঃ ছোবল মারা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**ছোবান, ছোবানো**—**ছোপান**-র রূপভেদ।

**ছোয়ারা**—**ছোহারা**-র কথ্যরূপ।

**ছোরা**—বিঃ বৃহদাকার ছুরি।

**ছোলঙ্গ**—বিঃ (প্রাদে) বাতাবিলেবু।

**ছোলদারি**—বিঃ ত্রিকোণ তাঁবুবিশেষ (সৈন্যদের)।

**ছোলা[১] ছুলা**—(১) ক্রিঃ (প্রাদে) ছাল বা খোসা ছাড়ানো ; চাঁচা, পরিষ্কার করা (জিভ ছোলা)। (২) বিঃ, বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [ছুল৷আ]। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ অপরের দ্বারা খোসা ছাড়ানো বা চাঁচানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**ছোলা[২]**—বিঃ বুট, চানা, চণক।

**ছোলে**—**সোলে**-র রূপভেদ (ছোলে-নামা) আপস-মীমাংসার দলিল।

**ছোহারা**—বিঃ শুক্‌নো খেজুর, খুর্মা।

**ছ্যা**—**ছি** দ্রষ্টব্য।

**ছ্যাঁক**—**ছেঁক**-এর বানানভেদ।

**ছ্যাঁচড়, ছ্যাঁচোড়**—**ছেঁচড়**-এর বানানভেদ।

**ছ্যাঁচড়া**—**ছেঁচড়া**-এর বানানভেদ।

**ছ্যাং**—অব্যঃ গরম বস্তুর সহিত স্পর্শজনিত অনুকার ধ্বনি, (ভয়ে) বুকের মধ্যে তীব্র শিহরণের অনুভূতি।

**ছ্যাতলা**—**ছাতলা**-র রূপভেদ।

**ছ্যাবলা**—**ছেবলা**-র বানানভেদ।

# জ

**জ**[১]—বাঙলা বর্ণমালার অষ্টম ব্যঞ্জন-বর্ণ।

**জ**[২]—বিঃ, বিণঃ সিকি ইঞ্চি, সিকি ইঞ্চি পরিমাণ (তিন জ পেরেক)।

**-জ**—বিণ জাত, উৎপন্ন (অন্নজ হিক্কা, জলজ প্রাণী)। [জন্+অ]।

**জই**—বিঃ যবজাতীয় শস্যবিশেষ oat।

**জউ, জৌ**—বিঃ গালা, লাক্ষা। [জতু]। বিঃ **-ঘর, জৌহর, জোহর**—জতুগৃহ, লাক্ষানির্মিত গৃহ।

**জওয়াব**—**জবাব**-এর রূপভেদ।

**জং**—বিঃ মরিচা, ধাতুমল। [ফা]।

**জংলা, জংলী**—**জঙ্গল** দ্রষ্টব্য।

**জক**—**যক**-এর বিরল বানান। জলপাত্র, গাড়ু, jug।

**জক্ষ্মা**—**যক্ষ্মা**-র বিরল বানান; ক্ষয়-রোগ।

**জখম**—(১) বিঃ আঘাত। (২) বিণঃ আহত। বিণঃ **জখমী**—আঘাতপ্রাপ্ত; জখম-সংক্রান্ত।

**জগ**—বিঃ 'জগৎ' বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে ব্যবহৃত হয়; ভুবন, বিশ্ব। (জগবন্ধু, জগজন)।

**জগজগ**—অব্যঃ ঝকমক, ঝকঝক।

**জগজগা**—বিঃ রাংতা ইত্যাদির ঝকঝকে পাত।

**জগজন**—বিঃ (কাব্যে) পৃথিবীর লোক। ('জগজন মানিবে বিস্ময়'—অঃ প্রঃ)।

**জগজ্জন**—বিঃ পৃথিবীর লোক, মানুষ।

**জগজ্জননী**—বিঃ জগতের মাতা, বিশ্ব-জয়ী, দিগ্বিজয়ী। [জগৎ+জয়ী]।

**জগজ্জীবন**—বিঃ জগতের প্রাণ।

**জগঝম্প**—বিঃ জয়ঢাক; প্রাচীন রণ-বাদ্যবিশেষ।

**জগৎ**—বিঃ বিশ্ব, ভুবন; পৃথিবী; যাহা সর্বদাই গতিশীল; সমাজ (জীবজগৎ)। [গম্+ক্বিপ্]। বিঃ **-পতি, -পাতা, -পিতা**—পরমেশ্বর; জগতের রক্ষাকর্তা। বিঃ (স্ত্রী): **জগতী**—পৃথিবী; পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোক।

**জগদম্বা**—বিঃ জগজ্জননী, ভগবতী, দুর্গাদেবী। [জগৎ+অম্বা]।

**জগদীশ, জগদীশ্বর**—বিঃ ভগবান, পর-মেশ্বর। [জগৎ+ঈশ, ঈশ্বর]। বিঃ (স্ত্রী): **জগদীশ্বরী**।

**জগদ্গুরু**—বিঃ জগতের শিক্ষাদাতা, ঈশ্বর, পরমেশ্বর। [জগৎ+গুরু]।

**জগদ্গৌরী**—বিঃ সর্পাধিষ্ঠাত্রী মনসা দেবীর নাম। [জগৎ+গৌরী]

**জগদ্দল**—(১) বিণঃ জগৎ দলনকারী, এমন গুরুভার যে নড়ানো যায় না। (২) বিঃ অনড় গুরুভার পাথর-বিশেষ।

**জগদ্ধাত্রী**—বিঃ জগতের পালনকর্ত্রী; দুর্গাদেবী; পরমেশ্বরী। [জগৎ+ধাত্রী]।

**জগদ্বন্ধু**—বিঃ জগতের বন্ধু, পর-মেশ্বর; জগন্নাথদেব। [জগৎ+বন্ধু]।

**জগদ্বাসী**—বিণঃ, বিঃ সারা দুনিয়ার লোক, পৃথিবীর অধিবাসী। বিণঃ, বিঃ (স্ত্রী): **জগদ্বাসিনী**।

**জগন্নাথ**—বিঃ জগতের ঈশ্বর; বিষ্ণু; শ্রীকৃষ্ণ; পুরীর মন্দিরের বিগ্রহ। বিঃ **-ধাম, -ক্ষেত্র**—পুরীধাম।

**জগন্নিবাস**—বিঃ যাঁহার মধ্যে জগৎ বাস করে, জগতের আধার, ভগবান।

**জগন্ময়**—বিণঃ বিশ্বব্যাপী। বিঃ পরমেশ্বর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **জগন্ময়ী**—আদ্যাশক্তি, পরমেশ্বরী।

**জগন্মণ্ডল**—বিঃ ভূলোক, বিশ্বলোক।

**জগন্মাতা**—বিঃ বিশ্বজননী, আদ্যাশক্তি, পরমেশ্বরী, দুর্গাদেবী।

**জগন্মোহন**—বিণঃ, বিঃ ভুবনমোহন। (স্ত্রী)ঃ **জগন্মোহিনী**—ভুবনমোহিনী।

**জগমোহন**—(১) বিণঃ ভুবনমোহনকারী। (২) বিঃ যে ব্যক্তি পৃথিবী মোহিত করে : পুরীর বিখ্যাত নাটমন্দির : মন্দির ও নাটমন্দিরের মধ্যবর্তী স্থান।

**জগাখিচুড়ি, জগাখিচুড়ী**—বিঃ নানা রকমের শাকসবজি দিয়া রাঁধা খিচুড়ি, বহু বিসদৃশ বস্তুর বা বিষয়ের একত্র সমাবেশ ও মিশ্রণ।

**জগাতি**—বিঃ শুল্ক আদায়কারী কর্মী : বাধা, বিঘ্ন।

**জগ্ধ**—বিণঃ ভক্ষিত, ভুক্ত। [অদ্ + ক্ত]।

**জঘন**—বিঃ দুই উরুর মধ্যবর্তী স্থান ও নিতম্ব (স্ত্রীলোকের) : কোমর। [হন্ + যঙ্‌লুক্ + অ]।

**জঘন্য**—বিণঃ কদর্য ঘৃণ্য, নীচ। [জঘন + য]। বিঃ **-তা**- উক্ত অর্থে।

**জঙ্, জংগ**—বিঃ যুদ্ধ। [ফা]। বিঃ **জংগাডিংগা**—রণতরী। বিণঃ **জংগী**—যুদ্ধ-সংক্রান্ত : সামরিক : যোদ্ধা : যুদ্ধ করে এমন : (জংগী বিমান)। বিঃ **জংগীলাট**—প্রধান সেনাপতি, Commander-in-chief। বিঃ **জংগীশাসন**—সামরিক শাসন।

**জংগম**—বিণঃ গতিশীল : অস্থাবর। [গম্ + যঙ্‌লুক্ + অ]।

**জংগল**—বিঃ অগভীর বন : অরণ্য : আগাছার ঝোপঝাড়। বিণঃ **জংগলা, জংলা**—বন্য। বিণঃ **জংগলী, জংলী**—বন্য : অসভ্য : বর্বর : অমার্জিত।

**জংগাল**—বিঃ বাঁধ, জাংগাল।

**জংগুলে**—বিণঃ বন্য : অরণ্যজাত।

**জঙ্ঘা**—বিঃ হাঁটু হইতে গোড়ালি পর্যন্ত দেহের অংশ, ঠ্যাং, ঠ্যাং। [হন্ + যঙ্‌লুক্ + অ + আ]।

**জজ**—বিঃ বিচারক, বিচারপতি, judge। বিঃ **জজিয়তি**—বিচারকের কাজ বা পদ। [জজ + (ইয়) তি]।

**জঞ্জাল**—বিঃ আবর্জনা : ঝঞ্ঝাট : উপদ্রব (জঞ্জাল বাধানো বা মেটানো)।

**জট**—বিঃ জটা, জড়ানো ও গাঁট লাগানো চুল : জড়ানো বা তালগোল পাকানো অবস্থা, গাঁট (জট পাকানো বা ছাড়ানো) : গাছের ঝুরি।

**জটলা**—বিঃ বহুলোকের একত্র সমাবেশ ও আলোচনা, ভিড়।

**জটা**—বিঃ জড়াইয়া চাপ বাঁধিয়া গিয়াছে এমন দীর্ঘ চুল, জট : কেশর : গাছের ঝুরি। বিঃ **-জাল, -জুট**-জটারাশি। **-ধর, -ধারী**—(১) বিণঃ মাথায় জটা আছে এমন। (২) বিঃ শিব। বিঃ **-মাংসী**—সুগন্ধ দ্রব্য বিশেষ। বিণঃ **-ল**—জটাযুক্ত।

**জটায়ু**—বিঃ রামায়ণে বর্ণিত পক্ষী।

**জটি**—বিঃ বটবৃক্ষ : জটা।

**জটিল**—বিণঃ জটাযুক্ত, জট পাকানো জড়ানো : গোলমেলে : কঠিন, সহজ ও সরল নহে এমন : দুর্বোধ্য। [জটা + ইল]। (স্ত্রী)ঃ **জটিলা**—(১) বিণঃ উক্ত অর্থে : কলহপরায়ণা : বধূদের গঞ্জনাদাত্রী : অনিষ্টকর কূটবুদ্ধিসম্পন্না। (২) বিঃ রাধিকার শাশুড়ী।

**জটী**—বিণঃ জটাধারী, জটাবিশিষ্ট।

**জট্টুল, জড়ুল**—বিঃ শরীরের জন্মগত দাগ : জড়ুর।

**জটে, জটিয়া**—বিণঃ জটাবিশিষ্ট। বিঃ **-বুড়ী**—**জোটেবুড়ী**-এর রূপভেদ।

**জঠর**—বিঃ উদর ; পেট ('জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে'—রবীন্দ্র) ; পাকস্থলী ; জরায়ু, গর্ভ। [জম্‌+অর, জন্‌+অর]। বিঃ **-জ্বালা** অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ। বিঃ **-যন্ত্রণা**—গর্ভধারণের কষ্ট ও প্রসববেদনা ; গর্ভে অবস্থানের কষ্ট। বিণঃ **-স্থ**—গর্ভে বা উদরে স্থিত।

**জঠরাগ্নি, জঠরানল**—বিঃ ক্ষুধা, ক্ষুধার জ্বালা ; পরিপাক শক্তি ; পাকস্থলীর পাচক রস।

**জড়**[১]—(১) বিণঃ প্রাণহীন, অচেতন ; ভৌতিক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, material। (জড় পদার্থ, জড় জগৎ) ; নিষ্ক্রিয় ; চেষ্টারহিত (জড় হইয়া থাকা) ; মূর্খ, অজ্ঞান। (২) বিঃ জ্ঞানশক্তিরহিত, নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি ; মূর্খ লোক। [জল্‌+অ]। বিণঃ **-ক্রিয়**—দীর্ঘসূত্রী। বিঃ **-তা, -ত্ব**—জড়ের ভাব, জাড্য ; নিষ্ক্রিয়তা ; আড়ষ্টভাব ; শিথিলতা। বিঃ **-পদার্থ**—অচেতন বা প্রাণহীন বস্তু। বিঃ **-পিণ্ড**—**স্থূল** বা পিণ্ডীভূত জড় পদার্থ। বিঃ **-পুত্তলি**—প্রাণহীন পুতুল। বিঃ **-বাদ**—বস্তুতন্ত্রবাদ : সকল কিছুর মূলে জড় বস্তুই আছে এবং চৈতন্য ও মানস জড়েরই অন্যতম রূপ—এই মতবাদ materialism। বিণঃ বিঃ **-বাদী**—জড়বাদে বিশ্বাসী, materialist। বিঃ **-ভরত**—চন্দ্রবংশীয় রাজা ভরত, পরজন্মে জাতিস্মর ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্মখণ্ডন উদ্দেশ্যে জড়ত্ব অবলম্বন করিয়াছিলেন ; জড়বুদ্ধি বা অকর্মণ্য ব্যক্তি। বিণঃ **-সড়**—আড়ষ্ট ; সঙ্কুচিত।

**জড়**[২]—বিণঃ একত্র, একত্রীকৃত, একত্রীভূত (জড় করা বা হওয়া)।

**জড়**[৩]—বিঃ শিকড়, মূল ; মূল কারণ। [জটা]। ক্রিঃ **জড়মারা**—শিকড় তুলিয়া ফেলা ; মূল বা মূল কারণ নষ্ট করা।

**জড়াজড়ি**—(১) বিঃ পরস্পরকে জড়াইয়া ধরা, আলিঙ্গন। (২) বিণঃ আলিঙ্গনাবদ্ধ।

**জড়াত্মক**—বিঃ নির্জীব, নির্বুদ্ধি।

**জড়ান, জড়ানো**—(১) ক্রিঃ আলিঙ্গন করা, জড়াইয়া ধরা ; বেষ্টিত করা (গলায় চাদর জড়ানো) ; মোড়া, আবৃত করা ; গুটানো ; পরস্পর মিশানো ; অস্পষ্ট করা ; লিপ্ত করা বা হওয়া (মামলায় জড়ানো) ; অবশ বা শিথিল হওয়া (জিভ জড়িয়ে যাওয়া)। (২) বিঃ, বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**জড়ি**—বিঃ রোগ বা বিষের প্রতিষেধক শিকড়। বিঃ **-বুটি**—ওষধিবিশেষ।

**জড়িত**—বিণঃ জড়ানো হইয়াছে এমন, সংলগ্ন, সংশ্লিষ্ট ; খচিত ; ব্যাপৃত ; লিপ্ত। [জড়া+ইত]।

**জড়িমা**—বিঃ জড়তা, অস্পষ্টতা ; আচ্ছন্নভাব, ঘোর (স্বপ্ন-জড়িমা)।

**জড়ীভূত**—বিণঃ জড়তাপ্রাপ্ত ; নিরুদ্যম ; জড়িত, সমাচ্ছন্ন (ঋণজালে জড়ীভূত)। [জড়+ঈ (চ্বি) ভূ+ত]।

**জড়ুল, জড়ুর**—**জটুল** দ্রষ্টব্য।

**জড়ো**—**জড়**[২]-এর বানানভেদ।

**জড়োপাসক**—বিণঃ জড় প্রকৃতির উপাসনাকারী ; মাটি, কাঠ, পাথর ইত্যাদিকে পূজা করে এমন। বিঃ **জড়োপাসনা**—ঐরূপ পূজা।

**জড়োয়া**—(১) বিঃ মণি-মুক্তাখচিত অলংকার (গহনা)। (২) বিণঃ মণি-মুক্তা-খচিত।

**জণি**—**জনি**২-এর বানানভেদ।

**জতু**—বিঃ জউ, লাক্ষা, গালা (জতুগৃহ) ; আলতা। [জন্+উ]। বিঃ **-ক**—হিং, হিঙ্গু। বিঃ **-গৃহ**—জতুনির্মিত গৃহ ; মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিবার নিমিত্ত দুর্যোধনের আদেশে নির্মিত গৃহ। বিঃ **-রস**—আলতা, গালা হইতে প্রস্তুত লাল রঙাবশেষ।

**জত্রু**—বিঃ কণ্ঠের উভয় পার্শ্বের অস্থি।

**জন**—(১) বিঃ লোক, ব্যক্তি ; শ্রমিক, দিনমজুর ; সাধারণ লোক। (২) বিণঃ ব্যক্তির সংখ্যাসূচক শব্দ (পাঁচজন শ্রমিক)। [জন+অ]। ক্রিঃ **জন-খাটানো**—মজুর দ্বারা কাজ করানো। বিঃ **-গণ**—জনসাধারণ। বিঃ **-গণেশ**—গণদেবতা ; গণনেতা। বিঃ **-তা**—ভিড় ; বহুলোকের সমাবেশ ; বিত্তহীন জনসাধারণ, the proletariat। বিঃ **-নেতা, -নায়ক**—জনসাধারণের নেতা বা পরিচালক। বিঃ **-পদ**—লোকালয় ; গ্রামাঞ্চল ; রাজ্য। বিঃ **-প্রবাদ**—জনশ্রুতি, কিংবদন্তী। বিঃ **-প্রাণী**—কোনও লোক বা জীবজন্তু। বিণঃ **-প্রিয়**—জনসাধারণ ভালবাসে এমন, লোকপ্রিয়। বিণঃ **-বহুল**—বহু লোকের বসতি আছে এমন। বিঃ **-মজুর**—ঠিকা শ্রমিক, দিনমজুর। বিঃ **-মত**—অধিকাংশ লোকের অভিমত। বিঃ **-মানব**—একটিও লোক। বিঃ **-যুদ্ধ**—জনসাধারণের সমর্থিত যুদ্ধ। বিঃ **-রব**—গুজব, জনশ্রুতি। বিঃ **-লোক**—পুরাণোক্ত সপ্তলোকের অন্যতম ; মর্তলোকের উপরিস্থ লোক। বিণঃ **-শূন্য**—নির্জন, লোকজন বাস করে না এমন। বিঃ **-শ্রুতি**—জনপ্রবাদ, কিংবদন্তী। বিঃ **-সংঘ**—জনসাধারণের সংগঠন বা দল, ভারতের একটি রাজনৈতিক দল। বিঃ **-সমাজ**—মনুষ্য সমাজ। বিঃ **-সমুদ্র**—অসংখ্য মানুষের ভিড়। বিঃ **-সংভরণ**—জনসাধারণের জন্য খাদ্যাদি সরবরাহের সরকারী ব্যবস্থা বা বিভাগ, civil supply। বিঃ **-সাধারণ**—দেশের অধিকাংশ লোক, সাধারণ লোকের সমষ্টি। বিঃ **-স্থান**—লোকালয় ; দণ্ডকারণ্যের মধ্যবর্তী স্থানবিশেষ। বিঃ **-স্রোত, -স্রোতঃ**—বহুলোকের অবিরাম আনাগোনা, চলমান মানুষের ভিড়, লোকপ্রবাহ। বিণঃ **-হীন**—জনশূন্য।

**জনক**—(১) বিঃ জন্মদাতা, পিতা। (২) বিণঃ উৎপাদক ; কারণ ঘটায় বা সৃষ্টি করে এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয় (সুবিধাজনক)। [জন্+ণিচ্+অক]। বিঃ **-তা**—উৎপাদন শক্তি। বিঃ **-তনয়া, -নন্দিনী, -সুতা**—জনকী, সীতা, মিথিলারাজ জনকের পালিতা কন্যা।

**জনন**—বিঃ জন্মদান, সৃজন, উৎপাদন। বিঃ **-রস**—শুক্র ও বীর্য।

**জননাশৌচ**—বিঃ হিন্দুদের সন্তান জন্ম উপলক্ষে অশৌচ।

**জননী**—(১) বিঃ জন্মদাত্রী, মাতা। (২) বিণঃ উৎপাদনকারিণী।

**জননীয়**—বিণঃ জন্মদান বা উৎপাদনের যোগ্য। [জন্+অনীয়]।

**জননেন্দ্রিয়**—বিঃ পুরুষের লিঙ্গ, স্ত্রীলোকের যোনি ; যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সন্তানের জন্মদান করা হয়।

**জনম**—**জন্ম**-এর কোমলরূপ, ('জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু'—বিদ্যাঃ)।

**জনয়িতা**—বিঃ জন্মদাতা, জনক, পিতা ; স্রষ্টা। [জন্+ণিচ্+তৃ]। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **জনয়িত্রী**—জন্মদাত্রী, জননী, মাতা।

**জনা**[১]—বিঃ (কাব্যে ও কথ্যভাষায়) জন, ব্যক্তি। **জনাজনা**—প্রতিজন, প্রত্যেক ব্যক্তি।

**জনা**[২]—বিঃ মহাভারতে বর্ণিতা প্রবীরের মাতা, রাজা নীলধ্বজের মহিষী।

**জনাকীর্ণ**—বিণঃ লোকে পরিপূর্ণ, জন-বহুল। বিঃ **জনাকীর্ণতা**।

**জনানা**—**জানানা**-এর রূপভেদ।

**জনান্তিক**—বিঃ অন্য লোকের সম্মুখে বিশেষ কোনও ব্যক্তির সহিত একান্তে বা গোপনে আলাপ ; (নাটকে) বিশেষ পাত্র পাত্রীর মধ্যে কথোপকথন যাহা অপর পাত্র পাত্রী কেহ শুনিতে পায়না।

**জনাপবাদ**—বিঃ লোকনিন্দা, কলঙ্ক।

**জনাব**—বিঃ মুসলমানদের সম্মানসূচক সম্বোধন ; বাবু, মহাশয়। [আ]।

**জনার**—বিঃ শস্যবিশেষ, মকাই, জবনাল।

**জনার্দন**—বিঃ জন নামক অসুরের বিনাশকর্তা, বিষ্ণু। [জন+অর্দন]।

**জনাশ্রয়**—বিঃ মণ্ডপ, উৎসবের জন্য সাময়িক ভাবে তৈয়ারি ঘর ; লোকা-লয়।

**জনি**[১], **জনী**—বিঃ উৎপত্তি, জন্ম ; মাতা : নারী : জায়া : পুত্রবধূ।

**জনি**[২], **জনু**—অব্যঃ (ব্রজ) যদি ('না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি টুটে'—চণ্ডীঃ) ; যেন ('চরণকমল জনু) যেন না ('দয়া জনু ছোড়বি মোয়'—বিদ্যাঃ) ; বুঝিবা ('জনু রবিশশি একহি উজল')।

**জনিকা**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ জনয়িত্রী ; পুত্র-বধূ।

**জনিত**—বিণঃ কারণে জাত, ঘটিত। [জন্+ণিচ্+ত]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **জনিতা**।

**জনিতা**—বিঃ জনক, উৎপাদক। [জন্+তৃ]। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **জনিত্রী**।

**জনিত্র**—বিঃ উৎপাদক যন্ত্র (গ্যাসজনিত্র—gasplant)। [জন্+ইত্র]।

**জনীন**—বিণঃ জনসংক্রান্ত। (সর্বজনীন, বিশ্বজনীন)। [জন+ঈন্]।

**জনু**, **জনূ**—বিঃ উৎপত্তি, জন্ম। [জন্+উ, ঊ]।

**জনৈক**—বিণঃ অনির্দিষ্ট কোন একজন। [জন+এক]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **জনৈকা**।

**জন্তু**—বিঃ প্রাণী, জীব ; জানোয়ার, পশু। [জন্+তু]।

**জন্ম**—বিঃ মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হওন, ভূমিষ্ঠ হওন ; উৎপত্তি, উদ্ভব (ভাষার জন্ম) ; জীবনকাল, জীবন (জন্মব্যাপী, জন্মে জন্মে) ; [জন্+মন্]। বিঃ **-এয়তী, -এয়স্ত্রী**—চির সধবা। বিঃ **-কুণ্ডলী**—জন্মকালীন রাশিচক্র। বিণঃ **-গত**—সহজাত, বংশা-নুক্রমে প্রাপ্ত। বিঃ **-গ্রহণ**—ভূমিষ্ঠ হওন, উৎপত্তি, আবির্ভাব। বিঃ **জন্মান্তর**—অন্য জন্ম, পূর্ব বা পর-জন্ম। বিঃ **-তিথি**—জন্মকালীন তিথি। বিঃ **-দ, -দাতা**—জনক, পিতা

বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-দা**, **-দাত্রী**। বিঃ **-দান**—উৎপাদন। বিঃ **-পত্র**, **-পত্রিকা**—কোষ্ঠী। বিঃ ভূমি—যে দেশে জন্ম হইয়াছে, মাতৃভূমি। ক্রি-বিণঃ **-জন্মে**—জন্ম হইতে, জন্মাবধি; সারা-জীবনে। ক্রি-বিণঃ **জন্মের মত**, **-শোধ**—চিরজীবনের জন্য। বিঃ **-সংস্কার**—জন্মগত ধারণা। বিঃ **-স্থান**—জন্মভূমি

**জন্মা**—ক্রিঃ জন্মগ্রহণ করা, উৎপন্ন হওয়া (ধান জন্মে)।

**জন্মাধিকার**—বিঃ জন্মসূত্রে অধিকার।

**জন্মান, জন্মানো**—(১) ক্রিঃ উৎপন্ন হওয়া; উৎপাদন করা, জন্মগ্রহণ করা। (২) বিঃ উক্ত অর্থে।

**জন্মান্তর**—বিঃ অন্য জন্ম, পূর্ব বা পর জন্ম। বিঃ **-বাদ**—মৃত্যুর পরে কর্ম-ফল অনুযায়ী পুনরায় জন্ম হয়—এই অভিমত।

**জন্মান্ধ**—বিণঃ জন্ম হইতে অন্ধ।

**জন্মাবধি**—ক্রি-বিণঃ জন্মকাল হইতে, আজন্ম।

**জন্মাষ্টমী**—বিঃ শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি।

**জন্য[১], জন্যে**—অব্যঃ জনিত, হেতু, নিমিত্ত বশতঃ, কারণে।

**জন্য[২]**—বিণঃ উৎপাদ্য; উৎপাদক। [জন্+ণিচ্+য]। বিণঃ **-জনক-সম্বন্ধ**—যে জন্মায় ও যাহা জন্মে তাহাদের মধ্যে বর্তমান বা তদনুরূপ সম্বন্ধ।

**জপ**—বিঃ মনে মনে বারবার মন্ত্রাদির উচ্চারণ। [জপ্+অ]। বিঃ **-তপ**—জপ ও তপস্যা দ্বারা উপাসনা; ধর্ম-চর্যা। ক্রিঃ **-তহি**—(ব্রজ) জপ করে বা করিতেছে। বিঃ **-ন**—জপকরণ।

**জপমালা**—বিঃ জপের সংখ্যা গণনা করার জন্য ব্যবহৃত মালা।

**জপা**—ক্রিঃ জপ করা, মনে মনে আবৃত্তি করা। [জপ্+আ]। **-ন**, **-নো**—(১) ক্রিঃ জপ করানো; নিজের মতে আনার জন্য মন্ত্রণা দেওয়া, ভজানো। (২) বিঃ উক্ত অর্থে।

**জপিত**—বিণঃ জপ করা হইতেছে এমন।

**জপ্য**—বিণঃ জপ করিবার মত। [জপ্+য]।

**জবজব**—অব্যঃ তেল, ঘি, রস ইত্যাদিতে বেশী ভিজা অর্থে। বিণঃ **জবজবে**—জবজব করিতেছে এমন।

**জবড়জঙ্গ, জবরজং**—বিণঃ অগোছালো, এলোমেলো; বেমানান; বেঢপ, পারিপাট্যহীন (জবড়জঙ্গ চেহারা)।

**জবন**—(১) বিঃ বেগ; যবন, মৃগ-বিশেষ। (২) বিণঃ দ্রুতগামী।

**জবনাল**—বিঃ শস্যবিশেষ, জনার, মকাই।

**জবর**—বিণঃ বলিষ্ঠ (জবর পালোয়ান); জোরালো (জবর বাতাস); জাঁকালো (জবর পোষাক); উৎকৃষ্ট (জবর জিনিস), জরুরী বা আকর্ষণকারী (জবর খবর); কঠিন (জবর শাস্তি); নাছোড়বান্দা (জবর লোক)। [ফা]। বিণঃ **-দস্ত**—শক্তি-শালী, দুর্দান্ত; জুলুমকারী। **-দস্তি**—(১) বিঃ জুলুম, পীড়ন; শক্তিপ্রয়োগ। (২) ক্রি-বিণঃ জুলুমে সহকারে বা বলপ্রয়োগে (জবরদস্তি কাড়িয়া লওয়া)।

**জবরদখল**—বিঃ জোর করিয়া অধিকার।

**জবা**—বিঃ পুষ্পবিশেষ।

**জবাই**—বিঃ কণ্ঠনালী কাটিয়া পশু বা প্রাণীবধ; মুসলমানদের ধর্মবিহিত প্রাণীবধ। [আ]।

**জবান**—বিঃ ভাষা ; কথা ; প্রতিশ্রুতি , জিহ্বা। [ফা]। বিঃ **-বন্দি, -বন্দী**—বিচারকের নিকট উক্তি, লিখিত বিবৃতি, এজাহার। **জবানি, জবানী**—(১) বিঃ উক্তি। (২) ক্রি-বিণঃ মৌখিক কথার দ্বারা বা উক্তিতে।

**জবাব**-বিঃ প্রশ্নের বা কথার উত্তর ; কৈফিয়ৎ ; বিদায় বরখাস্ত (চাকরকে জবাব দেওয়া), উপযুক্ত প্রত্যুত্তর, চোপা (মুখে মুখে জবাব দেওয়া)। **-দিহি** (১) বিঃ কৈফিয়ৎ, দায়িত্ব। (২) বিণঃ দায়ী।

**জবুথবু, জবুথুবু**—বিণঃ নড়িতে চড়িতে চাহে না এমন ; জড়সড়, আড়ষ্ট।

**জব্দ**-বিণঃ নাল, লাঞ্ছিত নিগৃহীত, সম্পূর্ণ পরাজিত, দমিত ; বাজেয়াপ্ত অধিকৃত (সম্পত্তি জব্দ)।

**জমক** বিঃ আড়ম্বরপূর্ণ শোভা, সমারোহ ; দীপ্তি ঔজ্জ্বল্য।

**জমকান, জমকানো**—(১) ক্রিঃ আড়ম্বরপূর্ণ করা, জাঁকানো, জমজমে হওয়া ; শোভিত করা বা হওয়া ; (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**জমকাল, জমকালো**-বিণঃ জাঁকালো, আড়ম্বর বা সমারোহপূর্ণ।

**জমজ**—**যমজ**-এর বানানভেদ।

**জমজম**--(১) অব্যঃ সমারোহসূচক অনুকার ; সরগরম হইয়া উঠার ভাব। (২) বিঃ মক্কার প্রসিদ্ধ কূপ।

**জমজমে**—বিণঃ জমজম করে এমন, জাঁকালো, আড়ম্বরপূর্ণ।

**জমজমা**—বিঃ শিখবীর রণজিৎ সিংহের বিখ্যাত কামানের নাম।

**জমজমাট**—বিণঃ আড়ম্বরে ও গাম্ভীর্যের ভাব আছে এমন, সরগরম।

**জমদগ্নি**—বিঃ পরশুরামের পিতা।

**জমা**[১]—(১) ক্রিঃ একত্রিত হওয়া ; সমবেত হওয়া ; সঞ্চিত হওয়া ; জমাট বাঁধা (দুধ জমা) ; উপভোগ্য হওয়া (গান জমা) ; অসাড় বা ঠাণ্ডা হওয়া (হাত পা জমা) ; উৎসাহ ও আনন্দে পূর্ণ হওয়া (সভা জমা)। (২) বিঃ বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**জমা**[২]-বিঃ আয় ; খাজনা ; খাজনা করা জমি ; পুঁজি, সঞ্চয়, সংগ্রহ। বিঃ **-ওয়াশীল বাকি**--আদায়ীকৃত ও অনাদায়ী খাজনার হিসাব। বিঃ **-খরচ**--আয়-ব্যয়ের হিসাব। বিঃ **-খারিজ** এজমালী সম্পত্তির অংশীদারদের পৃথকভাবে খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা। বিঃ **-নবিস, -নবীস, -নবীশ**—জমি ও খাজানার হিসাবরক্ষক। বিঃ **-বন্দি, -বন্দী**-প্রজাবিলি খাজনার হিসাব।

**জমাট**—বিণঃ ঘনীভূত, তরল জিনিস কঠিন হইয়াছে এমন ; দৃঢ় ; অন্তরঙ্গ (জমাট বন্ধুত্ব) ; সরগরম, জমিয়া উঠিয়াছে এমন (জমাট আসর)। [জমা+অট]। বিণঃ **জমাটী**--আসর জমায় বা সরগরম করিয়া তোলে এমন (জমাটী লোক বা গান)।

**জমাদার**--বিঃ কনস্টেবল, সিপাই, দারোয়ান ইত্যাদির সর্দার ; প্রধান মেথর বা ঝাড়ুদার : মেথর, ঝাড়ুদার প্রভৃতির সম্মানসূচক আখ্যা ; ছাপাখানার মুদ্রণযন্ত্র চালায় এমন কর্মচারী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **জমাদারনী**।

**জমান, জমানো**—(১) ক্রিঃ সঞ্চয় বা সংগ্রহ করা ; সমবেত করা, জড় করা (লোক জমানো) ; তরল জিনিস ঘনীভূত বা কঠিন করা (দই জমানো) ;

সরগরম করা (আসর জমানো)। (২) বিঃ, বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**জমানত**—বিঃ জামিন ; জামিন স্বরূপ প্রদত্ত টাকা। [আ]। বিঃ **-নামা**—মুচ-লেকাপত্র ; জামিননামা।

**জমায়ত, জমায়েত**—বিঃ জনসমাবেশ। ক্রিঃ **জমায়ত হওয়া**—ভিড় করিয়া একত্রিত হওয়া।

**জমি**—বিঃ ভূমি ; কৃষিক্ষেত্র ; ভূতল ; ভূপৃষ্ঠ ; কাপড়ের বুনানি। [ফা]। বিঃ **-জমা**—ভূ-সম্পত্তি। বিঃ **-জিরাত, -জিরেত**—চাষবাসের উপযুক্ত জমি : কৃষিক্ষেত্র। বিঃ **-দার**—জমির মালিক, ভূস্বামী। বিঃ **-দারি**—জমিদারের কাজ বা সম্পত্তি। বিণঃ **-দারী**—জমিদার বা জমিদারি সংক্রান্ত।

**জম্পতি**—বিঃ দম্পতি, স্বামী ও স্ত্রী ; মিথুন, যুগল। [জায়া+পতি]।

**জম্বির, জম্বীর**—বিঃ জামির, গোঁড়া-লেবু।

**জম্বু, জম্বূ**—বিঃ জাম বা জামগাছ। বিঃ **-দ্বীপ**—পুরাণে বর্ণিত সপ্ত-দ্বীপের অন্যতম ; এশিয়া মহাদেশ (ভারতবর্ষ যাহার অন্তর্গত)।

**জম্বুক, জম্বূক**—বিঃ শৃগাল।

**জয়**—বিঃ বিপক্ষকে পরাজিত করণ ; যুদ্ধাদি দ্বারা অধিকার ; দমন, বশে আনয়ন ; স্তুতি ও শুভেচ্ছাসূচক শব্দ (জয় রাম) ; কার্যসিদ্ধি, সাফল্য। [জি+অ]। বিঃ **-জয়কার**—জয়ধ্বনি, সাধুবাদ। বিঃ **-জয়ন্তী**—সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। বিঃ **-ঢাক**—রণ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, বৃহৎ ঢাক। ক্রিঃ **-তু**—জয় হউক। বিঃ **-দুর্গা**—দুর্গাদেবীর রূপবিশেষ। বিঃ **-ধ্বনি**—জয়সূচক আনন্দ ধ্বনি ; বিজয় ঘোষণা। বিঃ **-পতাকা**—বিজয়সূচক নিশান। বিঃ **-পত্র**—জয়সূচক পত্র : সাফল্যের নিদর্শন-পত্র। বিঃ **-ভেরী**—জয়ঢাক। বিঃ **-মাল্য**—জয়সূচক মালা। বিঃ **-লেখ**—বিজয়ীর ললাটে যে জয়সূচক লিখন পত্র আঁটিয়া দেওয়া হয়। বিঃ **-শঙ্খ**—যে শঙ্খ বাজাইয়া জয় ঘোষণা করা হয়। বিঃ **-শ্রী**—বিজয় লক্ষ্মী ; জয়ের সৌভাগ্য ; সংগীতের রাগিণীবিশেষ। বিঃ **-স্তম্ভ**—যুদ্ধ জয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ নির্মিত স্তম্ভ।

**জয়ত্রী**—বিঃ জায়ফল গাছের ফুল। [জাতিপত্রী]।

**জয়দেব**—বিঃ বাংলার বিখ্যাত কবি।

**জয়ন্ত**—বিঃ ইন্দ্রপুত্র। [জি+অন্ত]।

**জয়ন্তিকা**—বিঃ হরিদ্রা, হলুদ।

**জয়ন্তী**—বিঃ পতাকা ; ইন্দ্রকন্যা ; দুর্গাদেবী ; শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি ; একরকম গাছ ; কোন ব্যক্তির জন্ম-তিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসব। [জি+অৎ+ঈ]। **রজত জয়ন্তী**—পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে উৎসব। **সুবর্ণ জয়ন্তী**—পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে উৎসব। **হীরক জয়ন্তী**—ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে উৎসব।

**জয়পরাজয়**—বিঃ হারজিৎ

**জয়পাল**—বিঃ বৃক্ষবিশেষ (ইহার বীজ ঔষধে লাগে এবং ঐ বীজ হইতে croton oil নামে উগ্র বিরেচক তৈল উৎপন্ন হয়)।

**জয়া**—বিঃ পার্বতী ; পার্বতীর সখী ; জয়ন্তী বৃক্ষ ; হরীতকী ; ভাং, সিদ্ধি।

**জয়িত্রী, জয়িত্রি**—**জয়ত্রী**-র রূপভেদ।

**জয়ী**—বিণঃ জয়লাভকারী ; জয়যুক্ত ; জয়শীল। [জি+ইন্]।

**জয়োঽস্তু, জয়োস্তু**—ক্রিঃ 'জয় হউক' বলিয়া আশীর্বাদসূচক শব্দ। [জয়ঃ +অস্তু]।

**জরজর**—বিণঃ কাতর ; জর্জর ; অতিশয় ক্লিষ্ট (বিষে অঙ্গ জরজর) : জীর্ণ, জারিত (নুনে জরজর)।

**জরঠ**—বিণঃ অতিবৃদ্ধ, শক্ত বা কঠিন।

**জরতী**—বিণঃ (স্ত্রী)ঃ জরাগ্রস্তা, বৃদ্ধা ; অতি প্রাচীন ও নূতনত্ব বর্জিত (জরতী পৃথিবী)। [জৄ+অৎ+ঈ]। বিণঃ (পুং) **জরৎ**।

**জরৎকারু**—বিঃ মনসাদেবীর স্বামী ; প্রসিদ্ধ মুনিবিশেষ।

**জরথুস্ত্র**—বিঃ প্রাচীন পারসিক ধর্ম-প্রবর্তক ; zoroaster।

**জরদ**—বিণঃ পীত, হলদে। [ফা]।

**জরদা**—(১) বিঃ পানের সঙ্গে খাই-বার সুগন্ধ সুরতি বা তামাকচূর্ণ-বিশেষ। (২) বিণঃ পীত, হলদে। [ফা]। বিঃ **-পোলাও**—জাফরান মিশ্রিত পীতবর্ণ মিঠা পোলাও।

**জরদ্গব**—বিঃ জরাগ্রস্ত বৃষ ; (আল) অকর্মণ্য বৃদ্ধ ; অথর্ব। [জরৎ+গো+অ]। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **জরদ্গবী**—বৃদ্ধা গাভী।

**জরা**[১]—বিঃ জীর্ণাবস্থা ; স্থবিরতা ; বার্ধক্য। [জৄ+অ+আ]।

**জরা**[২]—(১) ক্রিঃ হজম হওয়া, জীর্ণ হওয়া ('কেমন করিয়া দেখ পেটে ভাত জরে?'—শিঃ)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ জারিত করা, জরানো (নুনে জরানো)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**জরায়ু**—বিঃ গর্ভাশয়। [জরা+ই+উ]। বিণঃ **-জ**—যে প্রাণী জরায়ু হইতে শিশুরূপে প্রসূত হয়।

**জরি**—(১) বিঃ রূপালী বা সোনালী তার বা পাত দিয়া মোড়া সূতা। [ফা]। বিণঃ **-দার**—জরিযুক্ত।

**জরিপ**—বিঃ জমির মাপ, cadastral surveying।

**জরিমানা**—বিঃ অর্থদণ্ড, fine।

**জরু**—**জোরু**-র অধিকতর প্রচলিত বানান।

**জরুর**—ক্রি-বিণঃ অবশ্য, নিশ্চয় ; দর-কার। [আ]। বিঃ **-ত**—প্রয়োজন ; দরকার। বিণঃ **জরুরী**—আশু প্রয়ো-জনীয় ; অত্যন্ত দরকারী।

**জর্জর**—বিণঃ জরজর, অতিশয় জীর্ণ বা ক্লিষ্ট (দুঃখে জর্জর)।

**জর্জরিত**—বিণঃ জীর্ণীভূত ; জর্জর করা হইয়াছে এমন। (দুঃখে জর্জরিত, ব্যাধি জর্জরিত) : [জৄ+যঙ্লুক+ত]।

**জল**—(১) বিঃ অপ, বারি, উদক, সলিল, অম্বু, নীর, পয়ঃ, তোয় ; বৃষ্টি (খুব জোরে জল হচ্ছে)। (২) বিণঃ শীতল (প্রাণ জল হওয়া); তরল (গলিয়া জল হওয়া) ; নষ্ট (টাকাগুলো সব জল হ'য়ে গেল) ; অতি সহজ (জল-বৎ)। বিঃ **-কর**—জলাশয় নদী ইত্যাদির খাজনা (মৎস্য চাষের জন্য যে জলাশয়ের উপর খাজনা ধার্য করা হয়) ; fishery। বিঃ **-কল্লোল**—জলস্রোতের কল্‌কল্ ধ্বনি ; জলের তরঙ্গ। বিঃ **-কষ্ট**—জলের অভাব বা স্বল্পতাজনিত কষ্ট। বিঃ **-কাদা**—বৃষ্টির জল জমার স্থলে

রাস্তায় সৃষ্ট কাদা। বিঃ **-কুক্কুট**—গাঙ্ চিল। বিঃ **-কেলি, -ক্রীড়া**—জলে সন্তরণাদি ক্রীড়া-কৌতুক। ক্রিঃ **জল খাওয়া**—জল-পান করা; জল-খাবার খাওয়া। বিঃ **-খাবার**—টিফিন, হালকা খাবার। **-চর**—(১) বিণঃ জলে চরে যে সকল জীব। (২) বিঃ জলজন্তু, জলবিহারী; জলচর প্রাণী। বিণঃ **-চল**—(যাহার) ছোঁয়া জল পান করিতে কোন বর্ণ হিন্দু-দের বাধা নাই। বিঃ **-চৌকী**—স্নানাদির জন্য নীচু চৌকী। বিঃ **-ছত্র**—**জলসত্র**-র চলতিরূপ। বিঃ **-ছবি**—যে ছবি জলে ভিজাইয়া অন্য কাগজে বসানো যায়। **-জ**—(১) বিণঃ জলাশয়াদিতে উৎপন্ন হয় এমন। (২) বিঃ পদ্মফুল। বিঃ **-জন্তু**—জলচর প্রাণী। বিঃ **-জান**—উদ্‌যান, hydrogen। বিণঃ **-জিয়ন্ত, -জীয়ন্ত**—জলে যেমন প্রাণবন্ত সজীব থাকে; সম্পূর্ণ সজীব (জলজ্যান্ত মৎস্য); (আল) সম্পূর্ণ স্পষ্ট; ডাহা (জল জীয়ন্ত মিথ্যা সমাচার)। বিঃ **-টুঙি**—জলের মধ্যস্থিত ঘর। বিঃ **-তরংগ**—জলের ঢেউ; বাদ্য-বিশেষ (সাতটি বাটিতে জল লইয়া সাতটি সুরে বাঁধিয়া কাঠি দ্বারা বাজানো হয়)। বিঃ **-দ**—মেঘ। বিঃ **-দস্যু**—জলপথে ডাকাতি করিয়া বেড়ায় এমন ব্যক্তি। বিঃ **-দাগম**—বর্ষাকাল, মেঘের উদয় কাল। বিঃ **-দেবতা**—বরুণ, জলের অধিপতি। বিঃ **-দোষ**—উদরী রোগ। **-ধর**—(১) বিণঃ জলপূর্ণ; জলধারণ-কারী। (২) বিঃ সমুদ্র, মেঘ। বিঃ **-ধি**—সমুদ্র। বিঃ **-নালী, প্রণালী**—জল নিকাশের নর্দমা। বিঃ **-নিধি**—সমুদ্র। বিঃ **-পটি**—আঘাত-প্রাপ্ত দেহাংশে বাঁধার জন্য ভিজা নেকড়া বা বস্ত্রখণ্ড। বিঃ **-পড়া**—মন্ত্রপূত জল। বিঃ **-পথ**—জলমার্গ; নৌকাদি যোগে চলিবার পথ। বিঃ **-পান**—জল-খাবার। বিঃ **-পানি**—মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তি বা পুরস্কার; জলখাবার খাইবার পয়সা। বিঃ **-পিপি**—বকজাতীয় পক্ষিবিশেষ। বিঃ **-প্রপাত**—পর্বতাদি উচ্চস্থান হইতে নিরন্তর পতিত জলরাশি। বিঃ **-প্লাবন**—প্রবল বন্যা। বিঃ **-বাতাস, -বায়ু**—আবহাওয়া। বিঃ **-বায়স**—পানকৌড়ি। বিঃ **-বিছুটি**—প্রহারার্থে জলে ভিজানো বিছুটি গাছ; যাহা গায়ে লাগিলে অতিশয় চুলকায় এবং জ্বালা করে। বিঃ **-বিজ্ঞান**-জলবিষয়ক শাস্ত্র বা বিদ্যা। বিঃ **-বিম্ব**—জলের ভুড়-ভুড়ি, জলের বুদ্বুদ। বিঃ **-বিষুব**—কার্তিক মাসের সংক্রান্তি। বিঃ **-বিহার**—জল দ্বারা বিহার, জল-ক্রীড়া। ক্রিঃ **-ভাংগা**—জল নির্গত হওয়া; পান মুচি ভাংগা; প্রসবের পূর্বে জল নির্গত হওয়া; জলের মধ্য দিয়া হাঁটা। বিঃ **-ভ্রমি**—সমুদ্র বা নদীর মধ্যস্থিত জলের ঘূর্ণি বা আবর্ত। বিণঃ **-মগ্ন**—যে বা যাহা জলে ডুবিয়া গিয়াছে। বিণঃ **-ময়**—জলে প্লাবিত; জলপূর্ণ। ক্রিঃ **-মরা**—জল কমিয়া বা শুকাইয়া যাওয়া। বিঃ **-মুক** (-মুচ্)—মেঘ। বিঃ **-যন্ত্র**—জল তুলিবার যন্ত্র; ধারা-যন্ত্র; জলঘড়ি, পিচ্‌কারি, spray। বিঃ **-যান**—নৌকাদি, জলপথে

যাইবার যান। বিঃ **-যোগ**—জলখাবার আহারকরণ। বিঃ **-শৌচ**—ছোঁচানো; মলমূত্রাদি ত্যাগের পর জল দ্বারা অঙ্গ প্রক্ষালন। বিঃ **-সত্র**—**জলছত্র**; তৃষ্ণার্ত পথিকদের বিনামূল্যে জল দান করিবার স্থান। ক্রিঃ **-সরা**—পুষ্করিণী প্রভৃতির জল নিত্য ব্যবহার করা; জল নির্গত হওয়া। **-সহা, সওয়া**—(১) ক্রিঃ বিবাহ উপলক্ষে প্রতিবেশীর গৃহ হইতে জল সংগ্রহ রূপ মঙ্গলাচরণ করা। (২) বিঃ উক্ত মঙ্গলাচরণ। বিঃ **-সেক**—জল-সেচন; গরম জলের ভাপ দ্বারা সেক প্রদান। বিঃ **-স্তম্ভ**—জলের স্তম্ভ; নদী বা সমুদ্র-গর্ভ হইতে স্তম্ভাকারে উৎক্ষিপ্ত জলরাশি। বিঃ **-হস্তী**—হস্তীসম জলজন্তুবিশেষ। বিঃ **-হাওয়া**—জলবায়ু। ক্রিঃ **জল হওয়া**—বৃষ্টি হওয়া; দ্রব বা তরল হওয়া (গলিয়া জল হওয়া); শীতল বা শান্ত হওয়া (প্রাণ জল হওয়া)। ক্রিঃ **জলে দেওয়া, জলে ফেলা**—অপচয় করা; অপাত্রে দান করা। ক্রিঃ **জলে পড়া**—বিপদে পড়া; অস্থানে উপস্থিত হওয়া; অপাত্রে পড়া। ক্রিঃ **জলে যাওয়া**—লোকসান হওয়া; অপচয় হওয়া; ব্যর্থ হওয়া; নষ্ট হওয়া (এত টাকা আর শ্রম দান করা গেল, তার সবই জলে গেল)।

**জলাদ**, (বিরল) **জলদী**, **জলদ**—ক্রিঃ বিণঃ দ্রুত, শীঘ্র, সত্বর। [দেশী]।

**জলদেবতা**—বিঃ জলস্থিত দেবতা।

**জলপাই**—বিঃ অম্লস্বাদযুক্ত ক্ষুদ্র ফলবিশেষ। [দেশী]।

**জলপারাবত**—বিঃ পানকৌড়ি।

**জলসা**—বিঃ আনন্দ-সম্মিলন; নৃত্য-গীতাদির বৈঠক। [আ]।

**জলা**—(১) বিঃ বিল, জলময় নিম্নভূমি। (২) বিণঃ জলে মগ্ন (জলাভূমি)।

**জলাচরণীয়**—বিণঃ যে জাতির ছোঁয়া জল উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ব্যবহার করিতে পারে; **জলচল**।

**জলাঞ্জলি**—বিঃ শবদাহের পর প্রেতাত্মার উদ্দেশে প্রদত্ত অঞ্জলিভরা জল; বিসর্জন, সম্পূর্ণ পরিত্যাগ (সে লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়াছে); অপচয় (টাকাকড়ি জলাঞ্জলি দিয়াছে)।

**জলাতঙ্ক**—বিঃ রোগবিশেষ; যে রোগে জল দেখিলেই রোগী ভয় পায় (সাধারণতঃ পাগলা শিয়াল-কুকুরের দংশনে এই রোগ হয়); hydrophobia।

**জলাত্যয়**—বিঃ বৃষ্টির শেষ; শরৎকাল।

**জলাধিক**—বিঃ বরুণ; সমুদ্র।

**জলাবর্ত**—বিঃ জলভ্রমি, ঘূর্ণি (নদী সমুদ্রের জলমধ্যের ঘূর্ণি), whirlpool;

**জলাশয়**—বিঃ জলের আধার, পুষ্করিণী, নদী, খাল-বিল প্রভৃতি।

**জলুনি**—**জ্বলুনি**-র অধিকতর প্রচলিত বানান।

**জলুস**—বিঃ জমক, ঔজ্জ্বল্য; জেল্লা।

**জলেশ**, **জলেশ্বর**—বিঃ জলাধিপতি; বরুণ, সমুদ্র।

**জলো**—বিণঃ জলবৎ তরল; জলমিশ্রিত, সজল (জলো হাওয়া, জলো দুধ)।

**জলোচ্ছ্বাস**—বিঃ জোয়ার; জলের স্ফীতি।

**জলৌকা**—বিঃ জোঁক।

**জলৌষধি**—বিঃ ব্রাহ্মী শাক বা ঐ জাতীয় অন্যান্য শাক ; জলজাত ঔষধি।

**জল্প**—বিঃ পরমত খণ্ডন করিয়া নিজ মত স্থাপন ; বাচালতা ; জল্পনা. কথন।

**জল্পক**—বিণঃ বহুভাষী ; বাচাল।

**জল্পন, জল্পনা**—বিঃ উক্তি, কথাবার্তা. বাচালতা, প্রস্তাব, সূচনা।

**জল্পিত**—বিণঃ কথিত ; প্রস্তাবিত।

**জল্লাদ**—বিঃ ঘাতক ; দণ্ডিতদের যে বধ করে ; অত্যন্ত নির্মম ব্যক্তি (লোকটা যেন জল্লাদ)। [আ]।

**জহর**[১]—বিঃ বিষ, গরল। [ফা]।

**জহর**[২]—বিঃ মণি, বহুমূল্য প্রস্তর।

**জহরব্রত**—বিঃ রাজপুত নারীগণের অগ্নিকুণ্ডে বা বিষ-পানে প্রাণ বিসর্জন করার ব্রত।

**জহরকোট**—বিঃ জওহরলাল নেহরু ব্যবহৃত ওয়েস্ট কোটের ধরনে প্রস্তুত ফতুয়া জাতীয় জামাবিশেষ।

**জহরৎ**—বিঃ মণিমুক্তাদিসমূহ। [আ]।

**জহরী, জহুরী, জহুরি**—বিঃ মণি-মুক্তাদির বিক্রেতা ; যে ব্যক্তি জহরত চেনে ও উৎকর্ষ নির্ণয় করিতে পারে।

**জহ্নু**—বিঃ সুহোত্রের পুত্র ; রাজর্ষি জহ্নু—যিনি গঙ্গাকে পান করিয়া ছিলেন, পরে ভগীরথের অনুরোধে জানু ভেদ করিয়া বাহির করিয়া দেন (মতান্তরে কর্ণপথে)। বিঃ **-কন্যা, -তনয়া, -বালা, -সুতা**—গঙ্গা। বিঃ **-সপ্তমী**—বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী।

**জা**[১]—বিঃ যাতা, দেবর বা ভাশুর-পত্নী।

**জা**[২]—বিঃ সন্তান, পুত্র (ঘোষ-জা)।

**জাই**—বিঃ জাতীপুষ্প, চামেলীফুল।

**জাইগির**—**জায়গির**-এর রূপভেদ।

**জাইদাদ**—বিঃ সম্পত্তি। [ফা]।

**জাউ**—বিঃ যবাগু, মণ্ড।

**জাওনা**—**জাবনা**-র (প্রাদে) রূপ।

**জাওর**—**জাবর**-এর রূপভেদ।

**জাওলা**—বিঃ মাছ ধরিবার যন্ত্রবিশেষ (যে সব মাছকে বঁড়শিতে গাঁথিয় অন্য কোন বড় মাছ ধরা হয়)।

**জাং**—বিঃ ঊরু, জঙ্ঘা।

**জাঁক**—বিঃ গুমোর, গর্ব, সমারোহ আড়ম্বর (জাঁক দেখানো বা করা)। বিঃ **-জমক**—বিশেষ সমারোহ।

**জাঁকড়**—বিঃ আবদ্ধ রাখা, গচ্ছিত রাখা ; বাঁধা দেওয়া, ঋণ-পরিশোধের জন্য মহাজনের নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখা। [হি]। **-বহি**—যে বহিতে জাঁকড়-জিনিসের হিসাব রাখা হয়।

**জাঁকড়ী**—বিণঃ গচ্ছিত, বাঁধা, আবদ্ধ।

**জাঁকা**—(১) ক্রিঃ জমকালো হওয়া (আসর জেঁকেছে ; জেঁকে বসা) : চাপিয়া বসা · আঁটিয়া ধরা। (২) বিঃ ঐ সকল অর্থে। **-ন, নো**—(১) ক্রিঃ আড়ম্বর পূর্ণ করা ; জমকালো হওয়া। (২) বিণঃ গুলজার, জমকালো। (৩) বিঃ গুলজার বা জমকালো অবস্থা।

**জাঁকাল, জাঁকালো**—বিণঃ আড়ম্বর পূর্ণ, জমকালো।

**জাঁতা**[১]—বিঃ শস্যাদি গুঁড়া করিবার যন্ত্রবিশেষ ; হাপরে হাওয়া দিবার যন্ত্র, ভস্ত্রা।

**জাঁতা**[২]—(১) ক্রিঃ (প্রবাদে ও প্রাচীন বাং) চাপা ('জাঁতিয়া গাঁথিয়া সোনা সাঁড়াশীতে টানে গুণা'—কবি কঃ)। জাঁতিয়া ধরা, পড়া ; টেপা (চরণ

জাঁতিছে)। (২) বিঃ বিণঃ ঐ সকল অর্থে। ক্রিঃ **জাঁত দেওয়া**—(প্রাদে) চাপা দেওয়া, পিষ্ট করা। **-ন, নো**—(১) ক্রিঃ চাপানো। (২) বিঃ বিণঃ ঐ অর্থে।

**জাঁতি, জাঁতী**—বিঃ সুপারি কাটিবার যন্ত্র। বিঃ **-কল**—জাঁতির ন্যায় কল: ইঁদুর ধরিবার যন্ত্রবিশেষ।

**জাঁদরেল**—(১) বিঃ মহাবীর, সেনাপতি। (২) বিণঃ জমকালো; মস্ত, প্রকাণ্ড, উচ্চপদস্থ, general।

**জাঁহাপনা**—**জাহাঁপনা**-র রূপভেদ।

**জাঁহাবাজ**—**জাহাঁবাজ**-এর রূপভেদ।

**জাগ**—বিঃ (ফল পাটাদি পাকাইবার বা পচাইবার জন্য) খড়পাতা প্রভৃতির চাপ (জাগে পাকানো আম; পাট জাগ দেওয়া) [দেশী]।

**জাগ**—ক্রিঃ নিদ্রা ত্যাগ কর।

**জাগর-গান**—বিঃ উত্তর-পূর্ব বঙ্গে রাত্রিকালে গীত প্রচলিত পল্লী-গীতিবিশেষ (জাগর গান)।

**জাগন**—বিঃ নিদ্রাভঙ্গ, জাগরণ।

**জাগন্ত**—বিণঃ জাগিয়া আছে এমন, জাগ্রত।

**জাগপ্রদীপ**—বিঃ পূজাদি কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করিবার জন্য আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত রক্ষিত জ্বলন্ত প্রদীপবিশেষ।

**জাগর**—বিঃ জাগরণ; জাগ্রৎ অবস্থা; নিদ্রাভঙ্গ; নিদ্রাহীনতা; কীর্তনাদি পালা গানের অঙ্গবিশেষ; অচেতন বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা হইতে মুক্তি: চেতনা লাভ; উদ্দীপনা। (স্ত্রী): **জাগরণী** (১) বিঃ জাগরণ পূর্ব: জাগরণ গান। (২) **বিণঃ** জাগরণ-সম্বন্ধীয়।

**জাগরিত**—বিণঃ যে জাগিয়াছে, বিনিদ্র; নিদ্রোত্থিত; চেতনা-প্রাপ্ত।

**জাগরী**—বিণঃ নিদ্রাবিহীন, জাগরণ-কারী; নিদ্রাশূন্য।

**জাগরূক**—বিণঃ সজাগ; যে জাগিয়া আছে: সতর্ক, হুঁশিয়ার ('অন্তরে সে স্মৃতি জাগরূক আছে')। [জাগৃ+উক]।

**জাগা**—(১) ক্রিঃ ঘুম হইতে ওঠা; জাগ্রত হওয়া; না ঘুমানো (রাত জাগা): প্রবুদ্ধ হওয়া ('জাগিয়া যখন উঠেছে পরাণ'—রবীন্দ্র); সর্বদা বিরাজ করা: অবিস্মৃত ভাবে বিদ্যমান থাকা (মনে জাগা)। (২) বিঃ বিণঃ ঐ সকল অর্থে। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ ঘুম ভাঙ্গানো; সচেতন বা প্রবুদ্ধ করা; **স্মরণ** করানো; সতর্ক করা। (২) বিঃ বিণঃ ঐ সকল অর্থে।

**জাগীরদার**—**জায়গীর** দ্রষ্টব্য।

**জাগ্রৎ**—বিণঃ যে বা যাহা জাগিয়া আছে এমন, সজাগ, জাগরণশীল।

**জাগ্রত**—বিণঃ সজাগ, বিনিদ্র।

**জাঙ্, জাঙ্গ**—**জাং**-এর বানানভেদ।

**জাঙ্গল**—(১) বিণঃ জঙ্গলময়; জঙ্গল-সম্বন্ধীয়; অসভ্য, বন্য। (২) বিঃ অল্প জল-পূর্ণ, তৃণময় এবং রৌদ্র-বায়ুর প্রাচুর্যে ভরা ধান্যাদিতে সমৃদ্ধ দেশবিশেষ (কুরু জাঙ্গল)।

**জাঙ্গাল, জাঙাল**—বিঃ বাঁধ, সেতু, আলি, পতিত জমি; পথ।

**জাঙ্গিয়া, জাঙিয়া**—বিঃ ছোট পায়জামা-বিশেষ (যাহাতে উরু অবধি ঢাকা পড়ে)।

**জাজিম**—বিঃ ফরাশ-গালিচা প্রভৃতির উপরে বিছাইবার চাদরবিশেষ।

**জাজ্বল্যমান**—বিণঃ অতিশয় স্পষ্ট, দেদীপ্যমান ; অতিশয় উজ্জ্বল।

**জাট,**[১] **জাঠ**[১]—বিঃ পাঞ্জাব ও রাজপুতানার জাতিবিশেষ।

**জাট**[২], **জাঠ**[২]—**জেঠ**-এর রূপভেদ।

**জাঠর**—বিণঃ জঠর-সম্বন্ধীয়।

**জাঠা,** (বিরল) **জাঠি,** (বিরল) **জাঠী**—বিঃ লৌহযষ্ঠি ; পৌরাণিক যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ।

**জাড়**—বিঃ ঠাণ্ডা, শীত, হিম। [হি]।

**জাড্য**—বিঃ অলসতা, জড়বুদ্ধির ভাব ; মূর্খতা ; জড় পদার্থের ধর্মবিশেষ, inertia। **জাড্য গ্যাস**—(রসায়ন) যে গ্যাস গ্যাস-বিধি লঙ্ঘন করে না, perfect gas।

**জাত**[১]—(১) বিণঃ উৎপন্ন (নবজাত, বনজাত,) ; জন্মিয়াছে যে শিশু (সদ্যোজাত) : উদ্ভূত (ক্ষেত্রজাত ) ; (২) জন্ম (জাত কর্ম) ; সমূহ (খনিজাত)। বিঃ **-কর্ম, -কৃত্য, -ক্রিয়া**—হিন্দু শিশুর জন্মকালীন অনুষ্ঠেয় সংস্কারবিশেষ। **-কোপ, -ক্রোধ**—(১) বিণঃ ক্রোধ জাত হইয়াছে এমন ; (২) আজন্ম বিদ্যমান ক্রোধ। বিঃ **-পত্র**—জন্ম-পত্রিকা, কোষ্ঠী। বিণঃ **-পুত্র**—যাহার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে ; পুত্রবান্। **-মাত্র**—(১) ক্রি-বিণঃ জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। (২) বিণঃ সদ্যোজাত। বিণঃ **-শত্রু**—(১) যাহার অনেক শত্রু জন্মিয়াছে ; (২) আজন্ম শত্রু।

**জাত**[২]—(১) বিঃ বর্ণ ; জাতি, caste ; জন্মগত সামাজিক শ্রেণী (উঁচুজাতের লোক) ; প্রকার (নানা জাতের লোক)। (২) বিণঃ জাতিগত ; জন্মগত (জাত বৈরাগী ; বোষ্টমী)। ক্রিঃ **জাত খোয়ানো, জাত হারানো**—নিজ বর্ণ বা সামাজিক শ্রেণী হইতে বিচ্যুত হওয়া। বিঃ **-ব্যবসায়**—বংশগত পেশা। বিঃ **-ভাই**—জ্ঞাতি ; একই ব্যবসায় বা শ্রেণীর লোক। ক্রিঃ **জাত দেওয়া**—বৈবাহিক সম্পর্কে নিজ জাতি ত্যাগ করিয়া অন্য জাতিধর্ম গ্রহণ করা। ক্রিঃ **জাত যাওয়া, জাত মারা**—জাতিচ্যুত করা ; জাতে ঠেলা। **জাতের বিচার**—মূল বিষয়ের আলোচনা।

**জাত**[৩]—বিণঃ আসল, শ্রেষ্ঠ (জাতসাপ ; জাত কেউটে)। বিঃ **-সাপ**—বিষধর সাপ।

**-জাত**[৪]—বিণঃ রক্ষিত, সঞ্চিত (আড়ত, গোলা, গুদামজাত)। [আ]।

**জাত**[৫]—বিঃ যাত্রা, উৎসব; মেলা।

**জাতক**—(১) বিণঃ জন্মগ্রহণকারী; যে জন্মিয়াছে। (২) বিঃ জন্মকোষ্ঠী ; জাতকর্ম ; বুদ্ধদেবের পূর্বজন্ম-সংক্রান্ত গল্পগ্রন্থ ; ভিক্ষু।

**জাতাঙ্কুর**—(১) বিণঃ অঙ্কুরিত, যাহার কল বাহির হইয়াছে এরূপ। (২) বিঃ উৎপন্ন অঙ্কুর, নবাঙ্কুর।

**জাতাপত্যা**—বিণঃ (স্ত্রী)ঃ যে নারীর সন্তান জন্মিয়াছে এরূপ।

**জাতাশৌচ**—(১) বিঃ সন্তানের জন্ম হেতু অশৌচ। (২) বিণঃ অশৌচগ্রস্ত ; অশুচি অবস্থাপ্রাপ্ত।

**জাতি**[১], **জাতী**—বিঃ মালতী বা চামেলী ফুল। বিঃ **-পত্র, -পত্রী, -জয়ত্রী**—জায়ফল।

**জাতি**[২]—বিঃ উৎপত্তি, জন্ম বা সমলক্ষণ অনুযায়ী বিভাগ, বর্গ—যথা উৎপত্তিগত (জাতিতে খৃষ্টান); প্রকার, শ্রেণী (নানা জাতির পুষ্প); ধর্ম, জন্মভূমি; রাষ্ট্র: আদিবংশ, ব্যবসায় ইত্যাদি অনুযায়ী বিভাগ (হিন্দু জাতি, আর্য জাতি; বণিক জাতি); হিন্দুদিগের বর্ণ বা তাহার অন্তর্গত সামাজিক উপবিভাগ (ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল জাতি: জাতিভেদ); সমলক্ষণ গত বিভাগ (স্ত্রীজাতি, মানব জাতি, সর্প জাতি)। বিণঃ **-চ্যুত**—স্বজাতি হইতে বহিষ্কৃত। বিঃ **-তত্ত্ব**—নৃতত্ত্ব-বিদ্যা; মূল মানব জাতি সম্বন্ধীয় শাস্ত্র। বিঃ **-ধর্ম**—জাতির বিহিত ধর্মকর্মাদি: জাতির বিশেষ প্রকৃতি। বিঃ **-নাশ, -পাত**—সমাজ চ্যুতি। ক্রি-বিণঃ **-বর্ণ-নির্বিশেষে**—জন্ম বংশ ইত্যাদি নির্বিচারে। বিণঃ **-বাচক**—যাহার দ্বারা জাতি সূচিত হয়, উপাধি, শ্রেণী, (জাতি বাচক বিশেষ্য যথা—মনুষ্য, বৃক্ষ, সর্প)। বিঃ **-বৈর**—জন্মগত বা স্বাভাবিক শত্রুতা। বিঃ **-ব্যবসায়**—বংশগত পেশা। বিঃ **-বৈষ্ণব**—জাত বৈষ্ণব; জাতিগত ভাবে বৈষ্ণব বংশীয় লোক। বিঃ **-ভেদ**—চারিবর্ণ বা উহার অন্তর্গত উপবিভাগ সমূহের মধ্যে পার্থক্য। বিণঃ **-ভ্রষ্ট**—**জাতিচ্যুত**-র অনুরূপ। বিঃ **-সঙ্ঘ**—বিভিন্ন জাতির সম্মেলন বা সভা, League of Nations। বিণঃ **-স্মর**—যাহার পূর্বজন্মের ঘটনা বা কথা স্মরণ থাকে।

**জাতী** (অশুদ্ধ)—**জাতি**[২] দ্রষ্টব্য।

**জাতীয়**—বিণঃ জাতিগত, জাতি সম্বন্ধীয় (জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় প্রকৃতি); শ্রেণীর, প্রকারের বা রকমের (নানা জাতীয় ফুল); স্বদেশীয়, জাতির প্রকৃতিগত (জাতীয় ভাব); সমগ্র জাতির (জাতীয় মহাসভা)। বিণঃ (স্ত্রী): **জাতীয়া**। **জাতীয় সংগীত**—জাতীয়তাভাবে পূর্ণ লোকপ্রিয় সংগীত, National Anthem।

**জাতীয়তা**—বিঃ স্বজাতিপ্রীতি: জাতির বৈশিষ্ট্য বা অধিকার।

**জাতীশ্বর**—(১) বিঃ জাতির কর্তা। (২) বিণঃ জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণ।

**জাতেষ্টি**—বিঃ জাতকর্ম।

**জাত্তির**—বিঃ যাত্রী (কাব্যে)।

**জাত্য**—বিণঃ সুজাত; কুলীন; সদ্বংশজাত; শ্রেষ্ঠ। **জাত্য গ্যাস**—(রসায়ন) বিশুদ্ধ গ্যাস, perfect gas।

**জাত্যংশ**—বিঃ জাতির অংশ (জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ): কুল, গোত্র; জাতীয় ক্ষুদ্র বিভাগ; tribe।

**জাত্যন্ধ**—বিণঃ জন্মান্ধ: জন্ম হইতে অন্ধ; আজন্ম দৃষ্টিহীন।

**জাত্যভিমান**—বিঃ কুলগর্ব; উচ্চ জাতিতে জন্মহেতু অহঙ্কার।

**-জাদা**—বিঃ (প্রত্যয় রূপে ব্যবহৃত) জাত, জনিত, পুত্র, ছেলে (শাহজাদা, হারামজাদা)। [ফা]। বিঃ (স্ত্রী): **-জাদী**—কন্যা (শাহজাদী)।

**জাদু**[১], **যাদু**—বিঃ ভেলকি, ইন্দ্রজাল; বশীকরণ ইত্যাদি তুক, charm; কুহক। [ফা]। বিঃ **-কর, -গর** (বিরল)—মায়াবী; ঐন্দ্রজালিক। বিঃ (স্ত্রী): **-করী, -গরী** (বিরল)।

বিঃ **-ঘর**—যে গৃহে পুরাতত্ত্ব বিজ্ঞান কলা ইত্যাদি বিষয়ক বস্তুর নিদর্শক সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, মিউজিয়ম, museum।

**জাদু**[২]—বিঃ শিশুকে স্নেহভরে সম্বোধন (জাদুমণি); বিদ্রূপাত্মক সম্বোধনবিশেষ।

**জান**[১]—বিঃ গণক, সর্বজ্ঞ, দৈবজ্ঞ। [ফা]। বিঃ **-বাড়ী**—যে স্থানে গণনা করা হয়।

**জান**[২]—জীবন, প্রাণ (জান যায় আর কি!); কোন রাগের প্রধান সুর (সংগীতে)। [ফা]।

**জানকী**— বিঃ জনক রাজার দুহিতা; রামপত্নী, সীতা। বিঃ **-নাথ, -পতি**—রামচন্দ্র।

**জানত**—(১) অব্যঃ জ্ঞানতঃ, জ্ঞাতসারে, জানিয়া। (২) বিণঃ জ্ঞাত, অবগত। (৩) ক্রিঃ জানে ('পাপ পরাণ মোর আন নাহি জানত'—বৈঃ পঃ)।

**জানপদ**—বিণঃ জনপদ জাত; জনপদ -সম্বন্ধীয়; জনপদে (গ্রাম বা মফঃস্বল) বসবাসকারী; মফস্বলবাসী (যোগ্য জানপদ হও)।

**জানা**—(১) ক্রিঃ অবগত হওয়া, টের পাওয়া (খবরটা আমার জানা নাই); অবগত থাকা; বোঝা, কোন বিষয়ে জ্ঞান থাকা (ইংরাজী জানা); তৎসহ পরিচয় থাকা (অনেক দিন থেকে তা'কে চিনি)। (২) বিঃ বিণঃ ঐ সকল অর্থে.; সমর্থ (সাঁতার জানা)। বিঃ **-জানি**—প্রকাশ হওন; বহুলোকের মধ্যে রাষ্ট্র বা প্রচার। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ অবগত করানো; সতর্ক করা; নিবেদন করা: সংবাদ দেওয়া। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। ক্রিঃ—**জানান দেওয়া**—সংবাদ দেওয়া; নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করা। **-শুনা, শোনা**—(১) বিঃ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান। (২) বিণঃ পরিচিত।

**জানানা**—বিঃ স্ত্রীলোক; অন্তঃপুরবাসিনী; পর্দানশীন নারী, অন্তঃপুর, পত্নী। [ফা]

**জানালা**—বিঃ গবাক্ষ, বাতায়ন। [পো]।

**জানু**—বিঃ হাঁটু, উরুসন্ধি। **-গতি**—(১) বিঃ হামাগুড়ি। (২) ক্রি-বিণঃ হামাগুড়ি দিয়া (কাব্যে)। বিঃ **-ফলক, -মণ্ডল**—হাঁটুর মালুই।

**জানুয়ারী, জানুআরি**—বিঃ ইংরাজী বৎসরের প্রথম মাস (পৌষের মাঝামাঝি হইতে মাঘের মাঝামাঝি পর্যন্ত): January।

**জানোয়ার**—বিঃ পশু, জন্তু। [ফা]।

**জান্তব**—বিণঃ জন্তুতুল্য; জন্তুজাত, জন্তু-সম্বন্ধীয়। বিণঃ (স্ত্রী): **জান্তবী**।

**জান্তা**—বিণঃ যে জানে (সবজান্তা)

**জাপক**—বিণঃ জপকারী। [জপ্+অক]। বিণঃ (স্ত্রী): **-জাপিকা**।

**জাপটান, জাপটানো**—ক্রিঃ জড়াইয়া ধরা। বিঃ **জাপটাজাপটি**—পরস্পর জাপটানো, জড়াজড়ি।

**জাফ্রান**—বিঃ কাশ্মীর প্রভৃতি দেশে জাত পুষ্পবিশেষের কেশর; কুঙ্কুম, saffron (মসলা)। **বিণঃ জাফরানী**—হলদে, পীত, হরিদ্রাভ।

**জাফরি, জাফরী**—ছিদ্রযুক্ত বেড়া, ঝাপ, lattice।

**জাব, জাবনা**—বিঃ গরুর খাইবার নিমিত্ত খইল জলে মাখা কুচানো খড় বিচালি ইত্যাদি।

**জাবড়, জাবড়া**—বিণঃ অতিশয় ভিজা ; জাবের মত সিক্ত ; অতিস্থূল ; এলোমেলো ; ধেবড়া। **-ন, -নো** —(১) ক্রিঃ জাবের মত ভিজানো ; এলোমেলো ভাবে কাজ করা ; জাপ-টানো ; ধেবড়ানো (প্রাদে)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**জাব্‌দা, জাবেদা, জাব্দা**—বিঃ দৈনিক হিসাবের খাতা ; দৈনিক হিসাব ; আইন ; রাজবিধি, law। বিঃ **-খাতা** —মহাজনের দৈনিক হিসাব বহি।

**জাবনা**—**জাব**-এর রূপভেদ।

**জাবর**—বিঃ চর্বিত-চর্বণ ; রোমন্থন। [দেশী]। ক্রিঃ **জাবর কাটা**—রোমন্থন করা ; একই কথার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা।

**জাম**[১]—বিঃ জম্বু, ফল বা গাছবিশেষ (গাঢ় বেগুনী রঙের) ; কালজাম।

**জাম**[২]—বিণঃ রুদ্ধ, বদ্ধ।

**জাম**[৩]—বিঃ মরিচা, জং। [ফা]।

**জামড়া,** (কথ্য) **জামড়ো**—বিঃ ঘর্ষণ-জনিত চর্মের কাঠিন্য, কড়া। বিণঃ দরকাঁচা।

**জামদগ্নেয়, জামদগ্ন্য**—বিঃ জমদগ্নি ঋষির পুত্র, পরশুরাম। [জমদগ্নি +এয়, য]।

**জামদানি, জামদানী**—বিঃ ফুল-তোলা মিহি কাপড়, নকসা-করা বাসন।

**জামবাটি**—বিঃ কাঁসার তৈরি বড় বাটি।

**জামরুল**—বিঃ রসালো সাদা ফলবিশেষ।

**জামা**—বিঃ পিরান, কোর্ট, শার্ট।

**জামাই**—বিঃ কন্যা বা কন্যাস্থানীয়া স্ত্রীলোকের স্বামী। বিঃ **-ষষ্ঠী**— জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ষষ্ঠীতিথি।

**জামাতা**—বিঃ জামাই ; কন্যার পতি।

**জামানত**—**জমানত** দ্রষ্টব্য।

**জামা মসজিদ**—বিঃ জুম্মা মসজিদ, বড় মসজিদ। [আ]।

**জামি, জামী**—বিঃ ভগিনী, বোন, কন্যা, দুহিতা ; পতিব্রতা স্ত্রী।

**জামিন, জমীন**—বিঃ কাহারও কার্য-কলাপের দায়িত্ব গ্রহণ। [আ]। বিঃ বিণঃ **-দার**—জামিন গ্রহণকারী। বিঃ **-দারি**—জামিন বা মুচলেকা দেওয়া। বিঃ **-নামা**—জামিন রাখিবার সর্তসূচক পত্র।

**জামিয়ার, জামীয়ার, জামেয়ার**—বিঃ সম্পূর্ণ নকসা করা মূল্যবান শাল।

**জামির, জামীর**—বিঃ গোঁড়া লেবু।

**জাম্ববান্**—বিঃ রামায়ণে বর্ণিত ভল্লুকরাজ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **জাম্ববতী**—জাম্ববানের কন্যা, শ্রীকৃষ্ণের মহিষী।

**জাম্বীর**—বিণঃ জামির হইতে জাত, জামির-সম্বন্ধীয়।

**জায়**—বিঃ ফর্দ, কৈফিয়ৎসহ হিসাব, তালিকা, তর্ফসিল। বিণঃ **-সুদী**— ঋণের সুদ জমির উৎপন্ন ফসলে দেয়।

**জায়গা**—বিঃ স্থান, জমি, ভূমি (ঘর তোলার জায়গা) ; আধার, পাত্র (তেল রাখার জায়গা) ; বাস, আবাস (বাঘের জায়গা—জঙ্গল) ; পরিবর্ত (আমার জায়গায় তুমি) ; অবস্থা, পরিবেশ (ঐ জায়গাটা লোভের)। [ফা]।

**জায়গির, জায়গীর**—বিঃ পুরস্কার অথবা সম্মান হিসাবে প্রাপ্ত নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি। বিঃ বিণঃ **-দার**— জায়গীর ভোগ করে যে।

**জায়দা**—বিণঃ অধিক, অতিরিক্ত, বেশী।

**জায়দাদ**—বিঃ ভূসম্পত্তি ; সম্পত্তিতে দখলিস্বত্ব। [ফা]।

**জায়ফল**—বিঃ জাতিফল ; সুগন্ধি বীজবিশেষ ; কষায় স্বাদযুক্ত ফল।

**জায়মান**—বিণঃ যে জন্মিতেছে ; উৎপাদ্যমান।

**জায়া**—বিঃ পত্নী, স্ত্রী, ভার্যা, সহধর্মিনী। ('যাহাতে স্বয়ং আত্মা অপত্যরূপে জন্ম গ্রহণ করে'—মহাঃ)। বিঃ **-জীব, -নুজীবী**—যে স্ত্রীর উপার্জনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে ; নটীর স্বামী। বিঃ **-পতি**—পতি-পত্নী, স্বামী-স্ত্রী, দম্পতি।

**জায়ু**—বিঃ ঔষধ, ভেষজ।

**জার১**—বিঃ উপপতি, গুপ্তপতি (প্রতাপ কি তোমার জার?—চন্দ্রশেখর)।

**জার২**—শীত।

**জারক**—বিণঃ যাহা পরিপাক করায় : যাহা জরায় বা জীর্ণ করে এমন : হজমী, পাচক।

**জারজ**—বিঃ উপপতি জাত ; জারের ঔরসজাত পুত্র, বেজন্মা। [জার+জন্+অ]।

**জারজাতক**—বিণঃ জারজ ; বেজন্মা।

**জারণ**—(১) বিঃ জীর্ণকরণ ; হজম। [জৄ+ণিচ্+অন]। (২) বিণঃ জীর্ণকারক।

**জারব**—ক্রিঃ জীর্ণ হইবে ; জীর্ণ হয়, শুকায়। ('হিম কিরণে নলিনী যদি জারাব, কি করব মাধবী মাসে—বৈঃ পঃ)।

**জারা** (১) বিঃ বৈদেশিক বৃক্ষবিশেষ.; জারা কাষ্ঠ। (২) ক্রিঃ জরানো, জীর্ণ হওয়া ('জারিল বিরহ আনল তোরি' জ্ঞানঃ)। (৩) বিঃ জীর্ণ ; জারিতকরণ ; জারিত দ্রব্য (সোনা জারা)। (৪) বিণঃ জারিত, যাহা জরানো হইয়াছে (—'স্বর্ণ')। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ জারিত বা শোধন করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**জারি১**—(১) বিঃ বঙ্গের মুসলমানী পল্লীগীতিবিশেষ। (২) প্রবর্তন, প্রয়োগ (আইন জারি করা, ডিক্রি জারি করা)। [ফা]।

**জারি২**—**জারী**-র বানানভেদ।

**জারিজুরি, জারিজোরি**—বিঃ দম্ভ, প্রতাপ, বাহদুরি, শক্তি প্রকাশ ('ভাঙ্গব তোমার জারিজুরি')।

**জারিত**—বিণঃ জীর্ণ, শোধিত ; জরানো হইয়াছে এমন। [জৄ+ণিচ্+ত]।

**জারী**—(১) বিণঃ কার্যকর, প্রবর্তিত, চলিত, প্রচারিত (১৪৪ ধারা জারী করা)। (২) বিঃ প্রচার, প্রবর্তন, প্রচলন, প্রয়োগ ('মনুর শাস্ত্র শুধরে দিয়ে নূতন বিধি করব জারী'—রবীন্দ্র)।

**জারুল**—বিঃ কাঠ বা গাছবিশেষ।

**জাল১**—(১) বিঃ সুতা-দড়ি বা তন্তু প্রভৃতি দিয়া ফাঁক ফাঁক করিয়া বোনা আবরক, পাশ, ফাঁদ, net, web (ইলিস মাছ ধরা জাল, মাকড়সার জাল) ; ফাঁদ (জাল পাতা)। (২) আচ্ছাদন বস্ত্রবিশেষ ; পাতলা আবরণ ; মোহিনী শক্তি, কুহক (মায়াজাল, ইন্দ্রজাল) ; সমূহ (উদ্দাম জটাজাল')। বিঃ **-জীবী**—জেলে। **-পাদ**—(১) বিণঃ যে পশু বা পাখির পায়ের আঙ্গুল পাতলা আবরণে জোড়া। (২) বিঃ হাঁস, শরারি পাখি। **জালে মাছি পড়া**—বাগে পাওয়া।

**জাল২**—বিণঃ ঠকাইবার জন্য অনুকরণ, কৃত্রিম (জাল দলিল, নোট, টাকা) ;

মেকি ; কপট ; ছদ্মবেশী (জাল প্রতাপ)। [আ]। ক্রিঃ **জাল করা**—প্রতারণার জন্য নকল বস্তু প্রস্তুত করা।

**জালক**—বিঃ কোরক, কুঁড়ি (কুমড়া লাউ প্রভৃতির) ; জালি, কাঁচিফল।

**জালতি**—বিঃ ছোট জাল (লোহার জালতি) ; গাছের ফল রক্ষার জন্য ঢাকা দিবার জাল ; জালবৎ বস্ত্র ; ফল পাড়িবার জাল বাঁধা আঁকশি-বিশেষ।

**জালা**[১]—বিঃ মাটির বৃহৎ জলপাত্র, বড় কলস ; অলিঞ্জর (ধানের জালা)।

**জালা**[২]—**জ্বালা**[২]-র বহুল প্রচলিতরূপ।

**জালাতন, জ্বালাতন**—(১) বিঃ যন্ত্রণা-দান, উৎপাত, বিরক্তিজনক (মশার জ্বালাতন)। (২) বিণঃ উত্যক্ত, অতিশয় অস্বস্তিপূর্ণ।

**জালান, জালানো**—**জ্বালান**-র চলতি বানান।

**জালানি**—**জ্বালানি**-র অধিকতর চলতি বানান।

**জালি**[১] **জালী**—(১) বিঃ ছোট জাল ; জালের মত তৈয়ারি জিনিস ; জাফরি। (২) জালের ন্যায় ফাঁক ফাঁক করিয়া বোনা বা তৈয়ারি (জালি গেঞ্জী)।

**জালি**[২]—(১) বিঃ বেগুন শসা, ঝিঙে, কুমড়া ইত্যাদির কাঁচিফল। (২) বিণঃ খুব কাঁচা।

**জালিক**—(১) বিঃ জেলে, ধীবর ; মাকড়সা ; ব্যাধ। (২) বিণঃ জালিয়াৎ ; প্রতারক ; কপটকারক।

**জালিনী**—বিঃ ঝিঙ্গা ; চিত্রশালা।

**জালিবোট**—বিঃ জাহাজের সঙ্গে যে ক্ষুদ্র নৌকা বাঁধা থাকে, jolly-boat।

**জালিম**—বিণঃ বিঃ উৎপীড়ক ; জুলুম-কারী ; অত্যাচারী ব্যক্তি।

**জালিয়াৎ, জালিয়াত**—বিঃ বিণঃ জাল-কারক বা কারী ; কৃত্রিম খৎ লেখক ; মেকি জিনিস প্রস্তুতকারী। বিঃ **জালিয়াতি**—কপটতা, প্রবঞ্চনা. জালি-য়াতের বৃত্তি বা কাজ ; মেকি দ্রব্য প্রস্তুতকরণ।

**জাল্ম**—(১) বিঃ ইতর লোক। (২) বিণঃ দুর্বৃত্ত ; মূর্খ।

**জাসু**—বিণঃ ধড়িবাজ, ধূর্ত, অগ্রগণ্য (মিথ্যার জাসু) ; ঝানু।

**জাস্তি**—(১) বিঃ আধিক্য। (২) বিণঃ বেশী, অধিক। [আ]।

**জাহাজ**—বিঃ অর্ণবপোত, বৃহৎ জল-যান ; স্টীমার। [আ]। বিঃ **-ঘাটা**—নদীতটের যেখানে জাহাজ ভিড়ানো হয়। বিণঃ **জাহাজি, জাহাজী**—জাহাজ-সম্বন্ধীয় : জাহাজে কাজ করে এমন : জাহাজে আনীত (জাহাজী নারিকেল)।

**জাহান**—বিঃ দুনিয়া. জগৎ. বিশ্ব (মুসলিম জাহান)। [ফা]।

**জাহান্নাম, জাহান্নম**—বিঃ মুসলমান নরক। [ফা]। ক্রিঃ **জাহান্নমে দেওয়া**—নষ্ট করা, সর্বনাশ করা (ওকে আস্কারা দিয়ে জাহান্নমে দিচ্ছে)। ক্রিঃ **জাহান্নমে যাওয়া**—গোল্লায় যাওয়া, নরকে বা কুপথে যাওয়া।

**জাহাঁপনা**—বিঃ জগতের আশ্রয় ; মুসলমান বাদশাহদের এই বলিয়া সম্বোধন করা হয়। [ফা]।

**জাহাঁবাজ**—বিণঃ ধড়িবাজ, দুর্দান্ত, কূটবুদ্ধি, বহুদর্শী। ('অমন জাহাঁবাজ মেয়ের ঠাঁই আমার এ বাড়ীতে হবে না'—ভারতী)।

**জাহির**—বিণঃ ব্যক্ত, প্রকাশিত, উন্মুক্ত ; প্রচারিত (ঢের হয়েছে, আর নাম জাহির করতে হবে না) ; প্রদর্শিত (ওদের কাছে বিদ্যা জাহির করে লাভ কি?)।

**জাহ্নবী**—বিঃ জহ্নুকন্যা, গঙ্গানদী। [জহ্ন+অ+ঈ]।

**জি-** -**জী**-র বানানভেদ।

**জিউ**—**জীউ**-র বানানভেদ।

**জিওল**—(১) বিণঃ অনেকদিন বাঁচে এবং যে কোন জলপাত্রে জিয়াইয়া রাখা যায় এমন (**জিওল মাছ**—মাগুর কৈ প্রভৃতি মাছ)। (২) বিঃ গাছ-বিশেষ, মৎস্যবিশেষ।

**জিগির**, (বর্জিত) **জিগীর**—বিঃ জোর, ধুয়া, নির্বন্ধাতিশয়, উচ্চ ধ্বনি ; জয়োল্লাস ; প্রচার। [ফা]।

**জিগীষা**—বিঃ জয়ের ইচ্ছা। [জি+সন্+আ]। বিণঃ **জিগীষু**—জয়াভিলাষী, জয়েচ্ছু।

**জিঘাংসা**—বিঃ হননের ইচ্ছা, বধেচ্ছা। [হন্+সন্+আ]।

**জিঘাংসু**—বধেচ্ছু, হননেচ্ছু, বধাভিলাষী।

**জিজিয়া**—বিঃ বাদশাহী আমলে অমুসলমান প্রজার উপর ধার্য কর।

**জিজীবিষা**—বিঃ জীবিত থাকিবার ইচ্ছা। [জীব্+সন্+আ]।

**জিজীবিষু**—বিণঃ বাঁচিতে ইচ্ছুক।

**জিজ্ঞাসক, জিজ্ঞাসন, জিজ্ঞাসনীয়**—**জিজ্ঞাসা** দ্রষ্টব্য।

**জিজ্ঞাসা**—বিঃ অনুসন্ধান, প্রশ্ন, জানিবার ইচ্ছা, কৌতূহল। [জ্ঞা+সন্+আ]। বিঃ -**বাদ**—জিজ্ঞাসা ও কথাবার্তা, প্রশ্নোত্তর। বিণঃ **জিজ্ঞাসক**—প্রশ্নকর্তা, জিজ্ঞাসাকারী। বিণঃ **জিজ্ঞাসনীয়**—জিজ্ঞাসার যোগ্য বা বিষয়। বিণঃ **জিজ্ঞাসিত**—প্রশ্নিত, যাহা বা যাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, পৃষ্ট। বিণঃ **জিজ্ঞাসু**—প্রশ্ন করিতে ইচ্ছুক, জিজ্ঞাসাকারী ; তত্ত্বজ্ঞানকামী। বিণঃ **জিজ্ঞাস্য**—জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত : প্রশ্নের অনুসন্ধেয়।

**জিঞ্জির**, (বর্জিত) **জিঞ্জীর**—বিঃ শৃঙ্খল, শিকল, দ্বীপান্তর, কারাবাস। [ফা]।

**জিৎ**[১]—বিণঃ যে জয় করে ; জয়কারী।

**জিৎ**[২]—বিঃ জয়লাভ।

-**জিৎ**[৩]—বিণঃ (অন্য শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়) ইন্দ্রজিৎ : বিশ্বজিৎ।

**জিত**—(১) বিণঃ কৃতজয়, স্বায়ত্তীকৃত, পরাজিত ; পরাভূত ; বিজিত, জয়লব্ধ (জিতরাজ্য) ; বশীভূত (জিত ক্রোধ)। বিঃ জয় (হারজিত)।

**জিতা, জিতান**—**জেতা** দ্রষ্টব্য।

**জিতেন্দ্রিয়**—বিণঃ যে কাম-ক্রোধাদি রিপু বশীভূত করিয়াছে ; ইন্দ্রিয় জয়কারী। বিঃ -**তা**—ইন্দ্রিয়সংযম।

**জিত্য**—বিঃ বড় লাঙ্গল, বৃহৎ হল। বিঃ (স্ত্রী) ঃ **জিত্যা**।

**জিদ, জেদ**—বিঃ দৃঢ় সংকল্প, গোঁ, নাছোড়বান্দা ভাব। [আ]। বিণঃ **জিদি, জেদি**—নাছোড়বান্দা, একগুঁয়ে। বিঃ **জিদাজিদি, জেদাজেদি**—বার বার জিদ প্রকাশ ; পরস্পর জিদ প্রকাশ।

**জিন**[১]—(১) বিণঃ যিনি জয়লাভ করিয়াছেন, জয়ী, জয়শীল। (২) বিঃ সিদ্ধপুরুষ, বুদ্ধ, বিষ্ণু ; অর্হৎ।

**জিন**[২]—বিঃ দৈত্য। [আ]।
**জিন**[৩]—বিঃ ঘোড়ার পিঠের আসন।
**জিন**[৪]—বিঃ ঠাস-বুননের মোটা সুতার তৈরী কাপড়বিশেষ, jean।
**জিনা**—ক্রিঃ (সাধারণত পদ্যে ব্যবহৃত হয়) জয় করা ("সমরে জিনিল, ইন্দু জিনি')। ক্রিঃ **-ন, -না**—জিতানো।
**জিনিস, জিনিষ**—বিঃ বস্তু, (জিনিস পত্র) ; সারবস্তু (এত ভেজাল যে, আসল জিনিস কিছু নেই)।
**জিন্দা**—বিণঃ জীবিত (জিন্দামাছ)। [ফা] ; অব্যঃ **-বাদ**—অমর বা জয়ী হউক ; বাঁচিয়া থাকুক—এই বক্তব্য।
**জিন্দিগ, জিন্দিগী, জিন্দগী, জিন্দগি**—বিঃ জীবন, জীবিতকাল। [ফা]।
**জিব**[১]—**জেব**-এর প্রাদেশিক রূপ।
**জিব**[২], **জিভ**—বিঃ রসনা, জিহ্বা। বিঃ **-ছোলা**—জিব পরিষ্কার করার ফলকবিশেষ। **জিবকাটা**—লজ্জায় দাঁত দিয়া জিব চাপা। **জিব বাহির হওয়া**—অত্যন্ত পরিশ্রমের ফলে অতিশয় ক্লান্ত হওয়া। বিঃ **জিবে গজা**—জিবের তুল্য গজা।
**জিম্‌নাস্টিক**, (বর্জিত) **জিম্‌নাষ্টিক**—বিঃ পাশ্চাত্ত্য প্রণালীতে ব্যায়াম, gymnastic।
**জিম্মা**—বিঃ অধিকার ; ন্যাস ; হেপাজত, সংরক্ষণ, custody (রামের জিম্মায় সব আছে)।
**জিয়ন্ত, জীয়ন্ত**—বিঃ সজীব, জীবন্ত জীবিত।
**জিয়ান, জিয়ানো, জীয়ান জীয়ানো**—(১) ক্রিঃ বাঁচানো, বাঁচাইয়া রাখা (শিঙি মাছ জিয়ানো) ; পুনর্জীবিত করা (সত্যবানকে জিয়ানো)। (২) কিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।
**জিরন, জিরান—জিরানো**[২]-র রূপভেদ।
**জিরা, জীরা**—বিঃ মশলাবিশেষ।
**জিরাত, (বর্জিত) জিরাৎ**—বিঃ চাষের বা বাসের জমি (জমিজিরাৎ)।
**জিরান**[১]—বিঃ পরিশ্রমের পর ক্লান্তি দূরকরণ ; বিশ্রাম ; সময়িক বিরতি। [আ]। **জিরান কাট**—খেজুর গাছ কাটিয়া তিনদিন রস লওয়ার পর তিনদিনের জন্য বন্ধ রাখা হয় ; এই বন্ধের পর প্রথম দিনের কাটাকে বলা হয় জিরান কাট (জিরান কাটের রস সুমিষ্ট)।
**জিরান**[২], **জিরানো**—(১) ক্রিঃ বিশ্রাম করা (মাঝে মাঝে একটু জিরান দিতে হয়)। ক্রিঃ **জিরাই**—বিশ্রাম করি ("প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।"—রাঃ প্রঃ)। (২) বিঃ বিশ্রাম।
**জিরাফ**—বিঃ লম্বাগলা-পশুবিশেষ giraffe।
**জিরে—জিরা**-র কথ্যরূপ।
**জিলা—জেলা**-র বর্জিত রূপ।
**জিলাদার**—বিঃ সমাহর্তা, জেলার শাসক। [আ-জিলা+ফা-দার্]।
**জিলাপি, জিলিপি**—বিঃ চালের গুঁড়া ময়দা ইত্যাদির দ্বারা প্রস্তুত কুণ্ডলাকার মিষ্টান্নবিশেষ। **জিলাপির প্যাঁচ**—কুটিলতা।
**জিল্‌দ, জিল্‌দ্‌**—বিঃ পুস্তকের মলাট বা উপরের চামড়া ইত্যাদি ; পুস্তকের ফর্মা যাহা বাঁধানোর পূর্বে এক সঙ্গে সেলাই করা হয়। [আ]।
**জিষ্ণু**—বিণঃ বিজয়ী, জয়শীল। বিঃ **কৃষ্ণ, বিষ্ণু**।
**জিহাদ—জেহাদ**-র রূপভেদ।
**জিহীর্ষা**—বিঃ হরণ করিবার ইচ্ছা।

**জিহীর্ষু**—বিণঃ হরণ করিতে ইচ্ছুক।

**জিহ্বা**—বিঃ জিব, রসনা। বিঃ **-গ্র**—জিবের আগা বা ডগা। বিঃ **-মূল**—জিবের গোড়া। **-মূলীয়**—(১) বিণঃ জিহ্বামূল-সংক্রান্ত; জিহ্বা-মূল হইতে উচ্চারিত বা জাত। (২) বিঃ জিহ্বামূল হইতে উচ্চারিত ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্ বর্ণ। বিঃ **-স্বাদ**—লেহন, চাটা।

**-জী**—বিঃ সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ, মহাশয়, বাবু (পিতাজী, গান্ধীজী, নেতাজী)। [হি]।

**জীউ**—ক্রিঃ বাঁচিয়া থাক, জীব ('চির-কাল জীউ মোর সামী আইহন'—শ্রীঃ কীঃ)।

**-জীউ**—বিঃ মহামহিম ঠাকুর, দেব ('শ্যামসুন্দর জীউ') [হি]।

**জীব**[১]—বিঃ যে জীবিত থাকে; প্রাণী, দেহধারী আত্মা; জীবাত্মা, প্রাণ; জীবন আছে এমন প্রাণী বা উদ্ভিদ্। বিঃ **-জগৎ**—চেতন-জগৎ, প্রাণি-জগৎ; জীবলোক। বিঃ **-জন্তু**—জীবসমূহ, নানা জন্তু, প্রাণিবর্গ। বিঃ **-তত্ত্ব**—জীব-বিদ্যা, biology; প্রাণিতত্ত্ব। বিঃ **-বলি**—দেবতার উদ্দেশে পশু-বধ। বিঃ **-লোক**—মর্ত্যলোক, সংসার। বিঃ **-হিংসা, -হত্যা**—প্রাণিবধ। **কৃষ্ণের জীব**—একান্ত কৃপার পাত্র, অতিশয় নিরীহ প্রাণী।

**জীব**[২]—ক্রিঃ (কল্যাণ বা আশীর্বাদ বোধক অর্থে) দীর্ঘায়ুঃ হও, বাঁচিয়া থাক ('ছলে হাঁচিলাম জীব বাক্য বলাইতে—অন্নদাঃ মঃ)।

**জীবক**—বিঃ (১) আশীর্বাদক, (২) বুদ্ধদেবের চিকিৎসা-গুরু এবং আত্রেয় ঋষির শিষ্য; (৩) ভিক্ষুক; (৪) বুদ্ধিজীবী; কুসী-জীবী; ভৃত্য; সাপুড়িয়া। [জীব+ণিচ্+অক]।

**জীবৎ**—বিণঃ জীবন্ত; জীবনযুক্ত, জীবন থাকিতে। বিঃ **-কাল**—আয়ু-ষ্কাল। বিণঃ **-মান**—জীবিত।

**জীবদ্দশা**—বিঃ জীবিতকাল, জীবিতা-বস্থা, জীবৎকাল (জীবদ্দশায় তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন)।

**জীবন**—(১) বিঃ প্রাণ, (২) জীবন-ধারণ; (৩) জীবনস্বরূপ; অতি-প্রিয়তম (জানকী জীবন); (৪) যদ্দ্বারা জীবন ধারণ করা যায়; বৃত্তি, জীবিকা; আয়ু; (৫) জল ('অঞ্জলি পূরিয়া রাজা আনিয়া জীবন'—কৃত্তিঃ)। বিঃ **-চরিত, -বৃত্তান্ত**—জীবনী, জীবনের ইতি-বৃত্ত; জীবনের ঘটনাবলী এবং চরিত্রের বিবরণ। বিঃ **-দর্শন**—জীবনের স্বরূপ দর্শন বা অবধারণ। বিঃ **-বীমা**—**বীমা** দ্রষ্টব্য। বিঃ **-বেদ**—জীবনের নিয়ন্ত্রক নীতি। বিঃ **-যৌবন**—প্রাণ ও তারুণ্য, জীবন ও যৌবন ('কাল-স্রোতে ভেসে যায়, জীবন-যৌবন ধন মান'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-সঙ্গিনী**—পত্নী, চিরসহচরী; সহ-ধর্মিনী। বিঃ **-স্মৃতি** (আত্ম)—জীবন-ঘটনার যেটুকু স্মরণে আছে।

**জীবনাধিক**—বিণঃ জীবন হইতে অধিক; প্রাণাধিক।

**জীবনান্ত, জীবনাবসান**—বিঃ মৃত্যু, জীবনের শেষ।

**জীবনী**—(১) বিঃ জীবনচরিত; (২) বিণঃ প্রাণ-দায়িনী, জীবন-সঞ্চারিণী। বিঃ **-কার**—জীবনী প্রণেতা বা রচয়িতা।

**জীবনীয়**—(১) বিণঃ যাহা প্রাণ ধারণের জন্য আবশ্যক। (২) বিঃ জল।

**জীবনোপায়**—বিঃ জীবিকা।

**জীবন্ত**—বিণঃ যে বাঁচিয়া আছে ; প্রাণ-বিশিষ্ট ; সজীব, জীবিত ; অত্যন্ত স্পষ্ট (জীবন্ত চিত্র)।

**জীবন্মুক্ত**—বিণঃ জীবদ্দশাতেই মায়ার বন্ধন মুক্ত ; আত্মতত্ত্বজ্ঞ। বিঃ **জীবন্মুক্তি**—জীবন থাকিতেই মায়া পাশ ছেদন ; জীবন মুক্ত হওন ; জীবন্মুক্ত অবস্থা।

**জীবন্মৃত**—বিণঃ জীবদ্দশায় মৃতকল্প ('আছি জীবন্মৃত হোয়ে, আশা পথ চেয়ে'—রাম বসু)।

**জীবাণু**—বিঃ অতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ্ বা প্রাণী, microbe। বিঃ **রোগজীবাণু**—যে জীবাণু জীবদেহে প্রবেশ করিয়া রোগ সৃষ্টি করে, bacillus।

**জীবাত্মা**—বিঃ দেহধারী আত্মা, প্রাণ-পুরুষ, বিভিন্ন প্রাণীর দেহস্থ আত্মা, soul ; উপাধিগ্রস্ত পরমাত্মা।

**জীবান্তক**—(১) বিণঃ জীবন-নাশক ; প্রাণ ঘাতক। (২) বিঃ ব্যাধ ; প্রাণ-ঘাতী অস্ত্র।

**জীবাশ্ম**—বিঃ প্রস্তরীভূত বা শিলীভূত প্রাণী বা উদ্ভিদ ; ফসিল।

**জীবিকা**—বিঃ বৃত্তি, জীবন ধারণের উপায়। বিঃ **-নির্বাহ**—জীবনযাত্রা সমাধান, জীবনযাপন।

**জীবিত**—(১) বিণঃ যাহার প্রাণ আছে, জীবন্ত। (২) বিঃ আয়ু, জীবন।

**-জীবী**—বিণঃ জীবনধারী (ব্যবহার-জীবী) ; আয়ুযুক্ত, জীবনযুক্ত (ক্ষণজীবী, দীর্ঘজীবী)।

**জীমূত**—বিঃ মেঘ (জীমূত মন্দ্র) ; পর্বত। বিঃ **-নাদ, -মন্দ্র**—মেঘ গর্জন, (মেঘের শব্দ)। বিঃ **-বাহন**—ইন্দ্র।

**জীয়ান, জীয়ানো**—**জিয়ান**-র বানান-ভেদ।

**জীর, জীরক**—বিঃ জিরা, মশলাবিশেষ।

**জীর্ণ**—বিণঃ শীর্ণ, ক্ষয়প্রাপ্ত, জারিত। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ **জীর্ণা**—প্রাচীনা। বিঃ **জীর্ণতা, জীর্ণত্ব**—জীর্ণ স্বভাব, ক্ষীণতা। বিঃ **জীর্ণোদ্ধার**—মেরামত।

**জুঁই**—বিঃ বর্ষাকালীন সুগন্ধ পুষ্প-বিশেষ, যূথিকা।

**জুগুপ্সা**—বিঃ ঘৃণা, কুৎসা, নিন্দা। বিণঃ **জুগুপ্সিত**—নিন্দিত। [গুপ্ সন্+আ]।

**জুচ্চুরি**—বিঃ প্রতারণা, শঠতা।

**জুজ**—বিঃ পুস্তকের ফর্মা ; খণ্ড। বিঃ **-সেলাই**—কয়েকটি ফর্মা একত্রে সেলাই করিয়া বই বাঁধাইকরণ।

**জুজু**—বিঃ কল্পিত ভয়, শিশুদের মনে ভয় সঞ্চার করিবার নিমিত্ত কল্পিত প্রাণীর নাম। বিঃ **-বুড়ী**—কল্পিত ছেলেধরা।

**জুজুৎসু**—বিঃ জাপানী কুস্তি ; মল্ল-বিদ্যা।

**জুটা, জোটা**—ক্রিঃ একত্র মিলিত হওয়া।

**জুড়ন**—বিঃ তর্পণ, শীতল, তৃপ্তি।

**জুড়ানো**—ক্রিঃ তৃপ্ত হওয়া ; শীতল-করা।

**জুৎ**[১]—বিঃ সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য, কায়দা ; সামর্থ্য ; স্বাস্থ্য।

**জুৎ**[২]—বিঃ তেজ, প্রভা ; মানান, সুবিধা।

**জুতা, জুতো**—বিঃ চর্মনির্মিত পাদুকা। ক্রিঃ **জুতান, জুতানো**—জুতা মারা।

**জুতি, জুতী**—বিঃ জুতা। [হি]। লাঙ্গল বা গাড়ীতে গরু বা ঘোড়া জুড়িবার দড়ি ; দীপ্তি, কান্তি, তেজ, প্রভা।

**জুদা**—বিণঃ আলাদা, পৃথক। [ফা]।

**জুন**—বিঃ ইংরাজি বৎসরের ষষ্ঠ মাস, June।

**জুনিপোকা**—বিঃ জোনাকি পোকা, খদ্যোত।

**জুবিলি**—বিঃ জয়ন্তী ; নির্দিষ্ট বৎসর পূর্ণ হইলে যে উৎসব তাহা (২৫ বৎসর পূর্তি -হইলে রৌপ্য জুবিলি, silver jubileo ; ৫০ বৎসর পূর্তি হইলে স্বর্ণ জুবিলি, golden jubilee ; ৬০ বৎসর পূর্তি হইলে হীরক জুবিলি, diamond jubilee)।

**জুব্বা, জোব্বা**—বিঃ একপ্রকার বুক-খোলা আলখাল্লা।

**জুমা, জুম্মা**—বিঃ নামাজ পড়িবার বিশেষ বার (শুক্র)। [আ]। **-মসজিদ**—বিঃ দিল্লীতে অবস্থিত মুঘল বাদশাহ শাহ্‌জাহান নির্মিত ভজনালয়।

**জুয়া**—বিঃ দ্যুতক্রীড়া। **-ড়ি, -ড়ী**—বাজি রাখিয়া খেলা যাহার অভ্যাস।

**জুয়ান, জুয়ানো**—ক্রিঃ যোগানো, সঙ্গত হওয়া।

**জুয়াল, জোয়াল**—বিঃ লাঙ্গল বা গাড়ী টানায় নিযুক্ত পশুর স্কন্ধে স্থাপিত কাষ্ঠখণ্ড।

**জুরি, জুরী**—বিঃ বিচারকার্যে সহায়তা করিবার জন্য নিযুক্ত দায়রা-জজের সাহায্যকারী।

**জুল্‌পি, জুল্‌ফি**—বিঃ কানের পার্শ্ব-বর্তী কেশ, কাকপক্ষ। [ফা]।

**জুলাই**—বিঃ ইংরাজি বৎসরের সপ্তম মাস, July।

**জুলি**—বিঃ জলনালী, সরু নালা। **নয়ন-জুলি**—অপরিসর জলনালী।

**জুলুম**—বিঃ অত্যাচার, পীড়ন, জবর-দস্তি।

**জুষ, জুস**—বিঃ ঝোল, ক্বাথ, juice।

**জুট**—বিঃ বন্ধন, সমূহ, ঝুঁটি, জটা।

**জৃম্ভণ, জৃম্ভ**—বিঃ হাই তোলা, মুখ-বিকাশ, মুখব্যাদান। বিণঃ **জৃম্ভক**—হাইতোলে যে, জৃম্ভণকারী। বিণঃ **জৃম্ভমান**—হাই তুলিতেছে এমন। বিণঃ **জৃম্ভিত**—বিকসিত, জৃম্ভনযুক্ত।

**জেংকো**—বিণঃ বড়াইকারী ; দাম্ভিক।

**জেটি**—বিঃ জাহাজ ভিড়িবার ঘাট ; জাহাজ হইতে মালপত্র ও যাত্রী উঠানামার মঞ্চ, jetty।

**জেঠতুতো, জেঠাত**—বিণঃ জেঠার পুত্র বা কন্যা সম্বন্ধীয়।

**জেঠা**—(১) বিঃ পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। (২) বিণঃ বাচাল, অকালপক্ব ফাজিল।

**জেঠাই, জেঠাইমা**—বিঃ জেঠী, জ্যেষ্ঠ-তাত পত্নী।

**জেঠামো, জেঠামি**—বিঃ ফাজলামো, পাকামো।

**জেঠী**—বিঃ জ্যেষ্ঠতাত পত্নী ; টিকটিকি।

**জেতব্য**—বিণঃ জেয়, জয়সাধ্য, জয়যোগ্য।

**জেতা, জিতা**—(১) ক্রিঃ জয়ী হওয়া প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ জয়ী, বিজিত। ক্রিঃ **-ন, -নো**—জয়লাভ করানো।

**জেনানা**—বিঃ জানানা।

**জেনারেল**—বিঃ প্রধান সেনাপতি ; general।

দ্‌—বিঃ প্রাচীন পারস্য ভাষা।

**জেব**—বিঃ জামার পকেট ; ছোট থলি। [ফা]। বিঃ **-ঘড়ি**—পকেটে রাখিবার ঘড়ি, pocket watch।

**জেব্রা**—বিঃ গায়ে ডোরা কাটা অশ্ব জাতীয় পশুবিশেষ ; zebra।

**জেম্মা**—বিঃ হেফাজৎ।

**জেয়**—বিণঃ জেতব্য, জয়সাধ্য। [জি+য]।

**জেয়াদা**—বিণঃ অধিক, অতিরিক্ত, বেশী। [আ]।

**জের**—বিঃ অবশেষ ; অনুবৃত্তি। ক্রিঃ **-টানা**—পূর্বকর্মের ফলভোগ করা। ক্রিঃ **-মিটানো, -মেটানো**—ঋণ শোধ করা ; বাকী কাজ শেষ করা।

**জেরবার**—বিণঃ বিপর্যস্ত ; পরিশ্রান্ত ; নাকাল। [ফা]।

**জেরা**—বিঃ আদালতে আসামী ও সাক্ষীকে নানাবিধ প্রশ্ন। [আ]।

**জেল**—বিঃ কারা ; কারাদণ্ড ; কয়েদ-খানা ; jail। বিঃ **-দারোগা**—জেলের অধ্যক্ষ, jailor। ক্রিঃ **-খাটা**—বিচারে দণ্ডিত ব্যক্তির কারাবাস ভোগ করা।

**জেলজেল**—অব্যঃ নিষ্প্রভতা, শীর্ণতা-সূচক। বিণঃ **জেলজেলে**—নিষ্প্রভ ; শীর্ণ।

**জেলা**—বিঃ জিলা, মহকুমার সমষ্টি।

**জেলার**—বিঃ কারাধ্যক্ষ, jailor।

**জেলি**—বিঃ ফলাদির রস ও চিনি সহ-যোগে প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ, jelly।

**জেলে, জেলিয়া**—বিঃ ধীবর, জাল-জীবী।

**জেলেডিঙ্গি**—বিঃ জেলেদের মাছ ধরি-বার ছোট নৌকা।

**জেল্লা**—বিঃ দীপ্তি, চেকনাই, ঔজ্জ্বল্য।

রাঃ অঃ—২১

**জেহাদ**—বিঃ বিধর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ।

**জৈত্র**—(১) বিঃ পারা, পারদ, (২) বিণঃ জয়যাত্রা।

**জৈত্রী**—(১) বিণঃ জয়যুক্তা। (২) বিঃ জয়ন্তী বৃক্ষ, জায়ফলের ফুল।

**জৈন**—বিঃ মহাবীর প্রবর্তিত ধর্মা-বলম্বী জাতি।

**জৈব**—বিঃ জীব-সম্বন্ধীয় ; প্রাণীজ ; জান্তব বা উদ্ভিজ্জ, organic। [জীব +অ]। বিঃ **-রসায়ন**—জীবন-সংক্রান্ত রসায়ন শাস্ত্র, organic chemistry।

**জৈমিনি**—বিঃ মীমাংসা দর্শন প্রণেতা মুনি।

**জৈমূত**—বিণঃ জীমূত মুনি-সম্বন্ধীয়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **জৈমূতী**।

**জো**—বিঃ প্রকৃষ্ট সময়, সুযোগ, সুবিধা, উপায় ; কর্ষণ বা বীজ-বপনের উপযুক্ত সময়।

**জোঁক**—বিঃ রক্তপায়ী কৃমিবিশেষ।

**জোঁদা**—বিণঃ অত্যন্ত টক।

**জোকার**—বিঃ হুলুধ্বনি।

**জোখা**—(১) ক্রিঃ পরিমাণ করা। (২) বিণঃ পরিমাণ করা হইয়াছে এরূপ।

**জোগাড়**—বিঃ সংগ্রহ, আয়োজন, উপায়, উপকরণ।

**জোগান, জোগানো**—(১) বিঃ সর-বরাহ ; প্রয়োজন মিটানো। (২) ক্রিঃ সরবরাহ করা।

**জোচ্চোর**—বিণঃ ঠগ, প্রতারক ; ফাঁকি-বাজ। বিঃ **জোচ্চুরি**।

**জোছনা, জোচ্ছনা**—বিঃ চাঁদের আলো, চন্দ্রালোক, কৌমুদী।

**জোট**—বিঃ দল, সমাবেশ, মিলন।

**জোটা, জুটা**—বিঃ একত্র হওন, মেলা। ক্রিঃ **-ন, নো**—একত্র করা, সংগ্রহ করা।

**জোড়া**—(১) বিঃ যুগল, দ্বয়, সংযোগ, মিলন। (২) বিণঃ যুক্ত, মিলিত, একত্রিত।

**জোড়া**—(১) বিঃ যুগ্ম, দ্বয় ; জুড়ি, সঙ্গী, সহযোগী, সমকক্ষ ব্যক্তি ; মিলন, সংযোগ। (২) বিণঃ যুক্ত, দুই, যুগল, ব্যাপ্ত, পূর্ণ। (৩) ক্রিঃ সংযুক্ত করা, আঁটা, জোতা, আরম্ভ করা, ব্যাপ্ত করা।

**জোত**—বিঃ আবাদি জমি, কর্ষণযোগ্য জমি ; লাঙ্গল গরু বাঁধার দড়ি।

**জোতদার**—বিঃ চাষের জমির মালিক।

**জোতা, জুতা**—ক্রিঃ জোড়া, সংযোজিত করা।

**জোত্র, জোত্তর**—বিঃ উপায়, সুযোগ, সুবিধা, সামর্থ্য।

**জোনাকী**—বিঃ দীপ্তিময় ক্ষুদ্রপোকা, খদ্যোত।

**জোবড়া, জাবড়া**—বিণঃ বেশী ভিজা, ধেবড়া।

**জোব্বা**—বিঃ বুকখোলা অধিক ঝুল-বিশিষ্ট ঢিলা জামা।

**জোয়ান**—(১) বিঃ যুবক ; বলবান ; পানের মশলাবিশেষ। (২) বিণঃ যুবা বয়সের, বলিষ্ঠ।

**জোয়ার**—(১) বিঃ চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণ হেতু সমুদ্র ও নদনদীর জল-স্ফীতি ; গমজাতীয় খাদ্যশস্যবিশেষ।

**জোয়াল**—**জুয়াল** দ্রষ্টব্য।

**জোর**—(১) বিঃ শক্তি, বল, ক্ষমতা, সামর্থ্য, তীব্রতা, প্রাবল্য। (২) বিণঃ উচ্চ, তীব্র, কড়া, অধিক, জরুরী। বিঃ **-জবর, -জুলুম, -জবর-দস্তি**—অত্যাচার, বলপ্রয়োগ।

**জোরালো**—বিণঃ প্রবল, শক্তিমান।

**জোরু**—বিঃ স্ত্রী, পত্নী। [হি]।

**জোল**—বিঃ অল্প পরিসর খাল, সরু নালা।

**জোলা**—বিঃ মুসলমান তাঁতী। [ফা]।

**জোলাপ**—বিঃ বিরেচক ঔষধ।

**জোষ**—বিঃ সন্তোষ, তৃপ্তি।

**জোহা, জোয়া**—ক্রিঃ প্রতীক্ষা করা, প্রত্যাশা করা, অনুসন্ধান করা।

**জোহার**—বিঃ অভিবাদন ; নমস্কার।

**জৌ**—বিঃ গালা।

**-জ্ঞ**—(১) বিণঃ যে জানে, অভিজ্ঞ, জ্ঞানী। (২) বিঃ জ্ঞানী ব্যক্তি, ব্রহ্মা।

**জ্ঞাত**—বিণঃ বিদিত, অবগত, জানে এমন, জানা আছে এমন। [জ্ঞা+ত]।

**জ্ঞাতব্য**—বিণঃ জ্ঞেয়, জানিতে হইবে এমন ; জানা উচিত এমন।

**জ্ঞাতসারে**—ক্রি-বিণঃ সজ্ঞানে, জ্ঞান-গোচরে।

**জ্ঞাতা**—বিণঃ জানে এমন, বিদিত।

**জ্ঞাতি**—বিঃ একই বংশে জাত, সগোত্র। বিঃ **-কুটুম্ব**—আত্মীয়। বিঃ **-বৈর**—আত্মীয় কুটুম্বদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা।

**জ্ঞান**—বিঃ বোধ, চেতনা, সংজ্ঞা, বিবেচনা ; অভিজ্ঞ, শিক্ষা, পাণ্ডিত্য। বিঃ **-কাণ্ড**—উপনিষদাদি, বুদ্ধি। বিণঃ **-কৃত**—সজ্ঞানে করা হইয়াছে এরূপ। বিণঃ **-গম্য**—বোধগম্য। বিণঃ **-গর্ভ**—উপদেশপূর্ণ, জ্ঞানময়। অব্যঃ, ক্রি-বিণঃ **-তঃ**, (চলিত) **-ত**—সজ্ঞানে। অব্যঃ **-তৃষ্ণা**—জ্ঞানলাভের আগ্রহ। বিণঃ **-দ**—জ্ঞানদায়ক। বিণঃ **-দা**—জ্ঞানদায়িনী। বিণঃ **-পাপী**—সজ্ঞানে পাপ কর্মকারী। বিণঃ **-বান্**—জ্ঞানী। বিণঃ **-শূন্য**—অজ্ঞান, মূর্খ।

**জ্ঞানাঙ্কুর**—বিঃ জ্ঞানের অঙ্কুর ; প্রাথমিক জ্ঞানের বিকাশ।

**জ্ঞানী**—বিণঃ জ্ঞানবান্।

**জ্ঞানেন্দ্রিয়**—বিঃ যে ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান লাভ করা যায়, (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা বা ত্বক্)।

**জ্ঞানোদয়**—বিঃ জ্ঞান হওয়া, জ্ঞানের উদয়।

**জ্ঞাপক**—বিণঃ যে জ্ঞাপন করে, প্রকাশক, প্রচারক।

**জ্ঞাপন**—বিঃ জানানো, নিবেদন। [জ্ঞা+ণিচ্+অন]। বিণঃ **জ্ঞাপনীয়**—জানাইবার যোগ্য, জানাইতে হইবে এরূপ।

**জ্ঞাপয়িতা**—বিণঃ জ্ঞাপনকারী ; যে জানায় এমন। [জ্ঞা+ণিচ্+তৃ]।

**জ্ঞাপিত**—বিণঃ জানানো হইয়াছে এরূপ। [জ্ঞা+ণিচ্+ত]।

**জ্ঞেয়**—বিণঃ যাহা জানা উচিত বা জানার যোগ্য, জানা সম্ভব এরূপ।

**জ্বর**—বিঃ গাত্রতাপ, অসুখ। ক্রিঃ **জ্বরা**—জ্বরাক্রান্ত হওয়া।

**জ্বরাতিসার**—বিঃ জ্বরযুক্ত উদরাময় রোগ।

**জ্বরান্তক**—বিণঃ জরঘ্ন, জ্বরনাশক।

**জ্বরিত**—বিণঃ জ্বরগ্রস্ত, জ্বরাক্রান্ত।

**জ্বলজ্বল**—অব্যঃ দীপ্তিপ্রকাশ, সুস্পষ্ট অবস্থান। বিণঃ **জ্বলজ্বলে**—দীপ্ত।

**জ্বলৎ**—বিণঃ দীপ্যমান, জ্বলন্ত।

**জ্বলন**—বিঃ অনল, দহন, জ্বালা।

**জ্বলন্ত**—বিণঃ জ্বলিতেছে এরূপ।

**জ্বলা**—ক্রিঃ প্রদীপ্ত হওয়া, জ্বালা করা।

**জ্বলান, জ্বলানো**—ক্রিঃ জ্বালা, অনির্বাণ রাখা।

**জ্বলিত**—বিণঃ প্রজ্বলিত, দীপ্ত, দগ্ধ।

**জ্বলুনি**—বিঃ জ্বালাবোধ, জ্বলন, দহন।

**জ্বাল**—বিঃ আগুনের ঝলক, আগুনের তাপ। ক্রিঃ **জ্বাল দেওয়া**—অগ্নি-তাপ প্রয়োগ করা (দুধ জ্বাল দেওয়া)।

**জ্বালা**—(১) বিঃ অগ্নিশিখা, দাহ-বোধ। (২) ক্রিঃ প্রজ্বলিত করা।

**জ্বালাতন**—**জালাতন**-এর অশুদ্ধ বানান।

**জ্বালান, জ্বালানো**—(১) ক্রিঃ প্রজ্বলিত করা ; দগ্ধ করা, বিরক্ত করা। (২) বিণঃ প্রজ্বলিত, দগ্ধী-ভূত।

**জ্বালানি**—(১) বিঃ ইন্ধন। (২) বিণঃ জ্বালাইবার যোগ্য।

**জ্বালানে, জ্বালানিয়া**—বিণঃ যে জ্বালাতন করে এমন ; অগ্নিসংযোগ-কারী।

**জ্বালামালিনী**—বিঃ দুর্গার ভিন্ন রূপ-বিশেষ।

**জ্বালামুখ**—বিঃ আগ্নেয়গিরির মুখ, crater।

**জ্বালামুখী**—বিঃ পাঞ্জাবের তীর্থস্থান-বিশেষ।

**জ্বালিত**—বিণঃ প্রজ্বলিত, দগ্ধীকৃত।

**জ্যা**—বিঃ পৃথিবী, ধনুকের ছিলা, বৃত্তাংশের দুই প্রান্ত সংযোগকারী সরলরেখা। [জ্যা+ক্বিপ্]। বিঃ **-নির্ঘোষ**—ধনুকের টংকার ধ্বনি।

**জ্যাকেট**—বিঃ একপ্রকার আঁট জামা।

**জ্যাঠা, জ্যাঠাইমা**—**জেঠা** ও **জেঠামি**-র রূপভেদ।

**জ্যামিতি**—বিঃ ক্ষেত্রতত্ত্ব, রেখা, ক্ষেত্র ঘন ইত্যাদি সম্বন্ধীয় গণিতশাস্ত্র, geometry। বিণঃ **-ক**—জ্যামিতি-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয়।

**জ্যেষ্ঠ**—(১) বিণঃ অগ্রজ ; শ্রেষ্ঠ ; বৃদ্ধ, প্রবীণ। (২) বিঃ বড় ভাই,

সর্বাগ্রজ ভ্রাতা। বিঃ **-তাত**—জেঠা। **জ্যেষ্ঠা**—(১) বিণঃ (স্ত্রী) ঃ জ্যেষ্ঠ অর্থে। (২) বিঃ টিকটিকি ; নক্ষত্র-বিশেষ। বিঃ **জ্যেষ্ঠাশ্রম**—গার্হস্থ্য, গৃহস্থাশ্রম।

**জ্যৈষ্ঠ**—বিঃ বাংলা বৎসরের দ্বিতীয় মাস।

**জ্যোতিঃ,** (চলিত) **জ্যোতি**—বিঃ দীপ্তি, তেজ ; প্রভা ; চক্ষু ; গ্রহ-নক্ষত্রাদি। বিঃ **-শাস্ত্র**—(১) নক্ষত্রাদি-সংক্রান্ত বিজ্ঞান, astronomy। (২) গ্রহনক্ষত্রাদির গতি স্থিতি সঞ্চারাদি অনুসারে শুভাশুভ নিরূপণ বিষয়ক শাস্ত্র, astrology। বিঃ **জ্যোতিরিঙ্গ, জোতিরিঙ্গণ**—জোনাকীপোকা, খদ্যোত। বিণঃ বিঃ **জ্যোতির্বিদ, জ্যোতির্বেত্তা**—জ্যোতিষী, জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ। বিঃ **জ্যোতির্বিদ্যা**—জ্যোতিঃশাস্ত্র। বিঃ **জ্যোতির্মণ্ডল**—সূর্যমণ্ডল, গ্রহনক্ষত্রাদির সমষ্টি। বিণঃ **জ্যোতির্ময়**—দীপ্তিময়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **জ্যোতির্ময়ী**। বিঃ **জ্যোতিশ্চক্র**—রাশি চক্র।

**জ্যোতিষ**—বিঃ গ্রহনক্ষত্রাদি-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র।

**জ্যোতিষিক**—বিঃ জ্যোতিঃশাস্ত্র-সম্বন্ধীয়। বিঃ, বিণঃ **জ্যোতিষী**—জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ, গণক।

**জ্যোতিষ্ক**—বিঃ গ্রহনক্ষত্রাদি।

**জ্যোতিষ্মান্**—বিণঃ জ্যোতির্ময়, দীপ্তি-ময়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **জ্যোতিষ্মতী**।

**জ্যোৎস্না**—বিঃ চাঁদের আলো, কৌমুদী, চন্দ্র-শোভা।

**জ্যোৎস্নী, জ্যোৎস্নী**—বিঃ জ্যোৎস্নারাত্রি, চন্দ্রিকাযুক্তা রাত্রি।

# ঝ

**ঝ**—বাংলা ভাষার নবম ব্যঞ্জনবর্ণ।

**ঝক্মারি**—বিঃ ভুল, হয়রানি, ঝামেলা।

**ঝক্ঝক্, ঝক্মক**—অব্যঃ দীপ্তি-প্রকাশক। ক্রিঃ **ঝক্ঝকানো, ঝক্-মকানো**—ঝক্ঝক্ করা, ঝলমল করা। বিঃ **ঝক্ঝকানি, ঝক্ঝকে ভাব**।

**ঝক্কি**—বিঃ ঝুঁকি, ধকল, দায়িত্ব।

**ঝগড়া**—বিঃ কলহ, বচসা। বিঃ **-ঝাঁটি**—বিবাদ-বিসম্বাদ। বিণঃ **-টে**—কলহ-প্রিয়।

**ঝংকার**—**ঝঙ্কার**-এর বানানভেদ।

**ঝঙ্কাট, ঝঙ্কাঠ**—বিঃ চৌকাঠের মাথার কাঠ।

**ঝঙ্কার**—বিঃ ঝন্ঝন্ শব্দ, গুঞ্জন, তর্জন। বিণঃ **ঝঙ্কৃত**—গুঞ্জিত, ঝঙ্কার দেওয়া হইয়াছে এরূপ। বিঃ **ঝঙ্কৃতি**—ঝঙ্কার।

**ঝঙ্কারা**—ক্রিঃ ঝঙ্কার তোলা, গুঞ্জন করা।

**ঝঞ্ঝনা**—বিঃ ঝনৎকার, বজ্র।

**ঝঞ্ঝা**—বিঃ প্রবল ঝটিকা, ঝড়বৃষ্টি। বিণঃ **-ক্ষুব্ধ**—বাত্যাবিক্ষুব্ধ। বিঃ **-বর্ত**—ঝটিকাবর্ত, প্রবল ঘূর্ণিবায়ু।

**ঝঞ্ঝাট**—বিঃ ঝামেলা, অশান্তি, ঝক্কি।

**ঝটকা, ঝটকানি**—বিঃ সহসা জোরে টান।

**ঝটিকা**—বিঃ ঝড়। বিঃ **-বর্ত**—ঘূর্ণি-বায়ু।

**ঝটিতি**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ শীঘ্র, ঝট্ করিয়া।

**ঝট্**—অব্যঃ শীঘ্র। ক্রি-বিণঃ **ঝট্পট্**—দ্রুত। অব্যঃ **ঝট্পট্**—ডানা নাড়ার শব্দ।

**ঝড়**—বিঃ বাত্যা, সজোরে বায়ু প্রবাহ। বিঃ **-ঝাপটা**—ঝড়ের আঘাত, আপদ্-বিপদ।

**ঝড়তি, ঝড়তি-পড়তি**—বিঃ যাহা সহজে ঝরিয়া পড়ে, উদ্বৃত্ত, অবশিষ্ট অংশ।

**ঝড়ো**—বিণঃ ঝড়-সম্বন্ধীয় ; ঝড়ে উৎপন্ন ; ঝড়ের মত।

**ঝণ্ডা**—বিঃ নিশান ; পতাকা।

**ঝনকাট, ঝনকাঠ**—বিঃ দরজার মাথার কাঠ, কপালি।

**ঝনৎকার**—বিঃ ঝন্ঝন্ শব্দ।

**ঝনাৎ**—অব্যঃ সহসা জোরে ঝন্ শব্দ।

**ঝপাং, ঝপাৎ**—অব্যঃ উচ্চ স্থান হইতে জলে লাফ দিবার বা ভারী দ্রব্য ফেলিবার ধ্বনি।

**ঝপ্**—অব্যঃ সহসা জলে পড়ার ধ্বনি, দ্রুত। অব্যঃ **-ঝপ্**—ক্রমাগত ঝপ্ শব্দ, শীঘ্র। ক্রি-বিণঃ **ঝপাঝপ**—তাড়াতাড়ি করিয়া।

**ঝম্ঝম্**—অব্যঃ বৃষ্টি হইবার শব্দ, পায়ের মলের শব্দ।

**ঝম্প**—বিঃ লম্ফ। বিঃ **-ন**—ঝাঁপ দেওন।

**ঝরঝর**—অব্যঃ বহিয়া যাইবার শব্দ, অনবরত পতনের ধ্বনি। বিণঃ **ঝর-ঝরে**—পরিচ্ছন্ন, সুস্থ।

**ঝরনা, ঝরণা**—বিঃ ফোয়ারা, নির্ঝর।

**ঝরতি**—বিঃ বস্তা ইত্যাদি হইতে ঝরিয়া পড়া যে কোন বস্তু।

**ঝরা**—ক্রিঃ ফোঁটার আকারে পতিত হওয়া, খসিয়া পড়া।

**ঝরিত**—বিণঃ পতিত, গলিত ; পতিত হইয়াছে এমন।

**ঝরোকা**—বিঃ ক্ষুদ্রাকৃতির সুন্দর জানালা।

**ঝর্ঝর**—বিঃ উঁচু হইতে নীচুতে জল পড়ার শব্দ, হাতাবিশেষ, ঝাঁঝর।

**ঝর্ঝরিত**—বিণঃ ঝরঝর শব্দে ধ্বনিত ; অধিক ছিদ্রযুক্ত হইয়াছে এমন।

**ঝলক, ঝলকা**—বিঃ একবারে যতখানি অংশ বাহির হয় বা ছিটাইয়া পড়ে ; ঝাপটা।

**ঝলকানি**—বিঃ আলোকের ঝলকে ঝলকে প্রকাশ।

**ঝলকান, ঝলকানো**—ক্রিঃ ঝক্মক্ করিয়া আলোর প্রকাশ পাওয়া। অতিরিক্ত উত্তাপের ভাব প্রকাশক।

**ঝলমল**—অব্যঃ আলোকের বিচ্ছুরণের ভাব প্রকাশক। ক্রিঃ **ঝলমলান, ঝল-মলানো**—ঝলমল করা।

**ঝলসা**—ক্রিঃ ঝলসানো।

**ঝলসান, ঝলসানো**—ক্রিঃ আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া, অর্ধদগ্ধ করিয়া দেওয়া। বিণঃ ধাঁধাঁইয়া দেয় এমন।

**ঝল্লক, ঝল্লরী**—বিঃ কাঁসর।

**ঝাউ**—বিঃ সূক্ষ্ম পত্রযুক্ত বৃক্ষবিশেষ।

**ঝাঁ**—অব্যঃ প্রখর ভাব ; তাড়াতাড়ি করিবার ভাব প্রকাশক। অব্যঃ **-ঝাঁ**—অতিরিক্ত রৌদ্র বা উত্তাপের ভাব প্রকাশক।

**ঝাঁক**—বিঃ মাছ পাখি পতঙ্গ ইত্যাদির দল।

**ঝাঁকড়-মাকড়, ঝাঁকড়া-মাকড়া**—বিণঃ বিস্তৃত ; অগোছালো ; আলুথালু।

**ঝাঁকড়া**—বিঃ লম্বা গোছা গোছা (চুল)।

**ঝাঁকা**[১]—বিঃ বড় ঝুড়িবিশেষ।

**ঝাঁকা**[২]—ক্রিঃ নাড়ানো, সবেগে এদিক ওদিক করা।

**ঝাঁকানি, ঝাঁকুনি, ঝাঁকি**—বিঃ সজোরে আন্দোলন।
**ঝাগ্‌ড়ুগড়ুড়**—অব্যঃ ঢাকের শব্দ।
**ঝাঁজ**[১]—বিঃ প্রখরতা। বিণঃ **ঝাঁজালো**—তীব্র, প্রখর।
**ঝাঁজ**[২], **ঝাঁঝ, ঝাঁঝর**—বিঃ কাঁসর।
**ঝাঁজ**[৩], **ঝাঁজি**—বিঃ ক্ষুদ্রাকৃতির জলজ উদ্ভিদবিশেষ।
**ঝাঁট**—বিঃ ঝাঁটা দ্বারা পরিষ্কার-করণ।
**ঝাঁটা**—বিঃ ঝাড়ু। বিণঃ **-খেকো**—গালিবিশেষ। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ ঝাঁটার দ্বারা পরিষ্কার করা। (২) বিণঃ ঝাঁট দিয়া ফেলা হইয়াছে এমন।
**ঝাঁটি, ঝাঁটী**—বিঃ ফুলবিশেষ।
**ঝাঁপ**[১]—বিঃ উচ্চ হইতে নিম্নে পতন; চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত উৎসববিশেষ।
**ঝাঁপ**[২]—বিঃ বাঁশ ইত্যাদিতে নির্মিত আচ্ছাদনবিশেষ।
**ঝাঁপটা**—বিঃ মাথায় দেওয়ার গহনা-বিশেষ।
**ঝাঁপতাল**—বিঃ সঙ্গীতের একপ্রকার তাল।
**ঝাঁপন**—বিঃ লুকানো; ঢাকা।
**ঝাঁপা**[১]—বিঃ মাথার গহনাবিশেষ।
**ঝাঁপা**[২]—ক্রিঃ ঝাঁপ দিয়া পড়া।
**ঝাঁপান**—বিঃ ডুলিবিশেষ, মনসাপুজার অনুষ্ঠানাদির অঙ্গবিশেষ।
**ঝাঁপি, ঝাঁপী**—বিঃ ঢাকনাযুক্ত ক্ষুদ্রা-কৃতির বাক্স বা পাত্রবিশেষ।
**ঝাড়**—বিঃ গাছ-গাছড়ার ঝোপ; বিরাটাকৃতির বহুশাখাবিশিষ্ট সুন্দর লণ্ঠনবিশেষ।
**ঝাড়ন**—বিঃ বস্ত্র বা পালক নির্মিত ধুলাবালি ঝাড়িবার বস্তু।
**ঝাড়ফুঁক**—বিঃ ভূত ছাড়াইবার জন্য মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি।
**ঝাড়া**—ক্রিঃ ঝাড়িয়া ফেলা, ঝাঁটা ইত্যাদির দ্বারা পরিষ্কার করা। বিণঃ পরিষ্কৃত।
**ঝাড়ু**—বিঃ ঝাঁটা। বিঃ **-দার**—ঝাঁট দেওয়ার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি; ধাঙ্গড়; মেথর।
**ঝাণ্ডা**—**ঝণ্ডা** দ্রষ্টব্য।
**ঝানু**—বিঃ নীরস, চতুর।
**ঝাপট, ঝাপটা**—বিঃ বৃষ্টির ছাঁট, হঠাৎ জোরে আঘাত।
**ঝাপসা**—বিণঃ অস্পষ্ট; স্পষ্টভাবে দেখা যায় না এমন।
**ঝামটা**—বিঃ বিকৃত মুখভঙ্গী সহ কটু ধমক।
**ঝামর**, (বিরল) **ঝামরি**—বিণঃ নিষ্প্রভ, মলিন।
**ঝামরান, ঝামরানো**—ক্রিঃ ঝামার ন্যায় নিষ্প্রভ হওয়া।
**ঝামা**—বিঃ অত্যধিক পুড়াইবার পর ইটের যে রূপ হয় তাহা।
**ঝামেলা**—বিঃ হাঙ্গামা, ঝঞ্ঝাট।
**ঝারা**—বিঃ জলসেচনের নিমিত্ত অধিক ছিদ্রযুক্ত পাত্রবিশেষ।
**ঝারি**—বিঃ সচ্ছিদ্র পার্শ্বনল বিশিষ্ট জলসেচনের পাত্রবিশেষ; গাড়ু।
**ঝাল**[১]—বিণঃ ঝাঁঝালো স্বাদযুক্ত, উগ্র।
**ঝাল**[২]—বিঃ ধাতু জোড়া লাগাইবার বস্তুবিশেষ।
**ঝালর**—বিঃ উৎসবাদিতে ব্যবহৃত কুঞ্চিত প্রান্তদেশবিশিষ্ট সুসজ্জিত বস্ত্রবিশেষ।
**ঝালা**[১]—ক্রিঃ ঝালাই করিবার কাজ; ধাতুদ্রব্য রাঙঝাল দিয়া জুড়িয়া দেওয়া; পরিষ্কার করা।
**ঝালা**[২]—ক্রিঃ বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ ঝঙ্কার তুলিতে থাকা।

**ঝালান, ঝালানো**—(১) ক্রিঃ রাঙঝাল দ্বারা ধাতুদ্রব্য জোড়ানো : পঙ্কোদ্ধার করা ; পূর্ব পরিচয় নবীভূত করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ঝালাপালা**—বিঃ বিরক্তিকর উচ্চ শব্দের দ্বারা বিব্রত করণ। বিণঃ বিব্রত, উত্যক্ত।

**ঝালি**—বিঃ জমিতে জল দিবার নালার মুখের গর্ত, ঝুলন খেলা।

**ঝি**—বিঃ কন্যা, মেয়ে, পরিচারিকা, দাসী। **ঝিকে মেরে বউকে শেখানো**—পরের উপর রাগ করিয়া দোষ না করিলেও আপনজনকে শাস্তি দিয়া ক্রোধ প্রকাশ করা।

**ঝিউড়ী**—বিঃ অবিবাহিতা কন্যা, কন্যা।

**ঝিঁক**—বিঃ আঁচ যাহাতে ভাল করিয়া কড়াই বা হাঁড়িতে লাগিতে পারে তাহার জন্য উনানের উপর হাঁড়ি বসাইবার স্থানের চূড়া।

**ঝিঁকরা**—(১) বিঃ ঝাড়, এক রকম বন্য গাছ। (২) বিণঃ ঐরূপ গাছ-যুক্ত (ঝিঁকরা পোঁতা)

**ঝিঁকা, ঝিঁকে**—বিঃ নৌকার হালে জোরে টান, হেঁচকা টান।

**ঝিঁঝি[১]**—বিঃ পতঙ্গবিশেষ।

**ঝিঁঝি[২]**—বিঃ ঝিম্‌ঝিম্ ভাব। ক্রিঃ **ঝিঁঝি ধরা** (হাতে বা পায়ে ঝিঁঝি ধরা)।

**ঝিঁঝিঁট**—বিঃ একপ্রকার রাগিণী-বিশেষ।

**ঝিক**—বিঃ বেগে বাহিরে যাওয়া।

**ঝিকিমিকি**—**ঝিক্‌মিক্** দ্রষ্টব্য।

**ঝিকুট, ঝিকুর**—বিঃ মস্তিষ্ক, মাথার নরম অংশ, মাথার ঘি। ক্রিঃ **ঝিকুর নড়া**—মাথা খারাপ হওয়া।

**ঝিক্‌মিক্, ঝিকিমিকি**—অব্যঃ ঝক্‌মক্ করার ভাব।

**ঝিঙা, ঝিঙ্গা, ঝিঙে**—বিঃ সবজি-বিশেষ।

**ঝিঙুর, ঝিঙ্গুর**—বিঃ ঝিঁঝিঁপোকা।

**ঝিঝি**—**ঝিঁঝি**-এর রূপভেদ।

**ঝিঝিট**—**ঝিঁঝিঁট**-এর রূপভেদ।

**ঝিণ্টী, ঝিণ্টিকা**—বিঃ ঝাঁটিফুলের গাছ, ঝাড়।

**ঝিনিঝিনি, ঝিনিকিঝিনি**—অব্যঃ নিক্কণ, অলঙ্কারাদির আওয়াজ, শিঞ্জন।

**ঝিনুক**—বিঃ শুক্তি : শিশুকে তরল বা জলীয় জিনিস খাওয়াইবার জন্য চামচবিশেষ।

**ঝিন্‌ঝিন্**—অব্যঃ অসাড়তা বা কম্পনের অনুভূতি (হাত পা ঝিন্‌ঝিন্ করা)। বিঃ **ঝিন্‌ঝিনি**।

**ঝিম**—(১) বিঃ অবসন্ন ভাব। (২) বিণঃ অবসন্ন, আচ্ছন্ন।

**ঝিমঝিম**—অব্যঃ অবশতার ভাব।

**ঝিমান, ঝিমানো, ঝিমন, ঝিমনো**—(১) ক্রিঃ তন্দ্রার আবেশে চক্ষু বুজিয়া ঢোলা। (২) বিঃ **ঝিমনি, ঝিমানি, ঝিমুনি**।

**ঝিমিকি**—বিঃ বার বার চমকের ভাব, ঝক্‌ঝক্ করার ভাব।

**ঝিমুনি**—**ঝিমান** দ্রষ্টব্য।

**ঝিম্‌ঝিম্**—**ঝিমঝিম**-এর বনানভেদ।

**ঝিয়ারী**—বিঃ অবিবাহিতা কন্যা (রাজার ঝিয়ারী) : কন্যা ; ঝিউড়ী।

**ঝিরঝির, ঝির্‌ঝির্**—অব্যঃ মৃদু শব্দ (ঝিরঝির করে বাতাস বইছে)। বিণঃ **ঝিরঝিরে**।

**ঝিল**—বিঃ লম্বাকৃতি জলাশয়, ছোট বিল।

**ঝিলমিল১, ঝিলিমিলি১**—বিঃ জানালার খড়খড়ি। [হি]।

**ঝিলমিল২**—অব্যঃ মৃদু ঝিক্‌মিক্‌। বিঃ **ঝিলমিলি২**— ঝিলমিলের ভাব। বিণঃ **ঝিলমিলে**—ঝিলমিল করে এমন।

**ঝিলিক**—বিঃ ঝলক, চমক, ক্ষণস্থায়ী আলোকচ্ছটা (বিদ্যুতের ঝিলিক মারা)।

**ঝিলিমিলি**—বিণঃ অল্প ঝলমলে, তরঙ্গায়িত।

**ঝিল্‌মিল্‌**—**ঝিলমিল২**-এর অন্য বানান।

**ঝিল্লি**—**ঝিল্লী**-র চলিত বানান।

**ঝিল্লী, ঝিল্লিকা**—বিঃ চামড়ার পাতলা আবরণ বা স্বচ্ছ ঢাকা, membrane; ঝিঁঝিঁপোকা ('পউষ প্রখর শীতে জর্জর ঝিল্লিমুখর রাতি'—রবীন্দ্র)।

**ঝুঁকা, ঝোঁকা**—(১) ক্রিঃ নত হওয়া বা হেলিয়া পড়া, পক্ষপাতিত্ব করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ঝুঁকি**—বিঃ দায়িত্ব, ভার, risk।

**ঝুঁট, ঝুট**—বিঃ ঝুঁটি।

**ঝুঁটি**—বিঃ উঁচু করিয়া বাঁধা চুল, স্থূল টিকি, খোঁপা, ঝোঁটন, চূড়াকার স্থূল মাংসপিণ্ড।

**ঝুট**—**ঝুঁট**-এর অন্যরূপ।

**ঝুটমুট**—ক্রি-বিণঃ শুধুশুধু, মিছামিছি। [হি]।

**ঝুটা**—বিণঃ কৃত্রিম, নকল, মেকি, মিথ্যা (ঝুটা মোতির মালা)।

**ঝুটাপুটি**, (বিরল) **ঝুটাঝুটি**—বিঃ জাপটাজাপটি, পরস্পরের চুল ধরিয়া জড়াজড়ি।

**ঝুটো**—**ঝুটা-র** কথ্যরূপ।

**ঝুড়া**—(১) ক্রিঃ গাছের অপ্রয়োজনীয় অংশ (ডালপালা) ছেদন করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। ক্রিঃ **-ন, -নো**—(১) অপরের দ্বারা ডালপালা ছেদন করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ঝুড়ি**—বিঃ বাঁশ দিয়া নির্মিত বড় চুপড়ি বা চেঙারি। বিণঃ **ঝুড়িঝুড়ি**—অনেক, বহু।

**ঝুনা**—বিণঃ শক্ত ও পাকা (ঝুনা বা ঝুনো নারিকেল)।

**ঝুনুঝুনু, ঝুনুর-ঝুনুর**—অব্যঃ ঘুঙুর, নূপুর প্রভৃতির শব্দ বা ধ্বনি, মন্দ-মধুর ধ্বনি।

**ঝুনো**—**ঝুনা**-র কথ্যরূপ।

**ঝুন্‌ঝুন্‌, ঝুমঝুম, ঝুমুর-ঝুমুর** —**ঝুনুঝুনু** দ্রষ্টব্য।

**ঝুপ, ঝুপ্‌**—অব্যঃ ঝাঁপ দেওয়ার মৃদু শব্দ। **-ঝুপ, -ঝুপ্‌, -ঝাপ, -ঝাপ্‌**—অব্যঃ দ্রুত শব্দ, উপর হইতে অনবরত পতনের শব্দ।

**ঝুপড়ি, ঝুপড়ী**—বিঃ লতাপাতার তৈরী কুঁড়ে ঘর। [হি]।

**ঝুপুর-ঝুপুর, ঝুপুর-ঝাপুর**—অব্যঃ ক্রমাগত নৌকার বৈঠা ফেলা বা বারি পতনের শব্দ।

**ঝুপ্‌, ঝুপ্‌ঝাপ্‌, ঝুপ্‌ঝুপ—ঝুপ** দ্রষ্টব্য।

**ঝুমকা, ঝুমকো**—বিঃ ফুলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট মেয়েদের কানের গহনা, ফুলবিশেষ ('তাইতো আপন রঙ ঘুচালো ঝুমকোলতা'—রবীন্দ্র)।

**ঝুমঝুম**—অব্যঃ ঘুঙুর পরিয়া নাচিবার শব্দ।

**ঝুমঝুমি**—বিঃ বাচ্চাদের খেলিবার জিনিস।

**ঝুমরি**—বিঃ শৃঙ্গাররসাত্মক সংগীতের রাগিণী।

**ঝুমুর**—বিঃ নৃত্য সহযোগে শৃঙ্গার-রসাত্মক সঙ্গীতবিশেষ (ঝুমুর নাচ)।

**ঝুম্ ঝুম্**—**ঝুমঝুম**-এর বানানভেদ।

**ঝুরঝুর**—অব্যঃ মৃদু শব্দ (বাতাসের ঝুরঝুর শব্দ)। বিণঃ **ঝুরঝুরে** (ঝুরঝুরে ভাত)।

**ঝুরা**[১]—ক্রিঃ গলিয়া পড়া, ঝরিয়া পড়া, অশ্রু বিসর্জন করা।

**ঝুরা**[২]—বিণঃ চূর্ণিত, ঝুরঝুরে। বিণঃ **-ঝুরা, ঝুরোঝুরো**—ঝুরঝুরে।

**ঝুরি**—বিঃ গাছের ঝুরি (বটের ঝুরি)। বিঃ **-ভাজা**—বেসনের তৈরী ঝুরির মত ভাজা খাদ্যবিশেষ।

**ঝুরুঝুরু**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ ঝুরঝুর করিয়া পড়া, বাতাসের মৃদুশব্দ ('শুধু ঝুরুঝুরু বায়ু বহে যায়'—রবীন্দ্র)।

**ঝুরোঝুরো**—**ঝুরা**[২] দ্রষ্টব্য।

**ঝুল**—বিঃ ঝোঁক, ঝোলার ভাব, মাকড়-সার জালে জমা কালি নীচের দিকে প্রসার (জামার ঝুল)।

**ঝুলন**—বিঃ দোলন, ঝুলিয়া থাকা; শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন বা দোলন-উৎসব। বিঃ **-যাত্রা**—শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন উৎসব।

**ঝুলনা**—বিঃ দোলনা ('সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা'—রবীন্দ্র)।

**ঝুলা**—**ঝোলা**[২] দ্রষ্টব্য।

**ঝুলাঝুলি**—বিঃ টানাটানি, অনুরোধ, জেদাজেদি।

**ঝুলান, ঝুলানো**—**ঝোলা**[২] দ্রষ্টব্য।

**ঝুলি**—বিঃ কাঁধে ঝুলানো থলি, ছেঁড়া কাপড়ের তৈরী থলি (ভিক্ষার ঝুলি)।

**ঝুলোঝুলি**—**ঝুলাঝুলি**-র চলিতরূপ।

**ঝেঁটা, ঝেঁটান**—**ঝাঁটা** ও **ঝাঁটান**-এর চলিতরূপ।

**ঝেংলা**—বিঃ মাদুরবিশেষ।

**ঝোঁক**—বিঃ আকর্ষণ, পক্ষপাত, আগ্রহ (সঙ্গীতে ঝোঁক); প্রভাব, ঘোর (নেশার ঝোঁক)।

**ঝোঁকা**—**ঝুঁকা** দ্রষ্টব্য।

**ঝোঁটন**—(১) বিঃ ঝুঁটি। (২) বিণঃ ঝুঁটিবিশিষ্ট ('নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন বেঁধেছে'—ছড়া)।

**ঝোড়া**[১]—বিঃ বড় ঝুড়ি।

**ঝোড়া**[২]—**ঝুড়া** দ্রষ্টব্য।

**ঝোড়ো**—ঝড়ো-র বানানভেদ।

**ঝোপ**—বিঃ লতা ও গুল্ম, ছোট গাছের জঙ্গল। **ঝোপঝাড়**—ছোট ঘন জঙ্গল। **ঝোপ বুঝে কোপ মারা**—সুযোগ পাইলেই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা।

**ঝোরা**—বিঃ ঝরণা, নির্ঝর।

**ঝোল**—বিঃ জুস, সুপ, তরল ব্যঞ্জন-বিশেষ।

**ঝোলন**—বিঃ দোলন, ঝুলিয়া থাকা।

**ঝোলা**[১]—বিণঃ পাতলা, তরল (ঝোলা গুড়)।

**ঝোলা**[২]—ক্রিঃ দোল খাওয়া, লম্বিত হওয়া। বিঃ **-ঝুলি**—বারংবার ঝুলন। ক্রিঃ **-ন, -নো**—লটকানো, টাঙানো, লম্বা করা।

**ঝোলা**[৩]—বিঃ বড় ঝুলি। বিঃ **-ঝুলি**—হরেক রকমের ঝুলি।

**ঝোলা**[৪]—বিণঃ ঝুলবিশিষ্ট, ঢিলা (ঝোলা জামার হাতা)।

**ঝোলান, ঝোলানো**—ক্রিঃ ঝুলাইয়া দেওয়া; ঝুলন, টাঙাইয়া দেওয়া; লম্বমান করা; ফাঁসি দেওয়া।

## ঞ

**ঞ**—বর্ণমালার দশম ব্যঞ্জনবর্ণ। আদি অক্ষর হিসাবে ইহার ব্যবহার নাই। কেবল যুক্তাক্ষরের মধ্যেই ইহার ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন ঝঞ্ঝা, ব্যঞ্জন, বঞ্চনা ইত্যাদি শব্দ। মধ্যযুগীয় বাঙলা ভাষায় 'আঁই'—এই স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে "ঞ"-র আলাদা ব্যবহার পাওয়া যায়, যেমন—গোসাঁই—গোসাঞি, মুই—মুঞি।

## ট

**ট**—বাংলা বর্ণমালার একাদশ ব্যঞ্জন-বর্ণ।

**টইটম্বুর**—বিণঃ কানায় কানায় ভরা, পরিপূর্ণ (বর্ষার জলে পুকুরটি একেবারে টইটম্বুর)।

**টং১**—বিণঃ উগ্র মেজাজ (রাগে টং); ভরপুর (নেশায় টং)।

**টং২**—অব্যঃ অনুকার ধ্বনি। **টংটং**—ক্রমান্ত টং-শব্দ (ঘড়িতে টংটং করে দশটা বাজল)।

**টং৩**—**টঙ**-এর বানানভেদ।

**টংকার**—**টঙ্কার**-র বানানভেদ।

**টক**—(১) বিণঃ অম্লস্বাদযুক্ত। (২) বিঃ অম্লস্বাদযুক্ত ব্যঞ্জন (আমড়ার টক)।

**টকটক**—অব্যঃ গাঢ় লালভাব। বিণঃ **টকটকে**—উজ্জ্বল, গাঢ়, রক্তবর্ণবিশিষ্ট।

**টকা**—(১) ক্রিঃ নষ্ট হওয়া, টক হইয়া যাওয়া (দুধটা টকে গেছে)। **-ন**, **-নো**—(১) ক্রিঃ টক করিয়া দেওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে ব্যবহৃত।

**টকাটক্, টকাস্**—**টক্**১,২ দ্রষ্টব্য।

**টকান, টকানো**—**টকা** দ্রষ্টব্য।

**টকো**—**টক** দ্রষ্টব্য।

**টক্কর**—বিঃ ধাক্কা, ঠোকর, প্রতিযোগিতা (টক্কর দেওয়া)।

**টক্**১—অব্যঃ তাড়াতাড়ি, শীঘ্র। অব্যঃ **-টক্**—শীঘ্র শীঘ্র। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ **টকাটক্**—খুব তাড়াতাড়ি। অব্যঃ **-টকাস্**—খুব শীঘ্র।

**টক্**২—অব্যঃ শুকনো কাঠে কিছু দিয়া আঘাত করা, ঐ আঘাতের আওয়াজ। **-টক্, টকাটক্**—অবিরত টক্ শব্দ। অব্যঃ **-টকাস্**—জোরে টক্ শব্দ।

**টকাস্**—**টক**১ ও **টক**২ দ্রষ্টব্য।

**টগর**—বিঃ সাদা পুষ্পবিশেষ ও তাহার বৃক্ষ।

**টগরা**—বিণঃ চালাক ও চটপটে এমন।

**টগ্‌বগ্, টগ্‌বগাবগ্**—অব্যঃ ঘোড়ার চলার শব্দ অথবা জল বা তরল জাতীয় কিছু ফোটার শব্দ।

**টঙ**—বিঃ উঁচু মাচা, মাচান।

**টঙ্ক**১—বিঃ টাঙ্গি, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র।

**টঙ্ক**২—বিঃ টাকা, অর্থ, money। বিঃ **-পতি**—টাঁকশালের প্রধান। বিঃ **-বিজ্ঞান**—মুদ্রাবিষয়ক বিদ্যা, numismatics। বিঃ **-শালা**—টাঁকশাল।

**টঙ্ক**৩—বিণঃ মজবুত, কঠিন, দৃঢ়।

**টঙ্কণ**—বিঃ সোহাগা; পাহাড়িয়া ঘোড়া।

**টঙ্কা**—বিঃ টাকা; জঙ্ঘা; তারা দেবী; রাগিনীবিশেষ।

**টঙ্কার**—বিঃ শব্দ, আওয়াজ, ধনুকের ছিলার শব্দ।

**টঙ্গ**১—**টঙ্ক**১-এর রূপভেদ।

**টঙ্গ**২, **টাঙ্গি**—**টঙ**-এর রূপভেদ।

**টন**—বিঃ ওজনবিশেষ, ton (কুড়ি হন্দর)।

**টনক**—বিঃ খেয়াল, হুঁশ। ক্রিঃ **টনক নড়া**—খেয়াল হওয়া। (এত কাণ্ডের পর অবশেষে কর্তাদের টনক নড়ল)।

**টনিক**—বিঃ বলবৃদ্ধিকারী ঔষধ, tonic।

**টন্**—অব্যঃ শক্ত বস্তুতে ধাতু দ্বারা আঘাতে যে শব্দ হয়।

**টন্‌টন্**—অব্যঃ আঁট হওয়ার জন্য যে অস্বস্তি বা কষ্টবোধ। বিঃ **টন্‌টনানি**—টন্‌টন্ করার অনুভূতি। বিণঃ **টন্‌টনে**—তীক্ষ্ন বা ধারালো (টন্‌টনে জ্ঞান)। **জ্ঞানের নাড়ি টন্‌টনে**—স্বার্থ সম্বন্ধে অতি সজাগ।

**টপকান, টপকানো**—(১) ক্রিঃ লঙ্ঘন করা, পার হওয়া। (২) বিঃ উল্লঙ্ঘন। (৩) বিণঃ উল্লঙ্ঘিত।

**টপটপ্**—**টপ্**[২] দ্রষ্টব্য।

**টপাস্**—**টপ্**[১] দ্রষ্টব্য।

**টপ্**[১]—অব্যঃ জল জাতীয় পদার্থের ফোঁটা পড়ার শব্দ। অব্যঃ **-টপ্**[১]—অনবরত টপ্ শব্দ। অব্যঃ **টপাস্**—বড় ফোঁটা পড়ার শব্দ।

**টপ্**[২]—অব্যঃ অতি দ্রুত, (টপ্ করে বলে ফেলা)। অব্যঃ **-টপ্**[২]—অতি তাড়াতাড়ি, (টপ্ করে যাওয়া)। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ **টপাটপ্**—ক্রমাগত, তাড়াতাড়ি (টপাটপ্ গেলা)।

**টপ্পা**—বিঃ সঙ্গীতের এক বিশেষ রীতি; আদিরসের সঙ্গীতবিশেষ।

**টব**—বিঃ জল রাখার পাত্র; ফুলগাছ লাগানোর পাত্র, tub।

**টবটব**—অব্যঃ ভর্তি পাত্রে জল নড়ার আওয়াজ।

**ট-বর্গ**—বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণের ট, ঠ, ড, ঢ, ণ—এই পাঁচটি বর্ণকে একত্রে ট-বর্গ বলা হয়।

**টম্‌টম্**—বিঃ গাড়িবিশেষ; একটি ঘোড়ায় টানা দুই চাকাযুক্ত খোলা গাড়ী, tandem।

**টম্যাটো**—বিঃ একপ্রকার সবজি, টক বেগুন, বিলাতী বেগুন, tomato।

**টয়লেট**—বিঃ প্রসাধন দ্রব্য, toilet।

**টর্চ**—বিঃ বৈদ্যুতিক আলোকবিশেষ।

**টর্নি, টর্নী**—বিঃ আমমোক্তার, attorney।

**টল**—**টলন** দ্রষ্টব্য।

**টলটল**—অব্যঃ ভর্তি পাত্রের তরল জিনিসের অল্প নড়া বা আন্দোলন ও স্বচ্ছতার ভাব প্রকাশ। ক্রিঃ **টলটলান, টলটলানো**। বিঃ **টলটলানি**। বিণঃ **টলটলায়মান**—টলমল করিতেছে এমন, পতনোন্মুখ (মন্ত্রিসভা টলটলায়মান)। বিণঃ **টলটলে**—স্বচ্ছ, পরিষ্কার (টলটলে জলে)।

**টলন, টল**—বিঃ বিহ্বলতা, অস্থিরতা, বিচলন।

**টলমল**—অব্যঃ শিথিল, স্খলিত, উচ্ছলিত, পরিপূর্ণ, অস্থিরভাব, চঞ্চলতা (পদ্মপত্রের জল সদাই টলমল); কম্পমান (মেদিনী টলমল পদভারে)।

**টলমলান, টলমলানো**—(১) ক্রিঃ টলমল করা বা আন্দোলিত হওয়া। (২) বিঃ **টলমলানি**। বিণঃ **টলমলে**—দোদুল্যমান, পতনোন্মুখ।

**টলা**—ক্রিঃ কাঁপা, স্থানচ্যুত হওয়া (পা টলছে)। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ নড়ানো, কাঁপানো, বিচলিত করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে ব্যবহৃত।

**টসকা**—ক্রিঃ টসকানো।

**টসকান, টসকানো**—ক্রিঃ হীন হওয়া, ভেঙেগ যাওয়া, নষ্ট হয়ে যাওয়া (চিন্তায় চিন্তায় শরীরটা টসকেছে)।

**টসটস**—অব্যঃ রসে পূর্ণ এইরূপ অবস্থা প্রকাশক (ফলটা পেকে টসটস করছে)। বিণঃ **টসটসে**—রসে পূর্ণ।

**টসা**—বিঃ বিন্দু, ফোঁটা।

**টসান, টসানো**—ক্রিঃ ফোঁটার আকারে পড়া ; বিন্দু বিন্দু করিয়া পড়া।

**টস্**—অব্যঃ ফোঁটা পড়ার আওয়াজ। অব্যঃ **-টস্**—ক্রমাগত ফোঁটা পড়ার শব্দ (চোখের জল টস্‌টস্ করে পড়ছে)।

**টহল**—বিঃ ঘোরা, ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রহরা ; ভিক্ষার জন্য গান গাহিয়া বেড়ানো। বিঃ **-দার**—চৌকিদার। বিঃ **-দারি**—টহলদারের বৃত্তি বা কাজ। **টহলান, টহলানো**—(১) ক্রিঃ টহল দেওয়া। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**-টা**—বাঙলা প্রত্যয় ; সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয় (একটা, কিছুটা) ; ব্যক্তি নির্দেশক (ছেলেটা, মানুষটা) ; অনাদর বা অবজ্ঞায় (মাষ্টারটা)।

**টাই**—বিঃ গলায় বাঁধিবার সরু বস্ত্রখণ্ড-বিশেষ ; বন্ধনী ; পুরুষদের পোষাকের একটা বিশেষ অঙ্গ, tie।

**টাইট**—বিণঃ শক্ত, আঁট, tight। বিঃ কড়কে দেওয়া (ওকে ভাল টাইট দেওয়া হয়েছে)।

**টাইপ**—বিঃ ছাপার অক্ষর, রকম, ধরণ (খারাপ টাইপের লোক)। **টাইপ করা**—টাইপ মেসিনে ছাপা বা লেখা, typwriting। বিঃ **-রাইটার**—অক্ষর লিখিবার বা ছাপিবার যন্ত্রবিশেষ।

**টাইম**—বিঃ সময়, time। বিঃ **-কীপার**—সময়রক্ষক। বিণঃ **-ধরা, -বাঁধা**—ঠিক একই সময়ে কিছু করা। বিঃ **-পীস**—টেবিলে যে ঘড়ি রাখা হয়, time-piece।

**টাউন**—বিঃ সহর, নগর, town। বিঃ **-হল**—নাগরিকদের মিলিত হওয়ার গৃহবিশেষ।

**টাঁক**—বিঃ প্রতীক্ষা, লুব্ধ দৃষ্টি, তাক, লক্ষ্য।

**টাঁকশাল**—বিঃ টাকা তৈরীর কারখানা, mint।

**টাঁকা**[১]—(১) ক্রিঃ সেলাই করিয়া জুড়িয়া দেওয়া (জামা টাঁকা)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে ব্যবহৃত।

**টাঁকা**[২]—(১) ক্রিঃ তাক বা নিশানা করা, কামনা করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**টাঁসা**—ক্রিঃ দেহের রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হইয়া মরিয়া কাঠ হইয়া যাওয়া।

**টাক**—বিঃ চুলহীন মাথা, ইন্দ্রলুপ্ত। বিণঃ টাকযুক্ত, টেকো।

**-টাক**—অব্যঃ (অনুমানবাচক অন্ত-প্রত্যয় হিসাবে ব্যবহৃত) অনুমিত পরিমাণ (সেরটাক, মাইলটাক)।

**টাকরা**—বিঃ জিহ্বার উপরের অংশ, তালু।

**টাকা**—বিঃ মুদ্রা, অর্থ, ধন। ক্রিঃ **টাকা ওড়ানো**—টাকা অপব্যয়ে নষ্ট করা। বিণঃ **-ওয়ালা**—ধনবান্, অর্থবান্। বিঃ **-কড়ি, -পয়সা**—সম্পদ। ক্রিঃ **টাকা করা**—টাকা জমানো। ক্রিঃ **টাকা খাওয়া**—ঘুষ লওয়া। ক্রিঃ **টাকা ভাঙ্গানো**—সমপরিমাণ মুদ্রার সঙ্গে টাকা বিনিময় করা। বিঃ **টাকার মানুষ**- বিত্তবান্ ব্যক্তি। ক্রিঃ **টাকা**

**মারা**—পরের টাকা আত্মসাৎ করা। **টাকার মুখ দেখা**—রোজগার করিয়া ধনবান্ হইতে আরম্ভ করা।

**টাকু, টাকুয়া**—বিঃ তক্‌লি, সুতা কাটার শলাকাবিশেষ।

**টাঙ্গা**—বিঃ যান বা গাড়ি ; ঘোড়া চালিত দুচাকাবিশিষ্ট গাড়ি। [হি]।

**টাঙ্গান, টাঙ্গানো, টাঙান, টাঙানো**—(১) ক্রিঃ ঝুলানো, লটকানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে ব্যবহৃত।

**টাঙ্গি, টাঙ্গী**—বিঃ কুঠারজাতীয় অস্ত্র ; পরশুজাতীয় যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ।

**টাট১**—বিঃ তামার থালা।

**টাট২**—টাটি২ দ্রষ্টব্য।

**টাটকা**—বিণঃ তাজা, নূতন, অবিকৃত (টাটকা সবজি) ;

**টা-টা**—অব্যঃ গলার শুষ্কতা প্রকাশক ; পশ্চিমী কায়দায় বিদায় সম্ভাষণ, ta-ta।

**টাটান, টাটানো**—ক্রিঃ যন্ত্রণা করা, বেদনাযুক্ত হওয়া (ফোড়াটা টাটাচ্ছে)। বিঃ **টাটানি**—টাটানোর ব্যথা বা অনুভূতি। **চোখ টাটানো**—অন্যের সৌভাগ্যে ঈর্ষা করা, পরশ্রীকাতর হওয়া।

**টাটি১**—বিঃ ছোট মাটির খুরি।

**টাটি২, টাট২, টাটী১**—বিঃ দরমা প্রভৃতির বেড়া, ঝাঁপ। [হি]।

**টাটী২, টাট্টী**—বিঃ মলত্যাগ, বাহ্যে, পায়খানা। [হি]।

**টাটু, টাট্টু**—বিঃ ছোট ঘোড়া, pony।

**টাট্‌কা**—**টাটকা**-র বানানভেদ।

**টাট্টু**—**টাটু**-র রূপভেদ।

**টান**—বিঃ আকর্ষণ (প্রাণের টান) ; আসক্তি (নাড়ির টান) ; ধূম্রাদিমুখে আকর্ষণ (সিগারেটে টান)। অভাব (পয়সার টান) ; হাঁপ (হাঁপানির টান) ; অঙ্কনভঙ্গি (তুলির টান) ; বাচনভঙ্গি (কথা বলার মধ্যে টান) ; তাড়াতাড়ি (একটানে লেখা)। বিণঃ **-টান**—মুখেমুখে, চড়া। **হাত টান**—(১) বিণঃ কৃপণ। (২) বিঃ টাকাকাড় জিনিসপত্র সরাইবার বা চুরি করিবার অভ্যাস।

**টানা১**—বিঃ দেরাজ। বিঃ **-পড়েন**—লম্বা ও আড়াআড়ি সুতা, কাপড়ের লম্বা দিকের সুতা, আসা-যাওয়া, আকর্ষণ-বিকর্ষণ।

**টানা২**—(১) ক্রিঃ আকর্ষণ করা, আঁকা ; ব্যয় সংকোচ করা, বহন করা ; শুষিয়া লওয়া। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ সোজা, ছেদহীন, আয়ত, বিস্তৃত, বৃহৎ, টানিয়া চালিত (টানা পাখা) ; তাড়াতাড়ির জন্য জড়াইয়া লেখা (টানা লেখা)। বিঃ **টানাজাল**—অনেক মাছ ধরিবার জন্য বৃহৎ জালবিশেষ। **টানা-টানা**—আয়ত (টানা-টানা চোখ)। বিঃ **-টানি**—পরস্পর আকর্ষণ, অভাব (টানাটানি চলছে)। বিণঃ **একটানা**—নিরবচ্ছিন্ন। বিঃ **দোটানা**—দুমনা। বিঃ **-হেঁচড়া**—জোর করিয়া প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা।

**টাপুর-টুপুর**—অব্যঃ অবিরত বৃষ্টিপাতের মৃদু শব্দ ('বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান')।

**টাবা**—বিঃ একপ্রকারের লেবু।

**টায়টায়, টায়টোয়**—ক্রি-বিণঃ ঠিকঠিক, সমানসমান, কমও না বেশীও না।

**টায়রা**—বিঃ গহনা, স্ত্রীলোকদের মাথায় পরিবার গহনাবিশেষ, tiara।

**টায়ার**—বিঃ গাড়ীর চাকার বেড়, tyre।

**টার**—বিঃ আলকাতরা, tar।

**টাল**[১]—বিঃ বাঁকা ভাব, পড়িয়া যাইবার বা পতনের অবস্থা, ঝুঁকি, বিপদ, ছলনা -বাহানা—ছল-ছুতায় ওজর। **-মাটাল**—বেশী অস্থিরতা চাঞ্চল্য বা বিপদের ভাব ; ছল, ছুতা, বায়না।

**টাল**[২]—বিঃ স্তূপ। [হি]।

**টালানি**—বিঃ হেলিয়া পড়ার ভাব, কাত হওয়া ('বর বিনোদিয়া চূড়ার টালানি কপালে চন্দন চাঁদ'—বৈঃ পঃ)।

**টালি**—বিঃ পোড়ামাটি বা পাথরের ফলক যাহা ঘরের আচ্ছাদনরূপে ব্যবহৃত হয়, tile।

**-টি, -টী**—**টা**-র কোমলরূপ।

**টিউটর**—বিঃ শিক্ষক, tutor। বিঃ **গার্জিয়ান টিউটর**—যে শিক্ষক ছাত্রের বাড়ীতে থাকিয়া ছাত্রকে পড়ান, গৃহ-শিক্ষক।

**টিউবওয়েল, টিউবওএল**—বিঃ গভীর নলকূপ, tube-well।

**টিউসনি, টিউশানি, টিউশনি**—বিঃ শিক্ষকতা, গৃহশিক্ষকের কার্য।

**টিকটিকি**—বিঃ সরীসৃপ জাতীয় এক-প্রকার প্রাণী ; গৃহগোধিকা ; (বিদ্রূপে) গোয়েন্দা। ক্রিঃ **-পড়া**—অমঙ্গলসূচক টিকটিকির ডাক।

**টিকন, টিকনো**—**টেকান**-এর রূপভেদ।

**টিকল, টিকলো**—**টিকাল**-এর রূপভেদ।

**টিকলি**—বিঃ স্ত্রীলোকদের গহনাবিশেষ।

**টিকসই, টিকসহি**—**টেকসই**-এর বর্জিত ও বিরল রূপ।

**টিকা**[১]—বিঃ কপালের **ফোঁটা**, তিলক (রাজটিকা)। ক্রিঃ **টিকা পরানো**—ললাটে চন্দন প্রভৃতির টিপ দেওয়া।

**টিকা**[২]—বিঃ জ্বালানিবিশেষ।

**টিকা**[৩]—বিঃ শরীরে সূচ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রোগ প্রতিষেধক বীজ প্রয়োগ। ক্রিঃ **টিকা ওঠা**—টিকা দিবার পরে সেই টিকা দেওয়ার স্থান পাকিয়া ওঠা। বিঃ **-দার**—যে টিকা দেয় এমন ব্যক্তি।

**টিকা**[৪]—**টেকা** দ্রষ্টব্য।

**টিকারা**—বিঃ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ; কাড়া-নাকাড়া, দুন্দুভি।

**টিকাল, টিকালো**—বিণঃ খাড়া, তীক্ষ্ণাগ্র (টিকালো নাক)।

**টিকি**—বিঃ মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগে রক্ষিত কেশগুচ্ছ, চৈতন, শিখা। **টিকিটির দেখা নাই**—একেবারেই দেখা যায় না।

**টিকিট**—বিঃ ভাড়া, মাসুল ইত্যাদি দেওয়ার নিদর্শনপত্রবিশেষ, ticket। (ডাক টিকিট, ট্রেনের টিকিট, বাই-স্কোপের টিকিট)। বিঃ **-মাস্টার**—টিকিট বিক্রয়ে নিযুক্ত কর্মচারী।

**টিকিন্‌, টিকিং**—বিঃ বালিশ, গদি প্রভৃতির খোল তৈরী করিবার জন্য কাপড়, মোটা কাপড়, ticking।

**টিক্‌**—অব্যঃ মৃদু শব্দ। **-টিক্‌**—ঘড়ি চলিবার টিক্‌টিক্‌ শব্দ।

**টিটকারি**—বিঃ বিদ্রূপসূচক উক্তি, নিন্দা।

**টিটিভ, টিট্টিভ**—বিঃ টিটির পাখি।

**টিটির**—বিঃ পক্ষিবিশেষ।

**টিন**—বিঃ একপ্রকার ধাতু, লোহার পাত, রাঙ, ক্যানেস্তারা, টিনের পাত্র, tin।

**টিনচার-আইওডিন**—বিঃ ক্ষতের উপরে দিবার একপ্রকার ঔষধ।

**টিন্‌টিন্‌**—অব্যঃ অতিশয় কৃশতা প্রকাশক। বিণঃ **টিন্‌টিনে**—অতিক্ষীণ কলেবরবিশিষ্ট।

**টিপ**—(১) বিঃ আঙ্গুলের উপরিভাগ; দুই আঙ্গুলের দ্বারা চাপিয়া যে পরিমাণ দ্রব্যাদি ধরা যায় (নস্যের এক টিপ); ললাটের ফোঁটা; লক্ষ্য, তাগ্ (হাতের টিপ)। বিঃ **-কল**—টিপিয়া আটকাইবার বোতাম। বিঃ **-সাহি, -সই**—বুড়া আঙ্গুলের ডগায় কালি মাখাইয়া কাগজের উপরে ছাপ।

**টিপন**১—বিঃ টেপার কাজ।

**টিপন**২—**টেপা** দ্রষ্টব্য।

**টিপনি, টিপুনি**—বিঃ গোপন চিমটি, প্ররোচনা। **অন্তর-টিপুনি**—গোপন ইঙ্গিত, বিদ্রূপ।

**টিপা, টিপান**—টেপা দ্রষ্টব্য।

**টিপ্‌টিপ্**—অব্যঃ মৃদুশব্দে অবিরত কিছু পড়া (টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি); বারিপতনের মৃদুশব্দ; মৃদুভাবে জ্বলা (উনুনে আঁচ টিপ্‌টিপ্ করছে)। বিঃ **টিপ্‌টিপানি**—দুরুদুরু ভাব।

**টিপ্পনী**—বিঃ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, টীকা; কথাবার্তার মধ্যে ফোড়ন কাটা বা বিদ্রূপাত্মক ভাব।

**টিফিন**—বিঃ জলখাবার, আপরাহ্নিক জলযোগের জন্য অফিস, স্কুল প্রভৃতিতে সাময়িক বিরতি, tiffin।

**টিমটিম, টিম্‌টিম্**—অব্যঃ মিটমিট। ক্রিঃ **টিমটিম করা**—ক্ষীণভাবে আলো দান করা (লণ্ঠনের আলোটা টিমটিম করছে)। বিণঃ **টিমটিমে**—অনুজ্জ্বল, ক্ষীণ, স্বল্প।

**টিয়া**—বিঃ পক্ষিবিশেষ।

**টিলা**—বিঃ মাটির উঁচু স্তূপ, ছোট পাহাড়। [হি]।

**টী, টি**—বিঃ চা, tea।

**-টী**—**টি** দ্রষ্টব্য।

**টীকা**—বিঃ ব্যাখ্যা সম্বলিত পুস্তক, টিপ্পনী, ব্যাখ্যান।

**টীক্‌নি**—বিঃ সামান্য ভিক্ষাপাত্র।

**টীট**—বিণঃ বেহায়া, নির্লজ্জ। বিঃ **-পনা**—নির্লজ্জপনা, বেহায়াপনা।

**টুইল**—বিঃ জামা বা শার্ট তৈরীর কাপড়বিশেষ, twill।

**টুং**—**টুন্**-এর অনুরূপ শব্দ।

**টুঁ**—বিঃ ক্ষীণ শব্দ। ('গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট তবু তাঁর দাপটে টুঁ শব্দটি করিবার জো নাই'—শঃ চঃ)।

**টুঁটি**—বিঃ কণ্ঠ, গলা। ক্রিঃ **-ছেঁড়া**—গলা ছিঁড়িয়া ফেলা, কণ্ঠ ছিন্ন করা। ক্রিঃ **-টেপা**—কথা বলিতে না দেওয়া, কণ্ঠরোধ করা।

**টুকটাক**—(১) বিণঃ অল্প, সামান্য, হালকা। (২) বিঃ অল্প বা সামান্য কাজকর্ম। ক্রি-বিণঃ **টুকটাক করিয়া**—কোন রকম করিয়া।

**টুকটুক**—অব্যঃ ঘোর লাল, ঘন লাল (ফুলটা লাল টুকটুক করছে)। বিণঃ **টুকটুকে**—গাঢ় লাল (টুকটুকে ঠোঁট)।

**টুকনি**—বিঃ ভিক্ষার পাত্র।

**টুকরা**—(১) বিঃ খণ্ডিত অংশ (কাঠের টুকরা)। (২) বিণঃ ক্ষুদ্র-খণ্ডে বিভক্ত (টুকরা জমি); বিচ্ছিন্ন, সম্বন্ধহীন (টুকরা কথা)।

**টুকরি**, (স্ত্রী) **টুকরী**—বিঃ ছোট ঝুড়ি, [illegible]।

**টুকরো**—**টুকরা**-র কথ্যরূপ।

**টুকা**—**টোকা** দ্রষ্টব্য।

**টুকিটাকি**—(১) বিণঃ একটু-আধটু, যৎসামান্য (টুকিটাকি কাজ)। (২) বিঃ সামান্য অংশ, ছোটখাট জিনিস।

**টুকু, টুকুন**—অতি অল্প পরিমাণ বা আদরার্থে ব্যবহৃত প্রত্যয় (এইটুকু বা এইটুকুন ছেলে)।

**টুক্**—অব্যঃ খুব মৃদু শব্দ ; দ্রুততা-সূচক (টুক্ করে যাওয়া)। অব্যঃ **-টুক্**—অবিরত টুক্ শব্দ ; গুটি গুটি, আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে (টুক্‌টুক্ করে খাওয়া)।

**টুঙ্গ, টুঙ্গি, টুঙি, টুঙ্গী, টুঙী**—বিঃ উচ্চ মঞ্চ, মঞ্চের উপর নির্মিত গৃহ বা বাড়ি, মাচান।

**টুটই, টুটত, টুটব—টুটা** দ্রষ্টব্য।

**টুটা**—(১) ক্রিঃ চূর্ণ হওয়া, ভাঙিয়া যাওয়া ('নিবিড় নিশীথ টুটে'—রবীন্দ্র)। (২) বিণঃ ছিন্ন, ভগ্ন। ক্রিঃ **টুটই** (ব্রজ)—দূরীভূত করে। ক্রিঃ **টুটত** (ব্রজ)—দূরীভূত হয়। ক্রিঃ **টুটব** (ব্রজ)—দূরীভূত হইবে। ক্রিঃ **-ন, -নো**—দূরীভূত করা। ক্রিঃ **-য়ব** (ব্রজ)—দূরীভূত করিবে।

**টুনটুনি**—বিঃ একপ্রকার ছোট পাখি।

**টুন্**—অব্যঃ **টন্** অপেক্ষা মৃদু শব্দ। অব্যঃ **-টুন্**—অনবরত টুন্ আওয়াজ।

**টুপি, টুপী**—বিঃ মাথা ঢাকিবার উষ্ণীষ বা শিরস্ত্রাণবিশেষ। [পো]।

**টুপ্**—অব্যঃ মৃদুতর শব্দ ; তাড়াতাড়ি বা দ্রুত ডোবা বা গেলার শব্দ। অব্যঃ **-টাপ্**—ছোট জিনিস ক্রমাগত পড়িবার শব্দ। অব্যঃ **-টুপ্**—ক্রমাগত টুপ্ শব্দ।

**টুল**—বিঃ কাঠের তৈরী বসিবার চৌকি-বিশেষ, stool।

**টুলি**—বিঃ পাড়া, বসতি, পল্লী (কুমোর টুলি)। [হি]।

**টুলো**—বিণঃ টোল-সংক্রান্ত, টোলে শিক্ষাপ্রাপ্ত (টুলো পণ্ডিত)।

**টুসি, টুসকি, টুস্কি**—বিঃ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দিয়া লঘু আঘাত, টোকা।

**টুস্, টুস্‌টুস্ টুস্‌টুসে**—অব্যঃ কোমলতর শব্দ।

**-টে—টা**-এর চলিতরূপ।

**টেংরা**—বিঃ আঁশবিহীন মৎস্যবিশেষ।

**টেংরি**—বিঃ পশুর জঙ্ঘা। ক্রিঃ **টেংরি বাড়া, টেংরিতে জুত হওয়া**—স্পর্ধা বাড়িয়া যাওয়া।

**টেঁক, ট্যাঁক**—বিঃ কটিদেশ, কোমর ; কোমড়ের কাপড়।

**টেঁকশাল—টাঁকশাল**-এর প্রাদেশিকরূপ।

**টেঁটরা**—বিঃ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ; ঢাক-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র যাহা প্রচার কার্যে ব্যবহৃত হয়। [হি]।

**টেকটেক**—অব্যঃ স্পষ্ট কথা বলা ; অপ্রিয় স্পষ্ট কথা বলা। বিণঃ **টেকটেকে**—অপ্রিয় স্পষ্টবাদিতাপূর্ণ।

**টেকসই, টেকসহি**—বিণঃ দীর্ঘস্থায়ী, মজবুত (জামাটা খুব টেকসই)।

**টেকা, টিকা**—(১) ক্রিঃ থাকা, তিষ্ঠানো (ঘরে টেকা), স্থায়ী হওয়া (জুতাটা টিকবে), বজায় থাকা, (এত সুখ ধোপে টিকলে হয়), বাঁচা (বুড়ো আর বেশীদিন টিকবে না)। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ বজায় রাখা, বাঁচানো। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**টেকো—টাক**-এর কথ্যরূপ।

**টেক্কা**—বিঃ তাসের এক ফোঁটা, পাল্লা, টক্কর। ক্রিঃ **টেক্কা দেওয়া, টেক্কা মারা**—হারাইয়া দেওয়া, পরাজিত করা।

**টেক্স, ট্যাক্স**—বিঃ শুল্ক, খাজনা, রাজস্ব।

**টেঙ্গরা, টেঙরা—টেংরা**-র অন্য বানান।

**টেঙ্গরি, টিঙ্গরী—টেংরি**-র বানানভেদ।

**টেটন**—বিঃ শঠ, প্রতারক, চালাক, ফাজিল ব্যক্তি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **টেটনী**।

**টেটা**—বিঃ বল্লমের ন্যায় মৎস্যশিকারের অস্ত্র।

**টেড়া, টেরা**—বিণঃ বাঁকা, তেরছা (টেড়া কথা) ; উগ্র (টেড়া মেজাজ)।

**টেড়ি, টেরি**—বিঃ বাঁকা বা তেরছা সিঁথি (টেড়ি কাটা)।

**টেন্ডাই-মেন্ডাই**—বিঃ রাগে আস্ফালন।

**টেনা**—বিঃ ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র ; কানি।

**টেপন—টিপন**[১]-এর রূপভেদ।

**টেপা, টিপা**—(১) ক্রিঃ মালিশ, মর্দন করা (হাত-পা টিপে দেওয়া); আঙ্গুল বা হাত দিয়া চাপ দেওয়া (গলা টেপা); ইঙ্গিত করা (চোখ টেপা); খুব আস্তে চলা (পা টিপে যাওয়া)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ টিপ বা চাপ দিতে হয় এমন জিনিস (টিপাকল)। বিঃ **-টিপি**—পরস্পরের মধ্যে গোপন সংকেত। **-ন, -নো, টিপন, টিপনো**—(১) ক্রিঃ চাপ দেওয়া, মর্দন করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত দুই অর্থে। ক্রিঃ **কল টেপা—কল** দ্রষ্টব্য। বিণঃ **নাড়ী টেপা**—নাড়ী টেপে যে ('পাড়ায় এসেছে এক নাড়ী টেপা ডাক্তার'—রবীন্দ্র)।

**টেপারি**—বিঃ একজাতীয় ক্ষুদ্র ফল, টকমিষ্টি স্বাদযুক্ত ফল।

**টেবিল**—বিঃ লিখন, পঠন প্রভৃতি কার্যে ব্যবহৃত উঁচু কাষ্ঠাধার, table।

**টেবো**—বিণঃ স্থূল ; উন্নত ; স্ফীত।

**টেমি**—বিঃ কুপী, কেরোসিন তেল জ্বালাইবার বাতি বা ছোট ডিবে।

**টের**[১]—বিঃ অনুভূতি, সংবাদ, জ্ঞান (বিপদে টের পাওয়া); হদিশ (লোকটি কোনদিকে গেল টের পেলাম না)।



**টের**[২]—বিঃ প্রান্ত, কোণ ; সকলের সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকা। বিণঃ **একটেরে**—একা থাকিতে ভালবাসে এমন।

**টেরছা, টেরচা—তেরছা**-র রূপভেদ।

**টেরা—টেড়া**-র চলিতরূপ।

**টেরি—টেড়ি**-র রূপভেদ।

**টেলিগ্রাফ**—বিঃ বার্তা প্রেরণের যন্ত্র, telegraph।

**টেলিগ্রাম**—বিঃ টেলিগ্রাম যন্ত্রদ্বারা প্রেরিত খবর, সংবাদ, বার্তা, telegram।

**টেলিফোন**—বিঃ দূরবর্তী ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথন করিবার বৈদ্যুতিক যন্ত্র, দূরভাষ, telephone।

**টেস্ট**[১]—বিঃ আস্বাদ, স্বাদ, স্বাদগ্রহণ (জিনিসটা একটু টেস্ট করে দেখ), taste।

**টেস্ট**[২]—বিঃ পরীক্ষা, উপযুক্ততার বিচার। **টেস্ট পরীক্ষা**—শেষ পরীক্ষা দিবার যোগ্যতা বিচার, test।

**টৈটম্বুর—টইটম্বুর**-এর বানানভেদ।

**টোআইন**—বিঃ শক্ত সুতাবিশেষ, টোন।

**টোং—টোঙ**-এর বানানভেদ।

**টোকা**[১]—বিঃ তালপাতা বা বাঁশের চটা দিয়া তৈরী টুপির মত ছাতা, মাথালি (পল্লীগ্রামের লোকেরা বিশেষ করিয়া বর্ষার সময় কৃষকরা ব্যবহার করে)।

**টোকা**[২]—বিঃ টুসকি, আঙ্গুলের ডগা দ্বারা আঘাত।

**টোকা**[৩], **টুকা**—(১) ক্রিঃ নকল করা (পরের দেখিয়া টোকা), দোষের উল্লেখ করা (যে সবাইকে টোকে)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। বিণ **নকল করা হইয়াছে এমন**।

**টোকা**[৩]—(১) ক্রিঃ সূচ দিয়া সেলাই বা জোড়া করা, টাঁকা। (২) বিঃ সীবন।

**টোকো—টকো**-র বানানভেদ।

**টোঙ, টোঙ্গ—টঙ**-এর রূপভেদ।

**টোটকা**—(১) বিঃ মুষ্টিযোগ (টোটকা ঔষধ)। (২) বিণঃ অল্প, সামান্য।

**টোটা**—বিঃ কার্তুজ, গুলি, cartridge।

**টোটো**—অব্যঃ উদ্দেশ্যহীনভাবে ভ্রমণ সূচক। ক্রিঃ **টোটো করা**—উদ্দেশ্যহীনভাবে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়ানো। বিঃ **টোটো কম্পানি**—উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় যে (ব্যঙ্গে)।

**টোড়ি, টোড়ী**—বিঃ রাগিণী, সংগীতের রাগ।

**টোন**[১]—বিঃ ইংরেজী টোয়াইন্-এর বিকৃতরূপ, শক্ত সুতা, twine।

**টোন**[২]—বিঃ ধরণ, ভঙ্গী, ভাব (কথার), tone।

**টোপ**[১]—বিঃ গুটির আকারে বুটিদার নক্সা (সাধারণতঃ কাপড় কিম্বা গহনাদির উপর করা হয়)।

**টোপ**[২]—বিঃ চাষাদের মাথার মাথালির আকার টুপি, topo। [পো]।

**টোপ**[৩]—বিঃ লোভনীয় বস্তু, চার, চাট, মাছ ধরার মসলা।

**টোপর**—বিঃ সোলা ও জরির তৈরী বরের মাথার টুপি।

**টোপা**—বিণঃ **টোপ**[১]-এর মত দেখিতে, গোল (কুলের মত), বুটি, ফাঁপা।

**টোরা**—বিঃ শিশুদের কটিতে পরিবার অলঙ্কারবিশেষ।

**টোল**[১]—বিঃ চতুষ্পাঠী।

**টোল**[২]—বিঃ ছোট গর্ত (গালে টোল পড়া)। বিণঃ **-খাওয়া**—তোবড়ানো (টোল খাওয়া হাঁড়ি)।

**টোল**[৩]—বিঃ পথ-কর, ট্যাক্স, toll।

**টোলা**—বিঃ মহল্লা, এলাকা (**শাঁখারী** টোলা)।

**টোস্ট, টোস্ট**—বিঃ আগুনের তাপে সেঁকা পাঁউরুটির চিনি মাখন মিশ্রিত কাটা খণ্ড, toast।

**টৌড়ি, টৌড়ী—টোড়ি, টোড়ী** দ্রষ্টব্য।

**ট্যাঁ**—অব্যঃ শিশু-সুলভ শব্দ (**ট্যাঁ-ট্যাঁ** করিসনে)। বিঃ **-ফোঁ—পাল্টা জবাব,** উচ্চবাচ্য।

**ট্যাঁক—টেঁক**-এর বানানভেদ।

**ট্যাঁপারি—টেপারি**-র বানানভেদ।

**ট্যাংরা—টেংরা**-র বানানভেদ।

**ট্যাঁস**—বিঃ টেঁসু, সংকর জাতি, মিশ্র-জাত, ফিরিঙ্গী। [দেশী]।

**ট্যাক্স**—বিঃ কর, ট্যাক্স, tax।

**ট্যাক্সি**—বিঃ যে মোটর গাড়ী ভাড়া খাটে, taxi।

**ট্যাটা—টেটা**-র বানানভেদ।

**ট্রাঙ্ক**—বিঃ টিনের বাক্স, পেটরা, তোরঙ্গ, trunk।

**ট্রাম**—বিঃ যানবিশেষ, tram-car।

**ট্রে**—বিঃ পরিবেশনের জন্য ছোট থালা-বিশেষ, tray।

**ট্রেজারি**—বিঃ সরকারী ধনভাণ্ডার, কোষাগার, treasury।

**ট্রেন**—বিঃ যানবিশেষ, **রেলগাড়ী, train।**

## ঠ

**ঠ**—ব্যঞ্জন বর্ণমালার **দ্বাদশতম বর্ণ।**

**ঠং**—অব্যঃ আওয়াজবিশেষ, **ঘণ্টাধ্বনি।** অব্যঃ **-ঠং—একটানা ঠং ধ্বনি।**

**ঠক**—বিঃ, বিণঃ প্রতারক, খল, cheat।

**ঠকা**—ক্রিঃ ঠকিয়া যাওয়া, প্রবঞ্চিত হওয়া। বিঃ ঐ একই অর্থে। ক্রিঃ **-ন**, **-নো**—ঠকাইয়া দেওয়া। বিঃ **-মি**, **-ম**, **-মো**—প্রবঞ্চনা, ছল-চাতুরী।

**ঠক্**—অব্যঃ কোনও শক্ত জিনিস ঠুকিবার শব্দ। [দেশী]। **-ঠক্**—অব্যঃ ক্রমাগত **ঠক্** ধ্বনি।

**ঠক্কর**—**ঠোকর**-এর রূপভেদ।

**ঠক্কুর**—বিঃ দেবতার প্রতিমূর্তি, ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ।

**ঠগ**—বিণঃ, বিঃ প্রতারক,- ঠক। বিঃ **ঠগী**—দস্যু-দলবিশেষ।

**ঠন্**—অব্যঃ জোরালো আওয়াজ। **-ঠন্**—**ঠন্**-এর একটানা বা একাধিক প্রয়োগ। ক্রি-বিণঃ **-ঠনাঠন**—একটানা ঠন্‌ঠন্ করিয়া।

**ঠমক**[১]—বিঃ সবিলাস চাল-চলন, ঠাট, ঠসক।

**ঠমক**[২]—বিঃ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

**ঠসক**—বিঃ ঠমক, গমক, ঠাট ; গর্বিত ভাবভঙ্গি।

**ঠাওর**, **ঠাওরান**—**ঠাহর** দ্রষ্টব্য।

**ঠাঁই**[১]—বিঃ জায়গা, বসিবার বা পূজার জায়গা, 'থান' ('সব ঠাঁই মোর ঘর আছে'—রবীন্দ্র) ; থৈ (ঠাঁই পাইতেছি না এত জল)। **ঠাঁই-ঠাঁই**—আলাদা-আলাদা জায়গা (ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই)।

**ঠাঁই**[২]—অব্যঃ আচম্‌কা আঘাত (ঠাঁই করিয়া এক চড় কসাইয়া দিল)।

**ঠাকরুন**—বিঃ (স্ত্রী) ঃ মহিলাদের সম্ভ্রমার্থক পদবিবিশেষ। বিঃ **-দিদি**—দিদি-মা বা দিদি-স্থানীয়া মহিলা।

**ঠাকুর**—বিঃ দেবতা ; দেবীপ্রতিমা ; মনিব, রাজা, ঈশ্বর, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ। বিণঃ **ঠাকুরকাত**—বিমুখ-দেবতা, বিমুখ-মনিব। বিঃ **-ঘর**—পূজার স্থান। বিঃ **-জামাই**—ননদের বর, নন্‌দাই। বিঃ **-ঝি**—ননদ। বিঃ **-দা**—পিতামহ, পিতার পিতা। বিঃ **-পূজা**—দেবতার পূজা। বিঃ **-পো**—দেওর, দেবর। বিঃ **-বাড়ি**—দেবমন্দির। বিঃ **-মশাই**—পুরোহিত। বিঃ **-সেবা**—দেব-সেবা। বিঃ **ঠাকুরাল**, **ঠাকুরালি**, **ঠাকুরালী**—ঠাকুরের ভাব, দেবত্ব, গুরুগিরি ('দেখিয়াছি, খুড়ো হে, তোমার ঠাকুরাল'—মুকুন্দ)। বিঃ **-মা**—**ঠাকুরদা**-র স্ত্রীলিঙ্গ, পিতামহী। বিঃ **-দালান**—পূজামণ্ডপ।

**ঠাঞি**—**ঠাঁই**[১]-এর প্রাচীনরূপ।

**ঠাট**[১]—বিঃ সৈন্যদল।

**ঠাট**[২]—বিঃ ঠমক, গমক, ঠসক, গর্বিত বা স্পর্ধিত চলন-বলন বা ভাবভঙ্গি ; প্রকৃতি (প্রতিমার ঠাট), বাহিরের চালচলন (ঠাট বজায় রাখা)।

**ঠাট্টা**—বিঃ ব্যঙ্গ, রসিকতা, ইয়ারকি, ফাজলামি, রঙ্গ, উপহাস, তামাসা। ('শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে, বর হেসে কয়, ঠাট্টা'—রবীন্দ্র)।

**ঠাঠা**, (আঞ্চ) **ঠাডা**—বিঃ বাজ, বজ্রপাত, প্রখর (ঠাঠা রোদ্দুর)।

**ঠাড়**—বিণঃ সোজা, খাড়া।

**ঠাণ্ডা**—বিণঃ শীতল। বিঃ শীত (বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে, খুব ঠাণ্ডা লেগেছে)।

**ঠান**—বিঃ ঠাকরুন (মা-ঠাকরুন, মা-ঠান)। বিঃ **ঠানদিদি**—মাতামহী, দিদি-মা।

**ঠাম**—বিঃ স্থান, ঠাঁই ; রূপ, শ্রী (সুঠাম শরীর), ধাঁচ।

**ঠায়**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ অলসভাবে, দিব্য একটানা (ঠায় বসে আছি)।

**ঠার**—বিঃ ইঙ্গিত, ইশারা, অপাঙ্গ ('আঁখিঠারে কেন বারে বারে ডাকিস আমারে')। ক্রিঃ **ঠারা**—ইঙ্গিত করা। ক্রি-বিণঃ **ঠারে-ঠোরে**—ইঙ্গিতের সাহায্যে।

**ঠাস**—বিণঃ ঘিঞ্জি, ঘন (ঠাস বুনানি)।

**ঠাসা**—ক্রিঃ চাপ দিয়া মাখা, মর্দন করা, (আটা ঠাসা, ঠাসিয়া ধরা)। বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। **ঠাসা-ঠাসি**—ঘেঁষা-ঘেঁষি, গাদাগাদি, চাপাচাপি।

**ঠাস্**—অব্যঃ চড় বা থাপ্পড় মারার শব্দ। **-ঠাস্**—(১) অব্যঃ একাধিক বার 'ঠাস্' আওয়াজ ('ঠাস্ঠাস্ দ্রুম্-দ্রাম্, শুনে লাগে খটকা'—সুঃ রাঃ)। (২) ক্রিঃ-বিণঃ ক্রমাগত 'ঠাস্' শব্দ করিয়া।

**ঠাহর, ঠাওর**—বিঃ মনোনিবেশ, অনুভব, নজর, নির্ণয়, নিরীক্ষণ। **ঠাহরান, ঠাহরানো, ঠাওরান, ঠাওরানো**—(১) ক্রিঃ দেখিয়া বুঝিতে পারা, মনে করা (বোকা ঠাওরাইয়াছ?)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ঠিক**—বিণঃ ন্যায্য, উচিত, যথোপযুক্ত, স্থির। বিঃ নিশ্চয়তা, সুস্থতা (ওর মাথার ঠিক নেই)। ক্রি-বিণঃ ন্যায্য-ভাবে, নিশ্চিত করিয়া। বিণঃ **-ঠাক**—যথাযথ। বিঃ **ঠিক-ঠিকানা**—শৃঙ্খলা, নির্দিষ্টতা।

**ঠিকরন, ঠিকরনো**—**ঠিকরান**-এর রূপ-ভেদ।

**ঠিকরা**[১]—বিঃ মাটির ছোট ঢেলা।

**ঠিকরা**[২]—ক্রিঃ ঠিকরানো।।

**ঠিকরান, ঠিকরানো**—ক্রিঃ বিচ্ছুরিত হওয়া, ছড়াইয়া পড়া, ছিটকাইয়া পড়া, আলোর চমক লাগা (আলোয় চোখ ঠিকরাইয়া গেল যে!)।

**ঠিকরে**—**ঠিকরা**[১]-এর কথ্যরূপ।

**ঠিকা**—বিণঃ সাময়িক, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ। বিঃ ঠিকা বা নির্দিষ্ট চুক্তিবদ্ধ কাজ। ক্রিঃ **ঠিকা করা**—সাময়িক কাজ করা। বিঃ **ঠিকাদার**—যে নির্দিষ্ট চুক্তির কাজ করে, contractor। বিঃ **ঠিকাদারি**—চুক্তি-বদ্ধ কাজ। বিণঃ **ঠিকাদারী**—ঠিকাদার-সম্পর্কিত।

**ঠিকানা**—বিঃ বাসস্থান, বাসস্থানের নির্দেশ-নামা, address (চিঠিতে ঠিকানা), খোঁজ, দিশা (পথের ঠিকানা)।

**ঠিকুজি, ঠিকুজী**—বিঃ কোষ্ঠী-নামা, জন্ম-লগ্ন বিচার-পত্র।

**ঠুং**—অব্যঃ **ঠুং**-এর মৃদুরূপ (ঠুং করিয়া বাজিয়া উঠিল)। অব্যঃ **-ঠুং—ঠুং**-এর ক্রমাগত আওয়াজ।

**ঠুংরি, -রী**—বিঃ সঙ্গীতবিশেষ।

**ঠুঁটা**, (কথ্য) **ঠুঁটো**—বিণঃ নিষ্কর্মা, দুইটি হাতই যাহার নাই। **ঠুঁটো জগন্নাথ**—শক্তিমান, কিন্তু কাজে অক্ষম।

**ঠুকরান—ঠোকরান** দ্রষ্টব্য।

**ঠুকুনি—ঠোকন** দ্রষ্টব্য।

**ঠুকা, ঠুকান—ঠোকা** দ্রষ্টব্য।

**ঠুক্**—অব্যঃ **ঠক্** অপেক্ষা মৃদু শব্দ। [দেশী]। অব্যঃ **-ঠুক্—ঠুক্**-এর ক্রমাগত প্রয়োগ।

**ঠুন্**—অব্যঃ মৃদু ঠন্-শব্দ। অব্যঃ **-ঠুন্**—ক্রমাগত ঠুন্-শব্দ।

**ঠুনকা**[১], **ঠুনকো**[১]—বিণঃ পলকা, ভঙ্গুর, অসার।

**ঠুনকা**[২], **ঠুনকো**[২]—বিঃ স্তনপীড়া-বিশেষ।

**ঠুম্কি**—বিঃ নাচবিশেষ।

**ঠুলি**—বিঃ চোখের ঢাকাবিশেষ (গরু বা ঘোড়ার চোখে দেওয়া হয়), ঢাকনি, খাপ।

**ঠুসা, ঠোসা**—ক্রিঃ গাদিয়া দেওয়া, ঠাসা ; খুব খাওয়া। বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ঠুস্**—অব্যঃ **ঠাস্**-এর চেয়ে মৃদু আওয়াজ। অব্যঃ **-ঠাস্—ঠুস্** ও **ঠাস্**-এর যুগপৎ আওয়াজ।

**ঠেঁটা**—বিণঃ নির্লজ্জ, বেয়াদব। (স্ত্রী): **ঠেঁটী**।

**ঠেঁটি**—বিঃ আটপৌড়ে পাড়-ছাড়া কাপড়।

**ঠেং**—**ঠ্যাং**-এর বানানভেদ।

**ঠেক, ঠেকনা, ঠেকনো, ঠেকো**—বিঃ পতন-রোধক খুঁটি, ঠেসা, প্যালা।

**ঠেকা**—(১) ক্রিঃ বাধা পাওয়া (নৌকো চড়ায় ঠেকে গেল), মুস্কিলে পড়া (দায়ে ঠেকা), ধারণা হওয়া (ব্যাপারটা খুব খারাপ ঠেকছে)। (২) বিঃ অচল-অবস্থা (ঠেকাটা আজ চালিয়ে দে না ভাই!), দুঃ-সময়, তবলার সংগত। (৩) বিণঃ বিপন্ন, প্রতিহত, বাধাপ্রাপ্ত। বিঃ **-ঠেকি**—পরস্পর মৃদু সংঘর্ষ, ছোঁয়া, ঘেঁষা-ঘেঁষি। ক্রিঃ **-ন, -নো**—ছোঁয়ানো, থামানো, রোধ করানো। **চোখে ঠেকা**—বিসদৃশ লাগা।

**ঠেকার**—বিঃ অহংকার, দেমাক, ডাঁট, গুমর। বিণঃ **ঠেকারে**। (স্ত্রী): **ঠেকারী**।

**ঠেঙ্গ, ঠেং**—**ঠ্যাং**-এর বানানভেদ।

**ঠেঙ্গা, ঠেঙা**—বিঃ ছোট লাঠি। বিঃ **-ঠেঙ্গি**—লাঠালাঠি। বিঃ **-ড়িয়া, -ড়ে**—ডাকাত, দস্যু। ক্রিঃ **-ন, -নো**—লাঠি দিয়া মারা। বিঃ **-নি**—লাঠির আঘাত, প্রহার।

**ঠেঞে, ঠেঙ্গে**—অব্যঃ নিকট হইতে।

**ঠেল**—বিঃ ঠেলা, ধাক্কা।

**ঠেলা**—(১) বিঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়া সাজোরে আঘাত, ধাক্কা ; ঝকমারি (ঠেলা সামলাও এবার!)। (২) বিণঃ ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হয় এমন (ঠেলাগাড়ী)। (৩) ক্রিঃ পতিত করা (জাতে ঠেলা), সজোরে ঠেলিয়া যাওয়া ("লগি ঠেলাই আমার জাত-ব্যবসা, লাঠি খেলা নয়"—প্রঃ চৌঃ) ; অমান্য করা (কথা ঠেলা)। **-গাড়ী**—যে গাড়ী মানুষে ঠেলিয়া চালায়। বিঃ **-ঠেলি**—ধস্তাধস্তি। **ঠেলার নাম বাবাজী**—বিপদের সময় অবজ্ঞাতকে সমাদর।

**ঠেস**—বিঃ কাত্, আড়, হেলানো (ভিজে ছাতাটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখলি কেন?), খোঁটা, ব্যঙ্গ, শ্লেষ (অত ঠেস মেরে কথা কেন বলা?)। ক্রিঃ **ঠেসা**—হেলান দেওয়া, ঠাসা। বিঃ **ঠেসাঠেসি**—চাপাচাপি, গাদাগাদি, একদম ভর্তি। ক্রিঃ **-ন, -নো**—কাত্ করিয়া রাখা, ভেজানো, শ্লেষ কাটা।

**ঠোঁট**—বিঃ ওষ্ঠ, চঞ্চু। ক্রিঃ **ঠোঁট উলটানো**—তাচ্ছিল্য করা। বিণঃ **-কাটা**—স্পষ্টবাদী। ক্রিঃ **ঠোঁট ফুলানো**—আবদার বা বায়নাক্কা করা।

**ঠোকন, ঠুকন, ঠুকুনি**—বিঃ আঘাত, মার, ধমক।

**ঠোকর**—বিঃ হোঁচট, পাখীর ঠোঁটের আঘাত, কোন কিছুর অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত (জুতোর ঠোকর)।

**ঠোকরান, ঠোকরানো, ঠুকরান, ঠুকরানো**—ক্রিঃ ঠোঁটের সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করা, ঠোকর দেওয়া, ঠোঁটের সাহায্যে আঘাত করা।

**ঠোকা, ঠুকা**—(১) ক্রিঃ উত্তম-মধ্যম দেওয়া, মারা ('শালাদের বড্ড ঠুকেছি, চিকে'—শরৎ); ঘা মারিয়া ঢোকানো (পেরেক ঠোকা); কোটা (মাথা ঠোকা, বুক ঠোকা, তাল ঠোকা)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে; হোঁচট, চোট, আঘাত। (৩) বিণঃ আঘাতপ্রাপ্ত; ঠুকিয়া বসানো হইয়াছে এমন। বিঃ **-ঠুকি**—ঝগড়া, হাতাহাতি।

**ঠোক্কর**—**ঠোকর**-এর রূপভেদ।

**ঠোঙ্গা, ঠোঙা**—বিঃ কাগজ বা পাতার পাত্রবিশেষ।

**ঠোনা**—বিঃ চিবুকে বা গালে আঙুলের সাহায্যে আঘাত।

**ঠোস**—বিঃ পূর্তি, স্ফীতি (পেটটা ঠোস হয়ে আছে)।

**ঠোসা**—**ঠুসা**-র রূপভেদ।

**ঠ্যাং, ঠ্যাঙ**—বিঃ পায়ের পাতা হইতে জানু পর্যন্ত উপরের অংশ, পা।

**ঠ্যাটা**—**ঠেঁটা**-র বানানভেদ।

# ড

**ড**—ব্যঞ্জন বর্ণমালার ত্রয়োদশ বর্ণ।

**ডওর**—**ডহর**-এর কথ্যরূপ।

**ডক**—বিঃ জাহাজের মাল খালাসের জায়গা, জাহাজ তৈরী ও মেরামতির জায়গা, পোতাশ্রয়, dock।

**ডগ**—**ডগা**-র কথ্যরূপ।

**ডগডগ**—অব্যঃ ঔজ্জ্বল্য প্রকাশক। বিণঃ **ডগডগে**—উজ্জ্বল, টকটকে।

**ডগমগ**—বিণঃ আপ্লুত, বিভোর, ঢলঢল (রসে ডগমগ)।

**ডগা**—বিঃ লতাদির অগ্রভাগ, শীর্ষ।

**ডঙ্কা**—বিঃ ঢাক, জয়ঢাক ('বাজে গুরু গুরু শঙ্কর ডঙ্কা'—রবীন্দ্র)। ক্রিঃ **ডঙ্কা দেওয়া, ডঙ্কা মারা, ডঙ্কা পেটা**—সাড়ম্বরে প্রচার করা।

**ডজন**—বিঃ সংখ্যাগত পরিমাণবিশেষ, (বারোটায় এক ডজন), dozen।

**ডন**—বিঃ ডন-বৈঠক, ব্যায়ামের পদ্ধতি-বিশেষ।

**ডবকা**—বিণঃ সোমত্ত, নবযৌবনোচ্ছল।

**ডবডব**—অব্যঃ অশ্রু পূর্ণতার লক্ষণ প্রকাশক। বিণঃ **ডবডবে**—রস-ভরা (ডবডবে চোখ)।

**ডবডবানি**—বিঃ গর্বপ্রকাশ, আস্ফালন, জাঁক দেখানো।

**ডবল**—বিণঃ দ্বিত্ব, double। **ডবল-ডেকার**—বিঃ দ্বিতল যুক্ত যান।

**ডমরু**—বিঃ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ('হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু'—রবীন্দ্র); ডুগডুগি। **-ধর**—মহাদেব, শিব। বিণঃ **ডমরুমধ্য**—ডুগডুগির মত কোমর যাহার এমন, ক্ষীণকটিযুক্ত।

**ডম্ফ**—বিঃ দর্প।

**ডম্বর**—বিঃ সমারোহ, প্রাচুর্য, ঘটা।

**ডম্বরু, ডম্বুরু, ডম্বুর**—বিঃ ডুগডুগি।

**ডর**—বিঃ ভীতি, ত্রাস, শঙ্কা ('আমার লাগে ডর'—অতুল)।

**ডরা**—ক্রিঃ (কথ্য ও কাব্যে) ডরানো, ভয় পাওয়া বা করা। ('দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে'—রবীন্দ্র)।

**ডরান, ডরানো**—ক্রিঃ ভয় পাওয়া।

**ডলন**—বিঃ মালিশ, মর্দন।

**ডলা**—ক্রিঃ মালিশ করা, মর্দন করা। বিঃ **ডলাই-মলাই**—মালিশ-মর্দন। ক্রিঃ **-ন, -নো**—টেপানো, মর্দন করানো।

**ডহর**—(১) বিঃ নিম্ন জলাভূমি, দহ, বিল। (২) বিণঃ গভীর ('ডহর পাঙের পানি'—লোঃ সঃ)।

**ডাইন১, ডান১, ডাহিন**—বিণঃ দক্ষিণ। বিঃ **-দিক**—ডান হাতের দিক। বিঃ **-হাত**—নিকটতম সহচর; মুখ্য অবলম্বন। **ডানহাত-বাঁহাত করা**—লেনদেন করা। **ডান হাতের ব্যাপার**—আহার। **ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না**—আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী।

**ডাইন২, ডান২, ডাইনী**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ ডাকিনী, মায়াবিনী, রাক্ষসী, জাদুকরী। ('মার থেকে বাসে ভাল তাকে বলে ডাইনী'—প্রবচন)।

**ডাইল**—**ডাল** দ্রষ্টব্য।

**ডাইস**—বিঃ ধাতবদ্রব্য নির্মাণের ছাঁচ, dies; পাশা খেলার ঘুঁটী, dice।

**ডাংগুলি, ডাঙ্গুলি**—বিঃ ক্রীড়াবিশেষ।

**ডাঁই**—বিঃ পাঁজা, গাদা, স্তূপ, রাশি।

**ডাঁট১**—বিঃ বাঁট, হাতল, handle।

**ডাঁট২**—বিঃ ঠাট, দেমাক, গুমর।

**ডাঁট৩, ডাঁটো**—বিণঃ ডাঁসা, শক্ত বেশী নহে, বেশী পাকা নহে (ডাঁটো ফল, ডাঁটো ভাত, ডাঁটো লোক)।

**ডাঁটা**—বিঃ সবজিবিশেষ; সরু কাণ্ড, খাড়া (সজিনা)।

**ডাঁটি**—বিঃ হাতল, বাঁট, মুষল।

**ডাঁশ**—বিঃ পতঙ্গবিশেষ, বড় মশা।

**ডাঁশা, ডাঁসা**—বিণঃ আধপাকা।

**ডাক১**—বিঃ আহ্বান, সম্বোধন ('স্বপন পারের ডাক শুনেছি'—রবীন্দ্র), বুলি, শব্দ (পাখির ডাক, বাঘের ডাক), চীৎকার (হাঁকডাক), যশ (নামডাক)। **ডাকের সুন্দরী**—বিখ্যাত সুন্দরী। **একডাকে চেনা**—সর্বজনপ্রসিদ্ধ।

**ডাক২**—বিঃ চিঠি-পত্রাদি সংক্রান্ত তাবৎ ব্যাপার (ডাক-গাড়ী, ডাক ঘর, ডাক-খানা, ডাকপিয়ন, ডাকহরকরা, ডাক-টিকিট, ডাক মাশুল)।

**ডাক৩**—বিঃ প্রবাদ, কিংবদন্তী (ডাকের কথা)। বিঃ **ডাক-পুরুষ**—খনার মত বিখ্যাত ব্যক্তি. ডাকতন্ত্রে সিদ্ধ পুরুষ।

**ডাক৪**—বিঃ পাখিবিশেষ, ডাহুক।

**ডাক৫**—বিঃ পিশাচ, শিবের চেলা।

**ডাক৬**—বিঃ সোলা-রাংতা-জরির গহনা, প্রতিমাদি সাজাইবার অলংকার (ডাকের সাজ)।

**ডাকবাংলো**—বিঃ অতিথিশালা, সরকারী পান্থ-সদন, dakbungalow।

**ডাকবিভাগ**—বিঃ যে বিভাগ পত্রাদি প্রেরণ ও বিতরণের কার্য সম্পন্ন করে, postal department।

**ডাকর**—বিণঃ ডাগর, বৃহৎ।

**ডাকসাইটে**—বিণঃ সুবিখ্যাত, কুখ্যাত।

**ডাকা**—(১) ক্রিঃ সম্বোধন করা, আহ্বান করা, শব্দ করা। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ নিমন্ত্রিত, ধ্বনিত (কাক ডাকা জোছনা রাত)। বিঃ **-ডাকি—হাঁক**-ডাক, সরব আহ্বান। ক্রিঃ **-ন, -নো**—সম্বোধন করিয়া আনানো, শব্দ করানো (ঘুমের ঘোরে নাক ডাকানো)। ক্রিঃ **ডাকিয়া বলা**—দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করা।

**ডাকাত**—বিঃ ডাকু, দস্যু, দুর্ধর্ষ ব্যক্তি। ক্রিঃ **ডাকাত পড়া**—ডাকাতের হানা। বিঃ **ডাকাতি**—লুটতরাজ, দস্যুতা।

**ডাকাতী**—বিণঃ ডাকাত বা ডাকাতি-বিষয়ক। **ডাকাতে কালী**—ডাকাতদের আরাধ্যা কালী।

**ডাকাবুকা, ডাকাবুকো**—বিণঃ নির্ভীক।
**ডাকিনী**—বিঃ কালিকার অনুচরী, পিশাচী, ডাইনী।
**ডাকু**—বিঃ ডাকাত, লুণ্ঠনকারী।
**ডাক্তার**—বিঃ ইউরোপীয় পদ্ধতির চিকিৎসক, doctor, পাণ্ডিত্যের অভিজ্ঞানসূচক খেতাব, doctorate। বিঃ **-খানা**—ডাক্তার বা ঔষধের দোকান।
**ডাক্তারি**—বিঃ ডাক্তারের পেশা।
**ডাক্তারী**—বিণঃ ডাক্তার-সম্পর্কিত।
**ডাগর**—বিণঃ বড়-সড় (ডাগর মেয়ে), ড্যাবডেবে (ডাগর চোখ), উৎকৃষ্ট।
**ডাঙ্গশ, ডাঙশ**—বিঃ অঙ্কুশ।
**ডাঙ্গুলি**—**ডাংগুলি** দ্রষ্টব্য।
**ডাঙ্গা, ডাঙা**—বিঃ শুষ্ক উচ্চভূমি, নিবাস-ভূমি (গোরবডাঙ্গা, কামার-ডাঙ্গা)। **ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর**—উভয় সংকট।
**ডাণ্ডা**—বিঃ কাঠ, বাঁশ বা লোহার মোটা বড় লাঠি, rod।
**ডান**—**ডাইন**[২] দ্রষ্টব্য।
**ডানকুনি**—বিঃ একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য ; শাকবিশেষ।
**ডানপিটে**—বিণঃ ডাকাবুকো, দুঃসাহসী।
**ডানা**—বিঃ হাত, মাছ বা পাখীর পাখনা। **ডানাকাটা পরী**—পরমা সুন্দরী।
**ডাব**—বিঃ কাঁচা নারিকেল।
**ডাবর**—বিঃ ছোট গামলাবিশেষ (পানের ডাবর)।
**ডাবা, ডাব্বা**—(১) বিঃ মাটির খোল-যুক্ত পাত্র, টব-জাতীয় পাত্র। (২) বিণঃ বৃহৎ খোলবিশিষ্ট (ডাবা হুঁকো)।
**ডামাডোল**—বিঃ তুমুল হৈ-চৈ, হট্টগোল, বিশৃঙ্খল।
**ডাম্বেল**—বিঃ ব্যায়াম-যন্ত্রবিশেষ, dumb-bell।
**ডায়মন**—বিঃ বরফি-কাটা নক্সা। বিণঃ **-কাটা**—উক্ত নক্সা-কাটা।
**ডায়েরী**—বিঃ পঞ্জী, কড়চা, রোজ-নামচা, diary।
**ডার**—বিঃ নিক্ষেপ, পাতন।
**ডারা**—ক্রিঃ ত্যাগ করা (পদ্যে)।
**ডাল**[১], **ডাইল**—বিঃ দাল, দাইল (খোসা ছাড়ানো মুগ, মসুর, ছোলা)।
**ডাল**[২]—বিঃ শাখা (গাছের ডাল)। বিঃ **-পালা**—শাখা-প্রশাখা।
**ডালকুত্তা**—বিঃ শিকারী কুকুর। [হি]।
**ডালচিনি**—**দারুচিনি**-এর প্রাদেশিক প্রয়োগ।
**ডালনা**—বিঃ ব্যঞ্জনবিশেষ।
**ডালা**—বিঃ ছোট ঝুড়ি, পূজা-উপচারের পাত্র ('কেন এই ফুল তুলিলি সজনী, যতনে ভরিয়া ডালা'—মধুঃ), (অলং) প্রাচুর্যের আধার (সৌন্দর্যের ডালা/ডালি), ঢাকনা (বাক্সের ডালা)।
**ডালি**—বিঃ ডালা।
**ডালিম, দালিম**—বিঃ দাড়িম্ব, ফল-বিশেষ।
**ডাহা**—বিণঃ সম্পূর্ণ (ডাহা ভুল), হুবহু (ডাহা নকল)।
**ডাহিন**—বিণঃ ডান, দক্ষিণ।
**ডাহুক**—বিঃ ডাকপাখী। (স্ত্রী)ঃ **ডাহুকী** ('মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী'—বৈঃ পঃ)।
**ডিক্রী, ডিক্রি**—বিঃ আদালতের রায়, decree। ক্রিঃ **ডিক্রী জারী করা**—রায়-নামা ঘোষণা করা। বিঃ **-দার**—যাহার অনুকূলে ডিক্রি দেওয়া হইয়াছে ; ডিক্রিপ্রাপ্ত অভিযোক্তা।

**ডিগডিগা**—অব্যঃ ক্ষীণতা সূচক। বিণঃ **ডিগডিগে**—লিকলিকে, ক্ষীণ, শীর্ণ।

**ডিগবাজি, ডিগবাজী**—বিঃ মাথা নীচু করিয়া দেহের আবর্তন।

**ডিগ্রি, ডিগ্রী**—বিঃ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি, degree ; দূরত্ব (এক ডিগ্রী ১°=৪ মিনিট) ; কৌণিক মাপ (১ সমকোণ=৯০° ডিগ্রি)।

**ডিংগলী**—বিঃ মিঠে কুমড়া।

**ডিংগা[১], ডিঙা[১]**—বিঃ পানসি, বজরা, একরকম বাণিজ্যপোত বা সৌখিন নৌকা ('সপ্তডিঙা মধুকর')।

**ডিংগা[২], ডিঙা[২]**—বিঃ আঙ্গুলে ভর করিয়া মাথা উঁচু করিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়ানো।

**ডিংগান, ডিংগানো, ডিঙান, ডিঙানো**—ক্রিঃ লাফ দিয়া অতিক্রম করা। বিণঃ উক্ত অর্থে।

**ডিংগি, ডিঙি**—বিঃ ঘাট-নৌকা, ছোট নৌকা বা ডিংগা।

**ডিজাইন**—বিঃ নকশা, পরিকল্পনার কাঠামো, design।

**ডিটেক্টিভ**—বিঃ গোয়েন্দা, detective।

**ডিণ্ডিম**—বিঃ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

**ডিনামাইট্**—বিঃ বিস্ফোরক পদার্থ-বিশেষ, dynamite।

**ডিনার**—বিঃ ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ভোজ, dinner।

**ডিপজিট**—বিঃ জমা, গচ্ছিত রাখা, deposit।

**ডিপুটি, ডিপুটী**—ডেপুটি-র রূপ-ভেদ।

**ডিপো**—বিঃ আড়ত, যেখানে অনেক জিনিস একত্রে থাকে, depot (বাস ডিপো, কয়লার ডিপো) ; আধার (রোগের ডিপো)।

**ডিবা, (কথ্য) ডিবে**—বিঃ বাটা, কৌটা (পানের ডিবা), ঢেমি, লম্ফ-বাতি।

**ডিবেঞ্চার**—বিঃ ঋণপত্র, debenture।

**ডিম**—বিঃ অণ্ড, ডিম্ব, পিণ্ড। ক্রিঃ **ডিম পাড়া**—ডিম দেওয়া। **ডিমে তা দেওয়া**—দেহের উত্তাপে ডিম্ব ফুটাইয়া শাবক বাহির করা। **ঘোড়ার ডিম**—অলীক পদার্থ।

**ডিমডিমি**—**ডিণ্ডিম** দ্রষ্টব্য।

**ডিমাই**—বিণঃ কাগজের ২২"×১৮" মাপ, demy।

**ডিম্ব**—বিঃ অণ্ড, পিণ্ড। বিঃ **-কোষ**—ডিম্বযোনি। বিণঃ **-বীজ**—ডিম হইতে জাত। বিঃ **ডিম্বাণু**—ডিম্ব-কোষের ক্ষুদ্রাংশ, যাহা হইতে ভ্রূণ জন্মায়।

**ডিম্বাশয়**—বিঃ ডিম্বাধার, ovary।

**ডিশ্**—বিঃ খাবার থালা, dish।

**ডিস্কাউণ্ট**—বিঃ বাজার-দর হইতে যাহা বাদ দেওয়া হয়, discount।

**ডিস্চার্জ**—বিঃ বরখাস্ত বা ছাড়াইয়া দেওয়া (চাকুরী হইতে) ; মুক্তি দেওয়া (আসামীকে), discharge।

**ডিস্ট্রিক্ট্**—বিঃ জেলা।

**ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ড**—বিঃ জেলা বোর্ড, district-board।

**ডিস্ট্রিক্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট্**—বিঃ জেলা সমাহর্তা, district-magistrate।

**ডিস্মিস্**—বিণঃ খারিজ, বরখাস্ত, dismiss।

**ডিসেম্বর**—বিঃ ইংরেজী বৎসরের শেষ মাস, December।

**ডিহি**—বিঃ তালুক, ছোট জমিদারি, পরগণা, গ্রাম বা মৌজার সমষ্টি। [হি, ফা]। বিঃ **-দার**—ছোট জমিদার, তালুকদার ('ডিহিদার মামুদ সরিফ'—মুকুন্দ)।

**ডুকরান, ডুকরানো, ডুকরন, ডুকরনো**—ক্রিঃ চীৎকার করিয়া কাঁদা, হঠাৎ-কাঁদা। বিঃ উক্ত অর্থে।

**ডুগডুগি, ডুগডুগী**—বিঃ ডমরু।

**ডুগি**—বিঃ বাঁয়া (ডুগি-তবলা)।

**ডুণ্ডুভ**—বিঃ ঢোঁড়া সাপ।

**ডুব**—বিঃ নিমজ্জন, স্নান। বিঃ **-জল**—দেহ-পরিমাণ গভীর জল। বিঃ **-ন**—অবগাহন। বিণঃ **-স্ত**—ডুবিতেছে এমন। বিণঃ **ডুবো**—ডুবে থাকে এমন (ডুবো জাহাজ)। ক্রিঃ **ডুব মারা**—গা ঢাকা দেওয়া। **ডুবে ডুবে জল খাওয়া, ডুবে ডুবে জল খায় একাদশীর (শিবের) বাবাও জানে না**—লোকে জানিতে পারে না এমন ভাবে কিছু করা।

**ডুবা, ডোবা**—ক্রিঃ ডুবিয়া যাওয়া, সর্বস্বান্ত হওয়া, অস্ত যাওয়া (সূর্য ডোবা, চাঁদ ডোবা)। বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ জলমগ্ন করা। (২) বিণঃ গভীর।

**ডুবারি, ডুবারী**—**ডুবুরী** দ্রষ্টব্য।

**ডুবি**—বিঃ নিমজ্জন (ভরাডুবি)।

**ডুবুডুবু**—বিণঃ ডুবিতেছে এমন, অস্তমিতপ্রায়, ('শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়')।

**ডুবুরি, ডুবুরী, ডুবারি, ডুবারী, ডুবরি, ডুবরী**—বিঃ সমুদ্রে ডুব দিয়া যে মুক্তাদি তুলে।

**ডুমনী**—**ডোম** দ্রষ্টব্য।

**ডুমডুম, ডুমোডুমো**—বিণঃ খণ্ড-খণ্ড, টুকরো-টুকরো।

**ডুমুর**—বিঃ ডুমুর-ফল। বিঃ **-ফুল**—ডুমুরের ফুল, দুর্লভ বস্তু।

**ডুরি**[১]**, ডোরি**—বিঃ রশি, মোটা সুতা; ডোর।

**ডুরি**[২]—বিঃ নৌকার জল-সেঁচা পাত্র।

**ডুরে**—বিণঃ নক্সা-কাটা (ডোরাকাটা ডুরে শাড়ি)।

**ডুলি**—বিঃ দোলাজাতীয় পাল্কি-বিশেষ। ('আগে যদি জানতাম ডুলি ধরে কাঁদতাম'—ছড়া)।

**ডুশ, ডুস**—বিঃ মলাশয় ধৌত করার জন্য জলধারা প্রবেশ করানোর পদ্ধতি বা যন্ত্র, douche।

**ডেউয়া, ডেহুয়া, ডেও**—বিঃ মাদার-জাতীয় গাছ ও ফল।

**ডেঁপো**—বিণঃ বখাটে, ডেকরা, অসভ্য, ইঁচড়ে পাকা। বিঃ **-মি, -মী**।

**ডেক**[১]—বিঃ হাঁড়ি। [ফা]। **ডেকচি**—ছোট হাঁড়ি।

**ডেক**[২]—বিঃ জাহাজের পাটাতন, deck।

**ডেকরা**—বিণঃ প্রগল্ভ, ধূর্ত।

**ডেগরা**—বিণঃ শঠ; উচ্ছৃঙ্খল।

**ডেঙ্গু**—বিঃ জ্বরবিশেষ, dengue।

**ডেপুটি**—বিঃ উচ্চ রাজপুরুষ (উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী); সহকারী, উপ-(ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট)।

**ডেবরা**—বিণঃ ন্যাটা, বাম হস্তে কাজ করে এমন ব্যক্তি।

**ডেমি**—বিঃ দলিল লেখার কাগজবিশেষ, demy।

**ডেয়ে, ডেয়ো**—বিঃ পিঁপড়াবিশেষ।

**ডেরা**—বিঃ অস্থায়ী আবাস, বাসা, নিবাসস্থল। [হি]।

**ডেলা**—বিঃ তাল, দলা, পিণ্ড।

**ডোঙ্গা, ডোঙা**—বিঃ ডিঙি, শালতি (তালের ডোঙা, টিনের ডোঙা)।

**ডোজ**—বিঃ খোরাক, মাত্রা, ওষুধের পরিমাণ, dose।

**ডোবা**[১]—বিঃ জলা, বিল, জলাভূমি।

**ডোবা**[২]**, ডোবান**—**ডুবা** দ্রষ্টব্য।

**ডোম**—বিঃ ডোম-জাতি, এক সম্প্রদায়। (স্ত্রী)ঃ **ডোমনী, ডুমনী**—ডোম-জাতীয়া স্ত্রী।

**ডোর**—বিঃ আবেষ্টনী, বন্ধনসূত্র (বাহু-ডোর, প্রেমডোর, তিথিডোর)। **ডোরকৌপীন**—বৈষ্ণবদিগের অঙ্গবাস।

**ডোরা**—ডুরে দ্রষ্টব্য।

**ডোরি**—(১) বিঃ রজ্জু, দড়ি। (২) ক্রি-বিণঃ দৃঢ়রূপে।

**ডোল**[১]—বিঃ ধান ইত্যাদি শস্য রাখিবার জন্য চাঁচারি-হোগলা ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত আধার বা ভাণ্ড।

**ডোল**[২]—বিণঃ (ছড়ায়) রোমাঞ্চিত, অস্থির।

**ডোল**[৩]—**ডৌল**-এর রূপভেদ।

**ডোলা**[১]—**ডোল**[১]-এর রূপভেদ।

**ডোলা**[২]—**ডুলি** দ্রষ্টব্য।

**ডৌল**—বিঃ আকৃতি, গড়ন, ছাঁদ।

**ড্যাং ড্যাং**—অব্যঃ জয়ঢাকের শব্দসূচক, দম্ভপ্রকাশক (মেয়েটা ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল)।

**ড্যাকরা**—**ডেকরা**-র বানানভেদ।

**ড্যাব ড্যাব**—অব্যঃ দীপ্তিহীনতা প্রকাশক। বিণঃ **ড্যাবডেবে**—আয়ত, ভাসা-ভাসা (ড্যাবডেবে চোখ)।

**ড্যাবরা**—**ডেবরা**-র বানানভেদ।

**ড্যাশ্**—বিঃ হ্রস্বায়তন সরল রেখা, '—' এইচিহ্ন, dash।

**ড্রাম**[১]—বিঃ তরল পদার্থের মাপবিশেষ, dram।

**ড্রাম**[২]—বিঃ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, drum।

**ড্রিল**—বিঃ সামূহিক শারীর চর্চা, drill।

**ড্রেন**—বিঃ নালা, পয়ঃপ্রণালী, drain।

**ড্রেস**—বিঃ পোষাক ; অস্ত্রোপচারের পর ক্ষতস্থান বন্ধন, dress।

# ঢ

**ঢ**—ব্যঞ্জন বর্ণমালার চতুর্দশ বর্ণ।

**ঢং**[১]—অব্যঃ পেটা ঘণ্টার শব্দ। **ঢংঢং**—ক্রমাগত ঢং শব্দ।

**ঢং**[২], **ঢঙ, ঢঙ্গ**—বিঃ আদল, আকৃতি, প্রকৃতি, নেকামো, তামাশা ; ঠমক, ফ্যাশান। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **ঢঙী, ঢঙ্গী**।

**ঢক**—বিঃ চেহারা, ঢপ, আদল।

**ঢক্**—অব্যঃ তরল জিনিস গিলিবার বা খালি পাত্রে ঢালার শব্দ। **ঢক্‌ঢক্**—ক্রমাগত ঢক্ শব্দ।

**ঢক্কা**—বিঃ ঢাকা ; বৃহদাকার বাদ্যযন্ত্র।

**ঢন্, ঢন্‌ঢন্**—ঢং[১] দ্রষ্টব্য।

**ঢপ**[১]—**ঢং**[২], **ঢঙ, ঢঙ্গ** দ্রষ্টব্য।

**ঢপ**[২]—বিঃ সঙ্গীতবিশেষ (গ্রাম্য ও অশ্লীল)।

**ঢপ্**—অব্যঃ কিছু পড়ার শব্দ। **ঢপ্, ঢব্‌ঢব্**—ক্রমাগত ঢপ্ শব্দ।

**ঢল**—বিঃ বরফ গলিয়া-নামা, জলের তোড় ; নিম্নগামিতা, চড়াই-উৎরাই।

**ঢলঢল**—(১) অব্যঃ ঢিলা বা আলগা হওয়ার লক্ষণ প্রকাশক ; লাবণ্যময়তার ভাব প্রকাশক ; আবেশবিভোরতা প্রকাশক ('ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়'—গোঃ দাঃ)। (২) বিণঃ সৌন্দর্যতরঙ্গিত, লাবণ্যচঞ্চল ; আবেশ-বিভোর। [দেশী]। বিণঃ **ঢলঢলে**—আলগা ; তরল ; লাবণ্যময়।

**ঢলা**—(১) ক্রিঃ হেলিয়া পড়া (গাছটা ডানদিকে ঢলে পড়েছে) ; পক্ষপাতী হওয়া (সকলেই তার দিকে ঢলেছে) ; সম্মুখে ঝোঁকা (ঘুমে ঢলে পড়ছে)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **-ঢলি**—কেলেঙ্কারি। **-ন, -নো**—

(১) ক্রিঃ কেলেঙ্কারি করা ; হেলানো। (২) বিঃ উক্ত উভয় অর্থে ব্যবহৃত। বিণঃ **-নে**—যে কেলেঙ্কারি করে। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-নী**।

**ঢাউস**—বিণঃ বৃহদাকার, খুব বড়।

**ঢাক**—বিঃ ঢক্কা, চর্মাবৃত বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। **ঢাক পেটা, ঢাকঢোল পেটা**—ঢাক বাজানো ; (ব্যঙ্গে) সর্বত্র প্রচার করা। **ঢাকের দায়ে মনসা বিকানো**—অনাবশ্যক আড়ম্বর করিতে গিয়া আসল উদ্দেশ্য পণ্ড করা। **ঢাকের বাঁয়া**—অকেজো, অপ্রয়োজনীয়।

**ঢাকঢাক-গুড়গুড়**—বিঃ গোপন রাখার প্রয়াস ; ঢাকাঢাকি।

**ঢাকনা, ঢাকনি, ঢাকুনি,** (আঞ্চ) **ঢাকন**—বিঃ আবরণ, ডালা (বাক্স, সিন্দুক ইত্যাদির ঢাকনা) ; সরা, ঢাকা (হাঁড়ির ঢাকনা) ; চক্ষুর ঠুলি, আবরণী।

**ঢাকা[১]**—(১) ক্রিঃ আবৃত করা (মাথা ঢাকা), ছাইয়া ফেলা (ফুলে ঢাকা) ; লুকানো, গোপন করা (দোষ ঢাকা)। (২) বিঃ ঢাকনা (কলসীর ঢাকা) ; আবরণ (মুখের ঢাকা)। (৩) বিণঃ আবৃত, যাহা ঢাকা দেওয়া আছে, অপ্রকাশিত।

**ঢাকা[২]**—বিঃ বাংলা দেশের রাজধানী।

**ঢাকাই**—বিণঃ ঢাকা-সম্বন্ধীয় ; ঢাকা নামক অঞ্চলে প্রস্তুত ('পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর'—রবীন্দ্র)।

**ঢাকি, ঢাকী**—বিঃ যে ঢাক বাজায়। ('ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' —রবীন্দ্র)।

**ঢাল[১]**—বিঃ অস্ত্রাঘাত প্রতিরোধের জন্য চর্ম ইত্যাদির ফলক। বিঃ বিণঃ **ঢালী**—ঢালধারী ; উপাধিবিশেষ।

**ঢাল[২]**—**ঢালু** দ্রষ্টব্য।

**ঢালা**—(১) ক্রিঃ প্রবাহিত করা, তরল বা কঠিন পদার্থ এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে পাতিত করা (জল ঢালা) ; ধাতু গলাইয়া পাতিত করা (ছাঁচে ঢালা) ; নিয়োগ করা (টাকা ঢালা)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ যাহা ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে ; ঢালাও ; ঢালাই করণ ; অবারিত।

**ঢালাই**—(১) বিঃ ছাঁচে ঢালার কাজ। (২) বিণঃ ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত। বিঃ **-কর**—যে ব্যক্তি ঢালাইয়ের কাজ করে। বিঃ **-খানা**—ঢালাই কাজের কারখানা।

**ঢালাও**—বিণঃ প্রশস্ত, বিস্তৃত (ঢালাও বিছানা) ; দেদার, প্রচুর (ঢালাও খাবার জিনিস) ; অবাধ (ঢালাও হুকুম)।

**ঢালাঢালী**—বিঃ বারবার পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালা।

**ঢালু**—বিণঃ গড়ানে, ক্রমনিম্ন, আনত।

**ঢিকনো, ঢিকানো**—ক্রিঃ (অনিচ্ছাসহ) আস্তে আস্তে কাজ করা—সাধারণতঃ দ্বিরুক্ত।

**ঢিট**—বিণঃ ধৃষ্ট, বেহায়া ; শায়েস্তা, জব্দ, সংশোধিত। বিঃ **-পনা**—ধৃষ্টতা, বেহায়াপনা।

**ঢি-ঢি**—(১) বিঃ (সাধারণতঃ নিন্দার বা ধিক্কারের অর্থে) ব্যাপক জানা-জানি, চারিদিকে রটনা বা প্রচার। (২) বিণঃ সর্বত্র প্রচারিত। বিঃ **-কার, -ক্কার, -রব**—সর্বত্র প্রচার।

**ঢিপ**—অব্যঃ জোরে পতনের শব্দ, হঠাৎ মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণামের শব্দ, অনুকার শব্দ (যথা—বুক ঢিপঢিপ করা)। [দেশী]।

**ঢিপি, ঢিবি**—বিঃ স্তূপ (উইয়ের ঢিপি, জঞ্জালের ঢিপি)। [দেশী]।

**ঢিমা,** (কথ্য) **ঢিমে**—বিণঃ মন্থর, বিলম্বিত (ঢিমে চাল); ক্ষীণ, মৃদু (ঢিমে আঁচ); উদ্যমহীন, দীর্ঘসূত্রী (ঢিমে লোক)। বিঃ **-তেতালা**—সঙ্গীতের তালবিশেষ, বিলম্বিত লয়, দীর্ঘসূত্রতা। ক্রি-বিণঃ **-তেতালায়**—মন্থরগতিতে, আগ্রহ ছাড়া।

**ঢিল**[১]—বিঃ ইট পাথর মাটি ইত্যাদির টুকরা, লোষ্ট্র, ছোট ঢেলা।

**ঢিলা, ঢিলে,** (আঞ্চ) **ঢিল**[২]—(১) বিণঃ আলগা, শিথিল (ঢিলা পোষাক); অলস, অসাবধান, অমনোযোগী (ঢিলা লোক)। (২) বিঃ শৈথিল্য, অযত্ন (ঢিলা দেওয়া)। বিঃ **-মি**—শৈথিল্য, আলস্য।

**ঢু, ঢুঁ**—বিঃ মাথা বা শিং দিয়া গুঁতা।

**ঢুঁড়া, ঢোঁড়া**—ক্রিঃ খোঁজা।

**ঢুকা, ঢুকান, ঢুকন—ঢোকা** দ্রষ্টব্য।

**ঢুক্**—অব্যঃ তরল পদার্থ গলাধঃকরণের মৃদু শব্দ। অব্যঃ **-ঢুক্**—ক্রমাগত ঢুক্ শব্দ।

**ঢুঢু, ঢুঁঢুঁ**—অব্যঃ কিছুই নহে (লেখা-পড়ায় ঢুঢু, কাজের বেলা ঢুঁঢুঁ)।

**ঢুল**—বিঃ নেশা তন্দ্রা ইত্যাদির আবেশে মাথার দোলন। বিণঃ **-ঢুলে, ঢুলুঢুলু**—নেশা তন্দ্রা বা আবেশের লক্ষণ যুক্ত ('ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি')। ক্রিঃ **-ঢুল** বা **ঢুলঢুল করা**—নেশা তন্দ্রা ইত্যাদির আবেশ প্রকাশ করা। বিঃ **-নি, ঢুলুনী**—ঢুলের ভাব।

**ঢুলা, ঢুলান, ঢুলন—ঢোলা** দ্রষ্টব্য।

**ঢুলী**—বিঃ যে ঢোল বাজায়, ঢোল-বাদক, বাঙ্গালী সম্প্রদায়বিশেষ।

**ঢুস**—বিঃ মাথার গুঁতা।

**ঢুসান, ঢুসানো**—(১) ক্রিঃ মাথা বা শিং দ্বারা আঘাত করা। (২) বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **ঢুসাঢুসি**—পরস্পর মাথা বা শিং দ্বারা আঘাতকরণ।

**ঢেউ**—বিঃ তরঙ্গ, ঊর্মি, লহরী। বিণঃ **-খেলান, -খেলানো, -তোলা**—তরঙ্গায়িত, ঢেউয়ের ন্যায় উঁচুনীচু (জমি)।

**ঢেঁকি**—বিঃ ধান ইত্যাদি শস্য ভানিবার বা কুটিবার পদচালিত যন্ত্রবিশেষ; (ব্যঙ্গে) ধাড়ী (ঢেঁকি হওয়া), গুণহীন (বুদ্ধির ঢেঁকি)। বিঃ **-শাল**—ঢেঁকি-ঘর। **ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে**—মন্দ অদৃষ্টের পরিবর্তন হয় না। **ঢেঁকির কচকচি**—নীরস বাদানুবাদ বা তর্কবিতর্ক।

**ঢেঁকুর, ঢেকুর**—বিঃ মুখ দিয়া উদরস্থ বায়ুর উদ্গার, হিক্কা।

**ঢেঁটা—ঠেঁটা**-র আঞ্চলিকরূপ।

**ঢেঁড়স, ঢ্যাঁড়স**—বিঃ আনাজ বা সবজি।

**ঢেঁড়া, ঢেঁটরা, ঢেঁড়ি**[১]—বিঃ ঢাক-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র, ঢাকঢোল বাজাইয়া ঘোষণা।

**ঢেঁড়ি**[২]—বিঃ কানের ভারী গহনাবিশেষ (ঢেঁড়ি ঝুমকা); আফিম গাছের ফল, পোস্ত ফল।

**ঢেঁঙ্গা, ঢেঙা, ঢ্যাঙা**—বিণঃ লম্বা।

**ঢেপসা**—বিণঃ ঢিপির মত; মোটা।

**ঢেমনা**—বিণঃ লম্পট। বিঃ (স্ত্রী): **ঢেমনী**।

**ঢেমসা**—বিঃ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, দামামা।

**ঢের**—বিণঃ অনেক, প্রচুর, যথেষ্ট। বিঃ **ঢেরি**—স্তূপ, রাশি (ঢেরি করা)।

**ঢেরা**—বিঃ '×'-চিহ্ন (ঢেরা কাটা); দড়ি পাকাইবার যন্ত্রবিশেষ। বিঃ **-সই, -সহি**—নিরক্ষর ব্যক্তির ঢেরা কাটিয়া দস্তখত বা সই।

**ঢেলা**—বিঃ ডেলা, বড় ঢিল। [দেশী]।

**ঢোঁড়ন**—বিঃ খোঁজকরণ, অনুসন্ধান।

**ঢোঁড়া**[১]—বিঃ (সাধারণতঃ জলে বাসকারী) নির্বিষ সর্পবিশেষ, ডুন্ডুভ; (ব্যঙ্গে) শক্তিহীন।

**ঢোঁড়া**[২]—**ঢুঁড়া** দ্রষ্টব্য।

**ঢোক**—বিঃ যে পরিমাণ তরল দ্রব্য বা পানীয় একবারে গলাধঃকরণ করা যায় (এক ঢোক দুধ); গিলিবার ভঙ্গী, গলাধঃকরণ। ক্রিঃ **-গেলা**—গলাধঃকরণের ভঙ্গী করা; ইতস্ততঃ করা, কথা বলিতে থতমত খাওয়া।

**ঢোকা, ঢুকা**—ক্রিঃ প্রবেশ করা। **-ন, -নো, ঢুকন, ঢুকনো**—(১) ক্রিঃ প্রবিষ্ট করানো। (২) বিণঃ প্রবেশিত।

**ঢোয়া**—ক্রিঃ এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বহন করা। বিঃ **-ই**—বহনের কাজ বা তাহার মজুরি।

**ঢোল**—বিঃ কাঠের খোলের দুইপ্রান্ত চর্মাবৃত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; (ব্যঙ্গে) স্ফীত (ফুলে ঢোল)। বিঃ **-ক**—ক্ষুদ্র ঢোল। ক্রিঃ **ঢোল দেওয়া**—ঢেঁড়া পিটিয়া ঘোষণা করা, প্রচার করা। ক্রিঃ **ঢোল পেটা**—ঢোল বাজানো; প্রচার করা। বিঃ **ঢোল-শোহরত**—ঢোল বাজাইয়া ঘোষণা। **নিজের ঢোল নিজে পেটা**—আত্মপ্রশংসা করা, আত্মপ্রচার করা।

**ঢোলা**[১]—বিণঃ ঢলঢলে (ঢোলা পা-জামা), আলগা।

**ঢোলা**[২], **ঢুলা**—ক্রিঃ তন্দ্রাবেশে বা নেশার ঘোরে মাথা দোলানো। **-ন, -নো, ঢুলন, ঢুলনো**—(১) ক্রিঃ দোলানো (চামর ঢোলানো)। (২) বিঃ, বিণঃ উক্ত অর্থে।

**ঢোসা, ঢোসকা**—বিণঃ মোটা ও অন্তঃসারশূন্য, দুর্বল, শিথিল।

**ঢৌল**—(১) বিঃ লাঞ্ছনা, অপমান। (২) বিণঃ অপমানিত, লাঞ্ছিত।

**ঢ্যাংগা, ঢ্যাঙা**—**ঢেংগা**-র বানানভেদ।

**ঢ্যাপসা**—**ঢেপসা**-র বানানভেদ।

# ণ

**ণ**—বাঙলা ভাষার বা বাঙলা বর্ণমালার পঞ্চদশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

**ণত্ববিধান, ণত্ববিধি**—বিঃ (ব্যাক) দন্ত্য ন মূর্ধণ্য ণ তে পরিণত হইবার বিধি বা নিয়ম।

**ণ-ফলা**—বিঃ অন্য বর্ণের সহিত 'ণ' এর যোগ।

**ণিচ্**—বিঃ (ব্যাক) সংস্কৃত প্রত্যয় বিশেষতঃ কোন ক্রিয়া কর্তার দ্বারা সাধিত না হইয়া অপরের দ্বারা সাধিত হইলে এই প্রত্যয় হয়, যথা—বৃধ্+ণিচ্=বর্ধি (বাড়ানো)।

**ণিজন্ত**—বিণঃ ণিচ্-প্রত্যয়যুক্ত। **ণিজন্ত ধাতু**—যে ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় হইয়াছে।

# ত

**ত**[১]—বাঙলা ভাষা বা বাঙলা বর্ণমালার ষোড়শ ব্যঞ্জনবর্ণ।

**ত**[২], **তো**—অব্যঃ কথার মাত্রাসূচক (তাই-ত); সংশয়সূচক (হয় ত);

নিশ্চয়ার্থে (যাই ত—তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব); প্রশ্নসূচক (বেড়াতে যাবে ত?); অনুরোধ-সূচক (একবার আসুন ত); তবে, তাহা হইলে, যদি বুঝাইতে (পেতে চাও ত); ঘটনা, অঘটন, পরিণতি ইত্যাদি সূচক (কাজ মিটল; কিছুই ত হ'ল না); কিন্তু বুঝাইতে (আমি ত যাব না); অন্ততঃ বুঝাইতে (এখন ত নয়)।

**তং**—অব্যঃ **তত**-র কথ্যরূপ, সেই সংখ্যক (যদিন খুশি তদিন থাক)।

**তই**—বিঃ অগভীর কড়াই, আঙটা-বিহীন কড়াই।

**তইখন**—অব্যঃ ততক্ষণে, তখন। [ব্রজ]।

**-তঃ**, (চলিত) **-ত**—অব্যঃ হেতু অর্থে অথবা হইতে, তে ইত্যাদি পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তির স্থানে প্রযোজ্য প্রত্যয়বিশেষ (কার্যতঃ ন্যায়তঃ)।

**তঁহি, তহিঁ**—অব্যঃ তাহা; তাহাতে, তাহার উপর ('তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল'—গোঃ দাঃ); সেখানে ('কৌতুকে ছাপি তঁহি রহু কান'—বিদ্যাঃ); সে। [ব্রজ]।

**তক**—অব্যঃ পর্যন্ত, অবধি (কাঁহা-তক)। [হি]।

**তকতক, তক্‌তক্**—অব্যঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছতা ও নির্মলতার লক্ষণ প্রকাশক। বিণঃ **তকতকে**—পরিষ্কার, ঝকঝকে, নির্মল, উজ্জ্বল।

**তকদির**—বিঃ অদৃষ্ট, ভাগ্য। [আ]।

**তকমা**—বিঃ চাপরাস; পদক, মেডেল।

**তকরার**—বিঃ বচসা, তর্কাতর্কি, বাদানুবাদ। [আ]।

**তকরারী**—বিণঃ ঝগড়াটে; বিচারাধীন; বিবাদী।

**তকলি**—বিঃ সুতা-কাটার উপকরণ-বিশেষ, টাকু বা টেকো।

**তকলিফ**—বিঃ কষ্ট। [আ]।

**তক্ক**—**তর্ক**-র কথ্যরূপ।

**তক্ত**—**তখত**-এর রূপভেদ।

**তক্তপোশ, তক্তাপোশ**—বিঃ বড় চৌকি।

**তক্তা**—বিঃ কাষ্ঠফলক। [ফা]।

**তক্তানামা**—বিঃ শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত মনুষ্যবাহিত যানবিশেষ, পাল্‌কি-বিশেষ। [ফা]।

**তক্তি**—বিঃ ছোট তক্তা; চারকোণা ফলক আকারে প্রস্তুত মিষ্টান্ন; চারকোণা ফলক আকারের কণ্ঠাভরণবিশেষ।

**তক্র**—বিঃ ঘোল। বিঃ **-পিণ্ড**—ছানা।

**তক্ষক**—বিঃ যে তক্ষণ করে, ছুতার; সর্পবিশেষ, বাসুকির ভ্রাতা যে রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করিয়াছিল; গিরিগিটি-জাতীয় বিষধর প্রাণী।

**তক্ষণ**—বিঃ ছুতারের বা সূত্রধরের কাজ, অস্ত্র দ্বারা কাঠ পাথর ইত্যাদি কুঁদিয়া বস্তু নির্মাণ, খোদাই করার কাজ।

**তক্ষণি**—অব্যঃ অবিলম্বে, তৎক্ষণাৎ, সেই মুহূর্তেই।

**তক্ষণী**—বিঃ (স্ত্রী): যাহা দ্বারা চাঁচা-ছোলা যায়, রেঁদা, বাইশ।

**তক্ষশিলা**—বিঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্তর্গত অন্যতম প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর এবং শিক্ষাকেন্দ্র।

**তক্ষুণি**—**তক্ষণি**-র আঞ্চলিকরূপ।

**তখত, তখ্‌ত, তক্ত**—বিঃ সিংহাসন। [ফা]। বিঃ **-তাউস**—ময়ূর-সিংহাসন।

**তখতনামা**—**তক্তানামা**-র রূপভেদ।

**তখন**—(১) অব্যঃ ক্রি-বিণঃ সে সময়ে (তখন রাত্রি), সেকালে (তখন কলিকাতায় এত ভিড় ছিল না)।

(২) অব্যঃ (সম্ব)ঃ সেই অবস্থায়, তাহা হইলে (মা আগে আসুক তখন বলব); তাই, ফলে (সে অঙ্কটা বুঝিয়ে দিল তখন মাথায় ঢুকল); তাহার পর, অবশেষে (কাজ হয়ে গেল তখন এল)। (৩) বিঃ সেই সময় (তখন থেকে কাঁদছে)। বিণঃ **-কার**—সেই সময়ের, সে যুগের। অব্যঃ **-ই, তখনি**—সেই মুহূর্তেই।

**তখমা**—**তকমা**-র রূপভেদ।

**ত-খরচ**—বিঃ আনুষঙ্গিক বাজে খরচ।

**তগর**—বিঃ টগরগাছ ও তাহার ফুল।

**তগির**—বিঃ বদল ; কর্মচ্যুতি।

**তঙ্ক**—বিঃ পাথর-কাটা বাটালি।

**তঙ্কন**—বিঃ দুঃখে জীবনধারণ।

**তঙ্কা**—বিঃ টাকা, রৌপ্যমুদ্রা।

**তচনচ, তছনছ**—অব্যঃ বিপর্যস্ত, নষ্ট, বিধ্বস্ত। [ফা]।

**তছরূপ, তছরুপ**—**তসরূপ** দ্রষ্টব্য।

**তজু**—সর্বঃ তাঁহার। [ব্রজ]।

**তজ্জনিত**—বিণঃ তাহা হইতে উৎপন্ন।

**তজ্জন্য**—অব্যঃ সেই হেতু, সেই কারণে।

**তজ্জাত**—বিণঃ তাহা হইতে জাত বা উৎপন্ন। [তৎ+জাত]।

**তঞ্চক**—বিণঃ যে ঠকায় বঞ্চক, ঠগ। [তঞ্চ্+অক]। বিঃ **তঞ্চকতা**।

**তঞ্চন**—বিঃ সঙ্কোচন, ঘন ; তরল পদার্থের পিণ্ডাকারে পরিণতি (দুধ হইতে দধি বা ছানা)। **রক্ত-তঞ্চন**—রক্ত জমাট বাঁধা। বিণঃ **তঞ্চিত**।

**তট**—বিঃ তীর, কূল (নদীতট); স্থান, ক্ষেত্র (কটিতট, তটভূমি); সানুদেশ, পর্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমি (গিরিতট)।

**তটস্থ[১]**—বিণঃ ত্রস্ত, শশব্যস্ত, বিচলিত উৎকণ্ঠিত।

**তটস্থ[২]**—বিণঃ তীরস্থ, সমীপস্থ ; উদাসীন, নিরপেক্ষ, পক্ষপাতশূন্য। [তট+স্থা+অ]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **তটস্থা**। **তটস্থ লক্ষণ**—(দর্শনে) ঈশ্বরের সৃষ্টিরূপ বাহ্য লক্ষণ। **তটস্থা শক্তি**—(দর্শনে) ভগবানের জীব-সৃষ্টিকারী শক্তি, জীব-শক্তি।

**তটিনী**—বিঃ নদী। [তট+ইন্+ঈ]।

**তড়কা**—বিঃ শিশুদের স্নায়বিক আক্ষেপ রোগ, মাংসপেশীর অনৈচ্ছিক সঙ্কোচন, খিঁচুনি, ধনুষ্টঙ্কার রোগ।

**তড়বড়**—অব্যঃ অতিরিক্ত ব্যস্ততা চঞ্চলতা বা তাড়াহুড়াসূচক। বিণঃ **তড়বড়ে**—চঞ্চল, ব্যস্ত, তৎপর।

**তড়পা**—বিঃ খড়ের আঁটি (দশ গণ্ডা)।

**তড়পান, তড়পানো**—ক্রিঃ লাফানো, ক্রোধ উৎসাহ ইত্যাদি কারণে অস্থির হওয়া, আস্ফালন করা। বিঃ **তড়পানি**।

**তড়াক, তড়াগ**—বিঃ বড় পুকুর, দীঘি।

**তড়াক্**—অব্যঃ হঠাৎ লম্ফের বেগসূচক।

**তড়িঘড়ি**—ক্রি-বিণঃ তাড়াতাড়ি, তৎক্ষণাৎ, অবিলম্বে।

**তড়িচ্চালক**—বিণঃ (বিজ্ঞানে) বিদ্যুৎ-সঞ্চালক যন্ত্রবিশেষ, electromotor।

**তড়িচ্চুম্বক**—বিঃ (বিজ্ঞানে) বিদ্যুৎ প্রবাহদ্বারা চৌম্বকশক্তি দান করা হইয়াছে এরূপ লৌহখণ্ড, electro-magnet।

**তড়িৎ**—বিঃ বিদ্যুৎ। বিঃ **-শিখা**—বিদ্যুতের চমকানি, বিদ্যুৎ-ঝলক। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-ঘণ্টা**—বৈদ্যুতিক ঘণ্টা। বিঃ **-প্রবাহ**—বৈদ্যুতিক স্রোত।

**তড়িত্বান্, তড়িদ্গর্ভ**—বিঃ মেঘ, তড়িৎ-পূর্ণ মেঘ। [তড়িৎ+বৎ, গর্ভ]।

**তাড়িদ্বিশ্লেষণ**—বিঃ (বিজ্ঞানে) তাড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ ; electrolysis

**তাড়িদ্বীক্ষণ**—বিঃ যে যন্ত্রে তড়িতের স্থিতি বা ধর্ম জানা যায়, electroscope।

**তণ্ডুল**—বিঃ চাউল। [তণ্ড্+উল]।

**তত**[১]—বিণঃ বিস্তৃত, ব্যাপ্ত ; তন্ত্র বা তার যুক্ত। বিঃ **-যন্ত্র**—বীণাদি বাদ্যযন্ত্র। [তন্+ত]।

**তত**[২]—অব্যঃ তাবৎ, সেই পরিমাণ (যত ভাবছো তত টাকা নেই) ; সেই অনুপাতে (যত সুখ তত দুঃখ) ; তেমন, আশানুরূপ (পরীক্ষা তত ভাল হয় নি)। ক্রি-বিণঃ **-ক্ষণ**—সেই পর্যন্ত, ততখানি সময় ব্যাপিয়া, সেই সময়ের মধ্যে। ক্রি-বিণঃ **-হি, -হিঁ** (ব্রজ)—তাহাতে।

**ততঃ**—ক্রি-বিণঃ অতঃপর, তারপর। ততঃ কিম্—তারপর কি?

**ততেক**—বিণঃ তৎপরিমিত, তত।

**ততোধিক**—বিণঃ তাহার চেয়ে বেশী, তাহার অতিরিক্ত।

**তৎ**—সর্বঃ সেই, তাহা ; সে, তিনি। [তন্+অদ্]। বিঃ **-কাল**—সেই যুগ বা সময়। বিণঃ **-কালিক, তাৎকালিক, -কালীন**—সেই সময়ের, তদানীন্তন ; সমসাময়িক। বিঃ **-ক্ষণ**—সেই সময়। ক্রি-বিণঃ **-ক্ষণাৎ**—সেই মুহূর্তে, তখনই, অবিলম্বে। **-পর**—(১) ক্রি-বিণঃ তাহার পর। (২) বিণঃ পটু, নিপুণ ; চেষ্টাবান, যত্নবান ; উদ্যমী ; সতর্ক ; ব্যগ্র। বিঃ **-পরতা**—দক্ষতা, সচেষ্টতা। বিণঃ **-পরায়ণ**—তাহাতে আসক্ত বা মনোযোগী, তন্নিষ্ঠ। বিঃ **-পরায়ণতা**। বিঃ **-পুরুষ**—সেই পুরুষ, পরমপুরুষ ; (ব্যাক) সমাসবিশেষ ; পূর্বপদের বিভক্তি লোপ এবং পরপদের অর্থের প্রাধান্য বিশিষ্ট সমাস (যথা—দুর্গকে আশ্রিত =দুর্গাশ্রিত ; শিল্পে পটু=শিল্পপটু)। বিণঃ **-সংক্রান্ত**—সেই সম্পর্কিত, তদ্বিষয়ক। বিণঃ **-সদৃশ**—তাহার ন্যায়, তাহার তুল্য। বিণঃ **-সম**—তাহার সদৃশ ; (ব্যাক) সংস্কৃত হইতে অবিকৃতভাবে গৃহীত বাঙলা ভাষায় প্রচলিত শব্দ (যথা—সূর্য, হস্ত, ঈশ্বর ইত্যাদি)। বিণঃ **-স্থলাভিষিক্ত**—তাহার পদে অধিষ্ঠিত বা নিযুক্ত ; প্রতিনিধি ; বদলী। বিণঃ **-স্বরূপ**—তাহার সদৃশ।

**তত্তাবৎ**—বিণঃ সেই সমস্ত।

**তত্তুল্য**—বিণঃ তাহার তুল্য, তাহার ন্যায়, সেই প্রকার। [তৎ+তুল্য]।

**তত্ত্ব**—বিঃ তদ্বিষয়ক জ্ঞান ; বিজ্ঞান (পুরাতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব) ; ঐশ্বরিক বা পারমার্থিক জ্ঞান (তত্ত্বকথা) ; প্রধান বিষয় (মূল তত্ত্ব) ; ব্রহ্ম (তত্ত্বজ্ঞান, পরমতত্ত্ব) ; সত্য, যাথার্থ্য, তথ্য, স্বরূপ ; সংবাদ, খোঁজ (তত্ত্ব লওয়া) ; উপঢৌকন (বিয়ের তত্ত্ব)। [তদ্+ত্ব]। ক্রিঃ **-করা**—খোঁজ লওয়া ; উপঢৌকন পাঠানো। বিঃ **-চিন্তা**—দার্শনিক চিন্তা, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা। বিঃ **-জিজ্ঞাসা**—সত্য বা তথ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষাজনিত প্রশ্ন। বিণঃ **-জিজ্ঞাসু**—পারমার্থিক তথা ব্রহ্মজ্ঞানলাভে ইচ্ছুক। বিণঃ **-জ্ঞ**—যিনি তত্ত্ব জানেন ; ব্রহ্মজ্ঞ ; দার্শনিক ; ধর্মতত্ত্ববিদ্। বিঃ **-জ্ঞান**—ব্রহ্মজ্ঞান, পারমার্থিক জ্ঞান ; প্রকৃত

জ্ঞান ; দার্শনিক জ্ঞান। বিণঃ **-জ্ঞানী**—ব্রহ্মজ্ঞানী, দার্শনিক। অব্যঃ **-তঃ**—স্বরূপতঃ, যথার্থতঃ। বিঃ **-তল্লাস, -তালাস**—খোঁজ খবর, তত্ত্ব পাঠানো বা লৌকিকতা। বিণঃ **-দর্শী**—তত্ত্বজ্ঞ, বিচক্ষণ, জ্ঞানী ; স্বরূপদর্শী। বিঃ **-দর্শিতা**। বিণঃ **-বিৎ**—যিনি তত্ত্ব জানেন, জ্ঞানী। বিঃ **-বিদ্যা**—দর্শন-শাস্ত্রবিশেষ—যাহাতে পদার্থের মূল তত্ত্বের আলোচনা থাকে, entology। বিঃ **-বিবেক**—তত্ত্ববিষয়ে বিশেষ জ্ঞান।

**তত্ত্বানুসন্ধান**—বিঃ তথ্যের বা সত্যের খোঁজ ; ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের চেষ্টা ; প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভের চেষ্টা। বিণঃ **তত্ত্বানুসন্ধায়ী**—তত্ত্বজিজ্ঞাসু, তথ্যান্বেষী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **তত্ত্বানুসন্ধায়িনী**।

**তত্ত্বাবধান**—বিঃ পরিচালন, পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ, যত্ন গ্রহণ।

**তত্ত্বাবধায়ক**—বিঃ, বিণঃ যে তত্ত্বাবধান করে এমন, তত্ত্বাবধানকারী, পরি-দর্শক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **তত্ত্বাবধায়িকা**।

**তত্ত্বাবধারক**—বিঃ, বিণঃ তত্ত্বনির্ণায়ক, তত্ত্বনির্ধারক, স্বরূপনির্ণেতা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **তত্ত্বাবধারিকা**।

**তত্ত্বাবধারণ**—বিঃ প্রকৃত তত্ত্ব বা সত্য নিরূপণ ; স্বরূপজ্ঞান, যাথার্থ্যবোধ।

**তত্ত্বালোচনা**—বিঃ দার্শনিক জ্ঞান, সত্য তত্ত্ব ইত্যাদির চর্চা আলোচনা বা অনুশীলন।

**তত্ত্বীয়**—বিণঃ তত্ত্ববিষয়ক, সিদ্ধান্ত সম্বন্ধীয়, তাত্ত্বিক, theoretical। **-রসায়ন**—তত্ত্বসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, theoretical chemistry।

**তত্র**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ সেখানে, তথায় ; (আগু) তত, তেমন। [তদ্+ত্র]। বিণঃ **ত্য**—সেখানকার, তথাকার।

**তত্রাচ**—অব্যঃ তবুও, তথাপি।

**তত্রাপি**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ তবুও, তথাপি ; সেখানেও, সেক্ষেত্রেও।

**তথা**—অব্যঃ সেইস্থান, সেখান (তথা হইতে আগত) ; সেইপ্রকার, তেমন (যথা গাছ তথা ফল) ; উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত স্বরূপ (তথা মহাভারতে) ; এবং, আরও, অপিচ, এমনকি (জাতি তথা সমগ্র দেশ)। [তদ্+থা]। বিণঃ **-কথিত**—ঐ নামে প্রচলিত বা আখ্যাত কিন্তু উহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বিণঃ **-কার**—সেখানকার। অব্যঃ **-চ**, **-পি**—তবুও, তাহা হইলেও। বিণঃ **-বিধ**—সেই প্রকার। বিণঃ **-ভূত**—তদবস্থ, সেই অবস্থা-প্রাপ্ত ; সেই প্রকারে উৎপন্ন। অব্যঃ **-য়**—সেখানে।

**তথাগত**—(১) বিঃ তথা অর্থাৎ পরম অবস্থা গত অর্থাৎ প্রাপ্ত ; নির্বাণ-প্রাপ্ত ব্যক্তি, বুদ্ধদেব। (২) বিণঃ সেই প্রকারে গত বা আগত।

**তথাস্তু**—অব্যঃ তাহাই হউক।

**তথি**—(১) সর্বঃ তথায় ; তাহাতে। (২) অব্যঃ আরও, অপিচ ; তাহা হইতে।

**তথৈব, তথৈবচ**—অব্যঃ সেই প্রকারই।

**তথ্য**—(১) বিঃ যাথার্থ্য, প্রকৃত ব্যাপার বা খবর। (২) বিণঃ যথার্থ, সত্য। বিণঃ **-বাহী**—যাহা প্রকৃত বা সত্য সংবাদ বহন করে।

**তথ্যানুসন্ধান**—বিঃ তত্ত্ব বা প্রকৃত ব্যাপার জানিবার চেষ্টা, তত্ত্বান্বেষণ। বিণঃ **তথ্যানুসন্ধায়ী**।

**তদতিরিক্ত**—বিণঃ তাহার অপেক্ষা বেশী ; তাহা ছাড়া।

**তদনন্তর**—ক্রি-বিণঃ তাহার অব্যবহিত পরে, অতঃপর।

**তদনুগ, তদনুগামী, তদনুবর্তী, তদনুসারী**—বিণঃ তাহার অনুসরণকারী, তাহার অনুবর্তী ; তাহার মত বা পথ অবলম্বনকারী ; সেই রকম।

**তদনুযায়ী**—(১) বিণঃ তদ্রূপ, তাহার অনুগামী, সেইমত। (২) ক্রি-বিণঃ তদনুসারে, সেই অনুসারে।

**তদনুরূপ**—বিণঃ সেইরূপ, তাহার সদৃশ ; তাহার ন্যায়।

**তদনুসারে**—ক্রি-বিণঃ তাহার অনুসরণ করিয়া, সেই প্রণালীতে, সেই নির্দেশানুযায়ী।

**তদন্ত**—বিঃ তাহার শেষ ; অনুসন্ধান, অন্বেষণ।

**তদন্তর**—ক্রি-বিণঃ তাহার পর।

**তদন্য**—বিণঃ তাহা হইতে পৃথক বা ভিন্ন। [তৎ+অন্য]।

**তদপেক্ষা**—ক্রি-বিণঃ সেই তুলনায়।

**তদবধি**—ক্রি-বিণঃ সেই সময় হইতে ; ততদূর পর্যন্ত ; তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া ; সেইকাল হইতে বা পর্যন্ত।

**তদবস্থ**—বিণঃ সেই অবস্থাপ্রাপ্ত ; সেই প্রকারে অবস্থিত।

**তদবির**—বিঃ পরিদর্শন, দেখাশুনা ; কার্যসিদ্ধির জন্য চেষ্টা ; উপায়, প্রতিকার। [আ]। বিণঃ **তদবিরে**—তদবির কার্যে পটু।

**তদর্থ, তদর্থে**—(১) ক্রি-বিণঃ সেই উদ্দেশ্যে, সেই কারণে ; তন্নিমিত্ত। (২) বিঃ তাহার মানে।

**তদর্থক**—বিণঃ এই উদ্দেশ্যে অবস্থিত, বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে গঠিত।

**তদ্**—(১) সর্বঃ সেই ; সে, তিনি ; প্রসিদ্ধ। (২) বিঃ ব্রহ্ম। (৩) অব্যঃ সেই হেতু, তবে।

**তদা**—অব্যঃ তখন, সেকালে, সে সময়ে।

**তদাকার**—বিণঃ সেইরূপ আকার বিশিষ্ট ; তদ্রূপ।

**তদাত্মা**—বিণঃ তৎস্বরূপ, তাহার সহিত অভিন্নমনা। বিঃ **তাদাত্ম্য**—তৎস্বরূপতা।

**তদানীং**—অব্যঃ তখন, তৎকালে।

**তদানীন্তন**—বিণঃ তৎকালীন, তখনকার।

**তদারক**—বিঃ অনুসন্ধান ; পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, দেখাশুনা। [আ]। বিণঃ **তদারকি, -কী**—তদারক করে এমন।

**তদীয়**—বিণঃ তাহার, সেই ব্যক্তি সম্বন্ধীয়। [তদ্+ঈয়]।

**তদুপযোগী**—বিণঃ তাহার উপযোগী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **তদুপযোগিনী**।

**তদুপরি**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ তাহার উপর।

**তদুপলক্ষে, -ক্ষ্যে**—ক্রি-বিণঃ সেইসূত্রে, সেই উদ্দেশ্যে।

**তদেক**—বিণঃ তাহার সহিত অভিন্ন (তদেকাত্মা), একমাত্র সেই, অনন্য (তদেকশরণ্য)। [তৎ+এক]।

**তদ্গত**—বিণঃ তাহাতে অভিনিবিষ্ট, একাগ্র। বিণঃ **-চিত্ত**—তন্ময়, একাগ্রচিত্ত। ক্রি-বিণঃ **-চিত্তে**—তন্ময়ভাবে।

**তদ্দণ্ডে**—ক্রি-বিণঃ সেই দণ্ডে, সেই মুহূর্তে।

**তদ্দরুন**—ক্রি-বিণঃ সেইজন্য।

**তদ্দিন**—**ততদিন**-এর কথ্য এবং অধিকতর চলিতরূপ।

**তদ্দেশ**—বিঃ তাহার দেশ ; সেই দেশ বা স্থান।

**তদ্দ্বারা**—সর্বঃ তাহার দ্বারা।

**তদ্ধিত**[1]—বিঃ (ব্যাক) যে প্রত্যয় শব্দের উত্তরে বিহিত হয় (যথা—রাবণ+ই=রাবণি) ; মূল শব্দের উপযুক্ত।

**তদ্ধিত**[2]—(১) বিঃ তাহার মঙ্গল। (২) বিণঃ তদ্বিষয়ে উপযুক্ত।

**তদ্বৎ**—অব্যঃ তাহার তুল্য।

**তদ্বিধ**—বিণঃ সেই প্রকার, সেইরূপ।

**তদ্বির**—**তদবির** দ্রষ্টব্য।

**তদ্বিষয়ক**—বিণঃ সেই বা তাহার বিষয় সম্বন্ধীয়।

**তদ্ব্যতিরিক্ত, তদ্ব্যতীত**—বিণঃ তাহার অতিরিক্ত, তাহা ব্যতীত, অন্য।

**তদ্ভব**—বিণঃ তাহা হইতে উৎপন্ন, (ব্যাক) সংস্কৃতজাত কিন্তু প্রাকৃতে এবং প্রাকৃত হইতে পরিবর্তিত হইয়া বাঙলা ভাষায় স্বাভাবিকভাবে প্রচলিত শব্দ।

**তদ্ভাব**—বিঃ তাহার স্বভাব অবস্থা ধর্ম বা সত্তা ; তাহার চিন্তা। বিণঃ **তদ্ভাবাপন্ন**—তাহার ভাবপ্রাপ্ত।

**তদ্ভিন্ন**—ক্রি-বিণঃ তাহা ছাড়া।

**তদ্রূপ**—বিণঃ সেইরূপ।

**তনখা**—বিঃ বেতন। [ফা]।

**তনয়**—বিঃ পুত্র, ছেলে ('তনয়ে তার তারিণী'—প্রাঃ সঃ)। বিঃ (স্ত্রী) : **তনয়া**—দুহিতা, মেয়ে।

**তনাদি**—বিঃ (ব্যাক) সংস্কৃত তন্ ইত্যাদি ধাতুর গণবিশেষ।

**তনিকা, তন্বী**[1]—বিঃ বাদ্যযন্ত্রের তার।

**তনিমা**—বিঃ কৃশতা, সুন্দরত্ব ('জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা'—রবীন্দ্র)।

**তনু, তনূ**—(১) বিঃ দেহ, শরীর। (২) বিণঃ কৃশ, ক্ষীণ, কমনীয়, কোমল ও সুন্দর ('তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-চ্ছদ, -ত্র, -ত্রাণ**—বর্ম, অঙ্গরক্ষক, সাঁজোয়া। বিঃ **-জ**—তনয়, পুত্র। বিঃ (স্ত্রী) : **-জা**—কন্যা। বিঃ **-তা**—কৃশতা, কোমলতা। বিঃ **-ত্যাগ**—দেহত্যাগ, মৃত্যু। **-মধ্যা**—(১) বিণঃ, বিঃ (স্ত্রী) : ক্ষীণকটি-বিশিষ্টা নারী। (২) বিঃ সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। বিঃ **-রুচি**—দেহের কান্তি। বিঃ **-রুহ**—দেহ হইতে উৎপন্ন, লোম ; পাখির পালক ; কন্যা, পুত্র। **-সম্ভব**—(১) বিঃ পুত্র; অঙ্গজ। (২) বিণঃ যাহা শরীরে জন্মিয়াছে এমন। বিঃ (স্ত্রী) : **-সম্ভবা**—কন্যা। বিঃ **-নপাৎ**—অগ্নি।

**তন্তু**—বিঃ সুতা, আঁশ ; তাঁত। বিঃ **-বায়, -বাপ**—তাঁতী। বিণঃ **-ক**—আঁশের মত ('তন্তুক দোসর ভেল দেহ'—প্রাঃ সঃ)।

**তন্ত্র**—(১) বিঃ শাস্ত্র বা সাধনার মার্গবিশেষ ; শিব ও শক্তি বিষয়ক শাস্ত্র ; আগম নিগম বেদাদি শাস্ত্র ; রাজ্যশাসন পদ্ধতি (প্রজাতন্ত্র, রাজ-তন্ত্র) ; বিদ্যা, শাস্ত্র (অর্থতন্ত্র) ; কোনও বিষয়ে প্রাধান্য স্থাপন (বাদ, তন্ত্র, সাম্যতন্ত্র) ; সিদ্ধান্ত ; অধ্যায় ; মন্ত্রবিদ্যা ; তাঁত ; পশুর অন্ত্র ; তার ; রীতি, পদ্ধতি (রক্ত-সংবহন তন্ত্র)। (২) বিণঃ অধীন (পরতন্ত্র)। বিঃ **-ধারক**—ক্রিয়া-কর্মের সময় পুঁথি দেখিয়া যে ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ করায় এমন।

**তন্ত্রী**[1]—বিঃ বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের তাঁত বা তার, তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র।

**তন্ত্রী**[2]—বিণঃ তারযুক্ত, বাদ্যকর ; কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

**তন্দুর**—বিঃ পাউরুটি রুটি ইত্যাদি সেঁকিবার চুল্লী বা উনানবিশেষ। [ফা]। বিণঃ **তন্দুরী** (রুটি)।

**তন্দ্রা**—বিঃ নিদ্রার আবেশ, অর্ধজাগ্রত অর্ধনিদ্রিত অবস্থা, পাতলা ঘুম। বিণঃ **-লু, তন্দ্রিত**—তন্দ্রাবিষ্ট, যাহার ঘুম পাইয়াছে।

**তন্দ্রি, তন্দ্রিকা, তন্দ্রী**—বিঃ অল্প নিদ্রা; মূর্চ্ছার পূর্বরূপ ; আলস্য।

**তন্নতন্ন**—ক্রি-বিণঃ (মূল অর্থ তাহা নয় তাহা নয়) পুঙ্খানুপুঙ্খ, পাতি-পাতি, অতিসূক্ষ্ম।

**তন্নিবন্ধন**—ক্রি-বিণঃ সেইহেতু, সেজন্য।

**তন্মন**—বিণঃ তন্ময়।

**তন্মনা, তন্মনাঃ, তন্মনস্ক**—বিণঃ তাহাতে নিবিষ্ট চিত্ত, একাগ্রচিত্ত।

**তন্ময়**—বিণঃ তাহা ভিন্ন যাহার অন্য চিন্তা নাই, তদ্গতচিত্ত, তন্মনস্ক। বিঃ **-তা, ত্ব**।

**তন্মাত্র**[১]—অব্যঃ, ক্রি-বিণঃ কেবল সেই-টুকু, তৎপরিমাণ।

**তন্মাত্র**[২]—বিঃ (সাংখ্যদর্শনে) ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম—পঞ্চভূতের এই পাঁচটি গুণ।

**তন্বঙ্গী, তন্বী**[২]—বিণঃ কৃশাঙ্গী, সুন্দর সুগঠিত দেহবিশিষ্টা ('তন্বী শ্যামা শিখরদশনা'—কালিঃ)।

**তন্বী**[১]—**তনিকা** দ্রষ্টব্য।

**তন্বী**[২]—**তন্বঙ্গী** দ্রষ্টব্য।

**তপ** (চলিত), **তপঃ**—বিঃ তপস্যা, যোগ, ব্রত, স্বর্গাদি লাভের জন্য বা সংকল্পসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কঠিন সাধনা, কৃচ্ছ্রসাধন। বিঃ **-ক্লেশ**—তপস্যাজনিত কষ্ট। বিঃ **-প্রভাব, তপোবল**—যোগবল, সাধনা দ্বারা অর্জিত শক্তি।

**তপতী**—বিঃ সূর্যপত্নী ছায়া ; সূর্য-কন্যা। [তপ্+অৎ+ঈ]।

**তপন**—বিঃ সূর্য। বিঃ **-তনয়**—যমরাজ; কর্ণ ; শনিদেব। বিঃ **-তনয়া**—যমুনা নদী ; শমীবৃক্ষ। বিঃ **-তাপন**—রবি-কর, প্রখর সূর্যকিরণ।

**তপনীয়**—(১) বিঃ স্বর্ণ। (২) বিণঃ উত্তপ্ত করিবার উপযুক্ত।

**তপশ্চরণ, -শ্চর্যা, -শ্চারণ**—বিঃ তপস্যা, তপঃ সাধনা, সন্ন্যাস।

**তপসি, তপসী,** (কথ্য) **তপসে**—বিঃ ছোট মাছবিশেষ।

**তপসিল**—**তফসিল**-এর প্রচলিত রূপ।

**তপস্যা**—বিঃ তপ, কঠোর সাধনা, আরাধনা।

**তপস্বী**—বিঃ, বিণঃ যিনি তপস্যা করেন, তাপস, মুনি, যোগী, ব্রতধারী। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **তপস্বিনী**।

**তপোধন, তপোনিধি**—বিঃ তপস্যাই যাহার ধন, মুনি, ঋষি, তপস্বী।

**তপোবন**—বিঃ যে বনে মুনিঋষিগণ তপস্যার জন্য বাস করিতেন, মুনি-ঋষিদিগের আশ্রম ('যে জীবন ছিল তব তপোবনে'—রবীন্দ্র)।

**তপোভঙ্গ**—(১) বিঃ সাধনাভঙ্গ, তপস্যায় প্রতিবন্ধ, ধ্যানের অবসান। (২) বিণঃ তপোভঙ্গকারী।

**তপোমূর্তি**—বিঃ তপস্যার ফলে কৃশ অথচ জ্যোতির্ময় রূপ, তপস্বী।

**তপোলোক**—বিঃ পুরাণোক্ত সপ্তলোকের বা সপ্তভুবনের অন্যতম।

**তপ্ত**—বিণঃ গরম, উষ্ণ ; রুষ্ট ; উৎপীড়িত ; অগ্নিশোধিত (তপঃ-ক্লিষ্ট তপ্ত তনু)। বিঃ **-কাঞ্চননিভ, -কাঞ্চনসন্নিভ**—অগ্নিদ্বারা শোধিত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলতাবিশিষ্ট।

**তর্ফাসিল**—বিঃ তালিকা, বিবরণ। বিণঃ **তর্ফাসিলী**—তর্ফাসিল বা তালিকা-ভুক্ত। বিঃ **তর্ফাসিলী সম্প্রদায়**—সরকারী তালিকায় নির্দিষ্ট ভারতের অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়।

**তফাত, তফাৎ**—(১) বিঃ দূরবর্তী স্থান (তফাতে থাক); ব্যবধান, অন্তর (দুই গ্রামের মধ্যে অনেকখানি তফাত); পার্থক্য, প্রভেদ (দুই বন্ধুর স্বভাবে তফাত আছে)। (২) বিণঃ দূরবর্তী, পৃথক (তফাত করা)।

**তফিল, তবিল**—তহবিল দ্রষ্টব্য।

**তব**[১]—সর্বঃ (পদ্যে) তোমার।

**তব**[২]—অব্যঃ তখন; তাহা হইলে। [ব্রজ, হি]। অব্যঃ **-হি,-হি̐**—তখনই, তবেই। অব্যঃ **-হু, -হু̐**—তথাপি, তবুও।

**তবক**—বিঃ পাত (রূপার পাত), সোনা বা রূপার পাত (তবক দেওয়া সন্দেশ); স্তর, থাক (তবকে তবকে সাজানো বই)। [আ]।

**তবকী**—বিঃ বন্দুকধারী; তবকধারী, যথারীতি সজ্জিত।

**তবর্গ**—বিঃ ত থ দ ধ ন—এই পাঁচ বর্ণ।

**তবল**—বিঃ কুড়ুল। বিঃ **-দার**—কাঠুরিয়া, কুঠারাঘাতে যে কাঠ কাটে। [ফা]।

**তবলচী**—বিঃ তবলাবাদক।

**তবলা**—বিঃ একদিকে চর্মাবৃত বাদ্য-যন্ত্রবিশেষ। [আ]।

**তবিল, তবিলদারি**—**তহবিল**, তহবিল-**দারি**-র কথ্যরূপ ('দে মা আমায় তবিলদারি'—রাঃ প্রঃ)।

**তবিয়ৎ**—বিঃ শরীরের অবস্থা।

**তবু, তবুও**—অব্যঃ তথাপি, তাহা হইলেও।

**তবে**—অব্যঃ তাহা হইলে, সে অবস্থায় (যদি সময় হয় তবে যাব); সেই কারণে (কষ্ট করেছি তবে সফল হয়েছি); অতঃপর (তবে চলি); তাহার পর (আগে বোঝ তবে রাগ করবে); কিন্তু, পক্ষান্তরে (তবে যদি আসে বারণ করব না), আক্রমণাত্মক হুংকার (তবে রে)।

**-তম**[১]—সংখ্যার পূরক বা ভাগসূচক প্রত্যয় (সপ্ততিতম)। (স্ত্রী): **-তমী, -তমা**।

**-তম**[২]—সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ বা অপকর্ষ-সূচক (উচ্চতম, নিকৃষ্টতম)। (স্ত্রী): **-তমা**।

**তমঃ, তম**[৩]—বিঃ অন্ধকার; তমোগুণ, তামসিক ভাব, প্রকৃতির তৃতীয় বা নিকৃষ্টতম গুণ, অজ্ঞানতা।

**তমস**—বিঃ অন্ধকার।

**তমসা**—বিঃ নদীবিশেষ: যাহার তীরে বাল্মীকি কবিত্ব লাভ করেন; (অশুদ্ধ) অন্ধকার।

**তমসাচ্ছন্ন, তমসাবৃত**—বিণঃ তিমি-রাচ্ছন্ন, অন্ধকারে ঢাকা, তমসা দ্বারা আচ্ছন্ন বা আবৃত।

**তমসুক**—বিঃ ঋণস্বীকারপত্র, ঋণ লইবার সময় লিখিত দলিল, খত। **বন্ধকী তমসুক**—বাঁধা রাখিবার দলিল। [আ]।

**তমস্বিনী**—(১) বিঃ অন্ধকার রাত্রি। (২) বিণঃ অন্ধকারময়ী।

**তমাদি**—তামাদি দ্রষ্টব্য।

**তমাল**—বিঃ কৃষ্ণবর্ণ গাবজাতীয় বৃক্ষ-বিশেষ। বিঃ **-ক**—তেজপাতা, সুষুনি শাক। বিঃ **তমালিকা, তমালিনী**—তমলুক, তমালবহুল স্থান; ভুঁই আমলা। বিঃ **তমালী**—বরুণবৃক্ষ।

**তমিস্র**—(১) বিঃ অন্ধকার। (২) বিণঃ অন্ধকারময়। (স্ত্রী)ঃ **তমিস্রা**—(১) বিঃ ঘোর অন্ধকার রাত্রি। (২) বিণঃ অন্ধকারময়ী।

**তমোগুণ**—বিঃ (দর্শনে) প্রকৃতির তিনটি সহজাত গুণের তৃতীয় গুণ।

**তমোঘ্ন, তমোপহ, তমোহর, তমোহা**—(১) বিণঃ অন্ধকার তমোভাব বা অজ্ঞানতা-নাশক। (২) বিঃ সূর্য ; অগ্নি ; চন্দ্র, আলোক ; জ্ঞান, বিদ্যা।

**তমোময়**—বিণঃ অন্ধকারপূর্ণ ; তমোভাবপূর্ণ।

**তম্বি**—বিঃ জুলুম ; ভর্ৎসনা, তর্জন।

**তম্বুর, তম্বুরা**—বিঃ তানপুরা।

**তয়**[১]—বিঃ নিষ্পত্তি, শেষ ; ভাঁজ, পাট।

**তয়**[২]—অব্যঃ তাহা হইলে (আঞ্চলিক)।

**তয়খানা**—বিঃ (গ্রীষ্মকালে বাসের জন্য) মাটির নীচে ঘর। [ফা]।

**তয়ফা**—বিঃ নাচওয়ালী। [আ]।

**তয়ের**—**তৈয়ার**-এর চলিতরূপ।

**তর**[১]—বিণঃ বিভোর, চুর (গান শুনে তর, নেশায় তর)। [ফা]।

**তর**[২]—বিঃ বিলম্ব (তর সইছে না)।

**তর**[৩]—বিণঃ ধরনের, রকমের, প্রকারের (কেমনতর লোক)। [আ]। বিণঃ **-তর, -বেতর**—হরেক রকম, নানা প্রকারের।

**তর**[৪]—বিঃ উত্তরণ (দুস্তর)। [তৃ+অ]। বিঃ **-পণ্য**—পারাণি, পার হইবার মূল্য। বিঃ **-স্থান**—খেয়াঘাট।

**তর**[৫]—বিঃ পায়ে হাঁটিয়া যাইবার যোগ্য স্থান (এলে নায়ে না তরে)।

**-তর**—দুই-এর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইতে ব্যবহৃত প্রত্যয় (বিজ্ঞতর, ক্ষুদ্রতর), আধিক্যসূচক (গুরুতর)।

**তরওয়াল, তরোয়াল**—**তরবার** দ্রষ্টব্য।

**তরকারি**—বিঃ আনাজ, ব্যঞ্জন রাঁধিবার যোগ্য ফলমূলাদি, ব্যঞ্জন। [ফা]।

**তরক্ষু**—বিঃ নেকড়ে বাঘ, হায়েনা।

**তরঙ্গ**—বিঃ ঢেউ, লহরী, ঊর্মি, হিল্লোল, আন্দোলন (সাগর-তরঙ্গ, শব্দতরঙ্গ)। [তৃ+অঙ্গ]। বিঃ **-ভঙ্গ**—ঢেউ ওঠা। বিঃ **-মালা**—ঢেউয়ের পর ঢেউ।

**তরঙ্গাকুল**—বিণঃ প্রচন্ড ঢেউযুক্ত।

**তরঙ্গাভিঘাত**—বিঃ ঢেউয়ের আঘাত।

**তরঙ্গায়িত**—বিণঃ যাহাতে তরঙ্গ উঠিয়াছে, ঢেউ খেলানো, কুঞ্চিত।

**তরঙ্গিণী**—বিঃ নদী, স্রোতস্বিনী।

**তরঙ্গিত**—বিণঃ তরঙ্গযুক্ত ; ভঙ্গীমাপূর্ণ।

**তরঙ্গোচ্ছ্বাস**—বিঃ বড় বড় ঢেউয়ের উত্থান পতন, ঢেউয়ের স্ফীতি।

**তরজমা**—বিঃ অনুবাদ, ভাষান্তর।

**তরজা**—বিঃ লোকসঙ্গীতবিশেষ যাহাতে দুই দলের মধ্যে সদ্য-সদ্য গান রচনা করিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে, কবির লড়াই বা কবিগানজাতীয় সঙ্গীত।

**তরণ**—বিঃ পার হওন, উদ্ধার হওন, যাহা দ্বারা পার হওয়া যায়—অর্থাৎ নৌকা শালতি ভেলা ইত্যাদি। [তৃ+অন]।

**তরণী, তরণি**—বিঃ যাহা পার বা উদ্ধার করে, তরী, নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি।

**তরতম**—বিঃ ন্যূনাধিক, কমবেশী ; সাধারণতঃ 'তারতম্য' বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় ('তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তরতম'—চৈঃ চঃ)।

**তরতর**[১]—**তর**[৩] দ্রষ্টব্য।

**তরতর**[২]—অব্যঃ স্রোতাদির বেগ বা গতিসূচক। [দেশী]।

**তরতাজা**—বিণঃ টাটকা, জীবন্ত। [ফা]।

**তরতিব**—বিঃ নিয়ম, ক্রম, পদ্ধতি, কৌশল। [আ]।

**তরন্তী**—বিঃ নৌকা।

**তরপণ্য—তর**° দ্রষ্টব্য।

**তরপদী**—বিঃ বিণঃ যাহারা পা দ্বারা সাঁতার কাটে, পানকৌড়ি, হাঁস।

**তরফ**—বিঃ দিক্, ধার, পার্শ্ব, শেষ সীমা ; পক্ষ (উনি কোন্ তরফের লোক ?) ; জমিদারের খাজনা আদায়ের মহাল (তরফ গৌরীপুর) ; জমিদারির অংশ বা তাহার অধিকারী বা মালিক (বড় তরফ)। [আ]। বিঃ **-দার**—উপাধিবিশেষ ; তরফের রাজস্ব সংগ্রহ-কর্তা ; দলের লোক ; পক্ষাবলম্বী ব্যক্তি। বিণঃ **তরফা**—একদিকবার ; একপক্ষের (একতরফা শুনে কোন মতামত দেওয়া যায় না)।

**তরবার, তরবারি**—বিঃ কৃপাণ, অসি, খড়্গ, তলোয়ার, sword। [তর্ + বা + অ, ই]।

**তরবুজ**—তরমুজ দ্রষ্টব্য।

**তর-বেতর—তর**° দ্রষ্টব্য।

**তরমুজ**, (বিরল) **তরবুজ**—বিঃ ফুটি জাতীয় ফলবিশেষ। [ফা]।

**তরম্বুজ**—বিঃ তরমুজ ফল।

**তরল**—বিণঃ গলিত, দ্রব, পাতলা (তরল আলতা, তরল পদার্থ) ; বিগলিত, আর্দ্র ('মৃত্যু কথা শুনি যায় দয়ায় তরল') ; অস্থির, চঞ্চল (তরলমতি বালক)। [তৃ+অল]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **তরলা**। বিঃ **-তা, -ত্ব, তারল্য**। বিঃ **-লোচন**—চঞ্চলনয়না মৃগী। বিণঃ **তরলিত**—দ্রবীভূত, বিগলিত। বিণঃ **তরলীকৃত**—যাহা তরল করা হইয়াছে।

**তরলত্রিপদী**—বিঃ বাঙলা কবিতার ছন্দোবিশেষ।

**তরশু**—অব্যঃ আগামী পরশুর পরদিন বা গত পরশুর পূর্বদিন।

**তরসা**—অব্যঃ দ্রুত, শীঘ্র।

**তরস্ত**—বিণঃ ত্রস্ত, তটস্থ, ব্যস্ত।

**তরস্থান**—বিঃ পারঘাট।

**তরস্বান, তরস্বী**—বিণঃ দ্রুতগামী, বেগবান্, বলবান্। [তরস্+বৎ, বিন্]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **তরস্বতী, তরস্বিনী।**

**তরা**—(১) ক্রিঃ (অপ্রচলিত) পার হওয়া, উত্তীর্ণ হওয়া, উদ্ধার পাওয়া ('কত পাপী তরে গেল গুরুর কৃপায়')। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ উদ্ধার করা, পার করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে। ক্রি-বিণঃ **-গতি**—দ্রুতগতি, ঝটিতি।

**তরাই**—(১) বিঃ পর্বতের নিম্নদেশ, জঙ্গল। (২) ক্রিঃ পার করি, পরিত্রাণ করি।

**তরাজু**—বিঃ তুলাদণ্ড, নিক্তি, দাঁড়িপাল্লা। [ফা]।

**তরাস**—বিঃ ত্রাস, ভয়, শঙ্কা।

**তরি—তরী** দ্রষ্টব্য।

**তরিতরকারি**—বিঃ কাঁচা বা আ-রাঁধা শাক-সবজি। [ফা]।

**তরিত্র**—বিঃ নৌকা, যদ্দ্বারা পার হওয়া যায়।

**তরিবত, তরিবৎ**—বিঃ ভদ্রতার রীতিনীতি ; আদবকায়দা, উপদেশ, শিক্ষা। [ফা]। ('...স্বর্ণ-চাঁপা স্মরণ করেন, সভ্য তরিবৎ'—হেম)।

**তরী, তরি**—বিঃ নৌকা, তরণী ('আমায় দাও মা চরণ-তরী')।

**তরীকা**—বিঃ ধারা, প্রণালী, নিয়ম।

**তরু**—বিঃ দ্রুম, বৃক্ষ, গাছ। বিঃ **-কোটর**—গাছের গাত্রস্থ গর্ত। বিঃ **-তল, -মূল**—গাছের তলা, বৃক্ষের তলদেশ। বিঃ **-রাজ, -বর**—দ্রুমশ্রেষ্ঠ ; অশ্বত্থ-বট তাল তমাল প্রভৃতি বড় গাছ। বিঃ **-শির**—বৃক্ষশীর্ষ, গাছের মাথা বা ডগা।

**তরুণ**—(১) বিণঃ নবীন, নবযুবক, অপরিণত ; নবযৌবনপ্রাপ্ত ; কিশোর ; নবোদিত ('তরুণ রবিকর স্নিগ্ধ আলো')। (২) বিঃ কিশোর বালক, নবযুবক। বিঃ **-তা, -ত্ব** ; **তারুণ্য**—নবযৌবন, তরুণ অবস্থা, কৈশোর ; অপরিপক্কতা ; নবীনতা। বিঃ **তরুণিমা**—তারুণ্য। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ **তরুণী**—যুবতী, নবীনা, কিশোরী, নবযৌবনপ্রাপ্তা।

**তরে**—অব্যঃ নিমিত্ত, জন্য ('কার তরে তুই শয্যা দাসী রচিস্ আনন্দে?'—সত্যেন্দ্র)।

**তর্ক**—বিঃ বিতর্ক, বাদানুবাদ, বিচার, যুক্তি, argument ; অনুমান, হেতু, সন্দেহ, বচসা। বিঃ **-জাল**—বহুতর্ক, কূটতর্কের রাশি। বিঃ **-বিজ্ঞান, -বিদ্যা, -শাস্ত্র**—ন্যায়শাস্ত্র, logic। বিঃ **-বিতর্ক, তর্কাতর্কি**—কথা কাটাকাটি, বচসা। বিঃ **তর্কাভাস**—ত্রুটিপূর্ণ-যুক্তি, কুতর্ক। বিণঃ **তর্কিত**—বিচারিত, অনুমিত, আলোচিত ; সম্ভাবিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **তর্কিতা**।

**তর্কী**—(১) বিণঃ তর্ককারী, তার্কিক ; তর্কপ্রিয়, তর্কপটু। (২) বিঃ তর্কশাস্ত্রবেত্তা, নৈয়ায়িক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **তর্কিণী**।

**তর্কু**—বিঃ সূত্রনির্মাণযন্ত্র, টেকো বা টাকু ; তকলি।

**তর্কেতর্কে**—ক্রি-বিণঃ তকে তকে, সাবধানে, সতর্কভাবে ; প্রতীক্ষায়, ওত পাতিয়া, সন্ধানে ('তর্কে তর্কে থেকে প্রহরী চোরটাকে ধরে ফেল্লে')।

**তর্জন**—বিঃ ভর্ৎসনা, তিরস্কার, ক্রোধে গর্জন, ভয় প্রদর্শন ; আস্ফালন, ক্রোধপ্রকাশ ('গোধিকা দেখিয়া বীর করয়ে তর্জন'—কবি কঃ)।

**তর্জনী**—বিঃ হাতের বুড়ো আঙুলের পরের আঙুল।

**তর্জমা**—**তরজমা**-র বানানভেদ।

**তর্জান, তর্জানো**—(১) ক্রিঃ তর্জন করা। (২) বিঃ তর্জন।

**তর্জিত**—বিণঃ তাড়িত, ভর্ৎসিত, ভয় প্রদর্শিত, শব্দিত ('উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত'—রবীন্দ্র)।

**তর্পণ**—বিঃ পিতৃলোকের প্রীত্যর্থে জল দান ; পিতৃযজ্ঞ। বিণঃ **তর্পিত**—যাহার উদ্দেশে তর্পণ করা হইয়াছে, তোষিত। বিণঃ **তর্পী**—তর্পণকারী ; তৃপ্তিকারক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **তর্পিণী**—পদ্মচারিণী লতা।

**তল**—বিঃ নিম্ন ; পৃষ্ঠ, surface (ভূমিতল) ; অধোভাগ ('চরণতলে দিনু হে শ্যাম পরাণ-রতন'—বঙ্কিম) ; মূলদেশ (...'বটের তলে কি যে মায়া'—রবীন্দ্র) ; জলাশয়ের নিম্নস্থল (সমুদ্রতল) ; ক্ষেত্র (সমতল) ; করতল, হাতের চেটো ; গৃহের তলা (একতল, দ্বিতল)। বিঃ **-পেট**—নাভির অধোভাগ ; উদরের নিম্নস্থান। বিঃ **-প্রহার**—চপেটাঘাত, চড়। ক্রি-বিণঃ **তলে তলে**—অন্তরালে থাকিয়া, ভিতরে ভিতরে (তলে তলে তিনি-ই এই সব করাচ্ছেন)।

**তলতল**—অব্যঃ কোমলতা বা নমনীয়তার লক্ষণ প্রকাশক (মাটি ভিজে তলতল করছে)। বিণঃ **তলতলে**—গলিতপ্রায়, অতিশয় নরম।

**তলতা, তলদা, তল্লা**—বিঃ বাঁশের জাতিবিশেষ (সরু ও নরম বাঁশ)।

**তলপি**—**তলপী**-র বানানভেদ।

**তলব**—বিঃ আহবান, ডাক, আমন্ত্রণ; আসিবার জন্য আজ্ঞা (তলব করা, তলব-চিঠি, তলব দেওয়া); বেতন।

**তলবানা**—বিঃ মকদ্দমার সাক্ষী ডাকিবার খরচ; সমন জারি করিবার ব্যয়।

**তলবার**—বিঃ তলওয়ার, তলোয়ার।

**তলা**—বিঃ তলদেশ, নিম্নবর্তী স্থান (কলতলা, গাছের তলা, পায়ের তলা); স্থান, অঞ্চল (বটতলা, ষষ্ঠীতলা); অট্টালিকার উচ্চতা জ্ঞাপক বিভাগ (পাঁচতলা)।

**তলাও**—বিঃ পুষ্করিণী, পুকুর। [ফা]।

**তলাচী**—বিঃ মেঝেয় পাতিবার বেতের চাটাই, দরমা।

**তলাতল**—বিঃ পুরাণোক্ত পাতালবিশেষ ('তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম-রত্নধন')।

**তলাট**—**তল্লাট** দ্রষ্টব্য।

**তলান, তলানো**—(১) ক্রিঃ তলায় পড়িয়া যাওয়া বা নামা; ডুবিয়া যাওয়া (জাহাজটা নদীর মোহনায় তলিয়ে গেল); ভালভাবে বোঝা, অন্তরে প্রবেশ করা (কথাটা তলিয়ে দেখ)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। **পেটে তলান**—পরিপাক হওয়া, পেটে থাকা, উদ্‌গীর্ণ না হওয়া (তার অম্বলের অসুখ এত বেড়েছে যে, সে যা' খায়, কিছুই পেটে তলায় না)।

**তলানি**—(১) বিঃ তলদেশে যাহা পতিত ও সঞ্চিত হয়; তরল পদার্থের নিম্নস্থ গাদ; কাইট, কিট্ট। (২) বিণঃ তলার খবর, ঘরের কথা, ভিতরের অবস্থা।

**তলাফাঁক**—বিণঃ সম্বলহীন; ঋণগ্রস্ত; দেউলিয়া।

**তলাভিঘাত**—বিঃ চাপড়, চড়, চপেটাঘাত।

**তলাশ, তলাস**—**তল্লাস**-এর বানানভেদ।

**তলিত**[১]—বিণঃ তলযুক্ত।

**তলিত**[২]—বিণঃ ভৃষ্ট, ঘৃত বা তৈলে ভর্জিত; তেলে ভাজা ('রোহিত মৎস্য তুমি করহ তলিত')।

**তলী, তলি**—বিঃ প্রান্ত, উপকণ্ঠ।

**তল্প**—বিঃ শয্যা, বিছানা; অট্টালিকা; পত্নী (গুরুতল্প—গুরুপত্নী)। বিঃ **-কীট**—ছারপোকা।

**তল্পক**—বিঃ প্রস্তুতকারক; ফরাস।

**তল্পা**—বিঃ জিনিসপত্রের পুঁটলি; মোট; বোঝা।

**তল্পি**—বিঃ জিনিসপত্রের পুঁটলি; গাঁট্‌রি; বিছানাপত্রের গাঁট্‌রি ('আর আমি থাকব নারে তল্পি তোল'—রজনীকান্ত সেন); পোটলা-পুঁটলি বোচ্‌কা-বুচ্‌কি। বিঃ **-দার, -বাহক**—মুটিয়া, মোটবাহী, ভৃত্য। বিঃ **তল্প**—বিছানাপত্র।

**তল্লাট**—বিঃ প্রদেশ, অঞ্চল, সীমা (কোন তল্লাটে এর জোড়া মিলবে না)।

**তল্লাশ, তল্লাস**—বিঃ খোঁজ, অনুসন্ধান; অন্বেষণ; তত্ত্ব ('যাবার কিঞ্চিৎ আগে খাবার তল্লাস লাগে'—ঈঃ গুপ্ত)। বিঃ **তল্লাশী, তল্লাসী**—বিঃ খাজনা তল্লাসকারী কর্মচারী;

অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি ; অনুসন্ধানের অধিকারদায়ক (তল্লাশী পর-ওয়ানা) ; অনুসন্ধান-বিষয়ক। বিঃ **খানা তল্লাশ—খানা** দ্রষ্টব্য। [আ]।

**তশরীফ**—বিঃ (ব্যক্তিগত) সম্ভ্রম, মহত্ত্ব, সম্মান। **-রাখুন**—বসিতে আজ্ঞা হউক (শিষ্টাচারে)। [আ]।

**তস্বী, তসবী**—বিঃ মুসলমানদের জপ-মালা। [আ]

**তস্বীর, তসবীর**—বিঃ ছবি, চিত্র, প্রতি-মূর্তি ; আলেখ্য ('প্রাচীনা কহিল, এ শাহাজাদা বাদশাহের তসবীর—বঙ্কিম)। [আ]।

**তসর**—বিঃ গুটিপোকার সূত্র ; গুটি-পোকার সূত্রনির্মিত বস্ত্র।

**তসরুফ, তসরূপ**—বিঃ ক্ষতি ; আত্মসাৎ-করণ, চুরি, embezzlement (তহবিল তসরুফের দায়ে তাহার জেল হইয়াছে) ; অনিষ্ট (ফসলের তসরুফ)। [আ]।

**তসলা**—বিঃ রন্ধনপাত্রবিশেষ ; হুড়কা, খিল, বোকনো। [হি]।

**তসলিম, তসলীম**—বিঃ নমস্কার, সালাম, মুসলমানী রীতিতে অভিবাদন।

**তসিল**—**তহসিল**-এর চলিত রূপ।

**তস্কর**—বিঃ অপহারক, দস্যু, চোর। [তৎ+কৃ+অ]। বিঃ **-তা**—চুরি, তস্করবৃত্তি।

**তস্য**—সর্বঃ (অপ্রচলিত) তাহার।

**তহখানা**—বিঃ মাটির নীচের ঘর।

**তহবিল**—বিঃ তবিল ; মজুত জমা ; নগদ টাকা, কোষ, ধনভাণ্ডার। বিঃ **-দার**—নগদ টাকার রক্ষক, কোষা-ধ্যক্ষ। বিঃ **-দারি**—নগদ টাকা ও তাহার হিসাব যে রাখে।

**তহমৎ**—বিঃ নালিশ ; অপবাদ।

**তহরি**—বিঃ লেখার জন্য মেহনত-আনা, লেখার জন্য পারিশ্রমিক ; নির্ধারিত খাজনার অতিরিক্ত অর্থ ; খরি-দ্দারের ভৃত্যকে প্রদত্ত বকশিশ।

**তহসিল, তহশীল, তসিল**—বিঃ সংগৃহীত রাজকর ; আদায় করা খাজনা দাখিলের দফতর। বিঃ **-দার**—জমিদারের যে কর্মচারী মৌজার খাজনা আদায় ওয়াশীল করে। বিঃ **-দারি**—তহসিলদারের কাজ বা ক্ষমতা। [আ]।

**তহি, তহিঁ**—অব্যঃ (ব্রজ ও প্রাঃ বাঃ) অত্র, তথায় ; সেখানে ('তহি কমল-মুখী করত সিনান'—বৈঃ পঃ) ; অধিকন্তু, অতএব ; সেজন্য ; তখন, তাহার মধ্যে।

**তহু, তহুঁ**—সর্বঃ (ব্রজ ও প্রাঃ বাঃ) তাহাতে ('পরাণ হারাণু তহু—চণ্ডীঃ)।

**তহুরি**—**তহরি**-এর রূপভেদ।

**তা১**—(১) বিঃ তাপ ; উত্তাপ, heat, ডিম ফুটাইবার জন্য তাপ, hatch (খোপের ভিতর পায়রাটি এখনও ডিমে তা দিতেছে)। (২) ক্রিঃ যত্নে পালন করা, তোয়াজ করা ('সেই খানেই নিজের ডিমে সদাই দেন তা'—রবীন্দ্র)।

**তা২**—বিঃ মোচড়, চাড়া, পাক ('গোঁফে দেয় তা'—কবি কঃ)।

**তা৩**—বিঃ গোটা কাগজের সম্পূর্ণ একফালি (এক তা কাগজে)। [ফা]।

**তা৪**—অব্যঃ কথার মাত্রা (তা বেশ! তা আমি কি করব?)।

**তা৫**—**তাহা** দ্রষ্টব্য।

**-তা, -ত্ব**—ভাবসূচক প্রত্যয় (ভাবা-লুতা, মনুষ্যত্ব)।

**তাই**[১]—**তাহাই**-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

**তাই**[২]—অব্যঃ সেজন্য, সুতরাং (রেগেছে, তাই কথা কইছে না)। অব্যঃ **-ত, তাইতো**—সেই কারণে, সেইজন্যই তো ; বিস্ময় হতবুদ্ধি ইত্যাদি সূচক (তাইতো কি করা যায়, তাই ভাবছি!)।

**তাই**[৩]—বিঃ তালি দেওয়া ('তাই তাই তাই মামাবাড়ি যাই')।

**তাইদাদ**—**তায়দাদ**-এর রূপভেদ।

**তাইরে-নাইরে**—অব্যঃ বাজে কাজে কালক্ষেপ ; সঙ্গীতের সুর ('অন্তরে মোর বৈরাগী গায়, তাইরে নাইরে নাইরে না' —রবীন্দ্র)। [দেশী]।

**তাউই, তাওই**—**তালুই**-এর রূপভেদ।

**তাওয়া**—বিঃ পাকপাত্র, চাটু, (রুটি সেঁকিবার) ধাতুনির্মিত পাত্রবিশেষ।

**তাওয়ান, তাওয়ানো**—(১) ক্রিঃ তপ্ত করা, তাতানো, রাগানো, হাপরে পুড়াইয়া লাল করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**তাং**—তারিখের সংক্ষিপ্ত লিখন রীতি।

**তাঁকে**—**তাঁহাকে**-এর চলিতরূপ।

**তাঁত**—বিঃ বস্ত্র বয়নযন্ত্র ; চর্মসূত্র ; জীবজন্তুর নাড়ি হইতে তৈয়ারি সূতা, gut। বিঃ **-ঘর, -শালা**—কাপড় বুনিবার গৃহ ; তন্তুবায়ের কর্মশালা। ক্রিঃ **তাঁত বোনা**—তাঁত যন্ত্রে কাপড় প্রস্তুত করা। বিঃ **তাঁতী**—জাতিবিশেষ ; যে কাপড় বোনে ; তন্তুবায়। বিঃ (স্ত্রী) **ঃ তাঁতিনী**। **অতি লোভে তাঁতী নষ্ট**—অতি লাভের লোভে মূলধন নষ্ট হওয়া।

**তাঁবু, তাম্বু**—বিঃ শিবির, tent ; বস্ত্র-নির্মিত-গৃহ। [আ]।

**তাঁবে**—বিঃ অধীনতায়। বিঃ, বিণঃ **-দার** আজ্ঞাধীন ; সেবক, ভৃত্য ; অধীন। বিঃ **-দারি, দারী**—আজ্ঞাধীনতা ; সেবকত্ব ; অধীনতা (রামের তাঁবে অনেক লোক কাজ করে)। [আ+ফা]।

**তাঁহা, তাঁহি**—অব্যঃ সেখানে ; তথায় ('যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই। তাঁহি কমল পরকাশ'॥—বৈঃ পঃ)।

**তাঁহাকে, তাঁহারা**—সর্বঃ (সম্ভ্রমে) তিনি শব্দের বিভিন্ন বিভক্তির রূপ (তাঁহাকে, তাঁহাদের, তাঁহাদিগকে)।

**তাক**[১]—বিঃ তাগ, লক্ষ্য, টিপ, নিশানা (বন্দুকে তাক করা) ; আন্দাজ, নজর (লাগে তাক, না লাগে তুক।—প্রবচন) ; আশ্চর্য, বিস্ময় ; অবাক ('হুজুর ত অবাক, লেগে গেল তাক্'—দ্বিঃ রায়)।

**তাক**[২]—বিঃ থাক, আলমারি প্রভৃতিতে জিনিসপত্রাদি রাখিবার খুপরি-বিশেষ। [আ]।

**তাক**[৩]—সর্বঃ (ব্রজ ও প্রাঃ বাঃ) তাহার, তাহাকে ('কি করব হাম তাক পরবোধে'—বিদ্যাঃ)।

**তাকত, তাকৎ, তাগদ**—বিঃ শক্তি, সামর্থ্য ; বল। [আ]।

**তাকতম্বি**—বিঃ শরীর রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন।

**তাকর**—সর্বঃ (ব্রজ) তাহার ('যো পুরুখ দেখত তাকর ভাগি' —বিদ্যাঃ)।

**তাকা**—ক্রিঃ অপেক্ষা করা, কামনা করা, লক্ষ্য করা, প্রতীক্ষা করা, অনুমান করা ; মনে মনে চিন্তা করা ; বাঞ্ছা করা।

**তাকাদা, তাকিদ**—**তাগাদা**-র রূপভেদ।

**তাকান, তাকানো**—(১) ক্রিঃ চাওয়া, দৃষ্টিপাত করা ; দেখা। (২) বিঃ স্থির লক্ষ্য করানো, এক দৃষ্টে চাওয়ানো ; দৃষ্টিপাতকরণ (মেয়েটার দিকে আর তাকানো যায় না)।

**তাকাবি, তাকাবী**—বিঃ অগ্রিম দত্ত মুদ্রা, দাদন ; ভূমিহীন প্রজাকে ঋণ বা অগ্রিম টাকা দিয়া সাহায্য।

**তাকিয়া**—বিঃ ঠেসান দিবার বড় বালিশ ; গির্দা। [ফা]।

**তাগ**—বিঃ টিপ, লক্ষ্য, নিশানা, তাক (বন্দুকের তাগ অব্যর্থ না হ'লে বাঘ শিকার করা যায় না) ; ওত (চিতে বাঘটা তাগ করেছিল)।

**তাগড়া, তাগড়াই**—বিণঃ বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ, লম্বা চওড়া (লোকটার যেমন তাগড়াই চেহারা, তেমনি তাগড়া জোয়ান)। [হি]

**তাগা**—বিঃ বাহুর অলঙ্কারবিশেষ ; অনন্ত ; হাতে বাঁধিবার মন্ত্রপূত মাদুলি বা সুতা ; ডোর, রক্ত সংবহন রোধ করিবার নিমিত্ত বন্ধনী ('শিরে কৈল সর্পাঘাত তাগা বাঁধিবি কোথায় ?'—প্রবচন)।

**তাগাড়**—বিঃ চুন সুরকি কাদা ইত্যাদি জলের সহিত মিশাইবার কুণ্ড ; বীজধান তুলিবার সময়ে জলসিঞ্চন দ্বারা চষা জমিতে যে কাদা প্রস্তুত করা হয়। [তুর্কী]।

**তাগাদা, তাকাদা**—বিঃ (১) খাতকের নিকট পাওনা টাকার জন্য পীড়ন ; (২) জরুরী কাজ, অতি প্রয়োজন ; (৩) কোন কাজ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ ; স্মরণ করাইয়া দেওয়া (লেখার জন্য তাগাদা ; টাকার জন্য তাগাদা)।

**তাগারী**—বিঃ রাঁধা ভাত তরকারী রাখিবার ধাতু পাত্রবিশেষ ; বৃহৎ গামলাবিশেষ। [দেশী]।

**তাচ্ছল্য, তাচ্ছিল্য**—বিঃ অবজ্ঞা, অবহেলা ; তুচ্ছ জ্ঞান ; অশ্রদ্ধা।

**তাজ[১]**—বিঃ মস্তকের আবরণবিশেষ ; মুকুট, crown ; টোপর ('হেমকুণ্ডল মণিময় তাজ, কেয়ূর কনক হার !'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-মহল**—সম্রাট শাহজাহানের পত্নী মমতাজের সমাধিসৌধ—বিশ্বের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য বস্তুর অন্যতম। [আ]।

**তাজ[২]**—বিঃ তর্জন।

**তাজা**—বিণঃ টাট্‌কা ('তাজা তাজা ভাজাপুলি ভেজে ভেজে তোলে'—ঈঃ গুপ্ত) ; নূতন (তাজা সংবাদ) ; জীবন্ত (তাজা কই মাছ) ; সতেজ, প্রফুল্ল (তার মনটা এখনও বেশ তাজা আছে)। [ফা]।

**তাজিয়া**—বিঃ শিয়া সম্প্রদায়ের মহরম যাত্রায় বাহিত হোসেন-হাসানের কবরের প্রতীক ; গোঁয়ারা ; মহরম উৎসব। [ফা]।

**তাজী, তাজি**—বিঃ উৎকৃষ্ট অশ্ব, আরবদেশীয় ঘোড়াবিশেষ ('আইসে চড়িয়া তাজি সৈয়দ মোগল কাজি'—কবি কঃ)। [আ]।

**তাজ্জব**—(১) বিণঃ বিস্ময়জনক, অদ্ভুত ; বিস্মিত ; আশ্চর্য (তাজ্জব ব্যাপার)। (২) বিঃ বিস্ময়। [আ]।

**তাঞ্জাম**—বিঃ মনুষ্যবাহিত কুর্সি আকার খোলা পাল্কি ; সুসজ্জিত চতুর্দোলা, শিবিকাবিশেষ ; ধাতুময় সুসজ্জিত পাল্কী ('নবাব মীরকাসেম আলি খাঁ তাঞ্জাম হইতে অবতরণপূর্বক এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন'—বঙ্কিম)।

**তাড়**[১]—বিঃ হার ; আঘাত ; ধ্বনি।
**তাড়**[২]—বিঃ তৃণের আঁটি ; উপহারের অলঙ্কারবিশেষ ; পর্বত ; তালবৃক্ষ।
**তাড়ক**—বিণঃ যে তাড়না করে এমন, তাড়নকারী।
**তাড়কা**—বিঃ (স্ত্রী) ঃ যে আক্রমণ করিয়া মনুষ্যাদি বধ করে ; রাক্ষসী ; সুকেতুর কন্যা, সুন্দ দানবের স্ত্রী ও মায়াবী মারীচের জননী ; রামচন্দ্র তাড়কা ও মারীচ উভয়কেই বিনাশ করিয়াছিলেন।
**তাড়ন, তাড়না**—বিঃ উৎপীড়ন, প্রহার, শাসন (যমের তাড়না), ভৎর্সনা ; তিরস্কার। বিঃ (স্ত্রী) ঃ **তাড়নী**—লাঠি, কষা, চাবুক, কোড়া, যাহা দ্বারা তাড়না করা হয়।
**তাড়স**—বিঃ বেদনা-যন্ত্রণার প্রভাব (টীকার তাড়সে জ্বর এসেছে)। **তাড়সের জ্বর**—ব্যথা যন্ত্রণাজনিত জ্বর, sympathic fever।
**তাড়া**[১]—(১) ক্রিঃ পশ্চাদ্ধাবন বা আক্রমণ করা (তেড়ে যাওয়া)। (২) বিঃ আক্রমণের নিমিত্ত পশ্চাদ্ধাবন (ডাকাতের তাড়া, পুলিশের তাড়া) ; তাড়না, ধমক, তিরস্কার (মার কাছে পুত্র যায়, বাপে দিলে তাড়া) ; আক্রমণাত্মক ব্যবহার, ভয় প্রদর্শন (তাড়া পেয়ে ভামটা সরে পড়েছে)।
**তাড়া**[২]—বিঃ ত্বরা, ব্যস্ততা, তাগিদ, শীঘ্রতা ; দ্রুততা, জরুরী, urgency (তাড়াতাড়ির কাজ, বাড়ী যাবার তাড়া নাই) ; শীঘ্র করিবার জন্য পীড়াপীড়ি (তাড়া দেওয়া)। **-তাড়ি**—(১) ক্রি-বিণঃ ব্যস্ততার সঙ্গে, অতি শীঘ্র। (২) বিঃ ব্যস্ততা বা শীঘ্রতার প্রয়োজন, (কোন তাড়াতাড়ি নেই, ধীরে ধীরে খাও)। বিঃ **-হুড়া, -হুড়ো**—তাড়াতাড়ি বা অত্যন্ত ব্যস্ততা (খবরটা আসা মাত্রই বাড়ীতে তাড়াহুড়া পড়ে গেল) ; উৎপীড়ন (তাড়াহুড়োয় প্রাণ যায় আর কি!)।
**তাড়া**[৩]—বিঃ আঁটি, বাণ্ডিল, গোছা।
**তাড়ান, তাড়ানো**—(১) ক্রিঃ বিদায় করা, দূর করা, খেদাইয়া দেওয়া, বহিষ্কৃত করা, দূরীভূত করা ('তাড়াইব তারে আমি ছাড়াইব দেশ' —ঈঃ গুপ্ত) ; রাখালী করা (মাঠে মাঠে গোরু তাড়ানো)। (২) বিঃ, বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [তড়্+ণিচ্+আন]।
**তাড়ি**[১]—বিঃ গোছা, বাণ্ডিল, ছোট তাড়া।
**তাড়ি**[২], **তাড়ী**—বিঃ তাল বা খেজুরের গাঁজানো রস, toddy (মদ্যবিশেষ)।
**তাড়িত**[১]—বিণঃ শাসিত, তিরস্কৃত, তাড়না করা হইয়াছে এমন, দণ্ডিত, প্রহৃত, উৎপীড়িত ; দূরীকৃত।
**তাড়িত**[২]—(১) বিণঃ তড়িৎ-সম্বন্ধীয়, বৈদ্যুতিক ; বিদ্যুৎ হইতে জাত, উৎপন্ন ; তড়িৎ দ্বারা চালিত বা পূর্ণ। (২) বিঃ তড়িৎ, বিদ্যুৎ। বিঃ **-বার্তা**—বৈদ্যুতিক যন্ত্র দ্বারা দূরে প্রেরিত সংবাদ, টেলিগ্রাম। বিঃ **-বার্তাবহ**—টেলিগ্রাম, telegraph।
**তাড়িতালোক**—বিঃ বিজলী বাতি, বৈদ্যুতিক আলোক।
**তাড়ু**—বিঃ ময়রার ভিয়ান, বড় খুন্তি।
**তাড্যমান**—বিণঃ যাহাকে আঘাত করা হইতেছে বা তাড়না করা হইতেছে এমন ; বাদ্যমান।

**তাণ্ডব**—বিঃ তণ্ডু-নৃত্য প্রণালীর স্রষ্টা এবং প্রবর্তক তাণ্ডব ঋষি ; উদ্দাম নৃত্য (শিব তাণ্ডব) ; পুরুষের নৃত্য ; প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার (ঝড়ের তাণ্ডব)। বিঃ **-লীলা**—প্রলয়কালীন রুদ্রশিবের উদ্দাম নৃত্য ; ধ্বংসাত্মক ব্যাপার।

**তাত**[১]—বিঃ পিতা, পিতৃতুল্য ব্যক্তি ; পিতৃসম গুরুজন, খুল্লতাত, পিতৃব্য ; পুত্রতুল্য ব্যক্তিকে স্নেহ সম্বোধন।

**তাত**[২]—বিঃ আঁচ, উষ্ণতা, উত্তাপ (আগুনের, রোদের তাত)।

**তাতল**—বিণঃ (ব্রজ) তপ্ত, উষ্ণ ('তাতল উপলে কোলে সলিল কণা'—ক্ষীরোদ)।

**তাতা**—(১) ক্রিঃ গরম হওয়া, তপ্ত হওয়া ; তাতিয়া উঠা, ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ গরম করা, উত্তেজিত করা, ক্ষেপানো। (২) বিঃ বিণঃ ঐ সকল অর্থে।

**তাতা-থৈ**—অব্যঃ তাণ্ডব নৃত্যের বোল-বিশেষ।

**তাতাল**—বিঃ রাং ঝাল লাগাইবার যন্ত্র।

**তাৎকালিক**—বিণঃ সমসাময়িক, তৎ-কালীন ; সেই সময়কার।

**তাত্ত্বিক**—(১) বিণঃ তত্ত্বজ্ঞ ; তত্ত্বীয়, theoretical। (২) বিঃ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি (ভূ-তাত্ত্বিক)।

**তাথৈ**—**তাতা-থৈ**-এর রূপভেদ।

**তাথ্যিক**—বিণঃ তথ্যপ্রধান, তথ্যমূলক।

**তাদাত্ম্য**—বিঃ তাহার সহিত একাত্ম বা একীভাব, অভেদ। [তদাত্মন্+য]।

**তাদৃশ**—বিণঃ সেই রকম, তদ্রূপ। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ **তাদৃশী**।

**তাধিয়া**—**তাতা-থৈ**-এর রূপভেদ।

**তান**—বিঃ সঙ্গীতের স্বরবিস্তার, সুরের আলাপ, সুরেলাধ্বনি ; সুর ('থাকিয়া থাকিয়া কাননে পাপিয়া কানন ছাপিয়া তুলিছে তান'—রবীন্দ্র) ; গানের রাগিণীর আলাপ মাত্রা (তান মান লয় প্রভৃতি)। ক্রিঃ **-ছাড়া**—মুক্তকণ্ঠে গান করা ('মা বলে একবার তারা নামে ছাড় তান')। ক্রিঃ **-ধরা**—বিশেষ সুরের গমক মূর্চ্ছনাদি সহ গান করা ('এইবার তান ধর, আর বিলম্ব করো না'—প্রবচন)।

**তানপুরা**—বিঃ তম্বুরা, তন্ত্রীযুক্ত বাদ্য-যন্ত্রবিশেষ।

**তানা, তানা-পড়েন**—বিঃ বস্ত্রের লম্বা দিকের ও প্রস্থের সুতা। **টানা-পড়েন** দ্রষ্টব্য, warp and woof।

**তানা-না-না**—অব্যঃ গানের বোল, গানের প্রারম্ভিক স্বরালাপন ; (ব্যঙ্গে) কাজের আরম্ভে কালহরণ বা কালক্ষেপ (তানা-না-না করে দিন কেটে গেল হরি)।

**তান্তব**—বিণঃ তন্তুনির্মিত ; তন্তু-সম্বন্ধীয় ; সূত্রনির্মিত।

**তান্ত্রিক**—বিণঃ তন্ত্রশাস্ত্রবেত্তা বা তন্ত্রশাস্ত্র-মতাবলম্বী ; তন্ত্রশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় ; তন্ত্রশাস্ত্রবিহিত (তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ বা সাধনা)। বিঃ **-তা**।

**তাপ**—বিঃ উষ্ণতা, heat ; ক্রোধ, দুঃখ, জ্বর। বিঃ **-ত্রয়**—ত্রি-বিধ দুঃখ, যথা—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধি-ভৌতিক ('ত্রি-বিধ তাপেতে তারা নিশিদিন হতেছি সারা')। বিঃ **-মান**—উত্তাপ-পরিমাপক যন্ত্র, থার্মো-মিটার, ব্যারোমিটার।

**তাপক**—বিণঃ যে তাপ দেয় বা উত্তপ্ত করে ; দুঃখদায়ক, তাপজনক ; মনস্তাপকারী।

**তাপন**—(১) বিঃ সূর্য কিরণ ; সূর্য-কান্তমণি—মদনের পঞ্চবাণের মধ্যে একটি। (২) বিণঃ তাপজনক।

**তাপনীয়**—বিণঃ বিঃ তাপ প্রয়োগের যোগ্য ; তাপ্য ; তাপজননের যোগ্য ; তপ্ত করিবার উপযোগী।

**তাপস**—বিণঃ বিঃ তপস্বী, মুনি, তপস্যাকারী (তাপস কিশোর)। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ **তাপসী**। বিঃ **-তরু**—তাপদ্রুম, ইঙ্গুদী বৃক্ষ। বিঃ **তাপস্য**—তাপসের আচরণ বা ধর্ম।

**তাপহারক**—বিণঃ ত্রি-তাপহারকারী।

**তাপা**—(১) ক্রিঃ তাতা, গরম হওয়া, তাপ লওয়া, পোহানো। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ তপ্ত করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে। ক্রিঃ **-য়ল**—(ব্রজ) তাপিত করিল, সন্তপ্ত করিল ('তাপায়ল এ তনু বিরহে')।

**তাপাধিক্য**—বিঃ তাপের আতিশয্য, উত্তাপের বাহুল্য।

**তাপিত**—বিণঃ উত্তপ্ত, তাপপ্রাপ্ত, ক্লিষ্ট ; যাহাকে সন্তপ্ত করা হইয়াছে ; দুঃখিত ('হে হরি সুন্দর! তৃষিত তাপিত মম প্রাণ শীতল কর')।

**তাপী[১]**—বিণঃ উত্তপ্ত, তাপপ্রাপ্ত ; সন্তাপযুক্ত ; তাপযুক্ত ; দুঃখ-ক্লিষ্ট। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **তাপিনী** (...'তাপিনী বৈর মদন-শর-ধারা'—বৈঃ পঃ)।

**তাপী[২]**—বিঃ বুদ্ধ।

**তাপীয়**—বিণঃ উষ্ণতা-সম্বন্ধীয়।

**তাফতা**—বিঃ পশমী বা রেশমী বস্ত্র-বিশেষ ; ধূপছায়া চেলী ; রেশম ও পশমমিশ্রিত শীতবস্ত্র। [ফা]।

**তাবৎ**—(১) অব্যঃ বিণঃ সেই সমস্ত, সমুদয় (তাবৎ লোক) ; তৎ-পরিমাণ। (২) অব্যঃ (সমুঃ) ততক্ষণ, সেই পর্যন্ত (যাবৎ তুমি না আস, আমি তাবৎ কাল অপেক্ষা করব)। (৩) সর্বঃ সকল লোক (বৈষ্ণব সমাজের তাবতের মুখে কৃষ্ণ-কথা)।

**তাবিজ**—বিঃ কবচ, মাদুলি ; বাহুর ভূষণবিশেষ। [আ]।

**তামড়ি**—বিঃ তাম্রবর্ণ উপরত্নবিশেষ, garnet।

**তামরস**—বিঃ পদ্ম, সরোজ ; স্বর্ণ ; তাম্র ; দ্বাদশ অক্ষর সমন্বিত সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ ('যথা ফলে মধুময় তামরস কি বসন্তে কি শরদে'—মধুঃ)।

**তামলী**—বিঃ বারুজীবী ; তাম্বুলী ; পান ব্যবসায়ী জাতিবিশেষ।

**তামস**—বিণঃ তামসিক, অন্ধকারময়, নিন্দিত ; গর্হিত ; তমোভাবাপন্ন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **তামসী**—অন্ধকার রজনী। বিঃ **তামস-যজ্ঞ**—বিধিহীন, দক্ষিণাশূন্য, শ্রদ্ধাহীন, নিষ্ঠাবিহীন যজ্ঞ।

**তামসিক**—বিণঃ তমোগুণান্বিত ; তমোভাবপূর্ণ ; তমোগুণ-সম্বন্ধীয় ; মেঘাচ্ছন্ন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **তামসিকী**।

**তামসী**—**তামস** দ্রষ্টব্য।

**তামা**—বিঃ ধাতুবিশেষ। বিণঃ **-টে**—তামার মত রং বিশিষ্ট, তাম্রাভ। বিঃ **তামা-তুলসী**—তামা ও তুলসী

পাতা (হিন্দু মাত্রেই এই বস্তুদ্বয়কে এত পবিত্র মনে করেন যে, ইহা স্পর্শ করিয়া শপথ গ্রহণ করিলে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহারা নিঃসংশয় হইয়া থাকেন)।

**তামাক, তামাকু, তামুক**—বিঃ তাম্রকূট, পাতা বা গাছবিশেষ; ধূমপর্ণী, ধূমপানের জন্য গুড়-মিশানো-তামাক ('ছেলেরা ধরিল খেলা, বৃদ্ধরা তামুক'—রবীন্দ্র)। ক্রিঃ **তামাক খাওয়া, তামাক টানা, তামাক ফোঁকা**—তামাকের ধূমপান করা; তামাকের ধোঁয়া হুঁকা গড়গড়ার নলের ভিতর দিয়া টানিয়া পান করা। ক্রিঃ **তামাক সাজা**—ধূমপানের নিমিত্ত হুঁকা প্রভৃতির কলিকাতে তামাক দিয়া আগুন ধরানো।

**তামাদি**—বিঃ দাবী করিবার নির্দিষ্ট কালের অতিক্রমণ। বিণঃ **তামাদী**—অবধারিত সময় ব্যতিক্রমে অগ্রাহ্য, time-barred (তামাদী হওয়া, তামাদী দলিল)। [আ]।

**তামাম**—বিণঃ সমস্ত, বিলকুল; সমুদয়; সমগ্র; সম্পূর্ণ; শেষ। বিঃ **তামামি**—সমাপ্তি, অবসান (সাল তামামি)।

**তামাশা, তামাসা**—বিঃ ক্রীড়া, বাজী; খেলা (তুমি তামাশা দেখতে এসেছ); প্রদর্শনী; মজা, পরিহাস, ঠাট্টা (ঠাট্টাতামাসায় কাজ নেই); কৌতুক। বিণঃ **-দার**—কৌতুক-প্রদর্শনকারী।

**তামিল**[১]—বিঃ পালন; রক্ষা; মান্য ('কল্লে সে পাহারা শীঘ্র হুকুম তামিল রাজার'—দ্বিঃ রায়)। [আ]।

**তামিল**[২]—বিঃ দক্ষিণ ভারতের ভাষা-বিশেষ; দ্রাবিড় ভাষার একটি অতি প্রাচীন প্রধান শাখা। [তা]।

**তাম্বু, তাঁবু**—বিঃ বস্ত্রাবাস, শিবির।

**তাম্বুরা**—বিঃ তানপুরা।

**তাম্বুল**—বিঃ পানপত্রবিশেষ; যাহা চুন খয়ের সুপারি সহযোগে খাওয়া হয়। বিঃ **-রাগ**—পান খাইলে ঠোঁটে যে রং হয়। **তাম্বুলিক, তাম্বুলী**—বিণঃ বিঃ তাম্বুল ব্যবসায়ী; তামলী জাতি।

**তাম্বুলকরঙ্ক**—বিঃ পানের ডিবে; তাম্বুল রাখিবার পাত্রবিশেষ। বিঃ **-বাহিনী**—পর্ণপত্রবহনকারিণী, দাসী।

**তাম্বুলপত্র**—বিঃ পানলতার পাতা, পর্ণ-পত্র।

**তাম্বুলবল্লী**—বিঃ পানের গাছ, পর্ণ-লতা।

**তাম্বুলরস**—বিঃ পানের রস, পানের পিক।

**তাম্বুলাধার**—বিঃ পানের বাটা, পান-পাত্রবিশেষ; পর্ণাধার।

**তাম্র**—(১) বিঃ ধাতুবিশেষ, তামা, copper; অরুণবর্ণ; কুষ্ঠরোগ-বিশেষ। (২) বিণঃ অরুণবর্ণ-বিশিষ্ট, রক্তবর্ণযুক্ত। বিণঃ **তাম্রকেশ**—তামার ন্যায় বর্ণ-যুক্ত কেশ। বিঃ **-কুণ্ড**—পূজায় ব্যবহার্য পাত্রবিশেষ। বিঃ **-পট্ট, -পত্র, -ফলক**—তামার পাটা বা তক্তি, copperplate (যাহাতে সেকালের রাজাজ্ঞাবলী ক্ষোদিত হইত)। বিঃ **-পল্লব**—রক্তবর্ণপত্রযুক্ত, অশোক গাছ; রক্ত-পল্লববিশিষ্ট বৃক্ষ। বিঃ **-পাত্র**—তাম্র-নির্মিত বাসন। **-পুষ্প**—(১) বিঃ ভুঁই-চাঁপা, রক্তকাঞ্চন গাছ। (২) বিণঃ তামা রঙের ফুলযুক্ত (বৃক্ষ)। **-বর্ণ**—(১) বিঃ তামার ন্যায় বর্ণ।

(২) বিণঃ তামাটে, তামার মত রঙ্‌বিশিষ্ট। বিঃ **-লিপি**—তাম্রফলকে উৎকীর্ণ লিপি। বিঃ **-শাসন**—তামার পাতে খোদিত রাজানুজ্ঞা।
**তাম্রাভ**—(১) বিণঃ তাম্রের আভাযুক্ত, তামাটে। (২) বিঃ রক্তচন্দন। বিণঃ **-রুচি**—পিঙ্গল, তাম্রবর্ণবিশিষ্ট।

**তাম্রকূট**—বিঃ তামাক। বিঃ **-সেবন**—তামাক খাওয়া ('তাম্রকূট-ধূম আনিত, মুহূর্তে পরে আনন্দের ঘুম'—দেবেন্দ্র সেন)।

**তাম্রাশ্ম** (-শ্মন্)—বিঃ পদ্মরাগ মণি।

**তায়**—(১) সর্বঃ (কাব্যে) তাহাতে, তাহাকে। (২) অব্যঃ (সমু) ঃ তাহাতে আবার ('যদি ধন নাশ হয়, তায় কিবা আসে যায়'; 'একে রাত্রি আঁধার ঘোর, তায় ভীষণ ঝড়ের তোড়')। [তাহা+৭মীর ১ বচন]।

**তায়দাদ**—বিঃ পরিমাণ, সংখ্যা; সীমা; জমির চৌহদ্দির বিবরণ-সম্বলিত দলিল। [আ]।

**তায়ব**—অব্যঃ তথাপি, তবু।

**তার১**—বিঃ ধাতুর সূত্র, wire (লোহার তার বীণার তার, টেলিগ্রাফের তার); তার, বীণার তার, টেলিগ্রাফের তার); বার্তা পাঠাও; তা'কে তার করা হয়েছে)।

**তার২**—বিণঃ উচ্চস্বর (তারস্বরে চীৎকার)। [তৃ+অ]।

**তার৩**—বিঃ পারগমন, উত্তরণ ('বিপৎসাগর তার কর হে হরি')।

**তার৪**—বিঃ স্বাদ, আস্বাদ (ব্যঞ্জনের তার)।

**তার৫**—ক্রিঃ ত্রাণ কর ('তনয়ে তার তারিণী'—রাম দত্ত)।

**তার৬**—**তাহার** শব্দের চলিত রূপ।

**তারক**—(১) বিণঃ যে পার করে; উদ্ধার কর্তা। (২) বিঃ কর্ণধার, উদ্ধারকারী, রক্ষক; ভেলা; **নক্ষত্র**; তারা (চোখের তারা); অসুরবিশেষ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **তারিকা**। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **তারকা২**। বিঃ **-নাথ**—শিব। বিঃ **-ব্রহ্ম** (ব্রহ্মন্), **-ব্রহ্মনাম**—যুগ ভেদে ইহার পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। কলিযুগের তারক ব্রহ্মনাম—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'।

**তারকা১**—বিঃ নক্ষত্র, তারা; চোখের তারা; *—এই চিহ্ন: ইংরেজী star শব্দের অনুকরণে বিশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্রী (সিনেমার তারকা)।

**তারকা২**—**তারক** দ্রষ্টব্য।

**তারকান্বিত**—বিণঃ তারকাখচিত বা চিহ্নিত; নক্ষত্রযুক্ত, উৎকৃষ্ট অভিনেতা বা অভিনেত্রী রূপে পরিচিত।

**তারকারি**—বিঃ তারকাসুর-নিধনকারী কার্তিকেয়।

**তারকিণী**—**তারকী** দ্রষ্টব্য।

**তারকিত**—বিণঃ তারকা চিহ্নিত বা খচিত; তারকাযুক্ত।

**তারকী**—বিণঃ তারকিত, তারকাযুক্ত।
**তারকিণী**—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ তারকাময়ী (তারকিণী রজনী)। (২) বিঃ রাত্রি।

**তারণ**—(১) বিণঃ উদ্ধারকর্তা, ত্রাণকারী (ভব-তারণ, অধম-তারণ)। (২) বিঃ ত্রাণ, পারকরণ; উদ্ধারকরণ।

**তারণি**—বিঃ যাহার দ্বারা পার হওয়া যায়; নৌকাদি।

**তারতম্য**—বিঃ কমবেশি, ইতরবিশেষ, ন্যূনাধিক, তরতম।

**তারপর**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ অতঃপর, ঐ সময়ের পরে।

**তারপলিন**—বিঃ ত্রিপল বা তিরপল, আলকাতরা মাখানো মোটা সূতার পাল, tarpulin।

**তারপিন**—**তার্পিণ** দ্রষ্টব্য।

**তারল্য**—বিঃ তরলতা, চঞ্চলতা, তরল অবস্থা ; অস্থিরমতিত্ব, অদৃঢ়তা।

**তারা**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ দেবীবিশেষ ; যিনি দুস্তর ভব-সাগর পার করেন ; নিস্তারিণী ; দুর্গার মূর্তিভেদ ; দশমহাবিদ্যার একজন ; বৌদ্ধ-দেবীবিশেষ ; বালী বা সুগ্রীবের পত্নী (পঞ্চ কন্যার একজন) ; (সংগীতে) উচ্চ সপ্তক ('উদারা মুদারা তারা')। বিঃ **-নাথ, -পতি**—চন্দ্র, চাঁদ ; শিব ; বৃহস্পতি ; বালী; সুগ্রীব। বিঃ **-পথ**—আকাশ। বিঃ **-পীড়**—চন্দ্র ; নৃপবিশেষ। বিঃ **পুত্র**—বুধ।

**তারিকা**—(১) বিঃ তালরস, তাড়ি। (২) বিণঃ পরিত্রাণকারিণী।

**তারিখ**—বিঃ মাসের প্রথম হইতে সংখ্যাত দিন, date। [আ]।

**তারিণী**—(১) বিণঃ ত্রাণকারিণী, ভগবতী, নিস্তারিণী। (২) বিঃ (স্ত্রী)ঃ দুর্গা।

**তারিফ, তারিপ**—বিঃ প্রশংসা, বাহবা, বাহাদুরি। [আ]।

**তারুণ্য**—বিঃ নবীনতা, তরুণতা ; যৌবন ; তরুণ অবস্থা ; প্রথমাবস্থা ; কাঁচা অবস্থা।

**তার্কিক**—বিঃ বিণঃ তর্কপ্রিয় ; তর্ক-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ; নৈয়ায়িক ; তর্কপটু।

**তার্পিন, তার্পিণ**—বিঃ সরল চির বা pine জাতীয় বৃক্ষের নির্যাসে তৈয়ারি তৈলবিশেষ, tarpentine।

**তাল**[১]—বিঃ ফল বা গাছবিশেষ (তাল গাছ)। বিঃ **-ক্ষীর**—তালের গোলা জ্বাল দিয়া প্রস্তুত ক্ষীর ; তালের চিনি। বিঃ **-চোঁচা**—বাবুই পাখি। বিঃ **-নবমী**—ভাদ্রমাসের শুক্লা নবমী। ক্রিঃ **তালপড়া**—গাছ হইতে তাল ফলের পতন হওয়া ; (ব্যঙ্গে) পিঠে সশব্দে কিল পড়া (কার পিঠে তাল পড়ল)। **তাল পাতার সেপাই**—অতি কৃশ দুর্বল ব্যক্তি। বিঃ **-পুকুর**—তাল-গাছ বেষ্টিত পুষ্করিণী ('বাবুদের তাল-পুকুরে'—নজরুল)। বিঃ **-বৃন্ত**—তালগাছের ডাঁটাসহ পাতা। বিঃ **-শাঁস**—তালের কচি আঁটির শাঁস।

**তাল**[২]—বিঃ স্তূপ, বড় দলা বা পিণ্ড (এক তাল রূপা)। ক্রিঃ **তাল করা**—জড় করা, স্তূপ করা, তাল পাকানো, পিণ্ডাকারে পরিণত করা, বিপর্যস্ত করা।

**তাল**[৩]—বিঃ (সঙ্গীতে) গীত বাদ্য বা নৃত্যে কালের বিভাগ ; ছন্দ ; হাত-তালি ; করতল (তাল ঠোকা)। ক্রিঃ **তাল কাটা**—(সঙ্গীতে) তাল ভঙ্গ হওয়া। **তাল দেওয়া**—তাল অনুসারে শব্দ করা বা হাত নাড়া। বিণঃ **-কানা**—তালজ্ঞানহীন ; কাণ্ডজ্ঞানহীন। ক্রিঃ **তাল ঠোকা**—বাহু ইত্যাদিতে চপেটাঘাত করিয়া আস্ফালনপূর্বক অপরকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করা। বিঃ **-ভঙ্গ**—বেতালা অবস্থা। ক্রিঃ **তাল রাখা**—সঙ্গীতের তাল বজায় রাখা ; অপরের কর্মের সঙ্গে নিজের কর্ম-সঙ্গতি রক্ষা করা। **তিন্নাতাল, চিমে-**

**তাল**—গানের ধীরগতি তাল ; মধ্যম তাল ; বিলম্বিত তাল ; শ্লথগতি বা দীর্ঘসূত্রতা।

**তাল[৩]**—বিঃ ধকল, ধাক্কা, আকস্মিক বিপদ্ (তাল সামলানো)।

**তাল[৪]**—বিঃ এক বিঘৎ পরিমাণ মাপ ; এক বিতস্তি ('চৌদ্দতাল জলের মধ্যে ময়না আসন করিল')।

**তাল[৫]**—বিঃ পিশাচযোনিবিশেষ ; তাল ও বেতাল নামে দুই পিশাচ (রাজা বিক্রমাদিত্যের অনুচর)।

**তালব্য**—বিণঃ তালু হইতে উচ্চারিত ('বর্ণ')—ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য শ ; তালু-সম্বন্ধীয়।

**তালা[১]**—বিঃ কুলুপ।

**তালা[২]**—বিঃ অট্টালিকাদির উচ্চতা জ্ঞাপক স্তর বা থাক ; তলা (এক-তালা, দোতালা বাড়ী)।

**তালা[৩]**—বিঃ উচ্চ শব্দ ইত্যাদি জনিত বধিরতা ('কানে তালা লাগা')।

**তালাক**—বিঃ মুসলমানদের বিবাহ-বিচ্ছেদ, divorce। [আ]।

**তালি[১]**—বিঃ হাততালি (দেওয়া)।

**তালি[২]**—বিঃ পটি, জোড়, patch (কাপড়ে তালি দেওয়া)।

**তালি[৩]**—তালবৃক্ষ ('ঝরুঝরিয়ে বৃষ্টি পড়ে তমাল তালি বনে')।

**তালিকা**—বিঃ ফর্দ, নির্ঘণ্ট, list।

**তালিম**—বিঃ শিক্ষা, উপদেশ ; শিষ্টাচার ; তরিবত, training। [আ]। ক্রিঃ **তালিম দেওয়া**—শিক্ষা দেওয়া, অভ্যস্ত করা।

**তালিমী**—বিণঃ তালিমপ্রাপ্ত ; শিক্ষিত ('যদ্যপি তাহার তালিমী শিক্ষা হইত, তবে সেই সোয়ালেই পড়িত' —নীলদর্পণ)।

**তালু**—বিঃ টাকরা।

**তালুই**—বিঃ ভগ্নি বা ভ্রাতার শ্বশুর।

**তালুক**—বিঃ জমিদারী, ভূসম্পত্তি ; ভূম্যধিকার ; সরকার বা জমিদারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া ভূসম্পত্তি। বিঃ **-দার**—তালুকের মালিক। বিঃ **-দারি**—ভূসম্পত্তি, তালুকদারের বৃত্তি। বিণঃ **-দারী**—তালুকদারি-বিষয়ক। [আ]।

**তালেবর**—বিণঃ ধনী, মান্যগণ্য। [আ]।

**তাস**—বিঃ খেলিবার জন্য চিত্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ কাগজ। ক্রিঃ **তাস পেটা**—তাস লইয়া খেলা করা। **তাসের ঘর, তাসের বাড়ি**—ক্ষণভঙ্গুর এমন বাড়ি ; অত্যন্ত অনিশ্চিত অবস্থা।

**তাসা, তাসান, তাসানো**—(১) ক্রিঃ নাড়িয়া চাড়িয়া তাস গোছার স্থান অদল বদল করা ; ভেস্তানো ; ভর্ৎসনা করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে।

**তাস্কর্য**—বিঃ চৌর্যবৃত্তি, চোরের বৃত্তি।

**তাহা,** (সংক্ষেপে) **তা**—সর্বঃ সেই বিষয় বা বস্তু। সর্বঃ (২য়া)ঃ **-কে,** (বর্জিত) **-রে**—সেই ব্যক্তিকে ; (বহুবচনে) **-দিগকে, -দেরকে**। **-তে**—(১) সর্বঃ (৭মী) তাহার কারণে ; তাহার মধ্যে, সেইজন্য (তাহাতে লাভ কি) ; তাহা শুনিয়া, তাহার জবাবে, সেই প্রসঙ্গে, তাহার পর (তাহাতে আমার কিছু বলার আছে) ; তাহার সহিত (তাহাতে তোমাতে কি সম্ভাব নাই?)। (২) সর্বঃ (৩য়া) তাহার দ্বারা (তাহাতে দুঃখ ঘোচে না)। (৩) অব্যঃ (সমু)ঃ তথাপি, তাহা সত্ত্বেও (এত চেষ্টা করিয়াও যদি না

পার, তাহাতে লজ্জার কি!); অন্য পক্ষে আবার (একে সে জ্ঞানী গুণী, তাহাতে বেজায় ধনী)। সর্বঃ (ষষ্ঠী); -র—সেই ব্যক্তি বস্তু বা বিষয়ের (লোকটি কেমন, বিষয় সম্পত্তি কি আছে, তাহার কিছুই জানা নাই); তাহার পর, সেই প্রসঙ্গে (তাহার পর সে এই কথা বলিল)।

**তাহে**—(১) অব্যঃ (সমু): (ব্রজ) অধিকন্তু, তাহাতে আবার। (২) সর্বঃ (কাব্যে) তাহাকে, তাহাতে।

**তিক্ত**—(১) বিঃ তিত স্বাদ; কটুরস। (২) বিণঃ কটু বা তিত স্বাদযুক্ত, অপ্রীতিকর (সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠল)।

**তিক্তক**—বিঃ পটোল; চিরতা; কাল খয়ের; ইংগুদীবৃক্ষ; নিম্ব।

**তিগ্ম**—বিণঃ তীক্ষ্ন, উষ্ণ, তীব্র। বিঃ **-কর**—প্রখর রৌদ্র; সূর্য।

**তিজারত, তিজারৎ, তিজরতী**—তেজারত-এর রূপভেদ।

**তিজেল**—বিঃ পাকপাত্রবিশেষ; চেপটা হাঁড়ি, পাতিল। [পো]।

**তিড়িং, তিড়িক্**—অব্যঃ বেগে লম্ফ-দানের ভাব।

**তিড়িং-তিড়িং, তিড়িং-বিড়িং**—অব্যঃ বারংবার অঙ্গভঙ্গী সহকারে ইতস্ততঃ লম্ফন।

**তিড়্‌বিড়্**—অব্যঃ অস্থিরতা প্রকাশক (অত তিড়্‌বিড়্ করছ কেন?)। [দেশী]। বিণঃ **তিড়্‌বিড়ে**—অতিশয় অস্থির বা চপল।

**তিত, তিতো, তিতা১**—**তিক্ত**-র কথ্য-রূপ।

**তিতা২**—(১) ক্রিঃ (কাব্যে) সিক্ত হওয়া, ভিজা ('সর্ব অঙ্গ তিতে পদ্ম-নয়নের জল'—চৈঃ ভাঃ); তিক্ত হওয়া ('মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু তিতায় তিতিল দে'—বৈঃ পঃ)। (২) বিণঃ সিক্ত। ক্রিঃ **-ন, -নো**—ভিজানো, সিক্ত করা; তিক্ত করা।

**তিতিক্ষা**—(১) বিঃ ধৈর্য; সহিষ্ণুতা; ক্ষমা। (২) বিণঃ সহিষ্ণু; শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব। [তিজ+সন্+আ]। **তিতিক্ষিত**—(১) বিণঃ যাহা সহ্য করা গিয়াছে। (২) বিঃ তিতিক্ষাযুক্ত। বিণঃ **তিতিক্ষু**—ক্ষমা-শীল; সহিষ্ণু।

**তিতিবিরক্ত—ত্যক্ত** দ্রষ্টব্য।

**তিতির**—বিঃ পক্ষিবিশেষ।

**তিতীর্ষু**—বিণঃ তরণেচ্ছু; পারগম-নেচ্ছু; ত্রাণাভিলাষী। [তৄ+সন্+উ]।

**তিত্তির**—বিঃ তিতির পাখি।

**তিথি**—বিঃ (১) চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা সীমাবদ্ধ কাল; চান্দ্র মাসের ত্রিশ ভাগের এক এক ভাগ; চান্দ্র-দিন; প্রতিপদাদি পূর্ণিমান্ত। (২) সময়; দিন, কাল; ক্ষণ ('ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল, চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-কৃত্য**—তিথিতে করণীয় কার্য। বিঃ **-ক্ষয়**—একদিনে দুই তিথির ক্ষয় হইয়া তৃতীয় তিথির সংযোগ; ত্র্যহস্পর্শ; অমাবস্যা। বিঃ **-ডোর**—তিথিতে আবদ্ধ এমন, বিবাহ।

**তিথ্যামৃতযোগ**—বিঃ জ্যোতিষ-শাস্ত্র-মতে শুভ লগ্ন বা ক্ষণবিশেষ।

**তিন**—বিঃ বিণঃ ৩ অঙ্ক বা পরিমাণ। বিঃ **-কাল**—মানব জীবনের তিন অবস্থা; বাল্য যৌবন ও প্রৌঢ়

(তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে)। বিঃ **-কুল**—তিন বংশ—পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুল। **-সন্ধ্যা**—**ত্রি-সন্ধ্যা**-র অনুরূপ। ক্রি-বিণঃ **-লাফ**—অতি দ্রুত, সাত তাড়া-তাড়ি।

**তিনাঞ্জলি, তিনাঞ্জলী**—বিঃ প্রেত তর্পণে তিনবার অঞ্জলি করিয়া জল দানের বিধি; চির-বিদায় ('তোর নেহে তিনাঞ্জলী দিআঁ।—শ্রীঃ কীঃ)।

**তিনি**—সর্বঃ (সম্ভ্রমে) সেই ব্যক্তি।

**তিন্তিড়ী, তিন্তিলী, তিন্তিড়, তিন্তিড়ীক**—বিঃ তেঁতুল ফল বা গাছ।

**তিন্দুক, তিন্দুক**—বিঃ গাব ফল বা গাছ।

**তিপ্পান্ন**—বিঃ বিণঃ ৫৩ সংখ্যক বা সংখ্যা।

**তিব্বৎ**—বিঃ হিমালয়ের উত্তরবর্তী দেশ। **তিব্বতী**—(১) বিণঃ তিব্বতীয়। (২) বিঃ তিব্বতের অধিবাসী বা লোক; তিব্বতের ভাষা। বিণঃ **তিব্বতীয়**—তিব্বতে জাত; তিব্বত-সংক্রান্ত।

**তিমি**—বিঃ মৎস্যাকৃতি মহাকায় স্তন্যপায়ী সামুদ্রিক জন্তুবিশেষ, whale। বিঃ **-ঙ্গিল, -ংগিল**—তিমিকেও গিলিতে পারে এত বড়' পৌরাণিক জলজন্তুবিশেষ।

**তিমিত**—বিণঃ স্তিমিত, আর্দ্র, নিশ্চল।

**তিমির**—বিঃ অন্ধকার; তমসা; চক্ষুর রোগবিশেষ, ছানি, দৃষ্টিহীনতা ('তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়—রবীন্দ্র)। বিণঃ **তিমিরাবগুণ্ঠিত**—অন্ধকার রূপ আচ্ছাদনে বা ঘোমটায় ঢাকা; গাঢ় অন্ধকারে আবৃত।

**তিয়াত্তর**—বিঃ বিণঃ ৭৩ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**তিয়াষ, তিয়াস, তিয়াসা**—**তৃষা**-র (পদ্যে ব্যবহৃত) কোমল রূপ ('এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াসা কেমনে আছে সে পাশরি'—রবীন্দ্র)।

**তিরস্করণী, তিরস্করিণী, তিরস্কারিণী**—বিঃ যে বিদ্যাবলে অদৃশ্য হওয়া যায়; পর্দা, বাধা; আবরণ।

**তিরস্কার**—বিঃ অনাদর, ভর্ৎসনা; নিন্দা, ধমক। [তিরস্+কৃ+অ]। বিণঃ **তিরস্কৃত**—অনাদৃত; ভর্ৎসিত; নিন্দিত; তুচ্ছীকৃত; অপবাদিত।

**তিরানব্বই,** (কথ্য) **তিরানব্বুই**—বিঃ বিণঃ ৯৩ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**তিরাশী, তিরাশি**—বিঃ বিণঃ ৮৩ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**তিরি**—বিঃ তিন ফোঁটা চিহ্নিত তাস।

**তিরিক্ষি, তিরিক্ষে, তিরিক্ষি**—বিণঃ যে অল্পে রাগিয়া উঠে; উগ্র, রগচটা (তিরিক্ষি স্বভাব)।

**তিরিশ**—বিঃ, বিণঃ ত্রিশ, ৩০ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**তিরিষা**—বিঃ (প্রাচীন কবিতায়) তৃষা, পিপাসা।

**তিরী**—বিঃ (প্রাচীন কবিতায়) স্ত্রী; স্ত্রীলোক।

**তিরোধান, তিরোভাব**—বিঃ অদৃশ্য হওয়া; অন্তর্ধান; মহাপুরুষের মৃত্যু। [তিরস্+ধা+অন, তিরস্+ভূ+অ]। বিণঃ **তিরোভূত, তিরোহিত**—অদৃশ্য; অন্তর্হিত; তিরোভাব ঘটিয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী): **তিরোভূতা, তিরোহিতা**।

**তির্যক্**—অব্যঃ বিণঃ তেরছা; বাঁকা; কুটিল; মানুষ ছাড়া অন্য (তির্যক

যোনিতে ভ্রমণ)। [তিরস্‌+অনচ্‌ ক্বিপ্‌]। বিঃ **-পাতন**—বকযন্ত্র দ্বারা চুয়ানো। বিঃ **-যোনি**—মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণিরূপে জন্ম, মানবেতর প্রাণীর জাতি (পশু, পক্ষী. কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি)।

**তিল**—(১) বিঃ তেল উৎপন্ন হয় এমন ক্ষুদ্র শস্যবিশেষ ; শরীরে কালো বা লাল রঙের ছোট তিলের মত দাগ ; অতি সামান্য পরিমাণ (তিলমাত্র সময়) ; এক কড়ার আশি ভাগের এক ভাগ। (২) বিণঃ কণামাত্র, বিন্দুমাত্র। বিঃ **-কাঞ্চন**—শ্রাদ্ধের পূর্বে সোনা ও তিলদান। বিঃ **-কুটো** —তিলের মিষ্টান্ন। **তিলকে তাল করা** —সামান্য ঘটনাকে বাড়াইয়া তোলা, অতিরঞ্জিত করা। বিঃ **তিল-তুলসী**—তিল ও তুলসী ; নিঃশেষে পবিত্র দান কার্যে হিন্দুরা ব্যবহার করেন এই দুইটি বিশুদ্ধ জিনিস ('দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ'—বিদ্যাঃ)। **তিলমাত্র, তিলার্ধ, একতিল** —(১) বিঃ বিন্দুমাত্র সময়. স্থান বা অংশ। (২) বিণঃ কণামাত্র, সামান্য মাত্র। (৩) ক্রি-বিণঃ ক্ষণমাত্র, একটু সময়ও। ক্রি-বিণঃ **তিলে তিলে**—খুব ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে।

**তিলক**—(১) বিঃ চন্দন, মাটি ইত্যাদি দিয়া কপাল, বাহু ইত্যাদিতে আঁকা চিহ্ন বা ফোঁটা ('তোমার ধূলির তিলক পরেছি ভালে'—রবীন্দ্র)। (২) বিণঃ গৌরব বাড়ায় এমন, শ্রেষ্ঠ (বংশের তিলক)। ক্রিঃ **-কাটা, -পরা** —গায়ে তিলক আঁকা। বিঃ **-মাটি**—তিলক আঁকার জন্য পবিত্র মাটি, গঙ্গামাটি বা কোনও তীর্থমাটি। বিঃ **-সেবা, -ছাপা, -ছাবা**—তিলক অঙ্কন ; চন্দন, মাটি ইত্যাদির ছাপ বা চিহ্ন ধারণ। বিঃ **তিলকা**—তিল ফুলের মত চিহ্ন। বিণঃ **তিলকী**—তিলক ধারণকারী।

**তিলাঞ্জলি, তিলাঞ্জলী**—বিঃ তিল ও জলের অঞ্জলি ; প্রেততর্পণ ; সম্পর্ক-ত্যাগ, জলাঞ্জলি।

**তিলী**—বিঃ বিণঃ তিলব্যবহারকারী ; জাতিবিশেষ।

**তিলে, তিলা**—বিণঃ তিলমিশ্রিত।

**তিলেক**—(১) বিণঃ এক তিল, অতি সামান্য অংশ বা পরিমাণ। (২) ক্রি-বিণঃ অতি সামান্যক্ষণ, ক্ষণমাত্র ; একটুও, বিন্দুমাত্রও ('তিলেক দাঁড়াও তোমায় দেখি')।

**তিলোত্তমা**—বিঃ অপ্সরাবিশেষ ; তিল তিল করিয়া উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য আহরণ করিয়া যে স্ত্রীরত্ন সৃষ্ট হয় সুন্দ ও উপসুন্দ বধের জন্য।

**তিলোদক**—বিঃ তিল মিশানো জল।

**তিষ্ঠান, তিষ্ঠানো, তিষ্ঠন, তিষ্ঠনো**—(১) ক্রিঃ থাকা, অবস্থান করা। (২) বিঃ শান্তিতে থাকা, সহিয়া থাকা। [স্থা+আন]।

**তিষ্য**—বিঃ পুষ্যানক্ষত্র।

**তিসি**—বিঃ তৈলবীজ, শস্যবিশেষ, মসিনা।

**তিহাই**—**তেহাই** দ্রষ্টব্য।

**তীক্ষ্ন**—বিণঃ খরধার, ধারালো, শানিত ; অতিদ্রুত, অতিক্ষিপ্র (তীক্ষ্নগতি) ; দুরূহ বিষয়ে সহজে প্রবেশ করিতে পারে এমন (তীক্ষ্নধী) ; প্রখর, উগ্র, তীব্র (তীক্ষ্নতেজা) ; সূক্ষ্ম, সতর্ক, সজাগ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **তীক্ষ্না**। বিঃ **-তা, ত্ব**।

**তীবর**—বিঃ মৎস্যজীবী, তিয়র ; ব্যাধ। [তৃ+বর]। বিঃ (স্ত্রী): **তীবরী**।

**তীব্র**—বিণঃ উগ্র, তীক্ষ্ণ ; প্রখর ; দুঃসহ। বিঃ -**তা**। -**দৃষ্টি**—(১) বিঃ কড়া নজর। (২) বিণঃ যে বিশেষ নজর করিয়া সবকিছু দেখে এমন।

**তীর**১—বিঃ কূল, তট, নদী সমুদ্র ইত্যাদির কিনারা বা ধার ('তীরে একা বসে আছি নাহি ভরসা'—রবীন্দ্র)। বিণঃ -**স্থ**—তটবর্তী।

**তীর**২—বিঃ বাণ, শর। বিঃ, বিণঃ -**ন্দাজ**—তীর নিক্ষেপকারী (তীরন্দাজ সৈন্য)। [ফা]।

**তীর্ণ**—বিণঃ উত্তীর্ণ, পার হইয়াছে বা পারে গিয়াছে এমন। [তৃ+ত]।

**তীর্থ**—বিঃ তীরে স্থিত, স্নানের ঘাট ; পবিত্র দেবস্থান ; পবিত্র সলিলা নদী (সপ্ততীর্থ গঙ্গেচ যমুনেচৈব ইত্যাদি) ; গুরু, শিক্ষক (সহতীর্থ বা সতীর্থ) ; পাণ্ডিত্যসূচক উপাধি-বিশেষ (কাব্যতীর্থ, তর্কতীর্থ)। [তৃ+থ]। ক্রিঃ -**করা**—তীর্থে যাওয়া এবং পূজা প্রভৃতি দেওয়া। বিঃ -**যাত্রা**—তীর্থে গমন। বিণঃ বিঃ -**যাত্রী**—তীর্থে গমনকারী, তীর্থে যাইতেছে এমন ব্যক্তি। (স্ত্রী): -**যাত্রিনী**। বিঃ -**বাস**—তীর্থস্থানে দীর্ঘকাল বাস। বিঃ, বিণঃ -**বাসী**—তীর্থে বাস করে এমন ব্যক্তি। বিঃ **তীর্থংকর, তীর্থঙ্কর**—তীর্থ পর্যটক ; জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা শাস্ত্রকার। **তীর্থের কাক**—লোভী ও পরপ্রত্যাশী ব্যক্তি।

**তু**১—অব্যঃ কুকুর ইত্যাদিকে ডাকিবার শব্দ। [দেশী]।

**তু**২—সর্বঃ (ব্রজ) তুই, তুমি। সর্বঃ **তুজ, তুয়া**—তোমার।

**তুই**—সর্বঃ (উপেক্ষায় বা অতিশয় অন্তরঙ্গতায়) তুমি। বিঃ -**তোকারি**—তুই, তোর ইত্যাদি বলিয়া অসম্মান-সূচক সম্বোধন।

**তুঁ, তুঁহুঁ**—সর্বঃ (ব্রজ) তুমি ; (অন্তরঙ্গতায়) তুই ('যব তুঁহুঁ করবি বিচার'—বিদ্যাঃ)।

**তুঁত, তুত**—বিঃ একরকম গাছ ও তাহার ফল, (তুঁত পাতা রেশমকীটের খাদ্য)।

**তুঁতিয়া, তুঁতে**—বিঃ তামা, গন্ধক ও অম্লঘটিত রাসায়নিক দ্রব্য।

**তুঁষ**—**তুষ**-এর রূপভেদ।

**তুক**—বিঃ বশীকরণের জন্য মন্ত্রপ্রয়োগ, জাদু, গুণ। [দেশী]। বিঃ **তাক্**—ঐ সকল অর্থে।

**তুখড়, তুখোড়**—বিণঃ কর্মপটু, দক্ষ ; অভিজ্ঞ ; চালাক-চতুর।

**তুঙ্গ**—(১) বিণঃ উচ্চ, উন্নত। (২) বিঃ উচ্চস্থান। বিণঃ **তুঙ্গী**—(হিন্দু জ্যোতিষে) উচ্চস্থানে অবস্থিত (গ্রহাদি)।

**তুঙ্গভদ্রা**—বিঃ দক্ষিণ ভারতের মহী-শূরের বিখ্যাত নদী।

**তুচ্ছ**—বিণঃ সামান্য : নগণ্য : অবহেলার যোগ্য। বিঃ -**তা**। বিঃ -**তাচ্ছল্য, -তাচ্ছিল্য**—অবহেলা, অবজ্ঞা, তুচ্ছ-জ্ঞান।

'**তুঝ**—সর্বঃ (ব্রজ) তোর, তোমার ('মেঘবরণ তুঝ'—রবীন্দ্র)। সর্বঃ **তুঝে**—তোকে, তোমাকে।

**তুড়া**১, **তুড়ান**—তোড়া দ্রষ্টব্য।

**তুড়া**২—ক্রিঃ তিরস্কার করা ; ধমকানো। [তুন্ড+আ]। অস-ক্রিঃ **তুড়িয়া**, (কথ্য) **তুড়ে**—ধমকাইয়া : কঠিন বা রূঢ় ভাষায় শাসাইয়া ; চটাইয়া বা তেজ প্রকাশ করিয়া।

**তুড়ি**—বিঃ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমাঙ্গুলির সাহায্যে শব্দ ; উপেক্ষা। **তুড়ি মারা**—উপেক্ষা করা। **তুড়ি দিয়া**—অতি সহজে। বিঃ **-লাফ**—হঠাৎ লম্ফ, তড়াক করিয়া লাফ।

**তুড়ী**—বিঃ (সঙ্গীতে) রাগিণীবিশেষ।

**তুড়ুম**—**তুরুম**-এর রূপভেদ।

**তুণ্ড**—বিঃ মুখ (সাধারণতঃ জীব-জন্তুর) ; (পাখীর) ঠোঁট।

**তুত্থ, তুত্থক**—বিঃ তুঁতিয়া। বিঃ **তুত্থাঞ্জন**—তুঁতিয়া হইতে তৈয়ার করা কাজল।

**তুন্দ, তুন্দি**—বিঃ উদর, ভুঁড়ি। বিণঃ **তুন্দিভ, তুন্দিল**—ভুঁড়িওয়ালা, বড় পেট যাহার এমন।

**তুফান**—বিঃ প্রবল ঝড় বাতাস ('এ তুফান ভারি দিতে হবে পাড়ি'—নজরুল)। বিঃ **তুফান-মেল**—ঝড়ের মত দ্রুত গমন করে যে রেলগাড়ি।

**তুবড়ান, তুবড়ানো**—(১) ক্রিঃ টোল খাওয়া ; চুপসানো, চুপসাইয়া যাওয়া। (২) বিণঃ টোল খাইয়াছে বা চুপসাইয়াছে এমন। [আ]।

**তুবড়ি, তুবড়ী**—বিঃ আগুনের ফুলকির ফোয়ারা বাহির হয় এমন আতস-বাজি ; সাপুড়িয়ার লাউয়ের খোল দিয়া তৈয়ারি বাঁশী। **কথার তুবড়ি**—অনর্গল কথার ফোয়ারা।

**তুমার**—বিঃ জমা খরচের খাতা। বিঃ **-নবিস, -নবীস**—হিসাব রক্ষক (সাধারণতঃ জমিদারী সেরেস্তার)।

**তুমি**—সর্বঃ সম্বোধিত দ্বিতীয় ব্যক্তি বা মধ্যম পুরুষ (ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, স্নেহের পাত্র ইত্যাদির উদ্দেশে ব্যবহৃত)।

**তুমুল**—(১) বিণঃ ভয়ানক ; ঘোরতর। (২) বিঃ ভয়ানক বিবাদ।

**তুম্ব, তুম্বক, তুম্বি, তুম্বী**—বিঃ লাউয়ের শুকনো খোল ; ঐ খোল দিয়া তৈয়ারি বাদ্যযন্ত্র।

**তুয়া**—সর্বঃ (ব্রজ) তুমি, তোমাকে, তোমার ('তুয়া অনুরাগে হাম')।

**তুরক**—বিঃ তুরস্কের অধিবাসী, তুর্কী। বিঃ **-সওয়ার**—অশ্বারোহী সৈন্য।

**তুর্কি, তুরকী**—(১) বিণঃ তুরস্ক দেশীয় বা জাতীয়। (২) বিঃ তুরস্কের লোক বা ভাষা বা ঘোড়া। বিঃ **তুর্কি নাচ, তুর্কি নাচন**—ঘুরপাক খাইয়া উদ্দাম নৃত্য ; অত্যন্ত ব্যস্ত ও বিব্রত অবস্থা। বিঃ **তুর্কিস্তান, তুর্কিস্থান**—সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত মধ্য এশিয়ার একটি দেশ (তুরস্ক নহে)। [ফা]

**তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম**—বিঃ ঘোড়া, অশ্ব। [তুর+গম্+অ]। বিঃ (স্ত্রী): **তুরগী, তুরঙ্গী, তুরঙ্গমী**। বিঃ **তুরগী, তুরঙ্গী**—ঘোড়সওয়ার, অশ্বা-রোহী।

**তুরন্ত**—ক্রি-বিণঃ দ্রুত, তাড়াতাড়ি।

**তুরপুন**—বিঃ কাঠে ছেঁদা করিবার যন্ত্রবিশেষ, ভোমর।

**তুরস্ক**—বিঃ দেশের নাম, Turkey। বিঃ **-মণি**—নীলাভ মণিবিশেষ, ফিরোজা।

**তুরি, তুরী**—বিঃ তাঁতের মাকু : যুদ্ধের শিঙা।

**তুরিত, তুরিতে**—ক্রি-বিণঃ (ব্রজ) শীঘ্র, তাড়াতাড়ি, ত্বরিত।

**তুরীয়**—(১) বিণঃ ভাববিহ্বল ; সমাধিমগ্ন ; লোকাতীত ; চতুর্থ ; চরম উন্নত। (২) বিঃ ব্রহ্ম : সমাধি-মগ্ন বিশেষ অবস্থা। বিঃ **তুরীয়ানন্দ**—(ব্যঙ্গে) আত্মহারা বিহ্বল ভাব ; তুরীয়াবস্থার আনন্দ।

**তুর্ক**[১], **তুড়্ক—তুরক**-এর রূপভেদ।

**তুর্ক**[২]—অব্যঃ ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে, চট্‌পট্‌।

**তুরূপ, তুরুফ**—বিঃ তাস খেলায় রঙের তাস বা পিট লইবার জন্য ঐ তাসের ব্যবহার, trump।

**তুরুম**—বিঃ শাস্তি দিবার জন্য অপরাধীর পা আটকাইবার উপযোগী কাঠের যন্ত্র। ক্রিঃ **-ঠোক**—তুরুমে আটকাইয়া শাস্তি দেওয়া ; কঠোর শাসন করা।

**তুরুষ্ক**[১]—**তুরস্ক** দ্রষ্টব্য।

**তুরুষ্ক**[২]—সিহ্লানামক গন্ধদ্রব্য, শিলা-রস।

**তুর্ক, তুর্কি, তুর্কী—তুরক, তুরকি, তুরকী** দ্রষ্টব্য।

**তুল**[১]—বিঃ (কবিতায়) তুলনা, সাদৃশ্য।

**তুল**[২]—বিঃ নিক্তি, দাঁড়িপাল্লা।

**তুলকালাম**—বিঃ ভীষণ কলহ। [আ]।

**তুলট**[১]—(১) বিণঃ তুলা হইতে প্রস্তুত (তুলট কাগজ)। (২) বিঃ তুলা হইতে তৈয়ারি কাগজ (তুলটে লেখা পুঁথি)।

**তুলট**[২]—বিঃ দাঁড়িপাল্লায় মাপিয়া দাতার ওজনের সমপরিমাণ অর্থাদি দান, তুলাদান।

**তুলতুল**—অব্যঃ কোমলতাসূচক শব্দ (অনুকার)। বিণঃ **তুলতুলে**—অতিশয় কোমল, নরম।

**তুলনা**—বিঃ সাদৃশ্য, উপমা ; সদৃশ বিষয় বা বস্তু (তাঁহার 'তুলনা' নাই) ; সাদৃশ্য নিরূপণ বা বর্ণনা (তুলনা হয় না)। বিণঃ **তুলনীয়**—সদৃশ, তুলনার যোগ্য।

**তুলনাত্মক**—বিণঃ উপমা-সংক্রান্ত ; উপমা দ্বারা সম্পাদিত।

**তুলসী**—বিঃ একপ্রকার ছোট গাছ ও তাহার পাতা হিন্দুগণ ইহাকে পবিত্র মনে করে। ক্রিঃ **-দেওয়া**—নারায়ণকে তুষ্ট করার জন্য তাঁহার উদ্দেশে চন্দনমাখা তুলসীপত্র নিবেদন করা। বিঃ **-মঞ্চ**—যে বেদীর উপর তুলসী গাছ রোপণ করিয়া নিত্য ধূপদীপ দেওয়া হয়।

**তুলা**[১]—বিঃ ওজন (তুলাদণ্ড) ; ওজন করিবার যন্ত্র, নিক্তি, দাঁড়িপাল্লা : জ্যোতিষে সপ্তম রাশি ; ৪০০ তোলা পরিমাণ। বিঃ **-দান**—দাতার নিজের দেহের ওজনের সমান অর্থাদি দান তুলট। বিণঃ **-ধারী**—ওজন করে এমন, ওজনকারী। বিঃ **-দণ্ড, -যন্ত্র**—ওজনের যন্ত্র, দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি।

**তুলা**[২]—বিঃ (কাব্যে) তুলনা, উপমা।

**তুলা**[৩]—বিঃ তুলো ; কার্পাস শিমুল প্রভৃতি ফলের ভিতরে সাদা আঁশ।

**তুলা**[৪], **তুলান, তুলানো—তোলা**[৩] দ্রষ্টব্য।

**তুলি, তুলিকা**—বিঃ চিত্রকরের আঁকিবার বা রঙ লাগাইবার কলম ; আগায় অল্প লোম বা তুলা জড়ানো কাঠি (তুলি দিয়া ঔষধ বা রঙ লাগানো)।

**তুলিত**—বিণঃ তুলনা করা হইয়াছে এমন, উপমিত।

**তুলো—তুলা**[৩]-এর কথ্যরূপ।

**তুল্য**—বিণঃ সমান, মত, অনুরূপ। [তুলা +য]। বিণঃ **-মূল্য**—সমকক্ষ ; সমান মূল্যের। বিণঃ **-রূপ**—একই রকম।

**তুষ, তুস**—বিঃ ধান্য ইত্যাদির খোসা ('কিসে আর কিসে ধান্যে আর তুষে' —প্রঃ)। **তুষের আগুন**—যাহা সহজে নিভে না এমন আগুন, তুষের আগুনের ন্যায় দীর্ঘস্থায়ী বেদনা।

**তুষা**—ক্রিঃ তুষ্ট করা, তৃপ্ত করা।

**তুষানল**—বিঃ **তুষাগ্নি**।

**তুষার**—(১) বিঃ বরফ, হিমানী। (২) বিণঃ শীতল। বিঃ **-গিরি, তুষারাদ্রি**—হিমালয় পর্বত। বিণঃ **-ধবল**—বরফের মত সাদা। বিণঃ **-মৌলি, -মৌলী**—তুষারে আবৃত শিখর যাহার (তুষার মৌলী গিরিশ্রেণী)।

**তুষারযুগ**—বিঃ পৃথিবী গঠনের যুগ-বিশেষ, ice-age।

**তুষ্ট**—বিণঃ সন্তুষ্ট, তৃপ্ত, খুশী, আনন্দিত। [তুষ্+ত]। বিঃ **তুষ্টি**—পরিতোষ, তৃপ্তি, সন্তোষ।

**তুহার**—**তোঁহার**-এর রূপভেদ।

**তুহিন**—(১) বিঃ বরফ, তুষার, হিম। (২) বিণঃ বরফের মত অত্যন্ত ঠাণ্ডা।

**তুহ, তুহুঁ**—**তুঁ**-র রূপভেদ।

**তূণ, তূণীর**—বিঃ শর রাখিবার আধার।

**তূবর, তূবরক**—বিঃ গোঁফ দাড়ি গজায় নাই এমন পুরুষ, মাকুন্দ (দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমকে এই বলিয়া বিদ্রূপ করা হইত)।

**তূরী, তূর্য**—বিঃ শিঙা জাতীয় বাদ্য-যন্ত্রবিশেষ, রণশিঙা ('দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে'—রবীন্দ্র)।

**তূর্ণ**—(১) ক্রি-বিণঃ ত্বরায়, সত্বর, অবিলম্বে। (২) বিণঃ শীঘ্রগতি, দ্রুত। [ত্বর+ত]। বিঃ **-পত্র**—ত্বরায় পৌঁছানো হয় এমন চিঠি, express letter।

**তূল**—বিঃ তুলা।

**তূলা**—**তুলা**°-এর বানানভেদ।

**তূলি, তূলী, তূলিকা**—**তুলি** দ্রষ্টব্য।

**তূষ্ণীম্ভাব**—বিঃ নীরবতার ভাব, মৌন-ভাব। [তূষ্ণীম্+ভূ+অ]। বিণঃ **তূষ্ণীম্ভূত**—নীরব, মৌনী।

**তৃণ**—বিঃ দূর্বা, খড়, ঘাস। [তৃহ্+ন]। বিঃ **-জ্ঞান**—তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান, উপেক্ষা। বিঃ **-দ্রুম**—বাঁশ তাল নারিকেল খেজুর প্রভৃতি শাখাহীন বৃক্ষ। বিঃ **-ধান্য**—উড়কি ধান। বিণঃ **-ভোজী**—ঘাস-খড় খাইয়া বাঁচে এমন।

**তৃণাদ**—বিণঃ ঘাস খায় এমন, তৃণভোজী।

**তৃণাসন**—বিঃ ঘাস বা ঘাস জাতীয় জিনিসের তৈয়ারি আসন ; কুশাসন ; আসনরূপে ব্যবহৃত ঘাস বা দূর্বা।

**তৃতীয়**—বিণঃ তিন সংখ্যার পূরক। (১) বিণঃ (স্ত্রী): **তৃতীয়া**। (২) বিঃ পূর্ণিমার বা অমাবস্যার পরবর্তী তৃতীয় তিথি।

**তৃপ্ত**—বিণঃ ভোগ, উপভোগ বা প্রাপ্তির ফলে তুষ্ট, আনন্দিত। বিণঃ (স্ত্রী): **তৃপ্তা**। বিঃ **তৃপ্তি**—আনন্দ, তুষ্টি।

**তৃষা, তৃষ্ণা**—বিঃ পান করিবার ইচ্ছা, পিপাসা ; ভোগ বা লাভ করিবার প্রবল ইচ্ছা। [তৃষ্+ক্বিপ্+আ, তৃষ্+ন+আ]। ('নাহি জানে কী যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষা'—রবীন্দ্র)। বিণঃ **-তুর, -র্ত**—পিপাসিত পিপাসায় কাতর। বিণঃ (স্ত্রী): **-তুরা, -র্তা**। বিণঃ **তৃষিত**—পিপাসিত, তৃষ্ণার্ত। বিণঃ (স্ত্রী): **তৃষিতা**।

**তৃষ্য**—বিণঃ কাম্য, লেভনীয়।

**তে**¹—বিণঃ সেই।

**তে**²—বিণঃ ত্রি, তিন বুঝাইতে অন্য শব্দের পূর্বে যুক্ত হয় (তেরাত্র, তে-তলা)। বিঃ **-এঁটে**—ধূর্ত, পাজি, দুষ্ট, তিন আঁটিওয়ালা। বিঃ **-কাঁটা, -কাটা**—তিন শিরা মনসা গাছ। বিঃ **-কাঠা**—তিনটি কাঠ দিয়া তৈয়ারি। বিণঃ **-কোনা**—তিনটি কোণ আছে এমন, ত্রিকোণ। **-চোখো, -চোখা**—(১)

বিণঃ তিন চোখ আছে এমন। (২) বিঃ ছোট এক রকম মাছ। বিণঃ **-ঠেঙে,** **-ঠেঙে**—তিনটি পায়া বা পা-ওয়ালা। **-তলা, -তালা**—(১) বিণঃ তিন তলা আছে এমন, ত্রিতল। (২) বিঃ তৃতীয় তল বা তলা। বিঃ **-তাল**—সঙ্গীতের তালবিশেষ। বিঃ **-তাস**—তাস লইয়া একরকম জুয়া খেলা। বিঃ **-পায়া**—তিনটি পায়াযুক্ত ছোট টেবিলবিশেষ। বিঃ **-মাথা**—তিনটি পথ যেখানে মিলিয়াছে, তেরাস্তা। বিণঃ **-মেটে**—প্রতিমায় তিনবার মাটির প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে এমন। বিঃ **-মোহানা**—তিনটি নদীর মুখ মিলিয়াছে এমন স্থল। **-শিরা**—(১) বিণঃ তিনটি শির আছে এমন। (২) বিঃ এক রকম মনসাগাছ।

**তেই, তে'ই**—অব্যঃ সেই কারণে, তাই।

**তেইশ**—বিঃ বিণঃ বিশের পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা বা সংখ্যক। [ত্রয়োবিংশ]। বিঃ, বিণঃ **তেইশে**—মাসের ২৩ তারিখ বা তারিখে।

**-তে**—কর্তৃত্ব বুঝাইতে বিভক্তি (গরুতে ঘাস খায়); দ্বারা দিয়া অর্থে (বঁটিতে কেটেছে); হইতে অর্থে (বনেতে পাওয়া কাঠ)। ক্রি-বিণঃ সূচক (ফুর্তিতে কাজ করে)।

**তেউটে**—বিঃ খেসারি ও অপর নানা রকমের মিশানো ডাল।

**তেউড়**—বিঃ কলা ইত্যাদি গাছের চারা।

**তেঁহ**—অব্যঃ (প্রাচীন প্রয়োগ) তাহার দ্বারা।

**তেওড়**[১]—বিঃ খেসারী কলাই।

**তেওড়**[২], **তেওড়া**—(১) বিণঃ বাঁকা, টেরা, তোবড়ানো। (২) বিঃ বাঁকা অবস্থা, বক্রতা। **তেওড়ান, তেওড়ানো**—(১) ক্রিঃ বাঁকা করা বা বাঁকিয়া যাওয়া। (২) বিঃ বিণঃ বাঁকা।

**তেওর**—বিঃ ধীবর, মাছের ব্যবসায়ী জাতি, তীবর।

**তে'**[১]—সর্বঃ (প্রাচীন প্রয়োগ) তাহারা।

**তে'**[২]—অব্যঃ (প্রাচীন প্রয়োগ) সেই কারণে।

**তে'ই**—অব্যঃ (প্রাচীন) তজ্জন্য, তাই, সুতরাং ('নাহি দয়া তব প্রতি তে'ই অতি ক্ষুদ্র কায়া করি সৃজিলা তোমারে'—মধুঃ)।

**তে'তুল**—বিঃ এক রকম টক ফল ও তাহার গাছ; তিন্তিড়ী। বিণঃ **তে'তুলে**—তে'তুলের মত দেখিতে; অত্যন্ত টক স্বাদ এমন। **তে'তুলে বিছা**—তে'তুলের মত রঙ ও গাঁঠ-বিশিষ্ট বিছা।

**তে'দড়**—বিণঃ দুষ্ট, পাজি, বেহায়া।

**তেজঃ, তেজ**—বিঃ শক্তি, বল; পরাক্রম, বীর্য; তাপ, দীপ্তি; তীব্রতা।

**তেজন**—বিঃ তীব্রকরণ; প্রজ্বলিতকরণ; উদ্দীপ্তকরণ।

**তেজপত্র**—বিঃ তেজপাত বা পাতা; মসলা; বৃক্ষবিশেষের পাতা।

**তেজবর**—বিঃ তৃতীয় বার বিবাহ করিতেছে এমন বর। বিণঃ **তেজবরে**—তৃতীয় পক্ষে বিবাহকারী।

**তেজস্কর**—বিণঃ শক্তি বা তেজ বৃদ্ধি করে এমন। [তেজঃ+কৃ+অ]।

**তেজস্ক্রিয়**—বিণঃ (বিজ্ঞানে) যাহা হইতে এক প্রকার রশ্মি বা কণা আপনা হইতে বিকীর্ণ হয় এমন, radio-active। [তেজঃ+ক্রিয়]।

**তেজস্বান্, তেজস্বী**—বিণঃ মানসিক সাহস ও শক্তি আছে এমন; পরাক্রমশালী; বীর্যবান; তেজী; তেজো-

ময়, জ্যোতির্ময়। [তেজঃ+বৎ, বিন্ অস্ত্যর্থে]। বিণঃ (স্ত্রী): **তেজস্বতী, তেজস্বিনী**।

**তেজা, ত্যজা**—ক্রিঃ (কবিতায়) ত্যাগ করা, ছাড়িয়া যাওয়া। ক্রিঃ **তেজই**—(ব্রজ) ত্যাগ করে। ক্রিঃ **তেজলি**—ছাড়িলি, ত্যাগ করিলি। ক্রিঃ **তেজলু** (**-লুঁ**)—(ব্রজ) ছাড়িলাম, ত্যাগ করিলাম। ক্রিঃ **তেজব**—(ব্রজ) ত্যাগ করিব, ছাড়িয়া যাইব।

**তেজারত**—সুদের কারবার; ব্যবসায়-বাণিজ্য। বিঃ **তেজারতি**—সুদে টাকা খাটাইবার পেশা ; সুদে টাকা খাটানো। বিণঃ **তেজারতী**—তেজারতি সংক্রান্ত ; কারবার-সম্বন্ধীয় (তেজারতী কারবার)। [আ]।

**তেজাল, তেজালো**—বিণঃ তীব্র ; তেজী, ঝাঁজালো।

**তেজিমন্দি**—বিঃ দামের বা বাজারের উঠতি-পড়তি।

**তেজী**—বিণঃ শক্তিশালী, তেজস্বী (তেজী ঘোড়া) ; তীব্র, তেজস্কর (তেজী ঔষধ) ; উঠন্ত (তেজী বাজার)।

**তেজীয়ান্**—বিণঃ অতিশয় শক্তিমান, মহাবিক্রমশালী।

**তেজোগর্ভ**—বিণঃ ভিতরে তেজ আছে এমন, তেজঃপূর্ণ।

**তেজোময়**—বিণঃ দীপ্ত, উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়, বীর্যবান্। বিণঃ (স্ত্রী): **তেজোময়ী**। [তেজঃ+ময়ট্]।

**তেজোমূর্তি, তেজোরূপ**—(১) বিঃ দীপ্ত চেহারার মূর্তি বা পুরুষ। (২) বিণঃ তেজস্বী মূর্তিবিশিষ্ট।

**তেজোহীন**—বিণঃ তেজ নাই এমন, দুর্বল, ম্লান।

**তেঞি**—**তেঁই**-র রূপভেদ।

**তেড়**—**তেউড়**-এর চলিতরূপ।

**তেড়ছ, তেড়ছা**—**তেড়চা, তেরছা**-র রূপভেদ।

**তেড়া**—**টেড়া**-র রূপভেদ।

**তেড়ে**—অস-ক্রিঃ, ক্রি বিণঃ তাড়া করিয়া, শাসাইয়া বা তর্জন সহ আক্রমণ করিয়া। [তাড়্+ইয়া>এ]। ক্রি-বিণঃ **-ফুঁড়ে**—সশব্দে তাড়া করিয়া। ক্রি-বিণঃ **-মেড়ে**—সবেগে আক্রমণ করিয়া ('তেড়েমেড়ে ডাণ্ডা করে দেব ঠাণ্ডা'—সুঃ রাঃ)।

**তেতাল্লিশ**—বিঃ, বিণঃ চল্লিশের পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা বা সংখ্যক, ৪৩, ত্রিচত্বারিংশৎ।

**তেতো**—**তিত**-র চলিতরূপ।

**তেত্রিশ**—বিঃ, বিণঃ ত্রিশের পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা বা সংখ্যক, ৩৩, ত্রয়স্ত্রিংশৎ।

**তেন**—অব্যঃ (প্রাচীন কবিতায়) তেমন।

**তেনা**[১]—সর্বঃ তিনি। সর্বঃ **-কে**—তাঁহাকে। সর্বঃ **-র**—তাঁহার। সর্বঃ **-দের**—তাঁহাদের। সর্বঃ **-রা**—তাঁহারা।

**তেনা**[২]—**টেনা**-র রূপভেদ।

**তেপলতে**—বিঃ গাছবিশেষ।

**তেপান্তর**—বিঃ জনহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তর ; রূপকথায় বর্ণিত অজানা প্রান্তর ('তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপ কথার'—রবীন্দ্র)।

**তেপ্পান্ন**—**তিপ্পান্ন**-র কথ্যরূপ।

**তেমত**—বিণঃ তেমন, সেইরূপ। [তাহা+মত]। ক্রি-বিণঃ **তেমতি**—(প্রাচীন কবিতায়) সেইরূপে, সেইরূপ, তেমন ('তেমতি আমিরে তোরে বাঁধিব পরাণে'—মধুঃ)।

**তেমন**—(১) বিণঃ সেই রকম। (২) ক্রি-বিণঃ সেই রকমে। **-ই**—(১) বিণঃ ঠিক সেই রকম। (২) ক্রি-বিণঃ তখনই, সঙ্গে সঙ্গে।

**তেয়াগ**—**ত্যাগ**-এর কোমল রূপ। ('নির্মমচিত্তে তেয়াগো, জননী, দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব 'পরে' —রবীন্দ্র)।

**তের, তেরো**—বিঃ, বিণঃ দশের পর তৃতীয় সংখ্যা বা সংখ্যক, ১৩; ত্রয়োদশ। বিঃ, বিণঃ **-ই**—মাসের তের তারিখ বা তারিখের।

**তেরচা, তেরছা, তেরছ**—বিণঃ টেরা, তির্যক।

**তেরপল**—**ত্রিপল**-এর কথ্যরূপ।

**তেরস্পর্শ**—**ত্র্যহস্পর্শ**-র কথ্যরূপ।

**তেরাত্তির**—**ত্রিরাত্র**-এর কথ্যরূপ।

**তেরিজ**—বিঃ অঙ্কের যোগ বা সমষ্টি।

**তেরিমেরি**—বিঃ ক্রোধ প্রকাশ; অশ্লীল গালাগালি।

**তেরিয়া, তেরিয়ান**—বিণঃ মারমুখো, উগ্র; কোপন।

**তেল**—বিঃ তিল সরিষা নারিকেল বাদাম ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত স্নেহ পদার্থ; দম্ভ, অহঙ্কার। [তৈল]। বিণঃ **-কুচকুচে, -চুকচুকে**—তেল মাখানো মসৃণ ও চকচকে। বিণঃ **-চিটে**—তেলমাখানো ও মলিন। বিণঃ **-তেলে**—মসৃণ; পিছল; তৈলাক্ত। **তেল দেওয়া**—কলকব্জায় তেল লাগানো; তোষামোদ করা। বিঃ **-ধুতি**—যে ধুতি বা কাপড় পরিয়া গায়ে তেল মাখা হয়। বিঃ **-পড়া**—ঝাড়-ফুঁকের তেল। **তেল মাখানো**—অন্যের শরীরে তেল মর্দন করা; তোষামোদ করা। **তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠা**—হঠাৎ অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া উঠা। **নিজের চরকায় তেল দেওয়া**—অপরের ব্যাপার ছাড়িয়া নিজের কাজে মন দেওয়া।

**তেলা**—বিণঃ তৈলাক্ত, পিছল। **তেলা মাথায় তেল দেওয়া**—যাহার প্রয়োজন নাই তাহাকে দেওয়া; যাহার আছে তাহাকে আরও দেওয়া।

**তেলাকুচা, তেলাকুচো**—বিঃ দেখিতে পটোলের মত এক রকম ফল, বিম্ব (পাকিলে সুন্দর লাল বর্ণ হয়)।

**তেলান, তেলানো**—(১) ক্রিঃ তেল মাখানো; তেল মাখাইয়া পাকাপোক্ত করা; তোষামোদ করা; অহঙ্কৃত হওয়া। (২) বিঃ, বিণঃ উপরোক্ত সকল অর্থে। বিঃ **তেলানি**—তৈলাক্ত-ভাব; তোষামোদ; তেজ, অহঙ্কার।

**তেলাপোকা**—বিঃ আরসোলা।

**তেলি, তেলী**—বিঃ তৈল উৎপাদন-কারী; তৈল ব্যবসায়ী; হিন্দু সমাজের একটি জাতি। বিঃ (স্ত্রীঃ) **তেলিনী, তেলেনী**।

**তেলেগু, তেলুগু**—(১) বিঃ দক্ষিণ ভারতের একটি ভাষা ও জাতি, অন্ধ্র-দেশবাসী। (২) বিণঃ তৈলঙ্গ বা অন্ধ্র সংক্রান্ত।

**তেলেঙ্গা**—বিণঃ অন্ধ্রদেশীয়, তৈলঙ্গ-দেশীয়।

**তেলেঙ্গানা, তেলিঙ্গানা**—বিঃ দক্ষিণ ভারতের তেলেগু-ভাষা-ভাষী অঞ্চল বা প্রদেশ।

**তেলেনা**—(সংগীতে) বিঃ আরম্ভিক আলাপের বোল; তেরে নে তেরে নে তুম তানা ইত্যাদি। ক্রিঃ **তেলেনা ভাঁজা**—আসল কথার ভূমিকায় অনেক বাজে কথার অবতারণা।

**তেলেভাজা**—(১) বিঃ বেগুন, পটোল, কুমড়ো ইত্যাদি বেসন মাখাইয়া তেলে ভাজিয়া তৈয়ারি খাদ্যদ্রব্য, বেগুনী, ফুলুরি প্রভৃতি। (২) বিণঃ রৌদ্রে ক্রমাগত চলিয়া বা কাজ করিয়া বিবর্ণ হইয়াছে এমন।

**তেলো**—বিঃ হাতের বা পায়ের চেটো ; ব্রহ্মতালু।

**তেষট্টি**—বিঃ, বিণঃ ষাটের পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা বা সংখ্যক ; ৬৩।

**তেসরা**—বিঃ, বিণঃ মাসের তিন তারিখ বা তারিখের।

**তেহাই**[১]—বিঃ (সংগীতে) সম বা তাল শেষ করিবার পূর্বে তবলা মৃদংগ ইত্যাদিতে তিনবার আঘাত।

**তেহাই**[২]—বিঃ তিন ভাগের এক ভাগ।

**তেহারা**—বিণঃ তিন ভাঁজ বা খেই আছে এমন।

**তৈক্ষ্ণ্য**—বিঃ তীক্ষ্ণ ভাব, তীক্ষ্ণতা।

**তৈখন**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ (প্রাচীন কবিতায়) তখন, তখনই ('তৈখনি অধর রস পিবই মোর'—রাঃ শেঃ)।

**তৈছন**—বিণঃ (ব্রজ) তেমন, সেইরূপ ('তৈছন ইহ পরিণাম')। ক্রি-বিণঃ **তৈছে**—তেমনি রূপে, তেমনি ভাবে ('তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ প্রকাশে'—চৈঃ চঃ)।

**তৈজস**—(১) বিণঃ তেজঃ সংক্রান্ত ; ধাতুনির্মিত। (২) বিঃ ধাতু হইতে তৈয়ারি বাসনপত্র। বিঃ **-পত্র**—বাসনকোসন।

**তৈত্তিরীয়**—(১) বিণঃ তিত্তির পক্ষী-সংক্রান্ত ; তিত্তিরি-ঋষি প্রোক্ত বা প্রণীত (যজুর্বেদের আরণ্যক উপনিষদ্ ইত্যাদি)। (২) বিঃ যজুর্বেদের শাখাবিশেষ।

**তৈয়ার, তৈয়ারি,** (কথ্য) **তৈরি**—বিঃ নির্মাণ, গঠন, প্রস্তুতকরণ। বিণঃ **তৈয়ারি, তৈয়ারী, তৈরী**—নির্মিত, গঠিত, প্রস্তুত ; শিক্ষিত যোগ্য ; (নিন্দার্থে) অকালপক্ক, ডেঁপো।

**তৈল**—বিঃ তেল। [তিল+অ]। বিঃ **-কল্ক, -কিট্ট**—খইল ; তেলের কাইট। বিঃ **-কার**—তেলী ; কলু। বিঃ **-প, -পক, -পা, -পায়িকা**—আরসোলা, তেলাপোকা। বিঃ **-যন্ত্র**—ঘানি। বিঃ **-সেক**—তেল মাখা। বিঃ **-স্ফটিক**—পীতরঙা পাথরবিশেষ, amber।

**তৈলংগ**—(১) বিঃ দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেংগানা ; ঐ স্থানের অধিবাসী। (২) বিণঃ অন্ধ্র-দেশীয়।

**তৈসন, তৈসে**—**তৈছন** ও **তৈছে**-র রূপভেদ।

**তো**[১]—অব্যঃ কথার মাত্রা ; প্রশ্নবোধক ; আশা অনুমান ইত্যাদি সূচক শব্দ ; অনুরোধ বা মনোযোগ আকর্ষণ সূচক শব্দ (এস তো) ; সংশয় সূচক (হয় তো) ; নিশ্চয়তা সূচক (তাই তো দেখছি) ; যদিও বা সত্ত্বেও অর্থে (আমি তো আছি, কিন্তু) ; অপেক্ষিত বিষয়ের ঘটন বা অঘটন সূচক শব্দ (এসে তো পড়লাম, সে তো এল না)।

**তো**[২]—বিঃ ভাঁজ, পাট, fold। [ফা]।

**তোঁ**, —সর্বঃ (ব্রজ) তুমি ('তোঁ বড় নিষ্ঠুর'—চৈঃ চঃ)। তুই তোমা ; তোর, তোমার [তব]। সর্বঃ **-ই**—তোমাকে।

**তোকমারি**—বিঃ ফোড়া প্রভৃতিতে পুলটিশ দেওয়ার উপযোগী এক রকম বীজ। [ফা]।

**তোকে**—সর্বঃ (তুচ্ছার্থে) তোমাকে।

**তোখড়**—**তুখড়** দ্রষ্টব্য।

**তোটক**—বিঃ দ্বাদশ অক্ষরবিশিষ্ট সংস্কৃতের একরকম ছন্দ।

**তোড়**—বিঃ প্রবল স্রোত; প্রাবল্য; ধাক্কা। **মুখের তোড়**—কথার ফোয়ারা।

**তোড়ই**—ক্রিঃ (ব্রজ) উৎপাটিত বা ছিন্ন করে; ভাঙিয়া বা খুলিয়া ফেলে।

**তোড়জোড়**—বিঃ আয়োজন, উৎসাহ-পূর্ণ প্রস্তুতি, উপকরণ।

**তোড়ন**—বিঃ ভাঙিয়া ফেলা।

**তোড়া**[১]—বিঃ (টাকার) থলি; (ফুলের) গুচ্ছ; পায়ের অলঙ্কার-বিশেষ। [আ]।

**তোড়া**[২], **তুড়া**—ক্রিঃ ভাঙা বা ভাঙিয়া ফেলা। ক্রিঃ **-ন, -নো**—ভাঙানো, খুচরা বা ছোট মুদ্রার সহিত বদল করা।

**তোড়া**[৩]—**তুড়া**[২]-র রূপভেদ।

**তোড়ি, তোড়ী**—বিঃ সঙ্গীতের এক রকম রাগিণী, টোড়ি।

**তোতলা, তোৎলা**—বিণঃ কথা বলার সময় জিভ আটকাইয়া যায় এমন। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ তোতলার মত বলা। (২) বিঃ উক্তরূপ কথা। বিঃ **-মি**—তোতলার মত উচ্চারণ।

**তোতা**—বিঃ টিয়াপাখি। [ফা]।

**তোপ**—বিঃ কামান। বিঃ **-খানা**—কামান তৈয়ারি করার কারখানা, কামান রাখিবার জায়গা। **-দাগা**—কামান হইতে গোলা নিক্ষেপ করা। বিঃ **-ধ্বনি**—কামান দাগার শব্দ।

**তোফা**—বিণঃ উৎকৃষ্ট, খাসা, খুব সুন্দর। [আ]।

**তোবড়া**—বিণঃ চুপসানো, বসিয়া গিয়াছে এমন, টোল খাওয়া। **-ন, -নো, তুবড়ন, তুবড়নো**—(১) ক্রিঃ বসিয়া যাওয়া, চুপসাইয়া যাওয়া। (২) বিঃ, বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**তোবা**—অব্যঃ ঘৃণা খেদ ইত্যাদিসূচক মুসলমানী উক্তি; কোন কাজ ভবিষ্যতে আর না করার প্রতিজ্ঞা।

**তোমর**—বিঃ প্রাচীন কালের যুদ্ধাস্ত্র-বিশেষ।

**তোমরা**—**তুমি**-র বহুবচনের রূপ।

**তোমা**—সর্বঃ তুমি; তোমাকে। **-র**—যাহাকে বলা হয় তাহার, **তুমি**-র সম্বন্ধ পদ।

**তোয়**[১]—বিঃ জল। বিঃ **-দ**—মেঘ, জলদ। বিঃ **-দাগম**—বর্ষাকাল। বিঃ **-ধি, -নিধি**—সমুদ্র।

**তোয়**[২]—সর্বঃ (প্রাচীন কবিতায়) তোকে, তোমাকে ('মাধব বহুত মিনতি করি তোয়'—বিদ্যাঃ)।

**তোয়াক্কা**—বিঃ ভয়, সমীহ; অপেক্ষা।

**তোয়াজ**—বিঃ সেবা যত্ন; তোষামোদ; খুশি করার চেষ্টা। [আ]।

**তোয়ান, তোয়ানো**—ক্রিঃ (কাজ আদায়ের জন্য) আদর করা, হাত বুলানো; হাতড়াইয়া খোঁজ করা।

**তোয়ালে**—বিঃ পুরু গামছাবিশেষ, towel।

**তোর**—সর্বঃ (তুচ্ছার্থে বা অতি ঘনিষ্ঠতায়) তোমার।

**তোরঙ্গ**—বিঃ ধাতুনির্মিত বড় বাক্স, পেটরা, trunk।

**তোরণ**—বিঃ সিংহদ্বার, সাজানো প্রবেশ পথ, ফটক।

**তোরা**[১]—সর্বঃ (তুচ্ছার্থে বা ঘনিষ্ঠ-তায়) তোমরা।

**তোরা**[২]—বিঃ উষ্ণীষের ভূষণ, টায়রা।

**তোরে**—**সর্বঃ** (কবিতায়) তোকে।

**তোল, তোলক**—বিঃ দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি; তোলা (৮০ রতি, ছটাকের পাঁচ ভাগের এক ভাগ, সেরের আশি ভাগের এক ভাগ); উত্তোলন যন্ত্র।

**তোলন**—বিঃ ওজনকরণ, তৌল; উত্তোলন। [তুল্+অন্]।

**তোলপাড়**—বিঃ আলোড়ন, ওলটপালট; তুমুল আন্দোলন তল্লাস ইত্যাদি।

**তোলা**[১]—বিঃ সোনারূপা ইত্যাদি ওজনের পরিমাণবিশেষ, ভরি (=৮০ রতি ; $\frac{১}{৮}$ সের)।

**তোলা**[২]—(১) বিঃ হাটে বাজারে পণ্যের খাজনা বাবদ যে অংশ উঠাইয়া (আদায় করিয়া) লওয়া হয়। (২) বিণঃ উঠানো বা তোলা হইয়াছে এমন; তুলিয়া রাখা হইয়াছে এমন (তোলা কাপড়); তোলা যায় এমন (তোলা উনান); চয়ন করা হইয়াছে এমন (তোলা ফুল); নির্মিত; উদ্ধৃত বা মনে রাখা হইয়াছে এমন (তোলা কথা); অঙ্কিত, ছাঁচে ঢালাই করা (তোলা নক্সা, ছাঁচে তোলা মুখ)।

**তোলা, তুলা**—(১) ক্রিঃ উঠানো, উত্তোলন করা; প্রসঙ্গ উত্থাপন করা; জাগানো; স্থান দেওয়া বা উন্নত করা (জাতে তোলা); সংগ্রহ করা, চয়ন করা; নির্মাণ করা (দেয়াল তোলা); বমি করা; উচ্ছেদ করা (বাড়ি থেকে তোলা); আরোহণ করানো, চাপানো (গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া বা তোলা); অপসারণ করা (দাগ তোলা); খাটানো (পাল তোলা): সৃষ্টি করা (ছবি তোলা, কাপড়ে ফুল তোলা); গুছাইয়া রাখা (শয্যা তোলা); গালি দেওয়া (মা-বাপ তোলা); বাহির করা, ত্যাগ করা (হাই তোলা)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। ক্রিঃ **-ন, -নো**—অন্যের দ্বারা তোলার কাজ করানো।

**তোলাপাড়া**—বিঃ মনে মনে বার বার চিন্তা।

**তোলিত**—বিণঃ তৌল বা ওজন করা হইয়াছে এমন। [তুল্+ণিচ্+ত]।

**তোলো**—বড় হাঁড়ি। [পো]।

**তোল্য**—বিণঃ তৌল বা ওজন করিতে হইবে এমন।

**তোশক**—বিঃ বিছানার জন্য তুলার পাতলা গদি। [ফা]।

**তোশা**—বিঃ দামী জিনিস-পত্র। বিঃ **-খানা**—মূল্যবান জিনিস-পত্র রাখিবার ঘর। [ফা]।

**তোষ, তোষণ**—বিঃ খুশীকরণ, তুষ্টিবিধান; আনন্দ; তৃপ্তি। [তুষ্+অ, অন]। বিঃ (স্ত্রী): **তোষিণী**।

**তোষণীয়**—বিণঃ তোষণের যোগ্য; সন্তুষ্ট করা উচিত বা প্রয়োজন এমন। [তুষ্+ণিচ্+অনীয়]।

**তোষা**[১], **তুষা**—ক্রিঃ তুষ্ট করা।

**তোষা**[২]—**তোশা-র** বানানভেদ।

**তোষামোদ**—বিঃ মোসাহেবি, চাটুকারিতা, খোশামোদ। বিণঃ **তোষামুদে**—যে তোষামোদ করে, চাটুকার।

**তোষিত**—বিণঃ সন্তুষ্ট করা হইয়াছে এমন।

**তোসদান, তোসাদান**—বিঃ গুলি বারুদ ইত্যাদি রাখিবার থলি। [ফা]।

**তোহে**—**সর্বঃ** (ব্রজ) তোমাতে ('তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত')।

**তৌজি, তৌজী**—বিঃ প্রজা বিলি, জমি ও খাজনার তালিকা। [আ]।
**তৌর্য**—বিঃ তূর্যধ্বনি।
**তৌর্যত্রিক**—বিঃ নৃত্য, গীত ও বাদ্য একসঙ্গে।
**তৌল**—বিঃ দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি ; ওজন, ওজনকরণ।
**তৌলন**[১]—বিঃ ওজনকরণ।
**তৌলা**—ক্রিঃ মাপা, ওজন করা। **-ন, -নো, তৌলন**[২], **তৌলনো**—(১) ক্রিঃ ওজন করা বা মাপানো। (২) বিঃ বিণঃ একই অর্থে।
**তৌলিক**[১]—বিঃ তুলি ব্যবহারকারী, চিত্রকর।
**তৌলিক**[২]—(১) বিঃ কয়াল, যে ওজন করে। (২) বিণঃ গুরুত্ব পরিমাপ বিষয়ক, gravimetric।
**-ত্ব**—বিঃ পেশা, চরিত্র, কার্য ইত্যাদি সূচক প্রত্যয়।
**ত্বক্**—বিঃ স্পর্শেন্দ্রিয়, বল্কল, গাত্রচর্ম, ছাল।
**ত্বগ্দোষ**—বিঃ কুষ্ঠরোগ, ত্বকের দোষ।
**ত্বদীয়**—বিণঃ ত্বৎসম্বন্ধীয়, তোমার।
**ত্বরণ**—বিঃ বেগবৃদ্ধি, accelaration।
**ত্বরমাণ**—বিণঃ ত্বরাকারী।
**ত্বরা**—বিঃ শীঘ্রতা, দ্রুততা, বেগ, তাড়া। ক্রি-বিণঃ **-য়**—শীঘ্র, সত্বর।
**ত্বরিত**—বিণঃ দ্রুত, সত্বর, ক্রমশ বেগ-প্রাপ্ত এমন। বিঃ **ত্বরা**।
**ত্বষ্টা**—বিঃ সূত্রধর, বিশ্বকর্মা। [ত্বক্ষ্+তৃ]।
**ত্বাচ**—বিণঃ ত্বক্সংক্রান্ত, স্পর্শেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য।
**ত্বাদৃশ**—বিণঃ তোমার সদৃশ। [ত্বদ্+দৃশ্+অ]।
**ত্বিষাম্পতি**—বিঃ সূর্য।

**ত্যক্ত**—বিণঃ যাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে, বর্জিত ; দাবী ত্যাগ করা হইয়াছে এমন ; যাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন ; বিরক্ত, উত্যক্ত (ত্যক্ত করা বা হওয়া)। বিণঃ **-বিরক্ত,** (কথ্য) **তিতিবিরক্ত, তিতবিরক্ত**—উত্যক্ত, অতিশয় অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত।
**ত্যজন**—বিঃ ত্যাগ, বর্জন ; ক্ষেপণ।
**ত্যজা**—তেজা দ্রষ্টব্য।
**ত্যজ্যমান**—বিণঃ ত্যাগ করা হইতেছে এমন। [ত্যজ্+আন]।
**ত্যাঁদড়**—তেঁদড়-এর বানানভেদ।
**ত্যাগ**—বিঃ বর্জন, পরিহার, ছাড়া ; (স্বার্থ) বিসর্জন ; নিক্ষেপ ; বৈরাগ্য, নিরাসক্তি। [ত্যজ্+অ]। বিণঃ **ত্যাগী**—যে ত্যাগ করিয়াছে বা করে, বিরাগী, স্বার্থ বিসর্জনকারী ; ভোগ-বিলাসে বিমুখ।
**ত্যাজ্য**—বিণঃ ত্যাগের যোগ্য, বর্জনীয়। [ত্যজ্+য]। বিঃ **-পুত্র**—উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত পুত্র (পিতা কর্তৃক)।
**ত্রপ**—বিঃ লজ্জা, বিনয়।
**ত্রপমাণ**—বিণঃ লজ্জা পাইতেছে এমন।
**ত্রপা**—বিঃ লজ্জা, সরম। [ত্রপ্+অ+আ]। বিণঃ **ত্রপিত**—লজ্জিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **ত্রপিতা**।
**ত্রপী**—বিণঃ লজ্জাবিশিষ্ট, লজ্জিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **ত্রপিণী**।
**ত্রপু**—বিঃ সীসা ; দস্তা ; রাঙ।
**ত্রয়**—(১) বিঃ তিনটির সমষ্টি (ব্যক্তি বা বস্তুর)। (২) বিণঃ তিন সংখ্যক। [ত্রি+অয়]। **ত্রয়ী**—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ তিন সংখ্যক। (২) বিঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন রূপ ; প্রণব ব্যাহৃতি সাবিত্রী এই তিন মন্ত্র ; ঋক্ সাম যজুঃ এই তিন বেদ।

('ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট' —রবীন্দ্র)। বিঃ, বিণঃ **ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ**—৫৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ, বিণঃ **-শ্চত্বারিংশৎ**—৪৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ, বিণঃ **ত্রয়ঃষষ্টি**—৬৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ, বিণঃ **ত্রয়ঃসপ্ততি**—৭৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ বিণঃ **ত্রয়স্ত্রিংশৎ**—৩৩ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**ত্রয়ীমুখ**—বিঃ ব্রাহ্মণ।

**ত্রয়োদশ**—(১) বিঃ তেরো, ১৩। (২) বিণঃ তেরো সংখ্যার পূরক।

**ত্রয়োদশী**—(১) বিণঃ (স্ত্রী): ত্রয়োদশ স্থানীয়া; তেরো বৎসর বয়স্কা। (২) বিঃ তিথিবিশেষ; অমাবস্যা ও পূর্ণিমার পূর্ববর্তী দ্বিতীয় তিথি এবং পরবর্তী ১৩ সংখ্যক তিথি।

**ত্রয়োবিংশ, -বিংশতিতম**—বিণঃ ২৩ সংখ্যার পূরক।

**ত্রয়োবিংশতি**—বিঃ বিণঃ ২৩ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**ত্রসন**—(১) বিঃ ভয়, ত্রাস, উদ্বেগ। (২) বিণঃ ভীত, ত্রাসযুক্ত; উদ্বিগ্ন। [ত্রস্+অন]। বিণঃ **ত্রস্ত**।

**ত্রসর**—বিঃ তাঁতীর তুরী, মাকু; সূত্রের বেষ্টন।

**ত্রসরেণু**—বিঃ সূক্ষ্মকণা; আলোক-রশ্মি প্রবাহে দৃশ্যমান ধূলিকণা; ছয় পরমাণু বা তিন দ্ব্যণুকের সমষ্টি।

**ত্রস্ত**—(১) বিণঃ ভীত, বিচলিত, উদ্বিগ্ন। (২) বিঃ ত্রসন, ত্রাস। (৩) ক্রি-বিণঃ শীঘ্র। [ত্রস্+ত]।

**ত্রাণ**—বিঃ রক্ষা, মুক্তি, উদ্ধার। [ত্রৈ+অন]। বিণঃ **-কর্তা**—উদ্ধারকর্তা, পরিত্রাতা, রক্ষক। বিণঃ **ত্রাত**—নিষ্কৃত, মুক্ত, রক্ষাপ্রাপ্ত। বিণঃ **ত্রাতা**—ত্রাণ-কর্তা, রক্ষক। বিণঃ **ত্রায়মাণ**—ত্রাণ করিতেছে এমন, ত্রাত হইতেছে এমন।

**ত্রাস**—বিঃ ভীতি, উদ্বেগ, শঙ্কা। বিণঃ **ত্রস্ত**। বিণঃ **-কর**—ভয়ংকর, ভীতিজনক। বিণঃ **-জনক**—ভয়ংকর, ভীতিজনক। বিণঃ **ত্রাসিত**—শঙ্কিত করা হইয়াছে এরূপ।

**ত্রাহি**—ক্রিঃ উদ্ধার কর, বাঁচাও, ত্রাণ কর। [ত্রৈ+হি]। ক্রিঃ **ত্রাহি-ত্রাহি করা, ত্রাহি-ত্রাহি ডাকা**—বিপদে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'বাঁচাও, বাঁচাও' এরূপ চিৎকার করা।

**ত্রি**—বিঃ বিণঃ তিন, ৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ **-কাল**—স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যৎ; অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই তিন কাল; সর্বকাল। বিণঃ **-কালজ্ঞ, -কালদর্শী**—ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই তিন কালের ঘটনা জানে এমন; ত্রিকাল-দ্রষ্টা। বিঃ **-কুল**—পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল। বিঃ **-কূট**—ত্রি-শৃঙ্গ পর্বত। **-কোণ**—(১) বিণঃ তিন কোণা, তিন কোণবিশিষ্ট। (২) বিঃ ত্রিভুজ ক্ষেত্র। বিঃ **-কোণমিতি**—ত্রিকোণ ক্ষেত্র, রেখা ও কোণ সংক্রান্ত গণিতশাস্ত্রবিশেষ, trigo-nometry। বিঃ **-গঙ্গ**—তিন নদীর সংগম ক্ষেত্র, ত্রিবেণী। বিঃ **-গণ**—ধর্ম অর্থ কাম এই তিন গণের সমাহার। **-গুণ**—(১) বিঃ সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিন গুণ। (২) বিণঃ সুখ দুঃখ মোহ—এই তিন গুণ-বিশিষ্ট। বিঃ **-গুণা**—দুর্গা। বিণঃ **-গুণাত্মক**—সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিন গুণবিশিষ্ট। (স্ত্রী): **ত্রিগুণাত্মিকা**। বিণঃ **-ঘাত**—ত্রিমাত্রিক। বিঃ **-চক্ষু**—শিব, ত্রিনেত্র। বিঃ **-জগৎ**—ত্রিভুবন,

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল। বিঃ **-ভ**—দেশ, ব্রহ্মার মানসপুত্র, ঋষি। বিঃ **-তন্ত্রী**—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, সেতার। বিণঃ **-তল**—তেতলা, তিন তলবিশিষ্ট। বিঃ **-তাপ**—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকার মনঃকষ্ট। বিঃ **-দশ**—দেবতা, জরারহিত। বিঃ **-দশগুরু**—দেবতাগণের গুরু, বৃহস্পতি। বিঃ **-দশপতি**—দেবরাজ, ইন্দ্র। বিঃ **-দশবধূ, -দশবনিতা**—অপ্সরা। বিঃ **-দশালয়**—স্বর্গ। বিঃ **-দিব**—স্বর্গ, আকাশ। বিঃ **-দোষ**—বাত পিত্ত কফ—এই তিন প্রকারের দোষ। ক্রি-বিণঃ **-ধা**—তিন রকম, তিন পথে। বিণঃ **-ধারা**—(১) ত্রিস্রোতবিশিষ্ট। (২) বিঃ গঙ্গা (স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালে প্রবাহিত বলিয়া পুরাণে কথিত)। বিঃ **-নয়ন, -নেত্র, -লোচন**—শিব। বিঃ (স্ত্রী) ঃ **-নয়না, -নয়নী**—দুর্গা। বিঃ, বিণঃ **-নবতি**—তিরানব্বুই, ৯৩। বিণঃ **-নবতিতম**—৯৩ সংখ্যার পূরক। বিঃ **-নাথ**—পরমেশ্বর, শিব ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতা। বিণঃ **-পঞ্চাশ, -পঞ্চাশত্তম**—৫৩ সংখ্যার পূরক। বিঃ বিণঃ **-পঞ্চাশৎ**—তিপান্ন, ৫৩। বিণঃ **-পণ্ড**—ধর্ম অর্থ মোক্ষ—এই তিনের নাশক। **-পত্র**—(১) বিণঃ তিন পাতাবিশিষ্ট। (২) বিঃ বিল্বপত্র। বিঃ **-পথগা, -পথগামিনী**—ত্রিধারা, গঙ্গা। বিঃ **-পদী**—তিন চরণবিশিষ্ট বাংলা ও সংস্কৃত কাব্যের ছন্দ। **-পর্ণ**—(১) বিণঃ তিন পাতাবিশিষ্ট। (২) বিঃ পলাশ বৃক্ষ। **-পাদ**—(১) বিণঃ তিন পাদযুক্ত, চারিভাগের তিন ভাগ এমন। (২) বিঃ বিষ্ণুর বামনরূপ। বিঃ **-পাপ**—অতিপাতক, মহাপাতক ও উপপাতক—এই তিন প্রকার পাপ। বিঃ **-পিটক**—সূত্র ধর্ম বিনয়—এই তিন ভাগে বিভক্ত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। বিঃ **-পুণ্ড্রক**—ভস্মাদিকৃত ত্রিশূলাকার ললাটের তিলক। বিঃ **-ফলা**—হরীতকী, বহেড়া (বিভীতকী) ও আমলকী—এই তিনটি ফল। বিঃ **-বর্ণ, -বর্ণক**—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এই তিনটি বর্ণ। বিঃ **-বিদ্যা**—ঋক্ সাম ও যজুঃ—এই তিনটি বেদের শিক্ষা। বিণঃ **-বিধ**—তিন রকম। বিণঃ **-বৃত্ত**—ত্রিগুণিত। বিঃ **-বেণী**—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী—এই তিনটি নদীর মিলন স্থল বা তিনটি প্রবাহে বিভক্ত হইবার স্থান। বিঃ **-বেদী**—ঋক্ সাম ও যজুঃ—এই তিনটি বেদের অধ্যয়নরত ব্যক্তি ; উপাধিবিশেষ। বিঃ **-ভঙ্গ**—শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ **-ভুজ**—তিনটি সরল রেখা দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্র। বিঃ **-ভুবন**—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। বিঃ **-যামা**—রাত্রি। বিঃ **-রাত্র**—তিন রাত্রি। বিঃ **-শঙ্কু**—পুরাণ-খ্যাত জনৈক সূর্যবংশীয় রাজা, ইনি সশরীরে স্বর্গে যাইতে না পারিলে শূন্যালোকে নক্ষত্রাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করেন ; অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পতিত ব্যক্তি। বিঃ **-শূল**—শিবের আয়ুধ ইহা তিনটি ফলকযুক্ত। বিঃ বিণঃ **-ষষ্টি**—৬৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ **-সংসার**—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। বিঃ **-সন্ধ্যা**—সকাল, দ্বিপ্রহর ও বৈকাল ; তিনবেলা। বিঃ **-সীমা** নৈকট্য, তিনটি প্রান্ত। বিঃ **-স্রোতঃ, -স্রোতা**—তিনটি ধারা, গঙ্গা।

**ত্রিক**—বিঃ মেরুদণ্ডের নীচের ভাগ, তিন সংখ্যা।

**ত্রিত্ব**—বিঃ তিনের অবস্থা।

**ত্রিপল**—বিঃ জলরোধকারী স্থূল বস্ত্র-বিশেষ।

**ত্রিপুর**—বিঃ ময় দানব-নির্মিত স্বর্ণ, রোপ্য ও লৌহে গঠিত তিনটি নগর।

**ত্রিপুরা**—বিঃ ধনার্থকামদায়িনী দেবী-বিশেষ, ত্রিপুরী ; প্রাচীন চেদী রাজ্য ; পূর্ব-ভারতের রাজ্যবিশেষ।

**ত্রিপুরান্তক, ত্রিপুরারি**—বিঃ শিব (ত্রিপুর নামক অসুরকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া শিবের অপর নাম ত্রিপুরান্তক বা ত্রিপুরারি)।

**ত্রিশ**—বিঃ, বিণঃ ৩০ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**ত্রুটি, ত্রুটী**—বিঃ ভুল, অভাব, ক্ষতি। বিঃ **-বিচ্যুতি**—ভুলচুক।

**ত্রেতা**—বিঃ সত্য ও দ্বাপর যুগের মধ্য-বর্তী যুগ।

**ত্রৈকালিক**—বিণঃ তিন কাল ধরিয়া, ত্রিকাল-সম্বন্ধীয়।

**ত্রৈগুণ্য**—বিঃ সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিনটি গুণের সমাহার।

**ত্রৈবার্ষিক**—বিণঃ তিন বৎসর ব্যাপী ; তিন বৎসর মেয়াদী।

**ত্রৈবিধ্য**—বিঃ তিন প্রকার।

**ত্রৈমাতুর**—বিঃ সুমিত্রার পুত্র লক্ষ্মণ।

**ত্রৈমাসিক**—(১) বিণঃ তিন মাস ব্যাপী, তিন মাসে উৎপাদিত। (২) বিঃ তিন মাস ব্যবধানে প্রকাশিত পত্রিকা।

**ত্রৈরাশিক**—বিঃ তিনটি রাশি ঘটিত অঙ্কের প্রণালীবিশেষ, rule of three।

**ত্রৈলঙ্গ, ত্রৈলিঙ্গ**—(১) বিণঃ তেলেঙ্গানা প্রদেশ-সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ ঐ প্রদেশের অধিবাসী।

**ত্রৈলোক্য**—বিঃ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল—এই তিন লোক।

**ত্র্যংশ**—বিঃ তৃতীয়ভাগ। [ত্রি+অংশ]।

**ত্র্যক্ষ**—(১) বিঃ শিব। (২) বিণঃ ত্রিনয়নবিশিষ্ট।

**ত্র্যক্ষর**—(১) বিঃ প্রণব, ওঁ (অ+উ+ম)। (২) বিণঃ ত্রিবর্ণবিশিষ্ট।

**ত্র্যঙ্ক**—বিণঃ তিন অঙ্কযুক্ত।

**ত্র্যঙ্গুল**—বিণঃ তিন-অঙ্গুলি পরিমিত।

**ত্র্যম্বক**—বিঃ শিব। [ত্রি+অম্বক]।

**ত্র্যস্র**—বিণঃ তিন কোণযুক্ত; তিনকোণা।

**ত্র্যহ**—বিঃ তিন বার ; তিন তিথি।

**ত্র্যহস্পর্শ**—বিঃ একই দিনে তিথিত্রয়ের মিলন।

# থ

**থ**[১]—বাঙলা বর্ণমালার সপ্তদশ ব্যঞ্জন-বর্ণ।

**থ**[২]—বিণঃ হতবাক, স্তম্ভিত, কিংকর্তব্য-বিমূঢ়।

**থই, থৈ**—বিঃ তলস্পর্শ, তলভূমি, আশ্রয়, সীমা।

**থই থই, থৈ থৈ**—অব্যঃ তরল দ্রব্যাদির পরিপূর্ণতা বা পরিব্যাপ্তিসূচক (জল থই থই)।

**থউকা**—**থাউকা** দ্রষ্টব্য।

**থকথক, থক্‌থক্‌**—অব্যঃ গাঢ়তা ঘনত্ব-সূচক। বিণঃ **থকথকে**—থকথক করি-তেছে এরূপ, গাঢ়, ঘন।

**থকা**—ক্রিঃ থামা, অবসন্ন হওয়া। বিণঃ **থকিত**—থাকিয়াছে এমন, স্থগিত।

**থ-কার**—বিঃ থ-বর্ণ।

**থক্**—অব্যঃ থুতু শ্লেষ্মাদি ফেলার আওয়াজ।

**থক্‌থক্**—**থকথক** দ্রষ্টব্য।

**থতমত**—বিণঃ বিহ্বল, হতভম্ব (থতমত খাওয়া)।

**থপ্**—অব্যঃ ভারী কোমল পদার্থ পতনের আওয়াজ। অব্যঃ **-থপ্**—ধ্বনি, স্থূল প্রাণীর চলার শব্দ। **থপাস্ থপাস্**—ক্রমাগত থপাস্ শব্দ।

**থমক**—বিঃ সহসা থামা, থামিয়া থামিয়া চলা, ঠমক।

**থমকি**—অস-ক্রিঃ চলিতে চলিতে হঠাৎ; স্তম্ভিতভাব।

**থমকান, থমকানো**—ক্রিঃ হঠাৎ থামিয়া যাওয়া। বিঃ **থমকানি**—কাজ করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া পড়ন।

**থমথম, থম্‌থম্**—অব্যঃ স্তম্ভিত, শঙ্কিত ভাব সূচক; সমাচ্ছন্নতার ভাব প্রকাশক। বিণঃ **থমথমে**—নিস্তব্ধ, নিথর।

**থর**—বিঃ স্তবক, স্তর, বলি। বিণঃ **থরে-থরে, থরে-বিথরে**—স্তরে স্তরে, স্তবকে স্তবকে।

**থরথর**—(১) অব্যঃ কম্পনসূচক। (২) বিণঃ কাঁপিতেছে এমন, কম্পিত। ক্রিঃ **থরথরানো**—থরথর করিয়া কাঁপা। বিঃ **থরথরানি**—থরথর কম্পন।

**থরহরি**—বিণঃ, ক্রি-বিণঃ থরথর করিয়া।

**থরি**—বিঃ শ্রেণী।

**থল**—বিঃ স্থল, স্থান, ভূমি।

**থলথল**—অব্যঃ কোমলতা ও স্থূলতার লক্ষণসূচক। বিণঃ **থলথলে**—কোমল, মাংসল।

**থলি, থলী, থলিয়া, থলে**—বিঃ চট বস্ত্র ইত্যাদি নির্মিত ঝোলা।

**থলো**—বিঃ গোছা, স্তবক, কাঁদি ('করবী থলো থলো রয়েছে ফুটি')।

**থসথস, থস্‌থস্**—অব্যঃ আর্দ্রতা ও শিথিলতা সূচক। বিণঃ **থসথসে**—আর্দ্র, ঢিলা, অদৃঢ়।

**-থা**—(১) বিঃ স্থান। (২) প্রকারার্থ বাচক প্রত্যয় (সর্বথা, অন্যথা)।

**থাই**—**থই**-এর রূপভেদ।

**থাউকা, থাউকো, থাওকা, থউকা**—বিণঃ মোটের উপর, থোক হিসাবে, আন্দাজী, অনুমিত।

**থাক**—(১) বিঃ স্তবক, শ্রেণী, স্তর। (২) ক্রিঃ অবস্থান করুক। বিণঃ **-বন্দী**—স্তরে স্তরে বিভক্ত। বিণঃ **-কাটা**—শ্রেণী বিভক্ত, স্তরে স্তরে সাজানো।

**থাকবস্ত**—বিঃ ক্ষেত্র সীমা নির্ধারণ।

**থাকা**—(১) ক্রিঃ রহা, বাস করা (সে মাদ্রাজে থাকে); অবস্থান করা (নৌকায় থাকা); কাল কাটানো (সুখে থাকা); নিবৃত্ত হওয়া (ও কথা থাকুক); জীবিত রহা (আমি থাকিতে আমার ছেলেদের অভাব হবে না); বজায় রহা (কুল-মান থাকা); অভ্যস্ত হওয়া (শুধু দুধ খেয়ে থাকা); অবৈধভাবে বাস করা (সে তার সঙ্গে থাকে); পিছনে পড়িয়া রহা (সকলে গেল, আমিই থাকিয়া গেলাম); রক্ষিত হওয়া (জীবন থাকা, কথা থাকা); জাগরূক রহা (স্মরণে থাকা, মনে থাকা); সংশ্লিষ্ট হওয়া (আমি ও-কথায় থাকি না); টেঁকা (ঘরে মন থাকে না)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ

**-থাকি**—বিদ্যমানতা, স্থিতি। ক্রি-বিণঃ **থাকিয়া-থাকিয়া, থেকে-থেকে**—কিছুকাল পরে পরে। **অন্ধকারে থাকা, ঘুমাইয়া থাকা**—অজ্ঞ হইয়া থাকা। **ডুবিয়া থাকা**—আচ্ছন্ন হইয়া থাকা (মদে ডুবে থাকা, দেনায় ডুবে থাকা)।

**থান১**—(১) বিঃ পাড়বিহীন বা সাদা ধুতি, সম্পূর্ণ বস্ত্রখন্ড, একটানা বোনা কাপড়ের টুকরো। (২) বিণঃ নিরবচ্ছিন্ন, আস্ত (থান ইঁট); গোটা।

**থান২**—স্থান, জায়গা, পীঠস্থান (পীরের থান)।

**থানকুনি**—বিঃ থুলকুড়ি, ঔষধে ব্যবহৃত গুল্মবিশেষ।

**থানা**—বিঃ স্থান, সৈন্য সমাবেশ, পুলিসের দপ্তর, পুলিশ স্টেশন, police station। বিঃ **-দার**—থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, দারোগা। বিঃ **-দারি, -দারী**—দারোগার কাজ বা পদ।

**থাপক**—বিণঃ স্থাপক, প্রতিষ্ঠাতা।

**থাপড়, থাপ্পড়, থাপড়া**—বিঃ চড়, চপেটাঘাত, থাবা। ক্রিঃ **থাপড়ানো**।

**থাবড়ি**—বিঃ শরীর শিথিল করিয়া মাটিতে বসা।

**থাবা**—বিঃ নখসমেত পশুর পদতল; করতল। ক্রিঃ **-ন, -নো**—থাবার দ্বারা আঘাত করা।

**থাম**—বিঃ স্তম্ভ, খুঁটি।

**থামা**—(১) ক্রিঃ গতি স্তব্ধ করা, থামিয়া যাওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। ক্রিঃ **-ন, -নো**—গতি স্তব্ধ করা, নিরস্ত করা।

**থামাল**—বিঃ খাড়া গাঁথনি।

**থার্মোমিটার**—বিঃ তাপ নির্ণয় কারক যন্ত্র, thermometer।

**থারি, থারী**—বিঃ ছোট আকারের থালা-বিশেষ, পাত্র, আধার।

**থালা, থাল**—বিঃ ধাতু বা মাটি নির্মিত চ্যাপটা পাত্রবিশেষ। বিঃ **থালি, থালী**—ক্ষুদ্র থালা।

**থাসা**—ক্রিঃ ঠাসিয়া দেওয়া, মর্দন করা।

**থিকথিক**—অব্যঃ বহু বস্তু বা প্রাণীর বিরক্তিকর একত্র সন্নিবেশের ভাব-সূচক।

**থিত**—(১) বিণঃ স্থির, স্থিতিশীল, স্থায়ী। (২) বিঃ স্থাবর-সম্পত্তি, সঞ্চিত অর্থাদি; সঞ্চয়।

**থিতান, থিতানো, থিতন, থিতনো**—ক্রিঃ জমিয়া যাওয়া (তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিত কঠিন পদার্থের); কমিয়া যাওয়া (উত্তেজনা থিতিয়েছে)।

**থিয়েটার**—বিঃ অভিনয় মঞ্চস্থ হইবার গৃহ, নাট্যশালা, theatre। বিঃ **-ওয়ালা**—থিয়েটারের পরিচালক বা মালিক, অভিনেতা। বিণঃ **থিয়েটারী**—নাটুকেপনা সমন্বিত।

**থির**—(১) বিণঃ ক্ষান্ত; নিবৃত্ত; স্থির; অব্যাকুল। (২) বিঃ ধৈর্য্য।

**থু, থুঃ**—অব্যঃ থুথু ফেলিবার শব্দ; ঘৃণা প্রকাশক শব্দ।

**থু-থু, থুঃ-থুঃ**—অব্যঃ ক্রমাগত থুথু ফেলার শব্দ; ছি-ছি।

**থুক**—বিঃ থুতু।

**থুকথুক, থুক্‌থুক্‌**—অব্যঃ পোকা-মাকড়ের বিরক্তিকর সমাবেশ।

**থুড়থুড়, থুত্থুড়, থুরথুর**—অব্যঃ স্থবিরতাসূচক। বিণঃ **থুড়থুড়ে, থুত্থুড়ে, থুরথুরে**—বিণঃ বার্ধক্য ও দুর্বলতা-জনিত কম্পন জর্জরিত এমন।

**থুড়া**—ক্রিঃ কোপ দেওয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা, প্রহারে জর্জরিত।

**থুড়ি, থুড়ী**—অব্যঃ ভুল কথা ও কাজের প্রত্যাহারসূচক শব্দ।

**থুৎকার**—বিঃ থুতু ফেলা, ধিক্কার দেওয়া।

**থুৎকুড়ি**—বিঃ থুথু, নিষ্ঠীবন।

**থুত্নি**—বিঃ চিবুক।

**থুতু, থুথু**—বিঃ নিষ্ঠীবন।

**থুপ**—বিঃ স্তূপ।

**থুপ্**—অব্যঃ কোমল বস্তু পড়িবার শব্দ। অব্যঃ -থুপ্—ক্রমাগত থুপ্ শব্দ।

**থুপি**—বিঃ ছোট গোছা বা গুচ্ছ।

**থুবড়া, থুবড়ো**—বিণঃ পরিণত বয়সেও অবিবাহিত ; অতিবৃদ্ধ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **থুবড়ী**।

**থুবড়ান, থুবড়ানো, থুবড়ন, থুবড়নো**—ক্রিঃ নিম্ন মুখ হ[illegible] পড়া।

**থুলকুড়ি**—বিঃ থানকুনি ওষধিবিশেষ।

**থেই**—অব্যঃ নৃত্যসূচক। অব্যঃ **-থেই**—উদ্দামনৃত্যের ধ্বনি ও ভঙ্গি।

**থেঁত, থেঁতো**—বিণঃ পিষ্ট, ছেঁচা।

**থেঁতন, থেঁতনো, থেঁতান, থেঁতানো, থেঁতলন, থেঁতলনো, থেঁতলান, থেঁতলানো**—(১) ক্রিঃ মর্দন করা, পিষ্ট করা, ছেঁচিয়া দেওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**থেকে[১]**—অব্যঃ (বিভক্তি) হইতে, চেয়ে, অপেক্ষা।

**থেকে[২]**—ক্রি-বিণঃ থাকিয়া, অবস্থান করিয়া।

**থেবড়া**—বিণঃ ভোঁতা। ক্রিঃ -ন, -নো—চেপটা করা।

**থেলো**—বিণঃ বড় খোলবিশিষ্ট, বড় ডাবাবিশিষ্ট (থেলো হুঁকা)।

**থৈ**—বিঃ তল, সীমা, আশ্রয়। অব্যঃ **থৈথৈ**—তরল পদার্থের ব্যাপ্তি ও পূর্ণতাসূচক।

**থোঁতা**—(১) বিঃ স্থূল চিবুক। (২) বিণঃ পিষ্ট, ভোঁতা, মোটা থুতনি-যুক্ত। **থোঁতা মুখ ভোঁতা করা**—অহঙ্কার চূর্ণ করা।

**থোক**—বিঃ বিণঃ গুচ্ছ, মোট, রাশি, দফা, থাড়কা।

**থোকা**—বিঃ থোলো, স্তবক।

**থোড়**—বিঃ ফলন্ত কলা গাছের কাণ্ডের মজ্জা, ধানের শিষ ধরিবার প্রাক্ পর্যায়।

**থোড়া**—(১) বিণঃ সামান্য, কিছু। [হি]। (২) ক্রিঃ কুচি কুচি করা। বিণঃ -ই—নগণ্য, একটুও নহে।

**থোপ, থোবা**—বিঃ স্তবক, গুচ্ছ, কাঁদি।

**থোপনা, থোবনা**—বিঃ থোপা, গুচ্ছ, ভারী চিবুক।

**থোব**—বিঃ থাবড় ; সাপের ছোবল।

**থোয়া**—(১) ক্রিঃ রাখা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে। ক্রিঃ **-ন, -নো**—রাখা।

**থোর, থোরি**—বিণঃ সামান্য, একটু, ক্ষণস্থায়ী।

**থোরথোর**—ক্রি-বিণঃ অল্প অল্প, সামান্য সামান্য ; আধ-আধ।

**থোরে**—ক্রি-বিণঃ আস্তে আস্তে, অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে।

**থোলো**—বিঃ গুচ্ছ, স্তবক।

**থ্যাংলান, থ্যাংলানো**—থেঁতলান দ্রষ্টব্য।

# দ

**দ**১—বাঙলা বর্ণমালার অষ্টাদশ ব্যঞ্জন-বর্ণ।

**দ**২—বিঃ দহ, অতল, গভীর জল, সংকট।

**-দ**—বিণঃ দাতা (বারিদ, বরদ, জলদ)। [দা+অ]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-দা**।

**দই, দৈ**—বিঃ দধি। বিঃ **সাই দই**—টাটকা দই।

**দউ**—বিণঃ উভয়, দুই। [ব্রজ]।

**দংশ**—বিঃ ডাঁশ, বুনোমাছি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **দংশী**।

**দংশক**—(১) বিণঃ দংশন করে এমন। (২) বিঃ ডাঁশ, মশা। [দন্‌শ্‌+অক]।

**দংশন**—বিঃ দন্তাঘাত, কামড়। [দন্‌শ্‌+অন]।

**দংশল**—ক্রিঃ দংশন করিল, কামড়াইল।

**দংশা**—ক্রিঃ দন্তাঘাত করা। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ দংশন করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**দংশিত**—বিণঃ দংশন করা হইয়াছে এমন। [দন্‌শ্‌+ণিচ্‌+ত]

**দংষ্ট্র**—বিঃ দন্ত। বিঃ **দংষ্ট্রা**—বড় দাঁত, দাড়া। বিণঃ **দংষ্ট্রাল, দংষ্ট্রী**—দন্ত-যুক্ত,. দাঁতালো।

**দক, দঁক**—বিঃ পঙ্ক, পঙ্কময় স্থান, পঙ্কিল ভূমি। **দকে পড়া**—পাঁকে পড়া, হঠাৎ বিপদে পড়া।

**দক্তি**—বিঃ তাঁতের অংশবিশেষ।

**দক্ষ**—(১) বিণঃ পারদর্শী, ওস্তাদ, নিপুণ। (২) বিঃ প্রজাপতিবিশেষ; নক্ষত্ররূপিণী সপ্তবিংশ কন্যার পিতা, সতীর পিতা, ব্রহ্মার পুত্র; শিবের ষাঁড়; মোরগ। বিঃ **-তা**—পারদর্শিতা। বিঃ **-কন্যা, -জা**—দুর্গা, অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশ নক্ষত্র। বিঃ **-যজ্ঞ**—সতীর পিতা দক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ; হট্টগোল, বিশৃঙ্খল ব্যাপার।

**দক্ষা**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ পৃথিবী।

**দক্ষিণ**—(১) বিঃ উত্তরের বিপরীত দিক, দাক্ষিণাত্য; নায়কবিশেষ, সকল নায়িকাতে সমভাবে অনুরক্ত নায়ক। (২) বিণঃ ডাহিন, অনুকূল, উদার, প্রসন্ন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **দক্ষিণা**। বিঃ **-কালিকা, দক্ষিণা কালী**—শিববক্ষে দক্ষিণ পদ স্থাপনকারিণী কালী। বিঃ **-কেন্দ্র, -মেরু**—পৃথিবীর দক্ষিণ-প্রান্ত, কুমেরু। বিঃ **-পশ্চিম**—নৈর্ঋত কোণ, দক্ষিণ ও পশ্চিমের মাঝামাঝি কোণ। বিঃ **-পূর্ব**—অগ্নিকোণ, দক্ষিণ ও পূর্বের মাঝামাঝি কোণ। বিণঃ **-স্থ**—দক্ষিণে অবস্থিত। বিঃ **-হস্ত**—ডান হাত, অবলম্বন, প্রধান সহায় বা সহযোগী। **দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার**—ভোজন।

**দক্ষিণরায়**—বিঃ দেবতাবিশেষ, বন-দেবতা, দক্ষিণবঙ্গের উপকূল অঞ্চলে পূজিত ব্যাঘ্র দেবতা।

**দক্ষিণা**—(১) বিঃ পুরোহিতের প্রাপ্য পারিশ্রমিক, শিক্ষা সমাপণান্তে ছাত্র-কর্তৃক উপাধ্যায়কে দেয় প্রণামী, দক্ষিণ দিক্‌। (২) বিণঃ দক্ষিণ দিক্‌-সংক্রান্ত, দক্ষিণাবর্তী, দক্ষিণ দিক্‌ হইতে প্রবাহিত, অনুকূল।

**দক্ষিণাচল**—বিঃ মলয় পর্বত।

**দক্ষিণাচার**—(১) বিঃ তান্ত্রিক আচার-বিশেষ। (২) বিণঃ দক্ষিণে গতির প্রবণতাযুক্ত, দক্ষিণাচার পালনকারী।

**দক্ষিণাৎ**—অব্যঃ দক্ষিণ হইতে, দক্ষিণ-বর্তী।

**দক্ষিণাপথ**—বিঃ বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ-স্থিত প্রদেশ, ভারতের দক্ষিণাংশ, দাক্ষিণাত্য, deccan।

**দক্ষিণাবর্ত**—(১) বিণঃ দক্ষিণে বা ডানদিকে আবর্ত এমন। (২) বিঃ শঙ্খ, দক্ষিণাপথ।

**দক্ষিণাবহ**—বিঃ দক্ষিণ দিক হইতে প্রবাহিত বায়ু, মলয়-বায়ু।

**দক্ষিণামুখ**—বিণঃ দক্ষিণ দিকে মুখ-বিশিষ্ট।

**দক্ষিণায়ন**—বিঃ বিষুব রেখা হইতে সূর্যের দক্ষিণে গমন। বিঃ **দক্ষিণায়নান্ত বৃত্ত**—সূর্যের দক্ষিণায়নের সীমানাসূচক কল্পিত রেখা ; মকর-ক্রান্তি, tropic of capricorn।

**দক্ষিণারণ্য**—বিঃ দক্ষিণদেশস্থ বন ; দণ্ডকারণ্য।

**দক্ষিণী**—বিণঃ দক্ষিণ-দেশীয় ; দক্ষিণ-দিকে অবস্থিত।

**দক্ষিণে, দক্ষিনে**—বিণঃ দক্ষিণ দিক-সম্বন্ধীয়।

**দক্ষিণেশ্বর**—বিঃ দক্ষিণ দিকের অধি-পতি, যম ; কলিকাতার উত্তরস্থ ধর্মস্থানবিশেষ।

**দক্ষিণ্য**—বিণঃ দক্ষিণা পাওয়ার যোগ্য।

**দখনে, দখনো**—**দক্ষিণে**-র কথ্যরূপ। বিণঃ দক্ষিণদেশীয়, দক্ষিণপ্রান্তস্থিত।

**দখল**—বিঃ অধিকার, জ্ঞান, ব্যুৎপত্তি। বিণঃ **-কার, -দার, দখলিকার, দখলি-দার**—অধিকারী। বিঃ **-নামা**—অধিকার-নির্দেশক দলিল। বিণঃ **দখলী**—অধিকার করা হইয়াছে এমন, **দখল-সম্বন্ধীয়**।

**দখিন**—**দক্ষিণ**-এর কোমল রূপ।

**দগড়**—বিঃ বাদ্যবিশেষ, দামামা।

**দগড়া**—বিঃ প্রহারের দাগ।

**দগদগ**—অব্যঃ জ্বলন বা ক্ষতের লক্ষণ-সূচক। বিণঃ **দগদগে**।

**দগদগানি, দগদগি**—বিঃ উৎকট যন্ত্রণা অতিশয় বেদনা ; অত্যন্ত মনঃকষ্ট।

**দগধ**—(১) বিণঃ দগ্ধ। [ব্রজ]। (২) ক্রিঃ পোড়াও, দগ্ধ কর।

**দগ্ধ**—বিণঃ পোড়ানো হইয়াছে এরূপ উত্তপ্ত, জ্বালাপ্রাপ্ত, হতভাগ্য।

**দগ্ধা**—(১) বিঃ অমঙ্গলজনক তিথি-বিশেষ। (২) ক্রিঃ পোড়া, উত্তপ্ত বা ভস্মীভূত করা। ক্রিঃ **-ন, -নো**—পোড়ানো, জ্বালানো, বিরক্ত করা।

**দগ্ধান্ন**—বিঃ পোড়া ভাত।

**দগ্ধাবশেষ**—বিঃ আংশিকভাবে পুড়িয়া-যাওয়া জিনিসের যে অংশ আপোড়া থাকে তাহা।

**দগ্ধিকা**—**দগ্ধান্ন** দ্রষ্টব্য।

**দগ্ধোদর**—বিঃ পোড়া পেট, সামান্যমাত্র আহার্যে পূরণীয় জঠর (ভোজন-কার্যে অনাদর-প্রকাশক)।

**দঙ্গল**—বিঃ জোট, ভিড়, সমবায় ; অরণ্য, জঙ্গল। [হি]।

**দজ্জাল**—বিণঃ বদমায়েস, দুষ্ট ; ঝগড়াটে ; ধূর্ত ; শঠ ; অসত্যভাষী।

**দড়**—বিণঃ শক্ত, দৃঢ়, দক্ষ। **বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়**—(ব্যঙ্গে) বাপের চেয়ে ব্যাটার তেজ বেশী।

**দড়কচা, দড়কাঁচা**—বিণঃ আধপাকা, আধকাঁচা, অসিদ্ধ।

**দড়বড়**—অব্যঃ দ্রুততাসূচক। বিণঃ **দড়বড়ে, দড়বড়িয়া**—অত্যন্ত ব্যস্ত ; চটপটে।

**দড়বড়ান, দড়বড়ানো**—ক্রিঃ দড়বড়-শব্দে গমন করা ; তাড়াহুড়া করা।

**দড়বাড়**—অস-ক্রিঃ তাড়াতাড়ি করিয়া, দ্রুতভাবে।

**দড়া**—বিঃ লম্বা মোটা দড়ি; কাছি। বিঃ **-দড়ি**—নানাপ্রকারের দড়ি। ক্রিঃ **-ন, -নো**—দড়ি দিয়া বাঁধা বা জড়ানো।

**দড়াম**—অব্যঃ ভারী জিনিসের পতনের ধ্বনি।

**দড়ি, দড়ী**—বিঃ রজ্জু, কাছি।

**দড়**—বিণঃ দৃঢ়, দক্ষ, পটু, নিপুণ।

**দণ্ড**—বিঃ যষ্টি, ডাণ্ডা; সময়ের পরিমাণবিশেষ; শাসন, শাস্তি; খেসারত; যুদ্ধ। বিঃ **-গ্রহণ**—শাস্তি-ভোগকরণ, দণ্ডধারণ। বিঃ **-চক্রাদি-ন্যায়**—একটি ঘট নির্মাণে যেমন দণ্ড, চক্র, মৃত্তিকা প্রভৃতির প্রয়োজন, সেইরূপ যে কার্য বহু কারণ সম্বলিত তাহাই দণ্ডচক্রাদিন্যায়। **-ধর**—(১) বিঃ নৃপতি, যম। (২) বিণঃ যষ্টিধারী। **-ধারী**—(১) বিণঃ যষ্টিধারী। (২) বিঃ নৃপতি। বিঃ **-নায়ক**—সেনাপতি, দণ্ডবিধানকর্তা। বিঃ **-নীতি**—রাজ-নীতি, শাসননীতি। বিণঃ **-নীয়, দণ্ড্য**—শাস্তির উপযুক্ত, দণ্ডার্হ। বিণঃ (স্ত্রী): **-নীয়া**। **-পাণি**—(১) বিণঃ দণ্ডধারী। (২) বিঃ যম। বিঃ **-পাল, -পালক**—দ্বাররক্ষক, দ্বারপাল। **-বৎ**—(১) বিঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। (২) বিণঃ দণ্ডের ন্যায়, সাষ্টাঙ্গে প্রণত। **খুরে খুরে দণ্ডবৎ**—পশু বলিয়া (খুরবিশিষ্ট হেতু) পরোক্ষভাবে ব্যঙ্গাত্মক কটাক্ষ। **-বিধাতা**—(১) বিণঃ শাসনকারী, দণ্ডদাতা। (২) বিঃ নৃপতি, বিচারক। বিঃ **-বিধি**—ফৌজদারী আইন, দণ্ড বিধান, পেনালকোড, penal code। বিঃ **-মুণ্ড**—গুরু লঘু সকল প্রকার শাস্তি। **দণ্ড মুণ্ডের কর্তা**—সকল প্রকার শাস্তি প্রদানকারী, বিচারপতি। বিঃ **-যাত্রা**—যুদ্ধযাত্রা। ক্রি-বিণঃ **দণ্ডে দণ্ডে**—প্রতি দণ্ডে, বার বার। **একদণ্ডে**—ক্ষণেকের ভিতর।

**দণ্ডক**—বিঃ পুরাণে বর্ণিত রাজা। বিঃ **দণ্ডকা, দণ্ডকারণ্য**—(দণ্ডকরাজের রাজ্য মুনির অভিশাপে বনে পরিণত হইয়াছিল) গোদাবরী ও নর্মদার মধ্যবর্তী অরণ্যভূষিত অঞ্চল।

**দণ্ডা**—ক্রিঃ শাস্তি দেওয়া।

**দণ্ডায়মান**—বিণঃ দাঁড়াইয়া আছে এরূপ।

**দণ্ডার্হ**—বিণঃ দণ্ডনীয়।

**দণ্ডি**—বিঃ পৈতা।

**দণ্ডিত**—বিণঃ শাস্তি দেওয়া হইয়াছে এমন, শাস্তিপ্রাপ্ত।

**দণ্ডী**—(১) বিণঃ দণ্ডধারী। (২) বিঃ বিচারপতি, সন্ন্যাসিবিশেষ. রাজা।

**দত্ত**—বিণঃ দেওয়া হইয়াছে এমন। (স্ত্রী): **দত্তা**—অর্পিতা। বিঃ **-ক, দত্তক পুত্র**—পোষ্যপুত্র। বিণঃ **-হারী, দত্তাপহারী**—দান করিয়া ফেরৎ চায় এমন।

**দত্তি**—বিঃ দান, বিতরণ।

**দদন**—বিঃ বিতরণ, দান।

**দদ্রু**—বিঃ দাদ। বিণঃ **-ঘ্ন**—দাদনাশক।

**দধি**—বিঃ দই। বিঃ **-মঙ্গল**—হিন্দু-মতে বিবাহকালীন পালনীয় প্রথা-বিশেষ। বিঃ **-মন্থন**—দই মওন, ঘোল তৈয়ারি করণ। বিঃ **-সার**—মাখন।

**দধীচ, দধীচি**—বিঃ পুরাণোক্ত মুনি-বিশেষ; বিশ্বের হিতার্থে আত্মদান-কারী মহাপুরুষ।

**দধ্যন্ন**—বিঃ দইমাখা ভাত।
**দধ্যম্ল**—বিঃ দই প্রস্তুত করিবার জন্য অম্লরস বা সাঁজা, দম্বল।
**দনা, দোনা**—বিঃ সুগন্ধি ফুলবিশেষ, দমনকবৃক্ষ।
**দনাই**—বিঃ জনার্দন, জনাই।
**দনু**—বিঃ দক্ষকন্যা, কশ্যপের স্ত্রী।
**দনুজ**—বিঃ দনুর পুত্র, দৈত্য। বিঃ, বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-দলনী**—দুর্গা, অসুর-বিনাশিনী।
**দন্ত**—বিঃ দাঁত। বিঃ **-কাষ্ঠ**—দাঁতন। বিঃ **-ধাবন**—দাঁতন, দাঁতের মাজন, দাঁত পরিষ্কার করণ। বিঃ **-পুষ্প**—কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল। বিঃ **-বিকাশ**—হাসি, দাঁত বাহির করা। বিঃ **-মঞ্জন**—দাঁত ধৌতকরণ; মাজন। বিঃ **-মাংস, -বেষ্ট, -মূল**—দাঁতের মাঢ়ী। **-মূলীয়**—(১) বিণঃ দন্তমূল সংক্রান্ত। (২) বিঃ দন্তমূল হইতে উচ্চার্য বর্ণসমূহ। বিঃ **-শূল**—দাঁতের ব্যথা। বিঃ **-স্ফুট**—দাঁত দিয়া কামড়ানো, উপলব্ধিকরণ।
**দন্তী**—(১) বিণঃ দন্তযুক্ত। (২) বিঃ হস্তী; পর্বত; গজানন, গণেশ; স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ।
**দন্তুর**—বিণঃ দাঁতালো; বিষম, এবড়ো-খেবড়ো।
**দন্তোদ্গম**—বিঃ মাঢ় হইতে নূতন দাঁত বাহির হওন।
**দন্ত্য**—বিণঃ দাঁত-সম্বন্ধীয়, দাঁতের সাহায্যে উচ্চার্য। বিঃ **-বর্ণ**—দাঁতের সাহায্যে উচ্চার্য বর্ণসমূহ।
**দপ, দপ্**—অব্যঃ সহসা আগুন জ্বলিবার ধ্বনিসূচক। অব্যঃ **দপদপ, দপ্‌দপ্**—জ্বলন, যন্ত্রণার ভাব প্রকাশক।
**দপ্তর**—বিঃ কার্যালয়; অফিস; কাছারি, পুস্তক, খাতা, হিসাবের বহি। বিঃ **-খানা**—কার্যালয়। বিঃ **দপ্তরী**—কার্যালয়ে নিযুক্ত নিম্নবৃত্তে কর্মচারী; পুস্তকাদি বাঁধাই করে যে।
**দফা**—বিঃ শেষ অধ্যায়; পরিচ্ছেদ, প্রকরণ, অধ্যায়; সংখ্যা, বার; পালা; পৃষ্ঠা; রকম। বিণঃ **-ওয়ারী**—যাহাতে প্রত্যেকটি দফা উল্লেখ করা হইতেছে এমন। ক্রি-বিণঃ **-দফা**—পুনঃপুনঃ, বারবার। বিঃ **-রফা, -শেষ**—ধ্বংস, সর্বনাশ।
**দফাদার**—বিঃ চৌকিদারদের উপরিতন কর্মচারী; অশ্বারোহী সেনাদলের কর্মচারিবিশেষ; শ্রমজীবীদের মধ্যে প্রধান।
**দফে**—অব্যঃ পুনশ্চ, আবার, কিস্তীতে।
**দবদব, দব্‌দব্**—**দপ্‌দপ্**-এর রূপভেদ।
**দম**[১]—অব্যঃ কোন জিনিস পড়িবার ধ্বনিসূচক। অব্যঃ **-দম**—অবিরাম দম-আওয়াজ। ক্রি-বিণঃ **-দমাদম**—দমদম করিয়া।
**দম**[২]—বিঃ শ্বাস-প্রশ্বাস; জোরে ধূম-পান, স্প্রিংয়ে পাক দেওন (ঘড়িতে দম), ধাপ্পা, ব্যঞ্জনবিশেষ (আলুর দম)। ক্রিঃ **-দেওয়া**—ঘড়ি মেসিন ইত্যাদির স্প্রিংয়ে পাক দেওয়া। ক্রিঃ **-ফুরানো**—পরিশ্রান্ত হওয়া। বিণঃ **-বাজ**—ধাপ্পাবাজ। বিঃ **-বাজি**। ক্রিঃ **দম বাহির হওয়া**—প্রাণান্ত হওয়া, ক্লান্ত হওয়া। ক্রিঃ **দম রাখা**—শ্বাস রুদ্ধ করিয়া রাখা, ক্ষমতা রাখা। ক্রিঃ **দম লওয়া**—বিশ্রাম করা। ক্রিঃ **দম লাগানো**—জোরটানে ধূমপান করা। অব্যঃ, ক্রি-বিণঃ **একদম**—

কখনই, মোটেই। ক্রি-বিণঃ **একদমে**—একটানে, রুদ্ধশ্বাসে।

**দম**৩—বিঃ শাসন, সংযম, জিতেন্দ্রিয়তা।

**দমক**—(১) বিণঃ দমনকারী। (২) বিঃ হঠাৎ চমক, জোর ধাক্কা।

**দমকল**—বিঃ আগুন নিভাইবার ও জল তুলিবার যন্ত্রবিশেষ। বিঃ **দমকল বাহিনী**—দমকলের সাহায্যে আগুন নিভাইবার কর্মচারিবৃন্দ, fire-brigade।

**দমকা**—বিণঃ হঠাৎ বেগে ধাবিত (হাওয়া)। ক্রিঃ **-ন, -নো**—দমিত হওয়া; শান্ত হওয়া; ধমকানো, শাসন করা; (বিদ্যুতের) চমকানো।

**দমদমা**—বিঃ চাঁদমারির (যুদ্ধাভিনয়) নিমিত্ত নির্মিত মৃত্তিকাস্তূপ; মাটির উঁচু ঢিবি।

**দমন**—বিঃ শাসন, সংযম। বিণঃ **দমনীয়**—দমন করা উচিত এমন। বিণঃ **দময়িতা**—দমনকারী।

**দমসম**—বিণঃ অতিরিক্ত ভোজনে রুদ্ধ-শ্বাস।

**দমা**—ক্রিঃ হার মানা, বশ মানা, হতাশ হওয়া, চাপিয়া যাওয়া। ক্রিঃ **-ন, -নো**—দমন করা, শাসন করা, নিরুৎসাহিত করা।

**দমিত**—বিণঃ শাসিত, সংযত, বশীকৃত।

**দমী**—বিণঃ শাসনকারী, জিতেন্দ্রিয়, দমনশীল। [দম্+ইন্]। (স্ত্রী)ঃ **দমিনী**।

**দম্পতি, দম্পতী**—বিঃ স্বামী ও স্ত্রী, জায়া ও পতি, পতি-পত্নী।

**দম্বল**—বিঃ দুধ জমাইবার অম্বল, দইয়ের সাঁজা।

**দম্ভ**—বিঃ দর্প, অহঙ্কার, গর্ব। বিণঃ **দম্ভী**—গর্বিত, অহঙ্কারকারী, শঠ।

**দম্ভক**—বিণঃ গর্বকারী, প্রতারক।

**দম্ভোক্তি**—বিঃ বড়াই, দৃপ্ত বাক্য।

**দম্ভোল**—বিঃ গর্বিত বাক্য, দম্ভোক্তি।

**দম্ভোলি**—বিঃ অশনি, বজ্র।

**দম্য**—(১) বিণঃ দমনীয়, শাসনযোগ্য। (২) বিঃ ছোট ষাঁড়, বড় বাছুর।

**দয়া**—বিঃ কৃপা, পরদুঃখমোচন-আকাঙ্ক্ষা, অনুগ্রহ, অনুকম্পা, বদান্যতা। বিণঃ **-পরতন্ত্র, -পরবশ**—দয়ার বশীভূত। বিণঃ **-বান্, -ময়, -লু, -লু, -শীল**—কৃপাময়, দয়া আছে যাহার। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-বতী, -ময়ী, -শীলা**। বিণঃ **-র্দ্র**—দয়ায় কোমল হইয়াছে এমন, দয়াপরবশ।

**দয়িত**—(১) বিণঃ প্রিয়পাত্র, কমনীয়, ভালবাসার পাত্র। (২) বিঃ প্রণয়ী, পতি। [দয়্+ত]। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ **দয়িতা**—প্রিয়া।

**দয়েল, দোয়েল**—বিঃ মধুরস্বর পক্ষি-বিশেষ।

**দর**১—(১) বিঃ গর্ত, ফাটল; ভয়; কম্প; প্রবাহ, স্রোত, ক্ষরণ। (২) অব্যঃ বিণঃ অল্প, ঈষৎ (দরকাঁচা)। বিণঃ **-কচা, -কাঁচা**—না-পাকা না-কাঁচা। অব্যঃ **-দর**—প্রবাহের অব্যক্ত আওয়াজ। বিণঃ **-বিগলিত**—তরল হইয়া স্রোতের ন্যায় ক্ষরণশীল (দর-বিগলিত অশ্রু)।

**দর**২—বিঃ দাম, মূল্য; মূল্যের হার, নিরিখ; স্তর, মর্যাদা (উঁচুদরের লোক)। [দেশী]। বিঃ **-কষাকষি**—ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে জিনিসের দাম লইয়া তর্ক-বিতর্ক। বিঃ **-দস্তুর, -দাম**—জিনিসের দাম ও ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত।

**দরওয়াজা**—**দরজা-র** রূপভেদ।

**দরওয়ান**—**দরোয়ান**-এর রূপভেদ

**দরকার**—বিঃ প্রয়োজন, আবশ্যকতা। [ফা]। বিণঃ **দরকারী**—প্রয়োজনীয়, আবশ্যক।

**দরখাস্ত**—বিঃ আবেদনপত্র, আর্জি। [ফা]। বিণঃ বিঃ **-কারী**—যে আবেদন করে।

**দরগা**—বিঃ পীরের স্থান, মুসলমান-দিগের ধর্মশালা। [ফা]।

**দরজা, দরোজা**—বিঃ দ্বার, দুয়ার, কবাট, থানার দ্বাররক্ষী, প্রহরী।

**দরজী**—বিঃ সূচীকর্মজীবী, জামা-কাপড় সেলাই করা বৃত্তি যাহার।

**দরদ**—(১) বিণঃ ভয়প্রদ : প্রাচীন জাতিবিশেষ, বর্তমান দার্দিস্থানের নাম। [দর+দা+অ]। (২) বিঃ মমতা, সমবেদনা, ব্যথা, যন্ত্রণা।

**দরদালান**—বিঃ আচ্ছাদিত বড় বারান্দা।

**দরদী,** (কাব্যে) **দরদিয়া**—বিঃ বিণঃ সমব্যথী, মরমী।

**দরপত্তনি, দরপত্তনী**—বিঃ পত্তনিদারের নিকট হইতে গৃহীত পত্তনি। [ফা]। বিঃ **-দার**—যে ব্যক্তি ঐরূপ পত্তনি গ্রহণ করিয়াছে।

**দরপরদা**—ক্রি-বিণঃ পরদার আড়ালে, গোপনে।

**দরপেশা**—বিণঃ বিচারাধীন, আদালতের নথিভুক্ত। [ফা]।

**দরবার**—বিঃ সভা ; রাজসভা ; উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তির বৈঠকখানা ; আদালত; আবেদন (দরবার করা)। [ফা]। বিণঃ **দরবারী**—দরবারে যাতায়াতকারী, দরবারের উপযুক্ত। **দরবারী কানাড়া**—সঙ্গীতের সুরবিশেষ।

**দরবেশ**—বিঃ মুসলমান সন্ন্যাসী, ফকির ;· মিঠাইবিশেষ। [ফা]।

**দরমা**—বিঃ চাঁচ, চাঁটাই, বাঁশের চাঁচারি হইতে প্রস্তুত আবরণ।

**দরাজ**—বিণঃ প্রশস্ত, বিস্তীর্ণ, লম্বা-চওড়া, উদার, মুক্ত, অকৃপণ। [ফা]।

**দরি, দরী**—বিঃ (১) গুহা, কন্দর ; উপত্যকা (গিরিদরীবিহারিণী) (২) শতরঞ্চি, সুজনি।

**দরিদ্র**—বিণঃ গরিব, দীন, নিঃস্ব। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ **দরিদ্রা**। বিঃ **-তা, দারিদ্র্য**। বিঃ **-নারায়ণ**—দরিদ্রজনকে নারায়ণের মত শ্রদ্ধেয় কল্পনা করা, দরিদ্র জন-সাধারণ। বিণঃ **দরিদ্রিত**—দরিদ্র হইয়াছে এমন, দুর্গত।

**দরিয়া**—বিঃ সমুদ্র ; সমুদ্রের মত বড় নদী। [ফা]।

**দরুণ, দরুন**—অব্যঃ কারণে, জন্য (অসুখের দরুন)। [ফা]।

**দরোয়ান, দরওয়ান**—বিঃ দরজার প্রহরী, দ্বারবান্। [ফা]। বিঃ **-ই**—দরোয়ানের কাজ বা বৃত্তি।

**দর্দুর**—বিঃ ব্যাঙ, ভেক ; মেঘ ; দক্ষিণ ভারতের পর্বতবিশেষ। [দৃ+উর]।

**দর্প**—বিঃ (১) অহঙ্কার, দম্ভ। [দৃপ্+অ]। (২) কস্তুরী মৃগ। বিণঃ **-হারী**—দর্পনাশকারী। বিণঃ **দর্পিত**—গর্বিত, দৃপ্ত। বিণঃ **দর্পী**—দাম্ভিক।

**দর্পক**—(১) বিঃ কামদেব, মদন। (২) বিণঃ উদ্দীপক, উত্তেজক।

**দর্পণ**—বিঃ আয়না, আরশি, মুকুর ; নয়ন, চক্ষু।

**দর্ভ**—বিঃ দূর্বা, কুশ, কাশ, শ্যামাক, বল্বজ ও মৌঞ্জ নামক ছয় প্রকার তৃণ। বিণঃ **-ময়**—ঐ তৃণ নির্মিত। বিঃ **দর্ভাসন**—কুশাসন, তৃণাসন। বিণঃ **-শায়ী**—কুশে শায়িত এমন।

**দর্ভট**—বিঃ নিভৃত বন, নিভৃত গৃহ, নিভৃত কুঞ্জ।

**দর্শক**—বিণঃ দেখে যে। [দৃশ্+ণিচ্+অক]।

**দর্শন**—বিঃ ঈক্ষণ; অবলোকন; সাক্ষাৎকার; প্রকৃত জ্ঞান (সাংখ্য-দর্শন ইত্যাদি); তত্ত্বজ্ঞান, জ্ঞান-শাস্ত্র; দর্পণ; চেহারা (সুদর্শন)। [দৃশ+অন]। **-দারি, -দারী, -ডালি, -ডারি, -ডারী**—(১) বিঃ চেহারার চটক ('আগে দর্শনদারি পরে গুণ বিচারি')। (২) বিণঃ সুদর্শন, সুরূপ। বিঃ **-শাস্ত্র**—তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ক শাস্ত্র, philosophy।

**দর্শনী**—বিঃ দর্শন লাভ; উপদেশ বা সাহায্যের পরিবর্তে দেয় অর্থ, প্রণামী, নজরানা, উপহার।

**দর্শনীয়**—বিণঃ দর্শনযোগ্য, সুন্দর।

**দর্শয়িতা**—বিণঃ যিনি দেখান, প্রদর্শক।

**দর্শা**—ক্রিঃ দেখা যাওয়া, ঘটা। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ দেখানো। (২) বিঃ উক্ত অর্থে।

**দর্শিত**—বিণঃ দেখানো হইয়াছে এমন।

**-দর্শী**—বিণঃ দর্শনকারী, জ্ঞানী (ভূয়োদর্শী)।

**দল**—বিঃ (১) পল্লব, পাতা, পাপড়ি; সমূহ; খণ্ড। (২) দমন, দলন। (৩) অস্ত্রের ফলক। (৪) বেধ, স্থূলতা; জলজ তৃণবিশেষ, দাম। বিঃ **-কচু**—বিশেষ একপ্রকার কচু। বিণঃ **-ছাড়া, -চ্যুত, -ভ্রষ্ট**—নিজের শ্রেণী বা সম্প্রদায় হইতে বিচ্যুত। বিঃ **-পতি**—সর্দার, নেতা। ক্রিঃ **-পাকান, -নো, -বাঁধা**—একত্রে জোটা, ঘোঁট পাকানো। বিণঃ **-বদ্ধ**—একত্রে মিলিত। বিঃ **-বল**—স্বপক্ষীয় লোক-জন বা সৈন্য-সামন্ত। বিঃ **দলাদলি**—দলে দলে বা দলে-উপদলে মত-বিরোধ। বিণঃ **দলীয়**—দলসম্বন্ধীয়, দলভুক্ত। ক্রি-বিণঃ **দলে দলে**—বহু দল একত্রে; অধিক সংখ্যায়। **দলে পুরু**—সংখ্যায় অনেক।

**দলন**—(১) বিঃ পীড়ন, মর্দন, পেষণ। (২) বিণঃ যিনি ঐরূপ করেন। বিণঃ (স্ত্রী): **দলনী**।

**দলা**[১]—(১) ক্রিঃ পীড়ন বা মর্দন বা শাসন করা। (২) বিঃ পীড়ন, মর্দন, শাসন। (৩) বিণঃ দলিত। **দলাই-মলাই**—সংবাহন, অঙ্গমর্দন।

**দলা**[২]—বিঃ ডেলা, পিণ্ডাকার খণ্ড।

**দলিত**—বিণঃ মর্দিত, পিষ্ট, দমিত, শাসিত।

**দলিল**—বিঃ লিখিত প্রমাণপত্র, স্বত্বা-স্বত্ব নির্দেশপত্র। [আ]। বিঃ—**দস্তাবেজ**—নানা প্রকার দলিল।

**দলুয়া, দলো**—বিঃ গুড় হইতে প্রস্তুত একপ্রকার লালচে চিনি।

**দশ**—(১) বিঃ ১০ সংখ্যা; জনসাধারণ (দশে বলে); বিশিষ্ট ব্যক্তি (দশের একজন)। (২) বিণঃ দশম সংখ্যক। [দন্শ্+অন]। বিঃ **-ক**—এককের বামের অঙ্ক; দ্বিতীয় অঙ্ক; দশটি বস্তু বা প্রাণীর সমষ্টি; প্রত্যেক শতাব্দীর গোড়া হইতে গণনা করিয়া প্রতি দশ বৎসর কাল। **-কথা**—অনেক কথা; বহু কটু কথা। বিঃ **-কর্ম**—হিন্দুদের আচরণীয় দশবিধ সংস্কার। বিণঃ **-কর্মান্বিত**—দশকর্মে অভিজ্ঞ বা তাহা পালন করে এমন। বিঃ **-কোষী, -কুশী**—কীর্তনের তাল-বিশেষ। বিঃ **-চক্র**—বহুজনের ষড়যন্ত্র বা কুমন্ত্রণা। **দশচক্রে ভগবান ভূত**—

বহুজনের চক্রান্তের ফলে সংঘটিত অসম্ভব ব্যাপার (এইরূপ চক্রান্তে ঈশ্বরকেও ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়)। বিঃ **-নামী**—সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়বিশেষ। বিঃ **-পঁচিশ**—এক প্রকার কড়ি খেলা। বিঃ **-বল**—দান শীল ক্ষমা ইত্যাদি দশ প্রকার বল আয়ত্তীকরণ; বুদ্ধদেব। বিঃ **-ভুজা**—দশ হাতবিশিষ্টা নারী; দেবী দুর্গা। বিণঃ **-ম**—দশের পূরক; দশ সংখ্যক। বিঃ **-মহাবিদ্যা**—আদ্যা-শক্তির দশটি ভিন্ন ভিন্ন রূপঃ কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী কমলা। বিঃ **-মাবতার**—বিষ্ণুর দশম অবতার, কল্কি-অবতার। **-মিক**—(১) বিণঃ দশমাংশ-সম্বন্ধীয়, দশ-গুণোত্তর, decimal। (২) বিঃ যে ভগ্নাংশ দশ ভাগের এক ভাগকে বুঝায়, এইরূপ ভগ্নাংশযুক্ত গণনা-পদ্ধতি। বিঃ **-মী**—তিথিবিশেষ। বিঃ **-মূল**—কবিরাজী পাচন, আয়ুর্বেদ মতে দশ রকম গাছের শিকড়। **-সালা বন্দোবস্ত**—দশ বছরের জন্য কোন চুক্তি (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে জমিদারগণের সহিত জমির স্বত্ব লইয়া এইরূপ চুক্তি করা হয়। বিঃ **-হরা**—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমী, গঙ্গার মর্তে আগমনের দিন, যেদিন গঙ্গাস্নান করিলে দশবিধ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস।

**দশন**—বিঃ দাঁত; দংশন। [দন্‌শ+অন]।

**দশরথ**—বিঃ দশদিকে রথ চলে যাহার; রামচন্দ্রের পিতা।

**দশা**—বিঃ অবস্থা; ধরন, গতিক; মানব মনের নানাবিধ (দশটি) অবস্থা; মানব জীবনের নানাবিধ অবস্থা (গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, পৌগণ্ড ইত্যাদি দশ অবস্থা); রাশিচক্রের অবস্থানজনিত প্রভাব (শনির দশা); পরলোকগত ব্যক্তির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থে আচরণীয় সংস্কার (গুরুদশা); বৈষ্ণবশাস্ত্রে আত্মনিবেদনের (শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, বন্দন, পদসেবা, দাস্য, সৌখ্য ইত্যাদি) ভাবাবেশ। বিঃ **-বিপর্যয়**—দুরবস্থা, দুর্দশা। **দশায় পড়া**—দেবনাম কীর্তন বা শ্রবণ করিতে করিতে ভাবস্থ হওয়া।

**দশাংসিক**—বিণঃ দশমিক।

**দশানন, দশাস্য**—বিঃ রাবণ।

**দশাবতার**—বিঃ পৃথিবীতে বিভিন্নরূপে জাত ভগবানের দশ মূর্তি, বিষ্ণু, নারায়ণ।

**দশাশ্ব**—বিঃ চন্দ্র।

**দশাশ্বমেধ,-মেধিক**—বিঃ কাশীর তীর্থ-বিশেষ।

**দশাশ্বমেধঘাট**—বিঃ কাশীতে গঙ্গার ঘাটবিশেষ।

**দশাসই**—বিণঃ লম্বা চওড়া চেহারা এমন।

**দশাহ**—(১) বিঃ দশদিন, দশদিন-ব্যাপী উৎসব। (২) বিণঃ দশদিন-ব্যাপী।

**দশি, দশী**—বিঃ কাপড়ের শেষ পোড়েন-ছাড়া টানা সুতার অংশ, কাপড়ের ছিলা।

**দষ্ট**—বিণঃ দংশিত (সর্পদষ্ট); দন্ত-দ্বারা বিদীর্ণ বা ছিন্ন (কীটদষ্ট)।

**দস্তক**—বিঃ পরওয়ানা, সমন। [ফা]।

**দস্তখৎ, দস্তখত**—বিঃ স্বাক্ষর। [ফা]।

**দস্তর**—বিঃ পাগড়ী। [ফা]। বিঃ **-খান**—টেবিলে পাতিবার কাপড়।

**দস্তা**—বিঃ একপ্রকার শুভ্রবর্ণ ধাতু, zinc।

**দস্তানা**—বিঃ হাতমোজা, gloves।

**দস্তাবিজ, দস্তাবেজ**—**দলিল** দ্রষ্টব্য।

**দস্তিদার, দস্তীদার**—বিঃ রাজকীয় শীলমোহর এবং দলিলপত্রের তদারককারী কর্মচারী; মশালচী; পদবী-বিশেষ। [ফা]।

**দস্তুর**—বিঃ নিয়ম, প্রথা, কায়দা। [ফা]। অব্যঃ **-মত**, **-মাফিক**—যথা-রীতি; যথেষ্ট, বিলক্ষণ।

**দস্তুরি**—বিঃ বিক্রয় করিবার সময় দ্রব্য-মূল্যের যে অংশ ছাড়িয়া দেওয়া হয়, খরিদ্দার জুটাইয়া আনার জন্য বিক্রয় মূল্যের যে অংশ দালালকে দেওয়া হয়, পারিশ্রমিক, কমিশন বা দালালির প্রাপ্য। [ফা]।

**দস্যি**—বিণঃ দুরন্ত। বিঃ **-পনা**—দুরন্ত আচরণ।

**দস্যু**—বিঃ পরপীড়ক ব্যক্তি, ডাকাত, তস্কর, চোর; শত্রু। বিঃ **-তা**, **-বৃত্তি**—ডাকাতি; চৌর্য; শত্রুতা।

**দহ**—বিঃ হ্রদ, কোন বড় জলাশয়ের অতলস্পর্শ স্থান বা ঘূর্ণিময় অংশ, সঙ্কট।

**দহন**—(১) বিঃ দাহ, পোড়ানো, যন্ত্রণা ('আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে'—রবীন্দ্র)। (২) বিণঃ দহনকর। বিণঃ **দহনীয়**—দহনযোগ্য, দাহ্য।

**দহরম**—বিঃ আত্মীয়তা, মেশামেশি। [ফা]। বিঃ **-মহরম**—গভীর অন্তরঙ্গতা, পরস্পর আত্মীয়তা।

**দহলা**—বিঃ দশ-ফোঁটা-চিহ্নিত তাস।

**দহা**—ক্রিঃ দগ্ধ করা, পোড়ানো।

**দহ্যমান**—বিণঃ দগ্ধ হইয়াছে বা হইতেছে এমন।

**দা**—(১) বিঃ কাটারি। বিণঃ **-কাটা**—দা-দিয়া কাটা যাহা (তামাক)। (২) **দাদা**-র সংক্ষিপ্ত রূপ (ছোটদা)। (৩) **-দ**—এর স্ত্রীরূপ (প্রাণদা)।

**দাই**—**ধাই** বা **ধাত্রী**-র চলিত রূপ।

**দাইল**—বিঃ ডাইল, ডাল।

**দাউদাউ**—অব্যঃ জোরে আগুন জ্বলার কল্পিত ধ্বনি।

**দাওয়া**—বিঃ (১) রোয়াক, বারান্দা। (২) পাওনা, অধিকার, স্বত্ব। (৩) ঔষধ, দাওয়াই। বিঃ **-খানা**—ঔষধালয়, ডাক্তারখানা। বিঃ **দাবিদাওয়া**—দাবি ইত্যাদি।

**দাওয়াত**—বিঃ নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ।

**দাঁ, দাঁও**—বিঃ সুবিধা, সুযোগ, লাভ।

**দাঁড়**—(১) বিঃ নৌকাচালনার দণ্ড, ক্ষেপণী; পোষা পাখির বসিবার দণ্ড। (২) বিণঃ দণ্ডায়মান, খাড়া; প্রতিষ্ঠিত করা (ছেলেটাকে দাঁড় করিয়েছি), অপেক্ষা করানো (দাঁড় করাও, আসছি); রুদ্ধগতি (গাড়িটা দাঁড় করাও); রুজু করা (মামলা দাঁড় করানো)।

**দাঁড়কাক**—বিঃ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের বড় আকারের পক্ষিবিশেষ; দণ্ডকাক।

**দাঁড়া**—বিঃ (১) মেরুদণ্ড (শির-দাঁড়া)। (২) ধারা, প্রথা, রেওয়াজ।

**দাঁড়ান, দাঁড়ানো**—(১) ক্রিঃ দণ্ডায়মান হওয়া (উঠিয়া দাঁড়াইল); প্রতীক্ষা করা (দাঁড়াইয়া আছি); বিলম্ব করা (দাঁড়াও, এখুনি আসছি); রুদ্ধ-

গতি করা ('দাঁড়াও পথিকবর!'—মধু:); সঞ্চিত হওয়া, জমা (জল দাঁড়িয়ে গেছে); সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া (কারবারটা দাঁড়িয়ে গেল); শেষ হওয়া (ভাই-এ ভাই-এ শত্রু হয়ে দাঁড়ালো); পক্ষ সমর্থন করা (ওরা আমার পিছনে দাঁড়াবে)। (২) বিণঃ খাড়া, দণ্ডায়মান। (৩) বিঃ দাঁড়ানো; দাঁড়ানোর ভঙ্গি।

**দাঁড়াশ**—বিঃ এক প্রকার সাপ।

**দাঁড়ি**—বিঃ পূর্ণচ্ছেদ (।); তুলাদণ্ড, কাঁটা। বিঃ **-পাল্লা**—তুলাদণ্ড।

**দাঁড়ী**—বিঃ নৌকার দাঁড়-চালক।

**দাঁত**—বিঃ দন্ত, দশন। ক্রিঃ **-কনকন করা**—দাঁতে যন্ত্রণা বা ঠাণ্ডাজনিত তীব্র অনুভূতি হওয়া। বিঃ **-কনকনানি**। বিঃ **-কপাটি**—দাঁতে দাঁত লাগা অবস্থা। **-খিঁচানো**—দন্তবিকাশ করিয়া তিরস্কার করা। বিঃ **-খিঁচুনি**। **-থাকতে দাঁতের মর্যাদা না বোঝা**—সুযোগের সদ্ব্যবহার না করা। **-ফোটানো, -বসানো**—কা ম ড়া নো; বুঝিতে পারা। **-বাঁধানো**—নকল দাঁত বসানো। **-ভাঙ্গা**—(১) বিঃ দর্প চূর্ণ করা। (২) বিণঃ দুর্বোধ্য, দুরুচ্চার্য। বিণঃ **দাঁতালো**—বড় দাঁতযুক্ত (দাঁতালো হাতি)। **দাঁতে কুটো করা**—অত্যন্ত হীনভাবে বশ্যতা স্বীকার করা। **দাঁতে দাঁত লাগা**—শীতে বা ভয়ে দুই পাটির দাঁতে ক্রমাগত ঠোকাঠুকি হওয়া, মূর্ছাকালে দুই পাটির দাঁতে দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া যাওয়া। **গজদাঁত**—শাখাদন্ত, দাঁতের গোড়া দিয়া আর একটি বাড়তি দাঁত ওঠা। **দুধে দাঁত, দুধের দাঁত**—মানব শিশুর প্রথমোদ্গত দাঁত।

**দাঁতন**—বিঃ দন্তধাবন, দাঁত মাজিবার জন্য ব্যবহৃত গাছের ডাল।

**দাক্ষায়ণী**—বিঃ প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, সতী। [দক্ষ+আয়ন+ঈ]।

**দাক্ষিণাত্য**—(১) বিণঃ দক্ষিণদেশ-বাসী, ঐ দেশে স্থিত বা জাত। (২) বিঃ ভারতের দক্ষিণাংশ।

**দাক্ষিণ্য**—বিঃ দয়া, অনুগ্রহ, সৌজন্য, ঔদার্য, সারল্য। [দক্ষিণ+য]।

**দাখিল**—বিঃ অর্পণ, পেশ, উপস্থাপন, শামিল। [আ]। বিঃ **-খারিজ**—স্বত্ব নষ্ট হওয়া। বিণঃ **দাখিলী**—পেশ করা হইয়াছে এমন।

**দাখিলা**—বিঃ খাজনা প্রভৃতির রসিদ।

**দাগ**—বিঃ চিহ্ন, ছাপ; মালিন্য, অভিমান। **-কাটা**—পরিচয়চিহ্ন রাখা। **-দেওয়া**—মার্কা দেওয়া (কা°ড়ে)। **-ধরা**—মরিচা লাগা, স্মৃতিতে থাকা। **-বিলি**—জমি ও প্রজার বিবরণ।

**দাগরাজি**—বিঃ ছাদ ইত্যাদির ফাটা মেরামত; জীর্ণ সংস্কার। [ফা]।

**দাগা**—(১) ক্রিঃ ছোড়া (কামান দাগা); অঙ্কিত করা (রসকলি দাগা); চিহ্নিত করা (ষাঁড় দাগা)। (২) বিঃ আঘাত, মর্মবেদনা; বিশ্বাসঘাতকতা, বঞ্চনা (দাগাবাজ)। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ ঐ সকল অর্থে। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। **-বুলানো**—হস্তলিপির আদর্শের উপর মক্শ করা। বিণঃ **-দার**—বিশ্বাসঘাতক, কলঙ্কদাতা, অনিষ্ট-কারী। বিঃ **-দারি**। বিণঃ **-বাজ**—প্রবঞ্চক, শঠ। বিঃ **-বাজি**।

**দাগী**—বিণঃ দাগযুক্ত, মার্কামারা, চিহ্নিত, পূর্বপরিচিত, পূর্বে দণ্ড-প্রাপ্ত।

**দাঙ্গা**—বিঃ কলহ, বিদ্রোহ, মারামারি, কাজিয়া। বিণঃ **-বাজ**—দাঙ্গা করিতে অভ্যস্ত। বিঃ **-হাঙ্গামা**—একের পর এক দাঙ্গা।

**দাড়া**—বিঃ বড় দাঁত বা হুল ; চিংড়ি বা কাঁকড়ার দাঁতযুক্ত লম্বা ঠ্যাং।

**দাড়ি, দাঢ়ি**—বিঃ চিবুক, থুতনি ; শ্মশ্রু, গাল ও চিবুকের লোম। বিণঃ **-য়াল, দেড়েল, দেড়ে**—শ্মশ্রুযুক্ত। বিঃ **চাপ দাড়ি**—সমস্ত চিবুক ও চোয়াল জোড়া শ্মশ্রু। বিঃ **ছাগল-দাড়ি**—ছাগলের ন্যায় মাত্র চিবুকে পাতলা দাড়ি।

**দাড়িম্ব, দাড়িম**—বিঃ ডালিম্ব বা দালিম গাছ বা ফল।

**দাতব্য**—বিণঃ দেয়, দানযোগ্য, দান করা হয় এমন।

**দাতা**—বিণঃ দানকর্তা ; প্রদানকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **দাত্রী**। বিঃ **দাতৃত্ব**—দানশীলতা, বদান্যতা। বিঃ **-কর্ণ**—মহাভারতের কর্ণ, অতিশয় দানশীল ব্যক্তি।

**দাত্যূহ**—বিঃ চাতক, ডাকপাখি।

**দাত্র**—বিঃ দা, কাটারি।

**দাদ**[১]—বিঃ চর্মরোগবিশেষ।

**দাদ**[২]—বিঃ প্রতিশোধ। [ফা]। **-তোলা**—প্রতিশোধ লওয়া।

**দাদখানি**—বিঃ অত্যুৎকৃষ্ট লঘুপাচ্য চাউলবিশেষ।

**দাদন**—বিঃ কোন কাজের জন্য অগ্রিম যে টাকা দেওয়া হয়, বায়না। [ফা]। বিঃ **-দার**—যিনি দাদন দেন।

**দাদরা**—বিঃ সংগীতের তালবিশেষ।

**দাদা**—বিঃ বড় ভাই ; ছোট ভাইকে সস্নেহ সম্বোধন ; পৌত্র ও দৌহিত্রকে সম্বোধন, বয়োজ্যেষ্ঠ যে কোন অপরিচিতকে সসম্মান সম্বোধন। বিঃ **-বাবু**—বড় ভাই-এর ন্যায় শ্রদ্ধেয় মনিব ; বয়োজ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি। বিঃ **-মহাশয়**—পিতামহ বা মাতামহ। বিঃ **-শ্বশুর**—পতি বা পত্নীর পিতামহ বা মাতামহ।

**দাদী**—বিঃ মাতামহী বা পিতামহী। [হি]। ('ঐখানে তোর দাদীর কবর' —জসিমঃ)।

**দাদু**—**দাদা**-র আদরসূচক রূপ।

**দাদু-পন্থী, দাদূ-পন্থী**—বিঃ ধর্ম-সম্প্রদায়বিশেষ।

**দাদুর**—বিঃ ভেক, ব্যাঙ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **দাদুরী** ('মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী'—বিদ্যাঃ)।

**দান**[১]—বিঃ বিতরণ, প্রদান, অর্পণ ; উৎসর্গ, সম্প্রদান (কন্যাদান) ; ত্যাগ (দানব্রত) ; দত্ত বস্তু (মহামূল্য-দান) ; পালা (এবার তোমার দান)। বিঃ **-ধর্ম**—দানশীলতার ধর্ম। বিঃ **-ধ্যান**—দান উপাসনা ইত্যাদি ধর্মা-চরণ। বিঃ **-পত্র**—যে দলিল লিখিয়া দান করা হয়। বিণঃ **-বীর, -শৌণ্ড**—অতি বদান্য। বিণঃ **-শীল**—অতিশয় দাতা। বিঃ **-সজ্জা**—সাজাইয়া রাখা দান-সামগ্রী। **যেমন দান তেমন দক্ষিণা**—(ব্যঙ্গার্থে) যেখানে আদর আপ্যায়ন ইত্যাদি সকলই নিকৃষ্ট।

**-দান**[২]—বিঃ আধার, পাত্র (ধূপদান)।

**দানব**—বিঃ দনুর পুত্র, দৈত্য। [দনু+অ]। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **দানবী**। বিঃ **-দলনী**—দুর্গাদেবী। বিঃ **দানবারি**—দানবের শত্রু ; দেবতা ; বিষ্ণু।

**দানা**—বিঃ (১) **দানব**-এর কথ্যরূপ। (২) **শস্যবীজ ; ক্ষুদ্র গুটি** (সাগু-দানা) ; অন্ন, খাদ্য। [ফা]। বিঃ

-পানি—অন্নজল। -দার—(১) বিণঃ দানাযুক্ত। (২) বিঃ দানাযুক্ত এক প্রকার মিঠাই। [ফা]।

**দানী**—(১) বিণঃ দানশীল। (২) বিঃ ঘাটোয়াল, পারঘাটে শুল্ক আদায়কারী।

**দানীয়**—(১) বিণঃ দানের যোগ্য। (২) বিঃ দানের পাত্র।

**দানো**—**দানব**-এর কথ্যরূপ।

**দান্ত**১—বিণঃ জিতেন্দ্রিয়; দমিত, সংযত; তপঃক্লেশসহিষ্ণু; শাসিত।

**দান্ত**২—বিণঃ দন্ত-সম্বন্ধীয়, দন্ত-নির্মিত। [দন্ত+অ]।

**দাপ**—বিঃ দাপট, অহঙ্কার।

**দাপট**—বিঃ তেজ, প্রতাপ, দুর্দান্ততা।

**দাপন**—বিঃ দান প্রবর্তক। [দা+ণিচ্+অন]।

**দাপনা**—**দাবনা**-র রূপভেদ।

**দাপাদাপি**—বিঃ সশব্দে চলাফেরা, দুরন্তপনা, ছুটাছুটি দ্বারা দাপ প্রকাশ।

**দাপান, দাপানো**—(১) ক্রিঃ দাপাদাপি করা। (২) বিঃ একই অর্থে। বিঃ **দাপানি**—দাপাদাপিকরণ।

**দাব**—বিঃ (১) চাপা, শাসন, দমন, তাড়ন (দাবে রাখা)। (২) বন (দাবাগ্নি); অগ্নি, তাপ। বিণঃ -**দগ্ধ**—বনাগ্নি দ্বারা কৃতদাহ। বিঃ -**দাহ**—বনাগ্নির তাপ; তীব্র যন্ত্রণা; প্রচণ্ড গ্রীষ্ম।

**দাবড়ান, দাবড়ানো**—(১) ক্রিঃ ধমক দেওয়া, ভয় দেখানো, পিছনে ধাওয়া করা। (২) বিঃ ঐ সকল অর্থে। [দাবড়া+আন]। বিঃ **দাবড়ানি, দাবড়ি**—তাড়া, তাড়না, ধমক, ভয়-প্রদর্শন।

**দাবনা**—বিঃ উরুদেশ।

**দাবা**১—বিঃ শতরঞ্জ খেলা; ঐ খেলার একটি ঘুঁটি (মন্ত্রী)। বিঃ -**বোড়ে**—দাবা খেলা ঘুঁটি।

**দাবা**২—(১) ক্রিঃ দমন করা, চাপা দেওয়া, টেপা। (২) বিঃ ঐ সকল অর্থে।

**দাবাগ্নি, দাবানল**—বিঃ গাছে গাছে ঘষা লাগিয়া যে আগুন জ্বলিয়া উঠে এবং বন দগ্ধ করে।

**দাবাড়ে, দাবাড়ু**—বিঃ দাবা খেলায় পটু যে খেলোয়াড়।

**দাবান, দাবানো**—(১) ক্রিঃ দমন করা, টেপা বা টেপানো; চাপ দিয়া নীচু করা। (২) বিঃ বিণঃ ঐ সকল অর্থে।

**দাবি, দাবী**—বিঃ স্বত্ব, অধিকার, প্রার্থনা, নালিশ। [আ]। বিঃ -**দাওয়া**—অভাব অভিযোগ; অধিকার ও তৎ-সম্পর্কে ঘোষণা। বিঃ বিণঃ -**দার**—ওয়ারিস, দাবিসম্পন্ন লোক; যে দাবি করে এমন।

**দাম**১—বিঃ দড়ি, সুতা; মালা (কুসুমদাম); গুচ্ছ; দল; জলজ তৃণবিশেষ।

**দাম**২—বিঃ মূল্য, দর। [গ্রী]।

**দামড়া**—বিঃ অণ্ডকোষশূন্য ষাঁড়, ছিন্নকোষ বলদ; অতি মূর্খ ও অপদার্থ লোক; পুরুষত্বহীন জীব; খাসী।

**দামনী**—বিঃ পশু বাঁধিবার দড়ি; মালা।

**দামামা**—বিঃ এক প্রকার নাগরা: প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ; বড় ঢাক। [ফা]।

**দামাল**—বিঃ দুরন্ত, অশান্ত, ছট্‌ফটে।

**দামিনী**—বিঃ (স্ত্রী): বিদ্যুৎ। বিঃ -**দাম**—বিদ্যুতের রেখা সমূহ, বিদ্যুতের মালা।

**দামী**—বিণঃ মূল্যবান্, মহার্ঘ।
**দামোদর**—বিঃ (কোমরে দাম বা রজ্জু বাঁধিয়া রাখিতেন বলিয়া) শ্রীকৃষ্ণ; বিষ্ণু; পশ্চিম বাংলার নদবিশেষ। **-উপত্যকা**—দামোদর নদের নিকটবর্তী স্থানসমূহ, Damodar valley।
**দাম্পত্য**—(১) বিণঃ দম্পতি সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ দম্পতিসম্বন্ধ; পতি-পত্নীর প্রণয়। বিঃ **-কলহ**—স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, পতি-পত্নীর বিবাদ। বিঃ **-নীতি**—স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কর্তব্য।
**দাম্ভিক**—বিণঃ গর্বিত, অহঙ্কারী। বিঃ **-তা**—গর্ব, অহঙ্কার, দেমাক।
**দায়**[১]—বিঃ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি; পৈত্রিক সম্পত্তি। বিঃ **-ভাগ**—পৈত্রিক ধনের ভাগ; জীমূত-বাহনকৃত একটি প্রাচীন গ্রন্থ—ইহাতে হিন্দুদের সম্পত্তি ভাগের নীতি বর্ণিত আছে।
**দায়**[২]—বিঃ বিপদ, সংকট। **দায়ে ঠেকা**—বিপদে পড়া ('ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে')। **দায়ে পড়া**—গরজ, প্রয়োজন। **দায় ঘাড়ে নেওয়া**—দায়িত্ব বা ঝুঁকি নেওয়া। **দায়ে ধরা পড়া**—অপরাধে ধরা।
**দায়গ্রস্ত**—বিণঃ ঋণী; কর্তব্য পালনের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত; বিপন্ন।
**দায়-দাবী**—বিঃ দায়িত্ব বা অধিকার।
**দায়বন্ধু**—বিঃ পিতৃধনের উত্তরাধিকারী ভ্রাতা, জ্ঞাতি ভ্রাতা।
**-দায়ক**—বিণঃ দাতা (তৃপ্তিদায়ক)। বিণঃ (স্ত্রী): **-দায়িকা**।
**দায়রা**—বিঃ উচ্চ ফৌজদারী আদালত, সেসন কোর্ট। [ফা]। বিণঃ **-সোপর্দ**—ঐ আদালতে বিচারার্থে প্রেরিত।
**দায়াদ**—বিঃ উত্তরাধিকারের দাবিদার; পুত্র; পৈত্রিক ধনভোগী; জ্ঞাতি।
**দায়াদী**[১]—বিঃ (স্ত্রী): উত্তরাধি-কারিণী; কন্যা, দুহিতা।
**দায়াদী**[২]—বিণঃ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত।
**দায়িক**—বিণঃ খাতক, ঋণগ্রস্ত; ঝুঁকি-দার, দায়িত্ববিশিষ্ট।
**দায়িত্ব**—বিঃ ঝুঁকি, সাফল্য-অসাফল্যের ভার; অবশ্য-পূরকত্ব; ক্ষতিপূরণ। বিঃ **-জ্ঞান, -বোধ**—কোন কার্যের ভার লইয়া তাহা অবশ্য সুসম্পন্ন করিতে হইবে এইরূপ ভাবনা বা বুদ্ধি।
**দায়ী**—বিণঃ দেয় যে, প্রদানকারী (প্রীতিদায়ী); যাহার উপর ঝুঁকি বা দায়িত্ব অর্শাইয়াছে; দায়িক, অপরাধী, জবাবদিহি করিতে বাধ্য এমন। বিণঃ (স্ত্রী): **দায়িনী**—প্রদানকারিণী। বিঃ **দায়িত্ব**।
**দায়ের**—বিণঃ বিচারার্থে আদালতে উপস্থাপিত; রুজু করা হইয়াছে এমন। [ফা]।
**দার**—বিঃ পত্নী, স্ত্রী। [দৃ+অ]। বিঃ **-কর্ম, -গ্রহণ, -পরিগ্রহ**—বিবাহ।
**-দার**—প্রত্যয়; যুক্ত (বুটিদার); দায়ক, উৎপাদক (মজাদার); মালিক, অধি-কারী (দোকানদার); অধ্যক্ষ (ইজারাদার); বৃত্তি-অবলম্বনকারী (ব্যবসাদার)। [ফা]। **-দারি**—বৃত্তি-সূচক প্রত্যয়।
**দারওয়ান**—**দারোয়ান**-এর রূপভেদ।
**দারক**—(১) বিঃ পুত্র। (২) বিণঃ বিদারক। [দৃ+অক]। বিঃ (স্ত্রী): **দারিকা**—কন্যা।
**দারব**—বিণঃ কাষ্ঠনির্মিত, দারুময়। বিণঃ (স্ত্রী): **দারবী**।

**দারা**—স্ত্রী, পত্নী, ভার্যা ('দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার')। বিঃ **-সুত**—স্ত্রীপুত্র, পুত্রকলত্র।

**দারিদ্র, দারিদ্র্য**—বিঃ দরিদ্র অবস্থা, অভাব ; দীনতা ('হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান')।

**দারী**—বিঃ বেশ্যা।

**দারু**[১]—(১) বিঃ কাঠ। [দৃ+উ]। বিঃ **-চিনি, দারচিনি**—একপ্রকার গাছের সুগন্ধি ছাল, মশলা রূপে ব্যবহৃত। বিঃ **-ব্রহ্ম**—কাষ্ঠনির্মিত জগন্নাথ-মূর্তি। বিণঃ **-ময়**—কাষ্ঠনির্মিত। বিঃ **-সার**—চন্দন।

**দারু**[২]—বিঃ মদ্য, সুরা।

**দারুক**—বিঃ শ্রীকৃষ্ণের সারথি ; দেব-দারু বৃক্ষ ; কাষ্ঠ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **দারুকা**—কাঠের পুতুল, কাষ্ঠপুত্তলি।

**দারুণ**—বিণঃ অতিশয়, প্রবল, ভীষণ, উগ্র, তীব্র, অসহ্য, উৎকট, কঠিন, ক্রূর, নৃশংস, মর্মান্তিক। [দৃ+ণিচ্ +উন]।

**দারোগা**—বিঃ পুলিশ-কর্মচারিবিশেষ ; থানার প্রধান কর্মচারী, police sub-inspector।

**দারোয়ান**—বিঃ দ্বাররক্ষক।

**দার্ঢ্য**—বিঃ দৃঢ়তা ; স্থৈর্য্য ; অনমনী-য়তা ; কাঠিন্য।

**দার্শনিক**—বিণঃ দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ; দর্শন-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় ; দর্শনশাস্ত্র-সুলভ ; চিন্তাশীল। [দর্শন+ইক]। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ **দার্শনিকী**। বিঃ **দর্শন**। বিঃ **-তা**—দার্শনিকের ভাব।

**দাল**—বিঃ ডাইল বা দাইল (মুগ-মুসুরজাতীয় রবি শস্য)। বিঃ **-পুরি, -পুরী**—ডালবাটার পুর দিয়া প্রস্তুত লুচি বা পুরিবিশেষ। বিঃ **-মুট**—ঘিয়ে ভাজা ও মসলাযুক্ত আভাংগা ছোলা বা মটরডাল।

**দালনা**—**ডালনা**-র রূপভেদ।

**দালান**—বিঃ পাকা বাড়ি ; ঢাকা বারান্দা বা মণ্ডপ (পূজার দালান) ; **দর্-**দালান। [ফা]।

**দালাল**—বিঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম ব্যক্তি ; (ব্যংগে) অন্যায়ভাবে পক্ষ সমর্থন-কারী (মালিকের দালাল)। [আ]। বিঃ **দালালি**—ঐ বৃত্তি বা ঐ কাজের পারিশ্রমিক।

**দালিম**—**দাড়িম্ব**-এর রূপভেদ।

**দাশ**—বিঃ জেলে, কৈবর্ত্য ; বৈদ্যের উপাধিবিশেষ। [দন্‌শ্‌+অ]। (স্ত্রী)ঃ **দাশী**।

**দাশরথ**—(১) বিঃ দশরথের পুত্র ; রামচন্দ্র। (২) বিণঃ দশরথসম্বন্ধীয়।

**দাশরথি**—বিঃ দশরথ নন্দন, রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ। [দশরথ+ই]।

**দাস**—বিঃ চাকর, ভৃত্য ; ক্রীতদাস ; শূদ্রজাতি ; উপাধিবিশেষ ; ধীবর ; অনার্যজাতি, দস্যু ; অধীন বা অনু-গত ব্যক্তি (অবস্থার দাস)। [দাস্ +অ]। বিঃ **-ত্ব**। বিঃ **-খত**—দাসত্ব স্বীকার করিয়া কোন লিখিত দলিল। বিঃ **-প্রথা, -ত্বপ্রথা**—ক্রীতদাস-দাসী রাখিবার রীতি। বিঃ **-ব্যবসায়**—নর-নারীকে আজীবন ও বংশানুক্রমে চাকর হিসাবে কেনাবেচা। বিঃ **-মনোভাব**—পরনির্ভরতা ও আত্ম-সম্মানবোধের অভাব। বিঃ **দাসানুদাস**—একান্ত অনুগত ভৃত্য।

**দাসী**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ চাকরাণী, ভৃত্যা, পরিচারিকা ; শূদ্রা ; ধীবরী। বিঃ **-ত্ব**—দাসীর কাজ বা অবস্থা। বিঃ **-পনা, -বৃত্তি**—চাকরাণীর কাজ।

**দাসেয়**—বিঃ দাসী গর্ভজাত পুত্র ; বিদুর ; ধীবর।
**দাসেয়ী**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ সত্যবতী ; ধীবরী।
**দাস্ত**—বিঃ মলত্যাগ, তরল মলত্যাগ, উদরাময়। [ফা]।
**দাস্য**—বিঃ দাসের ভাব, দাসত্ব ; (বৈষ্ণব শাস্ত্রে) সেবকের ভাব। [দাস+য]। বিঃ **-বৃত্তি**—চাকুরিজীবিকা।
**দাস্যা, দাস্যাঃ**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ দাসীর ; বিধবা শূদ্রার উপাধি।
**দাহ**—বিঃ দহন ; জ্বালা, উত্তাপ ; যন্ত্রণা (অন্তর্দাহ)। [দহ্+অ]। বিণঃ -ক—যন্ত্রণাদায়ক, দহনকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **দাহিকা**। **দাহিকা শক্তি**—পোড়াইবার ক্ষমতা (অগ্নির)।
**দাহন**—বিঃ পোড়ানো ; দগ্ধকরণ, সন্তাপন। [দহ্+ণিচ্+অন]। বিণঃ **দাহিত**।
**দাহী**—বিণঃ দাহকারী। [দহ্+ইন্]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **দাহিনী**।
**দাহ্য**—বিণঃ যাহা সহজেই জ্বলিয়া উঠিতে পারে, দহনযোগ্য। [দহ্+য]।
**দি**—**দিই** বা **দেই** এবং **দিদি**-এর সংক্ষিপ্তরূপ।
**দিক্১**—বিঃ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ঈশান অগ্নি বায়ু নৈর্ঋত ঊর্ধ্ব অধঃ—এই দশটি কোণের যে কোনও একটি ; অভিমুখ (দিল্লীর দিকে) ; পার্শ্ব (চারদিক্) ; অংশ (বাড়ির পিছনদিকে পুকুর) ; পক্ষ ; তরফ, জল (আমি সর্বদা তোমার দিকে) ; অঞ্চল, প্রদেশ (তিনি ভারতের দক্ষিণ-দিকে বেড়াইতেছেন) ; সীমা (ভারতের তিনদিকে সমুদ্র)। [দিশ্+ক্বিপ্]। বিঃ **-চক্র**—দিগ্-মণ্ডল। বিঃ **-পতি, -পাল**—ইন্দ্র অগ্নি যম নৈর্ঋত বরুণ বায়ু কুবের ঈশান (শিব) ব্রহ্মা অনন্ত (নারায়ণ) ; দশদিকের দশ অধিকর্তা ; প্রবল-প্রতাপ ব্যক্তি। বিঃ **-শূল**—গ্রহ-নক্ষত্রাদির অশুভ অবস্থানের ফলে বিশেষ দিকে গমনে নিষিদ্ধ বার।
**দিক্২**—বিণঃ বিরক্ত, জ্বালাতন। বিঃ **-দারি, -দারী**—বিরক্তি।
**-দিগকে, দিকে**—দ্বিতীয়া ও চতুর্থীর বহুবচনের বিভক্তি।
**দিগঙ্গনা, দিগ্বধূ**—বিঃ দিক্সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দিব্যাঙ্গনা ('হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে দিগ্বধূরা ধানের ক্ষেতে'—রবীন্দ্র)।
**দিগন্ত**—বিঃ দিকের সীমা, দিক্-চক্রবাল ('নীল দিগন্তে ঐ ফুলের আগুন লাগল'—রবীন্দ্র)। বিণঃ **-প্রসারী, -ব্যাপী**—বহুদূর-বিস্তৃত।
**দিগন্তর**—বিঃ দিকের দূরত্ব, ভিন্নদিক।
**দিগম্বর**—(১) বিণঃ দিক্ অম্বর যাহার। (২) বিঃ বিবস্ত্র, উলঙ্গ ('বুড়ী তুই গাঁজার যোগাড় কর তোর জামাই এল দিগম্বর')। (৩) বিঃ মহাদেব, ধর্ম-সম্প্রদায়বিশেষ। **দিগম্বরী**—(১) বিণঃ বিবসনা। (২) বিঃ শিবের পত্নী।
**দিগর, দীগর**—বিঃ অপর, অন্য সকলে।
**-দিগর, -দিগের**—বহুবচনের রূপ।
**দিগ্গজ**—(১) বিঃ কল্পনা করা হয় যে ঊর্ধ্ব ও অধঃ বাদে অবশিষ্ট আটটি দিকের প্রত্যেকটি দিকের অধিপতি হিসাবে এক একটি হস্তী আছে ইহারা দিগ্গজ ; মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। (২) বিণঃ খুব বড়।

**দিগ্‌জ্ঞান**—বিঃ দিক্‌-সমূহের জ্ঞান; সামান্য জ্ঞান।

**দিগ্‌দর্শন**—বিঃ দিক্‌ নির্ণয় বা প্রদর্শন; অভিজ্ঞতা; কোন বিষয়ে মোটামুটি আলোচনা বা ইঙ্গিত দান। বিঃ **-যন্ত্র**—কম্পাস, দিঙ্‌-নির্ণয়যন্ত্র। **দিগ্‌দর্শী**—(১) বিণঃ দিক্‌ নির্ণয়-কারী বা প্রদর্শনকারী। (২) বিঃ দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র, compass।

**দিগ্‌দিগন্ত**—বিঃ সর্বদিক্‌। বিঃ **-র**—একদিক্‌ হইতে অন্যদিক্‌; দিগ্বিদিক্‌।

**দিগ্ধ**—বিণঃ লিপ্ত, মিশ্রিত। [দিহ্‌+ত]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **দিগ্ধা**।

**দিগ্বধূ**—**দিগঙ্গনা** দ্রষ্টব্য।

**দিগ্বলয়**—বিঃ দিক্‌চক্রবাল, দিগন্ত।

**দিগ্বসন**—(১) বিণঃ দিগম্বর, উলঙ্গ। (২) বিঃ শিব। **দিগ্বসনা**—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ উলঙ্গা। (২) বিঃ কালী।

**দিগ্বস্ত্র**—(১) বিঃ শিব; জৈনবিশেষ। (২) বিণঃ নগ্ন।

**দিগ্বালা, দিগ্বালিকা**—বিঃ দিগঙ্গনা।

**দিগ্বিজয়**—বিঃ সকল দিক জয় করা, যুদ্ধাদি দ্বারা নানাদিকে আপনার ক্ষমতা ও আধিপত্য সংস্থাপন। বিণঃ **দিগ্বিজয়ী**—দিগ্বিজয়কারী।

**দিগ্বিদিক্‌**—বিঃ দিক্‌ ও বিদিক্‌, সর্বদিক্‌; গুরুলঘু; হিতাহিত, কর্তব্যাকর্তব্য।

**দিগ্‌ভ্রম, -ভ্রান্তি**—বিঃ দিঙ্‌নির্ণয়ে ভুল বা অক্ষমতা; তাল ঠিক না থাকা। বিণঃ **দিগ্‌ভ্রান্ত**—দিশাহারা।

**দিঘ**—**দীঘ**-র বানানভেদ।

**দিঘল**—**দীঘল**-এর আধুনিক বানান।

**দিঘি**—**দীঘি**-র আধুনিক বানান।

**দিঙ্‌নাগ**—বিঃ দিগ্‌গজ; প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক; স্থূলদর্শী কঠোর সমালোচক।

**দিঙ্‌নির্ণয়**—বিঃ কোনটি কোন্‌ দিক্‌ তাহা স্থিরকরণ। বিঃ **-যন্ত্র**—যে যন্ত্র-দ্বারা নাবিকেরা সমুদ্র মধ্যে দিক্‌-স্থির করে, compass।

**দিঙ্‌মণ্ডল**—বিঃ দিক্‌চক্রবাল, দিগ্বলয়।

**দিঙ্‌মূঢ়**—বিণঃ দিগভ্রান্ত। [দিক্‌+মূঢ়]।

**দিঠ, দিঠি**—বিঃ দৃষ্টি, চক্ষু ('নিশার মত নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে'—রবীন্দ্র)।

**দিত**—বিণঃ ছিন্ন; বিদীর্ণ। (স্ত্রী)ঃ **দিতা**।

**দিতি**—বিঃ কশ্যপ-পত্নী, দৈত্য-গণের মাতা। বিঃ **-জ, -সুত**—দৈত্য, অসুর।

**দিৎসা**—বিঃ দান করিবার ইচ্ছা। [দা+সন্‌+আ]। বিণঃ **দিৎসু**—দান করিতে অভিলাষী।

**দিদি**, (সোহাগে, আদরে) **দিদা, দিদু**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ বড় বোন, জ্যেষ্ঠা ভগিনী; বয়োজ্যেষ্ঠা নারীর প্রতি সম্মানসূচক সম্বোধন: নাতিনী বা তৎসম্পর্কীয়াদের প্রতি সস্নেহ সম্বোধন; পিতামহী মাতামহী বা তুল্য সম্পর্কীয়াদের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্বোধন (দিদিমা, দিদিমণি)।

**দিদৃক্ষা**—বিঃ দর্শনেচ্ছা, দেখিবার ইচ্ছা। [দৃশ+সন্‌+আ]। বিণঃ **দিদৃক্ষমাণ, দিদৃক্ষু**—দেখিতে ইচ্ছুক এমন।

**দিন**[১]—বিঃ দিবস, দিবা, সূর্যের উদয় হইতে অস্তকাল পর্যন্ত সময়; দিন ও রাত্রি, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত

পর্যন্ত সময়, ২৪ ঘণ্টা=৬০ দণ্ড=৮ প্রহর। বিঃ **-কর, -নাথ, -পতি, -মণি**—সূর্য। বিঃ **-কাল**—সাময়িক অবস্থা। বিঃ **-ক্ষণ**—গ্রহনক্ষত্রাদি অনুসারে দিনের শুভাশুভ ভাব। বিঃ **-ক্ষয়**—দিন যাপন। **-গত**—দৈনিক, প্রাত্যহিক। **দিনগত পাপক্ষয়**—দৈনিক জীবনের কাজ কোনও রকমে সম্পন্ন করা; কাজ কর্মে উৎসাহের অভাব। ক্রিঃ **-গোনা**—দীর্ঘ কাল ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করা। ক্রি-বিণঃ **দিনদিন**—যতই দিন যাইতেছে তত, ক্রমশঃ ('দিন দিন আয়ু হীন, হীন বল দিন দিন'—মধুঃ)। বিঃ **-পঞ্জি**—রোজ নামচা, diary। বিঃ **-পাত, -যাপন**—সময় কাটানো। বিঃ **-মান**—দিবাভাগ, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। **দিনে ডাকাতি, দিন-দুপুরে ডাকাতি**—দিনের বেলায় প্রকাশ্যে ডাকাতি; সহজেই ধরা যায় এমন নির্লজ্জ প্রতারণা ও মিথ্যা ব্যবহার। ক্রি-বিণঃ **দিনে দিনে**—ক্রমশঃ, উত্তরোত্তর। ক্রি-বিণঃ **দিনে-দুপুরে**—দিনের বেলায়; জনসমক্ষে। বিঃ **দিনান্ত**—দিনের শেষ, সন্ধ্যা, সায়ংকাল।

**দিন্**[২]—বিঃ ধর্ম। বিঃ **দিন-ই-ইলাহি**—ভগবৎ ধর্ম; আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত উদার ধর্মমত। [আ]।

**দিনেমার**—বিঃ ডেনমার্কের লোক, Danish।

**দিনেশ**—বিঃ সূর্য। [দিন+ঈশ]।

**দিব**[১]—বিঃ স্বর্গ, আকাশ; দিবস।

**দিব**[২]—বিঃ শপথ, দিব্য।

**দিবস**—বিঃ দিন, দিনমান; অহোরাত্র ('দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি'—রবীন্দ্র)।

**দিবা**—(১) অব্যঃ বিঃ দিনের বেলা, দিনমান ('মধুঋতু জাগে দিবা নিশি, পিক কুহরিত দিশি')। (২) ক্রি-বিণঃ দিবসে, দিনমানে। বিঃ **-কর, -বসু**—সূর্য। ক্রি-বিণঃ **-নিশি, -রাত্র**—দিনরাত; সর্বদা, সকল সময়। **-অন্ধ**—(১) বিণঃ দিনে দেখিতে পায়না এমন, দিন কানা। (২) বিঃ পেচক। বিঃ **-বিহার**—দুপুরে বিশ্রাম; দিবাভাগে স্ত্রীসঙ্গ। বিঃ **-ভাগ**—দিবামান, দিনের বেলা। বিঃ **-স্বপ্ন**—আকাশ-কুসুম রচনা, অলীক ভাবনা বা কল্পনা।

**দিব্য**—(১) বিণঃ স্বর্গীয়, অলৌকিক; সুন্দর। (২) বিঃ শপথ। [দিব্+য]। বিঃ **-চক্ষু, -দৃষ্টি, -নেত্র**—জ্ঞান-চক্ষু, অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি বা জ্ঞান। বিঃ **-জ্ঞান**—অলৌকিক বোধ শক্তি, অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি। বিণঃ **-দর্শী**—যাহার অলৌকিক জ্ঞান বা দৃষ্টিশক্তি আছে। বিঃ **-নারী, দিব্যাঙ্গনা**—স্বর্গবাসিনী নারী, অপ্সরা। বিঃ **-রথ**—আকাশ পথে গমন করিতে পারে এমন রথ। বিঃ **-লোক**—দেবতাদের বাসস্থান, স্বর্গ। বিঃ **দিব্যাস্ত্র**—দেবতাদের অস্ত্র। বিঃ **দিব্যোদক**—আকাশের জল, শিশির, বৃষ্টি।

**দিব্বি**—(১) বিণঃ মনোহর, সুন্দর চমৎকার। (২) ক্রি-বিণঃ বেশ ভাল-ভাবে। (৩) বিঃ অঙ্গীকার, শপথ। ক্রিঃ **-গালা**—শপথ করা। **-দেওয়া**—অন্যের উপর শপথ আরোপ করা। রূপভেদ **দিব্য, দিব্যি**।

**দিয়া**—(১) অব্যঃ কর্তৃক, দ্বারা (লাঠি দিয়া মারা); সহিত (বাতাসা দিয়া

জল); ফাঁকে, ছিদ্রপথে (জানালা দিয়া)। (২) অস-ক্রিঃ দান করিয়া; অনুসরণ বা গমন করিয়া (পথ দিয়া)।

**দিয়ালা**—বিঃ নিদ্রিত শিশুর হাঁসি কান্না।

**দিয়াশলাই**—বারুদ লাগানো কাঠি যাহা ঘষিয়া বা ঠুকিয়া আগুন জ্বালানো হয়, দেশলাই কাঠি ও তাহার বাক্স।

**দিয়ে**—**দিয়া** দ্রষ্টব্য।

**দিল**—বিঃ হৃদয়, মন; বড় মন, প্রশস্ত হৃদয়। [ফা]। বিণঃ **-খুশ, -খোশ**—প্রফুল্ল চিত্ত; মনোরম। বিণঃ **-খোলসা**—অকপট বা খোলা মন যাহার। বিণঃ **-দরিয়া**—সমুদ্রের মত মহান ও উদার হৃদয় যাহার, অকৃপণ। বিণঃ **-দার**—হৃদয়বান্, মহানুভব।

**দিল্লীকা লাড্ডু**—বিঃ দিল্লীতে তৈয়ারি মিষ্টান্নবিশেষ; লোভনীয় কল্পিত বস্তু।

**দিশ**—বিঃ (কবিতায়) দিক্ ('দশদিশ ভেল নিরদন্দা'—বিদ্যাঃ)।

**দিশা**—বিঃ দিক্; দিকের **সন্ধান**; হদিস ('আপনি সে হারায়েছে দিশা বিকারের মরীচিকা জালে'—রবীন্দ্র)। [দিশ্+ক্বিপ্+আ]। বিণঃ **-হারা**—দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য, দিগ্‌ভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ('এস হে গোপনে আমার স্বপন লোকে দিশাহারা')।

**দিশি**[১]—বিঃ চারিদিক্; দিকে। [দিশ্ +৭মী ১ বচন]। বিঃ, ক্রি-বিণঃ **-দিশি**—দিকে দিকে, চারিদিকে, সর্বত্র ('তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা ** ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি'—রবীন্দ্র)।

**দিশি**[২], **দিশী**—**দেশী**-র কথ্যরূপ।

**দিশে**—**দিশা**-র কথ্যরূপ।

**দিস্তা**, (কথ্য) **দিস্তে**—(১) বিঃ, বিণঃ একত্র চব্বিশ তা (কাগজ), ২৪ খানা বা ২৪টি। (২) বিঃ মুষল, নোড়া (হামানদিস্তা)। [ফা]।

**দীক্ষক**—বিঃ বিণঃ দীক্ষাদানকারী; মন্ত্রগুরু।

**দীক্ষণীয়**—বিণঃ দীক্ষার যোগ্য।

**দীক্ষা**—বিঃ গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ, ব্রত বা পবিত্র কর্মসাধনে নিয়োগ; উপদেশ, শিক্ষা; সংস্কার; প্রবর্তনা। বিঃ **-গুরু**—দীক্ষাদাতা, মন্ত্রদাতা।

**দীক্ষিত**—(১) বিণঃ দীক্ষা পাইয়াছে এমন; ব্রতে বা পবিত্র সংকল্প সাধনে নিযুক্ত। (২) বিঃ ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ। বিঃ **দীক্ষণ, দীক্ষা**।

**দীক্ষিতা**—বিণঃ দীক্ষক, দীক্ষাদাতা।

**দীগর**—**দিগর**-এর বানানভেদ।

**দীঘ**—(১) বিঃ দৈর্ঘ্য। (২) বিণঃ দীর্ঘ।

**দীঘল**—বিণঃ লম্বা, দীর্ঘ।

**দীঘি, দিঘি**—বিঃ লম্বা বড় পুকুর, সরোবর ('দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে'—রবীন্দ্র)।

**দীধিতি**—বিঃ আলোক, কিরণ; ন্যায়-শাস্ত্রের গ্রন্থবিশেষ। [দীধী+তি]।

**দীন**[১]—বিণঃ দরিদ্র, গরীব; করুণ, কাতর, ব্যথিত; অতিশয় বিনীত। [দী+ত]। বিণঃ (স্ত্রী): **দীনা**। বিঃ **-তা, দৈন্য**—দারিদ্র্য; অভাব; বিনয়। বিণঃ **-দরিদ্র**—অতিশয় অভাব-গ্রস্ত। **-নাথ, -বন্ধু, -শরণ**—(১) বিণঃ দরিদ্রের আশ্রয় বা সহায়। (২) বিঃ ভগবান্। বিণঃ **-হীন**—অতিশয় দরিদ্র; অত্যন্ত কাতর; অত্যন্ত বিনীত, অভাজন।

**দীন**²—দিন² দ্রষ্টব্য। **দীন দুনিয়ার মালিক**—ধর্ম ও বিশ্ব জগতের কর্তা, ঈশ্বর, আল্লাহ্।

**দীনার**—বিঃ প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা (আরব দেশীয়)।

**দীপ**—বিঃ বাতি; সলিতা দিয়া জ্বালিবার উপযুক্ত তৈলাধার; উজ্জ্বলকারী, গৌরববর্ধনকারী (কুল-দীপ)। [দীপ্+অ]। বিঃ **-পুঞ্জ, -মালা**—প্রদীপের শ্রেণী। বিঃ **-বর্তিকা**—প্রদীপের সলিতা, বাতি। বিঃ **-শলাকা**—দিয়াশলাই। বিঃ **-শিখা**—প্রদীপের শিষ ('নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা/সোনার আঁচল খসা/হাতে দীপশিখা'—রবীন্দ্র)।

**দীপক**—(১) বিণঃ উত্তেজক; দীপ্তি-দায়ক; উজ্জ্বলকারী। (২) বিঃ সঙ্গীতের রাগবিশেষ; প্রদীপ।

**দীপন**—(১) বিণঃ উত্তেজক; প্রজ্বালক; দীপক। (২) বিঃ উত্তেজন; প্রজ্বালন; শোভাকরণ।

**দীপনীয়**—(১) বিণঃ যাহাকে দীপ্ত করিতে হইবে বা করা আবশ্যক; দীপনযোগ্য। (২) যমানী; ঔষধ-বিশেষ।

**দীপাধার**—বিঃ প্রদীপ রাখিবার পাত্র, পিলসুজ।

**দীপান্বিতা**—(১) বিঃ (স্ত্রী): দেওয়ালির রাত্রি; কার্তিক মাসের অমাবস্যা যেদিন ভারতের সর্বত্র আলোকসজ্জা উৎসব হিসাবে পালন করা হয়। (২) বিণঃ (স্ত্রী): বহুদীপে সজ্জিতা।

**দীপালি, দীপালী, দীপাবলী**—বিঃ দেওয়ালি; প্রদীপের মালা বা সজ্জা; আলোর উৎসব ('সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি'—রবীন্দ্র)।

**দীপিকা**—(১) বিঃ (স্ত্রী): ছোট দীপ, জ্যোৎস্না; গ্রন্থের ব্যাখ্যা বা টীকা। (২) বিণঃ (স্ত্রী): প্রকাশিকা।

**দীপিত**—বিণঃ আলোকিত; উত্তেজিত প্রকাশিত। [দীপ্+ণিচ্+ত]।

**দীপ্ত**—বিণঃ উজ্জ্বল, ভাস্বর, জ্যোতির্ময়, জ্বলন্ত ('দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী'—রবীন্দ্র)।

**দীপ্তি**—বিঃ জ্যোতিঃ; প্রভা; আলোক; তেজ। বিণঃ **-মান্**—তেজস্বী; আলোকিত, দীপ্তি আছে এমন।

**দীপ্য**—বিণঃ দীপনযোগ্য। বিণঃ **-মান**—উজ্জ্বল; ভাস্বর; প্রকাশমান।

**দীপ্র**—বিণঃ উজ্জ্বল; তীক্ষ্ণ।

**দীয়া**—বিঃ প্রদীপ।

**দীর্ঘ**—বিণঃ লম্বা; বহুদূরব্যাপী; অধিক (দীর্ঘকাল); বহুক্ষণ-ব্যাপী; গভীর (দীর্ঘ নিঃশ্বাস), দুই মাত্রাবিশিষ্ট স্বর (আ, ঈ, ঊ ইত্যাদি); বিলম্বিত (তাল)। [দ্রাঘ্+অ]। বিণঃ (স্ত্রী): **দীর্ঘা**। বিঃ **-তা**। **-গ্রীব**—(১) বিণঃ লম্বা গলাবিশিষ্ট। (২) বিঃ বক, জিরাফ, উট। বিণঃ **-জীবী**—বহুকাল বাঁচে এমন, দীর্ঘায়ু। (স্ত্রী): **-জীবিনী**। বিণঃ **-তম**—সবচেয়ে লম্বা বা বেশী-ক্ষণব্যাপী। (স্ত্রী): **-তমা**। বিণঃ **-নাস**—লম্বা নাক আছে এমন। বিঃ **-সূত্রতা**। বিণঃ **দীর্ঘায়ু, দীর্ঘায়ুঃ**—দীর্ঘজীবী।

**দীর্ঘিকা**—বিঃ লম্বা বড় পকুর, দীঘি।

**দীর্ণ**—বিণঃ ফাটিয়া গিয়াছে এমন; বিদারিত; ভগ্ন; [দৄ+ত]।

**দ‍ু, দ‍ুই**—বিঃ বিণঃ ২ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ **-আনি, দোআনি**—দ‍ুই আনা বা বার পয়সা ম‍ূল্যের ভারতীয় ম‍ুদ্রা। বিণঃ **-এক**—অল্প-সংখ্যক। বিঃ **-কথা**—অল্পকথা; কঠিন বা কড়া কথা। বিঃ **-কুল**—পিতৃ ও মাতৃকুল; পিতা ও শ্বশ‍ুর বংশ। বিঃ **-ক‍ূল**—দ‍ুই পাড় বা তীর; ইহলোক ও পরলোক; দ‍ুই পক্ষ বা পন্থা; স্বামী গ‍ৃহ ও পিতৃগ‍ৃহ। **-খানা, -খানি, -খান**—(১) বিঃ দ‍ুইটি, দ‍ুই ট‍ুকরা। (২) বিণঃ অল্প কয়েকটি; দ‍ুইখণ্ডে বিভক্ত। বিণঃ **-গ‍ুণ**—দ্বিগ‍ুণ, ডবল। **-চালা, দোচালা**—(১) বিঃ দ‍ুইটি চাল-বিশিষ্ট গ‍ৃহ। (২) বিণঃ দ‍ুই চাল-ওয়ালা। **-চোখ**—দ‍ুই চক্ষ‍ু; দ‍ৃষ্টি। **দ‍ুচোখের বিষ**—অত্যন্ত অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বা বস্তু, চক্ষ‍ুশ‍ূল। বিণঃ, সর্বঃ **-টা, -টি, -টো**—অল্প-সংখ্যক; দ‍ুই সংখ্যক; অল্প পরিমাণ (দ‍ুটি ভাত)। বিঃ **-টানা, দোটানা**—দ‍ুই বিপরীত দিকের আকর্ষণ; দ্বিধা, সংশয়। বিণঃ **-তরফা, দোতরফা**—দ‍ুই বা উভয় পক্ষের। বিঃ, বিণঃ **-তলা, -তালা**—দ্বিতল বা দ্বিতীয় তলা; দ‍ুই তলা আছে এমন। **-তারা, দোতারা**—(১) বিণঃ দ‍ুই তার আছে এমন। (২) বিঃ বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। বিণঃ **-ধারী, দোধারী**—দ‍ুই-দিকে ধার আছে এমন; দ‍ুই বা উভয় পার্শ্বস্থ। বিঃ **-ন**—দ্রুততালে বাদ্য, দ্বিগ‍ুণ মাত্রায় তাল বাজানো। **-নলা, -নালা, দোনলা, দোনালা**—(১) বিণঃ দ‍ুইটি নল আছে এমন। (২) বিঃ দ‍ুইটি নল বা চোঙবিশিষ্ট বন্দ‍ুক। বিণঃ **-না, -নো**—দ্বিগ‍ুণ (উনো ভাতে দ‍ুনো বল)। **দ‍ু নৌকায় পা দেওয়া**—দ‍ুই দিক বজায় রাখিতে গিয়া নিজে বিপদে পড়া। বিঃ **-পাক**—দ‍ুইবার ঘ‍ুরিয়া আসা বা পরি-বেষ্টন; কয়েক বার পরিবেষ্টন বা প্রদ‍ক্ষিণ; কিছ‍ুক্ষণ বেড়ানো। বিণঃ **-পেয়ে, দোপেয়ে**—দ‍ুইটি পা আছে এমন, দ্বিপদ। বিণঃ **-ফলা, দোফলা**—বৎসরে দ‍ুইবার ফলে এমন। বিঃ **-ফাল, -ফালি, দোফাল, দোফালি**—দ‍ুই খণ্ড। বিণঃ **-ভাষী, দোভাষী**—দ‍ুই ভাষায় কথা বলে বা বলিতে পারে এমন; যে একজনের ভাষা অন‍ুবাদ করিয়া অন্যকে ব‍ুঝাইয়া দেয়, interpreter। বিণঃ **-মনা, দোমনা**—দ‍ুই প‍ৃথক বিষয়ে মনো-যোগ আছে এমন; সংশয়াকুল; দ্বিধাগ্রস্ত; অস্থিরচিত্ত। বিণঃ **-ম‍ুখো**—দ‍ুইটি ম‍ুখ আছে এমন; দ‍ুইদিকে যাওয়া যায় এমন; দ‍ুই রকম কথা বলে এমন। বিণঃ **-ম‍ুঠা, -ম‍ুঠো**—দ‍ুই ম‍ুষ্টি পরিমাণ; অল্প পরিমাণ। বিণঃ **-মেটে, দোমেটে**—দ‍ুইবার মাটির প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে এমন। বিঃ **-য়ানি, দোয়ানি**—**দ‍ু আনি**-র বানানভেদ। ক্রি-বিণঃ **-সন্ধ্যা**—দ‍ুই বেলা, দিনে ও রাত্রিতে। **-স‍ুতি, দোস‍ুতি, -স‍ুতী, দোস‍ুতী**—(১) বিঃ ডবল স‍ুতায় বোনা মোটা কাপড়। (২) বিণঃ ডবল স‍ুতায় বোনা হইয়াছে এমন। **দ‍ুহাত এক করা**—বিবাহ দেওয়া, হাতজোড় করা।

**দ‍ুই**—(১) বিঃ একের পরবর্তী সংখ্যা; উভয় ব্যক্তি বা বস্তু বা বিষয়।

[দ্বি]। (২) বিণঃ ২ সংখ্যক; উভয়। বিণঃ **দুই-এক**—অল্প-সংখ্যক, সামান্য, অল্প-কিছু।

**দুও**—অব্যঃ ধিক্কার বা নিন্দাসূচক শব্দ।

**দুঃ**—অব্যঃ মন্দ, অশুভ, কষ্টসাধ্য ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের পূর্বে উপসর্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। **-শাসন**—(১) বিঃ মন্দ শাসন, কু-শাসন; ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিতীয় পুত্র। (২) বিণঃ সহজে শাসন করা যায় না এমন। বিণঃ **-শীল**—স্বভাব ভাল নহে এমন; দুশ্চরিত্র। (স্ত্রী)ঃ **-শীলা**। বিঃ **-সময়**—খারাপ সময়, দুর্দিন। বিণঃ **-সহ**—অসহ্য, সহ্য করা কঠিন এমন। বিণঃ **-সাধ্য**—করা কঠিন এমন, কষ্টসাধ্য। বিঃ **-সাহস**—বিপজ্জনক সাহস, অনুচিত বা অত্যধিক সাহস। বিণঃ **-সাহসিক**—দুঃসাহসের দ্বারা সম্পন্ন এমন। বিণঃ **-সাহসী**—দুঃসাহস আছে যাহার, নির্ভীক। বিণঃ **-স্থ**, **দুস্থ**—দরিদ্র; দুঃখে আছে এমন। বিঃ **-স্বপ্ন**—ভীতিপ্রদ অশুভ স্বপ্ন, কুস্বপ্ন।

**দুঃখ**—বিঃ মনোবেদনা, মানসিক কষ্ট; ক্ষোভ; বিপদ্, দুর্দশা। বিণঃ **-কর**, **-জনক**, **-দ**, **-দায়ক**, **-দায়ী**, **-প্রদ**—বেদনা, দুঃখ, কষ্ট দেয় এমন। (স্ত্রী)ঃ **-দায়িনী**। বিঃ **-ধান্দা**—ক্লেশ-জনক চেষ্টা ও পরিশ্রম। বিণঃ **-ময়**—দুঃখে পূর্ণ। বিঃ **-বাদ**—মানব জীবন কেবলই দুঃখ কষ্টের—এই মতবাদ, নিরাশাবাদ। বিণঃ **-হর**, **-হারী**—যিনি দুঃখ দূর করেন। (স্ত্রী)ঃ **-হরা**, **-হারিণী**। বিণঃ **দুঃখার্ত**—দুঃখে কাতর। বিণঃ **দুঃখিত**—মানসিক কষ্ট পাইয়াছে এমন। (স্ত্রী)ঃ **দুঃখিতা**। বিণঃ **দুঃখী**—যাহার জীবন দুঃখ কষ্টে পূর্ণ; দরিদ্র, দীন। (স্ত্রী)ঃ **দুঃখিনী**। **দুঃখের দুঃখী**—সহানুভূতিপরায়ণ, সমব্যথী। **দুঃখের সাগর**—অশেষ দুঃখ।

**দুঁদে**, **দুঁদিয়া**—বিণঃ পরাক্রমশালী; দুর্দান্ত, দুরন্ত।

**দুঁহু**, **দুঁহা**, **দুঁহুঁ**, **দোঁহা**—সর্বঃ (ব্রজ) দুই জন, উভয়; দুই জনে উভয়ে ('দুঁহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত ভেল'—গোঃ দাঃ)। [দ্বয়, দ্বৌ]। বিণঃ **-কার**—দুই জনের, উভয়ের।

**দুকূল**[১]—বিঃ রেশমের কাপড়; সূক্ষ্ম ও সাদা কাপড় ('ঢেকে দেয় মৃদু হেসে আপনার লাবণ্যের দুকূলে'—রবীন্দ্র)।

**দুকূল**[২]—**দু** দ্রষ্টব্য।

**দুখ**, **দুখী**, **দুখিনী**—যথাক্রমে **দুঃখ**, **দুঃখী** ও **দুঃখিনী**-র কোমল রূপ।

**দুগ্ধ**—বিঃ দুধ, স্তন্য। [দুহ্+ত]। বিণঃ **-পোষ্য**—কেবল দুধ খায় এমন, অতি অল্প বয়স্ক। বিণঃ **-ফেননিভ**—দুধের ফেনার মত কোমল ও সাদা ধবধবে। বিণঃ **-বতী**—দুধ দেয় এমন, দুধালো।

**দুড়দুড়**, **দুড়দাড়**—অব্যঃ সজোরে দ্রুত পা ফেলার শব্দসূচক; মেঘের শব্দ।

**দুড়ুম**—অব্যঃ ভারী জিনিস পড়িবার আওয়াজ; বন্দুক কামানের গর্জন, বিস্ফোরক শব্দ।

**দুড়্দুড়্**, **দুড়্দাড়্**—**দুড়দুড়** দ্রষ্টব্য।

**দুৎ**—**ধুৎ**-এর বানানভেদ।

**দুস্তোর**—**ধুত্তোর**-এর বানানভেদ।

**দুধ**—বিঃ দুগ্ধ। **দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পোষা**—দুষ্ট শত্রুকে সযত্নে লালন পালন করা। বিঃ **-কুসুম্ভা**—দুধ দিয়ে ঘোঁটা সিদ্ধির শরবত। ক্রিঃ **দুধ ছেঁড়া, দুধ কাটা, দুধ ছানা হওয়া**—দুধের ছানা ও জলীয় অংশ পৃথক হওয়া। ক্রিঃ **দুধ তোলা**—শিশুর দুধ বমি করা। বিঃ **-দাঁত, দুধে দাঁত**—দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রথম উঠা দাঁত। বিণঃ **-ল, দুধালো, দুধেল,**—দুধ দেয় এমন, দুগ্ধবতী। **দুধে-আলতা রঙ**—গোলাপী ; দুধে লাল রঙ মিশাইলে যেরূপ হয়। ক্রিঃ **দুধে ভাতে থাকা**—সচ্ছল অবস্থায় জীবন যাপন করা। **দুধের ছেলে**—শুধু দুধ খায় এমন ছোট শিশু। **দুধের সাধ ঘোলে মেটানো**—উৎকৃষ্ট বস্তু চাহিয়া নিকৃষ্ট জিনিসের দ্বারা মনের ইচ্ছা পূরণ।

**দুন, দুনা, দুনো**—**দু** দ্রষ্টব্য।

**দুনিয়া**—বিঃ জগৎ ; সংসার ; পৃথিবী। [ফা]। বিণঃ **-দার**—সংসারী, বিষয়ী ; স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ; পৃথিবীর মালিক। বিঃ **-দারি**—বিষয় বুদ্ধি, স্বার্থবুদ্ধি ; পৃথিবীর মালিকানা।

**দুন্দুভি**—বিঃ বৃহৎ ঢাক, দামামা জাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র।

**দুপ্**—অব্যঃ পতনের মৃদুশব্দ। অব্যঃ **-দাপ্**—সজোরে পদক্ষেপের আওয়াজ।

**দুপুর, দুপর, দুপোর**—বিঃ দ্বিপ্রহর, দিন বা রাত্রির মধ্যভাগ (দুপুর বেলা, দুপুর রাত)।

**দুম**—অব্যঃ পতনের বা বিস্ফোরণের শব্দ। অব্যঃ **-দুম্, -দাম**—বারবার দুম আওয়াজ। ক্রি-বিণঃ **-দুমাদুম**—ক্রমাগত দুম দুম আওয়াজ করিয়া।

**দুমড়ান, দুমড়ানো**—(১) ক্রিঃ বাঁকানো, আঘাত দিয়া টোল খাওয়ানো। (২) বিঃ, বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**দুম্বা**—বিঃ চর্বিযুক্ত মোটা লেজওয়ালা একরকম ভেড়া। [ফা]।

**দুয়ার,** (কথ্য) **দোর, দুয়োর**—বিঃ দ্বার, দরজা। বিঃ **দুয়ারী**—দ্বারী, দৌবারিক, দ্বাররক্ষক। **দুয়ারে হাতি বাঁধা**—প্রচুর বিত্তশালী সম্পর্কে বলা হয় ('চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী'—প্রঃ)।

**দুয়ো**[১]—বিণঃ দুঃখিনী ; স্বামী কর্তৃক অনাদৃতা। **সুয়ো**-র বিপরীতার্থক।

**দুয়ো**[২]—অব্যঃ নিন্দা বা ধিক্কারসূচক শব্দ।

**দুরতিক্রমণ**—বিঃ অতিকষ্টে পার হওয়া ; কষ্টে উত্তরণ। বিণঃ **দুরতিক্রম, দুরতিক্রম্য, দুরতিক্রমণীয়**—অতি কষ্টে পার হওয়া যায় এমন ; দুর্লঙ্ঘ্য ; দুস্তর। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **দুরতিক্রম্যা, দুরতিক্রমণীয়া**।

**দুরত্যয়**—বিণঃ দুর্গম ; দুস্তর। [দুর্ +অত্যয়]।

**দুরদুর**—অব্যঃ উৎকণ্ঠা বা ভয়হেতু বুকের মধ্যে কম্পন বা স্পন্দন ধ্বনি। **দুরুদুরু**—(১) অব্যঃ দুরদুর শব্দ। (২) ক্রি-বিণঃ দুরদুর করিয়া।

**দুরদৃষ্ট**—(১) বিঃ মন্দভাগ্য, দুর্ভাগ্য। (২) বিণঃ মন্দভাগ্য যাহার এমন, হতভাগ্য।

**দুরধিগম, দুরধিগম্য**—বিণঃ কষ্টে পাওয়া বা জানা বা প্রবেশ করা যায় এমন ; দুর্লভ ; দুর্জ্ঞেয় ; দুষ্প্রবেশ্য। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **দুরধিগম্যা**। বিঃ **-তা**।

**দুরধ্যয়**—বিণঃ পড়া কঠিন এমন, দুষ্পাঠ্য। [দুর্+অধি+ই+অ]।

**দুরন্ত**—বিণঃ দুর্বৃত্ত; , অশান্ত; দুর্দান্ত; প্রবল। বিঃ **-পনা**—দুষ্টামি; অস্থিরতা; দুরন্ত আচরণ।

**দুরন্বয়**—(১) বিঃ বাক্যে কর্তা কর্ম ইত্যাদির যথেচ্ছ ব্যবহার। (২) বিণঃ অযথা ব্যবহৃত; দুর্বোধ্য।

**দুরপনেয়**—বিণঃ সহজে দূর বা অপসারণ করা যায় না এমন (দুরপনেয় গ্লানি)। বিঃ -তা।

**দুরবগম, দুরবগম্য**—বিণঃ দুর্গম; দুর্জ্ঞেয়। বিণঃ (স্ত্রী): **দুরবগম্যা**। বিঃ -তা।

**দুরবগাহ**—বিণঃ যাহাতে সহজে প্রবেশ বা অবগাহন করা যায় না এমন; দুর্জ্ঞেয়; জটিল; দুর্গম। [দুর্+অব+গাহ্+অ]।

**দুরবস্থ**—বিণঃ যাহার অবস্থা মন্দ; দুর্দশাপন্ন; দরিদ্র। বিঃ **দুরবস্থা**—মন্দ অবস্থা; দুর্দশা; দারিদ্র্য।

**দুরবীণ**—বিঃ দূরবীক্ষণ যন্ত্র, telescope।

**দুরভিগ্রহ**—বিণঃ সহজে মর্মগ্রহণ করা যায় না এমন; দুর্জ্ঞেয়।

**দুরভিসন্ধি**—(১) বিঃ খারাপ মতলব, অসৎ উদ্দেশ্য। (২) বিণঃ অসৎ উদ্দেশ্য আছে এমন।

**দুরমুশ**—বিঃ রাস্তা বা ভিত পিটাইয়া বসাইবার মুষল। ক্রিঃ **দুরমুশ করা**—দুরমুশ দিয়া পিটানো; গুরুতর প্রহার করা।

**দুরস্ত, দোরস্ত**—বিঃ ঠিক, নির্ভুল; সুঅভ্যস্ত, সুশৃঙ্খল, পরিপাটি; শাসিত; উপযুক্তরূপে সংশোধিত; সুসংযত [ফা]। **লেফাফা দুরস্ত**—বাহিরের আচরণে বা চালচলনে নিখুঁত।

**দুরাকাঙ্ক্ষা**—(১) বিঃ দুষ্প্রাপ্য বিষয় বা বস্তু লাভের ইচ্ছা; দুরাশা; অসম্ভব বা অনুচিত আকাঙ্ক্ষা। (২) বিণঃ কিছুতেই যাহার কামনার নিবৃত্তি হয় না এইরূপ, অনিবৃত্ত-আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট। বিণঃ **দুরাকাঙ্ক্ষ, দুরাকাঙ্ক্ষী**—যাহার দুরাকাঙ্ক্ষা আছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী): **দুরাকাঙ্ক্ষিণী**।

**দুরাক্রম, দুরাক্রম্য**—বিণঃ যাহা আক্রমণ করা সহজ নহে এমন।

**দুরাগ্রহ**—(১) বিঃ নিন্দনীয় বা দুষ্প্রাপ্য বিষয়ের প্রতি আসক্তি বা আগ্রহ; অপচেষ্টা। (২) বিণঃ অনুরূপ আগ্রহশীল।

**দুরাচরণীয়**—বিণঃ যাহার অনুসন্ধান বা পালন সহজ নহে এমন; যাহা করা নিন্দনীয় এমন।

**দুরাচার**—(১) বিণঃ মন্দ কার্যে লিপ্ত, দুর্বৃত্ত, পাপাচারী, দুষ্ট। (২) বিঃ অসৎ কার্য বা আচরণ। বিণঃ (স্ত্রী): **দুরাচারিণী**—পাপিষ্ঠা।

**দুরাত্মা**—বিণঃ পাপাত্মা; দুর্বৃত্ত; দুঃশীল। [দুর+আত্মন্]।

**দুরাধর্ষ**—বিণঃ দুর্দান্ত, দুর্দমনীয়, দুর্ধর্ষ। [দুর্+আ+ধৃষ্+ণিচ্+অ]।

**দুরারাধ্য**—বিণঃ যাহাকে সন্তুষ্ট করা কঠিন এমন।

**দুরারোগ্য**—বিণঃ সহজে সারানো বা রোগমুক্ত করা যায় না এমন; দুশ্চিকিৎস্য। বিঃ -তা।

**দুরারোহ**—বিণঃ যেখানে বা যাহাতে আরোহণ করা কঠিন। এমন; অত্যন্ত উঁচু; দুর্গম।
**দুরালভা**—(১) বিঃ স্বনাম প্রসিদ্ধ কণ্টক বৃক্ষ; আলকুশী লতা। (২) বিণঃ দুষ্প্রাপ্য ইত্যাদি।
**দুরালাপ**—(১) বিঃ কটুবাক্য, গালি। (২) বিণঃ কটুভাষী।
**দুরাশয়**—(১) বিণঃ মন্দ অভিপ্রায় বা ইচ্ছা পোষণ করে এমন; দুর্বৃত্ত, পাপাত্মা। (২) বিঃ দুরভিসন্ধি, কু-মতলব।
**দুরাশা**—বিঃ দুষ্প্রাপ্য বিষয় বা বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা।
**দুরাসদ**—বিণঃ দুর্দমনীয়; দুর্জ্ঞেয়; দুষ্প্রাপ্য; দুঃসহ। [দুর+আ+সদ্+অ]।
**দুরি**—বিঃ দুই ফোঁটা চিহ্নিত তাস।
**দুরিত**—(১) বিঃ পাপ; গ্লানি। (২) বিণঃ পাপিষ্ঠ, দুর্বৃত্ত। **-দমনী**—(১) বিঃ শমীলতা। (২) বিণঃ পাপক্ষয়কারিণী। বিণঃ **-হারিণী**—পাপনাশিনী।
**দুরী**—**দুরি**-র বানানভেদ।
**দুরুক্ত**—বিণঃ মন্দরূপে কথিত।
**দুরুক্তি**—বিঃ কটূক্তি, মন্দবাক্য।
**দুরুচ্চার, দুরুচ্চার্য**—বিণঃ সহজে উচ্চারণ করা যায় না এমন; অশ্লীল; অবাচ্য।
**দুরুচ্ছেদ**—বিণঃ দুর্নিবার, দুরপনেয়।
**দুরুত্তর**—(১) বিণঃ যাহা পার হওয়া কঠিন এরূপ, দুস্তর। (২) বিঃ অসৎ উত্তর।
**দুরুদুরু**—**দুরদুর** দ্রষ্টব্য।
**দুরূহ**—বিণঃ দুর্বোধ, দুর্জ্ঞেয়; কঠিন; জটিল; মীমাংসা সহজ নহে এমন।

**দুরুদুরু**—**দুরদুর**-এর বানানভেদ।
**দুর্গ**—বিঃ গড়, কেল্লা; শত্রুসৈন্য সহজে আসিতে পারে না এই অর্থে। বিঃ **-পতি**—দুর্গের অধ্যক্ষ বা কর্তা।
**দুর্গত**—বিণঃ দুরবস্থাপন্ন, বিপন্ন, দুর্দশাগ্রস্ত। [দুর+গম্+ত]।
**দুর্গতি**—বিঃ দুরবস্থা, দুর্দশা, বিপদ, নিগ্রহ।
**দুর্গন্ধ**—(১) বিণঃ খারাপ গন্ধযুক্ত। (২) বিঃ খারাপ গন্ধ। বিণঃ **দুর্গন্ধী**—খারাপ গন্ধযুক্ত।
**দুর্গম**—বিণঃ যেখানে সহজে যাওয়া যায় না এমন; দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য ('দুর্গম পথ সগৌরবে তোমার চরণ-চিহ্ন লবে'—রবীন্দ্র)
**দুর্গা**—বিঃ ভগবতী, শিবপত্নী। [দুর্+গম্ বা গৈ+অ+আ]। বিঃ **দুর্গা-টুন-টুনি**—ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। বিঃ **-ধ্যক্ষ**—দুর্গপতি, দুর্গরক্ষক। বিঃ **-নবমী**—কার্তিক মাসের শুক্লা-নবমী (এই তিথিতে জগদ্ধাত্রী পূজা হয়)। বিঃ **-পূজা**—দুর্গা-দেবীর অর্চনা, শারদীয় মহাপূজা, বাসন্তী পূজা। বিঃ **-ভোগ**—ধান্য-বিশেষ।
**দুর্গেশ**[১]—বিঃ দুর্গের কর্তা বা অধ্যক্ষ [দুর্গ+ঈশ]। বিঃ **-নন্দিনী**—দুর্গাধ্যক্ষের কন্যা; বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত একটি বিখ্যাত উপন্যাস।
**দুর্গেশ**[২]—বিঃ দুর্গাদেবীর পতি শিব, মহাদেব। [দুর্গা+ঈশ]।
**দুর্গোৎসব**—বিঃ দুর্গাপূজা ও তৎ-সংক্রান্ত উৎসব ও আনন্দ অনুষ্ঠান, শারদীয় মহাপূজা।
**দুর্গ্রহ**[১]—বিঃ দুষ্ট বা অশুভ গ্রহ; দুর্দৈব। [দুর্+গ্রহ]।

**দুর্গ্রহ**²—বিণঃ গ্রহণ করা বা জানা কষ্ট-সাধ্য এমন। [দুর্‌+গ্রহ্‌+অ]।

**দুর্ঘট**—বিণঃ সহজে ঘটে না এমন বা কদাচিৎ ঘটে এমন। বিঃ **-না**—আকস্মিক বিপদ্‌, অপ্রত্যাশিত অশুভ ঘটনা।

**দুর্জন**—বিণঃ খারাপ লোক, খল ব্যক্তি, দুরাত্মা ('দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো'—রবীন্দ্র)।

**দুর্জয়**—বিণঃ যাহাকে সহজে জয় বা দমন করা যায় না এমন; অজেয়, দুর্দম।

**দুর্জ্ঞেয়**—বিণঃ জানা কঠিন এমন, দুর্বোধ্য। [দুর্‌+জ্ঞা+য]।

**দুর্দম, দুর্দমনীয়, দুর্দম্য**—বিণঃ যাহাকে সহজে দমন বা প্রতিরোধ করা যায় না এমন; দুর্বার, দুর্জয়।

**দুর্দশা**—বিঃ দুরবস্থা, দুর্গতি।

**দুর্দান্ত**—বিণঃ দমন করা কঠিন এমন, দুরন্ত, অতিশয় শক্তিমান, পরাক্রান্ত। [দুর+দম্‌+ত]।

**দুর্দিন**—বিঃ দুঃসময়; বিপদের সময়; প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিন।

**দুর্দৈব**—বিঃ মন্দভাগ্য, আকস্মিক বিপদ, দুর্ঘটনা।

**দুর্ধর্ষ**—বিণঃ সহজে দমন করা যায় না এমন; দুরন্ত; অতিশয় পরাক্রমশালী। [দুর+ধৃষ্‌+অ]। বিঃ **-তা**।

**দুর্নয়**—বিঃ কুনীতি, খারাপ রীতি।

**দুর্নাম**—বিঃ নিন্দা, অখ্যাতি, বদনাম।

**দুর্নিবার, দুর্নিবার্য**—বিণঃ সহজে প্রতিরোধ করা যায় না এমন।

**দুর্নিমিত্ত**—বিঃ অশুভ লক্ষণ, অমঙ্গল-সূচক চিহ্ন।

**দুর্নিরীক্ষ্য**—বিণঃ সহজে দেখা বা লক্ষ্য করা যায় না এমন।

**দুর্নীত**—(১) বিণঃ চালচলন, রীতি-নীতি ভাল নহে এমন; দুঃশীল, দুর্নীতিপরায়ণ। (২) বিঃ খারাপ নীতি।

**দুর্নীতি**—বিঃ অন্যায় আচরণ, অসৎ রীতিনীতি, নীতিবিরুদ্ধ কাজ। বিণঃ **-পরায়ণ**—অন্যায় কার্যে আসক্ত, লিপ্ত।

**দুর্বচন**—(১) বিঃ দুর্বাক্য, কটুকথা, গালি। (২) বিণঃ কটুভাষী, রূঢ় বা অপ্রিয় ভাষী।

**দুর্বৎসর**—বিঃ অভাবের বৎসর, শস্যাদি ভাল জন্মে না এমন আকালের বৎসর; অশুভ বৎসর।

**দুর্বল**—বিণঃ শক্তিহীন, ক্ষীণ, কম-জোর। বিঃ **-তা, দৌর্বল্য**।

**দুর্বহ**—বিণঃ সহজে বহন করা বা সহা যায় না এমন; গুরুভার; অসহ্য।

**দুর্বাক্‌**—বিণ্‌ কটুভাষী, রূঢ়ভাষী।

**দুর্বাক্য**—বিঃ কটুকথা, গালি।

**দুর্বার**—বিণঃ সহজে যাহার প্রতিরোধ করা যায় না এমন; দুর্নিবার, দুর্দম। [দুর্‌+বৃ+ণিচ্‌+অ]।

**দুর্বাসা**—(১) বিঃ পুরাণে বর্ণিত জনৈক কোপনস্বভাব মুনি। (২) বিণঃ মন্দ বাস পরিধানকারী।

**দুর্বাসনা**—বিঃ মন্দ বা অসম্ভব বাসনা।

**দুর্বাসিত**—বিণঃ দুর্গন্ধযুক্ত।

**দুর্বিনীত**—বিণঃ উদ্ধত, অবিনয়ী, অভদ্র। বিণঃ (স্ত্রী): **দুর্বিনীতা**।

**দুর্বিনেয়**—বিণঃ বিনীত করা কঠিন এমন। [দুর্‌+বি+নী+য]।

**দুর্বিপাক**—(১) বিঃ দুর্যোগ; বিপদ; দুর্ঘটনা, অশুভ ঘটনা। (২) বিণঃ শোচনীয় পরিণামবিশিষ্ট।

**দুর্বিষহ**—বিণঃ অসহনীয়, দুঃসহ।

**দুর্বুদ্ধি**—(১) বিঃ অসৎ বুদ্ধি, মন্দ মতি, অনিষ্টকর বুদ্ধি। (২) বিণঃ মন্দ বুদ্ধি আছে এমন, দুর্মতি।

**দুর্বৃত্ত**—বিণঃ দুষ্ট স্বভাব ; দুর্জন ; দুশ্চরিত্র, দুরাত্মা। [দুর্+বৃত্ত (আচরণ)]। বিঃ **-তা, দুর্বৃত্তি**।

**দুর্বোধ**—বিণঃ সহজে বোঝা যায় না এমন। বিঃ **-তা, দুর্বোধ্যতা**। বিণঃ **দুর্বোধ্য**—দুর্জ্ঞেয়, বুঝিতে পারা সহজ নহে এমন।

**দুর্ব্যবহার**—বিঃ খারাপ ব্যবহার, অভদ্র আচরণ ; অসৌজন্য।

**দুর্ভক্ষ, দুর্ভক্ষ্য**—(১) বিণঃ সহজে খাওয়া যায় না এমন, খাওয়া কষ্টকর এমন। (২) বিঃ যে সময়ে খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে, দুর্ভিক্ষ।

**দুর্ভগ**—(১) বিণঃ ভাগ্যহীন, দুর্ভাগা। (২) বিঃ মন্দভাগ্য, পোড়া কপাল। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **দুর্ভগা**—মন্দভাগিনী, স্বামীর আদরে বঞ্চিতা।

**দুর্ভর**—বিণঃ গুরুভার, দুর্বহ : দুঃসহ। [দুর্+ভৃ+অ]।

**দুর্ভাগা**—বিণঃ মন্দভাগ্যযুক্ত, অভাগা। (স্ত্রী)ঃ **দুর্ভাগিনী**।

**দুর্ভাগ্য**—(১) বিঃ মন্দভাগ্য, খারাপ অদৃষ্ট। (২) বিণঃ অভাগা, মন্দ-ভাগ্য যাহার এমন।

**দুর্ভাবনা**—বিঃ উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা। বিণঃ **-গ্রস্ত**—উদ্বিগ্ন, দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত।

**দুর্ভিক্ষ**—বিঃ দেশব্যাপী খাদ্যাভাব, আকাল, সহজে ভিক্ষা মিলে না যে অ ব স্থা য়। [দুর্ + ভিক্ষা] ('দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে/ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান')।

**দুর্ভেদ**—বিণঃ সহজে ভেদ করা যায় না এমন। [দুর্+ভিদ্+অ]।

**দুর্ভেদ্য**—বিণঃ দুর্ভেদ, দুষ্প্রবেশ্য ; দুর্বোধ। [দুর্+ভেদ্য]। বিঃ **-তা**।

**দুর্ভোগ**—বিঃ ক্লেশ, দুর্গতি, লাঞ্ছনা।

**দুর্মতি**—(১) বিঃ মন্দবুদ্ধি, দুষ্ট-বুদ্ধি। (১) বিণঃ অসৎ বা দুষ্ট-বুদ্ধি যাহার এমন।

**দুর্মদ**—বিণঃ দুর্ধর্ষ, দুর্দম ; প্রমত্ত।

**দুর্মনাঃ, দুর্মনা**—বিণঃ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, উদ্বিগ্নচিত্ত। বিণঃ **দুর্মনায়মান**—দুর্ভাবনা বা দুশ্চিন্তা করিতেছে এমন।

**দুর্মর**—বিণঃ সহজে লয় হয় না এমন ; একেবারে সংরক্ষণশীল ভাবাপন্ন।

**দুর্মা**—বিঃ দোমালা নারিকেল, নরম নারিকেল ; ব্যঞ্জনবিশেষ।

**দুর্মুখ**—(১) বিণঃ অপ্রিয়ভাষী, মুখের উপর উচিত বক্তা, কটুভাষী। (২) বিঃ রামচন্দ্রের গুপ্তচর। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **দুর্মুখা, দুর্মুখী**।

**দুর্মূল্য**—বিণঃ যাহার দাম অত্যন্ত বেশী, মহার্ঘ, আক্রা। বিঃ **-তা**।

**দুর্মেধাঃ, দুর্মেধা**—বিণঃ যাহার মেধা বা স্মৃতিশক্তি অল্প এমন ; অল্পবুদ্ধি।

**দুর্যোগ**—বিঃ প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঝড়-বৃষ্টি ; দুঃসময়, অশুভ সময়।

**দুর্যোধন**—(১) বিণঃ দুর্যোধঃ। (২) বিঃ মহাভারতে বর্ণিত ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ; যাহার সহিত যুদ্ধ করা কঠিন। [দুর্+যুধ+অন]।

**দুর্লক্ষণ**—(১) বিঃ অশুভ লক্ষণ। (২) বিণঃ অশুভ লক্ষণযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **দুর্লক্ষণা**।

**দুর্লক্ষ্য**—বিণঃ যাহা সহজে লক্ষ্য করা যায় না এমন।

**দুর্লঙ্ঘ, দুর্লঙ্ঘ্য**—বিণঃ যাহা লঙ্ঘন করা বা ডিঙ্গানো সহজ নহে এমন ; অনতিক্রমনীয়, যাহা অমান্য করা বা পালন করা কঠিন।

**দুর্লভ, দুর্লভ্য**—বিণঃ যাহা সহজে পাওয়া যায় না এমন, দুষ্প্রাপ্য।

**দুল১**—বিঃ কানে দোলে এমন গহনা-বিশেষ।

**দুল২**—বিঃ বৃক্ষের তলদেশস্থ জলাধার, আলবাল, বাঁধ।

**দুলকি**—বিঃ ঘোড়া পালকি প্রভৃতির চলনভঙ্গীবিশেষ যাহাতে সওয়ারীর সর্বাঙ্গ দোলে। [হি]।

**দুলদুল**—(১) অব্যঃ ধীরে ধীরে অনবরত দুলিবার ভাবপ্রকাশক শব্দ। (২) বিঃ মহরমের মিছিলে ব্যবহৃত কাগজের ঘোড়া।

**দুলহ**—(১) বিণঃ দুর্লভ, যাহা সহজে পাওয়া যায় না এমন। (২) ক্রিঃ দুলিতেছে, কাঁপিতেছে।

**দুলা, দুলান, দুলানো**—(১) ক্রিঃ শূন্যে এদিক্-ওদিক্ হওয়া, দোল খাওয়া ; ঝুলা ; দোল দেওয়া ; ঝুলানো ; এদিক্-ওদিক্ নাড়া। (২) বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**দুলাল**—বিঃ অত্যন্ত আদরের পাত্র ; আদুরে ছেলে ; অতিশয় স্নেহের আধার। (স্ত্রী)ঃ **দুলালী**।

**দুলালি, দুলালী**—বিঃ বিণঃ আদরিণী, সোহাগিনী ; প্রিয়তমা ; আদরিণী কন্যা।

**দুলিচা**—বিঃ ছোট গালিচা বা আসন-বিশেষ।

**দুলে**—বিঃ ডুলি ও পালকি ইত্যাদির বাহক ; হিন্দু সমাজের সম্প্রদায়-বিশেষ।

**দুশমন, দুষমন**—(১) বিঃ দুর্বৃত্ত, শয়তান ; শত্রু। (২) বিণঃ ভয়ানক, বিকট। [ফা]। বিঃ **দুশমনি**—শয়তানি, শত্রুতা।

**দুশ্চর**—বিণঃ যেখানে গমন বা বিচরণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এমন ; যাহার অনুষ্ঠান বা সাধন অত্যন্ত কঠিন।

**দুশ্চরিত, দুশ্চরিত্র**—(১) বিণঃ চরিত্র-হীন, যাহার স্বভাব বা চরিত্র মন্দ এমন ; লম্পট। (২) বিঃ মন্দ স্বভাব। বিঃ **-তা**। (স্ত্রী)ঃ **দুশ্চরিত্রা**।

**দুশ্চিকিৎস্য**—বিণঃ সহজে যে রোগের চিকিৎসা বা প্রতিকার করা যায় না এমন, দুরারোগ্য।

**দুশ্চিন্তা**—বিঃ মন্দ বা অশুভ চিন্তা, উৎকণ্ঠা ; উদ্বেগ, দুর্ভাবনা। বিণঃ **-গ্রস্ত**—দুশ্চিন্তাকারী।

**দুশ্চেষ্টা, দুশ্চেষ্টিত**—বিঃ অন্যায়, মিথ্যা বা বৃথা চেষ্টা ; অসাধ্যসাধনের প্রয়াস।

**দুশ্ছেদ্য**—বিণঃ ছেদন করা দুঃসাধ্য এমন।

**দুষমন, দুষমনি**—**দুশমন** দ্রষ্টব্য।

**দুষা**—**দোষা** দ্রষ্টব্য।

**দুষ্কর**—বিণঃ কষ্টসাধ্য ; দুঃসাধ্য।

**দুষ্কর্ম**—বিঃ পাপ ; কুকর্ম।

**দুষ্কর্মা**—বিণঃ পাপাত্মা, কুকর্মকারী।

**দুষ্কাল**—বিঃ মন্দ বা অশুভ সময়।

**দুষ্কুল**—বিঃ অসৎ বংশ, হীন বংশ।

**দুষ্কৃত**—(১) বিঃ পাপ, দুষ্কর্ম। (২) বিণঃ অন্যায়ভাবে কৃত। বিণঃ **দুষ্কৃতকারী**—কুকর্মকারী।

**দুষ্কৃতি**—বিঃ দুর্ভাগ্য, পাপ, দুষ্কর্ম। বিঃ **-বিমর্শ**—প্রকৃত অপরাধী নির্ণয়ার্থবিশেষ অনুসন্ধান।

**দুষ্কৃতী**—বিণঃ পাপী, অন্যায়কর্মকারী।
**দুষ্ক্রিয়া**—বিঃ পাপ, মন্দকর্ম। বিণঃ -**ন্বিত**—কুকর্মরত, পাপাচারী।
**দুষ্ট**—বিণঃ দূষিত (দুষ্ট ক্ষত) ; মন্দ, অসৎ (দুষ্ট চরিত্র) ; অশুভ (দুষ্ট-গ্রহ) ; দুরন্ত (দুষ্ট ছেলে)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **দুষ্টা**—ব্যভিচারিণী, মন্দ-চরিত্রা। বিঃ -**ব্রণ**—মারাত্মক ফোঁড়া। বিণঃ **দুষ্টাশয়**—দুর্বৃত্ত।
**দুষ্টু**—দুষ্ট শব্দের আদরসূচক-রূপ ; দুরন্ত (দুষ্টু খোকা)। বিঃ -**পনা**—দুষ্টামি, দৌরাত্ম্য।
**দুষ্টামি, দুষ্টুমি**—বিঃ দুরন্তপনা।
**দুষ্পাচ্য, দুষ্পচ**—বিণঃ হজম হওয়া কঠিন এমন। বিঃ -**তা**।
**দুষ্প্রবৃত্তি**—বিঃ মন্দ প্রবৃত্তি, অসৎ-প্রবৃত্তি।
**দুষ্প্রবেশ, দুষ্প্রবেশ্য**—বিণঃ দুর্গম, দুরধিগম।
**দুষ্প্রমেয়**—বিণঃ যাহা পরিমাণ করা কঠিন এরূপ।
**দুষ্প্রাপণীয়**—বিণঃ যাহা পাওয়া কঠিন এরূপ, দুষ্প্রাপ্য।
**দুষ্প্রাপ্য**—বিণঃ দুর্লভ, পাওয়া দুঃসাধ্য এমন।
**দুষ্মন্ত**—বিঃ চন্দ্রবংশীয় রাজাবিশেষ।
**দুস্তর**—বিণঃ পার হওয়া দুঃসাধ্য এমন ('দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে'—নজরুল)।
**দুহা**—(১) ক্রিঃ দোহন করা। (২) সর্বঃ উভয়, দুই।
**দুহাতিয়া**—বিণঃ দুই হাতবিশিষ্ট।
**দুহিতা**—বিঃ কন্যা। [দুহ্+তৃ]।
**দুহ্য**—বিণঃ দোহন করিবার যোগ্য। [দুহ্+য]। বিণঃ -**মান**—যাহাকে দোহন করা হইতেছে এমন।

**দূত**—বিঃ বার্তাবাহক ; দুই পক্ষের সংযোগ রক্ষক বা প্রতিনিধি (রাষ্ট্র-দূত, মেঘদূত, পবনদূত, হংস-দূত)।
**দূতাবাস**—বিঃ দূতের বাসস্থান বা কার্যালয়।
**দূতালি**—বিঃ দৌত্য, দূতের কাজ।
**দূতি, দূতী, দূতিকা**—বিঃ মহিলা দূত, বার্তাবহনকারিণী ; প্রণয়ী-প্রণয়িনীর মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান-কারিণী ('দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে'—রবীন্দ্র)।
**দূতিয়ালি, দূতিয়ালী, দূতীগিরি, দূতীগিরি**—বিঃ দৌত্যকার্য, দূতীর কাজ।
**দূত্য**—বিঃ দূতের কার্য, ধর্ম বা স্বভাব।
**দূর**—(১) বিঃ অন্তর, নিকটে নহে এমন স্থান, ব্যবধান ('দূরকে করেছ নিকট বন্ধু'—রবীন্দ্র)। (২) বিণঃ নিকটে নহে এমন ('দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান দূর কালে'—রবীন্দ্র) ; গভীর ব্যাপক (দূরদৃষ্টি)। (৩) অব্যঃ বিরক্তি, লজ্জা, ঘৃণা, অসম্মতি প্রভৃতি ভাব প্রকাশক (দূরছাই)। ক্রিঃ **দূর করা**—বিতাড়িত বা বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া (ময়লা দূর করা), বাড়ী হইতে দূর করা, আরোগ্য করা (রোগ দূর করা)। বিণঃ -**গা, -গামী**—দূরে গমনকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -**গামিনী**। ক্রিঃ **দূর ছাই করা**—অবজ্ঞা করা। অব্যঃ, ক্রি-বিণঃ -**তঃ**—দূরে হইতে। বিঃ -**তা, -ত্ব**—পার্থক্য। বিঃ -**দর্শন**—দূর হইতে দেখা, পরিণাম দর্শন। বিণঃ -**দর্শী**—বিচক্ষণ, বহু-

দর্শী। বিঃ -**দর্শিতা**। অব্যঃ **দূর-দূর**—(অবজ্ঞাসূচক উক্তি)। বিণঃ -**বর্তী**—দূরে অবস্থিত। বিণঃ (স্ত্রী): -**বর্তিনী**। বিঃ -**বীক্ষণ**, -**বীণ**—দূরের জিনিস স্পষ্ট করিয়া দেখিবার যন্ত্র, telescope। ক্রি-বিণঃ -**হি**—(ব্রজ) দূরে।

**দূরাগত**—বিণঃ দূর হইতে আগত (দূরাগত ধ্বনি)।

**দূরান্ত**—বিঃ বহুদূরের স্থান।

**দূরান্তর**—বিঃ বহু দূরবর্তী ব্যবধান।

**দূরীকরণ**—বিণঃ অপসারণ, মোচন, বিতাড়ন।

**দূরীকৃত**—বিণঃ অপসারিত, বহিষ্কৃত, মোচিত।

**দূরীভবন**—বিঃ বহিষ্কৃত হওয়া, অপসারণ।

**দূরীভূত**—বিণঃ বিতাড়িত, অপসৃত।

**দূর্বা**—বিঃ তৃণবিশেষ। বিঃ -**দল**—দূর্বাঘাসের পাতা। বিণঃ **দূর্বাদলশ্যাম**—দূর্বার রং-এর ন্যায় শ্যামবর্ণযুক্ত (শ্রীকৃষ্ণকে দূর্বাদলশ্যাম বলা হয়)। বিঃ -**ষ্টমী**—ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী।

**দূষক**—বিণঃ নিন্দাকারী, যে দোষ দেয়।

**দূষণ**—(১) বিঃ অপবিত্রকরণ, দোষারোপ; রামায়ণে বর্ণিত রাক্ষস খরের ভ্রাতা। (২) বিণঃ দূষক। বিণঃ **দূষণীয়**, **দূষ্য**—নিন্দনীয়, দোষারোপযোগ্য। বিঃ **দূষয়িতা**—দোষারোপকারী। বিণঃ **দূষিত**—কলুষিত, দোষযুক্ত, অপবিত্র, আবিল।

**দৃক**—বিঃ দৃষ্টি, জ্ঞান, চক্ষু। [দৃশ্‌+ক্বিপ্‌]। বিঃ -**পাত**—দৃষ্টি নিক্ষেপ, ভ্রূক্ষেপ (অপরের সুখ-দুঃখে দৃক্‌পাত না করা)।

**দৃঢ়**—বিণঃ মজবুত (দৃঢ়ভিত্তি); বলিষ্ঠ (দৃঢ়দেহ); স্থির, অবিচল (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ); অকম্পিত (দৃঢ়কণ্ঠ); অচঞ্চল। [দৃহ্‌+ত]। বিঃ তা, ত্ব। বিণঃ -**নিশ্চয়**—সুনিশ্চিত। বিণঃ -**ব্রত**—স্থির সঙ্কল্প। বিণঃ -**মুষ্টি**—শক্তমুষ্টি। বিণঃ -**সন্ধ**—স্থির প্রতিজ্ঞ। বিঃ **দৃঢ়ীকরণ**—শক্ত বা দৃঢ় করা। বিণঃ **দৃঢ়ীকৃত**। বিঃ **দৃঢ়ীভবন**—জমাট বাঁধা। বিণঃ **দৃঢ়ীভূত**।

**দৃপ্ত**, **দৃপ্র**—বিণঃ গর্বিত, উদ্ধত, তেজঃপূর্ণ।

**দৃশ্য**—(১) বিঃ দৃশ্যমান বিষয় বা বস্তু (সুন্দর দৃশ্য); নাটকের পরিচ্ছেদ বা ভাগ; নাটকে বর্ণিত পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী মঞ্চসজ্জা, scene। (২) বিণঃ দেখা যায় এমন, দর্শনীয়। বিঃ -**কাব্য**—যে কাব্যের রস-সম্ভোগ অভিনয়-নির্ভর (যেমন-নাটক)। বিঃ -**পট**—নাটকের মঞ্চসজ্জা, scene। বিণঃ -**মান**—দেখা যাইতেছে এমন। বিঃ -**সঙ্গীত**—নাচ। বিণঃ **দৃশ্যাদৃশ্য**—দর্শনযোগ্য ও দর্শনের অযোগ্য।

**দৃষ্ট**—বিণঃ দেখা গিয়াছে এমন, লক্ষিত। [দৃশ্‌+ত]। বিণঃ -**পূর্ব**—পূর্বে দেখা গিয়াছে এমন। বিণঃ **দৃষ্টাদৃষ্ট**—দেখা গিয়াছে এবং দেখা যায় নাই এমন।

**দৃষ্টান্ত**—বিঃ উদাহরণ, নজির। বিঃ -**স্থল**—উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইবার যোগ্য।

**দৃষ্টি**—বিঃ অবলোকন, দর্শন ('যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়'—রবীন্দ্র); চক্ষু, দেখিবার শক্তি

(দৃষ্টিহীন) ; **লক্ষ্য**, নজর (দৃষ্টি-রাখা) ; কুনজর (দৃষ্টি দেওয়া)। বিণঃ **-কৃপণ**—ছোট নজর যাহার ; বেশী খরচ করিতে অনিচ্ছুক। বিণঃ **-গোচর**—দেখা যায় এমন। বিঃ **-পথ**—যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়। বিঃ **-পাত**—দৃষ্টি নিক্ষেপ।

**দে১**—**দিয়া**-র সংক্ষিপ্ত রূপ (দরজায় খিল দে দাও)।

**দে২**—বিঃ শরীর ('কেমনে ধরিতাম দে' —বৃঃ দাঃ)।

**দে৩**—ক্রিঃ (অনুজ্ঞা) প্রদান কর।

**দেইজি, দেইজী**—বিঃ জ্ঞাতি।

**দেউটি**—বিঃ প্রদীপ, বাতি ('সুবর্ণ দেউটি তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল' —মধুঃ)।

**দেউড়ি**—বিঃ প্রধান দরজা, তোরণ, বহির্দ্বার।

**দেউল**—বিঃ দেবালয়, মন্দির ('দেউলে দেউলে কাঁদিয়া ফিরিছে')।

**দেউলিয়া, দেউলে**—বিণঃ নিঃস্ব, ঋণ পরিশোধে অসমর্থ, insolvent।

**দেউল্যা**—বিঃ দেবতার সেবাইত বা পূজারী।

**দেওয়া**—(১) ক্রিঃ দান করা, প্রদান করা, যোগানো, কিছু সম্প্রদান করা (মেয়ে দেওয়া) ; ত্যাগ করা, বিসর্জন করা (প্রাণ দেওয়া) ; সিঞ্চন করা (জল দেওয়া) ; বিক্রয় করা, স্থাপন করা, আরোপ করা, প্রতিষ্ঠা করা (মন্দির দেওয়া) ; উৎসর্গ করা, উৎপাদন করা, নিক্ষেপ করা (ফেলিয়া দেওয়া) ; বন্ধ করা (খিল দেওয়া) ; প্রেরণ করা (ডাকে দেওয়া) ; মঞ্জুর করা (ছুটি দেওয়া) ; অনুমতি করা ; বপন করা (জমিতে বীজ দেওয়া) ; যোগ্যতা দেখানো (পরীক্ষা দেওয়া) ; শেষ করা (ফেলিয়া দেওয়া)। (২) বিণঃ উক্ত সকল অর্থে ; দান বা দত্ত সামগ্রী। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ সম্প্রদান, দান প্রভৃতি করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**দেওয়ান**—বিঃ খাজনা আদায়ের প্রধান কর্মচারী, রাজস্বমন্ত্রী। [ফা]। বিঃ **দেওয়ান-ই-আম**—সাধারণের জন্য রাজদরবার। **দেওয়ান-ই-খাস**—ওমরাহদের দরবার, মন্ত্রিসভা। বিঃ **দেওয়ানি**—দেওয়ানের অধিকার বা কর্তব্য। বিণঃ **দেওয়ানী**—বিষয়াদি সংক্রান্ত অথবা অধিকার সম্বন্ধীয় আদালত বা মকদ্দমা (দেওয়ানী মামলা)।

**দেওয়ানা**—বিণঃ বিঃ উদাসী, পাগল, বিবাগী। [ফা]।

**দেওয়ানি, দেওয়ানী**—**দেওয়ান** দ্রষ্টব্য।

**দেওয়াল**—বিঃ প্রাচীর, প্রাচীর গাত্র। বিঃ **-গিরি**—প্রাচীর গাত্রে ঝুলাইয়া রাখা প্রদীপ। [ফা]।

**দেওয়ালি, দেওয়ালী**—বিঃ দীপান্বিতা, দীপালী। **দেওয়ালি-পোকা**—দেওয়ালির সময় আগুনে পড়িয়া পুড়িয়া মরে এরূপ পতঙ্গ।

**দেওর, দেবর**—বিঃ স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিঃ **-ঝি**—দেবরের কন্যা। বিঃ **-পো**—দেবরের পুত্র।

**দে'তো**—বিণঃ দাঁতালো, দন্তবিকাশ-কারী, দন্তবিকাশ করিয়া (দে'তো হাসি)।

**দেখ**—(১) ক্রিঃ দর্শন কর ('দেখ লো সজনী, চাঁদিনি রজনী'—রবীন্দ্র)। (২) অব্যঃ ভয় প্রদর্শন, সতর্কীকরণ,

মনোযোগ আকর্ষণ প্রভৃতি অর্থ সূচক।

**দেখতা**—(১) বিণঃ দৃষ্টির সামনে সংঘটিত (দেখতা ঘটনা)। (২) ক্রি-বিণঃ দৃষ্টির সমক্ষে, সমসময়ে।

**দেখন**—বিঃ দেখা, দর্শন। বিণঃ **-হাসি**—দেখামাত্রই যে হাসে।

**দেখা**—(১) ক্রিঃ দর্শন করা (কিছু দেখা); অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা (দেখে শেখা); অবস্থা দেখা (নাড়ী দেখা); পরীক্ষা করা (রোগী দেখা); উপভোগ করা (থিয়েটার দেখা); স্থির করা (ভাবিয়া দেখা); অনুসরণ করা (বাবার পথ দেখা); অপেক্ষা করা (আর একটু দেখি)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে; বিশেষতঃ সাক্ষাৎ, দর্শন, দেখা বা পাওয়া অর্থে। (৩) বিণঃ দৃষ্ট (দেখা ব্যাপার)। **-দেখি**—(১) বিঃ পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ, অন্যায়ভাবে অপরের খাতা দেখিয়া নকল করা। (২) ক্রি-বিণঃ অনুকরণে। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ দেখানো বা প্রদর্শন করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **-শুনা**—খবরাখবর বা তত্ত্বাবধান করা। বিঃ **-সাক্ষাৎ**—পরস্পর সাক্ষাৎ ও খবর আদান প্রদান। **চোখের দেখা**—আলাপহীন সাক্ষাৎমাত্র। ক্রি-বিণঃ **দেখিতে দেখিতে**—চক্ষের নিমেষে। **দেখাইয়া দেওয়া**—বলিয়া দেওয়া, শিখাইয়া দেওয়া, জব্দ করা।

**দেড়**—বিণঃ এক ও আধ (দেড় সের)। বিণঃ **দেড়া** (দেড়া ভাড়া)।

**দেড়ে, দেড়েল**—বিণঃ দাড়িয়াল, দাড়ি-যুক্ত।

**দেদার**—বিণঃ অনেক, বিস্তর, বহু।

**দেদীপ্যমান**—বিণঃ অতিশয় তেজ বা প্রভা লইয়া জ্বলিতেছে এমন, জাজ্বল্যমান। [দীপ্+যঙ্+আন]।

**দেদো**—বিণঃ দাদ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এমন।

**দেধান**—বিঃ এক প্রকার শস্য, জোয়ার, ভুট্টা।

**দেন**—বিঃ ঋণ, ধার, কর্জ। [আ]। বিঃ বিণঃ **-দার**—ঋণী, দেনাগ্রস্ত, অধমর্ণ। বিঃ **দেনমোহর**—যৌতুক, উপহার, মুসলমানদের বিবাহকালে স্ত্রীকে যৌতুকস্বরূপ দেয় অর্থ।

**দেনা**—বিঃ ধার, কর্জ, ঋণ (অর্থাদি)। [আ]। বিঃ বিণঃ **-দার, দেনদার**—খাতক, ঋণী। বিঃ **দেনা-পাওনা**—দেয় ও প্রাপ্য অর্থ।

**দেনো**—বিণঃ যাহা দান করা হইয়াছে, দানের যোগ্য।

**দেব**—বিঃ ভগবান, ঈশ্বর, প্রভু, সুর; গৌরবসূচক নামান্ত (গুরু-, পিতৃ-); উপাধি (দেবশর্মা); শ্রেষ্ঠ বা প্রধান রাজার উপাধি (ভূদেব)। বিঃ (স্ত্রী): **দেবী**। বিঃ **-কাষ্ঠ**—বৃক্ষবিশেষ, দেবদারু বৃক্ষ। বিঃ **-কুল**—দেবতাদের গোষ্ঠী, দেবালয়। বিঃ **-খাত**—স্বাভাবিক হ্রদ। বিঃ **-গুরু**—বৃহস্পতি, দেবতাদের গুরু। বিঃ **-গৃহ**—দেবতাদের মন্দির, দেবতারা যেখানে অবস্থান করেন। বিঃ **-তরু**—মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন—এই পঞ্চবৃক্ষ। বিঃ **-তা**—দেব ও দেবী। বিঃ **-ত্ব**—দেবতার গুণ, ধর্ম, ঐশ্বর্য প্রভৃতি। **-ত্র, দেবোত্তর**—(১) বিণঃ দেবতার কার্যে উৎসর্গীকৃত। (২) বিঃ দেবসম্পত্তি। বিণঃ **-দত্ত**—দেবতা কর্তৃক প্রদত্ত,

দেবকে প্রদত্ত। বিঃ **-দারু**—বৃক্ষ-বিশেষ, দেউদার। বিঃ **-দাসী**—দেব-মন্দিরের নর্তকী। বিণঃ **-দুর্লভ**—দুষ্প্রাপ্য। বিঃ **-দূত**—স্বর্গের দূত। বিঃ **দেবাদিদেব**—দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর)। **-দ্বেষী**—(১) বিণঃ দেবগণকে হিংসাকারী। (২) বিঃ অসুর। বিঃ **-ধান্য**—দেধান, শস্য। বিঃ **-নগর, -নাগরী**—যে অক্ষরে সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা লেখা হয়। বিঃ **-পতি**—ইন্দ্র। বিঃ **-পশু**—বলির পশু। বিঃ **-পুরী**—দেবগৃহ, স্বর্গ, অমরাবতী, ত্রিদশ আলয়। বিঃ **-প্রতিষ্ঠা**—দেবগৃহ প্রতিষ্ঠা। বিঃ **-ভাষা**—দেবতাদের ভাষা, সংস্কৃত। বিঃ **-বাক্য, -বাণী**—দেবতাদের কথা, দৈববাণী। বিঃ **-মাতা**—অদিতি (কশ্যপের পত্নী)। বিঃ **-মায়া**—অবিদ্যা, পার্থিব মোহ। বিঃ **-যোনি**—উপদেবতা। বিঃ **-র্ষি**—দেবতা হইয়াও ঋষি (নারদ)। বিঃ **-সেনা-পতি**—কার্তিকেয়।

**দেবকী, দৈবকী**—বিঃ শ্রীকৃষ্ণের জননী, বসুদেবের পত্নী, কংসের ভগ্নী।

**দেবত্র**—**দেব** দ্রষ্টব্য।

**দেবর**—বিঃ দেওর, স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

**দেবা**—বিঃ (ব্যঙ্গে) পুরুষ, দেব।

**দেবাত্মা**—বিণঃ দেবতাতুল্য, দেবতার ন্যায় মহৎ হৃদয়বিশিষ্ট।

**দেবাদিদেব**—বিঃ শ্রেষ্ঠ দেব, সর্বপ্রধান দেবতা, মহাদেব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা।

**দেবাদেশ**—বিঃ দেবতাদের আদেশ, দৈব-প্রেরণা, স্বর্গীয় নির্দেশ।

**দেবারি**—বিঃ দেবশত্রু, অসুর।

**দেবালয়, দেবায়তন**—বিঃ দেবগৃহ, মন্দির।

**দেবাশ্রিত**—বিণঃ দেবতার আশ্রিত বা রক্ষিত, দেবানুগৃহীত।

**দেবী**—বিঃ মহামায়া, ভগবতী, দুর্গা, আদ্যাশক্তি; ভদ্রমহিলার উপাধি; সম্বোধনেও ব্যবহৃত হয়। বিঃ **-পুরাণ**—দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যবিশিষ্ট পুরাণবিশেষ। বিঃ **-মাহাত্ম্য**—মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে অংশে দেবী চণ্ডিকার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

**দেবেন্দ্র**—বিঃ ইন্দ্র। [দেব+ইন্দ্র]।

**দেবেশ**—বিঃ মহাদেব, শিব। [দেব+ঈশ]।

**দেবোত্তর**—**দেবত্র** দ্রষ্টব্য।

**দেবোপম**—বিণঃ দেবতার ন্যায়, দেবতুল্য (দেবোপম চরিত্র)।

**দেব্যা**—বিঃ (অশুদ্ধ) ব্রাহ্মণ বিধবাদের পদবিবিশেষ।

**দেমাক, দেমাগ**—বিঃ অহঙ্কার, ডাঁট ('রকম সকম সঙের মতন, দেমাক দেখে মরি'—সুকুঃ রায়)।

**দেয়**—বিণঃ দানের যোগ্য, দিতে হইবে এমন।

**দেয়া**—বিঃ মেঘ, জলদ ('গুরু গুরু ডাকে দেয়া'—রবীন্দ্র)।

**দেয়াল**—**দেওয়াল**-এর কথ্যরূপ।

**দেয়ালা**—বিঃ স্বপ্নঘোরে শিশুর হাসি-কান্না।

**দেয়ালি, দিয়ালী**—**দেওয়ালি**-র কথ্য-রূপ।

**দেয়াসিনী**—বিঃ মন্ত্রসিদ্ধ নারী, লৌকিক দেবসেবিকা।

**দেয়াসী**, (অশুদ্ধ) **দেয়াশী**—বিঃ শীতলা, মনসা প্রভৃতি লৌকিক দেবতার পূজারি।

**-দের**—সম্বন্ধপদে বহুবচনের বিভক্তি (ছেলেদের)।

**দেরকো**—বিঃ কাঠের তৈরী পিলসুজ বা দীপাধার।

**দেরাজ**—বিঃ আলমারি, টেবিল প্রভৃতির মধ্যে অবস্থিত বাক্সবিশেষ, drawer।

**দেরি, দেরী**—বিঃ বিলম্ব ('আমার আর হবে না দেরি'—রবীন্দ্র)। [ফা]।

**দেল**—**দিল**-এর কথ্যরূপ।

**দেশ**—বিঃ ভৌগোলিক বিভাগবিশেষ, রাষ্ট্র (ভারতবর্ষ) ; প্রদেশ (বঙ্গ-দেশ) ; স্বগ্রাম (দেশে যাওয়া), জন্মভূমি, স্বদেশ (দেশভক্ত) ; স্থান, অঞ্চল ('মরীচিকা মরুদেশে নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে'—মধুঃ) ; অংশ (পার্শ্বদেশ) ; সঙ্গীতের রাগ-বিশেষ (দশরাগ)। **-কালপাত্র**—(১) বিঃ সময়, স্থান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বরূপ। (২) বিণঃ কালো-চিত পরিবেশ অনুযায়ী। বিণঃ **-জ**—দেশে উৎপন্ন। বিঃ **দেশান্তর**—অন্য-দেশ, ভিন্ন দেশ। বিঃ **-দ্রোহ**—স্বদেশের ক্ষতিসাধন। বিণঃ **-দ্রোহী**—নিজের দেশের ক্ষতিসাধনকারী, স্বদেশের শত্রু। বিণঃ **-প্রসিদ্ধ, -বিখ্যাত**—খ্যাতিসম্পন্ন, দেশ জুড়িয়া নাম এমন। বিঃ **-বন্ধু**—দেশের বা স্বদেশের মিত্র (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন)। বিঃ **-বিদেশ**—নিজের দেশ ও অন্য দেশ। বিণঃ **-ব্যাপী, -ময়**—সমস্ত দেশ জুড়িয়া প্রসারিত। **-হিতব্রত**—(১) বিঃ স্বদেশের মঙ্গলসাধন করিবার ব্রত। (২) বিণঃ স্বদেশের মঙ্গলের জন্য যিনি দীক্ষিত।

**দেশলাই**—**দিয়াশলাই**-এর কথ্যরূপ।

**দেশাচার**—বিঃ দেশে প্রচলিত যে আচার বা নিয়ম ('ওরে দুষ্ট দেশাচার কি করিলি অভাগার'—হেমঃ)।

**দেশাত্মবোধ**—বিঃ স্বদেশের সহিত একাত্মবোধ।

**দেশান্তর**—বিঃ অন্যদেশ, ভিন্নদেশ ; (ভূগোল) মুখ্য মধ্যরেখা হইতে কোন নির্দিষ্ট স্থানের কৌণিক দূরত্ব বা নিরক্ষবৃত্তের চাপ, দ্রাঘিমা, longitude।

**দেশান্তরী, দেশান্তরি**—বিণঃ বিদেশ-বাসী, স্বদেশত্যাগী ('মশাই, দেশা-ন্তরী করলে আমায় কেষনগরের মশায়')। বিণঃ **-ত**—স্বদেশ হইতে বিতাড়িত। বিণঃ **দেশান্তরীয়**—যে বা যাহা অন্যদেশে জন্মে এরূপ।

**দেশী**—বিণঃ নিজের দেশে উৎপন্ন বা জাত। **-কুমড়া**—যে কুমড়ার গাছ মাচা বা ঘরের চালে লতাইয়া দেওয়া হয়।

**দেশীয়, দেশ্য**—বিণঃ স্বদেশে বা নিজের দেশে উৎপন্ন (দেশীয় প্রথা)।

**দেহ**[১]—ক্রিঃ (কাব্যে) প্রদান কর। ('তিল এক দেহ দীনবন্ধু'—বিদ্যাঃ)।

**দেহ**[২]—বিঃ শরীর ('আমার এই দেহ-খানি তুলে ধর'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-কোষ**—ত্বক্, গায়ের চামড়া। বিঃ **-ক্ষয়**—দেহের ক্ষতি, মৃত্যু। **-জ**—(১) বিণঃ দেহ হইতে জাত। (২) বিঃ পুত্র, অপত্য। বিঃ (স্ত্রী) : **-জা**—কন্যা, দুহিতা। বিঃ **-তত্ত্ব**—শারীর-বিদ্যা, physiology, দেহ-সম্বন্ধীয় গান। বিঃ **-ত্যাগ**—মৃত্যু। বিঃ **-ধারণ**—জীবনযাপন, (দেবতাগণের) মানবদেহ ধারণ। বিঃ **-ধারী**—দেহের অধিকারী, শরীরী। বিঃ **-পাত**—**দেহক্ষয়**-এর অনুরূপ। ক্রিঃ **দেহ মাটি করা**—শরীর নষ্ট করা। বিঃ **-রক্ষী**—দেহ রক্ষক, body-guard।

**দেহলি, দেহলী**—বিঃ দাওয়া, গৃহের সম্মুখে রক, বারান্দা ("তব দেহলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে'—রবীন্দ্র)।
**দেহা**—বিঃ (ব্রজ) জীবন, শরীর ('সিনান করিবি/নীর না ছুঁইবি/ভাবিনী ভাবের দেহা'—চণ্ডীঃ)।
**দেহাত**—বিঃ পাড়াগাঁ, গ্রাম। বিণঃ **দেহাতী**—গ্রাম্য, গেঁয়ো, গ্রামবাসী।
**দেহাতীত**—বিণঃ দেহ-সম্পর্ক বর্জিত, দেহের অতীত (দেহাতীত প্রেম)।
**দেহাত্মপ্রত্যয়**—বিঃ দেহই আত্মা এই বিশ্বাস।
**দেহাত্মবাদ**—বিঃ দেহসর্বস্ব বা দেহ হইতে স্বতন্ত্র আত্মা নাই এই প্রতীতি। বিণঃ, বিঃ **দেহাত্মবাদী**—দেহাত্মবাদে বিশ্বাসী, জড়বাদী, চার্বাকপন্থী।
**দেহান্ত, দেহাবসান**—বিঃ মৃত্যু, তিরোধান।
**দেহান্তর**—বিঃ পুনর্জন্ম, ভিন্নদেহ।
**দেহি**—ক্রিঃ (অনুজ্ঞা) দাও, প্রদান কর।
**দেহী**—বিণঃ শরীরধারী। [দেহ+ইন্]।
**দৈ**—**দই**-এর বানানভেদ।
**দৈত্য**—বিঃ কশ্যপ-পত্নী দিতির পুত্র, অসুর। [দিতি+য]। বিঃ **-কুল**—দানব-বংশ। বিঃ **-গুরু**—শুক্রাচার্য। বিঃ **-মাতা**—দিতি। **দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ**—কুখ্যাত বংশে সুসন্তান।
**দৈত্যারি**—বিঃ অসুরের শত্রু বা অরি, দেবতা।
**দৈন**[১]—বিণঃ দৈনিক। [দিন+অ]।
**দৈন**[২]—বিণঃ দারিদ্র্য, দীনতা। [দীন+অ]।
**দৈনন্দিন**—বিণঃ প্রাত্যহিক, দৈনিক।
**দৈনিক**—(১) বিণঃ প্রত্যেকদিন প্রকাশিত হয় এমন; প্রাত্যহিক। (২) বিঃ প্রত্যহ প্রকাশিত সংবাদ পত্র (দৈনিক বসুমতী)।
**দৈন্য**—বিঃ দীনতা, অভাব, অবস্থা ('দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-দশা**—দীনের অবস্থা খারাপ অবস্থা।
**দৈব**—(১) বিঃ ভাগ্য ('প্রবাসে দৈবের বসে জীবতারা যদি খসে'—মধুঃ)। (২) বিণঃ দেবতা-সম্বন্ধীয়, অলৌকিক ('দৈববলে বলী'—মধুঃ)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **দৈবী** (দৈবী মায়া)। ক্রি-বিণঃ **-ক্রমে, -গতিকে**—হঠাৎ, আকস্মিক। বিঃ **-ঘটনা**—আকস্মিক ঘটনা। বিণঃ **-জ্ঞ**—জ্যোতিষী; বিঃ **-দুর্বিপাক**—যে ঘটনার জন্য মানুষ দায়ী নহে। বিঃ **-দোষ**—দেবতার রোষ বা দেবতার প্রতিকূলতা। ক্রি-বিণঃ **-বশতঃ, -বশে**—**দৈবক্রমে**-র অনুরূপ। বিং **-বাণী**—দেবতার বাণী। বিঃ **-বিড়ম্বনা**—ভাগ্যের তাড়না। ক্রি-বিণঃ **-যোগে**—**দৈবক্রমে**-র অনুরূপ। বিঃ **-শক্তি**—দেবতা প্রদত্ত ক্ষমতা বা শক্তি, অলৌকিক শক্তি।
**দৈবাৎ**—অব্যঃ সহসা, দৈববশতঃ, হঠাৎ।
**দৈবাদেশ**—বিঃ দেবনির্দেশ, প্রত্যাদেশ, দৈবী প্রেরণা।
**দৈবাধীন, দৈবায়ত্ত**—(১) বিঃ দেবতার অধীন। (২) বিণঃ ভাগ্যনিয়ন্ত্রিত (দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম)।
**দৈবী**—**দৈব** দ্রষ্টব্য।
**দৈর্ঘ্য**—বিঃ লম্বাদিকের মাপ, দীর্ঘতা। [দীর্ঘ+য]।

**দৈশিক**—বিণঃ দশসংক্রান্ত, একদেশ-সম্বন্ধীয়। [দেশ+ইক]।

**দো**—বিঃ দুই। বিঃ **-আনি**—**দু-** দ্রষ্টব্য। বিঃ **-আব**—দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। বিণঃ **-আঁশ**—মাটি, এঁটেল ও বেলে মাটির মিশ্রণ। বিণঃ **-আঁশলা**—বর্ণসংকর, দুই প্রকার পদার্থের মিশ্রণে জাত। বিণঃ **-কর**—দ্বিগুণ। বিণঃ, ক্রি-বিণঃ **-কলা**, **-কা**—দুইজন মাত্র। বিণঃ বিঃ **-চালা**—**দু** দ্রষ্টব্য। **-ছুট**, **-ছোট**—উত্তরীয়। **-টানা**, **-তরফা**—**দু-** দ্রষ্টব্য। **-তলা**, **-তালা**—(১) বিণঃ দুই স্তর-বিশিষ্ট। (২) বিঃ বাড়ি বা অট্টালিকার উপরিদিকস্থ স্তর ('দোতলায় ধুপ্‌ধাপ্‌ হেমবাবু দেয় লাফ'—রবীন্দ্র)। **-তারা**, **-ধারী**, **-নলা**, **-নালা**, **-পেয়ে**—**দু-** দ্রষ্টব্য। বিণঃ **-পাট্টা**—দুইভাগে বিভক্ত এমন (দোপাট্টা চাদর)। বিণঃ **-ফলা**, **দুফলা**—দুই ফলক যুক্ত, বৎসরে দুইবার ফলদান করে যে গাছ। বিঃ **দোফাল**, **দোফালি**—**দু-** দ্রষ্টব্য। **-ভাষী**—(১) বিণঃ দুই ভাষা জানেন যিনি। (২) বিঃ দুই ভিন্ন-ভাষাভাষীর কথোপকথনে উভয়ের বক্তব্য যে বুঝাইয়া দেয়, interpreter। **-মনা**, **-মোট**, **-মুখো**—**দু-** দ্রষ্টব্য। বিঃ **-য়াব**—**দুআব**-এর চলিত বানান। বিণঃ **-রকা**, **-রোকা**, **-রুখা**, **-রোখা**—উভয় দিকেই কারু-কার্যযুক্ত। বিণঃ **-রসা**—অর্ধেক পচা। বিঃ **-শালা**—শালের জোড়া। বিঃ **-সুতি**, **-সূতি**—**দু-** দ্রষ্টব্য। বিঃ ক্রি-বিণঃ **-হাতিয়া**, **-হাথিয়া**, **-হাত্তা**—**দুহাতিয়া**-র রূপভেদ।

**দোঁহা**[১]—বিঃ মধ্যযুগে অপভ্রংশ ও হিন্দী ভাষায় প্রচলিত দুই চরণে ছন্দোবন্ধ পদ (বৌদ্ধ দোঁহা)।

**দোঁহা**[২]—সর্বঃ (ব্রজ) উভয়ে, দুজনে। সর্বঃ **-র**, **-কার**—(কাব্যে) উভয়ের। সর্বঃ **দোঁহে**—উভয়ে ('গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদে চলে'—রবীন্দ্র)।

**দোকান**—বিঃ ক্রয়-বিক্রয় গৃহ, পণ্যশালা, বিপণি। [ফা]। ক্রিঃ **দোকান করা**—দোকান হইতে ক্রয় করা। ক্রিঃ **দোকান খোলা**—দোকানের দৈনন্দিন কাজ শুরু করা। ক্রিঃ **দোকান তোলা**—দোকান বন্ধ করা। বিঃ **-দার**, **দোকানি**, **দোকানী**—দোকানের মালিক। বিঃ **-দারি**—দোকানদারের বৃত্তি বা জীবিকা। বিণঃ **-দারী**—দোকানদারের মত। ক্রিঃ **দোকান দেওয়া**—দোকান স্থাপন করা। বিঃ **-পাট**—দোকান ও দোকানে রক্ষিত পণ্যদ্রব্য। ক্রিঃ **দোকান-হাট করা**—দোকান বা বাজার হইতে জিনিসপত্র ক্রয় করা।

**দোক্তা**, **দোক্‌তা**—বিঃ শুকনো তামাক পাতা।

**দোগ্ধা**—বিণঃ দোহন করে যে, দোহনকারী। **দোগ্ধ্রী**—(১) বিণঃ (স্ত্রী) ঃ দোহন করে যে রমণী, দোহন-কারিণী। (২) বিণঃ (স্ত্রী) ঃ দুগ্ধবতী গাভী।

**দোজখ**—বিঃ নরক। [ফা]।

**দোজবর**—বিঃ দ্বিতীয়বার বিবাহার্থী। বিণঃ **দোজবরে**—দ্বিতীয়বার বিবাহ করে এমন।

**দোদুল**—বিণঃ দোলায়মান।

**দোদুল্যমান**—বিণঃ অনবরত দুলিতেছে এমন। [দুল্‌+যঙ্‌+আন]।

**দোনা**—বিঃ পানের খিলি রাখিবার ঠোঙ্গা, পানের খিলি।
**দোপাটি**—বিঃ ফুলবিশেষ।
**দোপাট্টা**—**দো-** দ্রষ্টব্য।
**দোপিঁয়াজি, দোপিঁয়াজী**—বিঃ খুব বেশী পরিমাণে পিঁয়াজ দিয়া রাঁধা মাংস।
**দোবজা**—বিঃ উত্তরীয় বা চাদরবিশেষ।
**দোবরা, দোবারা**—বিঃ পরিষ্কার সাদা চিনি, সাদা দানাযুক্ত চিনি। [ফা]।
**দোভাষী**—**দো-** দ্রষ্টব্য।
**দোমড়ান, দোমড়ানো**—**দুমড়ান** দ্রষ্টব্য।
**দোমনা**—**দু-** দ্রষ্টব্য।
**দোমালা**—বিণঃ আধপাকা (নারিকেল)।
**দোয়া**[১]—বিঃ আশীর্বাদ। [ফা]।
**দোয়া**[২]—**দোহা** দ্রষ্টব্য।
**দোয়াত**—বিঃ কালি রাখিবার পাত্র, মস্যাধার।
**দোয়ার, দোয়ারকি**—যথাক্রমে **দোহার** ও **দোহারকি**-র চলিত রূপ।
**দোয়েল**—বিঃ পক্ষিবিশেষ ('ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল তোমার কানন সভাতে'—রবীন্দ্র)।
**দোর**—**দ্বার**-এর কথ্যরূপ। ক্রিঃ **দোর-ধরা**—ধর্ণা দেওয়া।
**দোরকা, দোরখা**—**দো-** দ্রষ্টব্য।
**দোরমা**—**দোলমা**-র চলিত রূপ।
**দোরন্ত**—**দুরন্ত**-এর রূপভেদ।
**দোরোকা, দোরোখা**—**দো-** দ্রষ্টব্য।
**দোর্দণ্ড**—বিঃ বাহুরূপদণ্ড। **-প্রতাপ**—(১) বিণঃ অত্যন্ত প্রতাপশালী। (২) বিঃ প্রবল বাহুবল।
**দোল**—বিঃ ঝুলন, শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, হোলি ('খোল্ দ্বার খোল্ লাগল যে দোল'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-দুর্গোৎসব**—দোল এবং দুর্গাপূজা। বিঃ **-মঞ্চ**—যে উঁচু স্থানে বা বেদীতে রাধাকৃষ্ণকে ঝুলনে দোলানো হয়। বিঃ **-যাত্রা**—শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসব ('গোকুলে গোবিন্দ নাই কে করিবে দোল')।
**দোলক**—বিঃ যাহা দোলে, ঘড়ির দোলক, pendulum।
**দোলন**—বিঃ ঝুলন, আন্দোলন। বিঃ **-চাঁপা**—পুষ্পবিশেষ।
**দোলনা**—বিঃ যাহাতে চড়িয়া দোল খাওয়া হয়।
**দোরমা, দোলমা**—বিঃ পটোলের মধ্যে পুর দিয়া তৈরী ব্যঞ্জনবিশেষ।
**দোলা**[১]—বিঃ চতুর্দোল, শিবিকাবিশেষ।
**দোলা**[২], **দুলা**—(১) ক্রিঃ ঝোলা। (২) বিঃ আন্দোলন। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ দোল দেওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।
**দোলাই**—বিঃ শীতবস্ত্রবিশেষ।
**দোলায়মান**—বিণঃ দুলিতেছে এমন, দোদুল্যমান, চঞ্চল, সংশয়াপন্ন।
**দোলায়িত**—বিণঃ ঝুলিতেছে বা দুলিতেছে এমন।
**দোষ**—বিঃ অপরাধ, মন্দস্বভাব ('দোষ কারো নয় গো, মা'); খুঁত, ত্রুটি (রান্নার দোষ); রোগ (পেটের দোষ); ফের (গ্রহের দোষ); বিঃ **-ক্ষালন**—পাপমোচন। বিণঃ **-গ্রাহী, -দর্শী**—অন্যের অপরাধ বা দোষ ধরে এমন। **-জ্ঞ**—(১) বিণঃ দোষগুণ বিচার করিতে পারে এমন। (২) বিঃ ডাক্তার, চিকিৎসক। বিঃ **-ত্রয়**—রাগ, দ্বেষ, মোহ। বিণঃ **-দ**—দোষযুক্ত।

**দোষা, দুষা**—(১) ক্রিঃ দোষারোপ করা। (২) বিঃ অনুরূপ অর্থে।
**দোষাবহ**—বিণঃ দোষযুক্ত।
**দোষারোপ**—বিঃ দোষ দেওয়া।
**দোষাশ্রিত**—বিণঃ দোষযুক্ত।
**দোষী**—বিণঃ অপরাধী, দোষকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **দোষিণী**।
**দোসর**—বিণঃ বিঃ ভাগীদার, সহযোগী, সহায় ('একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর')।
**দোসরা**—(১) বিণঃ দ্বিতীয়, অন্য, মাসের দ্বিতীয় দিনের। (২) বিঃ মাসের দ্বিতীয় দিন। [হি]।
**দোস্ত**—বিঃ বন্ধু। [ফা]। বিঃ **দোস্তি**—হৃদ্যতা।
**দোহক**—বিণঃ দুগ্ধদোহনকারী, শোষণ-কারী।
**দোহদ**—বিঃ গর্ভবতী রমণীর ইচ্ছা, সাধ, গর্ভ। বিঃ **-দান**—সাধ দেওয়া।
**দোহন**—বিঃ দুধ দোয়া, শোষণ। বিঃ **দোহনী**—দুগ্ধ দোহনের পাত্র। বিণঃ **দোহনীয়, দোহ্য**—দোহন করা যায় এমন, দোহনের যোগ্য।
**দোহা, দোয়া**[২]—(১) ক্রিঃ দোহন করা। (২) বিঃ দোহন। (৩) বিণঃ দোহা হয় এমন। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ দোহন করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।
**দোহাই**—(১) অব্যঃ দিব্য, শপথ (আল্লার দোহাই); আবেদন, অনুনয়ের ভাব প্রকাশক। (২) বিঃ ন্যায় বা সুবিচার প্রার্থনা করা (দোহাই হুজুর); অছিলা (অসুখের দোহাই); দায়িত্ব, দায় বা নজির (দুর্যোগের দোহাই, ধর্মের দোহাই)।
**দোহার**—বিঃ গায়কের সহকারী, গায়েনের সঙ্গে ধুয়া ধরে যে। বিঃ **-কি**—গানের ধুয়ার পুনরাবৃত্তি, দোহারের কাজ।
**দোহারা**—বিণঃ দুই প্রস্ত বুনন আছে এমন, না রোগা না মোটা এমন চেহারাবিশিষ্ট।
**দোহাল**—বিণঃ দুগ্ধ দান করে এমন, দোহা হয় এমন (দোহাল গরু)।
**দোহ্য**—**দোহন** দ্রষ্টব্য।
**দৌড়**—বিঃ ধাবন, ছুট (দৌড় দেওয়া); বেগে গমন (দৌড়-প্রতিযোগিতা); বেগে পলায়ন (দৌড় মারা); সীমা, প্রসার (বুদ্ধির দৌড়); ক্ষমতা (তোমার দৌড় দেখা আছে)। বিঃ **-ঝাঁপ**—দাপাদাপি।
**দৌড়ধাপ**—বিঃ দৌড় ও লাফ; দাপা-দাপি, লম্ফ-ঝম্প।
**দৌড়ন, দৌড়নো**—**দৌড়ান**-র রূপভেদ।
**দৌড়া**—ক্রিঃ বেগে ধাবিত হওয়া, ছোটা।
**দৌড়াদৌড়ি**—বিঃ ছুটাছুটি, ক্রমাগত দৌড়।
**দৌড়ান, দৌড়ানো**—ক্রিঃ দৌড় দেওয়া, ছোটা, দৌড় করানো।
**দৌত্য**—বিঃ দূতের কার্য। [দূত+য]।
**দৌবারিক**—বিঃ দ্বারবান্, প্রহরী। [দ্বার+ইক]।
**দৌরাত্ম্য**—বিঃ দুরন্তপনা, উৎপীড়ন, নিষ্ঠুর আচরণ। [দুরাত্মন্+য]।
**দৌর্গন্ধ্য**—বিঃ দুর্গন্ধযুক্ততা। [দুর্গন্ধ+য]।
**দৌর্জন্য**—বিঃ দুর্জনতা, দুর্ব্যবহার।
**দৌর্বল্য**—বিঃ দুর্বলতা। [দুর্বল+য]।
**দৌর্মনস্য**—বিঃ দুশ্চিন্তা, চিত্তের দুঃখ-জনিত অবসাদ, উদ্বেগ। [দুর্মনস+য]।

**দৌলত**—বিঃ ঐশ্বর্য, ধন, সম্পদ। [আ]। বিঃ **-খানা**—সম্পদপূর্ণ বাসভবন। বিণঃ **-দার**—ধনবান্। বিঃ **-দারি**—ঐশ্বর্যশালিতা, ভোগবিলাস।

**দৌহিত্র**—বিঃ কন্যার পুত্র, মেয়ের ঘরের নাতি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **দৌহিত্রী**—মেয়ের মেয়ে, নাতিনী।

**দ্বন্দ্ব**[১]—বিণঃ যুগল, যুগ্ম, মিলন ('কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ' —ভাঃ চঃ)।

**দ্বন্দ্ব**[২]—বিঃ বিরোধ, কলহ, যুদ্ধ; (ব্যাকরণে) যে সমাসে সমস্ত পদে সমস্যমান পদগুলির প্রত্যেকটির অর্থ প্রাধান্য পায় (ধর্মাধর্ম, পিতামাতা)। বিঃ **-যুদ্ধ**—দুই ব্যক্তির যুদ্ধ, duel। বিণঃ **দ্বন্দ্বাতীত**—দ্বন্দ্বের অতীত। বিণঃ **দ্বন্দ্বী**—বিরোধী, বিবাদী, দ্বন্দ্বকারী।

**দ্বয়**—সর্বঃ দ্বি, দুই, উভয়, যুগ্ম। [দ্বি +অয়]।

**দ্বাচত্বারিংশ**—বিঃ ৪২ সংখ্যার পূরক। বিঃ বিণঃ **দ্বাচত্বারিংশৎ**—৪২ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**দ্বাত্রিংশ**—বিণঃ ৩২ সংখ্যার পূরক। বিঃ বিণঃ **দ্বাত্রিংশৎ**—৩২ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**দ্বাদশ**—বিণঃ, বিঃ ১২ সংখ্যা বা সংখ্যক। **দ্বাদশী**—(১) বিঃ (স্ত্রী)ঃ তিথিবিশেষ। (২) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ দ্বাদশবর্ষীয়া (বালিকা)। বিঃ **-পুত্র**—বারো রকমের ছেলে [ঔরস, ক্ষেত্রজ, পৌনর্ভব, কৃত্রিম, দত্ত, গূঢ়োৎপন্ন, কানীন, অপবিদ্ধ, সহোঢ়, শৌদ্র, স্বয়ংদত্ত ও ক্রীত]। বিঃ **-বন**—শ্রীকৃষ্ণের বারোটি লীলাকানন [মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য, খদির, বৃন্দাবন, ভদ্র, বিল্ব, লৌহ, ভাণ্ডারী ও মহাবন]। বিঃ **-মল**—শরীরের বারো রকমের ময়লা [বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণমল, নখ, শ্লেষ্মা, অশ্রু, দূষিকা ও ঘর্ম]। বিঃ **-মাসিক**—বাৎসরিক শ্রাদ্ধ; মৃত-ব্যক্তির উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পর দ্বাদশ-মাসে করণীয় শ্রাদ্ধবিশেষ। বিঃ **-মূর্তি**, **দ্বাদশাত্মা**—সূর্যের বারো মূর্তি [বিবস্বান্, অর্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শত্রু ও উরুক্রম]। বিঃ **-যাত্রা**—শ্রীকৃষ্ণের বারো রকমের যাত্রা [বারো মাসে শ্রীকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন যাত্রা নির্দিষ্ট আছে—বৈশাখে চন্দন-যাত্রা, জ্যৈষ্ঠে স্নানযাত্রা, আষাঢ়ে রথযাত্রা, শ্রাবণে ঝুলনযাত্রা ইত্যাদি]। বিঃ **-রাশি**—জ্যোতিশ-চক্রের বারোটি অংশ [মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন]। বিঃ **-লোচন**—কার্তিকেয়, ষড়ানন।

**দ্বাপর**—বিঃ তৃতীয় পৌরাণিক যুগ (দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন)। [দ্বি+পর]।

**দ্বাবিংশ**—বিঃ ২২ সংখ্যার পূরক। বিঃ বিণঃ ২২ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**দ্বার**—বিঃ দরজা। বিঃ **-দেশ, -প্রান্ত**—দরজার কিনারা, দরজার সন্নিহিত স্থান। বিঃ **-রক্ষক, -রক্ষী, দ্বারী**—দৌবারিক, দারোয়ান। বিণঃ **-স্থ**—দ্বারদেশে উপস্থিত, শরণার্থী।

**দ্বারকা, দ্বারাবতী, দ্বারবতী**—বিঃ গুজরাটের অন্তর্বর্তী আরব সাগর-কূলে শ্রীকৃষ্ণের নগরী (হিন্দুদিগের তীর্থস্থান)। বিঃ **দ্বারকানাথ,**

**দ্বারিকানাথ, দ্বারিকাপতি, দ্বরকাপতি, দ্বারকেশ**—শ্রীকৃষ্ণ।

**দ্বারবান্**—বিঃ প্রতিহারী, দারোয়ান, দ্বারী। [ফা]।

**দ্বারা**—অব্যঃ কর্তৃক, দিয়া, মারফত ; (ব্যাকরণে) ৩য়া বিভক্তির চিহ্ন।

**দ্বারী**—**দ্বার** দ্রষ্টব্য।

**দ্বি**—বিঃ, বিণঃ দ্বয়, দুই, যুগ্ম। বিণঃ **-কর্মক**—(ব্যাকরণে) যে ক্রিয়ার দুইটি কর্ম থাকে। বিণঃ **-খণ্ডিত**—দুই টুকরা করা হইয়াছে এমন। বিঃ **-গু**—(ব্যাকরণে) সংখ্যা-নির্দেশক সমাস (চৌরাস্তা)। বিণঃ **-গুণ**—দুই গুণ। বিণঃ **-গুণিত, -গুণীকৃত**—দ্বিগুণ করা হইয়াছে এমন। বিঃ **-ঘাত**—গণিতের প্রণালীবিশেষ, দুই ঘাতবিশিষ্ট, quadratic। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-চারিণী**—দুই পুরুষে আসক্তা, ব্যভিচারিণী। বিঃ **-জ, -জন্মা**—দুইবার জন্মায় যে প্রাণী ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং তাবৎ অন্তাজ-প্রাণী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **দ্বিজা**। বিঃ **-জিহ্ব**—সর্প, মিথ্যাবাদী। বিঃ **-জেন্দ্র, -জোত্তম**—ব্রাহ্মণোত্তম। বিণঃ **-তীয়**—দুই, দুই-এর পূরক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-তীয়া**—তিথিবিশেষ। অব্যঃ, ক্রি-বিণঃ **-তীয়ত**—দ্বিতীয় কিস্তিতে। বিঃ **-তীয়াশ্রম**—গার্হস্থ্যাশ্রম। বিঃ **-ত্ব**—দ্বিগুণত্ব। বিণঃ **-দল**—দুই পাতা-যুক্ত। **-ধা**—(১) ক্রি-বিণঃ দুই খণ্ডে। (২) বিণঃ দুই খণ্ডে বিভক্ত। (৩) বিঃ দ্বিমত, সংশয়। বিঃ **-ধাকরণ, -ধীকরণ**—দ্বিখণ্ডন। বিণঃ **-নবতি**—বিরানব্বই। বিঃ **-প**—হাতী। বিণঃ **-পঞ্চাশৎ**—বাহান্ন। **-পদ**—(১) বিণঃ দুই পদবিশিষ্ট। (২) বিঃ মানুষ, পক্ষী। বিঃ **-পদী**—দুই চরণ-বিশিষ্ট ছন্দ। বিণঃ **-পাদ**—দুইপদ পরিমিত। বিঃ **-বচন**—(ব্যাকরণে) দ্বিত্ববাচক বিভক্তি। বিণঃ **-বার্ষিক**—দুই বছরের। **-ভাব**—(১) বিণঃ অন্তরে ও বাহিরে পরস্পর-বিরোধী ভাবযুক্ত, ভণ্ড। (২) বিঃ দুই ভাব। বিণঃ বিঃ **-ভাষী**—দোভাষী, interpreter। বিণঃ বিঃ **-ভুজ**—দুই ভুজ বা বাহুবিশিষ্ট। বিঃ **-রদ**—হস্তী। বিঃ **দ্বিরদ-রদ**—হাতীর দাঁত। বিঃ **-রাগমন**—নব-বধূর দ্বিতীয়বার স্বামীগৃহে আগমন-অনুষ্ঠান। বিণঃ **-রুক্ত**—দুই বার উল্লিখিত। বিঃ **-রুক্তি**—দুই বার উল্লেখ। বিঃ **-রেফ**—ভ্রমর। বিঃ **-শত**—দুইশত। বিঃ বিণঃ **-সপ্ততি**—বাহাত্তর।

**দ্বিষৎ**—বিঃ বিদ্বেষী, শত্রু। [দ্বিষ্+অৎ]।

**দ্বিষ্ট**—বিণঃ বিদ্বিষ্ট, যাহাকে হিংসা করা হইয়াছে এমন। [দ্বিষ্+ত]।

**দ্বীপ**—বিঃ চারিদিকে জল-বেষ্টিত ভূভাগ। [দ্বি+অপ্+অ]।

**দ্বীপান্তর**—বিঃ ভিন্ন দ্বীপ, দ্বীপে নির্বাসন। বিণঃ **দ্বীপান্তরিত**—যাহাকে দূরবর্তী দ্বীপে নির্বাসিত করা হইয়াছে এমন।

**দ্বীপী**—বিঃ দ্বীপনিবাসী, বাঘ, চিতা-বাঘ, সমুদ্র। [দ্বীপ্+ইন্]।

**দ্বেষ**—বিঃ অসূয়া, বিদ্বেষ, হিংসা, শত্রুতা। বিণঃ **দ্বেষী, দ্বেষ্টা**—বিদ্বেষী। বিঃ **-ন**—ঈর্ষাকরণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **দ্বেষিণী**—বিদ্বেষিণী। বিণঃ **দ্বেষ্য**—বিদ্বেষের পাত্র।

**দ্বৈত¹**—বিঃ দুই সত্তা, যুগ্ম, দ্বিত্ব। বিঃ **-বাদ**—যে দার্শনিক মতবাদে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অথবা সৃষ্টি ও স্রষ্টা অথবা পুরুষ ও প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত। বিণঃ **-বাদী, দ্বৈতী**—দ্বৈতবাদ স্বীকার করে এমন। বিঃ **-শাসন**—একই রাজ্যে দুই স্বতন্ত্র শাসনকর্তার একই সময়ে শাসন, dyarchy। বিঃ **-সংগীত**—দুইজনে মিলিয়া গীত গান। বিঃ **দ্বৈতাদ্বৈত**—জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদাভেদ।

**দ্বৈত²**—বিঃ অরণ্যবিশেষ।

**দ্বৈধ**—বিঃ সন্দেহ, দ্বিধা, দ্বিবিধত্ব, সংশয়। [দ্বিধা+অ]।

**দ্বৈপ**—বিণঃ দ্বীপ-বিষয়ক, চিতাবাঘ-সম্বন্ধীয়। [দ্বীপ বা দ্বীপিন্+অ]। বিণঃ **দ্বৈপ্য**—দ্বীপ-সম্বন্ধীয়।

**দ্বৈপায়ন**—বিঃ বেদব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

**দ্বৈবার্ষিক**—বিণঃ দুই বৎসর স্থায়ী এমন, দুই বৎসর অন্তর ঘটে এমন।

**দ্বৈবিধ্য**—বিঃ দ্বিবিধত্ব, দ্বিবিধতা।

**দ্বৈমাতৃক**—বিণঃ বৃষ্টি এবং নদীর জলে প্রচুর ফসল ফলে এমন জমি।

**দ্বৈরথ**—(১) বিঃ দুই রথীর যুদ্ধ। (২) বিণঃ দুই রথারূঢ় যোদ্ধা যুদ্ধ করিতেছে এমন। [দ্বিরথ+অ]।

**দ্বৈরাজ্য**—বিঃ দুই স্বতন্ত্র শাসকের অধীন রাজ্য, dyarchy।

**দ্ব্যক্ষর**—(১) বিণঃ দুই অক্ষর-বিশিষ্ট। (২) বিঃ দুই অক্ষর-বিশিষ্ট মন্ত্রবিশেষ। [দ্ব+অক্ষর]।

**দ্ব্যণুক**—বিণঃ দুই অণুর মিলনে উৎপন্ন।

**দ্ব্যর্থ**—বিণঃ দুই অর্থবহ। **-ক**—(১) বিণঃ উক্ত অর্থে। (২) বিঃ দুই অর্থ।

**দ্ব্যশীতি**—বিণঃ বিঃ ৮২ সংখ্যক বা সংখ্যা, বিরাশি। [দ্বি+অশীতি]।

**দ্ব্যহ**—বিঃ দুই দিন। [দ্বি+অহন্]।

**দ্ব্যাহিক**—বিণঃ দুই দিনব্যাপী; দুই দিন অন্তর ঘটে এমন। [দ্বি+অহন্+ইক]।

**দ্ব্যাত্মবাদী**—বিণঃ দ্বৈতবাদ-বিশ্বাসী, দ্বৈতবাদী।

**দ্যু**—বিঃ আকাশ, স্বর্গ। [দিব্+ক্বিপ্]। বিঃ **-লোক**—স্বর্গ ('এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি'—রবীন্দ্র)।

**দ্যুতি**—বিঃ প্রভা, তেজ, দীপ্তি, কিরণ। বিণঃ **-মান**—হিরণ্ময়, জ্যোতির্ময়।

**দ্যূত**—বিঃ পাশাখেলা, জুয়াখেলা ('দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয় গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়'—রবীন্দ্র)। বিণঃ বিঃ **-কর, -কার**—পাশা খেলে যে এমন, জুয়াড়ি।

**দ্যোত**—বিঃ আলোক, দীপ্তি, প্রকাশ, আতপ।

**দ্যোতক**—বিণঃ উদ্বোধক, ব্যঞ্জক, সূচক।

**দ্যোতনা**—বিঃ ব্যঞ্জনা, প্রকাশ। [দ্যুত্+অন্+আ]।

**দ্রঢ়িষ্ঠ**—বিণঃ দৃঢ়তম। [দৃঢ়+ইষ্ঠ]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **দ্রঢ়িষ্ঠা**।

**দ্রঢ়ীয়ান্**—বিণঃ দৃঢ়তর। [দৃঢ়+ঈয়স্]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **দ্রঢ়ীয়সী**।

**দ্রব**—(১) বিণঃ গলিত, তরল। (২) বিঃ জল প্রভৃতির দ্বারা তরলীকৃত পদার্থ, solution। বিঃ **-ত্ব**। বিঃ **-ণ**—তরলীভবন। বিণঃ **-ণীয়, দ্রাব্য**—তরল করা যায় এমন।

**দ্রবিড়**—বিঃ দ্রাবিড় জাতি বা দেশ।

**দ্রবিণ**—বিঃ সোনা, সম্পদ, ধন।

**দ্রবীকরণ**—বিঃ কঠিন পদার্থকে তরল-করণ। বিণঃ **দ্রবীকৃত**—দ্রব বা তরল করা হইয়াছে এমন।

**দ্রব্য**—বিঃ জিনিস, পদার্থ, বস্তু। বিঃ **-গুণ**—পদার্থের ক্রিয়া, প্রাণীদেহের উপর দ্রব্যের ক্রিয়া বা প্রভাব। বিণঃ **-জাত**—দ্রব্যাদির দ্বারা উৎপন্ন বা জাত। বিঃ **-সামগ্রী**—জিনিসপত্র।

**দ্রষ্টব্য**—বিণঃ দর্শনীয়, বিবেচ্য, জ্ঞাতব্য।

**দ্রষ্টা**—বিণঃ যিনি দর্শন করেন, সাক্ষী, বিচারক। [দৃশ্+তৃ]।

**দ্রাক্ষা**—বিঃ ফলবিশেষ, আঙ্গুর ফল।

**দ্রাঘিমা**—বিঃ কোন নির্দিষ্ট মধ্যরেখা হইতে অন্য কোন স্থানের মধ্য রেখার কৌণিক দূরত্ব, দেশান্তর, longitude। [দীর্ঘ+ইমন্]।

**দ্রাব**—বিঃ গলন, ক্ষরণ ; গতি ; পলায়ন ; (রসায়ন) গলিত পদার্থ, solution।

**দ্রাবক**[১]—বিণঃ যাহা অতরল পদার্থকে তরল করে এমন, solvent। (স্ত্রী)ঃ **দ্রাবিকা**—(১) বিঃ লালা ; লাল। (২) বিণঃ দ্রবকারিকা।

**দ্রাবক**[২]—বিঃ রসবিশেষ ; প্লীহাদির ঔষধিবিশেষ ; অম্ল, acid।

**দ্রাবক**[৩]—বিঃ চন্দ্রকান্ত মণি ; চোর ; রসিক ; লম্পট।

**দ্রাবক**[৪]—বিঃ মোম।

**দ্রাবণ**—(১) বিঃ তরলকরণ, দ্রবীকরণ ; তাড়াইয়া দেওয়া। (২) বিণঃ পলায়ন করা ; পীড়ক। বিণঃ **দ্রাবিত**।

**দ্রাবিড়**—(১) বিঃ দক্ষিণ-ভারতের অংশবিশেষ ; জাতিবিশেষ, দ্রাবিড় দেশের লোক। (২) বিণঃ দ্রাবিড়-সম্পর্কীয়, দ্রাবিড় দেশবাসী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **দ্রাবিড়ী**—দ্রাবিড়-নারী, দ্রাবিড় জাতির ভাষা।

**দ্রাবিত**—বিণঃ যাহা গলানো হইয়াছে এমন।

**দ্রাব্য**—বিণঃ যাহা জলে গলানো যায় এমন, যে সকল বস্তু তাপ সংযোগে গলিয়া তরল হয় এরূপ, soluble।

**দ্রাব্যতা**—বিঃ (রসায়ন) গলিত হইবার ক্ষমতা বা প্রবণতা, তরল পদার্থে পরিণত হইবার যোগ্যতা, solubility।

**দ্রুত**—বিণঃ শীঘ্র ; ধাবিত ; গলিত ; দ্রবীভূত ; ক্লিন্ন, আর্দ্র ; তাড়িত। বিঃ **দ্রুততা**—ক্ষিপ্রতা। বিঃ **দ্রুতি**। **-গতি**—(১) বিঃ শীঘ্র গমন। (২) বিণঃ শীঘ্র গমনকারী। বিণঃ **-গামী**—যে বা যাহা অতি শীঘ্র গমন করিতে পারে এরূপ। **-চারী**—(১) বিঃ যে সব প্রাণী দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে। (২) বিণঃ দ্রুত গমন-কারী। **-পদ**—(১) বিঃ শীঘ্র গমন, (সংস্কৃত কাব্যে) ছন্দোবিশেষ। (২) বিণঃ শীঘ্রগামী। ক্রি-বিণঃ **-পদে**, **-বেগে**—দ্রুতগতিতে, তাড়াতাড়ি।

**দ্রুপদ**—বিঃ দ্রৌপদীর পিতা।

**দ্রুম**—বিঃ গাছ, তরু, বৃক্ষ। বিঃ **-শ্রেষ্ঠ**—তালগাছ; প্রধান বৃক্ষ। বিঃ **বোধি-দ্রুম**—বোধিবৃক্ষ (এই বৃক্ষের নীচে গৌতম বুদ্ধ বোধি লাভ করেন)।

**দ্রুমারি**—বিঃ হাতী, হস্তী।

**দ্রোণ**[১]—বিঃ কুরু ও পাণ্ডবদিগের অস্ত্র-শিক্ষা গুরু, দ্রোণাচার্য ; ভরদ্বাজ মুনির পুত্র। বিঃ **-কলস**—কাষ্ঠময় যজ্ঞপাত্রবিশেষ। বিঃ **-কাক**—দাঁড়-কাক।

**দ্রোণ**[২]—বিঃ শস্যাদির পরিমাণ পরিমাপক পাত্রবিশেষ।

**দ্রোণ, দ্রোণী১**—বিঃ ডিঙ্গি নৌকা, ডোঙগা, জলসেচনী ; দেশবিশেষ ; উপত্যকা।

**দ্রোণী২**—বিঃ পরিমাপবিশেষ ; নীল-বৃক্ষ ; কদলীবৃক্ষ ; দ্রোণাচার্যের পত্নী।

**দ্রোহ**—বিঃ অনিষ্টাচরণ, অপকার ; শত্রুতা, কলহ, বিরুদ্ধতা ; পরাভব, অভিভব।

**দ্রোহিতা**—বিঃ বিরুদ্ধতার কাজ বা ভাব, বিপক্ষতা।

**দ্রোহী**—বিঃ অনিষ্টচারী, অপকারী ; অভিভবকারী ; দ্রোহকারী, বিদ্রোহী।

**দ্রৌণ**—বিঃ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা।

**দ্রৌপদী**—বিঃ পঞ্চপাণ্ডব-পত্নী, দ্রুপদ-রাজ-তনয়া, যাজ্ঞসেনী, কৃষ্ণা।

## ধ

**ধ**—ব্যঞ্জন বর্ণমালার ঊনবিংশ বর্ণ।

**ধকল**—বিঃ ঝকমারি, পীড়ন, কাজের চাপ, ধাক্কা। [হি]।

**ধক্**—অব্যঃ আগুন জ্বলিয়া উঠার হঠাৎ আওয়াজ, হৃৎকম্পন-শব্দ। [দেশী]। অব্যঃ **-ধক্**—আগুন জ্বলিয়া উঠার হঠাৎ প্রবল শব্দ। বিঃ **-ধকানি**—তীব্র স্পন্দন।

**ধঞ্চে**—**ধনিচা**-র কথ্যরূপ।

**ধটি**—বিঃ ধুতি, ধড়া, কটিবসন।

**ধটী, ধটিকা**—বিঃ কটিবাস, কৌপীন, ধড়া।

**ধড়**—বিঃ কাঁধ হইতে কটি পর্যন্ত দেহ-ভাগ, মুণ্ডহীন দেহ।

**ধড়ফড়**—অব্যঃ তাড়াহুড়া, অস্থিরতা, হৃৎপিণ্ডের তীব্র স্পন্দন। বিঃ **ধড়-ফড়ানি**—অস্থিরতার ভাব। বিণঃ **ধড়ফড়ে**—ধড়ফড় করিতেছে এমন।

**ধড়মড়**—অব্যঃ সহসা চাঞ্চল্য বা ব্যস্ততা প্রকাশক।

**ধড়া**—বিঃ ধটী, কটিবাস। বিঃ **-চূড়া**—শ্রীকৃষ্ণের কটিবাস এবং মুকুট ; (ব্যঙ্গার্থে) সাজ-পোশাক।

**ধড়াস্**—অব্যঃ সশব্দে পতনের শব্দ, হৃৎস্পন্দন-ধ্বনি। **ধড়াস্ ধড়াস্**—ক্রমাগত হৃৎস্পন্দন-ধ্বনি।

**ধড়িবাজ**—বিণঃ ফিচেল, ফন্দিবাজ, প্রতারক, ফেরেববাজ, ঠক। বিঃ **ধড়ি-বাজি**—ফেরেববাজি, ঠকামি, ধূর্ততা।

**ধড়্ফড়্**—**ধড়ফড়**-এর বানানভেদ।

**ধড়্মড়্**—**ধড়মড়**-এর বানানভেদ।

**ধন**—বিঃ ঐশ্বর্য, বৈভব, সম্পদ ; স্নেহ-সূচক সম্বোধন (বাপধন) ; (গণিতে) যোগচিহ্ন (+)। বিঃ **-কুবের**—ধনদেবতা, কুবেরের মত ধনশালী। বিঃ **-গৌরব**—অর্থগর্ব, ধনের মহিমা। বিঃ **-জন**—সম্পদ ও লোকবল। বিঃ **-প্রয়**—অর্জন। বিঃ **-তৃষা, -তৃষ্ণা**—অর্থলিপ্সা। **-দ**—(১) বিণঃ ধনদাতা। (২) বিঃ ধনদেবতা কুবের। **-দা**—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ধনদানকারিণী। (২) বিঃ (স্ত্রী)ঃ ধনদেবী লক্ষ্মী। বিণঃ **-দাতা, -দায়ক**—সম্পদদানকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-দাত্রী, -দায়িকা, -দায়িনী**—সম্পদদানকারিণী। বিঃ **-দাস**—অর্থের প্রতি আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি। বিঃ **-দেবতা**—কুবের। বিঃ **-দৌলত**—টাকা-কড়ি। বিঃ **-ধান্য**—শস্যাদিসহ সম্পদ। বিঃ **-পতি**—কুবের, মঙ্গল-

কাব্যের ধনপতি। বিণঃ **-বান্**—ধনী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-বতী—ধন-শালিনী**। বিঃ **-বিজ্ঞান**—অর্থবিজ্ঞান, economics। বিঃ **-বিনিয়োগ**—ব্যবসাদিতে মূলধন নিয়োগ। বিঃ **-ভাণ্ডার**—ধনাগার, treasury। বিঃ **-মদ**—ধনগর্ব। বিঃ **-মান**—অর্থ এবং সম্ভ্রম। বিণঃ **-শালী**—ধনী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-শালিনী**—ধনবতী। বিঃ **-শালিতা**—ধনাঢ্যতা। বিঃ **-শ্রী**—সংগীতের 'ধানেশ্রী' ইত্যাদি রাগিণী-বিশেষ। বিঃ **-সম্পত্তি**—ধনদৌলত। বিণঃ **-হীন**—দরিদ্র। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-হীনা**।

**ধনাগম**—বিঃ অর্থাগম, আয়, income।

**ধনাগার**—বিঃ ধনভাণ্ডার, treasury।

**ধনাঢ্য**—বিণঃ ধনী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **ধনাঢ্যা**—ধনবতী।

**ধনাধ্যক্ষ**—বিঃ কোষাধ্যক্ষ, treasurer।

**ধনার্জন**—বিঃ অর্থোপার্জন, আয়।

**ধনি**[১]—অব্যঃ (কাব্যে) নারী-সম্বোধন ('গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর' —গোঃ দাঃ); ধন্যা ('ধনি ধনি রমণী-জনম ধনি তোর'—বিদ্যাঃ)।

**ধনি**[২]—বিঃ বিণঃ (কাব্যে) সুন্দরী, যুবতী ('ঝটিতি চলহ ধনি-পাশ')।

**ধনিক**—বিণঃ, বিঃ পুঁজিপতি, ধনী, ধনশালী, capitalist। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **ধনিকা**—ধনিক-জায়া ; সুন্দরী।

**ধনিচা**—বিঃ ধঞ্চে, সবুজ গাছবিশেষ (সার হিসাবে ব্যবহৃত)।

**ধনিনী**—অব্যঃ (কাব্যে) নারী-সম্বোধন।

**ধনিয়া**—বিঃ ধনে রান্নার মসলাবিশেষ।

**ধনিষ্ঠা**—বিঃ (জ্যোতিষে) নক্ষত্র-বিশেষ।

**ধনী**[১]—বিণঃ বিত্তশালী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **ধনিনী**—বিত্তবতী।

**ধনী**[২]—বিণঃ সুন্দরী, যুবতী।

**ধনুঃ, ধনু**—বিঃ ধনুক, কার্মুক, কোদণ্ড, শরাসন, যাহার সাহায্যে তীর নিক্ষিপ্ত হয় ; (জ্যোতিষে) রাশি-মালার নবমতম। বিঃ **ধনুর্গুণ**—জ্যা, ধনুকের ছিলা। বিঃ **ধনুর্ধর**—তীরন্দাজ, (ব্যাঙ্গার্থে) বাহাদুর, ওস্তাদ। বিঃ **ধনুর্ধারী**—তীরন্দাজ। বিঃ **ধনুর্বাণ**—তীর-ধনুক। বিঃ **ধনু-র্বেদ**—ধনুর্বিদ্যা-বিষয়ক শাস্ত্র। **ধনু-র্ভঙ্গপণ**—ধনুক-ভাঙ্গা-পণ, কঠিন শপথ। বিঃ **ধনুষ্কোটি**—ধনুকের অগ্রভাগ, হিন্দু-তীর্থ। বিঃ **ধনুষ্ট-ঙ্কার**—ধনুকের ছিলা টানার আওয়াজ, জ্যা-নির্ঘোষ, দেহ-বিক্ষেপ রোগ, tetanus।

**ধনুক**—**ধনু**-র চলিতরূপ।

**ধনে**—**ধনিয়া** দ্রষ্টব্য।

**ধনেশ**—(১) বিঃ কুবের, ধনেশপাখী, hornbill। (২) বিণঃ ধনবান্, ধনী।

**ধন্দ**—বিঃ ধোঁকা, ধাঁধা, সন্দেহ।

**ধন্দা**—বিঃ সংশয়, ধাঁধা।

**ধন্না**—**ধরনা**-র চলিতরূপ।

**ধন্য**—(১) বিণঃ ভাগ্যবান্, কৃতার্থ, প্রশংসার্হ, সাধু। (২) বিঃ ধন্যবাদ, কৃতার্থতা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **ধন্যা**। বিঃ **-বাদ**—সাধুবাদ, কৃতজ্ঞতা।

**ধন্ব, ধন্বা**—বিঃ ধনু (সুধন্ব, সুধন্বা)।

**ধন্বন্তরি**—বিঃ দেব-চিকিৎসক, অতি সু-চিকিৎসক।

**ধন্বী**—বিণঃ ধনুর্ধারী। [ধন্ব+ইন্]।

**ধপ্, ধপাস্ ধবাস্**—অব্যঃ ভারী জিনিস পতনের শব্দ।

**ধপ্‌ধপ্‌, ধপধপ, ধব্‌ধব্‌, ধবধব**—অব্যঃ শুভ্রতা বা পরিচ্ছন্নতাসূচক।

**ধবল**—(১) বিণঃ ধলা, সাদা, শুভ্র ('অমল ধবল পালে লেগেছে'—রবীন্দ্র)। (২) বিঃ সাদা রঙ্‌; শ্বেতী রোগ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **ধবলা**। বিণঃ **ধবলিত**—যাহা সাদা করা হইয়াছে এমন। বিঃ **ধবলিমা**—শুভ্রতা। বিঃ **ধবলী**—ধলা গাই, গাভীর নাম-বিশেষ ('ধবলীরে আন গোহালে'—রবীন্দ্র)। **ধবলীকৃত**—সাদা করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **ধবলীভূত**—সাদা হইয়াছে এমন।

**ধমক**—বিঃ বকুনি, তিরস্কার, ঘোর (বিকারের ধমক), তাড়া, চাপ (কাজের ধমক), বেগ (কান্নার ধমক)। [হি]। ক্রিঃ **ধমকান, ধমকানো**—বকুনি দেওয়া। বিঃ **ধমকানি**—ধমক দেওন।

**ধমনী, ধমনি**—বিঃ দেহময় রক্ত-পরি-বাহিকা নাড়ী, artery।

**ধম্মিল্ল**—বিঃ খোঁপা, ঝুঁটি।

**ধর**[১]—বিঃ পর্বত; কার্পাস তুলা; কূর্মরাজ; বসুবিশেষ; অষ্টবসুর অন্যতম; উপাধিবিশেষ।

**ধর**[২]—বিণঃ ধারণ করে এমন (মহীধর, জলধর)।

**ধরণ**—বিঃ ধারণ। [ধৃ+অন]।

**ধরণী**—বিঃ ধরিত্রী, ধরা, পৃথিবী ('ভাল বেসেছিনু এই ধরণীরে'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-তল**—ধরাপৃষ্ঠ। বিঃ **-ধর**—পর্বত, বিষ্ণু। বিঃ **-পতি**—পৃথিবীর অধীশ্বর, রাজা। বিঃ **-শ্বর**—শিব; বিষ্ণু; রাজা। বিঃ **-সুত**—নরকাসুর; (পুরাণমতে) মঙ্গল। বিঃ **-সুতা**—সীতা।

**ধরতা**—বিঃ পূর্বাহ্নেই যাহা কাট-ছাট করিয়া লওয়া হয়, গায়েনের মুখ হইতে দোহারের ধরিয়া-লওয়া পদ।

**ধরতি**—বিঃ মাপে কম পড়ার ভয়ে ক্রেতাকে যে-মাল ফাউ দেওয়া হয়।

**ধরন**—বিঃ রকম, রীতি, ধারা, পদ্ধতি প্রণালী, নমুনা (কাজের ধরন); লক্ষণ, ভাব-ভঙ্গি, হাব-ভাব, রকম-সকম (লোকটার ধরন কিন্তু ভালো ঠেকছেনা)। **ধরন-ধারন**—বিঃ বোল-চাল।

**ধরনা**—বিঃ মানসিক পূরণার্থে কোন স্থানে হত্যা দেওয়া; যে কাঠামোর উপর ঘরের চাল বসানো হয়, যে-দণ্ড ধরিয়া ঢেঁকিতে পা চালনা করা হয়।

**ধরপাকড়**—বিঃ ব্যাপক গ্রেপ্তারি: ধরাধরি।

**ধরব**—**ধরিব**-এর কোমল রূপ (কাব্যে)।

**ধরম**—**ধর্ম**-এর কোমল রূপ ('মরম না জানে ধরম বাখানে'—চণ্ডীঃ)।

**ধরা**[১]—বিঃ ধরিত্রী, ধরণী, পৃথিবী। [ধৃ+আ] বিঃ **-তল**—পৃথিবীর উপরিভাগ, surface, মাটি। বিঃ **-ধর**—পর্বত। বিঃ **-ধাম**—জগৎ-সংসার। বিণঃ **-শায়ী**—ভূপাতিত। **ধরাকে সরা দেখা**—অহঙ্কারবশে সব কিছুকে তাচ্ছিল্য করা।

**ধরা**[২]—(১) ক্রিঃ আকর্ষণ করা (হাত ধরা); ধারণ করা (বেশ ধরা), গ্রেপ্তার করা (চোর ধরা); নির্ভর করা (লাঠি ধরা); অনুসরণ করা (পথ ধরা); বন্দী করা (ফাঁদে ধরা); আক্রমণ করা (রোগে ধরা); কাটা (পোকায় ধরা); উচ্চারণ করা (নাম ধরা); ধরনা দেওয়া (দোর ধরা); তম্বির করা

(মুরুব্বি ধরা) ; ধারণ করা (প্রাণ ধরা) ; বসিয়া যাওয়া (গলা ধরা) ; জন্মানো (ফল ধরা) ; লালন করা (পেটে ধরা) ; ছাপ লাগা (রঙ্ ধরা) ; ছোপ্ লাগা (শ্যাওলা বা লোনা ধরা) ; বেদনা হওয়া (মাথা ধরা) ; অবসন্ন হওয়া (পা ধরা) ; কাজে লাগা (ওষুধ ধরা) ; থামা (বৃষ্টি ধরা) ; শুরু করা (গান ধরা) ; খুঁজিয়া বাহির করা (ভুল ধরা, খুঁত ধরা) ; ঠিক বা সাব্যস্ত করা (দাম ধরা) ; পুড়িয়া ওঠা (তরকারি ধরা) ; জ্বলিয়া ওঠা (উনান ধরা) ; লাগা (আগুন ধরা) ; অভিভূত হওয়া (ভয় ধরা, শীত ধরা) ; ছোঁয়া (বুড়ি ধরা) ; নাগাল পাওয়া (চাঁদ ধরা) ; বিবেচিত হওয়া (মানুষের মধ্যে ধরা) ; সময় মত পাওয়া (ট্রেন বা ট্রাম-বাস ধরা) ; কুলাইয়া ওঠা (ঘরে লোক ধরা) ; প্রকাশ পাওয়া (পাক ধরা) ; বদভ্যাস করা (মদ ধরা) ; আন্দাজ করা (গল্পটা কার ধরা দায়) ; খিঁচুনি হওয়া (পায়ে টান ধরা) ; গ্রাহ্য করা (কথা কানে ধরা)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ যে ধরে এমন (ধামা ধরা) ; যাহা ধরে এমন (মাছ ধরা জাল) ; সুনিশ্চিত (ধরা কথা, কিন্তু এল না তো!) ; পুড়িয়া-যাওয়া ব্যঞ্জনাদি (ধরা-ভাত, ধরা-তরকারি) ; ধৃত (তোমার ধরা হাত)। বিঃ **-ছোঁয়া**—নাগাল। বিঃ **-ধরি**—তদ্বির-তদারক, ধরপাকড়। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ ধরিয়া দেওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিণঃ **-বাঁধা**—সুনিশ্চিত। ক্রিঃ **ধরিয়া বসা, ধরিয়া পড়া**—সবিনয় নিবেদন করা। বিণঃ **পোঁ-ধরা, হাত ধরা, লেজ ধরা**—একান্ত অনুগত, ন্যাওটা। ক্রিঃ **হাতে ধরা, পায়ে ধরা, হাতে-পায়ে ধরা**—একান্ত অনুরোধ করা।

**ধরাট**—বিঃ কমিশন, বাটা, ছাড়।

**ধরাধর, ধরাধাম, ধরাশায়ী**—**ধরা**[১] দ্রষ্টব্য।

**ধরিত্রী**—বিঃ ধরণী, ধরা, মাটি, পৃথিবী।

**ধরিয়া**—(১) ক্রি-বিণঃ ধীরে (ধরিয়া ধরিয়া লেখ)। (২) অব্যঃ (অনুসর্গ) যাবৎ, ব্যাপিয়া (কিছুদিন ধরিয়া)।

**ধর্তব্য**—বিণঃ বিবেচ্য, গ্রাহ্য, গণনীয়।

**ধর্ম**—বিঃ সাধারণতঃ পারলৌকিক সুখের জন্য ইহলোকে ঈশ্বর-উপাসনা, আচার-বিচারাদি নির্দেশক তত্ত্ব ; মূলতঃ মনুষ্য-ধর্মসুলভ তাবৎ সৎ-কাজ। বিঃ **-কর্ম, -কার্য**—শাস্ত্র নির্দেশিত পুণ্যকর্মাদি। বিণঃ **-কাম**—ধর্মকামী, যথাবিহিত পুণ্যোপার্জনার্থী। বিঃ **-ক্ষেত্র**—তীর্থ-ক্ষেত্র। বিঃ **-গ্রন্থ, -পুস্তক, -শাস্ত্র**—ধর্মাচরণ-সংক্রান্ত বই। বিঃ **-ঘট**—ধর্ম-নিমিত্ত বৈশাখমাসের ঘটদান ব্রত ; দাবী-দাওয়া পূরণার্থে কর্মীদের সংঘবদ্ধভাবে কাজ-কর্ম বন্ধকরণ। বিণঃ **-ঘটী**—ধর্মঘট করিয়াছে এমন। বিঃ **-চক্র**—বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের উপায়স্বরূপ নির্দেশচতুষ্টয়। বিঃ **-চর্চা**—ধর্মানুশীলন। বিঃ **-চর্যা, -পালন, -আচরণ**—পুণ্যকর্মসাধন, ধর্মসংগত কার্যকরণ। বিণঃ **-চারী, -আচারী**—ধার্মিক। বিঃ **-চিন্তা**—আধ্যাত্মিক

ধ্যান। বিঃ **-জীবন**—ধর্মাত্মার জীবন। বিণঃ **-জ্ঞ**—ধর্মজ্ঞানী। বিঃ **-ঠাকুর**—বৌদ্ধ লৌকিক দেবতা। **-তঃ**—অব্যঃ, ক্রি-বিণঃ ধর্ম সাক্ষী করিয়া। বিঃ **-তত্ত্ব**—ধর্ম-বিষয়ক নিগূঢ়-শাস্ত্র। বিণঃ **-দ্রোহী, -দ্বেষী**—ধর্ম-বিষয়ক আচার-আচরণের বিরোধী। বিঃ **-দ্রোহ, -দ্রোহিতা, -দ্বেষিতা**। বিণঃ **-ধ্বজী**—বকধার্মিক। বিঃ **-নাশ**—ধর্মের হানি, সতীত্বনাশ। বিঃ **-নিষ্ঠা**—ধার্মিকতা। বিণঃ **-নিষ্ঠ**—ধর্ম-পরায়ণ। বিঃ **-পত্নী**—ধর্মতঃ স্ত্রী, বিবাহিতা স্ত্রী। বিঃ **-পরায়ণতা**—ধর্ম-নিষ্ঠা। বিণঃ **-পরায়ণ**। বিঃ **-পিতা, -বাপ**—ধর্মমতে যাহার সহিত পিতার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-মাতা, -মা**—উক্ত অর্থে মা। বিঃ **-পুত্র**—উক্ত অর্থে পুত্র, ধর্মের অধিদেবতা, যম ও কুন্তীর পুত্র যুধিষ্ঠির, ভিক্ষাপুত্র। **ধর্মপুত্র বা ধম্ম পুত্তুর যুধিষ্ঠির**—বাহিরে যুধিষ্ঠিরের মত সত্যবাদী কিন্তু আসলে মিথ্যাবাদী। বিণঃ **-প্রবণ**—ধর্মাসক্ত। বিঃ **-প্রবণতা**। বিণঃ **-প্রাণ**—ধর্ম নিজের প্রাণস্বরূপ এমন। বিঃ **-প্রাণতা**। বিঃ **-বিপ্লব**—প্রচলিত ধর্ম-মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, religious movement, reformation। বিঃ **-বুদ্ধি**—ধর্ম-বিষয়ক জ্ঞান। বিঃ **-ভয়**—ধর্মনষ্টের ভয়। বিণঃ **-ভীরু**—ধার্মিক। বিঃ **-ভীরুতা**। বিণঃ **-ভ্রষ্ট**—ধর্ম নষ্ট হইয়াছে এমন, স্খলিত, পতিত। বিঃ **-ভ্রাতা, -ভাই**—গুরুভ্রাতা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-ভগ্নী, -বোন**—উক্ত অর্থে বোন। বিঃ **-মঙ্গল**—বৌদ্ধ লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের মহিমা-কীর্তিত কাব্য। বিঃ **-মন্দির**—দেবমন্দির; ভজনালয়। বিঃ **-যুদ্ধ**—ধর্মরক্ষার নিমিত্ত সংগ্রাম। বিঃ **-রক্ষা**—ধর্ম-সংরক্ষণ, সতীত্ব-রক্ষা। বিঃ **-রাজ**—বুদ্ধ, ধর্মঠাকুর, যম, যুধিষ্ঠির। বিঃ **-রাজ্য**—ন্যায়-নীতির রাজ্য, 'রাম-রাজ্য'। বিঃ **-লক্ষণ**—সততা, ক্ষমা, ধৃতি, ধী, আত্ম-সংযম, ইন্দ্রিয়দমন, সত্যবাদিতা, ক্রোধহীনতা, বিদ্যা, পরিচ্ছন্নতা—এই দশটি ধার্মিকতার লক্ষণ। বিঃ **-শালা**—অতিথি-সদন, বিচারালয়। বিঃ **-শাসন**—শাস্ত্রের বিধি, ধর্মের অনুশাসন। বিঃ **-শাস্ত্র**—স্মৃতিশাস্ত্র, ধর্ম-সম্পর্কিত গ্রন্থ। বিঃ **-শিক্ষা**—ধর্মবিষয়ক শিক্ষা। বিণঃ **-শীল**—ধর্মপ্রবণ। বিঃ **-সংস্কার**—ধর্মের উন্নতিসাধন, reformation। বিণঃ **-সংস্কারক**—ধর্মীয় সংস্কারক, reformer। বিঃ **-সংস্থাপন**—ধর্মের প্রতিষ্ঠা। বিঃ **-সভা**—ধর্ম-বিষয়ক অনুশীলনের প্রতিষ্ঠান। **-সাক্ষী**—(১) বিণঃ যে কার্যে ধর্ম সাক্ষী আছেন এমন। (২) বিঃ ধর্মের নামে শপথ গ্রহণ। বিঃ **-সাধন**—ধর্মানুশীলন। বিঃ **-হানি**—ধর্মের অনিষ্ট। বিণঃ **-হীন**—ধর্ম নাই এমন, পাতকী। বিঃ **ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ**—মানব জীবনের চতুর্বিধ সাধনা। **ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, ধর্মের ঢাক আপনি বাজে**—দুষ্কর্ম কখনও গোপন থাকে না, ভগবানের বিচার অপরিহার্য। **ধর্মের ষাঁড়**--(ব্যঙ্গার্থে) স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি, গোকুলের ষাঁড়। **ধর্মের সংসার**—পবিত্র সংসার-জীবন যাপন: বিণঃ **ধর্মীয়**—ধর্ম-সংক্রান্ত।

**ধর্মাত্মা**—বিঃ পুণ্যাত্মা, পুণ্যবান্, ধার্মিক।
**ধর্মাধর্ম**—বিঃ ধর্ম এবং অধর্ম।
**ধর্মাধিকরণ**—বিঃ বিচারালয়, আদালত, কোর্ট। বিঃ **ধর্মাধিকরণিক, ধর্মাধিকারী**—বিচারক, কাজী। বিঃ **ধর্মাধিকার**—বিচারের অধিকার বিচারকের কাজ।
**ধর্মাধ্যক্ষ**—বিঃ ধর্মবিষয়ক প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, প্রধান বিচারক।
**ধর্মানুগত, ধর্মানুমোদিত, ধর্মানুযায়ী**—বিণঃ ধর্মমতানুযায়ী, ধর্মসংগত, শাস্ত্রবিহিত।
**ধর্মানুষ্ঠান**—বিঃ ধর্ম-ভিত্তিক আচার-অনুষ্ঠান।
**ধর্মান্তর**—বিঃ অন্য ধর্ম। বিঃ **-গ্রহণ**—একধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ।
**ধর্মান্ধ**—বিণঃ নিজ ধর্মে অন্ধবিশ্বাসী কিন্তু পরধর্মবিদ্বেষী।
**ধর্মাবতার**—বিঃ ধর্মের অবতার, সাক্ষাৎ ধর্ম, বিচারক-রাজা-প্রভু-আশ্রয়দাতা ইত্যাদিকে সম্বোধন।
**ধর্মাবলম্বী**—বিণঃ কোনও বিশেষ ধর্ম-ধারী, ধর্মসম্প্রদায়-ভুক্ত।
**ধর্মার্থ**—বিঃ ধর্ম ও অর্থ। ক্রি-বিণঃ ধর্মের নিমিত্ত। ক্রি-বিণঃ **ধর্মার্থে**—ধর্মের জন্য।
**ধর্মাসন**—বিঃ বিচারকের আসন।
**ধর্মিষ্ঠ**—বিণঃ ধর্মে নিষ্ঠাবান্, অত্যন্ত ধার্মিক। বিণঃ (স্ত্রী): **ধর্মিষ্ঠা**।
**ধর্মী**—বিণঃ স্বভাব বা গুণবিশিষ্ট (যুগধর্মী), ধার্মিক।
**ধর্মোপদেশ**—বিঃ ধর্ম-বিষয়ক উপদেশ। বিণঃ **ধর্মোপদেষ্টা, ধর্মোপদেশক**—ধর্মীয় উপদেশদানকারী।
**ধর্মোপাসনা**—বিঃ ধর্ম-বিষয়ক উপাসনা।
**ধর্মোপাসক**—বিণঃ ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত, ধর্মাবলম্বী। বিণঃ (স্ত্রী): **ধর্মোপাসিকা**।
**ধর্ম্য**—বিণঃ ধর্মগুণবিশিষ্ট, ধর্ম-সঙ্গত। [ধর্ম+য]।
**ধর্ষক**—বিণঃ ধর্ষণ করে এমন, ধর্ষণ-কারী। [ধৃষ্+অক]।
**ধর্ষণ, ধর্ষ**—বিঃ (নারীর উপর) পাশবিক অত্যাচার, বলাৎকার, পীড়ন। বিণঃ **ধর্ষণীয়**—ধর্ষণ করা যায় এমন, ধৃষ্য, ধর্ষণসাপেক্ষ। বিণঃ **ধর্ষিত**—ধর্ষণ করা হইয়াছে এমন, অত্যাচারিত, উৎপীড়িত, বলাৎকৃত। বিণঃ (স্ত্রী): **ধর্ষিতা**।
**ধলা**—বিণঃ সাদা, শুভ্র, ফরসা।
**ধস**[১]—অব্যঃ মাটির চাপ বা নদীর পাড় ধসিয়া পড়ার শব্দ।
**ধস**[২]—বিঃ স্খলিত মাটি ইত্যাদির বড় চাঙ্গর। বিঃ **-ন**—ধসিয়া পড়ন। ক্রিঃ **-নামা**—পার্বত্য অঞ্চলে মাটি-পাথর ইত্যাদির বিপুলাকার চাঙ্গড় ভাঙ্গিয়া পড়া।
**ধসকা**—বিণঃ ধসিয়া পতনোন্মুখ, অন্তঃসারশূন্য, ঢিলা, শিথিল, কম-জোরী।
**ধসকান, ধসকানো**—(১) ক্রিঃ ধসিয়া পড়া, ধসাইয়া দেওয়া, ধসা। (২) বিণঃ, বিঃ উক্ত সকল অর্থে।
**ধসা**—(১) ক্রিঃ মাটি বা পর্বতস্থিত পাথরের চাঙ্গড় স্খলিত হইয়া নীচে পড়া; ভাঙ্গিয়া পড়া। (২) বিণঃ, বিঃ উক্ত সকল অর্থে। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ ধসাইয়া দেওয়া, ভাঙ্গিয়া ফেলা। (২) বিণঃ, বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ধস্‌**—**ধস**১-এর বানানভেদ।

**ধস্‌কা**—**ধসকা**-র বানানভেদ।

**ধস্তাধস্তি**—বিঃ পরস্পরের প্রতি বল-প্রয়োগ ; দলবদ্ধভাবে মারামারি।

**ধা**—বিঃ স্বরগ্রামের ষষ্ঠ স্বর 'ধা', ধৈবতের সংকেত।

**-ধা**—প্রত্যয়-বিশেষ, প্রকার (বহুধা, শতধা)।

**ধাই**—বিঃ ধাত্রী, উপমাতা, যে রমণী পরের সন্তানকে নিজের স্তন্য দিয়া প্রতিপালন করে, যে রমণী আঁতুড়ের কৃত্যাদি সম্পন্ন করে, midwife।

**ধাউস**—**ঢাউস**-এর উচ্চারণভেদ।

**ধাওড়া**—বিঃ কুলিদের ঘর, বস্তি।

**ধাওয়া**—(১) ক্রিঃ পশ্চাদ্ধাবন করা, ধাবন করা, দৌড়ানো। (২) বিঃ ধাবন, দৌড়। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ চালিত করানো, তাড়ানো। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ধাঁ**—অব্যঃ আচমকা প্রহার কিম্বা আগুন জ্বালার শব্দসূচক (ধাঁ করে মেরে বসল : ...জ্বলে উঠল)। অব্যঃ **-ই**—সজোরে প্রহার করার কল্পিত শব্দ।

**ধাঁচ, ধাঁজ**—বিঃ আকৃতি, প্রকৃতি, ধরন, আদল।

**ধাঁধা**১—বিঃ ধোঁকা, গূঢ় সমস্যা, কৌতূহল-বিভ্রম মিশ্রিত প্রশ্ন, দৃষ্টিবিভ্রম, riddle।

**ধাঁধা**২—ক্রিঃ দৃষ্টিবিভ্রম হওয়া (কাব্যে)। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ দৃষ্টিবিভ্রম জন্মানো, ধাঁধা লাগানো ('ধাঁধালি বালক তুই বাক্যের ছাটায়')। (২) বিণঃ, বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ধাক্কা**—বিঃ প্রচণ্ড ঠেলা, ঠোকাঠুকি, সংঘর্ষ, হঠাৎ-আসা চাপ বা বেগ (কাজের ধাক্কা)। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ একটানা ঠেলা দেওয়া। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ধাঙগড়, ধাঙড়**—বিঃ মেথর-ডোম জাতীয় হিন্দু সম্প্রদায়।

**ধাড়ী, ধাড়ি**—(১) বিঃ যে বহু সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছে ; বয়স্থ (বুড়ো ধাড়ী), দলপতি (চোরের ধাড়ী)। (২) বিণঃ বয়স্ক, ঘাগী।

**ধাত**—বিঃ ধাতু, মানসিকতা, প্রকৃতি, মেজাজ, নাড়ী (ধাত ছেড়ে যাওয়া)। বিণঃ **-সহ**—ধাতে সহ্য হয় এমন। বিণঃ **-স্থ**—আত্মস্থ, প্রকৃতিস্থ।

**ধাতব**—বিণঃ ধাতু-বিষয়ক, ধাতু-ঘটিত।

**ধাতা**—(১) বিঃ বিধাতা, ব্রহ্মা, পিতা। (২) বিণঃ, বিঃ ধারক, ধারণকর্তা, সৃষ্টিকর্তা। বিঃ (স্ত্রী) ঃ **ধাত্রী**।

**ধাতান, ধাতানো**—(১) ক্রিঃ কড়া রকম তিরস্কার বা ধমক দেওয়া। (২) বিঃ উক্ত অর্থে।

**ধাতু**—বিঃ সোনা, রূপা, লোহা ইত্যাদি খনিজ পদার্থ ; ধাত, উপাদান (কোন ধাতুতে গড়া হে ?) ; (আয়ুর্বেদে) অস্থি, মাংস, পিত্ত, কফ, বায়ু ইত্যাদি ; (ব্যাকরণে) ক্রিয়াবাচক শব্দমূল, root ; শুক্র (ধাতু-দৌর্বল্য)। [ধা+তু]। বিণঃ **-গত**—ধাতু-বিষয়ক। বিণঃ **-গর্ভ**—গর্ভে ধাতু আছে এমন। বিণঃ **-ঘটিত**—ধাতু-বিষয়ক। বিণঃ **-ময়**—ধাতুর তৈরী। বিঃ **-মল**—জং, মরিচা। বিঃ **-কোষ**—ধাতুরূপ নির্ঘণ্টক পুস্তক। **-রূপ**—(ব্যাকরণে) পুরুষ ও কাল অনুযায়ী বিবিধ ক্রিয়ারূপ। **-প্রত্যয়**—(ব্যাকরণে) ধাতু ও প্রত্যয়-নির্দেশক কৃদন্ত পদের ব্যুৎপত্তি। বিঃ **-শিল্পী**—ধাতু-নির্মিত শিল্প।

**ধাত্রী**[১]—(১) বিঃ ধাই, প্রতিপালিকা, শুশ্রূষাকারিণী, পৃথিবী, গর্ভধারিণী জননী। (২) বিণঃ ধারিণী, ধারণকারিণী।

**ধাত্রী**[২], **ধাত্রিকা**—বিঃ আমলকি।

**ধাত্রেয়ী**—বিঃ ধাই, midwife।

**ধান**—বিঃ শস্যবিশেষ, ধান্য, ধান-পরিমাণ (=৪ তিল, ১/৪ রতি)।

**ধান কাটা**—ক্ষেত হইতে পাকা ধানগাছ কাটিয়া আনিয়া খামারে স্তূপাকার করা। **ধান কাটার মরশুম**—অগ্রহায়ণ মাসে যখন আমন-ধান কাটা ব্যাপক-ভাবে শুরু হয়। **ধান কাঁড়া**—ধানের খোসা ছাড়ানো। **ধান ঝাড়া**—গাছ হইতে পাকা ধান পৃথক করণ। **ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা**—সস্তা লেখা-পড়া শেখা। বিঃ **-দূর্বা**—ধান ও দূর্বা ঘাস, মাঙ্গলিকীর অংগবিশেষ। **ধান ভানা**—ঢেঁকি দিয়া কুটিয়া ধান হইতে ব্যবহারোপযোগী চাল বাহির করা। **ধান ভানতে শিবের গীত**—প্রসংগ-হীন বিষয়ের অবতারণা। **ধান মাড়ানো**—ধান ঝাড়ার ব্যাপার ; গরু দিয়া মাড়াইয়া ধানগুলিকে শীষ হইতে পৃথক করণ। **কত ধানে কত চাল**—'হাঁড়ির খবর' বা 'হাটে হাঁড়ি ভাঙা'-র দশা, প্রকৃত অবস্থা। **বীজ ধান**—ক্ষেতে বোনার জন্য আলাদাভাবে যে ধান মজুত রাখা হয়। **ধান বোনা**—ক্ষেতে বীজ ধান রোপণ।

**ধানশী**, **ধানসী**—বিঃ রাগিণীবিশেষ, ধানশ্রী।

**ধানাই-পানাই**—বিঃ মাথামুণ্ডহীন বক্তব্য, প্রলাপ বাক্য।

**ধানী**[১]—বিঃ (স্ত্রী)ঃ স্থান-অর্থে (রাজধানী)।

**ধানী**[২]—বিণঃ কাঁচা-ধানের রং, ধানের মত ক্ষুদ্র (ধানী লঙ্কা)।

**ধানুকী**, **ধানুষ্ক**—(১) বিণঃ ধনু-র্ধারী। (২) বিঃ ধনুর্ধারী সৈন্য।

**ধান্দা**, **ধান্ধা**—বিঃ ধাঁধা, ধোঁকা, সংশয়, দৃষ্টিবিভ্রম, জীবিকার সন্ধান বা চিন্তা।

**ধান্য**—বিঃ ধান। বিঃ **-বীজ**—ধানের বীজ।

**ধান্যক**, **ধান্যাক**—বিঃ ধনিয়া।

**ধান্যেশ্বরী**—বিঃ (ব্যঙ্গার্থে) ধান্য হইতে প্রস্তুত মদ্য ; দেশী বা চোলাই মদ।

**ধাপ**—বিঃ সিঁড়ির পৈঠা, সোপান।

**ধাপড়া**—বিঃ জ্বরাদির প্রাবল্য।

**ধাপধাড়া-গোবিন্দপুর**—বিঃ (ব্যঙ্গার্থে) অজ্ঞাত-অখ্যাত স্থান।

**ধাপা**—বিঃ কলিকাতার উপান্তে জঞ্জাল ফেলিবার স্থান।

**ধাপ্পা**—বিঃ চাল, ধোঁকা, প্রবঞ্চনা। বিণঃ **-বাজ**—চালবাজ, ধাপ্পা দেয় এমন। বিঃ **-বাজি**—ঠকামি, প্রতারণা।

**ধাবক**—(১) বিণঃ দৌড়ায় এমন, ধাবন-কারী। (২) বিঃ রজক, ধোপা।

**ধাবড়া**—বিঃ কালি-ইত্যাদির ছোপ। **-ন**, **-নো**—(১) ক্রিঃ কালি দিয়া ছোপানো। (২) বিণঃ, বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ধাবধাড়া-গোবিন্দপুর**—**ধাপধাড়া-গোবিন্দপুর**-এর রূপভেদ।

**ধাবন**—বিঃ সবেগে গমন, ধৌতকরণ, ক্ষালন।

**ধাবমান**—বিণঃ ছুটন্ত, ধাবিত হইয়াছে এমন। [ধাব্+শানচ্]।

**ধাবিত**—বিণঃ যাহা ছুটিয়াছে, অনুসরণ-রত, বিধৌত।

**ধাম**—বিঃ নিবাস-স্থল (ধরাধাম); আবাস-স্থল ('মাতৃ-ধাম'); ঠায়-ঠিকানা (নামধাম); তীর্থক্ষেত্র (পুরীধাম); আধার (গুণধাম)।

**ধামনিক**—বিণঃ ধমনী-সংক্রান্ত। [ধমনী +ইক]।

**ধামসান, ধামসানো**—(১) ক্রিঃ চটকাইয়া বা দলিয়া দেওয়া। (২) বিণঃ, বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ধামা**—বিঃ বেতের তৈরী ঝুড়িবিশেষ যাহাতে শস্যাদি মাপা ও রাখার কাজ করা হয়। বিণঃ **-চাপা**—লুকানো, গোপন। বিণঃ **-ধরা**—মো-সাহেব, খোশামুদে।

**ধামার**—বিঃ সংগীতের তাল ও রাগ-বিশেষ।

**ধামাল**—দামাল-এর রূপভেদ।

**ধামালী**—বিঃ রঙ্গরস, আদিরসাত্মক নাচ-গান।

**ধামি, ধামী**—বিঃ বেতের ছোট পাত্র।

**ধায়**—ক্রিঃ ছুটিয়া যায়।

**ধার**[১]—বিঃ দেনা, কর্জ, কিনার, বাঁধা, পার্শ্ব (রাস্তার ধারে), প্রখরতা (বিদ্যার ধার), তীব্রতা বা তীক্ষ্ণতা (ব্লেডের ধার), সম্বন্ধ-সম্পর্ক (ধার ধারা)। [ধৃ+অ]।

**ধার**[২]—বিঃ স্রোত, বর্ষণ, ধারা (বারি-ধার, মুষলধার)।

**-ধার**—বিঃ ধারণ করে যে, ধারণকারী (সূত্রধার, কর্ণধার)। [ধৃ+অ]।

**ধারক**—(১) বিণঃ ধারণকারী (তন্ত্রধর)। (২) বিণঃ উদর-রোগের ঔষধ (ধারক ঔষধ)। [ধৃ+অক]। বিঃ **-তা**।

**ধারণ**—(১) বিঃ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে গ্রহণ (মাদুলি ধারণ, বেশ ধারণ); স্থাপন (মস্তকে আশীর্বাদী ফুল ধারণ); পরিগ্রহ (মূর্তি ধারণ); ভিতরে ধারণ, খেতাবাদি লওন (উপাধি ধারণ, নাম ধারণ); বহন (যীশুর ক্রুশ ধারণ, শিরে পৃথিবী-ধারণ)। [ধৃ+ণিচ্+অন]। (২) বিণঃ গ্রহণকারী।

**ধারণা**—বিঃ বোধ, প্রত্যয়, প্রতীতি, সংস্কার, উপলব্ধি (ভুল ধারণা); প্রমিতি (ধারণায় আনা, নির্ধারণ); মেধা চিত্তবৃত্তিকে একাগ্রকরণ। [ধৃ +ণিচ্+অন+আ]। বিণঃ **-তীত**—বোধের অতীত, অনুপলব্ধ।

**ধারণী**—বিঃ বৌদ্ধ-শাস্ত্রীয় অঙ্গগ্রহণাদি মন্ত্র, শ্রেণী, নাড়ী।

**ধারণীয়**—বিণঃ ধারণ করা যায় এমন, ধারণযোগ্য। [ধৃ+ণিচ্+অনীয়]।

**ধারয়িতা**—বিণঃ ধারণকর্তা, ধারণ করিয়াছে এমন। [ধৃ+ণিচ্+তৃ]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **ধারয়িত্রী**—ধারণকর্ত্রী।

**ধারয়িষ্ণু**—বিণঃ ধারণ করিয়া রহিয়াছে এমন।

**ধারা**[১]—বিঃ স্রোত, স্রাব, প্রবাহ (ত্রিধারা, বারিধারা, আলোকধারা); বৃষ্টি (বর্ষাধারা); নির্ঝর প্রস্রবণ (সহস্র-ধারা); জলের লম্বমান ফোঁটা (নয়ন-ধারা); নিয়ম-শৃঙ্খলা বা পদ্ধতি (কাজের ধারা); রীতি-রকম (তেমন ধারা আর দেখিনি!); পরম্পরা (চিন্তাধারা); আইনের বিধি বা অনুচ্ছেদ, article বা section (৪২০ ধারা, ১৪৪ ধারা)। বিঃ **-গৃহ**—কৃত্রিম ফোয়ারা-যুক্ত ঘর। বিঃ **-যন্ত্র**—ফোয়ারা, shower। বিঃ **-ধর**—মেঘ। বিঃ **-কদম্ব**—নীপ গাছ ও ফুল। ক্রি-বিণঃ **-কারে**—স্রোতের

মত করিয়া, অগণিত ধারায়। ক্রি-বিণঃ **-ক্রমে**—পর্যায়-ক্রমে, নিয়মানুসারে, পরম্পরা অনুযায়ী। বিণঃ **-নিবন্ধ**—কেতাদুরস্ত, প্রথমাবন্ধ; ধারে ধারে সংলগ্ন। বিঃ **-পাত**—একটানা বারিপাত, নামতার বই। বিণঃ **-বাহিক, -বাহী**—নিরবচ্ছিন্ন। বিঃ **-বাহিকতা, -বাহিতা**—নিরবচ্ছিন্নতা, ক্রমিকতা। বিঃ **-সম্পাত**—বৃষ্টিপাত। বিঃ **-সার**—মুষলধারায় বর্ষণ। বিঃ **-বিবরণী**—অনুষ্ঠানরত ক্রীড়াদির বিবরণ প্রচার, relay। বিঃ **-স্কুর**—জলকণা, শিল। বিঃ **-বর্ষ, -বর্ষণ**—অবিরাম বৃষ্টিপাত। বিঃ **-শ্রু**—চোখের জলের প্রবাহ।

**ধারা**[২]—ক্রিঃ ঋণী হইয়া থাকা, ঋণগ্রস্ত হওয়া; সংস্রব রাখা (ধার ধারা)।

**ধারাল, ধারালো**—বিণঃ শাণিত, খুরধার, তীক্ষ্ণধার।

**ধারি, ধারী**[১]—বিঃ প্রান্ত, কিনারা; মেটে ঘরের বারান্দার প্রান্ত।

**ধারিণী**—(১) বিণঃ (স্ত্রী): যিনি ধারণ করেন। (২) বিঃ (স্ত্রী): ধরণী, পৃথিবী; শাল্মলীবৃক্ষ।

**ধারিত**—বিণঃ ধরানো হইয়াছে এমন; গ্রাহিত। [ধৃ+ণিচ্+ত]। বিঃ **ধারণ**।

**ধারী**[১]—**ধারি** দ্রষ্টব্য।

**ধারী**[২]—বিণঃ ধারযুক্ত; ঋণী। [ধার+ইন]।

**-ধারী**—বিণঃ যে ধারণ করে (বংশী-ধারী)। [ধৃ+ইন্]। বিণঃ (স্ত্রী): **ধারিণী**।

**ধারোষ্ণ**—বিণঃ সদ্য দোহনের ফলে ঈষৎ উষ্ণতাযুক্ত।

**ধার্তরাষ্ট্র**—বিঃ (মহাভারতে) রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। [ধৃতরাষ্ট্র+অ]।

**ধার্মিক**—বিণঃ যে ধর্মপালন করে, ধর্মপরায়ণ। [ধর্ম+ইক]। বিণঃ (স্ত্রী): **ধার্মিকী, ধার্মিকা**। বিঃ **-তা**।

**ধার্য**—বিণঃ ধারণ করিবার যোগ্য; স্থিরীকৃত, নির্ধারিত (আগামী বৈশাখে বিবাহের দিন ধার্য হইয়াছে)। [ধৃ+য]। বিণঃ **-মান**—যাহাকে ধারণ করা যাইতেছে এরূপ; গৃহ্যমাণ।

**ধার্ষ্টাম, ধার্ষ্টামি, ধার্ষ্টামো, ধাষ্টামি, ধাষ্টামো**—বিঃ ধৃষ্টতা, স্পর্ধা, লজ্জাজনক আচরণ।

**ধার্ষ্ট্য**—বিঃ ধৃষ্টতা। [ধৃষ্ট+য]।

**ধিকিধিকি, ধিক্‌ধিক্**—ক্রি-বিণঃ ধীরে ধীরে, মৃদুভাবে (ধিকিধিকি জ্বলা)।

**ধিক্**—অব্যঃ নিন্দা ঘৃণা লজ্জাদান ভর্ৎসনা অবজ্ঞা বা বিরক্তিসূচক শব্দ; ছিঃ। বিঃ **-কার, ধিক্কার**—ধিক্-উক্তি, নিন্দা বা তিরস্কার করা (তোমাকে ধিক্); ঘৃণা অপমান বা বিরাগ (মনে ধিক্কার জন্মানো)। বিণঃ **-কৃত, ধিক্কৃত**—ধিক্ উক্তিদ্বারা তিরস্কৃত বা নিন্দিত, ভর্ৎসিত, ঘৃণিত, অবজ্ঞাত।

**ধিঙ্গি, ধিঙ্গী**—বিঃ অসংযত, উদ্দাম, প্রগল্ভ, বেহায়া। বিঃ **ধিঙ্গিপনা**।

**ধিৎকার**—বিঃ ঘৃণা।

**ধিনাধিন, ধিন-তা-ধিন**—অব্যঃ নাচের আওয়াজ; বাজনার বোল।

**ধিমা—ঢিমা** দ্রষ্টব্য।

**ধী**[১]—বিঃ বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রাজ্ঞতা, মেধা। [ধ্যৈ+ক্বিপ]। বিঃ **-গুণ**—শুশ্রূষা (জানিবার ইচ্ছা) শ্রবণ গ্রহণ স্মৃতিতে ধারণ উহ (তর্ক) বা সন্দেহ অপোহ (তর্কখণ্ডন) অর্থ-

বোধ তত্ত্বজ্ঞান ঃ বুদ্ধির এই অষ্টবিধ গুণ বা উপায়। বিণঃ **-মান**। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ **-মতী**।

**ধী**২—বিঃ মুনির পত্নী।

**ধীত**—বিণঃ যাহা পান করা হইয়াছে এরূপ, পীত।

**ধীতি**—বিঃ পিপাসা, তৃষ্ণা ; পান।

**ধীপতি**—বিঃ বৃহস্পতি।

**ধীবর**—বিঃ জেলে, মৎস্যজীবী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **ধীবরী**।

**ধীমান**—বিণঃ বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ('বৃথা এ সাধনা ধীমান'—মধুঃ)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **ধীমতী**।

**ধীর**—বিণঃ মন্থর, মৃদু (ধীর গতি) ; শান্ত, স্থির, নম্র (ধীর প্রকৃতি) ; ধৈর্যশীল (ধীর হওয়া) ; স্থির-বুদ্ধি, বিবেচক (ধীর ব্যক্তি)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **ধীরা**। বিঃ **-তা, ধৈর্য**। বিঃ **-প্রশান্ত—ধীরোদাত্ত** দ্রষ্টব্য। বিঃ **-ললিত**—(অলংকারশাস্ত্রে) নম্র-স্বভাব এবং নাচ গান ইত্যাদি ললিত-কলায় আসক্ত নায়কবিশেষ।

**ধীরা**—(১) বিঃ (স্ত্রী)ঃ (অলংকার-শাস্ত্রে) যাহার ক্রোধ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না এমন নায়িকা। (২) বিণঃ শান্ত, নম্র।

**ধীরাধীরা**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ যাহার ক্রোধ কিছু প্রকাশিত এবং কিছু অপ্রকাশিত থাকে এমন নায়িকা। [ধীরা+অধীরা]।

**ধীরি, ধীরিধীরি**—ক্রি-বিণঃ (কাব্যে) মৃদু গতিতে, ধীরে।

**ধীরোদাত্ত, ধীরপ্রশান্ত**—বিঃ (অলংকার-শাস্ত্রে) নিরহঙ্কার সাহসী সহিষ্ণু সুখেদুঃখে সমভাবাপন্ন উদার আশ্রিতবৎসল ও বিনয়ী নায়কবিশেষ।

**ধীরোদ্ধত**—বিঃ স্বভাবতঃ স্থিরচিত্ত কিন্তু সময়ে সময়ে উগ্রস্বভাব নায়ক-বিশেষ।

**ধুঁকনি, ধুঁকুনি**—বিঃ ধুক-ধুক করণ, শ্রম বা দুর্বলতার জন্য নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ঘন ঘন উত্থান-পতন, হাঁপ।

**ধুঁকা**—ক্রিঃ হাঁপানো।

**ধুঁদুল—ধুন্দল**-এর কথ্যরূপ।

**ধুঁয়া—ধোঁয়া** দ্রষ্টব্য।

**ধুকড়ি—ধোকড়, ধোকড়া**-র রূপভেদ।

**ধুকধুক, ধুক্‌ধুক্**—অব্যঃ হৃৎস্পন্দনের মৃদু আওয়াজ। বিঃ **ধুকধুকানি, ধুক্‌পুকানি**—ভয় বা মানসিক অস্থিরতা ; মৃদু হৃৎস্পন্দন।

**ধুকধুকি**—বিঃ কণ্ঠহারের সংলগ্ন অলঙ্কার যাহা বুকের উপর ঝোলে ; উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা।

**ধুকপুক, ধুক্‌পুক্**—(১) অব্যঃ আশঙ্কা উদ্বেগ ইত্যাদি ভাবপ্রকাশক। (২) বিঃ অস্থিরতা আশঙ্কাজনিত হৃৎস্পন্দন, স্পন্দন।

**ধুচনি, ধুচুনি**—বিঃ চাল ইত্যাদি ধুইবার জন্য সরু করিয়া কাটা বাঁশের তৈয়ারি সছিদ্র পাত্র।

**ধুত, ধূত**—বিণঃ কম্পিত, বিধুনিত ; বিদূরিত। [ধু, ধূ+ত]।

**ধুতরা, ধুতরো—ধুতুরা** দ্রষ্টব্য।

**ধুতি**—বিঃ পুরুষের পরিবার কাপড়, ধৌতি।

**ধুতুরা**—বিঃ একপ্রকার বিষাক্ত ফল এবং তাহার গাছ বা ফুল ('ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে'—মধুঃ)।

**ধুৎ**—অব্যঃ দূর, অবিশ্বাস অবজ্ঞা বিতাড়ন বিরক্তি ইত্যাদি সূচক শব্দ।

**ধুত্তোর**—**ধুৎ**-এর জোরালোরূপ।

**ধু-ধু**—অব্যঃ আগুন জ্বলার শব্দ, দাউ-দাউ ; শূন্যতা উত্তাপ বিস্তার ইত্যাদি ভাবপ্রকাশক ('বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধু-ধু'—রবীন্দ্র)।

**ধুনকর**—**ধুনারী** দ্রষ্টব্য।

**ধুনচি, ধুনাচি, ধুনুচি**—বিঃ ধুনা জ্বালাইবার পাত্র।

**ধুনন, ধূনন**—বিঃ কম্পন। বিঃ **পক্ষ-বিধূনন**—পাখীর ডানার কম্পন।

**ধুনরি, ধুনরী**—**ধুনারী** দ্রষ্টব্য।

**ধুনা**[১], **ধুনো**—বিঃ শালবৃক্ষের নির্যাস, সর্জরসঃ ইহা পুড়াইলে সুগন্ধ ধুঁয়া হয়।

**ধুনা**[২]—**ধোনা** দ্রষ্টব্য।

**ধুনারী, ধুনারি, ধুনুরী, ধুনুরি, ধুনুরা**—বিঃ যে তুলা ধোনে।

**ধুনি**[১]—বিঃ সন্ন্যাসীর অগ্নিকুণ্ড : যজ্ঞীয় অগ্নি।

**ধুনি**[২], **ধুনী**—বিঃ নদী (সুরধুনী)।

**ধুনুচি**—**ধুনাচি**-র কথ্যরূপ।

**ধুন্দুল, ধুন্দল**—বিঃ ঝিঙা জাতীয় ফলবিশেষ যাহা ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়।

**ধুন্ধুমার**—(১) বিঃ পৌরাণিক রাজা কুবলয়াশ্ব : মূল. গৃহস্থিত ধোঁয়া ; (বাং) মহা গোলমাল, বিষম কাণ্ড (ধুন্ধুমার বাধানো)। (২) বিণঃ তুমুল (ধুন্ধুমার বচসা ঝগড়া ইত্যাদি)।

**ধুপ**—বিঃ রৌদ্র। [হি]। বিঃ, বিণঃ **-ছায়া**—(মূল অর্থ) রৌদ্র ও ছায়া ; ময়ূরকণ্ঠী রং বা ঐরূপ রং-এর।

**ধুপচি, ধুপচি, ধুপুচি**—বিঃ ধুনুচি।

**ধুপ্**—অব্যঃ আস্তে পতনের শব্দ। অব্যঃ **-ধুপ, -ধাপ্**—ক্রমাগত ধুপ শব্দ।

**ধুম**—(১) বিঃ সমারোহ, জাঁকজমক (বিবাহে ধুম) ; ভিড়, আধিক্য, আগ্রহ (গঙ্গাসাগরে স্নানের ধুম)। (২) বিণঃ বিপুল, তুমুল (ধুম ঝগড়া)। বিঃ **-ধড়াক্কা, -ধাম**—প্রচুর আড়ম্বর ও জাঁকজমক।

**ধুমড়ী**—বিঃ মোটা অলস স্ত্রীলোক।

**ধুমসা, ধুমসো**—বিণঃ অত্যন্ত মোটা বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **ধুমসী**।

**ধুম্**—অব্যঃ জোরে কিল মারার বা পতনের শব্দ, দুম্।

**ধুম্ব, ধুম্বা**—বিণঃ লম্বা ও মোটা। (স্ত্রী)ঃ **ধুম্বী**।

**ধুয়া,** (কথ্য) **ধুয়ো**—বিঃ গানের যে পদ দোহারগণ বার বার গায় : যে মত পুনরাবৃত্তি করা হয় ; আবদার, জেদ।

**ধুর**—**ধুরা** দ্রষ্টব্য।

**ধুরন্ধর, ধুরীণ, ধুর্য**—বিণঃ (মূল অর্থ) ভারবহনকারী ; অত্যন্ত দক্ষ বা কার্যকুশল, ওস্তাদ (বর্তমানে মন্দ অর্থে ব্যবহৃত)।

**ধুরা**—বিঃ শকটের অগ্রভাগ যাহা বলদ অশ্ব ইত্যাদি বাহনের স্কন্ধে থাকে, জোয়াল ; চাকার মধ্যবর্তী দণ্ড ঈষ, অক্ষদণ্ড ; ভার।

**ধুল**—বিঃ ধুলা ; জমির পরিমাপ ঃ ১/২০ কাঠা (ধুল পরিমাণ)।

**ধুলট**—বিঃ সংকীর্তনের পর ভাবাবেশে ধুলায় গড়াগড়ি।

**ধুলা,** (কথ্য) **ধুলো**—বিঃ ধূলি, মাটি বা অন্য কোন বস্তুর গুঁড়া, রেণু, রজঃ। বিঃ **-পড়া**—মন্ত্রপূত ধূলি। বিঃ **-পা**—দ্বিরাগমন অনুষ্ঠানের পরিবর্তে বিবাহের অষ্টম দিনের মধ্যে পতির সহিত বধূর দ্বিতীয়বার

পতিগৃহে আগমন। **গায়ে ধুলা দেওয়া**—ঘৃণা করা বা ধিক্কার দেওয়া। **চোখে ধুলা দেওয়া**—দৃষ্টি এড়ানো।

**ধুস্তুর, ধুস্তূর, ধুস্তূর**—বিঃ ধুতুরা।

**ধূপ**—বিঃ সুগন্ধ ধোঁয়া উৎপাদনের জন্য গন্ধ দ্রব্য বা তাহার বাতি ('ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-ন**—ধূপ দ্বারা সুগন্ধীকরণ; ধুনা।

**ধূপায়িত, ধূপিত**—বিণঃ ধূপের ধোঁয়া দ্বারা সুবাসিত; শ্রান্ত, ক্লান্ত।

**ধূম**—বিঃ ধোঁয়া। বিঃ **-কেতু**—পুচ্ছ-বিশিষ্ট উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কবিশেষ যাহার আকৃতি অনেকটা ঝাঁটার মত। বিঃ **-পান**—তামাক সিগারেট ইত্যাদির ধোঁয়া সেবন। বিণঃ **-পায়ী**—যে ধূমপান করে। বিঃ **-যোনি**—আগুন; মেঘ। বিঃ, বিণঃ **-ল**—ধূম্র দ্রষ্টব্য।

**ধূমাভ**—বিণঃ ধোঁয়ার ন্যায় বর্ণযুক্ত, ধূমল।

**ধূমাবতী**—বিঃ দশমহাবিদ্যার অন্যতমা, দেবী দুর্গার রূপবিশেষ।

**ধূমায়মাণ**—বিণঃ যাহা ধোঁয়া ছড়াইতেছে এমন; ঘনাইয়া আসিতেছে এমন।

**ধূমায়িত, ধূমিত**—বিণঃ ধূমাবৃত, ধূমপূর্ণ, ধূমযুক্ত, যাহা ধোঁয়া ছড়াইতেছে (ধূমায়িত বহ্নি)।

**ধূমোদ্গার**—বিঃ ধোঁয়া বাহির করণ।

**ধূম্র, ধূমল**—(১) বিঃ ধোঁয়ার ন্যায় বর্ণ, কৃষ্ণলোহিত বা কপিশ বর্ণ, নীল-লোহিত বর্ণ, বেগুনে রং। (২) বিণঃ ঐরূপ বর্ণবিশিষ্ট। **-লোচন**—(১) বিণঃ ধূম্রবর্ণ চক্ষু-বিশিষ্ট। (২) বিঃ (দৈত্য) শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি; পায়রা।

**ধূর্জটি**—বিঃ শিব ('ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি'—রবীন্দ্র)।

**ধূর্ত**—বিণঃ (সাধারণতঃ মন্দ অর্থে) চতুর, চালাক, ধড়িবাজ; শঠ, প্রবঞ্চক, জুয়াড়ী। বিণঃ (স্ত্রী): **ধূর্তা**। বিঃ **-তা**।

**ধূর্তামি, ধূর্তাম, ধূর্তামো**—বিঃ ধূর্ততা, চালাকি, চতুরতা, শঠতা।

**ধূল**—বিঃ ক্ষেত্রের পরিমাণবিশেষ।

**ধূলি, ধূলী**—বিঃ ধুলা। বিণঃ **-ধূসর, -ধূসরিত, -মলিন**—ধুলামাখা, ধুলো মাখিয়া ময়লা হইয়াছে এমন। বিঃ **-পটল**—উড়ন্ত ধূলিরাশি। বিণঃ **-ময়**—ধুলা দ্বারা পূর্ণ। বিঃ **-শয্যা**—মৃত্তিকারূপ শয্যা; অনাবৃত ভূমিতে শয়ন। বিণঃ **-সাৎ**—ধুলায় পরিণত।

**ধূসর**—(১) বিঃ ছাই রং, পাণ্ডু বা পাংশুবর্ণ। (২) বিণঃ পাণ্ডুর, ছাইরঙা, পাঁশুটে। বিণঃ **ধূসরিত**—ধূসর বর্ণে রঞ্জিত। বিঃ **ধূসরিমা**—ধূসর বর্ণ।

**ধৃত**—বিণঃ যাহা ধারণ বা গ্রহণ করা হইয়াছে, অবলম্বিত; গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এমন; পুস্তকাদি হইতে উদ্ধৃত। [ধৃ+ত]। বিণঃ **-ব্রত**—ব্রতধারী।

**ধৃতরাষ্ট্র**—বিঃ দুর্যোধনাদির পিতা যিনি জন্মান্ধ ছিলেন।

**ধৃতাত্মা**—বিণঃ সংযতচিত্ত।

**ধৃতাস্ত্র**—বিণঃ অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন এমন।

**ধৃতি**—বিঃ ধারণ, ধারণা, অধ্যবসায়, ধৈর্য, সন্তোষ। বিণঃ **-মান**—সহিষ্ণু, স্থিরসংকল্প, পরিতৃপ্ত। বিঃ **-হোম**—হিন্দু বিবাহে করণীয় হোম।

**ধৃষ্ট**—(১) বিণঃ প্রগল্‌ভ, উদ্ধত। (২) বিঃ নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী নায়ক। বিণঃ (স্ত্রী): **ধৃষ্টা**। বিঃ **-তা**।

**ধৃষ্টদ্যুম্ন**—বিঃ দ্রুপদ রাজার পুত্র, দ্রৌপদীর ভ্রাতা।

**ধৃষ্য**—বিণঃ যাহাকে ধর্ষণ বা পীড়ন করিতে পারা যায়, দমনযোগ্য।

**ধেইধেই**—অব্যঃ উদ্দাম নৃত্যের ভঙ্গি বা আওয়াজ।

**ধেড়ান, ধেড়ানো**—(১) ক্রিঃ বেসামাল হইয়া মলত্যাগ করা, অপটুতার জন্য কর্ম পণ্ড করা, নোংরা করা। (২) বিঃ, বিণঃ উক্ত সমস্ত অর্থে।

**ধেড়ে**[১]—বিণঃ বয়স্ক।

**ধেড়ে**[২]—বিঃ উদ্বিড়াল, ভোঁদড়।

**ধেৎ**—ধুৎ, দুৎ-এর রূপভেদ।

**ধেনু**—বিঃ নবপ্রসূতা দুগ্ধবতী গাভী।

**ধেনো**—(১) বিণঃ ধান হইতে প্রস্তুত (ধেনো মদ); যাহাতে ধান উৎপন্ন হয় (ধেনো জমি)। (২) বিঃ ধান হইতে প্রস্তুত মদ্যবিশেষ।

**ধেবড়া, ধেবড়ান, ধ্যাবড়া**—**ধাবড়া**-র রূপভেদ।

**ধেয়**—বিণঃ গ্রহণীয়; জ্ঞেয়, জানিবার যোগ্য। [ধা+য]।

**ধেয়ান, ধেয়ানী**—সাধারণতঃ পদ্যে ব্যবহৃত **ধ্যান** ও **ধ্যানী**-র কোমলরূপ।

**ধেয়ান, ধেয়ানো**—ক্রিঃ (পদ্যে) ধ্যান করা, চিন্তা করা, স্মরণ করা।

**ধৈবত**—বিঃ (সংগীতে) স্বরগ্রামের ষষ্ঠস্বর 'ধা'।

**ধৈরজ**—**ধৈর্য**-এর কোমলরূপ।

**ধৈর্য**—বিঃ সহ্য বা অপেক্ষা করিবার ক্ষমতা, সহিষ্ণুতা, ধীরতা। [ধীর+য]। বিণঃ **-চ্যুত, -হারা**—সহন বা অপেক্ষা করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছে এমন। বিঃ **-চ্যুতি, -হানি**। বিণঃ **-শালী, -শীল**—সহনশীল, সহিষ্ণু। বিণঃ (স্ত্রী): **-শালিনী, -শীলা**।

**ধোওয়া**—(১) ক্রিঃ ধৌত করা। (২) বিণঃ ধৌত।

**ধোঁকা**[১]—বিঃ সংশয়, সন্দেহ (ধোঁকায় ফেলা); প্রবঞ্চনা, ধাপ্পা (ধোঁকা দেওয়া)। বিণঃ **-বাজ**—ধাপ্পাবাজ, ফাঁকিবাজ, প্রবঞ্চক। বিঃ **-বাজি**।

**ধোঁকা**[২]—বিঃ ব্যঞ্জনবিশেষ।

**ধোঁকা**[৩]—**ধুকা** দ্রষ্টব্য।

**ধোঁয়া**—বিঃ ধূম। বিণঃ **-টে**—ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট। বিঃ **-পথ**—ধোঁয়া বাহির হইবার নালী, চিমনী। **বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া**—ধূমপানের সাহায্যে বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি বাড়ানো। বিঃ **-শা**—ধোঁয়া এবং কুয়াশার সংমিশ্রণ।

**ধোকড়, ধোকড়া,** (আঞ্চ) **ধুকড়ি**—বিঃ ছেঁড়া কাঁথা কাপড় ইত্যাদি; মোটা কাপড়; থলি। **কথার ধোকড়, কথার ধুকড়ি**—বাক্যবাগীশ। **মাকড় মারলে ধোকড় হয়**—পরের বেলায় যাহা গর্হিত কাজ নিজের বেলায় তাহা গর্হিত নহে।

**ধোনা, ধুনা**—(১) ক্রিঃ ধনুকের ন্যায় যন্ত্র দ্বারা তুলা পরিষ্কার করা ও পেঁজা বা ফাঁপানো। (২) বিণঃ পরিষ্কৃত, পেঁজা (ধোনা তুলা)।

**ধোপ,** (আঞ্চ) **ধোব**—(১) বিঃ ধোপার দ্বারা কাচানো, কাচা, ধোলাই (ধোপ দেওয়া)। (২) বিণঃ পরিষ্কৃত, ধৌত (ধোপ জামা)। বিণঃ **-দস্ত, -দুরস্ত**—খুব ভালভাবে ধোলাই করা, ফিটফাট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

**ধোপা,** (আঞ্চ) **ধোবা**—বিঃ যে কাপড় ধোলাই করে, রজক। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-নী**। **ধোপা নাপিত বন্ধ করা**—সমাজচ্যুত করা।

**ধোয়া**—(১) ক্রিঃ জল দিয়া পরিষ্কার করা, কাচা। (২) বিণঃ ধৌত, পরিষ্কৃত (ধোয়া কাপড়)। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ কাচানো, পরিষ্কার করানো। (২) বিঃ, বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **-নি**—যে জল দিয়া ধোয়া হইয়াছে।

**ধোলাই**—(১) বিঃ ধৌতকরণ, ধোপ, প্রক্ষালন। (২) বিণঃ ধৌত। ক্রিঃ **ধোলাই দেওয়া**—খুব প্রহার করা।

**ধোসা১**—বিঃ পশমী শীতবস্ত্রবিশেষ।

**ধোসা২**—বিঃ মাদ্রাজীদের খাদ্যবিশেষ, সরুচাকলি। **মশলাধোসা**—তরকারির পুর দেওয়া ধোসা।

**ধ্বংস**—বিঃ বিনাশ, উচ্ছেদ, নষ্ট হওন (রাজ্যধ্বংস); সর্বনাশ, মৃত্যু; বধ, সংহার (**শত্রুকুলধ্বংস**); অপচয় (অন্নধ্বংস); **ক্ষয় (শরীরধ্বংস)**; বিলোপ (পাপধ্বংস); অধঃপতন। [ধ্বনস্+অ]। বিণঃ **-ক**—ধ্বংসকারী। বিণঃ **-ন, -সাধন**—ধ্বংস করা। বিণঃ **-নীয়**—ধ্বংসযোগ্য। বিঃ **-পথ**—বিনাশের পথ। বিঃ **-মুখ**—ধ্বংসের উপক্রম। বিঃ **-লীলা**—প্রলয়কাণ্ড। বিঃ **-শেষ, ধ্বংসাবশেষ**—ধ্বংস বা বিনাশের পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে। বিণঃ **ধ্বংসিত**—নাশিত, উৎসাদিত। বিণঃ **ধ্বংসী**—ধ্বংসকারী; নশ্বর। **ধ্বংসের পথ**—সর্বনাশ বা অধঃপতনের পথ। বিণঃ **ধ্বস্ত**।

**ধ্বংসা, ধ্বংসিল**—ক্রিঃ (পদ্যে) ধ্বংস করা; ধ্বংস করিল।

**ধ্বংসান, ধ্বংসানো**—ক্রিঃ নষ্ট করা; বিনষ্ট করানো।

**ধ্বজ**—বিঃ পতাকা, নিশান; পুংজননেন্দ্রিয় (ধ্বজভঙ্গ)। বিঃ **-বজ্রাঙ্কুশ**—ধ্বজ বা নিশান বজ্র ও অঙ্কুশ ভগবান বিষ্ণুর পাদপদ্মে বিদ্যমান এই ত্রিবিধ চিহ্ন। বিঃ **-ভঙ্গ**—পুরুষত্বহীনতারূপ ব্যাধি। বিণঃ **ধ্বজী**।

**ধ্বজা**—বিঃ নিশান। বিণঃ **-ধারী**—(ব্যঙ্গে) মূর্খ অথচ গর্বিত পণ্ডিত; টিকিধারী।

**ধ্বনন**—বিঃ অব্যক্ত ধ্বনিকরণ বা ধ্বনির অনুকরণ; ব্যঞ্জনা।

**ধ্বনি**—বিঃ শব্দ, রব, স্বর ('ওই পক্ষধ্বনি শব্দময়ী অপসরী-রমণী'—রবীন্দ্র); (অলঙ্কারশাস্ত্রে) ধ্বনিযুক্ত কাব্য (যে কাব্যে ভাব ও ব্যঞ্জনার মিলনের ফলে তাহা শব্দার্থকে অতিক্রম করিয়া প্রাণবন্ত হইয়া ওঠে)। বিণঃ **ধ্বনিত**—শব্দিত; ব্যঞ্জনা প্রতিপাদিত। বিঃ **-রেখা**—শব্দের আঘাতে সৃষ্ট আলোড়ন।

**ধ্বন্যাত্মক**—বিণঃ ধ্বনিমূলক, শব্দের অনুকারমূলক। [ধ্বনি+আত্মন্]।

**ধ্বস্ত**—বিণঃ পতিত, বিনষ্ট। [ধ্বনস্+ত]।

**ধ্বান্ত**—বিঃ অন্ধকার। [ধ্বন্+ত]।

**ধ্বান্তারি**—বিঃ অন্ধকারের শত্রু বা বিনাশকারী, সূর্য।

**ধৌত**—বিণঃ জলদ্বারা পরিষ্কৃত, ধোয়া হইয়াছে এমন, প্রক্ষালিত। [ধাব্+ত]। ('জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা'—রবীন্দ্র)।

**ধৌতি**—বিঃ প্রক্ষালন; (যোগসাধনে) অন্ত্র ইত্যাদি জলদ্বারা বিশেষ প্রক্রিয়ায় শোধনকরণ।

**ধ্যাত**—বিণঃ যাহা ধ্যানের বিষয়ীভূত হইয়াছে, যে বিষয়ের ধ্যান করা হইয়াছে, চিন্তিত। [ধ্যৈ+ত]। বিণঃ **-ব্য**—ধ্যানযোগ্য, চিন্তনীয়, স্মরণীয়। বিণঃ **ধ্যাতা**—যে ধ্যান করে।

**ধ্যান**—বিঃ গভীর চিন্তা, একাগ্রভাবে মনন ও স্মরণ; দেবতার রূপচিন্তন ('আমার ধ্যানের ধনখানি')। বিণঃ **-গম্ভীর**—শান্ত ও স্থিরভাবে ধ্যানরত, ধ্যানহেতু শান্ত ও গম্ভীর ('ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর'—রবীন্দ্র)। বিণঃ **-গম্য**—ধ্যানদ্বারা জানা যায় এমন। বিঃ **-জ্ঞান**—চিন্তা ও বোধ, একমাত্র চিন্তনীয় বিষয়। বিঃ **-ধারণা**—চিন্তা ও বিশদ জ্ঞান। বিণঃ **-মগ্ন**—ধ্যানের মধ্যেই ডুবিয়া গিয়াছে এমন, সমাহিত, গভীরভাবে ধ্যানরত। বিণঃ **-স্থ**—ধ্যানে রত, ধ্যান করিতেছে এমন। বিণঃ **ধ্যানী**—যে ধ্যান করে।

**ধ্যেয়**—বিণঃ ধ্যানযোগ্য, চিন্তনীয়, স্মরণীয়। [ধ্যৈ+য]।

**ধ্রিয়মাণ**—বিণঃ ধারণ করা অথবা ধরা হইতেছে এমন। [ধৃ+আন]।

**ধ্রুপদ**—বিঃ উচ্চাঙ্গ সংগীতের পদ্ধতি-বিশেষ। বিঃ, বিণঃ **ধ্রুপদী**—দক্ষ ধ্রুপদ গায়ক; ধ্রুপদ গানে পারদর্শী। **ধ্রুপদী সাহিত্য**—প্রাচীন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, classical literature।

**ধ্রুব**—(১) বিঃ আকাশের উত্তর দিকে স্থির থাকে এরূপ নক্ষত্রবিশেষ যাহা দেখিয়া দিঙ্‌নির্ণয় করা হয়, ধ্রুবতারা; মহারাজা মনুর পৌত্র ও রাজা উত্তানপাদের হরিভক্ত পুত্র। বিঃ **-তারা**—চিরসত্য। (২) বিণঃ নিশ্চিত, স্থির, শাশ্বত, যথার্থ। ভাঃ অঃ—১৯

(৩) ক্রি-বিণঃ নিশ্চয়ই, অবশ্যই। [ধ্রু+অ]। বিঃ **-তা**। বিঃ **-কা, ধ্রুবা**—গানের ধুয়া। বিঃ **-গণ**—(জ্যোতিষ) উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্র-পদা উত্তরফাল্গুনী ও রোহিণী—এই চারিটি নক্ষত্র। বিঃ **-পদ**—ধ্রুপদ ('যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে মিলাব তাই জীবন গানে'—রবীন্দ্র); স্থির-পদ। বিঃ **-রেখা**—বিষুবরেখা। বিঃ **-লোক**—ভগবান বিষ্ণু ধ্রুবের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে নবনির্মিত স্বর্গে স্থাপন করেন (স্বর্গের চেয়েও উচ্চে ইহার অবস্থিতি বলিয়া বিশ্বাস); নিত্যধাম।

# ন

**ন**[১]—বাংলা ভাষার বা বর্ণমালার বিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

**ন**[২]—বিঃ, বিণঃ নব, নয় সংখ্যা পরিমাণ বা সংখ্যক।

**ন**[৩]—বিণঃ (মূলতঃ) নূতন; চতুর্থ (নদি, নকাকা)।

**ন-** (নঞ্)—অব্যঃ নিষেধ অভাব ইত্যাদি সূচক (সাধারণতঃ 'ন' ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে 'অ' হয়, যথা—ন+সাধু=অসাধু; স্বরবর্ণের পূর্বে 'অন' হয়, যথা—ন+এক=অনেক; কোন কোন স্থানে 'ন' অপরিবর্তিত থাকে, যথা—ন+অতিশীতোষ্ণ=নাতিশীতোষ্ণ)।

**নই**[১]—বিণঃ বকনা বা মাদী (নই বাছুর)।

**নই১**—বিঃ নদী। [প্রা ও মধ্য বাংলা]। ('কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী-নই-কূলে'—চণ্ডীঃ)।

**নই২**—অব্যঃ না-হওয়া বাচক। [না+হই]। ('নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে'—রবীন্দ্র)।

**নইচা, নইচে**—নলিচা-র চলিতরূপ।

**নইলে**—নহিলে-র চলিতরূপ। ('নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে'—রবীন্দ্র)।

**নই তালীম**—বিঃ নূতন শিক্ষা, গান্ধীজী প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার নাম। [হি+আ]।

**নউই**—বিঃ, বিণঃ মাসের নবম দিবস বা দিবসীয়।

**নও**—নহা দ্রষ্টব্য।

**নওজোয়ান**—বিঃ, বিণঃ তরুণ, যুবক (বীর)। [ফা]।

**নওবত**—বিঃ (উৎসবে) সানাই বাঁশী ইত্যাদির ঐকতান বাদ্য। [ফা]। বিঃ -খানা—যে মঞ্চে বা গৃহে নওবত বাজানো হয়।

**নওয়াব**—নবাব দ্রষ্টব্য।

**নওরোজ**—বিঃ (পারস্যে) বৎসরের প্রথম দিন। [ফা]।

**নওল**—বিণঃ নূতন, নবীন (নওল-কিশোর)।

**নওলা, নহলা**—বিঃ নয় ফোঁটাবিশিষ্ট তাস।

**নং**—নম্বর-এর সংক্ষিপ্তরূপ।

**নকড়া-ছকড়া**—বিঃ অপব্যয়, অবহেলা।

**নকল**—(১) বিঃ অনুকরণ; প্রতিলিপি (দলিলের নকল); অন্যায়ভাবে বই দেখিয়া বা অন্যের খাতা দেখিয়া লেখন। (২) বিণঃ অনুকরণে প্রস্তুত, কৃত্রিম, জাল (নকল হীরা, নকল দলিল)। [আ]। বিঃ -নবিস, -নবীস—যে লেখা নকল করে, প্রতিলিপিকারক। বিঃ -নবিসি। বিঃ -দানা—নকুলদানা দ্রষ্টব্য।

**নকশা**—বিঃ চিত্রিত বা খোদাই করা অলংকার (নকশা কাটা); সুন্দর সূচীকর্ম; কারুকার্যময় বস্তু; রেখাচিত্র (বাড়ির নকশা); মানচিত্র (জমির নকশা), খসড়া বা কাঠাম; হাস্যরসাত্মক রচনা। [আ]। বিণঃ নকশা-কাটা—অলংকৃত। বিঃ -কার—যে নকশা প্রস্তুত করে। বিণঃ নকশা-পাড়—চিত্রিত-পাড়যুক্ত (কাপড়)।

**নকশি, নকশী**—বিণঃ নকশাযুক্ত (নকশি কাঁথা)।

**নকাশি, নকাশী**—বিঃ সোনা রূপা ইত্যাদি ধাতু নির্মিত পাত্রে খোদাই-এর কাজ; নকশা। [ফা]।

**নকিব, নকীব**—বিঃ যে ব্যক্তি রাজার যশ ঘোষণা করে এবং রাজসভায় আগত ব্যক্তিগণের পরিচয় প্রদান করে, রাজসভার ঘোষক। [আ]।

**নকুল**—বিঃ নেউল, বেজি; চতুর্থ পাণ্ডব, মাদ্রীপুত্র; শিব।

**নকুলদানা**—বিঃ চিনির রসে পাক দেওয়া দানার মত মিষ্টান্ন।

**নকুলে**—বিণঃ নকল বা ভাঁড়ামি করিয়া রঙ্গ করে এমন, নকল বা অনুকরণ করিতে পটু, পরিহাসপ্রিয়।

**নকুলেশ্বর**—বিঃ শিব; ভৈরববিশেষ।

**নক্ত**—বিঃ রাত্রি। [নজ্+ত]। -চর, -চারী, -ঞ্চর—(১) বিণঃ নিশাচর। (২) বিঃ চোর; রাক্ষস; পেচক।

**নক্তান্ধ**—বিণঃ রাতকানা। বিঃ -তা।

**নক্র**—বিঃ কুমীর। [ন+ক্রম্+অ]। বিঃ (স্ত্রী)ঃ নক্রা। বিঃ -রাজ—হাঙ্গর।

**নক্ষত্র**—বিঃ তারা, তারকাপুঞ্জ ; পুরাণ তথা জ্যোতিষশাস্ত্রে চন্দ্রের পত্নীরূপে উল্লিখিত সাতাশটি তারকা ঃ যথা—অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী মৃগশিরা আর্দ্রা পুনর্বসু পুষ্যা অশ্লেষা মঘা পূর্বফাল্গুনী উত্তর-ফাল্গুনী হস্তা চিত্রা স্বাতী বিশাখা অনুরাধা জ্যেষ্ঠা মূলা পূর্বাষাঢ়া উত্তরাষাঢ়া শ্রবণা ধনিষ্ঠা শতভিষা পূর্বভাদ্রপদা উত্তরভাদ্রপদা রেবতী। বিঃ **-গতি, -বেগ**—অতি দ্রুত গতি, উল্কার তুল্য বেগ। বিঃ **-পতি**—চন্দ্র। বিঃ **-পাত**—নক্ষত্রের পতন, উল্কা-পাত ; (অলংকারে) যশস্বী ব্যক্তির মৃত্যু। বিঃ **-বিদ্যা**—ফলিত জ্যোতিষ, নক্ষত্র দেখিয়া ভবিষ্যতের শুভাশুভ গণনা বিদ্যা। বিঃ **-লোক**—তারকা-মণ্ডিত অঞ্চল, আকাশ।

**নক্সা**—**নকশা**-র রূপভেদ।

**নখ**—বিঃ অঙ্গুলির অগ্রভাগস্থ কঠিন ফলকের ন্যায় উপাস্থি। বিঃ **-কুনি, -কোনি**—নখের কোণ ভিতরে বসিয়া যাওয়া এবং তজ্জনিত প্রদাহ। বিঃ **-দর্পণ**—নখ-ফলকে অলৌকিক উপায়ে ভূত-ভবিষ্যৎ প্রতিবিম্বিত করা যায় বলিয়া বিশ্বাস ; (অলংকারে) কোন বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান। বিঃ **-রঞ্জনী**—যাহা দ্বারা নখ রঞ্জিত বা রঙীন করা যায়, মেহেদি-গাছের পাতা ; নরুণ। বিঃ **-রায়ুধ, নখায়ুধ**—নখই যাহাদের প্রধান অস্ত্র (যেমন সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক ইত্যাদি পশু এবং ঈগল শকুন ইত্যাদি পক্ষী)। বিঃ **-শূল**—নখের কুনি রোগ। বিঃ **নখাঘাত**—নখ দিয়া আঘাত বা আঁচড়।

**নখর**—বিঃ শিকারী পক্ষী জন্তু ইত্যাদির তীক্ষ্নধার নখ।

**নখিন্দর**—বিঃ চাঁদ সদাগরের পুত্র।

**নখী**¹—বিণঃ তীক্ষ্ন নখবিশিষ্ট।

**নখী**²—বিঃ গন্ধদ্রব্যবিশিষ্ট (একপ্রকার সামুদ্রিক শামুকের খোলা যাহা ভাজিলে সুগন্ধ বাহির হয়)।

**নগ**—বিঃ পাহাড়, পর্বত ; গাছ। [ন+গম্+অ]। বিঃ **-নন্দিনী**—হিমালয়ের কন্যা, উমা, পার্বতী, গৌরী ; দুর্গা-দেবী। বিঃ **-পতি, -রাজ, নগাধিপ, নগাধিরাজ, নগেন্দ্র**—পর্বতশ্রেষ্ঠ, হিমালয়।

**নগণ্য**—বিণঃ গণনার অযোগ্য, ধর্তব্য নহে, তুচ্ছ, সামান্য।

**নগদ**—(১) বিঃ যে অর্থ চেক ইত্যাদিতে আবদ্ধ নহে অর্থাৎ টাকা পয়সা নোট ইত্যাদি, ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত দাম (নগদ দিয়া ক্রয় করা)। (২) বিণঃ ক্রয়কালে প্রদেয় (নগদ টাকা)। [আ]। বিঃ **-বিদায়**—কাজ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেয় পারিশ্রমিক। বিণঃ **নগদা**—কাজ শেষ হইলেই মজুরি দিতে হয় এমন, সঙ্গে সঙ্গে প্রদেয় (নগদা দাম, নগদা কারবার)। বিঃ **নগদী**—জমি-দারের পাইকপেয়াদা বরকন্দাজ ইত্যাদি, খাজনা আদায়কারী কর্ম-চারী।

**নগর**—বিঃ শহর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **নগরী**। বিঃ **-কীর্তন, -সঙ্কীর্তন, -সংকীর্তন**—দলবদ্ধভাবে নগরের পথে পথে ঘুরিয়া ভগবানের নামগান। বিঃ **-চত্বর**—নগরের মধ্যে ক্রয়বিক্রয়ের স্থান, বাজার। বিঃ **-পাল**—নগর রক্ষক, কোটাল। বিণঃ **-স্থ**—নগরে

অবস্থিত। বিঃ **নগরাধ্যক্ষ**—নগরের শাসনকর্তা, মেয়র শেরিফ পুলিশ-কমিশনার ইত্যাদি নগরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। বিণঃ **নগরিয়া**—**নগুরে** দ্রষ্টব্য। বিণঃ **নগরীয়**—শহর-সম্বন্ধীয়, পৌর, নাগরিক। বিঃ **নগরোপান্ত**—নগরের নিকটবর্তী স্থান বা সীমা।

**নগুরে, নগরিয়া**—বিণঃ নগরবাসী, শহুরে।

**নগ্ন**—বিণঃ বিবস্ত্র, উলঙ্গ ; অনাবৃত (নগ্নগাত্র) ; খাঁটি, স্পষ্ট (নগ্ন সত্য)। [নজ্‌+ত]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নগ্না**। বিঃ **-তা**। **-ক**—(১) বিণঃ উলঙ্গ। (২) বিঃ ক্ষপণক, বৌদ্ধ বা জৈন সন্ন্যাসী। (স্ত্রী)ঃ **নগ্নিকা**—(১) বিণঃ বিবস্ত্রা, নাবালিকা। (২) বিঃ ঋতুস্রাব হয় নাই এরূপ নারী, শিশুকন্যা।

**নঙ্গর, নোঙ্গর**—বিঃ শিকল বা কাছির সহিত বাঁধা লোহার অঙ্কুশ যাহা সমুদ্র নদী ইত্যাদির জলের নীচে ফেলিয়া জাহাজ নৌকা বাঁধা হয়। [ফা]। ক্রিঃ **নঙ্গর করা, নঙ্গর ফেলা**—নঙ্গর দ্বারা জাহাজ বা নৌকার গতিরোধ করা। ক্রিঃ **নঙ্গর তোলা**—নঙ্গর তুলিয়া লইয়া পোতাদি পুনরায় চালু করা।

**নচিকেতা**—বিঃ কঠোপনিষদে রাজশ্রবার পুত্র, যম-নচিকেতা কথা ঐ উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে, মহাভারতে উদ্দালক-পুত্র নচিকেতার বিবরণ পাওয়া যায়।

**নচেৎ**—অব্যঃ নহিলে, নতুবা, অন্যথায়।

**নচ্ছার**—বিণঃ পাজী, অপদার্থ, নীচ, দুষ্ট, লম্পট।

**নছিব**—বিঃ বরাত, অদৃষ্ট।

**নজর**—বিঃ দৃষ্টি (সু-নজর) ; তত্ত্বাবধান, মনোযোগ (নজর রাখা) ; লক্ষ্য (উঁচু নজর) ; লুব্ধ দৃষ্টি (অর্থে নজর) ; অশুভ দৃষ্টি (নজর লাগা) ; উদারতা বা কার্পণ্যের পরিমাণ, মনোবৃত্তি (বড় নজর, ছোট নজর) ; ঘুষ, নজরানা, উপঢৌকন, ভেট (নজর পাঠানো) ; ভাল ধারনা, পছন্দ (মনিবের সু-নজরে পড়া, নেক নজর), অপছন্দ (কু-নজরে পড়া)। [আ]। বিণঃ **-বন্দী**—(১) বিণঃ বন্দীর ন্যায় চোখে চোখে রাখা হইয়াছে এমন। (২) বিঃ কারাবাস ; তত্ত্বাবধান। বিঃ **-বন্দি**—পাহারার বাহিরে যাইতে পারে না এমন ব্যক্তি। ক্রিঃ **-লাগা**—অশুভ দৃষ্টিতে পড়া।

**নজরানা**—বিঃ রাজা জমিদার ইত্যাদি উচ্চপদের ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎকালে প্রদেয় সেলামী, দর্শনী, ভেট, উপঢৌকন। [আ+ফা]।

**নজির, নজীর**—বিঃ দৃষ্টান্ত, উদাহরণ (সাধারণতঃ আইনে) আদালতে পূর্ববর্তী নির্ধারিত দৃষ্টান্ত।

**নঞ্‌**—অব্যঃ নেতি বা না-বাচক। (ন দ্রষ্টব্য)। বিঃ **-তৎপুরুষ**—'নাই' 'না' 'নয়' ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করিতে নঞ্‌ অব্যয়ের সহিত নিষ্পন্ন তৎপুরুষ সমাস (যথা—অকপট, নামঞ্জুর)। বিণঃ **নঞর্থক**—নেতি-বাচক, অনস্তিত্ববাচক।

**নট**[১]—বিঃ নর্তক, অভিনেতা ('দেহপট সনে নট সকলি হারায়'—গিরিশ)। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **নটী**—নর্তকী, অভিনেত্রী ; বেশ্যা ('নগরের নটী চলে অভিসারে'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-বর**—শ্রেষ্ঠ নর্তক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রীকৃষ্ণ

(নট²-ও দ্রষ্টব্য)। বিঃ **-রাজ, নটেশ্বর**—নর্তক শ্রেষ্ঠ; শিব, নৃত্যরত শিব।

**নট⁴**—বিণঃ নষ্ট, লম্পট, বহু নারীর সহিত প্রণয়ে লিপ্ত এমন। বিঃ **-খট, -খটি**—ঝগড়া, ঝঞ্ঝাট, বিরক্তিকর ছোট-খাট গোলমাল। বিণঃ **-খটে**—বিরক্তি-কর, গোলমেলে, ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। বিঃ **-ঘট, -ঘটি**—নষ্ট ঘটনা; অবৈধ প্রণয়, কলঙ্কময় ঘটনা। বিণঃ **-ঘটে**—অবৈধ প্রণয় জাতীয় ঘটনাযুক্ত। **-বর**—(১) বিণঃ লম্পট শ্রেষ্ঠ। (২) বিঃ শ্রীকৃষ্ণ (**নট¹**-ও দ্রষ্টব্য)।

**নট⁵**—বিঃ বর্ণ সংকর জাতিবিশেষ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **নটী**—বেশ্যা।

**নট⁶**—বিঃ সংগীতের রাগবিশেষ (ছায়া-নট)। বিঃ **-নারায়ণ**—সংগীতের রাগ-বিশেষ।

**নটকান**—বিঃ একজাতীয় ছোট গাছ ও তাহার বীজ যাহাতে বাসন্তী রং হয়।

**নটিনী**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ নর্তকী, বারাঙ্গনা।

**নটিয়া, নটে**—বিঃ শাকবিশেষ। [দেশী]।

**নড়চড়**—বিঃ অন্যথা (কথার নড়চড়), স্থানচ্যুতি (জিনিসের নড়চড়)।

**নড়ন**—বিঃ বিচলন, নড়া, সঞ্চলন। [নড়্ +অন]। বিঃ **-চড়ন**—স্পন্দন, বিচলন। বিণঃ **-চড়নহীন**—অসাড়, স্তব্ধ, স্থির।

**নড়নড়, নড়বড়**—অব্যঃ ঢিলা বা শিথিল-তার ভাব, সংলগ্ন থাকিয়া নড়ন, একেবারে খসিয়া পড়ে নাই এমন ভাব। বিণঃ **নড়নড়ে, নড়বড়ে**—শিথিল, ঢিলা, নড়া (নড়নড়ে বা নড়বড়ে দাঁত)।

**নড়া¹**—(১) ক্রিঃ আন্দোলিত হওয়া, কম্পিত হওয়া (হাওয়ায় পাতা নড়া); আলগা বা শিথিল হওয়া (দাঁত নড়া); চলা, সরা (নড়তে পারব না); অন্যথা হওয়া (কথা নড়া)। (২) বিঃ, বিণঃ উক্ত সকল অর্থে ব্যবহৃত। বিঃ **-চড়া**—এদিক ওদিক যাওয়া, শরীর সঞ্চালন। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ নাড়া, আন্দোলিত করা; সরানো; স্থানচ্যুত করা; শিথিল করা, অন্যথা করানো। (২) বিঃ, বিণঃ উক্ত অর্থসমূহে।

**নড়া²**—বিঃ (তুচ্ছার্থে) বাহু, হাত (নড়া ধরে টেনে তোলা)।

**নড়ি**—বিঃ যষ্টি, লাঠি; অবলম্বন (অন্ধের নড়ি, বৃদ্ধের নড়ি)।

**নত**—বিণঃ অবনত, হেঁট, আনত ('নত নেত্র কিরণ সম্পাতে'—রবীন্দ্র); নম্র (নত আচরণ); অনুন্নত, নিম্ন; প্রণত। [নম্+ত]। বিণঃ **-জানু**—হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে এমন। বিণঃ **-নাস, -নাসিক**—খাঁদা। বিণঃ **-শির**—নতমস্তক।

**নতি**—বিঃ নত হওয়ার অবস্থা; প্রণাম; নমন, নম্রতা; বিনীত প্রার্থনা; ঝোঁক, হেলন; (গণিতে) দুই রেখা বা তলের অগ্রবর্তী বা সম্মুখস্থ কোণ, inclination।

**নতুন**—বিণঃ নূতন।

**নতুবা**—অব্যঃ অন্যথায়, নহিলে, নচেৎ।

**নতোদর**—বিণঃ মধ্যভাগ নত এমন, concave।

**নতোন্নত**—বিণঃ উঁচুনীচু, নিম্ন ও উচ্চ, এবড়ো-খেবড়ো।

**নন্তা**—বিঃ প্রসবের পর নবম দিবসে হিন্দুদের পালনীয় সংস্কারবিশেষ।

**নথ**—বিঃ নাকের একপার্শ্বে পরিবার বলয়াকার তারের ন্যায় সরু গহনা-বিশেষ। বিঃ **নথ ঝাড়া**—স্ত্রীর গঞ্জনা।

**নথি**—বিঃ সুতা দিয়া গাঁথা কাগজপত্র, কোন বিষয় সংক্রান্ত কাগজের তাড়া ; প্রামাণিক কাগজপত্র। বিণঃ **-ভুক্ত, -শামিল**—প্রামাণিক কাগজপত্রের বা দলিলের অন্তর্ভুক্ত। বিঃ **-নিবন্ধ**—নথির তালিকা পুস্তক বা লিখিত বিবরণ, file-register। বিঃ **নথি-নিষ্পত্তিপত্রী**—নথির কাজ সমাপ্তির কথা লিখিত কাগজ।

**নদ**—বিঃ নদীর পুংলিঙ্গ, দামোদর সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র শোণ ইত্যাদি পুং-নামযুক্ত জলপ্রবাহ।

**নদী**—বিঃ স্বাভাবিক জলপ্রবাহ, প্রবাহিণী, স্রোতস্বিনী, স্রোতস্বতী, তরঙ্গিনী, তটিনী। বিঃ **-গর্ভ**—নদীর দুই তীরের মধ্যবর্তী স্থান, নদীর খাত, riverbed। বিণঃ **-বহুল**—অনেক নদীবিশিষ্ট। বিণঃ **-মাতৃক**—নদী যাহার মাতার ন্যায় অর্থাৎ নদীহেতু যে দেশ উর্বরা এবং শস্য-সমৃদ্ধ, নদীবহুল। বিঃ **-মুখ**—যেখানে নদী সাগরের সহিত মিলিত হয়, নদীর মোহনা।

**নদের চাঁদ**—বিঃ নদীয়া নামক অঞ্চলের চাঁদ বা আনন্দদায়ক গৌরবস্বরূপ ব্যক্তি, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের এক নাম, নবদ্বীপ চন্দ্র ; (ব্যঙ্গে) বাজে লোক।

**নদ্ধ**—বিণঃ বদ্ধ।

**নধর**—বিণঃ পুষ্ট, (নধর গঠন); গোলগাল, সুডোল ; কমনীয় (নধর কান্তি); তাজা।

**নন**—নহা দ্রষ্টব্য।

**ননদ**—বিঃ স্বামীর ভগিনী বা বোন। বিঃ (কাব্যে) **ননদী, ননদিনী**। বিঃ **ননদাই, নন্দাই**—ননদের স্বামী।

**ননন্দা, ননান্দা**—বিঃ ননদ।

**ননি, ননী**—বিঃ মাখন, দুধের সর হইতে প্রস্তুত স্নেহ পদার্থবিশেষ, নবনীত। **ননির পুতুল**—ননিদ্বারা গঠিত পুতুল যেমন একটু তাপেই গলিয়া যায় সেইরূপ কোমল বা নরম অঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তি ; কষ্ট সহিতে অক্ষম, আদুরে গোপাল।

**নন্দ**—বিঃ আনন্দ ; শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা। বিঃ **-লাল, -দুলাল**—নন্দের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণ ('গোকুলে নন্দ নাচে পাইয়ে গোবিন্দ'—লোঃ সঃ)।

**নন্দন**—(১) বিঃ পুত্র ; স্বর্গে অবস্থিত ইন্দ্রের উদ্যান। (২) বিণঃ আনন্দদায়ক।

**নন্দা**[১]—বিঃ দুর্গাদেবী ; (জ্যোতিষ) প্রতিপদ ষষ্ঠী ও একাদশী তিথি।

**নন্দা**[২]—বিঃ ননদ। বিঃ (পুং) **-ই**—ননদের স্বামী।

**নন্দি, নন্দী**—(১) বিঃ শিবের অন্যতম প্রধান অনুচর। (২) বিণঃ আনন্দজনক, আনন্দিত। [নন্দ্+ই, নন্দ্+ইন্]। বিঃ **-কেশ, -কেশ্বর**—নন্দী নামধারী শিবের অনুচর। বিঃ **-ভৃঙ্গী, -ভৃঙ্গ**—শিবের প্রধান দুই অনুচর নন্দি ও ভৃঙ্গি ; (ব্যঙ্গে) মোসাহেব।

**নন্দিগ্রাম**—বিঃ রামায়ণে বর্ণিত গ্রাম-বিশেষ।

**নন্দিঘোষ**—(১) বিঃ অর্জুনের রথ, আনন্দজনক ঘোষণা। (২) বিণঃ হর্ষজনক-শব্দযুক্ত।

**নন্দিত১**—বিণঃ আনন্দিত। [নন্দ্+ত]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নন্দিতা**।

**নন্দিত২**—বিণঃ আনন্দ দেওয়া হইয়াছে এমন, তুষ্ট করা হইয়াছে এমন। [নন্দ্+ণিচ্+ত]। ('দেশ দেশ নন্দিত করি'—রবীন্দ্র)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নন্দিতা**।

**নন্দিনী**—(১) বিঃ কন্যা; বশিষ্ঠ-মুনির কামধেনু, সুরভির কন্যা। (২) বিণঃ আনন্দদায়িকা। [নন্দ্+ণিচ্+ইন্+ঈ]।

**নন্দিপুরাণ**—বিঃ নন্দিকথিত উপ-পুরাণবিশেষ।

**নন্দ্য**—বিণঃ আনন্দের যোগ্য। [নন্দ্+য]।

**নপুংসক**—বিঃ ক্লীব, হিজড়া; খোজা, ছিন্নমুষ্ক; পুরুষত্বহীন।

**নফর**—বিঃ চাকর, ভৃত্য। [আ]। বিঃ **নফরালি**—নফরের কাজ, চাকরের বৃত্তি।

**নব১**—বিণঃ নূতন ('নব নব পূর্বাচলে'—রবীন্দ্র); সদ্য উৎপন্ন, সদ্যো-জাত। [নু+অ]। বিঃ **-কার্তিক**—নবজাত কার্তিকেয়ের ন্যায় সুন্দর; (ব্যঙ্গে) কুৎসিত ব্যক্তি; (অলং-কারে) নাগর, প্রণয়ী। বিঃ **-কুমার**—নবজাত বালক। বিণঃ **-জলধরশ্যাম**—নূতন জলভরা মেঘের ন্যায় কৃষ্ণাভ বা নীলবর্ণ। বিণঃ **-জাত**—সদ্যপ্রসূত বা উৎপন্ন। বিঃ **-জাতক**—সদ্যোজাত শিশু। বিঃ **-জীবন**—নূতন জীবন, পুনর্জীবন, কঠিন রোগের পরে প্রাপ্ত স্বাস্থ্য বা বল এবং দুর্দশাপন্ন অবস্থার পর প্রাপ্ত নূতন উন্নত অবস্থা। বিঃ **-জ্বর**—নূতন জ্বর, তরুণ জ্বর। বিঃ **-তঙ্কা, নবতঙ্কা**—কিছুই নহে, ফাঁকি, অবজ্ঞা উপেক্ষা ইত্যাদি সূচক শব্দ। বিঃ **-বিধান**—নূতন নিয়ম, কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজের শাখাবিশেষ। বিঃ **-মল্লিকা, -মালিকা**—মল্লিকা বা মালতী জাতীয় ফুল বা গাছবিশেষ। বিঃ, বিণঃ **-যুবক**—যৌবন আরম্ভ হইয়াছে এমন। বিঃ, বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-যুবতী**। বিঃ **-যৌবন**—নূতন পাওয়া যৌবন। বিঃ, বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-যৌবনা**—নবযুবতী, নূতন যৌবন লাভ করিয়াছে এমন কন্যা বা নারী।

**নব২**—বিঃ, বিণঃ নয়, ৯ অঙ্ক, সংখ্যা বা সংখ্যক। [নু+অন]। বিঃ **-গুণ, -লক্ষণ**—আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন নিষ্ঠা বৃত্তি তপঃ ও দান—ব্রাহ্মণ বা কুলীনের এই নয়টি গুণ বা কুললক্ষণ। বিঃ **-গ্রহ**—সূর্য চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু ও কেতু—এই নয়টি গ্রহ। বিঃ **-দুর্গা**—পার্বতী ব্রহ্মচারিণী চন্দ্রঘণ্টা কুষ্মাণ্ডা স্কন্দমাতা কাত্যায়ণী কাল-রাত্রি সিদ্ধিদা মহাগৌরী—এই নয় প্রকার দুর্গামূর্তি। বিঃ **-দ্বার**—দুই চক্ষু দুই কর্ণ দুই নাসারন্ধ্র মুখ পায়ু ও উপস্থ—দেহের এই নয়টি ছিদ্র বা পথ। অব্যঃ, ক্রি-বিণঃ, বিণঃ **-ধা**—নয় খণ্ড বা নয় খণ্ডে, নয় প্রকার বা নয় প্রকারে, নয় বার বা নয় বারে। বিঃ **-পত্রিকা**—কলা কচু হলুদ ধান বেল ডালিম অশোক জয়ন্তী ও মান-কচু—এই নয়টি গাছের পাতা দিয়া রচিত স্ত্রীমূর্তি বা দেবীমূর্তি যাহা সপ্তমী পূজার প্রারম্ভে অর্চিত হয়, কলাবউ (প্রবাদ—গণেশ পত্নী)। বিঃ **-রত্ন**—মুক্তা মাণিক্য বৈদূর্য

গোমেদ হীরক বিদ্রুম পদ্মরাগ মরকত নীলকান্ত (মতান্তরে অন্যবিধ) —এই নয়টি রত্ন ; কালিদাস বেতালভট্ট বররুচি বরাহমিহির অমরসিংহ ধন্বন্তরি ক্ষপণক শঙ্কু ও ঘটকর্পর—রাজা বিক্রমাদিত্যের এই নয়জন সভা-পণ্ডিত। বিঃ **-রস**—আদি বা শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র অদ্ভুত বীর ভয়ানক বীভৎস শান্ত—অলংকার-শাস্ত্রে বর্ণিত কাব্যের এই নয়প্রকার রস। বিঃ **-রাত্র**—আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত নয় তিথিতে কৃত্য দুর্গাব্রত। বিঃ **-লক্ষণ**—**নবগুণ** দ্রষ্টব্য। বিঃ **-শায়ক,** (কথ্য) **শাক,** (কথ্য) **শাখ** —সদ্গোপ তিলি মালী ময়রা তাঁতী কামার কুমার বারুই নাপিত —বাঙালী হিন্দুজাতির এই নয়টি শ্রেণী।

**নবত, নবৎ**—**নওবত** দ্রষ্টব্য।

**নবতি**—বিঃ, বিণঃ নব্বই অঙ্ক, সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণঃ **-তম**—নব্বই সংখ্যার পূরক।

**নবনি, নবনীত**—বিঃ ননি, মাখন। বিঃ **নবনীতক**—ঘৃত, ননি।

**নবম**—বিণঃ নয় সংখ্যার পূরক। **নবমী** —(১) বিঃ (স্ত্রী)ঃ তিথিবিশেষ, চান্দ্রপক্ষের নবম দিবস। (২) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ নয় সংখ্যার পূরণকারিণী।

**নবহু**—বিঃ (প্রাঃ কাব্যে) নবীন, নূতন।

**নবাংশ**—বিঃ (জ্যোতিষ শাস্ত্রে) কুম্ভ মেষ কন্যা ইত্যাদি দ্বাদশ লগ্নের প্রত্যেকের নয় ভাগের এক-এক ভাগ।

**নবাগত**—বিণঃ যে নূতন আগমন করিয়াছে এরূপ।

**নবান্ন**—বিঃ হৈমন্তী বা হেমন্তকালে নূতন ধান কাটার পর অগ্রহায়ণ মাসে হিন্দুদের মধ্যে দুধ গুড় নারিকেল ইত্যাদির সহিত নূতন আতপ চাল খাইবার উৎসববিশেষ ('নতুন ধান্যে হবে নবান্ন তোমার ভবনে ভবনে'—রবীন্দ্র)।

**নবাব**—বিঃ বাদশাহী আমলের মুসলমান শাসক সামন্ত বা রাজপ্রতিনিধি, বাদশাহ প্রদত্ত মুসলমানী খেতাব ; (ব্যঙ্গে) নবাবের তুল্য বিলাসী আরামপ্রিয় ব্যক্তি। [আ]। বিঃ **-জাদা** —নবাবের পুত্র। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-জাদী**। বিঃ **-নাজিম**—(মুসলমান) প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও বিচারক। বিঃ **-পুত্তুর** (ব্যঙ্গে)—নবাবপুত্রের ন্যায় সম্ভ্রান্ত লোক। বিঃ **নবাবি**—নবাবের ন্যায় আচার-আচরণ। **বিণঃ নবাবী**—নবাব-সম্বন্ধীয় (নবাবী আমল) ; নবাবের ন্যায় (নবাবী চাল)।

**-নবিস**[১], **-নবীস, -নবিশ, -নবীশ**—বিঃ লেখক (হিসাবনবিস, নকলনবিস)। [ফা]। বিঃ **-নবিসি**—লেখকগিরি।

**নবিস**[২]—বিঃ নূতন শিক্ষার্থী ; আনাড়ী লোক, যে ব্যক্তি কোন কাজে দক্ষ নহে, novice। বিঃ **নবিসি**—প্রথম শিক্ষার্থীর কাজ।

**নবী**—বিঃ ঈশ্বরের দূত, পয়গম্বর।

**নবীকরণ**—বিঃ পুনরায় নূতন করিয়া গঠন, জীর্ণসংস্কার, মেরামতকরণ। বিণঃ **নবীকৃত**।

**নবীন**—বিণঃ নূতন, নব, নব্য, তরুণ (নবীন তপস্বী), আধুনিক। **বিণঃ** (স্ত্রী)ঃ **নবীনা**—তরুণী, নবযৌবনা। বিঃ **-তা, ত্ব**।

**নবীভবন, নবীভাব**—বিঃ নূতনত্ব লাভ, সংস্কৃত হওন। বিণঃ **নবীভূত**—নূতনত্ব প্রাপ্ত।

**নবোঢ়া**—বিণঃ (স্ত্রী)ঃ নব পরিণীতা ; নূতন বিবাহিতা স্ত্রী। [নব+ঊঢ়া]।

**নবোদয়**—বিঃ নূতন আবির্ভাব, নব-প্রকাশ।

**নবোদিত**—বিণঃ নূতন আবির্ভূত ; সদ্য উদিত হইয়াছে এমন (নবোদিত সূর্য)।

**নবোদ্ভাসিত**—বিণঃ নূতন প্রকাশিত ; নূতন দীপ্ত ; নবশোভিত।

**নবোদ্যম**—বিঃ প্রথম প্রচেষ্টা, নবপ্রযত্ন ; প্রথম উদ্যম।

**নবোন্মেষ**—বিঃ নূতন সঞ্চার বা উদ্রেক ; নূতন বিকাশ বা স্ফুরণ।

**নব্বই,** (কথ্য) **নব্বুই**—বিঃ বিণঃ ৯০ সংখ্যা বা সংখ্যক, নবতি।

**নব্য**—বিণঃ নবীন, আধুনিক, অপ্রবীণ ; অধুনাতন, তরুণ, এখনকার ; ইদানী-ন্তন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নব্যা**।

**নভ, নভঃ**—বিঃ আকাশ ; গগন, শূন্য ('নিশীথ নভে শুনিব কবে গভীর গান'—রবীন্দ্র) ; শ্রাবণ মাস। বিঃ **নভশ্চক্ষুঃ**—সূর্য। **নভশ্চর**—(১) বিণঃ গগনচারী, আকাশচারী। (২) বিঃ পক্ষী, পাখি ; গ্রহ-নক্ষত্রাদি ; গন্ধর্ব ও বিদ্যাধর ইত্যাদি ; বায়ু, নক্ষত্র, মেঘ, সূর্যাদি গ্রহ। বিঃ **নভস্তল, -স্থল**—আকাশপৃষ্ঠ, গগন-দেশ। বিণঃ **-স্থ, -স্থিত**—আকাশস্থ, শূন্যে অবস্থিত। বিণঃ **নভস্পৃক**—গগনস্পর্শী। বিঃ **নভস্বান্**—বায়ু, পবন। বিঃ **নভস্য**—ভাদ্র মাস।

**নভেম্বর**—বিঃ ইংরেজী বৎসরের একাদশ মাস, November।

**নভেল**—বিঃ উপন্যাস, novel। বিঃ **নভেলিয়ানা**—উপন্যাসে লিখিত নায়ক-নায়িকার ন্যায় ভাবপ্রবণ আচার-আচরণ।

**নভোনীল**—(১) বিঃ আকাশের নিলীমা, আশমানী রঙ্। (২) বিণঃ আশমানী রঙ্‌বিশিষ্ট।

**নভোমণ্ডল**—বিঃ নভস্তল, মণ্ডলাকার আকাশদেশ ; গগনমণ্ডল ; আকাশ।

**নম**—**নমঃ**-এর চলিতরূপ। ক্রিঃ **নমা**—(কাব্যে) প্রণাম করা ('হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে'—রবীন্দ্র)। ক্রিঃ **নম করা**—প্রণাম করা। **নম-নম করে সারা**—যথাবিহিত কার্য না করিয়া সংক্ষেপে সমাধা করা।

**নমঃ**—বিঃ নমস্কার, প্রণাম, নিবেদন, দান।

**নমঃশূদ্র**—**নমশূদ্র**-এর বানানভেদ।

**নমন**—বিঃ নতি, মস্তক নতকরণ ; নত হওন, নমস্করণ, প্রণাম।

**নমনীয়, নম্য**—বিণঃ নমন-যোগ্য ; নোয়ানো যায় এমন। বিঃ **-তা**।

**নমশূদ্র**—বিঃ বাঙালী হিন্দু জাতি-বিশেষ।

**নমস্কর্তা**—বিঃ নমস্কারকারী।

**নমস্কার**—বিঃ নতি, নমঃ, প্রণাম ; যুক্ত-কর কপালে ঠেকাইয়া অভিবাদন। **নমস্কার্য** — নমস্কারকরণোপযোগী ; নমস্য। বিণঃ **নমস্কৃত**—প্রণমিত ; নমস্কার করা হইয়াছে এমন।

**নমস্কারী**—বিঃ হিন্দুদের বিবাহাদিতে কুটুম্বগণকে বস্ত্রাদি উপঢৌকন প্রদান।

**নমস্য**—বিণঃ প্রণম্য, পূজনীয় ; নম-স্কারের যোগ্য। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নমস্যা**।

**নমাজ**—বিঃ কোরান নির্দিষ্ট ভগবদ্‌উপাসনা। [আ]। বিণঃ **নমাজী**—নমাজকারী ; ধর্মপ্রাণ, ধর্মনিষ্ঠ।

**নমাসে-ছমাসে**—ক্রি-বিণঃ বহু দিন অন্তর ; কাচিৎ, কখনও, কখন-সখন।

**নমিত**—বিণঃ নমস্কৃত, যাহাকে নত করা হইয়াছে এমন ; বিনীত ; আনত।

**নমুনা**—বিঃ নিদর্শন, আদর্শ ; কৃতকর্ম বা বস্তুর সামান্য অংশের যে নিদর্শন দেখিয়া সমস্ত বস্তু বা কার্যের স্বরূপ বুঝা যায়। [ফা]।

**নম্বর**—বিঃ ক্রম-নির্দেশক বা উৎকর্ষ-নির্দেশক সংখ্যা (দ্বিতীয় নম্বর, পাশ নম্বর ; নোটের, বাড়ির, গাড়ির নম্বর ইত্যাদি) ; number। বিণঃ **নম্বরী**—নম্বরযুক্ত (সংক্ষেপে—নং)।

**নম্য**—**নমনীয়** দ্রষ্টব্য।

**নম্র**—বিণঃ নত, অনুদ্ধত ; বিনীত, নিরহঙ্কার, শান্ত ; কোমল, নমনীয় (নম্র নমস্কার)। বিঃ **-তা**।

**নয়**১—বিঃ গুরুর মুখে পাওয়া যায় এমন উপদেশ ; ন্যায় ; নীতি, নীতিশাস্ত্র। [নী+অ]। বিঃ **নয়জ্ঞ, -বিৎ, -বিদ্**—নীতিশাস্ত্রজ্ঞ। বিঃ **-জ্ঞান**—ধর্ম-সমাজ-রাজনীতি—এই তিন শাস্ত্র-জ্ঞান।

**নয়**২—(১) ক্রিঃ না হয়, নহে (সে কবি নয়)। (২) বিঃ অসত্য, মিথ্যা : অপ্রকৃত ('ধনবলে 'হয়'-কে করে 'নয়')। (৩) অব্যঃ না হয়, নতুবা, কিংবা, অথবা (হয় তুমি, নয় সে)। ক্রিঃ **-ক, -কো**—না হয়, নহে। **-ত, -তো**—(১) অব্যঃ (সমুঃ) না হয়, নতুবা (হয় আমি, নয়ত তুমি)। (২) ক্রিঃ অবশ্যই নহে (তুমি নয়ত)।

**নয়**৩—বিঃ বিণঃ ৯ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ **-ছয়**—নষ্ট, অপচয়, ক্ষতি, তছনছ ; বিশৃঙ্খলতা ('অফিসের খাতাপত্র নয়-ছয় করা হয়েছে')।

**নয়ন**১—বিঃ নেত্র, চক্ষু ; চোখ। বিণঃ **-গোচর**—নেত্রপথবর্তী ; দৃষ্টিপথে পতিত। বিঃ **-চকোর**—**চকোর** দ্রষ্টব্য। বিঃ **-জল, -নীর**—নেত্রজল, অশ্রু—('নয়ন নীরেতে ভাসি')। বিঃ **-ঠার**—চোখের ইশারা ; অপাঙ্গ-দৃষ্টি। বিঃ **-তারা**—নেত্রতারকা। বিঃ **-বাণ**—অন্তর্ভেদী শরতুল্য কটাক্ষ। বিঃ **-মণি**—নয়নতারা।

**নয়ন**২—বিঃ আনয়ন, প্রাপন, ক্ষেপণ, যাপন, লইয়া যাওন, পাওয়াইয়া দেওন ; অতিবাহন। [নী+অন]।

**নয়নজুলি**—**জুলি** দ্রষ্টব্য।

**নয়নসুখ**—বিঃ মিহি সুতী কাপড়-বিশেষ। [হি]।

**নয়না**—বিঃ কটাক্ষ, অপাঙ্গদৃষ্টি, চক্ষু (নয়না হানা)। [হি]।

**নয়নানন্দ**—(১) বিঃ চক্ষুর আনন্দ। (২) বিণঃ যাহাকে দেখিলে আনন্দ হয় এরূপ।

**নয়নাভিরাম**—বিণঃ চক্ষুর আনন্দজনক ; প্রিয়দর্শন।

**নয়নী**—বিঃ নেত্রবতী, নয়ন-বিশিষ্টা ; নেত্রতারা।

**নয়নোপান্ত**—বিঃ নেত্রপ্রান্ত ; অপাঙ্গ ; চক্ষুর কোণ।

**নয়ল**—বিণঃ নূতন।

**নয়া**—বিণঃ নূতন, অভিনব [হি]।

**নয়ান**—**নয়ন**১এর কোমল রূপ।

**নয়ানজুলি**—**নয়নজুলি**-র রূপভেদ।

**নর**১—বিঃ মনুষ্য, পুরুষ মানুষ ; ঋষিবিশেষ ; অর্জুন ; যে ক্রমে বুদ্ধি

পায়। [নৃ+অ]। বিঃ (স্ত্রী): **নারী**। বিঃ **-কঙ্কাল**—মানুষের অস্থি বা অস্থিময় কাঠামো। বিঃ **-কপাল**—মড়ার মাথা। বিণঃ **-নারায়ণ**—পৌরাণিক ঋষিদ্বয় যাঁহারা অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন। বিঃ **-পতি**—রাজা, নৃপতি। বিঃ **-পিশাচ**—পিশাচের ন্যায় ঘৃণ্য প্রকৃতির মানুষ। বিঃ **-পশু**—পশু প্রকৃতির মানব। বিঃ **-পুঙ্গব**—নরশ্রেষ্ঠ; পুরুষ প্রধান। বিঃ **-মেধ**—যে যজ্ঞে নরবলি হইত। বিঃ **-লোক**—মনুষ্যলোক, মর্ত্যধাম। বিঃ **-সমাজ**—সমাজ দ্রষ্টব্য। বিঃ **-সিংহ, -হরি, নৃসিংহ**—সিংহাকৃতি বিষ্ণুর অবতার; কটিদেশ পর্যন্ত নরাকৃতি ও অবশিষ্ট সিংহাকৃতি: পুরুষ শ্রেষ্ঠ: নরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিঃ **-সুন্দর**—নাপিত।

**নর**[২]—বিঃ পঙ্‌ক্তি, সারি, শ্রেণী। বিণঃ **নরী**—পঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট (এক নরী হার)।

**নরক**—বিঃ প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত্যুর পর পাপী যেখানে শাস্তি ভোগ করে: যমালয়, নিরয়, জাহান্নম, জঘন্য স্থান; ঐ নামের দৈত্য। বিঃ **-কুণ্ড**—নরকের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক স্থান: অতি নোংরা, কদর্য স্থান। **-গুলজার**—**গুলজার** দ্রষ্টব্য। বিঃ **-যন্ত্রণা**—পাপের শাস্তিস্বরূপ যে অসহ্য কষ্ট এবং যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। বিণঃ **-স্থ**—নরকপ্রাপ্ত; নরকে অবস্থিত।

**নরকান্তক**—বিঃ নরকাসুর নিধনকারী বিষ্ণু।

**নরদমা, নরদামা**—যথাক্রমে **নর্দমা** ও **নর্দামা**-র বানানভেদ।

**নরম**—বিণঃ কোমল (নরম বিছানা); মৃদু, অতীক্ষ্ণ (নরম কথা, নরম সুর); অনুগ্র, শান্ত (নরম স্বভাব); ভাবপ্রবণ, দয়া-স্নেহ-মায়া-অনুকম্পার দ্বারা যাহা সহজে আবিষ্ট হয় (ভগবতী দেবীর মনটি ছিল খুব নরম): আর্দ্র, অনুকূল, বশীভূত (মন নরম হওয়া); আলগা, ঢিলা: শিথিল (কঠিন বাঁধন নরম হ'বে); ঘনীভূত নহে এমন (নরম পাকের সন্দেশ); মিয়ানো (নরম মুড়ি); কমজোর, অপ্রবল (তাকে নরম পেয়ে সকলেই তার বাড়িতে উপদ্রব করে); হ্রাস (জ্বরটা নরম পড়েছে); স্নিগ্ধ (নরম আলোটা জেবলে দাও)। [ফা]। বিণঃ **-গরম**—মিঠেকড়া; কোমলে-কঠোরে মিশ্রিত (বেশ নরম-গরম চিঠি পেয়েছি)।

**নরমান**—(১) ক্রিঃ নরম করা বা হওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**নরসুন্দর**—**নর**[১] দ্রষ্টব্য।

**নরা**—নর[১]-এর বিকৃত রূপ ('নরা গজা বিশে শয়'—খনাঃ)।

**নরাধম**—বিঃ মনুষ্যাধম: অতিশয় হীন মানুষ: দুরাত্মা।

**নরাধিপ**—বিঃ রাজা, নৃপতি।

**নরান্তক**—(১) বিঃ অন্তক; যম; কাল। (২) বিণঃ নরঘাতী: নর-খাদক; নরহত্যাকারী।

**নরী**—**নর**[২] দ্রষ্টব্য।

**নরুন, নরুণ**—বিঃ নখ কাটিবার অস্ত্র। বিণঃ **-পেড়ে**—নরুন-এর ন্যায় পাড়-বিশিষ্ট।

**নরেন্দ্র, নরেশ**—বিঃ নরপতি: শ্রেষ্ঠনর (স্বামীজীর পূর্বাশ্রমের নাম)।

**নরোত্তম**—বিঃ পুরুষোত্তম ; বিষ্ণু ; রাজা ; বৈষ্ণব পদকর্তা নরোত্তম দাস।

**নর্তক**—বিণঃ বিঃ নৃত্যজীবী ; নট ; নৃত্যকারী। বিঃ (স্ত্রী) ঃ **নর্তকী**।

**নর্তন**—বিঃ নৃত্যকরণ ; নাচন ; নাচ। বিঃ **-শালা**—নাচঘর, নৃত্যগৃহ। বিণঃ **নর্তিত**—নর্তনশীল ; যাহাকে নৃত্য করানো হইয়াছে এমন ; নাচানো হইয়াছে এমন ; আন্দোলিত ; কম্পিত।

**নর্দমা, নর্দামা**—বিঃ পয়ঃপ্রণালী ; ড্রেন ('বহিছে মদের নদী তব নর্দমায়')।

**নর্দিত**—বিণঃ শব্দিত ; নিনাদিত। বিঃ **নর্দন**—ভীমনাদ।

**নর্ম**—বিঃ বিলাস ; ক্রীড়া ; কৌতুক ; প্রমোদ-বিহার ; রঙ্গ। বিঃ **-সখী, -সহচরী, -সঙ্গিনী** — খেলুনী ; ক্রীড়াসহচরী ; ক্রীড়াসঙ্গিনী, সহধর্মিনী। বিঃ **-সচিব, -সহচর**—ক্রীড়াসহচর ; পারিষদ ; মোসাহেব ; বিদূষক।

**নর্মদা**—(১) বিঃ বিন্ধ্য পর্বত হইতে নির্গতা নদীবিশেষ। (২) বিণঃ সুখদায়িকা, পরিহাসকারিণী।

**নল**—বিঃ খাগড়া ; শরগাছ ; শূন্যগর্ভ দণ্ড ; চোঙ্গা ; পাইপ, দৈর্ঘ্যের মাপবিশেষ ; ডাঁটা ; দময়ন্তীর স্বামী, নলরাজা, ঐ নামের রাম-অনুচর। বিঃ **-কূপ**—টিউবওএল, tube-well। ক্রিঃ **নলচালা**—হারানো জিনিস-এর সন্ধানার্থে মন্ত্রদ্বারা নল চালিত করা। বিঃ **নলী, নলিকা**—নল ; চোঙ্গ ; ডাঁটা ; নাড়ী।

**নলা**—বিঃ নলের ন্যায় অঙ্গ বা সরু হাড় (পায়ের নলা) ; বন্দুকের নল (দুই নলা বন্দুক)। বিঃ **সাতনলা**—সপ্তনল প্রহরণ, যাহার দ্বারা পাখি মারা যায়।

**-নলা**—বিণঃ চোঙ্গ বা নলবিশিষ্ট (দোলনা)।

**নলি, নলী**—বিঃ ছোট নল (সুতার নলি) ; ছোট নলের ন্যায় অঙ্গ বা হাড় (হাতের নলি) ; ছোট নলের মত লম্বা পশুপক্ষীর নখ।

**নলিকা**—**নল** দ্রষ্টব্য।

**নলিচা**—বিঃ নলকাঠি ; যে দণ্ডের উপর কলিকা বসানো হয়। [ফা]।

**নলিন**—বিঃ পদ্ম। বিঃ (স্ত্রী) ঃ **নলিনী**—কুমুদিনী, পদ্মিনী ; পদ্মসমূহ ; যে স্থানে প্রচুর পদ্ম জন্মে।

**নলেন**—বিণঃ খেজুরের নূতন রসে তৈয়ারি (নলেন গুড়) ; নূতন খেজুরের গুড় ('সাধে রাঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে'—ঈঃ গুপ্ত)।

**নশ্বর**—বিণঃ অস্থায়ী ; অনিত্য, ক্ষয়শীল, ভঙ্গুর ; নাশশীল। বিঃ **-তা**।

**নষ্ট**—বিণঃ ক্ষয়প্রাপ্ত ; ধ্বংসপ্রাপ্ত (অভাবে স্বভাব নষ্ট) ; অপব্যয়িত (টাকা-শ্রম সবই নষ্ট হইয়াছে) ; পণ্ড (সব আয়োজন নষ্ট হইয়াছে) ; ব্যর্থ, বিফল ('মেহনতের দাম হল না, নষ্ট হল শ্রম') ; বিকৃত, দোষযুক্ত (এক লিটার দুধ নষ্ট হল) ; নষ্ট স্বভাবের স্ত্রীলোক ; অসৎ, দুষ্ট (নষ্ট মেয়ে মানুষ) ; লুপ্ত, গত, হৃত (নষ্ট ধনের উদ্ধার)। বিঃ **-চন্দ্র**—ভাদ্র মাসের শুক্ল বা কৃষ্ণচতুর্থীর চাঁদ, যাহা দৃষ্টিগোচর হইলে দোষ হয়। বিণঃ **-চেতন**—সংজ্ঞাহারা ; হতচেতন ; অচৈতন্য।

বিণঃ **-প্রকৃতি**—দুষ্টস্বভাব; দুষ্ট-বুদ্ধি; দুর্বুদ্ধি। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী): **নষ্টা**—ভ্রষ্টা, কুলটা, কুচরিত্রা। বিঃ **নষ্টাম, নষ্টামি, নষ্টামো**—নষ্টের আচরণ, দুষ্টামি, বদমাশি। বিঃ **নষ্টোদ্ধার**—নষ্ট, হারানো বা বেহাত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি।

**নসিব, নসীব**—বিঃ কপাল, অদৃষ্ট; ভাগ্য। [আ]।

**নস্য**—(১) বিণঃ নাসিকায় ব্যবহার্য। (২) বিঃ তামাকের গুঁড়া যাহা নাসারন্ধ্রে লওয়া হয়; নাকে দিবার ঔষধ; (ব্যঙ্গে) কোনও কাম্য বস্তুর অত্যল্প পরিমাণ।

**নস্যি**—**নস্য**-র কথ্যরূপ ('দস্যি ভেড়ে নস্যি করে তারে'—ঈঃ গুপ্ত)।

**নহবত**—**নওবত**-এর রূপভেদ।

**নহর**—বিঃ খাল। [আ]।

**নহলা**—বিঃ নয় ফোঁটাযুক্ত তাস।

**নহলী**—বিণঃ নবীন, নূতন ('তুমি শিশু সীমন্তিনী নহলী যৌবনী'—কেতকাঃ)।

**নহা**—ক্রিঃ না হওয়া। **নহি**, (কথ্য) **নই** (অপ্রঃ ও কোমল), **নহু, নহুঁ**—অব্যঃ কখনই নহে। ক্রিঃ **নাহস**, (কথ্য) **নস**—হস না। ক্রিঃ **নহে**, (কথ্য) **নও**—হও না। ক্রিঃ **নহেন**, (কথ্য) **নন**—নয় (মধ্যম ও প্রথম পুরুষে)।

**নহিলে**—অব্যঃ নচেৎ, অন্যথায়; নতুবা।

**নহু, নহুঁ, নহে, নহেন**—**নহা** দ্রষ্টব্য।

**নহুষ**—বিঃ যযাতির পিতা (ইনি পুণ্যবলে ইন্দ্রত্ব অর্জন করেন, কিন্তু চরিত্রভ্রষ্ট হওয়ায় সর্পযোনি প্রাপ্ত হন)।

**নহে**—ক্রিঃ নয়।

**না১, নাও**—বিঃ (প্রাদে) নৌকা ('বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না'—বিদ্যাঃ)।

**না২**—অব্যঃ ক্রিয়ার অঘটনসূচক (হবে না); অমতসূচক (এ বিষয়ে না করিও না, না-কে হাঁ করা শক্ত); প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর (রাম কি যাবে? না); অনুজ্ঞা বা অনুরোধ-সূচক (এই ছবিটা আঁক না; আমায় দুটো খেতে দাও না, মা!); সংশয়, সন্দেহ বা অনিশ্চয়তাসূচক (রাজ-ভাণ্ডারে কত না অর্থ, সংসারে কত না সুখ); প্রশ্ন বা বিস্ময় প্রকাশ (বাজারে যাবে না? সে কি কলেজে যাবে না!); অথবা, কিংবা (বলিবে, না বলিবে না? এটা না, ওটা? কিছুই নেই—না অন্ন, না অর্থ); ব্যতীত, বিনা (না বুঝিয়া); স্বকথিত প্রশ্নোত্তরের সংযোগকারক অব্যয় (মনুষ্য কে? না যে হৃদয়বান্); অভিমান বা দুঃখসূচক (বইটা পড়তে দিলে না ত); নেতিবাচক; না-ধর্মী (না জানি ভজন, না জানি পূজন); পদ পূরণে বা উক্তি বলবৎ করণার্থে ('সুন্দরি! চললিহ পহু ঘর না'—বিদ্যাঃ)। বিণঃ **-ধর্মী**—(বিজ্ঞানে) ঋণাত্মক, negative।

**না৩**—নঞর্থক উপসর্গবিশেষ (নারাজ, নাবালক, নাহক)।

**নাই১**—অব্যঃ ক্রিয়ার অঘটনসূচক (সে যায় নাই); অভাবাত্মক ('ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী'—রবীন্দ্র); নিষেধ বাচক (না হয় নাই বল্লে; নাই বা গেলে); প্রশ্নসূচক (সে আসে নাই?)।

**নাই¹**—(১) ক্রিঃ আছে বা আছেন না (তিনি এখানে নাই, আমার টাকা নাই)। (২) বিণঃ অস্তিত্ব নাই ('নাই তাই খাচ্চ তুমি, থাকলে কোথায় পেতে?'); জীবিত নাই, মৃত (স্বামীজী আর নাই); অনুপস্থিতি (ঘরে নাই); উচিত নহে; অযোগ্য; ঠিক হয় না (ও কথা মুখে আনিতে নাই)। **নাই-ঘরে খাই**—অভাবের সংসারেই পরিজনদের খাই-খাই বা লোভ বেশী।

**নাই²**—বিঃ প্রশ্রয়, আশকারা (কুকুরকে নাই দিলে মাথায় উঠে)।

**নাই³**—বিঃ নাভি; কীলক, কামারের নেহাই; চক্রাদির কেন্দ্রস্থল; বেলুন; গোঁজ।

**নাই⁴**—বিঃ নাপিত।

**নাই⁵**—ক্রিঃ স্নান করি ('নাই ধুই চুল ভেজে না')। বিণঃ **নাই-আঁকড়া**—না-ছোড়-বান্দা; একগুঁইয়া ('কি যে তার নাই—আঁকড়া গোঁ'—(সোঃ মুখোঃ)।

**নাইট্রোজেন**—বিঃ যবক্ষারজান; মৌলিক গ্যাসবিশেষ, nitrogen।

**নাইয়া**—বিঃ মাঝি, নাবিক।

**নাও**—না¹ দ্রষ্টব্য।

**নাওয়া, নাহা**—(১) ক্রিঃ স্নান করা। (২) বিঃ স্নান। (৩) বিণঃ স্নাত। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ স্নান করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**নাং**—**নাঙ**-এর প্রবলতর রূপ।

**নাঃ**—**না¹**-এর প্রবলতর রূপ।

**নাক¹**—বিঃ আকাশ; স্বর্গ।

**নাক²**—বিঃ নাসা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়; নাসিকা। ক্রিঃ **নাক উঁচানো, নাক বাঁকানো**—অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করা। বিণঃ **-কাটা**—বেহায়া, নির্লজ্জ; ছিন্ননাস। বিঃ **-খত**—কৃত-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ভূতলে আপন নাসিকা ঘর্ষণ। বিঃ **-ছাবি**—নাকের অলঙ্কারবিশেষ। ক্রিঃ **নাক ঝাড়া**—নাক হইতে শ্লেষ্মা বাহির করিয়া ফেলা। ক্রিঃ **নাক টেপা**—ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করা; (আহ্নিকের অনুকরণে) উপাসনার ভান করা। ক্রিঃ **নাক বিঁধানো**—গহনা পরিবার জন্য নাকে ছিদ্র করা। ক্রিঃ **নাক মলা**—হীনভাবে নিজকৃত অপরাধ স্বীকার করার জন্য নাসিকা মর্দন করা। ক্রিঃ **নাক সিঁটকানো**—অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য বা ঘৃণা করা। বিণঃ **নাকে কাঁদুনে**—**কাঁদুনে** দ্রষ্টব্য। বিঃ **নাকে কান্না**—কপট বা কৃত্রিম ক্রন্দন; খোনা সুরে কাঁদা বা ক্রন্দন। ক্রিঃ **নাকে মুখে গোঁজা**—গোগ্রাসে গেলা, অতি দ্রুত আহার করা। **নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা**—অপরের ক্ষতি করিবার জন্য নিজের প্রভূত ক্ষতি সাধন করা।

**নাকচ**—বিণঃ বাতিল, রহিত, রদ।

**নাকড়া, নাকরা**—**নাকারা**-র রূপভেদ।

**নাকসাট**—বিঃ নাসিকা গর্জন, নাকডাকা।

**নাকা¹**—বিণঃ নাকী, খোনা।

**নাকা²**—অব্যঃ (প্রাদে) সদৃশ, মত।

**নাকানি-চুবানি, নাকানি-চোবানি**—বিঃ নাকে মুখে জল ঢোকা; জলে নিমজ্জন; (ব্যঙ্গে) নাকাল হওয়া; কাজের চাপে নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ না পাওয়া।

**নাকারা**—বিঃ ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ; kettledrum; অনাবদ্ধ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ('ঘোড়ার উপরে বাজে যুগল নাকারা')।

**নাকাল**—(১) বিণঃ জব্দ; হয়রান। (২) বিঃ বিলক্ষণ শাস্তি; নিগ্রহ, নাকানি-চোবানি। [আ]।

**নাকি**[১]—অব্যঃ (১) (সত্য নির্ণয়ে) তাই না কি; বটে (প্রশ্নে)। (২) সন্দেহার্থে; সংশয়ে ('পথেতে করে নাকি আনা গোনা'—চণ্ডীঃ)। (৩) অসম্ভবার্থে; কভু কি ('জানিলে উহারে নাকি কন্যা দেওয়া যায়')।

**নাকী, নাকি**[২]—বিণঃ যাহার নাক আছে, খোনা, অনুনাসিক (নাকী সুরে গান গায়)। বিঃ **-কান্না**—খোনা সুরে ক্রন্দন; মায়া কান্না।

**নাকুয়া, নাকু**—বিণঃ অনুনাসিক; তুঙ্গ-নাসিকা; নাকী সুরে কথা বলে এমন; নাক বড় এমন।

**নাক্ষত্র, নাক্ষত্রিক**—বিণঃ নক্ষত্র-সংক্রান্ত; নক্ষত্র দ্বারা পরিমিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নাক্ষত্রিকী**।

**নাখোদা, নাখুদা**—বিঃ জাহাজের অধ্যক্ষ বা কাপ্তেন; জাহাজের মাল সরবরাহকারী: মুসলমান জাতির সম্প্রদায়বিশেষ। [ফা]। **-মসজিদ**—উক্ত সম্প্রদায়ের ভজনালয়।

**নাখোশ, নাখুশ**—বিণঃ অপ্রসন্ন, অখুশী ('বাদশা যদি নাখোশ হন তবে আমি আছি'—বঙ্কিম)। [ফা]।

**নাগ**—বিঃ যাহারা পর্বতে বা বৃক্ষের কোটরে বাস করে; সর্প; ('লম্ফ ঝম্প ভূমিকম্প নাগ কূর্ম নড়িছে'—অঃ মঃ); হস্তি (দিঙ্‌নাগ); মেঘ; মেরুর উত্তরস্থিত পর্বত-বিশেষ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **নাগিনী**। ('নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-কেশর, নাগেশ্বর**—সুগন্ধ ফুলবিশেষ বা তাহার গাছ। বিঃ **-দন্ত**—হাতির দাঁত। বিঃ **-পঞ্চমী**—শ্রাবণ মাসের শুক্লাপঞ্চমী মতান্তরে আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে যখন মনসা বা নাগ পূজা হয়। বিঃ **-পাশ**—বরুণের অস্ত্র; সর্পরূপ পাশ অস্ত্র যাহা প্রয়োগ করিলে সর্পে বেষ্টন করিয়া ধরে। বিঃ **-মাতা**—মনসা, কদ্রু। বিঃ **-রাজ**—বাসুকী বা অনন্তনাগ, শেষ-নাগ। বিঃ **-লোক**—পাতাল। বিঃ **অষ্ট-নাগ**—অনন্ত, বাসুকী, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ —এই অষ্টসর্প।

**নাগর**—(১) বিঃ নাগরিক; নগর-সম্বন্ধীয়; নগরবাসী; দেবনাগর (অক্ষর)। (২) বিঃ সৌখিন রসিক পুরুষ (রসিক নাগর); রসিক বা লম্পট পুরুষ। **নাগরী**—(১) বিঃ (স্ত্রী)ঃ রসিকা রমণী, প্রণয়িনী ('চলে নাগরী কাঁখে গাগরী'—নজরুল)। (২) বিণঃ নগরবাসিনী। বিঃ **-দোল**—দোলনাবিশেষ।

**নাগরঙ্গ**—বিঃ কমলালেবু, নারঙ্গা-লেবু।

**নাগরা**—বিঃ দেশী জুতাবিশেষ; চর্ম-পাদুকা।

**নাগরালি, নাগরালী**—বিঃ নাগরের ভাব, লাম্পট্য, চাতুরালী, রসিকতা।

**নাগরি**—বিঃ কলস; মাটির ঘড়া।

**নাগরিক**—(১) বিণঃ নগরবাসী; নগর-সম্বন্ধীয়; শহুরে; পৌর; শহর-সম্বন্ধীয়, রাষ্ট্রীয় (নাগরিক অধিকার)। (২) বিণঃ বিঃ নগর-বাসী। (৩) বিঃ প্রজা (বাংলাদেশের নাগরিক), citizen। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নাগরিকী, নাগরিকা**—নগরবাসিনী।

**নাগরী**[১]—বিঃ দেবনাগর অক্ষর।
**নাগরী**[২]—**নাগর** দ্রষ্টব্য।
**নাগা**—বিঃ উলঙ্গ-সন্ন্যাসী; নাগা-পর্বতবাসী, উপজাতিবিশেষ, ভারতের পর্বতবিশেষ।
**নাগাইদ**—**নাগাদ**-এর বর্জিত রূপ।
**নাগাড়,** (বিরল ও প্রাদে) **লাগাড়**—বিণঃ অবিশ্রান্ত; অবিরাম; ক্রম (নাগাড় চার মাস)। ক্রি-বিণঃ **নাগাড়ে,** (বিরল ও প্রাদে) **লাগাড়ে**—অবিশ্রান্তভাবে; একটানা।
**নাগাত, নাগাদ**—অব্যঃ পর্যন্ত, অবধি (শেষ নাগাদ, আশ্বিন মাস নাগাত)
**নাগাল,** (বিরল ও প্রাদে) **লাগাল**—বিঃ অধিগম্যতা, নৈকট্য (আমার নাগালের বাহিরে); সন্ধান ('প্রাণ বন্ধুরে তোমার মনের নাগাল পাইলাম না'—লোঃ সঃ)। **-ধরা**—নিকটে উপস্থিত হওয়া; সমকক্ষ হওয়া।
**নাগিনী, নাগী**—**নাগ** দ্রষ্টব্য।
**নাগেন্দ্র**—বিঃ অনন্তনাগ; বাসুকী; শেষনাগ; ঐরাবত।
**নাগেশ**—বিঃ শেষনাগ, অনন্তনাগ; প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ; শিবলিঙ্গবিশেষ।
**নাঙ্, নাঙ্গ**—বিঃ উপপতি (অশ্লীল)।
**নাঙ্গা**—বিঃ উলঙ্গ, অনাবৃত; নগ্ন।
**নাচ**—বিঃ নর্তন, নৃত্য; অস্থিরতা; (বিদ্রূপে) হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি; লাফালাফি। বিঃ **-আলী, -উলী, -ওয়ালী**—বাইজী; পেশাদার নর্তকী। বিঃ **-ঘর**—রঙ্গমঞ্চ, যেখানে নৃত্যানুষ্ঠান হয়। বিঃ **-ন, -নি, নাচুনি**—নৃত্য, নৃত্যকরণ, হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি ('সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচুনি'—ছড়া)। **-নী, নাচুনী**—(১) বিঃ নর্তকী। (২) বিণঃ নাচ-ওয়ালী; নৃত্যকারী। বিণঃ **নাচুনে**—নৃত্যকারী।
**নাচা**—(১) ক্রিঃ নৃত্য করা, মাতিয়া উঠা; হর্ষোৎফুল্ল হওয়া; স্পন্দিত করা ('পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা'—রবীন্দ্র); উত্তেজিত হওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। **-ন, -নো**—(১) নৃত্য করানো; উত্তেজিত করা, স্পন্দিত করানো; নাড়ানো, দোলানো (বাঁদর নাচানো, হাত নাচানো)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **-কোঁদা**—(ব্যঙ্গে) নৃত্য ও কুর্দন; অঙ্গভঙ্গীসহ নৃত্য; বাগাড়ম্বর; অস্বাভাবিক অঙ্গ-ভঙ্গী। **নাচতে এসে ঘোমটা**—বৃথা বা কপট লজ্জা। **নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা**—নিজের অক্ষমতা অন্যের দোষ দেখাইয়া ঢাকা।
**নাচাড়ী**—নাচের ছন্দ; নাচাড়ী ছন্দে বাঁধা সঙ্গীত।
**নাচার**—বিণঃ অসহায়; নিরুপায় (অন্ধ নাচার বাবা)। [ফা]।
**নাচি, নাছি**—বিঃ ছিদ্র, বিঁধ; লোহার কাঁটার পেটা মুখ, ধাতুর পাত ইত্যাদি জুড়িবার পেরেকবিশেষ।
**নাচিয়ে**—বিঃ বিণঃ নৃত্যকারী; নৃত্য-কুশল।
**নাছ**—(১) বিণঃ পশ্চাদ্দ্বার; খিড়কী-দ্বার। (২) বিঃ সদর রাস্তা; বাটীর সম্মুখীন স্থান বা পথ, রাজ-পথ; পথ ('নিমেষেকে কর ইন্দ্রে নাছের ভিখারী'—মহাঃ কাশীঃ); সদর, সদরদ্বার; গৃহ প্রবেশের প্রধান দ্বার; গৃহ-প্রবেশের প্রকাশ্য দ্বার ('পেয়াদা সভার নাছে, প্রজারা পালায় পাছে'—কবিঃ কঃ)।

**নাছোড়**—বিণঃ যে ছাড়িবার পাত্র নহে ; নাই আঁকড়া ; জেদী, একগুঁয়ে ('গড়াগড়ি পায়ে ধরি নাছোড় বিবিজান'—হেমঃ)। বিঃ **-বান্দা**—ছাড়িয়া দিবার পাত্র নহে এমন ব্যক্তি ; একগুঁয়ে লোক।

**নাজানি**—অব্যঃ কি জানি, জানি না ; কে জানে, বোধ হয় ; সংশয় বা সন্দেহভাব প্রকাশক ('অতঃপর না জানি কি কপালে আছে'—রাঃ বঃ)।

**নাজিম**—বিঃ মুসলমান গভর্ণর ; শাসন-কর্তা।

**নাজির, নাজীর**—বিঃ আদালতের কর্ম-চারীবিশেষ ; উচ্চ কর্ণিকবিশেষ ; পরিদর্শক ('নাজিরে কহিলা বন্দী করহে বামনে'—ভাঃ চঃ)। [আ]।

**নাজেল**—বিঃ বিণঃ অবতীর্ণ ; অবতরণ ; আদেশ। [আ]।

**নাজেহাল**—বিণঃ নাকাল, নিগৃহীত ; হয়রান। [আ]।

**নাঞি**—নাহি-র প্রাচীন বানান।

**নাট**—(১) বিঃ নৃত্য, অভিনয় ; রঙ্গ (নাটের গুরু) ; নাচ ('শুন গীত, দেখ নাট'—কবিঃ কঃ)। (২) বিণঃ লাট ; পাটভাঙ্গা ; অগোছাল (নাট ভাঙ্গা জামা)। বিঃ **-মন্দির**—দেব-মন্দির সংলগ্ন মণ্ডপ যেখানে নৃত্য-গীতাদি উৎসব হয়।

**নাটক**—বিঃ দৃশ্যকাব্য, রঙ্গভূমিতে অভিনয়োপযোগী গ্রন্থ, drama। বিণঃ **নাটকীয়**—নাটক-সম্বন্ধীয় ; কৃত্রিম হাবভাব পূর্ণ ; নাটক সুলভ। বিঃ **-মন্দির**—নৃত্যগীতাদির জন্য দেবমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাসাদ-বিশেষ। বিঃ **-মহল**—যেখানে যাত্রা-থিয়েটার হয়।

**নাটকী**—বিঃ ইন্দ্রসভা ; নর্তকী ; অভিনেত্রী।

**নাটা**[১]—বিঃ বর্তুলাকার ফলবিশেষ ; নাটাকরঞ্জা ফল ; পূতিকরঞ্জ ('দুই চক্ষু জিনি নাটা'—কবিঃ কঃ)।

**নাটা**[২]—বিণঃ বেঁটে ; খাট।

**নাটা**[৩]—বিঃ তাঁত বুনিবার সুতা জড়াইবার শলাকা।

**নাটাই**—বিঃ তাঁত বুনিবার সুতা জড়াইবার শলাকা ; ঘুড়ি উড়াইবার সুতা জড়ানোর জন্য ব্যবহৃত চরকি-বিশেষ। [দেশী]।

**নাটিকা**—(১) বিঃ ক্ষুদ্রাকার নাটক ; ছোট নাটক। (২) বিণঃ নৃত্যকারিণী, নর্তকী।

**নাটুকে**—বিণঃ নাট্যকার ; নাটক প্রণেতা বা রচয়িতা (নাটুকে রসরাজ অমৃত লাল) ; নাটকীয়, নাটকসম্বন্ধীয়। বিঃ **-পনা**—অভিনেতৃ সুলভ কৃত্রিম ভাবভঙ্গী।

**নাট্য**—বিঃ নৃত্য-গীত-বাদ্য সমন্বিত অভিনয় ; নাটক ('অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে'—মধুঃ) ; নৃত্যক্রিয়া। বিঃ **-কলা**—অভিনয় বিদ্যা ; নৃত্য-গীত-বাদ্যের বিদ্যা ; কলাবিদ্যা। বিঃ **-মন্দির, -শালা**—রঙ্গা-লয় ; প্রেক্ষাগৃহ ; যেখানে নটেরা কলাকৌশল প্রদর্শন করে। বিঃ **নাট্যাচার্য**—নাট্যগুরু ; নটদের শিক্ষা-গুরু। বিঃ **নাট্যাভিনয়**—নাটক অভিনয়।

**নাড়া**[১]—বিঃ খড়, কর্তিত ধান গাছের ভূমিলগ্ন অংশ ; ধান কাটার পর জমিতে ধান গাছের গোড়ায় যে অংশ অবশিষ্ট থাকে ('মাঘে নাড়া ফাল্গুনে ফাঁড়া'—খনাঃ)। বিণঃ বিঃ **-বুনে**

চষা, নাড়া বনের লোক—মূর্খ, অজ্ঞ; অরসিক। যত ছিল নাড়াবুনে হ'ল সব কেত্তুনে—যতসব অরসিক কর্তৃত্ব বা মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

**নাড়া**[২]—বিণঃ কেশবিহীন, মুণ্ডিতকেশ (নাড়া মাথা)।

**নাড়া**[৩]—(১) বিঃ ঝাঁকানি, ঝামটা, কটুবাক্য শুনানো (মুখ নাড়া); আন্দোলন, সঞ্চালন (হাত নাড়া); ঘাঁটা, বিশৃঙ্খল করা (খাতাপত্র নাড়া); বাজানো (ঘণ্টা নাড়া); স্থানচ্যুত করা (জিনিস-পত্র নাড়া); অল্প চর্চা (শাস্ত্র-নাড়া)। বিঃ -চাড়া —স্থানচ্যুতকরণ; ঘাঁটা-ঘাঁটি; বারংবার বিচার (কথাটা মনে মনে নাড়া চাড়া করে দেখেছি)। বিঃ -নাড়ি—স্থানচ্যুতকরণ, ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন।

**নাড়ি, নাড়ী**—বিঃ রক্তবাহী শিরা, ধমনী; দেহে বাত পিত্ত কফের অবস্থাজ্ঞাপক শিরাবিশেষ; গর্ভ-নাড়ী যাহার সহিত সদ্য প্রসূত বা ভ্রূণ মধ্যস্থ শিশু সংযুক্ত থাকে (নাড়ী কাটা)। নাড়ী ছেঁড়া ধন—সন্তান। বিঃ -জ্ঞান—নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করিয়া রোগীর অবস্থা-নির্ণয়ের ক্ষমতা। বিণঃ -টেপা—রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখে এমন; বৈদ্য, ডাক্তার; চিকিৎসক, (অবজ্ঞায়) অপারদর্শী ('পাড়ায় এসেছে এক নাড়ী-টেপা ডাক্তার'—রবীন্দ্র)। ক্রিঃ নাড়ী দেখা—নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করিয়া রোগীর অবস্থা বিচার করা। বিঃ -নক্ষত্র—আগাগোড়া সমস্ত সংবাদ। ক্রিঃ নাড়ী ছাড়া—ক্ষুধা নষ্ট হওয়া।

**নাড়ু**—বিঃ গোলাকার মিষ্টান্ন; মোদক।

**নাতক**—বিঃ গ্রেপ্তারের পরোয়ানা, গ্রেপ্তার করিবার আদেশ। [আ]।

**নাতজামাই, নাতনী, নাতবৌ**—নাতি দ্রষ্টব্য।

**নাতি**[১]—বিঃ পুত্রের পুত্র; পৌত্র; কন্যার পুত্র; দৌহিত্র। বিঃ -জামাই, (কথ্য) নাতজামাই—নাতনীর স্বামী। বিঃ (স্ত্রী): -নী, (কথ্য) নাতনী—দৌহিত্রী বা পৌত্রী। বিঃ -বৌ, (কথ্য) নাতবৌ—নাতির স্ত্রী।

**নাতি**[২]—বিণ-বিণঃ অধিক নহে এমন; অনতি, বেশী নহে (নাতিখর্ব, নাতিদীর্ঘ; নাতিস্থূল; নাতি-হ্রস্ব)। বিণঃ -শীতোষ্ণ—অতি শীতলও নহে, অতি উষ্ণও নহে; যাহা বেশী গরম বা ঠাণ্ডা নহে (নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল; temperate zone)।

**নাথ**—(১) বিঃ স্বামী, রক্ষক (দীন-নাথ, প্রাণনাথ, নরনাথ); প্রভু; অধিপতি (জগন্নাথ)। (২) বিণঃ সনাথ; অস্বাধীন; পরাধীন। বিণঃ (স্ত্রী): -বতী—সধবা, সভর্তৃক; যে নারীর স্বামী বিদ্যমান।

**নাদ**[১]—বিঃ ধ্বনি, নিনাদ, শব্দ (বজ্র-নাদ), রব ('প্রাণ আকুল ভৈল বাঁশীর নাদে'—শ্রীকৃষ্ণ কীঃ); গর্জন (সিংহনাদ)। বিণঃ নাদিত—শব্দিত, ধ্বনিত। বিণঃ নাদী—শব্দকারী। বিণঃ (স্ত্রী): নাদিনী।

**নাদ**[২], **লাদ**—বিঃ জন্তুর বিষ্ঠা (হাতির, ঘোড়ার); ছোট জন্তুর নাদি বা লাদি (ছাগল, ভেড়া, ইঁদুর প্রভৃতির)। ক্রিঃ নাদা, লাদা—জন্তু বা প্রাণীর বিষ্ঠা ত্যাগ করা।

**নাদন, নাদনা**—বিঃ মোটা লাঠি বা খুঁটি। বিঃ **নাদনবাড়ি**—কোঁৎকা, মোটা লাঠি।

**নাদা১**—ক্রিঃ (কাব্যে) গর্জন করা; হুঙ্কার করা ('নাদিল দানব বালা হুহুঙ্কার রবে'—মধুঃ)।

**নাদা২**—**নাদ২** দ্রষ্টব্য।

**নাদা৩**—বিঃ বৃহৎ মৃৎপাত্রবিশেষ; জালা বা গামলা; পাতকুয়ার গায়ের মাটির পাট। বিণঃ **-পেটা**—নাদার মত মোটা পেটযুক্ত; কুৎসিত স্থূলোদর।

**নাদি, নাদি**—**নাদ** দ্রষ্টব্য।

**নাদুস-নুদুস**—বিণঃ মোটা গোলগাল।

**নাদেয়, নাদ্য**—বিণঃ নদী-সম্বন্ধীয়; নদীজাত। [নদী+এয়, নদী+য]।

**নানক**—বিঃ শিখ ধর্মের প্রবর্তক মহাপুরুষ নানক সাহু। বিণঃ বিঃ **-পন্থী**—নানকের ধর্মমতাবলম্বী।

**নানা১**—বিঃ বহু, বিবিধ, বিভিন্ন; অনেক (নানা প্রকার, নানাবিধ)।

**নানা২**—বিঃ মাতামহ। [হি]। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **নানী**—মাতামহী।

**নানান, নানান্**—**নানা১**-র কথ্যরূপ।

**নানী**—**নানা২** দ্রষ্টব্য।

**নান্দী**—বিঃ নাটকাদির আরম্ভে মঙ্গলাচরণ। [নন্দ্+ণিচ্+ঈ]। বিঃ **-মুখ**—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ; বিবাহাদি শুভকর্মের পূর্বে কৃত্য। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-মুখী**—বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ ভোজী মাতৃগণ।

**নাপছন্দ**—বিণঃ অপছন্দ, অমনোনীত।

**নাপতে**—**নাপিত**-এর অবজ্ঞাসূচক রূপ।

**নাপাক**—বিণঃ অপবিত্র; অশুচি।

**নাপিত, নাপতে**—বিঃ ক্ষৌরকার, জাতিবিশেষ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **নাপিতানী, নাপতিনী**।

**নাফরা**—**নাফরা**-র প্রাদেঃ রূপ।

**নাফা**—বিঃ উপকার, লাভ। [আ]।

**নাফানী**—বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিলাসিনী।

**নাবা, নাবান**—**নামা** এবং **নামান**-র প্রাদেঃ রূপ।

**নাবাল, নামাল**—বিণঃ নিম্ন, গড়েন, ঢালু (নাবাল জমি)।

**নাবালক**—বিণঃ বয়স্ক নহে; অপ্রাপ্তবয়স্ক; নাগরিক অধিকার প্রাপ্তির বয়স যাহার এখনও হয় নাই। [ফা]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নাবালিকা**।

**নাবি**—**নাবী**-র বানানভেদ।

**নাবিক**—বিঃ জাহাজ নৌকা ইত্যাদি যে চালায়; পোত-চালক; নৌজীবী; মাঝি। [নৌ+ইক]। বিঃ **-বিদ্যা**—নৌচালনা-বিদ্যা।

**নাবী**—বিণঃ যথাকালের পর, যাহা বিলম্বে বা শেষে হয়, বিলম্বিত (নাবী বর্ষা; নাবী ফসল)।

**নাব্য**—বিণঃ নৌবাহনযোগ্য; নৌকা-জাহাজাদি চালাইবার পক্ষে উপযুক্ত। বিঃ **-তা**।

**নাভি**—বিঃ নাই, উদরের মধ্য ভাগে আবর্তবিশেষ, নাইকুণ্ডল; চাকার মাঝের অংশ। বিঃ **-চক্র**—নাভিস্থিত মণিপুরচক্র। বিঃ **-পদ্ম**—পদ্ম সদৃশ নাভি; (তন্ত্রমতে) মণিপুরচক্র, নাভিস্থ পদ্ম। বিঃ **-শ্বাস**—মৃত্যুকালীন নাভিদেশ হইতে উর্ধ্বদিকে শ্বাসের টান; শেষ অবস্থা; মৃত্যু-যন্ত্রণা।

**নাম**—বিঃ অভিধা, আখ্যা, সংজ্ঞা (লোকের নাম, বস্তুর নাম, নাম রাখা বা দেওয়া); খ্যাতি (লোকটার খুব নাম ডাক আছে); পরিচয় ('প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন

ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন' —রবীন্দ্র); উল্লেখ বা স্মরণ (সকলে নেতাজীর নাম করে); ইষ্টদেবতার নাম (কৃষ্ণনাম জপমন্ত্র); দোহাই, শপথ, দিব্য (ঈশ্বরের নামে বলছি); অজুহাত (কাজের নামে); বাক্যমাত্র, কাজে কিছুই নহে ('নামেই তালপুকুর ঘটি ডোবে না); ঈষৎ, অত্যল্প পরিমাণ (নাম মাত্র); (ব্যাকরণে) বিভক্তিহীন শব্দ। বিঃ **-করণ**—নামপ্রদান; সন্তানের নামকরণ। **-করা**—স্মরণ বা উল্লেখ করা, উদাহরণ দেওয়া; ইষ্টনাম জপ করা। বিণঃ **-করা, -জাদা**—বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। ক্রিঃ **-কাটা**—কাগজ পত্র হইতে নাম খারিজ করা; বিতাড়ন বা বহিষ্কার করা। বিঃ **-গন্ধ**—সম্পর্কের লেশ। বিঃ **-গান**—ইষ্টদেবতার নামকীর্তন। ক্রিঃ **-জপা**—ইষ্টনাম জপ করা। বিঃ **-ডাক**—খ্যাতি, যশ, প্রতিপত্তি। ক্রিঃ **-ডাকা**—উচ্চৈঃস্বরে নাম ধরিয়া আহ্বান করা; আদালতে সাক্ষীর নাম ডাকা; হাজিরা লওয়া। ক্রিঃ **-ডোবানো**—সুনাম বা যশঃ নষ্ট করা। অব্যঃ **-তঃ**—নামে, নামে মাত্র। ক্রিঃ **-ধরা**—নাম উচ্চারণ করা ('জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী'—ভাঃ চঃ)। বিণঃ **-ধর**—**নামধারী**-র অনুরূপ। বিঃ **-ধাতু**—(ব্যাকরণে) প্রত্যয়াদি যোগে বিশেষ্য বা বিশেষণ হইতে গঠিত ধাতু। বিঃ **-ধাম**—নাম ও ঠিকানা। বিণঃ **-ধারী**—নামবিশিষ্ট, নামযুক্ত। বিঃ **-ধেয়**—অভিধেয়। বিণঃ বিঃ **-মাত্র**—উল্লেখ মাত্র, কেবল নাম; যৎকিঞ্চিৎ। ক্রিঃ **-রটা**—সুনাম বা দুর্নাম প্রচার হওয়া। ক্রিঃ **-রাখা**—নামকরণ করা (ছেলেমেয়ের নাম রাখা); পূর্বগৌরব-ঐতিহ্যকে বজায় রাখার মত কাজ করা (বাপের নাম রাখা; বংশের নাম রাখা; দেশের নাম রাখা); অক্ষয় খ্যাতি লাভ করা (সাহিত্যে নাম রেখে যাওয়া)। ক্রিঃ **-লওয়া**—উপাসনা করা, স্মরণ করা। ক্রিঃ **-লেখানো**—দলভুক্ত বা ভর্তি হওয়া। ক্রিঃ **-শোনানো**—নামগান (হরি বা কৃষ্ণনাম) শোনানো। ক্রিঃ **-হওয়া**—যশস্বী হওয়া। **নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ**—আচরণ বা কাজে গোয়ালা নহে, নামে মাত্র। ক্রি-বিণঃ **নামে নামে**—জনে জনে; প্রত্যেকের নাক করিয়া। **নামক**—বহুব্রীহি সমাসে বিশেষ্যের পরে নাম শব্দে বিকল্পে নামক শব্দ ব্যবহৃত হয় (যথা পীতাম্বরনামক); নামধারী; নামবিশিষ্ট।

**নামঞ্জুর**—বিণঃ অস্বীকৃত; যাহাতে সম্মতি দেওয়া হয় নাই; অগ্রাহ্য; বাতিল (নামঞ্জুর গল্প); অগৃহীত, পরিত্যক্ত। বিঃ **নামঞ্জুরী**। [ফা+আ]।

**নামতা**—বিঃ গুণনের ফল স্থির করিবার তালিকা, multiplication table।

**নামা**—(১) ক্রিঃ নিম্নে যাওয়া বা আসা (চারতলা হইতে একতলায় নামা); অবতরণ করা; মধ্যে বা তলদেশে প্রবেশ করা (জলে নামা; পাতকুয়ায় নামা); অভ্যন্তর হইতে বাহির হওয়া (মোটর হইতে নামা); রন্ধন শেষ হওয়া (পোলাও নেমেছে); কমা বা হ্রাস পাওয়া

(রোদ জ্বর দর তাপ নামা); বর্ষণ শুরু হওয়া (বর্ষা নামা); অদৃশ্য হওয়া বা ঢলিয়া পড়া (নেমেছে সূর্য পশ্চিমে); হীন হওয়া ('তুমি এত দূরে নেমে গেছ'?); ঝরা বা প্রবাহিত হওয়া (নামছে ঘামের ধারা); অবতীর্ণ হওয়া (যাত্রার আসরে নামা); প্রবৃত্ত হওয়া (তর্কে নামা)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ অবতরণ করানো; ভিতরে প্রবেশ করানো; কামানো, শুরু করানো; ঝরানো; প্রবৃত্ত করানো; দাস্ত করানো (পেট নামানো); তাড়ানো, দূরীভূত করা (ভূত নামানো)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**-নামা**[১]—বহুব্রীহি সমাসে উত্তর পদান্তে 'নাম' শব্দের এইরূপ হয় (যথা—সার্থক নাম হইয়াছে যাহার সার্থকনামা)। (স্ত্রী): **নাম্নী**।

**নামা**[২]—বিঃ লিখন, লেখ্য; পত্র (ওকালত নামা); দলিল (চুক্তি-নামা); আদেশ (হুকুমনামা); ইতিহাস বা বিবরণ (শাহ্‌নামা)।

**নামাঙ্কিত**—বিণঃ যাহাতে নাম অঙ্কিত বা লিখিত আছে; স্বাক্ষরিত; নাম-যুক্ত।

**নামাজ**—**নমাজ**-র অতি প্রচলিত রূপ।

**নামান, নামানো**—**নামা** দ্রষ্টব্য।

**নামাবলী, নামাবলি**—বিঃ নাম সমূহ; দেব-নামাঙ্কিত উত্তরীয়বিশেষ; নামের তালিকা। ('একটি একটি নামাবলি সবারই বিরাজে'—দ্বিঃ রায়)।

**নামী**—বিণঃ খ্যাত; নামজাদা; প্রসিদ্ধ।

**নামোচ্চারণ**—বিঃ মুখে নাম গ্রহণ।

**নামোল্লেখ**—বিঃ নামোচ্চারণ; নাম উল্লেখকরণ।

**নায়ক**—(১) বিণঃ বিঃ পরিচালক, নেতা, সেনাপতি; সর্দার। (২) বিঃ কাব্য-নাটকাদির প্রধান পুরুষ (ধীরোদাত্ত, ধীরপ্রশান্ত, ধীরোদ্ধত ধীরললিত—এই চতুর্বিধ গুণ-সমন্বিত); প্রণয়ী বা প্রেমাসক্ত ব্যক্তি ('কর গো করুণাময়ী নায়-কেরে দয়া'—মনসা মঃ)। **বিণঃ** বিঃ (স্ত্রী): **নায়িকা**—**নায়ক**-এর স্ত্রী-লিঙ্গ; ভগবতীর অষ্ট শক্তি (যথা—উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ড-নায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা ও চণ্ডাবতী)।

**নায়েক**—বিঃ ভারতীয় সেনাবিভাগে সিপাহীদের অধিনায়ক বা নেতা (হাবিলদারের নিম্নস্তরের পদ)। [আ]। বিঃ **লান্স-নায়েক**—সহকারী নায়েক।

**নায়েব**—বিঃ জমিদারির পরিচালক কর্ম-চারী; প্রতিনিধি, agent; নিম্নতন কর্মচারী (-মুনশী)। বিঃ **নায়েবি**—নায়েবের পদ বা বৃত্তি। বিণঃ **নায়েবী**।

**নারক**—(১) বিণঃ নরকস্থ; নরক-সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ দুঃখ ভোগের স্থান, নরক। বিণঃ (স্ত্রী): **নারকী**।

**নারকী**—বিণঃ নরকভোগী; পাতকী। বিণঃ (স্ত্রী): **নারকিনী**।

**নারকীয়**—বিণঃ পৈশাচিক; নরকেরই উপযুক্ত; অতি জঘন্য। [নরক+ ঈয়]।

**নারকেল, নারকল, নারকোল**—**নারিকেল**-এর কথ্যরূপ।

**নারকেলী, নারকুলে**—**নারিকেলী**-র কথ্যরূপ।

**নারঙ্গ**—বিঃ নাগরঙ্গ, কমলালেবু অথবা তাহার গাছ।

**নারঙ্গি**—বিঃ কমলালেবু।

**নারদ**—বিঃ ঐ নামের দেবর্ষি (প্রবাদ—কলহের দেবতা)। বিণঃ **নারদীয়**।

**নারসিংহী**—বিঃ অর্ধ নর ও অর্ধ সিংহ-রূপী নৃসিংহদেবের জ্যোতি হইতে উত্থিতা শক্তি; দুর্গার মূর্তি-বিশেষ।

**নারা**—ক্রিঃ (কাব্যে বা গ্রাম্য) অক্ষম হওয়া; না পারা ('যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা'—প্রবচন)।

**নারাঙ্গা**[১]—বিঃ যে চর্মরোগে অঙ্গের স্থানে স্থানে কমলালেবুর মত লাল লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং রস পড়ে; বিসর্প রোগ, erysipelas। **পোড়া নারাঙ্গা**—চর্মরোগবিশেষ।

**নারাঙ্গি**—**নারঙ্গি**-র রূপভেদ।

**নারাচ**—বিঃ লৌহময় 'বাণবিশেষ'; অষ্টাদশ অক্ষর ছন্দোবিশেষ। বিঃ (স্ত্রী): **নারাচী**—নারাচের আকৃতি, লৌহময় তুলাযন্ত্র; নিক্তি।

**নারাজ**—বিণঃ যে রাজি নহে; অসম্মত; গররাজি; অস্বীকৃত; অসন্তুষ্ট। ('আজ যদি সে নারাজ হয়ে যায়')।

**নারায়ণ**—বিঃ বিষ্ণু; কমলা বা লক্ষ্মী-পতি। বিঃ (স্ত্রী): **নারায়ণী**—মহাশক্তি, লক্ষ্মী। বিঃ **-ক্ষেত**—গঙ্গার জলরেখা হইতে চারি হস্ত বিস্তৃত তটভূমি, গঙ্গাতীর। বিঃ **-তৈল**—কবিরাজী তৈলবিশেষ। বিণঃ **নারায়ণী সেনা**—শ্রীকৃষ্ণের সংশপ্তক নামক প্রসিদ্ধ দুর্ধর্ষ সৈন্যদল।

**নারিকেল**—বিঃ সুস্বাদু শাঁসে জলে ভরা কঠিন আবরণ যুক্ত ফলবিশেষ। বিঃ **-তৈল**—নারিকেলের শাঁস হইতে নিষ্কাশিত তৈল। বিঃ **-ভস্ম**—নারি-কেল হইতে তৈয়ারি কবিরাজী ঔষধবিশেষ। বিণঃ **নারিকেলী**—নারিকেলাকৃতি (নারিকেলী কুল); নারিকেলের তুল্য স্বাদ বা শাঁস যুক্ত; নারিকেলের শাঁস হইতে প্রস্তুত।

**নারী**—বিঃ স্ত্রীলোক, রমণী, কামিনী, স্ত্রী; পরস্ত্রী। বিঃ **-ধর্ম**—বাৎসল্য, মমতা, সতীত্ব প্রভৃতি নারীসুলভ গুণ। বিঃ **-সমাজ**—নারীগণ।

**নার্ভ**—মস্তিষ্ক সুষুম্নাকাণ্ড ইত্যাদি হইতে দেহের সর্বত্র বিস্তৃত তন্তু, যাহার দ্বারা সংবেদন ও পেশীক্রিয়া নির্বাহিত হয়; nerve।

**নাল**[১]—বিঃ নল, মৃণাল; শিরা; ডাঁটা (পদ্মের নাল)। বিঃ **-ফুল**—সাপলা-ফুল, কুমুদ।

**নাল**[২]—বিঃ ঘোড়া-বলদ ইত্যাদির খুরের তলায় যে লৌহ ফলক লাগানো হয়, horseshoe।

**নাল**[৩]—বিঃ লালা, লাল, থুতু।

**নালতে**—**নালিতা**-র কথ্যরূপ।

**নালা**—বিঃ পয়ঃপ্রণালী, জল নির্গম পথ, বড় নর্দমা, ড্রেন, খানা, খাত।

**নালায়েক**—বিণঃ যে লায়েক নহে; অযোগ্য, অনুপযুক্ত, নাবালক, অক্ষম।

**নালি**—**নালী**-র বানানভেদ।

**নালিক**—**নালীক**-এর বানানভেদ।

**নালিশ, নালিস**—বিঃ অভিযোগ, আবেদন, প্রতিকার-প্রার্থনা; ফরিয়াদ।

**নালিশী**—বিণঃ নালিশ-সংক্রান্ত।

**নালী**—বিঃ ছোট নালা, শিরা, ক্ষুদ্র চোঙ ; শোষ (নালী ঘা)। বিঃ **-ঘা, -ব্রণ**—দুষ্ট ক্ষত, রন্ধ্রযুক্ত ক্ষত।

**নালীক**—বিঃ শল্যাস্ত্র, বাণ ; শর ; পদ্মের বোঁটা।

**নাশ**—বিঃ বিনাশ ; ধ্বংস, ক্ষয়, মৃত্যু ; লোপ। বিণঃ **-ক**—বিনাশকারী। **-ন**—(১) বিঃ নাশ-করণ। (২) বিণঃ নাশকারী। বিণঃ **নাশিত**—বিনষ্ট, নাশপ্রাপ্ত। বিণঃ **নাশী**—বিনাশশীল ; নাশক, বিনাশকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নাশিনী**।

**নাশপাতি**—বিঃ আপেল জাতীয় ফল-বিশেষ, pear। [ফা]।

**নাশা**—(১) ক্রিঃ (সাধারণতঃ কাব্যে) নাশ করা (নাশিল), ধ্বংস করা। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ (প্রধানতঃ সমাসে উত্তরপদ রূপে ব্যবহৃত) নাশকারী, নাশক (তাস দাবা পাশা তিন কর্মনাশা)।

**নাস**—বিঃ নস্য ; তামাক পাতার গুঁড়া ; নাসিকার দ্বারা আকর্ষণ। **জলের নাস**—নাক দিয়া জল পান।

**নাসত্য**—বিঃ অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

**নাসা**—বিঃ নাসিকা, নাক ; নাকের ভিতরের ব্রণ ; polypus। বিঃ **-রন্ধ্র**—নাসিকার মধ্যস্থ শ্বাস-প্রশ্বাসের গহ্বরদ্বয়। বিঃ **-পান**—নাসিকা দিয়া আহার গ্রহণ।

**নাসিক**—বিঃ প্রাচীন পঞ্চবটী, ভারত-বর্ষের হিন্দু তীর্থবিশেষ।

**-নাসিক**—বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদ রূপে নাসিক শব্দের প্রয়োগ (উন্নাসিক)।

**নাসিকা**—বিঃ নাক, নাসা।

**নাস্তা**—বিঃ জলখাবার, প্রাতরাশ।

**নাস্তানাবুদ**—বিণঃ নাজেহাল। [ফা]।

**নাস্তি**—(১) ক্রিঃ নাই। (২) বিঃ সত্তাহীনতা। বিঃ **-মান্**—বিত্তহীন ; কিছু নাই যাহাদের।

**নাস্তিক**—বিণঃ নিরীশ্বরবাদী ; যে বেদ পরকাল-তত্ত্ব ঈশ্বর মানে না, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী। বিঃ **-তা**, **নাস্তিক্য**। **নাস্তিক্যবাদ**—ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই এই মতবাদ।

**নাহক**—ক্রি-বিণঃ মিছামিছি, অনর্থক, অন্যায় পূর্বক ; শুধু শুধু। [ফা+আ]।

**নাহি**—ক্রিঃ আছে না ('নাহি ক্ষয় নাহি শেষ নাহি নাহি দৈন্যলেশ'—রবীন্দ্র)।

**নি**[১]—অব্যঃ অভাব, সামীপ্য, সাদৃশ্য, নিশ্চয়তা, আতিশয্য ইত্যাদি সূচক উপসর্গ (নিকট, নিরভিমান)।

**নি**[২]—(১) অব্যঃ ক্রিয়ার অঘটন সূচক (যাস নি, বলিস নি)। (২) ক্রিঃ লই (আমি হেড নি তুমি টেইল নাও) ; ক্রয় করি (আমি আনন্দ-বাজার নি)।

**নি**[৩]—বিঃ (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের নিখাদের সাঙ্কেতিক।

**নি**[৪]—**নাই**[১]-এর কথ্যরূপ।

**নিঅড়**—বিঃ (প্রাচীন বাঙলায়) সান্নিধ্য, সামীপ্য, নৈকট্য।

**নিঅলী**—বিঃ নিরলী ফুল।

**নিউমোনিয়া**—বিঃ রোগবিশেষ, Pneu-monia।

**নিংড়ান, নিংড়ানো, নিংড়ন, নিংড়নো**—(১) ক্রিঃ পাক দিয়া বা পেষণ করিয়া জল বা রস বাহির করা ; শোষণ করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**নিঃ**—অব্যঃ উপসর্গবিশেষ (এই উপসর্গ যোগে অভাব, আতিশয্য প্রভৃতি ভাবপ্রকাশক শব্দ গঠিত হয়)। বিণঃ **-ক্ষত্র, -ক্ষত্রিয়**—ক্ষত্রিয় শূন্য, ক্ষত্রিয়বিহীন। বিণঃ **-শঙ্ক, নিশঙ্ক**—ভয়শূন্য, নির্ভীক। বিণঃ **-শব্দ**—নীরব, শব্দরহিত। বিণঃ **-শেষ**—সম্পূর্ণ, শেষরহিত। বিণঃ **-শেষিত**—সমাপ্ত, যাহা ফুরাইয়া গিয়াছে। বিঃ **-শ্রেয়স**—মঙ্গল ; মুক্তি ; জ্ঞান। বিঃ **-শ্বসন, নিশ্বসন**—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, শ্বাসত্যাগ ও গ্রহণ। বিণঃ **-শ্বসিত, নিশ্বসিত**—শ্বাসরূপে নির্গত বা গৃহীত। বিঃ **-শ্বাস, নিশ্বাস**—নাসাপথে নির্গত বায়ু, শ্বাস, দম। **-সংকোচ**—(১) বিঃ সংকোচহীনতা, কুণ্ঠারাহিত্য। (২) বিণঃ সংকোচশূন্য, কুণ্ঠারহিত। বিণঃ **-সংজ্ঞ**—সংজ্ঞারহিত, অচেতন। **-সংশয়, -সন্দেহ**—(১) বিঃ সংশয়হীন, সন্দেহশূন্য, নিশ্চিত। (২) বিঃ নিঃসংশয়তা। বিণঃ **-সঙ্গ**—একাকী, সঙ্গহীন, নিরাসক্ত। বিণঃ **-সত্ত্ব**—বলশূন্য ; ধৈর্যশূন্য ; অসার ; প্রাণহীন। বিণঃ **-সন্তান**—সন্তানহীন। বিণঃ **-সম্পর্ক**—সম্পর্কহীন, সম্বন্ধশূন্য। বিণঃ **-সম্বল**—পাথেয়শূন্য ; সঙ্গতিহীন। বিঃ **-সরণ**—নির্গমন, মৃত্যু। বিণঃ **-সহায়**—সহায়হীন, অনাথ। বিণঃ **-সাড়**—সাড়াহীন, অসাড়। বিণঃ **-সারক**—নিঃসারণ-কারী। বিঃ **-সারণ**—নির্গতকরণ, নিষ্কাশন, বহিষ্করণ। বিণঃ **-সারিত**—নিঃসারণ করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **-সীম**—সীমাহীন, অসীম ('উড়ে চলে দিগ্‌দিগন্তের পানে নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণবর্ষণ সঙ্গীতে'—রবীন্দ্র)। বিণঃ **-সুপ্ত**—গাঢ় নিদ্রিত। বিণঃ **-সৃত**—নির্গত, বহির্গত। বিণঃ **-স্পৃহ**—বাসনাশূন্য। বিঃ **-স্পৃহতা, নিস্পৃহতা**। বিণঃ **-স্ব**—নিঃসম্বল, দরিদ্র। বিঃ **-স্বতা**। বিণঃ **-স্বত্ব**—স্বত্বহীন। বিঃ **-স্বন**—নাদ ধ্বনি, গর্জন (মেঘের নিঃস্বন)। বিঃ **-স্রব, -স্রাব**—ক্ষরণ, গলন।

**নিঁদ**—**নিদ্রা**-র কোমলরূপ।

**নিক**—**নিকী**-র রূপভেদ।

**নিকট**—(১) বিণঃ সমীপ, সন্নিহিত। (২) বিঃ সামীপ্য, কাছ, সমীপবর্তী স্থান। বিণঃ **-বর্তী**—নিকটে আছে এমন, সন্নিহিত, সমীপবর্তী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নিকটবর্তিনী**। বিণঃ **-স্থ**—নিকটে আছে এমন, সন্নিহিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নিকটস্থা**।

**নিকড়িয়া, নিকড়ে**—বিণঃ কপর্দকহীন, নিঃস্ব।

**নিকতি**—বিঃ সূক্ষ্ম তুলাদণ্ড।

**নিকন, নিকনো**—ক্রিঃ গোময় মৃত্তিকাদি মিশ্রিত জল দ্বারা লেপন করা।

**নিকর**—বিঃ সমূহ, রাশি ; সার ; ন্যায্য দেয় ধন ; নিধি, রত্ন ('ফুটিয়াছে সরোবরে কমলনিকর'—কৃষ্ণ মজুমদার)। বিঃ **-বাকি, -বাকী**—বাকির সমষ্টি, মোট বাকি।

**নিকরুণ**—বিণঃ করুণাহীন, নির্দয়।

**নিকর্মা**—বিণঃ কর্মহীন, বেকার ; অলস।

**নিকলা**—(১) ক্রিঃ বাহির হওয়া। [হি]। (২) বিঃ তরকারীশূন্য ঝোল (মাছের)।

**নিকষ, নিকস**—বিঃ কষ্টিপাথর ; শাণ ; স্বর্ণচিহ্ন। বিণঃ **নিকষিত**—কষ্টি-

পাথরে ঘর্ষিত, খাঁটি বলিয়া পরীক্ষিত ('রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কাম গন্ধ নাহি তায়'—চন্ডীঃ)।

**নিকষা**—বিঃ রাক্ষস মাতা; রাবণ-জননী ('নিকষা সতী তোমার জননী' —মধুঃ)।

**নিকা**[১]—বিঃ মুসলমান সমাজে বিধবা-বিবাহ বা পত্নী বর্তমানে অন্য পত্নী গ্রহণ। [আ]।

**নিকা**[২]—বিঃ গাড়ীর দুই চাকার যোগ-সাধক কাষ্ঠখণ্ড, অক্ষ।

**নিকান, নিকানো**—ক্রিঃ গোবর গোলা বা মাটিগোলা জলে ভিজানো নেকড়ার দ্বারা মেঝে দেওয়াল ইত্যাদি লেপন করা।

**নিকায়**—বিঃ সমূহ; সমধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিসমূহ; লক্ষ্য; আবাস, গৃহ, পরমাত্মা।

**নিকার**—বিঃ ধান-ঝাড়া, ভর্ৎসনা, পরাভব, বধ, অপকার।

**নিকারবকার**—বিঃ শিশুদের পরিধেয়-বিশেষ।

**নিকারি, নিকারী**—বিঃ মুসলমানদের শ্রেণী ভেদ; মুসলমান মৎস্যজীবী।

**নিকাল**—অব্যঃ দূর হ', ভাগো, বেরিয়ে যা ইত্যাদিসূচক। [হি]।

**নিকাশ**[১]—বিণঃ তুল্য, সদৃশ।

**নিকাশ**[২]—বিঃ নিষ্কাশন; নির্গল, শেষ, বিনাশ।

**নিকাশী**—বিণঃ চূড়ান্ত হিসাবসংক্রান্ত।

**নিকি, নিকী**—বিঃ ছোট উকুন; উকুনের ডিম।

**নিকুচি**—বিঃ ধ্বংস, শেষ, দফারফা।

**নিকুঞ্জ**—বিঃ কুঞ্জ, লতাগৃহ, বাগিচা, উদ্যান ('সতিমির রজনী, সচকিত সজনী শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-কানন**—লতাপাতা ও লতাগৃহা-দিশোভিত রম্য বন।

**নিকুম্ভ**—বিঃ রাক্ষসবিশেষ।

**নিকুম্ভিলা**—বিঃ লঙ্কার পশ্চিমভাগস্থ গুহাবিশেষ। লক্ষ্মণ এই গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া মেঘনাদকে বধ করেন।

**নিকৃত**—(১) বিণঃ পরাভূত, নিপীড়িত, ব্যথিত, রক্ষিত, পতিত, নীচ। (২) বিঃ **নিকৃতি**—ভর্ৎসনা; ক্ষেপ, নিন্দা, অপকার; দৈন্য; শঠতা।

**নিকৃষ্ট**—বিণঃ অপকৃষ্ট, জঘন্য, নীচ। [নি+কৃষ্+ত]। বিঃ **নিকৃষ্টতা**।

**নিকেত, নিকেতন**—বিঃ আলয়, গৃহ, বাড়ি ('মন চল নিজ নিকেতনে')।

**নিকোচন**—বিঃ সঙ্কোচন; আকুঞ্চন।

**নিক্তি**—বিঃ সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্য ক্ষুদ্র তুলাদণ্ডবিশেষ।

**নিক্কণ**—বিঃ ধ্বনি, শব্দ; বীণাধ্বনি ('তব পুরে সুন্দরীর নূপুর নিক্কণ' —রবীন্দ্র)।

**নিক্কাণন, নিক্কাণনা**—বিঃ বীণাবাদন।

**নিক্ষিপ্ত**—বিণঃ নিক্ষেপ করা হইয়াছে এমন, পরিত্যক্ত, বর্জিত।

**নিক্ষেপ**—বিঃ ক্ষেপণ, ছুঁড়িয়া ফেলা, গচ্ছিতকরণ। [নি+ক্ষিপ্+অ]। বিণঃ **নিক্ষেপক**—নিক্ষেপকারী। বিণঃ **নিক্ষেপ্য**—ছুঁড়িয়া ফেলিবার মত, যাহা বন্ধক রাখা হইবে এমন। **নি-খরচা, নিখরচ**—ক্রি-বিণঃ বিনাব্যয়ে। বিণঃ **নিখরচে**—ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ।

**নিখর্ব**—(১) বিণঃ বামন। (২) বিঃ দশ সহস্র কোটি।

**নিখাকী**—(১) বিণঃ (স্ত্রী): কিছুই খায় না এমন। (২) বিঃ নিখাকী স্ত্রীলোক।

**নিখাত**—বিণঃ খনন করা হইয়াছে এমন।
**নিখাদ**—(১) বিঃ স্বরগ্রামের সপ্তম স্বর 'নি'। (২) বিণঃ খাদহীন, বিশুদ্ধ।
**নিখিল**—(১) বিণঃ সমুদয়, সমস্ত (নিখিল ভারত)। (২) বিঃ সমগ্র সৃষ্টি ('নিখিলের পরিত্যক্ত মৃত-স্তূপ বিগত বৎসর'—রবীন্দ্র)। বিঃ **নিখিলনাথ**—বিশ্বপতি, ঈশ্বর।
**নিখুঁত**—বিণঃ খুঁতরহিত, নির্দোষ, ত্রুটিবিহীন (নিখুঁত কাজ)।
**নিখোঁজ**—বিণঃ খোঁজ পাওয়া যায় না এমন; নিরুদ্দেশ।
**নিগড়**—বিঃ শৃঙ্খল, বেড়ি। **লৌহ নিগড়**—লোহার শিকল। বিণঃ **নিগড়িত**—শৃঙ্খলাবদ্ধ, শৃঙ্খলিত।
**নিগদ**—বিঃ উক্তি, কথন। [নি+গদ্+অ]। বিণঃ **নিগদিত**—কথিত, উক্ত।
**নিগম**—বিঃ তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ; বেদ; নির্গমন; পথ; নগর; হাট; পৌরসভা (পৌরনিগম); corporation। বিণঃ **নিগমবদ্ধ, নিগমিত**—সমবেত, মিলিত, যুক্ত, incorporated।
**নিগমন**—বিঃ বাহির হওন, নির্গমন।
**নিগর, নিগার**[১]—বিঃ ভক্ষণ, গিলন।
**নিগরণ**—বিঃ গলাধঃকরণ, ভক্ষণ।
**নিগা, নিগাহ, নেগা**—বিঃ মনোযোগ; দৃষ্টি; তত্ত্বাবধান; অনুগ্রহ।
**নিগার**[২]—বিঃ কাফ্রীজাতি; গালি-বিশেষ, niger।
**নিগাবান, নিগামান**—বিঃ পাহারাদার, তত্ত্বাবধায়ক। [ফা]। বিঃ **নিগাবানি, নিগামানি**—তত্ত্বাবধান।
**নিগাল**—বিঃ অশ্বের গলদেশ।
**নিগীর্ণ**—বিণঃ গলাধঃকৃত, ভক্ষিত।
**নিগূঢ়**—(১) বিণঃ গুপ্ত; দুর্জ্ঞেয়; জটিল; রহস্যময়; অতিশয় গভীর। (২) বিঃ সার, মর্ম, তাৎপর্য।
**নিগৃহীত**—বিণঃ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছে বা করিতেছে এমন, লাঞ্ছিত।
**নিগ্রহ**—বিঃ শাসন, দমন; পীড়ন, কষ্ট, নিরোধ, সংযম। বিণঃ **নিগ্রাহক**—নিগ্রহকারী। বিণঃ (স্ত্রী): **নিগ্রাহিকা**।
**নিগ্রো**—বিঃ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধি-বাসী, Negro।
**নিঘণ্টু**—বিঃ নির্ঘণ্ট, সূচী; অভিধান; যাস্ক-বিরচিত বৈদিক অভিধান-বিশেষ।
**নিঘাত**—বিঃ অনুদাত্ত স্বর; আহনন; আঘাত।
**নিংগড়ন, নিঙড়ন**—**নিংড়ান**-এর বানান-ভেদ।
**নিচ, নীচ**—(১) বিণঃ নিম্ন, পতিত। (২) বিঃ নিম্নস্থান।
**নিচয়**—বিঃ সমূহ; বৃদ্ধি; উপচয়।
**নিচল**—বিণঃ নিশ্চল, নিস্পন্দ; শান্ত; অক্ষয় ('নিচল জলে নীল নিকষে সন্ধ্যাতারার পড়ল রেখা'—রবীন্দ্র)।
**নিচায়**—বিঃ ধান্যরাশি।
**নিচিত**—বিণঃ ব্যাপ্ত; সমাকীর্ণ; সংগৃহীত।
**নিচু, নীচু**—(১) বিণঃ অবনত, অনুন্নত; নিম্ন ('নীচুর কাছে নীচু হতে')। (২) বিঃ নিম্নস্থান।
**নিচুল**—বিঃ হিজল গাছ; স্থলবেতস; কবিবিশেষ।
**নিচোল, নিচোলী**—বিঃ উত্তরীয় ('ঝর-ঝর ধারে ভিজিবে নিচোল'—রবীন্দ্র); আচ্ছাদন-বস্ত্র; বিছানার চাদর; ঘাগরা; সাঁজোয়া।

**নিচোলক**—বিঃ সাঁজোয়া, কঞ্চুক ; কাঁচুলি।
**নিচিন্দি**—**নিশ্চিন্ত**-র কথ্যরূপ।
**নিচ্ছিদ্র**—বিণঃ ছিদ্রহীন ; দোষশূন্য, নিখুঁত।
**নিছক**—বিণঃ অমিশ্র, একমাত্র, কেবল।
**নিছনি, নিছুনি**—বিঃ পূজা, নৈবেদ্য, ডালি, নিবেদিত বস্তু, বিবাহ-কালীন স্ত্রী-আচারের অঙ্গবিশেষ (নিছনি ডালা)।
**নিজ**—(১) বিণঃ স্বীয়, স্বকীয়। (২) সর্বঃ আপনি। **-স্ব**—(১) বিঃ স্বকীয় ধন বা সম্পত্তি। (২) বিণঃ যাহাতে কেবল নিজের অধিকার আছে। ক্রি-বিণঃ **নিজে**—স্বয়ং। **নিজের পায়ে কুড়ুল মারা**—নিজের সর্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনা।
**নিজাম**—বিঃ রাজ্যশাসক ; রাজপ্রতি-নিধি ; গবর্ণর, হায়দ্রাবাদের মুসলমান নৃপতির উপাধি। বিঃ **-ৎ, -ত, -তি**—নিজামের পদ পদবী অধিকার বা সম্পত্তি। বিণঃ **-তী**—নিজাম বা নিজামতি-সম্বন্ধীয়। [আ]।
**নিঝর**—**নির্ঝর**-এর কোমলরূপ।
**নিঝুম, নিজ্ঝুম**—বিণঃ সম্পূর্ণ নীরব, নিস্তব্ধ ; নিদ্রিত ; নিস্পন্দ ('ঘুম যেন লেগে আছে নিঝুম লোচনে'—দেঃ সেঃ)।
**নিট**—বিণঃ আসল, খাঁটি ; নিশ্চিত, সত্য ; খরচ বাদে অবশিষ্ট (নিট আয়), net।
**নিটল**—বিণঃ নিরেট, ফাঁপা নহে এমন।
**নিটুট**—বিণঃ অটুট, ত্রুটিহীন, নির্দোষ ; পূর্ণ ; অখণ্ড।
**নিটোল**—বিণঃ টোল পড়ে নাই এমন ; সুগোল, সুডৌল ; নিখুঁত।
**নিঠুর**—**নিষ্ঠুর**-এর কোমলরূপ ('এই করেছ ভালো, নিঠুর হে'—রবীন্দ্র)।
**নিড়ান, নিড়ানো**—(১) ক্রিঃ শস্যক্ষেত্রের আগাছা উৎপাটনপূর্বক দূর করা। বিঃ **নিড়ানি, নিড়েন**—নিড়ানের যন্ত্র বা কাজ।
**নিতকনে**—বিঃ বিবাহকালে কন্যার কুমারী সঙ্গিনী।
**নিতবর**—বিঃ বিবাহকালে বরের কুমার সঙ্গী।
**নিতম্ব**—বিঃ স্ত্রীলোকের কটির পশ্চাদ্ভাগ, পাছা ; কটি ; পর্বতের কটক। **নিতম্বিনী**—(১) বিণঃ (স্ত্রী) ঃ সুগঠিত বা স্থূল নিতম্ব-যুক্তা। (২) বিঃ ঐরূপ নারী।
**নিতল**—বিঃ সপ্ত পাতালের অন্যতম ; পাতাল ; গভীর নিম্নস্থল।
**নিতাই**—বিঃ নিত্যানন্দ।
**নিতান্ত**—(১) বিণঃ অতিশয় ; অতিশয় ঘনিষ্ঠ। (২) ক্রি-বিণঃ একান্ত, নেহাত। ('নিতান্ত দেখি তোমায় কৃতান্ত ডেকেছে'—রবীন্দ্র)।
**নিতি, নিতুই**—যথাক্রমে **নিত্য** ও **নিত্যই**-র কোমলরূপ ('মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে-যে নাচে'—রবীন্দ্র)। ('বাঁচিয়া বাঁচিয়া মরি নিতুই নিতুই আমারে লও হে বাঁচায়ে')।
**নিত্য**—(১) ক্রি-বিণঃ সর্বদা, সতত ; অহরহ ('নিত্য সত্যে চিন্তন করো' —রবীন্দ্র)। (২) বিণঃ চিরস্থায়ী ; ধারাবাহিক : চির, অনন্ত ; অবি-নশ্বর। বিঃ **-কর্ম, -ক্রিয়া, -কৃত্য**—অবশ্যকরণীয় প্রাত্যহিক কাজ, দৈনন্দিন কর্তব্য। বিঃ **-কাল**—চির-কাল। বিণঃ **-নৈমিত্তিক**—দৈনন্দিন ও বিশেষ উপলক্ষে করণীয়। বিঃ **-প্রলয়**

—প্রলয়বিশেষ ; সুষুপ্তি, যখন বহির্জগতের বোধ লুপ্ত হয়। বিঃ **-সঙ্গী**—সর্বক্ষণের সাথী। বিঃ **-সহচর**—যে সব সময়ে সঙ্গে থাকে। বিঃ **-সমাস**—যে সমাসে ব্যাসবাক্য হয় না। বিঃ **-সেবা**—অহরহ পরিচর্যা ; গৃহে প্রতিষ্ঠিত দেবতার প্রাত্যাহিক পূজা। বিণঃ **-স্নায়ী**—প্রতিদিন যে স্নান করে।

**নিত্যানন্দ**—(১) বিণঃ সব সময়ে আনন্দে থাকে এমন। (২) বিঃ নিত্যানন্দ প্রভু, নিতাই ; গৌরাঙ্গের লীলা সহচর।

**নিথর**—বিণঃ নিস্পন্দ, নিশ্চল, স্থির।

**নিদ**—বিঃ ঘুম, সুপ্তি, নিদ্রা ('নিদ নাহি আঁখি পাতে'—অতুলঃ)।

**নিদয়**—**নির্দয়**-এর কোমল রূপ ('নিদয় কালা')।

**নিদর্শন**—বিঃ উদাহরণ, দৃষ্টান্ত ; প্রমাণ, অভিজ্ঞান। [নি+দৃশ্+অন]।

**নিদর্শনা**—বিঃ অলঙ্কারবিশেষ—ইহাতে উপমান উপমেয়ভাব সম্ভব বা অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধ দ্বারা বিবৃত হয়।

**নিদর্শনী**—বিঃ সূচী ; কুঞ্চিকা।

**নিদাঘ**—বিঃ গ্রীষ্মকাল ; উত্তাপ ; নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময়ে।

**নিদান**—(১) বিঃ মূল কারণ ; রোগের কারণ বা লক্ষণ নির্ণয় ; রোগ নির্ণায়ক শাস্ত্র ; অন্তিমকাল। (২) বিণঃ নির্দয়, নিষ্ঠুর, অন্তিম, চরম। বিঃ **-কাল**—মৃত্যুকাল, অন্তিম সময়। বিঃ **-তত্ত্ব**, **-বিদ্যা**, **-শাস্ত্র**—রোগের মূল কারণ ও লক্ষণাদি নির্ণায়ক শাস্ত্র।

**নিদারুণ**—বিণঃ অতিদারুণ ; কঠোর, কঠিন ; নির্দয় ; দুঃসহ, অসহ্য ('নিদারুণ তিনি অতি নাহি দয়া তব প্রতি—মধুঃ)।

**নিদালি**, **নিদুলি**—বিঃ নিদ্রাকর্ষক মন্ত্রপূত মাটি।

**নিদিধ্যাস**, **নিদিধ্যাসন**—বিঃ বিচার, মনন ; দেহবোধ শূন্য হইয়া পরব্রহ্মের ধ্যান।

**নির্দিষ্ট**—বিণঃ আদিষ্ট। [নি+দিশ্ত]। বিণঃ **নিদেষ্টা**—আদেশকারী।

**নিদেন**—(১) বিঃ **নিদান**-এর কথ্যরূপ। (২) অব্যঃ অন্ততঃ, নেহাত পক্ষে, একান্ত।

**নিদেশ**—বিঃ আদেশ, উক্তি, নির্দেশ।

**নিদ্রা**—বিঃ ঘুম ['নিদ্রাহারা রাতের ঐ গান'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-কর্ষণ**—নিদ্রাবেশ। বিণঃ **-গত**—নিদ্রিত, সুপ্ত। বিণঃ **-জনক**—যাহাতে ঘুম আসে এমন। বিণঃ **-তুর**—নিদ্রায় অবশ, ঘুমে কাতর। বিঃ **-বেশ**—তন্দ্রা, ঘুমের ঘোর। বিঃ **-ভঙ্গ**—ঘুমভাঙ্গা, জাগরণ। বিণঃ **-ভিভূত**—নিদ্রিত। বিণঃ **-মগ্ন**—ঘুমে অচেতন। বিণঃ **-লস**—নিদ্রায় অবশ। বিণঃ **-লু**—নিদ্রাশীল, নিদ্রাপ্রিয়।

**নিদ্রিত**—বিণঃ ঘুমন্ত, নিদ্রাগত। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ **নিদ্রিতা**।

**নিদ্রোত্থিত**—বিণঃ ঘুম হইতে উঠিয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ **নিদ্রোত্থিতা**।

**নিধন**[১]—বিঃ লয় ; লোপ ; মৃত্যু ; নাশ ; সংহার। [নি+ধা+অন]।

**নিধন**[২]—নির্ধন, দরিদ্র।

**নিধান**—বিঃ আধার ; ভাণ্ডার, আগার ; নিধি ; অর্পণ ; স্থাপন। বিণঃ **নিহিত**।

**নিধি**—বিঃ আধার ('ওহে রাম গুণনিধি প্রাণ তো অন্ত হলো আজ আমার'—লোঃ সঃ); ধনরত্ন; গচ্ছিত ধন; তহবিল, fund। [নি+ধা+ই]।

**নিধীশ, নিধীশ্বর**—বিঃ কুবের।

**নিধুবন**—বিঃ রমণ, কামকেলি; উপভোগ; ক্রীড়া-কৌতুক আমোদ-প্রমোদ; বৃন্দাবনের কুঞ্জবিশেষ ('আজ কেন ভাই নিধুবনে রাধা কৃষ্ণ একাসনে—লোঃ সঃ)।

**নিধেয়**—বিণঃ স্থাপনীয়; নিধানযোগ্য, গচ্ছিত রাখার যোগ্য। [নি+ধা+য়]।

**নিধ্বান**—বিঃ ধ্বনি, শব্দ।

**নিধ্যান**—বিঃ দর্শন।

**নিনাদ**—বিঃ ধ্বনি, শব্দ, গর্জন ('বাজায়ে অযুত শঙ্খ অম্বুদ নিনাদে ফিরায়ে আনিগে চল মায়ের স্বর্ণরথ')। **নিনাদিত**—ধ্বনিত।

**নিনীষা**—বিঃ নয়নেচ্ছা। বিণঃ **নিনীষু**।

**নিন্দ**[১]—(১) বিণঃ নিন্দিত, কুৎসিত। (২) ক্রিঃ নিন্দা করা ('শুন মোর কথা ধনি নিন্দ বিধাতায়'—মধুঃ)।

**নিন্দ**[২]—বিঃ নিদ্রা ('নয়নকো নিন্দ গেও বয়ানকো হাস'—বিদ্যাঃ)।

**নিন্দক**—বিণঃ নিন্দাকারী, দূষক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নিন্দিকা**।

**নিন্দন**—বিঃ নিন্দাকরণ, নিন্দা অপবাদ।

**নিন্দা**—(১) বিঃ কুৎসা, কলঙ্ক, অপবাদ। (২) ক্রিঃ নিন্দা করা, দোষারোপ করা, তিরস্কার করা। বিঃ **-বাদ**—অপবাদ, কুৎসা। বিণঃ **-জনক**—কলঙ্কজনক। বিণঃ **-র্হ**—নিন্দনীয়। বিণঃ **-সূচক**—নিন্দা প্রকাশ হয় এমন (নিন্দা প্রস্তাব)।

**নিন্দিত**—বিণঃ যাহার নিন্দা করা হইয়াছে এমন; দূষিত; গর্হিত।

**নিন্দুক**—**নিন্দক**-এর অশুদ্ধ কিন্তু অত্যন্ত প্রচলিত রূপ।

**নিপট**[১]—বিণঃ অতিশয়, নিতান্ত।

**নিপট**[২]—বিণঃ লম্পট ('নিপট কপট কালা')।

**নিপতন**—বিঃ নিম্নে পতন; অধঃপতন; নিপাত, নাশ। [নি+পত্+অন]। বিণঃ **নিপতিত**।

**নিপাত**—বিঃ পতন; অধঃপতন; নিধন, মরণ; মৃত্যু। [নি+পত্+অ]। বিণঃ **নিপাতিত**।

**নিপাতন**—বিঃ বিনাশন; অধঃপাতন; সূত্রোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম। [নি+পত্+ণিচ্+অন]। বিণঃ **নিপাতিত**—বিনাশিত, ভূপাতিত।

**নিপান**—বিঃ পশুপক্ষীর জলপানের নিমিত্ত কূপসমীপে নির্মিত জলাধার।

**নিপীড়ক**—বিণঃ নিপীড়নকারী নিগ্রহকারী। [নি+পীড়্+অক]।

**নিপীড়ন**—বিঃ উৎপীড়ন, নিগ্রহ। [নি+পীড়্+অন]। বিণঃ **নিপীড়িত**—নিগৃহীত।

**নিপীত**—বিণঃ নিঃশেষে পান করা হইয়াছে এমন, নিঃশেষে পীত।

**নিপুণ**—বিণঃ সমর্থ, দক্ষ, পটু। [নি+পুণ্+অ]। বিঃ **নিপুণতা, নিপুণত্ব, নৈপুণ্য**। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নিপুণা**।

**নিব**—বিঃ কলমের মুখ, লেখনীর অগ্রভাগ, nib।

**নিবন্ধ**—বিণঃ বন্ধ, আটকানো, সংলগ্ন; পরিহিত; নিবেশিত, নিবিষ্ট; গ্রথিত। বিঃ **নিবন্ধীকরণ**—রেজিস্ট্রীকরণ, registration।

**নিবন, নিব-নিব, নিবন্ত, নিবু-নিবু**—বিণঃ নিবিবার উপক্রম হইয়াছে এরূপ।

**নিবন্ধ**—বিঃ প্রবন্ধ, রচনা ; পুস্তক, গ্রন্থ ; ফিকির, উপায় ; ব্যবস্থা ; নিয়ম ; গীত। [নি+বন্ধ্+অ]। বিণঃ **নিবন্ধিত**—রচিত, লিখিত, গ্রথিত। বিণঃ **-কার**—রচয়িতা, লেখক।

**নিবন্ধক**—বিঃ যে রেজিস্ট্রি করে, registrar। [নি+বন্ধ্+অক]।

**নিবন্ধন**—বিঃ কারণ, হেতু, নিমিত্ত (দারিদ্র্য নিবন্ধন) ; রেজিস্ট্রিভুক্ত-

**নিবন্ধিত**—**নিবন্ধ** দ্রষ্টব্য।

**নিবর্ত**—বিণঃ নিবৃত্ত, ক্ষান্ত। [নি+বৃত্+অ]। বিণঃ **-ক**—নিবারক, নিবৃত্তিকারক। বিঃ **-ন**—নিবৃত্তি, বিরতি, ক্ষান্তি ; নিবারণ ; প্রত্যাগমন। বিণঃ **নিবর্তিত**—নিবৃত্ত করা হইয়াছে এমন।

**নিবসই**—ক্রিঃ (কাব্যে) বাস করে।

**নিবসতি, নিবসন**—বিঃ বাসকরণ, বাসস্থান ; গৃহ।

**নিবহ**—বিঃ সমূহ, সকল ('ম্লেচ্ছনিবহ নিধনে')। [নি+বহ্+অ]।

**নিবা, নেবা, নিভা, নেভা**—(১) ক্রিঃ নির্বাপিত হওয়া বা করা ('যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো'—রবীন্দ্র)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**নিবাত**—বিণঃ বায়ুশূন্য ; স্থির (নিবাত নিষ্কম্প দীপ) ; দৃঢ় ; সন্নদ্ধ।

**নিবাপ**—বিঃ পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে পিণ্ডাদি দান। [নি+বপ্+অ]।

**নিবারক**—বিণঃ নিবারণকারী ; প্রতিরোধক। [নি+বারি+অক]।

**নিবারণ, নিবার**—বিঃ নিষেধ, বারণ, প্রশমিতকরণ ('যত নিবারিয়ে চিত নিবার না যায়'—চণ্ডীঃ)। বিণঃ **নিবারণীয়, নিবার্য**—যাহা বারণ করা উচিত। বিণঃ **নিবারিত**—নিবারণ করা হইয়াছে এমন।

**নিবারা**—ক্রিঃ (কাব্যে) নিবারণ করা।

**নিবারিত, নিবার্য**—**নিবারণ** দ্রষ্টব্য।

**নিবাস**—(১) বিঃ আধার, বাসস্থান, বসতি। (২) বিণঃ বস্ত্রহীন, নাই বাস যাহার। বিণঃ **নিবাসী**—বাসকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নিবাসিনী**।

**নিবিড়**—বিণঃ নিশ্ছিদ্র, সান্দ্র, গহন, ঘোর ; পুরু ; ঘন ('নিবিড় নিবন্ধ হয়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিশ্বাসে শান্ত হয়ে আসে'—রবীন্দ্র)। বিণঃ **-কৃষ্ণ**—খুব কালো, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ।

**নিবিদ**—বিণঃ দেবদেবী-সংক্রান্ত অতি প্রাচীন কাব্যবিষয়ক।

**নিবিষ্ট**—বিণঃ গভীর মনোযোগের সঙ্গে রত, মগ্ন, বিন্যস্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নিবিষ্টা**।

**নিবীত**—বিঃ উত্তরীয়, উড়ুনি ; উপবীত। বিণঃ **নিবীতী**—উপবীতধারী।

**নিবৃত**—(১) বিণঃ আচ্ছাদিত। (২) বিঃ উত্তরীয় বস্ত্র ; চাদর।

**নিবৃত্ত**—বিণঃ বিরত, **ক্ষান্ত** ; প্রত্যাবৃত্ত। [নি+বৃৎ+ত]। বিঃ **নিবৃত্তি**—বিরতি।

**নিবৃন্ত**—বিণঃ বোঁটা ছাড়ানো।

**নিবেদ, নিবেদন**—বিঃ বিজ্ঞাপন, বর্ণন ; সবিনয় কথন ; সমর্পণ। [নি+বেদি+অ, অন]। বিণঃ **নিবেদনীয়, নিবেদ্য**—নিবেদনযোগ্য, বিজ্ঞাপ্য।

**নিবেদক**—বিণঃ নিবেদনকারী।

**নিবেদিত**—বিণঃ নিবেদন করা হইয়াছে এমন। ক্রিঃ **নিবেদিল**—নিবেদন করিল।

**নিবেশ**—বিঃ শিবির; বিন্যাস, স্থাপন; স্থান; প্রবেশ। [নি+বিশ্‌+অ]। বিণঃ **-ক**—নিবেশকারী; স্থাপক। বিঃ **-ন**—প্রবেশ; উপবেশন। বিণঃ **নিবেশিত**—স্থাপিত, বিন্যস্ত।

**-নিভ**—(১) বিণঃ (অন্য শব্দের পরে থাকিলে) সদৃশ্য, তুল্য (ফেননিভ)। (২) বিঃ ব্যাজ, ছল, কপট।

**নিভন্ত, নিভা**—নিভা দ্রষ্টব্য।

**নিভাঁজ**—বিণঃ ভাঁজহীন, বিশুদ্ধ।

**নিভৃত**—বিণঃ নির্জন; গুপ্ত; একান্ত, বিজন ('জ্যোৎস্না রাতে নিভৃত মন্দিরে প্রেয়সীরে যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে'—রবীন্দ্র)। [নি+ভৃ+ত]।

**নিম**—(১) বিঃ তিক্ত ফলবিশেষ ও তাহার গাছ। (২) বিণঃ অর্ধেক, প্রায় (নিমরাজী)।

**নিমক**—বিঃ লবণ, নুন। [ফা]। ক্রিঃ **নিমক খাওয়া**—পরের নিকট উপকৃত হওয়া। বিঃ **-মহল**—লবণ-উৎপাদক জমি। বিণঃ **-হারাম**—কৃতঘ্ন, অকৃতজ্ঞ। বিঃ **-হারামি**। বিণঃ **-হালাল**—কৃতজ্ঞ। বিঃ **-হালালি**—কৃতজ্ঞতা। বিঃ **-দান**—লবণ রাখিবার পাত্র।

**নিমকি**—বিঃ ময়দার প্রস্তুত নোনতা খাবারবিশেষ। বিণঃ **নিমকী**—নোনতা।

**নিমখুন**—বিণঃ প্রায় খুন হইয়াছে এমন।

**নিমগন**—**নিমগ্ন**-র কোমলরূপ।

**নিমগ্ন**—বিঃ মগ্ন, ডুবিয়াছে এরূপ, আসক্ত, নিবিষ্ট। [নি+মস্‌জ্‌+ত]।

**নিমজ্জন**—বিঃ মগ্ন হওন, ডুবিয়া যাওন, অবগাহন; আচ্ছন্ন হওন। [নি+মস্‌জ্‌+অন]। বিণঃ **নিমজ্জিত**—ডুবিয়া গিয়াছে এরূপ। বিণঃ (স্ত্রী): **নিমজ্জিতা**। বিণঃ **নিমজ্জমান**—ডুবিতেছে এরূপ। বিণঃ (স্ত্রী): **নিমজ্জমানা**।

**নিমন্ত্রণ**—বিঃ ভোজনার্থ আহ্বান, আহ্বান; আমন্ত্রণ ('তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে'—রবীন্দ্র)। বিণঃ **নিমন্ত্রিত**—নিমন্ত্রণ লাভ করিয়াছে এমন, আহূত। বিণঃ **নিমন্ত্রয়িতা**—নিমন্ত্রণকারী। বিণঃ (স্ত্রী): **নিমন্ত্রয়িত্রী**।

**নিমরাজী**—বিণঃ সম্মতপ্রায়; অর্ধ-সম্মত।

**নিমাই**—বিঃ শ্রীচৈতন্যের বাল্যকালের নাম।

**নিমালিক**—বিঃ নির্মাল্য।

**নিমিখ**—বিঃ নিমেষ, চক্ষের পলক।

**নিমিত**—বিণঃ প্রক্ষিপ্ত; তুল্য।

**নিমিত্ত**—(১) বিঃ হেতু, কারণ; প্রয়োজন। (২) অব্যঃ (অনু): জন্য (বিজয়ের নিমিত্ত আনন্দ)। **নিমিত্তের ভাগী**—প্রকৃত কর্তা না হইয়াও কার্যের পরিণামের জন্য অকারণ দায়ী।

**নিমিষ, নিমেষ**—বিঃ পলক; চোখের পাতা ফেলা; চোখের পাতা ফেলিতে যেটুকু সময় লাগে; অতি সামান্য সময় ('ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ. যাবে সে সুদূর পুরে'—রবীন্দ্র)।

**নিমীল, নিমীলন**—বিঃ মুদ্রিতকরণ, বন্ধকরণ; সংকোচন। বিণঃ **নিমীলিত**—মুদ্রিত।

**নিম্ন**—(১) বিণঃ অধঃ; নিচু, অনুন্নত। (২) বিঃ তলদেশ; নিম্নবর্তী স্থান। বিঃ **-গ, -গামী**—নীচের দিকে যায় এমন, অধোগামী। **-গা**—(১) বিণঃ **নিম্নগ**-র স্ত্রী-লিঙ্গ। (২) বিঃ নদী। বিণঃ **-প্রবণ**—অধোদিকে গমনশীল, নিচের দিকে যাইতে চাহে এমন। বিণঃ **-প্রাথমিক**—(শিক্ষা বিষয়ে) নিম্নশ্রেণীর, প্রারম্ভিক। বিণঃ **-লিখিত**—নীচে লেখা আছে এমন। বিণঃ **নিম্নোক্ত, নিম্নোদ্ধৃত, নিম্নধৃত**—নীচে বর্ণিত হইয়াছে এমন। বিণঃ **নিম্নোন্নত**—অসমতল, বন্ধুর, উঁচু নিচু।

**নিম্ব, নিম্বক**—বিঃ নিম (ফল অথবা গাছ)।

**নিম্বু, নিম্বুক**—বিঃ কাগজী লেবু বা তাহার গাছ।

**নিয়ত[১], নিয়ৎ**—**নিয়তি**-র কথ্যরূপ।

**নিয়ত[২]**—(১) বিণঃ সংযত, অপরিবর্তনীয়, স্থির, নিয়মিত। (২) ক্রি-বিণঃ সর্বদা, প্রায়ই। [নি+যম্+ত]। বিঃ **নিয়তাচার**—নিয়মিতভাবে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদি পালন, অপরিবর্তনীয় আচার-অনুষ্ঠান। বিণঃ **নিয়তাত্মা**—সংযত চিত্ত। বিঃ বিণঃ **নিয়তাশন, নিয়তাহার**—নিয়মিতভাবে ভোজন; নিয়মিত ভোজনকারী।

**নিয়তি**—বিঃ নিয়ম; অদৃষ্ট, দৈব, ভাগ্য; নসিব; অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।

**নিয়তী**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ দুর্গা।

**নিয়ন্তা**—বিণঃ নিয়ামক; দমনকারক, শাসনকর্তা; নেতা, নায়ক। [নি+যম্+তৃ]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নিয়ন্ত্রী**।

**নিয়ন্ত্রণ**—বিঃ নিয়মন, পরিচালন; সংযমন; দমন; [নি+যন্ত্র্+অন]।

**নিয়ন্ত্রিত**—বিণঃ সংযত বা **নিয়ন্ত্রণ** করা হইয়াছে এমন।

**নিয়ম**—বিঃ বিধি; নিশ্চয়; সত্য; প্রতিজ্ঞা; অঙ্গীকার, চুক্তি, রীতি; পদ্ধতি; বন্ধন। বিণঃ **-তান্ত্রিক**—নিয়মতন্ত্র-সম্বন্ধীয়। বিণঃ **-নিষ্ঠ**—নিষ্ঠার সহিত নিয়ম মানিয়া চলে এমন। বিঃ **-পত্র**—অঙ্গীকার পত্র, চুক্তিপত্র। বিঃ **-পালন**—নিয়মরক্ষা, বিধিমত কার্য করণ। ক্রি-বিণঃ **-পূর্বক**—নিয়মিতভাবে, বাঁধাধরা নিয়ম অনুযায়ী। বিঃ **-ভঙ্গ**—নিয়মলংঘন; শ্রাদ্ধের পর দ্বিতীয় দিনে শ্রাদ্ধকারীর মৎস্যাদি ভোজন। বিঃ **-বিধান**—নিয়ম ও আইন। বিণঃ **-বিরুদ্ধ**—নিয়মের বিপরীত। বিঃ **-সেবা**—নিয়মপূর্বক দেবসেবা। বিঃ **নিয়মানুবর্তিতা**—নির্দিষ্ট নিয়মের অনুগমন। বিণঃ **নিয়মানুবর্তী**—নির্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলে এমন। **নিয়মানুযায়ী**—(১) বিণঃ নিয়মানুগত, নিয়মানুবর্তী। (২) ক্রি-বিণঃ নিয়মের বশবর্তী হইয়া। বিণঃ **নিয়মিত**—নিয়ম-অনুযায়ী; দমিত, নিয়ম পালনকারী। বিণঃ **নিয়ম্য**—নিয়মের অধীন করার যোগ্য।

**নিয়ামক**—বিণঃ নিয়ন্তা, নিয়মকর্তা; পরিচালক; অবধারক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নিয়ামিকা**।

**নিয়ালি, নিয়ালী**—বিঃ এক প্রকার ধান (আশ্বিন মাসে পাকে); মল্লিকা, মালতী ফুল।

**নিযুক্ত**—বিণঃ নিয়োজিত, ব্যাপৃত; প্রবৃত্ত। [নি+যুজ্+ত]।

**নিযুত**—বিঃ বিণঃ দশ লক্ষ সংখ্যা বা সংখ্যক, million।

**নিযোক্তা**—বিণঃ নিয়োগকর্তা, প্রভু, প্রবর্তক। [নি+যুজ্‌+তৃ]।
**নিয়োগ**—বিঃ নিযুক্তকরণ ; প্রেষণ ; প্রবর্তন। বিঃ **-পত্র**—যে পত্র দ্বারা কাহাকেও কোন পদে নিযুক্ত করা হয়, appointment letter।
**নিয়োগী**—(১) বিণঃ নিযুক্ত হইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে এমন। (২) বিঃ পদবিশেষ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নিয়োগিনী**।
**নিয়োজক**—বিণঃ নিযোক্তা, নিয়োগ-কর্তা। [নি+যুজ্‌+অক]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নিয়োজিকা**। বিঃ **নিয়োজন**—কর্মে নিয়োগ ; প্রবর্তন। বিণঃ **নিয়োজয়িতা**—নিয়োজক, নিয়োগ-কর্তা। বিণঃ **নিয়োজিত**—নিযুক্ত করা হইয়াছে এমন ; আদিষ্ট। বিণঃ **নিয়োজ্য**—নিযুক্ত করিবার উপযুক্ত।
**নিরংশ**—(১) বিণঃ অংশশূন্য, অংশ নাই যাহার। (২) বিঃ রাশির ভোগ-কালের প্রথম ও শেষ দিন, সংক্রান্তি।
**নিরংশু**—বিণঃ দীপ্তিহীন, প্রভাশূন্য।
**নিরক্ষ**[১]—বিঃ অক্ষরেখাশূন্য দেশ, বিষুব রেখাস্থিত দেশ (যেখানে দিনরাত্রি সমান)। বিঃ **-রেখা, -বৃত্ত**—পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান বেষ্টনকারী কল্পিত রেখা। বিণঃ **নিরক্ষীয়**—নিরক্ষরেখা-সম্বন্ধীয়, equatorial।
**নিরক্ষ**[২]—ক্রিঃ নিরীক্ষণ কর।
**নিরক্ষর**—বিণঃ অক্ষরজ্ঞানহীন, অশিক্ষিত, মূর্খ।
**নিরখা**—ক্রিঃ নিরীক্ষণ করা।
**নিরঙ্কুশ**—বিণঃ অনিবার্য ; বাধাহীন ; স্বেচ্ছাচারী। বিঃ **-সংখ্যা গরিষ্ঠতা**—সর্বাধিক সংখ্যা।
**নিরঞ্জন**[১]—(কাব্যে) বিণঃ নির্জন।
**নিরঞ্জন**[২]—(১) বিণঃ কলঙ্কহীন, নির্মল। (২) বিঃ পরব্রহ্ম, শূন্যরূপ দেবতা, ধর্মঠাকুর ; প্রতিমা বিসর্জন। **নিরঞ্জনা**—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ নির্মলা। (২) বিঃ (স্ত্রী)ঃ পূর্ণিমা তিথি।
**নিরত**—বিণঃ নিযুক্ত ; অনুরক্ত ; নিবিষ্ট, ব্যাপৃত (কর্মনিরত)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নিরতা**। বিঃ **নিরতি**—অতিশয় আসক্তি, অনুরক্তি।
**নিরতিশয়**—বিণঃ অত্যন্ত বেশী, অতিশয়, অত্যধিক (নিরতিশয় ক্লান্ত)।
**নিরত্যয়**—বিণঃ অক্ষয়, অবিনাশী, নির্দোষ।
**নিরন্তর**—(১) বিঃ নিবিড়, অবিরাম, অবকাশশূন্য। (২) ক্রি-বিণঃ সর্বদা, অনবরত।
**নিরন্ন**—বিণঃ অন্নহীন, নিতান্ত দরিদ্র।
**নিরপত্য**—বিণঃ অপত্যরহিত, নিঃ-সন্তান, পুত্র-কন্যাহীন। বিঃ **নিরপত্যতা**।
**নিরপত্রপ**—বিণঃ লজ্জাহীন, নির্লজ্জ।
**নিরপরাধ**—বিণঃ অকৃতাপরাধ, নির্দোষ ; (**নিরপরাধী**—অশুদ্ধ)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নিরপরাধা**।
**নিরপেক্ষ**—বিণঃ পক্ষপাতশূন্য ; অপেক্ষারহিত ; স্বতন্ত্র, স্বাধীন। বিঃ **নিরপেক্ষতা**—পক্ষপাতশূন্যতা।
**নিরবকাশ**—বিণঃ অবকাশশূন্য ; নিশ্ছিদ্র ; নিবিড়।
**নিরবগ্রহ**—বিণঃ স্বতন্ত্র ; প্রতিবন্ধক-শূন্য।
**নিরবচ্ছিন্ন**—বিণঃ অনবচ্ছিন্ন ; নিরন্তর, অবিরাম।
**নিরবদ্য**—বিণঃ নির্দোষ ; বিশুদ্ধ।

**নিরবধি**—(১) বিণঃ সীমাহীন, অনন্ত, শেষহীন। (২) ক্রি-বিণঃ নিরন্তর, সর্বদা।

**নিরবয়ব**—(১) বিণঃ অবয়বশূন্য, নিরাকার। (২) বিঃ পরব্রহ্ম ; কামদেব ; পরমাণু।

**নিরবলম্ব, নিরবলম্বন**—বিণঃ অবলম্বন-শূন্য, নিরুপায়, নিরাশ্রয় ; অসহায়।

**নিরশেষ**—বিণঃ সমগ্র, সম্পূর্ণ, নিঃশেষ, অবশিষ্টবিহীন।

**নিরভিমান**—বিণঃ অভিমানশূন্য, গর্ব-হীন, নিরহংকার। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নিরভিমানা**।

**নিরভিমানী**—বিণঃ অভিমানহীন, গর্ব-শূন্য। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নিরভিমানিনী**।

**নিরমল**—বিণঃ **নির্মল**-এর কোমলরূপ, বিমল ; ('নিরমল গোরা তনু কষিত কাঞ্চন জনু'—বৈঃ পঃ)।

**নিরমান**—**নির্মাণ**-এর কোমলরূপ, গঠন।

**নিরম্বু**—বিণঃ নির্জল ; জলগ্রহণ করা হয় না এমন (নিরম্বু উপবাস)।

**নিরয়**—বিঃ নরক। বিণঃ **নিরয়গামী**—নরকগামী।

**নিরর্থ, নিরর্থক**—(১) বিণঃ অর্থহীন, কারণহীন, অকারণ। (২) ক্রি-বিণঃ বৃথা ('নিরর্থ হাহাকারে দিয়োনা দিয়োনা অভিশাপ বিধাতারে'—রবীন্দ্র)।

**নিরলঙ্কার**—বিণঃ আভরণহীন ; নিরাভরণ।

**নিরলস**—বিণঃ অনলস, আলস্যহীন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নিরলসা**।

**নিরসন**—বিঃ নিক্ষেপ ; নিষ্কাশন ; নিরাকরণ, খণ্ডন ভঞ্জন।

**নিরসনীয়**—বিণঃ যাহা দূর করা উচিত, নিবর্তনীয়।

**নিরস্ত**—বিণঃ নিবৃত্ত, নিবারিত, খণ্ডন করা হইয়াছে এমন।

**নিরস্ত্র**—বিণঃ অস্ত্রশস্ত্রশূন্য, অস্ত্র নাই যাহার। **নিরস্ত্রীকরণ**—অস্ত্রহীনকরণ, যুদ্ধ-সম্ভার বর্জন।

**নিরহঙ্কার, নিরহংকার**—বিণঃ অহঙ্কার-শূন্য, গর্বিত নহে এমন।

**নিরহঙ্কারী, নিরহংকারী**—**নিরহঙ্কার, নিরহংকার**-এর অশুদ্ধরূপ।

**নিরাকরণ**—বিঃ নিবারণ ; প্রত্যাখ্যান ; খণ্ডন। বিণঃ **নিরাকরিষ্ণু**—নিবারণ-শীল ; প্রত্যাখ্যানকারী। বিণঃ **নিরাকৃত**—নিরাকরণ করা হইয়াছে এমন। বিঃ **নিরাকৃতি**[১]—নিরাকরণ।

**নিরাকাঙ্ক্ষ**—বিণঃ আকাঙ্ক্ষাহীন, স্পৃহা-শূন্য ; নির্লোভ।

**নিরাকার**—(১) বিণঃ আকারহীন, নিরবয়ব। (২) বিঃ আকাশ, পরব্রহ্ম।

**নিরাকুল**—বিণঃ অত্যন্ত আকুল বা অব্যাকুল, প্রশান্ত, উদ্বেগহীন।

**নিরাকৃত, নিরাকৃতি**[১]—**নিরাকরণ** দ্রষ্টব্য।

**নিরাকৃতি**[২]—বিণঃ আকারবিহীন, আকৃতিশূন্য।

**নিরাতঙ্ক**—বিণঃ আতঙ্কহীন, নিঃশঙ্ক, নির্ভয়।

**নিরাতপ**—বিণঃ আতপশূন্য। বিঃ **নিরাতপা**—রাত্রি।

**নিরাধার**—বিণঃ আধারহীন, নিরাশ্রয়।

**নিরানন্দ**—(১) বিণঃ আনন্দশূন্য ; আনন্দরহিত। (২) বিঃ **আনন্দ-শূন্যতা**, দুঃখ, বিষাদ ('**নিরানন্দ** দূরে যাবে')।

**নিরানব্বই, নিরানব্বুই**—বিণঃ বিঃ ৯৯ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**নিরাপত্তা**—বিঃ বিপত্তিশূন্যতা, নির্বিঘ্নতা। **নিরাপত্তা পরিষদ**—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি পরিষদ, Security Council।

**নিরাপদ, নিরাপৎ**—বিণঃ আপদশূন্য, নির্বিঘ্ন। ক্রি-বিণঃ **নিরাপদে**—নির্বিঘ্নে। **নিরাপৎসু** (অশুদ্ধ), **নিরাপদেষু**—বিপদ যাহাকে স্পর্শ করে না তাহার নিকট ; স্নেহভাজনকে চিঠি লিখিবার সময়ে সম্বোধন-বিশেষ।

**নিরাবরণ**—বিণঃ আবরণশূন্য ; অনাবৃত ('নিরাবরণ বক্ষ তব'—রবীন্দ্র)।

**নিরাভরণ**—বিণঃ আভরণবিহীন, নিরলঙ্কার ('নিরাভরণ দেহে'—রবীন্দ্র)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নিরাভরণা**।

**নিরাময়**—(১) বিণঃ নীরোগ, সুস্থ। (২) বিঃ দূরীকরণ (ব্যাধি নিরাময়)।

**নিরামিষ**—বিণঃ মৎস্যমাংসাদি অর্থাৎ আমিষ রহিত। বিণঃ **-ভোজী, নিরামিষাশী**—যিনি কেবল নিরামিষ খাদ্য ভোজন করেন।

**নিরালম্ব**—বিণঃ অবলম্বনশূন্য, নিরাশ্রয়।

**নিরালয়**—বিণঃ গৃহশূন্য, নিরাশ্রয় ; বনবাসী।

**নিরালা**—(১) বিণঃ নির্জন, নিভৃত। (২) বিঃ নির্জন বা নিভৃত স্থান।

**নিরাশ**—বিণঃ আশাশূন্য, হতাশ। বিঃ **নিরাশা, নৈরাশ্য**—হতাশা, আশাহীনতা।

**নিরাশ্রয়**—বিণঃ আশ্রয়শূন্য, নিরালম্ব, অসহায় ; অশরণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নিরাশ্রয়া**।

**নিরিখ**—বিঃ মূল্যের হার ; দ্রব্যের দর।

**নিরিন্দ্রিয়**—বিণঃ ইন্দ্রিয়শূন্য, চক্ষুরাদি-বিহীন।

**নিরিবিলি**—বিণঃ, ক্রি-বিণঃ, বিঃ নিরালা, একান্ত বা একান্তে, নির্জন বা নির্জনে, বিরল বা বিরলে, নিভৃত বা নিভৃতে।

**নিরীক্ষক**—বিণঃ, বিঃ যে নিরীক্ষা করে, পর্যবেক্ষক, আয়-ব্যয় পরীক্ষক।

**নিরীক্ষণ, নিরীক্ষা**—বিঃ দর্শন, মনোযোগ সহকারে দেখা। বিঃ **নিরীক্ষিত**—নিরীক্ষণ করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **নিরীক্ষমাণ**—নিরীক্ষণ করিতেছে এমন। বিণঃ **নিরীক্ষ্যমাণ**—নিরীক্ষিত হইতেছে এমন।

**নিরীতি**—বিণঃ ঈতিশূন্য, অনাবৃষ্ট্যাদি-রহিত।

**নিরীশ্বর**—বিণঃ নাস্তিক ; ঈশ্বরহীন ; ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী। বিঃ **-বাদ**—ঈশ্বর নাই—এই মতবাদ, নাস্তিক্যবাদ। বিণঃ **-বাদী**—নাস্তিক।

**নিরীহ**—বিণঃ নিশ্চেষ্ট, নিস্পৃহ, শান্ত, গোবেচারা।

**নিরুক্ত**—(১) বিণঃ নিশ্চয়রূপে কথিত। (২) বিঃ বেদাঙ্গ গ্রন্থ-বিশেষ, বেদের ব্যাখ্যান গ্রন্থ। বিঃ **নিরুক্তি**—নিশ্চয়োক্তি ; শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি নির্দেশ।

**নিরুত্তর**—বিণঃ উত্তরহীন, জবাবশূন্য ; নির্বাক ('শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি'—রবীন্দ্র)।

**নিরুৎসাহ**—(১) বিণঃ হতাশ, ভগ্নোদ্যম, উৎসাহশূন্য। (২) বিঃ উৎসাহের অভাব।

**নিরুৎসুক**—বিণঃ ঔৎসুক্যের অভাব, অত্যন্ত উৎসুক।

**নিরুদ**—বিণঃ জলহীন। [নির্+উদ]।
**নিরুদক**—বিণঃ জলশূন্য।
**নিরুদ্দিষ্ট**—বিণঃ নিখোঁজ।
**নিরুদ্দেশ**—(১) বিণঃ উদ্দেশহীন, লক্ষ্যহীন, নিখোঁজ। (২) বিঃ নিখোঁজ হওন।
**নিরুদ্ধ**—বিণঃ আবদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত ('তপস্যার নিরুদ্ধ নিশ্বাসে শান্ত হয়ে আসে'—রবীন্দ্র)।
**নিরুদ্বিগ্ন**—বিণঃ শান্ত, উদ্বেগহীন। বিঃ **-তা**।
**নিরুদ্বেগ**—(১) বিণঃ উদ্বেগহীন, নিশ্চিন্ত। (২) বিঃ উদ্বেগশূন্যতা, শান্তি।
**নিরুদ্যম**—বিণঃ উদ্যমশূন্য, নিশ্চেষ্ট।
**নিরুদ্যোগ**—বিণঃ নিশ্চেষ্ট ; উদ্যমশূন্য ; অলস ; অপ্রস্তুত।
**নিরুপদ্রব**—(১) বিণঃ নিরাপদ, উৎপাতহীন, নিষ্কণ্টক। (২) ক্রিবিণঃ নিরাপদে (নিরুপদ্রবে বসবাস করিতেছে)।
**নিরুপম**—বিণঃ অতুলনীয়, অনুপম। বিণঃ (স্ত্রী): **নিরুপমা**—অনুপমা (হে নিরুপমা, চপলতা যদি ঘটে থাকে তবে করিও ক্ষমা'—রবীন্দ্র)।
**নিরুপাধি** (**-ক**)—বিণঃ উপাধিশূন্য, নামহীন ; অভিসন্ধি বর্জিত ; সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণশূন্য, নির্গুণ। [নির্+উপাধি]।
**নিরুপায়**—(১) বিণঃ উপায় নাই এমন, প্রতিকারে বা সমাধানে অক্ষম। (২) বিঃ উপায়ের অভাব।
**নিরূপ**—বিণঃ রূপহীন, আকারশূন্য, নিরাকার।
**নিরূপক**—বিণঃ নিরূপণকারী। [নি+রূপ্+ণিচ্+অক]।
**নিরূপণ**—বিঃ অবধারণ, নির্ণয়। [নি+রূপ্+ণিচ্+অন]। বিণঃ **নিরূপিত**—নির্ণীত, অবধারিত।
**নিরেট**—বিণঃ নিটোল, অফাঁপা, গহ্বরহীন, জমাট ; কঠিন ; (ব্যঙ্গে) নির্বোধ (নিরেট মাথা)।
**নিরেস**—বিণঃ খারাপ, মন্দ, নিকৃষ্ট (নিরেস মাল)।
**নিরোধ**[১]—বিঃ অবরোধ ; প্রতিরোধ ; সংযম। [নি+রুধ্+অ]। বিণঃ **-ক**—অবরোধকারী। বিঃ **-ন**—অবরোধকরণ, বাধাদান।
**নিরোধ**[২]—জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য পুরুষের ব্যবহৃত দ্রব্যবিশেষ।
**নির্গত**—বিণঃ নিঃসৃত ; অপসৃত।
**নির্গন্ধ**—বিণঃ গন্ধহীন।
**নির্গম**—বিঃ বাহির হওন, অপগম।
**নির্গমন**—বিঃ বাহির হওয়া, নিঃসরণ ; দ্বার, প্রতিহার।
**নির্গলন**—বিঃ চোয়ানো, ক্ষরণ, বিগলন। [নির্+গল্+অন]। বিণঃ **নির্গলিত**—বিগলিত, ক্ষরিত।
**নির্গলিতার্থ**—বিঃ মর্মার্থ, সারকথা।
**নির্গুণ**—(১) বিণঃ গুণহীন ; গুণশূন্য ; গুণাতীত (ঈশ্বর)। (২) বিঃ ত্রিগুণাতীত, পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা। বিণঃ (স্ত্রী): **নির্গুণা**।
**নির্গূঢ়**—বিণঃ অতি গূঢ়, সংবৃত। বিণঃ (স্ত্রী): **নির্গূঢ়া**।
**নির্গৃহ**—বিণঃ গৃহহীন ; নিরাশ্রয়।
**নির্গ্রন্থ**—(১) বিণঃ গ্রন্থি বা গিঁটশূন্য ; বন্ধনহীন, অনাসক্ত ; বিদ্যাহীন, মূর্খ। (২) বিঃ জৈন বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসিবিশেষ।
**নির্ঘণ্ট**[১]—বিঃ সূচীপত্র, অনুক্রমণিকা, অনুষ্ঠানাদির ক্রমিক তালিকা।

**নির্ঘণ্ট২**—বিঃ নির্ণয়, নিরূপণ।
**নির্ঘণ্ট৩**—বিঃ তন্ন তন্ন করিয়া দেখা।
**নির্ঘাত**—(১) বিঃ প্রবল বায়ুর পরস্পর সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট ধ্বনি; বজ্রাঘাত। (২) বিণঃ ভীষণ, প্রচণ্ড; নিষ্ঠুর; মর্মান্তিক। (৩) ক্রি-বিণঃ নিশ্চিতভাবে।
**নির্ঘৃণ**—বিণঃ ঘৃণাবর্জিত, নির্লজ্জ।
**নির্ঘোষ**—বিঃ উৎকট শব্দ, গম্ভীর শব্দ (জ্যা-নির্ঘোষ)। [নির্+ঘুষ্+অ]।
**নির্জন**—(১) বিণঃ জনহীন, নিভৃত। (২) বিঃ জনশূন্য স্থান, নিভৃত প্রদেশ।
**নির্জনতা**—বিঃ জনশূন্য অবস্থা। বিঃ **-প্রিয়**—যে জনশূন্য স্থানে থাকিতে ভালবাসে এরূপ, গুহাবাসী।
**নির্জর**—(১) বিঃ দেবতা; অমৃত, সুধা। (২) বিণঃ বার্ধক্যশূন্য, জরারহিত।
**নির্জল**—বিণঃ জলশূন্য, নিরম্বু। বিণঃ (স্ত্রী): **নির্জলা**—জলবিহীনা (নির্জলা উপবাস); খাঁটি, বিশুদ্ধ; (ব্যঙ্গে) নির্ভেজাল, সম্পূর্ণ, অবিমিশ্র (নির্জলা মিথ্যা)।
**নির্জিত**—বিণঃ দমিত, পরাজিত।
**নির্জীব**—বিণঃ প্রাণহীন, মৃতকল্প; অত্যন্ত দুর্বল; ক্লান্ত, অবসন্ন। (স্ত্রী): **নির্জীবা**। বিঃ **-তা**।
**নির্জ্ঞান**—বিণঃ জ্ঞানশূন্য, চেতনাশূন্য, unconscious; অবচেতন, subconscious; অজানা, অজ্ঞাত।
**নির্ঝঞ্ঝাট**—বিণঃ নির্বিঘ্ন, নিরুপদ্রব। ক্রি-বিণঃ **নির্ঝঞ্ঝাটে**—বিনা উপদ্রবে।
**নির্ঝর**—বিঃ পর্বত হইতে বেগে ধাবিত জলপ্রবাহ, ঝরনা। [নির্+ঝৃ+অ]।
**নির্ঝরিণী**—বিঃ নদী।
**নির্ঝরী**—বিঃ পর্বত।
**নির্ণয়, নির্ণয়ন**—বিঃ নিরূপণ, স্থিরীকরণ, নিষ্পত্তি, নির্ধারণ; ফয়সালা। [নির্+নী+অ, অন]। **নির্ণায়ক**—(১) বিণঃ নির্ণয়কর, সিদ্ধান্তকর। (২) বিঃ গুণাগুণ নির্ণয়ের আদর্শ বা মানদণ্ড। বিঃ **নির্ণায়ক-সভা**—বিচার কার্যে নিযুক্ত বিশেষ সভা। বিঃ **নির্ণায়ক-সভ্য**—ঐ সভার সভ্য, juror। বিণঃ **নির্ণেতা**—নির্ণয় হইয়াছে এমন। বিণঃ **নির্ণেয়**—নির্ণয় হইয়াছে এমন। বিণঃ **নির্ণয়**—নির্ণয় করা হইবে এমন, নির্ণয়ের যোগ্য।
**নির্দয়**—বিণঃ নিষ্ঠুর, দয়াহীন ('নির্দয় আঘাত করি পিতঃ ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-তা**।
**নির্দিষ্ট**—বিণঃ নির্দেশ করা হইয়াছে এমন, বিশেষভাবে নির্ণীত, প্রদর্শিত বা স্থিরীকৃত। [নির্+দৃশ্+ত]।
**নির্দেশ**—বিঃ আদেশ, নির্ধারণ, উপদেশ, উল্লেখ, কথন। বিণঃ **-ক, নির্দেষ্টা**—নির্দেশকারী। বিঃ **-ন**—নির্দেশকরণ। বিঃ **-না**—উপদেশ। বিঃ **-পুস্তক**—কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা সম্বলিত পুস্তক।
**নির্দোষ**—বিণঃ নিরপরাধ, যাহার দোষ নাই, ত্রুটিশূন্য; নিখুঁত।
**নির্ধন**—বিণঃ ধনশূন্য, দরিদ্র। বিঃ **-তা**—অর্থহীনতা, দারিদ্র্য। বিণঃ **নির্ধনী**—ধনহীন।
**নির্ধার, নির্ধারণ**—বিঃ নির্ণয়, নিরূপণ, সিদ্ধান্ত। [নির্+ধৃ+অন]। বিণঃ **নির্ধারক**—নির্ধারণকারী। বিণঃ **নির্ধারিত**—নির্ধারণ করা হইয়াছে

এমন, নির্ণীত, স্থিরীকৃত। বিণঃ **নির্ধার্য**—নির্ধারণ করিতে হইবে এমন ; নির্ধারণযোগ্য।

**নির্দ্বন্দ্ব**—বিঃ দ্বিধাহীন, নির্বিবাদ, নির্বিরোধ।

**নির্ধূম**—বিণঃ ধূমহীন।

**নির্নিমিখ**—(১) বিণঃ পলকহীন। (২) ক্রি-বিণঃ পলকহীনভাবে ('নূতন ঊষার সূর্যের পানে চাহিল নির্নিমিখ'—রবীন্দ্র)।

**নির্নিমেষ**—(১) বিণঃ নিমেষহীন, পলকশূন্য। (২) বিঃ বিষ্ণু, মৎস্য।

**নির্বংশ**—বিণঃ সন্তানহীন, নিঃসন্তান, অপত্যশূন্য।

**নির্বচন**—(১) বিঃ নিশ্চয় কথন, বিশেষরূপে কথন ; নিরুক্তি। (২) বিণঃ বচনহীন, নিরুত্তর, মৌনী।

**নির্বন্ধ**—বিঃ ব্যবস্থা, নিয়ম, বিধান (ভাগ্যের নির্বন্ধ) ; একান্ত অনুরোধ বা আগ্রহ (সনির্বন্ধ নিবেদন) ; সংযোগ, ঘটনা। [নির্‌+বন্ধ্‌+অ]।

**নির্বপণ**—বিঃ দান ; পিতৃলোকের উদ্দেশে দান ; অন্নাদি পরিবেষণ।

**নির্বল**—বিণঃ বলহীন।

**নির্বস্ত্র**—বিণঃ বস্ত্রশূন্য, উলঙ্গ।

**নির্বর্ষ**—বিণঃ বৃষ্টিহীন।

**নির্বাক্‌**—বিণঃ বাক্যহীন, নীরব, মূক ; মৌনী ; হতভম্ব।

**নির্বাচক**—বিণঃ যে নির্বাচন করে এরূপ, নির্বাচনকারী। বিঃ **-মণ্ডলী**—নির্বাচনকারী জনসমূহ, কোন বিশেষ কেন্দ্রের ভোটদাতার সমষ্টি।

**নির্বাচন**—বিঃ বহুর মধ্য হইতে বাছিয়া লওয়া, মনোনয়ন, নির্ধারণ, ভোট, election। বিঃ **-কেন্দ্র**—ভোট লইবার স্থান, polling booth। বিঃ **-ক্ষেত্র**—যে অঞ্চল হইতে কোন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, constituency। বিঃ বিণঃ **-প্রার্থী**—যে নির্বাচিত হইতে ইচ্ছা করে। (স্ত্রী)ঃ **-প্রার্থিনী**। বিণঃ **নির্বাচিত**—যাহাকে মনোনয়ন বা নির্বাচন করা হইয়াছে, elected। বিণঃ **নির্বাচনী**—নির্বাচন-সম্বন্ধীয়। বিণঃ **নির্বাচ্য**—নির্বাচনযোগ্য।

**নির্বাণ**[১]—(১) বিঃ নিভিয়া যাওয়া, বিলয় ; মোক্ষ ; অস্ত-গমন। (২) বিণঃ নির্বাপিত ; মুক্ত ; মোক্ষ-প্রাপ্ত। [নির্‌+বা+ত]।

**নির্বাণ**[২]—বিণঃ বাণশূন্য।

**নির্বাণোন্মুখ**—বিণঃ নিবু - নিবু, নির্বাপিত প্রায়।

**নির্বাত**—বিণঃ নিবাত ; বায়ুহীন।

**নির্বাপক**—বিণঃ নির্বাপনকারী।

**নির্বাপন**—বিঃ নিভাইয়া দেওয়া, দূরীকরণ, শান্তকরণ (শোকাদি)। বিণঃ **নির্বাপিত**—নির্বাপন করা হইয়াছে এমন।

**নির্বাসক**—বিণঃ নির্বাসনকারী।

**নির্বাসন**—বিঃ দেশ হইতে বহিষ্করণ। [নির্‌+বাসি+অন]। বিণঃ **নির্বাসিত**—স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নির্বাসিতা**।

**নির্বাহ**—বিঃ সম্পাদন, নিষ্পত্তি, সমাপ্তি। [নির্‌+বহ+অ]। বিণঃ **-ক**—নির্বাহকারী। বিণঃ **নির্বাহিত**—নির্বাহ করা হইয়াছে এমন।

**নির্বাহী**—বিণঃ কর্ম-সম্পাদন করার অধিকারপ্রাপ্ত, executive।

**নির্বিকল্প**—(১) বিণঃ যাহার কোন বিকল্প নাই ; অভ্রান্ত ; নিঃসংশয়।

(২) বিঃ পূর্বজ্ঞান। [নির্+বিকল্প]। বিঃ **-সমাধি**—পরব্রহ্মে একাগ্রচিত্তে অবস্থান।

**নির্বিকার**—(১) বিণঃ বিকারহীন; পরিবর্তনহীন; মানসিক চাঞ্চল্য-রহিত, নির্লিপ্ত, উদাসীন। (২) বিঃ পরব্রহ্ম।

**নির্বিঘ্ন**—(১) বিণঃ বিঘ্নশূন্য, নিরাপদ। (২) বিঃ নিরাপত্তা। বিঃ **-তা**। ক্রি-বিণঃ **নির্বিঘ্নে**—অবাধে, নিরাপদে।

**নির্বিচার**—বিণঃ যাহাতে বিবেচনা নাই, বিচারহীন; বাছ-বিচারশূন্য। ক্রি-বিণঃ **নির্বিচারে**—বিচার না করিয়াই।

**নির্বিণ্ণ**—বিণঃ অনুতপ্ত, দুঃখিত, নির্বেদযুক্ত। [নির্+বিদ্+ত]।

**নির্বিরোধ**—বিণঃ নির্বিবাদ, বিরোধ-শূন্য। ক্রি-বিণঃ **নির্বিবাদে**—বিরোধ না করিয়াই। বিণঃ **নির্বিবাদী**—নির্বিরোধ, নিরীহ।

**নির্বিরোধী**—বিণঃ নির্বিবাদ, বিরোধ করে না এমন। ক্রি-বিণঃ **নির্বিরোধে**—অবাধে।

**নির্বিরোধী**—**নির্বিরোধ**-এর অশুদ্ধ রূপ।

**নির্বিশঙ্ক**—বিণঃ যাহার ভয় নাই, নির্ভয়।

**নির্বিশেষ**—(১) বিণঃ ভেদাভেদহীন; অভিন্ন, সমান। (২) বিঃ অভিন্ন ভাব, ভেদের অভাব। ক্রি-বিণঃ **নির্বিশেষে**—সমভাবে।

**নির্বিষ**—বিণঃ বিষশূন্য (নির্বিষ সর্প)।

**নির্বিষয়**—বিণঃ অগোচর, যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে।

**নির্বীজ**—বিণঃ যাহার বা যাহাতে বীজ নাই, বীজশূন্য। বিঃ **-ন**—**জীবাণু**-শূন্যকরণ, sterilization (যন্ত্রাদি নির্বীজ করা), disinfection। বিঃ **-সমাধি**—যে সমাধিতে পুনর্বন্ধনের বীজ থাকে না। বিণঃ **নির্বীজিত**—নির্বীজন করা হইয়াছে এমন।

**নির্বীর**—বিণঃ বীরশূন্য। বিণঃ (স্ত্রী): **নির্বীরা**—বীরশূন্যা, অবীরা, পতিপুত্রহীনা।

**নির্বীর্য**—বিণঃ নিস্তেজ, দুর্বল।

**নির্বুদ্ধি**—বিণঃ মূর্খ, বুদ্ধিহীন বিঃ **-তা**।

**নির্বেদ**—বিঃ আত্মগ্লানি, অনুতাপ, বিষাদ ('দৈন্য নির্বেদ বিষাদে/হৃদয়ের অবসাদে/পুনরপি পড়ে এক শ্লোক'—চৈঃ চঃ)।

**নির্বোধ**—বিণঃ বোধ নাই যাহার, অজ্ঞান, বোকা, মূর্খ।

**নির্ব্যাজ**—বিণঃ সরল, অকপট।

**নির্ব্যূঢ়**—বিণঃ প্রমাণিত, নিশ্চিত।

**নির্ভয়**—বিণঃ নিঃশঙ্ক, ভয়শূন্য। ক্রি-বিণঃ **নির্ভয়ে**—ভয় না করিয়াই।

**নির্ভর**—(১) বিণঃ অধিক, অতিরিক্ত, পূর্ণ। (স্ত্রী): **নির্ভরা**। (২) বিঃ ভার, আশ্রয় (দুঃখীর নির্ভর)। ভরসা, বিশ্বাস; অপেক্ষা। বিঃ **-পত্র**—কোন আদেশ কার্যকর করার অধিকার-পত্র, warrant।

**নির্ভরসা**—বিণঃ ভরসাহীন।

**নির্ভাবনা**—বিঃ দুশ্চিন্তাশূন্যতা।

**নির্ভীক**—বিণঃ সাহসী, ভয়হীন। বিঃ **-তা**। **-চিত্ত**—(১) বিণঃ যাহার মনে ভয় নাই এরূপ। (২) বিঃ ভয়শূন্য মন। ক্রি-বিণঃ **-চিত্তে**।

**নির্ভুল**—বিণঃ সঠিক, ভুলশূন্য; বিশুদ্ধ, নিখুঁত।

**নির্মক্ষিক**—বিঃ মক্ষিকাশূন্য, জনশূন্য, নির্জন।

**নির্মদ**—বিণঃ নিরহঙ্কার।

**নির্মধু**—বিণঃ মধুহীন।

**নির্মম**—বিণঃ মমতাশূন্য, নিষ্ঠুর ('জাগিয়া উঠেছে শিখ/নির্মম নির্ভীক'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-তা**।

**নির্মল**—বিণঃ অমলিন, ময়লা নাই যাহাতে বা যেখানে ; বিমল, দোষ-হীন ; বিশুদ্ধ। বিঃ **-তা**। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নির্মলা**।

**নির্মলি, নির্মলী**—বিঃ ফলবিশেষ (ইহাতে জল পরিষ্কার করা যায়)।

**নির্মা, নিরমা**—ক্রিঃ (কাব্যে) নির্মাণ করা।

**নির্মাণ**—বিঃ তৈয়ার, গঠন ; সৃজন ; রচনা ; গ্রন্থন। [নির্+মা+অন]। বিণঃ **নির্মাতা**—নির্মাণকারী। বিণঃ **নির্মিত**—গঠিত ; সৃজিত ; রচিত। বিঃ **নির্মিতি**—নির্মাণ, গঠন (কাব্য-নির্মিতি)। বিঃ **নির্মিৎসা**—নির্মাণের ইচ্ছা। বিণঃ **নির্মীয়মাণ**—নির্মাণ হইতেছে এমন।

**নির্মাল্য**—বিঃ দেবতাকে নিবেদিত পুষ্পাদি ; দেবতার আশীর্বাদী ফুল বা প্রসাদ।

**নির্মুকুল**—বিণঃ মুকুলশূন্য, পুষ্প-বিহীন।

**নির্মুক্ত**—বিণঃ সম্পূর্ণ মুক্ত ; খোলস-ছাড়া সাপ। [নির্+মুচ্+ত]।

**নির্মূল**—বিণঃ মূলহীন ; বিলুপ্ত ; অমূলক।

**নির্মূলন**—বিঃ উৎপাটন, উৎসাদন।

**নির্মূলিত**—বিণঃ উৎপাটিত, উৎসাদিত।

**নির্মোক**—বিঃ সাপের খোলস ; বর্ম ; অন্তরাল।

**নির্মোচন**—বিঃ নিঃশেষে মুক্ত হওয়া, সম্পূর্ণ ত্যাগ করা, (পালক, খোলস ইত্যাদি) ত্যাগ করা।

**নির্মোচ্য**—বিণঃ মোচন করিতে হইবে এমন।

**নির্যাত**—বিণঃ নিঃসৃত, নির্গত।

**নির্যাতক**—বিণঃ অত্যাচারী।

**নির্যাতন**—বিঃ অত্যাচার, পীড়ন ; প্রতিহিংসা। বিণঃ **নির্যাতিত**—নিগৃহীত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নির্যাতিতা**।

**নির্যাস**—বিঃ ক্বাথ, রস, সার। [নির্+যস্+অ]।

**নির্লক্ষ্য**—বিণঃ লক্ষ্যের (দৃষ্টির) বহির্ভূত বা অযোগ্য।

**নির্লজ্জ**—বিণঃ লজ্জাহীন, বে-হায়া। বিঃ **-তা**।

**নির্লিপ্ত**—(১) বিণঃ সংস্রবশূন্য, উদাসীন, অনাসক্ত। (২) বিঃ শ্রীকৃষ্ণ, মুনি। বিঃ **-তা**।

**নির্লেপ**—বিণঃ প্রলেপহীন ; নির্লিপ্ত।

**নির্লোভ**—বিণঃ লোভশূন্য।

**নির্লোম**—বিণঃ লোমশূন্য।

**নিলম্বন**—বিঃ কোনও ব্যক্তি বা বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখা ; সাময়িকভাবে পদচ্যুতি, suspension। [নি+লন্ব্+অন]। বিণঃ **নিলম্বিত**—মুলতুবি, সাময়িকভাবে পদচ্যুত। বিঃ **নিলম্বিত গণিতক**—কাঁচা হিসাব।

**নিলয়**[১]—বিঃ বাসস্থান, গৃহ, আলয়।

**নিলয়**[২]—বিঃ নিঃশেষে লয়, অদর্শন।

**নিলাজ**—বিণঃ লজ্জাহীন।

**নিলাম, নীলাম**—(১) ক্রিঃ লইলাম। (২) বিঃ প্রকাশ্যে দাম ডাকাডাকি করিয়া বিক্রয়। [পো]। ক্রিঃ **-ডাকা**, **-এ ডাকা**—নিলাম চলাকালীন দর

হাঁকা। বিণঃ **নিলামী**—নিলাম-সংক্রান্ত।

**নিলামদার**—বিঃ যে নিলাম করে।

**নিলীন**—বিণঃ অবস্থিত ; বিলীন ; লগ্ন ; নিমগ্ন। [নি+লী+ত]। বিণঃ **নিলীয়মান**—যাহা নিলীন হইতেছে এমন।

**নিশংক**—**নিঃশংক** দ্রষ্টব্য।

**নিশপিশ**—অব্যঃ কোন কিছু করিবার জন্য অস্থিরতা বা চঞ্চলতার ভাব।

**নিশা**—বিঃ রাত্রি, রজনী। বিঃ **-কর**—চন্দ্র। বিঃ **-গম**—রাত্রির আবির্ভাব। **-চর**—(১) বিণঃ রাত্রিকালে বিচরণ-কারী। (২) বিঃ রাক্ষস ; পিশাচী ; শৃগাল ; পেচক ; চোর ; চক্রবাক। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-চরী**। বিঃ **-ত্যয়**—রাত্রির অবসান ; প্রভাত। বিঃ **-নাথ, -পতি**—চন্দ্র। বিঃ **-ন্ত**—নিশা শেষ। বিঃ **-পুষ্প**—কুমুদ। বিঃ **-মণি**—চন্দ্র ; চন্দ্রকান্ত মণি ; কর্পূর। বিঃ **-মুখ**—প্রদোষ।

**নিশাদ**—(১) বিঃ চণ্ডাল ; ব্যাধ, জীব-হিংসক। (২) বিঃ রাত্রিভোজী।

**নিশাদল**—বিঃ একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ, তুঁতে, ammonium chloride। [ফা]।

**নিশাদি**—বিঃ সন্ধ্যাকাল।

**নিশান**[১]—বিঃ পতাকা, ধ্বজা। [ফা]।

**নিশান**[২], **নিশানা, নিশানি**—বিঃ দাগ, চিহ্ন ('ঈশান কোণে ঈশানী বলে দিলাম নিশানি'—রবীন্দ্র) ; তাক, লক্ষ্য, টিপ্। [ফা]। বিণঃ বিঃ **-দার**—সনাক্তকারী। বিঃ **-দিহি**—সনাক্তকরণ।

**নিশাস**—**নিঃশ্বাস**-এর কোমলরূপ।

**নিশি**—বিঃ রাত্রি (সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে নিশা বা নিশ্ শব্দ—নিশি মূল শব্দের ৭মীর ১ বচনের রূপ) ; প্রেতযোনিবিশেষ (নিদ্রার ঘোরে ইহাকে অনুসরণ করিয়া মানুষ প্রাণ হারায় বলিয়া প্রচলিত বিশ্বাস)। ক্রি-বিণঃ **-দিন, -দিশি**—দিনরাত, সর্বক্ষণ। বিঃ **-পালন**—অমাবস্যা-পূর্ণিমা-সংক্রান্তি ইত্যাদি উপলক্ষে রাত্রিকালে উপবাস। ক্রি-বিণঃ **-ভোরে**—রাত্রি প্রভাত হইলে, ভোর বেলায়। বিঃ **-সমাগম**—রাত্রির আগমন, সন্ধ্যা। **নিশির ডাক**—প্রেতের আহ্বান।

**নিশিত**—(১) বিণঃ তীক্ষ্নধার, শানিত। (২) বিঃ লৌহ।

**নিশী**—বিঃ নিশাচরী ভূতবিশেষ।

**নিশীথ**—বিঃ গভীর রাত্রি ('নিশীথ রাতের বাদল ধারা'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-সূর্য**—মধ্য-রাত্রিতে উদিত সূর্য, midnight sun। **নিশীথ সূর্যের দেশ**—উত্তর মেরুর সন্নিহিত দেশ।

**নিশীথিনী**—বিঃ রাত্রি, রজনী।

**নিশীশ্বর**—বিঃ চৌকিদার, রাত্রিকালের রক্ষক।

**নিশুতি**—**নিশীথ**-এর চলিতরূপ। **নিশুতি রাত**—গভীর নির্জন রাত্রি।

**নিশুম্ভ**—বিঃ শুম্ভ দৈত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিঃ **-মর্দিনী**—দুর্গা।

**নিশ্চয়**—(১) বিঃ স্থির ধারণা, নির্ধারণ। (২) বিণঃ নিঃসন্দেহ, সংশয়শূন্য। (৩) ক্রি-বিণঃ নিঃ-সন্দেহে ; অবশ্য। বিঃ **-তা**। বিণঃ **নিশ্চায়ক**—নিশ্চয়কারী, নির্ণেতা, নির্ধারক। **নিশ্চিত**—(১) বিণঃ নিঃসন্দেহ, নিঃসংশয়। (২) ক্রি-বিণঃ অবশ্য, নিশ্চয় করিয়া।

**নিশ্চল**—বিণঃ স্থির, গতিহীন। বিঃ **-তা**।

**নিশ্চিন্ত**—বিণঃ চিন্তাশূন্য, নিরুদ্বিগ্ন ('রাখাল বসিয়া আছে তরী পরে উঠি নিশ্চিন্ত নীরবে'—রবীন্দ্র)।

**নিশ্চিন্দি**—**নিশ্চিন্ত**-এর কথ্যরূপ। বিঃ **-পুর**—যমের বাড়ী।

**নিশ্চেতনা**—বিঃ চেতনাশূন্যতা।

**নিশ্চেষ্ট**—বিণঃ চেষ্টাহীন, অলস। বিঃ **-তা**।

**নিশ্ছিদ্র**—বিণঃ ছিদ্রহীন, ত্রুটি-রহিত।

**নিশ্বাস**—**নিঃশ্বাস**-এর রূপভেদ।

**নিষঙ্গ**—বিঃ তূণীর, তীর রাখিবার আধারবিশেষ। [নি+সন্‌জ্‌+অ]। বিণঃ **নিষঙ্গী**—তূণীরধারী।

**নিষণ্ণ**—বিণঃ স্থিত, উপবিষ্ট, শায়িত।

**নিষাদ**—বিঃ চণ্ডাল; ব্যাধ; জেলে; আদিম জাতিবিশেষ।

**নিষাদী**—বিঃ হস্তিচালক, মাহুত।

**নিষিক্ত**—বিণঃ নিঃশেষে সিক্ত, সম্পূর্ণ ভিজা; ক্ষরিত। [নি+সিচ্‌+ত]।

**নিষিদ্ধ**—বিণঃ নিষেধ করা হইয়াছে এমন; অনুচিত, অন্যায়, বে-আইনী।

**নিষুতি**—(১) বিণঃ গভীর নিদ্রায় মগ্ন, নিস্তব্ধ। (২) বিঃ গভীর নিদ্রা।

**নিষুপ্ত**—বিণঃ গভীর নিদ্রামগ্ন। [নি+স্বপ্‌+ত]। বিঃ **নিষুপ্তি**—গভীর নিদ্রা বা ঐ অবস্থা।

**নিষেক**—বিঃ সেচন; ক্ষরণ; বর্ষণ। [নি+সিচ্‌+অ]। বিণঃ **নিষিক্ত**।

**নিষেধ**—বিঃ বারণ, মানা; নিবারণ। [নি+সিধ্‌+অ]। বিণঃ **-ক**—নিষেধকারী, নিবারক। বিণঃ **নিষেধ্য**—নিবারণযোগ্য।

**নিষেবণ**—বিঃ সেবা; আরাধনা। [নি+সেব্‌+অন]। বিণঃ **নিষেবিত**—সেবা করা হইয়াছে এমন।

**নিষ্ক**—বিঃ স্বর্ণমুদ্রা; স্বর্ণ; স্বর্ণের বিশেষ মাপ।

**নিষ্কণ্টক**—বিণঃ কাঁটাহীন; নিরাপদ; শত্রুশূন্য।

**নিষ্কম্প**—বিণঃ কাঁপে না এমন, স্থির, নিশ্চল।

**নিষ্কর**—বিণঃ যাহার জন্য খাজনা দিতে হয় না এমন; লাখেরাজ।

**নিষ্করুণ**—বিণঃ করুণাশূন্য, নির্দয়, নিষ্ঠুর।

**নিষ্কর্মা**—বিণঃ কাজ নাই বা কাজ করে না এমন; বেকার; অলস। **নিষ্কর্মার ধাড়ী**—অলস ব্যক্তি।

**নিষ্কর্ষ**—বিঃ নিশ্চয়; সার; নিঃসারণ।

**নিষ্কর্ষণ**—বিঃ নিশ্চয়করণ, অপনয়ন; উদ্ধারণ; নিষ্কাসন।

**নিষ্কল**—(১) বিণঃ অখণ্ড; নষ্টবীর্য; বৃদ্ধ। (২) বিঃ পরব্রহ্ম। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নিষ্কলা**। বিণঃ **নিষ্কলিত**—ভাগশূন্য, কলাবিহীন।

**নিষ্কলঙ্ক**—বিণঃ কলঙ্কহীন, নির্দোষ।

**নিষ্কলুষ**—বিণঃ পবিত্র, নিষ্পাপ।

**নিষ্কাম**—বিণঃ কামনারহিত, নিঃস্পৃহ।

**নিষ্কাশ**১—বিঃ নির্গমন, নিঃসরণ।

**নিষ্কাশ**২—বিঃ বারান্দা, verandah।

**নিষ্কাশন**, **নিষ্কাসন**—বিঃ নিঃসারণ, বহিষ্করণ। বিণঃ **নিষ্কাশিত**, **নিষ্কাসিত**।

**নিষ্কিঞ্চন**—বিণঃ নিঃসম্বল, নিঃস্ব।

**নিষ্কৃতি**—বিঃ নিস্তার; পরিত্রাণ; মুক্তি। [নির্‌+কৃ+তি]। বিণঃ **নিষ্কৃত**—নিস্তারপ্রাপ্ত, মুক্ত।

**নিষ্ক্রমণ**, **নিষ্ক্রম**—বিঃ বহির্গমন; নির্গত হওন।

**নিষ্ক্রয়**—বিঃ দাম; বেতন; ভাড়া; বিনিময়; বিক্রয়। [নির্‌+ক্রী+অ]।

**নিষ্ক্রান্ত**—বিণঃ নির্গত, বহির্গত।

**নিষ্ক্রিয়**—বিণঃ ক্রিয়াহীন ; নিষ্কর্মা ; অলস। বিঃ **-প্রতিরোধ**—নিজে নিষ্ক্রিয় থাকিয়া অপরের উদ্দেশ্য সাধনে বাধাদান, passive resistance।

**নিষ্ঠ**—বিণঃ সম্যক্‌স্থিত; স্থিতিশীল: নিষ্ঠাযুক্ত। [নি+স্থা+অ]।

**-নিষ্ঠ**—'নিষ্ঠা'-শব্দ বহুব্রীহি সমাসের উত্তর পদ হিসাবে এই রূপ লাভ করে (যথা—ধর্মনিষ্ঠ, একনিষ্ঠ)।

**নিষ্ঠা**—বিঃ স্থিরতা, স্থিতিশীলতা ; ভক্তি শ্রদ্ধা ইত্যাদি। [নি+স্থা+আ]। বিণঃ **-বান্**, **নৈষ্ঠিক**—নিষ্ঠা আছে এমন (নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ)।

**নিষ্ঠীবন, নিষ্ঠেবন, নিষ্ঠীব, নিষ্ঠেব**—বিঃ থুথু।

**নিষ্ঠুর**—(১) বিণঃ দয়াশূন্য, কঠোর। (২) বিঃ অশ্লীলবাক্য ; পরুষবচন। বিঃ **-তা**।

**নিষ্ঠ্যূত**—বিণঃ উদ্‌গীর্ণ, নিক্ষিপ্ত।

**নিষ্ঠেব, নিষ্ঠেবন**—**নিষ্ঠীবন** দ্রষ্টব্য।

**নিষ্পত্তি**—বিঃ সিদ্ধি ; সমাপ্তি ; মীমাংসা ; নিশ্চয় ; চুক্তি ; নির্বাহ।

**নিষ্পদ**—বিঃ খোঁড়া, পঙ্গু।

**নিষ্পন্ন**—বিণঃ সিদ্ধ ; সম্পাদিত ; সমাপ্ত, জাত।

**নিষ্পরিগ্রহ**—(১) বিঃ পরিব্রাজক ; পরমহংস। (২) বিণঃ পত্নীশূন্য ; নির্লিপ্ত ; মুক্তমঙ্গ।

**নিষ্পাদক**—বিণঃ নির্বাহকারক ; মীমাংসাকারী।

**নিষ্পাদন**—বিঃ সম্পাদন, সমাপন ; মীমাংসাকরণ। বিণঃ **নিষ্পাদ্য**, **নিষ্পাদনীয়**—নিষ্পাদনযোগ্য। বিণঃ **নিষ্পাদিত**—সম্পাদিত।

**নিষ্পাপ**—বিণঃ পাপহীন, পবিত্র।

**নিষ্পিত্ত**—বিণঃ পিত্তশূন্য, ঘৃণাবিহীন।

**নিষ্পিষ্ট**—বিণঃ ঘৃষ্ট ; চূর্ণিত ; দলিত, মথিত।

**নিষ্পেষক**—বিণঃ নিষ্পেষণ করে এমন ; মর্দনকারী।

**নিষ্পেষণ, নিষ্পেষ**—বিঃ সম্পূর্ণ চূর্ণকরণ, পেষণ।

**নিষ্পেষিত**—বিণঃ চূর্ণ বা পেষণ করা হইয়াছে এমন।

**নিষ্প্রতিভ**—বিণঃ প্রতিভাশূন্য, দীপ্তিবিহীন।

**নিষ্প্রদীপ**—(১) বিণঃ প্রদীপশূন্য ; অন্ধকার। (২) বিঃ প্রদীপহীনতা, blackout।

**নিষ্প্রভ**—বিণঃ প্রভাশূন্য, মলিন ; দানববিশেষ। বিঃ **-তা**।

**নিষ্প্রয়োজন**—বিণঃ অনাবশ্যক, নিরর্থক।

**নিষ্প্রাণ**—বিণঃ জীবনশূন্য ; সংবেদনশূন্য ; হৃদয়হীন। বিঃ **-তা**।

**নিষ্ফল**—বিণঃ ফলবর্জিত ; বিফল, ব্যর্থ ; অকারণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নিষ্ফলা**—ফলশূন্যা, বন্ধ্যা। বিঃ **-তা**।

**নিষ্যন্দ**—**নিস্যন্দ**-র বানানভেদ।

**নিসপিস**—**নিশপিশ**-এর বানানভেদ।

**নিসর্গ**—বিঃ সৃষ্টি ; প্রকৃতি, স্বভাব ; রূপ। [নি+সৃজ্‌+অ]। বিণঃ **-জ**, **নৈসর্গিক**—প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক। বিঃ **-বেদী**, **নিসর্গী**—প্রকৃতিবিজ্ঞানী, naturalist।

**নিসাড়, নিসাড়া**—বিণঃ সাড়াশব্দহীন, নিঃশব্দ ; অচল, নিস্পন্দ।

**নিসিন্দা, নিসিন্দু**—বিঃ উগ্রগন্ধী কীটনাশক এক প্রকার বৃক্ষ (ঔষধ প্রস্তুতে প্রয়োজন হয়)।

**নিসূদক**—বিণঃ ঘাতক, হিংসক, বিনাশ-কারী। [নি+সূদ্+অক]।
**নিসূদন**—(১) বিঃ হনন। (২) বিণঃ বিনাশকারী। [নি+সূদ্+অন]।
**নিসৃত**—বিণঃ বহির্গত।
**নিসৃষ্ট**—বিণঃ দত্ত, প্রেরিত ; অর্পিত ; ন্যস্ত। [নি+সৃজ্+ত]।
**নিস্তনী**—বিণঃ (স্ত্রী)ঃ স্তনহীনা।
**নিস্তব্ধ**—বিণঃ সম্পূর্ণ স্তব্ধ ; নীরব। [নি+স্তন্‌ভ্+ত]। বিঃ **-তা**।
**নিস্তম্ভিত**—বিণঃ নীরব, নিস্তব্ধ।
**নিস্তরঙ্গ**—বিণঃ তরঙ্গহীন, স্থির, অচঞ্চল।
**নিস্তরণ**—বিঃ পার হওন, নিস্তার, নিষ্কৃতি, মুক্তি।
**নিস্তল**—বিণঃ তলহীন ; গোলাকার।
**নিস্তলী**—বিঃ বড়ি, বটিকা।
**নিস্তার**—বিঃ মুক্তি, অব্যাহতি, পরিত্রাণ। বিণঃ **-ক**—নিস্তার করে যে।
**নিস্তারিণী**—(১) বিণঃ মুক্তিদায়িনী। (২) বিঃ দুর্গাদেবী। [নির্+তৃ+ণিচ্+ইন্+ঈ]।
**নিস্তুষ**—বিণঃ তুষশূন্য।
**নিস্তেজ**—বিণঃ তেজশূন্য, দুর্বল, ক্ষীণ।
**নিস্তেজাঃ, নিস্তেজা**—বিণঃ নিস্তেজ।
**নিস্নেহ**—বিণঃ তৈলবর্জিত ; স্নেহ-শূন্য, মমতাহীন।
**নিস্পন্দ**—বিণঃ স্পন্দনশূন্য ; স্থির ; অসাড় ; অচঞ্চল। বিঃ **-তা**।
**নিস্যন্দ, নিষ্যন্দ**—বিঃ স্রাব, নির্যাস, ক্ষরণ ('বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চির মধু নিষ্যন্দ'—রবীন্দ্র)। [নি+স্যন্দ্+অ]। বিণঃ **নিস্যন্দিত**—ক্ষরিত। বিণঃ **নিস্যন্দী**—ক্ষরণকারী।
**নিস্বন, নিস্বান**—বিঃ শব্দ, আওয়াজ, নিনাদ।
**নিস্রব, নিস্রাব**—বিঃ ভাতের মাড়, ফেন, ক্ষরণ। বিণঃ **নিস্রুত**।
**নিহত**—বিণঃ হত, বিনষ্ট। [নি+হন্+ত]। বিঃ **নিহনন**—বধ, প্রাণনাশ। বিণঃ **নিহন্তা**—বধকারী, হননকারী।
**নিহাই**—বিঃ স্বর্ণাদি ধাতুবিশেষ রাখিয়া পিটাইয়া পাত প্রস্তুত করিবার পীঠিকা, নেহাই।
**নিহারন, নেহারন**—বিঃ নিরীক্ষণ, দর্শন।
**নিহারা, নিহারিনু, নিহারিল**—**নেহারা** দ্রষ্টব্য।
**নিহিত**—বিণঃ স্থাপিত ; অর্পিত ; দত্ত ; রক্ষিত ; গুপ্ত। [নি+ধা+ত]।
**নীচ**—(১) বিণঃ নিচু, নিম্ন ; নিকৃষ্ট, হীন, ইতর। (২) বিঃ নিম্নস্থান। বিঃ **-তা, -ত্ব**। **-প্রকৃতি**—(১) বিণঃ জঘন্য স্বভাববিশিষ্ট। (২) বিঃ হীনস্বভাব। **-প্রবৃত্তি**—(১) বিণঃ হীন-ইচ্ছাযুক্ত। (২) বিঃ নিকৃষ্ট-ইচ্ছা। **-যোনি**—(১) বিঃ নিম্ন-শ্রেণীর জীব ; মনুষ্যেতর প্রাণিরূপে জন্ম, নীচকুলে জন্ম। (২) বিণঃ হীনকুলে বা মনুষ্যেতর প্রাণিকুলে জাত।
**নীচু, নীচা**—**নিচু** ও **নিচা**-র বানান-ভেদ।
**নীড়**—বিঃ কুলায় ; পাখির বাসা ; গৃহ ('পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে'—রবীন্দ্র)।
**নীত**[১]—বিণঃ লইয়া যাওয়া হইয়াছে এমন ; গৃহীত ; যাপিত।
**নীত**[২]—বিঃ নিয়ম, নীতি, রীতি, আচরণ।

**নীতি**—বিঃ রীতি, নিয়ম ; প্রথা, প্রণালী, সাধনোপায়। বিঃ **-কথা, -বাক্য**—হিতোপদেশ। বিণঃ **-জ্ঞ**—নীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ। বিঃ **-জ্ঞান**—নীতি সম্পর্কে জ্ঞান। বিণঃ **-বিরুদ্ধ, -বিরোধী**—নীতিশাস্ত্রের বা নীতির বিপরীত, অন্যায়। বিণঃ **-মান**—নীতিসম্পন্ন। বিঃ **-মার্গ**—নীতিপথ। বিঃ **-শাস্ত্র**—নীতি-বিষয়ক গ্রন্থ। বিণঃ **-সংগত, -সম্মত**—নিয়মানুযায়ী।

**নীদ**—বিঃ নিদ্রা, ঘুম, সুপ্তি।

**নীপ**—বিঃ কদমফুল বা ঐ গাছ ('এস নীপবনে ছায়া বীথি তলে')।

**নীবার**—বিঃ উড়িধান, তৃণধান্য।

**নীবি, নীবী**—বিঃ মূলধন, পুঁজি ; বাজি, পণ ; কটিবস্ত্রের গিঁট (প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের)। বিঃ **-বন্ধ**—রমণীর কটিদেশে পরিধেয় শাড়ির বাঁধন।

**নীয়মান**—বিণঃ যাহা লওয়া হইতেছে এমন। [নী (+য)+আন]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **নীয়মানা**।

**নীর**—বিঃ জল, বারি। [নী+র]। **-জ**—(১) বিণঃ জলে জন্মে যাহা। (২) বিঃ পদ্ম ; উদ্বিড়াল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-জা**। **-দ**—(১) বিঃ মেঘ ; জল দেয় যে। (২) বিণঃ জলদায়ক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-দা**। বিণঃ **নীরদবর্ণ**—মেঘ-বর্ণ, ধূমল ; কৃষ্ণ।

**নীরক্ত**—বিণঃ রক্তহীন, পাণ্ডুর।

**নীরজাঃ, নীরজা**—বিণঃ ধূলিবিহীন, রজোগুণবিহীন, পরাগশূন্য (পুষ্প) ; অরজস্বলা।

**নীরধর**—বিঃ মেঘ, জলদ।

**নীরধারা**—বিঃ জলের ধারা ; নির্জলা উপবাস।

**নীরধি, নীরনিধি**—বিঃ সমুদ্র, জলনিধি।

**নীরন্ধ্র**—বিণঃ রন্ধ্রহীন, নিশ্ছিদ্র, ঘন ; ঠাস-বুনান।

**নীরব**—বিণঃ নিঃশব্দ ; বাক্যহীন। ('তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-তা**।

**নীরস**—বিণঃ শুষ্ক, রসশূন্য ; রস-বোধহীন (নীরস পাণ্ডিত্য) ; অপ্রসন্ন, ম্লান (নীরস মুখ) ; মনকে আকর্ষণ করে না বা তৃপ্ত করে না এমন (নীরস গ্রন্থ)। বিঃ **-তা**।

**নীরাজন**[১]—বিঃ যুদ্ধযাত্রার পূর্বে অস্ত্রশস্ত্রাদি পরিষ্কারকরণ তথা অর্চনাকরণ।

**নীরাজন**[২]—বিঃ শান্তিকরণার্থ জলসেচন, দেবতার আরতি।

**নীরাজনা**—বিঃ আরতি, আরাত্রিক।

**নীরুজ, নীরোগ**—বিণঃ রোগহীন, সুস্থ।

**নীরূপ**—বিণঃ রূপশূন্য।

**নীল**—(১) বিঃ ঐ নামীয় রং ; এক প্রকার গাছ—যাহা হইতে ঐ রং প্রস্তুত হয়। (২) বিণঃ নীল বর্ণবিশিষ্ট। বিঃ **-কণ্ঠ**—পাখিবিশেষ ; শিব (বিষ পানের ফলে শিবের কণ্ঠ নীল)। বিঃ **-কমল**—ঐ বর্ণের পদ্মফুল। বিঃ বিণঃ **-কর**—যাহারা নীল চাষ বা নীল প্রস্তুত করে। বিঃ **-কান্তমণি**—বহুমূল্য নীলবর্ণ প্রস্তরবিশেষ। বিঃ **-কুঠি, কুঠী**—নীলকর সাহেবদের বাড়ি বা অফিস। বিঃ **-গাই**—নীল রং-এর এক প্রকার হরিণ। বিঃ **-গিরি**—দাক্ষিণাত্যের পর্বতবিশেষ। বিঃ **-ডাউন**—বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শাস্তিবিশেষ, kneel-down। বিঃ

**-বড়ি**—বড়ির আকারে প্রস্তুত নীল রঙ। বিঃ **-মণি**—নীলকান্তমণি ; শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ **-লোহিত**—শিব ; (নীল ও লাল-এর মিশ্রণে গঠিত) বেগুনী রঙ। বিঃ **-ষষ্ঠী, -পূজা**—চৈত্র-সংক্রান্তি ও তাহার আগের দিনের শিবপূজা।

**নীলা**—বিঃ নীলকান্তমণি।

**নীলাচল**—বিঃ নীলবর্ণের অচল (পাহাড়) ; নীলগিরি পর্বতমালা, জগন্নাথ ক্ষেত্র, পুরীধাম (নীলাচলে মহাপ্রভু)।

**নীলাঞ্জন**—বিঃ তুঁতে ; নীল যে অঞ্জন।

**নীলাভ**—বিণঃ হাল্কা নীল রং যাহার, নীল বর্ণ।

**নীলাম্বর**—(১) বিঃ নীল আকাশ ('এসো বাতাসের খেলার সাথী, মাতাও নীলাম্বর'—রবীন্দ্র) ; নীল কাপড় ('নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফিরে এসো আজ'—রবীন্দ্র)। (২) বিণঃ নীল কাপড় পরিহিত ব্যক্তি।

**নীলম্বরী**—বিঃ নীলবর্ণের শাড়ি ('নীলাম্বরী শাড়ি পরি কে যায় নীল যমুনায়'—নজরুল)।

**নীলাম্বু, নীলাম্বুধি**—বিঃ নীলবর্ণ জল ; সমুদ্র।

**নীলিকা**—বিঃ শেফালিকা ; নীলগাছ ; এক প্রকার চক্ষুরোগ।

**নীলিমা**—বিঃ নীলত্ব ; নীল বর্ণ বা ঐ আভা ('নীলিমায় নীলিমায় মহিমায় মহিমায় অনন্তের অনন্ত মিলন'—নবীনঃ)।

**নীলোৎপল**—বিঃ ইন্দীবর, নীল পদ্ম।

**নীহার**—বিঃ ঘনীভূত শিশির ; হিম ; বরফ। [নি+হৃ+অ]। বিঃ **-কণা**—হিমকণা।

**নীহারিকা**—বিঃ দূর আকাশে দৃশ্যমান নীহারপুঞ্জের ন্যায় নক্ষত্রমালা বা বাষ্পীয় পদার্থ, nebula ('ওই যে সুদূর নীহারিকা যারা করে আছে ভিড় আকাশের নীড়'—রবীন্দ্র)।

**-নু**—'**-লাম**'-এর কোমলরূপ (করিনু, গেনু)।

**নুটি, নুটী**—বিঃ আঁটি ; নুড়ী।

**নুড়নুড়ি**—বিঃ আলজিভ ; ঘণ্টার জিহ্বা।

**নুড়া**—বিঃ (শুষ্ক খড় ইত্যাদির) গুচ্ছ বা আঁটি।

**নুড়ি**—বিঃ ক্ষুদ্র প্রস্তর, ছোট টুকরা পাথর।

**নুড়ো**—নুড়া দ্রষ্টব্য। **নুড়ো জেলে দেওয়া**—আগুন দেওয়া, ধ্বংস করা।

**নুণ, নুন**—**লবণ**-এর চলিতরূপ। ক্রিঃ **নুন খাওয়া**—অপরের দয়া গ্রহণ করা। বিঃ **নুনিয়া**—লবণ প্রস্তুতকারক জাতিবিশেষ ; এক প্রকার ক্ষুদ্র শাক।

**নুনু**—বিঃ শিশু বা বালকের পুরুষাঙ্গ।

**নুর**—বিঃ আলোক, জ্যোতি (নুর-জাহান) ; (ব্যঙ্গার্থে) চিবুকে রক্ষিত দাড়ি, শ্মশ্রু। [আ]।

**নুরি, নুরী**—বিঃ শুকপাখী।

**নুলা, নুলো**—(১) বিণঃ যাহার হাত কাটা বা বিকল। (২) বিঃ বিড়ালাদির থাবা।

**নূতন**—বিণঃ নব, নবীন ; তরুণ ('হে নূতন, দেখা দিক আর বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ'—রবীন্দ্র)। (**স্ত্রী**)ঃ **নূতনা**। বিঃ **-ত্ব**।

**নূপুর**—বিঃ ঘুঙুর, মঞ্জীর, শিঞ্জিনী, পাদভূষণবিশেষ ('নূপুর বেজে যায় রিনি রিনি'—রবীন্দ্র)।

**নৃ**—বিঃ নর, মানুষ। বিঃ **-কপাল**—নরমুণ্ড। বিঃ **-কুলবিদ্যা**—মানবজাতি-সম্বন্ধীয় বিদ্যা, ethnology। বিঃ **-চক্ষা**—রাক্ষস। বিণঃ **-জগ্ধা**—নর-ভক্ষক। বিঃ **-তত্ত্ব, -বিদ্যা**—মনুষ্য-বিদ্যা, anthropology। বিঃ **-মণি**—নরশ্রেষ্ঠ; রাজা। বিঃ **-মুণ্ড**—মানুষের মাথা। **-মুণ্ডমালিনী**—(১) বিণঃ (স্ত্রী): নরমুণ্ডদ্বারা গ্রথিত মালা ধারণকারিণী। (২) বিঃ কালিকাদেবী। বিঃ **-যজ্ঞ**—অতিথি-সৎকার স্বরূপ যজ্ঞ। বিঃ **-লোক**—পৃথিবী।

**নৃত্য**—বিঃ নাচ, নর্তন। [নৃত্+য]। বিণঃ (স্ত্রী): **-পটীয়সী**—নাচিতে পটু এমন (রমণী)। বিণঃ **-পর**—নাচিতেছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী): **-পরা**। বিঃ **-শালা**—নাচঘর, রঙ্গমঞ্চ।

**নৃপ, নৃপতি**—বিঃ রাজা, নরপতি। বিঃ **-বর, -মণি**—শ্রেষ্ঠ রাজা। বিঃ **নৃপাসন**—রাজাসন, সিংহাসন।

**নৃশংস**—বিণঃ ক্রূর, নিষ্ঠুর, হিংস্র। বিঃ **-তা**।

**নৃসিংহ**—**নর**[১] দ্রষ্টব্য।

**নে**—**নেও**[১] ও **না**-এর কথ্যরূপ।

**নেই**—**নাই**[১]-র কথ্যরূপ। **নেই মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল**—একেবারে শূন্য হওয়ার চেয়ে সামান্য থাকা বরং ভাল।

**নেই-আঁকড়া**—**নাই আঁকড়া**-র কথ্যরূপ।

**নেউটা**—ক্রিঃ ফেরা, প্রত্যাবর্তন করা, ব্যত্যয় করা বা হওয়া।

**নেউল**—বিঃ বেজি, নকুল শব্দের অপভ্রংশ।

**নেও**[১]—(১) ক্রিঃ গ্রহণ কর। (২) বাক্যালঙ্কার অব্যয়।

**নেও**[২]—**নেয়ো**-র বানানভেদ।

**নেওটা, নেওট**—বিণঃ অত্যধিক অনুগত বা ভক্ত।

**নেওয়া**—(১) ক্রিঃ গ্রহণ করা। (২) বিঃ ঐ একই অর্থে। (এই ধাতু-রূপটি চলিত ভাষাতেই সমধিক প্রযুক্ত হয়; সাধু ভাষায় লইয়া, লইলাম ইত্যাদি রূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে)। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ গ্রহণ করানো। (২) বিঃ একই অর্থে।

**নেং**—**ল্যাং**-এর রূপভেদ।

**নেংচান**—**ল্যাংচান**-র রূপভেদ।

**নেংটা**—**ল্যাংটা**-র রূপভেদ।

**নেংটি**[১]—**লেংটি**-র রূপভেদ।

**নেংটি**[২], **নেংটী, নেংটে**—বিঃ ছোট (নেংটি ইঁদুর)।

**নেংড়া**—**লেংড়া**-র কথ্যরূপ।

**নেংলা**—বিণঃ অত্যন্ত রোগা ও লম্বা।

**নেকড়া**—বিঃ ছেঁড়া কাপড়।

**নেকড়ে, নেকড়িয়া**—বিঃ কুকুর জাতীয় হিংস্র পশুবিশেষ।

**নেকনজর**—বিঃ অনুগ্রহ দৃষ্টি; অনু-কূলদৃষ্টি; (ব্যঙ্গে) **কুনজর**, ক্রোধ। [ফা]।

**নেকরা**—বিঃ ঢং, ছলাকলা, নেকামি।

**নেকা**—বিণঃ অজ্ঞতা সারল্য ও সাধুতার ভান করে এমন। [ফা]। বিণঃ (স্ত্রী): **নেকী**। বিঃ **-মি, -মো, -মি, -পনা**।

**নেকার**—বিঃ বমি, বমন। [ন্যক্কার]।

**নেগে**—অব্যঃ লেগে, জন্য।

**নেঙ**—**নেং**-এর রূপভেদ।

**নেঙচান**—**নেংচান**-এর বানানভেদ।

**নেজ**—**লেজ**-এর কথ্যরূপ।

**নেজা**—**লেজা**-র কথ্যরূপ।

**নেজুড়**—**লেজুড়**-এর কথ্যরূপ।

**নেটা**—বিণঃ যাহার বাম হস্ত দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষা বেশি কর্মদক্ষ।

**নেড়**—বিঃ দণ্ডাকৃতি বিষ্ঠা।

**নেড়া**—(১) বিণঃ মুণ্ডিতকেশ (নেড়া মাথা); নিরাভরণ (নেড়া হাত); নিষ্পত্র (নেড়া গাছ); নগ্ন, বৃক্ষাদি-শূন্য (নেড়া বক্ষ, নেড়া প্রান্তর); প্রাচীরহীন (নেড়া ছাদ); শ্রীছাঁদ-শূন্য, অসুন্দর (নেড়া নেড়া দেখানো)। (২) বিঃ (বিদ্রূপে) বৈষ্ণব, বৈরাগী (নেড়ানেড়ীর কাণ্ড)। বিণঃ, বিঃ (স্ত্রী): **নেড়ী, নেড়ি**। **নেড়া একবার বেলতলায় যায়**—একবার ভুল করিয়া উচিত শিক্ষা পাওয়ার পর দ্বিতীয়বার সেই ভুল না করা।

**নেড়িকুত্তা**—বিঃ খেঁকিকুকুর।

**নেত**—বিঃ প্রাচীনকালে ব্যবহৃত এক-প্রকার সূক্ষ্মবস্ত্রের নাম; পট্টবস্ত্র; গরদ।

**নেতা**[১]—বিণঃ বিঃ নায়ক; পথপ্রদর্শক; অগ্রণী; প্রধান; সেনাপতি; পরি-চালক। [নী+তৃ]। বিণঃ (স্ত্রী): **নেত্রী**। বিঃ **নেতৃত্ব**—নায়কতা।

**নেতা**[২]—বিঃ ছেঁড়া কাপড়; ঘর মোছার জন্য ব্যবহৃত কাপড়ের টুকরা।

**নেতান, নেতানো**—ক্রিঃ অবসন্ন হওয়া, মিয়ানো (নেতিয়ে পড়েছে)।

**নেতৃত্ব**—**নেতা**[১] দ্রষ্টব্য।

**নেত্র**—বিঃ চোখ। বিণঃ **-গোচর**—যাহা দেখা যাইতেছে এমন। বিঃ **-চ্ছদ, -পল্লব**—চোখের পাতা। বিঃ **-পাত**—কোন কিছুর প্রতি নজর দেওয়া। বিঃ **-মল**—পিচুটি। বিঃ **-রঞ্জন**—কাজল, সুর্মা। বিঃ **নেত্রাঞ্জন**—চোখের কাজল।

**নেদিষ্ঠ**—বিণঃ নিকটতম।

**নেদীয়ান্**—বিণঃ অপেক্ষাকৃত নিকট-বর্তী।

**নেপ**—**লেপ**-এর প্রাদেশিক উচ্চারণ।

**নেপটান, নেপটানো**—ক্রিঃ লিপ্ত হইয়া থাকা।

**নেপথ্য**—বিঃ দৃষ্টির অগোচর স্থান; রঙ্গালয়ের সাজঘর বা অন্তরালবর্তী স্থান। বিঃ **-বিধান**—অভিনেতৃগণের সাজপোশাক পরিগ্রহণ। বিঃ, ক্রি-বিণঃ **নেপথ্যে**—রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে।

**নেপা, নেপান**—**লেপা** ও **লেপান**-র প্রাদেশিক রূপ।

**নেপালী**—(১) বিণঃ বিঃ নেপাল রাষ্ট্রের অধিবাসী। (২) বিণঃ নেপালে জাত বা উৎপন্ন; নেপাল-সম্বন্ধীয়।

**নেপো**—বিঃ ধূর্ত লোক, অনধিকারী; বাটপাড়। **যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দৈ**—প্রকৃত অধিকারী ব্যক্তি ফলভোগ করে না।

**নেবা**[১], **ন্যাবা**—বিঃ কামলা রোগবিশেষ।

**নেবা**[২], **নেবান**—**নিব** ও **নিবান**-র কথ্য-রূপ।

**নেবু**—**লেবু**-র কথ্যরূপ।

**নেভা, নেভান, নেভানো**—যথাক্রমে **নেবা, নেবান** ও **নেবানো**-র রূপভেদ।

**নেমক**—বিঃ নুণ, লবণ। [ফা]। বিণঃ **-হারাম**—অকৃতজ্ঞ। বিঃ **-হারামী**।

**নেমাজ**—**নামাজ**-এর কথ্যরূপ।

**নেমন্তন্ন**—**নিমন্ত্রণ**-এর কথ্যরূপ।

**নেমি, নেমী**—বিঃ চাকার হাল বা বেড়; গোলকের পরিধি বা ব্যাস।

**নেয়া, নেয়ান, নেয়ানো**—**নেওয়া, নেওয়ান** ও **নেয়ানো**-র রূপভেদ।

**নেয়াপাতি**—বিণঃ কচি, কোমল শাঁস-যুক্ত (-ডাব)। [দেশী]।

**নেয়ামত**—বিঃ মেহেরবানি, কৃপা, অনুগ্রহ।

**নেয়ার, নেওয়ার**—বিঃ চওড়া ফিতাবিশেষ (খাটের পাশে লাগানো হয়)।

**নেয়ে**—বিঃ মাঝি, নাবিক ('ওগো নেয়ে নাওখানি বাইয়ো'—রবীন্দ্র)।

**নেলাখেপা**—বিণঃ পাগলাটে।

**নেশা**—বিঃ মাদকদ্রব্য; মত্ততা, মাতলামো; অযথা বা অতিরিক্ত ঝোঁক; বাতিক (কাজের নেশা); মোহ। বিণঃ **-খোর**—মাদকদ্রব্য-সেবী।

**নেহ**—(১) ক্রিঃ লও। (২) বিঃ অবলেহন, চাটা; স্নেহ, আদর, প্রীতি ('কি পুছসি রে সখি কানুক নেহ')।

**নেহা**—বিঃ প্রীতি, স্নেহ, আদর ('শিশুকাল হৈতে/বন্ধুর সহিতে/ পরাণে পরাণে নেহা'—জ্ঞাঃ দাঃ)।

**নেহাই**—বিঃ যাহার উপর ধাতু রাখিয়া পিটানো হয় ('ঠকা-ঠক্-ঠকা কাঁদিছে নেহাই'—যঃ সেনগুপ্ত)।

**নেহাৎ, নেহাত**—অব্যঃ একান্ত পক্ষে, নিতান্ত; অতিশয়, একেবারে, সম্পূর্ণ (—বোকা)। [আ]।

**নেহারা, নিহারা**—ক্রিঃ দেখা, দৃষ্টিপাত করা (কাব্যে)। ক্রিঃ **নেহারই**—দেখে (ব্রজ)। ক্রিঃ **নেহারত**—দেখে। ক্রিঃ **নেহারল**—দেখিল। ক্রিঃ **নেহারিনু, নেহরনু**—দেখিলাম ('জনম অবধি হাম, রূপ নেহারিনু')। ক্রিঃ **নেহারিল, নিহারিল**—দেখিল।

**নৈ**[১], **নই, নঈ**—বিঃ **নদী**-র প্রাচীনরূপ ('কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী-নই কূলে'—চণ্ডীঃ)।

**নৈ**[২]—বিণঃ নবজাত।

**নৈকট্য**—বিঃ সান্নিধ্য। [নিকট+য]।



**নৈকষেয়**—বিঃ নিকষার পুত্র, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ; রাক্ষস।

**নৈকষ্য**—বিণঃ নিকষে (কষ্টিপাথর) পরীক্ষিত; কষিত; খাঁটি; বিশুদ্ধ (নৈকষ্য কুলীন)। [নিকষ+য]।

**নৈতিক**—বিণঃ নীতি-ঘটিত। [নীতি+ইক]।

**নৈত্যিক**—বিণঃ যাহা রোজই করিতে হয় এমন।

**নৈদাঘ**—বিণঃ গ্রীষ্মকাল-সম্বন্ধীয়। [নিদাঘ+অ]। বিণঃ (স্ত্রী): **নৈদাঘী**।

**নৈপুণ্য**—বিঃ নিপুণতা, দক্ষতা।

**নৈবচ**—অব্যঃ এমন নহে। [ন+এব+চ]। **নৈবচ নৈবচ**—কখনই হইবে না ('ভিক্ষা মাগা নৈবচ নৈবচ'—ভাঃ চঃ)।

**নৈবেদ্য**—বিঃ দেবতার উদ্দেশে নিবেদনীয় দ্রব্য। [নিবেদ+য]।

**নৈমিত্তিক**—বিণঃ প্রয়োজনার্থে কর্তব্য; নিমিত্তবিৎ। [নিমিত্ত+ইক]। (স্ত্রী): নৈমিত্তিকী।

**নৈমিষারণ্য**—বিঃ পুরাণে বর্ণিত নৈমিষ নামক বন।

**নৈয়মিক**—বিণঃ নিয়মানুযায়ী, নিয়ম-সম্বন্ধীয়। [নিয়ম+ইক]। (স্ত্রী): **নৈয়মিকী**।

**নৈয়ায়িক**—বিঃ ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি। [ন্যায়+ইক]।

**নৈরপেক্ষ, নৈরপেক্ষ্য**—বিঃ নিরপেক্ষতা।

**নৈরাকার**—বিণঃ আকার-শূন্য; নিরাকার; একাকার; তছনছ।

**নৈরাশ্য,** (কথ্য) **নৈরাশ,** (কাব্যে) **নৈরাশা**—বিঃ আশার অভাব, আশা-হীনতা, হতাশা। [নিরাশ+য, অ, আ]।

**নৈঋত**—বিঃ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ; ঐ কোণের অধিপতি ; রাক্ষস।

**নৈর্গুণ্য**—বিঃ গুণশূন্যতা।

**নৈর্ব্যক্তিক**—বিণঃ ব্যক্তি-সম্বন্ধীয় নহে এমন, অপৌরুষেয়। [নির্+ব্যক্তি+ইক]।

**নৈলে**—**নইলে**-র বানানভেদ।

**নৈশ**—বিণঃ রাত্রিকালীন, রাত্রি-সম্পর্কিত। [নিশা+অ]।

**নৈশিক**—বিঃ নিশাজাত, রাত্রিব্যাপী।

**নৈষধ**—(১) বিণঃ নিষধদেশীয় ; নিষধ-সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ নিষধ-দেশের রাজা নল। [নিষধ+অ]। বিণঃ **নৈষধীয়**—নলরাজ-সম্পর্কিত।

**নৈষাদ**—বিঃ ব্যাধনন্দন। [নিষাদ+অ]।

**নৈষ্কর্ম্য**—বিঃ সর্বকর্মত্যাগ, নিষ্ক্রিয়তা ; বেকারত্ব ; কর্মে বীতস্পৃহা বা নিবৃত্তি ; মুক্তি ; আলস্য।

**নৈষ্ঠিক**—বিণঃ নিষ্ঠাবান্, ব্রতবিশেষে আসক্ত। [নিষ্ঠা+ইক]।

**নৈসর্গিক**—বিণঃ প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক।

**নোংরা**—(১) বিণঃ অপরিষ্কার ; ঘৃণ্য (-চরিত্র) ; অশ্লীল। (২) বিঃ আবর্জনা। বিঃ **-ম, -মি, -মো**—নোংরা ভাব বা আচরণ।

**নোকর**—বিঃ চাকর। বিঃ **নোকরি**—চাকুরি। [হি]।

**নোকসান**—বিঃ অনিষ্ট, ক্ষতি। **লোকসান**-এর প্রাদেশিক উচ্চারণ।

**নোক্তা**—বিঃ আরবী-ফরাসী অক্ষর সংলগ্ন বিন্দু। [আ]।

**নোঙর, নোঙ্গর**—বিঃ নৌকা ইত্যাদি জলযান বাঁধিবার লৌহ যন্ত্রবিশেষ।

**নোট**—বিঃ ধাতু মুদ্রার পরিবর্তে ব্যবহৃত কাগজী মুদ্রা ; মন্তব্য, টীকা, টিপ্পনী, note। ক্রিঃ **নোট করা**—সংক্ষেপে মূলকথা লিখিয়া রাখা। বিঃ **নোট দেওয়া**—সংক্ষেপে মন্তব্য জানানো।

**নোটিস, নোটিশ**—বিঃ বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, অপরের অবগতির জন্য লেখা, notice।

**নোড়**—বিঃ এক প্রকার ছোট সাদা টক ফল।

**নোড়া**—বিঃ পেষণী, শিলের উপর রাখিয়া যে প্রস্তরখণ্ড দ্বারা মসলা বাটা হয়।

**নোতুন, নতুন**—বিণঃ নূতন ; আধুনিক, নব্য ; তরুণ ; টাটকা।

**নোদন**—বিঃ অপসারণ ; নিবারণ।

**নোনতা**—(১) বিণঃ লোনা, লবণাক্ত। (২) বিঃ লবণাক্ত খাদ্যদ্রব্য। [নুন+তা]।

**নোনা**[১]—(১) বিণঃ লবণাক্ত। [নুন+আ]। (২) বিঃ আতা জাতীয় ফল-বিশেষ, anona।

**নোয়া**—(১) বিঃ লৌহ ; লোহার চুড়ি (এয়োস্ত্রীর লক্ষণ)। (২) ক্রিঃ অবনত হওয়া ; ঝুঁকিয়া পড়া।

**নোয়ান, নোয়ানো**—ক্রিঃ অবনত করা।

**নোলক**—বিঃ নাকের অলংকার।

**নোলা**—বিঃ জিহবা ; লোভ, লালসা।

**নৌ**—বিঃ নৌকা। বিঃ **-বল**—জলযুদ্ধের উপযোগী জাহাজ ও সৈন্যদলের সমষ্টি। বিঃ **-বহর**—যুদ্ধজাহাজ সমূহ, নৌযান সমূহ। বিঃ **-বাহ**—যে জলযান চালায়, দাঁড়ী। বিঃ **-বাহিনী, -সেনা, -সৈন্য**—জলযুদ্ধের জন্য গঠিত বিশেষ সৈন্যদল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-বাহী**—যাহা নৌকাদি চালাইবার উপযুক্ত (নদী, খাল ইত্যাদি)। বিণঃ **-বাহ্য**—নৌকাদি

চালাইবার উপযুক্ত। বিঃ **-বিদ্যা**—নৌকাদি চালনা বা নির্মাণের বিজ্ঞান। বিণঃ **-যাত্রী**—নৌকারোহী। বিঃ **-যুদ্ধ**—জলপথে যুদ্ধ।

**নৌকতা, নৌকুতা**—সামাজিক আচার-ব্যবহার। **লৌকিকতা**-র আঞ্চলিক-রূপ।

**নৌকা**—বিঃ তরণী ; দাবাখেলার ঘুঁটি-বিশেষ। [নৌ+ক+আ]। বিঃ **-পথ**—নৌ-গম্য পথ। বিঃ **-বিলাস, -বিহার, -লীলা**—নৌকাযোগে আমোদ-প্রমোদ ও ভ্রমণ ; গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিশেষ। বিঃ **-রোহী**—নৌকার যাত্রী। বিঃ **-যাত্রী**—নৌকার আরোহী।

**নৌজোয়ান, নওজোয়ান**—বিঃ বিণঃ নব্য-যুবক। [ফা]।

**নৌবৎ, নৌবত**—বিঃ নহবৎ, নহবত।

**ন্যক্কার**—বিঃ বমি, বমন ; ঘৃণা ; অবজ্ঞা। [ন্যক+কৃ+অ]। বিণঃ **-জনক**—অবজ্ঞাজনক, ঘৃণাকর।

**ন্যগ্রোধ**—বিঃ বটগাছ।

**ন্যস্ত**—বিণঃ অর্পিত, প্রদত্ত ; গচ্ছিত, রক্ষিত ; স্থাপিত, নিহিত ; নিক্ষিপ্ত, বিন্যস্ত। [নি+অস্+ত]।

**ন্যাওটা**—**নেওটা**-র বানানভেদ।

**ন্যাংটা, ন্যাংটো**—বিণঃ উলঙ্গ, বিবস্ত্র, আবরণবিহীন। **ন্যাংটার আবার বাটপারের ভয়**—নিঃসম্বল ব্যক্তির কিছু খোয়া যাইবার আশঙ্কা নাই।

**ন্যাকড়া, নেকড়া**—বিঃ **ছিন্নবস্ত্র**।

**ন্যাকরা**—বিঃ ফাজলামি, তুচ্ছ রসিকতা।

**ন্যাকা, নেকা**—বিণঃ যে জানিয়াও না জানার ভাণ করে এমন। [ফা]।

**ন্যাকার**—**নেকার**-এর বানানভেদ।

**ন্যাটা**—**নেটা**-র বানানভেদ।

**ন্যাতা**—**নেতা**২ দ্রষ্টব্য।

**ন্যাবা, নেবা**—বিঃ পাণ্ডুরোগ, jaundice।

**ন্যায়**—(১) বিঃ সুবিচার, সত্য, নীতি, যুক্তি (-সম্মত, -বিচার, -বিরুদ্ধ, -নিষ্ঠ) ; তর্কশাস্ত্র, গোতম-প্রণীত দর্শনশাস্ত্র ; বিতর্ক। (২) অব্যঃ মত, সদৃশ। [নি+ই+অ]। বিঃ **-কর্তা**—ন্যায়াধীশ, বিচারক। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ **-তঃ**—বিচারানুসারে। বিণঃ **-নিষ্ঠ, -পর, -পরায়ণ, -বান্**—ন্যায়ে নিষ্ঠা যাহার এমন। বিঃ **-নিষ্ঠা, -পরতা, -পরায়ণতা, -বত্তা**। বিঃ **-পথ, -মার্গ**—ঠিক রাস্তা, ধর্মপথ। বিঃ **-বুদ্ধি**—ন্যায়সঙ্গতা, বিবেক। বিঃ—**-রত্ন, -তীর্থ, ন্যায়ালংকার ন্যায়াধীশ**—পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। বিঃ **-শাস্ত্র**—তর্কশাস্ত্র। বিণঃ **-সংগত, -সম্মত**—উচিত, ন্যায্য। বিঃ **ন্যায়াধিকরণ**—বিচারালয়, দেওয়ানী আদালত, court। বিণঃ **ন্যায়িক**—বিচারসংক্রান্ত, judicial।

**ন্যায্য**—বিণঃ উচিত, যোগ্য, যুক্তিযুক্ত।

**ন্যালনেলে**—বিঃ লালার মত, লালাযুক্ত।

**ন্যাস**—বিঃ গচ্ছিত বস্তু অর্পণ, রক্ষণাবেক্ষণ, শ্বাসসংযম, প্রাণায়ামাদি। [নি+অস্+অ]। বিণঃ বিঃ **-রক্ষক**—যাহার উপর গচ্ছিত বস্তু রক্ষার দায়িত্ব বর্তায়। বিঃ **-পাল, -রক্ষক**—গচ্ছিত সম্পত্তি-রক্ষাকারী, trustee।

**ন্যুব্জ**—বিণঃ কুব্জ, কুঁজো, বক্র, উপুড়। [নি—উব্জ্+অ]। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ **ন্যুব্জা**। বিঃ **-তা**।

**ন্যূন**—বিণঃ অল্প, কম ; ক্ষুদ্র ; নীচ। [ন+ঊন]। বিঃ **-তা**। ক্রি-বিণঃ

-কল্পে, -পক্ষে—কম করিয়া ধরিলে। বিণঃ ন্যূনাধিক—কমবেশী। বিঃ ন্যূনাধিক্য—কমবেশীর ভাব, তারতম্য।

## প

**প**[১]—বাঙলা ব্যঞ্জনবর্ণমালার একবিংশ বর্ণ।

**-প**[২]—বিণঃ পালনকারী (গোপালন করে যে—গোপ); পানকারী (মধু পান করে যে—মধুপ)।

**পই, পৈ**—বিঃ পয়ঃপ্রণালী, নর্দমা।

**পইছা**—**পৈছা**-র বানানভেদ।

**পইঠা**—**পৈঠা**-র বানানভেদ।

**পইভা**—**পৈতা**-র বানানভেদ।

**পই-পই**—অব্যঃ পুনঃ পুনঃ, বারবার।

**পওষ**—**পৌষ**-এর বানানভেদ।

**প'ইছা**—**পৈ'ছা**-র রূপভেদ।

**প'চাত্তর**—বিঃ, বিণঃ ৭৫ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**প'চানব্বই, প'চানব্বুই**—বিঃ বিণঃ ৯৫ সংখ্যা অথবা সংখ্যক।

**প'চাশী**—বিঃ বিণঃ ৮৫ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**প'চিশ**—বিঃ বিণঃ ২৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ বিণঃ **প'চিশে**—মাসের প'চিশ তারিখ বা ঐ তারিখ-সম্বন্ধীয়।

**প'য়তাল্লিশ**—বিঃ বিণঃ ৪৫ সংখ্যা অথবা সংখ্যক।

**প'ইত্রিশ, প'য়ত্রিশ**—বিঃ বিণঃ ৩৫ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**প'য়ষট্টি**—বিঃ বিণঃ ৬৫ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**পকেট**—বিঃ জেব, জামার সহিত সংযুক্ত ক্ষুদ্র থলি, pocket। বিঃ **-মার, -কাটা**—যে অপরের পকেট হইতে দ্রব্যাদি চুরি করে।

**পক্ক**—বিণঃ পাকা (-ফল); পরিণত (-বুদ্ধি); সাদা (-কেশ); রন্ধিত (-অন্ন); গাঢ় (-মধু), বিনাশোন্মুখ (-স্ফোটক)। [পচ্+ত]। বিঃ **-তা**—পাকামি। **-কেশ**—(১) বিণঃ পাকাচুল যাহার, প্রবীণ। (২) বিঃ পাকাচুল। বিঃ **পক্কান্ন**—পাক করা খাদ্য (লুচি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি)। বিঃ **পক্কাশয়**—পাকস্থলী।

**পক্ষ**—বিঃ অর্ধ-মাস; প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পর্যন্ত তিথি পরিমিত কাল; পাখীর পাখা; তীরের পাখা; দল, তরফ (পাত্র-পক্ষ, কন্যা-পক্ষ); একাধিক পত্নীর একটি (প্রথম পক্ষ); কপাট, প্রভৃতির পাল্লা; সহায়; সখা; যুগ্ম। [পক্ষ্+অ]। বিঃ **-ক**—খিড়কী দরজা। বিঃ **-গ্রহণ**—দুই বিরোধী দলের একটিতে যোগদান। বিঃ **-চর**—চন্দ্র; হস্তী; অনুচর; চক্রবাক। বিঃ **-চ্ছেদ**—ডানা ছিন্নকরণ। বিঃ **-তা**—পক্ষধর্ম; অনুমান। বিঃ **-দ্বার**—খিড়কী দরজা। বিঃ **-জ, -ধর**—চন্দ্র। বিঃ **-পাত**—বিরোধী দলমধ্যে কোন একটির প্রতি অন্যায় আকর্ষণ; একরোখোমি। বিঃ **-পাতিতা, -পাতিত্ব**—পক্ষপাত। বিঃ **-পুট**—ডানার ভিতর। বিণঃ **-জ**—ডানাযুক্ত। বিঃ **-বল**—পক্ষ (সমস্ত অর্থে)-এর শক্তি। বিঃ **-শাতন**—ডানা ছিন্নকরণ।

('কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'—সঃ দত্ত)। বিঃ -সঞ্চালন—ডানা ঝাপটানো। বিঃ -সমর্থন—পক্ষবিশেষের মতের পোষকতা।
**পক্ষাঘাত**—বিঃ এক প্রকার বাতব্যাধি, paralysis।
**পক্ষান্ত**—বিঃ এক পক্ষের শেষ অর্থাৎ পূর্ণিমা বা অমাবস্যা।
**পক্ষান্তর**—বিঃ অপর পক্ষ, অপর পার্শ্ব। [পক্ষ+অন্তর]। ক্রি-বিণঃ **পক্ষান্তরে**—পরন্তু; অন্যদিক দিয়া বিচার করিলে।
**পক্ষাপক্ষ**—বিঃ পক্ষ ও বিপক্ষ; শত্রু-মিত্র। [পক্ষ+অপক্ষ]।
**পক্ষী**—বিঃ যাহার পক্ষ বা পাখনা আছে; পাখি, বিহগ, বিহঙ্গম; বাণ। [পক্ষ+ইন্‌]। বিঃ (স্ত্রী): **পক্ষিণী**। বিঃ -রাজ—পক্ষীদের রাজা, গরুড়; রূপকথার কাল্পনিক ডানা-ওয়ালা ঘোড়া।
**পক্ষীয়**—বিণঃ পক্ষ-সম্বন্ধীয়-; দলভুক্ত। [পক্ষ+ঈয়]।
**পক্ষোদ্‌গম, পক্ষোদ্ভেদ**—বিঃ ডানা-গজানো; (ব্যঙ্গে) অতি বাড় বাড়া।
**পক্ষ্ম**—বিঃ নেত্রলোম; পাখির পাখা, পালক; পুষ্পকেশর; সুতার অগ্র-ভাগ। বিঃ -পক্ষ্ম—জুলফি।
**পগার, পগাড়**—বিঃ জল-নালী প্রভৃতির উঁচু পাড়; গর্ত, খাত, নালা, প্রাকার। ক্রিঃ **পগার পার হওয়া**—সীমার বা নাগালের বাহিরে পালানো।
**পঙ্ক১**—বিঃ পাঁক, কর্দম; চন্দনাদির প্রলেপ। [পন্‌চ্‌+অ]। বিঃ -গড়ক—পাঁকাল মাছ। -জ—(১) বিণঃ কর্দম-জাত। (২) বিঃ পদ্ম। বিণঃ (স্ত্রী): -জা। বিঃ (স্ত্রী): -জিনী—যেখানে পদ্ম জন্মায়; পদ্মের ঝাড়। বিঃ -রুহ—পদ্ম। বিঃ -শরণ—শালুক।
**পঙ্ক২**—বিঃ গৃহতলে বা দেওয়ালে চুনের প্রলেপদ্বারা কারুকার্য।
**পঙ্কিল**—বিণঃ আবিল, পাঁক-ভরা, কর্দমাক্ত। [পঙ্ক+ইল]। বিঃ -তা।
**পঙ্কোদ্ধার**—বিঃ পাঁক তুলিয়া জলাশয় পরিষ্কারকরণ। [পঙ্ক+উদ্ধার]।
**পঙ্‌ক্তি**—বিঃ শ্রেণী, সারি; পৃথিবী, কবিতার চরণ। বিণঃ বিঃ -দূষক—যাহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজনে বসিলে দোষ হয়। বিঃ -ভোজন—শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহুজনের একত্রে ভোজন।
**পঙ্খ**—পঙ্ক২-এর রূপভেদ।
**পঙ্খী**—(১) বিঃ পক্ষী। (২) বিণঃ পক্ষীর ন্যায় আকার সম্পন্ন।
**পঙ্গপাল**—বিঃ ফড়িঙ্‌ জাতীয় এক প্রকার পতঙ্গ। (পার্বত্য প্রদেশে জন্মিয়া এই পতঙ্গেরা একত্রে সম-ভূমিতে নামিয়া আসে। যে শস্যক্ষেত্রে পড়ে; তাহার শস্য নিঃশেষ করিয়া চলিয়া যায়)। এক উদ্দেশ্যে মিলিত বহু সংখ্যক মানুষকেও বলা হয় (ব্যঙ্গে)।
**পঙ্গু**—বিণঃ জঙ্ঘার বিকারে চলনে অক্ষম, খোঁড়া, বিকলপদ।
**পচ**—বিঃ পচন (-ধরা); বিকৃতি।
**পচন**—বিঃ রন্ধন; পরিপাক; বিকৃতি, পচিয়া যাওয়া। [পচ্‌+অন]। বিণঃ -শীল—যাহা সহজে পচে বা বর্তমানে পচিতেছে।
**পচ্‌পচ্‌, প্যাচ্‌প্যাচ্‌**—অব্যঃ কাদার উপর চলিবার শব্দ। বিণঃ **পচ্‌পচে, প্যাচ্‌প্যাচে**।

**পচা**—(১) ক্রিঃ বিকৃত হওয়া, খারাপ বা নষ্ট হওয়া, গলিয়া যাওয়া। (২) বিঃ পচন। (৩) বিণঃ বিকৃত; গুমট, ভাপসা (-গরম); দূষিত (-ঘা)। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ বিকৃত, নষ্ট, গলিত বা দূষিত করা। (২) বিঃ, বিণঃ ঐ অর্থে।

**পচাই**—বিঃ ভাত পচাইয়া প্রস্তুত মদ্য-বিশেষ।

**পচানি**—বিঃ পচা জিনিসের রস; পচন।

**পচ্য**—বিণঃ রাঁধিবার যোগ্য। [পচ্ +য]।

**পছন্দ**—(১) বিণঃ মনের মত; রুচি-সংগত; নির্বাচিত। (২) বিঃ নির্বাচন, মনোনয়ন (-করা); রুচি (-সই জিনিষ)। [ফা]। বিণঃ **-সই**—মনের মত, রুচিসম্মত।

**পজ্ঝটিকা**—বিঃ ছন্দোবিশেষ।

**পঞ্চ**—বিঃ, বিণঃ ৫ সংখ্যা বা সংখ্যক, পাঁচ। [পন্চ+অ]। বিঃ **-ক**—পাঁচের সমষ্টি। বিঃ **-কষায়**—জম্বু, শাল্মলি, বাট্যাল, বকুল, বদর—এই পঞ্চের সমাহার। বিঃ **-কোষ**—অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের সমাহার। বিণঃ **-ক্রোশী**—পাঁচ ক্রোশ বিস্তার যাহার। বিঃ **-গব্য**—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, গোমূত্রের সমাহার। বিঃ **-গুপ্ত**—কচ্ছপ। বিঃ **-গুণ**—রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দ—এই পাঁচ গুণের সমাহার। বিঃ **-চামর**—সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। বিঃ **-তত্ত্ব**—(তন্ত্রমতে) পঞ্চ মকার—মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুন, (সাংখ্যমতে ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম)। বিঃ **-তন্ত্র**—সংস্কৃত ভাষায় বিষ্ণুশর্মা-বিরচিত নীতি-মূলক আখ্যান-গ্রন্থ। বিঃ **-তপাঃ, -তপা**—চারিদিকে চারিটি অগ্নিকুণ্ড ও ঊর্ধ্বমুখে সূর্যের দিকে তাকাইয়া যিনি সূর্যের তপস্যা করেন, কঠিন তপস্যাকারী। বিঃ **-তিক্ত**—নিম গুলঞ্চ বাসক পলতা কণ্ট-কারী—এই পাঁচ প্রকার তিক্ত পদার্থ। বিঃ **-তীর্থ**—কাশীস্থ পাঁচটি প্রধান মন্দির। বিঃ **-ত্ব**—মৃত্যু; পাঁচের ভাব। বিণঃ **-ত্বপ্রাপ্ত**—মৃত। বিঃ **-ত্বপ্রাপ্তি**—মৃত্যু। বিণঃ **-ত্রিংশ**—৩৫ সংখ্যার পূরক। বিঃ বিণঃ **-ত্রিংশৎ**—৩৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ বিণঃ **-দশ**—১৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। **-দশী**—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পনের স্থানীয়; পনের বছর বয়স্কা। (২) বিঃ পূর্ণিমা বা অমাবস্যা; বেদান্ত গ্রন্থ-বিশেষ। বিঃ **-দেবতা**—আদিত্য গণেশ দেবী রুদ্র কেশব—এই পাঁচ দেবতা। **-নখ**—(১) বিণঃ পাঁচটি নখ আছে এরূপ (প্রাণী)। (২) বিঃ হস্তী; ব্যাঘ্র। বিঃ **-নদ**—শতদ্রু-বিপাশা-ইরাবতী-চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা বা পঞ্জাবপ্রদেশ: কিরণা-ধূতপাপা-সরস্বতী-যমুনা ও গঙ্গা—এই পাঁচ নদী; তীর্থবিশেষ। বিঃ বিণঃ **-নবতি**—৯৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ **-নিম্ব**—নিমগাছের শিকড়-ছাল-পাতা-ফুল ও ফল। বিঃ **-নী**—দাবা বা পাশা খেলিবার ছক্। বিঃ বিণঃ **-পঞ্চাশৎ**—৫৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ **-পল্লব**—আম্র অশ্বত্থ বট প্লক্ষ ও যজ্ঞডুমুর—এই পাঁচ পল্লব। বিঃ **-পাণ্ডব**—পাণ্ডবদের পঞ্চভ্রাতা—যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল সহদেব। বিঃ **-পাত্র**—পাঁচটি পাত্র; হিন্দুদের পূজায়

ব্যবহৃত এক প্রকার ধাতুনির্মিত পাত্র ; শ্রাদ্ধাদিতে অঞ্জলি প্রদানের পাঁচটি পাত্র ঃ দুই দেবপক্ষ এবং তিন পিতৃপক্ষ। বিঃ **-পিতা**—জন্মদাতা-শ্বশুর-জ্যেষ্ঠভ্রাতা-দীক্ষাদাতা ও অন্নদাতা—এই পাঁচ গুরুজন। বিঃ **-প্রদীপ**—আরতির জন্য পঞ্চমুখ প্রদীপ। বিঃ **-বটী**—অশ্বত্থ-বট-বিল্ব-আমলকী ও অশোক—এই পাঁচ প্রকার বৃক্ষের অরণ্য ; রামায়ণে কথিত দণ্ডকারণ্যস্থ অরণ্যবিশেষ ; তীর্থবিশেষ। বিঃ **-বর্গ**—বর্ণমালার ক, চ, ট, ত, প—এই পাঁচ বর্গ। বিঃ **-বাণ, -শর**—কন্দর্পের পাঁচ বাণ যথা সম্মোহন-উন্মাদন-শোষণ-তাপন-স্তম্ভন অথবা, পদ্ম-অশোক-আম্র-নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল—এই পাঁচটি বাণ বা শরের ব্যবহারকারী ; মদনদেব। বিঃ **-বায়ু, -প্রাণ**—প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যান—শরীরস্থ এই পঞ্চবায়ু। বিঃ **-ভুজ**—পাঁচটি সরলরেখা দ্বারা আবদ্ধ সমতল ক্ষেত্র। বিঃ **-ভূত**—ক্ষিতি অপ তেজঃ মরুৎ ব্যোম—এই পাঁচ মৌলিক পদার্থ। বিণঃ **-ভূতময়**—পঞ্চভূতাত্মক, আকাশাদি পঞ্চভূতদ্বারা গঠিত। **-ম**—(১) বিণঃ পাঁচের পূরক। (২) বিঃ সুরসপ্তকের পঞ্চম অর্থাৎ 'পা' ; কোকিলের ধ্বনি হইতে সৃষ্ট। বিঃ **-মস্বর, -মরাগ**—সুরসপ্তকের পঞ্চম স্বর ; কোকিলের ধ্বনি। বিঃ **-মকার**—তান্ত্রিক-সাধনার পঞ্চ অঙ্গ ঃ মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুন। বিঃ **-মহাপাতক**—ব্রহ্মহত্যা সুরাপান ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ গুরুপত্নীগমন ও এইসব পাপকর্মকারীদের সংসর্গ—এই পাঁচ প্রকার পাপ। বিঃ **-মহাযজ্ঞ**-গৃহস্থের পঞ্চ কর্তব্য—বেদাধ্যয়ন-অগ্নিহোত্র-পিতৃতর্পণ ভূতবলি ও অতিথিপূজা। **-মুখ**—(১) বিঃ পাঁচটি মুখ আছে যাহার ঃ শিব। (২) বিণঃ বাচাল, বহুভাষী। বিঃ **-মুদ্রা, -মুখী**—পাচন-বিশেষ। বিঃ **-রঙ্গ, -রং**—তাসখেলায় মাত করিবার চালবিশেষ। বিঃ **-রত্ন**—হীরক মুক্তা পদ্মরাগ স্বর্ণ বিদ্রুম। বিঃ **-লবণ**—কাচ সৈন্ধব সামুদ্র বিট সৌবর্চল—এই পাঁচ প্রকার লবণ। বিঃ **-শর**—**পঞ্চবাণ** দ্রষ্টব্য। বিঃ **-শস্য**—ধান, মুগ, মাষ, যব, তিল (বা শ্বেত সরিষা)। **-শাখ**—(১) বিণঃ পঞ্চশাখাযুক্ত। (২) বিঃ হস্ত। বিঃ বিণঃ **-ষষ্টি**—৬৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ বিণঃ **-সপ্ততি**—৭৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ **-হ্রদ**—তীর্থবিশেষ।

**পঞ্চাঙ্ক**—বিণঃ পাঁচ অঙ্কযুক্ত (নাটক)।

**পঞ্চাঙ্গুল**—বিঃ গাবভেরেণ্ডা গাছ। (২) বিণঃ পঞ্চাঙ্গুলিপরিমিত।

**পঞ্চানন**—(১) বিণঃ পঞ্চ আনন-বিশিষ্ট। (২) বিঃ শিব।

**পঞ্চান্ন**—বিঃ বিণঃ ৫৫ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**পঞ্চামৃত**—বিঃ দুগ্ধ দধি ঘৃত মধু ও চিনি ; গর্ভিণীর পঞ্চম মাসে উক্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণের সংস্কারবিশেষ।

**পঞ্চায়ত, পঞ্চায়েৎ, পঞ্চায়েত**—বিঃ গ্রামের পঞ্চ প্রধান লইয়া গঠিত বেসরকারী বিচার সভা বা উন্নয়নসাধক প্রতিনিধি সভা। বিঃ **পঞ্চায়তি**—পঞ্চায়েতের কার্য বা বিচার ; পঞ্চায়েতের বিচারকের বা প্রতিনিধির পদ বা কাজ। বিণঃ **পঞ্চায়তী**—পঞ্চায়েত-সম্বন্ধীয়।

**পঞ্চায়ুধ**—বিঃ পাঁচ প্রকার অস্ত্র—তরবারি শক্তি ধনু পরশু ও বর্ম।

**পঞ্চাশ**—বিঃ বিণঃ ৫০ সংখ্যা বা উহার পূরক। বিণঃ **পঞ্চাশত্তম**—পঞ্চাশ সংখ্যার পূরক।

**পঞ্চাশীতি**—বিঃ বিণঃ ৮৫ সংখ্যা বা উহার পূরক।

**পঞ্চেন্দ্রিয়**—বিঃ পাঁচটি ইন্দ্রিয়—(১) জ্ঞানেন্দ্রিয় ঃ চক্ষু কর্ণ জিহ্বা নাসিকা ত্বক্; (২) কর্মেন্দ্রিয় ঃ বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ।

**পঞ্জর**—বিঃ পাঁজর, বুকের কঙ্কাল; খাঁচা ('বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত। সুতীব্র স্বনন')। বিঃ **পঞ্জরাস্থি**—পাঁজরের হাড়, ribs।

**পঞ্জা**—বিঃ অঙ্গুলিসমেত করতল; পাঁচফোঁটা চিহ্নিত তাস; বাদশাহ্-এর করতলের ছাপযুক্ত ফরমান, হাতে হাতে লড়াই ('ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা')।

**পঞ্জাবী**—(১) বিঃ পঞ্জাবের অধিবাসী বা তাহাদের ব্যবহৃত ভাষা। (২) বিণঃ পঞ্জাবদেশ-সম্বন্ধীয় বা সেখানে জাত।

**পঞ্জি, পঞ্জী, পঞ্জিকা**—বিঃ তিথিনক্ষত্রাদিকাল জ্ঞাপক গ্রন্থ, পাঁজি; পাঁইজ; প্রস্তাবনা মীমাংসা ও ব্যাকরণর গ্রন্থাবলোম। বিঃ **-কার**—পঞ্জিকা তৈরী করেন যিনি; গণক।

**পট**[১]—(১) অব্যঃ হঠাৎ ('পট্ করে মধ্যে গেল')। (২) ক্রি-বিণঃ তাড়াতাড়ি সহসা।

**পট**[২]—বিঃ কাপড়; ছবি, চিত্রপট ('দেহ-পট সনে নট সকলই হারায়'—গিরিশ); দৃশ্যপট; সুন্দরবসন; পিয়াল বৃক্ষ। বিঃ **-বাস, -পট্টাবাস**—বস্ত্রগৃহ; তাঁবু। বিঃ **-ভূমি, -ভূমিকা**—পশ্চাদ্ভূমি; অভিনয়কালীন পিছনের অঙ্কিত পট। বিঃ **-মণ্ডপ**—কাপড় ইত্যাদির দ্বারা সজ্জিত সুন্দর মণ্ডপ; তাঁবু।

**পটকা**—(১) বিঃ ক্ষুদ্র আতসবাজী-বিশেষ (অগ্নি সংযোগ 'পট্' শব্দে ফাটে বলিয়া); মাছের পেটের বায়ু-পূর্ণ থলি। (২) বিণঃ অতি দুর্বল, জীর্ণ-শীর্ণ।

**পটকান, পটকানো**—(১) ক্রিঃ পাতিত করা, আছাড় মারা, ফেলাইয়া দেওয়া; দুর্বল হওয়া। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**পটপটি**—বিঃ শিশুদের খেলনাবিশেষ, ডুগডুগি; জলজ উদ্ভিদবিশেষ।

**পটল**[১]—বিঃ রাশি, সমূহ; ঘরের চাল, ছাদ; পরিচ্ছেদ; চক্ষুরোগবিশেষ।

**পটল**[২]—**পটোল**-এর চলিতরূপ। ক্রিঃ **-তোলা**—মারা যাওয়া। বিণঃ **-চেরা**—দ্বিখণ্ডিত পটোলের আকার, আয়ত (চক্ষু)।

**পটহ**—বিঃ জয়ঢাক; রণবাদ্যবিশেষ; ঝিল্লী, পরদা।

**পটা**—(১) ক্রিঃ মিল হওয়া, ঘনিষ্ঠ হওয়া; রাজী হওয়া; খাপ খাওয়া, বনিবনা হওয়া। (২) বিঃ ঐ সকল অর্থে। ক্রিঃ **-ন, -নো**—বানানো, খাপ খাওয়ানো, রাজী করা, ভুলাইয়া বশ করা।

**পটাশ**—বিঃ রসায়নিক পদার্থবিশেষ, potash।

**পটাস্**—অব্যঃ উচ্চ পট্ করিয়া শব্দ।

**পটি**[১]—বিঃ কাপড়ের ছোট খণ্ড; ক্ষতাদিতে জড়াইবার কাপড়ের সরু ফালি, bandage।

**পটি**^{২}, **পটী, পট্টি**—বিঃ পল্লী, পাড়া, সমব্যবসায়ী দোকান শ্রেণী ; থাক, সারি।

**পটিমা**—বিঃ পটুতা, নৈপুণ্য।

**পটীয়ান্**—বিণঃ অত্যন্ত পটু ; দুয়ের মধ্যে অধিকতর পটু। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **পটীয়সী** (অঘটন ঘটন পটিয়সী)।

**পটু**—বিণঃ দক্ষ, নিপুণ ; সমর্থ, সক্ষম, চতুর। বিঃ **-তা, -ত্ব**—নিপুণতা, দক্ষতা,

**পটুয়া, পটো**—বিঃ চিত্রকর, চিত্রকর জাতিবিশেষ।

**পটোল**—বিঃ সবজিবিশেষ। বিঃ **-পাতা**—পলতা।

**পট্ট**—বিঃ তক্তা, ফলক, পিঁড়ি, আসন, সিংহাসন ; রাজকীয় সনদ, পাট্টা ; পাট, রেশমাদি ; গ্রাম, নগর ; পাগড়ি ; উত্তরীয়। বিঃ **-নায়ক**—প্রধান নায়ক। বিঃ **-মহিষী, -দেবী**—পাটরাণী, সিংহাসনে বসিবার অধিকারিণী প্রধানা মহিষী।

**পট্টজ**—বিঃ পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড়।

**পট্টজাত**—বিণঃ রেশম বা পাট দ্বারা তৈয়ারি।

**পট্টন**—বিঃ নগর, পত্তন।

**পট্টনায়ক**—বিঃ প্রধান নেতা ; সাধারণ সৈন্য বা গ্রামের মোড়লের উপাধিবিশেষ।

**পট্টবস্ত্র**—বিঃ তসর ইত্যাদি শুদ্ধবস্ত্র।

**পট্টাবাস**—পট^{২} দ্রষ্টব্য।

**পট্টি**^{১}—বিঃ ধাপ্পা, ফাঁকি (গল্পপট্টি)।

**পট্টি**^{২}—বিঃ গোড়ালি হইতে হাঁটু পর্যন্ত পায়ে জড়াইবার মোটা কাপড়ের ফালি।

**পট্টিশ**—বিঃ প্রাচীনকালে ব্যবহৃত খড়্গবিশেষ।

**পট্টু**—বিঃ মোটা পশমের কাপড়বিশেষ।

**পট্‌পট্**—পটপট-এর বানানভেদ।

**পঠদ্দশা**—বিঃ ছাত্রজীবন।

**পঠন**—বিঃ পাঠ, পাঠকরণ, আবৃত্তি, অধ্যয়ন। বিণঃ **পঠনীয়—পাঠ্য,** পাঠযোগ্য, পাঠ করিতে হইবে এমন। বিণঃ **পঠিত**—অধীত, পাঠ করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **পঠিতব্য**—যাহা পড়িতে হইবে ; অধ্যেতব্য ; পঠনীয়। বিণঃ **পঠ্যমান**—যাহা পাঠ করা হইতেছে এমন।

**পড়তা**—বিঃ ভাগ্য, সুসময় (ব্যবসায় পড়তা ভালই যাচ্ছে) ; খরচা ; গড় হিসাবে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, খেলায় (লুডো, পাশা) যে দান পড়ে।

**পড়তি**—(১) বিঃ পতন, অবনতি ; দ্রব্যমূল্যের হ্রাস, মন্দা (পড়তি বাজার)। (২) বিণঃ পতনোন্মুখ, অবনতিপ্রাপ্ত, বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে এমন।

**পড়ন**^{১}—বিঃ পতন, পড়তা ; গড়খরচ।

**পড়ন**^{২}—বিঃ পাঠ, অধ্যয়ন।

**পড়ন্ত**—বিণঃ পতনোন্মুখ, শেষ হইয়া আসিতেছে এমন।

**পড়পড়**^{১}—অব্যঃ কাপড় জাতীয় কিছু ছিঁড়িবার শব্দ।

**পড়পড়**^{২}—বিণঃ পতনোন্মুখ।

**পড়শী, পড়সী**—বিঃ প্রতিবেশী, প্রতিবাসী।

**পড়া**^{১}—(১) ক্রিঃ পতিত হওয়া (খাট হইতে পড়িলেন) ; চলা (গায়ে পড়া স্বভাব) ; মন্দ অবস্থা হওয়া (কষ্টে পড়া, অন্তরে পড়া) ; অঙ্গের বিশেষ ভঙ্গি করা (শুইয়া বা বসিয়া পড়া) ; অনাবাদী থাকা (জমি পড়িয়া থাকা) ; শূন্য থাকা (বাড়িটা

পড়িয়া আছে); অনাদায় থাকা (টাকা পড়িয়া আছে); আক্রমণ করা (পঙ্গপাল পড়া, ডাকাত পড়া); আক্রান্ত হওয়া (রোগে পড়া); ধৃত হওয়া (জালে পড়িয়াছে); জমা হওয়া (মরিচা পড়া); স্মরণ হওয়া (মনে পড়া); ব্যয় হওয়া (ছয় টাকা পড়িয়াছে); ঝরা (রক্ত পড়া); সৃষ্টি হওয়া (টাক পড়া); অবসান প্রাপ্ত হওয়া (বেলা পড়া); প্রবৃত্ত হওয়া (হাত পড়া); শান্ত হওয়া (রাগ পড়া); কমিয়া যাওয়া (তেজ পড়া, ধার পড়া); আকৃষ্ট হওয়া (চোখে পড়া); অভ্যন্তরে যাওয়া (পেটে পড়া); বিবাহিত হওয়া (বড় ঘরে পড়িয়াছে)। (২) বিঃ ঐ সকল অর্থে; পতন। (৩) বিণঃ পতিত, পরিত্যক্ত; পড়ো। -ন, -নো —(১) ক্রিঃ পাতিত করা; লাগানো, ধরানো, উৎপন্ন করা; তৈয়ারি করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। পড়িয়া পড়িয়া কিল (মার) খাওয়া —নীরবে অত্যাচার সহ্য করা।

পড়া২—(১) ক্রিঃ পাঠ করা, অধ্যয়ন করা; আবৃত্তি করা। (২) বিঃ পঠন, অধ্যয়ন; অধ্যয়নের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়। (৩) বিণঃ পঠিত। ক্রিঃ পড়া করা—নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয় অভ্যাস করা। ক্রিঃ পড়া ধরা, পড়া লওয়া—পাঠ্য বিষয় অভ্যস্ত হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করা। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ পাঠ করানো, অধ্যয়ন করানো, আবৃত্তি করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ -শুনা, -শোনা—পাঠাভ্যাস, অধ্যয়ন, বিদ্যা।

পড়ুয়া, পড়ো২—বিঃ পড়ে যে, ছাত্র, অধ্যয়নকারী।

পড়েন১—বিঃ তাঁতে মাকু দ্বারা প্রস্থে যে সূতা বয়ন করা হয় (টানা-পড়েন)।

পড়েন২—বিঃ ওজন করিবার বাটখারা।

পড়ো১—বিণঃ পতিত, অনাবাদী; অব্যবহৃত; বাসিন্দাশূন্য।

পড়ো২—পড়ুয়া দ্রষ্টব্য।

পণ—বিঃ প্রতিজ্ঞা; বাজি, হারজিতের মূল সর্ত; বিবাহে বরপক্ষকে বা কন্যাপক্ষকে দেয় অর্থ; ক্রেয় বা বিক্রেয় বস্তু; বেতন; কুড়ি গণ্ডা। বিঃ -ক্রিয়া—পণ-সম্বন্ধীয় গণনা। বিঃ -ন—বিক্রয়। বিঃ -প্রথা—বিবাহাদিতে একপক্ষকে অন্য পক্ষের বাধ্যতামূলক অর্থ দিবার রীতি। বিণঃ -বদ্ধ—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিঃ কন্যা-পণ—পাত্রপক্ষের নিকট হইতে পাত্রী-পক্ষের প্রাপ্য অর্থ। ধনুকভাঙ্গা বা ধনুর্ভঙ্গ পণ—অতি কঠিন প্রতিজ্ঞা।

পণফর—বিঃ রাশিচক্রে লগ্ন হইতে দ্বিতীয় পঞ্চম অষ্টম ও একাদশ স্থান।

পণব—বিঃ ঢোল জাতীয় প্রাচীন বাদ্য-বিশেষ।

পণ্ড—বিণঃ ব্যর্থ, নিষ্ফল; নষ্ট। বিঃ -শ্রম—বৃথা পরিশ্রম।

পণ্ডিত—(১) বিণঃ জ্ঞানী; বিদ্বান্; অভিজ্ঞ, নিপুণ। (২) বিঃ সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পণ্ডিতা। বিণঃ -মূর্খ—যে ব্যক্তি বিদ্বান্ হইয়াও ব্যবহারিক জ্ঞান-শূন্য। বিণঃ -মানী, -মন্য, পণ্ডিতাভিমানী—নিজেকে পণ্ডিত ভাবিয়া গর্বিত এমন। বিঃ পণ্ডিতি

—পণ্ডিতের বৃত্তি বা পদ; পাণ্ডিত্য। বিণঃ **পণ্ডিতী**—পণ্ডিতের তুল্য (পণ্ডিতী চাল বা ভাষা)।

**পণ্য**—(১) বিণঃ বিক্রেয় (পণ্য দ্রব্য)। (২) বিঃ বিক্রেয় বস্তু; বেসাত, দাম, মাসুল, ভাড়া। [পণ্+য]। বিণঃ **-জীবী**—বণিক। বিঃ **-বীথি, -বীথী, -বীথিকা**—দোকানের সারি; হাট, বাজার। বিঃ **-শালা**—দোকান, বাজার, হাট, গঞ্জ, পণ্যোৎপাদনের স্থান। বিঃ (স্ত্রী): **পণ্যস্ত্রী, পণ্যাঙ্গনা**—বেশ্যা।

**পতগ**—বিঃ পক্ষী। [পত+গম্+অ]।

**পতঙ্গ, পতঙ্গম**—বিঃ পত বা পক্ষ দ্বারা যায় যে, কীট বা পোকা, পক্ষী; বাণ, শর; সূর্য। বিণঃ **-বৃত্ত**—পতঙ্গবৎ অন্ধভাবে আগুন অর্থাৎ সুন্দর বস্তু-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আত্মনাশকারী। বিঃ **-বৃত্তি**।

**পতঞ্জলি**—বিঃ যোগশাস্ত্রপ্রযোক্তা মুনি; পাণিনিভাষ্যকর্তা, দর্শনশাস্ত্র প্রণেতা মুনিবিশেষ।

**পতৎ**—বিণঃ পতনশীল।

**পতত্র**—বিঃ পাখির ডানা। বিঃ **পতত্রী**—পক্ষী।

**পতন**—বিঃ পড়িয়া যাওন; বর্ষণ; স্খলন; অবনতি; নাশ। **পতনীয়**—(১) বিণঃ পড়িবার মত, পতনযোগ্য। (২) বিঃ পাপ, পাতক। বিণঃ **পতনোন্মুখ**—পতনোদ্যত, পতনের উপক্রম হইয়াছে এমন।

**পতপত**—অব্যঃ পতাকাদি বাতাসে আন্দোলিত হইবার শব্দ; উড়ন্ত পাখির ডানার শব্দ।

**পতর**—বিঃ লোহা অথবা ধাতুর পাতলা সরু পাত। বিঃ **-দণ্ড**—যাহার সাহায্যে পতাকা উড়ানো যায়।

**পতাকা**—বিঃ ঝাণ্ডা, নিশান, কেতন, ধ্বজা।

**পতাকিনী**—(১) বিঃ সেনা। (২) বিণঃ নিশানধারিণী।

**পতাকী**—(১) বিণঃ নিশানধারী। (২) বিঃ জ্যোতিষশাস্ত্রে শুভাশুভ-বোধক চক্রবিশেষ।

**পতি**—বিঃ স্বামী, কর্তা, প্রভু; রাজা, অধীশ্বর; নেতা, পরিচালক, প্রধান ব্যক্তি (দলপতি); পালক, রক্ষক। বিণঃ বিঃ **পতিংবরা**—স্বয়ংবরা, নিজেই নিজের পতি নির্বাচনকারিণী। বিণঃ (স্ত্রী): **-ঘাতিনী**—স্বামিহন্ত্রী। বিঃ **-ত্ব**—পতির পদ বা কাজ। **-দেবতা**—(১) বিণঃ পতিই যাহার দেবতা-স্বরূপ। (২) বিঃ পতি-রূপ-দেবতা। বিণঃ (স্ত্রী): **-পরায়ণা**—পতির প্রতি একান্ত অনুরক্তা। বিণঃ (স্ত্রী): **-প্রাণা**—পতিব্রতা। বিণঃ (স্ত্রী): **-বত্নী**—সভর্তৃকা, সধবা। বিণঃ (স্ত্রী): **-ব্রতা**—পতিসেবাকে পুণ্যব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছে এমন, পতিপরায়ণা, সাধ্বী। বিণঃ (স্ত্রী): **-ভক্তী**—প্রভুভক্তা। বিঃ **-সেবা**—স্ত্রী কর্তৃক পতির পরিচর্যা। বিণঃ (স্ত্রী): **-রতা**—স্বামিতে অনুরক্তা।

**পতিত**—বিঃ যাহা পড়িয়া গিয়াছে এমন; স্খলিত; বর্জিত, দুর্দশা-প্রাপ্ত ('নেমেছে ধূলার তলে হীন-পতিতের ভগবান'—রবীন্দ্র); পাপী; অনাবাদী; উপস্থিত (দৃষ্টি পথে পতিত)। **পতিতা**—(১) বিণঃ (স্ত্রী): ভ্রষ্টা, কুলটা, কুচরিত্রা। (২) বিঃ (স্ত্রী): বেশ্যা। বিণঃ **-পাবন**—পাপীদের ত্রাণকর্তা। বিণঃ (স্ত্রী): **-পাবনী**।

**পত্তন**—বিঃ নগর ; ভিত্তি ; নির্মাণ ; প্রতিষ্ঠা ; আরম্ভ ; দৈর্ঘ্য ; জমিদারের নিকট হইতে নির্দিষ্ট মেয়াদ ও খাজনাদির সর্তে গৃহীত ভূমি-স্বত্ব। বিঃ -পাল, **পত্তনাধ্যক্ষ**—বন্দরে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, port commissioner।

**পত্তনি**—বিঃ যে ভূসম্পত্তির পত্তন লওয়া হইয়াছে। বিঃ -দার—যে ব্যক্তি পত্তন লইয়াছে। বিণঃ **পত্তনী**—নির্দিষ্ট খাজনার সর্তে কিছু কালের জন্য গৃহীত।

**পত্তর**—পত্র-র অর্ধতৎসম রূপ (চিঠি-পত্তর)।

**পত্তি**[১]—বিঃ পদাতিক সৈন্য।

**পত্তি**[২]—বিঃ রোগীর পথ্য।

**পত্নী**—বিঃ স্ত্রী, ভার্যা। বিণঃ -প্রিয়—স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ; স্ত্রীর ভালবাসার পাত্র। বিঃ -প্রেম—স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা। বিণঃ -বৎসল—স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত।

**পত্র**—বিঃ পাতা (বৃক্ষের বা গ্রন্থের) ; ফলক (তাম্র) ; চিঠি ; লিখিত কাগজ ; পাখির ডানা। ক্রিঃ পত্র করা—বিবাহের সম্বন্ধ লিখিতভাবে পাকাপাকি স্থির করা। -পাঠ—(১) বিঃ চিঠি পড়ন। (২) ক্রি-বিণঃ পত্র পড়িবামাত্র ; তৎক্ষণাৎ। বিঃ -পুট—বৃক্ষ-পত্রাদিদ্বারা নির্মিত ঠোঙ্গা। বিঃ বিণঃ -বাহ, -বাহক—ডাক-হরকরা, পত্রলেখকের নিকট হইতে যে ব্যক্তি পত্রটি প্রাপকের নিকট লইয়া যায়। বিঃ -বিনিময়, -ব্যবহার—চিঠির আদান-প্রদান। বিঃ -ভঙ্গ, -রেখা, -লেখা—তিলক ; যুবতী নারীর বুকে চন্দন দ্বারা অঙ্কিত কারুকাজ ('আমারি আঁকা পত্রলেখা আমারি মালা বুকে'—রবীন্দ্র)।

**পত্রাখ্য**—বিঃ তেজপাতা ; তালীশপত্র।

**পত্রাঙ্ক**—বিঃ পুস্তকাদির পৃষ্ঠার ক্রমিক সংখ্যা।

**পত্রাবলী, পত্রাবলি, পত্রালি, পত্রালী**—বিঃ পত্রসমূহ, পত্রলেখা। বিঃ **পত্রালিকা**—ক্ষুদ্র পত্র ; পাতা ('কুঞ্জ দ্বারে বনমল্লিকা সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা'—রবীন্দ্র)।

**পত্রিকা**—বিঃ ক্ষুদ্রপত্র, খবরের কাগজ (দৈনিক পত্রিকা, মাসিক পত্রিকা)।

**পত্রী**[১]—বিঃ পত্রিকা, চিঠি, পদবী বা উপাধিবিশেষ।

**পত্রী**[২]—(১) বিণঃ পত্রময়, পাতা-বিশিষ্ট। (২) বিঃ পাখী, গাছ, বাণ।

**পথ**—বিঃ রাস্তা, সরণি ; ছিদ্র, দ্বার (পলায়ন-পথ) ; পন্থা, কৌশল, উপায় (মোক্ষপথ) ; দিক্‌, অভিমুখ (মরণের পথ) ; গমনের পথ (পথ দেখানো) ; গোচর, গ্রাহ্য (শ্রবণ-পথ)। ক্রিঃ পথ করা—উপায় করিয়া দেওয়া। বিঃ -কর—পথ চলাচল বা তৈরীর জন্য প্রজার দেয় কর। ক্রিঃ পথ পাওয়া—উপায় খুঁজিয়া পাওয়া। বিঃ -প্রান্ত—পথের ধার, পার্শ্ব বা কিনারা। বিঃ -খরচ, -খরচা—রাহা-খরচ, পাথেয়, যাতায়াতের প্রয়োজনীয় ব্যয়। বিঃ -কার—পথ প্রস্তুতকারী, pioneer। বিঃ -সাথী—সহগামী চলার পথে সঙ্গী। বিণঃ পথ-চলতি—পথ-চলাকালীন। বিণঃ -গামী—পথ দিয়া যাতায়াতকারী। ক্রিঃ পথ চাওয়া—উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করা

('এত দিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কালগুণে'—রবীন্দ্র)। বিঃ বিণঃ **-চারী**—পদব্রজে ভ্রমণকারী, পথিক। ক্রিঃ **পথ জোড়া**—গতিরোধ করা, পথ আটকানো। ক্রিঃ **পথ দেওয়া**—যাইতে দেওয়া, বাধা না-দেওয়া। ক্রিঃ **পথ ছাড়া**—গতিরোধ না-করা। ক্রিঃ **পথ দেখা**—প্রকৃত রাস্তা বা উপায় বাহির করা, (ব্যঙ্গে) সরিয়া বা কাটিয়া পড়া। ক্রিঃ **পথ দেখানো**—সঠিক পথ বা বিহিত করিয়া দেওয়া, (ব্যঙ্গে) তাড়ানো। বিণঃ বিঃ **-প্রদর্শক**—সঠিক পথে পরিচালনা করে এমন, পথিকৃৎ; পথ-নির্দেশক, দিশারী, guide। বিণঃ **-ভ্রষ্ট, -ভ্রান্ত, -ভোলা, -হারা**—দিশাহারা, প্রকৃত পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে এমন। ক্রিঃ **পথ মাড়ানো**—পথ দিয়া হাঁটা; সংস্পর্শে আসা বা যাওয়া। বিণঃ **-শ্রান্ত**—হাঁটাহাঁটির ফলে ক্লান্ত। ক্রিঃ **পথে আসা**—অনুবর্তী হওয়া। ক্রিঃ **পথে বসা**—সর্বস্বান্ত হওয়া। ক্রিঃ **পথে বসানো**—সর্বস্বান্ত করা। ক্রিঃ **পথে কাঁটা দেওয়া**—পথ বা গতি আটকানো। **পথের কাঁটা**—পা-বেড়ি, প্রতিবন্ধক, বাধা। **পথের কুকুর**—শৃংখলাবিহীন ঘৃণিত ব্যক্তি। **পথের পথিক**—সমানুবর্তী বা সহানুবর্তী।

**পথিক**—বিণঃ বিঃ পথ দিয়া বিচরণকারী, পর্যটক, পান্থ, মুসাফির।

**পথিকালয়**—বিঃ পান্থগৃহ, সরাই।

**পথিকৃৎ**—বিণঃ পথ প্রস্তুতকারী, পথকার, প্রথম পথপ্রদর্শক, pioneer।

**পথিমধ্যে**—ক্রি-বিণঃ রাস্তার মাঝখানে।

**পথেঘাটে**—বিণঃ যত্র-তত্র, এখানে-ওখানে, সর্বত্র।

**পথ্য**—(১) বিণঃ উপকারক, হিতকারক। (২) বিঃ ঔষধের সংগে সেব্য উপকরণ (ঔষধ-পথ্য), রোগীর যথাযোগ্য খাদ্য, রোগমুক্তির পর প্রথম গ্রহণীয় খাদ্য (পথ্য পাওয়া)। বিঃ **পথ্যাপথ্য**—বিধি ও নিষেধের পর্যায়ভুক্ত খাদ্য।

**পদ**—বিঃ চরণ, পা, পদক্ষেপ (পদে পদে); কদম, পায়ের চিহ্ন, পদাঙ্ক (পদানুসরণ), কবিতার পঙ্‌ক্তি (দ্বিপদী, ত্রিপদী), পদ্য, শ্লোক, ছন্দোবন্ধ বাক্য (পদকার); বৈষ্ণব গীতিকবিতা (পদাবলী), আধিপত্য, অবস্থা (রাজপদ), কর্মভার, চাকুরী (মন্ত্রীর পদ, পদত্যাগ), উপাধি ('গুরুপদ', 'কালীপদ'); পূজনীয় ব্যক্তির অনুগ্রহ বা শরণ (পদে রাখা), বাসস্থান (জনপদ); (ব্যাক) বিভক্তিযুক্ত শব্দ, চতুর্থাংশ; বিভিন্ন প্রকার ব্যঞ্জন (আজ ক'পদ রান্না করলে না?)। বিণঃ **-কর্তা**—বৈষ্ণব গীতিকবিতা রচয়িতা। (স্ত্রী): **-কর্ত্রী**। বিণঃ **-কার**—পদ্য বা শ্লোক রচয়িতা। বিঃ **-ক্ষেপ**—পদচারণা, পা ফেলার কাজ। বিঃ **-গৌরব**—উচ্চপদের আভিজাত্যগরিমা। বিঃ **-চারণ, -চালনা**—পায়চারি। বিঃ **-চিহ্ন, -ছাপ**—পায়ের দাগ বা রেখা। বিণঃ **-চ্যুত**—কর্মাধিকার-ভ্রষ্ট, বরখাস্ত। বিঃ **-চ্যুতি**—বরখাস্তকরণ। বিঃ **-ছায়া, -ছায়া**—অনুগ্রহ, শরণ। বিঃ **-ত্যাগ**—অধিকার বর্জন, resignation। বিণঃ **-দলিত**—পদদলিত, পায়ের তলায় মাড়ানো হইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী): **-দলিতা**। বিঃ **-ধুলি, -রজ,**

-ধূলি—পায়ের ধূলো। বিঃ -ধ্বনি, -শব্দ—চলার সময় পায়ের আওয়াজ, জোরে পা ফেলার শব্দ। বিঃ -পঙ্কজ—চরণ-কমল, পাদপদ্ম। বিঃ -পল্লব—পাতার মত কোমল চরণ। বিঃ -প্রান্ত—পায়ের কিনারা বা নিকটবর্তী জায়গা। বিণঃ -প্রার্থী—বিশেষ কোন কর্মলাভে আবেদনকারী, চরণাশ্রয়-প্রার্থী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -প্রার্থিনী। বিঃ -বিক্ষেপ, -বিন্যাস—পদক্ষেপ-এর অনুরূপ। বিঃ -ব্রজ—পদযোগে গমন। বিঃ -মর্যাদা—পদগৌরব-এর অনুরূপ। বিঃ -যুগল—চরণদ্বয়। বিঃ -লেহন—(হীনার্থে) পা চাটন বা জিহ্বা দিয়া আস্বাদন, খোশামুদি। বিঃ -সেবা—পা টেপন। বিঃ -স্খলন—পা পিছলাইয়া পড়ন, নৈতিক অধঃপতন। বিণঃ -স্খলিত—পা পিছলাইয়া পড়িয়াছে এমন, নৈতিক পতন ঘটিয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -স্খলিতা। বিণঃ -স্থ—পদে অধিষ্ঠিত, উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত। বিঃ পদাঘাত—লাথি। বিঃ পদে থাকা—পদাধিকারে বহাল থাকা, চলনসই থাকা। ক্রি-বিণঃ পদে পদে, প্রতি-পদে—প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে। বিঃ -বিন্যাস—রচনায় যথার্থ বাক্য সংযোজন। বিঃ পদোন্নতি—উচ্চ আসনে উন্নয়ন, মর্যাদাবৃদ্ধি, promotion। বিণঃ -লাঞ্ছিত—পদচিহ্নিত (ভৃগু-পদলাঞ্ছিত)।

**পদক**—বিঃ পদমর্যাদার পুরস্কার-স্বরূপ কোন ধাতু-নির্মিত তক্তি-বিশেষ, লকেট, চাকতি, medal।

**পদবি, পদবী**—বিঃ বংশ-গত উপনাম, উপাধি, surname।

**পদাংশ**—বিঃ বিভক্তি-চিহ্নিত শব্দের অংশ, ধ্বনি-বিশেষ, syllable।

**পদাঙ্ক**—বিঃ পায়ের চিহ্ন, পথিকৃৎকে লক্ষ্য করিয়া চলন।

**পদাতি, পদাতিক**—বিঃ পায়ে হাঁটিয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সৈন্য, পাইক।

**পদানত, পদাবনত**—বিণঃ দমিত, চরণে পতিত, বশীভূত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পদানতা, পদাবনতা।

**পদানুগমন**—বিঃ পায়ের চিহ্ন ধরিয়া গমন, পদানুসরণ।

**পদানুবর্তী**—বিণঃ অনুসরণকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পদানুবর্তিনী। বিঃ পদানুবর্তন—পদানুসরণ।

**পদান্বয়**—বিঃ (ব্যাক) পদাদির মিলন, পদ-প্রকরণ। বিণঃ পদান্বয়ী—বিভিন্ন পদের মিলন-সংঘটক (অব্যয়-বিশেষ)।

**পদাবলী**—বিঃ গীতিকবিতা (বৈষ্ণব ও শাক্ত)।

**পদাম্বুজ, পদারবিন্দ**—বিঃ পাদপদ্ম, চরণপদ্ম ('নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে'—মধু)।

**পদার্থ**—বিঃ দ্রব্য, বস্তু, matter (ঘন-পদার্থ, তরল-পদার্থ); মাল-মসলা, সার (শরীরে কোন পদার্থ নেই); পদ বা শব্দের অর্থ; (দর্শনে) দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য বা শ্রেণী বা সমবায়, class; গুণ ও ক্রিয়ার যোগাভাব। বিঃ -দর্শন, -বিদ্যা, -বিজ্ঞান—জড়পদার্থের বিভিন্ন চরিত্র ও গুণ-ধর্ম-বিষয়ক শাস্ত্র বা বিজ্ঞান, physics। বিণঃ -বিৎ—পদার্থবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ।

**পদার্পণ**—বিঃ পা ফেলা বা দেওয়া, চরণস্থাপন, প্রবেশ, উপস্থিত হওন।

পদাশ্রয়—বিঃ চরণে আশ্রয়, অনুগ্রহ, পদ-ছায়া। বিণঃ পদাশ্রয়ী—চরণে শরণ লইয়াছে এমন। বিণঃ পদাশ্রিত—শরণাগত, অনুগৃহীত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পদাশ্রিতা।

পদাসন—বিঃ পা রাখিবার পিঁড়ি, পাদপীঠ ; টুল।

পদাহত—বিণঃ পদ দ্বারা আহত হইয়াছে এমন, লাথি খাইয়াছে এমন।

পদিক—বিঃ পদাতিক সৈন্য।

পদ্মিনী—বিণঃ পদ্মিনী।

পদোদক, পাদোদক—বিঃ পা ধোওয়া জল, চরণামৃত।

পদোন্নতি—বিঃ পদের উন্নতি, চাকুরিতে উন্নতি, মর্যাদার বৃদ্ধি।

পদ্ধতি—বিঃ কলাকৌশল, পন্থা, কায়দা, রীতি, নিয়ম। [পদ্+হন্+তি]।

পদ্ম—(১) বিঃ পুষ্পবিশেষ, ইন্দীবর, কুবলয়, পুণ্ডরীক, অব্জ, অরবিন্দ, নলিন, পুষ্কর, কোকনদ, তামরস, রাজীব, উৎপল, শতদল, পঙ্কজ, কমল ; তান্ত্রিক দেহ-চক্র (পদ্মচক্র) ; সাপবিশেষ (-গোক্ষুরা) ; রতিবন্ধ বা রতিক্রিয়ার প্রকারবিশেষ। (২) বিণঃ বিঃ দশ কোটি সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ -নাভ—বিষ্ণু। বিঃ -নাল—মৃণাল। বিঃ -পলাশ—পদ্মপাতা, পদ্মপাপড়ি। -পলাশলোচন—(১) বিণঃ পদ্মের পাপড়ির মত সুন্দর ও ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট। (২) বিঃ (উক্ত অর্থে) বিষ্ণু। -পাণি—(১) বিণঃ হাতে পদ্ম আছে বা হাত পদ্মের মত যাহার। (২) বিঃ ব্রহ্মা, সূর্য, বুদ্ধ। বিণঃ -মুখ—পদ্মের মত কমনীয় ও রমণীয় মুখবিশিষ্ট। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -মুখী। -যোনি, -ভূ, -সম্ভব—(১) বিণঃ পদ্ম যাহার যোনি বা উৎপাদনকেন্দ্র (বিষ্ণুর নাভি-পদ্ম)। (২) বিঃ ব্রহ্মা। বিঃ -রাগ—মণি-বিশেষ, চুণি, ruby। বিণঃ -লোচন—পদ্মের ন্যায় চক্ষু যাহার, পদ্মনেত্র, রাজীবলোচন। বিঃ বিণঃ -শ্রী—বোধিসত্ত্ব, পদ্মের মত সুন্দর, প্রজাতন্ত্রী ভারত-সরকার প্রবর্তিত সম্মানের প্রতীকবিশেষ। বিণঃ -ভূষণ—পদ্মশ্রী অপেক্ষা উচ্চতর রাষ্ট্রীয় সম্মানের প্রতীক। বিণঃ -বিভূষণ—পদ্মভূষণ অপেক্ষাও উচ্চতর রাষ্ট্রীয় সম্মানের প্রতীক।

পদ্মা—বিঃ কমলা, মনসা, লক্ষ্মী, পদ্মা-নদী।

পদ্মাকর—বিঃ পদ্মের আকর, বহু পদ্ম জন্মে যে জলাশয়ে।

পদ্মাক্ষ—বিণঃ পদ্মের মত চক্ষুবিশিষ্ট, পদ্মলোচন।

পদ্মাবতী—বিঃ মনসা, কর্ণ-পত্নী, পদ্মা-নদী।

পদ্মালয়া—বিঃ লক্ষ্মী।

পদ্মাসন—বিঃ এক প্রকার যোগাসন। বিঃ (স্ত্রী)ঃ পদ্মাসনা—লক্ষ্মী।

পদ্মিনী—(১) বিণঃ পদ্মবিশিষ্টা। (২) বিঃ পদ্মের ঝাড়, পদ্মময় সরোবর, শ্রেষ্ঠ নারী (গুণে ও সৌন্দর্যে)। বিঃ -কান্ত, -বল্লভ—সূর্য (কিরণ-প্রভাবে পদ্ম ফোটে বলিয়া)।

পদ্মেশয়—বিঃ বিষ্ণু।

পদ্য—বিঃ ছন্দোবদ্ধ রচনা।

পনর—পনের-এর রূপভেদ।

পনস—বিঃ কাঁটাল, কাঁটালগাছ।

-পনা—ভাববাচক বিশিষ্টতাবাচক প্রত্যয় (ন্যাকাপনা, গৃহিণীপনা, গিন্নীপনা)।

**পনি**—বিঃ ছোট ঘোড়া, টাট্টু ঘোড়া, pony।

**পনির, পনীর**—বিঃ লবণ-যোগে সংরক্ষিত ছানা, cheese। [ফা]।

**পনের**—বিঃ বিণঃ ১৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ বিণঃ **-ই**—মাসের ১৫ তারিখ বা তারিখের।

**পন্থ**—বিঃ (ব্রজ ও প্রাচীন) পথ, ধর্ম-সম্প্রদায়, ধর্মমত।

**পন্থা**—বিঃ কায়দা, কৌশল, উপায় (কোনো পন্থাই খুঁজে পাচ্ছি না), পথ, সাধনমার্গ, ধারা বা রীতি।

**-পন্থী**—বিণঃ প্রত্যয়-বিশেষ, সম্প্রদায়-ভুক্ত (বৈষ্ণবপন্থী), মতাবলম্বী (আধুনিক পন্থী), ধারা বা রীতি অনুসারী (ক্লাসিক পন্থী রচনা)।

**পন্নগ**—বিঃ সাপ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ পন্নগী। বিঃ **-কেশর**—নাগকেশর পুষ্প। বিঃ **পন্নগারি, পন্নগাশন**—গরুড়।

**পপিতা**—বিঃ পেঁপে। [হি]।

**পপিহা**—বিঃ (ব্রজ) পাপিয়া।

**পবন**—বিঃ বাতাস, বায়ুদেবতা। বিঃ **-নন্দন**—ভীম, হনুমান্। বিঃ **পবমান**—বায়ু, গার্হপত্য অগ্নি।

**পবিত্র**—বিণঃ নির্মল, পরিশুদ্ধ ('সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে'—রবীন্দ্র); নিষ্পাপ, বিশুদ্ধ (পবিত্র চরিত্র, পবিত্র ঘৃত), পূত, পুণ্যময় (পবিত্র তীর্থ)। বিঃ **-তা**। বিণঃ **পবিত্রিত**—পবিত্র হইয়াছে এমন। বিঃ **পবিত্রীকরণ**। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **পবিত্রা**। বিণঃ **পবিত্রীকৃত**—পবিত্র করা হইয়াছে এমন। বিঃ **-ক**—উপনয়ন, পইতা। বিঃ **পবিত্রা**—উপবীত, পৈতা। ক্রিঃ **পবিত্রিল, পবিত্রিলা** ('পবিত্রিলা আনি মায়ে এ ত্রিভুবন'—মধুঃ)।

**পমেটম**—বিঃ কেশ-শৃঙ্গারকারী দ্রব্য, pomatum।

**পয়**[১]—বিঃ শুভময়তা, সৌভাগ্য। বিণঃ **-মন্ত, পয়া**—সুলক্ষণবিশিষ্ট, সৌভাগ্যবান্। বিঃ **-কারী**—ভাগ-চাষী।

**পয়**[২]—বিঃ জল। বিঃ **-প্রণালী, -নালা, -নালী**—নর্দমা, drain।

**পয়ঃ**—বিঃ দুধ, জল। [পা+অস্]। **-প্রণালী, পয়োনালী**—**পয়**[২] দ্রষ্টব্য।

**পয়গম্বর, পয়গাম্বর**—বিঃ (বিশেষতঃ মহম্মদ সম্পর্কে) ভগবানের প্রেরিত পুরুষ, prophet। [ফা]।

**পয়জার**—বিঃ চটিজুতা। [ফা]।

**পয়দল, পয়দাল**—বিঃ পদাতিক সৈন্য, (প্রচলিত) পায়ে হাঁটিয়া গমন।

**পয়দা**—বিঃ জন্ম, উৎপত্তি। [ফা]।

**পয়মন্ত**—**পয়**[১] দ্রষ্টব্য।

**পয়মাল**—বিণঃ নাশ, নষ্ট, ধ্বংস।

**পয়রা**—বিণঃ পাতলা, ঝোলা (পয়রা গুড়)।

**পয়লা**—পহেলা-র চলিতরূপ।

**পয়সা**—বিঃ টাকার ধাতুনির্মিত ভগ্নাংশ, মূলধন, টাকাকড়ি (সে ব্যবসা করে পয়সা করেছে বেশ)। বিঃ **-কড়ি**—নগদ টাকা পয়সা। বিণঃ **-ওয়ালা**—ধনী, ধনবান্।

**পয়স্য**—বিণঃ দুগ্ধজাত। [পয়স্+য]।

**পয়স্বিনী**—(১) বিণঃ দুগ্ধবতী, জলপূর্ণা। (২) বিঃ দুগ্ধবতী গাভী, নদী।

**পয়া**—**পয়**[১] দ্রষ্টব্য।

**পয়ান**—বিঃ কুমারের চুলি।

**পয়ার**—বিঃ চৌদ্দ অক্ষর-বিশিষ্ট দুই চরণে বিভক্ত বাংলা ছন্দ (কৃত্তিবাসী রামায়ণের ছন্দ)।

**পয়োদ**—বিঃ মেঘ, জলধর।
**পয়োধর**—বিণঃ পয়ঃ ধারণ করে এমন, জলধর, দুগ্ধসমৃদ্ধ স্ত্রী-স্তন্য ('উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল আধ পয়োধর হেরু') ; নারিকেল।
**পয়োধি, পয়োনিধি**—বিঃ সমুদ্র।
**পয়োনালী**—পয়ঃ দ্রষ্টব্য।
**পয়োমুচ্**—বিঃ মেঘ। [পয়স্+মুচ্+ক্বিপ্]।
**পয়োমুখ**—বিণঃ যাহার উপরিভাগে দুগ্ধ রহিয়াছে এমন।
**পর**[১]—(১) বিণঃ অপর, অন্য, ভিন্ন, অনাত্মীয় ('পরকে করিলে আপন') ; শ্রেষ্ঠ, প্রধান, পরম, চরম (পরাৎপর)। (২) বিঃ অপর ব্যক্তি, শত্রু (পরন্তপ) ; মোক্ষ, পরমাত্মা। (৩) ক্রি-বিণঃ তারপর, অনন্তর, পশ্চাৎ, পরে। (স্ত্রী)ঃ **পরা**। **পরের ধনে পোদ্দারি**—অপরের টাকা অথচ নিজের গর্ব প্রকাশ। **পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা, পরের মাথায় হাত বুলানো**—কৌশলে অপরের ধন আত্মসাৎ করা। **পরের মাথায় বাড়ি দেওয়া**—অপরের সর্বনাশ করা।
**পর**[২]—**উপর**-এর কথ্যরূপ।
**পর**[৩]—**প্রহর**-এর কথ্যরূপ (চৌপর দিন)।
**পর**[৪]—বিঃ পাখীর পালক। [ফা]।
**-পর**—বিণঃ প্রত্যয়বিশেষ, লিপ্ত, আসক্ত, নিষ্ঠ, নিরত (তৎপর, স্বার্থপর)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-পরা**—(তপস্যাপরা, নৃত্যপরা)।
**পরওয়া**—**পরোয়া**-র বানানভেদ।
**পরওয়ানা**—বিঃ লিখিত আদেশপত্র, নোটিশ, warrant। [ফা]।
**পরওয়ার**—বিঃ প্রতিপালক। [ফা]।
**পরক**[১]—বিণঃ অন্যদেশীয়, alien।
**পরক**[২]—সর্বঃ পরের।
**পরকলা**—বিঃ চশমার কাচ, আয়না, lense। [ফা]।
**পরকাল**—বিঃ মরণোত্তর অবস্থা, পরলোক, ভবিষ্যৎ (পরকাল খোয়ানো)। **পরকাল খাওয়া**—ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নষ্ট করা।
**পরকাশ**—**প্রকাশ**-এর কোমলরূপ।
**পরকীকরণ**—বিঃ হস্তান্তরিতকরণ।
**পরকীয়**—বিণঃ অপর-সম্পর্কিত।
**পরকীয়া**—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **পরকীয়**-র স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বিঃ নায়িকাবিশেষ, প্রণয়াসক্তা পরস্ত্রী।
**পরকীয়াবাদ**—বিঃ বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্ব।
**পরখ**—বিঃ মূল্যায়ন, পরীক্ষা, যাচাই ('শত হাতে সহি পরখের ছল'—যঃ সেনগুপ্ত)। ক্রিঃ **পরখা**—পরীক্ষা করা (কাব্যে)। বিঃ **পরখাই**—**পরখ**-এর প্রাদেশিক রূপ।
**পরগণা, পরগনা**—বিঃ অঞ্চল, বিরাট এলাকা, চাকলা, গ্রাম-সমষ্টি, জেলার অংশ। [ফা]।
**পরগাছা**—বিঃ পরজীবী উদ্ভিদ্, যে গাছ অপর গাছে জন্মায় ও তাহাকেই আশ্রয় করিয়া বাঁচে ; (ব্যঙ্গার্থে) পরনির্ভর ব্যক্তি।
**পরগ্রন্থি**—বিঃ আঙ্গুলের পাব, অঙ্গুলিপর্ব।
**পরগ্লানি**—বিঃ পরের নিন্দা, পরের দোষ বলা।
**পরঘরি, পরঘরী**—বিণঃ যে পরের বাড়ীতে থাকে এমন, পরাশ্রয়ী, পরগৃহবাসী।
**পরচর্চা**—বিঃ পরনিন্দা, অপরের বিষয় কুৎসামূলক আলোচনা।

**পরচা**—বিঃ জমির খাজনা পরিমাণ মালিকানা প্রভৃতি পরিচয়-জ্ঞাপক দলিল।

**পরচাল, পরচালা**—বিঃ ছোট চালা, অন্য চালা ; চালের ছাঁইচ।

**পরচুলা, (কথ্য) পরচুলো**—বিঃ মাথার পরিবার নকল চুল।

**পরচ্ছন্দ**—(১) বিঃ অপরের ইচ্ছা বা মতলব। (২) বিণঃ পরবশ, অপরের খুশিতে চলে এমন।

**পরচ্ছিদ্র**—বিঃ অপরের দোষ-ত্রুটি। [পর+ছিদ্র]। বিঃ **পরচ্ছিদ্রান্বেষণ**—অপরের ত্রুটি অন্বেষণ। বিণঃ **পরচ্ছিদ্রান্বেষী**—অপরের দোষ অন্বেষণকারী।

**পরজ, পরোজ**—বিঃ সঙ্গীতের রাগিণী-বিশেষ।

**পরজাত**—বিণঃ অন্য ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন, অন্যের দ্বারা প্রতিপালিত।

**পরজীবী**—বিঃ, বিণঃ যে জীব বা উদ্ভিদ্ অপর জীব বা উদ্ভিদের দেহ আশ্রয় করিয়া বাঁচে, পরগাছা ; রোগ-জীবাণু, parasite।

**পরঞ্জয়**—(১) বিণঃ শত্রু জয়কারী। (২) বিঃ বরুণ, অরিন্দম। [পর+জি+অ]।

**পরটা, পরোটা**—বিঃ ঘি সহযোগে ভাজা রুটিবিশেষ।

**পরত**—বিঃ খাঁজ, ভাঁজ, স্তর (অঙ্গের পরতে পরতে)।

**পরতঃ**—অব্যঃ অপরেতে, অপর হইতে।

**পরতন্ত্র**—বিণঃ শত্রুর-বশীভূত, পরাবলম্বী, পরাধীন। বিঃ -তা।

**পরতা**—ক্রি-বিণঃ ক্রয়মূল্যের উপর কিছু লাভ থাকা। [হিং]।

**পরতাপ**—[illegible] পরের যন্ত্রণা।

**পরতাপ**[২]—প্রতাপ-এর কোমলরূপ (পদ্যে)।

**পরতাল**—বিঃ দাঁড়ির দ্বিতীয় পাল্লায় দ্বিতীয়বার ওজন।

**পরতীত**—প্রতীত-এর কোমলরূপ (পদ্যে)।

**পরতেক**[১], **পরতেখ**—বিণঃ (ব্রজ) প্রত্যক্ষ ('এতকালে ঠাকুর হলেন পরতেক')।

**পরতেক**[২]—বিণঃ (কাব্যে) প্রত্যেক।

**পরত্র**—অব্যঃ, ক্রি-বিণঃ পরকালে।

**পরদার**—বিঃ পরস্ত্রী। বিঃ **-গমন**—পরস্ত্রীর কাছে যাওন, পরপত্নীতে উপগত হওন। বিণঃ **-গামী, পরদারিক, পারদারিক**—পরের স্ত্রীকে সম্ভোগ বা সহবাস করে এমন।

**পরদেশ**—বিঃ ভিন্ন দেশ, বিদেশ, প্রবাস। [পর+দেশ]। বিণঃ **পরদেশী, পরদেশিয়া**—প্রবাসী, বিদেশী। বিণঃ (স্ত্রী): **পরদেশিনী**।

**পরদ্বেষ**—বিঃ অন্যের প্রতি দ্বেষ বা হিংসা।

**পরদ্বেষী**—বিণঃ—অপরকে বিদ্বেষ করে এমন। বিণঃ (স্ত্রী): **পরদ্বেষিণী**।

**পরধন**—বিঃ পরস্ব, অপরের ধন-সম্পদ। বিণঃ **-লোভী**—যে পরের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করিতে চায় এমন।

**পরধর্ম**—বিঃ স্ব-ধর্মের বিপরীত ধর্ম, অন্যের ধর্ম। বিণঃ **-দ্বেষী**—যে অপরের ধর্মমতকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখে এমন, ধর্মোন্মত্ত, fanatic।

**পরন**—বিঃ পরিধান-কার্য।

**পরনারী**—বিঃ পরস্ত্রী।

**পরনিন্দা**—বিঃ অপরের কুৎসা বা দোষ-কীর্তন।

**পরন্তপ**—বিণঃ শত্রু-নিগ্রহকারী, পরঞ্জয়, অরিন্দম। [পরম্+তপ]।

পরন্তু—অব্যঃ উপরন্তু, কিন্তু, পক্ষান্তরে, অপরন্তু। [পরম্+তু]।

পরপতি—বিঃ উপপতি, ভিন্নপতি, পরম-পুরুষ (শ্রেষ্ঠার্থে)।

পরপর—ক্রি-বিণঃ ক্রম-অনুসারে, পিঠা-পিঠি, উত্তরোত্তর।

পরপীড়ক—বিণঃ অপরকে নিগ্রহকারী।

পরপীড়ন, পরপীড়া—বিঃ অন্যের উপরে অত্যাচার।

পরপুরুষ—বিঃ পর-পতি, স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষ, পরম প্রভু।

পরপুষ্ট—(১) বিণঃ পর-পালিত। (২) বিঃ পরভৃত, কোকিল। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পরপুষ্টা।

পরপূর্বা—বিঃ যে স্ত্রীর পূর্বে অন্য স্বামী ছিল সে, যে স্ত্রী পূর্ব স্বামী পরিত্যাগ করিয়া অপর একজনকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে সে।

পরব—বিঃ উৎসব, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পর্ব। বিঃ পাল-পরব—পালনীয় পর্ব। বিঃ পরবী—পার্বণী, পর্বানুষ্ঠানে প্রাপ্য বা দেয় বকসিস।

পরবর্তী—বিণঃ পরে বা পশ্চাতে স্থিত (পরবর্তী অনুষ্ঠান)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পরবর্তিনী।

পরবশ—বিণঃ পরাধীন, বশবর্তী (দয়া-পরবশ)।

পরবাদ¹—বিঃ নিন্দা, অখ্যাতি, প্রত্যুত্তর। বিণঃ পরবাদী—নিন্দক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পরবাদিনী।

পরবাদ²—প্রবাদ-এর কোমলরূপ।

পরবাস—বিঃ অপরের বাসস্থান বা গৃহ ; প্রবাস ('এ পরবাসে রবে কে হায়'—রবীন্দ্র)। বিণঃ পরবাসী—(পদ্যে) প্রবাসী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পরবাসিনী।

পরবী—পরব দ্রষ্টব্য।

পরবেশ—প্রবেশ-এর কোমলরূপ।

পরবোধ—প্রবোধ-এর কোমলরূপ ('কি করিব হাম তাক পরবোধে'—বিদ্যাঃ)।

পরব্রহ্ম—বিঃ পরমাত্মা, পরমপুরুষ, ভগবান্।

পরব্যোম—বিঃ মহাব্যোম, মহাশূন্য, মহাকাশ।

পরভাগ্যোপজীবী—বিণঃ পরভাগ্য-নির্ভর ; জীবনযাপনের জন্য অপরের ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পরভাগ্যোপজীবিনী।

পরভাত—প্রভাত-এর কোমলরূপ ('ভেল পরভাত পুছই সবহু'—বিদ্যাঃ)।

পরভাতী¹—বিণঃ পরের ভাতে জীবন-ধারণ করে এমন, পরান্নজীবী।

পরভাতী²—প্রভাতী-এর কোমলরূপ (পরভাতী তারা)।

পরভৃৎ—বিঃ (পরকে অর্থাৎ কোকিলকে পালন করে এইজন্য) কাক, বায়স।

পরভৃত—(১) বিণঃ পরপুষ্ট, পরের দ্বারা প্রতিপালিত। (২) বিঃ (পরের দ্বারা প্রতিপালিত এইজন্য) কোকিল। [পর+ভৃত]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পরভৃতা।

পরম—বিণঃ খুব, অত্যন্ত, শ্রেষ্ঠ ('একদা পরম মূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়'—রবীন্দ্র)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পরমা। বিঃ -পদ—শ্রেষ্ঠত্ব, মোক্ষ। বিঃ -পদার্থ—আদ্য বা শ্রেষ্ঠ সত্তা, পরব্রহ্ম। বিণঃ -পিতা, -পুরুষ, -ব্রহ্ম —ভগবান্। বিঃ -হংস—শুদ্ধমনা সংযত আত্মা নির্বিকার সমদর্শী ব্রহ্মানন্দাস্বাদনকারী যোগ-সিদ্ধ পুরুষ।

**পরমত**—বিঃ অন্যের মতামত, ধারণা বা ধর্ম। বিণঃ **-সহিষ্ণু**—অন্যের মতামত, ধারণা বা ধর্মমত সহিতে পারে এমন। বিঃ **-সহিষ্ণুতা**। বিণঃ **পরমতাবলম্বী**—অপরের মত অবলম্বনকারী।

**পরমা**—পরম-এর স্ত্রীলিঙ্গ ('ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত'—রবীন্দ্র)। **পরমা গতি**—মুক্তি। **পরমা প্রকৃতি**—আদিভূতা শক্তি, মহামায়া।

**পরমাই**—পরমায়ু-র গ্রাম্যরূপ।

**পরমাণ**—পরমান দ্রষ্টব্য।

**পরমাণু**—বিঃ মৌল পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশের শেষ অবস্থা। বিণঃ **পরমাণবিক**—পরমাণু-বিষয়ক, atomic।

**পরমাত্মা**—বিঃ পরব্রহ্ম, ঈশ্বর, বিশ্বস্রষ্টা।

**পরমাত্মীয়**—বিণঃ বিঃ খুব ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী): **পরমাত্মীয়া**। বিঃ **পরমাত্মীয়তা**।

**পরমাদ**—প্রমাদ-এর কোমলরূপ ('এত পরমাদে প্রাণ না যায় তবু ত'—চণ্ডীঃ)।

**পরমাদর**—বিঃ অত্যন্ত আদর যত্ন বা খাতির।

**পরমাদৃত**—বিণঃ অত্যন্ত আদৃত।

**পরমান, পরমাণ**—প্রমাণ-এর কোমলরূপ।

**পরমানন্দ**—বিঃ অত্যন্ত বা প্রগাঢ় আনন্দ।

**পরমান্ন**—বিঃ পায়েস, পায়সান্ন, দুধচিনি সহযোগে পক্ব অন্ন।

**পরমায়ু**—বিঃ জীবদ্দশা, স্থিতিকাল, আয়ু।

**পরমার্থ**—বিঃ পরম বস্তু বা সত্য, ধর্ম।

**পরমুখাপেক্ষা**—বিঃ অপরের মুখ চাহিয়া থাকা; প্রত্যাশাকরণ। [পরমুখ+অপেক্ষা]। বিণঃ **-পেক্ষী**—অন্যের উপর নির্ভরশীল। বিঃ **পরমুখাপেক্ষিতা**।

**পরমেশ, পরমেশ্বর**—বিঃ পরম পিতা, ভগবান্। বিণঃ (স্ত্রী): **পরমেশ্বরী**—দুর্গা, পার্বতী।

**পরমেষ্ট**—বিঃ ইষ্টবস্তু; পরম কাম্য বস্তু।

**পরমেষ্ঠী**—বিঃ মহেশ্বর, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মন্ত্রগুরু। [পরম+স্থা+ইন]।

**পরমোৎসব**—বিঃ মহোৎসব।

**পরম্পর**—বিণঃ ক্রমান্বয়ী, ক্রমানুসারে, পরপর।

**পরম্পরা**—বিঃ ক্রমান্বয়, অনুক্রম, ধারা (বংশ পরম্পরা)। বিণঃ **-গত**, **পরম্পরীণ**—পরম্পরায় আগত, ধারানুযায়ী, ধারাবাহিক। ক্রি-বিণঃ **-য়**, **-ক্রমে**—পরপর, ক্রমানুযায়ী (লোক পরম্পরায় শোনা কথা)।

**পরল**—বিঃ তরকারিবিশেষ, ধুধুল, পটল।

**পরলোক**—পরকাল দ্রষ্টব্য। বিঃ **-গমন**, **-প্রাপ্তি**—লোকান্তরণ, মৃত্যু।

**পরশ, পরশন**—যথাক্রমে স্পর্শ, স্পর্শন-এর কোমলরূপ ('নীবিবন্ধ পরশে চমকি উঠে গোরী'—বিদ্যাঃ)।

**পরশমণি, পরশপাথর**—বিঃ যাহার স্পর্শে কোনও পদার্থ স্বর্ণে পরিণত হয় এমন কাল্পনিক পাথর।

**পরশু**[১]—বিঃ প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র, কুঠার, টাঙ্গি। বিঃ **-রাম**—জামদগ্ন, বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার যিনি পরশু দিয়া ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়কুল নির্মূলকারী কুঠারধারী রাম।

**পরশু**[২]—ক্রি-বিণঃ বিঃ আগামী দিনের পূর্ব অথবা পরবর্তী দিন (গত-পরশু, পরশু দিন), পরশ্ব।

**পরশ্রী**—বিঃ অন্যের সম্পদ, অপরের উন্নতি।

**পরশ্রীকাতর**—বিণঃ পরের শ্রী ঐশ্বর্য বা উন্নতি দেখিলে কাতর হয় এমন, ঈর্ষান্বিত। বিঃ -তা।

**পরশ্ব, পরশ্বঃ**—পরশু[২] দ্রষ্টব্য।

**পরসঙ্গ**[১]—বিঃ অপরের সঙ্গে মেলামেশা।

**পরসঙ্গ**[২]—প্রসঙ্গ-এর কোমল রূপ ('রস পরসঙ্গে উঠয়ে মধু কাঁপ'—বিদ্যাঃ)।

**পরসাদ**—প্রসাদ-এর কোমল রূপ ('সো সব পূরল পিয় পরসাদ'—বিদ্যাঃ)।

**পরস্ত্রী**—বিঃ পরের স্ত্রী, পরপত্নী, পরদার, পরনারী।

**পরস্পর**—(১) বিণঃ সর্বঃ একে অন্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত, ইতরেতর, উভয় বা অনেকের মধ্যে (পরস্পর বিরোধী)। (২) বিঃ একে অন্যের প্রতি (পরস্পর ঘৃণা বা প্রেম)।

**পরস্ব**—বিঃ পরের ঐশ্বর্য। [পর+স্ব]। বিঃ **-হরণ, পরস্বাপহরণ**—পরৈশ্বর্য অপহরণ বা চুরি অথবা আত্মসাৎ-করণ। বিণঃ **-হারী, পরস্বাপহারী**—পরধন অপহারী বা আত্মসাৎকারী, চোর।

**পরস্মৈপদ**—বিঃ পরোদ্দেশ্য-জ্ঞাপক ধাতুবিভক্তি (সং ব্যাকরণ)। বিণঃ **পরস্মৈপদী**—পরস্মৈপদ ধাতুবিভক্তি-যুক্ত, (ব্যঙ্গার্থে) পরনির্ভর (অত পরস্মৈপদী হলে চলবে না বাপু), অপরের (পরস্মৈপদী টাকায় অত জমি-জিরেত; তা আবার দেমাক দেখ না!)।

**পরহিংসা**—বিঃ অপরের প্রতি ঈর্ষা বা হিংসা। বিণঃ বিঃ **-হিংসক**—অপরের ক্ষতিকারক, হিংসুক।

**পরহিত**—বিঃ অপরের হিত মঙ্গল বা উপকার। বিঃ **-ব্রত**—অপরের মঙ্গলের জন্য ব্রত। বিণঃ **পরহিতব্রতী**—পরোপকারই যাহার ব্রত এমন।

**পরহিতৈষণা**—বিঃ পরহিত চেষ্টা, পরোপকারপ্রবৃত্তি।

**পরহিতৈষী**—বিণঃ পরোপকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **পরহিতৈষিণী**।

**পরা**[১]—বিণঃ (স্ত্রী)ঃ চরমা, পরমা, শ্রেষ্ঠা (পরাপ্রকৃতি, পরাসুন্দরী)।

**পরা**[২]—(১) ক্রিঃ পরিধান করা, অঙ্গে আবরণ লওয়া, কাপড় পরা। (২) বিঃ পরিধান, পরণ, অঙ্গে ধারণ। (৩) বিণঃ পরিহিত (কাপড়-পরা অবস্থা, জুতা-মোজা-পরা পা)। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ পরিধান করানো। (২) বিণঃ বিঃ উক্ত অর্থে।

**পরা-**—বিঃ আতিশয্য ও বৈপরীত্য-বোধক উপসর্গ (পরাবৃত্ত, পরাজয়)।

**-পরা**— -পর দ্রষ্টব্য।

**পরাকরণ**—বিঃ অবজ্ঞাকরণ, ঘৃণাকরণ, অবহেলন। [পরা+কৃ+অন]। বিণঃ **পরাকৃত**—ঘৃণিত, অবহেলিত।

**পরাকাষ্ঠা**—বিঃ উচ্চমার্গ, চরম অবস্থা, চূড়ান্ত (প্রেমের পরাকাষ্ঠা)।

**পরাকৃত**—বিণঃ বর্জিত, ঘৃণিত।

**পরাক্রম**—বিঃ শক্তিমত্তা, তেজ, বিক্রম, দাপট, আস্ফালন, বীরত্ব। বিণঃ **-শালী**—বিক্রমশালী, তেজী। বিঃ **-শালিতা**।

**পরাক্রান্ত**—বিণঃ বলী, বলশালী, বীরত্বপূর্ণ। [পরা+ক্রম্+ত]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **পরাক্রান্তা**।

**পরাগ**—বিঃ রেণু, প্রসূণ-রজঃ, pollen। [পরা+গম্‌+অ]। বিঃ **-কেশর**—যে ফুলকেশরে পরাগ থাকে, stamen। বিঃ **-ধানী**—কেশরের যে-শীর্ষভাগে পরাগ থাকে, anther। বিঃ **-স্থালী**—যে থলিতে পরাগ থাকে, pollen-sac। বিঃ **-যোগ, -সংযোগ**—পুষ্পের গর্ভ-কেশরে পরাগ ছড়ানো, pollination। বিণঃ **পরাগিত**—পরাগযুক্ত।

**পরাগত**১—বিণঃ ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাগত।

**পরাগত**২—বিণঃ পরিব্যাপ্ত, প্রস্ফুটিত, সংযুক্ত।

**পরাঙ্মুখ**—বিণঃ বিমুখ, মুখ ফিরাইয়া আছে এমন, নিবৃত্ত।

**পরাজয়**—বিঃ বিজিতাবস্থা, নতি-স্বীকার, হার, পরাভব ('যে পক্ষের পরাজয়/সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরোনা আহ্বান'—রবীন্দ্র)। বিণঃ **পরাজিত**—বিজিত হইয়াছে এমন, পরাভূত। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ **পরাজিতা**।

**পরাণ, পরাণি**—যথাক্রমে পরান ও পরানি-র বানানভেদ।

**পরাত**—বিঃ বড় থালাবিশেষ।

**পরাৎপর**—(১) বিণঃ অধিকতর শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ। (২) বিঃ পরমাত্মা, পরমেশ্বর।

**পরাধীন**—বিণঃ যাহাকে অপরের ইচ্ছা-মত চলিতে হয় এমন, পরবশ, পর-তন্ত্র। বিঃ **পরাধীনতা**।

**পরান, পরানি**—প্রাণ-এর কোমল রূপ ('পরানের পরান নীলমণি')।

**পরান্ন**—বিঃ অপরের দেওয়া অন্ন। বিণঃ **-জীবী**—পরজীবী, অপরের অন্নে জীবনধারণকারী। বিণঃ **-পুষ্ট**—পরান্নজীবী, অপরের অন্নে প্রতি-পালিত। বিণঃ **-ভোজী**—পরান্নজীবী, পরান্নপুষ্ট, পরান্নভোজনকারী।

**পরাবর্ত**—বিঃ বদল, বিনিময়, পরিবর্ত, প্রত্যাবর্তন। [পরা+বৃত্‌+অ]।

**পরাবর্তন**—বিঃ পরাবর্ত, প্রত্যাবর্তন, প্রতিফলন। [পরা+বৃত্‌+অন]।

**পরাবর্তিত**—বিণঃ ফিরানো হইয়াছে এমন, পরিবর্তিত, প্রত্যাবর্তিত।

**পরাবৃত্ত**১—বিণঃ ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাবৃত্ত। [পরা+বৃত্‌+ত]।

**পরাবৃত্ত**২—বিঃ (জ্যামি) বক্ররেখা, hyperbola।

**পরাভব**—বিঃ পরাজয়, হার ('দীপ্তি-হীন কীর্তিহীন পরাভব-পরে'—রবীন্দ্র)।

**পরাভূত**—বিণঃ বিজিত, পরাস্ত, পরাজিত। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ **পরাভূতা**।

**পরামর্শ**—বিঃ আলোচনা, বিচার-বিবেচনা, মতামত, যুক্তি, সলা। [পরা+মৃশ্‌+অ]। বিঃ **-সভা**—পরামর্শ-বিষয়িনী সভা, advisory board।

**পরামর্ষ**—বিঃ ক্ষমা, সহন। [পরা+মৃষ্‌+অ]।

**পরামাণিক**১—বিঃ ক্ষৌরকার, নাপিত।

**পরামাণিক**২—প্রামাণিক-এর বিকৃত উচ্চারণ।

**পরায়ণ**—বিঃ বিষ্ণু, পরম গতি, চরম গতি, চরম অবলম্বন। [পরা+অয়ন]।

**-পরায়ণ**—বিণঃ অতিশয় নিষ্ঠ (ন্যায়-পরায়ণ, ধর্মপরায়ণ), লিপ্ত (কর্তব্যপরায়ণ), অত্যাসক্ত (উদর-পরায়ণ)।

**পরায়ত্ত**—বিণঃ অপরের অধীন।

**পরার্থ**—বিঃ অপরের জন্য উপকার বা প্রয়োজন। বিণঃ **-পর**—পরোপকারী। বিঃ **-পরতা**—পরোপকারিতা। ক্রি-বিণঃ **পরার্থে**—পরের জন্য। বিঃ **পরার্থবাদ, পরার্থিতা**—মানবজন্ম পরহিতের জন্যই—এই মতবাদ, altruism।

**পরার্ধ**—বিঃ বিণঃ শেষার্ধ, ব্রহ্মার আয়ুর শেষার্ধ, ১,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**পরাশর**—বিঃ ঋষিবিশেষ।

**পরাশ্রয়**—বিঃ অপরের শরণ, আশ্রয় বা গৃহ। বিণঃ **পরাশ্রয়ী**—পরাবলম্বী। বিণঃ **পরাশ্রিত**—অপরের আশ্রয় লইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **পরাশ্রিতা**।

**পরাশ্রয়া**—বিঃ পরগাছা, বৃক্ষোপরি জাত লতা।

**পরাসু**—বিণঃ মৃত, গতপ্রাণ।

**পরাস্ত**—বিণঃ বিজিত, পরাজিত, পরাভূত। [পরা+অস্+ত]।

**পরাহ**—বিঃ পরবর্তী দিবস।

**পরাহত**—বিণঃ পরাস্ত, ব্যাহত, বাধা-প্রাপ্ত (সুদূরে পরাহত, পরাহত জলধারা)। [পরা+হন্+ত]।

**পরাহ্ন**—বিঃ দ্বিপ্রহরের পর, অপরাহ্ন, বিকাল বেলা।

**পরি-**—অব্যঃ উৎসর্গ-বিশেষ (পরি-শেষে)।

**পরিকথা**—বিঃ আখ্যায়িকা গ্রন্থ, গল্পের বই।

**পরিকম্প**—বিঃ কম্পন, ভয়।

**পরিকর**১—বিঃ কটিবন্ধ (বদ্ধপরিকর)।

**পরিকর**২—বিঃ সহচর; ভৃত্য ('আর যত দেখ সব তার পরিকর'—চৈঃ চঃ)।

**পরিকর্তা**—বিঃ পরিণয়-কর্তা, অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও কনিষ্ঠের পরিণয় দেন যিনি।

**পরিকর্ম**—বিঃ শৃঙ্গার, প্রসাধন, পরি-চর্যা। বিণঃ **পরিকর্মী**—পরিচারক।

**পরিকর্ষ**—বিঃ উৎকর্ষ, বিশেষ উন্নতি।

**পরিকল্প**—বিঃ প্রকল্প, project।

**পরিকল্পক**—বিঃ পরিকল্পনা রচনা-কারী, সরকারী পরিকল্পনা সংস্থার ভারপ্রাপ্ত অফিসার, planning officer।

**পরিকল্পন, পরিকল্পনা**—বিঃ প্রণালী উদ্ভাবন; উপায় চিন্তন; শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদির উন্নয়নকল্পে তৈরী নক্‌শা, plan। [পরি+কৢপ্+অন]। বিঃ **পরিকল্পনাধিকারিক**—সরকারী-পরিকল্পনা দপ্তরের কর্ণধার।

**পরিকল্পিত**—বিণঃ কোনও কাজ সম্পা-দন করার নক্‌শা তৈরী হইয়াছে এমন, সংকল্পিত, স্থিরীকৃত, সুচিন্তিত, উদ্ভাবিত।

**পরিকীর্ণ**—বিণঃ পরিব্যাপ্ত, ছড়ানো হইয়াছে এমন, বিক্ষিপ্ত।

**পরিকীর্তন**—বিঃ প্রশংসা বা কুৎসার ব্যাপক প্রচার। বিণঃ **পরিকীর্তিত**—পরিকীর্তন করা হইয়াছে এমন, সবিশেষ কীর্তিত, প্রশংসিত বা বর্ণিত।

**পরিকেন্দ্র**—বিঃ জ্যামিতিক বৃত্তের কেন্দ্র, circumcentre।

**পরিক্রম, পরিক্রমণ**—বিঃ প্রদক্ষিণ, পরি-ভ্রমণ, ঘুরিয়া আগমন। [পরি+ক্রম্+অ, অন]। বিঃ **পরিক্রমা**—তীর্থভ্রমণ (দ্বারকা পরিক্রমা), প্রদক্ষিণ (বিদেশ পরিক্রমা), পর্যালোচনা (সংবাদ পরিক্রমা)।

**পরিক্রয়**—বিঃ কোন বিক্রিত বস্তু পুনরায় ক্রয়।

**পরিক্লান্ত**—বিণঃ অতিশয় শ্রান্ত পরিশ্রান্ত।

**পরিক্লিষ্ট**—বিণঃ অতিক্লিষ্ট, উত্যক্ত।

**পরিক্ষিৎ, পরিক্ষিত** — পরীক্ষিৎ-এর বানানভেদ।

**পরিক্ষিপ্ত**—বিণঃ পরিবেষ্টিত, বিক্ষিপ্ত। [পরি+ক্ষিপ্+ত]।

**পরিক্ষেপ**—বিঃ পরিবেষ্টন, বিক্ষেপ, পরিত্যাগ। [পরি+ক্ষিপ্+অ]। বিণঃ **পরিক্ষেপক**—পরিক্ষেপকারী, পরিক্রমণশীল। বিণঃ **পরিক্ষীয়মাণ**—ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এমন।

**পরিখন**—পরীক্ষা-এর কোমল রূপ।

**পরিখা**—বিঃ দুর্গের রক্ষার্থে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত খাত, গড়খাই।

**পরিখ্যাত**—বিণঃ সুপ্রসিদ্ধ।

**পরিগণন, পরিগণনা**—বিঃ সবিশেষ গণনা। বিণঃ **পরিগণিত**। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **পরিগণিতা**।

**পরিগম**—বিঃ পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা, প্রতিবেশ, environment। [পরি+গম্+অ]।

**পরিগমিত**—বিণঃ কাটানো, অতিবাহিত, যাপিত, চালিত।

**পরিগৃহীত**—বিণঃ যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ, স্বীকৃত ; লব্ধ।

**পরিগ্রহ**—বিঃ আনুষ্ঠানিক বা সবিশেষ গ্রহণ বা স্বীকার (দার পরিগ্রহ), ধারণ, পরিধান (বেশ পরিগ্রহ)। [পরি+গ্রহ্+অ]। বিণঃ **পরিগ্রাহক**—পরিগ্রহকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **পরিগ্রাহিকা**।

**পরিঘ**—বিঃ গদা-জাতীয় প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র।

**পরিঘাত, পরিঘাতন**—বিঃ মরণাঘাত, মারাত্মক আঘাত, হনন। [পরি+হন্+ণিচ্+অ, অন]।

**পরিচয়**—বিঃ আলাপ, নাম-ধামের খবর, চিহ্ন, জানাশোনা, নিদর্শন, অভিজ্ঞান ('আমি তোমাদেরই লোক, আর কিছু নয় এই হোক শেষ পরিচয়'—রবীন্দ্র) ; অভিজ্ঞতা, আলাপের সূচনা (ওর সংগে আমার পরিচয় আছে), প্রণয়। [পরি+চি+অ]। বিঃ **-পত্র**—পরিচয়-জ্ঞাপক পত্র, letter of introduction।

**পরিচর**—বিঃ চাকর, অনুচর, ভৃত্য।

**পরিচর্যা**—বিঃ সেবা, পূজা, শুশ্রূষা ('বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে'—রবীন্দ্র)।

**পরিচলন**—বিঃ সঞ্চালন, (বিজ্ঞানে) তরল বা বায়বীয় পদার্থের প্রবাহযোগে তাপ ও তড়িতের সঞ্চালন, convection। বিণঃ **পরিচলিত**।

**পরিচায়ক**—বিণঃ পরিচয় করাইয়া দেয় এমন, জ্ঞাপক, সূচনাকারী ('জনগণপথ-পরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য বিধাতা'—রবীন্দ্র)। [পরি+চি+অক]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **পরিচায়িকা**।

**পরিচারক**—বিঃ চাকর, সেবক, ভৃত্য। [পরি+চর্+অক]। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **পরিচারিকা**—চাকরাণী, দাসী, সেবিকা।

**পরিচারণ**—বিঃ পরিচর্যা, পূজা, সেবা।

**পরিচালক**—বিণঃ বিঃ পরিচালনা করে এমন, অধ্যক্ষ, সঞ্চালক, director, manager, conductor (সংগীত, চিত্র পরিচালক ; ট্রাম, বাস পরিচালক), নায়ক। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ **পরিচালিকা**।

**পরিচালন, পরিচালনা**—বিঃ চালনা, শাসন, management, administration। বিণঃ **পরিচালিত**—পরিচালিত হইতেছে এমন, পরিচালনা করা হইয়াছে এমন।

**পরিচিত**—বিণঃ জ্ঞাত, অভ্যস্ত, জানা, চেনা। [পরি+চি+ত]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **পরিচিতা**।

**পরিচিতি**—বিঃ পরিচয়-জ্ঞাপন, জানা-শোনা।

**পরিচিন্তন**—বিঃ সবিশেষ চিন্তা, সুপরিকল্পনা। বিণঃ **পরিচিন্তিত**—সম্যক্ চিন্তিত, সবিশেষ পরিকল্পিত।

**পরিচেয়**—বিণঃ পরিচয় দিবার মত, পরিচয়যোগ্য। [পরি+চি+য]।

**পরিচ্ছদ**—বিঃ আবরণ, আচ্ছাদন, পোশাক। [পরি+ছদ্+ণিচ্+অ]।

**পরিচ্ছন্ন**—বিণঃ পরিপাটি, ছিমছাম, পরিষ্কৃত। [পরি+ছদ্+ত]। বিঃ **পরিচ্ছন্নতা**।

**পরিচ্ছিন্ন**—বিণঃ খণ্ডিত, বিভাজিত, পরিমিত, সসীম। [পরি+ছিদ্+ত]।

**পরিচ্ছেদ**—বিঃ বিভাগ, গ্রন্থাদির বিষয়-বিভাগ, অধ্যায় ; নির্ণয়।

**পরিচ্ছেদ্য**—বিণঃ পরিমাণ-নির্ণেয়, বিভাজ্য।

**পরিজন**—বিঃ পরিবার বা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত লোকজন, আত্মীয়, স্বজন।

**পরিজ্ঞাত**—বিণঃ সবিশেষ বা সম্যক্ জ্ঞাত, পরিচিত।

**পরিজ্ঞান**—বিঃ দিব্য বা সম্যক্ জ্ঞান, পরিচয়, অন্তর্দৃষ্টি, insight।

**পরিজ্ঞেয়**—বিণঃ জানিবার বা বুঝিবার উপযুক্ত।

**পরিণত**—বিণঃ বয়স হইয়াছে এমন, পূর্ণতাপ্রাপ্ত (পরিণত বয়স, সময়) ('পরিণত ফল শ্যাম জম্বুবন-চ্ছায়ে'—রবীন্দ্র)। **-বুদ্ধি**—(১) বিঃ পাকা বুদ্ধি। (২) বিণঃ যাহার বুদ্ধি পরিপক্ক হইয়াছে এমন।

**পরিণতি**—বিঃ শেষ অবস্থা, পূর্ণতা-প্রাপ্তি, পরিসমাপ্তি, পরিপক্কতা।

**পরিণদ্ধ**—বিণঃ সম্পর্ক-যুক্ত, বেষ্টিত।

**পরিণয়, পরিণয়ন**—বিঃ বিবাহ। [পরি+নী+অ, অন]। বিঃ **পরিণয়সূত্র**—বিবাহসূত্র, পরিণয়রূপ বন্ধন।

**পরিণাম**—বিঃ পরিণতি, শেষ দশা। বিণঃ **-দর্শী**—পরিণাম বুঝিতে পারে এমন, দূরদর্শী। বিঃ **পরিণাম-দর্শিতা**। বিঃ **-বাদ**—ঈশ্বর জগৎ-রূপে প্রকাশিত হন, কিন্তু তাঁহার বিকার নাই, আবার জগৎও মিথ্যা নহে—এই মতবাদ।

**পরিণায়**—বিঃ চারিদিকে পাশার গুটি চালা।

**পরিণায়ক**—বিঃ সেনাপতি ; স্বামী।

**পরিণাহ**—বিঃ ব্যাপ্তি, ব্যাপকতা, প্রসারতা, সীমান্তরেখা, contour।

**পরিণাহী**—বিণঃ বিশাল, বিপুল।

**পরিণীত**—বিণঃ বিবাহিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **পরিণীতা**।

**পরিণেতা**—বিঃ স্বামী, বিবাহ-কর্তা।

**পরিণেয়**—বিণঃ পরিণয়-যোগ্য।

**পরিতপ্ত**—বিণঃ মনোবেদনাযুক্ত, পরিতাপী।

**পরিতাপ**[১]—বিঃ সন্তাপ, অনুশোচনা, আফসোস্, খেদ, দুঃখ।

**পরিতাপ**[২]—বিঃ উত্তাপ।

**পরিতুষ্ট**—বিণঃ খুশী করা হইয়াছে এমন, সন্তুষ্ট, অতিশয় তৃপ্ত।

**পরিতুষ্টি**—বিঃ সন্তুষ্টি, অতিশয় তৃপ্তি।

**পরিতৃপ্ত**—বিণঃ পূর্ণতৃপ্ত, অতিতৃপ্ত। বিঃ **পরিতৃপ্তি**—গভীর তৃপ্তি।

**পরিতোষ**—বিঃ সন্তোষ, পরিতৃপ্তি। [পরি+তুষ্+অ]। বিঃ **পারিতোষিক**—বকশিস, পুরস্কার।

**পরিত্যক্ত**—বিণঃ বাদ দেওয়া বা ত্যাগ করা হইয়াছে এমন, বর্জিত। [পরি+ত্যজ্+ত]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **পরিত্যক্তা**।

**পরিত্যজন**—বিঃ পরিত্যাগ, বর্জন। বিণঃ **পরিত্যজ্য**—পরিহার্য, বর্জনীয়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **পরিত্যজ্যা**।

**পরিত্যাগ**—বিঃ পরিত্যজন, বর্জন, বিসর্জন।

**পরিত্রাণ**—বিঃ রেহাই, অব্যাহতি, উদ্ধার, নিষ্কৃতি, মুক্তি ('সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ'—রবীন্দ্র)।

**পরিত্রাতা**—বিণঃ বিঃ উদ্ধারকারী, মুক্তিদাতা।

**পরিত্রাহি**—ক্রিঃ পরিত্রাণ কর, রক্ষা কর।

**পরিদর্শক**—বিণঃ বিঃ পরিদর্শন করে এমন, পর্যবেক্ষক, inspector।

**পরিদর্শন**—বিঃ বিশেষরূপে দেখা, পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান, inspection।

**পরিদর্শী**—বিণঃ পরিদর্শন করে এমন।

**পরিদান**—বিঃ বিনিময় ; বদল।

**পরিদৃশ্য**—বিঃ সুস্পষ্ট দৃশ্য, panorama।

**পরিদৃশ্যমান**—বিণঃ সুস্পষ্ট দেখা যায় এমন, সর্ব-বিরাজিত।

**পরিদৃষ্ট**—বিণঃ সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট।

**পরিদেবন, পরিদেবনা**—বিঃ বিলাপোক্তি, অনুতাপ।

**পরিদোলক**—বিঃ বড় ঘড়ির দোলক, pendulum।

**পরিধান**—বিঃ পোশাক বা গহনাদি অঙ্গে ধারণ ('নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান'—অতুলঃ)।

**পরিধায়ী**—বিণঃ পরিধানকারী।

**পরিধি**—বিঃ বৃত্তাকারে পরিবেষ্টন রেখা, circumference, প্রান্ত, বেড়, periphery। [পরি+ধা+ই]।

**পরিধেয়**—(১) বিণঃ পরিধানযোগ্য। (২) বিঃ পোশাক-পরিচ্ছদ।

**পরিনির্বাণ**—বিঃ মুক্তি, নির্বাণ, মোক্ষ, বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি।

**পরিপক্ব**—বিণঃ ঝানু, পাকা, পরিণত, দক্ষ, বিচক্ষণ। বিঃ -তা।

**পরিপত্র**—বিঃ বিজ্ঞপ্তি, সরকারী ঘোষণা, circular।

**পরিপন্থী**—বিণঃ বিরোধী, প্রতিবন্ধক-স্বরূপ, প্রতিকূল। বিঃ **পরিপন্থা**—বিরুদ্ধ পথ।

**পরিপাক**—বিঃ জীর্ণকরণ, হজম।

**পরিপাটি, পরিপাটী**—(১) বিঃ সুবিন্যাস, সুশৃঙ্খলা। (২) বিণঃ সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল।

**পরিপালক**—বিঃ প্রতিপালক, পরিচালক, শাসক, administrator। বিঃ **পরিপালন**—প্রতিপালন। বিণঃ **পরিপালিত** প্রতিপালিত।

**পরিপুষ্ট**—বিণঃ হৃষ্ট-পুষ্ট, সুপুষ্ট। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **পরিপুষ্টা**। বিঃ -তা।

**পরিপূরক**—বিণঃ সম্পূরক, পরিপূর্ণকারী।

**পরিপূরণ**—বিঃ পূর্ণকরণ, দূরীকরণ।

**পরিপূর্ণ**—বিণঃ ভরতি, সম্পূর্ণ, সফল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **পরিপূর্ণা**। বিঃ -তা।

**পরিষিক্ত**—বিণঃ সুসিক্ত, saturated। [পরি+সিচ্+ত]। বিঃ **পরিষিক্তি**।

**পরিপোষণ**—বিঃ উপযুক্তরূপে ভরণ-পোষণ, প্রতিপালন বা সংরক্ষণ, মনে ধারণ (হিংসা পরিপোষণ)। বিণঃ **পরিপোষিত**—পরিপোষণ করা হইয়াছে এমন।

**পরিপ্রেক্ষিত**—বিঃ দৃশ্যমান বস্তু বা বিষয়ের অংশসমূহের যেরূপ নিকটত্ব দূরত্ব ঘনত্ব ইত্যাদি বোধ হয় সেইরূপ ভাবে চিত্রে প্রকাশ, দৃশ্যে অঙ্কিত চিত্র, পটভূমিকা, দৃশ্য, perspective। [পরি+প্র+ঈক্ষ্+ত]। **পরিপ্রেক্ষিতে**—কোন ঘটনা বা বিষয়ের প্রভাবের সহিত সংগতি রাখিয়া।

**পরিপ্লব**—(১) বিঃ জলপ্লাবন, বন্যা, মজ্জন। (২) বিণঃ চঞ্চল, কম্পমান।

**পরিপ্লুত**—বিণঃ প্লাবিত, সিক্ত, নিমজ্জিত; জল আবেগ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ; অস্থির, কম্পিত। [পরি +প্লু+ত]। (স্ত্রী): **পরিপ্লুতা**—(১) বিণঃ জলে ভিজা, জলসিক্তা; কম্পমানা; চঞ্চলা। (২) বিঃ মদ্য, মদিরা; মৈথুনবেদনাযুক্ত বা ক্লিন্ন যোনি।

**পরিবর্জন**—বিঃ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ বা বর্জন, পরিত্যাগ। বিণঃ **পরিবর্জিত**।

**পরিবর্ত**—বিঃ বিনিময়, বদল, প্রতি-দান; বদলি। [পরি+বৃত্+অ]।

**পরিবর্তন**—বিঃ বদলানো, বদল, অবস্থান্তর ('পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে কালের যাত্রায়'—রবীন্দ্র)। বিঃ বিণঃ **পরিবর্তক**—পরিবর্তনকারী বা যে বদলায়; প্রত্যাবর্তনকারী। বিণঃ **পরিবর্তনীয়**—যাহার পরিবর্তন করা উচিত, করা যায় বা করিতে হইবে। বিণঃ **পরিবর্তমান**—যাহা বদলাইতেছে। বিণঃ **পরিবর্তিত**—বদলাইয়াছে বা বদলানো হইয়াছে এমন, রূপান্তরিত।

**পরিবর্তী**—বিণঃ যাহা বদলায়, পরিবর্তনশীল। [পরি+বৃত্+ইন]।

**পরিবর্ধন**—বিঃ সম্যক্ বৃদ্ধিসম্পাদন, বড়করণ। [পরি+বৃধ্+ণিচ্+অন]। বিঃ বিণঃ **পরিবর্ধক**—বৃদ্ধিসম্পাদনকারী। বিণঃ **পরিবর্ধিত**—বাড়ানো হইযাছে এমন।

**পরিবহণ**[১]—বিঃ স্থানান্তরে প্রেরণ, বহনপূর্বক অন্যস্থানে লইয়া যাওন; (বিজ্ঞানে) কোন বস্তুর মধ্য দিয়া তাপ বিদ্যুৎ ইত্যাদি সঞ্চালন, conduction।

**পরিবহণ**[২]—বিঃ যানবাহন, transport।

**পরিবাদ, পরীবাদ**—বিঃ নিন্দা, অপবাদ, কলঙ্ক (কানু পরিবাদ, শ্যাম কলঙ্ক)। [পরি+বদ্+অ]। বিণঃ -ক, **পরিবাদী**—নিন্দাকারী। **পরিবাদিনী**—(১) বিঃ সপ্ততন্ত্রী বীণা। (২) **পরিবাদী**-র স্ত্রীলিঙ্গ।

**পরিবার**—বিঃ একবংশের এবং এক সংসারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ, পরিজন, পোষ্য আত্মীয়বর্গ; পত্নী। [পরি+বৃ+অ]। **পরিবার পরিকল্পনা**—পরিবারের সন্তান সংখ্যা সীমিতকরণ, family planning।

**পরিবাহণ**—বিঃ সঞ্চালন। বিণঃ **পরিবাহিত**—সঞ্চালিত।

**পরিবাহী**—বিঃ বিণঃ পরিবহণকারী; (বিজ্ঞানে) যাহার ভিতর দিয়া তাপ বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইতে পারে.

বিজলী দণ্ড, conductor ; পরিচালক, নেতা। বিঃ **পরিবাহিতা**—পরিবহণ-ক্ষমতা।

**পরিবৃত**—বিণঃ আবৃত, বেষ্টিত। [পরি+বৃ+ত]। বিঃ **পরিবৃতি**।

**পরিবৃত্ত**—বিঃ প্রদক্ষিণকরণ, কোন স্থান বেষ্টন করিয়া অঙ্কিত বৃত্ত।

**পরিবৃত্তি**—বিঃ পরিবর্তন, বিনিময় ; বাক্যালঙ্কারবিশেষ, লক্ষণা।

**পরিবেত্তা**—বিঃ যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে বিবাহ করে। [পরি+বিদ্+তৃ]।

**পরিবেদন**—বিঃ জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ ; ক্লেশ ; যন্ত্রণা ; বিচার ; লাভ ; বিদ্যমানতা, জ্ঞান। [পরি+বিদ্+অন]।

**পরিবেদনা**—বিঃ অতিশয় বেদনা বা ক্লেশ ; বিবেচনা।

**পরিবেশ, পরিবেষ**—বিঃ পরিধি, পরিবেষ্টন; আবেষ্টনী; মণ্ডল (সূর্যের পরিবেশ) ; চারিপাশের অবস্থা।

**পরিবেশন, পরিবেষণ**—বিঃ বিতরণ, ভোজনকালে ভোক্তৃগণকে খাদ্যবস্তু ভাগ করিয়া বিতরণ ; প্রচার (সংবাদ পরিবেশন)। বিঃ বিণঃ **পরিবেশক, পরিবেষক**—পরিবেশনকারী। বিণঃ **পরিবেশিত, পরিবেষিত**—বিতরিত, বণ্টিত।

**পরিবেষ্টন**—বিঃ আবেষ্টন, বেড় ; ঘেরাওকরণ, প্রদক্ষিণ। বিঃ **পরিবেষ্টনী**—প্রতিবেশ দ্রষ্টব্য। বিণঃ **পরিবেষ্টিত**—ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে এমন।

**পরিব্রজ্যা**—বিঃ প্রব্রজ্যা, সন্ন্যাস, ধর্মার্থে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তীর্থ-ভ্রমণ। [পরি+ব্রজ্+য+আ]।

**পরিব্রাজক**—বিঃ পর্যটক, ভ্রমণকারী সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু। [পরি+ব্রজ্+অক]। বিঃ (স্ত্রী) : **পরিব্রাজিকা**।

**পরিব্রাজন, পরিব্রজন**—বিঃ পর্যটন।

**পরিভব**—বিঃ পরাভব, পরাজয়। [পরি+ভূ+অ]। বিণঃ **পরিভূত**—পরাজিত, অভিভূত, অনাদৃত।

**পরিভাবা**—ক্রিঃ (প্রাচীন কাব্যে) বিচার-বিতর্ক করা, ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা ('মনে পরিভাবি কাহ্নাঞি' তেজহ বিমতী'—শ্রীঃ কীঃ)। ক্রিঃ **পরিভাবিল**।

**পরিভাষা**—বিঃ বিশেষ অর্থবোধক শব্দ বা সংজ্ঞা (বৈজ্ঞানিক পরিভাষা)। বিণঃ **পারিভাষিক**।

**পরিভৃতি**—বিঃ বেতন, পারিশ্রমিক।

**পরিভোগ**—বিঃ সম্ভোগ, উপভোগ, আমোদ। বিণঃ **পরিভুক্ত**—উপভোগ করা হইয়াছে এমন।

**পরিভ্রমণ**—বিঃ চতুর্দিকে ভ্রমণ, প্রদক্ষিণ, পর্যটন, পরিক্রম।

**পরিভ্রষ্ট**—বিণঃ বিচ্যুত।

**পরিমণ্ডল**—বিঃ পরিবেষ্টন, মণ্ডল, পরিধি ; বর্তুল, গোলাকার বস্তু।

**পরিমণ্ডিত**—বিণঃ অলংকৃত, সুশোভিত, বিশেষভাবে লেপিত।

**পরিমল**—বিঃ পুষ্প চন্দনাদির সৌরভ ('যে পথে কুসুমে পশে পরিমল') ; মর্দন করিলে যে সুগন্ধ বাহির হয় ; পুষ্পমধু। [পরি+মল্+অ]।

**পরিমাণ**—বিঃ মাপ, মাত্রা, ওজন, সংখ্যা ; গুরুত্ব ('আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ'—রবীন্দ্র) ; ফলাফল, বিস্তার। বিঃ **-ফল**—(গণিতে) বর্গফল, ক্ষেত্রফল।

**পরিমাপ**—বিঃ পরিমাণ-নিরূপণ, মাপন ('সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে,/তার কোন পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে'—রবীন্দ্র) ; পরিমাণ ; জরীপ। বিঃ **-ক**—পরিমাপকারী ; জরীপকারী। বিঃ **-ন**—পরিমাপ-নিরূপণ।

**পরিমিত**—বিণঃ প্রয়োজনের অনুরূপ, সংযত-পরিমাণ ; পরিমাণবিশিষ্ট (হস্তপরিমিত স্থান), পরিমাপ হইয়াছে এমন। [পরি+মা +ত]।

**পরিমিতি**—বিঃ মাপ ; ভূমির পরিমাপন শাস্ত্র বা ক্ষেত্রতত্ত্ব, পরিমাণফল, ক্ষেত্রমিতি।

**পরিরব্ধ**—বিণঃ আলিঙ্গিত।

**পরিমেয়**—বিণঃ মাপা যায় এমন, পরি মাপযোগ্য ; সীমাবিশিষ্ট। [পরি+মা+য]।

**পরিমেল**—বিঃ বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত সমিতি বা সঙ্ঘ, association। [পরি+মিল্+অ]। বিঃ **-নিয়মাবলী**—সমিতির দফা বা আইন-কানুন। বিঃ **-বন্ধ**—সমিতির কার্যবিবরণী বা স্মারকলিপি।

**পরিম্লান**—বিণঃ অতিশয় ম্লান।

**পরিযান**—বিঃ যাত্রী বা মালপত্রের যাতায়াত, traffic ; বসবাসের জন্য দেশান্তর গমন, migration। [পরি +যা+অন]। বিঃ **-ব্যবস্থাপক**—মাল বা যাত্রী যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিবার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। বিণঃ **পরিযায়ী**—যাতায়াতকারী, যাযাবর, বসবাসের জন্য অন্যদেশে গমনকারী।

**পরিরক্ষণ**—বিঃ সংরক্ষণ, উপযুক্তভাবে রক্ষণ। বিণঃ **পরিরক্ষিত**।

**পরিরম্ভ, পরিরম্ভণ** — বিঃ দৃঢ় আলিঙ্গন। [পরি+রভ্+অ, অন]। ('প্রিয় পরিরম্ভণে মোড়াব অঙ্গ'—বিদ্যাঃ)।

**পরিলিখিত**—বিণঃ (জ্যামিতি) চতুর্দিকে অঙ্কিত বা লিখিত, circumscribed।

**পরিলেখ, পরিলিখন**—বিঃ খসড়া, নকশা, সীমানির্দেশক বা বাহিরের রেখা। [পরি+লিখ্+অ, অন]।

**পরিশিষ্ট**—(১) বিণঃ অবশিষ্ট, বাকী। (২) বিঃ গ্রন্থাদির শেষে সংযুক্ত অতিরিক্ত অংশ, appendix। [পরি +শিষ্+ত]।

**পরিশীলন**—বিঃ অনুশীলন, চর্চা ; আলিঙ্গন, স্পর্শ ; অবগাহন। বিণঃ **পরিশীলিত**—অনুশীলিত, মার্জিত, চর্চিত।

**পরিশুদ্ধ**—বিণঃ পরিষ্কৃত, বিশুদ্ধ, পবিত্র। বিঃ **-তা, পরিশুদ্ধি**।

**পরিশুষ্ক**—বিণঃ অতিশয় শুষ্ক।

**পরিশেষ**—(১) বিঃ অবশেষ, শেষকাল; উপসংহার, পরিশিষ্ট, শেষাংশ। (২) বিণঃ অবশিষ্ট।

**পরিশোধ**—বিঃ ঋণাদি প্রত্যর্পণ বা শোধ। বিণঃ **পরিশোধ্য**—পরিশোধ করিতে হইবে বা করা যায় এমন। বিণঃ **পরিশোধিত**—পরিশোধ করা হইয়াছে এমন।

**পরিশ্রম**—বিঃ মেহনত, খাটুনি, আয়াস; শ্রান্তি। বিণঃ **পরিশ্রমী**—পরিশ্রম করিতে সক্ষম বা অভ্যস্ত, খাটিয়ে।

**পরিশ্রান্ত**—বিণঃ পরিশ্রমের ফলে অতিশয় ক্লান্ত, শ্রান্ত। বিঃ **পরিশ্রান্তি**—অতিশয় ক্লান্তি।

**পরিশ্লেষ**—বিঃ আলিঙ্গন, আশ্লেষ।

**পরিষদ, পরিষৎ**—বিঃ সভা, সংসদ; সমাজ। [পরি+সদ্+ক্বিপ্]। বিঃ -পাল—ব্যবস্থাপক বা আইনসভার সভাপতি, Chairman of Legislative Council।

**পরিষেবা**—বিঃ সেবা, শুশ্রূষা। বিণঃ পরিষেবক—শুশ্রূষাকারী। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ পরিষেবিকা।

**পরিষ্করণ, পরিষ্কার**—(১) বিঃ শোধন, নির্মলীকরণ, পরিচ্ছন্নতা। (২) বিণঃ পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন, নির্মল, সাফ, পরিপাটি, স্বচ্ছ (পরিষ্কার জল) ; স্পষ্ট, সহজবোধ্য (পরিষ্কার কথা) ; সরল (পরিষ্কার মন) ; সুন্দর (পরিষ্কার গড়ন) ; ফরসা, উজ্জ্বল (পরিষ্কার রঙ) ; বিচারক্ষম (পরিষ্কার মাথা) ; সুর-যুক্ত (পরিষ্কার গলা) ; তীক্ষ্ণ, ভাল, নীরোগ (পরিষ্কার দৃষ্টি)। [পরি+কৃ+অন, অ]। বিণঃ পরিষ্কৃত—শোধিত, মার্জিত, পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন।

**পরিসংখ্যা**—বিঃ গণনা, বিশেষভাবে নিরূপিত সংখ্যা। বিণঃ -ত—বিশেষভাবে গণিত। বিঃ -ন—কোন বিষয়ের তথ্যজ্ঞাপক হিসাব বা সংখ্যা সংগ্রহ। বিঃ বিণঃ -বক—পরিসংখ্যান বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত।

**পরিসমাপ্ত**—বিণঃ সম্পূর্ণ, পরিণত, শেষ।

**সমাপ্তি**—বিঃ সম্পূর্ণতা, অবসান, শেষ, পরিণতি।

**পরিসম্পৎ**—বিঃ ঋণপরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির সম্পত্তি, ঋণাদি পরিশোধে ব্যবহার করা যায় যে সম্পত্তি, [illegible]।

**পরিসর**—বিঃ বিস্তার, আয়তন, অবধি, প্রস্থ। [পরি+সৃ+অ]।

**পরিসাজ**—বিঃ গ্রন্থাদির মুদ্রণ বাঁধানো ইত্যাদির শোভা।

**পরিসীমা**—বিঃ অবধি, সীমা, ইয়ত্তা ; সমতল ক্ষেত্রের চতুর্দিকের সীমা, সমতল ক্ষেত্রের সীমাসূচক রেখা-সমূহের সমষ্টি, perimeter।

**পরিস্থিতি**—বিঃ চতুর্দিকের অবস্থা, পারিপার্শ্বিকতা। [পরি+স্থা+তি]।

**পরিস্ফুট**—বিণঃ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, বিশদ, সুস্পষ্ট, বিকশিত। [পরি+স্ফুট্+অ]।

**পরিস্রাবণ, পরিস্রুতি**—বিঃ ক্ষরণ, তরল পদার্থ চুয়াইয়া বা ছাঁকিয়া শোধন, filtration। [পরি+স্রু+ণিচ্+অন, পরি+স্রু+তি]। বিণঃ পরিস্রুত—ক্ষরিত, শোধিত।

**পরিহরণ**—বিঃ ত্যাগ, পরিহার, বর্জন। [পরি+হৃ+অন]। ক্রিঃ পরিহর—(পদ্যে) পরিহার কর। বিণঃ পরিহরণীয়, পরিহর্তব্য—বর্জনীয়, পরিহারযোগ্য।

**পরিহসনীয়**—বিণঃ পরিহাসযোগ্য।

**পরিহার**—বিঃ বর্জন, ত্যাগ ; উপেক্ষা।

**পরিহার্য**—বিণঃ বর্জনীয়, উপেক্ষণীয়।

**পরিহাস**—বিঃ ঠাট্টা, তামাশা, কৌতুক। বিণঃ পরিহাস্য—পরিহাসযোগ্য।

**পরিহিত**—বিণঃ যাহা পরিধান করা হইয়াছে (পরিহিত বস্ত্র), সজ্জিত। [পরি+ধা+ত]। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ পরিহিতা।

**পরী**—বিঃ পক্ষবিশিষ্টা উপদেবী-বিশেষ ; অপ্সরাতুল্য অতিসুন্দরী নারী। [ফা]। ডানাকাটা পরী—নিখুঁত সুন্দরী রমণী।

**পরীক্ষা**—বিঃ দোষগুণ অলমন্দ যোগ্যতা পরিমাণ যাথার্থ্য ইত্যাদির বিচার; ছাত্রের বিদ্যাবত্তা নির্ণয়; সত্যাসত্য নির্ণয় (সাক্ষীর পরীক্ষা); যাচাই (সোনা রত্নাদি পরীক্ষা); স্বরূপ বা উপাদান নির্ণয় (রোগ পরীক্ষা, রাসায়নিক পরীক্ষা); ব্যবহার দ্বারা গুণ বিচার (ভেলাটা পরীক্ষা করিয়া দেখ); ক্রিয়া দ্বারা ফল বা প্রকৃতি নির্ণয় (ভাগ্য পরীক্ষা)। [পরি+ঈক্ষ্+অ]। বিঃ বিণঃ **পরীক্ষক**—পরীক্ষাকারী। বিঃ **পরীক্ষণ**—পরীক্ষাকরণ। বিণঃ **পরীক্ষণীয়**—পরীক্ষার যোগ্য, বিচার্য, পরীক্ষা করিতে হইবে এমন। বিঃ **-গার**—পরীক্ষা দিবার বা পরীক্ষা করিবার স্থান; বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, laboratory। বিণঃ **-ধীন**—পরীক্ষাসাপেক্ষ, যাহার পরীক্ষা হইতেছে, পরীক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে এমন। বিণঃ **-র্থী**—পরীক্ষা দিতে চায় বা দিবে এমন। বিণঃ (স্ত্রী): **-র্থিনী**। বিণঃ **পরীক্ষিত**—যাহার পরীক্ষা হইয়াছে। বিণঃ **পরীক্ষোত্তীর্ণ**—পরীক্ষায় সফল হইয়াছে এমন।

**পরীক্ষিৎ**—বিঃ অভিমন্যু-উত্তরার পুত্র (ব্রহ্মশাপের ফলে তক্ষক দংশনে ইঁহার মৃত্যু হয়)।

**পরুষ**—বিণঃ কঠোর, কর্কশ, নিষ্ঠুর। [পৄ+উষ]। বিঃ -তা, -ত্ব, পারুষ্য।

**পরে**—ক্রি-বিণঃ অনন্তর, তাহার পর (পরে মেলায় গেলাম); পশ্চাতে, পিছনে (তিনি পরে আসছেন); উত্তরকালে, ভবিষ্যতে (পরে করবো বলে কাজ ফেলে রেখো না)।

**পরেশ**—বিঃ পরমেশ, জগদীশ্বর।

**পরেশনাথ**—পার্শ্বনাথ-এর চলিতরূপ।

**পরোক্ষ**—বিণঃ অপ্রত্যক্ষ অথচ জ্ঞাত; সাক্ষাৎ জ্ঞান নাই যাহার সম্বন্ধে (পরোক্ষ প্রমাণ); ইন্দ্রিয়াতীত, গৌণ।

**পরোটা**—পরটা-র রূপভেদ।

**পরোপকার**—বিঃ অন্যের উপকার বা মঙ্গল। বিণঃ -ক, **পরোপকারী**—যে পরের উপকার করে। বিণঃ (স্ত্রী): **পরোপকারিণী**। বিঃ **পরোপকারিতা**।

**পরোপকৃত**—(১) বিণঃ অন্যের দ্বারা উপকৃত। (২) বিঃ অন্যের উপকার।

**পরোপজীবী**—বিণঃ পরের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করে বা খাওয়া-পরার সংস্থান করে এমন, পরের গলগ্রহ।

**পরোপজীব্য**—বিণঃ পরনির্ভর।

**পরোয়া**—বিঃ ভয়, গ্রাহ্য, আশঙ্কা, ভাবনা (কুছ পরোয়া নেই)। [ফা]।

**পরোয়ানা**—পরওয়ানা-র রূপভেদ।

**পর্কটি, পর্কটী**—বিঃ পাকুড়, অশ্বত্থ জাতীয় গাছ।

**পর্জন্য**—বিঃ মেঘ; ইন্দ্র। [পৃষ্+অন্য]।

**পর্ণ**—বিঃ গাছের পাতা, পত্র (পর্ণশালা, পর্ণকুটীর); পান, তাম্বুল; পাখির পালক ও পক্ষ। বিঃ **-কুটীর, -শালা**—পাতা দিয়া ছাওয়া ঘর, কুঁড়েঘর ('শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর জনকের বালা/বসতি করেন তথা রচি পর্ণশালা।'—কৃত্তিবাস)। বিণঃ **-মোচী**—পাতা ঝরিয়া যায় এমন, পত্রত্যাগী। বিঃ **-শবরী**—বৌদ্ধ দেবীবিশেষ; দেবী দুর্গার নামবিশেষ। **পর্ণী**—(১) বিণঃ পত্রযুক্ত। (২) বিঃ বৃক্ষ।

**পর্ণিক**—বিঃ আনাজ শাকাদি উৎপাদনকারী ও তাহার ব্যবসায়ী।

**পর্দা, পরদা**—বিঃ যবনিকা, বস্ত্রাদির আবরণ (পর্দা ফেলা) ; আচ্ছাদন, আবরণ (চোখে পর্দা পড়া) ; অন্তঃপুর, অবরোধ, ঘোমটা (পর্দানশীন) ; সুরের ধাপ (চড়া পর্দায় গান) ; স্তর (এক পর্দা ময়লা) ; বাদ্যযন্ত্রের চাবি। [ফা]। বিণঃ **-নশিন, -নশীন**—অবরোধবাসিনী। বিঃ **-প্রথা**—নারীদিগকে অন্তঃপুরে রাখার রীতি।

**পর্পট**—বিঃ পাপর ; মিষ্টান্নবিশেষ ; ক্ষেতপাপড়া গাছ।

**পর্পটী**—বিঃ আয়ুর্বেদীয় ঔষধবিশেষ, পিঠাবিশেষ।

**পর্ব**—বিঃ উৎসব, পরব ; দেবতাবিশেষের পূজার জন্য বা ধর্মানুষ্ঠান পালনের জন্য নির্দিষ্ট দিন ; পার্বণ ; সংক্রান্তি অষ্টমী চতুর্দশী পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথি ; গ্রন্থি, গাঁট ; জোড়, সন্ধি ; পাব, দুই গাঁটের মধ্যবর্তী অংশ (আঙুলের পর্ব) ; বৃন্তের যে অংশ হইতে পত্র বাহির হয় ; গ্রন্থের অধ্যায় (প্রথম পর্ব)। বিঃ **-মধ্য**—দুই গাঁটের মধ্যবর্তী অংশ, পাব (ইক্ষুর পর্ব)।

**পর্বত**—বিঃ পাহাড়, গিরি, অচল, নগ, শৈল। বিঃ **-পতি, -রাজ**—হিমালয়। বিণঃ **-প্রমাণ**—পর্বতের ন্যায় বৃহৎ। বিঃ **-শিখর, -শৃঙ্গ**—পাহাড়ের চূড়া। বিঃ **-শ্রেণী**—পাহাড়ের সারি, গিরিমালা। বিণঃ **পর্বতীয়, পার্বত, পার্বতীয়,** (অশুদ্ধ) **পার্বত্য**—পর্বত-সম্বন্ধীয়, পর্বতে জাত, পর্বত-অঞ্চলের অধিবাসী।

**পর্বাস্ফোট**—বিঃ আঙুল মটকানো।

**পর্বাহ**—বিঃ পর্বদিন, উৎসবের দিন।

**পর্যঙ্ক**—বিঃ পালঙ্ক, বড় ও মূল্যবান খাট ; (ভূগোল) নদীর অববাহিকা।

**পর্যটক, পর্যাটক**—বিঃ বিণঃ ভ্রমণকারী।

**পর্যটন**—বিঃ ভ্রমণ।

**পর্যন্ত**—(১) অব্যঃ অবধি (জানু পর্যন্ত লম্বিত) ; অপি, ও (তিনি পর্যন্ত সভায় গেছেন)। (২) বিঃ সীমা, প্রান্ত (পর্যন্তদেশ)।

**পর্যবসান**—বিঃ সমাপ্তি, পরিণাম, শেষফল, পরিণতি। [পরি+অব+সো+অন]। বিণঃ **পর্যবসিত**—পরিণত, সমাপ্ত, রূপান্তরিত।

**পর্যবেক্ষণ**—বিঃ পরিদর্শন, অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্যকরণ, নিরীক্ষণ ; নৈসর্গিক বা প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য। [পরি+অব+ঈক্ষ্+অন]। বিঃ বিণঃ **পর্যবেক্ষক**—পরিদর্শক। বিণঃ **পর্যবেক্ষিত**। বিঃ **পর্যবেক্ষণিকা**—মানমন্দির।

**পর্যসন**—বিঃ দূরীকরণ, চতুর্দিকে নিক্ষেপ। [পরি+অস্+অন]।

**পর্যস্ত**—বিণঃ বিক্ষিপ্ত, দূরীকৃত, বিপর্যস্ত, উলটানো। [পরি+অস্+ত]। বিঃ **পর্যাস**।

**পর্যাকুল**—বিণঃ অতিশয় কাতর, দিশেহারা, পথভ্রান্ত। [পরি+আকুল]।

**পর্যাণ**—বিঃ জিন, অশ্ব ইত্যাদির পিঠের গদি বা আসন। [পরি+যা+অন]।

**পর্যাপ্ত**—বিণঃ প্রচুর, যথেষ্ট, প্রয়োজনের উপযুক্ত, পরিমিত ; সমর্থ। [পরি+আপ্+ত]। বিঃ **পর্যাপ্তি**—প্রাচুর্য, পরিমিততা, সামর্থ্য।

**পর্যাবৃত্ত**—বিণঃ পর্যায় অনুসারে সংঘটনশীল, periodic। বিঃ **পর্যাবৃত্তি**—পর্যায় বা ক্রম অনুসারে সংঘটনশীলতা।

**পর্যায়**—বিঃ পালা, আনুপূর্ব্য (পর্যায়ক্রমে); ক্রম (নব পর্যায়); বংশের প্রবর্তক হইতে পুরুষ পরম্পরাগত সন্তান সংখ্যা, বংশ-বৃত্তান্ত; সমার্থ বা সমনাম শব্দ, প্রতিশব্দ, synonym; চক্রবৎ-গতি, গ্রহাদির আবর্তন কাল। [পরি+ই+অ]।

**পর্যালোচন, পর্যালোচনা**—বিঃ সম্যক্ অনুশীলন আলোচনা বা বিচার। [পরি+আ+লোচি+অন, আ]। বিণঃ **পর্যালোচিত**।

**পর্যাস**—বিঃ উলটপালট, বিপর্যয়, পরিবর্তন, বিক্ষেপ। [পরি+অস্+অ]। বিণঃ **পর্যস্ত, পর্যাসিত**।

**পর্যুদস্ত**—বিণঃ সম্পূর্ণ পরাজিত; নিবারিত, নিষিদ্ধ। [পরি+উৎ+অস্+ত]।

**পর্যুদাস**—বিঃ সম্পূর্ণ পরাজয়, নিষেধ বা নিবারণ। [পরি+উৎ+অস্+অ]।

**পর্যুষিত**—বিণঃ বাসি, পূর্বদিনের।

**পর্যেষণ, পর্যেষণা**—বিঃ অন্বেষণ; গবেষণা। [পরি+এষণ,এষণা]।

**পর্শুকা**—বিঃ (জীববিদ্যা) পাঁজর।

**পর্ষদ, পর্ষৎ**—বিঃ পরিষদ, সভা, কার্যনির্বাহক বা পরিচালক সমিতি, board। [পৃষ্+অদ্]।

**পল**[১]—বিঃ ১/৬০ দণ্ড বা ২৪ সেকেণ্ড, ক্ষণকাল; ৪ তোলা ওজন; মাংস (পলান্ন); খড়।

**পল**[২]—বিঃ বস্তুর শিরতোলা পার্শ্বদেশ (পলকাটা, হীরার পল)। [ফা]।

**পলক**—বিঃ চোখের পাতা, নিমেষ, চোখের পাতা ফেলিতে যতটুকু সময় লাগে ('আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে দেখা দেয় মিলায় পলকে'—রবীন্দ্র। [ফা]। বিণঃ -হীন, -বিহীন, -রহিত—নির্নিমেষ, অপলক।

**পলকা**—বিঃ ভঙ্গুর, অস্থায়ী, দুর্বল, অদৃঢ়।

**পলটন, পল্টন**—বিঃ ফৌজ, সৈন্যদল, platoon।

**পলটি**—অস-ক্রিঃ (ব্রজ) পিছন ফিরিয়া।

**পলতা**—বিঃ পটোলের পাতা।

**পলতে**—পলিতা দ্রষ্টব্য।

**পলল**—বিঃ মাংস; পলি, পঙ্ক।

**পলস্তরা, পলস্তারা, পলেস্তারা**—বিঃ বালি চুন সুরকি সিমেণ্ট ইত্যাদি মিশ্রণের প্রলেপ, plaster।

**পলা**[১]—বিঃ প্রবাল, রত্নবিশেষ।

**পলা**[২]—বিঃ তৈলাদি তুলিবার জন্য লম্বা হাতলবিশিষ্ট ছোট বাটি।

**পলাগ্নি**—বিঃ পিত্ত।

**পলাঙ্গ**—বিঃ শুশুক, জলজন্তুবিশেষ।

**পলাণ্ডু**—বিঃ পিঁয়াজ।

**পলাতক**—বিণঃ পলায়ন করিয়াছে এমন, নিরুদ্দেশ, ফেরার। বিণঃ (স্ত্রী): **পলাতকা**।

**পলান, পলানো**—(১) ক্রিঃ পলায়ন করা। (২) বিঃ পলায়ন। **পালান-ও** দ্রষ্টব্য।

**পলান্ন**—বিঃ পলমিশ্রিত অর্থাৎ মাংসের সহিত পাক করা অন্ন, পোলাও।

**পলায়ন**—বিঃ ভয় ইত্যাদি কারণে প্রস্থান বা দৃষ্টির বাহিরে গমন, চম্পট, পলানো। বিণঃ **পলায়মান**—পলাইতেছে এমন। বিণঃ **পলায়িত**—পলাইয়াছে এমন, পলাতক। বিণঃ (স্ত্রী): **পলায়িতা**।

**পলাশ**—বিঃ ফুল বা গাছবিশেষ, কিংশুক ; ফুলের পাপড়ি (পদ্মপলাশ) ('রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে'—রবীন্দ্র)।

**পলি**—বিঃ নদী বা বন্যার ঘোলা জল হইতে থিতাইয়া পড়া নরম মাটির স্তর, নদী বাহিত মৃত্তিকা। বিণঃ -জ—পলি হইতে জাত, পাললিক।

**পলিত**—(১) বিঃ কেশের শুক্লতা। (২) বিণঃ সাদা, পাকা ; বৃদ্ধ। [পল্+ত]। বিণঃ -কেশ—বার্ধক্য-হেতু কেশ শুভ্র হইয়াছে এমন ; বৃদ্ধ।

**পলিতা**, (কথ্য) পলতে—বিঃ প্রদীপের সলিতা, বাতি। [ফা]।

**পলু**—বিঃ রেশমকীট, তুঁতপোকা।

**পলো**, পোলো—বিঃ মাছ ধরিবার বাঁশ-নির্মিত খাঁচাবিশেষ।

**পল্বল**—বিঃ ডোবা বিল ইত্যাদি ক্ষুদ্র জলাশয়। [পল্+বল]।

**পল্যঙ্ক**—বিঃ খাট, পালঙ্ক।

**পল্লব**—বিঃ পাতা, পত্র (চক্ষুপল্লব, বৃক্ষপল্লব) ; কিশলয়, নূতন পাতা ('শ্রাবণের বীণাপাণি মিলাল বর্ষণ-বাণী কদম্বের পল্লবে পল্লবে'—রবীন্দ্র) ; নবপত্রযুক্ত কাঁচা ডালের অগ্রভাগ। বিণঃ -গ্রাহী—নানা বিষয়ে অল্প এবং ভাসা ভাসা জ্ঞানসম্পন্ন। বিঃ -গ্রাহিতা। বিণঃ পল্লবিত—পল্লবমণ্ডিত ; বিস্তারিত, বাহুল্য-পূর্ণ, অতিরঞ্জিত (পল্লবিত বর্ণনা)।

**পল্লী**, পল্লি—বিঃ বসতি, পাড়া (ডোম পল্লী, গোপপল্লী) ; গ্রাম (পল্লী-মধু, পল্লী-প্রকৃতি)। বিঃ -গ্রাম—পাড়া-গাঁ। বিণঃ -বাসী—গ্রামবাসী।

**পশতু**, পশতো—বিঃ আফগানদিগের ভাষা।

**পশম**—বিঃ ভেড়া ইত্যাদি পশুর লোম, ঊর্ণা। [ফা]। বিঃ পশমিনা—পশমী কাপড়বিশেষ। বিণঃ পশমী—পশম দ্বারা প্রস্তুত।

**পশি**—(১) অস-ক্রিঃ প্রবেশ করিয়া। (২) ক্রিঃ প্রবেশ করিল।

**পশিল**—ক্রিঃ (পদ্যে) প্রবেশ করিল ('কৌশলে পশিল কলি নলের শরীরে')।

**পশু**—বিঃ প্রধানতঃ লাঙ্গুল বা লেজ এবং লোমযুক্ত চতুষ্পদ প্রাণী, জন্তু, জানোয়ার ; যজ্ঞের বলি ; পশুর তুল্য দুষ্টস্বভাব ও জ্ঞানহীন ব্যক্তি ; মদ্যমাংসবর্জনকারী শুদ্ধ সংযতাচারী তান্ত্রিক সাধক ; শিবের অনুচর, প্রমথ। বিঃ -ত্ব—পশুর ভাব ধর্ম বা আচরণ। বিঃ -ধর্ম—পশুর স্বাভাবিক বৃত্তি ; মৈথুন। বিণঃ -ধর্মা। বিঃ -পতি—শিব। বিঃ -রাজ—সিংহ। বিঃ -শালা—চিড়িয়াখানা।

**পশ্চাৎ**—(১) অব্যঃ ক্রি-বিণঃ পরে, পর (পশ্চাৎ আসিও, গমনের পশ্চাৎ) ; পিছনে (পশ্চাদ্ধাবন) ; পশ্চিমে। (২) পিছন, পৃষ্ঠদেশ (বিদ্যালয়ের পশ্চাতে) ; পশ্চাদ্ভাগ ('সম্মুখের বাণী নিক তোরে টানি পশ্চাতের কোলাহল হতে'—রবীন্দ্র) ; পরবর্তী কাল।

**পশ্চাত্তাপ**—বিঃ অনুতাপ।

**পশ্চাৎপদ**—বিণঃ (পিছনে) হটিয়া আসিয়াছে এমন, পিছ-পা।

**পশ্চাদ্গামী**—বিণঃ অনুসরণকারী।

**পশ্চাদ্ভূমি**—বিঃ পিছনের ভূমি বা জায়গা ; চিত্রের বা দৃশ্যের বৈশিষ্ট্য

প্রদানকারী দূরবর্তী অংশ, পটভূমিকা ; বন্দরের পশ্চাদ্‌বর্তী প্রদেশ।

**পশ্চার্ধ**—বিঃ নাভি হইতে পা পর্যন্ত দেহের অংশ, নিম্ন অর্ধ, অধমাঙ্গ, শেষার্ধ।

**পশ্চিম**—(১) বিঃ যে দিকে সূর্য অস্ত যায়, প্রতীচী ; ইউরোপ আমেরিকা ইত্যাদি দেশ ('পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার'—রবীন্দ্র)। (২) বিণঃ শেষ ; অনন্তর, পরে ; পশ্চিমে অবস্থিত।

**পশ্চিমা, পশ্চিমে**—(১) বিণঃ পশ্চিম দিকের (পশ্চিমে হাওয়া), পশ্চিম দেশীয়। (২) বিঃ পশ্চিমদেশের অধিবাসী।

**পশ্বাচার**—বিঃ পশুর তুল্য আচরণ ; শূদ্রাচারী তান্ত্রিক আচারবিশেষ। বিণঃ **পশ্বাচারী**।

**পশ্বাধম**—বিণঃ অত্যন্ত হীন প্রকৃতি।

**পষ্ট**—স্পষ্ট-এর চলিতরূপ।

**পসন্দ**—পছন্দ-এর রূপভেদ।

**পসরা, পশরা**—বিঃ বিক্রয় দ্রব্যের ঝুড়ি আধার বা বোঝা ; পণ্যসম্ভার, বেসাত ('জীবনে জীবন যোগ করা, না হলে ব্যর্থ হবে গানের পশরা'—রবীন্দ্র)।

**পসলা, পশলা**—বিঃ একবারের বর্ষণ।

**পসার**[১], **পশার**—বিঃ দোকান, পণ্যদ্রব্য।

**পসার**[২]—বিঃ প্রসার, প্রতিপত্তি, ব্যবসায়ে খ্যাতি, মক্কেল ক্রেতা ইত্যাদির প্রাচুর্য।

**পসারা**—বিঃ (কাব্যে) পণ্যসামগ্রী, বিক্রেয় দ্রব্যসম্ভার ('অনেক কড়ীর পসারা'—শ্রীকৃষ্ণ কীঃ।

**পসারি**[১]—ক্রিঃ (পদ্যে) প্রসারিত করিয়া, বাড়াইয়া।

**পসারী, পসারি**[২]—বিঃ দোকানদার, বিক্রেতা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **পসারিণী** ('পসারিণী, ওগো পসারিণী কেটেছে সকালবেলা হাটে হাটে লয়ে বিকি-কিনি'—রবীন্দ্র)।

**পসুরি, পসুরী**—বিঃ বিণঃ পাঁচ সের ওজন বা ওজনের।

**পস্তান, পস্তানো**—(১) ক্রিঃ আপসোস বা অনুশোচনা করা, পশ্চাত্তাপ পাওয়া। (২) বিঃ উক্ত উভয় অর্থে। বিঃ **পস্তানি**—অনুতাপ, আপসোস।

**পহর**—প্রহর-এর কোমল ও চলিতরূপ।

**পহিল**—বিণঃ প্রথম, নবীন। ক্রি-বিণঃ (ব্রজ) **পহিল, -হি**—প্রথমে, প্রথমেই, পূর্বে ('আন্ধল প্রেম পহিল নাহি জানলুঁ'—গোঃ দাঃ)।

**পহু, পহুঁ**—(১) বিঃ প্রভু ('যাহা পহু অরুণ চরণে চলি যাত'—গোঃ দাঃ)। (২) ক্রি-বিণঃ পুনরায়।

**পহেলা**—(১) বিঃ মাসের প্রথম তারিখ, পয়লা। (২) বিণঃ প্রথম, সেরা ; (৩) ক্রি-বিণঃ প্রথমে, আগে।

**পহ্লব**—বিঃ প্রাচীন পারসীক জাতি-বিশেষ। [ফা]। **পহ্লবী**—(১) বিঃ পহ্লবদিগের ভাষা, পর্দাবিশেষ। (২) বিণঃ পহ্লব-সম্বন্ধীয়।

**পা**[১]—বিঃ পদ, চরণ, পায়ের পাতা, ঊরু হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত দেহাংশ ; অবলম্বন ; পায়া। বিণঃ **পা-চাটা**—হীন চাটুকার। ক্রিঃ **পা চাটা**—হীনভাবে তোষামোদ করা। ক্রিঃ **পা চালানো**—দ্রুত চলা। **পা ধুয়েও না আসা**—ঘৃণার সহিত সর্বতোভাবে বর্জন করা। ক্রি-বিণঃ **পায়-পায়, পায়ে-পায়ে**—ধীরে হাঁটিতে হাঁটিতে, প্রতিপদে। ক্রিঃ **পা বাড়ানো**—যাইতে

প্রস্তুত বা উদ্যত হওয়া। ক্রিঃ পায়ে ঠেলা—অবহেলা করা (পাতকী বলিয়া কি গো পায়ে ঠেলা ভাল হয়)। ক্রিঃ পায়ে ধরা—অতিশয় অনুরোধ করা। পায়ের উপর পা দিয়ে থাকা—অত্যন্ত আরাম ও বিলাসের মধ্যে থাকা। বিণঃ পায়া-ভারী—পদগৌরবে অহঙ্কারী। ক্রিঃ পায়ে রাখা—অনুগ্রহ বা কৃপা করা, আশ্রয় দেওয়া। ক্রিঃ পায়ে হাত দেওয়া—প্রণাম করা।

পা'—বিঃ স্বরগ্রামের পঞ্চমস্বরের সংকেত।

পাই—বিঃ এক পয়সার ১/৪ অংশ, সিকি ভাগ; মুদ্রাবিশেষ (পাই পয়সা)।

পাইক—বিঃ পদাতিক সৈনিক, পেয়াদা।

পাইকার—বিঃ যে দোকনদার অনেক জিনিস কিনিয়া খুচরা বেচে, একসংগে অনেক জিনিস ক্রয়বিক্রয়কারী, ফেরিওয়ালা। [ফা]। বিণঃ পাইকারী—পাইকার যে দরে ক্রয় বিক্রয় করে তৎ-সম্বন্ধীয়, একসংগে অনেক জিনিস ক্রয় বিক্রয় করে এমন (পাইকারী ব্যবসায়ী), সমষ্টিগতভাবে বা থোক ধরা হইয়াছে এমন।

পাইন—পান-এর ভিন্নরূপ।

পাইপ—বিঃ নল, pipe।

পাউডার—বিঃ গুঁড়া, চূর্ণ; গায়ে মুখে মাখিবার গুঁড়াবিশেষ; গুঁড়া ডাক্তারী ঔষধ, powder।

পাউন্ড—বিঃ প্রায় আধসের ওজন; ইংলন্ডীয় মুদ্রাবিশেষ, pound।

পাউরুটি, পাঁউরুটি—বিঃ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে তৈয়ারি ফাঁপা রুটি।

পাওনা—(১) বিণঃ প্রাপ্য (পাওনা জিনিস)। (২) বিঃ প্রাপ্য অর্থ দ্রব্যাদি, লাভ, প্রাপ্তি। [পা+অনা]। বিঃ -গন্ডা—প্রাপ্য অর্থ। বিঃ -দার—যে টাকা পাইবে, মহাজন, উত্তমর্ণ।

পাওয়া—(১) ক্রিঃ প্রাপ্ত হওয়া, মেলা (মাহিনা পাওয়া, উত্তর পাওয়া); আয় করা, লাভ করা (টাকা পাওয়া, পড়ে পাওয়া); উপায়যুক্ত হওয়া, পারা (দেখিতে পাওয়া, খাইতে পাওয়া); উদ্রেক বা অনুভূতি হওয়া (হাসি পাওয়া, ঘুম পাওয়া); বোধ করা, ভোগ করা, অনুভব করা (ব্যথা পাওয়া, আরাম পাওয়া, কষ্ট পাওয়া); গ্রস্ত হওয়া, অধিষ্ঠান করা (পেত্নীতে পাওয়া); ঠাওরানো, জানা (ছেলেমানুষ পাওয়া)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ লব্ধ, প্রাপ্ত। ক্রিঃ -ন, -নো—প্রাপিত করা, পাইয়ে দেওয়া, লাভ করানো, বোধ করানো, অনুভব করানো।

পাংশন—বিণঃ যে কলঙ্কিত করে, দূষক (কুলপাংশন)।

পাংশু—বিঃ ছাই, পাঁশ, ধুলো; কলঙ্ক, দোষ। [পশ্, পন্স্+উ]। -ল—(১) বিঃ শিব। (২) বিণঃ ধূলিপূর্ণ; কলঙ্কিত, দুষ্ট, পাপিষ্ঠ। (স্ত্রী)ঃ -লা—(১) বিঃ কুলটা, রজস্বলা রমণী; পৃথিবী। (২) বিণঃ ধূলিপূর্ণা; পাপাসক্তা, দুশ্চরিত্রা। -বর্ণ—(১) বিঃ ধুলোর বর্ণ। (২) বিণঃ ছাই বা ধুলোর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, ফেকাসে, মলিন। বিণঃ -মুখ—শুষ্ক মুখ, মলিন বা বিষণ্ণ বদন; বিবর্ণমুখ।

পাইজ—পাঁজ-এর অপ্রচলিতরূপ।

পাইজোর—পাঁয়জোর দ্রষ্টব্য।

**পাইট, পাঁট**—বিঃ তরল পদার্থের পরিমাণবিশেষ, বার আউন্স বা ১/৮ গ্যালন বা প্রায় পাঁচ ছটাক পরিমাণ, pint।

**পাঁক**—বিঃ পচা কাদা, কাদা।

**পাঁকাটি**—পাকাটি-র প্রচলিতরূপ।

**পাঁকাল**—বিঃ মৎস্যবিশেষ।

**পাঁকুই**—বিঃ আঙুলের হাজা রোগ।

**পাঁচ**—বিঃ বিণঃ পাঁচ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ বিণঃ **-ই, পাঁচুই**—মাসের পাঁচ তারিখ বা তারিখের, মাসের পঞ্চম দিবস বা দিবসের। **পাঁচ আঙুলে ঘি**—প্রচুর ঐশ্বর্যবিশিষ্ট। বিঃ **পাঁচ কথা**—কটুবাক্য, নানাপ্রকার কথা। ক্রিঃ **পাঁচ কান করা**—জানাজানি করা। বিঃ **-চুলা, -চুলো**—বিশ্রী অসমান করিয়া চুল ছাঁটা। বিঃ **-জন**—জনসাধারণ, লোকজন। বিঃ **-ফোড়ন**—রন্ধনে ব্যবহৃত জিরা কালজিরা মেথি মৌরী রাঁধনি—এই পাঁচ রকমের মিশ্রিত মসলা। বিণঃ **-মিশলী, -মিশালী, -মিশুলী**—কয়েক প্রকার দ্রব্যের মিশ্রণজাত।

**পাঁচড়া**—বিঃ খোস, চুলকানি জাতীয় চর্মরোগ।

**পাঁচন**—বিঃ কয়েক প্রকার গাছ গাছড়া সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ।

**পাঁচনবাড়ি, পাঁচনি**—পাচনবাড়ি দ্রষ্টব্য।

**পাঁচালি, পাঁচালী**—বিঃ গীতিকাব্য বা গানবিশেষ।

**পাঁচি**—বিণঃ পাঁচ হাত পরিমিত; ছোট।

**পাঁচিল**—বিঃ প্রাচীর, দেওয়াল।

**পাঁজ** বিঃ পেঁজা তুলার বাতি নল বা গোছ যাহা হইতে সুতা কাটে।

**পাঁজর, পাঁজরা**—বিঃ বুকের ও পাশের হাড়, পঞ্জর।

**পাঁজা[১]**—বিঃ পুড়াইবার জন্য ইটের স্তূপ, ইট পুড়াইবার ভাটি বা চুলা।

**পাঁজা[২]**—বিঃ রাশি, গুচ্ছ (এক পাঁজা বাসন)।

**পাঁজা[৩]**—বিঃ তুলিবার জন্য কাঁধ ও উরুর নীচে দুই হস্ত স্থাপন (পাঁজা করে ধরা)। [ফা]। বিণঃ **-কোলা**—কাঁধ ও উরুর নীচে দুই হস্ত দিয়া আঁকড়াইয়া কোলের কাছে ধারণ।

**পাঁজি**—বিঃ পঞ্জিকা, যে গ্রন্থে শুভদিন পর্বদিন তিথির উল্লেখ থাকে। বিঃ **-পুঁথি**—শাস্ত্রগ্রন্থাদি।

**পাঁট**—**পাইট** দ্রষ্টব্য।

**পাঁটা, পাঁঠা**—বিঃ ছাগল; (ব্যঙ্গে) বোকা, বুদ্ধিহীন ব্যক্তি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **পাঁঠী**।

**পাঁড়**—বিণঃ অত্যন্ত, পাকা, সম্পূর্ণ (পাঁড় মাতাল)।

**পাঁড়ে**—বিঃ পশ্চিমা ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ।

**পাঁতি**—বিঃ পঙ্‌ক্তি, সারি; শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাপত্র (পাঁতি দেওয়া); ধরণ; চিঠি।

**পাঁদাড়**—বিঃ বাড়ির পিছনদিকের, জঙ্গালপূর্ণ নোংরা জায়গা।

**পাঁপর[১]**—বিঃ ডালবাটা মশলা ইত্যাদি মিশাইয়া প্রস্তুত পাতলা রুটি।

**পাঁপর[২]**—বিঃ নিঃস্ব লোক যাহার মকদ্দমা সরকারী ব্যয়ে হয়, pauper।

**পায়জোর**—বিঃ নূপুরবিশেষ। [হি]।

**পায়তারা**—বিঃ কাজের আগে আস্ফালন, কুস্তি ইত্যাদিতে আক্রমণের উদ্যোগসূচক পদক্ষেপভঙ্গী।

**পাঁশ**—বিঃ ছাই, ছাই-এর তুল্য তুচ্ছ পদার্থ। বিণঃ **পাঁশুটে**—ছাইরঙের, ফেকাসে, বিবর্ণ।

**পাক১**—বিঃ রন্ধন (পাকপাত্র) ; হজম ; অগ্নিতাপে প্রস্তুতকরণ ; পরিণতি ; পক্কতা (আমে পাক ধরেছে) ; শুভ্রতা, শুক্লতা (চুলে পাক ধরা)। বিঃ **-শালা**—রান্নাঘর। বিঃ **-চক্র**—ঘটনাচক্র, কর্মবিপাক, চক্রান্ত। বিঃ **-যন্ত্র, -স্থলী**—উদরের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যাদি যে অংশে গিয়া হজম হয়, খাদ্য জীর্ণ করিবার যন্ত্রবিশেষ, পাকাশয়। বিঃ **-স্থালী, -পাত্র**—রন্ধনপাত্র। বিঃ **-স্পর্শ**—বউভাত, হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠানের অঙ্গবিশেষ যাহাতে বরের আত্মীয়স্বজন নববধূর ছোঁয়া ভাত খায়।

**পাক২**—বিঃ মোচড়, মোড়া (মোচে পাক দেওয়া) ; ঘূর্ণন, প্রদক্ষিণ, পরিভ্রমণ (পাক খেয়ে পড়া, সাতপাক) ; পেঁচ (জিলিপির পাক) ; চক্রান্ত, ফাঁদ (পাকে ফেলা)। বিঃ **-দণ্ডী**—যে পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া গিয়াছে। বিঃ **-চক্র, -প্রকার**—দৈবঘটনা, ঘটনাচক্র, কলাকৌশল।

**পাক৩**—বিঃ অসুরবিশেষ। বিঃ **-শাসন**—পাক নামক অসুর নিধনকারী, ইন্দ্র। বিঃ **-শাসনি**—ইন্দ্রপুত্র, অর্জুন।

**পাক৪**—বিণঃ পবিত্র। [ফা]।

**পাকড়, পাকড়াও১**—বিঃ ধৃতকরণ, গ্রেপ্তারকরণ ; সবলে বা আগ্রহ সহকারে ধৃতকরণ। ক্রিঃ **পাকড়ান, পাকড়ানো**—ধরা, গ্রেপ্তার করা।

**পাকড়াও২**—ক্রিঃ ধর, গ্রেপ্তার কর।

**পাকন**—বিঃ (আঞ্চ) পরিপক্ক হওন ; শুভ্র হওন।

**পাকসান, পাকসানো**—ক্রিঃ ঘোরা ; মাড়ী দিয়া চিবানো ; (পদ্যে) রক্তবর্ণ করা।

**পাকশাসন**—পাক৩ দ্রষ্টব্য।

**পাকসাট**—পাখসাট দ্রষ্টব্য।

**পাকা**—(১) ক্রিঃ পক্ক বা পরিণত হওয়া (ফল পাকা, বুদ্ধি পাকা) ; সাদা হওয়া (চুল পাকা) ; নিপুণ, অভিজ্ঞ বা ঝানু হওয়া (কাজে পাকা)। (২) বিঃ উক্ত অর্থসমূহে। (৩) বিণঃ অভিজ্ঞ, নিপুণ (পাকা হাত) ; পরিণত, পরিপক্ক (পাকা আম, পাকা বুদ্ধি) ; পোড়ানো (পাকা ইট) ; ইট পাথর ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারি (পাকা রাস্তা, পাকা ছাদ) ; পূর্ণ, পুরোপুরি (পাকা এক কিলোগ্রাম) ; স্থায়ী, অপরিবর্তনীয়, প্রতিশ্রুতিপূর্ণ (পাকা কথা) ; খাঁটি, অমিশ্র (পাকা সোনা) ; অনেক দুঃখকষ্ট শ্রম সহ্য করিয়া শক্ত হইয়াছে এমন (পাকা হাড়) ; আইন অনুসারে নিষ্পন্ন (পাকা দলিল) ; অভ্যাসের ফলে শৃঙ্খলাযুক্ত (পাকা লেখা) ; ঠিক পরিমাণ (পাকা ওজন) ; মজবুত, স্থায়ী (পাকা শরীর, পাকা রঙ)। ক্রিঃ **পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়া যাওয়া**—নিষ্পন্ন হইবার মুখে কোন কাজ পণ্ড হওয়া। বিঃ **পাকা দেখা**—পাত্র ও পাত্রীকে নির্বাচন শেষে আশীর্বাদকরণ ও বিবাহ স্থিরকরণ। **পাকা ধানে মই**—সুসম্পন্ন বা সিদ্ধপ্রায় উদ্দেশ্য ব্যর্থ। ক্রিঃ **-ন, -নো**—পক্ক করা। বিণঃ **-পাকি**—নির্ধারিত, স্থিরীকৃত। বিণঃ **-পোক্ত**—দৃঢ় ;

কায়েমী। পাকা মাথা—প্রবীণ বা বৃদ্ধ ব্যক্তির বুদ্ধি। পাকা মাথায় বা চুলে সিঁদুর পরা—বৃদ্ধা বয়সে সধবা থাকা। বিঃ -পনা, -মি, -মো, -মি—জেঠামি, অল্প বয়সে বৃদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় কথা ও ব্যবহার।

পাকাটি, পাঁকাটি—বিঃ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত পাট গাছের শুকনা ডাঁটা।

পাকাটে—বিণঃ অতিকৃশ, অকালপক্ব।

পাকান[১], পাকানো—(১) ক্রিঃ পাক দেওয়া, মোচড়ানো (দড়ি পাকানো); জটিল করা (জট পাকানো); গোলাকার করা (গোলা পাকানো); অনেকে মিলিয়া দল বাঁধার চেষ্টা (জটলা পাকানো)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থসমূহে।

পাকান[২], পাকানো—পাকা দ্রষ্টব্য।

পাকাশয়—বিঃ পাকস্থলী, উদর। বিণঃ পাকাশয়িক—পাকাশয়-সম্বন্ধীয়।

পাকিস্তান, (অশুদ্ধ) পাকিস্থান—বিঃ ভারতবর্ষ ভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ সিন্ধু পশ্চিমপঞ্জাব বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ লইয়া গঠিত রাষ্ট্র (১৯৭১ সালে বিদ্রোহ ও যুদ্ধের ফলে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমানে বাংলাদেশ নাম গ্রহণ করিয়া স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে)।

পাকী—বিণঃ যে ওজনে ৮০ তোলায় একসের ধরা হয়।

পাকুড়—বিঃ পর্কটি, অশ্বত্থজাতীয় বৃক্ষ।

পাকেচক্রে, পাকেপ্রকারে—পাক[১] দ্রষ্টব্য।

পাকোয়ান—বিঃ ঘি-এ ভাজা খাবার।

পাক্কা—পাকা-র রূপভেদ।

পাক্ষিক—(১) বিণঃ একপক্ষ অর্ধমাস বা ১৫ দিন অন্তর হয় এমন। (২) বিঃ প্রতি পক্ষে প্রকাশিত হয় এমন সাময়িক পত্র।

পাখ, পাখনা—বিঃ পাখী, ফড়িং, মাছ প্রভৃতির ডানা বা পাখা।

পাখলা—ক্রিঃ ধোয়া, প্রক্ষালন করা। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ রগড়াইয়া ধোয়া। (২) বিঃ, বিণঃ ধৌত করা হইয়াছে এমন; প্রক্ষালন।

পাখসাট—বিঃ পাখীর ডানার ঝাপ্টা।

পাখা—বিঃ ডানা, পক্ষ; পালক; ব্যজনী, বাতাস করার যন্ত্র। পাখা উঠা—ডানা গজানো।

পাখালা—পাখলা দ্রষ্টব্য।

পাখি, পাখী—বিঃ বিহঙ্গ, পক্ষী; খড়খড়ির পাতলা কাঠ; চরকার ধুরো-সংলগ্ন বাঁশ বা কাঠের দণ্ড; চাকার শিক বা দণ্ড। ক্রিঃ পাখি পড়ানো—উপলব্ধি না করাইয়া শুধু মুখস্থ করানো। পাখির প্রাণ—ক্ষীণজীবী।

পাখোয়াজ—(১) বিঃ একরকম ঢোল বা মৃদঙ্গ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। (২) বিণঃ (কথ্য) অকালপক্ব, ডেঁপো (পাখোয়াজ ছেলে)। বিঃ বিণঃ পাখোয়াজী—পাখোয়াজ বাজায় এমন, পাখোয়াজের মত।

পাগ, পাগড়ি, পাগড়ী—বিঃ মাথায় জড়ানো বা জড়াইবার কাপড়, উষ্ণীষ।

পাগল—বিণঃ বিঃ উন্মাদ, খেপা, মাথা-খারাপ, মত্ত ('আমি পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি'—রবীন্দ্র)। (স্ত্রী): পাগলী, পাগলিনী। বিণঃ বিঃ পাগলা—(তুচ্ছার্থে বা আদরে) পাগল; অবুঝ, অবোধ। (স্ত্রী): পাগলী। বিণঃ পাগলাটে—প্রায়

পাগল, পাগলের মত, ছিটগ্রস্ত। বিঃ পাগলামি, পাগলাম, পাগলামো—পাগলের মত ভাব বা আচরণ, খেপামি। পাগলা ঝোরা—যে ঝরণা সদা মত্তবেগে ঝরিয়া পড়ে।

**পাঙ্‌ক্তেয়**—বিণঃ এক পঙ্‌ক্তি বা সারিতে স্থান পাইবার যোগ্য, একত্র বসিয়া আহারাদি করা চলে এমন, সমশ্রেণীর।

**পাঙ্গাশ, পাঙাশ**—(১) বিঃ আঁশ-বিহীন মৎস্যবিশেষ। (২) বিণঃ পাংশুবর্ণ, ফ্যাকাশে।

**পাচক**—(১) বিঃ রান্না করে যে, রাঁধুনি, সূপকার। (২) বিণঃ যাহা হজম করায় এমন, হজমী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ পাচিকা—রন্ধনকারিণী। বিঃ -রস—পাকস্থলীর একরকম রস যাহা হজম করায়, gastric juice।

**পাচন**—(১) বিঃ পাঁচন। (২) বিণঃ হজমী, পাচক। [পচ্‌+ণিচ্‌+অন]। বিঃ -যন্ত্র—পরিপাক-যন্ত্র, digestive organ।

**পাচনবাড়ি, পাচনি**—বিঃ গোরু তাড়াইবার ছোট লাঠি।

**পাচার**—বিঃ গোপনে অপসারণ; খতম, সাবাড়।

**পাচিল**—বিঃ পাঁচিল, প্রাচীর।

**পাচ্য**—বিণঃ পরিপাকযোগ্য, রন্ধনযোগ্য। [পচ্‌+য]।

**পাছ**—বিঃ পিছন। বিঃ -দুয়ার—পিছনের দরজা, খিড়কি। বিঃ পাছে—পশ্চাতে; 'যদি' বা 'এইভয়ে' অর্থে বাক্যের গোড়ায় ব্যবহৃত হয় ('পাছে লোকে কিছু বলে'—কাঃ রাঃ)।

**পাছড়ান, পাছড়ানো**—(১) ক্রিঃ কুলা দিয়া শস্যাদি ঝাড়া বাছা; পাছড়াইয়া ধরা, পিছন দিক হইতে জাপটাইয়া ধরা, কাবু করিয়া ফেলা। (২) বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**পাছা**—বিঃ পশ্চাদ্দেশ, নিতম্ব। বিণঃ -পেড়ে—যাহার তিনটি পাড়ের একটি পাছার উপর দিয়া যায় এমন।

**পাছাড়**—বিঃ পিছনদিক হইতে জাপটাইয়া ধরিয়া মাটিতে ফেলা।

**পাছু**—(১) বিঃ পশ্চাৎ, পিছনদিক। (২) ক্রি-বিণঃ পশ্চাৎ দিক হইতে; পশ্চাৎ দিকে; পরে, অবশেষে। পাছু লাগা—বিরক্ত করা। পাছু নেওয়া বা লওয়া—অনুসরণ করা।

**পাজামা**—পায়জামা-র রূপভেদ।

**পাজি, পাজী**—বিণঃ দুষ্ট, বদমাশ, নচ্ছার। [ফা]। পাজীর পা ঝাড়া—অত্যন্ত দুষ্ট, নিতান্ত পাজি।

**পাঞ্চজন্য**—বিঃ পঞ্চজন নামক অসুরের অস্থি হইতে নির্মিত শ্রীকৃষ্ণের বিখ্যাত শঙ্খ।

**পাঞ্চবার্ষিক**—বিণঃ পাঁচ বৎসর স্থায়ী, পাঁচ বছরের বা পাঁচ বছর ব্যাপিয়া।

**পাঞ্চভৌতিক**—বিণঃ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন; পঞ্চভূত-সংক্রান্ত।

**পাঞ্চাল**—(১) বিণঃ পঞ্চাল দেশ-সংক্রান্ত। (২) বিঃ পঞ্চাল দেশ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ পাঞ্চালী—পাঞ্চাল রাজ-কন্যা, দ্রৌপদী; কাঠের তৈয়ারি পুতুল।

**পাঞ্জা**—বিঃ করতল, থাবা; সীলমোহর বা স্বাক্ষরস্বরূপ করতলের ছাপ। [ফা]। ক্রিঃ পাঞ্জা করা বা লড়া—পরস্পরের করতল ও পাঁচ আঙ্গুলে চাপ দিয়া শক্তি পরীক্ষা করা।

**পাঞ্জাব, পাঞ্জাবী**—যথাক্রমে পঞ্জাব ও পঞ্জাবী-র রূপভেদ।

**পাট**[১]—বিঃ ছোট চারাগাছবিশেষ যাহার আঁশ হইতে দড়ি, চট, কাপড় ইত্যাদি হয় (পাটের চাষ) ; পাট গাছের আঁশ, jute ; (পাটের দড়ি) ; রেশম, পট্ট কোষের ; ভাঁজ, স্তর (জামার পাট) ; ধাপ, পাটা, তক্তা (ধোপার পাট) ; পিঁড়ি ; সিংহাসন ; অস্তাচল ; তীর্থস্থান (পাটবাড়ী, শ্রীপাট বৃন্দাবন)।

**পাট**[২]—বিঃ পারিপাট্য সাধন ; লেপা, মাজা ধোয়া প্রভৃতি দ্বারা গৃহের নিত্যকর্মকরণ ; ব্যবস্থা, চলন, প্রথা (বাড়ীতে চায়ের পাট)।

**পাট**[৩]—বিঃ পাতকুয়ার ভিতরের পোড়া-মাটির চাক বা ঘের।

**পাট**[৪]—বিঃ নাটকে পাত্র-পাত্রীদের বক্তব্য অংশ (যাত্রাদলে পাট করা)।

**পাটকিলে**—বিণঃ পাটকেল বা ইটের মত রঙ্ বা রঙের ; ফিকে লাল।

**পাটকেল**—বিঃ ইটের টুকরা। **ঢিলটি মারিলে পাটকেলটি খাইতে হয়**—যেমন কর্ম তেমনি ফল।

**পাটন**—বিঃ বন্দর, নগর, জনবসতি ; বাণিজ্য।

**পাটনাই**—বিণঃ পাটনাতে উৎপন্ন (পাট-নাই মটর) ; পাটনা-সম্বন্ধীয়।

**পাটনী, পাটুনি**—বিঃ খেয়াঘাটের মাঝি ; পারঘাটার ঠিকাদার।

**পাটব**—বিঃ পটুতা। [পটু+অ]।

**পাটরাণী**—বিঃ প্রধানা মহিষী যিনি রাজার পাশে সিংহাসনে বসিবার অধিকারিণী।

**পাটল**—(১) বিণঃ পাটকিলে ; গোলাপী। (২) বিঃ পারুল ফুল ও গাছ। **পাটলা, পাটলি, পাটলী**—পাটল-এর রূপভেদ মাত্র।

**পাটলিপুত্র**—বিঃ পাটনার প্রাচীন নাম, প্রাচীন মগধের রাজধানী।

**পাটা**—বিঃ তক্তা, চওড়া শক্ত পিঁড়ির মত জিনিস। বিঃ **-তন**—কাঠের তক্তার মেঝে বা মঞ্চ ; নৌকা ও জাহাজের কাঠের মেঝে, ডেক, deck।

**পাটালি**—বিঃ শুকনা জমানো গুড়ের পাটা, বরফি বা তক্তি।

**পাটি**[১], **পাটী**—বিঃ সারি, শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি (এক পাটি দাঁত) ; জোড়ার একটি (এক পাটি জুতা) ; গণিতে সংখ্যা দ্বারা হিসাব ; গৃহকর্ম।

**পাটি**[২]—বিঃ মাদুরবিশেষ, জলজ তৃণ হইতে তৈয়ারি (শীতল পাটি)।

**পাটিসাপ্‌টা**—বিঃ পিঠাবিশেষ।

**পাটীগণিত, পাটিগণিত**—বিঃ সংখ্যা-গণিত, সংখ্যা দ্বারা অঙ্কের হিসাব পদ্ধতি, arithmetic।

**পাটেশ্বরী**—বিঃ প্রধানা মহিষী, পাট-রাণী।

**পাটোয়ার**—(১) বিঃ খাজনা আদায়-কারী কর্মচারী ; মালা বা হার প্রস্তুতকারী। (২) বিণঃ খুব হিসাবী। বিণঃ **পাটোয়ারী**—কূট-কৌশলী ; অতি হিসাবী ; পাটোয়ার-সুলভ।

**পাট্টা**—বিঃ জমির অধিকার বা মালিকানা-বিষয়ক দলিল ; জমির ক্রয় বিক্রয় বা পত্তনি-সংক্রান্ত দলিল ; ভাঁজ, পাট, কাপড়ের জোড় (দোপাট্টা) ; ঘন, চাপ (গালপাট্টা)।

**পাঠ**—বিঃ অধ্যয়ন, পঠন ; আবৃত্তি, উচ্চস্বরে পড়া ; পড়ার বিষয় বা ভাগ (পাঠ দেওয়া বা নেওয়া) ; রচনার বিকল্প বা বিভিন্ন রূপ (পাঠান্তর) ; চিঠির আরম্ভিক

সম্ভাষণ। বিণঃ বিঃ -ক—যে পড়ে বা আবৃত্তি করে; কথক; পুরাণ বা অন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠকারী; ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ; বিদ্যার্থী। (স্ত্রী): পাঠিকা। বিঃ -গ্রহণ—শিক্ষালাভ। বিঃ -মন্দির—বিদ্যালয়, পড়ার ঘর। বিঃ -শালা—বিদ্যালয়; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

পাঠন, পাঠনা—বিঃ শিক্ষাদান, অধ্যাপনা, পড়ানো। [পঠ্+ণিচ্+অন (+ আ)]। বিণঃ বিঃ পাঠক—পাঠ দ্রষ্টব্য; শিক্ষক, অধ্যাপক, পাঠনকারী। (স্ত্রী): পাঠিকা।

পাঠান১—বিঃ আফগান জাতিবিশেষ।

পাঠান২, পাঠানো—(১) ক্রিঃ প্রেরণ করা। (২) বিঃ বিণঃ প্রেরণ করা হইয়াছে এমন, প্রেরিত। ক্রিঃ ডেকে পাঠানো—লোক পাঠাইয়া ডাকানো। ক্রিঃ বলে পাঠানো—লোক-মারফত সংবাদ দেওয়া।

পাঠান্তর—বিঃ লিখিত বিষয়ের ভিন্ন রূপ।

পাঠাভ্যাস—বিঃ পড়িয়া আয়ত্তকরণ।

পাঠার্থী—বিণঃ বিঃ বিদ্যার্থী, যে পড়িতে চায় এমন।

পাঠিকা—পাঠ ও পাঠন দ্রষ্টব্য।

পাঠী—বিণঃ যে পড়ে এমন, পাঠকারী, ছাত্র (সহপাঠী)। (স্ত্রী): পাঠিনী।

পাঠ্য—বিণঃ পড়িবার যোগ্য; পাঠ করিতে হইবে এমন (পাঠ্য বিষয়)।

পাঠ্যাবস্থা—বিঃ পঠদ্দশা, ছাত্রাবস্থা, ছাত্রজীবন।

পাড়১—বিঃ নদী, পুকুর, খাল প্রভৃতির কিনারা; তীর; জমির আলি।

পাড়২—বিঃ কাপড়ের রঙিন ধার বা কিনারা।

পাড়৩—বিঃ মুষল বা পায়ের প্রবল আঘাত (উদূখল বা ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া); ঐরূপ আঘাত বা চাপের ফলে (ঢেঁকির বা মুষলের) পতন (পাড়-পড়া)।

পাড়৪—বিঃ খুঁটির মাথায় লম্বা কাঠ বাঁশ ইত্যাদি যাহার উপরে ঘরের চাল থাকে।

পাড়া১—(১) ক্রিঃ বৃন্তচ্যুত করিয়া নামানো, পাতিত করা (ফল বা পাতা পাড়া); প্রসব করা (ডিম পাড়া); উত্থাপন করা (কথা পাড়া); উচ্চৈঃস্বরে বলা (ডাক পাড়া); ভূপাতিত করা (এক আঘাতে পাড়া); নামানো (তাক হইতে পাড়া)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ অপরকে দিয়া পাড়া (আম পাড়ানো, কথা পাড়ানো); পাইয়ে দেওয়া বা প্রবৃত্ত করা (ঘুম পাড়ানো)। (২) বিঃ বিণঃ ঐ অর্থে। বিণঃ পাড়ানী, পাড়ানি, পাড়ানিয়া—যাহা পাড়ায় বা যোগায় এমন।

পাড়া২—বিঃ পাশাপাশি বাস করে এমন কতক লোকের বাসস্থান, পল্লী, মহল্লা (কামার পাড়া)। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী) -কুঁদুলী—পাড়ায় ঘুরিয়া যে মেয়ে ঝগড়া করে। বিঃ -গাঁ—অনুন্নত পল্লীগ্রাম। বিণঃ -গেঁয়ে—গ্রাম্য, পাড়াগাঁয়ের বা পাড়াগাঁয়ের ভাবাপন্ন। বিঃ -পড়শী—এক পাড়ার বাসিন্দা, প্রতিবেশী।

পাড়ি—বিঃ এক পার হইতে অন্য পারে গমন; উক্ত পার হওয়ার পথ বা দূরত্ব। ক্রিঃ পাড়ি জমানো—পার হওয়া, পাড়ি দেওয়া বা অপর পারে যাওয়া।

**পাণি**—বিঃ হাত। বিঃ **-গ্রহ, -গ্রহণ, -পীড়ন**—বিবাহ।

**পাণিনি**—বিঃ 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ রচয়িতা ; উক্ত ব্যাকরণ। [পণিন্+ই]। বিণঃ **পাণিনীয়**—পাণিনি-সংক্রান্ত বা তাঁহার ব্যাকরণ-বিষয়ক।

**পাণ্ডব, পাণ্ডবেয়**—বিঃ পাণ্ডু রাজার পুত্র। [পাণ্ডু+অ, এয়]। **পাণ্ডব-সখা, পাণ্ডব-সারথি**—শ্রীকৃষ্ণ। বিণঃ **পাণ্ডবীয়**—পাণ্ডবের, পাণ্ডাব-সংক্রান্ত।

**পাণ্ডা**—বিঃ তীর্থস্থানের পূজারী এবং তাহার অনুচর ; (লঘু অর্থে) দলের কর্তা, নায়ক, উদ্যোক্তা।

**পাণ্ডিত্য**—বিঃ পড়াশুনা, বিদ্যাবত্তা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা। [পণ্ডিত+য]।

**পাণ্ডু**[১]—বিঃ মহাভারতে বর্ণিত যুধিষ্ঠিরাদির পিতা।

**পাণ্ডু**[২], **পাণ্ডুর**—(১) বিঃ ফ্যাকাশে রঙ্, ফিকা হলুদ রঙ্ ; ন্যাবা, কামলা, jaundice। (২) বিণঃ ফ্যাকাশে ; বিবর্ণ, সাদাটে।

**পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডুলেখ, পাণ্ডুলেখ্য**—বিঃ হাতে লেখা কাগজ, খসড়া ইত্যাদি ; প্রাথমিক রচনা, মুসাবিদা ; manuscript।

**পাণ্ডে**—বিঃ পশ্চিমী ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ, পাঁড়ে।

**পাণ্ড্য**—বিঃ দক্ষিণ-ভারতের একটি প্রাচীন রাজ্য (বর্তমান মাদুরা ও তিনেভেল্লি), ঐ রাজ্যের অধিবাসী।

**পাত**[১]—বিঃ পড়া, পতন (বজ্রপাত) ; স্রাব, ক্ষরণ (রক্তপাত); বিনাশ (জীবনপাত) ; ক্ষয়, নিপাত (শত্রুপাত) ; প্রয়োগ, নিক্ষেপ, স্থাপন (আলোকপাত, দৃষ্টিপাত) ; স্খলন (গর্ভপাত)।

**পাত**[২]—বিঃ গাছের, পুস্তকের পাতা ; ভোজন পাত্র ; আহারের জন্য ঠাঁই ; ধাতু ইত্যাদির চাদর, পাতলা চ্যাপ্টো টুকরা (সোনার পাত)। ক্রিঃ **পাত-করা**—আহারের জন্য ঠাঁই করা। বিণঃ **পাত-চাটা**—উচ্ছিষ্টভোজী, হীন পরান্নভোজী। বিঃ **-ড়া**—উচ্ছিষ্ট পাতা। বিঃ **-তাড়ি**—লিখিবার জন্য পাতার গোছা বা আঁটি। ক্রিঃ **পাত-তাড়ি গুটানো**—চলিয়া যাইবার জন্য জিনিসপত্র গুছানো, পাট তোলা ; চলিয়া যাওয়া, পলায়ন করা। ক্রিঃ **পাত পড়া**—আহারের ব্যবস্থা বা ঠাঁই হওয়া। ক্রিঃ **পাত পাড়া**—আহারের আশায় পাতা মেলা ; আহার করা।

**পাতক**—বিঃ পাপ। [পত্+ণিচ্+অক]। বিণঃ বিঃ **পাতকী**—পাপী। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ **পাতকিনী**।

**পাতকুয়া, পাতকুয়া,** (কথ্য) **পাত-কুয়ো, প্যাতকো**—বিঃ ছোট কূপ বা কুয়া।

**পাতঞ্জল**—বিণঃ মহর্ষি পতঞ্জলি-রচিত। বিঃ **-দর্শন**—যোগ-দর্শন। **-মহাভাষ্য**—পাণিনি-ব্যাকরণের ভাষ্য।

**পাতন**—বিঃ পতিতকরণ ; চুয়ানো, ক্ষরিতকরণ, পরিস্রুতকরণ, distillation ; বিছানো ; নিপাতকরণ।

**পাতলা, পাতল**—বিণঃ পুরু নহে এমন ; তরল ; সরু ; স্থূল বা মোটা নহে এমন (পাতলা চেহারা) ; ঘন সন্নিবিষ্ট নহে এমন, ফাঁক-ফাঁক (পাতলা চুল) ; লঘু, গভীর নহে এমন (পাতলা ঘুম)।

**পাতলুন**—বিঃ পায়জামা, pantaloon।

**পাতশা, পাতশাহ**—বিঃ (মুসলমান) সম্রাট বা রাজা, বাদ্‌শাহ। [ফা]। বিণঃ **পাতশাহী**—রাজকীয়, বাদ্‌-শাহ-সুলভ।

**পাতা১**—বিণঃ ত্রাণকর্তা, রক্ষক, পালক।

**পাতা২**—বিঃ পত্র, পল্লব, পাত (গাছের বা পুস্তকের পাতা); পুস্তকের পৃষ্ঠা (দুই-এর পাতা); চোখের উপর আবরণী ত্বক, পলক (চোখের পাতা); ভোজনের জন্য পাতার পাত্র বা ঠাঁই (পাতা হওয়া বা করা)।

**পাতা৩**—(১) ক্রিঃ মেলা, বিছানো, বিস্তৃত-করা (বিছানা পাতা); গ্রহণের জন্য প্রসারিত করা (হাত পাতা); স্থাপন করা, রাখা, গুছাইয়া রাখা (সংসার পাতা); প্রস্তুত করিয়া রাখা (জাল পাতা); দায়িত্ব গ্রহণ (ঘাড় পাতা); জমানোর ব্যবস্থা করা (দই পাতা); নিয়োগ-করা, মন দিয়ে শোনা (কান পাতা, আড়ি পাতা)। (২) বিঃ বিণঃ ঐ সকল অর্থে। [পিত্‌+ণিচ্‌+আ]। -**ন, -নো**—(১) ক্রিঃ মেলানো; বিছাইয়া লওয়ানো; নেওয়ার জন্য প্রসারিত করানো; সম্বন্ধাদি স্থাপন করানো (সই পাতানো)। (২), বিণঃ ঐ সকল অর্থে (পাতানো বিছানা, জাল, দই, বন্ধু ইত্যাদি)।

**পাতাবাহার**—বিঃ নানা রঙের পাতা-যুক্ত গাছবিশেষ, বাহারী বেড়ার গাছ।

**পাতামল**—বিঃ পায়ের পাতায় পরিবার একপ্রকার গহনা।

**পাতাল**—বিঃ পুরাণে বর্ণিত তিন লোকের নিম্নতম, পৃথিবীর বা মর্ত্যলোকের নিম্নে (স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল); ভূগর্ভ, মাটির নিচেকার স্থান (সীতার পাতাল প্রবেশ)। বিঃ -**গঙ্গা**—পৌরাণিক নদী ভোগ-বতী; পাতাল-প্রবাহিণী গঙ্গা। বিণঃ -**পুরী**—মাটির তলায় নির্মিত গুপ্তগৃহ; অধোভুবন, মাটির নীচের রাজ্য। বিণঃ **পাতালিক**—পাতাল-সম্বন্ধীয়; ভূগর্ভ-সম্বন্ধীয়।

**পাতালী**—বিঃ পাতার মত একপ্রকার ছোটমাছ।

**পাতি১**—বিঃ বিধান, ব্যবস্থাপত্র (শ্রাদ্ধের পাতি)। বিঃ -**পত্র**—লিখিত ভাবে পাকাপাকি করা (বিবাহের পাতিপত্র)।

**পাতি২**—বিঃ ঠিকানা; সারি, পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী (জাতির পাতি)। ক্রি-বিণঃ **পাতিপাতি করিয়া**—তন্ন তন্ন করিয়া।

**পাতি৩**—বিণঃ ছোট বা নিকৃষ্ট শ্রেণী বুঝাইতে অন্য শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয় (পাতিহাঁস, পাতিকাক, পাতি-শিয়াল, পাতি বুর্জোয়া)।

**পাতি৪**—সমাঃ/অস-ক্রিঃ বিছাই; পাতিয়া, বিছাইয়া; সন্ধান করিয়া।

**পাতি৫**—বিঃ বাঁশের পাতলা চটা বা ঘাস যাহা দ্বারা মাদুর, পেটিকা বা ঝুড়ি ইত্যাদি তৈয়ার করা যায়।

**পাতিত**—বিণঃ নিচে ফেলা বা নিক্ষেপ করা হইয়াছে এমন; (রসায়নে) পরিশ্রুত, চুয়ানো, distilled।

**পাতিত্য**—বিঃ পতিত বা সমাজচ্যুত অবস্থা; পতিতের ধর্ম।

**পাতিপাতি**—পাতি২ দ্রষ্টব্য।

**পাতিব্রত্য**—বিঃ পতির প্রতি ঐকা-ন্তিক অনুরাগ ও নিষ্ঠা; পতিব্রতার ভাব বা ধর্ম; সতীত্ব।

পাতিল—(১) বিঃ হাঁড়ি, ডেকচি। (২) ক্রিঃ বিছাইল, স্থাপন করিল।

পাতী—বিণঃ (সমাসে উত্তরপদ রূপে) পতনশীল, যাহা পড়ে; ভুক্ত (অন্তঃপাতী) শীতকালে পাতা ঝরিয়া পড়ে এমন, deciduous।

পাত্তা—বিঃ খোঁজ, সন্ধান, সংবাদ, ঠিকানা।

পাত্র—বিঃ আধার, যাহাতে কিছু রাখা যায় এমন জিনিস (জল পাত্র); যাহার উপর নির্ভর করা যায়, আস্পদ, ভাজন (বিশ্বাসের পাত্র); ব্যক্তি (যোগ্য পাত্র); যোগ্য ব্যক্তি (পাত্রাপাত্র); কন্যাদানের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি, বর; মন্ত্রী, পারিষদ (পাত্র-মিত্র); গল্পে বা নাটকে বর্ণিত চরিত্র। বিঃ -তা—যোগ্যতা। বিণঃ -স্থ—বরের হাতে সমর্পিত।

পাত্রী—বিবাহযোগ্য কন্যা, গল্পের বা নাটকের স্ত্রীচরিত্র।

পাত্রীয়—বিণঃ পাত্র-সম্বন্ধীয়।

পাথর—বিঃ পাষাণ, প্রস্তর, শিলা; পাথরের থালা বা বাটি; মণি, রত্ন (আংটির পাথর)। বিঃ -কুচি—পাথরের ছোট টুকরা; ছোট গাছ বা গুল্মবিশেষ। পাথর চাপা কপাল—যে ভাগ্য হইতে সহজে দুঃখ ঘোচে না।

পাথরি, পাথুরি[১]—বিঃ মূত্রাশয় বা পিত্তাশয়ের রোগ যাহাতে পাথরের মত জিনিস জন্মে।

পাথার—বিঃ সমুদ্র (অকূল পাথার)।

পাথুরি[২]—বিঃ রান্নাবিশেষ (ইলিশ মাছের পাথুরি)।

পাথুরে, পাথরিয়া, পাথুরিয়া—বিণঃ পাথরের তৈয়ারি; প্রস্তরময়; প্রস্তরের মত; পাথরের মত শক্ত (পাথুরে কয়লা)।

পাথেয়—(১) বিঃ পথখরচ; পথের সম্বল। (২) বিণঃ পথ চলার জন্য প্রয়োজনীয়।

পাদ[১]—বিঃ পা, চরণ, পদ; শ্লোকের চরণ; চতুর্থাংশ; নিম্নবর্তী স্থান (পাদদেশ); সম্মানসূচক শব্দ (প্রভু-পাদ)। বিঃ -গ্রহণ—পাদ-স্পর্শ, পায়ে ধরিয়া প্রণাম। বিঃ -চারণা, -চারণ, -চার—পায়চারি। বিঃ, বিণঃ -চারী—পায়ে হাঁটিয়া ভ্রমণকারী। বিঃ -টীকা—পুস্তকের বা রচনার নিচে দেওয়া মন্তব্যাদি। বিঃ -ত্রাণ—জুতা। বিঃ -দেশ—নিম্নবর্তী স্থান। বিঃ -পদ্ম—চরণ-কমল, পদ্মের মত সুন্দর ও কোমল পা। বিঃ -পীঠ—পা রাখিবার স্থান, পিঁড়ি, টুল ইত্যাদি। বিঃ -পূরণ—শ্লোকের অসম্পূর্ণ চরণ রচনা। বিঃ -প্রহার—লাথি, পদাঘাত। বিঃ -বিক্ষেপ—পদক্ষেপ, পদ সংস্থাপন। বিঃ -মূল—পায়ের নিম্নবর্তী বা নিকটবর্তী স্থান; গোড়ালি। বিঃ -লেহন—পা চাটা, হীন তোষামোদ। বিণঃ -লেহী—যে পা চাটে এমন, হীন তোষামোদকারী। বিঃ -শৈল—পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত ছোট পাহাড়।

পাদ[২]—বিঃ বাতকর্ম, পায়ুপথে নিঃসৃত বায়ু। ক্রিঃ পাদা—বাতকর্ম করা।

পাদক—পাদোদক দ্রষ্টব্য।

পাদপ—বিঃ (পা দিয়া যে পান করে) বৃক্ষ, উদ্ভিদ্।

পাদবিক—বিণঃ পথিক, পায়ে হাঁটিয়া ভ্রমণকারী।

**পাদরি, পাদরী**—বিঃ খ্রীস্টান ধর্মযাজক।
**পাদান, পাদানি**—বিঃ যাহাতে পা দিয়া গাড়ী ইত্যাদিতে উঠিতে হয়।
**পাদুকা**—বিঃ জুতা।
**পাদোদক**—বিঃ পূজ্য ব্যক্তির পা-ধোয়া বা পা-ছোঁয়া জল ; চরণামৃত।
**পাদ্য**—বিঃ পা ধুইবার জল।
**পাদ্রি, পাদ্রী**—**পাদরি**-র বানানভেদ।
**পান**[১], **পাণ**—বিঃ তাম্বুল। **পান থেকে চুন খসা**—অতি সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া। ক্রিঃ **পান সাজা**—মসলা সুপারি ইত্যাদি দিয়া পানের খিলি তৈয়ার করা।
**পান**[২]—বিঃ যে মিশ্র ধাতু দিয়া ধাতুদ্রব্য জোড়া দেওয়া হয় : ঝাল , ইস্পাত ইত্যাদিকে প্রয়োজনমত কঠিনকরণ। ক্রিঃ **পানমরা**—সোনা রুপা গলাইলে তাহাতে পান থাকার দরুণ ওজনে কমা।
**পান**[৩]—বিঃ তরল বা বায়ব পদার্থ গলাধঃকরণ (দুগ্ধ বা ধূমপান); পানীয় দ্রব্য (অন্নপান)। [পা+অন]। বিঃ **-দোষ**—মদ্যপানের কু-অভ্যাস। বিঃ **-পাত্র**—তরল জিনিস পান করিবার পাত্র ; মদের গেলাস ('সে দিনের পানপাত্র, আজ তার ঘুচালে পূর্ণতা'—রবীন্দ্র)।
**পানই**—বিঃ (প্রাচীন প্রয়োগ) জুতো, খড়ম, পাদুকা।
**পানকৌড়ি**—বিঃ পক্ষিবিশেষ যাহারা জলে ডুবিয়া মাছ ধরে।
**পানতি**—বিঃ উঁচু কিনারাযুক্ত থালা-বিশেষ।
**পানতুয়া, পানতো**—বিঃ ঘিয়ে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিয়া প্রস্তুত ছানার মিষ্টান্নবিশেষ।
**পানফল**—**পানি** দ্রষ্টব্য।
**পানস**—বিণঃ পনস বা কাঁটাল-সম্বন্ধীয় ; কাঁটাল হইতে প্রস্তুত।
**পানসি, -সী**—বিঃ ছিপ্, ছোট নৌকাবিশেষ, pinnace।
**পানসে**—বিণঃ জলো, যাহার মিষ্টতা কম এমন।
**পানা**[১]—বিঃ শরবত।
**পানা**[২]—বিঃ শেওলাজাতীয় জলজ উদ্ভিদবিশেষ।
**পানা**[৩]—বিঃ প্রস্থ, বিস্তার।
**-পানা**—মতন, সদৃশ, তুল্য (চাঁদ-পানা মুখ)।
**পানাই**—**পানই**-এর রূপভেদ।
**পানান, পানানো**—(১) ক্রিঃ গাভী ইত্যাদির বাঁট বার বার টানিয়া দুধ বাহির করায় উপযুক্ত করা ; অস্ত্রাদিতে পান দেওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে।
**পানাসক্ত**—বিণঃ মদ্যপানে আসক্ত, যে মদ্যপানে অত্যধিক অভ্যস্ত।
**পানি, পানী**—বিঃ জল। বিঃ **-ফল, পানফল**—একরকম জলজ ফল। বিঃ **-বসন্ত, পানবসন্ত**—জল বসন্ত, chickenpox।
**পানীয়**—(১) বিণঃ পানের উপযুক্ত, পেয়। (২) বিঃ জল, মদ, শরবত ইত্যাদি, পান করা যায় এমন তরল জিনিস।
**পানে**—অব্যঃ দিকে, প্রতি, অভিমুখে ('যুগ হতে যুগান্তর পানে')।
**পান্তা**—বিঃ জলে ভিজানো বাসি ভাত। **পান্তাভাতে ঘি**—অযথা উৎকৃষ্ট জিনিসের অপচয়।
**পান্তি**—**পানতি**-র বানানভেদ।
**পান্তুয়া**—**পানতুয়া**-র বানানভেদ।

পান্থ—বিঃ পথিক। [পথিন্‌+অ]। বিঃ -নিবাস, -শালা—পথিকদের থাকিবার স্থান, সরাই, চটি। বিঃ -পাদপ—বিঃ বৃক্ষবিশেষ যাহার কাণ্ড কাটিলে পথিকদের পানের উপযোগী নির্মল জল বাহির হয় (মাদাগাস্কার দ্বীপের গাছ)।

পান্না—বিঃ সবুজ রঙের একরকম মূল্যবান পাথর, মরকত।

পাপ—(১) বিঃ ধর্মবিরুদ্ধ কাজ, অনিষ্টদায়ক কাজ, অন্যায় বা অশাস্ত্রীয় কাজ, কলুষ, অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বা বস্তু ('পাপেরে দেখেছি নানা ছলে'—রবীন্দ্র)। (২) বিণঃ ধর্মবিরুদ্ধ, অন্যায়; ক্ষতিকর; অপবিত্র; অশুচি; অমঙ্গলজনক। বিণঃ -কৃৎ—পাপী, পাপকারী। বিঃ -গ্রহ—শনি মঙ্গল প্রভৃতি অশুভ গ্রহ। বিণঃ -ঘ্ন, -হর—পাপনাশক। বিঃ -বুদ্ধি, -মতি—দুষ্টবুদ্ধি, দুর্মতি। বিণঃ -ভাক্‌—পাপের ভাগী, পাপী। বিঃ -যোগ—জ্যোতিষ গণনায় গ্রহ নক্ষত্র তিথি বার প্রভৃতির অশুভ যোগ। পাপাচার—(১) বিঃ পাপকর্ম। (২) বিণঃ পাপকারী, দুরাচার। বিণঃ পাপাচারী—পাপকারী। বিঃ পাপাত্মা, পাপাশয়, পাপিষ্ঠ—অতিশয় দুষ্ট, পাপী, দুরাচার। (স্ত্রী)ঃ পাপিষ্ঠা। বিণঃ পাপী—অন্যায় বা পাপকর্মকারী। (স্ত্রী)ঃ পাপিনী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পাপীয়সী—মহাপাপিনী।

পাপড়ি—বিঃ পাতার মত ফুলের কোমল অংশ, দল।

পাপিয়া—বিঃ কোকিল জাতীয় সুকণ্ঠ পাখী।

পাপোশ—বিঃ পায়ের বা জুতার ধুলো মুছিবার জন্য নারিকেলের ছোবড়া দিয়া তৈয়ারি খস্‌খসে জিনিস।

পাব—বিঃ দুই গাঁটের মধ্যবর্তী অংশ (বাঁশের পাব); গ্রন্থি, পর্ব।

পাবক—(১) বিঃ আগুন। (২) বিণঃ যাহা পবিত্র করে এমন; শোধক। [পূ+অক]।

পাবদা—বিঃ এক রকম ছোট মাছ।

পাবন—(১) বিণঃ যে পবিত্র বা নিষ্পাপ করে (পতিত-পাবন)। (২) বিঃ পবিত্রকরণ, শুদ্ধি। [পূ+ণিচ্‌+অন]। (স্ত্রী)ঃ পাবনী (পতিত-পাবনী—গঙ্গা)।

পাবনি—বিঃ পবননন্দন, হনুমান।

পামর—বিণঃ দুর্বৃত্ত, অধম, নীচ, পাপী। (স্ত্রী)ঃ পামরী।

পাম্প—বিঃ জল তুলিবার বা হাওয়া ভরিবার যন্ত্র, pump।

পায়খানা—বিঃ মলত্যাগের ঘর। [ফা]।

পায়চারি—বিঃ পদচারণ, ধীরে পা ফেলিয়া স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ।

পায়জামা, পাজামা—বিঃ পাতলা কাপড়ের পাতলুন, ইজার। [ফা]।

পায়দল—ক্রি-বিণঃ পায়ে হাঁটিয়া, পদব্রজে।

পায়রা—বিঃ পারাবত, কবুতর, কপোত। পায়রাখোপ, পায়রাখুপী—সংকীর্ণ আলো বাতাসহীন ঘর। পায়রাচুংগী—উঁচু ঘর, খাঁচা। সুখের পায়রা—সুদিনের বন্ধু, দুর্দিনের নহে।

পায়স—(১) বিঃ পরমান্ন, দুধ মিষ্টি চাউল প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ। (২) বিণঃ দুগ্ধ-সম্বন্ধীয়, দুগ্ধজাত। [পয়স্‌+অ]। বিঃ পায়সান্ন—পরমান্ন।

**পায়া**—বিঃ চেয়ার টেবিল খাট ইত্যাদির নিচের খুঁটি ; উচ্চ পদ ; পদগৌরব। [ফা]। বিঃ -ভারি—উচ্চপদের জন্য দেমাক। বিণঃ -ভারী—উচ্চপদের জন্য গর্বিত।

**-পায়ী**—বিণঃ 'পানকারী' অর্থে অন্য শব্দের পরে যুক্ত হয় (মদ্য-পায়ী)।

**পায়ু**—বিঃ মলদ্বার।

**পায়ুকাম**—বিঃ পুংমৈথুন, sodomy।

**পায়েস**—পায়স-এর কথ্যরূপ।

**পার**—বিঃ নদী ইত্যাদির তীর ; কূল ('ওগো তোরা কে যাবি পারে'—রবীন্দ্র) ; কিনারা ; প্রান্ত, সীমা ; উত্তরণ ; অতিক্রমণ ; পরিত্রাণ, নিষ্কৃতি। বিণঃ -গ, -গম, -গেম—পারদর্শী, ব্যুৎপন্ন ; পারগামী। বিণঃ -গত—পার হইয়াছে বা পারে গিয়াছে এমন ; উত্তীর্ণ ; নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে এমন। বিঃ -ঘাট—নদী পারাপারের খেয়াঘাট।

**পারক**—বিণঃ যে পারে, সমর্থ, দক্ষ। [পৃ+অক]। বিঃ -তা।

**পারণ, পারণা**—বিঃ ব্রতের জন্য উপবাসের পর প্রথম ভোজন।

**পারতন্ত্র্য**—বিঃ পরাধীনতা, স্বাধীনতার অভাব।

**পারতপক্ষে**—ক্রি-বিণঃ সাধ্য থাকিলে, পারিলে, সম্ভবপর হইলে।

**পারত্রিক**—বিণঃ পারলৌকিক, পরলোক-সংক্রান্ত।

**পারদ**—বিঃ তরল এক প্রকার ধাতু, পারা, mercury।

**পারদর্শী**—বিণঃ বিচক্ষণ, নিপুণ, সমর্থ। [পার+দৃশ্+ইন]। (স্ত্রী): পারদর্শিনী। বিঃ পারদর্শিতা—নৈপুণ্য, বিচক্ষণতা।

**পারদারিক**—বিণঃ বিঃ পরস্ত্রীতে আসক্ত, পরস্ত্রী সম্ভোগকারী ; পরস্ত্রী-সম্বন্ধীয়। [পরদার+ইক]।

**পারদার্য**—বিঃ পরস্ত্রীগমন, ব্যভিচার।

**পারদেশ্য**—বিণঃ বিদেশী, পরদেশীয়।

**পারমাণব, পারমাণবিক**—বিণঃ পরমাণু-সংক্রান্ত, পরমাণু হইতে প্রস্তুত, atomic। [পরমাণু+অ+ইক]।

**পারমার্থিক**—বিণঃ পরমার্থ-সংক্রান্ত, পারলৌকিক কল্যাণ-বিষয়ক।

**পারমিট**—বিঃ ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে সরকারী অনুমতিপত্র, permit।

**পারম্পর্য**—বিঃ ধারাবাহিকতা, ক্রমান্বয়-ভাব।

**পারলৌকিক**—বিণঃ পরলোক-সংক্রান্ত, পারত্রিক।

**পারশ**—বিঃ পরিবেষিত ভোজনপাত্র।

**পারশী, পারসী**—(১) বিঃ পারস্য দেশের ভাষা, ফারসী ; পারস্য হইতে আগত জরথুস্ত্রপন্থী ভারতীয় জাতি। (২) বিণঃ পারস্য-দেশীয়, পারস্য দেশজাত, পারসী জাতি-সম্বন্ধীয়।

**পারশীক, পারসীক, পারসিক**—(১) বিণঃ পারস্য দেশ-সংক্রান্ত, পারস্য দেশীয়। (২) বিণঃ বিঃ পারস্য দেশবাসী, ইরাণী।

**পারশে**—বিঃ এক রকম ছোট মাছ।

**পারশ্য, পারস্য**—বিঃ এশিয়ার দেশ-বিশেষ, পাকিস্তানের পশ্চিমে ও আফগানিস্থানের দক্ষিণে অবস্থিত।

**পারা১**—ক্রিঃ সমর্থ হওয়া, সক্ষম হওয়া, অনুমতি পাওয়া।

**পারা২**—বিঃ একরকম তরল ধাতু, পারদ।

**পারা৩**—অব্যঃ বিণঃ মত, সদৃশ, ন্যায় ('সব হলে সমভূমি পারা নামিত কি ঝরণার সুমঙ্গল ধারা'—রবীন্দ্র)।

**পারান, পারানো**—ক্রিঃ পার করা, পার হওয়া।

**পারানি**—বিঃ পার করিবার মাসুল, খেয়ার কড়ি ('কণ্ঠে নিলেম গান, আমার শেষ পারানির কড়ি'—রবীন্দ্র)।

**পারাপার**—বিঃ নদী খাল প্রভৃতির এক পার হইতে অপর পারে গমনাগমন; উভয় তীর; সমুদ্র।

**পারাবত**—বিঃ পায়রা, কপোত।

**পারাবার**—বিঃ সমুদ্র ('সমুখে শান্তি-পারাবার, ভাসাও তরণী হে কর্ণধার' রবীন্দ্র); উভয় তীর।

**পারায়ণ**—বিঃ পারে গমন; সমাপ্তকরণ।

**পারাশর**—(১) বিঃ পরাশর পুত্র, বেদ-ব্যাস। (২) বিণঃ পরাশর-সম্বন্ধীয়, পরাশরকৃত বা রচিত। [পরাশর+অ]।

**পারি**১—ক্রিঃ সমর্থ হই।

**পারি**২—বিঃ পরপারে গমন, উত্তরণ।

**পারিজাত**—বিঃ পুরাণে বর্ণিত স্বর্গের বিখ্যাত ফুল ও তাহার গাছ; সমুদ্র-মন্থনে উৎপন্ন দ্রব্যাদির অন্যতম।

**পারিতোষিক**—বিঃ পুরস্কার, বকশিস।

**পারিপাট্য**—বিঃ সুশৃঙ্খলা; পরি-চ্ছন্নতা; গোছালো ভাব; নৈপুণ্য। বিণঃ **পরিপাটী**।

**পারিপার্শ্বিক**—(১) বিণঃ চারিপাশের, চারিদিককার। (২) বিঃ পারিষদ; সহচর।

**পারিব্রজ্য**—বিঃ প্রব্রজ্যা, পরিব্রাজকের কাজ বা ব্রত।

**পারিভাষিক**—বিণঃ পরিভাষা-সম্বন্ধীয়।

**পারিশ্রমিক**—(১) বিঃ মজুরি, পরি-শ্রমের মূল্য। (২) বিণঃ পরিশ্রম-সংক্রান্ত।



**পারিষদ**—বিঃ সভাসদ্, সভার সভ্য, সদস্য; অমাত্য, সহচর ('বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শত গুণ'—রবীন্দ্র)।

**পারীক্ষিত**—বিঃ পরীক্ষিতের পুত্র, জনমেজয়।

**পারুল**—বিঃ দেখিতে ঘণ্টার মত গোলাপী রঙের সুগন্ধি ফুল ও তাহার গাছবিশেষ ('ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল পিয়ালের বন'—রবীন্দ্র)।

**পারুষ্য**—বিঃ কর্কশ বা পরুষভাব।

**পার্টি**—বিঃ পক্ষ (মামলার পার্টি); দল (রাজনৈতিক পার্টি); প্রীতি-ভোজ (পার্টি দেওয়া); party।

**পার্থ**—বিঃ পৃথা-পুত্র, অর্জুন; নিজিতবর্মার পুত্র; গন্ধর্ববিশেষ; অর্জুন বৃক্ষ।

**পার্থক্য**—বিঃ পৃথক অবস্থা, ভিন্নতা, প্রভেদ। [পৃথক+য]।

**পার্থিব**—(১) বিণঃ পৃথিবী-সংক্রান্ত, জাগতিক, ইহকাল-বিষয়ক, ঐহিক। (২) বিঃ ভূপতি, রাজা। [পৃথিবী+অ]। বিঃ (স্ত্রী): **পার্থিবী**—পৃথিবীকন্যা, সীতা।

**পার্বণ**—(১) বিঃ পর্ব, পরব, চিরা-চরিত উৎসব, অমাবস্যা কৃষ্ণা একাদশী প্রভৃতি তিথি বা পর্বদিনে করণীয় শ্রাদ্ধ। (২) বিণঃ পর্বদিনে করণীয়, পর্ব-বিষয়ক।

**পার্বণী**—(১) বিঃ পর্ব উপলক্ষে দেয় বকশিস। (২) বিণঃ পার্বণ-সম্বন্ধীয়।

**পার্বত, পার্বত্য**—বিণঃ পর্বত-সংক্রান্ত; পর্বতময়; পর্বতে জাত; পর্বত-বাসী; পর্বত হইতে উৎপন্ন।

**পার্বতী**—বিঃ হিমালয় ও মেনকার কন্যা উমা, দুর্গাদেবী ('ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি'—রবীন্দ্র)। বিঃ -**নন্দন**—কার্তিকেয়, গণেশ।

**পার্লামেন্ট**—বিঃ আইনসভা, সংসদ, Parliament।

**পার্শেল**—পার্সেল দ্রষ্টব্য।

**পার্শ্ব**—বিঃ পাশ, দিক্ ; নিকট, সমীপ ; কিনারা, ধার। [স্পৃশ্+ব]। বিণঃ বিঃ -**চর**—সহচর, অনুচর ; পরিচারক বা ভৃত্য। বিণঃ (স্ত্রী): -**চরী**। বিঃ -**পরিবর্তন**—পাশ ফিরিয়া শয়ন। বিণঃ -**বর্তী**, -**স্থ**—পাশে বা নিকটে আছে এমন। (স্ত্রী): -**বর্তিনী**, -**স্থা**।

**পার্শ্বাস্থি**—বিঃ পাঁজর।

**পার্ষদ**—বিঃ পারিষদ, সভাসদ্।

**পার্সেল**, **পার্শেল**—বিঃ পুলিন্দা (সাধারণতঃ ডাক বা রেলযোগে প্রেরিত), parcel।

**পাল**[১]—বিঃ দল (গরুর পাল)। **পালের গোদা**—দলের সর্দার, প্রধান।

**পাল**[২]—বিঃ গবাদি পশুর প্রজনন ক্রিয়া বা সংগম।

**পাল**[৩]—বিঃ নৌকা বা জাহাজের মাস্তুলে খাটাইয়া বাতাসের সাহায্যে ইহা চালনার উপযুক্ত মোটা কাপড় ('অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া'—রবীন্দ্র) ; সামিয়ানা, চাঁদোয়া।

**পাল**[৪]—বিঃ বঙ্গের বিখ্যাত রাজবংশ ; উপাধিবিশেষ।

-**পাল**[৫]—বিণঃ পালক ; শাসনকর্তা (রাজ্যপাল)। [পা+ণিচ্+অ]।

**পালই**, **পালুই**—বিঃ ধানের স্তূপ, স্তূপ ধান্যের রাশি ; ঢেঁকিশাক।

**পালওয়ান**—পালোয়ান-এর বানানভেদ।

**পালক**[১]—বিণঃ বিঃ যে পালন করে, প্রতিপালক ; রক্ষক। [পা+ণিচ্+অক]। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী): **পালিকা**।

**পালক**[২]—বিঃ পাখীর গায়ের তুলার মত জিনিস, পাখা বা ডানার অংশ।

**পালকি**—বিঃ মানুষ কাঁধে করিয়া বহন করে এমন যানবাহন, শিবিকা।

**পালঙ**[১], **পালং**[১], **পালম**—বিঃ এক রকম পুষ্টিকর শাক।

**পালঙ্ক**, **পালংগ**, **পালঙ**[২], **পালং**[২]—বিঃ এক রকম দামী খাট, পর্যঙ্ক। বিঃ -**পোষ**—পালঙ্কের ঢাকনা ; গদি ও বিছানা।

**পালট**—বিঃ বিপরীত দিক (উলট-পালট) ; প্রত্যাবর্তন।

**পালটা**—বিণঃ বিপরীত ; প্রতিবাদ, প্রতিক্রিয়া, প্রতিরোধ ইত্যাদি সংক্রান্ত ; বদল, বিনিময়। -**ন**, -**নো**—(১) ক্রিঃ বদলানো ; উলটানো। (২) বিঃ, বিণঃ উক্ত দুই অর্থে।

**পালটি**[১]—বিণঃ যাহার সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা চলে এমন ; সমবংশ-মর্যাদাসম্পন্ন (পালটি ঘর)।

**পালটি**[২], **পালটিয়া**—অস-ক্রিঃ পিছন ফিরিয়া ('গলি কামিনী/গজহু-গামিনী/বিহসি পালটি নেহারি'—বিদ্যাঃ)।

**পালন**—বিঃ খাদ্য আশ্রয় স্নেহ ইত্যাদি দিয়া রক্ষণ, ভরণপোষণ ; তত্ত্বাবধান ; মান্যকরণ ; অনুষ্ঠিতকরণ (ব্রত পালন), সম্পন্নকরণ। [পা+ণিচ্+অন]। বিণঃ **পালনীয়**—পালনের যোগ্য, পালন করিতে হইবে এমন।

**পালনকর্তা**—বিণঃ প্রতিপালক, রক্ষা-কারী।

**পাল-পার্বণ**—বিঃ বৎসরে বিভিন্ন সময়ে পালনীয় বিভিন্ন উৎসব ও ব্রত পূজাদি।

**পালম**—পালং-এর রূপভেদ।

**পালয়িতা**—বিণঃ যে পালন করে, পালন-কর্তা। [পা+ণিচ্+তৃ]।

**পাললিক**—বিণঃ পলল বা পলিমাটি-সংক্রান্ত; পলিমাটি জাত (পাললিক শিলা)।

**পালা**[১]—বিঃ গাছের ছোট ডাল, প্রশাখা, পল্লব।

**পালা**[২]—বিঃ বার, পর্যায়, অনুক্রম; গান বা নাটকের বিষয়বস্তু (কর্ণার্জুন পালা), play।

**পালা**[৩]—(১) ক্রিঃ পালন করা, মান্য করা (আদেশ পালা); পোষা (কুকুর পালা); প্রতিপালন বা লালন করা (সন্তান পালা)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**পালান**[১]—বিঃ গাভীর স্তন, বাঁট; ঘোড়া ইত্যাদির পিঠের গদি, জিন্।

**পালান**[২], **পালানো**—(১) ক্রিঃ পলায়ন করা। (২) বিঃ পলায়ন। (৩) বিণঃ পলায়ন করিয়াছে এমন।

**পালি**[১]—বিঃ প্রাচীন মাগধী ভাষা-বিশেষ; বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের প্রধান ভাষা।

**পালি**[২], **পালী**—বিঃ শস্যাদি মাপিবার পাত্র ও পরিমাণবিশেষ; পঙ্‌ক্তি, লাইন; দল।

**পালিত**[১]—বিণঃ পালন করা হইয়াছে এমন; পোষা; রক্ষিত; মান্য করা হইয়াছে এমন। [পা+ণিচ্+ত]।

**পালিত**[২]—বিঃ উপাধিবিশেষ।

**পালিত্য**—বিণঃ বয়সের পরিণতিতে কেশের পক্বতা বা শুভ্রতা।

**পালিনী**—বিণঃ বিঃ পালনকারিণী, পালিকা। [পা+ণিচ্+ইন্+ঈ]।

**পালিশ**—বিঃ মসৃণ ও উজ্জ্বল করিবার জন্য প্রলেপ; মসৃণতা, polish।

**পালুই**—বিঃ গাদা (খড়ের বা ধানসহ খড়ের পালুই)।

**পালো**—বিঃ শ্বেতসারচূর্ণ (শটি. পানি-ফল ইত্যাদির)।

**পালোয়ান**—(১) বিঃ কুস্তিগীর, মল্ল-যোদ্ধা। (২) বিণঃ বলবান্, শক্তি-শালী, বীর। [ফা]।

**পাল্কি, পাল্কী**—পালকি-র বানানভেদ।

**পাল্টা**—পালটা-র বানানভেদ।

**পাল্টান**—পালটান-র বানানভেদ।

**পাল্য**—বিণঃ পালনীয়, পালনের যোগ্য।

**পাল্লা**—বিঃ তৌলযন্ত্র, দাঁড়ি; তৌল-যন্ত্রের এক এক দিকের আধার যাহার উপর বাটখারা এবং জিনিস রাখিয়া ওজন বা পরিমাপ করা হয়; প্রতি-যোগিতা (পাল্লা দেওয়া); জোড়ার একটি খণ্ড (দরজার পাল্লা); যাইবার ক্ষমতা, দৌড় (দূরপাল্লার কামান); বশ, প্রভাব, প্রাধান্য (পাগলের পাল্লা)।

**পাশ**[১]—বিঃ দড়ি, রজ্জু; বন্ধন, ফাঁস; বরুণ দেবতার অস্ত্র; গুচ্ছ বা গোছা (কেশপাশ)।

**পাশ**[২]—বিঃ পার্শ্ব, বগল, নৈকট্য; প্রান্ত, ধার। ক্রিঃ পাশ কাটানো—এড়ানো, সরিয়া পড়া।

**পাশ**[৩]—বিঃ খেলিবার পাশা।

**পাশ**[৪]—বিঃ জল ছিটাইবার এক রকম পাত্র (গুলাব পাশ)।

**পাশ**[৫]—পাস-এর বানানভেদ।

**পাশব**—বিণঃ পশু-সংক্রান্ত, পশুসুলভ, অমানুষিক। [পশু+অ]। বিঃ -তা।

**পাশববৃত্তি**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ পশুর ন্যায় হেয় মনোবৃত্তি।

**পাশবিক**—বিণঃ পশুর ন্যায়; পশু-সম্বন্ধীয়; ধর্ষণ-সম্বন্ধীয়। বিঃ -তা।

**পাশরন, পাশরণ**—পাসরন-এর বানান-ভেদ।

**পাশরা**—পাসরা-র বানানভেদ।

**পাশা**[১]—বিঃ খেলাবিশেষ, অক্ষক্রীড়া, ঐ খেলার অক্ষ; কানের গহনাবিশেষ (কানপাশা)।

**পাশা**[২]—বিঃ তুরস্কের শাসনকর্তা সেনাপতি বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপাধি (কামালপাশা)।

**পাশাপাশি**—(১) ক্রি-বিণঃ পরস্পরের পাশে কাছাকাছি বা একত্র হইয়া। (২) বিণঃ কাছাকাছি, সংলগ্ন, সন্নিহিত, পাশে অবস্থিত (পাশা-পাশি ছাদ)।

**পাশী**—(১) বিণঃ পাশ নামক অস্ত্র-ধারী। (২) বিঃ বরুণ; যম; ব্যাধ।

**পাশুপত**—(১) বিণঃ শিব-সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ শিব কর্তৃক ব্যবহৃত অস্ত্র; শিবের উদ্দেশ্যে কৃত ব্রতবিশেষ; শৈব সম্প্রদায়বিশেষ। [পশুপতি+অ]।

**পাশুলি, -লী**—বিঃ পায়ের আঙ্গুলের অঙ্গুরীবিশেষ, পাইজোড়।

**পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্ত্য**—বিণঃ পশ্চিমদেশীয়, প্রতীচ্য, ইউরোপীয় বা আমেরিকা দেশীয় (পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা); পশ্চাদ্-বর্তী; পশ্চাৎ আগত।

**পাষণ্ড, পাষণ্ডী**—বিঃ বিণঃ (মূল অর্থ ছিল 'ধর্মসম্প্রদায়' কিন্তু প্রচলিত অর্থ) ধর্মে অবিশ্বাসী, ধর্মজ্ঞান-হীন, নাস্তিক; পাপিষ্ঠ, অত্যাচারী।

**পাষাণ**—(১) বিঃ পাথর; তুলাদণ্ডের দুই পাল্লা সমান করিবার পাথর বা বাটখারা। (২) বিণঃ প্রস্তরবৎ, নিষ্ঠুর, কঠিন (পাষাণ হৃদয়)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পাষাণী—দয়াহীনা নিষ্ঠুরা রমণী; দুর্গাদেবীর উপাধিবিশেষ।

**পাস**—(১) বিঃ উত্তরণ বা সাফল্য-লাভ; ছাড়পত্র (গেট পাস); বিনা-মূল্যে বা আংশিকমূল্যে প্রবেশ ভ্রমণ দর্শন ইত্যাদির অনুমতি পত্র (রেলের পাস, থিয়েটারের পাস)। (২) বিণঃ সফল, উত্তীর্ণ, pass।

**পাসরন, পাসরণ**—বিঃ (পদ্যে) বিস্মরণ।

**পাসরা**—ক্রিঃ (পদ্যে) বিস্মৃত হওয়া ('পাসরা না যায় গো'—চণ্ডীঃ)।

**পাহাড়**—বিঃ পর্বত; পাড়, উচ্চ তীর-ভূমি; স্তূপ (জিনিসপত্রের পাহাড়)। বিঃ -তলি- পর্বতের নিম্নদেশ বা পাদদেশ, পর্বতের পাদ-দেশে অবস্থিত অঞ্চল বা সমতল-ভূমি; তরাই; উপত্যকা। বিণঃ পাহাড়িয়া, পাহাড়ে—পার্বত্য, পর্বত-সম্বন্ধীয়; পর্বতময়; পর্বতজাত; প্রকাণ্ড, ভীষণ।

**পাহাড়ী**—(১) বিঃ পার্বত্যজাতি; (সঙ্গীতে) রাগিণীবিশেষ। (২) বিণঃ পাহাড়িয়া।

**পাহারা**—বিঃ রক্ষার জন্য সতর্কতা, প্রহরীর কার্য, চৌকি। বিঃ -ওয়ালা, -ওলা—প্রহরী, চৌকিদার, কনস্টেবল।

**পাহুন**[১]—বিণঃ (প্রাঃ কাব্যে) কঠিন, নির্মম।

**পাহুন**[২]—বিঃ অতিথি, প্রবাসী ('কান্ত পাহুন কাম দারুণ')। [ব্রজ]।

**পিউ**—অব্যঃ পাপিয়ার স্বর।

**পিত্তাড়**—বিঃ গোমূত্র হইতে প্রস্তুত হলুদ রঙবিশেষ, গোরোচনা।

**পিত্তাল**—বিঃ হালকা হলুদবর্ণ ফুল-বিশেষ।

**পিঁচুটি, পিচুটি**—বিঃ চোখের ক্লেদ বা ময়লা।

**পিঁজরা, (কথ্য) পিঁজরে**—বিঃ খাঁচা। বিঃ -পোল—অকর্মণ্য দুর্বল গবাদি পশু রাখিবার স্থান।

**পিঁড়া, (কথ্য) পিঁড়ে**—বিঃ পিঁড়ি ; ঘরের দাওয়া।

**পিঁড়ি**—বিঃ বসিবার জন্য ক্ষুদ্র ও নিচু কাঠের তক্তাবিশেষ ; আসন ; পাটা (চন্দন পিঁড়ি)।

**পিঁপড়া, (কথ্য) পিঁপড়ে**—বিঃ ক্ষুদ্র কীটবিশেষ, পিপীলিকা।

**পিঁপুল**—পিপুল দ্রষ্টব্য।

**পিক১**—বিঃ কোকিল ('পিক কুল গায়ত')। বিঃ (স্ত্রী)ঃ পিকী।

**পিক২**—বিঃ চিবানো পানের রস ; থুতু। [দেশী]। বিঃ -দান, -দানি—পিক ফেলিবার পাত্র।

**পিকনিক**—বিঃ বনভোজন, উদ্যানাদিতে ভোজন, চড়ুইভাতি, picnic।

**পিকেটিং**—বিঃ কোন কিছু বর্জনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে অনুরোধ করিতে সেই প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে অবস্থান, সত্যাগ্রহ, picketing।

**পিঙ্গল, পিঙ্গ**—(১) বিঃ ঈষৎ হলুদ আভাযুক্ত কটা বা পাটল রঙ ; কপিল, কপিশ। (২) বিণঃ ঐরূপ বর্ণযুক্ত ('ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল'—রবীন্দ্র)। [পিনজ্+অল, অ]। বিঃ (স্ত্রী)ঃ পিঙ্গলা—(শাস্ত্রোক্ত) দেহের নাড়ী-বিশেষ। পিঙ্গলাক্ষ—(১) বিণঃ পিঙ্গল চক্ষুবিশিষ্ট। (২) বিঃ শিব।

**পিঙ্গী**—বিঃ শমীবৃক্ষ।

**পিচ১**—বিঃ আলকাতরা হইতে উৎপন্ন কৃষ্ণবর্ণ আঠালো নমনীয় দ্রব্যবিশেষ, pitch।

**পিচ২**—পিক২ দ্রষ্টব্য।

**পিচ৩**—বিঃ ফলবিশেষ, বৃক্ষবিশেষ, peach।

**পিচকারি**—বিঃ জল ইত্যাদি তীব্রবেগে নিক্ষেপ করিবার যন্ত্রবিশেষ।

**পিচবোর্ড**—বিঃ জমানো মোটা ও শক্ত কাগজ, pasteboard।

**পিচাশ, পিচেশ**—পিশাচ দ্রষ্টব্য।

**পিচুটি**—পিঁচুটি দ্রষ্টব্য।

**পিচ্ছ**—বিঃ ময়ূর পুচ্ছ ; চূড়া।

**পিচ্ছিল, পিচ্ছল**—বিণঃ পিছল, তেলা বা মসৃণ, হড়কানিয়া, হড়হড়ে, লালা-ময়।

**পিছ, পিছন১**—বিঃ পশ্চাৎ, সামনের বা মুখের বিপরীত দিক্। বিঃ -টান—পিছনের আকর্ষণ, স্নেহ মায়া ভাল-বাসার আকর্ষণ যাহা সংসারে ধরিয়া রাখিতে চায়, পরিত্যক্ত বস্তুর প্রতি মায়া। বিণঃ পিছমোড়া—দুই হাত পিছনে লইয়া বন্ধ। বিণঃ পিছপা—পশ্চাৎপদ, (কর্মে) অনগ্রসর বা বিমুখ।

**পিছন২, পিছনো**—পিছান দ্রষ্টব্য।

**পিছল, পিছলা**—পিচ্ছিল-এর চলিত ও কোমলরূপ ('ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল'—রবীন্দ্র)।

**পিছলান, পিছলানো, পিছলন, পিছলানো**—(১) ক্রিঃ মসৃণস্থানে পা স্খলিত হওয়া বা হড়কাইয়া যাওয়া। (২) বিঃ উক্ত অর্থে।

**পিছান, পিছানো**—(১) ক্রিঃ পিছনে হটিয়া যাওয়া ; অগ্রসর না হওয়া ; পিছনে পড়া ; প্রত্যাবর্তন করা ; বিরত হওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থসমূহে।

**পিছিলা১**—বিণঃ পিছল।

**পিছিলা২**—বিণঃ (পদ্যে) পিছনদিকের।

**পিছু**—পাছু ও পিছ-এর রূপভেদ ('আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে' —রবীন্দ্র)।

**পিঞ্জন**—বিঃ তুলা ধুনিবার যন্ত্র, তুলা ধুনন। [পিন্‌জ্‌+অন]।

**পিঞ্জর**—বিঃ খাঁচা ; পঞ্জর।

**পিঞ্জিকা**—বিঃ তুলার পাঁজ।

**পিট১**—বিঃ একখেপে নিক্ষিপ্ত তাস, তাসবণ্টন।

**পিট২**—**পিঠ**-এর রূপভেদ।

**পিটন, পিটনো, পিটা, পিটান, পিটানি, পিটুনি**—পেটা দ্রষ্টব্য।

**পিটনা, পিটনে**—বিঃ ছাদ মেঝে ইত্যাদি পিটাইবার কাঠের ছোট মুগুর বা দুর্মুষবিশেষ।

**পিটপিট**—অব্যঃ মিটমিট, খুব তাড়াতাড়ি পুনঃপুনঃ চোখ খোলা ও বন্ধ করা সূচক, আধবোজা চোখে অস্পষ্টভাবে দর্শনের ভাবসূচক (পিটপিট করে তাকানো) ; শুচিবাই-এর লক্ষণ প্রকাশক, খিটখিট বা অসন্তোষ প্রকাশক। বিণঃ **পিটপিটে**—শুচিবাই-গ্রস্ত, স্পর্শজনিত অপবিত্রতার ভয়ে সর্বদা ভীত থাকে এবং খিটখিট করে এমন, শুচিবায়ুগ্রস্ত।

**পিটালি**—বিঃ জল দিয়া বাটা চাউল, ভিজা চাল-বাটা।

**পিটিশন**—বিঃ দরখাস্ত, petition।

**পিটুলি**—**পিটালি**-র অধিক প্রচলিত-রূপ।

**পিট্‌টান, পিট্টান**—বিঃ পলায়ন, চম্পট, প্রস্থান।

**পিঠ**—বিঃ পৃষ্ঠ, পশ্চাৎ, দেহের পিছন দিকে ঘাড় হইতে কোমর পর্যন্ত অংশ। ক্রিঃ **পিঠ চাপড়ানো**—পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় দিয়া উৎসাহ দেওয়া। ক্রিঃ **পিঠের চামড়া তোলা**—অত্যন্ত প্রহার করা। বিঃ **-দাঁড়া**—মেরুদণ্ড।

**পিঠা**—বিঃ পিষ্টক, চালবাটা নারিকেল গুড় ইত্যাদি সহযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ। বিঃ **পিঠারি**—পিষ্টক-ব্যবসায়ী, পিষ্টকবিক্রেতা

**পিঠাপিঠি**—(১) বিণঃ পর পর, অব্যবহিত পরে জাত (পিঠাপিঠি ভাই বোন) ; পরস্পরের পৃষ্ঠে অবস্থিত। (২) ক্রি-বিণঃ একজনের পিঠের সহিত অপরজনের পিঠ রাখিয়া।

**পিণ্ড**—বিঃ ডেলা (মাংসপিণ্ড) ; মৃতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত খাদ্য বা অন্নের ডেলা (পিণ্ডদান) ; খাদ্যের ডেলা ; শরীর। [পিণ্ড্‌+অ]। বিঃ **-খর্জুর**—পিণ্ডাকারে সংরক্ষিত খেজুর-বিশেষ। বিঃ বিণঃ **-দ**—মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানকারী ; অন্নদাতা (অনাথপিণ্ডদ)। বিঃ **-দান**—মৃতের উদ্দেশ্যে খাদ্যসামগ্রী উৎসর্গীকরণের হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানবিশেষ। বিঃ **-লোপ**—পিণ্ডদানের অধিকারী বিনাশ, বংশলোপ।

**পিণ্ডাকৃতি**—বিণঃ গোলাকৃতি।

**পিণ্ডারী**—বিঃ বর্তমানে লুপ্ত মারাঠী দস্যুদলবিশেষ। [মা]।

পিণ্ডি³—পিণ্ড-এর চলিতরূপ।
পিণ্ডি², পিণ্ডিকা, পিণ্ডী—বিঃ চক্রের নাভি বা কেন্দ্রস্থল ; পায়ের গুলি ; বেদী, পিঁড়ি ; খাদ্যের গ্রাস।
পিণ্ডি³—পাকিস্তানের রাজধানী রওয়ালপিণ্ডি-র সংক্ষিপ্তরূপ।
পিণ্ডিত—বিণঃ বর্তুলাকার বা একত্র লইয়া তাল করা হইয়াছে এমন।
পিতল—বিঃ তামা ও দস্তার মিশ্রণে প্রস্তুত ধাতু।
পিতা—বিঃ জনক, জন্মদাতা, বাপ। [পা+তৃ]। (সম্বোধনে) পিতঃ ('নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ/ ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত' —রবীন্দ্র)। বিঃ -মহ—পিতার পিতা, ঠাকুরদাদা ; ব্রহ্মা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -মহী —পিতার মাতা, ঠাকুরমা।
পিতুঃস্বসা, পিতুঃষ্বসা—পিতৃ দ্রষ্টব্য।
পিতৃ—পিতা-র মূল সংস্কৃতরূপ। -কল্প—(১) বিণঃ পিতার তুল্য, পিতৃস্থানীয়। (২) বিঃ মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ অনুষ্ঠান। বিঃ -কুল—পিতার বংশ। বিঃ -কার্য, -কৃত্য, -ক্রিয়া—শ্রাদ্ধতর্পণাদি। বিঃ -গণ—(পুরাণে) পিতৃলোকবাসী মুনিগণ যাঁহারা মানবগোষ্ঠীর আদিপুরুষ ; পূর্বপুরুষগণ। বিঃ -গৃহ—বাপের বাড়ী, পিত্রালয় ; শ্মশান। বিঃ -তর্পণ—মৃত পূর্বপুরুষদিগের তৃপ্তির জন্য জলদানরূপ হিন্দু-অনুষ্ঠানবিশেষ। বিঃ -দায়—পিতৃশ্রাদ্ধনির্বাহরূপ কর্তব্য বা গুরুদায়িত্ব। বিঃ -দেব—দেবতুল্য পিতা। বিঃ -পক্ষ—প্রেতপক্ষ, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষ ; পিতার বংশ বা বংশের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়বর্গ। বিঃ -পুরুষ—পিতা পিতামহ প্রপিতামহ ইত্যাদি পূর্বপুরুষগণ। বিণঃ -বৎ—পিতার তুল্য। বিঃ -বিয়োগ—পিতার মৃত্যু। বিঃ -ব্য—পিতার ভ্রাতা, জেঠা বা খুড়া। বিঃ -মেধ, -যজ্ঞ—পিতৃশ্রাদ্ধ ; পিতৃতর্পণ। বিঃ -যান—মৃত পিতৃপুরুষদের চন্দ্রলোক-গমনের পথ। বিঃ -রিষ্ট—জন্মচক্রে রাশিগণের যে অবস্থান জাতকের পিতৃবিয়োগ সূচিত করে। বিঃ -লোক—পুরাণোক্ত ভুবন বা চন্দ্রলোকস্থিত স্থান যেখানে পিতৃগণ বা পূর্বপুরুষগণ বাস করেন ; পূর্বপুরুষগণ। বিঃ -ষ্বসা, পিতুঃস্বসা, পিতুঃষ্বসা—পিতার ভগিনী, পিসী। বিঃ -স্বস্রীয়, -স্বস্রেয়—পিসতুতো ভাই। বিঃ -স্বস্রীয়া, -স্বস্রেয়া—পিসতুতো বোন। বিণঃ -স্থানীয়—পিতার তুল্য ; পিতার স্থলাভিষিক্ত। বিণঃ -হন্তা, -হা—পিতৃঘাতী, পিতাকে বধকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -হন্ত্রী। বিণঃ -হীন—যাহার বাপ মারা গিয়াছে এমন।
পিত্ত—বিঃ যকৃৎ হইতে নিঃসৃত তিক্ত রসবিশেষ। বিঃ -কোষ, পিত্তাশয়—যে থলির ন্যায় আধারে পিত্ত সঞ্চিত হয়। বিণঃ -ঘ্ন, -নাশক—পিত্তের প্রকোপ বা দোষ নষ্টকারী। বিঃ -জ্বর —পিত্তদোষ বা পিত্তাধিক্যজনিত জ্বর। ক্রিঃ পিত্ত জ্বলা—অত্যন্ত ক্রোধ হওয়া। বিঃ -নাশ—অতিশয় বিকৃত। ক্রিঃ পিত্ত পড়া—ক্ষুধার সময়ে খাদ্যের অভাবে পিত্তের অকারণ স্রাব হওয়া। বিঃ -রক্ষা—ক্ষুধার সময় অতি সামান্য খাদ্য গ্রহণ ; (ব্যঙ্গে) নামে মাত্র আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তি। বিঃ পিত্তাতিসার—পিত্তবিকারজনিত উদরাময়।

পিত্তল—পিতল দ্রষ্টব্য।

পিত্তি—পিত্ত-র কথ্যরূপ।

পিত্তেশ, পিত্তেস—প্রত্যাশা-র বিকৃত-রূপ।

পিত্রালয়—বিঃ বাপের বাড়ি।

পিত্র্য—বিণঃ পৈতৃক ; পিতৃ-সম্বন্ধীয়।

পিদিম—প্রদীপ-এর কথ্য এবং বিকৃত-রূপ ('পিদিম জ্বালাইয়া দেখি চালেরই কুমড়া যে'—লোঃ সঃ)।

পিধান—বিঃ ছোরা তলোয়ার ইত্যাদির খাপ ঢাক্‌নি।

পিন—বিঃ কাগজ বস্ত্রাদি আটকাইবার অতিক্ষুদ্র পেরেক বা কাঁটা, আলপিন।

পিনদ্ধ—বিণঃ পরিহিত ; বদ্ধ, আবৃত।

পিনাক—বিঃ শিবধনু ; ত্রিশূল ; শিবের ধনুকাকৃতি তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্র ('পিনাকেতে লাগে টঙ্কার'—রবীন্দ্র)। বিঃ -পানি, পিনাকী—শিব।

পিনাল কোড—বিঃ ফৌজদারী দণ্ডবিধি, উক্ত দণ্ডদান-সম্বন্ধীয় পুস্তক, penal code।

পিনাস—বিঃ নাসিকার ক্ষতরোগবিশেষ।

পিনিস, পিনেস—বিঃ বজরা, কাঠের বড় কামরাবিশিষ্ট নৌকা।

পিন্ধন—বিঃ (কাব্যে) পরিধান। ক্রিঃ পিন্ধা—পরিধান করা। ক্রিঃ পিন্ধে—পরিধান করে। ক্রিঃ পিন্ধাওল—(ব্রজ) পরিধান করাইল।

পিপা, পিপে—বিঃ ঢাকের তুল্য কাঠের পাত্রবিশেষ। [পো]।

পিপাসা—বিঃ তৃষ্ণা, জলপানের ইচ্ছা ; প্রবল আকাঙ্ক্ষা (জ্ঞানপিপাসা)। [পা+সন্‌+অ]। বিণঃ পিপাসিত, পিপাসী—পিপাসা পাইয়াছে এমন, তৃষিত ; লোলুপ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পিপাসিতা, পিপাসিনী। বিণঃ পিপাসু—পান করিতে ইচ্ছুক।

পিপীলিকা—বিঃ পিঁপড়া।

পিপুল—বিঃ পিপ্পলী ফল।

পিপ্পল—বিঃ অশ্বত্থ গাছ।

পিপ্পলি, পিপ্পলী—বিঃ গোলমরিচ-জাতীয় ছোট ঝাল ফলবিশেষ যাহা ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

পিব—ক্রিঃ পান করিব।

পিবইতে—অস-ক্রিঃ পান করিতে।

পিয়—পদ্যে ব্যবহৃত প্রিয় ও প্রিয়া-র কোমলরূপ।

পিয়ন—বিঃ পত্রবাহক ; পেয়াদা, বেয়ারা, peon। বিঃ পিয়নি—পিয়নের কাজ।

পিয়া—পদ্যে ব্যবহৃত প্রিয়া ও প্রিয়-র কোমলরূপ ('আজ রজনী হম/ভাগে পোহায়নু/পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা'—বিদ্যাঃ)।

পিয়াজ, পিঁয়াজ—বিঃ উগ্রগন্ধবিশিষ্ট কন্দ, পলাণ্ডু। [ফা]। বিঃ পিয়াজি—পিয়াজ বেসম দ্বারা প্রস্তুত বড়া-বিশেষ। বিণঃ পিয়াজী—পিয়াজ-রঙের, ফিকা বেগুনী।

পিয়াদা—বিঃ সংবাদবাহক, চাপরাসী, রাজকর্মচারী ইত্যাদির অনুচর ; দূত। [ফা]।

পিয়ান, পিয়ানো'—ক্রিঃ (পদ্যে) পান করানো।

পিয়ানো'—বিঃ হারমোনিয়াম জাতীয় বাদ্যযন্ত্র, piano।

পিয়ারা—পেয়ারা-র রূপভেদ।

পিয়াল—বিঃ এক প্রকার বৃক্ষফল বা বীজ (ইহার বীজ বাদামের তুল্য)।

পিয়ালা—বিঃ পানপাত্র, বাটি। [ফা]।

পিয়াস, পিয়াসা—পিপাসা-র কোমল-রূপ।

**পিয়ালী, পিয়াসি, পিয়াসু**—যথাক্রমে পিপাসী ও পিপাসু-র কোমলরূপ।
**পিরান**—বিঃ ঢিলা জামাবিশেষ। [ফা]।
**পিরালী, পিরিলী**—বিঃ মুসলমান অন্নের স্পর্শদোষযুক্ত ব্রাহ্মণ শ্রেণী-বিশেষ। [ফা+আ]।
**পিরামিড**—বিঃ পাথর দ্বারা গঠিত অত্যুচ্চ ত্রিকোণাকার মিশরের রাজাদের সমাধিবিশেষ, pyramid।
**পিরিচ**—বিঃ রেকাবি, ছোট ডিশ্।
**পিরিত, পিরিতি, পিরীতি**—বিঃ প্রেম, প্রণয় ; অবৈধ প্রণয় ('কানুর পিরিতি মরণ অধিক শেল'—জ্ঞাঃ দাঃ)।
**পিল**¹—বিঃ ঔষধের বড়ি, pill।
**পিল**²—বিঃ হাতী ; দাবাখেলার গজ। [ফা]। বিঃ -খানা—হাতিশাল, হাতীর আস্তাবল। বিঃ -পা, -পে—জমির সীমা নির্দেশক ছোট স্তম্ভ বা থাম।
**পিল**³—ক্রিঃ পান করিল।
**পিলপিল**—অব্যঃ পিপীলিকাদির তুল্য অনেকের একত্র সমাবেশ চলন বা নির্গমনের ভাবসূচক।
**পিলসুজ**—বিঃ দীপাধার, প্রদীপ রাখিবার লম্বা স্তম্ভতুল্য আধার।
**পিলু**—বিঃ রাগিণীবিশেষ।
**পিলে, পিলা**—বিঃ প্লীহা, প্লীহার স্ফীতিরোগ।
**পিশাচ, পিচাশ, পিচেশ**—বিঃ প্রেতযোনি বা ভূতবিশেষ ; নিষ্ঠুর, অতি পাপিষ্ঠ, শয়তান ; নীচ। [পিশিত+অশ্+অ]। বিঃ (স্ত্রী): পিশাচী। বিণঃ -সিদ্ধ—সাধনাবলে পিশাচকে নিজের বশীভূত করিয়াছে এমন।
**পিশিত**—বিঃ মাংস।
**পিশুন**—বিণঃ যে কুৎসা রটায় ; খল, ক্রূর।

**পিষণ**—বিঃ পেষণ।
**পিষা, পিষাই, পিষানো**—পেষা দ্রষ্টব্য।
**পিষ্ট**—বিণঃ পেষা হইয়াছে এমন, বাটা, চূর্ণিত ; দলিত। [পিষ্+ত]।
**পিষ্টক**—পিঠা দ্রষ্টব্য।
**পিসতুত, পিসতুতা, পিসতুতো**—বিণঃ পিসীর সন্তান, স্বামীর বা পত্নীর পিসীর অর্থাৎ পিসশাশুড়ীর সন্তান (পিসতুত ভাই, দেওর, শালী ইত্যাদি)।
**পিসশ্বশুর**—বিঃ স্বামীর বা পত্নীর পিসা। বিঃ (স্ত্রী): পিসশাশুড়ী।
**পিসা, পিসে**—বিঃ পিসীর স্বামী।
**পিসী, পিসি**—বিঃ পিতার ভগিনী।
**পিস্তল**—বিঃ ক্ষুদ্র বন্দুক জাতীয় আগ্নেয়াস্ত্র, pistol। [পো]।
**পিহিত**—বিণঃ খাপে বা পিধানে রক্ষিত ; আচ্ছাদিত। [অপি+ধা+ত]।
**পীচ**—পিচ² দ্রষ্টব্য।
**পীঠ**—বিঃ উচ্চ আসন, বেদী ; পিঁড়ি ; তীর্থস্থান ; প্রাচীন দেবালয় ; সুদর্শন-চক্রে খণ্ডবিখণ্ড সতীর অঙ্গ যে যে স্থানে পড়িয়াছিল (৫১ পীঠ) ; প্রতিষ্ঠান (বিদ্যাপীঠ)।
**পীড়ক**—বিণঃ পীড়নকারী।
**পীড়ন**—বিঃ অত্যাচার, ক্লেশদান, নির্যাতন ; মর্দন ; চাপ ; সাদরে গ্রহণ (পাণিপীড়ন)।
**পীড়া**—বিঃ রোগ, কষ্ট, যন্ত্রণা, বেদনা।
**পীড়াপীড়ি**—বিঃ পুনঃপুনঃ বিশেষ-ভাবে অনুরোধ।
**পীড়িত**—বিণঃ রোগগ্রস্ত ; নির্যাতিত, ক্লিষ্ট ; মর্দিত। [পীড়্+ত]।
**পীড্যমান**—বিণঃ নির্যাতিত হইতেছে এমন।

**পীত**—(১) বিঃ হলুদ রঙ। (২) বিণঃ হলদে, হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট ; পান করা হইয়াছে এমন। [পা+ত]। বিঃ -**ধড়া**—শ্রীকৃষ্ণের পরিধেয় হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত কটিবাস। -**বাস, পীতাম্বর**—(১) বিঃ শ্রীকৃষ্ণ ; হলুদ রঙের কাপড়। (২) বিণঃ পীতবস্ত্রধারী।

**পীন**—বিণঃ স্থূল (পীনপয়োধর)।

**পীনস**—বিঃ নাসিকার ক্ষতরোগবিশেষ।

**পীনোন্নত**—বিণঃ স্থূল ও উচ্চ।

**পীবর**—বিণঃ স্থূল, পরিপুষ্ট, পীন ; বলিষ্ঠ। [পৈ+বর]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **পীবরা, পীবরী**।

**পীযূষ**—বিঃ অমৃত, সুধা ('জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা পুণ্য পীযূষ স্তন্য বাহিনী'—রবীন্দ্র)।

**পীর**—বিঃ মুসলমান সাধু, মহাত্মা, মহাপুরুষ। [ফা]।

**পুং**—পুনশ্চ-এর সংক্ষিপ্তরূপ।

**পুং**—(১) বিঃ পুরুষ প্রাণী। (২) বিণঃ পুরুষজাতীয়। বিঃ -**গব পুঙ্গব**—বৃষ, ষণ্ড ; (অন্য শব্দের পরে) শ্রেষ্ঠ (নরপুঙ্গব)। -**লিঙ্গ**—(১) বিঃ (ব্যাকরণে) পুরুষবাচক শব্দ ; পুংশিচহ্ন। (২) বিণঃ পুরুষ-বাচক। বিঃ -**শ্চলী**—কুলটা, বেশ্যা। বিঃ -**সবন**—পুত্রসন্তান কামনায় গর্ভিণীর তৃতীয়মাসে পালনীয় সংস্কারবিশেষ। বিঃ -**স্কোকিল**—পুরুষ কোকিল। বিঃ -**স্ত্ব**—পুরুষত্ব, বীর্য, পুরুষের ভাব।

**পুঁই**—বিঃ শাকবিশেষ এবং উহার ডাঁটা। বিণঃ -**য়া, পুঁয়ে**—পুঁই ডাঁটার মত সরু ও লম্বা (পুঁইয়া সাপ)। **পুঁয়ে পাওয়া**—যে রোগে শিশুরা পুঁই ডাঁটার ন্যায় কৃশ হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ ও শুষ্ক হইয়া যায়। **পুঁই মেট্‌লি**—(১) বিঃ পুঁইলতার বীজ। (২) বিণঃ পুঁই মেট্‌লি রঙের মত রঙবিশিষ্ট।

**পুঁচকে, পুচকে**—বিণঃ নিতান্ত ছোট।

**পুঁজ**—বিঃ ফোঁড়া ঘা ইত্যাদি হইতে নিঃসৃত ক্লেদ, দুষ্টরক্ত।

**পুঁজি**—বিঃ সঞ্চিত অর্থ, মূলধন, সঞ্চয়, রেস্ত। বিঃ -**পাটা**—সঞ্চিত ধনসম্পত্তি, মূলধন।

**পুঁটকি**—বিঃ নাড়িভুঁড়ি।

**পুঁটলি, পুঁটুলি**—বিঃ ছোট বোঁচকা বা পোঁটলা ('চতুর্থ প্রহরে প্রভু বেনের পুঁটুলি')।

**পুঁটি১, পুঁটী**—বিঃ ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। **পুঁটিমাছের প্রাণ**—দুর্বলের ক্ষুদ্র-শক্তি, ক্ষীণজীবী ব্যক্তি।

**পুঁটি২**—বিঃ ছোট মেয়ে বা তাহার নাম।

**পুঁটে**—বিঃ ঘুণ্টি, গোল বোতাম, বালাজাতীয় গহনার মুখ।

**পুঁতা**—পোঁতা দ্রষ্টব্য।

**পুঁতি**—বিঃ মুক্তাকারে প্রস্তুত ছিদ্রযুক্ত কাচ ইত্যাদির গুটি।

**পুঁথি**—বিঃ পুস্তক ; হাতে লেখা প্রাচীন পুস্তক। বিণঃ -**গত**—পুঁথিতেই নিবদ্ধ বা আবদ্ধ। বিঃ -**পত্র**—পুস্তক ও খাতা প্রভৃতি।

**পুকুর**—বিঃ ক্ষুদ্র জলাশয়, পুষ্করিণী। বিঃ **পুকুর চুরি**—বড় রকমের চুরি বা ফাঁকি। ক্রিঃ **পুকুর ঝালানো**—পুকুর হইতে পাঁক আবর্জনাদি তুলিয়া নূতন জল আনা। ক্রিঃ **পুকুর প্রতিষ্ঠা করা**—শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান দ্বারা পুকুর কাটাইয়া ইহার সূচনা করা।

**পুঙ্খ**—বিঃ বাণমূল।

**পুঙ্খানুপুঙ্খ**—বিণঃ অতি সূক্ষ্ম, তন্ন তন্ন। ক্রি-বিণঃ -রূপে—সকল দিক ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া ; পাতি পাতি করিয়া।

**পুঙ্গব, পুংগব**—পুং দ্রষ্টব্য।

**পুচ্ছ**—বিঃ লেজ, লাঙ্গুল ('সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে, পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা'—রবীন্দ্র) পশ্চাদ্ভাগ।

**পুছা, পোছা**—ক্রিঃ (গ্রাম্য, পদ্যে) প্রশ্ন করা ('নিয়ড়ে সখীগণ বচন বো পুছত'—ভূপতিঃ) ; তত্ত্ব লওয়া, গ্রাহ্য করা (কেউ তাকে পোছে না)।

**পুঞ্জ**—বিঃ রাশি, সমূহ, স্তূপ (ঈশানের পুঞ্জ মেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে চলে আসে'—রবীন্দ্র)। বিণঃ পুঞ্জিত, পুঞ্জীভূত—জমিয়া উঠিয়াছে এমন, রাশীভূত। বিণঃ পুঞ্জীকৃত—জমানো হইয়াছে এমন, রাশীকৃত।

**পুট**১—বিঃ আধার, পাত্র, কোষ (কর পুট) ; যাহা দ্বারা আবৃত করা যায় বা ধরা যায় (পক্ষপুট, চঞ্চুপুট) ; ঠোঙ্গা, কৌটা, থাপ (পত্রপুট) ; মুচি বা মাটির ছোট সরা (পুট-পাক)। বিঃ -ক—পত্রাদিনির্মিত পাত্র ঠোঙ্গা।

**পুট**২—বিঃ মেরুদণ্ড হইতে বগল পর্যন্ত শরীরের অংশ বা তাহার মাপ।

**পুটিং**—বিঃ কাচ কাঠ ইত্যাদি জুড়িবার জন্য খড়ির গুঁড়া তিসির তৈলাদি যোগে প্রস্তুত পলস্তারা, putty।

**পুটিকা**—বিঃ এলাচ ; কৌটা ; মোড়ক।

**পুটিত**—বিণঃ মুচি বা ছোট সরায় পক্ব ; বদ্ধ ; আবৃত, মর্দিত।

**পুডিং**—বিঃ দুধ ডিম ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ, pudding।

**পুড়ন**—পোড় দ্রষ্টব্য।

**পুড়নি, পুড়ানি, পুড়ুনি**—পোড়নি দ্রষ্টব্য।

**পুড়া, পুড়ান, পুড়ানো**—পোড় দ্রষ্টব্য।

**পুণ্ডরীক**—বিঃ শ্বেতপদ্ম। বিঃ পুণ্ডরীকাক্ষ—পুণ্ডরীকের ন্যায় অক্ষি বা চোখ যাহার, বিষ্ণু।

**পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক, পৌণ্ড্র**—বিঃ তিলক, ফোঁটা ; বঙ্গদেশের প্রাচীন জাতিবিশেষ (=পোদ) বা তাহাদের দেশ (=উত্তরবঙ্গ)।

**পুণ্য**—(১) বিঃ সুকৃতি ; সৎকার্য ; ধর্মানুষ্ঠান ; সৎকার্যের শুভফল যাহাতে মঙ্গল হয় বা পরলোকে সদ্‌গতি হয় ('পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে'—রবীন্দ্র)। (২) বিণঃ পবিত্র (পুণ্যক্ষেত্র) ; ধার্মিক, ধর্মপরায়ণ (পুণ্যাত্মা)। বিঃ -ক—পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে পালনীয় ব্রত। বিণঃ -কর্মা—পুণ্যদায়ক কর্ম করে এমন। বিঃ -কাল—ধর্মানুষ্ঠানের পক্ষে উপযুক্ত সময়। বিণঃ -কীর্তি—পুণ্যকর্মদ্বারা যশস্বী হইয়াছে এমন ; ধার্মিক, ভক্ত। বিঃ -ক্ষেত্র—পবিত্রস্থান, তীর্থ। বিণঃ (স্ত্রী): -তোয়া—পবিত্র ও পুণ্যদায়ক জলপূর্ণ (নদী)। বিণঃ -দ—পুণ্যদানকারী। বিণঃ (স্ত্রী) : -দা। বিঃ -ফল—পুণ্যকর্মের বা ধর্মপরায়ণতার শুভফল। বিঃ -বল—পুণ্যকর্মজনিত

অর্জিত শক্তি বা অধিকার, পুণ্যের জোর। বিণঃ -বান্‌—পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে এমন, ধার্মিক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বতী। বিঃ -যোগ—শুভ-যোগ। বিঃ -লোক—পবিত্র ভুবন, স্বর্গ। বিঃ -শীল—পুণ্যকার্য করিবার প্রকৃতিবিশিষ্ট, ঈশ্বরপ্রেমিক। (স্ত্রী)ঃ -শীলা। বিণঃ -শ্লোক—পবিত্রচরিত্র, পুণ্যকীর্তি। বিঃ -সঞ্চয়—পুণ্যকর্মাদি পালনদ্বারা ভবিষ্যতের জন্য শুভফল সংগ্রহ।

পুণ্যাত্মা—বিণঃ ধার্মিক, পুণ্যবান্‌, সাধু।

পুণ্যারম্ভ—বিঃ শুভদিনে শুভলগ্নে নূতন খাতায় পত্তন।

পুণ্যাহ—বিঃ পুণ্যকর্ম পালনের জন্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রশস্ত দিন ; জমিদার কর্তৃক প্রজাদের নিকট হইতে নব-বর্ষের খাজনা আদায় আরম্ভের উৎসব বা অনুষ্ঠানবিশেষ।

পুণ্যি—পুণ্য-র কথ্যরূপ। বিঃ -পুকুর—হিন্দু কুমারীদের ব্রতবিশেষ যাহাতে সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।

পুত—বিঃ (গ্রাম্য) পুত্র ('চরকা আমার ভাতার পুত')। বিঃ (স্ত্রী)ঃ পুতী—নাতনী ; পৌত্রী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পুতন্তী—পুত্রবতী।

পুতলি—বিঃ পুতুল (স্নেহের পুতলি) ; চোখের তারা।

পুতুপুতু—অব্যঃ (মূলতঃ পুত্রের তুল্য) অতিশয় সাবধানতা সতর্কতা-সূচক।

পুতুল—বিঃ মানুষ জন্তু ইত্যাদির প্রতিমূর্তি ; (ব্যঙ্গে) দেবতার বিগ্রহ, প্রতিমা (পুতুল পূজা)। বিঃ -খেলা—পুতুল লইয়া খেলা ; ছেলে-খেলা। বিঃ -নাচ—তার বা সুতোর সাহায্যে পুতুল সমূহ নাচানো যাহাতে উহাদিগকে সজীব মনে হয় ; নিজ ইচ্ছানুসারে চালানো। বিঃ -পূজা—মূর্তিপূজা।

পুত্তল, পুত্তলক—বিঃ পুতুল, খড় মাটি পত্রাদি দ্বারা গঠিত নরমূর্তি।

পুত্তলি, পুত্তলী, পুত্তলিকা—বিঃ (স্ত্রী)ঃ পুতুল।

পুত্তিকা—বিঃ উইপোকা ; মৌমাছি।

পুত্র—বিঃ পুরুষ-সন্তান, ছেলে, আত্মজ, তনয়। [পুৎ+ত্রৈ+অ]। বিঃ -ক—পুত্র ; স্নেহ বা আদরের পাত্র। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -কা, পুত্রিকা—কন্যা-সন্তান, মেয়ে ; পুতুল। বিণঃ -কাম—পুত্র কামনা করে এমন। (স্ত্রী)ঃ -কামা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -বধূ—পুত্রের স্ত্রী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ পুত্রী—মেয়ে, কন্যা-স্থানীয়া পাত্রী। বিণঃ পুত্রীয়—পুত্র-সম্বন্ধীয় ; পুত্রোচিত। বিঃ পুত্রেষ্টি—পুত্র কামনায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞবিশেষ।

পুথি—পুঁথি-র রূপভেদ।

পুদিনা—বিঃ সুগন্ধ শাকবিশেষ।

পুনঃ—ক্রি-বিণঃ অব্যঃ আবার। ক্রি-বিণঃ অব্যঃ পুনঃপুনঃ—বারবার। বিঃ পুনঃস্থাপন—পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

পুনরধিকার—বিঃ পুনরায় দখলে বা অধিকারে আনয়ন। [পুনঃ+অধি-কার]।

পুনরপি—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ পুনর্বার, পুনশ্চ, আবারও।

পুনরাগমন—বিঃ আবার ফিরিয়া আসা, প্রত্যাগমন। বিণঃ পুনরাগত।

পুনরাবর্তন—বিঃ আবার আসা, পরি-ভ্রমণ। বিণঃ পুনরাবর্তী।

**পুনরাবৃত্তি**—বিঃ পুনরায় ঘটন পাঠ-করণ কথন বা বলন ; প্রত্যাগমন। বিণঃ পুনরাবৃত্ত।

**পুনরায়**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ আবার।

**পুনরুক্ত**—বিণঃ পুনরায় কথিত। বিঃ পুনরুক্তি।

**পুনরুজ্জীবিত**—বিণঃ পুনরায় জীবন বা চেতনা প্রাপ্ত।

**পুনরুত্থান**—বিঃ পুনরায় সমাধি হইতে মৃতের আত্মার উত্থান, মৃত্যুর পর পুনর্বার জীবন লাভ ; resurrection। বিণঃ পুনরুত্থিত।

**পুনরুৎপত্তি, পুনরুদ্ভব, পুনর্জন্ম**—বিঃ মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ। বিণঃ পুনরুৎপন্ন, পুনরুদ্ভূত, পুনর্জাত।

**পুনর্জীবন**—বিঃ নূতন জীবন, পুনরায় প্রাপ্ত জীবন। বিণঃ পুনর্জীবিত।

**পুনর্নব**—বিঃ নখ, নখর।

**পুনর্নবা**—বিঃ শোথনাশক শাকবিশেষ।

**পুনর্বসতি**—বিঃ স্থায়ী বাসস্থান ত্যাগ করিবার পরে প্রাপ্ত নূতন বাসস্থান, পুনঃ-প্রতিষ্ঠা।

**পুনর্বসু**—বিঃ নক্ষত্রবিশেষ ; বিষ্ণুর এক নাম।

**পুনর্বার**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ পুনরায়, আবার।

**পুনর্বিচার**—বিঃ দ্বিতীয়বার বিচার।

**পুনর্বিবাহ**—বিঃ গর্ভাধান-সংস্কার-বিশেষ ; বিবাহিত ব্যক্তির দ্বিতীয়বার বিবাহ ; বিধবা-বিবাহ।

**পুনর্বাসন**—বিঃ নূতন স্থানে পুনরায় প্রতিষ্ঠাকরণ।

**পুনর্ভব**—(১) বিণঃ পুনরায় জাত। (২) বিঃ পুনর্জন্ম।

**পুনর্ভূ**—বিঃ দ্বিতীয়বার বিবাহিতা নারী।

**পুনর্মিলন**—বিঃ বিরহের পরে পুনরায় মিলন বা সাক্ষাৎকার।

**পুনর্মূষিক**—বিঃ পুনরায় পূর্বের হীনাবস্থা প্রাপ্তি।

**পুনর্যাত্রা**—বিঃ দ্বিতীয়বার গমন, প্রত্যাগমন ; উল্টারথ (জগন্নাথের পুনর্যাত্রা)।

**পুনশ্চ**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ আবারও, পুনরপি (সংক্ষেপে পুঃ)।

**পুন্নাগ**—বিঃ নাগকেশর-জাতীয় বৃক্ষ ; শ্বেতপদ্ম ; শ্বেতহস্তী।

**পুন্নাম নরক**—বিঃ পুৎ নামক নরক (পুত্র না হইলে যেখানে যাইতে হয়)।

**পুব, পূব**—পূর্ব-এর কোমল (=পদ্যে ব্যবহৃত) ও কথ্যরূপ ('পুব হাওয়াতে দেয় দোলা'—রবীন্দ্র)। বিণঃ পুবাল, পুবালী, পুবে—পূর্ব-দিকের, পূর্বদিক হইতে আগত।

**পুর**[১]—বিঃ গৃহ, ভবন, আলয়, নিকেতন, বাড়ি ; নগর, শহর (হস্তিনা-পুর, সমস্তিপুর) ; দেহ।

**পুর**[২]—বিঃ যাহা ভিতরে পোরা হয়, (মাংসের পুর)।

**পুরঃসর**—বিণঃ অগ্রসর, পূর্বগামী ; সমাসের উত্তরপদ, বিশেষ, পূর্বক (প্রণামপুরঃসর)। [পুরস্+সৃ+অ]।

**পুরজন**—বিঃ আত্মা, জীব।

**পুরঞ্জয়**—বিঃ শিব ; সূর্যবংশীয় নৃপতিবিশেষ ; সঞ্জয়ের পুত্র।

**পুরতঃ**—অব্যঃ সম্মুখে, অগ্রে।

**পুরদ্বার**—বিঃ গৃহের বা নগরের প্রধান-দ্বার।

পুরন্ত—বিণঃ পরিপুষ্ট, নিটোল; সম্পূর্ণ।
পুরনারী, পুরস্ত্রী—বিঃ অন্তঃপুরবাসিনী নারী, কুলনারী; নগরবাসিনী।
পুরন্দর—বিঃ ইন্দ্র; বিষ্ণু। [পুর+দৃ+অ]।
পুরন্ধ্রী, পুরন্ধ্রি—বিঃ গৃহিণী, পতিপুত্রবতী স্ত্রী।
পুরব, পুরব—পূর্ব-এর কোমলরূপ (=পদ্যে)।
পুরবাসী—বিণঃ গৃহবাসী নগরবাসী (ওগো পুরবাসী, আমি পরবাসী'—রবীন্দ্র)। (স্ত্রী): -বাসিনী।
পুরবী, পূরবী—বিঃ (সংগীত) সন্ধ্যাকালে গাহিবার উপযুক্ত রাগিণীবিশেষ।
পুররক্ষী—বিঃ নগরপাল, চৌকিদার, প্রহরী।
পুরশ্চরণ—বিঃ অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে পূজাবিশেষ। [পুরস্+চর্+অন]।
পুরস্কার—বিঃ পারিতোষিক, বকশিস; সম্মান; অভ্যর্থনা। [পুরস্+কৃ+অ]। বিণঃ পুরস্কৃত। বিঃ পুরস্ক্রিয়া—পুরস্কার-দান।
পুরহর—বিঃ ত্রিপুরারি, শিব। [পুর+হৃ+অ]।
পুরা¹—অব্যঃ প্রাচীন, অতীতে, পূর্বে, পূর্বকালীন। বিঃ -কাল—প্রাচীন যুগ। বিণঃ -কৃত—পূর্বজন্মে বা পূর্বে কৃত। বিঃ -তত্ত্ব, -বৃত্ত—প্রাচীনকালের ইতিহাস-শিল্পাদিবিষয়ক বিজ্ঞান, প্রাচীনযুগের বৃত্তান্ত বা ইতিহাস। বিঃ -বিৎ—পুরাতত্ত্বে পণ্ডিত ব্যক্তি।

পুরা², (চলিত) পুরো—(১) বিণঃ পূর্ণ, ভরতি (পুরো হাতা দুধ); সম্পূর্ণ (পুরো জায়গাটা অন্ধকার)। বিণঃ ক্রি-বিণঃ -দস্তুর—সম্পূর্ণরূপে। বিণঃ ক্রি-বিণঃ -পুরি—পুরোমাত্রায়, পূর্ণরূপে।
পুরা³—পোরা দ্রষ্টব্য।
পুরাঙ্গনা—পুরনারী দ্রষ্টব্য।
পুরাণ—(১) বিঃ ব্যাসাদি রচিত প্রাচীন শাস্ত্রবিশেষ যাহাতে প্রাচীনকালের ইতিহাস ও কিংবদন্তী বা জনশ্রুতিমূলক কাহিনী আছে (সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তর বংশানুচরিত—এই পঞ্চলক্ষণযুক্ত পুরাণ; ব্রহ্মপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ ভাগবতপুরাণ ইত্যাদি অষ্টাদশ পুরাণ প্রধান ও প্রসিদ্ধ; ইহা ব্যতীত বহু উপপুরাণ আছে)। (২) বিণঃ পুরাতন, প্রাচীন; অনাদি (পুরাণপুরুষ)। বিণঃ (স্ত্রী): পুরাণা, পুরাণী। বিণঃ -কর্তা, -কার—পুরাণরচয়িতা। বিঃ -পুরুষ—বিষ্ণু; ব্রহ্মা, ঈশ্বর। বিণঃ পৌরাণিক। বিঃ -প্রসিদ্ধি—পুরাণশাস্ত্রে বা অতি প্রাচীনকাল হইতে খ্যাতি।
পুরাতত্ত্ব—পুরা¹ দ্রষ্টব্য।
পুরাতন—বিণঃ প্রাচীন (পুরাতন কাল); প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত, সেকেলে (পুরাতন প্রথা); বৃদ্ধ (পুরাতন লোক); অভিজ্ঞ (পুরাতন ব্যবসায়ী); জীর্ণ (পুরাতন কাপড়); দাগী (পুরাতন আসামী); চিরায়ত ('কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে ছুটেছে মন মাটির পানে'—রবীন্দ্র)। বিণঃ (স্ত্রী): পুরাতনী—প্রাচীনা, পূর্বেকার।

**পুরাধ্যক্ষ**—বিঃ নগর বা গৃহের রক্ষক বা কর্তা ; মেয়র, শেরিফ।

**পুরান**[১], **পুরানো**[১]—বিণঃ পুরাতন, প্রাচীন, সেকেলে।

**পুরান**[২], **পুরানো**[২]—ক্রিঃ পূর্ণ করা, মিটানো (আশা পুরানো)।

**পুরানা**—বিণঃ প্রাচীন, বৃদ্ধ, দাগী, অভিজ্ঞ।

**পুরাবিৎ**, **পুরাবৃত্ত**—পুরা[১] দ্রষ্টব্য।

**পুরি**—বিঃ আটার মোটা লুচি।

**পুরিয়া**—বিঃ কাগজের মোড়ক ; ঔষধের মাত্রা, কাগজে মোড়া দ্রব্য।

**পুরী**—বিঃ গৃহ, ভবন (স্বর্ণপুরী, রাজপুরী) ; নগরী (মথুরাপুরী) ; শ্রীক্ষেত্র, ওড়িশার অন্তর্গত জগন্নাথ-ধাম ; সন্ন্যাসীর উপাধিবিশেষ (তোতাপুরী)।

**পুরীষ**—বিঃ বিষ্ঠা, মল। [পুর্+ঈষ]।

**পুরু**[১]—বিঃ যযাতি-শর্মিষ্ঠার পুত্র যিনি পিতার জরা নিজদেহে গ্রহণ করেন।

**পুরু**[২]—বিণঃ মোটা, স্থূল ; স্তর-বিশিষ্ট।

**পুরুখ**—বিঃ (প্রাঃ কাব্যে) পুরুষ ('পুরুখ-বিরহ/দুঃসহ কঠিন/এবার রাখহ প্রাণ')।

**পুরুত**—**পুরোহিত**-এর কথ্যরূপ।

**পুরুষ**—(১) বিঃ পুং-জাতীয় প্রাণী, মনুষ্য (পুরুষমানুষ, মহাপুরুষ) ; আত্মা (পুরুষ-প্রকৃতি) ; ঈশ্বর ('আমি জেনেছি তাঁহারে মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে জ্যোতি-র্ময়'—রবীন্দ্র) ; বংশের পর্যায় (পাঁচ-পুরুষ) ; (ব্যাকরণে) যাহার দ্বারা আমি তুমি সে ইত্যাদির ভেদ বোধ-গম্য হয়, person (উত্তম মধ্যম ও প্রথম পুরুষ)। (২) বিণঃ পুরুষ-জাতীয়। বিঃ **-কার**—পৌরুষ, দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া নিজ উদ্যম বা প্রচেষ্টা। বিঃ **-ত্ব**—পৌরুষ, পুরুষের উপযুক্ত শক্তি সাহস উদ্যম ; রতিশক্তি। বিঃ **-পরম্পরা**—বংশানু-ক্রম। **-প্রকৃতি**—(১) বিঃ (সাংখ্য-দর্শনে) চৈতন্যময় পুরুষ ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি ; ঈশ্বর ও অবিদ্যা বা মায়া ; পুরুষ ও স্ত্রী, যুগল ; পুরুষের স্বভাব। (২) বিণঃ পুরুষের ন্যায় স্বভাব-বিশিষ্ট। **-পুঙ্গব**, **-ব্যাঘ্র**, **-সিংহ**—নরশ্রেষ্ঠ, অসাধারণ তেজস্বী নির্ভীক উদ্যমী ও গুণবান্ পুরুষ। বিণঃ **-সুলভ**—পুরুষোচিত।

**পুরুষাঙ্গ**—বিঃ পুং জননেন্দ্রিয়।

**পুরুষাদ্য**—বিঃ পরব্রহ্ম, ঈশ্বর ; বিষ্ণু ; জিন্‌বিশেষ।

**পুরুষানুক্রম**—বিঃ বংশপরম্পরা এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষ।

**পুরুষার্থ**—বিঃ পুরুষের সাধনীয় চতুর্বর্গ ঃ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ; সুখ।

**পুরুষোচিত**—বিণঃ পুরুষের উপযুক্ত।

**পুরুষোত্তম**—বিঃ শ্রেষ্ঠপুরুষ ; ঈশ্বর ; বিষ্ণু ; কৃষ্ণ ; জগন্নাথদেব।

**পুরুষালি**—বিঃ পুরুষের ভাব। বিণঃ **পুরুষালী**—পুরুষসুলভ।

**পুরুষ্টু**—বিণঃ পরিপুষ্ট, গোলগাল।

**পুরোগ**, **পুরোগামী**—বিণঃ অগ্রগামী, সম্মুখে যায় এমন ; মুখ্য, প্রধান, নায়ক। বিণঃ **পুরোগত**—পূর্বে অগ্রে বা সম্মুখে গিয়াছে এমন।

**পুরোডাশ**—বিঃ (হোমে প্রদত্ত) রুটি বা পিষ্টকজাতীয় খাদ্য ; যজ্ঞীয় ঘৃত, পশুমাংস।

পুরোধাঃ, (চলিত) পুরোধা—বিঃ পুরোহিত। [পুরস্+ধা+অস্]।
পুরোবর্তী—বিণঃ সম্মুখে অবস্থিত, অগ্রবর্তী। [পুরস্+বৃৎ+ইন্]।
পুরোভূমি—বিঃ সম্মুখের ভূমি; চিত্রের বা দৃশ্যের সম্মুখবর্তী অংশ।
পুরোধায়ী—বিঃ প্রবর্তক। [পুরস্+ধা+ইন্]।
পুরোহিত—বিঃ যজমানের বা গৃহস্থের জন্য ক্রিয়াকর্ম পূজাদি করেন যিনি, যাজক। [পুরস্+ধা+ত]।
পুল—বিঃ সেতু, সাঁকো। [ফা]।
পুলক—বিঃ রোমাঞ্চ, আবেগাদিতে শরীরের লোম খাড়া হওন; হর্ষ ('শুধু অকারণ পুলকে ক্ষণিকের গান গারে আজি প্রাণ'—রবীন্দ্র)। বিণঃ পুলকিত—রোমাঞ্চিত, আনন্দিত।
পুলটিস—বিঃ ফোঁড়া ক্ষতাদিতে লাগাইবার গরম গাঢ় প্রলেপবিশেষ, poultice।
পুলি[1]—বিঃ পিঠাবিশেষ (চন্দ্রপুলি)।
পুলি[2]—বিঃ কপিকল, pulley।
পুলি[3]—বিঃ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী বা প্রধান নগর পোর্ট ব্লেয়ার, Port Blair। বিঃ -পোলাও —নির্বাসনদণ্ড, দ্বীপান্তর।
পুলিন—বিঃ চড়া, বালুকাময় তট, সৈকত (যমুনাপুলিন)।
পুলিন্দা—বিঃ বাণ্ডিল, পুঁটলি।
পুলিস—বিঃ শান্তিরক্ষার কার্যে নিযুক্ত সরকারী বিভাগ, শান্তিরক্ষক কর্মচারী, police। বিঃ -ইন্স্পেক্টর—পুলিসের উপরিতন কর্মচারীবিশেষ, police-inspector। বিঃ -কন্স্টেবল—সিপাহী, পুলিসের নিম্নতন কর্মচারী, police-constable। বিঃ -কমিশনার—রাজধানীর পুলিসের প্রধান কর্মচারী, police-commissioner। বিঃ -সুপারিন্টেন্ডেন্ট—জেলা-পুলিসের প্রধান কর্মচারী, police-superintendent।
পুষ্কর—বিঃ পদ্ম; মেঘবিশেষ; আকাশ; জল; পুরাণোক্ত দ্বীপবিশেষ; আজমীরের নিকটবর্তী তীর্থ ও হ্রদবিশেষ।
পুষ্করিণী—বিঃ পুকুর, সরোবর।
পুষ্করী—বিঃ হস্তী।
পুষ্ট—বিণঃ পালিত, বর্ধিত; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; নধর, মোটাসোটা; পরিণত।
পুষ্টি—বিঃ পোষণ, পালন; বৃদ্ধি; পরিণতি। বিণঃ -কর—দেহের উপযুক্ত পুষ্টিদানকারী।
পুষ্প—বিঃ ফুল, কুসুম, প্রসূন; স্ত্রীরজঃ। বিঃ -ক, -রথ—আকাশগামী রথ। বিঃ -কেতন, -কেতু, -ধন্বা—মদনদেব, কামদেব। বিঃ -চাপ, -ধনু, -ধনুঃ—ফুলদ্বারা নির্মিত কামদেবের ধনুক; কামদেব। বিণঃ বিঃ -জীবী—পুষ্পাজীব দ্রষ্টব্য। বিঃ -পত্র, -পল্লব—ফুল ও পাতা; ফুলের পাপড়ি। বিঃ -পাত্র—প্রধানতঃ পূজার ফুল রাখিবার থালা। বিণঃ -বতী—রজস্বলা। বিঃ -বাটিকা, -বাটী—ফুলের বাগান, বাগানবাড়ি। বিঃ -বাণ, -শর—পুষ্পচাপ দ্রষ্টব্য। বিঃ -বৃষ্টি—উপর হইতে ফুল বর্ষণ, আকাশ বা স্বর্গ হইতে ফুল বর্ষণ। বিঃ -মাস—চৈত্রমাস, বসন্তকাল, মধুমাস। বিঃ -রজঃ, -রেণু—ফুলের পরাগ। বিঃ -রস—ফুলের মধু। বিঃ -রাগ—পোখরাজ, পদ্মরাগমণি।

পুষ্পাজীব—বিঃ ফুলব্যবসায়ী, পুষ্প বিক্রেতা ; মালাকর ; মালী।
পুষ্পাঞ্জলি—বিঃ দেবতাকে নিবেদ্য এক অঞ্জলি ফুল।
পুষ্পাভরণ—বিঃ ফুলদ্বারা নির্মিত গহনা।
পুষ্পাসব—বিঃ ফুলের মধু, মকরন্দ।
পুষ্পিকা—বিঃ প্রাচীন গ্রন্থে অধ্যায়শেষে নিবৃত লেখকের নাম ও বিষয়ের উল্লেখ ; ক্ষুদ্র পুষ্প।
পুষ্পিত—বিণঃ ফুল ফুটিয়াছে এমন, কুসুমিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পুষ্পিতা—কুসুমিতা ; ঋতুমতী।
পুষ্পোৎসব—বিঃ প্রথম রজোদর্শন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত উৎসব ; ফুলের উৎসব।
পুষ্যা—বিঃ অষ্টম নক্ষত্র। [পুষ্+য+আ]।
পুষ্যি—(১) বিণঃ প্রতিপাল্য ; দত্তক, গৃহীত (পুষ্যি পুত্তুর)। (২) বিঃ প্রতিপাল্য বা গৃহীত ব্যক্তি বা ব্যক্তি-বর্গ (মেয়েটি আমার পুষ্যি, অনেক পুষ্যি)।
পুস্তক—বিঃ বই, গ্রন্থ। বিণঃ -স্থ—পুস্তকে লিখিত। বিঃ পুস্তকাগার—গ্রন্থাগার। বিঃ পুস্তকালয়—বইয়ের দোকান। বিঃ পুস্তিকা, পুস্তী—ছোট বই।
পুস্তানি, পুস্তনী—বিঃ মলাট আট-কাইবার জন্য বইয়ের প্রথম ও শেষ পাতা।
পুস্তা, পুস্তান—বিঃ অবলম্বন ; পোস্তা ; বই বাঁধাইবার সময় উহার পিঠে আড়ভাবে স্থাপিত মোটা সুতা। [ফা]।
পুগ—বিঃ সুপারি ; রাশি।

পূজক—বিণঃ যে পূজা করে, উপাসক।
পূজন—বিঃ পূজাকরণ, আরাধনা, উপাসনা ('জানি না ভজন পূজন')। বিণঃ পূজনীয়—পূজার যোগ্য আরাধ্য ; শ্রদ্ধেয় ; গুরুস্থানীয়। বিণঃ পূজয়িতা—যে পূজা করে, উপাসক। (স্ত্রী)ঃ পূজয়িত্রী।
পূজা¹—বিঃ আরাধনা, উপাসনা, অর্চনা ; ভক্তি ; শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ; সং-বর্ধন ('এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি'—রবীন্দ্র)। বিঃ -বকাশ—দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে শরৎ-কালীন ছুটি। বিণঃ -র্হ—পূজার যোগ্য, পূজনীয়।
পূজা²—ক্রিঃ (সাধারণতঃ পদ্যে) আরাধনা করা, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।
পূজারি, পূজারী—বিঃ বিণঃ পূজা-কারী, প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নিত্য পূজক, দেবল ; উপাসক, পুরোহিত। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পূজারিণী।
পূজিত—বিণঃ আরাধিত, অর্চিত ; সম্মানিত। [পূজ্+ত]।
পূজুরী—পূজারী-র কথ্যরূপ।
পূজ্য—পূজনীয় দ্রষ্টব্য। [পূজ্+য]। বিণঃ -পাদ—পরমপূজনীয়, পরম-শ্রদ্ধেয়। বিণঃ -মান—পূজা করা হইতেছে এমন।
পূত—বিণঃ পবিত্র। [পূ+ত]। বিণঃ পূতাত্মা—পবিত্রচরিত্র, ধর্মপরায়ণ।
পূতনা—বিঃ কংস কর্তৃক প্রেরিত মায়াবিনী দানবী যাহাকে শ্রীকৃষ্ণ স্তন্যপানচ্ছলে নিহত করেন। বিঃ পূতনারি—শ্রীকৃষ্ণ।
পূতা—(১) বিঃ (স্ত্রী)ঃ দূর্বা। (২) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পবিত্রা, দুর্গন্ধযুক্তা।
পূতাত্মা—পূত দ্রষ্টব্য।

**প্ৰ্তি**—(১) বিঃ পচা গন্ধ, দ্ৰ্গন্ধ। (২) বিণঃ দ্ৰ্গন্ধযুক্ত।

**প্ৰ্তিকা**—বিঃ প্ৰ্ইশাক, প্ৰ্তিকরঞ্জ-লতা ; বিড়ালী।

**প্ৰ্তোদক**—বিঃ পবিত্র জল।

**প্ৰ্প**—বিঃ পিষ্টক, পিঠা ; রুটী।

**প্ৰ্ব, প্ৰ্বাল, প্ৰ্বালী, প্ৰ্বে**—যথাক্রমে প্ৰ্ব, প্ৰ্বাল, প্ৰ্বালী ও প্ৰ্বে-র রূপভেদ।

**প্ৰ্য, প্ৰ্য়**—বিঃ পুঁজ, বিকৃতরক্ত।

**প্ৰ্র১**—বিঃ প্ৰ্রণ ; জলরাশি ; প্রবাহ ; খাদ্যবিশেষ, প্ৰ্রি।

**প্ৰ্র২**—প্ৰ্র১-এর বানানভেদ।

**প্ৰ্রক১**—বিণঃ প্ৰ্র্ণকারক সংখ্যা-প্ৰ্রক) ; (গণিতে) যে দ্ৰ্ই কোণের যোগে এক সমকোণ হয় তাহাদের যে কোন একটি, complement ; গ্ৰ্ণক ; প্রাণায়ামকালে বায়্ৰ্ গ্রহণ (নাকের ডানদিকের ছিদ্র বন্ধ করিয়া বাম দিকের ছিদ্র দিয়া বায়্ৰ্ গ্রহণ)।

**প্ৰ্রক২**—বিঃ ম্ৰ্তাশৌচকালে দেয় দশ-পিণ্ড। বিঃ **-পিণ্ড**—ঘাটপিণ্ড, ম্ৰ্তব্যক্তির উদ্দেশে প্রদত্ত পিণ্ড।

**প্ৰ্রণ**—(১) বিঃ প্ৰ্র্ণ হওন বা করণ (সংখ্যাপ্ৰ্রণ, পাদপ্ৰ্রণ) ; সমাধান (সমস্যাপ্ৰ্রণ) ; গ্ৰ্ণন। (২) বিণঃ প্ৰ্রক।

**প্ৰ্রব**—সর্বঃ প্ৰ্র্ব।

**প্ৰ্রবী**—বিঃ (সন্ধ্যার গেয়) সংগীতের রাগিণীবিশেষ ('প্ৰ্রবীতে ধরি তান একমনে রচি গান গাহিতে লাগিলা রামদাস,' —রবীন্দ্র)।

**প্ৰ্রয়িতা**—বিণঃ প্ৰ্রণকারী, প্ৰ্রণ করে যে। [প্ৰ্র্+ণিচ্+তৃ]।

**প্ৰ্রিত**—বিণঃ পরিপ্ৰ্র্ণ, ভরতি ; গ্ৰ্ণিত। [প্ৰ্র+ত]।

**প্ৰ্রী, প্ৰ্রিকা**—বিঃ ডাল ইত্যাদির প্ৰ্রযুক্ত খাদ্যবস্তু (কচ্ৰ্রি)।

**প্ৰ্র্ণ**—বিণঃ প্ৰ্রা, ভরতি ('শ্ৰ্ন্যেরে করিব প্ৰ্র্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই'—রবীন্দ্র) ; সফল, সিদ্ধ (মনোবাসনা প্ৰ্র্ণ হওয়া) ; অখণ্ড, বাকী বা কমতি নাই এমন (প্ৰ্র্ণচন্দ্র, প্ৰ্র্ণা-নন্দ) ; সম্প্ৰ্র্ণ, সমাপ্ত (কাল প্ৰ্র্ণ হওয়া)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্ৰ্র্ণা। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিণঃ **-কাম**—বাসনা সিদ্ধ হইয়াছে এমন। বিঃ **-কুম্ভ**—জলপ্ৰ্র্ণ কলস। বিণঃ **-গর্ভা**—গর্ভ-ধারণের কাল প্ৰ্র্ণ হইয়াছে এমন, আসন্নপ্রসবা। বিঃ **-গ্রাস**—চন্দ্র বা স্ৰ্র্যের রাহ্ৰ্ কর্তৃক সম্প্ৰ্র্ণভাবে গ্রস্ত হওন, eclipse। বিঃ **-চন্দ্র**—প্ৰ্র্ণিমার চাঁদ। বিঃ **-চ্ছেদ**—দাঁড়ি, সম্প্ৰ্র্ণ বাক্য লিখিয়া যে যতিচিহ্ন দেওয়া হয় ; সমাপ্তি। বিণঃ **-বয়স্ক**—প্ৰ্র্ণ যৌবনপ্রাপ্ত, সাবালক, adult। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-বয়স্কা**। বিঃ **-ব্রহ্ম**—অখণ্ড ব্রহ্ম যিনি অবতার দেবতা বা সগ্ৰ্ণ ঈশ্বর নহেন। বিঃ **-বিকাশ**—সম্যক্রূপে প্রকাশ। বিঃ **-মাত্রা**—প্ৰ্রা পরিমাণ। বিঃ **-মাসী**—প্ৰ্র্ণিমা তিথি। বিঃ **-সংখ্যা**—(পাটীগণিত) অখণ্ড রাশি, অ-ভগ্নাংশ, integer। বিঃ **-হোম**—প্ৰ্র্ণাহ্ৰ্তি।

**প্ৰ্র্ণা১**—প্ৰ্র্ণ দ্রষ্টব্য।

**প্ৰ্র্ণা২**—বিঃ (জ্যোতিষ) পঞ্চমী দশমী অমাবস্যা ও প্ৰ্র্ণিমা তিথি।

**প্ৰ্র্ণাঙ্গ**—বিণঃ যাহার কোন অংশে অসম্প্ৰ্র্ণ বা খ্ৰ্তযুক্ত নহে এমন।

**প্ৰ্র্ণানন্দ**—বিঃ ভগবান ; পরিপ্ৰ্র্ণ স্ৰ্খ বা আনন্দ।

**পূর্ণাবতার**—বিঃ রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ও নৃসিংহ বা শুধু শ্রীকৃষ্ণ।

**পূর্ণাবয়ব**—(১) বিণঃ পূর্ণরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সমস্ত অঙ্গাবিশিষ্ট, অক্ষত। (২) বিঃ ঐরূপ দেহ।

**পূর্ণায়ু, পূর্ণায়ুঃ**—বিণঃ সুস্থদেহীর-যোগ্য পরমায়ু ভোগকারী, দীর্ঘজীবী।

**পূর্ণাহুতি**—বিঃ যে আহুতি দিয়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়।

**পূর্ণিমা**—বিঃ যে তিথিতে চন্দ্রের ষোল-কলা পূর্ণ হয় অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়।

**পূর্ণেন্দু**—বিঃ পূর্ণচন্দ্র, পূর্ণিমা তিথির চন্দ্র।

**পূর্ণোপমা**—বিঃ অর্থালঙ্কারবিশেষ, যে উপমায় উপমেয় উপমান সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দ চারিটিই স্পষ্ট উল্লিখিত থাকে।

**পূর্ত**—বিঃ জনহিতার্থ জলাশয়াদি খনন মন্দির পথ নির্মাণ। [পূ+ত]। বিঃ -বিভাগ—উপরোক্ত কার্য সম্পাদনে ভারপ্রাপ্ত সরকারী বিভাগ।

**পূর্তি**—বিঃ পূরণ, ভরতিকরণ (উদর পূর্তি)। [পূর্+তি]।

**পূর্ব**—(১) বিঃ পূর্বদিক ('রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরি ভালে'—রবীন্দ্র); প্রাচী; অতীতকাল, অগ্র (পূর্বকথিত, পূর্বশ্রুত)। (২) বিণঃ পূর্বদিকের, প্রাচ্য (পূর্ব বাংলা); আগেকার, অতীত (পূর্বপুরুষ); প্রথম, জ্যেষ্ঠ। বিঃ -কায়—নাভির ঊর্ধ্ব-দেহ, উত্তমাঙ্গ। বিঃ -কাল—অতীত বা প্রাচীন সময়, পুরাকাল। বিণঃ -কালিক, -কালীন। বিণঃ -গামী—অগ্রগামী, অতীতে বা পূর্বদিকে গমনকারী। (স্ত্রী)ঃ -গামিনী। বিঃ -জ—অগ্রজ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; পূর্ব-পুরুষ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -জা—জ্যেষ্ঠা ভগিনী। বিঃ -জন্ম—বর্তমান জন্মের পূর্ববর্তী জন্ম। বিঃ -জ্ঞান—অভিজ্ঞতা, অতীতে বা পূর্ব জীবনে লব্ধ জ্ঞান; ভাবী ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান। বিণঃ -তন—বিগত, আগেকার। বিণঃ -দৃষ্ট—আগে দেখা হইয়াছে এমন, প্রথমে দৃষ্ট; পূর্বে অনুমিত হইয়াছে এমন। বিঃ -দৃষ্টি—ভবিষ্যৎ দর্শিতা, দূরদর্শিতা। বিঃ -পক্ষ—(তর্কশাস্ত্রে) বিচারের জন্য উপস্থাপিত বিষয়, প্রশ্ন; অভিযোগ। বিঃ -পুরুষ—পিতা পিতামহাদি বংশের ঊর্ধতন ব্যক্তি। বিঃ -ফাল্গুনী—একাদশ নক্ষত্র। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ -বৎ—আগেকার মত। বিণঃ -বর্ণিত—আগে বর্ণনা করা হইয়াছে এমন। বিণঃ -বর্তী—অতীতের; অগ্রবর্তী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বর্তিনী। বিঃ -বাদ—প্রথম অভিযোগ বা আবেদন। বিঃ -বাদী—অভিযোক্তা, বাদী, ফরিয়াদী। বিঃ -ভাদ্রপদ—পঞ্চদশ নক্ষত্র। বিঃ -মীমাংসা—জৈমিনি মুনিকৃত স্মৃতি প্রভৃতির সমন্বয়সাধক দর্শনশাস্ত্র। বিঃ -রঙ্গ—নাটকাদির প্রস্তাবনা সঙ্গীতাদি। বিঃ -রাগ—বিবাহের পূর্বে শ্রবণ ও দর্শনের দ্বারা নায়ক নায়িকার অন্তরে প্রণয় সঞ্চার; প্রথম অনুরাগ। বিঃ -রাত্র—রাত্রির প্রথমভাগ। বিঃ -রাত্রি—গতরাত্রি। বিঃ -লক্ষণ—ভাবীঘটনার চিহ্ন, সূচনা। বিঃ -সংস্কার—পূর্বের ধারণা অভ্যাস বা বিশ্বাস, পূর্বজন্মে লব্ধ মনো-বৃত্তি।

-পূর্বক—(ইহার যোগে ক্রি-বিণঃ পদ গঠিত হয়) পূর্বে করিয়া, পুরঃসর (প্রণামপূর্বক); সহকারে, সহিত (বিনয়পূর্বক)।

পূর্বাচল, পূর্বাদ্রি—বিঃ উদয়গিরি, পূর্বদিকে অবস্থিত কল্পিত পর্বত-শিখর যেখানে সূর্যোদয় হয় ('তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে'—রবীন্দ্র)।

পূর্বাধিকার—বিঃ পূর্বে লব্ধ অধিকার; আগের স্বত্ব।

পূর্বানুরাগ—বিঃ প্রথম ভালবাসা, প্রথম প্রণয়।

পূর্বাপর—(১) বিণঃ আগাগোড়া, আনুপূর্বিক। (২) বিঃ পূর্ব ও পশ্চিম দিক।

পূর্বাপেক্ষা—অব্যঃ আগেকার চেয়ে।

পূর্বাবধি—অব্যঃ পূর্ব হইতে, আগে বা প্রথম হইতে।

পূর্বাভাস—বিঃ পূর্বে জানানো হয় এমন, ভাবী ঘটনাদির চিহ্ন, পূর্বলক্ষণ; সূচনা, ভূমিকা।

পূর্বাভিমুখ—বিণঃ যাহার মুখ পূর্ব-দিকে এমন।

পূর্বাভ্যাস—বিঃ আগেকার অভ্যাস।

পূর্বাশা—বিঃ পূর্বদিক।

পূর্বাষাঢ়া—বিঃ বিংশ নক্ষত্র।

পূর্বাহ্ণ—বিণঃ দিনের প্রথম ভাগ, সকালবেলা। [পূর্ব+অহন্+অ]। বিণঃ পূর্বাহ্ণিক, পৌর্বাহ্ণিক—পূর্বাহ্ণকালীন।

পূর্বিতা—বিঃ অগ্রগণ্যতা, প্রথমে বিবেচিত হইবার যোগ্যতা।

পূর্বোক্ত—বিণঃ পূর্বে বলা হইয়াছে এমন।

পূষা—বিঃ সূর্য। বিঃ -অজ—মেঘ, ইন্দ্র।

পৃক্ত—বিণঃ সংলগ্ন, সংযুক্ত, সংশ্লিষ্ট; মিশ্রিত। [পৃচ্+ত]। বিঃ পৃক্তি—পৃক্ত অবস্থা।

পৃচ্ছা—বিঃ প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। [প্রচ্ছ্+অ+আ]।

পৃথক—অব্যঃ আলাদা, স্বতন্ত্র, ভিন্ন; ফারাক, তফাৎ। বিঃ -ত্ব, পার্থক্য—স্বাতন্ত্র্য, বিভিন্নতা। বিঃ -করণ, পৃথকীকরণ—বিচ্ছিন্ন বিযুক্ত বা আলাদা করণ। বিণঃ -কৃত, পৃথকীকৃত।

পৃথগন্ন—বিণঃ একই বংশ বা পরিবার-ভুক্ত হইয়াও আলাদা ভাবে রাঁধিয়া খায় এমন, একান্নবর্তী নহে এমন।

পৃথগাত্মা—বিণঃ ভিন্ন স্বভাব, স্বতন্ত্র প্রকৃতিবিশিষ্ট।

পৃথগ্বিধ—বিণঃ অন্যপ্রকার; বিভিন্ন প্রকারের।

পৃথা—বিঃ কুন্তী, পাণ্ডুর স্ত্রী, ব্রাহ্মণীবিশেষ।

পৃথিবী, পৃথ্বী—বিঃ ভূ, ভূমণ্ডল, মহী, মেদিনী, ধরা, ধরিত্রী, ধরণী, বসুমতী, বসুন্ধরা, বসুধা, ক্ষিতি, জগৎ; ভূমি। [প্রথ্+ইব+ঈ, পৃথু+ঈ]। বিঃ -পতি, -পাল—ভূপতি, রাজা, সম্রাট্।

পৃথু—(১) বিঃ পৌরাণিক রাজা-বিশেষ। (২) বিণঃ স্থূল, বৃহৎ, বিস্তৃত, মহৎ। [প্রথ্+উ]। বিণঃ -ল—স্থূল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পৃথুলা।

পৃষ্ট—বিণঃ জিজ্ঞাসিত, যাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে এমন। [প্রচ্ছ্+ত]।

পৃষ্টি—(১) বিঃ প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। (২) বিণঃ প্রশ্নকারক।

**পৃষ্ঠ**—বিঃ পিঠ, দেহের পশ্চাদ্‌ভাগ, বক্ষের বিপরীত দিক ; পিছন দিক্ ; তল, উপরিভাগ (ভূপৃষ্ঠ)। [পৃষ্ +থ]। বিঃ **-দেশ**—পিঠ, দেহের পশ্চাদ্‌ভাগ। বিণঃ **-পোষক**—সহায়ক, সমর্থক। বিঃ **-পোষণ, -পোষকতা**। বিঃ **-প্রদর্শন**—পলায়ন। বিঃ **-বংশ**—মেরুদণ্ড। বিঃ **-ভঙ্গ**—পরাজিত হইয়া পলায়ন। বিঃ **-রক্ষা**—দেহরক্ষীর কাজ ; পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষণ।

**পৃষ্ঠা**—বিঃ পুস্তকাদির পাতার এক দিক বা পিঠ। বিঃ **-ঙ্ক**—পৃষ্ঠার ক্রমসূচক সংখ্যা।

**পৃষ্ঠোপরি**—ক্রি-বিণঃ পিঠের উপর।

**পেঁকাটি**—**প্যাঁকাটি**-এর বানানভেদ।

**পেঁকো**—বিণঃ পাঁকযুক্ত (পেঁকো পুকুর) ; পাঁকের মত (পেঁকো গন্ধ)।

**পেঁচ, প্যাঁচ**—বিঃ পাক, মোচড় (পেঁচ দেওয়া) ; স্ক্রু (পেঁচে ঘোরানো) ; চক্রান্ত, কুটিলতা (পেঁচে ফেলা) ; কঠিন সমস্যা, সংকট (পেঁচে পড়া) ; কুস্তিতে আক্রমণের বা আঁকড়াইয়া ধরার কায়দা ; পরস্পর জড়াজড়ি (ঘুড়ির পেঁচ)। [ফা]।

**পেঁচা**—বিঃ পক্ষিবিশেষ, পেচক, উলুক ('পেঁচা কয় পেঁচানী খাসা তোর চেঁচানি'—সুঃ রাঃ)। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **পেঁচী, পেঁচানী** ('তোর গানে পেঁচীরে সব ভুলে গেছিরে'—সুঃ রাঃ)। বিঃ **লক্ষ্মীপেঁচা**—লক্ষ্মীর বাহন সুদর্শন ক্ষুদ্রকার পেঁচা॥ বিঃ **হুতোম বা হুতুম পেঁচা**—কর্কশ শব্দকারী বৃহদাকার পেঁচা ; কুশ্রী ব্যক্তি।

**পেঁচাও, পেঁচাল, পেঁচালো, পেঁচোয়া**—বিণঃ কুটিল, জটিল।

**পেঁচান, পেঁচানো**—(১) ক্রিঃ পেঁচ দেওয়া, পাকানো ; ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আঁটা ; জটিল করা ; জড়িত করা ; বার বার অস্ত্র ঘষিয়া কাটা (পেঁচিয়ে কাটা)। (২) বিঃ বিণঃ ঐ সকল অর্থে।

**পেঁচো**—বিঃ পঞ্চানন্দ নামক কল্পিত উপদেবতাবিশেষ যাহার আক্রমণে শিশুদের ধনুষ্টঙ্কার হয় বলিয়া বিশ্বাস (পেঁচোয় পাওয়া)।

**পেঁজা, পিঁজা**—(১) ক্রিঃ তুলা ইত্যাদির আঁশ ধুনিয়া বা টানিয়া পৃথক ও সোজা করা। (২) বিঃ উক্ত অর্থে।

**পেঁটরা**—**পেটরা**-র রূপভেদ।

**পেঁড়া**—**পেড়া**[২] দ্রষ্টব্য।

**পেঁদান, পেঁদানো**—ক্রিঃ (অশিষ্ট) সাংঘাতিকভাবে প্রহার করা।

**পেঁপে**—বিঃ ফলবিশেষ। [পো]।

**পেঁয়াজ, পেঁজ**—**পিয়াজ** দ্রষ্টব্য।

**পেকে, পেঁখে**—বিঃ তালপাতার তৈরি একপ্রকার ছাতি, মইয়ের ধাপ।

**পেখন**—বিঃ দর্শন। [ব্রজ]।

**পেখম**—বিঃ ময়ূরাদির পুচ্ছ বা পাখা। ক্রিঃ **পেখম ধরা, পেখম ফুলানো**—পুচ্ছ বিস্তার করা ; (আল) আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠা।

**পেখা**—ক্রিঃ (পদ্যে) দেখা। ক্রিঃ **পেখনু, পেখলু, পেখলুঁ**—দেখিলাম। [ব্রজ]। ('কি পেখনু নটবর গৌর-কিশোর'—গোঃ দাঃ)।

**পেচক**—**পেঁচা** দ্রষ্টব্য। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **পেচকী**।

**পেছন**—বিঃ পশ্চাৎ।

**পেছু**—পাছু-র রূপভেদ। ক্রিঃ **পেছু নেওয়া**—অনুসরণ করা। ক্রিঃ **পেছু লাগা**—উত্যক্ত বা বিরক্ত করা।
**পেজী**—বিণঃ পৃষ্ঠাযুক্ত (দশপেজী)।
**পেট¹**—বিঃ উদর ; পাকস্থলী ; মন (পেটের কথা)। ক্রিঃ **পেট আঁটা**—কোষ্ঠবদ্ধ হওয়া। ক্রিঃ **পেট কামড়ানো**—পেট ব্যথা করা। ক্রিঃ **পেট খসা**—গর্ভপাত হওয়া। ক্রিঃ **পেট চলা**—আহার জোগাড় হওয়া। ক্রিঃ **পেট নামানো**—পাতলা দাস্ত হওয়া। ক্রিঃ **পেট ফাঁপা**—পেটে বায়ু জন্মানো। ক্রিঃ **পেট ভরা**—পর্যাপ্ত আহারে উদর পূর্ণ হওয়া। **-ভাতা**—(১) বিঃ কেবল আহার। (২) ক্রি-বিণঃ শুধু খাওয়ার বিনিময়ে, বিনা বেতনে (পেটভাতা চাকুরি)। বিণঃ **-মরা**—বিশেষ খাইতে পারে না এমন। বিঃ **পেট-রোগা**—উদরাময়-রোগী।। বিণঃ **পেট-সর্বস্ব**—পেটুক বা ভোজনবিলাসী। ক্রিঃ **পেট হওয়া**—গর্ভসঞ্চার হওয়া। **পেটে এক মুখে এক**—কুটিল ব্যবহার। **পেটে কালির আঁচড় থাকা**—বিদ্যা থাকা। **পেটে খিদে মুখে লাজ**—মনের বাসনা লজ্জা-বশতঃ প্রকাশ না করা। **পেটে খেলে পিঠে সয়**—বাসনাপূরণ বা লাভের জন্য কষ্ট সহ্য করা যায়। ক্রিঃ **পেটে জ্বালানো**—হজম হওয়া। ক্রিঃ **পেটে থাকা**—গোপন থাকা ; হজম হওয়া। **পেটে বোমা মারলেও কিছু বাহির না হওয়া**—বিদ্যা না থাকা। ক্রিঃ **পেটে সওয়া**—হজম করিতে পারা। **পেটের কথা**—মনের গোপন কথা। **পেটের অসুখ, পেটের ব্যথা**—অম্লকষ্ট। **পেটের ভাত চাল হওয়া**—অত্যন্ত ভীত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া। **পেটের ভিতর হাত পা সেঁধুনো**—ভয়ে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হওয়া। **পেটের শত্রু**—যে সন্তান জননীর দুঃখ ও অশান্তির কারণ। **পেটে পেটে**—মনে মনে।
**পেট²**, **পেটক**, **পেটিকা**, **পেটী**—বিঃ পেটরা।
**পেটরা**—বিঃ বাক্স, ঝাঁপি, তোরঙ্গ।
**পেটা**, **পিটা**—(১) ক্রিঃ আঘাত করা, মারা ; আঘাত করিয়া শব্দ করা (ঢাক পেটা) ; দুরমুশ করা (ছাদ পেটা)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ পিটিয়া তৈয়ারি হইয়াছে এমন (পেটা লোহার কড়া) ; পিটা-ইয়া বাজানো হয় এমন (পেটা ঘড়ি)। বিঃ **-ই**—পেটার কাজ (লোহা পেটাই)। বিঃ **-ন**, **-নি**, **পেটন**, **পিটন**, **পিটানি**, **পিটুনি**—মার, প্রহার ; আঘাত। ক্রিঃ **-ন**, **-নো**, **পিটনো**—আঘাত দেওয়া ; প্রহার করা, মারা।
**পেটি**—বিঃ কোমরবন্ধ ; মাছের পেটের অংশ।
**পেটিকা**, **পেটী**—পেট² দ্রষ্টব্য।
**পেটুক**—বিণঃ খাইতে ভালবাসে এমন, উদরপরায়ণ, ঔদরিক।
**পেটেন্ট**—(১) বিঃ সরকারী সনদ বা বা বিশেষাধিকার-পত্রবলে দ্রব্যাদি বিক্রয় বা প্রস্তুতের একচেটিয়া অধি-কার। (২) বিণঃ সরকারী সনদবলে সর্বসত্বসংরক্ষিত (পেটেন্ট ঔষধ), patent ; একঘেয়ে (পেটেন্ট রসিকতা)।
**পেটো¹**—বিঃ কপালের উপর চাপিয়া কেশবিন্যাস (পেটো পাড়া) ; কলা-গাছের খোলা ; ছোট বোমা (একটা পেটো ছুঁড়ে দিলেই খতম)।

পেটো²—বিণঃ পাটনির্মিত ; পাট-সম্পর্কিত (পেটো সাহেব)।
পেটোয়া—বিণঃ অধীন, অনুগত ; পৃষ্ঠপোষিত ; আজ্ঞাবহ।
পেট্রোল—বিঃ কেরোসিনজাতীয় খনিজ তৈল, petrol।
পেড়া¹—বিঃ পেটরা।
পেড়া²—বিঃ ক্ষীরের মিঠাইবিশেষ।
পেড়াপীড়ি—পীড়াপীড়ি-র রূপভেদ।
পেন্ট, পেন্টুলুন—বিঃ পায়জামাবিশেষ, pantaloon।
পেন্ডুলাম—বিঃ ঘড়ির দোলক,pendulum।
পেত্নী, পেন্নী—বিঃ প্রেতিনী, স্ত্রী-ভূত ; (ব্যঙ্গে) কুৎসিত বা নোংরা স্ত্রীলোক।
পেতল—পিতল-এর কথ্যরূপ।
পেতে¹—বিঃ ছোট চুপড়ি।
পেতে²—অস-ক্রিঃ বিছাইয়া, স্থাপন করিয়া, প্রাপ্ত হইতে।
পেন—বিঃ ঝরণা-কলম, কলম, লেখনী, pen।
পেনসন—বিঃ চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের পরে যে বৃত্তি বা ভাতা পাওয়া যায়, pension।
পেনসিল—বিঃ লেখনীবিশেষ যাহাতে কালির প্রয়োজন হয় না, সীসযুক্ত-লেখনী, pencil।
পেনিসিলিন—বিঃ সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ-বিশেষ, penicillin।
পেনেট—বিঃ শিবলিঙ্গের নিম্নস্থ গৌরীপট্ট।
পেয়—(১) বিণঃ পান করা হয় এমন, পানের যোগ্য, পানীয়। (২) বিঃ পানযোগ্য পদার্থ (চা জল দুধ ইত্যাদি)। [পা+য]।
পেয়ালা—পিয়ালা-র চলিতরূপ।
পেয়ার¹, পিয়ার—বিঃ আদর, প্রীতি, ভালবাসা, প্রেম। বিঃ পেয়ারা, পিয়ারা—প্রিয়পাত্র, প্রেমপাত্র। বিঃ (স্ত্রী) ঃ পেয়ারী, পিয়ারী, প্যারী—প্রণয়িনী ; শ্রীরাধিকা।
পেয়ার²—বিঃ তাসখেলায় সাহেব বিবির জোড়া বা উহাদের যে কোনটি, pair।
পেয়ারা¹—বিঃ ফলবিশেষ। [পো]।
পেয়ারা², পেয়ারী—পেয়ার¹ দ্রষ্টব্য।
পেয়ালা—পাত্রবিশেষ, পানপাত্র ('বেদ-নায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা' —রবীন্দ্র)।
-পেয়ে—বিণঃ পদযুক্ত (দুপেয়ে)।
পেরন, পেরনো—ক্রিঃ পার হওয়া (নদী পেরনো) ; অতিক্রান্ত বা অতি-বাহিত হওয়া (দু মাস পেরিয়েছে)।
পেরু—বিঃ (দক্ষিণ আমেরিকা হইতে আনীত) মোরগজাতীয় পাখিবিশেষ, turkey। [পো]।
পেরুভীয়—বিণঃ দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশবাসী ; Peruvian।
পেরেক—বিঃ লৌহনির্মিত ছোট কাঁটা।
পেরোন, পেরোনো—পেরন-র রূপভেদ।
পেলব—বিণঃ কোমল ও সুন্দর, মৃদু, মধুর ; লঘু ; কৃশ, ক্ষীণ ; ভঙ্গুর। বিঃ -তা।
পেলা, প্যালা—বিঃ সঙ্গীতাদির আসরে শ্রোতৃবর্গ শিল্পীদিগকে যে পুরস্কার দেয় ; ঠেকনা, ঠেস। [দেশী]।
পেল্লায়, পেল্লায়—বিণঃ (গ্রাম্য) বিশাল।
পেশ—বিঃ উপস্থিতকরণ, সম্মুখে স্থাপন। [ফা] বিঃ -কার—(প্রধানতঃ বিচারকের সম্মুখে) যে কর্মচারী

কাগজপত্র উপস্থাপিত করে এবং রক্ষা করে। বিঃ -কারি—পেশকারের কাজ।

**পেশওয়াজ**—পেশোয়াজ-এর রূপভেদ।

**পেশল**—বিণঃ সুন্দর, মনোহর; নিপুণ; (অশুদ্ধ) পেশীবহুল।

**পেশা**—বিঃ ব্যবসায়, বৃত্তি; স্বভাব। [ফা]। বিঃ -কর, -কার—বেশ্যা। বিণঃ -দার—ব্যবসায়ী, কোন কাজ বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে এমন। বিঃ -দারি—পেশাদারের আচরণ। বিণঃ দারী—পেশাদার-সম্বন্ধীয়।

**পেশি, পেশী**—বিঃ দেহের মাংসল অংশ যাহার সঙ্কোচনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়ে, মাংসপেশী বা পিণ্ড; তরবারির খাপ।

**পেশোয়া, পেশবা**—বিঃ মারাঠা রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বা রাজা; পুরোহিত; নায়ক।

**পেশোয়াজ**—বিঃ নর্তকী বা মুসলমান রমণীদের পরিধেয় ঘাগরা বা পায়জামাবিশেষ। [ফা]।

**পেষক**—বিণঃ পেষণকারী। [পিষ্+অক]।

**পেষণ**—বিঃ দলন, মর্দন; বাটন; চূর্ণন। বিঃ পেষণি, পেষণী—যাহার দ্বারা পেষণ করা হয়, শিল-নোড়া, জাঁতা, হামানদিস্তা। বিণঃ পেষিত—পেষা হইয়াছে এমন।

**পেষা, পিষা**—(১) ক্রিঃ পেষণ করা, চাপ দেওয়া, বাটা; পীড়ন করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ -ই—পেষণ; উহার মজুরি। -ন, -নো, পিষন, পিষনো—(১) ক্রিঃ পেষণ করানো, চূর্ণ করানো, বাটানো; পীড়ন করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থসমূহে।

**পেস্তা**—বিঃ কাবুলে উৎপন্ন বাদামজাতীয় ফলবিশেষ। [ফা]।

**পৈছা**—বিঃ স্ত্রীলোকদের মণিবন্ধের গহনাবিশেষ। [হি]।

**পৈঠা**—বিঃ সিঁড়ি, সোপান, ধাপ।

**পৈতা**—বিঃ যজ্ঞোপবীত।

**পৈতামহ**—বিণঃ পিতামহ-সম্বন্ধীয়।

**পৈতৃক, পৈত্র, পৈত্র্য**—বিণঃ পিতা বা পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধীয়; পিতা বা পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

**পৈত্তিক, পৈত্ত**—বিণঃ পিত্ত-সম্বন্ধীয়।

**পৈত্রিক**—পৈতৃক-এর অশুদ্ধরূপ।

**পৈলব**—বিঃ পেলবতা।

**পৈশাচ**—(১) বিণঃ পিশাচ-সম্বন্ধীয়, পিশাচসুলভ। (২) বিঃ ছল বল বা কৌশলে কন্যাকে অপহরণ করিয়া প্রাচীন বিবাহবিশেষ। [পিশাচ+অ]। পৈশাচী—(১) বিণঃ পৈশাচ-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বিঃ প্রাকৃত-ভাষাবিশেষ যাহা উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত ছিল।

**পৈশাচিক**—বিণঃ পিশাচের তুল্য; পিশাচ-সম্বন্ধীয়; অতীব নিষ্ঠুর। [পিশাচ+ইক]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পৈশাচিকী। বিঃ -তা।

**পৈশুন, পৈশুন্য**—বিঃ খলতা, ক্রূরতা, দ্বেষ।

**পো**¹—বিঃ (গ্রাম্য) পুত্র, ছেলে (ভাসুর পো)।

**পো**²—পোয়া-র সংক্ষিপ্তরূপ (এক পো)।

**পোঁ**—অব্যঃ সানাই বা বাঁশির যে সুর একটানা বাজে। ক্রিঃ পোঁ ধরা—(ব্যঙ্গে) অন্যের সব কথায় সায় দেওয়া, অন্ধভাবে সমর্থন করা। অব্যঃ -পোঁ—অতি দ্রুত, সত্বর।

**পোঁচ**—বিঃ প্রলেপ, লেপন (রঙের পোঁচ)। বিঃ -ড়া, -লা—চূনকাম করিবার জন্য পাটের আঁশ দ্বারা প্রস্তুত তুলিবিশেষ ; প্রলেপ।

**পোঁছ**—বিঃ সম্মার্জনা, মোছা (ঝাড়-পোঁছ)।

**পোঁছা১, পুঁছা**—(১) ক্রিঃ বস্ত্রাদি দ্বারা মোছা বা ঘষা। (২) বিঃ বিণঃ ঐ অর্থে। ক্রিঃ বিঃ বিণঃ -ন, -নো—মোছানো।

**পোঁছা২**—বিঃ মাছের লেজের অংশ ; হাতের কব্জি।

**পোঁটলা**—বিঃ বড় পুঁটলি, গাঁটরি, কাপড়ে বাঁধা দ্রব্যাদি।

**পোঁটা**—বিঃ নাকের শ্লেষ্মা, শিকনি ; মাছেব অন্ত্র, নাড়ী। [দেশী]।

**পোঁত**—বিঃ যে অংশ ভূমিতে পোঁতা থাকে তাহার পরিমাপ ; প্রোথন, প্রোথিত অংশ।

**পোঁতা১**—(১) ক্রিঃ প্রোথিত করা, গাড়া, মাটির নীচে সম্পূর্ণ বা কিয়দংশ স্থাপন করা (মৃতদেহ পোঁতা, বাঁশ পোতা) ; রোপন করা (গাছ পোঁতা)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**পোঁতা২**—পোত দ্রষ্টব্য।

**পোঁদ**—বিঃ নিতম্ব, জীবদেহের পশ্চাদ্ভাগস্থ অংশ, পাছা। [দেশী]।

**পোকা, (আঞ্চ) পোক**—বিঃ কীট ; ক্ষুদ্র পতঙ্গ। বিঃ -মাকড়—কীট-পতঙ্গ মাকড়সাদি। কুমরে পোকা—মাটির বাসা নির্মাণকারী পোকা-বিশেষ। গাঁধি পোকা—দুর্গন্ধ পোকাবিশেষ। গুটি পোকা—রেশম-কীট। গুবরে পোকা—পচা গোবরে জাত পোকাবিশেষ।

**পোক্ত**—বিণঃ শক্ত, মজবুত, দৃঢ় ; অভিজ্ঞ, দক্ষ। [ফা]।

**পোখরাজ**—বিঃ পুষ্পরাগ, মণিবিশেষ।

**পোগণ্ড**—বিঃ অপোগণ্ড ; বিকলাঙ্গ।

**পোছা**—পুছা দ্রষ্টব্য।

**পোট**—বিঃ মিল, সম্ভাব।

**পোড়, পোড়ন, পুড়ন**—বিঃ জ্বালাযন্ত্রণা, দহন, জ্বলন। বিণঃ পোড় খাওয়া—পুড়িয়াছে বা দহন জ্বালা যন্ত্রণাদি সহ্য করিয়াছে এমন ; অভিজ্ঞ।

**পোড়া, পুড়া**—(১) ক্রিঃ দগ্ধ হওয়া (আগুন জ্বর ইত্যাদিতে পোড়া)। (২) বিঃ দহন ; যন্ত্রণা। (৩) বিণঃ দগ্ধ (পোড়া ঘর) ; হতভাগ্য, মন্দ (পোড়া কপাল) ; প্রতিকূল, বিরূপ (পোড়া বিধি) ; কলঙ্কিত (পোড়া-মুখ)। বিঃ পোড়া কপাল—মন্দ-ভাগ্য। বিণঃ -কপালে—মন্দভাগ্য যাহার, ভাগ্যহীন। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ -কপালী। বিঃ পোড়ারমুখী—অকর্মণ্য বা বেহায়া মেয়ে। -ন, -নো, পুড়ন, পুড়নো—(১) ক্রিঃ দগ্ধ করা ; যন্ত্রণা দেওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে। বিণঃ -নে, -নিয়া—দগ্ধকারক, যন্ত্রণাকারক, কষ্টদায়ক। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ -নী।

**পোড়ো**—পড়ো১-এর রূপভেদ।

**পোত**—বিঃ নৌকা জাহাজাদি জলযান।

**পোতা১**—বিঃ ঘরের ভিত, জমি হইতে ঘরের মেঝে পর্যন্ত উচ্চতা।

**পোতা২**—বিঃ পুত্রের পুত্র, পৌত্র।

**পোতাধ্যক্ষ**—বিঃ জাহাজের প্রধান চালক বা কাপ্তেন।

**পোতারোহী**—বিণঃ জাহাজাদির যাত্রী।

**পোতাশ্রয়**—বিঃ জাহাজের আশ্রয়স্থল, বন্দর।

পোদ—বিঃ জাতিবিশেষ, পুণ্ড্র।

পোদ্দার—বিঃ সোনা রুপা মুদ্রাদির বিশুদ্ধতা পরীক্ষক ; জিনিসপত্র বন্ধক রাখিয়া ধার দেয় যে ব্যক্তি, মহাজন ; টাকার দালাল। [আ+ফা]। বিঃ পোদ্দারি—পোদ্দারের কাজ ; (ব্যঙ্গে) কর্তাপনা (পরের ধনে পোদ্দারি)।

পোনা—বিঃ রুই কাতলা ইত্যাদি মাছের বাচ্চা। বিঃ -মাছ—রুই-কাতলা বা ঐ জাতীয় মাছ।

পোয়া—বিঃ চারভাগের একভাগ, সিকি, চতুর্থাংশ, সিকি সের (এক পোয়া দুধ)। বিঃ -বারো—পাশা খেলার দানবিশেষ ; (ব্যঙ্গে) সৌভাগ্য।

পোয়াতী—বিঃ অন্তঃসত্ত্বা ; প্রসূতি ; নবজাত সন্তানের জননী।

পোয়ান, পোয়ানো—পোহান-র কথ্য-রূপ।

পোয়াল—বিঃ খড়, বিচালি।

পোর—বিঃ শুধু ঘুঁটের মৃদু জ্বাল (পোরের ভাত)। [দেশী]।

পোরা, পুরা—(১) ক্রিঃ পূর্ণ করা, ভরা (জলে পোরা) ; পূর্ণ হওয়া (বাসনা পোরা) ; ঢুকানো (হাওয়া পোরা) ; আবদ্ধ করা, ভিতরে রাখা (জেলে পোরা, সিন্দুকে পোরা) ; ফুঁ দিয়া বাজানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। ক্রিঃ -ন, -নো—পুরান[১] দ্রষ্টব্য।

পোল—পুল-এর রূপভেদ।

পোলা—বিঃ (আঞ্চ) পুত্র, ছেলে।

পোলাও—বিঃ ঘি মসলার সহিত মাছ বা মাংস দিয়া রাঁধা ভাত। [ফা]।

পোলিটিক্স—বিঃ ভোটদান পরিচালনা।

পোলো[১]—পলো-র রূপভেদ।

পোলো[২]—বিঃ ঘোড়ায় চড়িয়া হকির ন্যায় লাঠি ও বল লইয়া খেলাবিশেষ, polo।

পোশাক—বিঃ পরিচ্ছদ ; ভব্য জামা-কাপড়। [ফা]। বিণঃ পোশাকী—ভদ্র সমাজের জন্য আবশ্যক ও উপ-যুক্ত, আটপৌরের বিপরীত ; সভা অনুষ্ঠানে যাইবার উপযুক্ত ; বাহ্য (পোশাকী ব্যবহার)।

পোষ[১]—বিঃ পালকের বশ্যতা (পোষ মানা)।

পোষ[২]—পৌষ-এর চলিতরূপ।

পোষক—বিণঃ পালক, পালনকারী, পোষণকারী ; পুষ্টিকর ; সহায়ক, সমর্থক। [পুষ+অক]। বিঃ -তা—সমর্থন, সহায়তা।

পোষড়া—বিঃ পৌষপার্বণ।

পোষণ—বিঃ পালন, বর্ধন ; পুষ্ট-করণ ; মনে ধারণ (মত পোষণ)। বিণঃ পোষণীয়, পোষ্য—পোষণের যোগ্য, প্রতিপাল্য।

পোষা—(১) ক্রিঃ পোষণ বা পালন করা ; বশ মানানো (পাখি পোষা)। (২) বিণঃ পালিত, পোষ মানিয়াছে বা পালন করা হইয়াছে এমন (পোষা পাখি)।

পোষান, পোষানো—(১) ক্রিঃ সঙ্কুলান হওয়া, প্রয়োজনের অনুরূপ হওয়া (এ টাকায় পোষাবে না) ; বনিবনাও হওয়া (তার সঙ্গে পোষাবে না) ; উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া বা ক্ষতি-পূরণ করা (খাটুনি বা লোকসান পুষিয়ে দেওয়া) ; সহ্য হওয়া (এত হাঙ্গামা পোষাবে না) ; প্রতিপালন করানো।

পোষিত—বিণঃ পালিত, বর্ধিত।

পোষ্তা—বিণঃ পোষক, প্রতিপালক।
পোষ্টাই—(১) বিণঃ পুষ্টিকর। (২) বিঃ পুষ্টি।
পোষ্য—বিণঃ প্রতিপাল্য। [পুষ্+য]। বিঃ -পুত্র—দত্তকপুত্র, (সাধারণতঃ) অপুত্রক ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক ভাবে অন্যের যে পুত্রকে নিজপুত্ররূপে গ্রহণ ও প্রতিপালন করেন। বিঃ -বর্গ—যাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়।
পোস্ট—বিঃ চিঠিপত্র বহন ও বিলির সরকারী ব্যবস্থা; ডাক; খুঁটি, থাম (মাইল পোস্ট); পদ (অফিসারের পোস্ট), post। বিঃ -অফিস, পোস্টাপিস—ডাকঘর। বিঃ -মাস্টার—ডাকঘরের প্রধান সরকারী কর্মচারী।
পোস্ত¹—বিঃ আফিম ফলের বীজ।
পোস্তা, (কথ্য) পোস্ত²—বিঃ দেওয়াল বাঁধ ইত্যাদি মজবুত করিবার গাঁথনি বা ঠেস; গঞ্জ, হাট, ('শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে'—সুঃ রাঃ); আড়ত; বাঁধানো, গ্রন্থি (মেরে পোস্তা ওড়ানো)। [ফা]।
পোহান, পোহানো—ক্রিঃ প্রভাত হওয়া, শেষ হওয়া ('এখনই আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে'—রবীন্দ্র) তাপ সেবন করা (আগুন পোহানো); ভোগ করা, সহ্য করা (হাঙ্গামা পোহানো); কাটানো (দিন পোহানো)।
পৌঁছ—বিঃ উপস্থিত (পৌঁছ সংবাদ); নাগাল।
পৌঁছা—(১) ক্রিঃ উপস্থিত হওয়া, উদ্দিষ্ট স্থানে আসা (বাড়ী পৌঁছেছে); নাগাল পাওয়া (হাত পৌঁছে না); রাখিয়া আসা (তাকে স্কুলে পৌঁছে দিও)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। -ন, -নো, পৌঁছন, পৌঁছনো—(১) ক্রিঃ পৌঁছা সকল অর্থে; নিকটে লইয়া যাওয়া (বইখানা আমাকে পৌঁছাইয়া দিও)। (২) বিঃ ঐ সকল অর্থে।
পৌণ্ড্র—পুণ্ড্র দ্রষ্টব্য।
পৌত্তলিক—বিঃ বিণঃ প্রতিমাপূজক। বিঃ -তা।
পৌত্র—বিঃ পুত্রের পুত্র, নাতি। [পুত্র+অ]। বিঃ (স্ত্রী): পৌত্রী—পুত্রের কন্যা, নাতিনী।
পৌনঃপুনিক—বিণঃ বারবার ঘটে এমন; (গণিতে) আবৃত্ত, বারবার একরূপে উৎপন্ন (পৌনঃপুনিক দশমিক)। বিঃ -তা, পৌনঃপুন্য।
পৌনে—বিণঃ সিকি বা একপাদ অংশ কম, ৩/৪।
পৌর—বিণঃ পুরবাসী, নগরবাসী (পৌরসংঘ); নাগরিক, নগরের অধিবাসী হিসাবে প্রাপ্য (পৌর অধিকার)। [পুর+অ]। বিঃ -মুখ্য—নগরের সম্ভ্রান্তব্যক্তি, (নগরাধ্যক্ষের নিম্নপদস্থ) পৌরসভার সদস্য, alderman। বিঃ -সভা—নগরের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির (রাস্তা পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যাদি) তত্ত্বাবধারক corporation বা municipality। বিঃ -স্ত্রী, পৌরাঙ্গনা—পুরনারী।
পৌরন্দর—বিণঃ পুরন্দর অর্থাৎ ইন্দ্রসম্বন্ধীয়, ঐন্দ্র।
পৌরব—বিণঃ পুরু রাজ-বংশীয়। বিণঃ (স্ত্রী): পৌরবী।
পৌরাঙ্গনা—পৌর দ্রষ্টব্য।

**পৌরাণিক**—বিণঃ পুরাণ-সম্বন্ধীয় ; প্রাচীন ; পুরাণবেত্তা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **পৌরাণিকী**।

**পৌরুষ**—বিঃ পুরুষত্ব, পুরুষোচিত আচরণ ও ধর্ম, সাহসিকতা, দৃঢ়তা, পরাক্রম, তেজ, পুরুষকার।

**পৌরুষেয়**—বিণঃ পুরুষ-সম্বন্ধীয় ; মনুষ্যকৃত। [পুরুষ+এয়]।

**পৌরোহিত্য**—বিঃ পুরোহিতের বৃত্তি বা কর্ম, যাজন, পুরোহিতগিরি ; সভাপতিত্ব। [পুরোহিত+য]।

**পৌর্ণমাসী**—বিঃ পূর্ণিমাতিথি ; (বৈঃ শাস্ত্রে) কৃষ্ণলীলা সংঘটনকারিণী যোগমায়ার একরূপ।

**পৌর্ব**—বিণঃ পূর্বকালের, আগের, বিগত ; পূর্বদিকের [পূর্ব+য]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **পৌর্বী**। বিণঃ **-দেহিক, -দৈহিক**—পূর্বজন্মগত।

**পৌর্বাপর্য**—বিঃ পূর্বাপর সম্বন্ধ ; আনুপূর্ব্য। [পূর্বাপর+য]।

**পৌর্বাহ্নিক**—বিণঃ পূর্বাহ্ন-সম্বন্ধীয়, পূর্বাহ্নকালীন। [পূর্বাহ্ন+ইক]।

**পৌলস্ত্য**—বিঃ পুলস্তির গোত্রাপত্য বা পৌত্রাদি (=কুবের রাবণ কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ)।

**পৌলোমী**—বিঃ পুলোমা-কন্যা ইন্দ্র-পত্নী, শচী।

**পৌষ**—বিঃ বাংলা বৎসরের নবম মাস। [পৌষী+অ]। বিঃ **-পার্বণ**—পৌষ-সংক্রান্তিতে নূতন চাউলের পায়েস ও পিঠা দেবতাকে নিবেদন করার ও খাইবার উৎসব।

**পৌষালী**—বিণঃ পৌষ-সম্বন্ধীয়, পৌষ-জাত।

**পৌষ্টিক**—বিণঃ পুষ্টিকর, পুষ্টি-সাধক। [পুষ্টি+ক]।

**প্যাঁ**—অব্যঃ শিশুর কান্নার শব্দ।

**প্যাঁক**—অব্যঃ হাঁসের ডাক।

**প্যাকাটি**—পাকাটি-র বানানভেদ।

**প্যাঁড়া**—পেড়া-র বানানভেদ।

**প্যাকবন্দী**—বিঃ বাক্স ইত্যাদিতে আবন্ধ।

**প্যাচপ্যাচ**—অব্যঃ জলকাদার উপর চলিবার শব্দ বা জলকাদায় আবৃত হইবার ভাবপ্রকাশক। [দেশী]। বিণঃ **প্যাচপ্যাচে**—প্যাচপ্যাচ করে এমন।

**প্যাডেল**—বিঃ সাইকেলাদি যানবাহনের পাদানবিশেষ যাহাতে পায়ের চাপ দিয়া ঘুরাইয়া ঐরূপ গাড়ী চালানো হয়, paddle।

**প্যাণ্ট**—পেণ্ট দ্রষ্টব্য। বিঃ **ফুলপ্যাণ্ট**—গোড়ালি পর্যন্ত লম্বিত পায়জামা-বিশেষ। বিঃ **হাফপ্যাণ্ট**—হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত পায়জামাবিশেষ।

**প্যানপ্যান**—অব্যঃ নাকিকান্না, কান্নার সহিত আবদারের ভাবপ্রকাশক। বিঃ **প্যানপ্যানানি**—প্যানপ্যানকরণ। বিণঃ **প্যানপেনে**—প্যানপ্যান করে এমন।

**প্যারা**—বিঃ অনুচ্ছেদ, প্রবন্ধাংশ, para।

**প্যারী**—পেয়ার দ্রষ্টব্য।

**প্যালা**—পেলা দ্রষ্টব্য।

**প্যাসেঞ্জার**—(১) বিঃ যানাদির যাত্রী। (২) বিণঃ যাত্রীবাহী।

**-প্র**—অব্যঃ উৎকর্ষ খ্যাতি গতি প্রসিদ্ধি ব্যাপকতা আরম্ভ ইত্যাদি ভাবসূচক উপসর্গ।

**প্রকট**—বিণঃ সুস্পষ্ট, বিশেষরূপে ব্যক্ত, বিশদ। [প্র+কট্+অ]। বিঃ **-ন**—প্রকাশকরণ। বিণঃ **প্রকটিত**—প্রকাশ হইয়াছে বা করা হইয়াছে এমন। বিঃ **-লীলা**—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্ত লীলা।

**প্রকম্প, প্রকম্পন**—বিঃ অতিশয় কম্পন। বিণঃ **প্রকম্পিত**—অতিশয় কম্পনযুক্ত।

**প্রকরণ**—বিঃ গ্রন্থাদির অধ্যায় বা অংশ ; প্রক্রিয়া ; প্রস্তাব, আলোচ্যবিষয়।

**প্রকর্ষ**—বিঃ উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা।

**প্রকল্প**—বিঃ (জ্যামিতি) অনুমান ; ধরিয়া লওয়া ; উপপত্তি, theory। বিণঃ **প্রকল্পিত**—অনুভাবিত ; সঙ্কল্পিত।

**প্রকাণ্ড**—(১) বিণঃ অতি বৃহৎ, বিশাল। (২) বিঃ গাছের গুঁড়ি।

**প্রকার**—বিঃ শ্রেণী, জাতি, রকম (নানাপ্রকার পাখি) ; রীতি, প্রণালী, কৌশল, উপায় (কি প্রকারে) ; প্রভেদ ; বিশেষ। [প্র+কৃ+অ]। বিঃ **প্রকারান্তর**—ভিন্নপ্রকার।

**প্রকাশ**—(১) বিঃ প্রকটন, প্রদর্শন, ব্যঞ্জনা (ঘৃণা প্রকাশ) ; বিকাশ, উদয় (সূর্যের বা চন্দ্রের প্রকাশ) ; প্রচার, জাহির, সকলের সামনে উদ্ঘাটন বা প্রচার (গুপ্তকথা প্রকাশ) ; গ্রন্থাদি ছাপাইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থাকরণ ; আলোক। (২) বিণঃ ব্যক্ত, বিজ্ঞাত, প্রচারিত (প্রকাশ হওয়া)। বিণঃ **-ক**—যে প্রকাশ করে, পুস্তকাদি ছাপাইয়া প্রকাশ করে যে ব্যক্তি, publisher। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ **প্রকাশিকা**। বিঃ **-ন, -না**—প্রকাশকরণ। বিণঃ **-নীয়**—প্রকাশযোগ্য। বিণঃ **-মান**—প্রকাশিত হইতেছে এমন, ব্যক্ত, প্রস্ফুটিত। বিণঃ **প্রকাশিতব্য**—প্রকাশযোগ্য ; প্রকাশ করিতে হইবে বা প্রকাশিত হইবে বা প্রকাশ করা উচিত এমন। বিণঃ **প্রকাশ্য**—প্রকাশযোগ্য ; প্রকাশিত হয় বা হইবে এমন (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ; সাধারণের দৃষ্টিগোচরে (প্রকাশ্য স্থান) ; খোলাখুলি, সাধারণের সামনে কৃত (প্রকাশ্য সমালোচনা)। ক্রি-বিণঃ **প্রকাশ্যে**—সকলের সামনে, সর্বসমক্ষে, মুক্তভাবে, অকপটে।

**প্রকীর্ণ**—বিণঃ বিকীর্ণ, ছড়ানো ; বিবিধ।

**প্রকীর্তি**—বিঃ বিপুল যশঃ, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা। বিণঃ **-ত**—বিশেষভাবে যশঃ প্রচার করা হইয়াছে এমন, খ্যাতিমান্।

**প্রকুপিত**—বিণঃ অত্যন্ত রুষ্ট, রাগান্বিত, উত্তেজিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **প্রকুপিতা**।

**প্রকৃত**—বিণঃ সত্য, আসল, যথার্থ, অকৃত্রিম, বাস্তবিক। বিঃ **-ত্ব**। ক্রি-বিণঃ **-পক্ষে, -প্রস্তাবে**—বস্তুতঃ, আসলে। বিঃ **প্রকৃতার্থ**—গূঢ়ার্থ, আসল মানে।

**প্রকৃতি**—বিঃ স্বভাব, চরিত্র, ধর্ম, স্বভাবজ গুণাগুণ আচরণাদি (সৎ-প্রকৃতি, প্রকৃতিগত) ; নিসর্গ, বাহ্যজগৎ (প্রকৃতির সৌন্দর্য) ; (দর্শনে) আদ্যাশক্তি, সৃষ্টির মূল বা আদি কারণ ; সত্ত্ব রজঃ ও তম গুণের আধার ; যাহার জন্য ব্রহ্ম হইতে জীবাত্মার ভেদ ও বাহ্য জগতের অস্তিত্বজ্ঞান হয়, অবিদ্যা, মায়া ; (সাংখ্য) নির্গুণ চৈতন্যময় পুরুষের বিপরীত ত্রিগুণাত্মিকা জড়তত্ত্ব ; প্রজা (প্রকৃতিরঞ্জন) ; নারী ; (ব্যাক) বিভক্তিহীন শব্দ বা ধাতু, মূল শব্দ বা ধাতু। বিণঃ **-গত**—স্বভাবসিদ্ধ। বিণঃ **-জ, -জাত, -সিদ্ধ**—স্বাভাবিক, স্বভাব হইতে উৎপন্ন ; নৈসর্গিক।

বিঃ প্রকৃতি-পূজা—জড় জগতের (বৃক্ষাদি) উপাসনা। বিঃ -বাদ—জড়বাদ। বিণঃ -বিরুদ্ধ—অস্বাভাবিক, স্বভাবগত নহে এমন। বিঃ -রঞ্জন—প্রজাবর্গের সন্তোষবিধান। বিণঃ -স্থ—সুস্থ; স্বাভাবিক, ধাতস্থ।

প্রকৃষ্ট—বিণঃ উৎকৃষ্ট; প্রশস্ত। [প্র+কৃষ্+ত]। বিণঃ (স্ত্রী): প্রকৃষ্টা। বিঃ -তা, -ত্ব।

প্রকোপ—বিঃ প্রাবল্য (কলেরার প্রকোপ); অতিশয় ক্রোধ। বিঃ -ন, -ণ—ক্রুদ্ধকরণ; প্রবলকরণ; উত্তেজন। বিণঃ প্রকোপিত—উত্তেজিত; রাগত; প্রবল।

প্রকোষ্ঠ—বিঃ কক্ষ; হাতের কনুই হইতে মণিবন্ধ পর্যন্ত দেহাংশ।

প্রক্বণ—বিঃ বীণাধ্বনি।

প্রক্রম—বিঃ গমন; পরিক্রম; অতিক্রম; উপক্রম; সূচনা; অবসর; অবকাশ। বিণঃ প্রক্রমিত।

প্রক্রিয়া—বিঃ পদ্ধতি, process; কার্য প্রণালী; প্রকরণ; অনুষ্ঠান।

প্রক্ষালন—বিঃ পরিষ্কারকরণ, ধৌতকরণ। বিণঃ প্রক্ষালিত—বিধৌত।

প্রক্ষেপ—বিঃ নিক্ষেপ; রচনার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ; বিন্যাস; projection। বিঃ -ন—ঐ অর্থে। বিণঃ প্রক্ষিপ্ত—নিক্ষিপ্ত; অন্তর্নিহিত; রচনায় ভিন্ন লেখকের রচিতাংশ সংযোজন করা হইয়াছে এমন। বিণঃ বিঃ -ক। বিঃ -ণ—প্রক্ষিপ্তকরণ। বিণঃ -ণীয়—প্রক্ষেপযোগ্য।

প্রক্ষেড়ন—বিঃ নারাচ; লৌহময় বাণ।

প্রক্ষোভ—বিঃ ভাবাবেগ, emotion। বিণঃ প্রক্ষোভিত।

প্রখর—বিণঃ তীব্র; তীক্ষ্ণ। বিণঃ (স্ত্রী): প্রখরা। বিঃ -তা, -ত্ব।

প্রখ্যাত—বিণঃ বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। বিণঃ -নামা—স্বনামধন্য।

প্রখ্যাপন—বিঃ সুপ্রচার; প্রতিষ্ঠা; বিস্তৃত ঘোষণা। [প্র+খ্যা+ণিচ্+অন]। বিণঃ প্রখ্যাপক—ঘোষক। বিণঃ প্রখ্যাপিত—ঘোষিত।

প্রগণ্ড—বিঃ কনুই হইতে স্কন্ধ পর্যন্ত ভুজাংশ; বহিঃপ্রাকার।

প্রগত—বিণঃ মৃত; প্রস্থিত।

প্রগতি—বিঃ অগ্রগমন; ক্রমোন্নতি; (গণিতে) ক্রমবর্ধমান সংখ্যাশ্রেণী, progression। বিণঃ -বাদী—সংস্কারের পক্ষপাতী। বিণঃ -শীল—ক্রমে উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যাহার স্বভাব এমন।

প্রগমন—বিঃ নিষ্ক্রমণ; দূরে গমন।

প্রগল্ভ—বিণঃ উদ্ধত; লজ্জাহীন; ধৃষ্ট; নির্ভীক; অবিনীত; বাক্-চতুর; অকুণ্ঠিত; দাম্ভিক। প্রগল্ভা—(১) বিণঃ (স্ত্রী): অবিনীতা, ধৃষ্টা। (২) বিঃ পূর্ণ যৌবনা রতি-কুশলা নায়িকা। বিঃ -তা।

প্রগাঢ়—বিণঃ গভীর; অতিশয়; কঠিন; নিবিড়।

প্রগায়তা—বিণঃ সুগায়ক।

প্রগীত—বিণঃ প্রতিষ্ঠিত।

প্রগুণ—(১) বিঃ উৎকৃষ্ট গুণাবলী। (২) বিণঃ প্রকৃষ্ট গুণশালী।

প্রগ্রহ, প্রগ্রাহ—বিঃ বল্গা, লাগাম, বন্ধন-রজ্জু।

প্রচণ্ড—বিণঃ অত্যন্ত; দুরন্ত, দুর্দান্ত; অসহ্য। বিঃ -তা।

প্রচয়, প্রচায়—বিঃ সঞ্চয়; সংগ্রহ ('পাঠ প্রচয়'—রবীন্দ্র); প্রভূত; বর্ধন।

প্রচর—বিঃ মার্গ ; পথ।
প্রচল—(১) বিণঃ চলিত। (২) বিঃ প্রচলিত রীতি, convention।
প্রচলন—বিঃ রেওয়াজ, প্রবর্তন ; প্রচার। বিণঃ প্রচলিত—চলিত ; প্রবর্তিত।
প্রচার—বিঃ রটনা ; ইস্তাহার, ঘোষণা। বিঃ -ক—বিঘোষক। বিঃ -ণ, -ণা—প্রচারকার্য। বিঃ -বিভাগ—সরকারী প্রচারকার্য বিভাগ, publicity department।
প্রচিত—বিণঃ চয়িত, সংকলিত, সঞ্চিত।
প্রচীয়মান—বিণঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এমন, বর্ধমান্। [প্র+চি+আন]।
প্রচুর—বিণঃ বহুল ; প্রভূত ; অধিক ; পর্যাপ্ত। বিঃ প্রাচুর্য।
প্রচেতা—(১) বিণঃ প্রফুল্লচিত্ত। (২) বিঃ বরুণ ; মুনিবিশেষ।
প্রচেয়—বিণঃ চয়নীয় ; গ্রাহ্য।
প্রচেষ্টা—বিঃ প্রযত্ন, উদ্যম ; অধ্যবসায়, প্রয়াস।
প্রচোদিত—বিণঃ বিশেষভাবে প্রেরিত ; প্রণোদিত। বিঃ প্রচোদনা।
প্রচ্যুত—বিণঃ স্খলিত, ভ্রষ্ট।
প্রচ্ছদ—বিঃ আচ্ছাদন ; আবরণ। [প্র+ছদ্+ণিচ্+অ]। বিঃ -পট—আবরণের কাপড় বা কাগজ ; মলাট।
প্রচ্ছন্ন—বিণঃ গুপ্ত ('প্রচ্ছন্ন মহিমা') ; আবৃত। বিঃ -তা।
প্রচ্ছাদন—বিঃ আচ্ছাদন ; আবরণবস্ত্র। [প্র+ছদ্+ণিচ্+অন]। বিণঃ প্রচ্ছাদিত—আচ্ছাদিত, আবৃত।
প্রচ্ছায়—বিঃ ঘন ছায়া ; ছায়া সুনিবিড় স্থান। বিঃ প্রচ্ছায়া—(জ্যোতির্বিজ্ঞানে) উপচ্ছায়া, গ্রহণের সময় চন্দ্রের যে-ছায়া বা পৃথিবীর যে-ছায়া, umbra।
প্রজ—বিঃ স্বামী, পতি।
প্রজন—বিঃ গৃহপালিত পশুর গর্ভসঞ্চারকরণ, breeding। [প্র+জন্+ণিচ্+অ]।
প্রজনন—বিঃ গর্ভোৎপাদন ; জন্মদান, প্রসব। [প্র+জন্+ণিচ্+অন]।
প্রজনিকু—বিণঃ প্রজনন-কর্মে পারঙ্গম ; উৎপাদনশীল।
প্রজব—বিঃ অতি-বেগ ; অতিশয়োক্তি (প্রজব-বশে প্রলাপ বকা)।
প্রজল্প—বিঃ কথোপকথন, বাক্যালাপ।
প্রজা—বিঃ প্রাণিবর্গ ; সন্ততি ; রাষ্ট্রের বা জমিদারির অধিবাসী, রায়ত ; ভাড়াটে। [প্র+জন্+অ+আ]। বিঃ -তন্ত্র—গণতন্ত্র, republic। বিণঃ -তন্ত্রী—গণতন্ত্র-বিধিমতে শাসিত। বিঃ -পতি—প্রধান প্রতিপালক ; বিধাতার বিধান ('প্রজাপতির নির্বন্ধ') ; ব্রহ্মা ; ব্রহ্মার দশমানসপুত্র (মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ ও নারদ) ; বিচিত্র-পক্ষ ষট্‌পদ পতঙ্গ। বিণঃ -বতী—সন্তানবতী ; ভ্রাতৃবধূ। বিঃ -বিলি—বিধিমত প্রজার মধ্যে জমিদারের জমিবণ্টন। বিঃ -বৃদ্ধি—বংশ বা লোক সংখ্যা বৃদ্ধি। বিঃ -শক্তি—জনশক্তি।
প্রজাত—বিণঃ উৎপাদিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রজাতা।
প্রজানন্দ—বিণঃ পুত্র বা জন-সুখ।
প্রজেশ, প্রজেশ্বর—বিঃ রাজা।
প্রজায়িণী—বিঃ প্রসূতি, মাতা।
প্রজ্ঞ—বিঃ যথার্থ জ্ঞানী, বিচক্ষণ ; পণ্ডিত।
প্রজ্ঞপ্তি—বিঃ বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ, notice।

**প্রজ্ঞা**—বিঃ তীক্ষ্ণধী ; সুগভীর জ্ঞান। বিঃ **-চক্ষু**—জ্ঞান-নেত্র। বিণঃ **-ত**—সবিশেষ জানা গিয়াছে এমন ; অতি-খ্যাত। বিঃ **-ন**—সম্যক্ জ্ঞান, তত্ত্ব-জ্ঞান ; চিহ্ন। বিঃ **-পক**—সবিশেষ প্রচারকারী। বিঃ **-পন**—সবিশেষ প্রচার। বিঃ **-পারমিতা**—জ্ঞান-পরা-কাষ্ঠা ; বৌদ্ধ জ্ঞানদেবী। বিঃ **-বান্**—তত্ত্বজ্ঞানী।

**প্রজ্বলন**—বিঃ অতিশয় জ্বলন ; প্রদীপন। বিণঃ **প্রজ্বলিত**—প্রদীপ্ত। বিঃ **প্রজ্বালন**—প্রজ্বলিতকরণ। বিণঃ **প্রজ্বালিত**—প্র কৃ ষ্ট রূ পে জ্বালানো হইয়াছে এমন।

**প্রডীন**—বিঃ পাখীদের উড়িবার বিশেষ এক ভঙ্গি।

**প্রণত**—বিণঃ প্রণামরত ; অবনত। বিঃ **প্রণতি**—প্রণাম ('আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী'—রবীন্দ্র)।

**প্রণব**—বিঃ ওঁকার (আদিধ্বনি) ; বেদ-মূল ; বিষ্ণু। [প্র+ণু+অ]।

**প্রণয়**—বিঃ প্রেমানুরাগ ; প্রীতি ; সৌহার্দ্য। [প্র+ণী+অ]।

**প্রণয়ন**—বিঃ রচনা, নির্মাণ। বিণঃ **প্রণেতা**—প্রণয়নকারী।

**প্রণয়ী**—(১) বিঃ প্রণয়াসক্ত ; প্রণয়-যোগ্য পুরুষ বা নায়ক। (২) বিণঃ প্রেমিক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **প্রণয়িনী**।

**প্রণাদ**—বিঃ উচ্চ আনন্দ ধ্বনি, চীৎকার ; কর্ণরোগবিশেষ।

**প্রণাম**—বিঃ পায়ে বা মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া অভিবাদন, প্রণতি, ('ধরনীর দেবালয়ে রেখে যাব আমার প্রণাম'—রবীন্দ্র)। **দণ্ডবৎ প্রণাম**—যষ্টির ন্যায় ভূমিতে লুটাইয়া প্রণতি। **সাষ্টাঙ্গ প্রণাম**—মস্তক-চক্ষু-কর-জানু-বক্ষঃস্থল, বাক্য ও মনঃসংযোগ দ্বারা প্রণাম।

**প্রণামী**—বিঃ গুরু পুরোহিত প্রতিমা প্রভৃতিকে প্রণামকালে প্রদেয় দক্ষিণা ; সেলামী ; ঘুষ।

**প্রণালী**—বিঃ নর্দমা ; পদ্ধতি ; (ভূগোলে) দুই বৃহৎ জলভাগের মধ্যবর্তী সংযোগরক্ষাকারী সংকীর্ণ জলভাগ (সুয়েজ প্রণালী)।

**প্রণাশ**—বিঃ বিলয়, মৃত্যু।

**প্রণিধান**—বিঃ একনিষ্ঠ মনোযোগ ; ধ্যান ; সংস্থাপন।

**প্রণিধি**—বিঃ প্রতিনিধি ; প্রার্থনা ; ধ্যান।

**প্রণিপাত**—বিঃ প্রণাম ; সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

**প্রণিহিত**—বিণঃ অর্পিত ; সমাহিত ; স্থাপিত।

**প্রণীত**—বিণঃ বিরচিত (বঙ্কিম-প্রণীত)।

**প্রণেতা**—**প্রণয়ন** দ্রষ্টব্য।

**প্রণোদন**—বিঃ উৎসাহ দান ; প্ররোচন ; নিয়োজন। বিণঃ **প্রণোদিত**—উৎ-সাহিত, প্ররোচিত ; নিয়োজিত।

**প্রতত**—বিণঃ বিস্তীর্ণ।

**প্রততি, প্রততী**—বিঃ বিস্তৃতি ; ব্যাপ্তি।

**প্রতনু**—বিণঃ অতি সূক্ষ্ম।

**প্রতপ্ত**—বিণঃ অতি উত্তপ্ত, খুব গরম।

**প্রতর্ক**—বিঃ বিচার ; অনুমান ; সংশয়। বিণঃ **প্রতর্ক্য**—বিচার বা অনুমান দ্বারা স্থির করা যায় এমন।

**প্রতর্দন**—বিঃ পৌরাণিক নৃপতি।

**প্রতান**—বিঃ বিস্তার (লতাদির) ; লতার আকর্ষ।

**প্রতাপ**—বিঃ বিক্রম ; তেজ ; উত্তাপ। বিণঃ **প্রতাপী**।

প্রতিজ্ঞা—বিঃ শপথ; সংকল্প, অঙ্গীকার; (জ্যামিতিতে) প্রতিপাদ্য বিষয়, proposition। বিণঃ -ত—সংকল্পিত; অঙ্গীকৃত; স্থিরীকৃত। বিঃ -পত্র—স্বীকৃতিপত্র, একরারনামা। বিণঃ প্রতিজ্ঞেয়—অঙ্গীকারযোগ্য।

প্রতিদত্ত—বিণঃ প্রতিদান করা হইয়াছে এমন; প্রত্যর্পিত।

প্রতিদান—বিঃ পালটা দান; প্রত্যর্পণ।

প্রতিদিন—ক্রি-বিণঃ প্রত্যেক দিন, প্রত্যহ, রোজ।

প্রতিদিষ্ট—বিণঃ অন্য বা অধিকতর ক্ষমতাবানের আদেশদ্বারা প্রত্যাহৃত হইয়াছে এমন।

প্রতিদেয়—বিণঃ প্রতিদান-যোগ্য।

প্রতিদ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা—বিঃ প্রতিযোগিতা; সমকক্ষতাপরীক্ষা; পরস্পর-দ্বন্দ্ব। বিণঃ বিঃ প্রতিদ্বন্দ্বী—পরস্পর বিরোধী, প্রতিদ্বন্দ্বকারী। বিণঃ (স্ত্রী): প্রতিদ্বন্দ্বিনী।

প্রতিধ্বনি—বিঃ নিবর্তিত ধ্বনির অনুরূপ শব্দ, প্রতিশব্দ; প্রতিহত শব্দ ('ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে'—রবীন্দ্র)। বিণঃ প্রতিধ্বনিত—ধ্বনি মুখরিত হইয়াছে এমন।

প্রতিনিধি—বিঃ প্রতিভূ; কাহারও পরিবর্তে কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত বা নির্বাচিত ব্যক্তি ('তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি'—রবীন্দ্র)। বিঃ -ত্ব—প্রতিনিধির কাজ, পদ বা কার্যকাল।

প্রতিনিবর্তন—বিঃ নিবৃত্ত হওন; প্রত্যাবর্তন। বিণঃ প্রতিনিবৃত্ত—নিবৃত্ত; প্রত্যাবৃত্ত। বিঃ প্রতিনিবৃত্তি।

প্রতিনিয়ত—ক্রি-বিণঃ নিরন্তর, সর্বদা।

প্রতিপক্ষ—বিঃ বিপক্ষ দল; প্রতিবাদী; শত্রুপক্ষ।

প্রতিপত্তি—বিঃ খ্যাতি; প্রতাপ; প্রতিষ্ঠা; প্রভাব। বিণঃ -শালী—ক্ষমতাবান্।

প্রতিপদ্—বিঃ পক্ষের প্রথম তিথি। প্রতিপদের চাঁদ—লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী বস্তু।

প্রতিপদে—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ পদে পদে, স্থানে স্থানে।

প্রতিপন্ন—বিণঃ অবধারিত; প্রমাণসিদ্ধ; যুক্তি দ্বারা সমর্থিত। [প্রতি +পদ্+ত]।

প্রতিপাদন—বিঃ প্রতিপন্ন করণ; সম্পাদন; নির্ণয়; অবধারণ। বিণঃ প্রতিপাদক—প্রতিপাদনকারী। বিণঃ (স্ত্রী): প্রতিপাদিকা। বিণঃ প্রতিপাদনীয়, প্রতিপাদ্য—প্রতিপাদনযোগ্য। বিণঃ প্রতিপাদিত—প্রতিপাদন করা হইয়াছে এমন।

প্রতিপালন—বিঃ পোষণ (সন্তানাদি প্রতিপালন); পালন (পশু প্রতিপালন); রাখন (অঙ্গীকার প্রতিপালন); রক্ষণাবেক্ষণ (প্রজা প্রতিপালন)। বিণঃ বিঃ প্রতিপালক—প্রতিপালনকারী; রক্ষক। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী): প্রতিপালিকা। বিণঃ প্রতিপালনীয়, প্রতিপাল্য—পোষ্য; রক্ষণীয়। বিণঃ প্রতিপালিত—প্রতিপালন করা হইতেছে বা হইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী): প্রতিপালিতা।

প্রতিপোষণ—বিঃ সহায়তা; সমর্থন। বিণঃ প্রতিপোষক—সহায়ক; সমর্থক।

প্রতিপ্রসব—বিঃ নিয়মের পুনঃপ্রচলন।

**প্রতিফল**—বিঃ প্রতিশোধ ; শাস্তি।

**প্রতিফলন**—বিঃ সদৃশভাব, প্রতিবিম্ব, দর্পণে পতিত আলোক-রশ্মির প্রত্যাবর্তন। [প্রতি+ফল্+অন]।

**প্রতিবচন**—বিঃ উত্তর, প্রতিরূপ বাক্য।

**প্রতিবদ্ধ**—বিণঃ প্রতিরুদ্ধ, ব্যাহত।

**প্রতিবন্ধ**—বিঃ বাধা, অন্তরায়। **-ক**—(১) বিণঃ বিরুদ্ধ, পরিপন্থী। (২) বিঃ অন্তরায়। বিণঃ **প্রতিবন্ধী**—বাধাপ্রদ।

**প্রতিবল**—(১) বিণঃ সমবলবান্। (২) বিঃ সমবল ; শত্রু-সৈন্য।

**প্রতিবসথ**—বিঃ গ্রাম।

**প্রতিবস্তূপমা**—বিঃ অর্থালঙ্কারবিশেষ (ইহাতে উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য প্রণিধান দ্বারা বোধগম্য হয়)।

**প্রতিবাক্য**—বিঃ অনুরূপ বাক্য ; প্রত্যুত্তর ; বিরুদ্ধবাক্য।

**প্রতিবাত**—বিণঃ ক্রি-বিণঃ বায়ুর প্রতিকূল বা প্রতিকূলে, অভিমুখ বা অভিমুখে ; উজান বাতাস।

**প্রতিবাদ**—বিঃ আপত্তি ; কোন উক্তি খণ্ডনার্থে প্রত্যুক্তি। বিঃ বিণঃ **প্রতিবাদী**—প্রতিপক্ষ ; বিবাদী ; আসামী ; প্রতিবাদ করে এমন। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **প্রতিবাদিনী**।

**প্রতিবাসী**—বিঃ বিণঃ প্রতিবেশী ; পড়শী ; পাশাপাশি বসবাসকারী। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **প্রতিবাসিনী**।

**প্রতিবিধান**—বিঃ প্রতিকার, প্রতিশোধ।

**প্রতিবিধিৎসা**—বিঃ প্রতিবিধানের ইচ্ছা। [প্রতি+বি+ধা+সন্+আ]। বিণঃ **প্রতিবিধিৎসু**—প্র তি বি ধা নে চ্ছু, প্রতিবিধানের ইচ্ছা করে এমন। বিণঃ **প্রতিবিধেয়**—প্রতিবিধানযোগ্য। বিণঃ **প্রতিবিহিত**—প্রতিবিধান করা হইয়াছে এমন।

**প্রতিবিম্ব**—প্রতিফলন ও প্রতিচ্ছায়া দ্রষ্টব্য। বিণঃ **প্রতিবিম্বিত**।

**প্রতিবেদন**—বিঃ অভাব অভিযোগ-জ্ঞাপন ; বিবরণী, report।

**প্রতিবেশ**—বিঃ পরিবেশ, আবেষ্টনী, environment। [প্রতি+বিশ্+অ]।

**প্রতিবেশী**—বিঃ বিণঃ প্রতিবাসী দ্রষ্টব্য। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **প্রতিবেশিনী**।

**প্রতিবোধ, প্রতিবোধন**—বিঃ প্রকাশ, প্রবোধ ; জাগরণ। [প্রতি+বুধ্+ণিচ্+অ, অন]।

**প্রতিভা**—বিঃ প্রজ্ঞা, প্রভা, দীপ্তি ; উদ্ভাবনী শক্তি ; প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। বিণঃ **-শালী**—প্রতিভাবান্।

**প্রতিভাত**—বিণঃ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত; আলোকিত; প্রতিফলিত।

**প্রতিভূ**—বিঃ প্রতিনিধি ; জামিন, representative।

**প্রতিম**—বিণঃ তুল্য (অনুজ প্রতিম)।

**প্রতিমল্ল**—বিঃ মল্লযুদ্ধে বিরুদ্ধ-পক্ষ।

**প্রতিমা**—বিঃ সাধারণতঃ ঠাকুর-দেবতার কল্পিত মূর্তি, প্রতিমূর্তি।

**প্রতিমান**—বিঃ বাটখারা, পড়িমান।

**প্রতিমাস্য**—বিণঃ মাসিক ; প্রতিমাসে দেয় বা প্রাপ্য।

**প্রতিমুখ**—বিঃ সম্মুখ ; অভিমুখ।

**প্রতিমুহূর্ত**—ক্রি-বিণঃ প্র তি ক্ষ ণ, সর্বদা।

**প্রতিমূর্তি**—বিঃ প্রতিকৃতি ; প্রতিমা।

**প্রতিযোগ**—বিঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ; শত্রুতা। বিণঃ বিঃ **প্রতিযোগী**—প্রতিদ্বন্দ্বী ; প্রতিপক্ষ। বিঃ **প্রতিযোগিতা**।

**প্রতিযোদ্ধা**—বিঃ প্রতিকূল যোদ্ধা।

**প্রতিরক্ষা**—বিঃ প্রতিরোধ, শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা।

**প্রতিরূপ**—(১) বিঃ একই রকম চেহারা, প্রতিমূর্তি। (২) বিণঃ সাদৃশ্য, তুল্য।

**প্রতিরোধ**—বিঃ বাধাদান; নিরোধ। বিণঃ প্রতিরুদ্ধ, প্রতিরোধিত—বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে এমন। বিণঃ -ক, প্রতিরোধী—বাধাদান করে এমন।

**প্রতিলিপি**—বিঃ অনুলিপি, নকল, true copy।

**প্রতিলোম**—বিণঃ প্রতিকূল; বিপরীত; বিরুদ্ধ। প্রতিলোম বিবাহ—নিম্নবংশীয় পুরুষের সঙ্গে উচ্চ বংশীয়া স্ত্রীলোকের বিবাহ।

**প্রতিশব্দ**—বিঃ প্রতিরূপ শব্দ, সমার্থক শব্দ, প্রতিধ্বনি।

**প্রতিশয়, প্রতিশয়ন**—বিঃ অভীষ্ট কামনায় মন্দির-দ্বারে ধর্ণা বা হত্যা।

**প্রতিশোধ**—বিঃ প্রতিহিংসা; প্রতিবিধান; প্রতিকার।

**প্রতিশ্যায়**—বিঃ রোগ-বিশেষ, নাসিকা মুখাদিতে জলস্রাব, catarrh।

**প্রতিশ্রুতি**—বিঃ অঙ্গীকার; বাগ্‌দান; প্রতিজ্ঞা। বিণঃ প্রতিশ্রুত—অঙ্গীকৃত।

**প্রতিষেধ**—বিঃ নিবারণ; বারণ, নিষেধ; বর্জন, চিকিৎসা। বিণঃ প্রতিষিদ্ধ—নিষিদ্ধ। বিণঃ -ক—নিবারক (রোগ প্রতিষেধক)।

**প্রতিষ্টম্ভ**—বিঃ প্রতিবন্ধ, বাধা।

**প্রতিষ্ঠা**—বিঃ গৌরব, খ্যাতি, কীর্তি ('প্রতিষ্ঠার রীতি এই জগতে বিদিত/ যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নিশ্চিত—চৈঃ চঃ); সংস্থাপন (সন্ধ প্রতিষ্ঠা); প্রতিপত্তি (প্রতিষ্ঠাবান্); উৎসর্গ; উদ্‌যাপন; অবস্থান। বিঃ বিণঃ -তা—প্রতিষ্ঠাকারী। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী): -ত্রী।

**প্রতিষ্ঠান**—বিঃ অবস্থান, সংস্থা, institution। বিণঃ প্রতিষ্ঠিত—প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে বা করা হইয়াছে এমন, বদ্ধমূল।

**প্রতিষ্ঠাপন**—বিঃ সংস্থাপন; উৎসর্গ; অর্পণ। [প্রতি+স্থা+ণিচ্+অন]।

**প্রতিসংহার**—বিঃ সংবরণ (অস্ত্রাদির ক্ষেত্রে); নিষ্ক্রিয়করণ। [প্রতি+সম্+হৃ+অ]। বিণঃ প্রতিসংহৃত—সংবৃত করা হইয়াছে এমন। বিণঃ -ক—প্রতিসংহারকারী, প্রতিসংহার করে এমন।

**প্রতিসরণ**—বিঃ (বিজ্ঞানে) আলোক-রশ্মির স্বচ্ছ পদার্থ হইতে ভিন্ন স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশকালে স্বাভাবিক গতিপথের যে পরিবর্তন হয়; refraction। বিণঃ প্রতিসৃত।

**প্রতিসর্গ**—ব্রহ্মার সৃষ্টির পর তাঁহার দশমানসপুত্রের সৃষ্টি, প্রলয়।

**প্রতিসারণ**—বিঃ অপসারণ; দূরীকরণ। [প্রতি+সৃ+ণিচ্+অন]। বিণঃ প্রতিসারিত—দূরীকৃত; সংশোধিত।

**প্রতিসারী**—বিণঃ বিপরীত বা প্রতিকূলগামী। [প্রতি+সৃ+ইন্]।

**প্রতিস্পর্ধা**—বিঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

**প্রতিহত**—বিণঃ আঘাতপ্রাপ্ত; ব্যাহত। [প্রতি+হন্+ত]। বিঃ প্রতিহতি।

**প্রতিহনন**—বিঃ হননকারীকে হনন।

**প্রতিহন্তা**—বিণঃ প্রতিহননকারী।

**প্রতিহর্তা**—বিণঃ প্রতিঘাতকারী; নিবারক।

**প্রতিহার**—বিঃ পরিহার ; বর্জন ; দৌবারিক। [প্রতি+হৃ+অ]। বিঃ **প্রতিহারী**—দৌবারিক, দ্বারপাল। বিঃ (স্ত্রী) ঃ **প্রতিহারিণী**। বিণঃ **প্রতিহার্য**—ত্যাজ্য, বর্জনীয়।

**প্রতিহিংসা**—বিঃ হিংসার বদলে হিংসা, বৈরনিগ্রহ।

**প্রতীক**—(১) বিঃ নিদর্শন ; অঙ্গ ; সংকেত, symbol। (২) বিণঃ প্রতিকূল। বিঃ **-বাদ, -তা, প্রতীকী-বাদ**—(আর্টে ও কাব্যে) সঙ্কেত দ্বারা ভাব প্রকাশের রীতি, symbolism।

**প্রতীকার**—প্রতিকার-এর বানানভেদ।

**প্রতীক্ষা**—বিঃ অপেক্ষা, প্রত্যাশা, পরিপোষণ। [প্রতি+ঈক্ষ্+আ]। বিণঃ **প্রতীক্ষমাণ**—অপেক্ষাকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **প্রতীক্ষমাণা**। বিণঃ **প্রতীক্ষিত**—যাহার জন্য প্রতীক্ষা করা হইয়াছে বা হইতেছে এমন। বিণঃ **প্রতীক্ষ্যমাণ**—প্রতীক্ষা করিতেছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ **প্রতীক্ষ্যমাণা**। বিণঃ **প্রতীক্ষ্য**—প্রতীক্ষার যোগ্য ; পূজ্য।

**প্রতীচী**—বিঃ পশ্চিম দিক, বারুণী ; ইউরোপ-আমেরিকা প্রভৃতি পশ্চিমা দেশ। বিণঃ **-ন, প্রতীচ্য**—ইউরোপ-আমেরিকা প্রভৃতি পশ্চিমদেশীয়, পাশ্চাত্ত্য।

**প্রতীতি**—বিঃ উপলব্ধি ; জ্ঞান ; প্রত্যয়, বিশ্বাস। বিণঃ **প্রতীত**—প্রতীতি জন্মিয়াছে এমন।

**প্রতীত্যসমুৎপাদ**—বিঃ (বৌদ্ধমতে) কতকগুলি বস্তু হইতে ভিন্ন বস্তুর উদ্ভব, dependent origination।

**প্রতীপ**—(১) বিণঃ (জ্যামিতি) ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত (প্রতীপ কোণ), প্রতিকূল। (২) বিঃ অর্থালঙ্কারবিশেষ—ইহাতে উপমান বস্তু উপমেয়রূপে কল্পিত হয়।

**প্রতীবাদ**—প্রতিবাদ-এর বানানভেদ।

**প্রতীবেশ**—প্রতিবেশ-এর বানানভেদ।

**প্রতীয়মান**—বিণঃ অনুভূত বা বোধগম্য হইতেছে এমন। বিণঃ **প্রতীয়িত**—অনুভূত বা বোধগম্য হইয়াছে এমন।

**প্রতীর**—বিঃ তট, কূল।

**প্রতীহার, প্রতীহারী**—যথাক্রমে প্রতিহার ও প্রতিহারী-র বানানভেদ।

**প্রতুল**—(১) বিঃ প্রাচুর্য ; শ্রীবৃদ্ধি। (২) বিণঃ প্রচুর।

**প্রতোদ**—বিঃ শর ; চাবুক।

**প্রত্ন**—বিণঃ পুরাকালীন, প্রাচীন। বিঃ **-তত্ত্ব, -বিদ্যা**—পুরাতত্ত্ব, প্রাচীন ভগ্নাবশেষ হইতে ইতিহাস-উদ্ধারের বিদ্যা। বিঃ **-তত্ত্ববিৎ**—প্রত্নতত্ত্বে পারঙ্গম ব্যক্তি, প্রত্নবিৎ।

**প্রত্যক**—বিণঃ প্রতিকূল, প্রতীপ।

**প্রত্যক্ষ**—(১) বিণঃ সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ পরিচয়) ; স্পষ্ট। (২) বিঃ দর্শন, সাক্ষাৎ বা সম্যক উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ করা)। বিণঃ **-কারী**—প্রত্যক্ষ করিয়াছে এমন। বিঃ **-দর্শন**—স্বচক্ষে দর্শন। বিণঃ **-দর্শী**—স্বচক্ষে-দর্শন-কারী। বিঃ **-প্রমাণ**—চাক্ষুষ প্রমাণ। বিঃ **-ফল**—হাতে-নাতে ফল। বিণঃ **প্রত্যক্ষী**—প্রত্যক্ষকারী। বিণঃ **প্রত্যক্ষীকৃত**—প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে এমন। বিঃ **প্রত্যক্ষীকরণ**। বিণঃ **প্রত্যক্ষীভূত**—এমন প্রত্যক্ষ হইয়াছে এমন।

**প্রত্যগাত্মা**—বিঃ পরমেশ্বর ; ব্রহ্মচৈতন্য।

**প্রত্যঙ্গ**—বিঃ অঙ্গের অঙ্গ, উপাঙ্গ।
**প্রত্যগ্র**—বিণঃ নবজাত।
**প্রত্যনীক**—(১) বিঃ সংস্কৃত কাব্যালঙ্কারবিশেষ। (২) বিণঃ প্রতিবাদী ; প্রতিপক্ষ ; শত্রু।
**প্রত্যন্ত**—(১) বিণঃ প্রান্তিক, সীমান্তসংশ্লিষ্ট। (২) বিঃ প্রান্ত, সীমান্ত অঞ্চল। বিঃ **প্রত্যন্ত পর্বত**—উপশৈল।
**প্রত্যবয়ব**—বিঃ প্রত্যঙ্গ।
**প্রত্যবায়**—বিঃ অপরাধ, পাপ।
**প্রত্যবেক্ষণ, প্রত্যবেক্ষা**—বিঃ অবধান ; তত্ত্বাবধান ; গবেষণা ; পর্যবেক্ষণ।
**প্রত্যভিজ্ঞা, প্রত্যভিজ্ঞান**—বিঃ পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে চেতনা, পূর্বপরিচিতকে চেনা।
**প্রত্যভিবাদন, প্রত্যভিবাদ**—বিঃ প্রতিনমস্কার, অভিবাদনের উত্তরে অভিবাদন বা আশীর্বচন।
**প্রত্যভিযান**—বিঃ পাল্টা অভিযান।
**প্রত্যভিযোগ**—বিঃ অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযোগ, পাল্টা নালিশ।
**প্রত্যয়**—বিঃ নিশ্চয়তা; প্রতীতি, বিশ্বাস ('বিশ্বজনে কেহই তোরে করে না প্রত্যয়'—রবীন্দ্র) ; (ব্যাকরণ) শব্দ বা ধাতুর উত্তর জায়মান বিভক্তি ; ধাতু বা প্রাতিপদিকের উত্তর যাহা বিহিত হয় (কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়)। বিণঃ **প্রত্যয়িত**—প্রতীত, বিশ্বস্ত। **প্রত্যয়িত নকল**—attested copy। বিণঃ **প্রত্যয়ী**—বিশ্বাসী।
**প্রত্যর্থী**—বিণঃ প্রতিকূল ; বিরুদ্ধপক্ষ ; প্রতিবাদী ; শত্রু।
**প্রত্যর্পণ**—বিঃ ফিরাইয়া দেওন। বিণঃ **প্রত্যর্পিত**—প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে এমন।

**প্রত্যহ**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ প্রতিদিন, রোজ রোজ ('ব্যাঘাত পাবে না মেরে প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ লেগে'—রবীন্দ্র)।
**প্রত্যাখ্যান**—বিঃ গ্রহণ করিতে অস্বীকার ; বিমুখকরণ, উপেক্ষা। বিণঃ **প্রত্যাখ্যাত**—প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে এমন।
**প্রত্যাগত**—বিণঃ প্রত্যাবৃত্ত, যে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রতিনিবৃত্ত। বিঃ **প্রত্যাগতি**—প্রত্যাগমন।
**প্রত্যাগমন**—বিঃ প্রত্যাবর্তন, ফিরিয়া আসা, পুনরাগমন।
**প্রত্যাঘাত**—বিঃ পাল্টা আঘাত, পুনরাঘাত।
**প্রত্যাদেশ**—বিঃ পুনরাদেশ ; দৈবাদেশ ; নিরাকরণ। বিণঃ **প্রত্যাদিষ্ট**—প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত। বিণঃ **প্রত্যাদেষ্টা**—প্রত্যাদেশ-দাতা।
**প্রত্যানয়ন**—বিঃ ফিরাইয়া আনা। বিণঃ **প্রত্যানীত**—ফিরাইয়া আনা হইয়াছে এমন।
**প্রত্যাবর্তন**—বিঃ প্রত্যাগমন। বিণঃ **প্রত্যাবৃত্ত**—প্রত্যাগত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **প্রত্যাবৃত্তা**। বিঃ **প্রত্যাবৃত্তি**—ফেরতগতি।
**প্রত্যালীঢ়**—বিঃ শরসন্ধানকালে বাম পদ প্রসারিত ও দক্ষিণ পদ সঙ্কুচিত করিয়া উপবেশন।
**প্রত্যায়ন**—বিঃ বিশ্বাস উৎপাদন।
**প্রত্যাশা**—বিঃ আশা ; আকাঙ্ক্ষা ; ভরসা ; প্রত্যয়। বিণঃ **প্রত্যাশিত**—প্রত্যাশা করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **প্রত্যাশী**—আশান্বিত, প্রত্যাশাকারী।
**প্রত্যাসন্ন**—বিণঃ সমীপবর্তী, অদূরবর্তী।

**প্রত্যাহত**—বিণঃ বাধাপ্রাপ্ত ; সঙ্কুচিত।
**প্রত্যাহরণ, প্রত্যাহার**—বিঃ ফেরত লওন। [প্রতি+আ+আ+হৃ+অন, অ]। বিণঃ **প্রত্যাহৃত**—প্রত্যাহার করা হইয়াছে এমন।
**প্রত্যুক্তি**—বিঃ প্রত্যুত্তর, পাল্টা জবাব।
**প্রত্যুত**—অব্যঃ পক্ষান্তরে, পরন্তু (বাক্যের মধ্যে বৈপরীত্য-জ্ঞাপক)।
**প্রত্যুত্তর**—বিঃ প্রত্যুক্তি, পাল্টা উত্তর।
**প্রত্যুত্থান**—বিঃ আগত ব্যক্তির সম্মানে উঠিয়া দাঁড়ানো। বিণঃ **প্রত্যুত্থিত**।
**প্রত্যুৎপন্ন**—বিণঃ তৎক্ষণাৎজাত ; কার্য-কালে উপস্থিত। **-মতি**—(১) বিঃ উপস্থিতবুদ্ধি। (২) বিণঃ উপস্থিত বুদ্ধিমান্ ; প্রতিভাবান্। বিঃ **-মতিত্ব**—উপস্থিতবুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা।
**প্রত্যুদাহরণ**—বিঃ পাল্টা দৃষ্টান্ত।
**প্রত্যুদ্‌গমন, প্রত্যুদ্‌গম**—বিঃ আগন্তুকের অভ্যর্থনার্থে অগ্রে গমন। বিণঃ **প্রত্যুদ্‌গত**—যাহাকে উক্তরূপে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে এমন।
**প্রত্যুপকার**—বিঃ পাল্টা উপকার। বিণঃ **প্রত্যুপকর্তা, প্রত্যুপকারী**—প্রত্যুপ-কারক, প্রত্যুপকার করে এমন। বিণঃ **প্রত্যুপকৃত**—প্রত্যুপকারপ্রাপ্ত, প্রত্যুপ-কার পাইয়াছে এমন।
**প্রত্যুপহার**—বিঃ উপঢৌকন ; পাল্টা উপহারদান।
**প্রত্যূষ, প্রত্যুষ**—বিঃ উষাকাল।
**প্রত্যেক**—(১) অব্যঃ একে একে। (২) বিণঃ এক এক করিয়া সমুদয়।
**প্রথম**—বিণঃ সর্বাগ্রগণ্য ; আদি ('প্রথম আদি তব শক্তি'—রবীন্দ্র) ; শ্রেষ্ঠ (প্রথম কারণ) ; জ্যেষ্ঠ (প্রথম সন্তান)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **প্রথমা**। অব্যঃ **-তঃ, -ত—আগ্রে**। বিঃ **-শুরু**—আরম্ভ, পত্তন, উদ্বোধন ; আদি, গোড়া, মূলসূত্র।
**প্রথমাঙ্গুলি**—বিঃ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।
**প্রথমাশ্রম**—বিঃ ব্রহ্মচর্যাশ্রম।
**প্রথা**—বিঃ রীতি-নীতি ; পদ্ধতি। বিণঃ **-সিদ্ধ**—প্রথাগতভাবে সিদ্ধ, প্রচলিত রীতি-নীতি হইতে উদ্ভূত।
**প্রথিত**—বিণঃ প্রসিদ্ধ। বিণঃ **-নামা**—খ্যাতিসম্পন্ন। বিণঃ **-যশাঃ, -যশা**—ব্যাপক যশঃসম্পন্ন।
**-প্রদ**—বিণঃ দায়ক (আশা-প্রদ, ফল-প্রদ)। বিণঃ (স্ত্রী) ; **-প্রদা**।
**প্রদক্ষিণ**—(১) বিঃ আবর্তন ; প্রতিমা-বিগ্রহ বা পূজ্য ব্যক্তিকে ডান দিকে রাখিয়া হিন্দু আচার-বিহিত পরিক্রমণ। (২) বিণঃ অতিশয় অনুকূল। বিঃ **প্রদক্ষিণা**—প্রদক্ষিণ-করণ।
**প্রদত্ত**—বিণঃ দান-কৃত, অর্পিত।
**প্রদমিত**—বিণঃ অবদমিত, বশে আনা হইয়াছে এমন।
**প্রদর**—বিঃ স্ত্রীরোগ-বিশেষ, ঋতুকালে অধিক পরিমাণে রক্তক্ষরণ।
**প্রদর্শক**—বিণঃ প্রদর্শনকারী (পথ প্রদর্শক)। [প্র+দৃশ্+অক]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **প্রদর্শিকা**।
**প্রদর্শন**—বিঃ বিশেষভাবে দর্শন, পর্য-বেক্ষণ ; দর্শন করানো ; দেখানো ; উল্লেখকরণ। [প্র+দৃশ্+ণিচ্+অন]। বিঃ **প্রদর্শনী**—প্রদর্শনের জন্য বস্তুসমূহ যেখানে রাখা হয় ; মেলা, exihibition। বিণঃ **প্রদর্শিত** যাহা দেখানো হইয়াছে এমন।
**প্রদর্শশালা**—বিঃ জাদুঘর, প্রাচীন বস্তু সংগ্রহশালা।

**প্রদান**—বিঃ সম্প্রদান; সমর্পণ। বিণঃ **প্রদাতা, প্রদায়ক, প্রদায়ী**—প্রদানকারী, দাতা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **প্রদাত্রী, প্রদায়িকা, প্রদায়িনী।**

**প্রদাহ**—বিঃ সন্তাপ; যন্ত্রণা, রোগ-জনিত অঙ্গের স্ফীতি ও টাটানি। বিণঃ **প্রদাহী**—যন্ত্রণাদায়ক।

**প্রদীপ**—বিঃ দীপ; আলো ('কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস'—রবীন্দ্র); কুলোত্তম (মনুষ্যকুল প্রদীপ)। বিণঃ **-ক**—উজ্জ্বলকারী। বিঃ **-ন**—প্রকাশন। বিণঃ **প্রদীপ্ত**—প্রখর তেজোময়; জ্বলন্ত। বিঃ **প্রদীপ্তি**—প্রখর তেজোময়তা; জ্বলন্ত অবস্থা।

**প্রদৃপ্ত**—বিণঃ অতিদৃপ্ত, গর্বিত।

**প্রদেয়**—বিণঃ দানের যোগ্য, দেওয়ার মত। [প্র+দা+য]।

**প্রদেশ**—বিঃ দেশ বা রাষ্ট্রের অংশ; অঞ্চল (মেরুপ্রদেশ)। বিঃ **-পাল**—প্রদেশের শাসনকর্তা, রাজ্যপাল, Governor।

**প্রদেশন**—বিঃ আদেশদান; উপঢৌকন, ভেট।

**প্রদোষ**[১]—বিঃ সন্ধ্যা, সায়ংকাল, সায়াহ্ন, ('বিস্মৃত প্রদোষে/হয় তো দিবে সে জ্যোতি'—রবীন্দ্র)।

**প্রদোষ**[২]—(১) বিণঃ প্রকৃষ্টদোষযুক্ত, দুষ্ট। (২) বিঃ অত্যধিক দোষ।

**প্রদ্বেষ্টা**—বিণঃ বিদ্বেষী, পরহিংসা-কারী।

**প্রদ্যুম্ন**—বিঃ কৃষ্ণ-রুক্মিণীর তনয়; কন্দর্প; শালগ্রামবিশেষ।

**প্রদ্যোত**—(১) বিঃ দীপ্তি; কিরণ, আলোক; রশ্মি। (২) বিণঃ উজ্জ্বল। বিণঃ **প্রদ্যোতিত।**

**প্রদ্রব, প্রদ্রাব**—ক্রি-বিণঃ দ্রুত পলায়ন।

**প্রধন**—বিঃ রণক্ষেত্র।

**প্রধান**—(১) বিণঃ শ্রেষ্ঠ, বড়, মুখ্য। (২) বিঃ প্রতিনিধি; নায়ক; অমাত্য; আদি প্রকৃতি। বিণঃ ক্রিঃ (স্ত্রী)ঃ **প্রধানা।** বিঃ **-তা, প্রাধান্য।** ক্রি-বিণঃ **-তঃ**—মুখ্যতঃ।

**প্রধূমিত**—বিণঃ অত্যন্ত ধূমায়িত; প্রজ্বলিত-প্রায়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **প্রধূমিতা।**

**প্রনষ্ট**—বিণঃ বিনাশপ্রাপ্ত, বিনষ্ট। [প্র+নশ্+ত]। বিঃ **প্রনাশ**—বিনাশ।

**প্রপক্ষ**—বিঃ পালক, feather।

**প্রপঞ্চ**—বিণঃ অলীক, মায়া ('কেন এই মায়া প্রপঞ্চে বঞ্চাইছ দাসে'—মধু); জগৎ-সংসার; ধাঁধা; সমূহ। [প্র+পন্চ্+অ]। বিণঃ **প্রপঞ্চিত**—বিস্তীর্ণ; ভ্রান্তিবহুল। বিঃ **প্রপঞ্চন**—বিস্তার। বিণঃ **-ময়**—মায়াপূর্ণ, প্রতারণাময়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-ময়ী।**

**প্রপতন**—বিঃ সম্যক্ পতন ও মৃত্যু; বিনাশ। বিণঃ **প্রপতিত।**

**প্রপদ**—বিঃ পদাগ্রভাগ। বিণঃ **প্রপদীন**—পদপ্রান্তিক; পদসম্বন্ধীয়।

**প্রপন্ন**—বিণঃ শরণাগত; প্রাপ্ত; আশ্রিত।

**প্রপা, প্রপান**—বিঃ জলসত্র। [প্র+পা+অ, অন]।

**প্রপাত**—বিঃ ঝর্ণার পতনস্থল; জল-প্রপাত; তৃগুদেশ।

**প্রপাঠক**—বিঃ বৈদিক গ্রন্থাংশ, অধ্যায়।

**প্রপানক**—বিঃ চিনি, মরিচ, কর্পূরাদি মিশ্রিত সিদ্ধ কাঁচা আমের পানা বা সরবৎ।

**প্রপিতামহ**—বিঃ পিতামহের পিতা; ব্রহ্মা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **প্রপিতামহী।**

**প্রপীড়িত**—বিণঃ যাহাকে পীড়ন করা হইয়াছে এমন।

**প্রপূরণ**—বিঃ পরিপূর্ণকরণ।

**প্রপৌত্র**—বিঃ পৌত্রের পুত্র। বিঃ (স্ত্রী)ঃ প্রপৌত্রী।

**প্রফুল্ল**—বিণঃ আনন্দিত, আহ্লাদিত ; প্রস্ফুটিত। বিঃ -তা। -চিত্ত—(১) বিঃ আনন্দিত মন, হৃষ্টমন। (২) বিণঃ যাহার মনে আনন্দ হইয়াছে এমন, হৃষ্টমনা।

**প্রফেসর**—বিঃ কলেজের অধ্যাপক, professor। বিঃ প্রফেসারি—প্রফেসরের কার্য, অধ্যাপনা।

**প্রবক্তা**—বিঃ বাগ্মী ; শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারী।

**প্রবচন**—বিঃ প্রকৃষ্ট বচন, উপদেশ (গিরি প্রবচন) ; ব্যাখ্যান। বিণঃ প্রবচনীয়—প্রকৃষ্টরূপে কথনীয়।

**প্রবঞ্চন, প্রবঞ্চনা**—বিঃ ছলনা, প্রতারণা। বিঃ প্রবঞ্চক—বঞ্চক, ঠক, জুয়াচোর। বিণঃ প্রবঞ্চিত—প্রতারিত।

**প্রবণ**—বিণঃ ক্রমনিম্ন, অবনত, আসক্ত ; ঝোঁকবিশিষ্ট (কল্পনাপ্রবণ); উন্মুখ। [প্র+বণ্‌+অ]। বিঃ -তা।

**প্রবন্ধ**—বিঃ সন্দর্ভ ; রচনা ; পূর্বাপর সংগতি ; সূত্র ; কৌশল। বিঃ -কার, প্রাবন্ধিক—প্রবন্ধ-রচয়িতা।

**প্রবর**—(১) বিণঃ কুঞ্জর, শ্রেষ্ঠ (পণ্ডিত প্রবর)। (২) বিঃ গোত্র।

**প্রবর্তন**—বিঃ সূচনা, চালুকরণ ; নিয়োজন। [প্র+বৃৎ+ণিচ্‌+অন]। বিণঃ বিঃ প্রবর্তক—প্রবর্তনকর্তা ; প্রতিষ্ঠাতা ; প্রবৃত্তিদায়ক। বিঃ প্রবর্তনা—প্রবর্তন ; প্রবৃত্তিদান ; প্রেরণা। বিণঃ প্রবর্তিত—প্রবর্তন করা হইয়াছে এমন। বিণঃ প্রবর্তয়িত—প্রবর্তনকারী।

**প্রবর্তমান**—বিণঃ প্রবৃত্ত হইতেছে এমন।

**প্রবর্ধন**—(১) বিঃ বৃদ্ধি হওয়া ; বিবর্ধন, বাড়ানো। (২) বিণঃ যে বাড়ায় এমন। বিণঃ প্রবর্ধক।

**প্রবল**—বিণঃ শক্তিশালী ; প্রচণ্ড ('প্রবলের উদ্ধত অন্যায়'—রবীন্দ্র)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রবলা। বিঃ -তা, প্রাবল্য। -বল, -প্রতাপ—(১) বিণঃ অত্যধিক বিক্রমযুক্ত। (২) বিঃ অত্যধিক বিক্রম। বিণঃ -পরাক্রান্ত—অত্যধিক বিক্রমশালী। বিণঃ -প্রতাপান্বিত—অতিশয় তেজস্বী, মহাপরাক্রান্ত।

**প্রবসন**—বিঃ প্রবাস। বিণঃ প্রবসিত—প্রবাসগত।

**প্রবহ**—বিঃ প্রবাহ ; পুরাণকথিত অন্যতম সপ্তবায়ু। বিঃ -ণ—প্রবাহিত হওন। বিণঃ -মান—বহমান, চলিত।

**প্রবহণ**—বিঃ শিবিকা, ডুলী।

**প্রবাচন**—বিঃ ঘোষণা, ইস্তাহার।

**প্রবাণী**—বিঃ তাঁতের মাকু।

**প্রবাদ**—বিঃ কিংবদন্তী, পরম্পরাগত কথা ; প্রবচন ; অপবাদ। বিঃ -বচন, -বাক্য—জনসাধারণের উক্তি।

**প্রবাল**—বিঃ এক প্রকার সামুদ্রিক কীট হইতে উৎপন্ন রক্তবর্ণ রত্নবিশেষ, coral ('তরঙ্গ অনুপবাতি জলের কোন স্থলে/প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে') ; অঙ্কুর ; কিশলয়। বিঃ -কীট—যে কীটের দেহ হইতে পলা জন্মায়। বিঃ -দ্বীপ—প্রবাল কীটের দেহ হইতে উৎপন্ন দ্বীপ। বিঃ -ফল—রক্তচন্দন।

**প্রবাস**—বিঃ বিদেশ ; বিদেশে বাস ('প্রবাসে দৈবের বশে জীব তারা যদি খসে'—মধু)। [প্র+বস্‌+অ]। বিঃ

-ন—প্রবাসে প্রেরণ। বিণঃ প্রবাসী—বিদেশবাসী ('প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায়/চিরজনমের ভিটাতে'—রবীন্দ্র)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রবাসিনী।

প্রবাহ—বিঃ প্রবহ, স্রোত। বিণঃ প্রবাহিত—বহিতেছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রবাহিতা। বিণঃ প্রবাহী—প্রবহমান, প্রবাহযুক্ত। প্রবাহিনী—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রবাহবহুলা। (২) বিঃ (স্ত্রী)ঃ নদী।

প্রবিষ্ট—বিণঃ ঢুকিয়াছে এমন, অন্তর্গত; অভিনিবিষ্ট। [প্র+বিশ্+ত]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রবিষ্টা।

প্রবীণ—বিণঃ প্রাচীন; বহুদর্শী; পটু; বিজ্ঞ ('প্রবীণ জনক যথা শিশু-ক্রীড়া হেরি' হাসিয়া আকুল'—অক্ষয় বড়াল)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রবীণা। বিঃ -তা, -ত্ব।

প্রবীর—(১) বিঃ শ্রেষ্ঠ বা প্রকৃষ্ট বীর; নীলধ্বজ রাজা ও জনার পুত্র। (২) বিণঃ শ্রেষ্ঠ; শক্তিমান।

প্রবুদ্ধ—বিণঃ উদ্বুদ্ধ; জাগ্রত; জ্ঞানবান্, জ্ঞানী।

প্রবৃত্ত—বিণঃ প্রবিষ্ট, নিযুক্ত; আবদ্ধ।

প্রবৃত্তি—বিঃ নিযুক্ত বা রত হওন; অভিরুচি, স্পৃহা; ঝোঁক, প্রবণতা। বিঃ -মার্গ—ভোগের পথ, সংসার-জীবন।

প্রবৃদ্ধ—বিণঃ অতিবৃদ্ধ; জ্ঞানবৃদ্ধ, অতিবর্ধিষ্ণু। [প্র+বৃধ্+ত]। প্রবৃদ্ধ কোণ—দুই সমকোণের বড় কিন্তু চার সমকোণের ছোট-কোণ, reflex angle।

প্রবেশ—বিঃ অভ্যন্তরে-গমন। [প্র+বিশ্+অ]। বিণঃ -ক—প্রবেশকারী। (স্ত্রী)ঃ প্রবেশিকা—(১) বিণঃ প্রবেশকারিণী। (২) বিঃ প্রাথমিক পুস্তক (বিজ্ঞান প্রবেশিকা); টিকিট। বিঃ -ন—প্রবেশকরণ; তোরণদ্বার। বিণঃ প্রবেশিত—প্রবিষ্ট। বিণঃ প্রবেশ্য—প্রবেশক্ষম। বিঃ প্রবেষ্টা—প্রবেশকারী। বিঃ -পত্র—ভিতরে যাইবার অনুমতি-জ্ঞাপক পত্র, admit card। বিঃ -পথ—রাস্তার মুখ। প্রবেশিকা পরীক্ষা—যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায় (স্কুলের শেষ পরীক্ষা), school final examination।

প্রবোধ—বিঃ সান্ত্বনা; জ্ঞান; জাগরন, আশ্বাস। [প্র+বুধ্+অ]। বিঃ -ন—সান্ত্বনাদান; জাগানো। বিণঃ প্রবোধিত—জাগরিত; প্রশমিত। ক্রিঃ প্রবোধ দেওয়া—সান্ত্বনা দেওয়া।

প্রব্রজ্যা—বিঃ প্রবাস; সন্ন্যাস। [প্র+ব্রজ্+ য+আ]।

প্রব্রাজন—বিঃ নির্বাসন। বিণঃ প্রব্রাজিত—নির্বাসিত।

প্রভঞ্জন—বিঃ ঝটিকা; প্রবল বায়ু।

প্রভব—বিঃ প্রভাব; উৎস-স্থল; কারণ। [প্র+ভূ+অ]। বিঃ -ন—উৎপত্তি।

প্রভবিষ্ণু—বিণঃ শক্তিশালী, প্রভাবশীল। বিঃ -তা—প্রভাবশালিতা।

প্রভা¹—বিঃ দীপ্তি; আলো; উজ্জ্বলতা; তেজ; প্রকাশ। বিঃ -দিবাকর, সূর্য ('যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর'—ঈশ্বর গুপ্ত)। বিঃ -কীট—খদ্যোত, জোনাকী। বিণঃ -বান্—আলোময়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বতী—প্রভাময়ী।

প্রভা²—বিঃ কুবেরের পত্নী; সূর্যপত্নী; দুর্গা; গোপিকাবিশেষ।

প্রভাত—(১) বিঃ উষাকাল, প্রাতঃকাল। (২) বিণঃ প্রভাযুক্ত। বিঃ -তারকা—শুকতারা। বিঃ প্রভাতফেরি, -শ্রী—ভোরের উদ্বোধনী সংগীত-বিশেষ। প্রভাতি, প্রভাতী—(১) বিণঃ উষাকালীন। (২)বিঃ প্রভাতে গীত সংগীত বা স্তব।

প্রভাব—বিঃ মহিমা ; ক্ষমতা ; প্রতাপ। [প্র+ভূ+অ]। বিণঃ প্রভাবিত—প্রভাবাচ্ছন্ন। বিণঃ প্রভাবান্বিত—প্রভাবশালী ; প্রভাবিত।

প্রভাস[১]—বিঃ সোমনাথ তীর্থ ; শ্রীকৃষ্ণের শেষলীলার স্থান ; নবীন সেনের 'প্রভাস' কাব্য।

প্রভাস[২]—বিণঃ দীপ্ত ; বিরাজিত।

প্রভিন্ন—বিণঃ বিভক্ত, ছিন্ন। বিঃ -তা—বিভিন্নতা।

প্রভু—বিঃ নিয়োগকর্তা ; স্বামী ; নরপতি ; নেতা ; পরমপুরুষ ; ভগবান্ ('তোমার করুণা প্রভু মাগিয়া লব'—রবীন্দ্র)। বিঃ -তা, -ত্ব—কর্তৃত্ব ; প্রভুরভাব ; আধিপত্য। বিঃ (স্ত্রী): -পত্নী—মনিবের স্ত্রী। বিণঃ -পরায়ণ, -ভক্ত—মনিবের প্রতি অনুরক্ত। বিঃ -পাদ—বৈষ্ণব গুরুর নামোল্লেখের পূর্বে ব্যবহৃত পদবি-বিশেষ। বিঃ -শক্তি—রাজশক্তি ; প্রভাব ; বিক্রম।

প্রভূত—বিণঃ প্রচুর ; অপর্যাপ্ত ; উদ্ভূত।

প্রভৃতি—(১) বিণঃ ইত্যাদি। (২) অব্যয় অবধি, হইতে।

প্রভেদ—বিঃ পার্থক্য, বিভিন্নতা।

প্রমত্ত—বিণঃ উন্মত্ত ; অত্যাসক্ত ; প্রমাদবহুল ; অসতর্ক ('রে প্রমত্ত মন মম'—মধু)।

প্রমথ—বিঃ শিবানুচর। বিঃ -ন—আলোড়ন, মর্দন, হত্যা। বিঃ প্রমথেশ—নটরাজ, শিব। বিণঃ প্রমাথী—মর্দনকারী ; দমনকারী।

প্রমদা—বিঃ মনোহারিণী নারী।

প্রমা—বিঃ প্রজ্ঞা ; স্থির-প্রত্যয়।

প্রমাই—পরমায়ু-র বিকৃতরূপ।

প্রমাণ—(১) বিঃ সাক্ষী, সমর্থক, সত্য বিশ্বাসোৎপাদক নিদর্শন, proof ; authority ; বিশ্বাসের কারণ নির্ধারণ (প্রমাণ করা) ; প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। (২) বিণঃ সঠিক মাপের (প্রমাণ-সাইজ) ; আকার (পর্বত-প্রমাণ)। [প্র+মা+অন]। অব্যয় ক্রি-বিণঃ -তঃ—প্রমাণ-মাফিক। বিঃ -পঞ্জী—কোনও বিষয়ের প্রমাণ-হিসাবে গ্রন্থাদির তালিকা-সূচী। বিঃ -পত্র—নথি-পত্র ; প্রশংসাপত্র ; রসিদ, receipt। বিণঃ -সই—সঠিক মাপের। বিণঃ -সাপেক্ষ—প্রমাণ আবশ্যক এমন। বিণঃ -সিদ্ধ—প্রমাণে যথার্থতা নির্ণীত। বিণঃ প্রমাণিত—প্রমাণ করা হইয়াছে এমন। বিণঃ প্রামাণিক, প্রামাণ্য[১]—বিশ্বাস্য, প্রমাণসিদ্ধ, বিশ্বাসযোগ্য (প্রামাণ্য গ্রন্থ)। বিঃ প্রামাণ্য[২]—প্রমাণত্ব।

প্রমাতামহ—বিঃ মাতামহের পিতা। বিঃ (স্ত্রী): প্রমাতামহী।

প্রমাথী—প্রমথ দ্রষ্টব্য।

প্রমাদ—বিঃ অনবধানতা, মহাঅনিষ্ট ; বিস্মৃতি ; ভ্রান্তি। [প্র+মদ+অ]।

প্রমায়ু—বিঃ পরমায়ু, আয়ুষ্কাল।

প্রমারা—বিঃ তাসের জুয়া খেলাবিশেষ।

প্রমিত—বিণঃ প্রমাণিত ; নিশ্চিত, নির্ধারিত ; পরিমিত (হস্ত-প্রমিত)। বিঃ প্রমিতি—পরিমাণ ; নিশ্চয়জ্ঞান।

**প্রমীলা**—বিঃ তন্দ্রা ; অবসাদ ; ইন্দ্রজিৎ-পত্নী ; অর্জুনের পত্নীবিশেষ।
**প্রমুখ**—(১) বিণঃ ইত্যাদি, এমন আরও অনেক (বাল্মীকি প্রমুখ কবিবৃন্দ)। (২) বিঃ সমাসের উত্তরপদেযুক্ত আদি প্রভৃতি ; আরম্ভ।
**প্রমুখাৎ**—অব্যঃ মুখে, জবানিতে ('গুরুমুখের প্রমুখাৎ ইহা শ্রবণে'—বিদ্যাসাগর)।
**প্রমুদিত**—বিণঃ অতি উৎফুল্ল ; পূর্ণ প্রস্ফুটিত।
**প্রমূর্ত**—বিণঃ সম্যক্ মূর্ত বা ব্যক্ত।
**প্রমেয়**—বিণঃ পরিমাপনসাধ্য ; পরিমেয়।
**প্রমেহ**—বিঃ যৌনরোগ-বিশেষ ; বহুমূত্র ; গনোরিয়া, gonorrhoea।
**প্রমেহী**—বিণঃ প্রমেহ-রোগগ্রস্ত।
**প্রমোদ**—বিঃ আমোদ ; বিলাস ; আনন্দ ('প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন, তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে'—রবীন্দ্র)। বিঃ -ন—(১) বিঃ বিনোদন, আনন্দদান। (২) বিণঃ আনন্দদায়ক। বিণঃ প্রমোদিত—আনন্দিত ; প্রমোদবিশিষ্ট ; আমোদিত। বিণঃ প্রমোদী—আনন্দদায়ক। বিঃ -কানন, -বন—আমোদের নিমিত্ত বাগান। বিঃ -ভবন, প্রমোদাগার—আমোদের নিমিত্ত গৃহ।
**প্রযত**—বিণঃ সংযত, পবিত্র।
**প্রযতাত্মা**—বিণঃ সংযতমনাঃ, বিশুদ্ধচিত্ত।
**প্রযত্ন**—বিঃ সম্যক প্রয়াস ; অধ্যবসায়।
**প্রয়াগ**—বিঃ হিন্দু-তীর্থ ; গঙ্গা যমুনা সরস্বতী—এই তিন নদীর সঙ্গমস্থল ('মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী'); এলাহাবাদ।
**প্রয়াণ**—বিঃ গমন, প্রস্থান। বিণঃ প্রয়াত—গত, প্রস্থিত। বিঃ মহাপ্রয়াণ—মৃত্যু।
**প্রয়াস**—বিঃ প্রচেষ্টা ; প্রযত্ন ; পরিশ্রম ; অভিলাষ। বিণঃ প্রয়াসী—যত্নবান্ ; অভিলাষী।
**প্রযুক্ত**—বিণঃ সংযুক্ত ; সংযোজন করা হইয়াছে এমন ; নিযুক্ত। বিঃ প্রযুক্তি—প্রয়োগ ; প্রয়োগ কৌশল, technique। বিঃ -বিদ্যা—কারিগরী বিজ্ঞান, technology। বিণঃ প্রযোক্তা—প্রয়োগকারী ; অনুষ্ঠাতা।
**প্রযুজ্যমান**—বিণঃ প্রয়োগ করা হইতেছে এমন।
**প্রয়োগ**—বিঃ ব্যবহার ; বিনিয়োগ ; উদাহরণ। বিঃ -শালা—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য যন্ত্রাদিযুক্ত গৃহ, laboratory।
**প্রয়োজক**—বিণঃ প্রয়োগকারী ; প্রবর্তক ; অনুষ্ঠাতা।
**প্রযোজক**—বিণঃ প্রয়োজক ; নাটক বা চলচ্চিত্রে অর্থ বিনিয়োগকর্তা, producer।
**প্রয়োজন**—বিঃ আবশ্যক, দরকার ; দরকারী কাজ ; কারণ। বিণঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত—দরকার অপেক্ষা বেশী এমন। বিণঃ প্রয়োজন মত—দরকার মত। বিণঃ প্রয়োজনীয়—আবশ্যকীয়, দরকারী। বিঃ প্রয়োজনীয়তা।
**প্রযোজ্য**—বিণঃ প্রয়োগ করিতে হইবে এমন ; প্রয়োগ-যোগ্য।
**প্ররূঢ়**—বিণঃ অঙ্কুরিত।
**প্ররোচন, প্ররোচনা**—বিঃ মন্দার্থে নিয়োজন, উৎসাহদান ; উত্তেজনা, প্রেরণা। বিণঃ প্ররোচক—প্ররোচনাদাতা। বিণঃ প্ররোচিত—প্ররোচনাযুক্ত।

**প্ররোহ**—বিঃ অঙ্কুর বা শিশুতরু।

**প্রলপন**—বিঃ প্রলাপ বচন। **প্রলপিত**—(১) বিণঃ জল্পিত; ভাষিত। (২) বিঃ প্রলাপ কথা।

**প্রলম্ব**—বিঃ গাছের ঝুরি; শাখা। বিঃ **প্রলম্বন**—ইংরেজি projection-এর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। বিণঃ **প্রলম্বিত**—লম্বিত।

**প্রলম্ভ**—বিঃ বিশেষরূপ লাভ; প্রবঞ্চনা।

**প্রলয়**—বিঃ লয়, সর্বাত্মক ধ্বংস। বিণঃ -**ঙ্কর**, -**ংকর**—বিনাশকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -**ঙ্করী**, -**ংকরী**।

**প্রলাপ**—বিঃ অর্থহীন উক্তি, যুক্তি ও সঙ্গতিহীন কথা ('কী প্রলাপ কহে কবি!'—রবীন্দ্র)। বিণঃ **প্রলাপী**—প্রলাপকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **প্রলাপিনী**।

**প্রলীন**—বিণঃ লয়প্রাপ্ত; দ্রবীভূত।

**প্রলুব্ধ**—বিণঃ অত্যন্ত লোভযুক্ত; লোলুপ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **প্রলুব্ধা**। বিঃ -**তা**—লোভ, আকর্ষণ।

**প্রলেপ**—বিঃ লেপিয়া লাগানো হয় যে পদার্থ, মলম। বিণঃ -**ক**—প্রলেপন করা যায় এমন; প্রলেপকারী। বিঃ -**ন**—উত্তমরূপে লেপন।

**প্রলোভ**—বিঃ অতিলোভ; অতিশয় লালসা; লাভেচ্ছা।

**প্রলোভন**—বিঃ লোভ উৎপাদন (টাকার প্রলোভন)। বিণঃ **প্রলোভিত**—লোভ উৎপাদন করা হইয়াছে এমন, প্রলুব্ধ।

**প্রশংসন**—বিঃ যশঃকীর্তন, তারিফ-করণ। [প্র+শন্‌স্‌+অন]। বিণঃ **প্রশংসনীয়**—সুখ্যাতির যোগ্য। বিঃ **প্রশংসা**—সুখ্যাতি, সাধুবাদ। বিঃ **প্রশংসাপত্র**—প্রশংসা-সম্বলিত লিখন, certificate। বিঃ **প্রশংসাবাদ**—সাধুবাদ। বিণঃ **প্রশংসিত**—প্রশংসা করা হইয়াছে এমন। বিঃ **প্রশংসা-ভাজন**—সুখ্যাতির পাত্র।

**প্রশমন**—বিঃ শান্ত নিবৃত্ত; সংযত-করণ; দমন; নিবারণ। বিণঃ **প্রশমিত**—দমিত; (রসায়নে) অম্ল বা ক্ষার নহে এমন, neutral।

**প্রশস্ত**—বিণঃ প্রশংসনীয়; উৎকৃষ্ট (প্রশস্ত কাল); উদার (প্রশস্ত অন্তর); বিস্তৃত (প্রশস্ত কক্ষ)। বিঃ -**তা**, **প্রাশস্ত্য**। বিঃ **প্রশস্তি**—স্তুতি; প্রশংসা। বিণঃ **প্রশস্য**—প্রশংসনীয়; স্তুতিবাচ্য। বিঃ **প্রশস্যতা**।

**প্রশাখা**—বিঃ উপশাখা, শাখার শাখা।

**প্রশান্ত**—বিণঃ স্থির; অচঞ্চল। বিঃ **প্রশান্তি**—প্রশান্ত অবস্থা বা ভাব। **প্রশান্ত মহাসাগর**—মহাসমুদ্রবিশেষ, Pacific Ocean। -**মূর্তি**—(১) বিণঃ সৌম্যমূর্তি। (২) বিঃ যে মূর্তি শান্তভাব ধারণ করিয়াছে তাহা।

**প্রশাসন**—বিঃ শাসনব্যবস্থা, আইনকানুন, শান্তিশৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার কাজ।

**প্রশাসনিক**—বিণঃ শাসনব্যবস্থা-বিষয়ক, administrative। বিণঃ **প্রশাসক**—শাসনকর্তা, administrator।

**প্রশিষ্য**—বিঃ উপশিষ্য, চেলার চেলা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **প্রশিষ্যা**।

**প্রশ্ন**—বিঃ কিছু জানিতে চাওয়া, জিজ্ঞাসা; কোনও বিষয়ের উপর জিজ্ঞাসা (অঙ্কের প্রশ্ন, সাহিত্যের প্রশ্ন ইত্যাদি); তত্ত্বানুসন্ধানের বিষয় (জীবন-প্রশ্ন)। বিঃ -**কর্তা**—

প্রশ্ন করে যে ব্যক্তি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -কর্ত্রী। বিঃ -পত্র—পরীক্ষাদির জিজ্ঞাসা-পত্র। বিঃ -মালা—একাধিক প্রশ্ন। বিঃ প্রশ্নোত্তর—প্রশ্ন-সহ উত্তর।

প্রশ্বাস—বিঃ নাসিকাগত বায়ুর নির্গমন, কোষ্ঠস্থ বায়ুর নিঃসরণ।

প্রশ্রয়—বিঃ বিনয় ; আবদার ; আদর, আস্কারা। বিণঃ প্রশ্রিত—প্রশ্রয়প্রাপ্ত, বিনীত ; আদৃত।

প্রষ্টব্য—বিণঃ জিজ্ঞাস্য। বিঃ প্রষ্টা—প্রশ্নকর্তা, জিজ্ঞাসু।

প্রসক্ত—বিণঃ অত্যাসক্ত। বিঃ প্রসক্তি—অতি আসক্তি।

প্রসঙ্গ—বিঃ আলোচ্য বিষয় ; আখ্যান (কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ) ; আলোচনা, context। ক্রি-বিণঃ -ত, -ক্রমে—আলোচ্য বিষয়ের সূত্র ধরিয়া। বিঃ প্রসঙ্গান্তর—অন্য প্রসঙ্গ, অপর বিষয়ের অবতারণা।

প্রসন্ন—বিণঃ সন্তুষ্ট ; সদয় ('প্রসন্ন মুখ তোল'—রবীন্দ্র) ; নির্মল (প্রসন্ন হাসি) ; পবিত্র ('নিম্নে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী'—বিদ্যাসাগর)। বিঃ -তা—উৎফুল্লতা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রসন্না।

প্রসব—বিঃ জন্ম, গর্ভবিমুক্তি, সন্তান ভূমিষ্ট হওন ; উৎপাদন। [প্র+সূ+অ]। বিঃ -গৃহ—সূতিকাঘর। বিঃ -বেদনা—সন্তান জন্মদান-প্রাক্কালে প্রসূতির বেদনা। বিণঃ প্রসবিতা, প্রসবী—প্রসবকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রসবিত্রী, প্রসবিনী। বিণঃ বহু-প্রসবিণী—যে নারী বহু সন্তানের জন্ম দেয় এমন।

প্রসর—বিঃ গমন, গতিবেগ ; ব্যাপ্তি। [প্র+সৃ+অ]। বিঃ -ণ—অনুদিষ্ট বিচরণ ; শত্রু সেনাদলকে বেষ্টন ; ব্যাপ্তি।

প্রসাদ—বিঃ কৃপা ; কল্যাণ ; নৈবেদ্য ; পূজ্যপাদের ভুক্তাবশেষ ('এই তোমার রুদ্রের প্রসাদ'—রবীন্দ্র) ; কাব্যের প্রাঞ্জলতা-গুণ (প্রসাদগুণ)। [প্র+সদ্+অ]। বিঃ -ন, -না—সেবা-করণ। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ প্রসাদাৎ—কৃপার ফলে। বিণঃ প্রসাদিত—প্রসাদন করা হইয়াছে এমন। বিণঃ প্রসাদী—দেবতাকে নিবেদিত অথবা গুরুজন কর্তৃক উপভুক্ত ও প্রসাদরূপে গণ্য।

প্রসাধন—বিঃ অঙ্গসজ্জা, অঙ্গরাগ ; বেশবিন্যাস ; অলঙ্করণ ; সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন। বিণঃ বিঃ প্রসাধক—প্রসাধনকারী। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ প্রসাধিকা। বিঃ প্রসাধনী—প্রসাধন দ্রব্য। বিণঃ প্রসাধিত—প্রসাধন করা হইয়াছে এমন।

প্রসার—বিঃ ব্যাপক প্রচলন, বিস্তার ; নির্গমন। [প্র+সৃ+অ]। বিণঃ প্রসারিত—প্রসার লাভ করিয়াছে এমন, ছড়ানো। বিণঃ প্রসারী—প্রসার লাভ করে এমন, ব্যাপক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রসারিণী। বিণঃ প্রসার্য—প্রসারিত করা যায় এমন। বিণঃ প্রসার্যমাণ—প্রসারিত হইতেছে এমন। বিঃ প্রসারণ—প্রসারের কাজ।

প্রসিদ্ধ—বিণঃ বিখ্যাত, বহুখ্যাত। [প্র+সিধ্+ত]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রসিদ্ধা।

প্রসিদ্ধি—খ্যাতি। বিঃ লোক-প্রসিদ্ধি—সাধারণের নিকট প্রাপ্ত খ্যাতি ; সর্বসাধারণের আলোচ্য বিষয়।

প্রসুপ্ত—বিণঃ উত্তমরূপে নিদ্রিত। বিঃ প্রসুপ্তি—সুষুপ্তি, গভীর নিদ্রা।

প্রসূ—বিণঃ প্রসূতি (বহুপ্রসূ); দায়ক বা দায়িকা (ফলপ্রসূ)। বিণঃ -ত—উৎপন্ন, সঞ্জাত, ভূমিষ্ঠ। বিণঃ (স্ত্রী): -তা—উৎপন্না, ভূমিষ্ঠা। বিঃ -তি—প্রসবিনী, জননী।

প্রসূন—বিঃ ফুল; মুকুল।

প্রসৃত—বিণঃ নির্গত, বিস্তৃত। [প্র+সৃ+ত]। বিঃ প্রসৃতি।

প্রস্ত—বিঃ বার, দফা (এক প্রস্ত রং লাগাও); সেট; সুট (এক প্রস্ত কাপড়)।

প্রস্তর—বিঃ পাথর, অশ্ম; মণি। বিণঃ প্রস্তরীভূত—প্রস্তরে রূপান্তরিত। বিঃ -মূর্তি—পাথর দ্বারা নির্মিত প্রতিমূর্তি। বিঃ -যুগ—ইতিহাসের আদিম যুগ।

প্রস্তাব—বিঃ আলোচ্য বিষয়; বক্তব্য উত্থাপন; প্রসঙ্গ; পুস্তকের অধ্যায়; প্রকরণ। বিণঃ -ক—প্রস্তাব উত্থাপক। বিঃ -না—অবতারণা; অভিনয়ের সূচনা। বিণঃ প্রস্তাবিত—প্রস্তাব করা হইয়াছে এমন।

প্রস্তার—বিঃ তৃণ-শয্যা।

প্রস্তুত—বিণঃ তৈয়ারি; উদ্যত; উদ্যোগ সম্পূর্ণকৃত ('দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি'—রবীন্দ্র)। বিঃ প্রস্তুতি—প্রস্তুতকরণ।

প্রস্থ[1]—বিঃ পরিসর, ঘনবস্তুর পাশের মাপ (দৈর্ঘ্য-প্রস্থে প্রায় সমান); সমতলক্ষেত্র (ইন্দ্রপ্রস্থ); পর্বতের সানুদেশ।

প্রস্থ[2]—প্রস্ত-র বিকৃত উচ্চারণ।

প্রস্থান—বিঃ নিষ্ক্রমণ; প্রয়াণ; গমন। বিণঃ প্রস্থিত—গত।

প্রস্থাপন—বিঃ প্রেরণ; নিয়োজন। বিণঃ প্রস্থাপিত—প্রেরিত; নিযুক্ত।

প্রস্ফুট, প্রস্ফুটিত—বিণঃ পূর্ণ বিকসিত; সম্পূর্ণ ব্যক্ত। বিণঃ (স্ত্রী): প্রস্ফুটিতা—পূর্ণতা-প্রাপ্তা।

প্রস্ফুটন—বিঃ প্রস্ফুটিত হওন।

প্রস্ফুরণ—বিঃ মৃদু কম্পন। বিণঃ প্রস্ফুরিত—মৃদু স্পন্দিত।

প্রস্বন—বিঃ উচ্চারণ-জোর, accent।

প্রস্বান—বিঃ উচ্চ শব্দ।

প্রস্বাপন—(১) বিণঃ নিদ্রাজনক। (২) বিঃ পৌরাণিক নিদ্রাস্ত্র।

প্রস্রবণ—বিঃ নির্ঝরিণী, ঝরণা; নিঃসরণ; প্রস্রবণ-পর্বত ('এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি'—বিদ্যাসাগর)। [প্র+স্রু+অন]। বিণঃ প্রস্রুত—নিঃসৃত, ক্ষরিত।

প্রস্রাব—বিঃ মূত্র; মূত্রত্যাগ।

প্রহত—বিণঃ আঘাতদ্বারা বাদিত ('প্রহত মুরজ'); আঘাত প্রাপ্ত।

প্রহর—বিঃ দিনের বিভাগ, আট প্রহরে এক দিন। [প্র+হৃ+অ]।

প্রহরণ—বিঃ হাতিয়ার; প্রহার; অস্ত্র।

প্রহরা—বিঃ পাহারা, চৌকি।

প্রহরী—বিঃ দৌবারিক, প্রতিহারী; পাহারাওয়ালা। বিঃ (স্ত্রী): প্রহরিণী।

প্রহর্তা—বিণঃ প্রহারকারী।

প্রহর্ষণ—বিঃ কাব্যালঙ্কারবিশেষ। বিঃ (স্ত্রী): প্রহর্ষিণী—সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।

প্রহসন—বিঃ পরিহাস; হাস্যরসাত্মক নাটিকা; farce।

প্রহস্ত—(১) বিঃ রাবণের সেনাপতি। (২) বিণঃ প্রসারিত হস্তবিশিষ্ট।

প্রহার—মার; নিগ্রহ। বিণঃ প্রহৃত—নিগৃহীত।

প্রহেলিকা—বিঃ হেঁয়ালি, ধাঁধা, দুর্বোধ্য কূট প্রশ্ন।
প্রাইজ—বিঃ পারিতোষিক, পুরস্কার, prize।
প্রাইভেট টিউটর—বিঃ গৃহশিক্ষক, private tutor।
প্রাইমারী, প্রাইমারি—বিণঃ প্রাথমিক। বিঃ প্রাইমারী-স্কুল—প্রাথমিক বিদ্যালয়, primary school।
প্রাংশু—বিণঃ উন্নত, উঁচু, দীর্ঘকায় (শাল-প্রাংশু)।
প্রাক্—অব্যঃ পূর্ববর্তী। বিঃ -কলন—সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব, estimate।
প্রাকাম্য—বিঃ ভোগেচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা; যোগলব্ধ ঐশ্বর্যবিশেষ।
প্রাকার—বিঃ প্রাচীর, দেওয়াল।
প্রাকৃত—(১) বিণঃ প্রাকৃতিক; লৌকিক; সাধারণ; প্রজা-সম্পর্কিত। (২) বিঃ সংস্কৃতের অপভ্রংশ ভাষাবিশেষ।
প্রাকৃত—বিণঃ ইতর, অধম, নীচ।
প্রাকৃতিক—বিণঃ নৈসর্গিক, প্রকৃতি-বিষয়ক (প্রাকৃতিক নিয়ম); জড়-পদার্থ-বিষয়ক (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান)।
প্রাক্কাল—বিঃ পূর্ববর্তী বা প্রারম্ভিক কাল। বিণঃ প্রাক্কালীন, প্রাক্কালিক—প্রাক্কালের।
প্রাক্তন—(১) বিণঃ পূর্ববর্তী (প্রাক্তন মন্ত্রী); পূর্বজন্মে অর্জিত। (২) বিঃ পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত কর্মের ফল, অদৃষ্ট।
প্রাখর্য—বিঃ প্রখরতা।
প্রাগল্ভ্য—বিঃ বেলেল্লাপনা; ঔদ্ধত্য।
প্রাগুক্ত—বিণঃ পূর্বোল্লিখিত।
প্রাগৈতিহাসিক—বিণঃ ইতিহাসের পূর্ববর্তী যুগের, prehistoric।
প্রাগ্জ্যোতিষ—বিঃ কামরূপের প্রাচীন নাম; উক্ত অঞ্চলের অধিবাসী।
প্রাঘুণ, প্রাঘুণিক—বিঃ অতিথি, আগন্তুক।
প্রাঙ্গণ—বিঃ অঙ্গন, উঠান।
প্রাঙ্মুখ—বিণঃ পূর্বমুখ।
প্রাচী—বিঃ পূর্বদিক ('প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা'—রবীন্দ্র)।
প্রাচীন—বিণঃ বৃদ্ধ; পুরাতন। বিণঃ (স্ত্রী): প্রাচীনা। বিঃ -ত্ব, -তা।
প্রাচীর—বিঃ প্রাকার, দেওয়াল।
প্রাচুর্য—বিণঃ আধিক্য, প্রচুরতা।
প্রাচ্য—বিণঃ পূর্বদেশীয়।
প্রাজন—বিঃ পশু তাড়াইবার দণ্ড, পাচনবাড়ি। বিঃ প্রাজক—সারথি; পশুপাল।
প্রাজাপত্য—(১) বিঃ অষ্টপ্রকার হিন্দুবিবাহের অন্যতম। (২) বিণঃ প্রজাপতি-বিষয়ক।
প্রাজ্ঞ—বিণঃ পণ্ডিত, জ্ঞানী, বিজ্ঞ। বিণঃ (স্ত্রী): প্রাজ্ঞা, প্রাজ্ঞী। বিঃ -তা।
প্রাঞ্জল—বিণঃ সরল, সুবোধ্য; স্বচ্ছ।
প্রাঞ্জলি—বিণঃ বদ্ধাঞ্জলি।
প্রাড্বিবাক, প্রাড্বিবেক—বিঃ প্রধান বিচারক।
প্রাণ—বিঃ জীবন; শ্বাসরূপে গৃহীত বায়ু বা দেহ-বায়ু; মন। বিঃ -কান্ত—পরাণের ধন; স্বামী; পরাণপ্রিয়। বিঃ -কৃষ্ণ—প্রাণপ্রতিম কৃষ্ণ; পরম আদরের বস্তু। বিণঃ -খোলা—খোলা-মেলা স্বভাবের। বিণঃ -গত—মনোগত, আন্তরিক। বিণঃ -গতিক—জীবন-সম্পর্কিত; জীবন-সংসার-বিষয়ক; শরীর-বিষয়ক। ক্রিঃ প্রাণ

থাকা—টিঁকিয়া থাকা। বিঃ -দণ্ড—মৃত্যুদণ্ড। বিণঃ -দাতা—প্রাণ-রক্ষক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -দাত্রী। বিঃ -দান—প্রাণরক্ষা। ক্রিঃ প্রাণ দেওয়া—স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করা ; প্রাণরক্ষা করা। বিঃ -নাথ—প্রাণকান্ত। বিঃ -নাশ—হত্যা। বিঃ -পণ—জীবনের বিনিময়েও কার্য-সাধনের সঙ্কল্প। বিঃ -পতি—প্রাণ-নাথ। বিঃ -পাখি—খাঁচার পাখির মত দেহগত প্রাণ। বিণঃ -পূর্ণ—প্রাণবন্ত। বিণঃ -প্রতিম—প্রাণসম। বিঃ -প্রতিষ্ঠা—মন্ত্রপাঠ দ্বারা প্রতিমায় দেবতাকে অধিষ্ঠিতকরণ ; জীবন্তকরণ। বিণঃ -প্রদ—জীবনদায়ক। বিণঃ -প্রিয়—প্রাণের ন্যায় প্রিয়। বিঃ -বঁধু—প্রাণ-সখা। বিঃ -বল্লভ—প্রাণনাথ। বিণঃ -বান্, -বন্ত—সক্রিয়। বিঃ -বায়ু—শ্বাস-প্রশ্বাস। বিঃ -বিয়োগ—প্রাণ-ত্যাগ। বিঃ -বিসর্জন—প্রাণদান। বিণঃ -ময়—প্রাণবন্ত, প্রাণবান্ ; উদার। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -ময়ী। বিঃ -ময় কোষ—দেহে পঞ্চবায়ুর আধার। ক্রিঃ প্রাণ যাওয়া—জীবননাশ হওয়া। ক্রিঃ প্রাণ লওয়া—হত্যা করা। বিণঃ -শূন্য, -হীন—নিষ্প্রাণ ; অচেতন ; মৃত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -শূন্যা, -হীনা। বিঃ -সংশয়, -সংকট—মৃত্যুর আশঙ্কা ; জীবন-সংকট। বিঃ -সংহার—নিধন। বিঃ -সঞ্চার—প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ; উৎসাহদান। বিণঃ -হন্তা—নিধনকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -হন্ত্রী। বিণঃ -হর, -হারক, -হারী—প্রাণ হরণ করে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -হরা, -হরিকা, -হারিণী। বিণঃ -হীন—নিষ্প্রাণ। ক্রিঃ প্রাণে মারা—মৃত্যু ঘটানো। প্রাণের প্রাণ—প্রাণাধিক প্রিয়।

প্রাণাত্যয়—বিঃ মৃত্যু ; মরণমুহূর্ত।

প্রাণাধিক—বিণঃ জীবন হইতেও অধিক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রাণাধিকা।

প্রাণান্ত—বিঃ মৃত্যু ('প্রাণরক্ষা করতে প্রাণান্ত')। বিঃ -পরিচ্ছেদ—জীবন-ব্যাপী অধ্যায়। বিণঃ -কর—জীবন-সংহারক ; অত্যন্ত কষ্টকর।

প্রাণায়াম—বিঃ যোগসাধনার অঙ্গবিশেষ (পূরক কুম্ভক রেচক)।

প্রাণারাম—বিণঃ বিঃ প্রাণ স্নিগ্ধকর ; প্রাণরমণ।

প্রাণী—বিঃ জীব ; লোক, প্রাণ ('তবু মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণী'—রবীন্দ্র)। বিঃ প্রাণিজগৎ—মানুষ, পশু, পাখী, মাছ, সরীসৃপ, উদ্ভিদ্ ইত্যাদি সমস্ত জীব। প্রাণিতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা—জীবজগৎ-বিষয়ক বিজ্ঞান, zoology। বিঃ প্রাণিহিংসা—জীবহত্যা।

প্রাণেশ, প্রাণেশ্বর—বিঃ জীবনদেবতা ; পতি ; প্রেমিক বা নাগর ('বাসনারে খর্ব করি দাও হে প্রাণেশ'—রবীন্দ্র)।

প্রাণোৎসর্গ—বিঃ জীবন সমর্পণ ; মৃত্যুবরণ।

প্রাত—বিঃ প্রাতঃকাল।

প্রাতঃ—বিঃ সকালবেলা ; সূচনা। বিঃ -কাল—ভোরবেলা। বিণঃ -কালীন—ভোরবেলাকার। বিঃ -কৃত্য, -ক্রিয়া—প্রাতঃকালীন শৌচ-ধৌত-স্নান-উপাসনাদি কর্মচতুষ্টয়। বিঃ -প্রণাম—প্রভাতকালীন অভিবাদন। বিঃ -সন্ধ্যা—প্রাতঃকালীন উপাসনাদি। বিঃ -স্নান—ভোরবেলাকার স্নান। বিণঃ -স্মরণীয়—পুণ্যশ্লোক।

প্রাতরাশ, প্রাতর্ভোজন—বিঃ দিনের প্রথম আহার, breakfast।

প্রিয়ার পালিতা কন্যা শকুন্তলার সখী; ছন্দোবিশেষ। বিণ -কর, -কারক, -কারী—প্রিয় বা মধুর কাজ করে এমন। বিণ (স্ত্রী): -কারিণী। বিঃ -চিকীর্ষা—প্রিয় বা ভাল কাজ করার ইচ্ছা। বিণ -চিকীর্ষু—উক্ত কার্য্যে ইচ্ছুক। বিঃ -জন—আত্মীয়জন বা বন্ধু-বান্ধব। বিণ -তম—সর্বাপেক্ষা প্রিয়। বিণ (স্ত্রী): -তমা। বিণ -দর্শন—সুদর্শন, সুন্দর। বিণ -দর্শী—সকলকে প্রীতির চোখে দেখে এমন; সম্রাট অশোকের উপনাম। বিণ -পাত্র—অনুরাগ প্রীতি প্রণয় বা ভালবাসার বস্তু। বিণ (স্ত্রী): -পাত্রী। বিঃ -বচন, -বাক্য—মিষ্ট কথা। বিণ -বাদী—প্রিয়ংবদ। বিঃ -বিয়োগ—প্রিয়জনের মৃত্যু বা বিচ্ছেদ। বিণ -ভাষী—প্রিয়ংবদ। বিণ (স্ত্রী): -ভাষিণী। বিঃ -সখ, -সখা—প্রিয়-বন্ধু। বিঃ (স্ত্রী): -সখী। বিঃ -সমাগম—প্রিয়-মিলন; প্রিয়জনের আগমন।

প্রিয়ংকর—বিণ শুভংকর, হিতকারী।

প্রিয়ঙ্গু—বিঃ লতাবিশেষ, শ্যাম-লতা।

প্রিয়াল—বিঃ বৃক্ষবিশেষ, পিয়াল গাছ।

প্রীণন—বিঃ প্রীতি আদর বা সোহাগ-করণ।

প্রীতি—বিঃ সন্তোষ আহ্লাদ, প্রেম, প্রণয়, বন্ধুত্ব। বিঃ -উপহার—প্রীত্যুপহার। বিণ -ভাজন—প্রিয়, স্নেহভাজন। বিঃ -ভোজ, -ভোজন—আনন্দোৎসব উপলক্ষ্যে ভোজ। বিঃ -সম্ভাষণ—বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভাষণ। বিণ প্রীতিকর—শুভংকর। বিণ বিঃ প্রীত।

প্রীয়মাণ—বিঃ প্রীতিলাভ করিয়াছে এমন।

প্রেক্ষক—বিণ দর্শক। বিণ (স্ত্রী): প্রেক্ষিকা। বিঃ প্রেক্ষণ—দর্শন; চক্ষু। বিণ প্রেক্ষিত—দৃষ্ট। বিণ প্রেক্ষণীয়—দর্শনীয়।

প্রেক্ষা—বিঃ প্রেক্ষণ, দর্শন; পর্যালোচনা; নৃত্য-অভিনয়াদি দর্শন। বিঃ -গার, -গৃহ—রঙ্গমঞ্চ; মান-মন্দির।

প্রেক্ষণিকা—বিঃ প্রদর্শনী, exhibition।

প্রেঙ্খণ—বিঃ আন্দোলন, movement।

প্রেত—বিঃ ভূত; পিশাচ। বিঃ -কর্ম্ম, -কার্য্য, -কৃত্য, -ক্রিয়া—মৃতের সংস্কার। বিঃ -তর্পণ—মৃতের আত্মার তুষ্টির জন্য জলদান। বিঃ -দেহ—মৃতের সূক্ষ্ম শরীর। বিঃ -নদী—বৈতরণী। বিঃ -পক্ষ—চান্দ্র আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ। বিঃ -পুরী, -লোক—পাতালপুরী, যমালয়। বিঃ -মূর্ত্তি—প্রেতের ন্যায় মূর্ত্তি। বিঃ -যোনি—প্রেতাত্মা, পিশাচ। বিঃ -ছায়া—ভূতের ছায়া-মূর্ত্তি। বিঃ -শিলা—গয়াতীর্থে পিণ্ডদানের শিলা। বিঃ -পিণ্ড—মৃতের জন্য অর্পিত পিণ্ডজল। বিঃ প্রেতাশৌচ—শববহনজনিত অশৌচ।

প্রেতাত্মা—বিঃ ভূত, মৃতের অতৃপ্ত আত্মা।

প্রেতিনী—প্রেত-এর স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ।

প্রেপ্সু—বিণ পাইতে ইচ্ছুক।

প্রেম—বিঃ প্রীতি স্নেহ অনুরাগ ভালবাসা ও ভক্তি-মিশ্রিত ভাববিশেষ (অহংকারো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত/আঁধার হৃদয়তলে মাণিকের মত জ্বলে—রবীন্দ্র)।

প্রেমিক—বিণঃ বিঃ ভালবাসে এমন; কান্ত; প্রণয়ী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রেমিকা —প্রণয়িনী।

প্রেমী—বিণঃ প্রেমময়।

প্রেয়—বিণঃ অভিপ্রেত; মনোমত, বাঞ্ছিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রেয়সী—প্রিয়তমা।

প্রেরণ—বিঃ পাঠাইয়া দেওন; নিয়োগ-করণ। বিণঃ বিঃ প্রেরক, প্রেরয়িতা—যে পাঠায় এমন। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ প্রেরিকা, প্রেরয়িত্রী।

প্রেরণা—বিঃ ভাবাবেশ, প্রত্যাদেশ; প্রগাঢ় আবেগ।

প্রেরিত—বিণঃ প্রেরণাপ্রাপ্ত; নিয়োজিত; আদিষ্ট; ঈশ্বর যাঁহাকে স্বীয় দূতরূপে পাঠাইয়াছেন এমন।

প্রেষণ—বিঃ প্রেরণ; মন্ত্রাদি পাঠ দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ। বিণঃ প্রেষক—প্রেরক, প্রেরয়িতা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রেষিকা। বিণঃ প্রেষণীয়—প্রেষণযোগ্য। বিণঃ প্রেষিত—প্রেরিত; প্রেরণাপ্রাপ্ত; নিয়োজিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রেষিতা। প্রেষ্য, প্রৈষ্য—(১) বিণঃ প্রেরণযোগ্য, প্রেষণীয়। (২) বিঃ কিঙ্কর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ প্রেষ্যা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ প্রেষণী—প্রেষ্যা, দাসী।

প্রেষণী¹—বিঃ (স্ত্রী)ঃ দূতী।

প্রেষণা²—বিঃ প্রেরণা। [প্র+ইষ্+ণিচ্+অন+আ]।

প্রেষ্ঠ—বিণঃ প্রিয়তম। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রেষ্ঠা।

প্রেস—বিঃ ছাপাখানা, press।

প্রেসক্রিপশন—বিঃ ডাক্তারের ব্যবস্থা-পত্র, prescription।

প্রেসিডেন্ট—বিঃ সভাপতি, president।

প্রোক্ত—বিণঃ বিশেষরূপে উক্ত, বর্ণিত।

প্রোগ্রাম—বিঃ কার্যক্রম; অনুষ্ঠান-সূচী, programme।

প্রোত—বিণঃ সূতার গাঁথা হইয়াছে এমন; খচিত।

প্রোৎসাহ—বিঃ অত্যুৎসাহ। বিঃ -ক—অত্যুৎসাহদাতা। বিঃ -ন—অত্যুৎসাহ-দান। বিণঃ প্রোৎসাহিত—অত্যুৎসাহিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রোৎসাহিতা।

প্রোথিত—বিণঃ ভূ-নিহিত; পোঁতা হইয়াছে এমন।

প্রোদ্ভিন্ন—বিণঃ ভেদ করিয়া উত্থিত; ফাটিয়া পড়িতে চায় এমন।

প্রোন্নত—বিণঃ অতি উচ্চ।

প্রোবেট—প্রবেট-এর রূপভেদ।

প্রোষিত—বিণঃ প্রবাসী, বিদেশগত। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -ভর্তৃকা—প্রবাসী স্বামীর স্ত্রী। বিঃ -পত্নীক, -ভার্য—প্রবাসিনী স্ত্রীর পতি।

প্রৌঢ়—বিণঃ প্রবীণ; অধ্যবয়সী; যথাবিধি বিবাহিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রৌঢ়া। বিঃ প্রৌঢ়ি, -ত্ব, -তা।

প্র্যাকটিস—বিঃ অভ্যাস, মহড়া; বৃত্তি বা পেশার চর্চা, practice।

প্লক্ষ—বিঃ পৌরাণিক সপ্তদ্বীপের অন্যতম; অশ্বত্থবৃক্ষ।

প্লব—বিঃ লম্ফন; সন্তরণ; বন্যা; ভেলা, উডুপ; জলচর পক্ষী; ভেক। বিঃ -গতি—ভেক প্রভৃতি যে সকল জীব লাফাইয়া চলে। বিঃ -গ—হংসাদি উভচর পাখি। বিঃ -তা—ভাসিয়া থাকার শক্তি। বিঃ -ন—ভাসন; সন্তরণ; আপ্লাব। বিণঃ -মান—ভাসিতেছে এমন; ভাসমান।

[illegible]—বিঃ প্রাণবান্ বায়ুবিক্ষেপ।

প্লবন, প্লাব—বিঃ বন্যা, জলাদি দ্বারা প্লাবিত; জলসেক; উচ্ছ্বাস। [প্লু+ণিচ্+অন, অ]। প্লাবক—(১) বিঃ প্লাবনকারী। (২) বিণঃ প্লাবনকর। বিণঃ প্লাবিত—প্লাবনমগ্ন, বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছে এমন। বিঃ প্লাবিতা—প্লাবন করিবার শক্তি। বিণঃ প্লাবী—প্লাবক, প্লাবনকারী।

প্লায়ার—বিঃ তার বাঁকাইবার বা কোন জিনিস শক্ত করিয়া ধরিবার সাঁড়াশি-বিশেষ।

প্লাস—বিঃ গণিতের যোগ চিহ্ন (+), plus।

প্লাস্টিক—প্ল্যাস্টিক দ্রষ্টব্য।

প্লিডার—বিঃ উকিল, pleader।

প্লীহা—বিঃ পাকস্থলীর বামভাগে অবস্থিত দেহাংশবিশেষ; প্লীহা-বৃদ্ধি রোগ।

প্লীহারি—বিঃ অশ্বত্থ গাছ।

প্লুত—(১) বিঃ তিন মাত্রাবিশিষ্ট স্বর; অশ্বের গতিবিশেষ; লম্ফন। (২) বিণঃ প্লাবিত, সম্পূর্ণ সিক্ত। বিঃ প্লুতগতি—লম্ফ দিয়া গমন, লম্ফ দিয়া গমনকারী জীব। বিঃ প্লুতস্বর—রোদন, আহ্বান, সংগীত ইত্যাদি কোন স্বরধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণ।

প্লুতি—বিঃ জলপ্লাবন; লাফাইয়া যাওয়া।

প্লুষ্ট—বিণঃ দগ্ধ, পোড়ানো বা জ্বালানো এমন।

প্লেগ—বিঃ মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি-বিশেষ, plague।

প্লেট—বিঃ চীনামাটির থালা, রেকাবি প্রভৃতি বাসন, ধাতুফলক; plate।

প্লেটো—গ্রীসদেশের বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক।

প্লেন—(১) বিণঃ সাদাসিধা; সমতল, মসৃণ, plain; plane। (২) বিঃ বিমানপোত, aeroplane।

প্ল্যাকার্ড—বিঃ প্রাচীরপত্র, দেওয়াল-বিজ্ঞাপন, placard।

প্ল্যাটফর্ম—বিঃ রেল স্টেশনে গাড়ি ভিড়িবার বা যাত্রীদের অপেক্ষা করিবার স্থান; পাটাতন, মঞ্চ, platform।

প্ল্যান—বিঃ মতলব; নক্সা, পরিকল্পনা, plan।

প্ল্যাস্টিক—বিঃ সেলুলয়েড ইত্যাদি কৃত্রিম পদার্থ যাহার দ্বারা চিরুণি বোতাম ইত্যাদি নানারূপ খেলনা প্রস্তুত হয়।

## ফ

ফ—বাংলা বর্ণমালার দ্বাবিংশতি ব্যঞ্জনবর্ণ।

ফইজত, ফইজৎ, ফৈজত—বিঃ কুৎসা, অখ্যাতি, কলঙ্ক, নিন্দা।

ফকির, ফকীর—বিঃ মুসলমান সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুক, দরিদ্র বা নির্ধন ব্যক্তি। বিঃ ফকিরি, ফকীরি—ফকিরের বৃত্তি। বিণঃ ফকিরী, ফকীরী—ফকির-সংক্রান্ত।

ফক্কড়—বিণঃ ফাঁকিবাজ, চালাক; ধাপ্পাবাজ, ফাজিল, বাচাল। বিঃ ফক্কড়ি, ফক্কুড়ি—ফক্কড়ের আচরণ।

**ফয়দা, ফায়দা**—বিঃ লাভ ; হিত।

**ফয়সলা, ফয়সালা**—বিঃ বিচার-নিষ্পত্তি, রায়। [আ]।

**ফরক**—(১) বিঃ পার্থক্য, প্রভেদ, তফাৎ, দূরত্ব। (২) বিণঃ দূর।

**ফরকান, ফরকানো**—ক্রিঃ ফরক হওয়া, ফাঁক হওয়া ; রাগে ঠিক্‌রাইয়া বাহির হওয়া, সবেগে নির্গত হওয়া।

**ফরজ**—বিণঃ অবশ্য কর্তব্য। [আ]।

**ফরফর**—ফড়ফড় দ্রষ্টব্য।

**ফরমা, ফর্মা**—বিঃ ছাঁচ ; পুস্তক প্রভৃতির যতগুলি পৃষ্ঠা একেবারে ছাপা হয়, forma।

**ফরমাইশ, ফরমাশ**—বিঃ আদেশ, হুকুম ; অনুরোধ, order। [ফা]।

**ফরমান**—বিঃ আদেশপত্র, নবাব বাদশার আদেশনামা ; নিয়োগপত্র, সনদ। [ফা]। ক্রিঃ **ফরমান, ফরমানো**—আদেশ করা, হুকুম দেওয়া। বিণঃ **ফরমানি**—হুকুম। বিণঃ **ফরমানী**—আদেশপ্রদানকারী।

**ফরসা, ফরশা**—বিণঃ পরিষ্কার, নির্মল ; গৌরবর্ণ, সুন্দর, আলোকিত ; সাবাড় (বসন্ত রোগে গ্রাম ফরসা হল)।

**ফরসি, ফরশী**—বিঃ দীর্ঘনলযুক্ত ধূমপানের হুঁকাবিশেষ। [আ]।

**ফরাকত, ফারাকত**—বিঃ ছাড়াছাড়ি, বিচ্ছেদ ; আলাদাকরণ ; অবকাশ।

**ফরাশ, ফরাস**—বিঃ ভদ্রলোকের উপবেশনার্থ তক্তপোশ বিছানা ; যে ভৃত্য বিছানাপত্র ও বিছানা ঝাড়ামোছা করিয়া পরিষ্কার রাখে।

**ফরাসি**—বিঃ ফ্রান্সদেশীয় ; ফরাসী জাতি ; ফরাসী ভাষা।

**ফরিকার, ফরিকদল**—বিঃ সৈন্যদল, সেনাসমূহ।

**ফরিয়াদ**—বিঃ নালিশ ; মামলা ; মকদ্দমা ; অভিযোগ। [ফা]। বিঃ **ফরিয়াদি, ফরিয়াদী**—অভিযোক্তা, নালিশকর্তা।

**ফরেব**—বিঃ বঞ্চনা ; ছলনা ; ঠকানো। বিণঃ **-বাজ**—ঠক, বঞ্চক।

**ফর্দ**—বিঃ তালিকা ; চিরকুট ; দফা, প্রস্থ। [আ]।

**ফর্দা**—বিণঃ ফাঁকা, খোলা, উন্মুক্ত ; বিস্তৃত। [আ]। বিণঃ **-ফাঁই**—ছিন্নভিন্ন হইয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছে এমন, চৌচির।

**ফর্মা**—ফরমা দ্রষ্টব্য।

**ফর্সা, ফর্শা**—ফরসা, ফরশা-এর বানানভেদ।

**ফল**—বিঃ বৃক্ষলতাদি হইতে জাত শস্য বা বীজাধার ('কুসুমের শোভা/কুসুমের অবসানে/মধুরস হয়ে/লুকায় ফলের প্রাণে'—রবীন্দ্র) ; লাভ ; উৎপন্ন বস্তু ; ধন ; কার্যসিদ্ধি ; প্রয়োজন ; সুখ ; দুঃখ ; পরিণাম ; নির্ধারণ। বিঃ **-কথা**—মোট কথা ; সার কথা ; শেষ কথা। **-কর**—(১) বিঃ বৃক্ষলতাদির ফল উপভোগের জন্য দেয় কর ; ফলের ক্ষেত বা বাগান। (২) বিণঃ ফল ধরে এমন, ফলবান্ ; উপকারক, সুফলদায়ক। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ **-তঃ**—মোটের উপর ; পরিণামে ; বস্তুতঃ। বিণঃ **-প্রদ, -দ, -দায়ক**—ফল দেয় এমন ; সিদ্ধিদায়ক। বিণঃ **-দর্শী**—পরিণামদর্শী। বিঃ **-ন**—বৃক্ষে ফলের জন্ম, ফলোৎপাদন। বিণঃ **-ন্ত**—যাহা ফল দেয় এমন। বিণঃ **-পাকান্ত**—

ফল পাকিলে গাছ মরিয়া যায় এমন, ওষধি (কলাগাছ, ধান ইত্যাদি)। বিণঃ -প্রদ—ফলদাতা, ফলদায়ক। বিঃ -প্রাপ্তি—কর্মে সিদ্ধিলাভ। বিণঃ -বান্—ফলপূর্ণ, সফল, কৃতকার্য। বিণঃ -ভাগী—পরিণাম ফলের অংশীদার। বিঃ -ভূমি—কর্মফল ভোগের স্থান। বিঃ -ভোগ—কৃত-কার্যজনিত সুখ-দুঃখাদি পাওয়া। বিণঃ -শালী—ফলযুক্ত, ফলবান্। বিঃ -শ্রুতি—কর্মের ফলশ্রবণ; সাহিত্য-পাঠে মনের উপর যে ফল হয়। বিঃ -সিদ্ধি—অভীষ্টলাভ।

**ফলুই, ফলি**—বিঃ ফলুই মাছ।

**ফলক**—বিঃ অস্ত্রের ফলা; পাত ('রজনীর তিমির ফলকে প্রথম করিনু পাঠ নক্ষত্র আলোকে'—রবীন্দ্র); পাটা, পট্ট; ঢাল; ললাটের অস্থি।

**[illegible]**—বিঃ ব্যক্তিবিশেষ।

**ফলসা**—বিঃ অম্লমধুর ফলবিশেষ।

**ফলা**—(১) বিঃ তীক্ষ্ণধার ফলক, যুক্তাক্ষর যোজ্য ব্যঞ্জনবর্ণের চিহ্ন (যেমন ব-ফলা, ল-ফলা)। (২) ক্রিঃ উৎপন্ন হওয়া (এবারে খুব ধান ফলেছে), ফলবান্ হওয়া (গাছটা ফলেছে), সত্য প্রতিপন্ন হওয়া (গণকের কথা ফলেছে)। বিণঃ ফলবন্ত, ফলন্ত। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ উৎপাদন করা, জন্মানো; (ব্যঙ্গে) জাহির করা (বিদ্যা ফলানো), ফুটাইয়া তোলা (রঙ ফলানো)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ফলাও**—বিণঃ বিস্তীর্ণ, চওড়া, প্রশস্ত; জাঁকালো (ফলাও কারবার)।

**ফলাকাঙ্ক্ষা**—বিঃ কাজ করিয়া সেই কাজের ফলের আশা। বিণঃ ফলাকাঙ্ক্ষী—ফলের কামনাকারী, ফলপ্রত্যাশী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ফলাকাঙ্ক্ষিণী।

**ফলান্বেষণ**—বিঃ ফলের খোঁজ, কার্য-সিদ্ধির প্রত্যাশা। বিণঃ ফলান্বেষী—সিদ্ধিলাভার্থী।

**ফলাফল**—বিঃ কোন কাজের ভাল মন্দ পরিণাম।

**ফলার**—বিঃ ফলাদি-ভোজন; দই, চিড়া, মিষ্টান্নাদির ভোজ। বিণঃ ফলারে—ফলার খাইতে পটু (ফলারে বামুন)।

**ফলাসক্ত**—বিণঃ কর্মের ফল কামনা করে এমন। বিঃ ফলাসক্তি।

**ফলাহার**—বিঃ ফল ভোজন, ফলার। বিণঃ ফলাহারী—ফল ভোজনকারী।

**ফলিডল**—বিঃ একপ্রকার কীটঘ্ন ঔষধ।

**ফলিত**—বিণঃ ফলবিশিষ্ট, সফল, সত্য-রূপে প্রমাণিত; পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধ, প্রক্রিয়ামূলক, applied।

**ফলী**—ফলুই-এর রূপভেদ।

**ফলোৎপত্তি**—বিঃ ফলের উদ্ভব; ফল-লাভ।

**ফলোৎপাদক**—বিণঃ ফলজনক; সুখ-প্রদ; লাভজনক।

**ফলোৎপাদন**—বিঃ ফল জন্মানো।

**ফলোদয়**—বিঃ ফলোৎপত্তি; অভীষ্ট-লাভ।

**ফলোন্মুখ**—বিণঃ ফলদানে উদ্যত, শীঘ্র ফল ধরিবে এমন।

**ফলোপধান**—বিঃ ফলোৎপাদন, ফল-জনন। বিণঃ ফলোপধায়ক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ফলোপধায়িকা। বিণঃ ফলোপধায়ী—ফলজনক।

ফল্গু¹—(১) বিঃ গয়ার অন্তঃসলিলা নদীবিশেষ। (২) বিণঃ অসার, তুচ্ছ; মনোহর।

ফল্গু²—বিঃ ফাগ, আবীর; বসন্ত-কাল; বৃথা বাক্য।

ফল্গুন—ফাল্গুন-এর রূপভেদ

ফল্গুনী—বিঃ যমজ নক্ষত্রবিশেষ।

ফল্গূৎসব—বিঃ দোলযাত্রা।

ফষ্টিনষ্টি, ফষ্টিনাষ্টি—বিঃ ঠাট্টা তামাশা, ফাজলামি।

ফসল—বিঃ শস্য ('ফুলের বার নাইকো আর ফসল যার ফলল না'—রবীন্দ্র); শস্যকর্তন সময়। বিণঃ ফসলী—ফসল-সম্বন্ধীয়।

ফস্—অব্যঃ অতি দ্রুততা, আকস্মিকতা, অসাবধানতা সূচক (মুখ দিয়ে ফস্ করে কথাটা বেরিয়ে গেল)।

ফস্কা—বিণঃ আলগা, ঢিলা, শিথিল। ক্রিঃ -ন, -নো, ফস্কান, ফস্কানো—পিছলে যাওয়া, আয়ত্তের বাহিরে যাওয়া।

ফস্‌ফরাস, ফস্‌ফোরাস—বিঃ সহজ দাহ্য মৌলিক পদার্থ, phosphorus।

ফাইন—বিঃ জরিমানা, অর্থদণ্ড, fine।

ফাই-ফরমাস—বিঃ ছোটখাট কাজের হুকুম, এটা সেটা টুকিটাকি কাজ কর্ম। [ফা]।

ফাইল—বিঃ তালিকা; নথি; ঊখা, file।

ফাউ, ফাও—বিঃ প্রাপ্যের অতিরিক্ত কিছু।

ফাউন্টেন-পেন—বিঃ ঝরনা কলম, fountain pen।

ফাঁক—(১) বিঃ অবকাশ; শূন্য ('ওই মন্ত্র-সাধনায় পৌঁছলো না বহুতর ডাক, রয়ে গেছে ফাঁক'—রবীন্দ্র); ফাঁকা জায়গা; উন্মুক্তস্থান; ব্যবধান, অন্তর; অবসর; ফাঁকি; ফাট, চির। (২) বিণঃ ব্যবধান যুক্ত, ভিন্ন, পৃথক, বিদারিত; শূন্য। বিঃ -তাল—গানের তালবিশেষ; অপ্রত্যাশিত সুযোগ। বিণঃ ফাঁকা—ফরসা, উন্মুক্ত; বিরল, নির্জন, খালি; বিশ্বাসের অযোগ্য; আশাতীত ('সে বছর ফাঁকা পেলু কিছু টাকা করিয়া দালালগিরি'—রবীন্দ্র)। ফাঁকা ফাঁকা—শূন্যপ্রায়। -আওয়াজ—শব্দমাত্র সার।

ফাঁকি—(১) বিঃ কর্তব্যে অবহেলা করা ও তাহা গোপন করবার চেষ্টা; ধাপ্পা; ধোঁকা, ভোগা; বঞ্চনা, মিথ্যা ('যার খুসি রুদ্ধ চক্ষে করো বসি ধ্যান/বিশ্ব সত্য কিম্বা ফাঁকি লভ সেই জ্ঞান'—রবীন্দ্র)। বিণঃ -বাজ—ফাঁকি দিতে যে অভ্যস্ত। বিঃ -বাজি—ফাঁকিবাজের আচরণ; ছলনা, ধাপ্পা।

ফাঁড়—বিঃ উদর।

ফাঁড়া—বিঃ জ্যোতিষ গণনায় বিঘ্ন-যোগ।

ফাঁড়ি—বিঃ ছোট পুলিশ থানা, চৌকি, ঘাঁটি, outpost। বিঃ -দার—ফাঁড়ির প্রধান কর্মচারী।

ফাঁদ—বিঃ বিপদে ফেলিবার গুপ্ত কৌশল; ছল, পাশ, জাল ('প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে'—রবীন্দ্র)। ক্রিঃ ফাঁদা—ফাঁদ পাতা, বিছানো, ছড়ানো; পত্তন করা, সূচনা করা (ফন্দি ফাঁদা)।

ফাঁদাল—বিণঃ বড় ব্যাসের, চওড়া মুখ-ওয়ালা।

ফাঁপ—বিঃ স্ফীতি, ফুলিয়া উঠন।

ফাঁপর, ফাঁফর—(১) বিঃ সংকট, বেকায়দা। (২) বিণঃ হতবুদ্ধি, বিপন্ন।

ফাঁপা—(১) বিণঃ স্ফীত ; শূন্যগর্ভ। (২) ক্রিঃ স্ফীত হওয়া, ফুলিয়া উঠা ; সমৃদ্ধ হওয়া।

ফাঁস—(১) বিঃ রজ্জু ; বন্ধন ; ফাঁদ ; কৌশলে আলগা করা যায় এই রকমের সূত্র বা রজ্জুর গ্রন্থি। (২) বিণঃ আলগা, প্রকাশিত (খবর ফাঁস)। ক্রিঃ ফাঁস করা—গোপনীয় বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া দেওয়া। ক্রিঃ ফাঁসান, ফাঁসানো—পণ্ড করা, ব্যস্ত করা ; বিপদাপন্ন করা।

ফাঁসি—বিঃ ফাঁস, উদ্বন্ধন, গলায় ফাঁস লাগাইয়া মরণ বা ঐভাবে প্রাণদণ্ড। বিঃ ফাঁসির মঞ্চ—বিশেষভাবে নির্মিত যে মঞ্চে গলায় ফাঁস লাগাইয়া প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকরী করা হয়।

ফাঁসুড়ে—বিণঃ যে ফাঁসি দিয়া মারে, ঘাতক, জল্লাদ ; যে বিপদে ফেলে।

ফাগ, ফাগু, ফাগুয়া—বিঃ আবীর, হোলি উৎসব।

ফাগুন—ফাল্গুন-এর কোমল ও কথ্যরূপ ('ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে'—রবীন্দ্র)।

ফাজলামি, ফাজলাম, ফাজলামো—বিঃ ফাজিলের ন্যায় আচরণ ; বাচালতা।

ফাজিল—বিণঃ বাচাল, প্রগলভ, বখাটে ; অতিরিক্ত।

ফাট—বিঃ ছিদ্র, ফাঁক, বিদারণ। বিঃ -ল—ফাটল।

ফাটক—বিঃ হাজত, জেল, কারাগার, প্রধান দরজা।

ফাটা—(১) ক্রিঃ বিদীর্ণ হওয়া ('ফাটি যাওত ছাতিয়া'—বিদ্যাপতি); চিরিয়া যাওয়া। (২) বিণঃ বিদীর্ণ। (৩) বিঃ বিদারণ, ফাটল। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ বিদীর্ণ করা, ফাটান। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ -ফাটি—মারামারি।

ফাড়া—ক্রিঃ চেরা, বিদীর্ণ করা, ছিন্ন করা।

ফাণিত—বিঃ ফেনি বাতাসা ; ঘনীভূত ইক্ষুরস।

ফাতনা, ফাৎনা—বিঃ ছিপের সুতায় আবদ্ধ ভাসমান লঘু বস্তু, float।

ফানস, ফানুস, ফানুশ—বিঃ আলোকাবরণ, কাগজ-নির্মিত বেলুনবিশেষ যাহা তপ্ত ধোঁয়া বা গ্যাসের সাহায্যে আকাশে উড়ানো হয়। [আ]।

ফান্দ—বিঃ ফাঁদ।

ফাবড়া—বিঃ ছোট লাঠি, খেটে।

ফায়দা—বিঃ উপকার, লাভ, সুফল।

ফারক, ফারাক—বিণঃ তফাৎ ; প্রভেদ।

ফারকত, ফারখত—বিঃ ত্যাগপত্র, মুসলমানদের তালাক-পত্র ; সম্বন্ধচ্ছেদ। বিণঃ ফারকতী। [আ]।

ফারাক—ফারক-র অধিকতর চলিতরূপ।

ফাল১—(১) বিঃ লাঙলের অগ্রভাগ ; বলরাম ; মহাদেব। (২) বিণঃ কার্পাস-নির্মিত।

ফাল২—বিঃ লম্ফ, লাফ।

ফালতু, ফালতো—বিণঃ অনাবশ্যক ; অপ্রয়োজনীয় ; অতিরিক্ত, বাজে।

ফালা, ফালি—বিঃ লম্বাভাবে কর্তিত খণ্ড, চীর ; ছোট টুকরা।

ফালাও—ফলাও-এর রূপভেদ।

ফাল্গুন—বিঃ বাঙলা বৎসরের একাদশ মাস ; অর্জুন। বিঃ ফাল্গুনি—অর্জুন। বিঃ ফাল্গুনী—ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা।

**ফাস্ট**—বিণঃ উচিত অপেক্ষা অধিকতর বেগ সম্পন্ন, fast।

**ফার্স্ট**—প্রথম ; first।

**ফি**—(১) বিণঃ প্রত্যেক। (২) বিঃ পারিশ্রমিক, দর্শনী, fee। [আ]।

**ফিক**—(১) অব্যঃ হঠাৎ একটুখানি হাসির ভাবসূচক। (২) বিঃ পেশী সঙ্কোচনজনিত হঠাৎ বেদনা। অব্যঃ **-ফিক**—ক্রমাগত মুচকি হাসি।

**ফিকা, ফিকে**—বিণঃ উজ্জ্বলতাহীন, পানসে, ফেকাশে, হালকা রঙবিশিষ্ট ; তরল, লঘু, অসার, অকিঞ্চিৎকর।

**ফিকির**—বিঃ ফন্দি, উপায় ; চিন্তা, মতলব ; ছলনা। বিণঃ **ফিকিরী**।

**ফিঙা, ফিঙ্গা, ফিঙে**—বিঃ পক্ষিবিশেষ ('কাক কালো কোকিল কালো কালো ফিঙের বেশ'—ছড়া) ; অক্ষরের মত চেরা বা বাঁধা কাঠ প্রভৃতি ; গুলতি।

**ফিচেল**—বিণঃ চতুর, চালাক ; ফন্দি-বাজ।

**ফিট**—(১) বিণঃ উপযুক্ত, যথাযোগ্য, চোস্ত ; প্রস্তুত, নিখুঁত, পরিপাটি, fit। (২) বিঃ আকস্মিক রোগবিশেষ, মূর্ছা। বিণঃ **-ফাট**—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

**ফিটকিরি**—ফটকিরি-র রূপভেদ।

**ফিটন**—বিঃ চার চাকাবিশিষ্ট ঘোড়ার গাড়ী, phaeton।

**ফিতা, ফিতে**—বিঃ পৃথক বোনা বস্ত্র-পটি ; পাড় বা ফালি, চুল বন্ধন করিবার বস্তুবিশেষ।

**ফিদবী**—বিণঃ বিনীত, সেবক।

**ফিন্‌কি**—বিঃ স্ফুলিঙ্গ ; সবেগে নির্গত সূক্ষ্ম ধারা।

**ফিনফিনে**—বিণঃ অতি সূক্ষ্ম, খুব মিহি (ফিনফিনে ধুতি)।

**ফিনিক**—বিণঃ দীপ্ত, ছটা (ফিনিক ফোটা জ্যোৎস্না)।

**ফিরঙ্গ**—বিণঃ ইউরোপীয়। বিঃ **ফিরঙ্গ-ব্যাধি**—গরমি রোগ, উপদংশ।

**ফিরঙ্গরোটী**—বিঃ পাউরুটী।

**ফিরঙ্গী**—বিঃ ফিরঙ্গদেশোদ্ভব পুরুষ।

**ফিরত, ফেরত**—(১) বিণঃ প্রত্যর্পণ, ফিরাইয়া দেওন। (২) বিণঃ প্রত্যর্পিত ; প্রত্যাগত।

**ফিরতি**—বিণঃ ঘুরতি, যাহা ফিরাইয়া দেওয়া হয় ; ফেরত ; ফিরিবার সময়।

**ফিরা, ফিরাফিরি, ফিরান, ফিরানো**—ফেরা দ্রষ্টব্য।

**ফিরি, ফিরিওয়ালা**—ফেরি' দ্রষ্টব্য।

**ফিরিঙ্গী**—বিঃ ইউরোপীয় জাতি ; ভারতীয় ও ইউরোপীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন সংকরজাতি।

**ফিরিস্তি**—বিঃ ফর্দ, তালিকা। [ফা]।

**ফিরে**—(১) বিণঃ পরবর্তী। (২) ক্রি-বিণঃ পুনরায়।

**ফিরোজা**—(১) বিণঃ ফিরোজা রঙের। (২) বিঃ নীলাভ রঙ ; ফিরোজা রঙের মণিবিশেষ।

**ফিলহাল**—ক্রি-বিণঃ সম্প্রতি, হালফিল।

**ফিস্‌ফিস্**—অব্যঃ অতি মৃদুভাবে কথা বলিবার শব্দ, কানে কানে কথা বলিবার শব্দ। বিঃ **ফিস্‌ফিসানি**—চুপি চুপি বাক্যালাপ।

**ফী**—বিঃ দর্শনী (উকিলের ফী) ; বেতন (স্কুলের ফী) ; মাসুল, কর, মূল্য (পরীক্ষার ফী)।

**ফুঁ, ফুঁক**—বিঃ ফুৎকার, মুখ হইতে বেগে বহিষ্কৃত বায়ু ; ঝাড়-ফুঁক করণ।

ফুঁকা, ফুকো—(১) ক্রিঃ গাভীর যোনীদেশে নল প্রবেশ করাইয়া তন্মধ্যে ফুৎকার প্রদান। (২) ক্রিঃ ফুঁ দেওয়া, ধূমপান করা, অপব্যয়ে টাকা উড়াইয়া দেওয়া।

ফুঁড়া—ক্রিঃ বিদ্ধ করা, ফুটা করা।

ফুঁপান, ফুঁপানো—ক্রিঃ গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদা ; ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলা। বিঃ ফুঁপানি।

ফুঁসা—ফোঁসা দ্রষ্টব্য।

ফুক—অব্যঃ অতিদ্রুত।

ফুকর, ফোকর—বিঃ ছিদ্র, গর্ত, খোপ।

ফুকরান, ফুকরানো, ফুকরন, ফুকরনো—ক্রিঃ উচ্চৈঃস্বরে ডাকা, হাঁকা ; চেঁচানো। বিঃ ফুকর—উচ্চ ডাক।

ফুকা, ফুকো—(১) বিঃ অতিরিক্ত দুগ্ধ নিঃসারণের জন্য গাভীর যোনীদেশে প্রদত্ত ফুৎকার। (২) বিণঃ ফাঁপা ; হালকা।

ফুংগি, ফুঙ্গী—বিঃ বৌদ্ধ ভিক্ষু ; ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

ফুচকে—বিণঃ ছোট, একটুখানি।

ফুট১—বিঃ মাপবিশেষ, ১২ ইঞ্চি।

ফুট২—বিঃ তরল পদার্থ উত্তাপে ফুটিবার সময় উহাতে উত্থিত বুদ্বুদ। বিঃ -কড়াই, কলাই—ভাজা মটর।

ফুট৩—বিণঃ বিকসিত ; বিদীর্ণ।

ফুট৪—বিঃ ছোট দাগ বা ফোঁটা। বিঃ -ফুট—ছোট ছোট দাগবিশিষ্ট। বিণঃ -ফুটে—সুন্দর।

ফুটকি—বিঃ ক্ষুদ্র বিন্দু বা ফোঁটা।

ফুটন—বিঃ প্রস্ফুটিত হওন ; তাপ পাইবার ফলে তরল পদার্থ বুদ্বুদ-যুক্ত হওন।

ফুটন্ত—বিণঃ ফুটিয়াছে এমন ; (আগুনের তাপে) ফুটিতেছে এমন।

ফুটপাথ—বিঃ শহরে পায়ে চলার জন্য নির্দিষ্ট বাঁধানো পথ, foot-path।

ফুটবল—বিঃ পা দিয়া খেলিবার জন্য বায়ুপূর্ণ গোলক ; foot-ball।

ফুটা১—(১) বিঃ ছিদ্র বা রন্ধ্র। (২) বিণঃ সচ্ছিদ্র ('এ যেন দিবারাত্রে জল ঢালি' ফুটা পাত্রে'—রবীন্দ্র)।

ফুটা২, ফুটন, ফুটানো—ফোটা দ্রষ্টব্য।

ফুটানি—বিঃ জাঁক ; আড়ম্বর, অহমিকা প্রকাশ।

ফুটি—বিঃ পাকিয়া ফাটিয়া যায় এমন কাঁকুড়বিশেষ। বিণঃ -ফাটা—ফুটির ন্যায় ফাটিয়া গিয়াছে এমন।

ফুড়ুক, ফুড়ুৎ—অব্যঃ চকিতে উড়িয়া যাইবার ভাব প্রকাশক, হুঁকার তামাক খাইবার শব্দ। অব্যঃ -ফাড়ুক—ক্রমাগত ওড়ার বা পালানোর ভাবপ্রকাশক।

ফুৎকার, ফুৎকৃত—বিঃ ফুঁ, ফুঁ দেওন।

ফুফা, ফুপা—(১) বিঃ পিসা, পিতার ভগ্নীর স্বামী। (২) বিঃ (স্ত্রী)ঃ পিসি, পিতার ভগ্নী। বিণঃ ফুফাত —পিসতুতো। [হি]।

ফুরন—বিঃ চুক্তি, কাজের পূর্বে মূল্য স্থিরকরণ।

ফুরনো, ফুরানো—ক্রিঃ নিঃশেষ হওয়া।

ফুরফুর—অব্যঃ মৃদুমন্দ বায়ু-প্রবহনের ভাবসূচক ; বাতাসে হাল্কা বস্তু উড়িবার ভাবব্যঞ্জক। বিণঃ ফুরফুরে —ফুরফুর করে এমন, মৃদু ও মনোরম (ফুরফুরে বাতাস)।

ফুরল, ফুরলো—বিণঃ সমাপ্ত ('আমার কথাটি ফুরলো/নটে গাছটি মুড়লো')।

ফুরসত, ফুরসৎ—বিঃ অবকাশ, অবসর, ছুটি।

ফুরীন, ফুরনী—ফরাসিন-র রূপভেদ।
ফুর্তি—বিঃ আনন্দ, হর্ষ, আহ্লাদ।
ফুর্তিবাজ—বিণঃ সদাপ্রফুল্ল।
ফুল—বিঃ পুষ্প, কুসুম; ফুলাকৃতি নকশা, জরায়ু ও সন্তানের নাড়ির সঙ্গে যে মাংস পিণ্ড সংবদ্ধ থাকে। বিঃ -কপি—একপ্রকার সবজি। বিণঃ -কাটা—পুষ্পের ন্যায় নকশা দ্বারা শোভিত। বিঃ -কারি—কাপড়ে ফুলের নকশা বা বুটির কাজ। বিঃ -খড়ি—একপ্রকার সাদা নরম খড়িমাটি। বিঃ -ঝুরি, ঝুরি—আতস-বাজিবিশেষ যাহা হইতে পুষ্প বর্ষণের ন্যায় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। ফুল তোলা—(১) ক্রিঃ পুষ্প চয়ন করা। (২) বিণঃ ফুলের মত নকশাযুক্ত, কারুকার্যযুক্ত। বিঃ -দানি, -দানী—ফুল সাজাইয়া রাখিবার পাত্রবিশেষ। বিণঃ -দার—পুষ্পবৎ নকশাযুক্ত। বিঃ -দোল—শ্রীকৃষ্ণের দোলন যাত্রাবিশেষ। বিঃ -ধনু, -বাণ, -শর—কন্দর্প, কামদেব, পুষ্পধন্বা, পুষ্পরচিত ধনুক, বাণাদি। ক্রিঃ ফুল পড়া—প্রসবের পর গর্ভস্থ মাংসপিণ্ড স্খলিত হওয়া। বিঃ -বড়ি—কলাইএর ছোট সাদা বড়ি। বিঃ -বাতাসা—ছোট হালকা চিনির বাতাসা। বিঃ -বাবু—শৌখিন বাবু। বিঃ -মালা—ফুলের মালা। বিঃ -শয্যা—পুষ্পশয্যা বিবাহের পর নবদম্পতির প্রথম ফুল-সজ্জিত শয্যায় শয়ন। ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া—অতি সামান্য আঘাতে কাতর হওয়া।
ফুলকা, ফুলকো—(১) বিঃ স্ফীতি। (২) বিণঃ স্ফীত। (৩) ক্রিঃ স্ফীত হওয়া, ফাঁপিয়া ওঠা; ধনবান্ হওয়া। ক্রিঃ -ন, -নো—স্ফীত করা, ফাঁপানো, ধনবান্ করা।
ফুলকা, ফুলকো—(১) বিঃ মাছের কানের নীচে চিরুণীর ন্যায় শ্বাসযন্ত্র, ফোলানো বস্তুর পাতলা আবরণ (ফুলকা লুচি)। (২) বিণঃ পাতলা; ফাঁপা।
ফুলকি—বিঃ স্ফুলিঙ্গ, অগ্নিকণা।
ফুলরি, ফুলুরি—বিঃ ডালের গুঁড়া দিয়া তৈয়ারি তেলে-ভাজা খাদ্য বস্তু।
ফুলল, ফুলাল, ফুলেল—বিণঃ ফুলের সংস্পর্শে সুরভিত; পুষ্পময়, পুষ্পগন্ধী।
ফুল্কা, ফুল্কো—যথাক্রমে ফুলকা ও ফুলকো-র বানানভেদ।
ফুল্ল—(১) বিণঃ বিকসিত; প্রফুল্ল ('ফুল্ল ফুল সৌরভে আকুল'—বিবেকানন্দ)। (২) বিঃ পুষ্প, ফুল।
ফুল্লরা—বিঃ (স্ত্রী): শ্রীমন্ত সওদা-গরের জননী।
ফুল্লি—বিঃ (স্ত্রী): বিকাশ।
ফুল্লেন্দু—বিঃ পূর্ণচন্দ্র।
ফুস্‌কুড়ি, ফুস্‌কুরি—বিঃ ক্ষুদ্র ফোড়া-বিশেষ।
ফুসফুস—বিঃ জীবদেহের শ্বাসযন্ত্র, lungs।
ফুসফুস—অব্যঃ ফিস্‌ফিস্।
ফুসমন্তর—বিঃ ফুসলানোর বা ফাঁকির মন্ত্র; গোপন মন্ত্রণা বা উপদেশ।
ফুসলান, ফুসলানো—ক্রিঃ কুকর্মে বা কুপথে চালিবার জন্য গোপনে উসকানি দেওয়া; স্বমতে আনিবার জন্য গোপনে পরামর্শ দেওয়া।
ফুস্‌কুড়ি—ফুস্‌কুড়ি-র বানানভেদ।

ফেউ—বিঃ শৃগাল ; যে শৃগাল বাঘের পিছনে থাকিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া বাঘের আগমন জানাইয়া দেয়। ক্রিঃ ফেউ লাগা—পিছনে লাগিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা।

ফেঁকড়া—বিঃ ছোট ডাল, প্রশাখা ; প্রধান বিষয় হইতে উদ্ভূত অন্য বিষয়, ফ্যাসাদ।

ফেঁকাসিয়া, ফেঁকাসে—য থা ক্র মে ফেকাসিয়া ও ফেকাসে-র বানানভেদ।

ফেঁসাদ—বিঃ ফ্যাসাদ, ল্যাঠা, ঝঞ্ঝাট।

ফেঁসো—বিঃ পাট, শণ প্রভৃতি গাছের আঁশ ; সূতার সূক্ষ্ম অংশ।

ফেকাসিয়া, ফেকাসে—বিণঃ পাণ্ডুবর্ণ ; রক্তহীন ; ফিকা।

ফেকো—বিঃ উপবাস হেতু মুখ হইতে নির্গত ফেনাবৎ শুষ্ক থুতু।

ফেচাং—বিঃ ফেঁকড়া , আনুষঙ্গিক বিপদ।

ফেটা—বিঃ জড়ানো কাপড়, পটি।

ফেটান, ফেটানো—ক্রিঃ নাড়িয়া নাড়িয়া ফেনানো।

ফেটি, ফেটী—বিঃ ছোট পাগড়ি, একত্রবদ্ধ করেকগোছা সূতা।

ফেটিন—ফিটন-এর অপ্রচলিত রূপ।

ফেণ, ফেন—বিঃ ফেনা, গাঁজলা ; ভাতের মাড়। ক্রিঃ -ন, -নো—নাড়িয়া নাড়িয়া ফেনিল করিয়া তোলা ; ক্ষুদ্র জিনিসকে বৃহৎ করিয়া তোলা।

ফেনা—বিঃ গাঁজলা। ক্রিঃ -নো—ফেটানো (ব্যাসম ফেনানো)।

ফেনায়মান—বিণঃ ফেনাযুক্ত হইতেছে এমন। বিণঃ ফেনায়িত—ফেনাযুক্ত হইয়াছে এমন।

ফেনি, ফেনী—বিঃ বড় বাতাসা ; চিনি দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ।

ফেনিল—বিণঃ সফেন, ফেনাযুক্ত ; ফেনায়িত। বিঃ ফেনিলতা—উচ্ছ্বাস ('ফেনিলতা উচ্ছলতা হয়ে যায় তুচ্ছ কথা'—কালিঃ রাঃ)।

ফেব্রুয়ারি—বিঃ ইংরাজী বৎসরের দ্বিতীয় মাস।

ফের—(১) বিঃ সঙ্কট, বিপদ, দায় ; অশুভ প্রভাব ; বদল, পরিবর্তন, বিনিময়। (২) ক্রি-বিণঃ পুনরায়, আবার। বিঃ -বার—ছল, কৌশল, কথার মারপ্যাঁচ ; দায়, সংকট। বিঃ হেরফের—অদল বদল।

ফেরত, ফিরত, ফেরৎ, ফিরৎ—(১) বিঃ প্রত্যর্পণ। (২) বিণঃ প্রত্যর্পিত, প্রত্যাগত, পাল্টানো। ফেরতা—(১) বিণঃ প্রত্যাগত (অফিস ফেরতা)। (২) বিঃ পরিবেষ্টন ; পরিবর্তন, বদল।

ফেরা, ফিরা—(১) ক্রিঃ ফিরে আসা ; অভিমুখ হওয়া, পরিবর্তিত হওয়া, বেড়ানো ; বিফল মনোরথ হইয়া প্রস্থান করা। বিঃ -ফিরি—বারবার ফেরত বা বদল। ক্রিঃ -ন, -নো—প্রত্যাবর্তিত করা, ঘুরানো ; উল্টা করা ; নিবৃত্ত করা ; ফেরত দেওয়া।

ফেরার—বিণঃ পলায়িত, আত্মগোপনকারী। বিণঃ ফেরারী—আত্মগোপন করিয়াছে এমন (ফেরারী ফৌজ)।

ফেরি[১]—(১) বিঃ ভ্রমণপূর্বক বিক্রয়, howking। (২) অব্যঃ ফের, আবার, পুনরায়। বিঃ -ওয়ালা—যে ফেরি করিয়া বিক্রয় করে।

ফেরি[২]—বিঃ স্টীমারে যাতায়াত (ফেরি সার্ভিস)।

ফেরু—বিঃ শৃগাল। বিঃ -পাল—শৃগালের দল।

**ফেরেব**—বিঃ প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি। বিণঃ **-বাজ**—প্রবঞ্চক, জুয়াচোর। বিঃ **-বাজি**—ফেরেববাজের কাজ, বৃত্তি বা আচরণ। [ফা]।

**ফেলনা**—বিণঃ তুচ্ছ, ফেলিয়া দিবার যোগ্য।

**ফেলা**—(১) ক্রিঃ নিক্ষেপ করা, পতিত করা, ঢালা ; ক্ষেপণ করা, ছোড়া ; চুকানো, শেষ করা ; খাটানো, বিনিয়োগ করা, খরচ করা, ছড়ানো ; বর্জন করা ; স্থাপন করা ; অমান্য করা। (২) বিণঃ বাদ। বিণঃ **হেলাফেলা**—মূল্যহীন ; কাজের নয় এমন ('সারা বেলা হেলাফেলা')।

**ফেসাদ**—বিঃ ঝঞ্ঝাট, মুশকিল, বিপত্তি, ঝামেলা ; কলহ।

**ফৈজৎ**—ফইজৎ-এর বানানভেদ।

**ফোঁকা, ফুঁকা**—(১) ক্রিঃ ফুঁ দেওয়া, ফুঁ দিয়া বাজানো ; উড়াইয়া দেওয়া, অপব্যয় করা। (২) বিঃ ফুঁ দেওন ; উড়াইয়া দেওন ; অপব্যয়করণ।

**ফোঁটা**—(১) বিঃ বিন্দু, কণিকা ; তিলক, কপালের টিপ। (২) বিণঃ ক্ষুদ্র, ছোট, একরত্তি।

**ফোঁড়**—বিঃ সেলাই কালে সূচ চালন, বিদ্ধ, ফুটা, ছেঁদা। ক্রিঃ **ফোঁড়া, ফুঁড়া**—বিদ্ধ করা, ভেদ করা।

**ফোঁপর**—(১) বিঃ নারিকেলের মধ্যে সঞ্জাত বীজাঙ্কুর। (২) বিণঃ শূন্যগর্ভ, অন্তঃসারশূন্য, অসার ; বাক্সর্বস্ব (ফোঁপর দালালি)।

**ফোঁপরা**—বিণঃ ঝাঁঝরা, ছিদ্রবহুল ; ফাঁপা, অন্তঃসারশূন্য।

**ফোপর**—ফোঁপর দ্রষ্টব্য।

**ফোঁপান, ফোঁপানো**—(১) ক্রিঃ গুমরাইয়া কাঁদা, গজগজ করা, রাগে চাপা গর্জন করা। (২) বিঃ গুমরাইয়া ক্রন্দন, রাগে চাপা গর্জনকরণ। বিঃ **ফোঁপানি, ফুঁপানি**—গুমরানি, ফোঁসানি।

**ফোঁস**—অব্যঃ সাপের গর্জন ; ক্রোধসূচক নিঃশ্বাসাদির শব্দ ; তেজঃ। ক্রিঃ **-ফোঁসান, -ফোঁসানো**—ক্রমাগত ফোঁস ফোঁস করা। বিঃ **-ফোঁসানি**—ফোঁস ফোঁসানোর শব্দ।

**ফোঁসা, ফুঁসা**—(১) ক্রিঃ ফোঁস ফোঁস শব্দ করা ; ক্রোধসূচক গর্জন করা।

**ফোঁসান, ফোঁসানো**—(১) ক্রিঃ ফোঁসা, ফোঁস ফোঁস শব্দ করা। (২) বিঃ উক্ত অর্থে।

**ফোকর**—ফুকর-এর চলিতরূপ।

**ফোকলা**—বিণঃ দন্ত-বিহীন। [দেশী]।

**ফোটা, ফুটা**—(১) ক্রিঃ প্রস্ফুটিত বা প্রকাশিত বা উদিত হওয়া (জোছনা-ফোটা ; আকাশে তারা ফোটা) ; উন্মীলিত হওয়া (কুকুর ছানার চোখ ফোটা) ; উত্তপ্ত হইয়া বুদ্বুদ বাহির করা, to boil (জল ফোটা) ; ফুটন্ত জলে সিদ্ধ হওয়া (ভাত ফোটা) ; তাপে ফাঁপিয়া ওঠা (খই ফোটা) ; বিদ্ধ হওয়া (পায়ে কাঁটা ফোটা)। ক্রিঃ **কথা ফোটা** (পাখি, শিশু প্রভৃতির) ; জ্ঞানের উদয় হওয়া (চোখ ফোটা)। **বিয়ের ফুল ফোটা**—বিবাহের সময় আসন্ন হওয়া।

**ফোটান, ফোটানো, ফুটান, ফুটানো**—(১) ক্রিঃ প্রস্ফুটিত, বিকসিত, উন্মীলিত, ধ্বনিত, বিদ্ধ, অভিব্যক্ত, সিদ্ধ প্রভৃতি করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ফোটানি, ফুটানি**—বিঃ চালবাজি, অনাবশ্যক কটু মন্তব্য ; বিদ্ধকরণ।

**ফোটো, ফোটোগ্রাফ**—বিঃ আলোকচিত্র, ছবি, আলোক রশ্মির সাহায্যে তোলা প্রতিচ্ছবি, photograph।

**ফোড়ন**—বিঃ সম্বরা, গরম তেলে বা ঘৃতে মসলা দিয়া ব্যঞ্জনের সঙ্গে মিশ্রণ (তরকারিতে ফোড়ন দেওয়া)। (ব্যঙ্গে) **ফোড়ন দেওয়া, ফোড়ন কাটা**—অন্যের কথাবার্তার সময় মাঝে মাঝে মন্তব্য বা টিপ্পনী করা।

**ফোড়া, ফোঁড়া**—বিঃ ব্রণ, স্ফোটক, boil। বিঃ **বয়স ফোড়া**—বয়সকালে (যৌবনে) মুখে উদ্গত ব্রণবিশেষ। বিঃ **বিষ ফোড়া**—প্রদাহময় ফোড়া, দুষ্টব্রণ। বিঃ **লোম ফোড়া**—লোমকূপের মুখে উদ্গত ফোড়াবিশেষ।

**ফোন**—বিঃ টেলিফোন, phone।

**ফোমেণ্ট**—বিঃ গরম জলের সেঁক।

**ফোয়ারা**—বিঃ উৎস, প্রস্রবণ। [আ]।

**ফোরম্যান**—বিঃ শ্রমিক-পরিচালক কর্মচারী; সর্দার-শ্রমিক; মুখপাত্র, foreman।

**ফোলন, ফুলন**—বিঃ (প্রাদে) স্ফীত, স্ফীত হওন।

**ফোলা, ফুলা**—(১) ক্রিঃ মোটা বা স্ফীত হওয়া, to swell; ফাঁপিয়া উঠা; (অলঙ্কারে) ধনবান্, স্বাস্থ্যবান্ বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া (গাল, গলা ফোলা; রেগে আহ্লাদে ফোলা)। **-ন, -নো, ফুলন, ফুলনো**—(১) ক্রিঃ ফাঁপানো, মোটা বা স্ফীত করা; বাড়াইয়া তোলা, গর্বিত করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ফোসকা, ফোস্কা**—বিঃ জলীয় দ্রব্যপূর্ণ। স্ফোটক; বুদ্বুদের ন্যায় জলপূর্ণ স্ফোটক; সূচি প্রভৃতির ফোলা স্তর।

**ফৌজ**—বিঃ সেনাদল। বিঃ **-দার**—সেনানায়ক, আঞ্চলিক শাসনকর্তা; কোতোয়াল। বিণঃ **-দারী**—মারপিট খুন ইত্যাদি সম্বন্ধীয় মামলা, criminal case। বিণঃ **ফৌজী**—জঙ্গী, সামরিক।

**ফৌত, (বর্জিত) ফৌৎ**—বিণঃ দেউলিয়া, সর্বস্বান্ত; ফতুর, মৃত, উত্তরাধিকার হীন অবস্থায় মৃত; নির্বংশ।

**ফৌতি**—বিঃ বিনাশ, মৃত্যু। বিঃ **-মাল**—মৃত ব্যক্তির জিনিসপত্র।

**ফ্যাকড়া**—ফেকড়া-র বানানভেদ।

**ফ্যা-ফ্যা**—অব্যঃ ক্রমাগত নিষ্ফল অনুসন্ধান বা প্রয়াসের ভাবসূচক।

**ফ্যালফ্যাল**—অব্যঃ চোখের বিস্ফারিত ও বিমূঢ় ভাব (ফ্যাল ফ্যাল করে চাওয়া)।

**ফ্যাশন, ফ্যাশান**—বিঃ সৌখীন রীতি, রেওয়াজ, বাবুগিরি, চাল, চালিয়াতি, ঢং, রকম, ধরন, fashion।

**ফ্যাসাদ**—ফেসাদ-এর বানানভেদ।

**ফ্রক**—বিঃ ঘাগরাজাতীয় মেয়েদের পোষাকবিশেষ, frock।

**ফ্রী, ফ্রি**—বিণঃ মূল্য দিতে হয়না এমন; নিঃশুল্ক; free।

**ফ্রেম**—বিঃ কোন বস্তু দৃঢ় করিবার জন্য কাঠ, ধাতু ইত্যাদির ঘের (ছবির, চশমার ফ্রেম); ঠাট, কাঠামো; frame।

**ফ্লানেল**—বিঃ পশমী বস্ত্রবিশেষ; flannel।

**ফ্ল্যাট**—(১) বিঃ স্বয়ং সম্পূর্ণ গৃহাংশবিশেষ; চেপটা তলবিশিষ্ট নৌকাবিশেষ; জাহাজ ঘাটায় ভাসমান প্ল্যাটফর্ম; মালবাহী স্টীমারবিশেষ। (২) বিণঃ হতাশ, চিৎপাত, flat।

# ব

ব—বাঙলা বর্ণমালার ত্রয়োবিংশ এবং ঊনত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

বই১—বিঃ গ্রন্থ, পুস্তক, খাতা (হিসাবের বই)। [আ]। বইয়ের পোকা—গ্রন্থপাঠে মাত্রাধিক আসক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ; গ্রন্থকীট।

বই২—অব্যঃ ছাড়া, বিনা, ব্যতীত, ভিন্ন ('তোমা বই আর গতি নেই); নিশ্চয়সূচক (যাব বই কি); খণ্ডন বা নহে সূচক ('তা বই কি!)।

বই৩—বিঃ কচুর লতা।

বই৪—ক্রিঃ বহন করি (আমি কেবল বোঝা বই)।

বইঠা—বিঃ নৌকার ছোট দাঁড়।

বউ—বিঃ পত্নী, বধূ, পুত্রবধূ ; কুলবধূ, কুলনারী (ঘরের বউ); নববধূ। বিঃ বউ-কথা-কও—কো কি ল জা তী য় পক্ষিবিশেষ, পাপিয়া। বিঃ -কাঁটকী—যে শাশুড়ী বধূর কণ্টক অর্থাৎ বধূকে পীড়ন করে। বিঃ -ড়ী—বধূটী, অল্প বয়স্কা বধূ। বিঃ -দিদি, বৌদি—দাদার বউ। বিঃ -ভাত—বিবাহের পর সংস্কারবিশেষ, (যাহাতে বরের আত্মীয়স্বজন নববধূর ছোঁয়া ভাত খায়); পাকস্পর্শ। বিঃ -মা—পুত্রবধূ বা তত্তুল্যা কোন বধূ বা ছোট ভাই-এর বৌ। বিঃ -মানুষ—নববধূ, কুলবধূ।

বওনি১—বিঃ বহনের পারিশ্রমিক।

বওনি২, বউনী—বিঃ দিনের প্রথম বিক্রয়।

বউল, (কথ্য) বোল—বিঃ মুকুলের কলিকা বা কুঁড়ি (আম লিচু প্রভৃতির)।

বওয়া—বহা-র চলিতরূপ।

বওয়াটে—বখাটে-র কথ্যরূপ।

বংশ১—বিঃ কুল, পুরুষ পরম্পরা ; গোষ্ঠী ; সন্তান-সন্ততি ; গোত্র। বিণঃ -গত—কুলের বৈশিষ্ট্য স্বরূপ ; পুরুষানুক্রমে লব্ধ। বিঃ -গতি—বংশানুক্রমিক শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের সংক্রমণ, heredity। বিণঃ -জ—সদ্‌বংশীয় ; বংশে জাত ; মৌলিক, কুলভ্রষ্ট কুলীন। বিঃ -ধর—যে বংশ রক্ষা করে, সন্তান। বিঃ -বৃদ্ধি—বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধি। বিঃ -মর্যাদা—কুলগত প্রাপ্য সম্মান, আভিজাত্য। বিঃ -লতা—শাখা প্রশাখাক্রমে বিরচিত বংশ তালিকা। বিঃ -লোপ—বংশের শেষ সন্তানের মৃত্যু ; কুলনাশ।

বংশ২—বিঃ বাঁশ ; পিঠের দাঁড়া ; বাঁশি। বিঃ -দণ্ড—বাঁশের লাঠি। বিঃ -পত্র—বাঁশ পাতা। বিঃ -লোচন—বাঁশের মধ্যে জাত শ্বেত কঠিন বস্তুবিশেষ।

বংশানুক্রম—বিঃ পুরুষ পরম্পরা ; বংশ পরম্পরা। বিণঃ বংশানুক্রমিক—পুরুষ পরম্পরাগত।

বংশাবতংস—বিঃ কুল চূড়ামণি ; কুলের অলঙ্কার স্বরূপ।

বংশাবলী, বংশাবলি—বিঃ কুলজি ; পূর্বপুরুষদিগের নামসমূহের তালিকা।

বংশী—বিঃ বাঁশি ; বেণু, মুরলী। বিঃ -ধর, -ধারী—যাহার হাতে বাঁশি আছে এমন, শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ -বট—যে বট-বৃক্ষের নীচে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইতেন (বৈষ্ণব তীর্থবিশেষ—বৃন্দাবন)।

**বংশীয়, বংশ্য**—বিণঃ সদ্বংশজাত; সম্ভ্রান্ত; বংশ-বিষয়ক।

**বঁইচি**—বিঃ অম্লমধুর স্বাদের বন্য ফলবিশেষ। [দেশী]।

**বঁটি**—বিঃ মাছ আনাজাদি কুটিবার অস্ত্রবিশেষ।

**বঁড়শি, বঁড়শী**—বড়শি-র রূপভেদ।

**বঁদে**—বাঁদিয়া-র কথ্যরূপ।

**বঁধু, বঁধুয়া**—বিঃ (কাব্যে) প্রণয়ী, নাগর, বন্ধু, প্রিয়, বল্লভ ('আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়'—চণ্ডীঃ)।

**বক১**—বিঃ বগ, মৎস্যভোজী পক্ষিবিশেষ; ফুলবিশেষ; দৈত্যবিশেষ; রাক্ষসবিশেষ। ক্রিঃ **বক দেখানো**—বকের মুখের মত হাত বাঁকাইয়া বিদ্রূপ করা। বিণঃ **-ধার্মিক**—কপট ধার্মিক; ভণ্ড। **-বৃত্তি**—(১) বিঃ কপট সাধুতা, ভণ্ডামি। (২) বিণঃ বকধার্মিক, ভণ্ড; ধূর্ত। বিঃ **-যন্ত্র**—পাতন যন্ত্র, যে যন্ত্রে কোনও পদার্থের অংশ বাষ্পীভূত বা চোলাই করিয়া পৃথক করা যায়।

**বকনা**—বিঃ স্ত্রী-বাছুর, যে গরুর বাছুর হয় নাই।

**বকপঞ্চক**—বিঃ কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচটি তিথি।

**বকবক**—অব্যঃ বৃথা কথন, অনর্গল কথা। ক্রিঃ **বকবকান, বকবকানো**—বকবক করা। বিঃ **বকবকানি**—অতিশয় বিরক্তিকর বাচালতা।

**বকবকম, বকবকুম**—অব্যঃ পায়রার ডাকের আওয়াজ।

**বকমকাঠ**—বিঃ বৃক্ষবিশেষ বা তাহার কাঠ যাহা হইতে লাল রঙ প্রস্তুত হয়। [দেশী]।

**বকরা**—বিঃ ছাগ। [আ]। বিঃ (স্ত্রী): **বকরী**।

**বকরীদ**—বিঃ মুসলমান পর্ববিশেষ, ঈদ-উজ্-জুহা।

**বকলম**—বিঃ অপরের পরিবর্তে যে সহি করে; লিখিতে অক্ষম এমন; একের আড়ালে অন্য বস্তুর স্বরূপ-গোপন।

**বকলস, বগলস**—বিঃ কোমরবন্ধ, ফিতা, ইত্যাদি আটকাইবার খিল; buckles।

**বকশিশ, (বিরল) বকশীশ, বখশিস**—বিঃ পারিতোষিক, পুরস্কার।

**বকশী, বকসী**—বিঃ মুসলমান আমলের কর্মচারিবিশেষ; উপাধিবিশেষ।

**বকা১**—(১) ক্রিঃ বকবক করা, কথা বলা, বাচালতা প্রকাশ করা; ধমকানো, তিরস্কার করা। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ বৃথা বা অধিক কথা বলানো। (২) বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **-বকি**—বিতর্ক; তিরস্কার; কলহ।

**বকা২, বকাউ, বকাটে, বকাম**—বখা দ্রষ্টব্য।

**বকাল**—বক্কাল-এর রূপভেদ।

**বকাণ্ডপ্রত্যাশা**—বিঃ বক কর্তৃক বৃষের অণ্ড পাইবার প্রত্যাশার ন্যায় বৃথা আশা। বিঃ **-ন্যায়**—ন্যায়বিশেষ।

**বকুনি**—বিঃ ধমক, ভর্ৎসনা, বকবককরণ, বকবকানি।

**বকুল**—বিঃ সুগন্ধ পুষ্পবিশেষ বা তাহার গাছ।

**বকেয়া১**—বিণঃ বাকী, পুরাতন, অবশিষ্ট, বক্রী, সাবেক। [আ]। বিঃ **-বাকী**—বিগত বৎসরের বাবদ বাকী।

**বকেয়া২**—বিঃ সেলাইয়ের প্রণালীবিশেষ। [ফা]।

বক্তাল, বকলা—বিঃ ঔষধাদির জন্য গাছ-গাছড়া ; মসলা।
বক্ত, বক্কত—বিঃ সুযোগ, ভাগ্য ; সময়, বেলা। [আ]।
বক্তব্য—(১) বিণঃ আলোচ্য ; বলিতে হইবে এমন ; বলিবার যোগ্য ; কথনীয়। (২) বিঃ প্রস্তাব, কথা, আলোচ্য বিষয়।
বক্তা—বিণঃ বিঃ ভাষণদানকারী, বাক্‌-পটু, বক্তৃতাকারী।
বক্তার—বিণঃ বিঃ দেবতাদির দ্বারা আদিষ্ট হইয়া যে কথা বলে ; যে বেশী কথা বলে ; বক্তৃতা-পটু ; বাচাল।
বক্তৃতা—বিঃ ভাষণ, বাক্‌পটুতা ; বাগ্‌বিন্যাস।
বক্ত্র১—বিঃ মুখ ; আনন, বদন।
বক্ত্র২—বিঃ ছন্দোবিশেষ (বৈদিক)।
বক্ত্র৩—বিঃ বস্ত্রভেদ, কাপড়বিশেষ ; তগরমূল।
বক্ত্রজ—(১) বিঃ ব্রাহ্মণ। (২) বিণঃ মুখজাত।
বক্র—(১) বিণঃ বাঁকা, কুটিল, অসরল। (২) বিঃ মোড়, বাঁক। বিঃ -কণ্টক—খয়েরে গাছ, খদির বৃক্ষ। বিঃ -চঞ্চু—উষ্ট্র, উট। বিঃ -ণ—বক্রীকরণ, বাঁকানো। বিঃ -দংষ্ট্র বক্র—শূকর, বরাহ। বিঃ -তুণ্ড—শুকপাখী। বিঃ -নাসিক—পেচক, পেঁচা। বিঃ -পুচ্ছ, -লাঙ্গুল—কুকুর।
বক্রি১, বক্রী১—বিণঃ প্রতিকূল, বাঁকা ; (জ্যোতিষ) অশুভ ফলপ্রদ (গ্রহ বক্রী)।
বক্রি২, বক্রী২—বাকী-র বিকৃতরূপ।
বক্রিমা—বিঃ বক্রতা, বক্রতা, কৌটিল্য।
বক্রী৩—বিঃ ছাগী।

বক্রীকরণ—বিঃ বাঁকানো।
বক্রোক্তি—বিঃ প্রচ্ছন্ন নিন্দা, শ্লেষ-বাক্য ; কাব্যালংকারবিশেষ (কুন্তকের মতে বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণবস্তু—'বক্রোক্তি কাব্য-জীবিতম্‌')।
বক্ষঃ, বক্ষ—বিঃ বুক, অন্তর, হৃদয়। [বক্ষ্‌+অস্‌]। বিঃ -পঞ্জর—বুকের হাড়। বিঃ -স্থল—বুক, হৃদয়, বুকের উপরিভাগ। বিঃ -স্পন্দন—বুকের কাঁপন।
বক্ষোজ, বক্ষোরুহ—বিঃ পয়োধর, স্তন।
বক্ষ্যমাণ—বিণঃ বলা যাইতেছে এমন ; আলোচ্য।
বক্সী—বকশী-র বানানভেদ।
বখরা—বিঃ ভাগ, অংশ। [ফা]। বিঃ -দার—অংশীদার। বিণঃ -দারী—অংশীদারী।
বখশী, বখসী—বকশী-র রূপভেদ।
বখা, বকা২—(১) ক্রিঃ বয়ে যাওয়া, দুশ্চরিত্র হওয়া ; কুসংসর্গে নষ্ট হওয়া। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ বাচাল, ফাজিল, বখিয়া গিয়াছে এমন। বিণঃ -ট, -টে—বখা। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ বখাটে করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ -মি, -অ, -মো—বাচালতা, বখা লোকের আচরণ ; ফাজলামি।
বখিল, বখীল—বিণঃ কৃপণ। [আ]।
বখেড়া—বিঃ বিঘ্ন ; বাধা, ঝগড়া ; ঝঞ্ঝাট ; প্রতিবন্ধক। [হি]।
বখেয়া—বকেয়া২-র রূপভেদ।
বগয়রহ—অব্যঃ সমস্ত, ইত্যাদি।
বগল—বিঃ বাহুমূলের নিম্ন অংশ-বিশেষ ; কক্ষ ; সান্নিধ্য, পার্শ্ব। [ফা]। বিঃ -দাবা—বগলে চাপিয়া ধরা ; আয়ত্তে আনয়ন ; গোপনে

অপহরণ। ক্রিঃ বগল বাজানো—আনন্দ প্রকাশের অভিব্যক্তি ; বগলে করতল চাপিয়া শব্দ করা ; জয়োল্লাস প্রকাশ করা।

বগলা—বিঃ দশমহাবিদ্যার এক রূপ-বিশেষ।

বগলি, বগলী—বিঃ বটুয়া, ক্ষুদ্র থলি।

বগা—বিঃ বক। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বগী।

বগাহ—বিঃ অবগাহন, স্নান।

বগি[১], (বর্জিত) বগী—বিঃ চার চাকার হালকা ঘোড়ার গাড়ি, buggy।

বগি[২], (বর্জিত) বগী—বিঃ যাত্রিবাহী রেল গাড়ির কামরা, bogie।

বগি[৩], বগী—(১) বিঃ কানা-উঁচা কাঁসার থালা। (২) বিণঃ কানা-উঁচা (বগী থালা)।

বঙ্ক—(১) বিঃ নদীর বাঁক। (২) বিণঃ বাঁকা। বিঃ -বিহারী—শ্রীকৃষ্ণ।

বঙ্কা—বিণঃ (প্রাঃ কাব্যে) বাঁকা।

বঙ্কিম—বিণঃ ঈষৎ বক্র, বাঁকা ; কুটিল (বঙ্কিম ঠাম, চাহনি)।

বঙ্গ[১]—বিঃ ভারতের উত্তর পূর্বস্থ প্রদেশবিশেষ, বঙ্গদেশ। -জ—(১) বিণঃ বঙ্গদেশজাত। (২) বাঙ্গালী কায়স্থের শ্রেণীবিশেষ। (৩) বিঃ সিন্দূর। বিণঃ বঙ্গীয়—বঙ্গদেশ-সম্বন্ধীয়।

বঙ্গ[২]—বিঃ টিন, রাং, সীসা।

বঙ্গবিচ্ছেদ, বঙ্গভঙ্গ—বিঃ ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গদেশকে দুইভাগে বিভক্তকরণ। বিঃ -আন্দোলন—উপরোক্ত বিভাগ রোধ করার জন্য যে আন্দোলন হয় তাহা।

বঙ্গানুবাদ—বিঃ বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিতকরণ।

বঙ্গাব্দ—বিঃ প্রচলিত বাংলা সন।

বচ—বিঃ ব্যাল কন্দবিশেষ।

বচন—বিঃ বাক্য, কথা ; প্রবচন, কথন, উক্তি, (ব্যাকরণ) একত্ব, বহুত্ব ইত্যাদি, number। বিণঃ -বাগীশ—যে কেবল কথায় দক্ষ, কাজে নহে। বিণঃ বচনীয়—কথ ন-যো গ্য, বা চ্য ; নিন্দনীয়।

বচসা—বিঃ কলহ, ঝগড়া ; তর্কবিতর্ক।

বছর—বৎসর-এর কথ্যরূপ।

বজরা[১]—বিঃ বড় নৌকাবিশেষ, ভড়।

বজর[২]—বিঃ (কাব্যে) বজ্র, বাজ (পিয়াস লাগিয়া/জলদ সেবিনু/বজর পড়িয়া গেল'—জ্ঞাঃ দাঃ)।

বজায়—বিণঃ রক্ষিত, কায়েম, প্রতিষ্ঠিত ; বলবৎ। [ফা]।

বজ্জাত—বিণঃ বদমাশ, দুর্বৃত্ত দুষ্ট। [ফা]। বিঃ বজ্জাতি—দুর্বৃত্ততা, বজ্জাতের আচরণ ('জাতের নামে বজ্জাতি সব'—নজরুল)।

বজ্র—(১) বিঃ অশনি, বাজ, কুলিশ, দম্ভোলি, ইন্দ্রের অস্ত্র ; (জ্যোতিষ) হাতের চেটো ও পায়ের তলার 'x'—এই চিহ্ন, যোগবিশেষ ; হীরক ; শূন্যতা ; অবিনাশী তত্ত্ব। (২) বিণঃ প্রচণ্ড, নিদারুণ বা অত্যন্ত কঠিন। বিঃ -কীট—দুর্ভেদ্যজাতীয় কীট-বিশেষ। বিণঃ -গম্ভীর—বজ্রধ্বনির ন্যায় গম্ভীর। বিঃ -ধর, -পাণি, বজ্রী—ইন্দ্র। বিঃ -ধ্বনি, -নাদ, -নির্ঘোষ—বজ্র পতনের শব্দ। বিঃ -পাত—বাজ-পড়ন। বিঃ -যান—শূন্যবাদী তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের নামবিশেষ। বিঃ বজ্রাগ্নি—বিদ্যুৎ, অশনি। বিঃ বজ্রাসন—যোগের আসনবিশেষ।

বঞ্চন, বঞ্চনা—বিঃ শঠতা, প্রতারণা। বিণঃ বিঃ বঞ্চক—ঠক, প্রতারক ;

বঞ্চনাকারী। বিণঃ বঞ্চিত—বিরহিত, বিহীন; প্রতারিত ('কেন বঞ্চিত হ'ব চরণে'—রজনীঃ)।

বঞ্চা—(১) ক্রিঃ (সাধারণতঃ কাব্যে) কাটানো, ('কেন এই মায়া প্রপঞ্চে বঞ্চাইছ দাসে'—মধুঃ); বিরহিত বা বিহীন করা, যাপন করা ('কেমনে বঞ্চিব দিন তোমা বিহনে'); বাস করা ('বঞ্চি একাকিনী আমি দিন রজনী')। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

বট¹—বিঃ দীর্ঘজীবী বিরাট মহীরুহ বা বৃক্ষবিশেষ; ন্যগ্রোধ।

বট²—ক্রিঃ আছ; হও। (তুমি কে বট?)।

বটকেরা, বটখেরা—বিঃ বিদ্রূপ, ঠাট্টা-তামাসা।

বটিকা—বিঃ গুলি, বড়ি; বটী।

বটু, বটুক—বিঃ ব্রাহ্মণ-বালক।

বটুয়া—বিঃ কাপড়ের ছোট থলিবিশেষ।

বটে¹—অব্যঃ হয় এই অর্থে (মানুষও বটে, দেবতাও বটে); সত্যই, প্রকৃতই (কথাটা ঠিক বটে); (সন্দেহ বা বিস্ময়সূচক প্রশ্নে) তাই নাকি (বটে? এত বড় কথা); ব্যঙ্গে (সাহস দেখালে বটে!); শাসনে (বটেরে! বটে! আমার সঙ্গে চালাকি)।

বটে²—ক্রিঃ হয়; আছে। ক্রিঃ বটেন—হন (আপনি কে বটেন—আগু)।

বটের—বিঃ তিতির জাতীয় পক্ষি-বিশেষ; লাব। [দেশী]।

বটঠাকুর, বড়ঠাকুর—বিঃ ভাশুর।

বড়¹—(১) বিণঃ প্রকাণ্ড, খুব, অত্যন্ত, বৃহৎ (বড় দীঘি); দীর্ঘ, লম্বা (বড় বাড়ীটি); মোটা, স্ফীত (বড় পেট, বড় জালা); প্রশস্ত (বড় হলঘর); উচ্চকণ্ঠ (চোরের মা'র বড় গলা); তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ (বড় মক-দ্দমা; বড় লড়াই-এর খেলা); অত্যন্ত, অধিক, খুব (বড় দুঃসং-বাদ); জ্যেষ্ঠ (বড় ভাই, বড় জামাই); শ্রেষ্ঠ (বড় লোক); উদার, মহান (বড় মন); উচ্চপদস্থ (বড় সাহেব); সম্ভ্রান্ত (বড় ঘর, বড় বংশ); ধন-বান্ (বড় মানষি দেখাতে হবে না); আসল (এখন টাকাটাই বড় কথা); গর্বিত (বড় মুখ করে এসেছিস বড়বৌ); খ্যাতিমান্, দক্ষ বা যোগ্য (বড় ডাক্তার)। (২) বিণঃ নিতান্ত, নেহাত (বড় জোর কুড়ি টাকা খরচ হ'বে; বড় মন্দ নয়)। (৩) অব্যঃ তুচ্ছ, সামান্য (বড়তো ঠিকাদারি!); বিস্ময়সূচক (এলে যে বড়!)। বিঃ -ত্ব—জ্যেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব। ক্রি-বিণঃ বড়-একটা—বিশেষ, তেমন বেশী পরি-মাণে (সে বড় একটা এখানে আসে না)। বড় কথা—স্পর্ধাসূচক অধম্ভ-রিতাপূর্ণ উক্তি ('কেশব! ছোট মুখে বড় কথা বলিস নে'—রামকৃষ্ণ); প্রধান বিষয় (বেঁচে থাকাটাই বড় কথা)। ক্রিঃ বড় করা—দোকানটা বড় করা হয়েছে। বড় কুটুম্ব বা কুটুম—শালা, সম্বন্ধী। বড় গলা—গর্ব (অমন ছেলের কথা আর বড় গলায় বলতে হবে না)। বিণঃ -জোর—খুব বেশী হয়তো। বিঃ -দিন—২৫শে ডিসেম্বর; এই তারিখ হইতে দিন ক্রমশঃ বড় এবং রাত্রি ছোট হইতে শুরু করে বলিয়া; খ্রীস্টের জন্মদিন। বিঃ -আদমি, -লোক—ধনী ব্যক্তি। বিঃ -আদমি,

(কথ্য) বড়মানুষি—ধনী ব্যক্তির ন্যায় আচার-আচরণ। বিঃ -মাট—মাট দ্রষ্টব্য। ক্রিঃ বড় হওয়া—বয়োবৃদ্ধ হওয়া; খ্যাতিমান্ বা মহৎ হওয়া ('বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে')।

বড়[২]—বিঃ খড়ের মোটা দড়িবিশেষ।

বড়বা—বিঃ পুরাণে বর্ণিত অগ্নিমুখী সিন্ধু ঘোটক; অশ্বিনী নক্ষত্র। বিঃ -গ্নি, -নল—সমুদ্রোত্থিত অগ্নি; বড়বার মুখনির্গত অগ্নি।

বড়শি, বড়শী—বিঃ অঙ্কুশ তুল্য কাঁটা যাহাতে টোপ গাঁথিয়া মাছ ধরা হয়।

বড়া—বিঃ পিষ্ট দ্রব্যের ভাজা পিণ্ড (ডালের, ডিমের বড়া)।

বড়াই[১]—বিঃ গর্ব, জাঁক, boast ('কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই')।

বড়াই[২], বড়ায়ি, বড়াইবুড়ি—বিঃ রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটনকারিণী যোগমায়া নাম্নী বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধা বৃদ্ধা নারী; অতি বৃদ্ধা রমণী।

বডি, বডিস—বিঃ স্ত্রীলোকের জামাবিশেষ; বক্ষবন্ধনী, স্তনাবরণী, bodice।

বড়ুই—বাড়ই-র রূপভেদ।

বড়ে—বিঃ দাবাখেলায় ঘুঁটিবিশেষ।

বড্ড—বড়-এর প্রাদেশিক রূপ।

বণিক্, (চলিত) বণিক—বিঃ ব্যবসায়ী, সওদাগর, বেনে। বিঃ বণিগ্বৃত্তি—বাণিজ্য, ব্যবসায়।

বণ্টন—বিঃ বিভাজন, বাঁটিয়া দেওয়া, প্রার্থিগণের মধ্যে বিতরণ। বিণঃ বিঃ বণ্টক—যে ভাগ করে এমন; বণ্টনকারী। বিণঃ বণ্টিত—বণ্টন করা হইয়াছে এমন।

বতারিখ—ক্রি-বিণঃ তারিখ-অনুযায়ী।

-বতী—বৎ-এর স্ত্রী-লিঙ্গ (সন্তানবতী, রূপবতী)

বত্রিশ—বিঃ বিণঃ ৩২ সংখ্যা বা সংখ্যক।

-বৎ—অব্যঃ (প্রত্যয়ের ন্যায় ব্যবহৃত) তুল্য, সদৃশ (পুত্রবৎ, জলবৎ)।

বৎস—বিঃ বাছা (স্নেহ সম্বোধনে)। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বৎসা, (সম্বোধনে) বৎসে বাচ্চা, বাছুর, পশু-শাবক। বিঃ -তর—এঁড়ে বাছুর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -তরী—স্ত্রী-বাছুর, বকনা।

বৎসর—বিঃ বছর, অব্দ, বর্ষ, সন; বার মাস।

বৎসল—বিণঃ অনুরক্ত (বন্ধুবৎসল); স্নেহপূর্ণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বৎসলা। বিঃ -তা, বাৎসল্য।

বৎসাদন—বিঃ নেকড়ে বাঘ।

বৎসাদনী—বিঃ গুড়ুচী, গুলঞ্চলতা।

বদ—বিণঃ খারাপ, মন্দ (গলিত শবের বদ গন্ধ); অসৎ (বদ খেয়ালে সব খোয়ালে); রুক্ষ (বদ মেজাজের লোক); কোপন স্বভাব, যে অল্পে রাগ করে (বদরাগী); অন্য, অশালীন (বদরঙ্গ); দূষিত (বদরক্ত)। [ফা]। বিণঃ -খত, -খৎ—বিশ্রী হস্তাক্ষর এমন, বেয়াড়া, দুষ্ট। বিঃ -খেয়াল—কুপ্রবৃত্তি। বিঃ -জবান—গালি, কুবাক্য। বিঃ -নাম—অখ্যাতি, নিন্দা, অপযশ; দুর্নাম। বিঃ -বু, -বো—দুর্গন্ধ। বিণঃ -মাশ, -মাস, -মাইশ—দুর্বৃত্ত, দুষ্ট; rogue। বিঃ -মাশি, -মাসি, -মাইশি, -মাইসি, -মায়েশি, -মায়েসি—বদমাশের আচরণ বা ভাব। -মেজাজ—(১) বিঃ উগ্র বা রুক্ষ মেজাজ।

(২) বিণ ঐরূপ মেজাজবিশিষ্ট এমন। বিণ **-মেজাজী**—বদরাগী, বদ মেজাজবিশিষ্ট। **-রঙ, -রঙ্, -রং**—(১) বিঃ মন্দ রঙ; বেরঙ তাস। (২) বিণ বিবর্ণ। বিঃ **-রাগ**—অন্যায় রোষ বা রাগ। বিণ **-রাগী**—একটুতেই ক্রুদ্ধ হয় এমন; রগচটা। বিঃ **-হজম**—অপরিপাক, অজীর্ণ।

**বদন**—বিঃ মুখমণ্ডল, মুখবিবর, মুখ।

**বদনা**—বিঃ গাড়ুজাতীয় জলপাত্র।

**বদর¹, বদরিকা, বদরী**—বিঃ কুলফল; কুলগাছ।

**বদর²**—বিঃ পীর অথবা পূর্ণচন্দ্র; মুসলমান মাঝিদের পীরবিশেষ; নিরাপদ জলযাত্রার জন্য মাঝিগণ যাঁহার নাম স্মরণ করে। [আ]

**বদরিকাশ্রম**—বিঃ হিমালয়স্থ হিন্দুদের তীর্থবিশেষ।

**বদল**—বিঃ বিনিময়, পরিবর্ত (টাকার বদলে পয়সা); পরিবর্তন (বেশ বদল, ভোল বদল)। [আ]। বিঃ **বদলাবদলি**—বিনিময়; অদলবদল। **বদলান, বদলানো**—(১) ক্রিঃ পরিবর্তন বা বিনিময় করা। (২) বিঃ বিণ উক্ত অর্থে। বিঃ **বদলি**—এক কর্মস্থান হইতে অন্য কর্মস্থলে নিয়োগ, transfer; বদলী; অন্যের স্থলে নিযুক্ত; প্রতিনিধি।

**বদান্য**—বিণ উদার, দানশীল; প্রিয়ভাষী; বদান্যতা। বিঃ -তা।

**বদ্ধ**—বিণ আবদ্ধ, বাঁধা (বদ্ধ কয়েদী); গ্রথিত (বদ্ধ মালিকা); রুদ্ধ, বন্ধ, সঙ্কুচিত (বদ্ধমুষ্টি, বদ্ধ-দুয়ার); আটক, বন্দী (নাগপাশে বদ্ধ); অবরুদ্ধ (বদ্ধ জলা); যুক্ত (বদ্ধাঞ্জলি); বিন্যস্ত (শৃঙ্খলাবদ্ধ); ন্যস্ত, স্থির (বদ্ধ দৃষ্টি); অপরিবর্তনীয়, দৃঢ় (বদ্ধ ধারণা, বদ্ধমূল); নিরেট, সম্পূর্ণ (লোকটা বদ্ধ পাগল)। **-দৃষ্টি**—(১) বিঃ অনিমেষ লক্ষ্য, স্থির অপলক। (২) বিণ স্থির-দৃষ্টিসম্পন্ন। বিণ **-পরিকর**—দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; কোমর বাঁধিয়াছে এমন। বিঃ **-মুষ্টি**—কৃপণ; মুষ্টি সঙ্কুচিত করিয়াছে এমন। বিণ **-মূল**—দৃঢ় ভাবে মাটিতে শিকড় প্রোথিত আছে এমন; বিচ্যুত করা যায় না এমন, দৃঢ়। বিণ **বদ্ধাঞ্জলি**—জোড় হস্ত, বদ্ধকর।

**ব-দ্বীপ**—বিঃ নদীর পলিতে উৎপন্ন সমুদ্রের নিকটবর্তী জল বেষ্টিত ত্রিকোণ ভূ-ভাগ, delta।

**বধ**—বিঃ হনন, হত্যা। ক্রিঃ (পদ্যে) বধা ('তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে' —প্রবচন)। বিঃ **-শালা, -স্থান, বধ্যভূমি**—শ্মশান, যেখানে বধ করা হয়। বিণ, ক্রি-বিণ **বধার্থ**—বধের নিমিত্ত। বিণ **বধার্হ**—বধের যোগ্য, বধ্য।

**বধির**—বিণ কালা, শ্রবণশক্তিহীন। বিঃ -ত্ব, -তা।

**বধূ**—বিঃ বউ, নবোঢ়া, পত্নী, বনিতা, স্ত্রী ('ওগো বধূ সুন্দরী'।—রবীন্দ্র); কনে, মহিলা (ব্রাহ্মণ বধূ); কুলনারী; পুত্রবধূ, পুত্র বা পুত্রস্থানীয়ের পত্নী। বিঃ **-জন**—বিবাহিতা যুবতী; সধবা নারী, বৌ। বিঃ **-টী**—অল্পবয়স্কা বধূ, বালিকা বধূ ('ফুটে ফুটে বধূটী')।

বিঃ -বরণ—নববধূর প্রথম রজো-দর্শন-রূপ উৎসবানুষ্ঠান। বিঃ -মাতা—পুত্রবধূ বা তত্তুল্যা বধূ।

বধোদ্যত—বিণঃ হত্যা করিতে উদ্যত। বিণঃ (স্ত্রী): বধোদ্যতা।

বধ্য—বিণঃ বধের যোগ্য।

বন—বিঃ অরণ্য, কানন, অটবী, বিপিন, গহন, কুঞ্জ; জঙ্গল, উপবন। বিঃ -কর—অরণ্য হইতে প্রাপ্য সরকারের রাজস্ব। বিঃ -কুক্কুট—বন মোরগ; অরণ্যচর মোরগ। বিণঃ -চর, বনে-চর—বনে যে বিচরণ করে এমন, বন্য-জন্তু, ব্যাধ ইত্যাদি। বিণঃ -চারী—বনে যে পর্যটন করে এমন, বনবাসী। বিণঃ -জ, -জাত—বনে উৎপন্ন। বিঃ -জঙ্গল—ঝোপঝাড়। বিঃ -পাল—বনের রক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক। বিঃ -বরা—বুনো শূকর, বন্যবরাহ। বিঃ -বহ্নি—দাবানল, বনাগ্নি। বিঃ -বাদাড়—বন-জঙ্গল, ঝোপঝাড়। বিঃ -বাস—অরণ্যে নির্বাসন; বনে বাস। বিণঃ -বাসী—বনের বাসিন্দা, অরণ্য-বাসী। বিণঃ (স্ত্রী): -বাসিনী। বিঃ -বিড়াল—বুনো বিড়াল, অরণ্য-চারী বিড়াল। -বিহারী—(১) বিণঃ বনে বিহার করে এমন; অরণ্য-চারী। (২) বিঃ শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ -ভোজ, -ভোজন—চড়ুইভাতি; অরণ্যাদি রম্যস্থানে দলবদ্ধভাবে প্রীতি ভোজন। বিঃ -মক্ষিকা—ডাঁশ, দংশ-মক্ষিকা। বিঃ -মল্লিকা—সুগন্ধ পুষ্পবিশেষ; কাঠমল্লিকা। বিঃ -মানুষ—নরাকার বানর; নরা-কৃতির বনচর বানরবিশেষ। বিঃ -মালা—বনফুলের মালা; বিবিধ ফুলের আজানুলম্বিত মালা। বিঃ -মালী—শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ -মোরগ—যে মোরগ অরণ্যে বিচরণ করে। বিঃ -রাজি, -রাজী—অরণ্য বা বনশ্রেণী ('বনরাজি নীলা'—কালিদাস)। বিণঃ -স্পতি—বনের পতি, বিরাট বৃক্ষ; অশ্বত্থ বট প্রভৃতি যে গাছে ফুল ধরে না অথচ ফল হয়।

বনবন—(১) অব্যঃ দ্রুত ঘুরিবার ভাব প্রকাশক। (২) বিঃ কৃমি দমনকারী মিঠাইবিশেষ।

বনবাণী—বিঃ অরণ্যের কথা, অরণ্য মর্মর।

বনয়ারি, বনয়ারী—বনোয়ারি-র বানান-ভেদ।

বনা—ক্রিঃ মনের বা মতের মিল হওয়া, পটা (ওদের ভাই বোনে মোটে বনে না); পরিণত হওয়া (বোকা বনা, আমীর বনা)। [হি]।

বনাত—বিঃ পশমী বস্ত্রবিশেষ।

বনান, বনানো—ক্রিঃ মিল করা, সদ্-ভাব রাখা (কোনরকমে বনিয়ে চলেছি)।

বনানী—বিঃ বিস্তৃত অরণ্য, মহাবন।

বনাম—অব্যঃ ওরফে, alias; বিরুদ্ধে, versus। [ফা]।

বনিতা—বিঃ ভার্যা, নারী, প্রিয়া; পত্নী (কবি-বনিতা)।

বনিবনাও—বিঃ মনের মিল, সদ্ভাব।

বনিয়াদ, বনেদ, বুনিয়াদ—বিঃ মূল, ভিত্তি, গোড়া। [ফা]। বিণঃ বনি-য়াদী, বনেদী, বুনিয়াদী—প্রাচীন, সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্ভ্রান্ত (ওরা বনি-য়াদী বংশের লোক); ভিত্তি স্বরূপ (বুনিয়াদী শিক্ষা)।

বনীকরণ—বিঃ বনের সৃষ্টিকরণ বা পরিণতকরণ, afforestation।

**বনেচরা**—বন দ্রষ্টব্য।

**বনোয়ারি, বনোয়ারী**—বিঃ বনমালী, শ্রীকৃষ্ণ।

**-বন্ত**—(প্রত্যয়বিশেষ) সম্পন্ন, বিশিষ্ট, যুক্ত প্রভৃতি অর্থ-প্রকাশক (প্রাণবন্ত, লক্ষ্মীবন্ত)।

**বন্দ**—বিঃ খণ্ড, lot; জমি-গৃহাদির দৈর্ঘ্য-প্রস্থের সমষ্টির পরিমাণ (তিন বন্দ জমি; তিরিশের বন্দ ঘর)। [ফা]।

**বন্দন, বন্দনা**—বিঃ স্তুতি, প্রণাম, স্তব ('বন্দনা করি তারে'—রবীন্দ্র)। বিণঃ বিঃ **বন্দক**—যে বন্দনা করে, বন্দনাকারী। বিণঃ **বন্দনীয়, বন্দ্য**—বন্দনার যোগ্য। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **বন্দনীয়া, বন্দ্যা**।

**বন্দর**—বিঃ সমুদ্র বা নদীর তীরবর্তী জাহাজ বা নৌকা বাঁধিবার স্থান।

**বন্দা¹**—বান্দা দ্রষ্টব্য।

**বন্দা²**—ক্রিঃ (কাব্যে) বন্দনা করা (বন্দি সভাসদ জনে)।

**বন্দি**—**বন্দী¹**-এর বানানভেদ।

**বন্দিত**—বিণঃ যাহাকে বন্দনা করা হইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **বন্দিতা** (বীরেন্দ্র বন্দিতা)।

**বন্দী¹**—(১) বিঃ কয়েদী; অবরুদ্ধ ব্যক্তি। (২) বিণঃ আটক, অবরুদ্ধ। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ **বন্দিনী**। বিঃ **-দশা**—অবরুদ্ধ অবস্থা। বিঃ **-শালা**—কারাগার, কয়েদ-খানা।

**বন্দী²**—(১) বিঃ বন্দনা পাঠক ('বন্দীরা গাহে না গান'—রবীন্দ্র)। (২) বিণঃ বন্দনাকারী। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **বন্দিনী**।

**বন্দুক**—বিঃ আগ্নেয়াস্ত্র, gun। বিণঃ বিঃ **-চী**—বন্দুক-চালক।

**বন্দে**—ক্রিঃ বন্দনা করি। **বন্দে মাতরম্**—দেশ জননীকে বন্দনা করি; স্বাধীন ভারতের জাতীয় জয়ধ্বনি।

**বন্দেগি, বন্দেগী**—বিঃ অভিবাদন, সেলাম, নমস্কার (বন্দেগি জাহাঁপনা)। [ফা]।

**বন্দেজ**—বিঃ নিয়ম বন্ধন; সুব্যবস্থা, শৃঙ্খলা, বিলি; সুবন্দোবস্ত। বিণঃ **বন্দেজী**।

**বন্দোবস্ত**—বিঃ আয়োজন, বন্দেজ, বিলিব্যবস্থা; খাজনা নির্ধারণ, জমির বিলিব্যবস্থা, রফা। [ফা]।

**বন্দ্য**—বিণঃ বন্দনীয়। বিঃ **-বংশ**—সম্ভ্রান্ত বংশ, বন্দনীয়, মান্য, বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ। বিঃ **বন্দ্যোপাধ্যায়**—কুলীন ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ, বাঁড়ুয্যে।

**বন্ধ**—(১) বিঃ বাঁধন, বন্ধনী (কটিবন্ধ; 'নীবীবন্ধে বাঁধা'—রবীন্দ্র); আবেষ্টন (বাহুবন্ধ); অবরোধ, বাধা (স্রোতোবন্ধ); রচনা, গ্রন্থন (বেণীবন্ধ); ছুটি, অবসান, অবকাশ (পূজার বন্ধ)। (২) বিণঃ রুদ্ধ (বন্ধ দুয়ার খোল); রহিত (বন্ধ করেছে ভাষণ); কাজ স্থগিত আছে এমন (স্কুল বন্ধ); গতিহীন ('খেয়া-পারাপার বন্ধ হ'য়েছে আজিরে'—রবীন্দ্র); বন্দী, আটক (খাঁচায় বন্ধ পাখি)।

**বন্ধক**—বিঃ ঋণ গ্রহণের জন্য কোনও বস্তু গচ্ছিত রাখা; গচ্ছিত দ্রব্য; mortgage। বিণঃ **-গ্রহীতা**—যে বন্ধক রাখিয়া ঋণ দেয় এমন, বন্ধকী মহাজন। বিণঃ **-দাতা**—যে বন্ধক দেয় এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-দাত্রী**।

বন্ধকী—বিণঃ বন্ধক-সম্বন্ধীয় ; বন্ধক-রূপে গৃহীত বা প্রদত্ত।
বন্ধন—বিঃ বাঁধন ; বদ্ধভাব ; বদ্ধ-করণ (জিঞ্জির বন্ধনে বন্দী) ; আবেষ্টন (বাহু বন্ধন) ; অবরোধ, আটক (কারা-বন্ধন টুটিবে) ; রচনা, গ্রন্থন ('কথা সুর হয় ছন্দের বন্ধনে') ; একত্রীকরণ, সম্বন্ধ স্থাপন (বিবাহ-বন্ধন) ; নিরোধ, সংযমন; বাঁধিবার উপকরণ। বিঃ -দশা—আটক, আবদ্ধ দশা। বিঃ -শালা—জেলখানা, কারাগার। বিঃ -স্তম্ভ—হাতী বাঁধিবার থাম, আলান। বিঃ বন্ধনী—বাঁধিবার উপকরণ ; ( ) [ ]—এই চিহ্নসমূহ, ব্র্যাকেট ; বন্ধন সাধক রজ্জু বা শৃঙ্খলাদি।
বন্ধু—বিঃ সখা, মিত্র, সুহৃৎ ; স্বজন, প্রিয়জন ; প্রণয়ী; হিতৈষী ব্যক্তি। [বন্ধ্+উন]। বিঃ -ত্ব, -তা।
বন্ধুক, বন্ধুজীব, বন্ধুজীবক, বন্ধুলি—বিঃ লালফুলবিশেষ বা তাহার গাছ ; বাঁধুলি ফুল। বিঃ বন্ধুক-বন্ধু—সূর্য।
বন্ধুকৃত—বিঃ বন্ধুর কর্তব্য।
বন্ধুবর—বিঃ সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু।
বন্ধুবান্ধব—বিঃ আত্মীয়-স্বজন।
বন্ধুবিচ্ছেদ—বিঃ বন্ধুর সহিত ঝগড়া বা ছাড়াছাড়ি।
বন্ধুরা—বিঃ প্রণয়ী, বন্ধু।
বন্ধুর—বিণঃ উঁচুনীচু, অসমতল, এবড়ো-খেবড়ো ('পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা')। বিঃ -তা।
বন্ধুরা, বন্ধুরা—(১) বিঃ অসতী, বেশ্যা। (১) বিণঃ বাঁধিয়া ; নম্রা।
বন্ধ্য—বিণঃ ফলহীন, নিঃসন্তান, বন্ধন-যোগ্য।
বন্ধ্যা—(১) বিঃ (স্ত্রী) ঃ সন্তান প্রসব করে না এমন নারী, বাঁজা ; যোনিরোগবিশেষ। (২) বিণঃ নিষ্ফলা ; বন্ধনযোগ্য। বিঃ -ত্ব, -ত্ব। বিঃ -সুত—অলীক বস্তু।
বন্য—বিণঃ বনজাত, বুনো (বন্য ফুল) ; বনচর, বনবাসী ('বন্যেরা বনে সুন্দর'—সঞ্জীবচন্দ্র) ; অসামাজিক, জনসমাজে অনুপযুক্ত ; বনবাসীর যোগ্য (বন্য স্বভাব) ; বন-সম্বন্ধীয়। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ বন্যা[১]।
বন্যা[২]—বিঃ বান, জল-প্লাবন; অরণ্য-সমূহ।
বন্যেতর—বিণঃ গৃহপালিত, পোষা।
বপন—বিঃ বোনা, বীজ রোপণ ; ক্ষৌর-কর্ম, কামানো।
বপনী—বিঃ মাকু ; নাপিতাস্ত্রবিশেষ।
বপা—ক্রিঃ (কাব্যে) বোনা, বপন করা।
বপু—বিঃ শরীর, দেহ।
বপুষ্মান্—বিণঃ বিশালকায়, প্রকাণ্ড দেহবিশিষ্ট। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ বপুষ্মতী।
বপ্তা—বিণঃ যে বপন করে।
বপ্র—বিঃ ভূমি, ক্ষেত্র, প্রাচীর, দুর্গাদির পরিখা বরাবর উঁচু মাটির স্তূপ, rampart। বিঃ -ক্রিয়া, -ক্রীড়া—উৎখাত কেলি ; পশুগণ দাঁত বা শিং দিয়া মাটি খুঁড়িয়া যে খেলা করে। বিঃ -বাহন—অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার পুত্র।
বম্, বমবম, ববমবম, বোম, বোমবোম—অব্যঃ গালবাদ্যের শব্দ (শিবারাধনায় ভক্ত এই শব্দ করিয়া থাকে)।
বমন—বিঃ বমি, ন্যাকার ; উদ্গিরণ। বিণঃ বমনীয়—বমনযোগ্য।
বমা—ক্রিঃ উদ্গিরণ করা।

**বম্বাল**—বাম্বাল-এর রূপভেদ।

**বমি**—বিঃ বমন ; বমিত বস্তু। **গা বমি বমি করা**—বিবমিষা, ক্রমাগত বমনেচ্ছা হওয়া।

**বমিত**—বিণঃ বমি করিয়া তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন ; উদ্‌গীর্ণ।

**বম্বাই**—বোম্বাই-র বানানভেদ।

**বম্বু, বাম্বু**—বিঃ লাঠি, দণ্ড ; বাঁশ।

**বম্বেটে**—বোম্বেটে-র বানানভেদ।

**বয়১**—বিঃ বিক্রয় (বয়নামা)। [আ]। বিঃ **-নামা**—বিক্রয়ের দলিল ; নিদর্শনপত্র।

**বয়২**—বালক ভৃত্য বা পরিচারক (হোটেলের বয়)।

**বয়৩**—ক্রিঃ প্রবাহিত হওয়া ; বহন করা।

**বয়ঃ**—বিঃ বয়স, জীবনকাল, আয়ু ; যৌবন। বিঃ **-ক্রম**—বয়স। বিণঃ **-প্রাপ্ত**—প্রাপ্তবয়স্ক, সাবালক অবস্থা। বিঃ **-সন্ধি**—বাল্যের শেষ ও যৌবনের আরম্ভ, puberty। বিণঃ **-স্থ, বয়স্থ**—যুবক, বয়ঃপ্রাপ্ত ; মধ্যবয়স্ক ; প্রবীণ ; প্রৌঢ়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-স্থা, বয়স্থা**—বয়ঃপ্রাপ্তা, বিবাহের বয়স হইয়াছে এমন ; সোমত্ত ; মধ্যবয়স্কা, প্রবীণা ; প্রৌঢ়া।

**বয়কট**—বিঃ বর্জন, পরিহার ; একঘরে, করা, সমাজচ্যুত করা ; boycott।

**বয়ড়া**—বয়েড়া-র কথ্যরূপ।

**বয়ন১**—বিঃ (বস্ত্রাদি) বোনা।

**বয়ন২**—বিঃ (প্রাঃ কাব্যে) মুখ ('বয়নে মধুর হাসি')।

**বয়নামা**—বয়১ দ্রষ্টব্য।

**বয়লার**—বিঃ বাষ্পচালিত যন্ত্রের যে অংশে অগ্নি-সাহায্যে বাষ্প প্রস্তুত হয়, boiler।

**বয়স**—বিঃ বয়ঃক্রম ; পরিণত বয়ঃক্রম (তোমার এখন বয়স হয়েছে) ; বয়ঃপ্রাপ্তি, যৌবন (বয়সকালে তার কী রূপ ছিল)। বিঃ **-কাল**—যৌবন, সাবালক অবস্থা ; পরিণত বয়স। বিঃ **-ফোড়া**—যৌবনকালের মুখ-ব্রণ। ক্রিঃ **বয়স হওয়া**—প্রাচীন হওয়া ; পরিণত বয়সে উপনীত হওয়া। **বয়সের গাছ পাথর নাই**—খুব বেশী বয়স হইয়াছে এমন। বিঃ **বয়সা**—যৌবনারম্ভে বালকের কণ্ঠস্বরের বিকার (বয়সা ধরা)। বিণঃ **বয়সী**—সমবয়স্ক (তুমি আমার বয়সী) ; বয়সযুক্ত (সমবয়সী), বয়স্থ (বয়সী লোক)।

**বয়স্ক**—বিণঃ সাবালক, বয়ঃপ্রাপ্ত ; বয়স্থ। (স্ত্রী)ঃ **বয়স্কা**।

**বয়স্থ**—বয়ঃ দ্রষ্টব্য।

**বয়স্বী**—(১) বিণঃ প্রাপ্তবয়স্ক। (২) বিঃ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি, adult।

**বয়স্য**—বিঃ সমবয়সী বন্ধু, সহচর, সখা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **বয়স্যা**।

**বয়া**—বিঃ জলে ভাসমান স্থলনির্দেশক বস্তুবিশেষ, অর্ণবপোত থামাইয়া রাখার লৌহযন্ত্রবিশেষ।

**বয়ান১**—বিঃ বদন, মুখ, বয়ন (পদ্যে)।

**বয়ান২**—বিঃ বর্ণনা, বিবরণ, ব্যাখ্যান (দরখাস্তের বয়ানটা লিখিয়া দাও)।

**বয়াম**—বিঃ চীনা-মাটি দ্বারা তৈয়ারি পাত্রবিশেষ। [পো]।

**বয়েত, বয়েৎ**—বিঃ ফারসী, আরবী বা উর্দু শ্লোক ; কবিতার চরণ বা কবিতা। [আ]।

**বয়োগুণ, বয়োধর্ম**—বিঃ বয়সের বা যৌবনের স্বাভাবিক গুণ বা ধর্ম।

**বয়োতীত**—বিণঃ বৃদ্ধ, গতযৌবন।

**বয়োবৃদ্ধ**—বিণঃ বুড়া, অধিক বয়স্ক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **বয়োবৃদ্ধা**। বিঃ **বয়োবৃদ্ধি**—বয়সের বাড়।

**বর**—(১) বিঃ দেবতা, মহৎ ব্যক্তি প্রভৃতির নিকট প্রার্থিত বা লব্ধ বস্তু; আশীর্বাদ (বরাভরণ); বিবাহের পাত্র, bridegroom; স্বামী, পতি (ভাল ঘর বর); অনুগ্রহ সূচক করভঙ্গী বা মুদ্রা-বিশেষ (বরাভয় মুদ্রা); জামাতা। (২) বিণঃ শ্রেষ্ঠ, ঈপ্সিত, উত্তম; উৎকৃষ্ট (বরতনু)। বিঃ **-কনে**—বিবাহের পাত্র-পাত্রী। বিঃ **-চন্দন**—দেবদারু; অগুরু। বিণঃ **-দ**—বরদাতা। **-দা**—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বরদাত্রী। (২) বিঃ দুর্গা। বিঃ **-নারী**—নারীশ্রেষ্ঠা ('ভণই বিদ্যা-পতি শুন বরনারী')। বিঃ **-পক্ষ**—বিবাহের পাত্রপক্ষীয় লোকজন। বিঃ **-পণ**—কন্যাপক্ষের নিকট হইতে বিবাহ-যৌতুক হিসাবে বরপক্ষের প্রাপ্য অর্থ। বিঃ **-পুত্র**—দেবানুগৃহীত ব্যক্তি; দেব বরে জাত পুত্র, শ্রেষ্ঠ পুত্র। বিণঃ **-প্রদ**—অভীষ্ট প্রদান করে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-প্রদা**। বিঃ **-বর্ণিনী**—সুন্দরী স্ত্রী; শ্রেষ্ঠা রমণী। বিঃ **-মাল্য**—পাত্রী কর্তৃক পাত্রকে প্রদের পুষ্পমাল্য; শ্রেষ্ঠতাজ্ঞাপক মালা। বিঃ **-যাত্র, -যাত্রী**—বরসহচর; বরানু-গমনকারী ('কন্যাযাত্র, বরযাত্র')। বিণঃ **-য়িতা**—পাণিগ্রাহক, স্বামী; প্রার্থনা-কারী; বরণকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-য়িত্রী**। বিঃ **-রুচি**—কবিবিশেষ, কাত্যায়ন মুনি।

**বরং**—অব্যঃ যুক্তিযুক্ত বা অপেক্ষাকৃত ভাল।

**বরকৎ**—বিঃ সৌভাগ্য; উন্নতি, প্রাচুর্য।

**বরকন্দাজ**—বিঃ দেহরক্ষী; বন্দুকধারী সিপাই। [আ+ফা]।

**বরখত**—ক্রিঃ (ব্রজ) বর্ষণ করে ('বরখত নীরদপুঞ্জ')।

**বরখন্তি**—ক্রিঃ (ব্রজ) বর্ষণ করিতেছে। বিঃ **বরখন্তিয়া**—ধারাবর্ষণ ('ভুবন ভরি বরখন্তিয়া')।

**বরখা**—বিঃ বর্ষণ, বর্ষা।

**বরখাস্ত**—বিণঃ পদচ্যুত।

**বরখে**—ক্রিঃ বর্ষণ করে।

**বরগা**[১]—বিঃ কড়িকাষ্ঠ অপেক্ষা হ্রস্ব ও পাতলা কাষ্ঠ খণ্ড যাহার উপরে গৃহের ছাদ নির্মিত হয়। [পো]।

**বরগা**[২]—বিঃ ভাগে চাষযোগ্য জমির বন্দোবস্ত। বিঃ **-দার**—যে ব্যক্তি ভাগে পরের জমি চাষ করে।

**বরজ**[১]—ব্রজ-এর কোমলরূপ।

**বরজ**[২]—বিঃ পানগাছের খেত। [আ]।

**বরঞ্চ**—অব্যঃ তাহার বদলে; অপেক্ষা-কৃত ভাল; বরং। [বরম্+চ]।

**বরণ**[১]—বরন-এর বর্জিত বানান।

**বরণ**[২]—বিঃ সাদরে নিয়োগ গ্রহণ বা অভ্যর্থনা ('ও মেনকা জামাই বরণ কর'); স্বেচ্ছায় স্বীকার (দুঃখ-বরণ); নির্বাচন, প্রার্থনা। [বৃ+অন]। বিঃ **-ডালা**—বরণের উপকরণ-সজ্জিত পাত্র। বিণঃ **বরণীয়**—বরণ-যোগ্য, পূজনীয়, গ্রহণীয়, প্রার্থনীয়।

**বরদ, বরদা**—বর দ্রষ্টব্য।

**-বরদার**—বিঃ বাহক, ভৃত্য (আসা-বর-দার), পালক (হুকুম-বরদার)

**বরদাস্ত**—বিঃ সহ্য, সহিষ্ণুতা। [ফা]।

**বরপুত্র, বরপ্রদ**—বর দ্রষ্টব্য।

**বরফ**—বিঃ জমাট জল, তুহিন, তুষার।

**বরফকাটাই**—বিঃ মিথ্যা আড়ম্বর, বড়াই।

**বরফি**—ক্ষীরের তৈরী চারকোণা মিঠাই-বিশেষ।

**বরবটি, বরবটী**—বিঃ শিমজাতীয় লম্বাকৃতিবিশিষ্ট ফল বা তাহার বীজ, মহামাষ।

**বরবর্ণনা**—বিঃ শাশুড়ী।

**বরবাদ**—বিণঃ একেবারে নষ্ট, অপব্যয়িত। [ফা]।

**বরমাল্য, বরযাত্র, বরযাত্রী, বরয়িতা, বরয়িত্রী**—বর দ্রষ্টব্য।

**বরল**—বিঃ বোল্‌তা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বরলা।

**বরষ, বরষণ, বরষা**—যথাক্রমে বর্ষ, বর্ষণ ও বর্ষা-র কোমলরূপ।

**বরা**[১]—বিঃ শূকর, বরাহ।

**বরা**[২]—(১) ক্রিঃ বরণ করা, অভ্যর্থনা করা ('ফুলমালার ডোরে বরিয়া লও মোরে'—রবীন্দ্র)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**বরাঙ্গ**[১]—(১) বিঃ শ্রেষ্ঠ অবয়ব, গুহ্য-দেশ, মস্তক। (২) বিণঃ উত্তম অঙ্গযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বরাঙ্গা, বরাঙ্গী।

**বরাঙ্গ**[২]—বিঃ হস্তী, বিষ্ণু, কন্দর্প।

**বরাঙ্গনা**—বিঃ সুন্দরী, উত্তমা স্ত্রী।

**বরাত**—বিঃ কাজের ভার, দায়িত্ব (কাজের বরাত), প্রয়োজন, দরকার; চিঠি, হুণ্ডী; অদৃষ্ট, ভাগ্য (বরাত মন্দ)। [আ]। বিণঃ **বরাতী**—যে বিষয়ের ভার অপরকে দেওয়া হইয়াছে এমন, ভারার্পিত।

**বরাতি**—বিঃ বরযাত্রী।

**বরাদ্দ**—(১) বিঃ দেয় বা ব্যবহার্য্য বস্তু বা অর্থের নির্ধারিত পরিমাণ; আন্দাজ; অনুমান; হার। (২) বিণঃ নির্ধারিত। [ফা]।

**বরানুগমন**—বিঃ বিবাহকালে বরের সহিত কন্যাগৃহে গমন।

**বরাবর**—(১) অব্যঃ ক্রি-বিণঃ সর্বদা, সকল সময়ে, প্রতিবার, চিরকাল; সোজা, একটানা (নাক বরাবর); নিকট, সমীপ (নদী বরাবর)। (২) বিণঃ সোজাসুজি, পাশাপাশি। বিঃ **বরাবরে**—সমীপে, নিকটে। ক্রি-বিণঃ **বরাবরেষু**—উদ্দেশ্যে, নিকটে (বাঙলা পত্রে শিরোনাম রূপে ব্যবহৃত হয়)।

**বরাভয়**—বিঃ আশীর্বাদ ও অভয়; আশীর্বাদ বা আশ্বাসসূচক মুদ্রা বা করভঙ্গী।

**বরাভরণ**—বিঃ বিবাহে পাত্রকে প্রদেয় অলঙ্কার ও পোষাকাদি।

**বরারোহ**—বিঃ হস্তী; হস্তীতে আরোহণকারী, মাহুত, হস্তিপক; উত্তম কটিদেশ।

**বরারোহা**—বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুন্দর নিতম্বযুক্তা; নিতম্বিনী, সুমধ্যমা।

**বরাসন**—বিঃ শ্রেষ্ঠ আসন, বিবাহসভায় পাত্রের বসিবার নির্দিষ্ট আসন।

**বরাহ**—বিঃ বরা, শূকর, বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। -**মিহির**—প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ্।

**বরিখ, বরিষ**—বর্ষ-র কোমল রূপ।

**বরিখা, বরিষা**—বর্ষা-র কোমল রূপ।

**বরিখন, বরিষণ**—বর্ষণ-এর কোমল রূপ।

**বরিষ্ঠ**—বিণঃ সর্বপ্রধান, শ্রেষ্ঠ, সর্বাগ্রে বরণীয়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বরিষ্ঠা।

**বরীয়ান্**—বিণঃ দুইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্বপ্রধান, বরিষ্ঠ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বরীয়সী।

**বরুণ**—বিঃ সমুদ্রের অধিপতি দেবতা, জলাধিপ, প্রচেতা; সূর্য। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বরুণানী।

**বরেণ্য**—বিণঃ শ্রেষ্ঠ, বরণীয়, প্রার্থনীয়।
**বরেন্দ্র**১—বিঃ ইন্দ্র ; রাজা।
**বরেন্দ্র**২, **বরেন্দ্রভূমি**—বিঃ প্রাচীন গৌড়-দেশ, উত্তরবঙ্গ।
**বর্গ**—বিঃ সমূহ (প্রাণীবর্গ) ; দল, গণ (আত্মীয়বর্গ) ; দুই সমান রাশির গুণ (বর্গফল) ; বর্ণমালা (ক-বর্গ) ; ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রত্যেকটি বর্গ (চারিটিকে একত্রে চতুর্বর্গ বলা হয়) ; গ্রন্থের ভাগ বা অধ্যায়। বিঃ **-ক্ষেত্র**—যে চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। বিঃ **-মূল**—(গণিত) যে রাশি নিজ দ্বারা গুণিত হইলে যে নির্দিষ্ট রাশি উৎপন্ন করে।
**বর্গা**, **বর্গাদার**—যথাক্রমে **বরগা**১ ও **বরগাদার**-এর বানানভেদ।
**বর্গী**, **বর্গি**—বিঃ প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদল ('খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে'—ছড়া)। বিঃ **-রাজ**—শিবাজী।
**বর্গীয়**, **বর্গ্য**—বিণঃ বর্গ-সম্বন্ধীয়।
**বর্চ**, **বর্চ**—বিঃ তেজ, কান্তি ; বিষ্ঠা, মল।
**বর্জন**—বিঃ ত্যাগ, রহিতকরণ, হিংসা। বিণঃ **বর্জনীয়**, **বর্জ্য**—বর্জনযোগ্য, ত্যাজ্য। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **বর্জনীয়া**। বিণঃ **বর্জিত**—ত্যক্ত, বিরহিত, বর্জন করা হইয়াছে এমন, বিহীন (পান্ডব-বর্জিত)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **বর্জিতা**।
**বর্জাইস**—বিঃ অতি ক্ষুদ্র ছাপার অক্ষর, bourgeois।
**বর্ণ**—বিঃ রঙ (শ্বেতবর্ণ) ; অক্ষর, letter ; জাতি (শূদ্রবর্ণ) ; রাশি অনুসারে জাতকের শ্রেণীভেদ (বিপ্র-বর্ণ)। বিঃ **-চোরা**—নিজের স্বর্ণ গোপন রাখে এমন। **বর্ণচোরা আম**—**আম**১ দ্রষ্টব্য। বিণঃ **-জ্ঞানহীন**—অক্ষর পরিচয়হীন, নিরক্ষর। বিঃ **-জ্যেষ্ঠ**, **-শ্রেষ্ঠ**—ব্রাহ্মণ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-শ্রেষ্ঠা**। বিঃ **-মালা**—ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণসমূহ ; alphabet। বিঃ বিণঃ **-সঙ্কর**, **-সংকর**—বিভিন্ন বর্ণ বা জাতির স্ত্রী পুরুষের মিলন হইতে উৎপন্ন, দো-আঁশলা। বিণঃ **-হীন**—বিবর্ণ, রঙহীন। ক্রি-বিণঃ **বর্ণানুক্রমে**—অক্ষরের পরম্পরানুসারে। বিণঃ **বর্ণান্ধ**—রঙের পার্থক্য যে ধরিতে পারে না এমন। বিঃ **বর্ণাশ্রম**—ব্রাহ্মণাদির চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস)।
**বর্ণন**, **বর্ণনা**—বিঃ ব্যাখ্যা, বিবরণ, গুণকথন, রঙ লেপন, বর্ণবিন্যাস। বিণঃ **বর্ণনাকুশল**—বর্ণনা করিতে দক্ষ, পটু, নিপুণ। বিণঃ **বর্ণনাতীত**—বর্ণনা করা যায় না এমন। বিঃ **বর্ণনা-পত্র**—বিবরণ সম্বলিত লিখিত কাগজ। বিণঃ **বর্ণিত**—যাহার বর্ণনা করা হইয়াছে এমন, বিবৃত।
**বর্ণালী**, **বর্ণালি**—বিঃ ত্রিকোণ কাচের ভিতর দিয়া আলোক রশ্মির প্রতি-ফলন, spectrum।
**বর্ণিনী**—বিঃ সুন্দরী রমণী, স্ত্রী, চিত্র-করী।
**বর্ণ্য**—বিণঃ বর্ণনীয়।
**বর্তন**১—বিঃ স্থিতি, বৃত্তি।
**বর্তন**২—বিঃ পেষণ, স্থাপন।
**বর্তন**৩—বিঃ বাসন। [হি]।
**বর্তমান**—(১) বিঃ উপস্থিত সময়, বিদ্যমান ; সাক্ষাৎ ; স্থিতিশীল। (২) বিণঃ উপস্থিত কালের, এখনকার, বিদ্যমান (বর্তমান থাকা) ;

**বর্তা, বর্তান, বর্তানো**—(১) ক্রিঃ অর্সানো, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত (পিতার সম্পত্তি পুত্রে বর্তায়); বিদ্যমান বা বর্তমান থাকা (বেঁচে-বর্তে থাকা); রক্ষা পাওয়া, বাঁচা, কৃতার্থ হওয়া (পেয়ে বর্তে যাবে)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**বর্তি, বর্তী, বর্তিক[1], বর্তিকা[1]**—বিঃ বাতি, প্রদীপ, প্রদীপের সলিতা, তুলি, বার্নিস।

**বর্তিক[2]**—বিঃ পক্ষিবিশেষ, ভারুই পাখী। বিঃ (স্ত্রী) বর্তিকা[2]।

**বর্তিত**—বিণঃ সম্পাদিত, নিষ্পন্ন।

**বর্তিষ্ণু**—বিণঃ স্থিতিশীল।

**-বর্তী**—বিণঃ যে আছে, বিদ্যমান (দূরবর্তী)। বিণঃ (স্ত্রী): -বর্তিনী।

**বর্তুল**—(১) বিণঃ গোলাকার বৃত্ত; মণ্ডল। (২) বিঃ গোলাকার বস্তু; কলায়বিশেষ। বিণঃ (স্ত্রী): বর্তুলা।

**বর্ত্ম**—বিঃ পথ, রাস্তা, মার্গ, উপায়। গিরিবর্ত্ম—গিরিপথ, পর্বতশ্রেণীর মধ্যে সংকীর্ণ পথ।

**বর্ধন[1]**—(১) বিঃ বৃদ্ধি, বৃদ্ধিপ্রাপ্তি; উন্নতি। (২) বিণঃ বৃদ্ধিকর। বিণঃ বিঃ বর্ধক—বর্ধনকারী। বর্ধমান, বর্ধিষ্ণু—(১) বিণঃ বৃদ্ধিশীল, বর্ধিত হইতেছে এমন। (২) বিঃ পশ্চিমবঙ্গের একটি বিভাগ বা জেলা শহর। বিণঃ বর্ধিত—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বাড়ানো হইয়াছে এমন।

**বর্ধন[2]**—বিঃ [illegible] পদাবিবিশেষ।

**বর্ধাপন**—বিঃ সংস্কারবিশেষ (নবজাতকের নাড়ীছেদন), জন্মদিনে বা মঙ্গল কামনায় অনুষ্ঠিত উৎসব, জয়ন্তী।

**বর্না, বর্নান, বর্নানো**—যথাক্রমে বর্ণা, বর্ণান, বর্ণানো-র বানানভেদ।

**বর্ণা, বর্ণান, বর্ণানো**—ক্রিঃ (কাব্যে) বর্ণনা করা।

**বর্বটী**—বরবটি-এর বানানভেদ।

**বর্বর**—(১) বিঃ অসভ্য জাতি। (২) বিণঃ অসভ্য, মূর্খ, নিষ্ঠুর, পাশবিক ('সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা'—রবীন্দ্র)। বিঃ -তা।

**বর্বরা, বর্বরী**—বিঃ বৃক্ষবিশেষ; পুষ্পবিশেষ, শাকবিশেষ; ক্ষুদ্র মৌমাছিবিশেষ।

**বর্বূর**—বিঃ বাবলা গাছ।

**বর্ম**—বিঃ অস্ত্রাঘাত নিবারণের নিমিত্ত অঙ্গাবরণ, তনুত্রাণ, কবচ, সাঁজোয়া। বিণঃ বর্মিত, বর্মী[1]—বর্মাবৃত, বর্মধারী।

**বর্মা**—(১) বিঃ ব্রহ্মদেশ। (২) বিণঃ ব্রহ্মদেশীয়।

**বর্মী[2]**—(১) বিঃ ব্রহ্মদেশের অধিবাসী বা ব্রহ্মদেশের ভাষা। (২) বিণঃ ব্রহ্মদেশীয়।

**বর্শা**—বিঃ সড়কি, বল্লম, একপ্রান্তে ফলকযুক্ত লাঠি।

**বর্ষ**—বিঃ বৎসর ('আজি হতে শতবর্ষ পরে'—রবীন্দ্র); পুরাণোক্ত জম্বুদ্বীপের বিভাগ (ভারতবর্ষ); বৃষ্টি, মেঘ। বিণঃ -জ। বিঃ -কাল—এক বৎসর। বিঃ -জীবী—যে উদ্ভিদ মাত্র এক বৎসর বাঁচে এমন। বিঃ -বৃদ্ধি—বয়োবৃদ্ধি; জন্মতিথি। বিণঃ -ণ—যে বর্ষণ করে এরূপ। বিঃ -মান—বৃষ্টির জল পরিমাপ করিবার যন্ত্র। বিণঃ -শতী—একশত বৎসর বয়স্ক।

**বর্ষণ**—বিঃ বৃষ্টিপাত, বারিধারা, বৃষ্টি, ধারাপতন ('বর্ষণগীত হল মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে'—রবীন্দ্র); উপর হইতে নিম্নে ছড়াইয়া দেওয়া। বিণঃ -স্নাত—যে বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছে এমন। ক্রিঃ বর্ষিল (কাব্যে) বর্ষণ করিল।

**বর্ষা১**—বিঃ যে ঋতুতে বৃষ্টি হয়; প্রাবৃট।

**বর্ষা২, বর্ষান, বর্ষানো**—(১) ক্রিঃ বর্ষণ করা। (২) বিঃ উক্ত অর্থে।

**বর্ষাতি**—বিঃ ছাতা, বৃষ্টি হইতে দেহ বাঁচাইবার জামাবিশেষ।

**বর্ষাতী**—বিণঃ বর্ষাকালে যে ফসল উৎপন্ন হয়।

**বর্ষাত্যয়**—বিঃ বর্ষার শেষ, শরৎকাল।

**বর্ষিত**—বিণঃ ধারাকারে পতিত। [বৃষ্ ণিচ্+ত]।

**বর্ষিষ্ঠ, বর্ষীয়ান**—বিণঃ অতিশয় বৃদ্ধ, সর্বজ্যেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ। [বৃদ্ধ+ইষ্ঠ, ঈয়স্]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বর্ষিষ্ঠা, বর্ষীয়সী।

**-বর্ষী**—বিণঃ বর্ষণকারী, বর্ষণশীল (অগ্নিবর্ষী)।

**বর্ষীয়**—বিণঃ বয়সযুক্ত (দ্বাদশ বর্ষীয়)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বর্ষীয়া।

**বর্ষোপল**—বিঃ হিমশিলা, করকা।

**বর্হ, বর্হা**—বিঃ ময়ূরপুচ্ছ। বিঃ বর্হিণ, বর্হী—ময়ূর, শিখী।

**বল১**—বিঃ ক্ষমতা, জোর, শক্তি, সামর্থ্য ('বল দাও মোরে বল দাও'—রবীন্দ্র); সৈন্য; দাবাখেলার ঘুঁটি; সহায় (বন্ধুবল)। বিণঃ -গর্বিত, -দৃপ্ত—শক্তিমত্ত, ক্ষমতা-গর্বিত। বিণঃ -দ১—বলদায়ক। ক্রি-বিণঃ -পূর্বক—সবলে, গায়ের জোরে, জোর করিয়া। বিণঃ -বৎ—কার্যকর, শক্তিযুক্ত, বহাল, প্রচলিত (বিধান, আইন প্রভৃতি বলবৎ থাকা)। বিঃ -বত্তা—শক্তিশালিতা। বিণঃ -বন্ত—বলবান্। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বতী। -বর্ধন—(১) বিঃ বল বা শক্তির বৃদ্ধি। (২) বিণঃ শক্তিবৃদ্ধিকারক। বিঃ -বিদ্যা—বল এবং তাহার ক্রিয়াদিজ্ঞাপক শাস্ত্র, mechanics। বিঃ -বিন্যাস—ব্যূহ-রচনা, যুদ্ধের জন্য সৈন্য স্থাপন। বিঃ -শালী—ক্ষমতাবান্, শক্তিমান্। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -শালিনী। বিঃ -শালিতা। বিণঃ -হীন—দুর্বল, ক্ষীণ।

**বল২**—বিঃ খেলিবার ভাঁটা বা গোলক, কন্দুক (ফুটবল); ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত নৃত্যবিশেষ (বলনাচ)।

**বল৩**—ক্রিঃ কহ, কও।

**বলক**—বিঃ জ্বাল দিবার সময় দুধের উথলানো (বলক ওঠা)। বিণঃ বলকা—যাহার বলক উঠিয়াছে এমন, বলকযুক্ত (এক বলকা দুধ)।

**বলদ১**—বিঃ বৃষ, ষাঁড়, দামড়া, হাল বা গাড়ি টানা গরু।

**বলদ২**—বল১ দ্রষ্টব্য।

**বলদেব**—বিঃ শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

**বলন১**—বিঃ কথন, ভাষণ।

**বলন২**—বিঃ বৃদ্ধি।

**বলন৩, বলনি**—বিঃ (প্রাঃ কাব্যে) সুগোল বা সুপুষ্ট গঠন, সুডৌল ('লাবণ্য বাটিয়া কেবা/চিত্র নিরমাণ কৈল/অপরূপ রূপের বলনি'—জ্ঞাঃ দাঃ)।

**বলনিসূদন**—বিঃ ইন্দ্র (বল-নামক দৈত্যকে নিধন করেন বলিয়া)।

**বলভদ্র**—বিঃ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম, বলদেব, হলধর, বলশালী ব্যক্তি।

**বলভি, বলভী**—বিঃ গৃহের চাল, ছাদের উপরিস্থ গৃহ, ছাদ বা চালের পাড়।

**বলয়**—(১) বিঃ বালা, কঙ্কণ ; মণ্ডল (২) বিণঃ মণ্ডলাকার, বৃত্তাকার (বলয়গ্রাস)। বিণঃ **বলয়িত**—বলয়-বেষ্টিত (শনিগ্রহ), বলয়াকার।

**বলরাম**—বিঃ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ, বলদেব, বলভদ্র।

**বলা১**—(১) ক্রিঃ কথাবার্তা কহা ; সম্মতি দেওয়া (যদি বল তবে যাই) উল্লেখ করা (তোর কথা আর বলিস না) ; আদেশ বা অনুরোধ করা (তাহাকে আসিতে বলিও) ; পরামর্শ বা মন্ত্রণা দেওয়া (এই অবস্থায় কি করা যায় বল) ; আহ্বান করা, ডাকা (তাকে বলা হয়নি) ; বর্ণনা বা বিবৃত করা (ছেলেবেলার কথা বলা) ; বিচার করিয়া দেখা (অর্থই বল, মান বল সব বৃথা) ; লজ্জা দেওয়া (ও কথা আর বল না)। (২) বিঃ কথন, জ্ঞাপন। (৩) বিণঃ বলা হইয়াছে এমন ('না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-কহা**—বিশেষ করিয়া বলা (বলে কহে রাজি করানো) ; অনুমতি নেওয়া, জানানো। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ অপরকে দিয়া বলার কাজ করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**বলা২**—ক্রিঃ বড় হওয়া।

**বলাই**—বিঃ বলরামের আদরের নাম।

**বলাক**—বিঃ ক্ষুদ্রজাতীয় বক। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **বলাকা**—ক্ষুদ্রজাতীয় বক-শ্রেণী ; রবীন্দ্রনাথের অন্যতম বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ।

**বলাৎ**—অব্যঃ জোর করিয়া, বলপূর্বক। বিঃ **-কার**—বলপ্রয়োগ, ধর্ষণ, বল-পূর্বক অভিগমন বা সতীত্বনাশ।

**বলাধান**—(১) বিঃ বল সঞ্চার বা শক্তি সঞ্চার। (২) বিণঃ শক্তিসঞ্চারকারী।

**বলাধিক্য**—বিঃ বল বা শক্তির আধিক্য।

**বলাধ্যক্ষ**—বিঃ সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ।

**বলানুজ**—বিঃ শ্রীকৃষ্ণ।

**বলান্বিত**—বিণঃ বলযুক্ত, শক্তিমান্।

**বলাবল**—বিঃ ক্ষমতা ও অক্ষমতা, সামর্থ্য ও অসামর্থ্য।

**বলারাতি**—বিঃ ইন্দ্র, বলরাম।

**বলাহক**—বিঃ পর্বত, মেঘ ; দৈত্য-বিশেষ ; নাগবিশেষ।

**বলি১**—বিঃ যজ্ঞে নিবেদ্য বস্তু ; যজ্ঞাদিতে বধ্য প্রাণী (পাঁঠা বলি), ভূতযজ্ঞ ; দৈত্যরাজ (বিষ্ণু বামন অবতারে দৈত্যরাজ বলিকে জয় করেন)। বিঃ **-দান**—দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওন ; মহৎকার্যে আত্মোৎসর্গ (আত্মবলিদান)। বিঃ **-পুষ্ট**—কাক। বিঃ **-ভুক্**—কাক চড়াই প্রভৃতি পাখি যাহারা পরিত্যক্ত খাদ্যবস্তু ভোজন করে। বিণঃ **-মর্দন**—বিষ্ণু।

**বলি২**—বিঃ গাত্রচর্মের কুঞ্চনজনিত রেখা ('তনুমাঝে শোভিছে ত্রিবলি') ; জরাজনিত গাত্রচর্মের শিথিলতা ; অর্শরোগজনিত মল-দ্বারের বহির্গত মাংসপিণ্ড। বিণঃ **বলিত**—বলিরেখাযুক্ত, লোলচর্ম।

**বলি৩**—বাক্যালঙ্কার অব্যয়বিশেষ।

**বলিয়া, বলে**—(১) ক্রিঃ বলা১-র অসমাপিকা রূপ। (২) অব্যঃ হেতু, অছিলায়, কারণে, এখনই, শীঘ্র (সে এল বলে)। ক্রিঃ **বলিয়া রাখা**—পূর্ব হইতে জানাইয়া দেওয়া।

বলিয়ে—বিণঃ সুবক্তা ; বলিতে কহিতে পারে এমন।

বলিষ্ঠ—বিণঃ অতিশয় বলবান্, বলশালী, শক্তিমান্।

বলিহারি—(১) বিণঃ চমৎকার (বলিহারি বুদ্ধি)। (২) ক্রি-বিণঃ চমৎকৃত বা হতবাক হইয়া (বলিহারি যাই)। (৩) অব্যঃ বাহবা, সাবাস।

বলী১—বিণঃ বলশালী, বীর। বিণঃ -ন্দ্র—শ্রেষ্ঠ বীর, সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিমান্।

বলী২—বলি২ দ্রষ্টব্য।

বলীক—বিঃ ঘরের ছাঁচ।

বলীবর্দ—বিঃ বলদ, ষণ্ড, ষাঁড়, বৃষ। বিণঃ -বাহিত—বলদে টানা।

বলীয়ান—বিণঃ অতিশয় বলবান্। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বলীয়সী।

বলে—বলিয়া দ্রষ্টব্য।

বল্ক, বল্কল—বিঃ বাকল, গাছের ছাল।

বল্‌গা, বল্গা—বিঃ লাগাম। বিঃ -হরিণ—তুষারাবৃত দেশে গাড়ি টানা হরিণবিশেষ, reindeer।

বল্মিক, বল্মীক—বিঃ উইঢিপি।

বল্য—বিণঃ বলকারক, বলপ্রদ।

বল্লকী—বিঃ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, বীণা-জাতীয় যন্ত্র।

বল্লব—বিঃ ভীমসেন ; পাচক, গোয়ালা, গোপ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বল্লবী—গোপী।

বল্লভ—বিঃ স্বামী, প্রণয়ী, প্রিয়, দয়িত, ('ওহে জীবন বল্লভ, ওহে সাধন দুর্লভ'—রবীন্দ্র)। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বল্লভা।

বল্লম—বিঃ ভল্ল, শূল, বর্শা, শড়কী।

বল্লরি, বল্লরী—বিঃ ব্রততী, লতা, মঞ্জরী, মুকুল ; কিশলয়।

বল্লা—বিঃ (প্রাদে) বোলতা।

বল্লালী—(১) বিণঃ বল্লাল সেন কৃত। (২) বিঃ বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রথা।

বল্লি, বল্লী—বিঃ লতা, ব্রততী ; পৃথিবী।

বশ—(১) বিঃ আজ্ঞাধীনত্ব (বশে থাকা ; কর্তৃত্ব, অধিকার (মোহ-বশে)। (২) বিণঃ অধীন, আয়ত্ত। অব্যঃ -তঃ, -ত—বশ্যতা হেতু, নিমিত্ত। বিঃ -তা—অধীনতা। বিণঃ -বর্তী—অনুগত ; অধীন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বর্তিনী। বিঃ -বর্তিতা।

বশংগত, বশঙ্গত—বিণঃ বশবর্তী, বশে আগত। [বশ+গম্+ত]।

বশংবদ, (অশুদ্ধ) বশম্বদ—বিণঃ অনুগত, বশবর্তী, অধীন।

বশতাপন্ন—বিণঃ অধীন।

বশিতা, বশিত্ব—বিঃ যোগলব্ধ ঐশ্বর্য, শিবের অষ্টৈশ্বর্যের অন্যতম, বশ করিবার শক্তি, স্বাধীনতা।

বশিনী—বিণঃ বশবর্তিনী ; জিতেন্দ্রিয়া, স্বাধীনা।

বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ—বিঃ ব্রহ্মার মানসপুত্র, ঋষিবিশেষ, ইক্ষ্বাকু বংশের কুলগুরু।

বশী—বিণঃ জিতেন্দ্রিয়, বশবর্তী, স্বাধীন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বশিনী।

বশীকরণ—বিঃ অপরকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনা, বশীভূতকরণ। বিণঃ -কৃত—বশে আনীত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বশীকৃতা।

বশীভূত—বিণঃ বশ হইয়াছে এমন, বশবর্তী, আজ্ঞাবহ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বশীভূতা। বিঃ বশীভবন—বশ বা আয়ত্ত হওন।

**বশ্য**—বিণঃ বশবর্তী, আয়ত্তাধীন, বশ করিবার যোগ্য। বিঃ -তা—অধীনতা, আনুগত্য॥ বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বশ্যা।

**বষ্কয়**—বিঃ এক বছরের বাছুর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বষ্কয়ণী, বষ্কয়িণী—চির-প্রসূতা গাভী।

**বষট্**—বিঃ দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি-দানের মন্ত্র। বিঃ -কার—হোম, আহুতি প্রদান।

**বসত**—বসতি-র কথ্যরূপ (বন কেটে বসত)। বিঃ -বাটী, -বাড়ি—বাস করিবার গৃহ, পৈতৃক বাড়ি, ভদ্রাসন।

**বসতি, বসতী**—বিঃ বাসস্থান, বাস (বসতি করা) ; লোকালয় (নিকটে বসতি নাই)।

**বসন**—বিঃ পরিধেয়, বস্ত্র, কাপড়, বাস। বিঃ বসনাঞ্চল—কাপড়ের অংশ বা খুঁট।

**বসন্ত**—বিঃ ঋতুবিশেষ, শীতের পর-বর্তী ঋতু, মধুমাস ('বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক'—রবীন্দ্র) ; বসন্ত বা মসূরিকা রোগ ; সঙ্গীতের রাগবিশেষ। বিঃ -তিলক—সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। বিঃ -দূত—কোকিল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -দূতী। বিঃ -পঞ্চমী—মাঘমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথি, শ্রীপঞ্চমী। বিঃ -সখ—বসন্তের সখা, কোকিল। বিঃ -সখা—মদন, কামদেব, রতিপতি। বিঃ বসন্তোৎসব—বসন্তকালে অনুষ্ঠিত আনন্দোৎসব, হোলির উৎ-সব। বিণঃ বসন্তী—বাসন্তী, ফিকা হলুদ রঙের ; বসন্তকালের।

**বসবাস**—বিঃ নিয়ত বা স্থায়িভাবে বসবাস।

**বসা¹**—বিঃ চর্বি, মজ্জা, মেদ।

**বসা²**—(১) ক্রিঃ উপবেশন করা (চেয়ারে বসা) ; স্থাপিত হওয়া (গ্রামে একটি বাজার বসেছে) ; শুরু হওয়া (বেলা ১১টায় আদালত বসিবে) ; খাপ খাওয়া (জুতোটা পায়ে বেশ বসেছে) ; নিবিষ্ট হওয়া (পড়ায় মন বসেছে) ; জমাট বাঁধা (দইটা বসেনি) ; অপেক্ষা করা, প্রতীক্ষা করা ('বসে আছি পথ চেয়ে') ; বন্ধ হওয়া, রুদ্ধ হওয়া (গলার স্বর বসিয়া যাওয়া) ; নিযুক্ত বা রত হওয়া (সভায় বসা) ; হঠাৎ কিছু করা (হঠাৎ সে মাটিতে বসে গেল)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ উক্ত সকল অর্থে.; বেকার, কর্মহীন, অর্থেও ব্যবহৃত হয় (কারখানা বন্ধ হওবার হাজার লোক বসে গেল)। ক্রিঃ বসিয়া থাকা—অপেক্ষা করা, প্রতীক্ষা করা, কাজ না করিয়া বসিয়া থাকা। ক্রিঃ বসিয়া পড়া—আশাহত হওয়া (এই ব্যাপার দেখিয়া বসিয়া পড়িলাম)। অস-ক্রিঃ বসিয়া বসিয়া—অপেক্ষা করিয়া করিয়া। ক্রিঃ বসিয়া যাওয়া—গাড়িটা মাটির নীচে বসিয়া গিয়াছে।

**বসান, বসানো**—(১) ক্রিঃ উপবিষ্ট করা, স্থাপন করা (ঠাকুর বসানো) ; খচিত করা (মুক্তা বসানো) ; চড়ানো, চাপানো। (২) বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**বসু**—বিঃ অষ্ট গণদেবতা যাঁহারা শান্তনু ও গঙ্গাদেবীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; ধন ; কায়-স্থের উপাধিবিশেষ। বিঃ -দেব—শ্রীকৃষ্ণের পিতা। বিঃ -ধা, -ধারা,

-মতী—ধরণী, পৃথিবী। বিঃ -ধারা—বিবাহাদি অনুষ্ঠানে দেওয়ালে দেওয়া সাতটি ঘৃতের ধারা। বিঃ অষ্টবসু—অষ্ট গণদেবতা (এই অষ্টবসুর অন্যতম ভীষ্মরূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন)।

বসুকীট—বিঃ ভিক্ষুক, যাচক।

বসুদ—(১) বিঃ কুবের। (২) বিণঃ ধনদাতা। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বসুদা।

বসুন্ধর—বিঃ কুবেরের অনুচর।

বস্তা—বিঃ থলি, বড় থলি, গাঁট। বিণঃ -পচা—বহুদিন বস্তায় থাকিয়া নষ্ট এমন; পুরাতন ও নীরস (বস্তা পচা গল্প)। বিণঃ -বন্দী—বস্তার মধ্যে আবদ্ধ।

বস্তার—বিঃ মধ্যপ্রদেশের একটি অঞ্চল।

বস্তি১—বিঃ পল্লী, দরিদ্র শ্রেণীর বাসগৃহ, শিল্পপ্রধান শহরাঞ্চলে ঘনসন্নিবিষ্ট গৃহশ্রেণী।

বস্তি২, বস্তী—বিঃ তলপেট, মূত্রাশয়, বাসস্থান।

বস্তু—বিঃ পদার্থ, জিনিস, সত্য, প্রত্যক্ষ। অব্যঃ -তঃ—বাস্তবিক। বিঃ -তত্ত্ব—বস্তু-সম্বন্ধীয় বিদ্যা। বিঃ -তন্ত্র—বাস্তব, realism। বিণঃ -তন্ত্রী, -তন্ত্রীয়, -তান্ত্রিক—বস্তু-সংক্রান্ত, বাস্তব, realistic। বিঃ -তন্ত্রবাদ—জড়বাদ, materialism।

বস্ত্র—বিঃ পরিধেয়, বসন, কাপড়। বিঃ -কুটির, -গৃহ, বস্ত্রাবাস—তাঁবু, tent। বিঃ -হরণ—পরিধেয় বস্ত্র জোরপূর্বক উন্মোচন (দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ); শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণের লীলা। বিণঃ -হীন—বসনশূন্য।

বস্ত্রালয়—বিঃ কাপড়ের দোকান, তাঁবু।

বহ—(১) বিণঃ বহনকারী (বার্তাবহ, আজ্ঞাবহ)। (২) বিঃ বাহক, বাহন, বায়ু, বাহু, যান, পথ, নদ, ঘোটক, বৃষের স্কন্ধদেশ, পরিমাণবিশেষ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বহা—নদী।

বহতা—বিণঃ প্রবাহশীল, বহমান, বহিয়া যাইতেছে এমন (বহতা নদী)।

বহন—বিঃ ধারণ, লইয়া গমন (ভারবহন); অঙ্গে ধারণ, সহ্যকরণ। বিণঃ বহনীয়—ধারণযোগ্য, বহনযোগ্য।

বহমান—বিণঃ প্রবাহিত হইতেছে এমন (নদী); বহতা।

বহর—বিঃ নৌকা, জাহাজ, জলযান প্রভৃতির শ্রেণী (নৌ-বহর); fleet; প্রস্থ (একগজ বহরের কাপড়); বাহার, ঘটা (আহা! রূপের কী বহর)।

বহা—(১) ক্রিঃ ধারণ করা, বহন করা, সহ্য করা, প্রবাহিত হওয়া ('বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা'—রবীন্দ্র); সমর্থ বা চালু থাকা (দেহে আর বহে না)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ বহন করানো, প্রবাহিত করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

বহাল—বিণঃ সুস্থ (বহাল তবিয়ত); নিযুক্ত (কাজে বহাল হওয়া)।

বহিঃ—অব্যঃ বাহির। বিণঃ -স্থ, বহিস্থ—বাহিরে অবস্থিত। বিঃ -শুল্ক—করধার্য, পণ্য আমদানি-রপ্তানির উপর ধার্য শুল্ক, customs duty।

বহিত্র—বিঃ নৌকা, পোত, বৈঠা, দাঁড়।

বহিন—বিঃ বোন, ভগিনী।

বহিরঙ্গ—(১) বিণঃ অনাত্মীয়, বাহ্য। (২) বিঃ বাহিরের অংশ, বাহ্য অঙ্গ, বাহিরের লোকজন।

**বহিরাগমন**—বিঃ বাহিরে আগমন, প্রকাশিত হওন। বিণঃ **বহিরাগত**—বাহির হইতে আগত।

**বহিরাবরণ**—বিঃ বাহিরের আবরণ, বাহ্য আচ্ছাদন, খোলস, পোশাক।

**বহিরিন্দ্রিয়**—বিঃ চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা ও ত্বক—এই পঞ্চেন্দ্রিয়।

**বহির্গত**—বিণঃ যাহা বাহির হইয়াছে এমন, নির্গত।

**বহির্জগৎ**—বিঃ দৃশ্যমান জগৎ, বাহিরের জগৎ, জড় জগৎ।

**বহির্দেশ**—বিঃ বাহিরের অংশ বা দিক্।

**বহির্দ্বার**—বিঃ বাহিরের দরজা, সদর দরজা।

**বহির্বাটী**—বিঃ বাহির-বাড়ি, বৈঠকখানা।

**বহির্বাণিজ্য**—বিঃ বিদেশের সহিত বাণিজ্য।

**বহির্বাস**—বিঃ উত্তরীয়, সন্ন্যাসীর কৌপীনের উপর পরিবার বস্ত্র।

**বহির্ভাগ**—বিঃ বাহিরের দিক্ বা অংশ।

**বহির্ভূত**—বিণঃ বহিস্থ, বহির্গত, বাহিরে অবস্থিত।

**বহির্মুখ**—(১) বিণঃ বাহিরের দিকে মুখ যাহার এমন, বিষয়াসক্ত। (২) বিঃ বাহিরে অবস্থিত মুখ (গুহার বহির্মুখ)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **বহির্মুখা, বহির্মুখী**।

**বহিশ্চর**—বিণঃ বাহিরে বিচরণকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **বহিশ্চরী**।

**বহিষ্করণ, বহিষ্কার**—বিঃ বর্জন, দূরীকরণ, বাহিরকরণ, নিষ্কাশন। বিণঃ **বহিষ্ক্রান্ত**—বহির্দেশে নিষ্ক্রান্ত। বিণঃ **বহিষ্কৃত**—যাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, দূরীকৃত।

**বহিস্থ**—বহিঃ দ্রষ্টব্য।

**বহু**—বিণঃ অনেক, নানা, প্রচুর, খুব, অতি, একের অধিক (বহুবিবাহ)। বিণঃ **-জ্ঞ**—বহু বিষয়ে অবগত এমন, অভিজ্ঞ। বিণঃ **-তর**—অত্যধিক, অনেক। বিঃ **-তা, -ত্ব**—আধিক্য, প্রাচুর্য, অনেকত্ব। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ **-ত্র**—অনেক ক্ষেত্রে। বিণঃ **-দর্শী**—অনেক দেখিয়াছেন এমন, বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ। বিঃ **-দর্শিতা**। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-দর্শিনী**। **-দূর**—(১) বিঃ অনেক দূর। (২) বিণঃ অনেক দূরে অবস্থিত। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ **-ধা**—অনেক বার। বিণঃ **-পত্নীক**—একের অধিক পত্নীবিশিষ্ট। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-প্রসবিনী**—অনেক সন্তানের জন্মদাত্রী। বিঃ **-বচন**—একাধিক বাচক পদ। বিঃ **-বল্লভ**—বহু রমণীর প্রিয় (শ্রীকৃষ্ণ)। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-বল্লভা**। বিণঃ **-বিধ**—অনেক বা নানা রকম, নানা প্রকার। বিঃ **-ব্রীহি**—সমাসের নাম (যে সমাসে সমস্যমান পদগুলির কোন একটি পদের অর্থ প্রধান রূপে না বুঝাইয়া তাহাদের দ্বারা অন্য পদকে বুঝায়—যথা, পদ্মনাভ, শূলপাণী)। বিণঃ **-ভাষী**—যিনি অনেক ভাষা জানেন এমন। বিণঃ **-মুখ**—অনেক মুখবিশিষ্ট (রাবণ)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-মুখী**। বিঃ **-মূত্র**—রোগবিশেষ। বিণঃ **-মূল্য**—অনেক দামী (বহুমূল্য রত্নহার)। **-রূপ, -রূপী**—(১) বিণঃ অনেক রূপ ধারণকারী। (২) বিঃ গিরগিটিজাতীয় সরীসৃপ বিণঃ **-শাখ**—অনেক শাখাযুক্ত (বৃক্ষ)। বিণঃ **-শ্রুত**—সুপণ্ডিত।

বহু১—ক্রিঃ (ব্রজ) বহুক, বহে।

বহু২—বিঃ (কাব্যে) বধূ। বিঃ -ঝি—বালিকা বধূ।

বহুত—বিণঃ অনেক ('মাধব বহুত মিনতি করি তোয়'—বিদ্যাঃ)।

বহুল১—বিণঃ অনেক, বেশী, প্রচুর।

বহুল২—(১) বিঃ কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণপক্ষ। (২) বিণঃ কৃষ্ণবিশিষ্ট। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বহুলা—নক্ষত্র, কৃত্তিকা নক্ষত্র; গাভী।

বহুলীকৃত—বিণঃ রাশীকৃত; বিস্তারিত।

বহেড়া—বিঃ হরীতকীজাতীয় ফল-বিশেষ।

বহ্নি—বিঃ অগ্নি, হুতাশন, আগুন। বিঃ -জ্বালা—আগুনের তাপ। বিঃ -মিত্র—বায়ু। বিঃ -মুখ—দেবতা। বিঃ -শিখা—আগুনের শিখা। বিঃ -সংস্কার—শবদাহ। বহ্ন্যুৎসব—হোলীর আগের দিন আগুন জ্বালিয়া যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বহ্বাড়ম্বর—বিঃ বেশী ঘটা, বহু আড়ম্বর; অত্যধিক জাঁকজমক।

বহ্বায়াস—বিঃ বহু চেষ্টা।

বহ্বারম্ভ—বিঃ জাঁকজমক সহকারে সূচনা, ঘটা করিয়া আরম্ভ। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া—অত্যধিক ঘটা করিয়া আরব্ধ অনুষ্ঠানের ফল সামান্যমাত্র।

বা১—অব্যঃ কিংবা, অথবা, সন্দেহসূচক (হবেও বা)।

বা২—বাঃ-এর রূপভেদ।

বা৩—বিঃ (ব্রজ ও কাব্যে) বাতাস।

বাই১—বিঃ বাতিক, বায়ুরোগ, নেশা (পড়ার বাই) ঝোঁক (খেলার বাই)।

বাই২—বিঃ পেশাদার গায়িকা বা নর্তকী। বিঃ -ওয়ালী, -জী—পেশাদার নর্তকী। বিঃ -নাচ—পেশাদার নর্তকীর নৃত্য।

বাই৩—বাঈ১-এর বানানভেদ।

বাইচ, বাচ—বিঃ নৌকার প্রতিযোগিতা (নৌকা বাইচ)।

বাইতি—বিঃ ঢোল বাদক, হিন্দু বাদ্যকর জাতিবিশেষ।

বাইবেল—বিঃ খ্রীস্টানদের পবিত্র ধর্ম-গ্রন্থ, the Bible।

বাইরে—বাহির দ্রষ্টব্য।

বাইল—বিঃ তাল-নারিকেল গাছের পাতা, কপাটের পাল্লা।

বাইশ—বিঃ বিণঃ ২২ সংখ্যা বা সংখ্যক; দ্বাবিংশতি। বিঃ বাইশে, (কথ্য) বাইশা—মাসের বাইশ তারিখ; বাইশ কবির মনসামঙ্গল।

বাইস১—বিঃ ক্ষুদ্র কোদালের ন্যায় ছুতারের অস্ত্রবিশেষ।

বাইস২—বিঃ যে যন্ত্রে কোন বস্তু চাপিয়া ধরা হয়, সাঁড়াসি, vice। বিঃ -ম্যান—যে সাঁড়াশি ব্যবহার করে, vice-man।

বাইসিকেল, বাইসিকল, বাইসাইকেল—বিঃ দুই চাকাযুক্ত পদচালিত যান-বিশেষ, bicycle।

বাঈ১—বিঃ রাজপুতানা মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের মহিলাদের উপাধিবিশেষ (মীরাবাঈ)।

বাঈ২— বাই২-এর বানানভেদ।

বাউটি, বাউটী—বিঃ মহিলাদের হাতের গহনাবিশেষ।

বাউণ্ডুলে—বিণঃ ভবঘুরে, লক্ষ্মীছাড়া, কর্মবিমুখ অপদার্থ ব্যক্তি, স্বচ্ছন্দ-চারী।

**বাউনি**—বিঃ পৌষ-সংক্রান্তির পূর্ব-দিনের পর্ববিশেষ।

**বাউর**—বিণঃ পাগল; ক্ষেপা, বাতুল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বাউরী[1]।

**বাউরী[2]**—বিঃ হিন্দুজাতিবিশেষ।

**বাউল**—(১) বিঃ গৌরাঙ্গভক্ত সম্প্রদায়বিশেষ; উদাসীন গায়ক, সাধক-সম্প্রদায়। (২) বিণঃ পাগল; ক্ষিপ্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বাউলিনী।

**বাউলী**—বিণঃ বাউল-সম্প্রদায়-সম্বন্ধীয়, পাগলিনী।

**বাও[1]**—বিঃ বাতাস; বাগী। (২) ক্রিঃ বাহিয়া যাও (নৌকা)।

**বাওয়া[1]**—বিণঃ শাবক উৎপাদনে অক্ষম (বাওয়া ডিম)।

**বাওয়া[2]**— বাহা[2] দ্রষ্টব্য।

**বাংলা**—বাঙলা ও বাংলো-র রূপভেদ।

**বাংলো**—বিঃ চারচালযুক্ত ঘরবিশেষ, bungalow।

**বাঃ**—অব্যঃ প্রশংসা, বাহবা, বিস্ময় ইত্যাদি সূচক।

**বাঁ**—বিঃ বিণঃ বাম, ডান-এর বিপরীত।

**বাঁও[1], বাম**—(১) বিঃ সাড়ে তিন (অনেকের মতে চার) হাত পরিমাণ গভীরতা। (২) বিণঃ ঐরূপ পরিমাণ-বিশিষ্ট।

**বাঁও[2]**—বাঁ-এর প্রাদেশিক রূপ।

**বাঁওড়**—বিঃ নদীর স্রোত যেখানে অবরুদ্ধ।

**বাঁওয়া**—বিণঃ ন্যাটা, বাঁ-হাতে দিয়া কাজ করে এমন।

**বাঁক**—বিঃ বক্রতা, নদী, রাস্তা প্রভৃতির বাঁক বা মোড়; ভারবহনের যষ্টি বা [illegible]বিশেষ। বিঃ -নল—যে বক্র নলের [illegible] ফুঁ দিয়া আগুনে প্রজ্বলিত করা হয়, blowpipe। বিঃ -মল—বাঁকা বা পাকানো পায়ের গহনা বা মলবিশেষ।

**বাঁকা**—(১) ক্রিঃ বাঁকিয়া যাওয়া, ঘোরা (নদীটি এখানে বাঁকিয়াছে); যাহা সমান নয় (টেবিলটা বাঁকা হইয়াছে)। (২) বিঃ শ্রীকৃষ্ণ। (৩) বিণঃ অসরল, কুটিল, রূঢ়, কড়া (বাঁকা কথা)। বিণঃ -চোরা—নানাভাবে বাঁকা, আঁকাবাঁকা। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ বাঁকা করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**বাঁচন**—বিঃ জীবন রক্ষা, প্রাণধারণ।

**বাঁচা**—(১) ক্রিঃ জীবিত থাকা, সজীব থাকা, বজায় থাকা, রেহাই পাওয়া, প্রাণধারণ করা, না হওয়া (খরচ বাঁচা), বেশী হওয়া (অনেকটা ঘি বেঁচে গেলে)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ প্রাণ দান করা, জীবন রক্ষা করা, সঞ্চিত করা (অর্থ বাঁচানো); টিকে থাকা (চাকরি বাঁচানো)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**বাঁচোয়া**—বিঃ নিস্তার, নিষ্কৃতি লাভ, রেহাই।

**বাঁজা, বাঁঝা**—(১) বিণঃ বন্ধ্যা, যে ফল বা সন্তান উৎপাদনে অক্ষম এমন। (২) বিঃ বন্ধ্যা নারী।

**বাঁট[1]**—বিঃ ছুরি প্রভৃতির হাতল।

**বাঁট[2]**—বিঃ গবাদি পশুর স্তনের বোঁটা।

**বাঁটওয়ারা**—বাটোয়ারা-র রূপভেদ।

**বাঁটন[1]**—বিঃ বিভাগ, বণ্টন, পরিবেশন, বিতরণ।

**বাঁটন[2]**—বাটন দ্রষ্টব্য।

**বাঁটা[1]**—(১) ক্রিঃ ভাগ করা, অংশ ভাগ করিয়া দেওয়া, বণ্টন করা (দুজনের বাঁটি দিল সমান [illegible]

—রবীন্দ্র)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ পরের দ্বারা ভাগ করিয়া দেওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**বাঁটি**[২]—বাটা[১]-এর রূপভেদ।

**বাঁটুল**—বিঃ বল, গুলতি।

**বাঁটোয়ারা**—বাঁটওয়ারা-র বানানভেদ।

**বাঁড়ুয্যে**—বিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়।

**বাঁদর**—বিঃ বানর, শাখামৃগ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বাঁদরী। বিণঃ -মুখো, -মুখা—বানরের ন্যায় মুখ যাহার এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -মুখী। বিঃ বাঁদরামি, বাঁদরাম, বাঁদরামো—বানরের মত আচরণ বা দুষ্টামি। বিণঃ বাঁদুরে—বানরের মত, বানর-সুলভ।

**বাঁদিপোতা**—বিঃ নানা রঙ-এর ডোরা-কাটা বস্ত্রবিশেষ।

**বাঁদী**—বিঃ দাসী, ঝি। [ফা]।

**বাঁধ**—বিঃ জলস্রোত ঠেকাইবার নিমিত্ত প্রাচীর বা দেওয়াল (দামোদর বাঁধ)।

**বাঁধন**—বিঃ অবরোধ, বন্ধন, বাঁধন।

**বাঁধনি**—বিঃ গ্রন্থি, বন্ধন, শৃঙ্খলা (কাজের বাঁধনি) ; সংবদ্ধপূর্ণ বিন্যাস (কথার বাঁধনি)।

**বাঁধা**[১]—বিঃ গচ্ছিত, বন্ধক (ঋণস্বরূপ জমি প্রভৃতি গচ্ছিত রাখন)।

**বাঁধা**[২]—(১) ক্রিঃ বন্ধন করা, আবদ্ধ করা (সাত পাকে বাঁধা) ; সংযত বা শান্ত করা (বুক বাঁধা) ; রচনা করা (গান বাঁধা) ; একত্র করা (প্রাণে প্রাণে বাঁধা) ; সংহত হওয়া (দানা বাঁধা)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ বন্ধনযুক্ত, আটক, নিয়মিত (বাঁধা দোকানদার) ; নির্দিষ্ট (বাঁধা কাজ)। বিঃ -ই—বাঁধাই-এর পারিশ্রমিক বা বাঁধার কাজ। বিঃ -কপি—একপ্রকার সবজি-বিশেষ। বিঃ -গৎ, বাঁধাবুলি—অপরি-বর্তনীয় রীতি বা নিয়ম। বিঃ -ছাঁদা—জিনিসপত্র গুছাইয়া বাঁধা। বিণঃ -ধরা—ধরা বাঁধা, নির্দিষ্ট, একঘেঁয়ে। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ ফ্রেমে আবদ্ধ করা (ছবি বাঁধানো) ; নির্মাণ করানো (রাস্তা বাঁধানো)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। -বাঁধি—(১) বিণঃ ধরাবাঁধা, নিয়মবদ্ধ। (২) বিঃ ধরাবাঁধা রীতি।

**বাঁয়া**—(১) বিঃ তবলার সঙ্গে ব্যবহৃত বাম হস্তে বাজাইতে হয় এমন বাদ্য-যন্ত্রবিশেষ। (২) বিণঃ বামদিকের (বাঁয়া রাস্তা)।

**বাঁশ**—বিঃ তৃণজাতীয় এক প্রকার লম্বা গাছ, বংশ, বেণু। বিঃ -গাড়ি, -গাড়ী—আদালতের হুকুমে কোন জমি দখলের জন্য সীমা-নির্দেশক বাঁশ-পোতা।

**বাঁশরি, বাঁশরী**—বিঃ (কাব্যে) বাঁশি।

**বাঁশি, বাঁশী**—বিঃ বংশী, মুরলী।

**বাঁশমতী**—(১) বিঃ সুগন্ধযুক্ত ধান্য। (২) বিণঃ সুগন্ধযুক্ত।

**বাক্**—বিঃ বাক্য, বচন, কথা। [বচ্+ক্বিপ্]। বিঃ -কলহ—ঝগড়া, তর্কা-তর্কি। বিঃ -চাতুরি, -চাতুর্য—কথা বলার কৌশল। বিঃ -ছল—কথার ছলনা। বিণঃ -পটু—কথা বলিতে পারদর্শী। বিঃ -পারুষ্য—কর্কশ বা রূঢ়বাক্য, কটূক্তি। বিঃ -প্রণালী—কথা বলার কায়দা। বিঃ -শক্তি—কথা বলার শক্তি। বিণঃ -সিদ্ধ—যাহার প্রত্যেক কথাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -সিদ্ধা।

বিণঃ -সর্বস্ব—যে একমাত্র কথাতেই দড়, কার্যে নহে। বিঃ -স্ফূর্তি—বাক্য বাহির হওয়া।

বাকল, বাকলা—বিঃ গাছের ছাল, বৃক্ষ-ত্বক্‌।

বাকি, বাকী—(১) বিণঃ অবশিষ্ট (বাকি আমি রাখব না কিছুই—রবীন্দ্র), বক্রী; অসমাপ্ত (বাকি কাজ); অনাদায়ী (বাকী প্রাপ্য); অনাগত (বাকী জীবন)। (২) বিঃ ঐ সকল অর্থে। -জায়—অনাদায়ী খাজনার তালিকা। ক্রিঃ -পড়া—অনাদায়ী থাকা। বিঃ -দার—যে প্রজার দেয় খাজনা অনাদায়ী থাকে।

বাক্য—বিঃ বচন, কথা; পূর্ণ অর্থ-জ্ঞাপক ও অন্বয়বিশিষ্ট পদসমষ্টি। [বচ্‌+য]। বিঃ -দান—কথা দেওয়া, প্রতিশ্রুতি। বিঃ -বাগীশ—বাক্‌পটু। বিঃ -বাণ—শরের মত কথা; মর্ম-ভেদী কথা। বিণঃ -বিশারদ—বাক্‌পটু, বাগ্মী। বিঃ -ব্যয়—অধিক কথন। বিণঃ -সহ—কথার বাধ্য। বিঃ -স্ফূর্তি—বাক্যের স্ফুরণ। বিঃ বাক্যালাপ—কথোপকথন।

বাক্স, বাক্‌স—বিঃ ঢাকনাওয়ালা চতুষ্কোণ আধারবিশেষ, পেটরা, মঞ্জুষা, ছোট সিন্দুক, box। বিণঃ -জাত, -বন্দী—বাক্সের মধ্যে রক্ষিত।

[illegible]—বিঃ গাছের পাতাযুক্ত বোঁটা (তাল, নারিকেল প্রভৃতি)।

বাখান—বিঃ ব্যাখ্যান, বিবৃতি, বর্ণনা; সুখ্যাতি, প্রশংসা।

বাখানা—ক্রিঃ বিস্তৃত বর্ণনা করা; প্রশংসা করা।

[illegible]—বিঃ [illegible] কাজ।

বাগ—বিঃ বাগান, উদ্যান। [ফা]।

বাগ২—বিঃ সুযোগ, সুবিধা, কৌশল, আয়ত্তি। বাগে পাওয়া—আয়ত্তের মধ্যে পাওয়া, বশে আনা।

বাগড়া—বিঃ বাধা, ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধক।

বাগডোর—বিঃ ঘোড়ার লাগাম, রাশ।

বাগদা চিংড়ি—চিংড়ি দ্রষ্টব্য।

বাগদী, বাগদি, বাগ্দী—হিন্দু জাতি-বিশেষ। বিঃ (স্ত্রী): বাগদিনী।

বাগান১—বিঃ উদ্যান, উপবন। [ফা]।

বাগান২, বাগানো—(১) ক্রিঃ কৌশলে আয়ত্ত বা আদায় করা, বাগ মানানো, বশে আনা, বিন্যস্ত করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

বাগাল—(১) বিণঃ বৃহৎ, সুবিধা-জনক। (২) বিঃ রাখাল। বিঃ বাগালি—রাখালের কাজ।

বাগিচা—বিঃ ক্ষুদ্র বাগান। [ফা]।

বাগিন্দ্রিয়—বিঃ জিহ্বা; মুখ।

বাগীশ, বাগীশ্বর—বিঃ বাগ্মী, বাক্‌-পটু, বাচস্পতি। বিঃ (স্ত্রী): বাগীশা, বাগীশ্বরী—দেবী সরস্বতী।

বাগুড়া—বিঃ কলা সুপারি নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের সবৃন্ত পত্র।

বাগ্‌জাল—বিঃ কথার ফাঁদ; বাগাড়ম্বর।

বাগ্‌ডম্বর—বিঃ বাগ্‌জাল।

বাগ্‌দত্তা, বাগ্দত্তা—বিণঃ বিঃ (স্ত্রী): বিধিপূর্বক বাক্য দ্বারা দত্ত যে কন্যা; যাহার বিবাহ সম্পূর্ণ স্থিরী-কৃত হইয়াছে এমন।

[illegible]—বিণঃ মিতভাষী, যে অল্প কথা বলে এমন।

বাগ্‌দান—বিঃ প্রতিশ্রুতিদান; কন্যা-দানের প্রতিশ্রুতি।

বাগ্‌দেবী, বাগ্দেবী, বাগ্‌বাদিনী, বাগ্বাদিনী—বিঃ বাক্‌শক্তির দেবী, সরস্বতী।

**বাগ্বিতণ্ডা, বাগ্বিতণ্ডা**—বিঃ ঝগড়া, তর্কাতর্কি।

**বাগ্বিদগ্ধ, বাগ্বিদগ্ধ**—বিণঃ বাক্যনিপুণ, বাক্যরসিক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বাগ্বিদগ্ধা। বিঃ বাগ্বৈদগ্ধ, বাগ্বৈদগ্ধ, বাগ্বৈদগ্ধ্য, বাগ্বৈদগ্ধ্য—কথা বলার চতুরতা, বাক্পটুতা।

**বাগ্মী**—বিণঃ সুবক্তা, বাক্পটু। বিঃ বাগ্মিতা।

**বাগ্দ্বন্দ্ব**—বিঃ বিবাদ-বিসম্বাদ, তর্কাতর্কি।

**বাঘ**—বিঃ ব্যাঘ্র, শার্দূল। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বাঘিনী, বাঘী। বিঃ -ছাল—বাঘের-ছাল। বিঃ -নখ—বাঘের নখযুক্ত তাবিজ বা পদক; ব্যাঘ্রনখাকৃতি অস্ত্র (শিবাজী আফজল খাঁকে এইরূপ অস্ত্রে বধ করেন)। বিঃ -বন্দী—একপ্রকার খেলা।

**বাঘা**—(১) বিঃ (অনাদরে) বাঘ। (২) বিণঃ বড় (বাঘা কুকুর); কড়া, তীব্র (বাঘা তেঁতুল); রাশভারী (বাঘা লোক)।

**বাঘাম্বর**—বিঃ বাঘছাল; বাঘছালের বস্ত্র।

**বাঙ্গাল, বাঙাল**—বিঃ বিণঃ গ্রাম্য বা অমার্জিত লোক, পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বাঙ্গালিনী, বাঙ্গালনী, বাঙালিনী, বাঙালনী।

**বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাঙলা**—(১) বিঃ বঙ্গদেশ বা দেশের অধিবাসীদের ভাষা। (২) বিণঃ বাঙলাভাষায় রচিত বা বাঙলাদেশীয়।

**বাঙ্গালী, বাঙালী**—(১) বিঃ বঙ্গদেশের বাসিন্দা। (২) বিণঃ বঙ্গদেশীয়। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বাঙ্গালিনী, বাঙালিনী।

**বাঙ্গী**—বিঃ বাঁক, ভারযষ্টি। [দেশী]। বিঃ -দার—ভারবাহক, বাঁকী। বিঃ -দারী—ভারবাহকের কর্ম বা মজুরি।

**বাঙ্নিষ্ঠ**—বিণঃ সত্যবাদী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বাঙ্নিষ্ঠা।

**বাঙ্-নিষ্পত্তি**—বিঃ বাক্যোচ্চারণ।

**বাঙ্ময়**—বিণঃ বাক্যাত্মক, শব্দপূর্ণ।

**বাঙ্ময়ী**—(১) বিণঃ বাক্যময়ী, বাক্যাত্মিকা। (২) বিঃ বাগ্দেবী, সরস্বতী।

**বাচক**—বিণঃ বোধক, অর্থজ্ঞাপক, কথক, পাঠক।

**বাচকান, বাচকানি**—বিঃ অতি ছোট; ছোট গামছা।

**বাচন**—বিঃ কথন, ব্যাখ্যাকরণ, উক্তি।

**বাচনক**—বিঃ হেঁয়ালী, প্রহেলিকা।

**বাচনিক**—বিণঃ মৌখিক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বাচনিকী।

**বাচস্পতি, বাচঃপতি**—বিঃ বৃহস্পতি, বাগ্মী, বিদ্বান্, পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ।

**বাচস্পত্য**—(১) বিঃ বাগ্মিতা; উত্তম বক্তৃতা, পাণ্ডিত্য। (২) বিণঃ বাচস্পতি-সম্বন্ধীয়।

**বাচা**—(১) বিঃ বাক্য; মাছবিশেষ; বৎস, বাদু, বাছা। (২) ক্রিঃ নির্বাচন করা। ক্রিঃ -ন, -নো—বলাইয়া দেওয়া; সত্যমিথ্যা স্থির করা।

**বাচাল**—বিণঃ প্রগল্ভ, বেশী কথা বলে এমন। বিঃ -তা।

**বাচিক**[১]—বিণঃ বাচনিক।

**বাচিক**[২]—বিঃ সংবাদ, খবর। বিঃ -পত্র—সংবাদপত্র; চিঠি।

**বাচ্চা**—(১) বিঃ শাবক, সন্তান; বৎস, শিশু। (২) বিণঃ অল্প বয়স্ক। বিঃ -কাচ্চা—ছোট ছেলেমেয়ে।

বাচ্য—(১) বিণঃ কথ্য, অভিধেয়, গণ্য, বলিতে হইবে এমন। (২) বিঃ (ব্যাক) বাক্যের ক্রিয়ার উপর অন্য-পদের প্রভাবের প্রাধান্য ; ধাতুর উত্তর যে বিশেষ অর্থে প্রত্যয়যুক্ত।

বাচ্যার্থ—বিঃ কোন শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিহিতার্থ (লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থ নহে)।

বাছন, বাছনি১—বিঃ বাছাই, মনোনয়ন, নির্বাচন। বিঃ -দার—যে পছন্দ বা বাছাই করে।

বাছনি২—বিঃ (কাব্যে) বাছা, বাচ্চা।

বাছ-বিচার—বিঃ গুণাগুণ বিচার করিয়া বাছাই।

বাছা১—বিঃ বাচ্চা ; শিশুদের প্রতি আদরের সম্ভাষণ ; স্নেহপাত্র। বিঃ -ধন—শিশুরত্ন, শিশুর প্রতি আহ্বান।

বাছা২—(১) ক্রিঃ পছন্দ করা, নির্বাচন করা ; অনাবশ্যক ও আবশ্যককে পৃথক করা (চাউল বাছা, উকুন বাছা)। (২) বিঃ ঐ সকল অর্থে। ৩) বিণঃ ঐ সকল অর্থে (বাছা চাউল, বাছা লোক)। বিণঃ বাছা বাছা—সেরা সেরা। -ই—(১) বিঃ নির্বাচন। (২) বিণঃ নির্বাচিত, পছন্দসই, সেরা।

বাছাড়ি—বিণঃ বাইচ খেলায় ব্যবহৃত ; গ্রামের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত।

বাছুর—বিঃ গোবৎস।

বাজ১—বিঃ এক প্রকার শিকারী পাখী, শ্যেন [ফা]। বিঃ -বৈরী, -বৌরী, -বাহাদুর, -বহরী—বড় বাজবিশেষ।

বাজ২—বিঃ বজ্র।

বাজ৩—বিঃ [illegible]।

-বাজ—দক্ষ আসক্ত অভ্যস্ত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত ফার্সী প্রত্যয়বিশেষ (চাল বাজ, মামলা বাজ))। -বাজি—দক্ষতা আসক্তি ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত প্রত্যয় (চালবাজি, মামলা-বাজি)।

বাজখাঁই—বিণঃ অত্যন্ত কর্কশ ও উচ্চ।

বাজন—(১) বিঃ বাদ্য, বাজনার শব্দ। (২) বিণঃ বাজে এমন। বিঃ -দার—বাদক।

বাজনা—বিঃ বাদ্যযন্ত্র ; বাদ্যধ্বনি। বিঃ -ওয়ালা, -দার—যাহারা বাজাইয়া জীবিকা অর্জন করে।

বাজপেয়—বিঃ যজ্ঞবিশেষ ; বাজ (ঘৃত) পেয় (পানীয়) হয় যাহাতে (সামবেদে এইরূপ যজ্ঞের বর্ণনা আছে)। বিঃ বাজপেয়ী—ঐরূপ যজ্ঞকারী ব্যক্তি ; ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ।

বাজরা—বিঃ বড় কুঁড়ি, শস্যবিশেষ।

বাজা—(১) ক্রিঃ বাদিত হওয়া (ঢাক বাজা) ; আঘাত লাগা (বুকে বাজা) ; শ্রুতি-কঠোর বোধ হওয়া (কানে বাজা) ; শব্দিত হওয়া (ঘড়ি বাজা)। (২) বিঃ ঐ সকল অর্থে। (৩) বিণঃ শব্দিত হয় এমন। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ বাদিত করা। (২) বিঃ বিণঃ ঐ সকল অর্থে।

বাজার—বিঃ ক্রয়বিক্রয়ের স্থান, হাট, বিপণীশ্রেণী ; ক্রীত দ্রব্যাদি ; জিনিসের দাম (চড়া বাজার)। [ফা]। বিঃ -খরচ—দ্রব্যাদি ক্রয়জনিত খরচ। -গরম হওয়া—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়া, কাটতি বাড়া, অহেতুক উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া। -চড়া—দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি হওয়া। -দর—দ্রব্যাদির

অনুপযুক্ততা দাম। -মন্দা, -মন্দা—দ্রব্য-মূল্যে কমা বা কমিবার প্রবণতা। ক্রিঃ -বসা—বাজারে ক্রয়বিক্রয় শুরু হওয়া। -বসান, -বসানো—নূতন বাজার প্রতিষ্ঠা করা।

বাজি, বাজী¹—বিঃ ভেল্কি, ইন্দ্রজাল, আতসবাজি, জুয়াখেলার পণ, জীবলীলা, খেলা (বাজি মাৎ)। [ফা]। বিঃ -কর, -কার, -গর—ঐন্দ্রজালিক, ভেল্কীওয়ালা, পুতুল নাচ প্রদর্শক।

বাজিয়ে—বিণঃ বাজনদার, বাদ্যে নিপুণ।

বাজী¹—বাজি দ্রষ্টব্য।

বাজী²—(১) বিঃ অশ্ব, ঘোটক, পক্ষী, গ্রহ, শর, বাণ। (২) বিণঃ বেগবান্। (৩) বিঃ পণ, অগ্নিক্রীড়া, ভেল্কী। বিঃ -কন্যা—শোলার স্ত্রীমূর্তি। বিঃ -করণ—সুরত-শক্তি-বর্ধক ঔষধ বা ক্রিয়া।

বাজু—বিঃ ভুজ, বাহু, বাহুভূষণ, তাগাজাতীয় অলঙ্কার, আভরণ, খাট বা দরজার পার্শ্ব কাষ্ঠ। বিঃ -বন্দ, -বন্ধ—বাহুভূষণ, অঙ্গদ।

বাজে—বিণঃ অসার, তুচ্ছ; নিকৃষ্ট, অকেজো, মিথ্যা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত (বাজে খরচ); উদ্বৃত্ত, নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত। [আ]। বিণঃ -মার্কা—নিরেশ বা খেলো।

বাজেয়াপ্ত—বিণঃ প্রভু বা সরকার কর্তৃক অধিকৃত।

বাঞ্ছা—বিঃ ইচ্ছা, অভিলাষ, স্পৃহা। বিঃ বাঞ্ছন—বাঞ্ছা। বিণঃ বাঞ্ছনীয়—অভিলষণীয়, স্পৃহনীয়, কাম্য। বিঃ -কল্পতরু—যে বৃক্ষের নিকট যখন যাহা চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়, ভগবান্। বিণঃ বাঞ্ছিত—আকাঙ্ক্ষিত, কাম্য। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বাঞ্ছিতা।

বাট¹—বিঃ পথ, মার্গ, রাস্তা ('হাটে বাটে বাটে কাঁর মেলা'—রবীন্দ্র)।

বাট²—বিঃ সোনা-রূপার তাল বা পিণ্ড।

বাটখারা—বিঃ নির্দিষ্ট ওজনের লোহ বা প্রস্তর খণ্ড, যাহার সহিত অন্য দ্রব্যের তৌল করা হয়, পাঁড়িয়ান।

বাটন—বিঃ পেষাইকরণ।

বাটনা—বিঃ শিল-নোড়ার দ্বারা পেষাই করা মশলা।

বাটপাড়, বাটপার—বিঃ জাল্লত, দস্যু, লুটেরা, যে চোখের উপর চুরি করে। বিঃ বাটপাড়ি, বাটপারি—ডাকাতি, রাহাজানি।

বাটলো—বিঃ গোলাকার কাঁসার হাঁড়ি-বিশেষ।

বাটা¹—(১) ক্রিঃ পেষাই করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ অপরের দ্বারা পেষাই কার্য সম্পাদন করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

বাটা²—বিঃ বাটি বা থলির জোড়া, একটি অপরটির ঢাকনা, পানের পাত্র (পানের বাটা)।

বাটা³—বিঃ ব্রতবিশেষ (ষষ্ঠিবাটা)।

বাটা⁴—বিঃ এক প্রকার মাছ।

বাটা⁵—বাট্টা দ্রষ্টব্য।

বাটালি, বাটালী—বিঃ কাঠ খোদাই করিবার যন্ত্রবিশেষ। [দেশী]।

বাটি—বিঃ কটোরা, পেয়ালা, উঁচু-কানা ও গর্তবিশিষ্ট পাত্র। [দেশী]।

বাটিকা—বিঃ ছোট বাড়ি। উদ্যান-বাটিকা—বাগান বাড়ি।

বাটী¹—বিঃ বাড়ি, আবাসস্থল।

বাটী²—বাটি-র বানানভেদ।

বাটোয়ারা, বাঁটোয়ারা—বিঃ বিভাজন, অংশ ভাগকরণ, বণ্টন।

বাট্টা—বিঃ দ্রব্য বিক্রয়কালে নির্ধারিত মূল্যের যে অংশ ছাড় দেওয়া হয়, দস্তুরি, discount।

বাড়—বিঃ বৃদ্ধি, পুষ্টি (দেহের বাড়); স্পর্ধা (বড় বাড় বাড়া)। -তি—(১) বিঃ বৃদ্ধি (দাম বাড়তির মুখে)। (২) বিণঃ উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত (বাড়তি মাল)। বিঃ -ন—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া। বিণঃ -ন্ত—বৃদ্ধি পাইতেছে এমন, বর্ধমান্ (বাড়ন্ত শরীর); নিঃশেষিত (চাল বাড়ন্ত)। বিঃ -বাড়ন্ত—অত্যন্ত উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি।

বাড়ই—বিঃ যাহারা মাটির ঘরের দেওয়াল তোলে ও চাল ছায়; ঘরামি।

বাড়ন¹—বাড় দ্রষ্টব্য।

বাড়ন²—বিঃ ঝাঁটা, নরম শলাকাযুক্ত সম্মার্জনীবিশেষ।

বাড়ন্ত—বাড় দ্রষ্টব্য।

বাড়ব—(১) বিঃ সমুদ্রজাত অগ্নি; ব্রাহ্মণ; পাতাল। (২) বিণঃ বাড়বা-সম্বন্ধীয়।

বাড়া—(১) ক্রিঃ বড় হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া; রন্ধনপাত্র হইতে ভোজন পাত্রে নামানো, পরিবেশন করা; কাটা (পেন্সিল বাড়া)। (২) বিঃ বিণঃ ঐ সকল অর্থে। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ বর্ধিত করা, দীর্ঘ করা, প্রশস্ত করা, পরিবেশন করানো, অন্যকে দিয়া (পেন্সিল) কাটানো, অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া।(২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ -বাড়ি—অতিরেক, আধিক্য, অতিরিক্ত মাত্রায় কোন কার্যকরণ।

বাড়ি¹—বিঃ প্রহার, আঘাত, লাঠি, ছড়ি, যষ্টি। [দেশী]।

বাড়ি², বাড়ী—বিঃ গৃহ, আলয়, আবাস। বিঃ -ওয়ালা—বাড়ির মালিক। বিঃ (স্ত্রী): -ওয়ালী, -উলী। বিঃ -ঘর, ঘরবাড়ি—বাসগৃহ ও উহার সংলগ্ন গৃহাদি।

বাণ—বিঃ শর, তীর; ধ্বনি, শব্দ; শর-বৃক্ষ, নলখাগড়ার গাছ; তান্ত্রিক মারণমন্ত্রবিশেষ। [বণ্+ণিচ্+অ]।

বাণিজ্য—বিঃ বণিগ্বৃত্তি, ব্যবসায়, দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয়। [বণিজ্+য]। বিঃ -দূত—কোন রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার্থ তথা হইতে আগত সরকারী প্রতিনিধি। বিঃ -পোত—ব্যবসায়ীর জাহাজ। বিঃ -বায়ু—ব্যবসায়ের সহায়ক বায়ু। বিঃ -শালা—ক্রয়বিক্রয়ের নির্দিষ্ট গৃহ, দোকান।

বাণিনী—বিঃ নর্তকী; মত্তা স্ত্রী।

বাণী—বিঃ কথা, উক্তি, বক্তৃতা (বাণী দিয়েছেন); উপদেশপূর্ণ কথা (মহাপুরুষদের বাণী); সরস্বতী, বাগ্দেবী।

বাণ্ডিল—বিঃ পুলিন্দা, আঁটি, গাঁঠরি।

বাত¹—(১) বিঃ বায়ু, বাতাস; রোগবিশেষ, জার। (২) বিণঃ গত। বিঃ -কর্ম—পর্দন, অপানবায়ু ত্যাগ। বিঃ -যন্ত্র—বায়ুচালিত যন্ত্র।

বাত²—বিঃ কথা, বাক্য, বার্তা। বাতচিৎ—কথাবার্তা।

বাতকী—বিণঃ বাতরোগগ্রস্ত।

বাতলান, বাতলানো—(১) ক্রিঃ বুঝাইয়া বলা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

বাতা—বিঃ বাখারি, বাঁশের সরু লম্বা ফালি; শরকাঠির লম্বা সরু গুচ্ছ যাহা দ্বারা মেটে ঘরের চালের ছিটা হয়।

**বাতাম্পিত**—বিণঃ বায়ু দ্বারা পূর্ণ এমন।

**বাতাপি, বাতাপী**—বিঃ জনৈক অসুর, ইল্বলের ভাই ; বাতাবি-র প্রাদেশিক উচ্চারণ।

**বাতাবরণ**—বিঃ বায়ুমণ্ডল, নির্দিষ্ট কোন স্থানের বায়ুস্তর ; পারিপার্শ্বিক অবস্থা, হালচাল।

**বাতায়ন**—বিঃ জানালা, গবাক্ষ, বাতের (বায়ুর) অয়ন (গমনাগমন) পথ।

**বাতায়িত**—বিণঃ যেখানে বায়ু চলাচল ভাল হয় এমন।

**বাতাস**—বিঃ বায়ু, হাওয়া। ক্রিঃ -করা—ব্যজন করা। ক্রিঃ -লাগা—কোন মন্দ প্রভাবে পড়া। গায়ে বাতাস লাগা—দায়মুক্ত হওয়া। বাতাস দেওয়া—উত্তেজিত করা।

**বাতাসা**—বিঃ চিনি বা গুড় অথবা উভয় মিশ্রণে প্রস্তুত এক-প্রকার ফাঁপা মিষ্টান্ন। ফুল বাতাসা—ক্ষুদ্রাকৃতি বাতাসা। ফেনি বাতাসা—বড় বাতাসা।

**বাতাহত**—বিণঃ ঝটিকা প্রহত, বায়ু-দ্বারা আন্দোলিত।

**বাতি**—বিঃ দীপ, আলোক, মোম ইত্যাদির দ্বারা প্রস্তুত আলোক-উৎপাদক দণ্ডবিশেষ ; গাছের সরু লম্বা কাণ্ড, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু। বিঃ -দান—দীপ রাখিবার পাত্র।

**বাতিক**—(১) বিণঃ বায়ুজাত, বাত-জনিত। (২) বিঃ রোগবিশেষ ; বাই, উন্মাদ, পাগলামী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বাতিকী।

**বাতিল**—বিণঃ রদ, নিষ্ফল, অগ্রাহ্য, পরিত্যক্ত। [আ]।

**বাতুল, বাতূল**—(১) বিণঃ বায়ুরোগ-গ্রস্ত, উন্মাদ। (২) বিঃ বাত্যা, ঝড়।

**বাত্যা**—বিঃ বাতসমূহ, ঝড়, প্রবল বায়ু। [বাত+য+আ]। বিণঃ -পীড়িত—ঝটিকাহত, ঝটিকাকাতর। বিণঃ -তাড়িত—ঝটিকাবাহিত, ঝটিকা-নিক্ষিপ্ত।

**বাৎসরিক**—বিণঃ বৎসর-সম্বন্ধীয় ; বর্ষে বর্ষে অনুষ্ঠিত, বার্ষিক।

**বাৎসল্য**—বিঃ স্নেহ, বৎসলতা ; অলঙ্কারশাস্ত্রে কথিত রসবিশেষ ; মাতা ও পুত্রের মধ্যে প্রবাহিত স্নেহ-রসের অনুরূপ ভাবরস।

**বাৎস্য**—বিঃ বৎস-মুনির পুত্র ; বৎস-প্রবর্তিত গোত্র।

**বাৎস্যায়ন**—বিঃ বাৎস্য-মুনির পুত্র।

**বাথান**—বিঃ গোচারণ-ভূমি বা গোশালা, গোঠ, গোষ্ঠ। বিণঃ বাথানিয়া, বাথানে—আর্তাবা, আসন্নলিপ্সু, শরণ লইবার যোগ্য।

**বাথুয়া**—বিঃ এক প্রকার শাক।

**বাদ১**—বিঃ কথা, উক্তি (নিন্দা বাদ), বাক্য (অনুবাদ) ; তর্ক, মত (বাদানুবাদ) ; তত্ত্ব (সাম্যবাদ) ; মত (গান্ধীবাদ)। [বদ্+অ]। বিঃ -প্রতিবাদ—তর্কাতর্কি। বিঃ -বিতণ্ডা—প্রবল বিতর্ক। বিঃ বাদ-বিসংবাদ—ঝগড়াঝাটি।

**বাদ২**—বিঃ বৈরিতা, বিঘ্ন, বাধা। ক্রিঃ -সাধা—শত্রুতা করা, বিঘ্ন ঘটানো।

**বাদ৩**—অব্যয় বিঃ ছাড় (বাদ পড়া)। [আ]। বিণঃ -বাকী—অবশিষ্ট। বিঃ -সাদ—বাদ ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত।

**বাদক**—বিঃ বাদ্যকর। [বদ্+ণিচ্+অক]।

**বাদন**—বিঃ বাদ্য ধ্বনিতকরণ, বাজানো।

**বাদর১**—(১) বিণঃ কার্পাস-নির্মিত। (২) বিঃ তুলা গাছ ও ফল।

বাদর১—বাদল-এর কোমলরূপ।

বাদরায়ণ—বিঃ বেদব্যাস, ব্যাসদেব।

বাদরায়ণি—বিঃ ব্যাসদেব পুত্র, শুকদেব।

বাদল—বিঃ দুর্দিন, মেঘবৃষ্টি, বর্ষা। বাদলা১—(১) বিণঃ বৃষ্টিকালীন, মেঘলা ('বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান'—রবীন্দ্র)। (২) বিঃ বাদল। বিণঃ বাদুলে, বাদ্‌লা—বাদল-সম্পর্কিত।

বাদলা২—বিঃ জরি, জরির ফিতা, জরির কাজ।

বাদলা৩—বাদল দ্রষ্টব্য।

বাদশাহ্, বাদশাহ—বিঃ মুসলমান রাজা বা সম্রাট। [ফা]। বিঃ -জাদা—বাদশাহের পুত্র। বিঃ -জাদী—বাদশাহের কন্যা; রাজপুত্রী। বিঃ বাদশাহি, বাদশাই—বাদশাহের পদ বা রাজ্য; বাদশাহতুল্য আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা। বিণঃ বাদশাহী—বাদশাহ্‌-সংক্রান্ত (বাদশাহী সড়ক)।

বাদা—বিঃ বিল, জলাভূমি, দক্ষিণ-বঙ্গের জলাকীর্ণ ভূখণ্ড। বিঃ -বন—দক্ষিণবঙ্গের বনাঞ্চল।

বাদাড়—বিঃ জঙ্গল। [দেশী]। বিঃ বন বাদাড়—ঝোপজঙ্গল।

বাদানুবাদ—বিঃ কথা কাটাকাটি, তর্কা-তর্কি।

বাদাম১—বিঃ ঐ একই নামের বৃক্ষ ও তাহার ফল। [ফা]। কাজু বাদাম—বিশেষ এক প্রকার ফল। বিণঃ বাদামী—বাদামের খোসার ন্যায় বর্ণযুক্ত, পাটকিলে, লালচে বা পিঙ্গলবর্ণ।

বাদাম২—বিঃ নৌকার পাল ('বাদাম উড়াইয়া দাও'—লোঃ গাঃ)।

বাদামী—বাদাম১ দ্রষ্টব্য।

বাদাল—বিঃ বোয়ালমাছ।

বাদিত—বিণঃ যাহা বাজানো হইয়াছে এমন, ধ্বনিত। [বদ্‌+ণিচ্‌+ত]।

বাদিত্র—বিঃ বাদ্যযন্ত্র।

বাদিয়া—বেদিয়া-র রূপভেদ।

বাদী—(১) বিঃ বলে যে, বক্তা (মিথ্যাবাদী); অভিযোক্তা, অর্থী, ফরিয়াদী। (২) বিঃ রাগ-রাগিণীর প্রধান সুর। [বদ্‌+ইন্‌]। বিণঃ (স্ত্রী): বাদিনী। বিঃ বাদিত্ব।

বাদীয়—বিণঃ বাদমূলক, theoretical।

বাদুড়—বিঃ চামচিকার মত কিন্তু আকারে বড় এক প্রকার স্তন্যপায়ী পক্ষযুক্ত প্রাণী। বিণঃ বাদুড়-ঝোলা—বাদুড়ের ন্যায় ঝুলন্ত (ট্রামে-বাসে বাদুড়-ঝোলা)।

বাদুয়া—বিঃ বিষবৈদ্য, বেদে।

বাদে—অব্যঃ পরে; বিলম্বে; ছাড়া; ব্যতীত।

বাদ্য—বিঃ বাজনা; বাজনার যন্ত্র। বিঃ -কর—বাজিয়ে; বাদ্য করে যে। বিঃ -ধ্বনি—বাজনার শব্দ। বিঃ -ভাণ্ড—বাদ্যযন্ত্রসমূহ। বিঃ -যন্ত্র—বাজাইবার যন্ত্র।

বাদ্যি—বাদ্য-এর কথ্যরূপ ('ঢ্যাম-কুড়্‌-কুড়্‌ বাদ্যি বাজে')।

বাধ—বিঃ বাধা, ব্যাঘাত, উপদ্রব, পীড়া।

বাধক—(১) বিণঃ রোধক, প্রতিবন্ধক। (২) বিঃ গর্ভসঞ্চারণে বাধাস্বরূপ কোন স্ত্রীরোগ।

বাধন—বিঃ বাধা; দুঃখ।

বাধবাধ, বাধোবাধো—ক্রি-বিণঃ সংকোচযুক্ত; কোন গণ্ডগোল শুরু হইবার উপক্রম।

বাধা১—বিঃ বিঘ্ন; নিষেধ; ব্যাঘাত।

বাধা¹—(১) ক্রিঃ আটকানো (কাঁটায় বাধা); বাধা দেওয়া; ঘটা, উপস্থিত হওয়া (মুখে বাধা); প্রতিবন্ধক (সুঝেতে বাধা কোথায়?)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ আবদ্ধ। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ জড়িত করানো, আটকানো, শুরু করাইয়া দেওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

বাধা²—বিঃ একরকম চটি বা খড়ম।

বাধিত—বিণঃ ব্যাঘাতপ্রাপ্ত, ব্যাহত, পীড়িত; বশীভূত, কৃতজ্ঞ। [বাধ্+ত]।

বাধ্য—বিণঃ বশ্য, যাহার অন্যথা হইবার নহে, নিষেধ্য, বারণীয়। [বাধ্+য]। বিঃ -তা। বিঃ -বাধকতা—পরস্পর বশ্যতা, পারস্পরিক বাধ্যতা। বিণঃ -মূলক—অবশ্য কর্তব্য।

বান¹—বিঃ নদীর জলপ্লাবন, বন্যা, জলস্ফীতি।

বান²—বিঃ বনসমূহ; মাদুরী; তরুক্ষীর।

-বান্—প্রত্যয়বিশেষ অর্থযুক্ত, অন্বিত (ফলবান্, অর্থবান্)। (স্ত্রী): -বতী।

বানচাল—বিণঃ তলাফাসা, নষ্ট হওয়া, কার্যকর না হওয়া (আদেশ বানচাল হওয়া)।

বানপ্রস্থ—(১) বিঃ তৃতীয় আশ্রম; পঞ্চাশোর্ধে প্রৌঢ় হইলে বনগমন-পূর্বক ঈশ্বরচিন্তায় জীবনযাপন। (২) বিণঃ উক্ত আশ্রম-সংক্রান্ত।

বানর—বিঃ কপি, বাঁদর, শাখামৃগ। বিঃ (স্ত্রী): বানরী।

বানরেন্দ্র—(১) বিঃ সুগ্রীব; হনুমান। (২) বিণঃ বানরশ্রেষ্ঠ।

বানস্পত্য—বিঃ যে সকল বৃক্ষে পুষ্প না হইয়া ফল হয়; আম্রাদি প্রভৃতি।

বানান¹—বিঃ শব্দস্থিত বর্ণবিন্যাসের ক্রম।

বানান,² বানানো—(১) ক্রিঃ গঠন করা; প্রস্তুত করা; বর্ণনা করা; রচনা করা (গল্প বানানো) সদৃশে পরিণত করা, রাঁধিবার পূর্বে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা, রন্ধন করা (মাংস/রুটি বানানো। (২) বিঃ বিণঃ ঐ সকল অর্থে।

বানি, বাণি—বিঃ অলঙ্কারাদি তৈয়ারি করিবার মজুরি।

বানিয়া—বিঃ দোকানদার, ব্যবসায়ী।

বানুরে—বিণঃ বানরবৎ, বানরস্বভাব-সুলভ।

বান্ত¹—বিণঃ উদ্গীর্ণ; যাহা বমি করিয়া ফেলা হইয়াছে এমন।

বান্ত²—বিণঃ শেষে ব-বর্ণযুক্ত।

বান্তি—বিঃ বমন, উদ্গিরণ, বমি।

বান্দা—বিঃ গোলাম, দাস, কিঙ্কর; লোক (সে বান্দা পাও নি)। [ফা]। বিঃ (স্ত্রী): বান্দী, বাঁদী। বিণঃ নাছোড়বান্দা—যে কিছুতেই ছাড়েনা এমন।

বান্ধব—বিঃ বন্ধু, মিত্র; ভ্রাতা, জ্ঞাতি; স্বজন। [বন্ধু+অ]। বিঃ (স্ত্রী): বান্ধবী—স্ত্রী-বন্ধু, সখী।

বান্ধা—বাঁধা-র রূপভেদ।

বান্দুলি, বাঁদুলি—বিঃ এক প্রকার রক্ত-বর্ণ পুষ্প বা উহার গাছ।

বাপ¹—বিঃ বাবা, পিতা; পুত্রস্থানীয় ব্যক্তিকে স্নেহ সম্বোধন। বাপকা বেটা—বাপের অনুরূপ গুণসম্পন্ন পুত্র। বাপকেলে [illegible]

[illegible] তো বাপকা বেটা—সন্তান যত গুণে ক্ষমতা সম্পন্ন হউক না কেন, পিতার গুণ কিছু পরিমাণে সন্তানে বর্তাইবে। বিঃ -উদ্ধারণ, -বাপা—পিতার উল্লেখ করিয়া গালি দেওয়া (প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে 'বাপ' অর্থ অধিকতর ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি—পিতা নহে তোর বাপেও পারবে না)। অব্যঃ -ধন—পুত্রস্থানীয় ব্যক্তিকে স্নেহ-সম্বোধন।

বাপ২—বিঃ বপন, কাপড়-চোপড় বোনা ; রোপন, মুণ্ডন, ক্ষৌর। [বপ্+অ]।

বাপন—বিঃ অপরের দ্বারা রোপিত বা মুণ্ডিত হওয়া। [বপ্+ণিচ্+অন]। বিণঃ বিঃ বাপক—যে বপন, রোপন বা মুণ্ডন করে এমন। বিণঃ বাপিত—বপন রোপন বা মুণ্ডন করা হইয়াছে এমন।

বাপান্ত—বিঃ গালি দিতে দিতে অবশেষে বাপের উল্লেখ করিয়া গালি দেওয়া ('উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত'—রবীন্দ্র)।

বাপি১, বাপী—বিঃ দীঘি, বড় পুকুর।

বাপি২—বিঃ পিতাকে সন্তানের আদর-সূচক সম্বোধন।

বাপু১—বিঃ বাপ শব্দের স্নেহার্থক উচ্চারণ ('শুনি রাজা কহে, বাপু জান তো হে, করেছি বাগানখানা—রবীন্দ্র); স্নেহবশ্য কাহাকেও সম্বোধন

বাপু২—বিঃ মহাত্মা গান্ধী। বিঃ -জী—গান্ধীজী।

বাপ্, বাপস্—অব্যঃ ভয় বিস্ময় ইত্যাদি প্রকাশক।

বাফতা—বিঃ রেশম ও কার্পাস মিশাইয়া প্রস্তুত এক প্রকার বস্ত্র।

বাব—বিঃ এক-প্রকার কর, বাবদ, কারণ, দফা।

বাবত, বাবদ্—অব্যঃ হেতু, কারণ, বদলে।

বাবরি, বাবরী—বিঃ কাঁধ পর্যন্ত প্রলম্বিত কুঞ্চিত কেশদাম, বড় কোঁকড়া চুল।

বাবলা—বিঃ এক প্রকার কাঁটা-ওয়ালা গাছ (এই গাছের রস জমাইয়া গঁদ তৈয়ারি হয়)।

বাবা—বিঃ জনক, পিতা ; পুত্র-স্থানীয়কে সস্নেহ সম্ভাষণ ; সম্মানীয়কে সম্বোধন ; দেবতা বা সন্ন্যাসীকে সম্ভাষণ। বিঃ -জী—সাধু-সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব বৈরাগী, পুত্রস্থানীয়ের উপাধি। বিঃ -জীবন—পুত্রস্থানীয়কে (প্রধানতঃ জামাইকে) সম্বোধন।

বাবাঃ—অব্যঃ বিদ্রূপ, বিস্ময় বা ভয় প্রকাশক।

বাবু—(১) বিঃ বাবা, বৎস, বাছা ; স্বামী, মনিব ; হিন্দু পরিবারের কর্তা বা বয়স্ক পুরুষ ; হিন্দু ভদ্র-জনের নামের সহিত যুক্ত সম্মান-সূচক শব্দ ; কেরাণী। (২) বিণঃ ধনী, বিলাসী, আয়েসী। [ফা]। বিঃ -গিরি, -য়ানা, -য়ানি—বিলাসিতা, সৌখিনতা ; বড়মানুষী চাল। বিঃ -জী, -মশাই—ভদ্রলোককে সম্বোধনের শিষ্ট রীতি।

বাবুই—বিঃ চড়াইজাতীয় পাখি ; গৃহ-নির্মাণে দক্ষ ; এক প্রকার সরু লম্বা ঘাস (যাহা পাকাইয়া দড়ি তৈয়ারি হয়)। বিঃ -তুলসী—বনতুলসী।

বাবুর্চি, বাবুর্চী—বিঃ মুসলমান পাচক। [তুর্কী]। বিঃ -খানা—বাবুর্চি ব্যবহৃত রান্নাঘর ; সাহেব বা মুসলমানের রান্নাঘর।

বাম¹—(১) বিণঃ বাঁ, দক্ষিণেতর, বক্র, প্রতিকূল, বিমুখ (বিধিবাম); সুন্দর, শ্রেষ্ঠ। (২) বিঃ বাঁ-দিক, মহাদেব, কন্দর্প, মদন। [বা+ম]। বিঃ -দেব—শিব, দশরথ রাজার কুল-পুরোহিত।

বাম²—বাঁও দ্রষ্টব্য।

বামন¹—(১) বিঃ বিষ্ণু পঞ্চম অবতারে বামনরূপে দৈত্যরাজ বলিকে দমন (উদ্ধার) করেন; পণ্ডিত-বিশেষ; দক্ষিণদিকের হস্তী। (২) বিণঃ বেঁটে। [বম্+ণিচ্+অন]।

বামন²—বিঃ ব্রাহ্মণ; হিন্দু চতুর্বর্ণের শ্রেষ্ঠ বর্ণ; পুরোহিত; পাঠক। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বামনী। বিঃ বামনাই—ব্রাহ্মণ সুলভ আচরণ (বিদ্রূপে)। বিঃ -ঠাকুর—পুরোহিত; পাঠক।

বামা—(১) বিঃ নারী, সুন্দরী, লক্ষ্মী। (২) বিণঃ বিমুখী, প্রতিকূলা। বিঃ -স্বর—স্ত্রীলোকের গলার আওয়াজ।

বামাক্ষি—বিঃ সুন্দর চক্ষু, বামদিকের চোখ।

বামাচার—বিঃ বাম যে আচার; বেদ-বিরোধী তান্ত্রিক সাধনা। বিণঃ বামাচারী—বামাচার অনুষ্ঠান-কারী; তান্ত্রিক সাধন করে এমন।

বামাবর্ত—বিণঃ বাম দিকে আবর্তন যাহার, যাহা বাম দিকে ঘুরিতেছে।

বামাল—(১) বিঃ চোরাই মাল। (২) ক্রি-বিণঃ চোরাই মালের সহিত (বামাল ধরা পড়া)। [ফা]।

বামী—বিঃ (স্ত্রী), ঘোটকী, শৃগালী, হস্তিনী, গর্দভী। [বাম+ঈ]।

বামেতর—বিণঃ বাম হইতে অন্য অর্থাৎ দক্ষিণ বা ডাহিন।

বামোরু—বিঃ বাম (সুন্দর) হইয়াছে উরু যে স্ত্রীর, সুন্দর উরু-বিশিষ্টা রমণী।

বায়¹—বায়ু-র কোমলরূপ।

বায়²—বিঃ বপন, বস্ত্রাদি বয়ন।

বায়ক—বিণঃ বপনকারী।

বায়না¹—বিঃ কোন দ্রব্যের সমগ্র মূল্যের অংশ-বিশেষ দিয়া ক্রয়ের অঙ্গীকার; দাদন। বিঃ -পত্র—যে পত্রে বা দলিলে বিনিময়ের অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ করা হয়।

বায়না²—বিঃ (আলঙ্কারিক অর্থে) আবদার (বায়না ধরেছে), ছল, ওজর, ছুতা (এই অর্থে বাহানা শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়)।

বায়নাক্কা—বিঃ সবিস্তার বর্ণনা, খুঁটি-নাটি, টাল-বাহানা, তালিকা, ফর্দ।

বায়ব, বায়বীয়, বায়ব্য—বিণঃ বায়ু-সংক্রান্ত, বায়ুপথে গমনশীল (বায়বীয় পোত); বায়ুজাত; বায়ুর মত। [বায়ু+অ, ঈয়, য]।

বায়স—বিঃ কাক। [বয়্+অস+অ]। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বায়সী।

বায়সারাতি, বায়সারি—বিঃ কাক শত্রু যাহার, পেচক।

বায়স্কোপ—বিঃ সিনেমা, চলচ্চিত্র, ছায়াচিত্র।

বায়ু—বিঃ বাতাস, বাত, পবন; প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যান—এই পঞ্চবায়ু; দেহস্থ ধাতুবিশেষ; স্নায়ুবিক-বায়ু, বায়ুরোগ, বাতিক, বাই। [বা+উ]। বিঃ -কোণ—উত্তর-পশ্চিম কোণ। বিণঃ -গ্রস্ত—বায়ু রোগা-ক্রান্ত; উন্মাদ, (বিদ্রূপে) বাতিক-

ক্রন্ত, খেলা। বিণ -জীবী—বায়ু খাইয়া বাঁচে এমন, aerobic। বিঃ -নিষ্কাশন—বাতাস বাহির করিয়া দেওয়া। বিঃ -পরিবর্তন—স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য হাওয়া বদলানো। বিঃ -প্রবাহ—বায়ুর স্রোত। বিঃ -পুত্র—হনুমান ও ভীম। বিঃ -বর্ত্ম—বায়ু পথ, আকাশ। বিঃ -বাহ—বায়ু হইয়াছে বাহ (বাহন) যাহার ঃ ধূম ; বাষ্প। -ভক্ষ, -ভুক্—(১) বিণঃ বায়ুভক্ষণকারী। (২) বিঃ সর্প। বিঃ -সখ, -সখা—বায়ুর বন্ধু, অগ্নি। বিঃ -রোগ—উন্মাদ ব্যাধি। বিঃ -সেবন—বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ (শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা) ; পরিভ্রমণ। বিঃ -স্তর—বায়ুর থাক-বিন্যাস।

বায়েন—বিঃ বাজনদার, বাদক, ঢুলী।

বার১—বিঃ দিন (গুরুবার) ; সপ্তাহের দিনগুলি (সোমবার, শনিবার) ; দফা, খেপ (প্রতিবার) ; পালা, পর্যায় ; সমূহ, সাধারণ (বারনারী) ; বাধাদান (নিবার)। [বৃ+অ]। ক্রি-বিণঃ -বার, -বার—পুনঃপুনঃ। বিঃ -দিগর—পুনর্বার। বিঃ -ব্রত—বিভিন্ন ব্রত-অনুষ্ঠান।

বার২—বাহির-এর কথ্য উচ্চারণ।

বার৩—বিঃ অবসর ; বাসর ; দরবার ; সভা ; মজলিস ; রাজসভায় দর্শনদান।

বার৪, বারো—বিঃ বিণঃ ১২ সংখ্যা বা সংখ্যক, দ্বাদশ। বিঃ -ই—১২-র পূরণ ; মাসের ১২ সংখ্যক দিন। বিঃ বিণঃ -ইয়ারী, -ইয়ারি, -য়ারী—একত্রে কয়েকজনে মিলিয়া যাহা, অনেকে মিলিয়া সম্পাদিত। বিঃ -জন—জন সাধারণ। বিণঃ -দুয়ারী—বারখানি বা বহু দরজাযুক্ত। বিঃ -ভূঁইয়া, -ভূঞা, -ভুঁইয়া দ্রষ্টব্য। বিঃ -ভূত—একাধিক অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। অব্যঃ -মাস—এক বৎসর, সর্বদা। বিণঃ -মেসে—বৎসরের সকল সময় উৎপন্ন হয় বা পাওয়া যায় এমন। বার মাসে তের পার্বণ—সংখ্যাতীত ব্রতানুষ্ঠান। বিঃ -মাস্যা, -মাসি—(প্রাচীন কাব্যে) এক বৎসরের দুঃখ বেদনা বা আনন্দের ধারাবাহিক বর্ণনা (ফুল্লরার বারমাস্যা)।

বার৫—বিঃ উকিল সমাজ ; কোন আদালতের উকিলগণ (বার-লাইব্রেরী)।

বার৬—বিঃ ভার। [ফা]। বিঃ -বরদার—ভারবাহক, মুটে, মুটিয়া। বিঃ -বরদারি—মুটেগিরি ; মুটে-খরচ ; সরকারী কর্মচারীদের রাহা-খরচ।

বারকোশ—বিঃ (কাঠের তৈরী) বড় থালা।

বারণ১—বিঃ নিষেধ। [বৃ+ণিচ্+অন]। বিণঃ বারক—নিষেধক, প্রতিবন্ধক। বিণঃ বারণীয়—নিষেধযোগ্য।

বারণ২—বিঃ হস্তী ; বর্ম, সাঁজোয়া।

বারদরিয়া—বিঃ বহিঃসমুদ্র, সমুদ্রের তীর হইতে দূরবর্তী অংশ।

বারনারী, বারবধূ, বারবনিতা, বারবিলাসিনী, বারযোষিৎ, বারস্ত্রী, বারাঙ্গনা—বিঃ গণিকা, বেশ্যা, রূপোপজীবিনী।

বারফট্টাই—বিঃ বৃথা বাগাড়ম্বর বা বড়াই ; বাহ্বাস্ফোট।

বারবেলা—বিঃ দিনের যে অংশে শুভ-কার্য করা শাস্ত্রানুসারে নিষেধ।

বারমুখো—বিণঃ বহির্মুখী; গৃহের বাহিরে রাত্রিযাপনে আগ্রহী এমন।

বারদুয়ার—বিঃ প্রধান কেল্লা।

বারয়িতা—বিণঃ নিষেধকারী। [বৃ+ণিচ্+তৃ]। বিণঃ (স্ত্রী): বারয়িত্রী।

বারশিঙ্গা—বিঃ এক প্রকার বিচিত্র শৃঙ্গযুক্ত হরিণ।

বারা—ক্রিঃ নিবারণ করা, বাধা দেওয়া, বারণ করা, আটকানো, এড়ানো।

বারাণসী—বিঃ কাশীতীর্থের অপর নাম।

বারাণসের—বিণঃ কাশীতে উৎপন্ন। বিণঃ (স্ত্রী): বারাণসেরী।

বারাণ্ডা, বারান্দা—বিঃ দাওয়া, পিঁড়ে ঘরের সামনের (ছাদযুক্ত বা ছাদ-হীন) মেঝের বর্ধিতাংশ।

বারান্তর—বিঃ সময়ান্তর, অন্য সময় বা বার। ক্রি-বিণঃ বারান্তরে।

বারি১—বিঃ জল। [বৃ+ণিচ্+ই]। বিঃ -দ, -বাহ, -বাহক, -বাহন—মেঘ। বিঃ -ধর, -ধি, -নিধি—সমুদ্র। বিঃ -প্রবাহ—জলের তোড় বা স্রোত। বিঃ -ধার, -ধারা—জলের ধারা, বৃষ্টিপাত।

বারি২—বারী-র বানানভেদ।

বারিক—বিঃ ইংরাজী barrack-এর বিকৃত উচ্চারণ।

বারিত—বিণঃ নিবারিত, নিষিদ্ধ। [বৃ+ণিচ্+ত]।

বারী—বিঃ হাতী বাঁধিবার মোটা দড়ি, কাছি বা জায়গা; কলসী, জল রাখার পাত্র। [বৃ+ণিচ্+ই+ঈ]।

বারীন্দ্র, বারীশ—বিঃ সমুদ্র; সমুদ্রের বা জলের দেবতা, বরুণ।

বারুই, বারই—বিঃ পানের চাষ ও ব্যবসায় ব্যাপৃতদের জাতিগত পেশা।

বারুজীবী—বিঃ বারুই।

বারুণ—(১) বিণঃ বরুণ-সংক্রান্ত। (২) বিঃ জল; জলাশয়ে অবগাহনে বা স্নান। বিঃ (স্ত্রী): বারুণী—বরুণের স্ত্রী, বরুণের কন্যা, বরুণের পূজা বা গঙ্গাপূজা-সংক্রান্ত উৎসব; মদ্যবিশেষ; পশ্চিম দিক্; শতভিষা নক্ষত্র; ঐ নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণা চতুর্দশী।

বারুদ—বিঃ সোরা গন্ধক ইত্যাদির মিশ্রণে প্রস্তুত বিস্ফোরক দ্রব্য। বিঃ -খানা—যে ঘরে বারুদ রাখা হয়।

বারেক—ক্রি-বিণঃ (কবিতায়) একবার, একবার মাত্র ('বারেক দাঁড়াও তোমায় দেখি')।

বারেন্দ্র—বিঃ বরেন্দ্রভূমি বা উত্তরবঙ্গ-সম্বন্ধীয়: সেখানকার অধিবাসী।

বারো—বার৩-এর বানানভেদ।

বারোয়াঁ, বারোঁয়া, বারোয়ারি১—বিঃ এক রকম রাগিণী (সঙ্গীত)।

বারোয়ারি২, বারোয়ারী—বিঃ বহু লোকের মিলিত চেষ্টায় অনুষ্ঠিত পূজা উৎসব ইত্যাদি। (২) বিণঃ বহুলোকের দ্বারা সম্পন্ন বা কৃত (বারোয়ারী মণ্ডপ)।

বার্ণিক—(১) বিঃ চিত্রকর, লেখক। (২) বিণঃ বর্ণ-সংক্রান্ত। [বর্ণ+ইক]।

বার্ণিশ—বার্নিশ দ্রষ্টব্য।

বার্তা১—বিঃ খবর, সংবাদ। বিঃ বিণঃ -জীবী—খবরের কাগজের কর্মচারী যে সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করে। বিঃ -বহ—সংবাদবাহক, দূত।

বার্তা২—বিঃ বৃত্তি, জীবিকা, পেশা।

বার্তাক, বার্তাকী—বিঃ বেগুন।

বার্তিক১—বিঃ টীকাগ্রন্থ, ব্যাখ্যা পুস্তক।

বার্তিক২—বিঃ দূত, চর।

**বার্ধক্য**—বিঃ বৃদ্ধের অবস্থা, বুড়া বয়স, জরা।

**বার্নার**—বিঃ গ্যাসের আলো ইত্যাদির যন্ত্রে, burner।

**বার্নিশ, বার্ণিশ**—বিঃ চকচকে করিবার জন্য প্রলেপ, varnish।

**বার্য**১—বিণঃ বাধা দেওয়ার যোগ্য, নিবারণযোগ্য। [বৃ+ণিচ্+য]। বিণঃ -মাণ—বারণ করা হইতেছে এমন।

**বার্য**২—বিণঃ বারি বা জল-সংক্রান্ত।

**বার্লি**—বিঃ যব, যবচূর্ণ ; burley।

**বার্ষিক**১—বিণঃ বর্ষ-সংক্রান্ত, সাংবৎসরিক, বৎসরে একবার ঘটে বা দিতে হয় এমন (বার্ষিক পূজা, চাঁদা)। [বর্ষ+ইক]। **বার্ষিকী**—(১) বিঃ বৎসরান্তে অনুষ্ঠিত কাজকর্ম, পূজা উৎসবাদি। (২) বিণঃ বৎসরে বৎসরে জন্মে, ঘটে, দিতে হয় বা প্রকাশিত হয় এমন (ফসল, পূজা, চাঁদা বা পত্রিকা)।

**বার্ষিক**২—বিণঃ বর্ষাকাল-সংক্রান্ত বা বর্ষাকালীন। [বর্ষা+ইক]।

**বার্হস্পত্য**—(১) বিণঃ বৃহস্পতি-সংক্রান্ত। (২) বিঃ বৃহস্পতি-প্রণীত শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, চার্বাক।

**বাল**১—বিঃ শিশু, বালক। [বল্+অ]। (স্ত্রী)ঃ বালা। বিঃ -ক্রীড়া—ছেলে খেলা, শিশুদের খেলা। বিঃ -খিল্য—অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ খর্বাকৃতি ঋষিবিশেষ (সংখ্যায় ষাট হাজার)। বিঃ -গর্ভিণী—প্রথম গর্ভধারিণী। বিঃ -গোপাল—শিশু শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ -চর্যা—শিশুপালন। বিঃ -চাপল্য—বালক বা শিশু সুলভ চঞ্চলতা। বিঃ -বাচ্চা—ছোট ছেলেমেয়ে। বিঃ -বিধবা—বালিকা বয়সে বিধবা হইয়াছে এমন মেয়ে। বিঃ -বৈধব্য—উক্ত অবস্থা। বিঃ -ভোগ—বালগোপালের প্রাতঃকালীন ভোগ। বিঃ -রোগ—শিশুদের রোগ। বিঃ -শশী—শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ। বিণঃ -সুলভ—বালকের বা শিশুর উপযুক্ত। বিঃ -সূর্য—সকালবেলার সূর্য, নবোদিত সূর্য।

**বাল**২—বিঃ চুল, কেশ। [হি]।

**বালক**—বিঃ পুরুষ শিশু ; অল্প বয়স্ক (পনের ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত) পুরুষ ; অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ; অর্বাচীন। [বাল+(স্বার্থে)ক]। বিঃ -ত্ব, -তা—বালকের আচরণ, বালকভাব। বিণঃ -সুলভ—বালকের মত। বিণঃ বালকোচিত—বা ল কে র প ক্ষে স্বাভাবিক এমন। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বালিকা।

**বালখিল্য**—বাল১ দ্রষ্টব্য।

**বালতি**—বিঃ উপরে হাতল আছে এমন টবের মত জলপাত্র।

**বালদো**—বিঃ তাল নারিকেল সুপারি প্রভৃতি গাছের ডালসহ পাতা ; বাইল, বাগুলো।

**বালা**১—বিঃ বালিকা ; তরুণী ; যুবতী ; কন্যা। [বাল+আ]।

**বালা**২—বিঃ বলয়, হাতের চুড়িজাতীয় গহনা।

**বালাই**—(১) বিঃ বিঘ্ন, অমঙ্গল, আপদ, উৎপাত। (২) অব্যঃ অশুভ খণ্ডনসূচক উক্তি।

**বালাখানা**—বিঃ উপরতলার ঘর, দ্বিতল বা তদূর্ধ্ব পাকাবাড়ী। [ফা]।

**বালাচি, বালামচি**—বিঃ ঘোড়ার লেজ বা কাঁধের চুল।

**বালাপোশ**—বিঃ তুলাভরা গায়ের চাদরবিশেষ। [ফা]।

**বালাম**—বিঃ পূর্ববঙ্গের ভারবাহী বৃহৎ নৌকাবিশেষ; পূর্ববঙ্গের বিশেষত বাখরগঞ্জ অঞ্চলে উৎপন্ন মিহি ধানের চাউল।

**বালার্ক**—বিঃ নবোদিত সূর্য।

**বালি১**—বিঃ বালুকা, গুঁড়া পাথর।

**বালি২**—বিঃ বিণঃ (ব্রজ) বালিকা, তরুণী; রামায়ণে বর্ণিত বানররাজ (বালী-র বানানভেদ)।

**বালিকা**—বিঃ অল্পবয়সী মেয়ে।

**বালিয়াড়ি**—বিঃ বালির ঢিপিময় বিস্তৃত সমুদ্র বা নদীতীর।

**বালিশ**—বিঃ তুলাভরা একটু উঁচু জিনিস শয়নকালে মাথা বা পা রাখার জন্য যাহা ব্যবহৃত হয়, উপাধান।

**বালু**—বিঃ বালি। বিঃ -চর—বালির পলি পড়িয়া উৎপন্ন চর। বিণঃ -চরী—বালুচর-সম্বন্ধীয়; মুর্শিদাবাদের প্রাচীন রেশম শিল্প কেন্দ্র (বালুচরী শাড়ি)।

**বালুকা**—বিঃ বালি। বিণঃ বালুকাময়—বালিতে পূর্ণ।

**বালেন্দু**—বিঃ অমাবস্যার পর প্রতিপদ বা দ্বিতীয়ার দৃশ্যমান বাঁকা চাঁদ।

**বাল্মীকি, বাল্মিকি, বাল্মীক, বাল্মিক**—বিঃ রামায়ণকার, ভারতের আদি কবি, মহাতপা ঋষি।

**বাল্য**—বিঃ বালক অবস্থা, শৈশব, ছেলেবেলা। বিঃ -কাল—বালক বয়স, ছেলেবেলা। বিঃ -প্রণয়, -প্রেম—ছোটবেলার ভালবাসা। বিঃ -বন্ধু, -সখা, -সুহৃৎ—ছেলেবেলার বন্ধু। বিঃ -বিবাহ—বাল্যকালে বিবাহ। বিঃ -সঙ্গী, -সহচর—ছেলেবেলার সাথী।

**বাশ, বাস**—বিঃ ছুতারের কাঠ কাটিবার বা চাঁচিবার অস্ত্রবিশেষ।

**বাশিষ্ঠ, বাশিষ্ট**—(১) বিণঃ বশিষ্ঠ-সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ বশিষ্ঠপ্রণীত যোগশাস্ত্র।

**বাশুলী**—বিঃ দুর্গাদেবীর মূর্তিবিশেষ, বিশালাক্ষী; কবি চণ্ডীদাসের আরাধ্যা দেবী ('বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে')।

**বাষট্টি**—বিঃ বিণঃ ৬২ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**বাষ্প, বাস্প**—বিঃ উত্তপ্ত তরল পদার্থ হইতে বায়বীয় বস্তু, ভাপ; অশ্রু; বিন্দুমাত্র বা আভাসমাত্র (বাষ্প বিসর্গ জানা)। বিঃ -পোত—বাষ্প চালিত জাহাজ, স্টীমার, steamer। বিঃ -বারি—চোখের জল, অশ্রু। বিঃ -যান, -শকট, -রথ—বাষ্পের দ্বারা চালিত যানবাহন, রেলগাড়ী। বিঃ -স্নান—সর্বাঙ্গে ভাপ লওয়া। বিণঃ বাষ্পাকুল—অশ্রুপূর্ণ। বিণঃ বাষ্পীয়—বাষ্প-সংক্রান্ত, বাষ্প দ্বারা চালিত।

**বাস১**—বিঃ কাপড়, বস্ত্র, পরিধেয়, বাড়ী, থাকার জায়গা; থাকা বা অবস্থান।

**বাস২**—বিঃ সুগন্ধ, গন্ধ (সু-বাস)।

**বাস৩**—বিঃ যাত্রীবহন উপযোগী বড় মোটরগাড়ী, bus।

**বাসক১**—(১) বিঃ এক রকম ছোট গাছ (ঔষধে লাগে)। (২) বিণঃ সুগন্ধ করে এমন।

**বাসক২**—বিঃ শয়ন-গৃহ। [বাস+ক (স্বার্থে)]। বিঃ -সজ্জা—নায়কের অপেক্ষায় সুসজ্জিত বাসর ঘর।

**বাসন১**—বিঃ রন্ধন ভোজন ইত্যাদির জন্য পাত্র; তৈজসপত্র। বিঃ -কোসন—তৈজসপত্র, থালা ঘটি বাটি ইত্যাদি।

**বাসন**[৩]—বিঃ গন্ধযুক্তকরণ, সুবাসিত-করণ। [বাস+অন]।

**বাসন**[৪]—বিঃ বাসের বা থাকার ব্যবস্থা-করণ (পুনর্বাসন)।

**বাসনা**[১]—বিঃ ইচ্ছা, কামনা, অভিলাষ। বিণঃ **-তুর**—কামনায় অধীর।

**বাসনা**[২]—বিঃ কলাগাছের শুকনা ছাল ও পাতা।

**বাসন্ত, বাসন্তিক**—বিণঃ বসন্তকালের, বসন্তকাল-সংক্রান্ত।

**বাসন্তিকা**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ; বসন্ত ঋতু।

**বাসন্তী**—(১) বিঃ দুর্গা ; হলুদ বা কমলা রঙ। (২) বিণঃ বসন্তকালীন বা বসন্তকাল-সংক্রান্ত ; হলুদ বা কমলা রঙের। বিঃ **-পূজা**—বসন্ত-কালের দুর্গাপূজা (দেবীর কাল বোধন)।

**বাসব**—বিঃ দেবরাজ ইন্দ্র। [বসু+অ]।

**বাসর**[১]—বিঃ দিবস (গ্রাম্য-বাসর); বার (মন্দবাসর-শনিবার)। বিণঃ **বাসরীয়**—দিবসের (রবিবাসরীয়)।

**বাসর**[২]—বিঃ বিবাহের পর বর ও বধূর রাত্রিযাপনের কক্ষ বা শয্যা। বিঃ **-ঘর**—ঐ কক্ষ। বিঃ **-জাগানি**—বাসরে বর বধূ লইয়া রাত্রি জাগরণের জন্য বর-পক্ষের নিকট হইতে কন্যা-পক্ষের প্রাপ্য অর্থাদি।

**বাসা**[১]—বিঃ বাসক গাছ।

**বাসা**[২]—বিঃ পশুপক্ষী-কীট-পতঙ্গ-জন্তু-জানোয়ারের বাসস্থান ; ভাড়াটিয়া বাড়ী, অস্থায়ী বাসস্থান।

**বাসা**[৩]—ক্রিঃ ভালোভাব পোষণ করা, মনে করা, অনুভব করা।

**বাসি**—বাসী-র বানানভেদ।

**বাসিত**—বিণঃ গন্ধযুক্ত।

**বাসিন্দা**—বিণঃ বাস করে এমন, অধি-বাসী। [ফা]।

**বাসী**—বিঃ আগের দিনের, টাটকা নহে এমন (বাসী ফুল); সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া ধোয়া হয় নাই এমন (বাসী মুখ বা কাপড়); পুরাতন, নূতন নহে এমন (বাসী খবর); কাচানো, ধৌত (বাসী কবা কাপড়)।

**-বাসী**—বিণঃ বাস করে বা অধিবাসী অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয় (বঙ্গবাসী)। [বস্+ইন্]। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-বাসিনী**।

**বাসুকি, বাসুকেয়**—বিঃ সর্পরাজ, অনন্ত।

**বাসুদেব**—বিঃ বসুদেবের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণ।

**বাস্**—অব্যঃ থাম, আর নয় ইত্যাদি ভাবপ্রকাশক।

**বাস্তব**—বিণঃ প্রকৃত, আসল, যথার্থ সত্য, বস্তুগত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কল্পিত বা মানসিক নহে এমন। বিঃ **-তা**। বিঃ **-বাদ**—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতই এক-মাত্র সত্য, এই বিশ্বাস বা মত, realism। বিণঃ বিঃ **-বাদী**—বাস্তব-বাদ মানে এমন।

**বাস্তবিক**—(১) বিণঃ প্রকৃত, যথার্থ, নিশ্চিত। (২) ক্রি-বিণঃ প্রকৃতপক্ষে, বস্তুতঃ। [বস্তু+ইক]। বিঃ **-তা**।

**বাস্তব্য**—বিঃ বাস করার বা করানোর উপযুক্ত। [বস্+ণিচ্+তব্য]।

**বাস্তু**—বিঃ পৈতৃক বাসস্থান, বসতবাটী। বিঃ **-কর্ম**—গৃহাদি নির্মাণ। বিঃ **-কার**—গৃহ পথ ঘাট ইত্যাদি নির্মাণ-কারী, civil engineer। বিঃ **-ঘুঘু**—বহুকাল যাবৎ গৃহে বাস করে এমন অসৎ বা দুষ্ট প্রকৃতির লোক যাহাকে তাড়ানো কঠিন। বিঃ **-দেবতা, -পুরুষ**—

—পুরুষানুক্রমে পূজিত গৃহদেবতা। বিঃ -ভিটা—পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত বাসের ভূমিখণ্ড ও গৃহ। বিঃ -সাপ—বহুকাল ধরিয়া বাস্তুতে বাস করিতেছে এমন সাপ।

বাস্তুক—বিঃ বেতুয়া শাক।

-বাহ—বিণঃ যে বহন করে (জলবাহ)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বাহা।

বাহক—(১) বিণঃ বহনকারী। (২) বিঃ সারথি, চালক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বাহিকা।

বাহন—বিঃ যাহাতে চড়িয়া যাওয়া যায়; যাহাতে করিয়া বহন করা যায় (যান-বাহন); মাধ্যম (শিক্ষার বাহন); (বিদ্রূপে) অনুচর।

বাহবা, বাহা১—বাঃ-এর রূপভেদ।

বাহা২, বাওয়া—(১) ক্রিঃ চালিত করা, চালানো (তরণী বাওয়া); অতিক্রম করা (পথ বাহিয়া যাওয়া, সিঁড়ি বাহিয়া উঠা)। (২) বিঃ উক্ত উভয় অর্থে।

বাহাত্তর—বিঃ বিণঃ ৭২ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণঃ বাহাত্তুরে—যাহার বয়স বাহাত্তর হইয়াছে; বৃদ্ধ, অকর্মণ্য ও মতিচ্ছন্ন।

বাহাদুর—(১) বিণঃ শক্তিমান ও সাহসী, কৃতী (বাহাদুর ছেলে)। (২) বিঃ সম্মানসূচক পদবী বা সরকারী খেতাব (রায়বাহাদুর)। [ফা]। বিঃ বাহাদুরি—কৃতিত্ব; শক্তি ও সাহস সম্বন্ধে গর্ব বা আস্ফালন (বাহাদুরি দেখানো)।

বাহানা—বিঃ ওজর, আবদার, বায়না। টালবাহানা—গড়িমসি, বিলম্ব করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ওজর-আপত্তি।

বাহান্ন—বিঃ বিণঃ ৫২ সংখ্যা বা সংখ্যক।

বাহার—বিঃ শোভা, সৌন্দর্য; সঙ্গীতের রাগরাগিণীবিশেষ। [ফা]।

বাহাল—বহাল-এর রূপভেদ।

বাহিত—বিণঃ বহন করা বা চালানো হইয়াছে এমন, অতিবাহিত, অতিক্রান্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বাহিতা।

বাহিনী—বিঃ সৈন্যদল, দল, বাহিয়া চলে যে (নদী), প্রবাহিণী।

-বাহিনী—-বাহী দ্রষ্টব্য।

বাহির—(১) বিঃ বহির্ভাগ, ভিতরের বিপরীত দিক; গৃহের সদর বা বাইরের অংশ; গৃহ হইতে অন্যত্র; বিদেশ, প্রবাস; বহির্ভূত স্থান বা বা বিষয় (অধিকারের বাহিরে)। (২) বিণঃ বহিষ্কৃত (বাহির করিয়া দেওয়া), নিষ্ক্রান্ত (বাহির হওয়া); প্রকাশিত (ফল বাহির হওয়া); আবিষ্কৃত, উদ্ভাবিত (দোষ বা ঔষধ বাহির হওয়া); ক্ষরিতেছে এমন (রক্ত বাহির হওয়া); আয়ত্তের বহির্ভূত (শাসনের বাহির); দমন করা বা শাসন করা হইয়াছে এমন (পাজলামি বাহির করা), প্রকাশ্য স্থান দিয়া গিয়াছে এমন (মিছিল বাহির হওয়া)। বিঃ বাহিরে—বহির্ভাগ, অন্যস্থান; অতিরিক্ত।

বাহিরান, বাহিরানো—(১) ক্রিঃ (কবিতায়) বহির্গত হওয়া, বাহিরে আসা। (২) বিঃ বিণঃ ঐ অর্থে। ক্রিঃ বাহিরিল—(কবিতায়) বহির্গত হইল। বাহিরায়—বহির্গত হয়।

-বাহী—বিণঃ 'যে বা যাহা বহন করে বা বহিয়া যায়' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয় (ভার-বাহী, দক্ষিণ-বাহী)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বাহিনী—(উত্তর বাহিনী গঙ্গা)।

-বাহী—-বাহ দ্রষ্টব্য।

বাহু—বিঃ কাঁধ হইতে হাতের আঙুল পর্যন্ত দেহের অংশ ; (জ্যামিতিতে) ক্ষেত্রের পার্শ্বরেখা (ত্রিভুজ-ত্রিবাহু)। বিঃ -ত্র, ত্রাণ—যোদ্ধার হাতের বর্মবিশেষ। বিঃ -বল—হাতের বা গায়ের জোর। বিঃ -মূল—কাঁধ ও বাহুর সংযোগস্থল, বগল। বিঃ -যুদ্ধ—হাতাহাতি, মল্লযুদ্ধ, কুস্তি।

বাহুড়ান, বাহুড়ানো—(১) ক্রিঃ ফিরানো ; নিবৃত্ত করা। (২) বিঃ উক্ত অর্থে।

বাহুল্য—বিঃ আধিক্য, আতিশয্য, বহুলতা, অনাবশ্যকতা।

বাহ্য¹—বিণঃ বহন করার যোগ্য।

বাহ্য²—বিণঃ বাহিরে অবস্থিত বা প্রকাশিত ; দৃশ্যমান (বাহ্য জগৎ) ; বাহিরের কিন্তু আসল বা অন্তরের রূপ নহে (এহ বাহ্য)। বিঃ -জগৎ—বস্তু বা জড় জগৎ। বিঃ -জ্ঞান—বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে চেতনা ; ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অর্জিত জ্ঞান ; বোধশক্তি ; চেতনা। বিঃ -দৃষ্টি—আপাত দৃষ্টি, বাইরে বাইরে দেখা। বিণঃ -মান—বাহির হইতেছে এমন।

বাহ্যিক—বিণঃ বাহিরের, আন্তরিক নহে এমন।

বাহ্যে—বিঃ মল, বিষ্ঠা, মলত্যাগ (বাহ্যে করা), পায়খানার বেগ (বাহ্যে পাওয়া)।

বাহ্যেন্দ্রিয়—বিঃ বহির্জগৎ সম্পর্কে জানা যায় যে ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা ; পঞ্চেন্দ্রিয় (চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্)।

বাহ্বাস্ফোট—বিঃ বাহুকৃত চপেটাঘাত, তাল ঠোকা, মালসাট।

বি-—অব্যঃ অভাব বৈপরীত্য বিকার আধিক্য ইত্যাদিসূচক উপসর্গ।

বিউগল—বিঃ শিঙাজাতীয় ইউরোপীয় বাঁশীবিশেষ যাহা সামরিক সঙ্কেত ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়।

বিউনি, বিউনী—বিঃ বেণী, বিনুনী।

বিউলি, বিউলী—বিঃ খোসা ছাড়ানো মাষকলাই।

বি-এ, বি-এস্-সি—বিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি, যথাক্রমে কলা ও বিজ্ঞানের, B.A., B.Sc.।

বি-এল্—বিঃ আইনের স্নাতক উপাধি।

বিওন, বিওনো—বিয়ান-এর কথ্যরূপ।

বিংশ—বিণঃ বিশ বা কুড়ি সংখ্যার পূরক। বিঃ বিণঃ -তি—কুড়ি, বিশ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণঃ -তিতম—কুড়ি সংখ্যার পূরক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -তিতমী।

বিঁড়া, বিঁড়ে—বিড়া-র রূপভেদ।

বিঁধ—বিঃ ছিদ্র, ফোঁড়। বিঃ -ন, -নো—ছিদ্রকরণ, ফুটাকরণ।

বিঁধা, বিঁধান, বিঁধানো—বেঁধা দ্রষ্টব্য।

বিকচ¹—বিণঃ বিকসিত, প্রস্ফুটিত।

বিকচ²—বিণঃ কেশ নাই এমন, কেশহীন।

বিকচ্ছ—বিণ কাছা খুলিয়া পড়িয়াছে এমন, মুক্তকচ্ছ।

বিকট—বিণঃ উৎকট, প্রচণ্ড, ভয়ঙ্কর, ভীষণ। বিকটাকার, বিকটাকৃতি—(১) বিঃ ভীষণ মূর্তি। (২) বিণঃ ভয়ঙ্কর মূর্তিবিশিষ্ট।

বিকন, বিকনো—বিকান-র রূপভেদ।

বিকম্পিত—বিণঃ অতিশয় কম্পিত।

বিকর্ণ—(১) বিঃ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র বা দুর্যোধনের ভ্রাতা। (২) বিণঃ কান কাটা এমন, কর্ণহীন।

**বিকর্তন**—(১) বিঃ সূর্য। (২) বিণঃ কর্তন বা ছেদনকারী, বিনাশক।

**বিকর্ষণ**—বিঃ আকর্ষণের বিপরীত বা উল্টা টান, বিপরীত আকর্ষণ, ঠেলিয়া দেওন।

**বিকল**—বিণঃ বিগড়াইয়া গিয়াছে বা অচল হইয়া পড়িয়াছে এমন ; অক্ষম, অসমর্থ ; বিহ্বল ; অংশহীন, কলাহীন। বিঃ -তা, বৈকল্য। বিণঃ বিকলাঙ্গ, বিকলেন্দ্রিয়—অঙ্গহীন ; দেহের কোনও অংশ নাই বা বিকল হইয়াছে এমন।

**বিকলা**—বিঃ কলার ষাট ভাগের এক ভাগ (কলা-বিকলা) ; মিনিটের ষাট ভাগের এক ভাগ, second।

**বিকলি**—বিঃ বিহ্বলতা, মত্ততা।

**বিকল্প**—বিঃ বদলে ব্যবহৃত, পরিবর্ত বিষয় বা বস্তু ; alternative ; বিপরীত কল্পনা ; ইচ্ছানুযায়ী কল্পনা ; যাহা বাস্তবে নাই ; সংশয় (সঙ্কল্প-এর বিপরীত) ; বিধি নিয়ম বা শব্দাদির একাধিক রূপ, বিভাষা ('কেশর' বিকল্পে 'কেসর')। বিণঃ বিকল্পিত—বিকল্পযুক্ত ; বিপরীত-রূপে কল্পিত ; সংশয়যুক্ত।

**বিকশিত, বিকসিত**—বিণঃ প্রস্ফুটিত ; বিকাশপ্রাপ্ত ; পরিণত।

**বিকান, বিকানো**—(১) ক্রিঃ বিক্রীত হওয়া ; উৎসর্গ করা (সর্বস্ব বিকানো) ; মর্যাদা বা সমাদর পাওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**বিকার**—বিঃ প্রকৃত অবস্থার অভাব বা অন্যথা ; অস্বাভাবিক ভাব বা আচরণ ; বিকৃতি (মনের বিকার) ; রোগের ঘোরে প্রলাপ ; রূপান্তর (রোগের বিকার যন্ত্রণা)। [বি+কৃ+অ]। বিণঃ বিকারী—বিকারযুক্ত। বিণঃ বিকার্য—বিকারযোগ্য, পরিবর্তনীয়।

**বিকাল, (কথ্য) বিকেল**—বিঃ দুপুর ও সন্ধ্যার মধ্যবর্তী সময়, অপরাহ্ন।

**বিকাশ, বিকাস**—বিঃ প্রকাশ ; প্রস্ফুটিত অবস্থা ; পরিণতি লাভ ; প্রসার, শ্রীবৃদ্ধি ; উন্মেষ। বিঃ -ন—প্রকাশিতকরণ ; বিকাশকরণ। বিণঃ বিকাশিত, বিকাসিত—প্রকাশিত। বিণঃ বিকাশোন্মুখ—বিকাশলাভ করিতেছে এমন।

**বিকি**—বিঃ বিক্রয়। বিঃ -কিনি—বেচা-কেনা, ক্রয়-বিক্রয়।

**বিকিরণ**—বিঃ বিক্ষেপ বা বিস্তারকরণ, ছড়ানো। [বি+কৄ+অন]। বিণঃ বিকীর্ণ—ছড়াইয়া পড়িয়াছে এমন। বিণঃ বিকীর্যমাণ—চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে এমন।

**বিকূল**—বিঃ ব্যাকুলতা।

**বিকূলি**—বিঃ (কাব্যে) ব্যাকুলতা প্রকাশ।

**বিকুঞ্চন**—(১) বিঃ সঙ্কোচ ; মুদ্রণ। (২) বিণঃ সঙ্কুচিত ; মুদ্রিত।

**বিকৃত**—বিণঃ যাহার স্বাভাবিক রূপ বা অবস্থা বা ভাব নষ্ট হইয়াছে এমন, বিকারপ্রাপ্ত বা বিকারগ্রস্ত ; দোষ-যুক্ত ; অসুস্থ। [বি+কৃ+ত]। -কণ্ঠ, -স্বর—(১) বিঃ গলায় বিকৃত আওয়াজ। (২) বিণঃ যাহার কণ্ঠ-স্বর বিকৃত হইয়াছে এমন। -মস্তিষ্ক—(১) বিণঃ পাগল, উন্মাদ। (২) বিঃ বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্ক। -রুচি—(১) বিঃ কুরুচি, অস্বাভাবিক রুচি। (২) বিণঃ যাহার স্বাভাবিক সুরুচি নষ্ট হইয়াছে এমন।

বিকৃতি—বিঃ বিকার, বিকৃত বা অস্বাভাবিক অবস্থা বা ভাব। [বি+কৃ+তি]।

বিকৃষ্ট—বিণঃ বিপরীত দিকে আকৃষ্ট; উদ্ধৃত। [বি+কৃষ্+ত]।

বিকেন্দ্রণ, বিকেন্দ্রীকরণ—বিঃ কেন্দ্রের প্রাধান্য হ্রাসকরণ, কেন্দ্র হইতে দূরে অপসারণ, decentralisation।

বিক্রম—বিঃ শক্তি ও সাহস, তেজ, পরাক্রম, বীরত্ব। [বি+ক্রম্+অ]। বিণঃ -শালী, বিক্রমী, বিক্রান্ত—শক্তিশালী, পরাক্রান্ত।

বিক্রমাদিত্য—বিঃ উজ্জয়িনীর বিখ্যাত রাজা (মহাকবি কালিদাস যাঁহার সভাকবি ছিলেন); প্রাচীন ভারতের একাধিক রাজার উপাধি।

বিক্রয়—বিঃ মূল্যের বিনিময়ে স্বত্বত্যাগ, বেচা, বিক্রি। বিণঃ বিক্রয়িক, বিক্রয়ী, বিক্রেতা—যে বেচে বা বেচিয়াছে, এমন, বিক্রয়কারী। (স্ত্রী)ঃ বিক্রয়িকা, বিক্রয়িণী, বিক্রেত্রী। বিণঃ বিক্রীত—বেচা হইয়াছে এমন। (স্ত্রী)ঃ বিক্রীতা। বিণঃ বিক্রেয়—বেচা হইবে বা হইতে পারে এমন, বিক্রয়যোগ্য।

বিক্রিয়া—বিঃ বিকার, বিকৃতি; প্রতিক্রিয়া।

বিক্রীড়িত—বিঃ নানারূপ খেলা।

বিক্ষত—বিণঃ আঘাতের ফলে একাধিক ক্ষত হইয়াছে এমন।

বিক্ষিপ্ত—বিণঃ এদিক-ওদিক ছড়ানো, ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত; অস্থির, বিচলিত, অব্যবস্থিত।

বিক্ষুব্ধ—বিণঃ আলোড়িত, অত্যন্ত বিভ্রান্ত; অসন্তোষ বা ক্ষোভের ফলে অশান্ত; অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।

বিক্ষেপ—বিঃ অস্থিরতা, অশান্তভাব; ইতস্ততঃ নিক্ষেপ। [বি+ক্ষিপ্+অ]।

বিক্ষোভ—বিঃ আলোড়ন, অশান্তভাব, চঞ্চলতা; অসন্তোষের ফলে অশান্ত প্রতিবাদ বা আন্দোলন; অতিশয় ক্ষোভ।

বিখ—বিঃ বিষ।

বিখণ্ডিত—বিণঃ একাধিক বা টুকরায় বিভক্ত; কর্তিত।

বিখাউজ—বিঃ একরকম দাদ বা চর্মরোগ।

বিখ্যাত—বিণঃ বিশেষ রূপে খ্যাত, প্রসিদ্ধ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিখ্যাতা। বিঃ বিখ্যাতি—বিশেষ খ্যাতি, প্রসিদ্ধি।

বিগড়ান, বিগড়ানো, (কথ্য) বিগড়নো—(১) ক্রিঃ বিকল বা বিকৃত হওয়ও্য়া বা করা; প্রতিকূল বা বিরূপ হওয়া বা করা; কুপথে চালিত হওয়া বা করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

বিগত—বিণঃ অতীত হইয়াছে বা চলিয়া গিয়াছে এমন; মৃত; অপগত; নষ্ট।

বিগম—বিঃ অবসান, নাশ।

বিগর্হণ, বিগর্হণা—বিঃ নিন্দা; কলঙ্ক; তিরস্কার।

বিগর্হিত—বিঃ নিন্দিত, নিন্দার যোগ্য; অতিশয় গর্হিত, নিষিদ্ধ।

বিগলন—বিঃ বিগলিত হওন, দ্রবণ, ক্ষরণ। বিণঃ বিগলিত—গলিয়া গিয়াছে এমন; ঝরিয়াছে বা ঝরিতেছে এমন; স্খলিত; পর্যু-ষিত বা একেবারে বিকৃত বা পচা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিগলিতা।

**বিগন্ধ**—(১) বিণ: গন্ধহীন; প্রতি-কূল; বিকৃত। (২) বি: অপকার; বিরুদ্ধ গন্ধ।

**বিগ্ন**—বিণ: উদ্বেগে আকুল, আশঙ্কা বা ভয়গ্রস্ত।

**বিগ্রহ**—বি: দেবতার মূর্তি; যুদ্ধ; সমাসের ব্যাসবাক্য।

**বিঘটন**—বি: বিরোধ; ব্যাঘাত; অনিষ্টকর ঘটনা; বিশ্লেষণ। [বি+ঘট্+অন]। **বিঘটিত**—(১) বিণ: ব্যাহত; বিশ্লেষিত। (২) বি: অনিষ্ট; বিপরীত ঘটনা।

**বিঘত, বিঘৎ**—বি: দৈর্ঘ্যের মাপ-বিশেষ।

**বিঘা**—বি: জমির মাপবিশেষ (ক্ষেত্র-ফল কুড়ি কাঠা—⅓ একর= ৩২০০ বর্গহাত)। বি: **-কালি**—বিঘার হিসাবে জমির পরিমাপ।

**বিঘাতক, বিঘাতী**—বিণ: বিনাশ-কারী; নিবারক।

**বিঘূর্ণন**—বি: জোরে ঘোরা, বিশেষ-রূপে ঘূর্ণন। বিণ: **বিঘূর্ণিত**।

**বিঘোষণ**—বি: বিশেষরূপে বা ব্যাপক-ভাবে ঘোষণা বা প্রচার। বিণ: **বিঘোষিত**—ব্যাপকভাবে প্রচারিত।

**বিঘ্ন**—বি: বাধা, ব্যাঘাত, অন্তরায়। [বি+হন্+অ]। **-নাশন, -বিনাশন, -হর, -হারী**—(১) বিণ: বিঘ্ন দূর করে এমন। (২) বি: সিদ্ধিদাতা গণেশ।

**বিচক্ষণ**—বিণ: অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, দূরদর্শী; কর্মকুশল। বি: **-তা**।

**বিচঞ্চল**—বিণ: অতিশয় চঞ্চল, অস্থির।

**বিচয়ন, বিচয়**—বি: সংগ্রহ; অনু-সন্ধান। বিণ: **বিচিত**—সংগৃহীত, অনুসন্ধান করা হইয়াছে এমন।

**বিচরণ**—বি: ইতস্তত: ভ্রমণ, এদিকে ওদিকে বেড়ানো।

**বিচরা**—ক্রি: (কবিতায়) বিচরণ করা।

**বিচর্চিকা**—বি: খোস-পাঁচড়া ইত্যাদি চর্মরোগ।

**বিচলিত, বিচল**—বিণ: অস্থির, অশান্ত, উদ্বিগ্ন, অভিভূত, বিচ্যুত, ভ্রষ্ট। (স্ত্রী): **বিচলিতা, বিচলা**। বি: **বিচলন**—অস্থিরতা, স্থানচ্যুতি, স্খলন।

**বিচার**—বি: যুক্তির সাহায্যে সত্যাসত্য ন্যায়-অন্যায় ভালমন্দ ইত্যাদি নির্ণয়, বিবেচনা। [বি+চর্+অ]। বি: **-ক, -কর্তা, -পতি**—যিনি বিচার করেন, জজ। বিণ: **-ক্ষম**—বিচার করিতে সমর্থ এমন। বি: **-ণ, -ণা**—বিচার-কার্য, বিবেচনা। বিণ: **-ণীয়, বিচার্য**—বিচারযোগ্য, বিচারসাধ্য; বিবেচ্য। বি: **-ফল**—বিচারকের রায়, সিদ্ধান্ত। বিণ: **-বিহীন, -শূন্য**—যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নহে এমন, বিবেচনা-শূন্য, অবিবেচক। বিণ: **বিচারাধীন**—যাহার সম্বন্ধে বা যে বিষয়ে বিচার চলিতেছে এমন। বি: **বিচারালয়**—বিচারের স্থান, আদালত। বিণ: **বিচারিত**—যাহার বিচার করা হইয়াছে এমন, বিবেচিত। বিণ: **বিচারী**—যিনি বিচার করেন বা বিচার করিয়া চলেন।

**বিচারা**—ক্রি: (কবিতায়) বিচার করা, বিবেচনা করা

**বিচারি**—ক্রি: বিবেচনা করিয়া।

**বিচালি**—বি: খড়, শুকনা ধান ইত্যাদি।

**বিচি**—বি: ছোট আঁটি, বীজ; অণ্ড-কোষ।

**বিচকিচ্ছির**—বিণঃ বিশ্রী, কুৎসিত; ঘৃণার্হ।

**বিচিত**—বিচয়ন দ্রষ্টব্য।

**বিচিত্র**—বিণঃ বহুবর্ণময়, নকশাদার, নানাভাবে চিত্রিত, নানাপ্রকার বস্তু বা বিষয় সমন্বিত; বিস্ময়কর সুন্দর। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিচিত্রা। বিঃ -তা। বিণঃ -বর্ণ—নানা রঙ-বিশিষ্ট। বিণঃ বিচিত্রিত—বহুবর্ণে ও চিত্রে পূর্ণ। (স্ত্রী)ঃ বিচিত্রিতা।

**বিচিত্রবীর্য**—(১) বিণঃ বিস্ময়কর শক্তি আছে এমন। (২) বিঃ রাজা শান্তনু ও সত্যবতীর পুত্র।

**বিচিন্তন**—বিঃ গভীর ভাবে ধ্যান বা চিন্তাকরণ। বিণঃ বিচিন্তিত—গভীর ভাবে চিন্তা করা হইয়াছে এমন।

**বিচিন্ত্যমান**—বিণঃ যাহার বিষয় বিশেষরূপে চিন্তা করা হইতেছে এমন।

**বিচিলি, বিচুলি**—বিচালি-র কথ্য রূপ।

**বিচূর্ণ, বিচূর্ণিত**—বিণঃ সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ বা ভাঙিয়া একেবারে গুঁড়া করা হইয়াছে এমন। বিঃ বিচূর্ণন—সম্পূর্ণরূপে চূর্ণকরণ।

**বিচেতন**—বিণঃ চেতনাহীন, অচেতন।

**বিচেয়**—বিণঃ খোঁজ করিবার মত, অন্বেষণযোগ্য।

**বিচেষ্ট, বিচেষ্টিত১**—বিণঃ নিশ্চেষ্ট, উদ্যমহীন।

**বিচেষ্টিত২**—(১) বিঃ বিশেষ প্রয়াস। (২) বিণঃ বিশেষভাবে চেষ্টা বা খোঁজ করা হইয়াছে এমন।

**বিচ্ছিন্ন**—বিণঃ খণ্ডিত, সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন; বিভক্ত, পৃথক, যোগাযোগবিহীন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিচ্ছিন্না।

**বিচ্ছিরি**—বিণঃ (গ্রাম্য ও কথ্য প্রয়োগ) বিশ্রী, কুৎসিত।

**বিচ্ছু**—(১) বিঃ কাঁকড়া বিছা; বৃশ্চিক; ধূর্ত অনিষ্টকারী লোক। (২) বিণঃ চঞ্চল; দংশনশীল।

**বিচ্ছুরণ**—বিঃ আলোক রশ্মির নানা বর্ণে বিশ্লেষণ ও বিকিরণ; ছড়াইয়া পড়া। বিণঃ বিচ্ছুরিত—রঞ্জিত, বিকীর্ণ; অনুরঞ্জিত।

**বিচ্ছেদ**—বিঃ ছাড়াছাড়ি, বিরহ; বিরতি, বিরাম; বিভেদ, কলহ বা মনকষাকষির ফলে সম্পর্ক লোপ। বিণঃ বিচ্ছেদ্য—ছিন্ন বা পৃথক করা যায় এমন।

**বিচ্যুত**—বিণঃ পতিত; স্খলিত, ভ্রষ্ট। [বি+চ্যু+ত]। (স্ত্রী)ঃ বিচ্যুতা। বিঃ বিচ্যুতি—পতন, স্খলন, ভ্রষ্ট হওন।

**বিছা**—বিঃ বহুপদবিশিষ্ট বিষাক্ত প্রাণী, বৃশ্চিক; অলঙ্কারবিশেষ (বিছাহার)।

**বিছান, বিছানো**—(১) ক্রিঃ মাটি মেঝে খাট ইত্যাদির উপর পাতা, মেলা, বিস্তার করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**বিছানা**—বিঃ শয্যা, লেপ তোশক বালিশ চাদর ইত্যাদি; আস্তরণ।

**বিছুটি, বিছুতি**—বিঃ এক রকম বন্য গাছ যাহার পাতা গায়ে লাগিলে অত্যন্ত চুলকায় ও জ্বালা করে।

**বিছুর, বিছুরান**—ক্রিঃ (কাব্যে) বিস্মরণ, বিস্মৃত হওন।

**বিছুরা, বিছুরানে**—ক্রিঃ (কাব্যে) বিস্মৃত হওয়া। ক্রিঃ বিছুরল, বিছুরিল—(ব্রজ) বিস্মৃত হইল ("পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে"—বিদ্যাঃ)। ক্রিঃ বিছুরিনু—(ব্রজ) বিস্মৃত হইলাম।

বিজড়িত—বিণঃ যাহা জড়াইয়া পড়িয়াছে এমন, সংশ্লিষ্ট।
বিজন—বিণঃ জনহীন, নির্জন। বিঃ -জন ('আজি বিজন ঘরে নিশীথরাতে আসবে যদি শূন্য হাতে'—রবীন্দ্র)।
বিজনন—বিঃ জন্ম, উৎপত্তি ; জন্মদান, প্রসব।
বিজন্মা—বিণঃ জারজ, পবিত্র বিবাহ বন্ধনের বাহিরে জাত হইয়াছে এমন।
বিজবিজ—অব্যঃ (নিন্দায় বা ঘৃণায়) বহু বিচি বা কীট একত্রিত ঘন সন্নিবেশের ভাবসূচক (পোকা বিজবিজ করে)।
বিজয়—বিঃ সম্পূর্ণরূপে জয়, পূর্ণ অধিকার, প্রাধান্য বিস্তার ; গমন, প্রস্থান; অর্জুনের এক নাম। বিঃ বিঃ -কেতন—জয়সূচক পতাকা। বিঃ -গর্ব—জয়লাভের গৌরব। বিণঃ -দৃপ্ত—জয় লাভের ফলে অহঙ্কারমত্ত। বিঃ -লক্ষ্মী—জয়শ্রী, জয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিণঃ বিজয়ী, বিজেতা—যিনি জয় লাভ করিয়াছেন এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিজয়িনী, বিজেত্রী। বিণঃ বিজিত—পরাজিত ; জয় করা হইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিজিতা। বিণঃ বিজেয়—জয় করিবার যোগ্য, যাহা জয় করা সম্ভব। বিঃ বিজেয়তা।
বিজয়া—বিঃ দুর্গার এক সখী বা কন্যা (জয়া-বিজয়া) ; দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের দিন ; বিসর্জনের দিন ; তিথি ; ভাং। বিঃ -দশমী—দুর্গা পূজার পর দশমী তিথি ; দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের তিথি বা দিন। বিঃ -সঙ্গীত—দুর্গা পূজার পর উমার পিতৃগৃহ হইতে বিদায় উপলক্ষে মাতৃহৃদয়ের বেদনা পূর্ণ সঙ্গীত। বিঃ -সম্মিলনী—দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের পর বাঙালী সমাজের পরস্পর প্রীতি নমস্কার আলিঙ্গন ইত্যাদি শুভেচ্ছা জানাইবার উৎসব।
বিজয়োৎফুল্ল—বিণঃ জয়লাভহেতু অত্যধিক আনন্দিত।
বিজয়োৎসব—বিঃ জয়লাভহেতু অনুষ্ঠিত আনন্দজনক অনুষ্ঠান ; আশ্বিনমাসের শুক্লা দশমীর উৎসব।
বিজর—বিণঃ জরা নাই এমন, বার্ধক্যরহিত।
বিজলি, বিজলী—বিঃ বিদ্যুৎ ; বৈদ্যুতিক শক্তি ; তড়িৎ। বিজলিবাতি—বৈদ্যুতিক আলো।
বিজাত—(১) বিঃ ভিন্ন জাতি। (২) বিণঃ ভিন্ন জাতীয় ; জারজ, বেজন্মা।
বিজাতি—বিঃ অন্য জাতি ; ভিন্ন জাতি বা ধর্মের লোক। বিণঃ বিজাতীয়—অন্য জাতি বা ধর্মসংক্রান্ত (বিজাতীয় ভাষা বা পোশাক) ; বিষম, তীব্র (বিজাতীয় ক্রোধ বা ঘৃণা)। বিঃ বিজাতীয়তা।
বিজারণ—বিঃ (রসায়ন) বিশেষরূপে জারিতকরণ ; চূর্ণন।
বিজিগীষা—বিঃ জয়লাভের ইচ্ছা, জয় করিবার ইচ্ছা। [বি+জি+সন্ +আ]। বিণঃ বিজিগীষু—জয় করিতে বা জয়লাভে ইচ্ছুক।
বিজিত—বিজয় দ্রষ্টব্য।
বিজুত—বিঃ বেজুত, অসুবিধা।
বিজুরি, বিজুরী, বিজুলি, বিজুলী—বিজলী-র কোমলরূপে ('তাহা তাহা বিজুরী চমকময় হোতি'—গোঃ দাঃ)।

**বিজৃম্ভণ**—বিঃ হাই তোলা, আলস্য বা নিদ্রার আবেশে মুখব্যাদান ; বিস্তার ; বিকাশ। [বি+জৃম্ভ্+অন]। বিণঃ **বিজৃম্ভিত**—বিস্তারিত ; বিকশিত।

**বিজোড়**—বিণঃ দুই দিয়া ভাগ করা যায় না এমন (সংখ্যা) ; অযুগ্ম, বিষম।

**বিজোরি**—বিঃ বিদ্যুৎ।

**বিজ্ঞ**—বিণঃ জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। [বি+জ্ঞা+অ]। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিজ্ঞা। বিঃ -তা, -ত্ব।

**বিজ্ঞপ্তি**—বিঃ নিবেদন ; বিজ্ঞাপন, প্রচারকরণ, নোটিশ, notice।

**বিজ্ঞাত**—বিণঃ বিশেষরূপে জ্ঞাত, অবগত বা বিদিত। [বি+জ্ঞা+ত]।

**বিজ্ঞান**—বিঃ বিশেষ জ্ঞান, পরীক্ষা প্রমাণ যুক্তি ইত্যাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা লব্ধ জ্ঞান বা বিদ্যা, science। বিঃ **বিজ্ঞানী**—বিজ্ঞানে পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক। বিণঃ -বিৎ, -বেত্তা—যাহার বিজ্ঞানশাস্ত্র ভালরূপে জানা আছে এমন। বিঃ -শাস্ত্র—যে শাস্ত্র পাঠে পদার্থের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে তাহা। বিঃ **বিজ্ঞানাচার্য**—বিজ্ঞানশাস্ত্রের শিক্ষাদাতা।

**বিজ্ঞাপন**—বিঃ জনসাধারণকে বিশেষভাবে জানানো ; প্রচারকরণ, চিত্র ও লেখা ইত্যাদির দ্বারা ঘোষণা, advertisement। [বি+জ্ঞা+ণিচ্+অন]। বিঃ **বিজ্ঞাপনী**—প্রচারপত্র, ইস্তাহার। বিণঃ **বিজ্ঞাপনীয়**—বিজ্ঞাপনের যোগ্য ; বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচার করিতে হইবে এমন। বিণঃ **বিজ্ঞাপিত**—যাহার সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, জানানো হইয়াছে এমন ; বিঃ বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞপ্তি—বিজ্ঞাপন।

**বিজ্ঞেয়**—বিণঃ বিশেষরূপে জানা যায় এমন। [বি+জ্ঞা+য]।

**বিজ্বর**—বিণঃ জ্বরহীন।

**বিট¹**—বিঃ এক রকম কৃত্রিম লবণ ; ধূর্ত বা লম্পট ব্যক্তি।

**বিট²**—বিঃ কন্দজাতীয় সবজিবিশেষ, beet। বিঃ -পালম্, -পালং—পালং শাক (বিটজাতীয়)।

**বিট³**—বিঃ পাহারাওয়ালা, ডাকপিওন ইত্যাদির নির্দিষ্ট স্থান বা এলাকায় যাতায়াতের কাজ, beat।

**বিটকাল, বিটকেল**—বিণঃ বিশ্রী কুৎসিত, কদাকার।

**বিটঙ্ক**—বিঃ পায়রা প্রভৃতির থাকিবার ঘর বা স্থান ; পাখি ধরিবার ফাঁদ।

**বিটপ**—বিঃ গাছের ডাল, শাখা, পল্লব। বিঃ **বিটপী**—বৃক্ষ, গাছ, তরু।

**বিটলে, বিটলা, বিটেল**—বিণঃ কুরুচিবিশিষ্ট, ধূর্ত, দুষ্ট, কপট, ভণ্ড। বিঃ **বিটলেমি**—ধূর্ততা ; কাপট্য ; অশ্লীল বা দুষ্ট আচরণ।

**বিড়ঙ্গ**—(১) বিঃ কৃমিনাশক এক রকম ফল। (২) বিণঃ অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ।

**বিড়বিড়**—অব্যঃ আপনমনে অস্পষ্ট ও অনুচ্চ উক্তি।

**বিড়ম্বন, বিড়ম্বনা**—বিঃ ছলনা ; বঞ্চনা ; বৃথা বা অনর্থক দুর্ভোগ ; অপ্রীতিকর অবস্থা। বিণঃ **বিড়ম্বিত**—বঞ্চিত, দুঃখপ্রাপ্ত, প্রতারিত।

**বিঁড়া, বিঁড়ে**—বিঃ মাথায় করিয়া ভার বহিবার বা হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি বসাইবার জন্য খড় কাপড় ইত্যাদি দ্বারা তৈয়ারি চক্রাকার বেষ্টনীবিশেষ ; ছোট বাণ্ডিল বা গোছা ; পানের গোছা বা বাণ্ডিল যাহাতে ৮০টি করিয়া পান থাকে।

**বিড়াল**—বিঃ বৃহদাকৃতির চতুষ্পদ জীব-বিশেষ, মার্জার। বিঃ (স্ত্রী): বিড়ালী। বিঃ -তপস্বী—কপট সাধু, ভণ্ড ব্যক্তি।

**বিড়ি, বিড়ী**—বিঃ শাল, কেন্দু প্রভৃতি গাছের পাতায় মুড়িয়া প্রস্তুত ছোট চুরুটবিশেষ; তামাকের খিলী।

**-বিৎ, বিদ্**—বিণঃ 'যে জানে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয় (জ্যোতির্বিদ্)।

**বিতং**—বিঃ বিশদ বিবরণ; বিস্তারিত বিবরণ।

**বিতংস**—বিঃ পশু পাখি ইত্যাদি ধরিবার জাল বা ফাঁদ।

**বিতণ্ডা**—বিঃ বাজে তর্ক; ঝগড়া।

**বিতত**—বিণঃ বিস্তৃত, প্রসারিত, ব্যাপ্ত। বিঃ বিততি—বিস্তার, ব্যাপ্তি।

**বিতথ, বিতথ্য**—বিণঃ মিথ্যা; বৃথা।

**বিতরণ**—বিঃ বণ্টন, বহুলোকের মধ্যে ভাগ করিয়া দান, বিলানো।

**বিতরা**—ক্রিঃ (কবিতায়) বিতরণ করা।

**বিতরিত**—বিণঃ বিতরণ করা হইয়াছে এমন, বণ্টিত।

**বিতর্ক**—বিঃ আলোচনা; বাদানুবাদ; তর্ক, বিচার; সংশয়; অনুমান। বিণঃ বিতর্কিত—যাহা লইয়া বিতর্ক হইয়াছে এমন; আলোচিত; অনুমিত; সন্দিগ্ধ বা সন্দেহজনক।

**বিতর্কিকা**—বিঃ তর্ক-বিতর্কের আসর; সংবাদপত্রাদিতে আলোচনা বা তর্ক-বিতর্কের বিবরণ প্রকাশের স্থান।

**বিতল**—বিঃ পুরাণোক্ত দ্বিতীয় পাতাল।

**বিতস্তা**—বিঃ পাঞ্জাবের বিখ্যাত নদী, ঝিলাম।

**বিতস্তি**—বিঃ বিঘত, অর্ধ হাত বা বার আঙুলের পরিমিত দৈর্ঘ্যের মাপ।

**বিতান**—বিঃ চাঁদোয়া; মণ্ডপ; তাঁবু; আচ্ছাদিত স্থান, প্রসার, বিস্তার, ছন্দোবিশেষ; শূন্য, অবকাশ।

**বিতারিখ**—বিঃ তারিখ। ক্রি-বিণঃ বিতারিখে—তারিখ অনুসারে।

**বিতিকিচ্ছি, বিতিকিচ্ছে**—বিটকিলিচ্ছে-র রূপভেদ।

**বিতীর্ণ**—বিণঃ ব্যাপ্ত; উত্তীর্ণ, ছড়ানো, বিতরিত।

**বিতৃষ্ণ**—বিণঃ উদাসীন; নিস্পৃহ; তৃষ্ণারহিত।

**বিতৃষ্ণা**—বিঃ অনিচ্ছা, অরুচি; তৃষ্ণাভাব।

**বিত্ত**—বিঃ ধন, অর্থ, সম্পদ। বিণঃ -বান্—অর্থবান্, ধনবান্, সম্পদশালী। বিণঃ -হীন, -বিহীন—ধনহীন, নির্ধন, দরিদ্র।

**বিত্তেশ**—বিঃ কুবের; যক্ষ; ধনী।

**বিত্রস্ত**—বিণঃ অতিশয় ভীত, ত্রস্ত, সন্ত্রস্ত।

**বিত্রাস**—বিঃ অতিশয় ভীত বা ত্রাসযুক্ত।

**বিথান**—বিণঃ (কাব্যে) এলোমেলো, বিভ্রান্ত, আলুথালু, স্থান হইতে বিচ্যুত।

**বিথার**—(কাব্যে) (১) বিণঃ আন্দোলিত, ছড়ানো, পূর্ণ, ভর্তি। (২) বিঃ বিস্তার।

**বিথারা**—ক্রিঃ (কাব্যে) ছড়াইয়া পড়া, বিস্তার করা।

**-বিদ্**—-বিৎ দ্রষ্টব্য।

**বিদগ্ধ**—বিণঃ পণ্ডিত, বিদ্বান্, নিপুণ, রসজ্ঞ। বিঃ -সমাজ—বিদগ্ধ-সমাজ, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ।

**বিদগ্ধা**—(১) বিণঃ বিদগ্ধ-র স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বিঃ রসিকা নারী; নায়িকাবিশেষ।

বিদখুটে, বিদ্‌ঘুটে—বিণঃ কুশ্রী, কুদর্শন, অদ্ভুত।

বিদগ্ধ—বিণঃ কোমল ; প্রস্ফুটিত, অভিজ্ঞ।

বিদরাই—ক্রিঃ কাটিয়া যায়, বিদীর্ণ হয়।

বিদরা—ক্রিঃ (কাব্যে) বিদীর্ণ করা।

বিদরি, বিদরী—বিঃ এক ধাতুনির্মিত পাত্রে ভিন্ন ধাতুর দ্বারা খোদাই করা কাজ।

বিদর্ভ—বিঃ আধুনিক বিদরের প্রাচীন নাম। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বিদর্ভা—দময়ন্তী, লোপামুদ্রা ; রুক্মিণী।

বিদল—(১) বিঃ ভাঙ্গা ডাল, কলাই, বাঁশের চটার তৈরি কুলা ডালা ইত্যাদি। (২) বিণঃ দলহীন, পত্রহীন, বিকসিত।

বিদলন—বিঃ অতিশয় দলন বা পেষণ, সম্পূর্ণ পরাজিতকরণ, বিমর্দন।

বিদলিত—বিণঃ সম্পূর্ণরূপে বিমর্দিত, পরাজিত।

বিদা১—বিঃ জ্ঞান ; বুদ্ধি।

বিদা২—বিঃ ধানের ক্ষেত আঁচড়াইবার কাষ্ঠযন্ত্রবিশেষ।

বিদায়১—(১) বিঃ দূরীকরণ (বিদায় করা), গমন বা প্রস্থানের অনুমতি, কার্যান্তে দক্ষিণা (ব্রাহ্মণ বিদায়), বিচ্ছেদ, চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ। (২) বিণঃ বিদায় লইয়াছে বা লইবে এমন। বিণঃ -ভোগী—নির্দিষ্ট কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর পেন্সন ভোগ করিতেছেন এমন।

বিদায়২—বিঃ বিসর্জন, বধ। বিঃ -ভোজ—বিদায়কালীন ভোজনাদি উৎসব। বিঃ -সঙ্গীত—বিদায়কালীন গাথা।

বিদার—ক্রিঃ ভেদ হওন, বিদীর্ণ হওন।

বিদারক—(১) বিণঃ বিদীর্ণকারী, বিদারণকারী। (২) বিঃ বৃক্ষ।

বিদারণ—বিঃ ভেদন, বিদীর্ণকরণ ; হনন। বিণঃ বিদারিত—বিদীর্ণ করা হইয়াছে এমন। বিণঃ বিদারী—বিদীর্ণ করে এমন।

বিদারা—ক্রিঃ (কাব্যে) চেরা, ফাড়া, বিদীর্ণ করা।

বিদারি, বিদারিয়া—ক্রিঃ (কাব্যে) বিদীর্ণ করিয়া।

বিদাহী—বিণঃ পোড়ায় বা প্রদাহ জন্মায় এমন।

বিদিক্—বিঃ দুইদিকের মধ্যবর্তী কোণ ; ভুল বা উল্টা দিক্।

বিদিত—(১) বিণঃ যাহা জানা গিয়াছে এমন ; জ্ঞাত ; বিখ্যাত ; অবগত ; যে জানিয়াছে এমন। (২) বিঃ জ্ঞান ; খ্যাতি ; লাভ।

বিদীর্ণ—বিণঃ খণ্ডিত, ছিন্নভিন্ন ; ফাড়া, চেরা ; ভগ্ন ; বিস্তৃত ; হত।

বিদুর—(১) বিঃ ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (দাসীপুত্র)। (২) বিণঃ ধীর, জ্ঞানী, পণ্ডিত ; নাগর ; জ্ঞাতা, বেত্তা।

বিদুষী—বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ পণ্ডিতা রমণী, বিদ্যাবতী স্ত্রী।

বিদুষ্মতী—বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিজ্ঞজনপূর্ণ ; পণ্ডিতবহুলা।

বিদূর—(১) বিণঃ অতি দূরবর্তী। (২) বিঃ অতি দূরবর্তী স্থান বা দেশ।

বিদূরিত—বিণঃ বিতাড়িত, দূরীভূত।

বিদূষক—(১) বিঃ (নাট্যে) নায়কের রসিক সহচর, ভাঁড়। (২) বিণঃ নিন্দক, নিন্দাকারী ; কামুক, লম্পট।

বিদূষণ—বিঃ অপবাদ, নিন্দা, দোষ জ্ঞাপন।

বিদ্রি—বিদরি দ্রষ্টব্য।

বিদেশ—বিঃ অন্য দেশ, প্রবাস, দেশান্তর। বিণঃ -গামী—ভিন্ন দেশে গমনকারী। বিণঃ -বাসী—প্রবাসী। বিঃ -যাত্রা—ভিন্ন দেশে গমন। বিণঃ বিদেশাগত—বিদেশ হইতে প্রত্যাগত। বিণঃ বিদেশী—অন্য দেশবাসী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিদেশিনী। বিণঃ বিদেশীয়, বৈদেশিক—ভিন্ন দেশ-সম্বন্ধীয়।

বিদেহ—(১) বিণঃ দেহহীন, অশরীরী, দেহ নাই এমন। (২) বিঃ প্রাচীন মিথিলা প্রদেশ, জনকবংশীয় রাজা।

বিদ্ধ—বিণঃ উৎকীর্ণ, বেঁধা, ছিদ্রিত, আহত।

বিদ্বজ্জন—বিঃ বিদ্বান্ ব্যক্তি।

বিদ্বৎকল্প—বিণঃ পণ্ডিতের মত, প্রায় পণ্ডিত।

বিদ্বৎকুল—বিঃ পণ্ডিত-সমাজ, পণ্ডিত-সমূহ। বিঃ -তিলক—পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ।

বিদ্বদ্বর—বিণঃ অদ্বিতীয় পণ্ডিত।

বিদ্বত্তর—বিণঃ উভয়ের মধ্যে অধিক বিদ্বান্।

বিদ্বত্ত্ব—বিঃ পাণ্ডিত্য।

বিদ্বান্—বিণঃ বিঃ পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, জ্ঞানী, শাস্ত্রদর্শী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিদুষী।

বিদ্বিষ্ট—বিণঃ বিদ্বেষভাজন।

বিদ্বেষ, বিদ্বেষণ—বিঃ হিংসা, অপ্রীতি, শত্রুতা, ঈর্ষা। বিণঃ -পরায়ণ—দ্বেষশীল, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী। বিঃ বিণঃ -ভাজন—ঈর্ষার পাত্র, শত্রুতার পাত্র। বিঃ বিদ্বেষানল—বিদ্বেষের মনোভাবজনিত জ্বালা, ঈর্ষার আগুন। বিণঃ বিঃ বিদ্বেষী, বিদ্বেষ্টা—শত্রু, ঈর্ষাকারী।

বিদ্যমান—বিণঃ উপস্থিত, বর্তমান, [illegible]।

বিদ্যা—বিঃ (স্ত্রী)ঃ অধ্যয়ন বা শিক্ষার দ্বারা লব্ধ জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, শিক্ষা, শাস্ত্র, বিষয় (পদার্থবিদ্যা); সরস্বতীদেবী, দুর্গাদেবী, ভগবতী-দেবী (মহাবিদ্যা)। বিণঃ [illegible]—বিদ্যা দ্বারা খ্যাত। বিঃ -দাতা—গুরু, শিক্ষক। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -দাত্রী। বিঃ -দান—অধ্যাপনা। বিণঃ বিঃ -দিগ্‌গজ—অসাধারণ বিদ্বান্ ব্যক্তি। বিঃ -নিধি, -র্ণব—বিদ্যার সাগর, পণ্ডিত ব্যক্তি বা সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধি-বিশেষ (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)। বিঃ -নুরাগ—বিদ্যার প্রতি আসক্তি। বিণঃ -নুরাগী—অধ্যয়নের প্রতি আসক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -নুরাগিণী। বিঃ -নুশীলন—লেখাপড়ার চর্চা। বিঃ -পীঠ, -মন্দির—শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বিদ্যায়তন, বিদ্যা-নিকেতন, বিদ্যালয়। বিণঃ -বান্—বিদ্বান্, পণ্ডিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বতী। বিঃ -বিনোদ, -বিশারদ, -ভূষণ, -রত্ন, -লঙ্কার, -সাগর—সংস্কৃত পণ্ডিত ব্যক্তিগণের উপাধিবিশেষ। বিণঃ -হীন, -মূঢ়—মূর্খ। বিণঃ বিঃ -ব্যবসায়ী—অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা দান করেন এমন। বিঃ -ভ্যাস—বিদ্যাচর্চা। বিঃ -রম্ভ—হাতে-খড়ি। বিঃ -র্জন—জ্ঞান অধিগতকরণ। বিঃ -লাপ—বিদ্যা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা। বিঃ -সুন্দর—ভারতচন্দ্র-রচিত কাব্যের নায়ক।

বিদ্যাধর—বিঃ গায়করূপে বর্ণিত দেব-যোনিবিশেষ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বিদ্যাধরী।

বিদ্যার্থী—(১) বিণঃ বিদ্যালাভ করিতে চায় এমন। (২) বিঃ শিষ্য, ছাত্র। (স্ত্রী)ঃ বিদ্যার্থিনী।

বিদ্যুজ্জিহ্ব—(১) বিণঃ বিদ্যুতের রেখার ন্যায় জিহ্বা আছে এমন। (২) বিঃ রামায়ণে বর্ণিত রাক্ষস-বিশেষ।

বিদ্যুৎ—বিঃ তড়িৎ, ক্ষণপ্রভা, চপলা, সৌদামিনী, বিজলী, দামিনী, শম্পা। বিণঃ -প্রভ—বিদ্যুতের ন্যায় চোখ ধাঁধানো এমন। বিঃ -চমক, -স্ফুরণ—বিদ্যুতের চমক। বিঃ -স্ফুলিঙ্গ—বিদ্যুতের অংশ বা কণা। বিণঃ বিদ্যুদ্গর্ভ—বিদ্যুৎ আছে এমন, বিদ্যুৎ-পূর্ণ (মেঘ)। বিঃ বিদ্যুদ্দাম, বিদ্যুন্মালা—বিদ্যুতের রেখা। বিণঃ বিদ্যুদ্দীপ্ত—বিদ্যুতের আলোকে উদ্ভাসিত। বিঃ বিদ্যুদ্বিকাশ—বিদ্যুতের স্ফুরণ। বিঃ বিদ্যুদ্বেগ—বিদ্যুতের তুল্য ক্ষিপ্রগতি; দ্রুত-গতি, তড়িৎগতি। বিঃ বিদ্যুল্লতা—মেঘের গায়ে লতাকৃতি বিদ্যুৎরেখা, চপলা, তড়িৎ।

বিদ্যোত—বিঃ প্রভা, দীপ্তি, দ্যুতি।

বিদ্যোৎসাহী—বিণঃ বিঃ বিদ্যার উৎসাহী, বিদ্যাপ্রসারে উৎসাহ প্রদান-কারী। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ বিদ্যোৎসাহিনী।

বিদ্যোপার্জন—বিঃ বিদ্যালাভ।

বিদ্রব, বিদ্রাব—বিঃ ভয়; পলায়ন; গলন; ক্ষরণ; দ্রবীভাব; নিন্দা; দ্বন্দ্ব; বুদ্ধি। বিণঃ বিদ্রুত—পলায়িত; দ্রবীভূত।

বিদ্রাবণ—বিঃ দ্রবীকরণ; বিতাড়ন। বিণঃ বিদ্রাবিত—দ্রবীকৃত; বিতাড়িত।

বিদ্রুম—বিঃ প্রবাল, পদ্মরাগমণি; নব-পল্লব; কিসলয়।

[illegible] রক্তিম।

বিদ্রূপ—বিঃ শ্লেষ, উপহাস, ঠাট্টা, পরিহাস। বিণঃ বিদ্রূপাত্মক—শ্লেষপূর্ণ, ব্যঙ্গাত্মক।

বিদ্রোহ—বিঃ বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান, বর্তমান শাসন ব্যবস্থাদি অগ্রাহ্যকরণ, বিরোধিতা। বিণঃ বিঃ বিদ্রোহী—বিদ্রোহকারী। (স্ত্রী)ঃ বিদ্রোহিণী।

-বিধ—বহুব্রীহি সমাসে বিধা-র রূপ (নানাবিধ)।

বিধন, বিধনো—বিঃ বেঁধা।

বিধবা—বিঃ বিণঃ স্বামীহীনা। বিঃ -বিবাহ—বিধবার পুনর্বিবাহ।

বিধর্মা, বিধর্মী—বিণঃ অন্য ধর্মাবলম্বী, ভিন্নধর্মাশ্রয়ী।

বিধা—বিঃ রীতি, ধাঁচ, প্রকার, ধারা, নিয়ম, বিধি, বিধান, সমৃদ্ধি, বৃদ্ধি, বিন্ধকরণ, কর্ম, কার্য।

বিধাতা—(১) বিণঃ নির্মাতা, স্রষ্টা, বিধানকর্তা। (২) বিঃ ব্রহ্মা, দক্ষ প্রভৃতি সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর।

বিধান—বিঃ ব্যবস্থা, বিধি, শাস্ত্র-বিহিত নিয়ম। বিঃ -সংসদ—আইন-প্রণয়নের কেন্দ্রীয় মহাসভা। বিঃ -সভা—জনসাধারণের প্রতিনিধি সভা। বিঃ -পরিষদ—উচ্চশ্রেণীর মনোনীত সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি সভা।

বিধায়—অব্যঃ প্রযুক্ত, কারণে, বলিয়া, জন্য (অসুবিধা বিধায় যাই নাই)।

বিধায়ক, বিধায়ী—বিণঃ নিয়ন্তা, বিধান-কর্তা, নিয়ামক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিধায়িকা, বিধায়িনী।

বিধি—বিঃ ব্যবস্থা, নিয়ম, উপায়, দৈব, ঈশ্বর আজ্ঞা, নিয়তি। বিঃ -বদ্ধ—নিয়মবদ্ধ। বিঃ -বিড়ম্বনা—ভাগ্যের পরিহাস, অদৃষ্টের ফের, দৈব-দুর্বি-

পালক। বিণঃ -বত—রীতিমত, যথা-বিহিত। বিঃ -লিপি—বিধাতার বিধান, অদৃষ্ট। বিঃ -শাস্ত্র—ব্যবহারশাস্ত্র, আইন। বিণঃ -সম্মত—নিয়ম অনুযায়ী, বিধান অনুযায়ী। বিণঃ বৈধ—বিধিমত, রীতি অনুযায়ী।

বিধিৎসা—বিঃ ব্যবস্থা করার ইচ্ছা। বিণঃ বিধিৎসু—ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক।

বিধু—বিঃ চন্দ্র, কর্পূর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর, বায়ু, আয়ুধ, রাক্ষস। -বদন, -মুখ—(১) বিঃ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ যাহার এমন। (২) বিঃ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বদনা, -মুখা, -মুখী।

বিধুত, বিধূত—বিণঃ কম্পিত।

বিধুনন, বিধূনন—বিঃ কম্পন, স্পন্দন। বিণঃ বিধুনিত, বিধূনিত—কম্পিত, স্পন্দিত।

বিধুর—বিণঃ কাতর, ক্লিষ্ট, ভীত, বিমূঢ়, ভারাক্রান্ত (বেদনা-বিধুর)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিধুরা। বিঃ -তা।

বিধেয়—(১) বিণঃ যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, কর্তব্য, করণীয়। (২) বিঃ (ব্যাকরণে) যে বাক্যাংশে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, বাক্যের অংশবিশেষ : (দর্শনে) অজ্ঞাত বিষয়, 'অনুবাদ'-এর বিপরীত।

বিধেয়ক—বিঃ বিধান সভায় উপস্থাপিত আইনের খসড়া।

বিধ্বংস—বিঃ লোপ, বিনাশ, ধ্বংস। বিণঃ বিধ্বংসী। (স্ত্রী)ঃ বিধ্বংসিনী।

বিধ্বংসিত—বিণঃ সম্পূর্ণ ধ্বংসিত, বিনষ্ট।

বিধ্বস্ত—বিণঃ সম্পূর্ণ বিনষ্ট, ধ্বংসপ্রাপ্ত।

বিনত—বিণঃ নম্র, অবনত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিনতা। বিঃ বিনতি—নম্রতা, অনুনয়, প্রণতি।

বিনতা¹—বিঃ (স্ত্রী)ঃ কশ্যপ-পত্নী, অরুণ ও গরুড়ের জননী। বিঃ -নন্দন, -সুত—বিনতার পুত্র, গরুড় ও অরুণ।

বিনতা², বিনতি—বিনত দ্রষ্টব্য।

বিনম্র—বিণঃ বিনয়ী, অতিশয় নম্র। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিনম্রা। বিঃ -তা।

বিনয়—বিঃ মিনতি, নম্রতা, শিক্ষা। বিণঃ বিনয়াবনত—অতিশয় বিনয়ী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিনয়ী—সংযত, বিনয়যুক্ত।

বিনয়ন—বিঃ দমন, শাসন, অপনয়ন, মোচন, শিক্ষাদান।

বিনষ্ট—বিণঃ বিনাশপ্রাপ্ত।

বিনা—অব্যঃ ব্যতীত, ভিন্ন, ছাড়া।

বিনান, বিনানো—(১) ক্রিঃ বেণী বন্ধন করা, চুলের গোছা জড়াইয়া বেণীর মত করা, বিলাপ বা খেদোক্তি করা। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ জড়াইয়া বেণীর মত করা হইয়াছে এমন।

বিনামা¹—বিঃ জুতা।

বিনামা²—বিণঃ কল্পিত নামযুক্ত, নামহীন, বেনামী।

বিনায়ক—বিঃ গণপতি, গণেশ, বুদ্ধদেব, গরুড়, শিক্ষাগুরু।

বিনাশ—বিঃ ধ্বংস, উচ্ছেদ, লোপ, মৃত্যু। বিণঃ -ক—লোপকারী। -ন—(১) বিঃ বিলোপকরণ। (২) বিণঃ বিনাশকারী (বিঘ্ন বিনাশন)। বিণঃ বিনাশিত—বিনাশ করা হইয়াছে এমন, নিহত। বিণঃ বিনাশী—বিনাশক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিনাশিনী।

বিনি—বিনা-র প্রাদেশিক ও কাব্যরূপে।

**বিনিঃসরণ**—বিঃ নির্গমন। বিণঃ বিনিঃসৃত—নির্গত, বহির্গত হইয়াছে এমন।

**বিনিদ্র**—বিণঃ নিদ্রাবিহীন।

**বিনিন্দিত**—বিণঃ নিন্দিত (সাধারণতঃ বহুব্রীহি সমাসের উত্তরপদরূপে ব্যবহৃত হয়)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিনিন্দিতা।

**বিনিপাত**—বিঃ মৃত্যু, অধঃপতন, বিশেষরূপে নিপাত, দৈব।

**বিনিবর্তন**—বিঃ প্রত্যাবর্তন, ফিরিয়া আসা বা যাওন, বিরতি। বিণঃ বিনিবর্তিত—ফিরানো বা নিরস্ত করা হইয়াছে এমন।

**বিনিময়**—বিঃ পরিবর্ত, বদল।

**বিনিযুক্ত**—বিণঃ প্রেরিত, অর্পিত, নিযুক্ত, বিনিয়োগ করা হইয়াছে এমন।

**বিনিয়োগ**—বিঃ নিয়োগ, প্রেরণ, টাকা খাটানো।

**বিনিয়োজিত**—বিণঃ প্রবর্তিত, নিযুক্ত, অর্পিত, বিনিয়োগ করা হইয়াছে এমন।

**বিনির্গত**—বিণঃ বাহির হইতেছে এমন, নিষ্ক্রান্ত। বিঃ বিনির্গম, বিনির্গমন—বাহির হওন, নিঃসরণ, নিষ্ক্রমণ।

**বিনির্ণয়**—বিঃ নির্ধারণ, নিরূপণ, স্থিরীকরণ।

**বিনিশ্চয়**—বিঃ স্থির সিদ্ধান্ত। বিণঃ বিনিশ্চিত—অভ্রান্ত, সংশয়াতীতরূপে স্থিরীকৃত।

**বিনীত**—বিণঃ বিনয়ী, সংযত, শান্ত।

**[illegible]**—বিনা-র কোমল ও প্রাদেশিক-[illegible]

**[illegible]**—বিঃ বেণী বন্ধন, বেণী রচনা, [illegible] জড়াইয়া বাঁধা।

**বিনে**—বিনা-র কোমলরূপ।

**বিনোদ**—(১) বিঃ বিহার, আমোদ। (২) বিণঃ সুন্দর, মনোহর, মনোরম। বিঃ -ন—অপনোদন, আমোদিতকরণ। বিণঃ বিনোদিত—আমোদিত।

**বিনোদিয়া**—বিণঃ (কাব্যে) আনন্দদায়ক, রমণীয় ('বর বিনোদিয়া')।

**বিনোদী**—বিণঃ আনন্দদায়ক।

**বিনোদিনী**—(১) বিণঃ বিনোদী-র স্ত্রীলিঙ্গের রূপ। (২) বিঃ শ্রীরাধা।

**বিন্তি, বিন্তী**—বিঃ তাস খেলাবিশেষ।

**বিন্দু**—বিঃ ফোঁটা, ফুটকি, কণা, জ্যামিতির বিন্দু। বিঃ -বিসর্গ—কিছুমাত্র (আমি এ ব্যাপারে বিন্দু-বিসর্গ জানি না)। বিঃ -মাত্র—কণা-মাত্র, লেশমাত্র। বিঃ -সরোবর—ভুবনেশ্বর মন্দিরের নিকট অবস্থিত সরোবরবিশেষ। বিঃ -সার—মগধরাজ অশোকের পিতা।

**বিন্ধা**—ক্রিঃ (কাব্যে) বিদ্ধ করা।

**বিন্ধ্য**—বিঃ প র্ব ত মা লা বি শে ষ। (স্ত্রী)ঃ -বাসিনী—(১) বিঃ দেবী দুর্গা, বিন্ধ্য পর্বতবাসিনী মহাদেবী। (২) বিণঃ বিন্ধ্য পর্বতে বাসকারিণী।

**বিন্যাস**—বিঃ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে স্থাপন, রক্ষণ, সুন্দরভাবে স্থাপন বা রচনা (পুষ্পবিন্যাস)। বিণঃ বিন্যস্ত—সুশৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রক্ষিত, যথাক্রমে রক্ষিত।

**বিপক্ষ**—বিঃ বিরোধী বা শত্রুপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী। বিঃ -তা। বিণঃ বিপক্ষীয়—অন্য বা ভিন্ন-পক্ষ-সম্বন্ধীয়, অন্য পক্ষভুক্ত।

**বিপণন**—বিঃ বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থাকরণ, বিক্রয়ের জন্য বাজারে দেওন।

**বিপণি, বিপণী**—বিঃ বিক্রয়কেন্দ্র, হাট, বাজার।

**বিপত্তি**—বিঃ অশান্তি, বিপদ, দুরবস্থা।

**বিপত্নীক**—বিণঃ মৃতদার।

**বিপথ**—বিঃ অসৎ বা মন্দ পথ, ভুল পথ। বিণঃ -গামী—অসৎ বা মন্দ পথে গমনকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -গামিনী।

**বিপদ্, বিপৎ, (চলিত) বিপদ**—বিঃ দুর্ঘটনা, দুরবস্থা, আপদ। বিঃ -কাল—দুঃসময়। বিণঃ -গর্ভ—বিপদ্পূর্ণ। বিণঃ -বহুল—বিপদ্পূর্ণ। বিঃ বিণঃ -ভঞ্জন—বিপদ্ দূরকারী। বিণঃ -সঙ্কুল—বিপদ্পূর্ণ। বিঃ বিপদুদ্ধার—বিপদ্ হইতে অব্যাহতি।

**বিপন্ন**—বিণঃ বিপদে পড়িয়াছে এমন, বিপদ্গ্রস্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিপন্না।

**বিপরিণত**—বিণঃ পরিবর্তিত, বিপর্যস্ত।

**বিপরিণাম**—বিঃ পরিবর্তন, বিপর্যয়। বিণঃ বিপরিণামী—বিপরীত দশাযুক্ত, বিপাকগ্রস্ত।

**বিপরিবর্তন**—বিঃ ফিরানো। বিণঃ বিপরিবর্তিত।

**বিপরীত**—বিণঃ বিরুদ্ধ, প্রতিকূল, উৎকট, অস্বাভাবিক। বিঃ বৈপরীত্য।

**বিপরীতা**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ কামুকী-স্ত্রী। (২) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রতিকূলা, বিরুদ্ধা।

**বিপর্যয়, বিপর্যায়, বিপর্যাস**—বিঃ বিশৃঙ্খল অবস্থা, ধ্বংস, বৈপরীত্য, ব্যতিক্রম। বিণঃ বিপর্যস্ত—বিধ্বস্ত, ছত্রভঙ্গ, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত, ব্যতিক্রান্ত।

**বিপল**—বিঃ কালের সূক্ষ্ম অংশবিশেষ, পলের ১/৬০ ভাগ, ২/৫ সেকেণ্ড।

**বিপাক**—বিঃ খারাপ বা মন্দ পরিণাম, কর্মফল, বিড়ম্বনা, রান্না; সুস্বাদু, পক্বতা, পরিপাকজীর্ণ, দেহে খাদ্যের পরিমাণ। বিণঃ বিপাকীয়—বিপাকসংক্রান্ত।

**বিপাশা**—বিঃ পঞ্জাবের নদীবিশেষ।

**বিপিতা**—বিঃ জন্মদাতা ভিন্ন মাতার অন্য স্বামী।

**বিপিন**—বিঃ অরণ্য। -বিহারী—(১) বিণঃ বনে ভ্রমণকারী। (২) বিঃ শ্রীকৃষ্ণের নামবিশেষ।

**বিপুল**—বিণঃ বৃহৎ, বিশাল, প্রশস্ত (বিপুল জলরাশি); উদার, মহৎ, সুগভীর, অনন্ত। বিপুলা—(১) বিণঃ গভীরা, মহতী ('বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'—রবীন্দ্র)। (২) বিঃ ধরা, বসুধা, পৃথিবী।

**বিপুলতা**—বিঃ বিশালতা, গভীরতা।

**বিপুলাকার**—(১) বিণঃ প্রকাণ্ড দেহবিশিষ্ট। (২) বিঃ প্রকাণ্ড দেহ।

**বিপ্র**—বিঃ ব্রাহ্মণ, দ্বিজোত্তম ('সম্মত হইল বিপ্র'—রবীন্দ্র)।

**বিপ্রকর্ষ**—বিঃ দূরবর্তী হওন; দূরত্ব; স্বরভক্তি (উচ্চারণের সুবিধার জন্য ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্বরধ্বনি আনয়ন)।

**বিপ্রকর্ষণ**—বিঃ বিকর্ষণ, ঠেলিয়া দেওন। বিণঃ বিপ্রকৃষ্ট—বিপ্রকর্ষণ করা হইয়াছে এমন।

**বিপ্রকার**—বিঃ উপদ্রব; অপকার, অনিষ্ট; তিরস্কার, ভর্ৎসনা।

**বিপ্রকৃত**—বিণঃ তিরস্কৃত; উপদ্রুত; অপকৃত।

**বিপ্রতিপত্তি**—বিঃ পার্থক্য, [illegible], সংশয়, অস্বীকার।

বিপ্রতিপন্ন—বিণঃ সংশয়পূর্ণ, বিরুদ্ধ, অস্বীকৃত।

বিপ্রতীপ—বিঃ সম্পূর্ণ উল্টা, প্রতিকূল (বিপ্রতীপ কোণ)।

বিপ্রবর—বিঃ ব্রাহ্মণ-প্রধান, দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

বিপ্রবুদ্ধ—বিণঃ যাহার চৈতন্য বা জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে এমন, জাগরিত।

বিপ্রয়াণ—বিঃ পলায়ন, প্রস্থান।

বিপ্রযুক্ত—বিণঃ বিচ্ছিন্ন, বিশ্লিষ্ট। বিঃ বিপ্রয়োগ—বিয়োগ, বিচ্ছেদ, বিবাদ, বিরোধ।

বিপ্রলব্ধ—বিণঃ প্রতারিত, বঞ্চিত। বিপ্রলব্ধা—(১) বিণঃ বঞ্চিতা, প্রতারিতা। (২) বিঃ নায়িকা-বিশেষ। বিঃ বিপ্রলম্ভ—বঞ্চনা ; প্রতারণা ; বিবাদ ; বিচ্ছেদ।

বিপ্রলাপ—বিঃ অনর্থক কথা কাটাকাটি, বিবাদ, ঝগড়া।

বিপ্রসাৎ—অব্যঃ ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত বা দেয়।

বিপ্লব—বিঃ বিদ্রোহ, সমাজব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন, ব্যাপক ধ্বংস। বিণঃ বিপ্লবী—বিপ্লবসাধনকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিপ্লবিনী।

বিপ্লাবন—বিঃ জলপ্লাবন, ব্যাঘাত, বিঘ্ন, হানি, ধ্বংস। বিণঃ বিপ্লাবিত।

বিপ্লুত—বিণঃ প্লাবিত, বিহ্বল, বিপর্যস্ত।

বিফল—বিণঃ নিরর্থক, ব্যর্থ, নিষ্ফল। বিঃ -তা।

বিবক্ষা—বিঃ বলিবার ইচ্ছা। বিণঃ বিবক্ষিত—যাহা বলিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে এমন। বিণঃ বিবক্ষু—বলিতে ইচ্ছুক।

বিবৎসা—বিঃ দান করিবার ইচ্ছা।

[illegible]

বিবদমান—বিণঃ বিবাদ করিতেছে এমন, বিবাদকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিবদমানা।

বিবমিষা—বিঃ বমন করিবার ইচ্ছা। বিণঃ বিবমিষু—বমনেচ্ছু।

বিবর—বিঃ গহ্বর, ছিদ্র, গর্ত।

বিবরণ¹—বিঃ বর্ণনা, ব্যাখ্যান, বিবৃতি, বৃত্তান্ত। বিণঃ বিবরণী—বর্ণনাপূর্ণ লিপি বা ভাষণ (ধারা বিবরণী)।

বিবরণ²—বিবর্ণ-র কোমলরূপ।

বিবরা—ক্রিঃ (কাব্যে) বিশদভাবে বলা।

বিবর্জন—বিঃ পরিত্যাগ, সম্পূর্ণ বর্জন। বিণঃ বিবর্জিত—পরিত্যক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিবর্জিতা।

বিবর্ণ—বিণঃ মলিন, বিকৃত বর্ণ, ফ্যাকাশে। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিবর্ণা। বিঃ -তা।

বিবর্ত—বিঃ পরিবর্ত, ঘূর্ণন, ভ্রমণ, মায়াময় রূপে স্থিতি, ভ্রম। বিঃ -বাদ—মায়াবাদ, বিবর্তনবাদ।

বিবর্তন—বিঃ পরিবর্তন, ঘূর্ণন। বিঃ -বাদ—ক্রমবিকাশবাদ। বিণঃ -শীল—পরিবর্তিত হইতেছে এমন।

বিবর্তিত—বিণঃ প্রত্যাবর্তিত, ঘূর্ণিত, পরিবর্তিত।

বিবর্ধক—বিণঃ বৃদ্ধিকারক।

বিবর্ধন—বিঃ সম্যক্ বৃদ্ধিসাধন। বিণঃ বিবর্ধিত—বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

বিবশ—বিণঃ বিহ্বল, নিশ্চেষ্ট, অবশ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিবশা।

বিবসন, বিবস্ত্র—বিণঃ নগ্ন, বস্ত্রহীন, উলঙ্গ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিবসনা, বিবস্ত্রা।

বিবস্বান্—বিঃ সূর্য, অরুণ ; দেবতা, বৈবস্বত মনু।

বিবাগ বিঃ উদাসীনত্ব বিশেষ।

**বিভজনীয়**—বিণঃ বিভাজ্য, বণ্টনীয়। বিণঃ -মান—যাহা বিভাগ করা হইতেছে এমন।

**বিভব**—বিঃ ধন, সম্পত্তি, মহত্ত্ব, ঐশ্বর্য।

**বিভা**—বিঃ দীপ্তি, কিরণ, আলোক, সৌন্দর্য। বিঃ -কর, -বসু—সূর্য; অগ্নি।

**বিভাগ**—বিঃ খণ্ড, বণ্টন, অংশ, ভাগ, সরকারী ভাগ অনুযায়ী কোন দেশের জেলা সমষ্টি, অঞ্চল বা অংশ; বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বা প্রশাসনের অংশ। বিণঃ বিভাগীয়—বিভাগ-সম্বন্ধীয় বা বিভাগে নিযুক্ত।

**বিভাজন**—বিঃ খণ্ডিতকরণ, অংশ নিরূপণ। বিণঃ বিভাজক—যে রাশি দিয়া ভাগ করা হয়, ভাজক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিভাজিকা। বিণঃ বিভাজ্য—বিভাগের যোগ্য, বণ্টনীয়; যে রাশি দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে না তাহা, ভাজ্য। বিঃ বিভাজ্যতা।

**বিভাত**—বিঃ প্রভাত, প্রাতঃকাল।

**বিভাব**—বিঃ অলংকার শাস্ত্রে স্থায়ীভাব সৃষ্টির কারণ অর্থাৎ যে বিষয়ের সন্নিবেশে রস সৃষ্টি হয়; আলম্বন ও উদ্দীপন।

**বিভাবন, বিভাবনা**—বিঃ চিন্তন, অনুভব, বিবেচনা, অবধান। বিণঃ বিভাবনীয়, বিভাব্য—বিবেচনাযোগ্য। বিণঃ বিভাবিত—অনুভূত, বিবেচিত।

**বিভাবরী**—বিঃ রাত্রি (জাগরণে যায় বিভাবরী—রবীন্দ্র)।

**বিভাস, বিভাষ**—বিঃ প্রাতঃকালে গাহিবার মত সঙ্গীতের রাগবিশেষ।

**বিভাষা**—বিঃ বিজাতীয় বা অপ্রচলিত ভাষা, বিকল্প।

**বিভাসিত**—বিণঃ প্রকাশিত, আলোকিত (জ্যোতি-বিভাসিত সরণি—রবীন্দ্র)।

**বিভিন্ন**—বিণঃ অন্য প্রকার, নানা রকম। বিঃ -তা।

**বিভীতক, বিভীতকী**—বিঃ বহেড়া ফল বা গাছ।

**বিভীষণ**—(১) বিণঃ অতিশয় ভয়ঙ্কর বা ভীষণ। (২) বিঃ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সরমার পতি। বিঃ -বাহিনী—যাহারা পরোক্ষে স্বদেশের শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দেয় এমন বাহিনী। ঘরের শত্রু বিভীষণ—পরিবারের সর্বনাশকারী।

**বিভীষিকা**—বিঃ ভয়জনক দৃশ্য, ভয়-প্রদর্শন, ভীষণ ভয়, আতঙ্ক।

**বিভু**—(১) বিঃ প্রভু, ঈশ্বর। (২) বিণঃ নিত্য; ব্যাপক; সর্বব্যাপী।

**বিভুঁই**—বিঃ অন্য দেশ, বিদেশ।

**বিভূতি**—বিঃ যোগলব্ধ ঐশ্বর্য, ঈশ্বর-শক্তির প্রকাশবিশেষ, ভস্ম, ছাই; সম্পত্তি, ধন। -ভূষণ—(১) বিণঃ ভস্ম অলংকার যাহার। (২) বিঃ শিব, মহাদেব।

**বিভূষণ**—বিণঃ আভরণহীন, সাজ-সজ্জাশূন্য।

**বিভূষণ**—বিঃ শোভা, অলঙ্কার। বিণঃ বিভূষিত—শোভিত, অলঙ্কৃত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিভূষিতা।

**বিভৃত**—বিঃ ধৃত; পুষ্ট; প্রতিপালিত।

**বিভেদ**—বিঃ পার্থক্য, প্রভেদ, দলাদলি। বিণঃ -ক—বিভেদ বা পার্থক্য-কারী। বিণঃ -ন—বিভেদকরণ।

**বিভোর, বিভোল**—বিহ্বল-এর কোমল রূপ।

বিভ্রম—বিঃ সংশয়, (প্রণয়জনিত) ভ্রান্তি, বিমূঢ়তা, শোভা, লীলা। বিণঃ বিভ্রান্ত—ভুল, ভ্রান্তি।

বিভ্রাট—বিঃ গোলযোগ, ঝামেলা, সঙ্কট, দুর্ঘটনা।

বিমনস্ক, বিমনাঃ, (চলিত) বিমনা—বিণঃ মনোযোগহীন, অন্যমনস্ক, দুঃখিত, বিষণ্ণ।

বিমর্দ, বিমর্দন—বিঃ ঘর্ষণ, মন্থন, পেষণ। বিণঃ -ক—পেষণকারী। বিণঃ বিমর্দিত—দলিত, পিষ্ট।

বিমর্শ, বিমর্শন—বিঃ বিশেষভাবে বিচার, বিতর্ককরণ।

বিমর্ষ—(১) বিঃ অসহন, অসন্তোষ। (২) বিণঃ দুঃখিত, বিষণ্ণ। বিঃ -তা—বিষণ্ণতা।

বিমল—বিণঃ স্বচ্ছ, নির্মল, পবিত্র। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বিমলা। বিঃ -তা।

বিমলানন্দ—(১) বিণঃ পবিত্র-আনন্দ-যুক্ত। (২) বিঃ পবিত্র-আনন্দ।।

বিমা, বীমা—বিঃ মাসে মাসে অল্প পরিমাণ টাকা দিয়া ভবিষ্যতে বা একটি নির্দিষ্ট সময়ে বেশী টাকা পাইবার চুক্তি। [ফা]।

বিমাতা—বিঃ সৎ-মা, মাতার সপত্নী।

বিমাতৃজ—(১) বিঃ সৎ-ভাই, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। (২) বিণঃ বিমাতার গর্ভজাত।

বিমান—বিঃ আকাশগামী যানবিশেষ, ব্যোমযান আকাশ। বিণঃ বৈমানিক। বিঃ -ঘাঁটি—বিমান ছাড়িবার ও নামিবার স্থান।

বিমিশ্র—বিণঃ মিশানো, মিশ্রিত।

বিমুক্ত—বিণঃ মোক্ষপ্রাপ্ত মুক্ত পরিত্যক্ত। বিঃ বিমুক্তি—বিমুক্ত হওন, মোক্ষ।

বিমুখ—বিণঃ পরাঙ্মুখ, বিরত, স্পৃহাহীন, প্রতিকূল। ক্রি-বিণঃ বিমুখে—মুখ ফিরাইয়া।

বিমুগ্ধ—বিণঃ মোহগ্রস্ত, অতিশয় মুগ্ধ, মোহিত। বিঃ -তা। -চিত্ত—(১) বিঃ বিহ্বল অন্তঃকরণ। (২) বিণঃ যাহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছে এমন।

বিমূঢ়—বিণঃ কাণ্ডজ্ঞানহীন, অজ্ঞান, মূর্খ, বিহ্বল।

বিমূর্ত—বিণঃ মূর্তিহীন, ভাবমূলক, অনবয়ব।

বিমৃষ্যকারী, বিমৃশ্যকারী—বিণঃ বিশেষ বা সম্যক্ বিবেচনা করিয়া কার্য করে এমন। বিঃ বিমৃষ্যকারিতা, বিমৃশ্যকারিতা।

বিমৃষ্ট—বিণঃ বিচারিত, বিবেচিত।

বিমোচন—বিঃ উদ্ধার, মুক্তকরণ, মুক্তি।

বিমোহ—বিঃ মোহ, জড়তা। বিণঃ বিমোহিত—মূর্ছিত, মোহগ্রস্ত, অভিভূত।

বিমোহন—(১) বিঃ মুগ্ধ করে যে এমন। (২) বিণঃ মোহকারী, মুগ্ধকারী।

বিম্ব—বিঃ প্রতিবিম্ব, জলের বুদ্বুদ, ছায়া, মণ্ডল, একপ্রকার ফল (তেলাকুচা)। বিণঃ বিম্বাগত, বিম্বিত—প্রতিফলিত। বিম্বাধর, বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ—(১) বিঃ বিম্বফলের ন্যায় রক্তিম অধর। (২) বিণঃ বিম্বফলের ন্যায় রক্তিম অধরবিশিষ্ট।

বিয়ন্ত—বিণঃ সদ্য প্রসব করিয়াছে এমন।

বিয়া, বিয়ে—বিঃ বিবাহ পাণিগ্রহণ।

বিয়াদব—বেয়াদবের প্রাদেশিক রূপ।

বিয়ান—বিঃ প্রসব।

বিয়ান, বিয়ানো—ক্রিঃ প্রসব করা।
বিয়ান্‌—বিঃ প্রাতঃকাল।
বিয়াল্লিশ—বিঃ বিণঃ ৪২ সংখ্যা বা সংখ্যক।
বিযুক্ত, বিযুক্ত—বিণঃ সংযোগহীন, বিচ্ছিন্ন, বিয়োগ, (গণিতে) যাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে।
বিয়োগ—বিঃ বিরহ, বিচ্ছেদ, অভাব; এক রাশি হইতে অন্য রাশি বাদ দেওন। বিঃ বিয়োগান্ত—যে গল্প বা নাটকের শেষে নায়ক-নায়িকার মিলন থাকে না (বিয়োগান্ত নাটক)। বিণঃ বিয়োগী—বিয়োগযুক্ত, বিরহী। বিণঃ (স্ত্রী): বিয়োগিনী।
বিয়োজিত—বিণঃ যাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে এমন, বিরহিত।
বিরক্ত—বিণঃ আসক্তিহীন, উদাসীন, অসন্তুষ্ট। বিঃ বিরক্তি—অসন্তুষ্ট হওয়ার ভাব। বিণঃ বিরক্তিকর, -জনক—অপ্রীতিকর, অসন্তোষজনক।
বিরচন—বিঃ লিখন, প্রণয়ন, নির্মাণ, গ্রন্থন।
বিরচিত—বিণঃ প্রণীত লিখিত, গ্রথিত, নির্মিত।
বিরজা—বিঃ বৈষ্ণবশাস্ত্রে বর্ণিত নদী-বিশেষ; শ্রীরাধিকার সখীবিশেষ, যযাতি রাজার মাতা; দুর্বা। বিঃ -ক্ষেত্র—শ্রীক্ষেত্র, জগন্নাথধাম।
বিরজাঃ, বিরজা—বিণঃ যাহার মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়াছে এমন, নিবৃত্ত-রজস্কা।
বিরজা—বিণঃ রজোগুণরহিত; ধূলি-শূন্য।
বিরত—বিণঃ নিরস্ত নিবৃত্ত, ক্ষান্ত। বিণঃ (স্ত্রী): বিরতা। বিঃ বিরতি—বিরাম, বিশ্রাম অবসান।

বিরল—(১) বিণঃ অনিবিড়, অল্প; (২) বিঃ নির্জন জায়গা।
বিরস—বিণঃ নিরানন্দ, রসহীন।
বিরহ—বিঃ বিচ্ছেদ (প্রিয়জনের সহিত); অভাব, শৃঙ্গার রসের অন্যতম অবস্থা ('বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে'—রবীন্দ্র)। বিণঃ বিরহিত—বিযুক্ত। বিণঃ বিরহী—বিরহ পীড়িত। বিণঃ (স্ত্রী): বিরহিণী।
বিরাগ—বিঃ ঔদাসীন্য, অননুরাগ, বিরক্তি। বিণঃ বিরাগী—উদাসীন। বিণঃ (স্ত্রী): বিরাগিণী। বিঃ বিণঃ -ভাজন—অপ্রীতির পাত্র, বিদ্বেষের পাত্র।
বিরাজ—বিঃ শোভমান হইয়া অবস্থান। বিণঃ -মান—বর্তমান, শোভমান। বিণঃ বিরাজিত—প্রকাশিত, শোভমান হইয়া অবস্থিত।
বিরাজা—ক্রিঃ (কাব্যে) শোভা পাওয়া, বিরাজ করা।
বিরাট্, (চলিত) বিরাট—(১) বিঃ বিরাট পুরুষ, পরমেশ্বর, মহা-ভারতে বর্ণিত নৃপতিবিশেষ। (২) বিণঃ অতিবৃহৎ, প্রকাণ্ড, বিশাল।
বিরানব্বই, (কথ্য) বিরানব্বুই—বিঃ বিণঃ ৯২ সংখ্যা বা সংখ্যক।
বিরাম—বিঃ বিশ্রাম, অবসান, বিরতি।
বিরাশি, বিরাশী—বিঃ বিণঃ ৮২ সংখ্যা বা সংখ্যক।
বিরিঞ্চি—বিঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।
বিরুদ্ধ—বিণঃ বিপরীত প্রতিকূল, পরিপন্থী (বিরুদ্ধ শক্তি) উলটা। বিঃ -তা। বিঃ বিরুদ্ধাচরণ—শত্রুতা, প্রতিকূলতা। ক্রিবিণঃ বিরুদ্ধে—অন্যপক্ষে বিপক্ষে।

বিরূপ—বিণঃ কুরূপ, বিরুদ্ধ, অসন্তুষ্ট, প্রতিকূল (দেবতা বিরূপ)।

বিরূপাক্ষ—(১) বিঃ মহাদেব, শিব। (২) বিণঃ যাহার চক্ষু বিকৃত এমন।

বিরেচক—(১) বিণঃ দাস্তকর। (২) বিঃ জোলাপ, যাহা খাইলে দাস্ত হয়, বিরেচন।

বিরেচন—বিণঃ মল নিঃসারক।

বিরোচন—বিঃ অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য দৈত্যবিশেষ, বলির পিতা।

বিরোধ—বিঃ কলহ, দ্বন্দ্ব, অনৈক্য, প্রতিকূলতা। বিঃ বিরোধাভাস—অর্থালংকারবিশেষ (যেখানে বিরোধ না থাকিলেও বিরোধের প্রতীতি হয়)। বিণঃ বিরোধিত—বিরোধযুক্ত। বিণঃ বিরোধী—বিরুদ্ধ, প্রতিকূল। বিঃ বিরোধিতা। বিণঃ (স্ত্রী): বিরোধিনী।

বিল১—বিঃ জলাশয়, স্রোতহীন জলাভূমি, ছিদ্র, গুহা।

বিল২—বিঃ ক্রেতাকে প্রদত্ত বিক্রেতার লিখিত পণ্যদ্রব্যের হিসাব; আইনের খসড়া।

বিলকুল—বিণঃ সমস্ত, সম্পূর্ণ, একেবারে।

বিলক্ষণ—(১) বিণঃ পৃথক, অসাধারণ। (২) ক্রি-বিণঃ ভালরকম। (৩) অব্যঃ বিরক্তি বা বিস্ময়সূচক ভাব প্রকাশক।

বিলজ্জ—বিণঃ লজ্জাহীন নির্লজ্জ। বিণঃ -মান—অতিশয় লজ্জিত।

বিলন, বিলনো—বিলান-এর কথ্যরূপ।

বিলপন—বিঃ বিলাপ। বিণঃ বিলপমান—বিলাপকারী।

বিলপা, বিলপনা—ক্রিঃ (কাব্যে) বিলাপ করা।

বিলম্ব—বিঃ দেরি, কালক্ষেপ, গৌণ। বিঃ -ন—দেরীকরণ। বিণঃ বিলম্বিত। বিণঃ বিলম্বী—বিলম্বকারী, ঝুলিতেছে এমন।

বিলয়১—বিঃ বিনাশ, ধ্বংস, লোপ, শেষ প্রলয়। বিঃ -ন—বিনাশন।

বিলয়২—বিণঃ লয়হীন, তালশূন্য।

বিলসন—বিঃ লীলা, বিলাস ক্রীড়া, শোভা। বিণঃ বিলসিত—শোভিত, ক্রীড়িত।

বিলসা—ক্রিঃ লীলাভরে বিচরণ করা, বিলাস করা।

বিলাত১—বিঃ অনাদায়।

বিলাত২—বিঃ ইংলণ্ড, য়ুরোপ। বিণঃ -ফেরত—বিলাত হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছে এমন। বিণঃ বিলাতী, বিলাতি—বিলাতে উৎপন্ন। বিঃ বিলাতীয়ানা—সাহেবী চালচলন, বিলাতী আদব-কায়দা।

বিলান, বিলানো—(১) ক্রিঃ বিলি বা বিতরণ করা, দেওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

বিলাপ—বিঃ শোকপ্রকাশ, খেদোক্তি। বিণঃ বিলাপী—বিলাপ বা শোককারী। বিণঃ (স্ত্রী): বিলাপিনী।

বিলাস—বিঃ সৌখিনতা, সুখভোগ, কেলি, লীলাবিহার। বিঃ -কানন—লীলাউদ্যান, প্রমোদোদ্যান। বিঃ বিলাসিতা—বাবুগিরি। বিণঃ বিলাসী—সৌখিন। বিলাসিনী—(১) বিণঃ (স্ত্রী): সৌখিন রমণী। (২) বিঃ নারী।

বিলি—বিঃ বিলি করা, বিতরণ করা (চিঠি বিলি করা); বন্দোবস্ত শৃঙ্খলা। বিঃ -ব্যবস্থা—[illegible] প্রজাদের জমির বন্দোবস্ত।

বিলিখন—বিঃ আঁচড়ানো, খনন। বিণঃ বিলিখিত।

বিলীন—বিণঃ বিলয়প্রাপ্ত, সম্পূর্ণ লুপ্ত, অন্তর্হিত, মগ্ন।

বিলীয়মান—বিণঃ লয় বা বিলীন হইতেছে এমন।

বিলুণ্ঠন—বিণঃ অপহরণ, গড়াগড়ি দেওন। বিণঃ বিলুণ্ঠিত—অপহৃত। বিণঃ (স্ত্রী): বিলুণ্ঠিতা।

বিলুপ্ত—বিণঃ সম্পূর্ণ লোপপ্রাপ্ত।

বিলেপ, বিলেপন—বিঃ যাহা মাখানো হয়, প্রলেপ।

বিলোকন—বিঃ বিশেষভাবে দেখা, দর্শন। বিণঃ বিলোকিত—দৃষ্ট।

বিলোচন(১) বিঃ চক্ষু, দর্শন। (২) বিণঃ বিকৃত নয়ন যাহার, বিপরীত দৃষ্টিসম্পন্ন।

বিলোড়ন—বিঃ মন্থন, আলোড়ন। বিণঃ বিলোড়িত—আলোড়িত, মথিত।

বিলোপ, বিলোপন—বিঃ ধ্বংস, বিনাশ, মৃত্যু, তিরোভাব।

বিলোভন—বিঃ লোভনীয় বস্তু, বিশেষ-ভাবে লোভ প্রদর্শন।

বিলোম—বিণঃ বিপরীত, প্রতিকূল, প্রতিলোম।

বিলোল—বিণঃ চঞ্চল, চপল, এলো-মেলো।

বিল্ব—বিঃ ফলবিশেষ, বেলফল, শ্রীফল। বিণঃ বিল্বস্তনী—বেলের মত সুগোল ও সুদৃঢ় স্তনবিশিষ্টা।

বিশ—বিঃ বিণঃ ২০ সংখ্যা বা সংখ্যক।

বিশদ—বিণঃ নির্মল, স্পষ্ট, স্বচ্ছ। বিঃ -তা।

বিশল্য—বিণঃ শল্যহীন, বেদনাহীন।

বিশল্যা—(১) বিঃ বিশল্য-র স্ত্রীলিঙ্গ; (২) বিঃ বেদনানাশকারী লতাবিশেষ (বিশল্য-করণী)।

বিশা—বিশে-র কথ্য রূপ।

বিশাই—বিঃ বিশ্বকর্মা।

বিশাখ—বিঃ পার্বতীতনয় কার্তিকেয়।

বিশাখ—বিণঃ শাখাবিহীন। বিণঃ (স্ত্রী): বিশাখা।

বিশাখা—বিঃ শ্রীরাধার সখীদের অন্য-তমা শ্রেষ্ঠা সখী; ঐ নামের নক্ষত্র।

বিশাখা—বিশাখ দ্রষ্টব্য।

বিশারদ—বিণঃ পারদর্শী, বিজ্ঞ।

বিশাল—বিণঃ উদার, বৃহৎ। বিঃ -তা, -ত্ব। বিণঃ (স্ত্রী): বিশালা, -লী।

বিশালাক্ষী—(১) বিঃ দেবী আদ্যা-শক্তি, দুর্গাদেবী। (২) বিণঃ আয়তলোচনা।

বিশিখ—(১) বিঃ বাণ, শরগাছ। (২) বিণঃ শিখাবিহীন। বিণঃ (স্ত্রী): বিশিখা।

বিশিষ্ট—বিণঃ অসাধারণ, অতিশয় (বিশিষ্ট ভদ্রলোক); বিখ্যাত (বিশিষ্ট সাহিত্যিক); যুক্ত, সং-বলিত। বিঃ -তা।

বিশীর্ণ—বিণঃ কৃশকায়, অতি শীর্ণ।

বিশুদ্ধ—বিণঃ অমিশ্র, নির্মল, পবিত্র, ভেজালশূন্য (বিশুদ্ধ ঘৃত)। বিঃ -তা, বিশুদ্ধি।

বিশুষ্ক—বিণঃ মলিন, ম্লান, অতিশয় শুষ্ক। বিঃ -তা।

বিশৃঙ্খল—বিণঃ শৃঙ্খলাহীন, এলো-মেলো, উচ্ছৃঙ্খল, নিয়মশূন্য। বিঃ -তা। বিশৃঙ্খলা—(১) বিঃ (স্ত্রী): এলোমেলো অবস্থা। (২) বিণঃ (স্ত্রী): শৃঙ্খলাশূন্যা।

বিশে, বিশা—বিঃ বিণঃ মাসের বিশ বা কুড়ি তারিখ।

বিশেষ—(১) বিঃ প্রভেদ, তারতম্য, প্রকার, রকম, বৈচিত্র্য, বৈলক্ষণ্য। (২) বিণঃ বিশিষ্ট, প্রকৃষ্ট, ভিন্ন দলের মধ্যে একটি। বিণঃ -ক—বৈশিষ্ট্যমূলক। বিণঃ -জ্ঞ—বিশেষ বিষয়ে পণ্ডিত, পারদর্শী। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ -তঃ, -ত্ব—বৈশিষ্ট্য, বিশেষ ভাব বা অসাধারণ গুণ।

বিশেষণ—বিঃ গুণনির্দেশ, বিশেষিত-করণ; (ব্যাকরণে) যে পদ অন্য-পদের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে। বিণঃ বিশেষিত—বিশেষণযুক্ত, বিশে-ষণে ব্যাখ্যাত।

বিশেষোক্তি—বিঃ কাব্যালঙ্কারবিশেষ।

বিশেষ্য—(১) বিঃ (ব্যাকরণে) ব্যক্তি প্রাণী বস্তু পদার্থ জাতি ক্রিয়া গুণ ভাব প্রভৃতির সংজ্ঞাবাচকপদ। (২) বিণঃ প্রভেদ্য, গুণাদি দ্বারা বিশেষ করা যায় এমন, ধর্মী।

বিশোক—(১) বিণঃ অশোক, শোক-হীন। (২) বিঃ অশোক ফুল বা বৃক্ষ। বিণঃ (স্ত্রী) বিশোকা।

বিশোধন—বিঃ বিশুদ্ধকরণ, সম্যক্-শোধন। বিণঃ বিশোধক। বিঃ বিশোধনীয়, বিশোধ্য—বিশোধন-যোগ্য। বিণঃ বিশোধিত—বিশেষরূপে শোধিত করা হইয়াছে এমন।

বিশোধী—বিণঃ পবিত্রতাজনক।

বিশোষণ—বিঃ বিশেষভাবে শোষণ; তরল পদার্থ শুষিয়া আপন অঙ্গী-ভূতকরণ। বিণঃ বিশোষিত।

বিশ্ব—(১) বিঃ সর্বলোক, ব্রহ্মাণ্ড, জগৎ। বিঃ -কর্মা—শিল্পের দেবতা, দেবশিল্পী। বিঃ -কোষ—জগতের যাবতীয় বিষয়ের অভিধান। বিঃ -চরাচর—সমস্ত জগৎ। বিণঃ -জনীন—জগদ্ব্যাপী। -জিৎ—(১) বিণঃ বিশ্ব বা জগজ্জয়ী। (২) বিঃ যজ্ঞ-বিশেষ। বিঃ -দেব—গণদেবতাবিশেষ, অগ্নি। বিঃ -নাথ—শিব, মহাদেব, জগতের নাথ। বিঃ -প্রেম—জগতের সকলের প্রতি ভালবাসা। বিণঃ -প্রেমিক—জগতের সর্বজনকে ভাল-বাসে এমন। -বাসী—(১) বিঃ সমগ্র মানবজাতি। (২) বিণঃ জগদ্বাসী। বিঃ -বিদ্যালয়—বিভিন্ন বিদ্যা শিক্ষার মহাপ্রতিষ্ঠান। বিঃ -বিধাতা—জগৎ-স্রষ্টা। বিণঃ -বিশ্রুত—সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া প্রসিদ্ধ। বিঃ -রূপ—একদেহে সমগ্র বিশ্বের প্রতিফলন, নারায়ণ। বিঃ -যোনি—বিষ্ণু, মহাদেব, ব্রহ্মা। -ম্ভর—(১) বিণঃ বিঃ বিশ্বের পালনকর্তা। (২) বিঃ বিষ্ণু, নারায়ণ। বিঃ -সাহিত্য—সমগ্র বিশ্বের ও সমগ্র-কালের সাহিত্য।

বিশ্বসিত—বিণঃ বিশ্বাসকারক, বিশ্বাস করা হইয়াছে বা করিয়াছে এমন।

বিশ্বস্ত—বিণঃ বিশ্বাসভাজন, বিশ্বাসী। বিঃ -তা। ক্রি-বিণঃ -সূত্রে—বিশ্বাস-যোগ্য ব্যক্তি বা কারণ হইতে।

বিশ্বাবসু—(১) বিঃ গন্ধর্ববিশেষ। (২) বিঃ (স্ত্রী): রাত্রি।

বিশ্বামিত্র—বিঃ মুনিবিশেষ।

বিশ্বাস—বিঃ সত্য বলিয়া জ্ঞান, প্রত্যয়, আস্থা। বিণঃ -ঘাতক, -ঘাতী, -হন্তা—বিশ্বাসভঙ্গকারী। বিণঃ (স্ত্রী): -ঘাতিকা, -ঘাতিনী, -হন্ত্রী। বিঃ -ঘাতকতা। বিণঃ -ভাজন—বিশ্বাসের যোগ্য। বিণঃ বিশ্বাসী—বিশ্বাসের পাত্র; আস্তিক। বিণঃ বিশ্বাস্য।

বিশ্বেশ্বর—বিঃ শিব, মহাদেব, কাশীর বিশ্বনাথ, পরমেশ্বর। বিঃ (স্ত্রী): বিশ্বেশ্বরী—মহামায়া, আদ্যাশক্তি দুর্গাদেবী।

বিশ্রব্ধ—বিণঃ প্রগাঢ়, বিশ্বস্ত, প্রশান্ত, নিঃশঙ্ক।

বিশ্রম্ভ—বিঃ প্রণয়, স্বচ্ছন্দ-বিহার, কেলি-কলহ, বিশ্বস্ত। বিঃ বিশ্রম্ভালাপ—প্রণয়ালাপ।

বিশ্রান্ত—(১) বিণঃ বিশ্রাম করিতেছে এমন, বিগতশ্রম, নিবৃত্ত। (২) বিঃ অতিশয় শ্রান্ত। বিঃ বিশ্রান্তি—বিরতি, বিশ্রাম।

বিশ্রাম—বিঃ শ্রান্তি অপনোদন, বিরাম নিবৃত্তি।

বিশ্রী—বিণঃ কুৎসিত, শ্রীহীন, ঘৃণ্য, লজ্জাকর।

বিশ্রুত—বিণঃ প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত (বিশ্ববিশ্রুত)। বিঃ বিশ্রুতি—প্রসিদ্ধি।

বিষ[1]—বিস-এর বানানভেদ।

বিষ[2]—বিঃ যে পদার্থ দেহে প্রবেশ করিলে মৃত্যু ঘটে, গরল। বিঃ -কন্যা—যে নারীর সংস্পর্শে আসিলে মৃত্যু ঘটে। বিঃ -কুম্ভ—বিষের কলস। বিঃ -কণ্ঠ—বিষকে কণ্ঠে ধারণ করেন যিনি, শিব, মহেশ্বর। বিঃ -ক্রিয়া—বিষের যে কার্য দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃত্যু ঘটায়। বিঃ -দন্ত, (কথ্য) -দাঁত—সর্পের যে দাঁতের গোড়ায় বিষপূর্ণ থলি থাকে। বিঃ -প্রয়োগ—হত্যার জন্য কাহারও দেহে বিষ প্রবেশ করানো। বিঃ -বিদ্যা—দেহ হইতে বিষ দূর করিবার বিদ্যা। বিঃ -বৃক্ষ—বিষফলের বৃক্ষ। বিঃ -বৈদ্য—মন্ত্রবৈদ্য, ওঝা। -মুখ—(১) বিণঃ কটুভাষী। (২) বিঃ বিষপূর্ণ মুখ। বিণঃ -হর—বিষঘ্ন। বিণঃ (স্ত্রী): -হরা। বিঃ (স্ত্রী): -হরী—মনসাদেবী।

বিষণ্ণ—বিণঃ ম্লান, দুঃখিত, বিষাদপূর্ণ। বিঃ -তা। বিণঃ (স্ত্রী): বিষণ্ণা।

বিষধর—(১) বিণঃ সবিষ, বিষধারণ করে এমন। (২) বিঃ সর্প।

বিষন, বিষনো—বিষান-এর ভিন্নরূপ।

বিষফোড়া—বিঃ যে ফোড়া বিষাইয়া উঠে, যন্ত্রণাদায়ক ফোড়া।

বিষম—(১) বিণঃ দুঃসহ, বেজায়, অসমান, অত্যন্ত কঠিন, বিযুক্ত (বিষমরাশি)। (২) বিঃ শ্বাসনালীতে কিছু প্রবেশ করিলে হঠাৎ যে হিক্কা উঠে। বিঃ বিষমালঙ্কার—কাব্যালঙ্কারবিশেষ।

বিষময়—বিণঃ গরলপূর্ণ।

বিষয়—বিঃ ভোগ্য বস্তু, ধন, সম্পত্তি, বর্ণনীয় বা আলোচ্য বস্তু; কারণ, সম্বন্ধীয় ব্যাপার, অনুভবনীয় পদার্থ। বিঃ -কর্ম—বৈষয়িক কাজ। বিঃ -বাসনা—সাংসারিক সুখভোগের ইচ্ছা। বিণঃ বিষয়াসক্ত—ঘোরতর সংসারী, পার্থিব ধনসম্পদে আসক্ত। বিঃ -বুদ্ধি—বৈষয়িক জ্ঞান।

বিষয়ক—বিণঃ সম্বন্ধীয়, সংক্রান্ত।

বিষয়ী—(১) বিণঃ সম্পত্তিশালী। (২) বিঃ ইন্দ্রিয়, আত্মা। বিণঃ বিষয়ীভূত—বিষয়ের অন্তর্ভূত।

বিষাক্ত—বিণঃ বিষমিশ্রিত, বিষদুষ্ট।

বিষাণ—বিঃ শিঙা, বাদ্যযন্ত্র, শৃঙ্গাকার বাদ্য যন্ত্রবিশেষ।

বিষাদ—বিঃ দুঃখ, আশাভঙ্গজনিত খেদ। বিণঃ বিষাদিত। বিণঃ (স্ত্রী): বিষাদিনী।

**বিষান, বিষানো**—(১) ক্রিঃ টাটানো, বিষাক্ত হওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**বিষিক্ত**—বিণঃ বিষযুক্ত।

**বিষুব**—বিঃ যে সময় দিন ও রাত্রি সমান হয়। বিঃ **-বৃত্ত**—নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরাল আকাশস্থ কাল্পনিক রেখা। বিঃ **-রেখা**—উভয় মেরু হইতে সমদূরবর্তী ভূগোলক বেষ্টনকারী কাল্পনিক রেখা। বিঃ **-লম্ব**—বিষুব-বৃত্ত হইতে গ্রহ নক্ষত্রাদির কৌণিক দূরত্ব।

**বিষ্কম্ভক**—বিঃ সংস্কৃত নাটকের কোন অঙ্কের প্রারম্ভে যে অংশে কোন চরিত্রের মুখে অপ্রদর্শিত ঘটনা বর্ণিত হয় তাহা।

**বিষ্টব্ধ**—বিণঃ প্রতিবন্ধক, বাধাযুক্ত, জড়তাগ্রস্ত।

**বিষ্টম্ভ**—বিঃ বাধা, প্রতিবন্ধ।

**বিষ্টিভদ্রা**—বিঃ শুভ কাজ ও যাত্রাদির পক্ষে অশুভ যোগবিশেষ।

**বিষ্ঠা**—বিঃ মল, পুরীষ, গু।

**বিষ্ণু**, (কথ্য) **বিষ্টু**—বিঃ শ্রীহরি, নারায়ণ, জগৎপালক। বিঃ **-প্রিয়া**—লক্ষ্মীদেবী, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহধর্মিণী। বিঃ **-বল্লভা**—লক্ষ্মী; তুলসী, অগ্নিশিখাবৃক্ষ। বিঃ **-শর্মা**—নীতিশাস্ত্রের উপদেশক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবিশেষ।

**বিস**—বিঃ পদ্মাদির মৃণাল।

**বিসংবাদ**—বিঃ কলহ, বিরোধ, অমিল। বিণঃ **বিসংবাদিত**—বি সং বা দে র বিষয়ীভূত। বিণঃ **বিসংবাদী**—বিসংবাদপূর্ণ, বিসম্বাদকারী।

**বিসকুট**—বিঃ ময়দা, আটা প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টকবিশেষ।

**বিসঙ্গত**—বিণঃ বেখাপ, অসংগত।

**বিসদৃশ**—বিণঃ বিপরীত; বিরুদ্ধ, ভিন্ন-প্রকার, সামঞ্জস্যহীন।

**বিসমিল্লা**—বিঃ কার্যারম্ভে ঈশ্বর বা আল্লার দোহাই।

**বিসরণ**[১]—বিঃ প্রবাহ, বিস্তার।

**বিসরণ**[২]—**বিস্মরণ**-এর কোমল ও প্রাদেশিক রূপ।

**বিসরা**—ক্রিঃ (ব্রজ) ভুলিয়া যাওয়া। ক্রিঃ **বিসরল**। অস-ক্রিঃ **বিসরি**—ভুলিয়া যাইয়া বা বিস্মৃত হইয়া। বিণঃ **বিসরিত**—বিস্মৃত।

**বিসর্গ**—বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণবিশেষ, সৃষ্টি, বিসর্জন।

**বিসর্জন**—বিঃ পরিত্যাগ (প্রাণ বিসর্জন), নিক্ষেপ, নিরঞ্জন (প্রতিমাদি বিসর্জন)। বিণঃ **বিসর্জনীয়**—বিসর্জনযোগ্য। বিণঃ **বিসর্জিত**—বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী): **বিসর্জিতা**।

**বিসর্জা**—ক্রিঃ (কাব্যে) ত্যাগ করা।

**বিসর্প**[১]—বিঃ রোগবিশেষ।

**বিসর্প**[২], **বিসর্পণ**—বিঃ ধীরে প্রসারণ, ব্যাপন, পিছলাইয়া যাওন। বিণঃ **বিসর্পী**। বিণঃ (স্ত্রী): **বিসর্পিণী**।

**বিসার**—**বিসরণ**[১] দ্রষ্টব্য। বিণঃ **বিসারিত**—প্রবাহিত, বিস্তারিত। বিণঃ **বিসারী**—প্রসারী। বিণঃ (স্ত্রী): **বিসারিণী**।

**বিসূচিকা**—বিঃ কলেরা, ওলাউঠা রোগ।

**বিসৃত**—বিণঃ ব্যাপ্ত, ছড়ানো, বিস্তৃত।

**বিসৃষ্ট**—বিণঃ প্রেরিত, নিক্ষিপ্ত।

**বিস্কুট**—**বিসকুট**-এর বানানভেদ।

**বিস্তর**—(১) বিঃ সমূহ, ব্যাপ্তি, বিস্তার। (২) বিণঃ বহু, অনেক, প্রচুর।

**বিস্তার**—বিঃ প্রসারণ, ব্যাপ্তি, জাল; বিশালতা। বিণঃ **বিস্তারিত, বিস্তৃত**—ব্যাপক, প্রসারিত। বিণঃ **বিস্তার্য**—বিছাইতে হইবে এমন। বিণঃ **বিস্তীর্ণ**—বিশাল, বিস্তৃত। বিঃ **বিস্তৃতি**—প্রসার, বিস্তার।

**বিস্ফার, বিস্ফারণ**—বিঃ প্রসারণ, কম্পন। বিণঃ **বিস্ফারিত**—প্রসারিত, কম্পিত।

**বিস্ফুরণ**—বিঃ হঠাৎ প্রকাশিত হওন। বিণঃ **বিস্ফুরিত**—দীপ্ত, বর্ধিত।

**বিস্ফোট, বিস্ফোটক**—বিঃ বিষফোড়া।

**বিস্ফোরণ**—বিঃ সশব্দে ফাটা বা জ্বলিয়া উঠা (আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ)।

**বিস্ফোরক**—(১) বিণঃ সহসা জ্বলিয়া উঠে এমন। (২) বিঃ ঐরূপ দাহ্য পদার্থ।

**বিস্ময়**—বিঃ চমৎকৃত ভাব, আশ্চর্য। বিণঃ **-কর, -জনক, বিস্ময়াবহ**—আশ্চর্যজনক। বিণঃ **বিস্ময়ান্বিত, বিস্ময়াপন্ন**—চমৎকৃত। বিণঃ **বিস্ময়াবিষ্ট, বিস্ময়াভিভূত**—বিস্ময়ে অভিভূত, বিহ্বল।

**বিস্মরণ**—বিঃ স্মৃতিভ্রংশ, ভুলিয়া যাওন, বিস্মৃতি।

**বিস্মাপন, বিস্মায়ন**—বিঃ বিস্ময় উৎপাদন।

**বিস্মিত**—বিণঃ চমৎকৃত, অবাক।

**বিস্মৃত**—বিণঃ স্মরণে নাই এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **বিস্মৃতা**। বিঃ **বিস্মৃতি**—বিস্মরণ, স্মৃতিলোপ।

**বিস্রংস, বিস্রংসন**—বিঃ ক্ষরণ, পতন, স্খলন। বিণঃ **বিস্রংসী**—ক্ষরণশীল, পতনশীল, স্খলনশীল।

**বিস্রস্ত**—বিণঃ ক্ষরিত, পতিত, স্খলিত।

**বিহত**—বিণঃ পাতিত, পরিহৃত। বিঃ **[illegible]**।

**বিস্বাদ**—বিণঃ স্বাদহীন।

**বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম**—বিঃ পক্ষী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **বিহগী, বিহঙ্গী, বিহঙ্গমী**।

**বিহঙ্গমা**—বিঃ বাঙলা রূপকথার পক্ষিবিশেষ; ব্যাঙ্গমা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **বিহঙ্গমী**—ব্যাঙ্গমী।

**বিহনে**—অব্যঃ (কাব্যে) ছাড়া, বিনা, অভাবে।

**বিহরণ**—বিঃ ভ্রমণ, বেড়ানো, বিহার।

**বিহরা**—ক্রিঃ (কাব্যে) ভ্রমণ করা, বিহার করা। ক্রিঃ **বিহরত, বিহরই**—(কাব্যে) বিহার বা ভ্রমণ করিতেছে।

**বিহান¹**—বিঃ সকাল, প্রভাত।

**বিহান²**—বেহান-এর রূপভেদ।

**বিহার¹**—বিঃ ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্য।

**বিহার²**—বিঃ কেলি, রতিক্রীড়া, সানন্দে বিচরণ, বৌদ্ধ মঠ। বিণঃ **বিহারী**—বিহারকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **বিহারিণী**।

**বিহারী**—বিণঃ বিঃ বিহার প্রদেশের অধিবাসী, বিহার প্রদেশে জাত, বিহার প্রদেশ-সম্বন্ধীয়।

**বিহিত**—(১) বিণঃ বিধিসম্মত, উচিত। (২) বিঃ যথাবিধি ব্যবস্থা, বিধান।

**বিহিতক**—বিঃ আইন।

**বিহীন**—বিণঃ ত্যক্ত, বিরহিত, বর্জিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **বিহীনা**। বিঃ **-তা**।

**বিহ্বল**—বিণঃ অচেতন, অভিভূত, বিবশ, বিভোর। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **বিহ্বলা**।

**বীক্ষণ**—বিঃ নিরীক্ষণ, বিশেষভাবে দর্শন। বিণঃ **বীক্ষণীয়**—দর্শনযোগ্য। বিণঃ **বীক্ষিত**—নিরীক্ষিত। বিণঃ

বীক্ষা—দর্শনীয়। বিণঃ বীক্ষ্যমাণ—বীক্ষিত হইতেছে এমন।

বীচি[১]—বিঃ আঁঠি, বীজ, অণ্ডকোষ।

বীচি[২]—বিঃ ঢেউ, তরঙ্গ, ঊর্মিমালা, কিরণ।

বীজ—বিঃ শস্যাদির ফল বীচি বা আঁঠি যাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়; সংরক্ষিত শস্য যাহা রোপন করিয়া নূতন ফসল উৎপাদন করা হয়। (পাটবীজ); জীবাণু। বিঃ -কোষ, -কোশ—ফুলের যে অংশে বীজ থাকে। বিণঃ -বারক—জীবাণুর উৎপত্তি নাশ করে এমন। বিঃ -গণিত—গণিতের একটি শাখা। বিঃ -মন্ত্র—ইষ্টদেবতার প্রতীক-স্বরূপ মন্ত্র।

বীজন—বিঃ ব্যজন, বাতাস দেওন, পাখা চামর ইত্যাদি যাহা দ্বারা বাতাস দেওয়া হয়।

বীজিত—বিণঃ বাতাস দেওয়া হইতেছে এমন।

বীট[১]—বিঃ পালমজাতীয় কন্দবিশেষ।

বীট[২]—বিঃ পাহারাদার বা পিওনের টহল দিবার সীমাবিশেষ।

বীণা—বিঃ সপ্ততারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, দেবী সরস্বতীর হাতের বাদ্যযন্ত্র। বিঃ -পাণি—দেবী সরস্বতী। বিণঃ -নিন্দিত—বীণার • ধ্বনি হইতেও মধুর। বিণঃ (স্ত্রী): -নিন্দিতা।

বীত—বিণঃ বিগত, অপগত, অতীত। বিণঃ -কাম—কামনাশূন্য। বিণঃ -ভয় —ভয় নাই যাহার এমন। বিণঃ -রাগ —আসক্তিহীন। বিণঃ -শোক—শোক নাই যাহার এমন। বিণঃ -শ্রদ্ধ—শ্রদ্ধা-ভক্তি দূর হইয়াছে এমন। বিণঃ -স্পৃহ —অনাসক্ত, কামনা দূর হইয়াছে যাহার এমন।

বীতংস—বিতংস-এর বানানভেদ।

বীতিহোত্র—বিঃ সূর্য, অগ্নি।

বীথি, বীথিকা, বীথী—বিঃ শ্রেণী, সারি, উভয়দিকে বৃক্ষশ্রেণীযুক্ত পথ।

বীন—বিঃ সপ্ততারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র, বীণা। বিঃ -কার—বীণাবাদক।

বীপ্সা—বিঃ যুগপৎ ব্যাপিয়া থাকিবার ইচ্ছা, পুনঃপুনঃ ঘটন।

বীবর—বিঃ উত্তর আমেরিকার উভচর জন্তুবিশেষ।

বীভৎস—(১) বিণঃ অত্যন্ত কদর্য। (২) বিঃ অলঙ্কার শাস্ত্রের অন্যতম রস, ঘৃণা-উৎপাদক রসবিশেষ। বিঃ -তা। বিঃ বীভৎসু—তৃতীয় পাণ্ডব, অর্জুন।

বীম—বিঃ কড়িকাঠ।

বীমা—বিমা-র বানানভেদ।

বীর—(১) বিণঃ শূর, বলবান্, সাহসী, রণকুশল, অসামান্য কর্মী। (২) বিঃ বলবান্ ব্যক্তি। বিঃ -ত্ব। বিণঃ -প্রস-বিনী, -প্রসূ—বীর সন্তান প্রসব-কারিণী। বিঃ -বল—হাস্যরসিক ব্যক্তি, আকবরের সভার অন্যতম রত্ন। বিঃ -বাহু—রাবণের অন্যতম পুত্র। বিঃ -বৌলি—গহনাবিশেষ (পুরুষের কানের কুণ্ডল)। বিঃ -ভদ্র—মুনি, নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র। বিণঃ -ভোগ্যা —বীরগণের ভোগের উপযুক্তা। বিঃ -রস—কাব্যের রসবিশেষ।

বীরা—(১) বিণঃ শ্রেষ্ঠা, বীর্যবতী। (২) বিঃ পতিপুত্রবতী নারী, মদিরা।

বীরাঙ্গনা—বিঃ বীর্যবতী নারী।

বীরাচার—বিঃ তন্ত্রে বর্ণিত সাধন পদ্ধতিবিশেষ। বিণঃ বীরাচারী—বীরাচার-সাধনকারী।

**বীরাসন**—বিঃ তন্ত্রে বর্ণিত বিশেষ যোগাসন।

**বীরেশ্বর**—বিঃ শ্রেষ্ঠ বীর।

**বীর্য**—বিঃ প্রতাপ, বল, শৌর্য, শুক্র, রেতঃ। বিণঃ -বান্, -শালী—বলশালী। বিণঃ -বন্ত—শক্তিমান। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বতী, -শালিনী। বিঃ -বত্তা।

**বুঁচকি**—বিঃ ছোট বোঁচকা (বোঁচকা-র সহচর শব্দরূপে ব্যবহৃত)।

**বুঁদ১**—বিণঃ চুর, বিহ্বল।

**বুঁদ২, বুঁদি**—বিঃ বিন্দু, ভুড়্ভুড়ি।

**বুঁদিয়া**—বিঃ মিঠাইবিশেষ।

**বুক১**—বিঃ বক্ষ, হৃদয়, বক্ষের ছাতি, অন্তর।

**বুক২**—বিঃ আগাম মূল্য দিয়া রেলের আসন ও মাল প্রেরণের ব্যবস্থা ; বই, পুস্তক। বিঃ -কীপিং—ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত বিশেষ হিসাবের বই। বিঃ -পোস্ট—ডাকে চিঠিপত্র বা কাগজের মোড়ক প্রেরণের ব্যবস্থা।

**বুকীড়**—বিণঃ মোটা।

**বুকনি**—বিণঃ গুঁড়া. ছোট কণা, টুকরা, কথার মধ্যে ফোড়ন কাটা ; এক ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার প্রয়োগ।

**বুজকুড়ি**—বিঃ বুদ্বুদ।

**বুজরুক**—বিণঃ প্রতারক, যে ব্যক্তি অলৌকিক শক্তির ভান করে এমন। বিঃ বুজরুকি—প্রতারণা।

**বুজা, বুজান, বুজানো**—বোজা দ্রষ্টব্য।

**বুঝ**—বিঃ বোধ, প্রবোধ।

**বুঝা, বুঝান, বুঝানো**—বোঝা২ দ্রষ্টব্য।

**বুঝি**—(১) অব্যঃ অনুমান হয়, বোধহয়। (২) ক্রিঃ অনুমান করি ; উপলব্ধি করি।

**বুট১**—বিঃ ছোলা, চণক।

**বুট২**—বিঃ জুতাবিশেষ, যে জুতায় পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আবৃত থাকে।

**বুটি, বুটী**—বিঃ বস্ত্রের উপর সূচীকর্ম।

**বুড়া১**—(১) ক্রিঃ ভরিয়া যাওয়া, ডুবিয়া যাওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে।

**বুড়া২, (কথ্য) বুড়ো**—(১) বিণঃ প্রবীণ, বৃদ্ধ, প্রাচীন, অকালপক্ব। (২) বিঃ বৃদ্ধ ব্যক্তি। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ বুড়ী, বুড়ি২। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ বৃদ্ধ হওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে। বিণঃ -টে, বুড়্টে—বুড়ার মত। -মি, -মো—পাকামি, জেঠামি।

**বুড়ি১**—বিঃ সিকি পণ বা পাঁচ গণ্ডা। বিঃ -কিয়া, বুড়কে—বুড়ি-বিষয়ক অঙ্ক প্রণালী।

**বুড়ি২**—(১) বিণঃ প্রবীণা, বৃদ্ধা। (২) বিঃ বৃদ্ধা রমণী।

**বুদ্ধ**—(১) বিণঃ জ্ঞানী, জাগরিত, জ্ঞানপ্রাপ্ত। (২) বিঃ গৌতমবুদ্ধ, সিদ্ধার্থ। বিঃ -ত্ব—জ্ঞানীর অবস্থা।

**বুদ্ধি**—বিঃ বিচার শক্তি, বোধশক্তি, মন্ত্রণা, পরামর্শ, ফন্দী, মনোবৃত্তি। বিণঃ -জীবী—বুদ্ধির দ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারী। বিঃ -নাশ, -লোপ, -ভ্রংশ—বুদ্ধিবৃত্তি লোপ। বিণঃ -ভ্রষ্ট—বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে এমন। বিঃ -মত্তা—ধীশক্তি। বিণঃ -মান্—ধীমান্, বুদ্ধিযুক্ত. চালাক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -মতী।

**বুদ্ধীন্দ্রিয়**—বিঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়. যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বোধশক্তি লাভ করা যায়।

বুদ্বুদ—বিঃ জলের ভুড়ভুড়ি, জলের বিম্ব। বিঃ -ন—ভুড়ভুড়ি ওঠন। বিণঃ বুদ্বুদিত—ভুড়ভুড়িযুক্ত। বিণঃ বুদ্বুদী।

বুধ—বিঃ গ্রহবিশেষ, নবগ্রহের অন্যতম গ্রহ, সপ্তাহের বারবিশেষ, চন্দ্রের পুত্র, জ্ঞানী।

বুনট—বিঃ বস্ত্রের জমি, বয়নকার্য।

বুনন—বিঃ বপন, বোনা, রোপন।

বুনানি, বুনানি, বুনুনি—বিঃ বস্ত্রাদিতে বয়নকার্য।

বুনা—বোনা-র রূপভেদ।

বুনিয়াদ—বনিয়াদ-এর রূপভেদ।

বুনো—বিণঃ বনজাত, বনবাসী, বন্য, অসভ্য, অমার্জিত, জংলী।

বুভুক্ষা—বিঃ খাইবার ইচ্ছা। বিণঃ বুভুক্ষিত, বুভুক্ষু—ক্ষুধিত, ভোজনেচ্ছু, ক্ষুধার্ত।

বুরুজ—বিঃ দুর্গপ্রাকারাদির বহির্দিকে প্রসারিত মন্দিরতুল্য অংশ, গম্বুজ।

বুরুল—বিঃ বুথাঙ্গুলির প্রস্থ, প্রায় ১ ইঞ্চি পরিমাণ।

বুরুশ—বিঃ পশুলোমদ্বারা প্রস্তুত মার্জনী, তুলি।

বুলবুল, বুলবুলি—বিঃ সুকণ্ঠ গায়ক পক্ষিবিশেষ।

বুলা—ক্রিঃ (গ্রাম্য, প্রাঃ কাব্যে) বিচরণ করা।

বুলান, বুলানো, বুলনো—বোলান-র রূপভেদ।

বুলি—বিঃ বোল, বাক্য, ভাষা (ব্রজ বুলি, ফারসী বুলি, পাখির বুলি); প্রচলিত গৎবিশেষ বা মুখস্থ ভাষা।

বুলেট—বিঃ বন্দুকের গুলি।

বৃংহণ—(১) বিণঃ বর্ধন, পুষ্টিকর। (২) বিঃ হাতীর ডাক।

বৃংহিত—(১) বিণঃ বর্ধিত, পুষ্ট। (২) বিঃ হাতীর ডাক।

বৃক—বিঃ নেকড়ে বাঘ; শৃগাল; কাক; পরিপাকশক্তি। বৃকোদর—(১) বিঃ মধ্যম পাণ্ডব, ভীম। (২) বিণঃ উদরসর্বস্ব, ক্ষুধার্ত।

বৃক্ক—বিঃ (শারীরবিদ্যা) তলপেটে অবস্থিত মূত্র নিঃসৃত হইবার যন্ত্র।

বৃক্ষ—বিঃ গাছ, তরু, দ্রুম, পাদপ, বিটপী, মহীরুহ, শাখী। বিঃ -চ্ছায়—বহু বৃক্ষের ছায়া। বিঃ -চ্ছায়া—গাছের ছায়া। বিঃ -বাটিকা—বাগান-বাড়ি, নিকুঞ্জ। বিঃ বৃক্ষাগ্র—গাছের আগা, তরুশির। বিঃ বৃক্ষাম্ল—তেঁতুল, আমড়াগাছ।

বৃত—বিণঃ বরণ করা হইয়াছে এমন, সসম্মানে নিযুক্ত, সাদরে গৃহীত; প্রার্থিত। বিঃ বৃতি—বরণ, নিয়োগ, প্রার্থনা, আবৃত, বেষ্টনী, পুষ্পের বহিরাবরণ, সবুজবর্ণের আবরণ যাহা ফুলের পাপড়ি বেষ্টন করিয়া থাকে।

বৃত্ত—(১) বিঃ (জ্যামিতি) গোল, মণ্ডল, গোলাকার ক্ষেত্র যাহার কেন্দ্র বা মধ্যবিন্দু হইতে পরিধি রেখা সমান দূরত্ববিশিষ্ট: চরিত্র (দুর্বৃত্ত), অক্ষরাদির দ্বারা নিরূপিত ছন্দ (মাত্রাবৃত্ত)। (২) বিণঃ গোলাকার, নিযুক্ত, অভ্যস্ত; জাত। বিঃ -গন্ধি—অক্ষরবন্ধ পদ্যের ন্যায় গদ্যরচনার অংশবিশেষ।

বৃত্তানুবর্তী, বৃত্তানুসারী—বিণঃ কর্তব্যপরায়ণ, আজ্ঞাবহ।

বৃত্তান্ত—বিঃ বিবরণ, বার্তা, সংবাদ, ঘটনা।

বৃত্তাভাস—বিঃ বিণঃ প্রায় বৃত্তাকার (ক্ষেত্র)।

বৃত্তি—বিঃ জীবিকা, পেশা, ব্যবসায় (ভিক্ষাবৃত্তি); ধর্ম (মনোবৃত্তি); আচরণ (বকবৃত্তি); স্বভাব (নীচবৃত্তি); বিদ্যাবত্তার জন্য প্রদত্ত নিয়মিত ভাতা (ছাত্রবৃত্তি); অক্ষর সংখ্যা দ্বারা নিরূপিত ছন্দ; শব্দের শক্তি যাহা দ্বারা শব্দের মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ প্রকাশিত হয়, অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা; নাটকাদির রচনাপদ্ধতি; ব্যাখ্যান।

বৃত্য—বিণঃ বরণীয়, বরেণ্য।

বৃত্র—বিঃ ইন্দ্র কর্তৃক নিহত অসুরবিশেষ। বিঃ -ঘ্ন, -হা, বৃত্রারি—ইন্দ্র।

বৃথা—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ বিণঃ অকারণ, অনর্থক, নিরর্থক, শুধু শুধু; নিষ্ফল (বৃথা চেষ্টা)। বিঃ -মাংস—দেবদেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় নাই এরূপ পশুমাংস।

বৃদ্ধ—(১) বিণঃ বুড়া, বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রবীণ (জ্ঞানবৃদ্ধ); বৃদ্ধিযুক্ত (প্রবৃদ্ধ); প্রাচীন, পুরাতন (বৃদ্ধ বৃক্ষ)। (২) বিঃ বুড়া লোক। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী): বৃদ্ধা। বিঃ -তা, -ত্ব—অধিক বয়সের ভাব বা অবস্থা, বার্ধক্য।

বৃদ্ধাঙ্গুলি—বিঃ বুড়ো আঙুল, অঙ্গুষ্ঠ।

বৃদ্ধি—বিঃ বাড়, আধিক্য, বিস্তার, প্রসার, উন্নতি, অভ্যুদয় (শ্রীবৃদ্ধি); সুদ (বৃদ্ধিজীবী)। বিঃ -শ্রাদ্ধ—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।

বৃদ্ধ্যাজীব—বিঃ বিণঃ সুদখোর, মহাজন।

বৃন্ত—বিঃ, বোঁটা (ফুল ফল বা পাতার); স্তনাগ্র। বিণঃ -চ্যুত—বোঁটা-খসা।

বৃন্তাক—বিঃ বেগুন ও তাহার গাছ।

বৃন্দ—বিঃ গণ, সমূহ (সুধীবৃন্দ); শতকোটি।

বৃন্দা—বিঃ শ্রীরাধিকার দূতী, তুলসী।

বৃন্দাবন—বিঃ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরার নিকটবর্তী বন, বর্তমানে তীর্থ ও নগরবিশেষ। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী): -বিলাসিনী—শ্রীরাধিকা। বিঃ -লীলা—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলাদি। বিঃ বৃন্দাবনেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ (স্ত্রী): বৃন্দাবনেশ্বরী—শ্রীরাধিকা।

বৃশ্চিক—বিঃ বিছা; (জ্যোতিষ) রাশিচক্রের অষ্টম রাশি। বিঃ -দংশন—বিছার হুল দিয়া বিদ্ধকরণ; নিদারুণ মর্মযন্ত্রণা।

বৃশ্চিকালী—বিঃ (স্ত্রী): বিছুটীর গাছ।

বৃষ, বৃষভ—বিঃ ষাঁড়, বলদ, বলীবর্দ, ঋষভ; (জ্যোতিষ) রাশিচক্রের দ্বিতীয় রাশি; (শব্দের পরবর্তী অংশ) শ্রেষ্ঠ। বিঃ বৃষকাষ্ঠ—বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে বৃষবন্ধনের কাঠের খুঁটি। বিঃ বৃষকেতু—কর্ণের পুত্র। বিঃ বৃষধ্বজ, -বাহন—শিব। বিণঃ বৃষস্কন্ধ—বৃষের তুল্য স্থূল ও প্রশস্ত স্কন্ধবিশিষ্ট, বলবান্।

বৃষণ—বিঃ অণ্ডকোষ।

বৃষভানু—বিঃ রাধিকার পালক পিতা; রাখাল। বিঃ (স্ত্রী): -নন্দিনী, -সুতা—শ্রীরাধিকা।

বৃষল—(১) বিঃ শূদ্র। (২) বিণঃ পতিত, পাপী। বিঃ -তা, -ত্ব। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী): বৃষলা, বৃষলী—শূদ্রা; অনূঢ়া ঋতুমতী (কন্যা); ঋতুমতী স্ত্রী, বন্ধ্যা।

**বৃষোৎসর্গ**—বিঃ শ্রাদ্ধবিশেষ যাহাতে বৃষ উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

**বৃষ্টি**—বিঃ মেঘ হইতে জলের পতন; বর্ষণ (পুষ্পবৃষ্টি, বৃষ্টিপাত)। বিঃ -পাত—মেঘ হইতে জলবর্ষণ। -ভূ—(১) বিঃ ব্যাঙ, ভেক, মণ্ডূক। (২) বিণঃ বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন। বিঃ -মানযন্ত্র—যে যন্ত্রে বৃষ্টির পরিমাণ নিরূপিত হয় তাহা। বিণঃ -ধৌত—বর্ষার জলে ধৌত।

**বৃষ্য**—বিণঃ বীর্যবর্ধক।

**বৃহৎ**—বিণঃ বড়, প্রকাণ্ড, বিশাল; মহৎ, উদার, আড়ম্বরপূর্ণ। বৃহতী—(১) বিণঃ (স্ত্রী): মহতী; বড়। (২) বিঃ ছোট বেগুন। বিঃ বৃহতী-পতি—বাচস্পতি, বৃহস্পতি।

**বৃহন্নলা**—বিঃ বিরাট রাজগৃহে অবস্থানকারী স্ত্রীবেশী অর্জুনের ছদ্মনাম।

**বৃহস্পতি**—বিঃ দেবগুরু, তাঁহার তুল্য পণ্ডিত ব্যক্তি; গ্রহবিশেষ; সপ্তাহের বারবিশেষ।

**বে**—অব্যঃ নিন্দা অভাব বিরোধ বৈপরীত্য ইত্যাদি সূচক বিদেশী উপসর্গ (বেপরোয়া)। [ফা]।

**বে-অকুফ, বেকুফ, বেকুব**—বিণঃ বে-আক্কেল, বোকা, নির্বোধ। বিঃ বেঅকুফি, বেকুবি।

**বে-আইন, বে-আইনী**—বিণঃ আইনের অভাব; আইনবিরুদ্ধ; আইনের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ বা অপরাধী।

**বে-আক্কেল**—বিণঃ বুদ্ধিহীন, কাণ্ডজ্ঞানহীন।

**বে-আদব, বে-য়াদব**—বিণঃ অশিষ্ট, অভদ্র, ধৃষ্ট, স্পর্ধিত। বিঃ বে-আদবি, বে-য়াদবি।

**বে-আন্দাজ, বে-আন্দাজী**—বিণঃ পরিমাপ পরিমাণ বা হিসাবের অভাব; বে-হিসাব, অপরিমিত।

**বে-আবরু**—(১) বিণঃ সম্ভ্রমহানি হইয়াছে এমন; পর্দা অপসারণ করা হইয়াছে এমন; লজ্জাজনক, আবরণহীন। (২) বিঃ সম্ভ্রম বা আবরণের হানি।

**বে-ইজ্জত, বে-ইজ্জৎ**—(১) বিণঃ অপমানিত, অপদস্থ; হৃতসম্ভ্রম। (২) অপমান, শ্লীলতাহানি। বিঃ বেইজ্জতি, বেইজ্জৎ—সম্ভ্রমহানি, সতীত্বনাশ, অপমান।

**বে-ইমান**—বিণঃ বিশ্বাসঘাতক। বিঃ বেইমানি। বিণঃ বেইমানী—বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ।

**বেউড় বাঁশ**—বিঃ (বেড়া দিবার) কাঁটাযুক্ত বাঁশবিশেষ।

**বে-এক্তিয়ার**—বিণঃ অধিকার বা ক্ষমতার বহির্ভূত, এলাকা-বহির্ভূত।

**বে-ওজর**—(১) বিণঃ ওজরশূন্য আপত্তিহীন। (২) ক্রি-বিণঃ বিনা আপত্তিতে।

**বেওয়া**—বিঃ (অসহায়া) বিধবা নারী।

**বে-ওয়ারিশ**—বিণঃ স্বত্বাধিকারী, উত্তরাধিকারী বা দাবিদারশূন্য; মালিকহীন।

**বেঁকা**—বাঁকা-র চলিতরূপ।

**বেঁজি**—বেজি-র রূপভেদ।

**বেঁটে**—বিণঃ লম্বায় খাটো, খর্বকায়, বামন।

**বেঁড়ে**—বিণঃ লেজকাটা; বেঁটে।

**বেঁধা, বিঁধা**—(১) ক্রিঃ বিদ্ধ হওয়া, ফোটা (কাঁটা বেঁধা); ছিদ্র করা (নাক বেঁধা)। (২) বিঃ বিণঃ ঐ সকল অর্থে।

বে'ধান, বে'ধানো—(১) ক্রিঃ বিদ্ধ করা বা করানো, ছিদ্র করা বা করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থ-সমূহে।
বে-কসুর, বে-কসুর—বিণঃ নির্দোষ।
বেকায়দা—(১) বিণঃ কৌশলের বহির্ভূত, আয়ত্ত বা শৃঙ্খলায় আনার অসাধ্য, অসুবিধাজনক। (২) বিঃ ঐরূপ অবস্থা।
বেকার—(১) বিণঃ (প্রধানতঃ জীবিকার্জন সম্বন্ধে) জীবিকাহীন, কর্মহীন, নিরর্থক (বেকার সময় নষ্ট)। (২) বিঃ কর্মহীন ব্যক্তি। বিঃ -সমস্যা—কর্মহীন ব্যক্তিদের কর্মলাভের সমস্যা।
বেকারি১—বিঃ কর্মহীন অবস্থা।
বেকারি২—বিঃ পাউরুটি বিস্কুট ইত্যাদি তৈয়ারির কারখানা।
বেকুফ, বেকুব—বে-অকুফ-এর কথ্যরূপ।
বে-খরচা—ক্রি-বিণঃ বিনা ব্যয়ে।
বে-খাপা—বিণঃ খাপ খায় না এমন, বেমানান।
বেগ১—বিঃ দ্রুত গতি, ত্বরা (বেগে চলন); (বিজ্ঞানে) গতির পরিমাণ বা হার; প্রবাহ, স্রোত (বেগবতী নদী); মলমূত্রাদি ত্যাগের প্রবৃত্তি; আয়াস, ক্লেশ (বেগ দেওয়া); আবেগ; প্রবলতা। বিণঃ -বান্—দ্রুত-গতিসম্পন্ন, বেগযুক্ত, ত্বরান্বিত; দুর্দমনীয়। বিণঃ (স্ত্রী): -বতী। বিণঃ বেগিত, বেগী—বেগযুক্ত, দ্রুত।
বেগ২—বিঃ মুঘল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির খেতাববিশেষ।
বেগতিক—(১) বিণঃ নিরুপায়, প্রতিকূল। (২) বিঃ প্রতিকূল অবস্থা; বিপদ্।
বেগনি, বেগনী—বেগুনী-র রূপভেদ।
বেগম—বিঃ মুসলমান রাণী বা সম্ভ্রান্ত মহিলা।
বেগর—অব্যঃ ব্যতীত, বিনা।
বেগানা—বিণঃ অচেনা, অসম্পর্কিত, অনাত্মীয়।
বেগার—বিঃ বিনা বেতনে কাজ; বিনা বেতনে খাটে বা খাটিতে বাধ্য হয় যে ব্যক্তি। [ফা]।
বেগার্ত—বিণঃ অতিশয় বেগপূর্ণ।
বেগী—বেগ১ দ্রষ্টব্য।
বেগুন—বিঃ ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত ফলবিশেষ, বার্তাকু।
বেগুনি, বেগুনী—(১) বিণঃ বেগুনের ন্যায় রঙবিশিষ্ট, নীল-লোহিত বা রক্তনীল। (২) বিঃ ঐরূপ রঙ; বেসম মাখানো বেগুনের পাতলা ফালি ভাজা।
বেগোছ—বিণঃ বিশৃঙ্খল, এলোমেলো, অগোছাল।
বেঘোর—বিঃ নিরুপায় ও সংকটময় অবস্থা (বেঘোরে প্রাণ যাওয়া); বেহুঁশ বা অচেতন অবস্থা (বেঘোরে পড়ে থাকা)।
বেঙ, ব্যাং, ব্যাঙ—বিঃ ভেক, মণ্ডূক। বিঃ -তড়কা—বেঙের ন্যায় তড়াক্ করিয়া লাফ দেওন। বিঃ বেঙাচি, বেঙ্গাচি—বেঙের ছানা।
বেঙ্গমা-বেঙ্গমী—বিঃ রূপকথায় বর্ণিত মনুষ্য ভাষাভাষী পক্ষিযুগল।
বেচা—(১) ক্রিঃ বিক্রয় করা। (২) বিঃ বিণঃ ঐ অর্থে। বিঃ -কেনা, কেনাবেচা—ক্রয়বিক্রয়। ক্রিঃ -ন, -নো—বিক্রয় করানো।
বেচারা—বিঃ নিরুপায় বা নিরীহ লোক, ভালমানুষ; নিঃসহায়; বেচারী।

**বেচাল**—(১) বিণঃ মন্দ চালচলনযুক্ত, ভ্রষ্ট, কুচরিত্র ; বেয়াড়া। (২) বিঃ নিন্দার্হ স্বভাব বা চালচলন।

**বেজন্মা**—বিণঃ জন্মের ঠিক নাই এমন, জারজ।

**বেজাত**—(১) বিঃ ভিন্ন বা নিকৃষ্ট জাতি। (২) বিণঃ জাতিচ্যুত, জারজ।

**বেজায়**—বিণঃ অত্যন্ত, খুব, অপরিমিত।

**বেজার**—বিণঃ বিরক্ত, অসন্তুষ্ট।

**বেজি, বেজী**—বিঃ নেউল, নকুল।

**বেজিত**—বিণঃ ভীত, উদ্বেগপ্রাপ্ত।

**বেজুত**—বিঃ অসুবিধা, অবাঞ্ছিত অবস্থা।

**বেঞ্চ, বেঞ্চি**—বিঃ একাধিক লোকের বসিবার লম্বা ও উচ্চ কাষ্ঠাসন-বিশেষ।

**বেটা**—(১) বিঃ পুত্র, ছেলে ; অবজ্ঞা বা ভর্ৎসনা-সূচক সম্বোধন (বেটা পাজি) ; (আদরে) শিশুপুত্র (বেটার খুব বুদ্ধি)। (২) বিণঃ পুরুষজাতীয়। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বেটী, বেটি।

**বেটাইম**—(১) বিঃ অসময়। (২) বিণঃ নির্দিষ্ট সময়ের বাহিরে।

**বেঠিক**—বিণঃ ভুল, অসত্য, স্থিরতা নাই এমন।

**বেড়**—বিঃ বেষ্টন ; পরিধি, ঘের।

**বেড়া১**—ক্রিঃ বেষ্টন করা।

**বেড়া২**—(১) বিঃ যাহা দ্বারা ঘেরা হয়, বেষ্টনী। (২) বিণঃ বেষ্টনকারী (বেড়া আগুন) ; বেষ্টিত (বেড়া জমি)।

**বেড়ান, বেড়ানো**—ক্রিঃ বিচরণ বা ভ্রমণ করা ; পাদচারণ করা, হাঁটা।

**বেড়ি**—বিঃ বেষ্টনী, আবদ্ধ করিবার লোহশৃঙ্খল, হাঁড়ি ইত্যাদির কানা বেষ্টন করিয়া ধরিবার যন্ত্রবিশেষ (হাতাবেড়ি)।

**বেড়ে**—অব্যঃ বেশ, চমৎকার, উত্তম।

**বেড়েন**—বিঃ লাঠির দ্বারা প্রহার।

**বেডৌল**—বিণঃ কুগঠন, কুশ্রী।

**বেঢং, বেঢঙ্গ, বেঢক, বেঢপ**—বিণঃ বেমানান, সৌষ্ঠবহীন, কুশ্রী, কুগঠন।

**বেঢ়া**—ক্রিঃ (কাব্যে) বেষ্টন করা। ক্রিঃ বেঢ়ল, বেঢ়াল—বেষ্টন করিল।

**বেণী, বেণি, বেণা**—বিঃ উশীর, তৃণমূল-বিশেষ, খস্‌খস্ ; বিনানো চুল ; বিননী ; জলপ্রবাহ (ত্রিবেণী)। বিঃ -সংহার—বেণী-বন্ধন, আলুলায়িত কেশ বেণী-আকারে বন্ধন ; ভট্টনারায়ণকৃত (ভীমকর্তৃক দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন-বিষয়ক) সংস্কৃত নাটকবিশেষ।

**বেণিয়া, বেণে**—বিঃ দোকানী ; বণিক, সওদাগর ; গন্ধবণিক্।

**বেণু**—বিঃ বাঁশ (বেণুবন) ; বাঁশি (বেণুবাদক)। বিঃ -ক—পাচনবাড়ি। বিঃ -কুঞ্জ, -বন—বাঁশ-বাগান। বিঃ -বাদ, -বাদক—যে বাঁশী বাজায় এরূপ। বিঃ -রব—বাঁশীর আওয়াজ।

**বেণোতি, -তী**—বিঃ বেণের বোঁচবার জিনিসপত্র, রান্না করার মশলা প্রভৃতি।

**বেত**—বিঃ বেত্র, ছড়ি। ক্রিঃ বেতান, বেতানো—বেতদ্বারা প্রহার করা।

**বেতজবির**—বিঃ তত্ত্বাবধান বা তদারকের অভাব।

**বেতন**—বিঃ মাহিনা, মজুরি, পারি-শ্রমিক, কাজের বিনিময়ে প্রাপ্ত

টাকা, ভৃতি; ভাড়া। বিণঃ -গ্রাহী, -ভুক্, -ভোগী—বেতন লইয়া কাজ করে এমন।

**বেতমীজ**—বিণঃ অশিষ্ট।

**বেতর**—বিণঃ বিষম, বিসদৃশ; অপ্রকৃতিস্থ, এলোমেলো।

**বে-তরিবত, বে-তরিবৎ**—বিণঃ কুশিক্ষাপ্রাপ্ত, অশিক্ষিত, অমার্জিত, আদবকায়দা-বিহীন।

**বেতস, বেতসী**—বিঃ বেতগাছ; বেণু, বাঁশ। বিঃ **-বৃত্তি**—বেতসলতার ন্যায় নমনশীলতা, বেতসলতা যেমন জলস্রোতে নত হয় সেরূপ অল্পেই নতিস্বীকার।

**বে-তার[১]**—বিণঃ স্বাদহীন, বিস্বাদ।

**বে-তার[২]**—(১) বিণঃ তারহীন, বিনা তারে সাধিত। (২) বিঃ রেডিও। বিঃ **-বার্তা**—বিনা তারে প্রেরিত সংবাদ; রেডিওতে সম্প্রচারিত খবর; আকাশবাণী। বিঃ **-যন্ত্র**—যে যন্ত্রের সাহায্যে বিনা তারে দূরবর্তী স্থানে খবর পাঠানো যায়, রেডিও।

**বেতাল[১]**—বিঃ মৃতদেহাশ্রয়ী প্রেত, ভূতাবিষ্ট শব; শিবের অনুচরবিশেষ।

**বেতাল[২]**—(১) বিঃ (সঙ্গীতে) তালভঙ্গ, তালের অভাব। (২) বিণঃ বেতালা।

**বেতালা**—বিণঃ (সঙ্গীতে) তালের সমতা বা নিয়মবিহীন, তাল ঠিক নাই এমন, তাললয়হীন; অসামঞ্জস্যিক, অনুপযুক্ত, নিয়মবিহীন (বেতালা কথা, বেতালা লোক)।

**বেতো**—বিণঃ বাতরোগগ্রস্ত; শিথিল, অসমর্থ।

**বেত্তা**—বিণঃ যে জানে, অভিজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন (বিজ্ঞান-বেত্তা)।

**বেত্র**—বিঃ বেতগাছ; বেতের ছড়ি। বিঃ **-দণ্ড**—বেত্রদ্বারা প্রস্তুত ছড়ি; বেত্রদ্বারা প্রহাররূপ শাস্তি। বিণঃ **-ধর**—বেত্রদণ্ডধারী। (স্ত্রী): **-বতী**—(১) বিণঃ বেত্রধারিণী। (২) বিঃ প্রাচীন মালবদেশের নদীবিশেষ। বিঃ **বেত্রাসন**—বেত দিয়া তৈয়ারি আসন (চেয়ার মোড়া ইত্যাদি)। বিণঃ **বেত্রাহত**—বেত দ্বারা প্রহৃত।

**বেথুয়া, বেথো**—বিঃ শাকবিশেষ।

**বেদ**—বিঃ ভারতের প্রাচীনতম শাস্ত্র ও সাহিত্য (ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব), জ্ঞান। বিণঃ **-জ্ঞ**—বেদ শাস্ত্র ও সাহিত্যে পণ্ডিত, বেদ আয়ত্ত করিয়াছেন যিনি। বিঃ **-ব্যাস**—বেদবিভাগকর্তা ব্যাসমুনি বা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পরাশর-সত্যবতীর পুত্র। বিঃ **-মাতা**—গায়ত্রী, দুর্গা।

**বে-দখল**—বিণঃ অন্যায়ভাবে অধিকৃত; অধিকারচ্যুত। বিঃ **বে-দখলি**। বিণঃ **বে-দখলী**।

**বেদন**—বিঃ বোধ, অনুভূতি, জ্ঞান, বেদনা, ব্যথা, বিবাহ, দান। বিণঃ **বেদনীয়**—অনুভবনীয়, জ্ঞেয়।

**বেদনা**—বিঃ ব্যথা, দুঃখ, মনস্তাপ, অনুভূতি।

**বেদম**—বিণঃ দম লইবার অবকাশ নাই এমন; রুদ্ধশ্বাস, শ্বাসরহিত (বেদম কাশি); ঊর্ধ্বশ্বাস (বেদম ছুট); অত্যন্ত (বেদম মার); নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই এমন (বেদম কাজ)।

**বেদল**—(১) বিঃ ভিন্ন দল, বিপক্ষ। (২) বিণঃ দলছাড়া। বিণঃ **বেদলীয়**

—ভিন্ন দল সম্পর্কিত বা ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত ; বিপক্ষীয়।
**বেদস্তুর**—বিণঃ প্রথা বা রীতিবিরুদ্ধ।
**বেদাড়া**—বিণঃ নিয়মবহির্ভূত, বেদস্তুর।
**বেদাগ**—বিণঃ নিষ্কলঙ্ক ; দাগহীন, সরকারীভাবে জরীপ করা হয় নাই এমন জমি জায়গাদি।
**বেদাঙ্গ**—বিঃ বেদের আনুষঙ্গিক ছয় প্রকার শাস্ত্র—শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ ও জ্যোতিষ।
**বেদানা**—বিঃ ডালিমবিশেষ।
**বেদান্ত**—বিঃ বেদের শেষভাগ, জ্ঞানকাণ্ড ; বেদব্যাসমুনি প্রণীত ব্রহ্মপ্রতিপাদক দর্শনশাস্ত্রবিশেষ, উপনিষদ্‌। বিঃ -বাদ—বেদান্ত-দর্শনের মত। বিণঃ -বাদী, বেদান্তী —বেদান্তদর্শনের মতাবলম্বী, বৈদান্তিক।
**বেদাশ্রয়**—বিঃ যাহাকে অবলম্বন করিয়া বেদ রচিত হইয়াছে, নারায়ণ, বিষ্ণু।
**বেদি, বেদী, বেদিকা**—বিঃ পূজা যাগযজ্ঞ করিবার জন্য প্রস্তুত পরিষ্কার উচ্চভূমি বা ভিত্তি ; বক্তাদির জন্য প্রস্তুত উচ্চভূমি, মঞ্চ, পীঠ।
**বেদিত**—বিণঃ জ্ঞাপিত, নিবেদিত।
**বেদিতব্য**—বিণঃ জ্ঞাতব্য, জ্ঞেয়।
**বেদিয়া, (কথ্য) বেদে**—বিঃ ভারতীয় যাযাবর জাতিবিশেষ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -নী।
**বেদুইন, বেদুঈন**—বিঃ আরব দেশের যাযাবর জাতিবিশেষ।
**বেধ**—বিঃ গভীরতা, স্থূলতা, ঘনতা ; বিঁধ, ছিদ্র ; বিদ্ধকরণ ; (জ্যোতিষ) শুভকর্ম নিষেধক গ্রহসংস্থানবিশেষ। -ক—বিদ্ধ করে যে। বিণঃ -ন—বিদ্ধকরণ। বিঃ -নী, -নিকা—বেধনযন্ত্র, শলাকা, ছুঁচ। বিণঃ -নীয়, বেধ্য—বেধনযোগ্য ; লক্ষ্য। বিণঃ বেধিত—বিদ্ধ করা হইয়াছে এমন। বিণঃ বেধী—বিদ্ধকারী।
**বেধড়ক**—বিণঃ অপরিমিত, অত্যন্ত বেজায়।
**বেনা**—বিঃ সুগন্ধ তৃণবিশেষ, খস্‌খস্‌।
**বেনাম**—বিঃ প্রকৃত কর্তা বা মালিকের নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত অন্যের নাম। বিঃ -দার—প্রকৃত মালিকের নামের পরিবর্তে যাহার নামে বেনামী সম্পত্তি রচিত হয়। বিণঃ বেনামা, বেনামী—যাহাতে প্রকৃত মালিক বা প্রেরকের নামের পরিবর্তে অন্যের নাম অনুল্লেখিত থাকে (বেনামা সম্পত্তি) ; নামবিহীন।
**বেনারসী**—(১) বিণঃ বারাণসীতে প্রস্তুত। (২) বিঃ বেনারসী শাড়ি।
**বেনিয়ান[১]**—বিঃ দালাল, মুৎসুদ্দী বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য আদায়ের জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বা ব্যবসায়ীর নিকট দায়ী থাকে যে ব্যক্তি।
**বেনিয়ান[২]**—বিঃ খাটো কোর্তা বা চাপকানবিশেষ ; গেঞ্জি।
**বেনে, বেনিয়া**—বানিয়া-র কথ্যরূপ।
**বেনো**—বিণঃ বন্যাজাত, বন্যা-সংক্রান্ত।
**বেপথু, বেপন**—বিঃ কম্প, শিহরণ।
**বেপমান**—বিণঃ কম্পমান। (স্ত্রী)ঃ বেপমানা।
**বেপরদা**—(১) বিণঃ আবরণহীন, অনাবৃত ; বে-আবরু, ঘোমটাহীন। (২) বিঃ সুরের ভুল পর্দা।
**বেপরোয়া**—বিণঃ কাহাকেও গ্রাহ্য করে না এমন, নির্ভয়।

**বেপার**—বিঃ ব্যবসায় ; ঘটনা, কাজ। বিঃ **বেপারী, বেপারি**—ব্যবসায়ী, সওদাগর।

**বেফাঁস**—বিণঃ বন্ধনহীন, (গোপনীয় বিষয়) প্রকাশিত ; আলগা, অসংযত।

**বেফায়দা**—বিঃ অনর্থক, ব্যর্থ ; লাভহীন।

**বেবন্দেজ**—বিণঃ বিশৃঙ্খল, ব্যবস্থা-হীন।

**বেবন্দোবস্ত**—(১) বিঃ বন্দোবস্ত বা শৃঙ্খলার অভাব। (২) বিণঃ বিশৃঙ্খল।

**বেবাক**—বিণঃ সমস্ত, সমুদায়, নিঃশেষ।

**বেমক্কা**—বিণঃ স্থানকালের অনুপযুক্ত, অসঙ্গত, অসংযত।

**বেমতলব**—বিঃ অনিচ্ছা।

**বেমানান**—বিণঃ মানায় না এমন, অশোভন।

**বেমার, বিমার**—(১) বিণঃ পীড়িত। (২) বিঃ পীড়া, রোগ।

**বেমালুম**—বিণঃ ক্রি-বিণঃ বোঝা বা জানা যায় না এমন বা এমনভাবে, অন্যের অজ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে।

**বেমেরামত**—(১) বিণঃ মেরামত করা হয় নাই এমন। (২) বিঃ ঐরূপ অবস্থা।

**বেয়াই**—বেহাই-এর চলিতরূপ।

**বেয়াকুল**—ব্যাকুল-এর কোমল ও পদ্যে ব্যবহৃত রূপ।

**বেয়াড়া**—বিণঃ বিকট, বেটপ, বিশ্রী ; বদ, মন্দ।

**বেয়ান**—বেহান-এর চলিতরূপ।

**বেয়ারা**—বিঃ বাহক, পিয়ন।

**বেয়ারিং**—বিণঃ ডাক-টিকিট বিহীন ; বিনা-মাসুলে প্রেরিত।

**বের**—বাহির-এর কথ্যরূপ।

**বেরং, বেরঙ, বেরঙ্গ**—বিঃ বিকৃত রং, বিবর্ণ রং, অন্য রং ; (তাস খেলায়) ডাকের বহির্ভূত রং।

**বেরন, বেরনো, বেরুনো**—(১) ক্রিঃ (চলিত প্রয়োগ) বাহির হওয়া। (২) বিঃ বিণঃ ঐ অর্থে।

**বেরসিক**—বিণঃ রসজ্ঞানহীন, অরসিক, নীরস।

**বেরাদার**—বিঃ ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়, জ্ঞাতি।

**বেরিবেরি**—বিঃ শোথজাতীয় রোগ-বিশেষ।

**বেল**[1]—বিঃ ফলবিশেষ, শ্রীফল।

**বেল**[2]—বিঃ বেলফুল, বেলা, মল্লিকা।

**বেল**[3]—বিঃ নকশা-কাটা জালের ফিতা। বিণঃ **-দার**[1]—ঐরূপ ফিতাযুক্ত।

**বেল**[4]—বিঃ ঘণ্টা।

**বেল**[5]—বিঃ গাঁট।

**বেলচা**—বিঃ কোদালজাতীয় যন্ত্রবিশেষ।

**বেলদার**[1]—**বেল**[3] দ্রষ্টব্য।

**বেলদার**[2]—বিঃ খননকারী। বিঃ (স্ত্রীঃ) **বেলদারনী**।

**বেলন, বেলনা**—বিঃ লুচি রুটি ইত্যাদি বেলিবার গোলাকার দণ্ড ; (বিজ্ঞানে) গোলদণ্ডাকার পদার্থ।

**বেলমোক্তা, বেলমুক্তা**—ক্রি-বিণঃ মোট, সর্বসমেত।

**বেলা**[1]—বিঃ বেলফুল, মল্লিকা।

**বেলা**[2]—বিঃ সমুদ্রতট (বেলাভূমি); জোয়ার-ভাটা।

**বেলা**[3]—(১) বিঃ সময় ('তার বিদায় বেলার মালাখানি'—রবীন্দ্র); দিবা-ভাগ ('বেলা যে পড়ে এল'—রবীন্দ্র); (পূর্বাহ্নে) কালাতিক্রম, বিলম্ব (বেলা করা); সুযোগ, অবসর (এই

বেলা); ব্যাপ্তি (জীবনের বেলা); বয়স (কিশোরবেলা)। (২) অব্যঃ পক্ষে, সম্বন্ধে (নিজের বেলা)। ক্রি-বিণঃ -বেলি—দিবাকাল থাকিতে থাকিতে।

বেলা²—(১) ক্রিঃ বেলনে দিয়া ময়দা আটা ইত্যাদির পিণ্ড চাপিয়া পাতলা করা। (২) বিঃ বিণঃ ঐ অর্থে।

বেলুন¹—বিঃ বায়ুতে ভাসমান গ্যাস-পূর্ণ গোলাকার বস্তু, ব্যোমযান, ফানুস।

বেলুন²—বেলন-এর রূপভেদ।

বেলে—(১) বিণঃ বালুকাময়, বালুকা-পূর্ণ (বেলে মাটি)। (২) বিঃ ছোট মৎস্যবিশেষ।

বেলেল্লা—বিণঃ বেল্লিক, নির্লজ্জ, উচ্ছৃঙ্খল, লম্পট, মাতাল। বিঃ -গিরি, -পনা—ঐরূপ আচরণ।

বেলেস্তারা—বিঃ ফোসকা উদ্গত করিবার নিমিত্ত প্রযুক্ত প্রলেপ।

বেলোয়ারি, বেলোয়ারী—বিণঃ স্ফটিকের ন্যায় পলতোলা কাচ-নির্মিত।

বেল্লিক—বিণঃ নির্লজ্জ, লম্পট, দুঃশীল।

বেশ¹—বিঃ সজ্জা (বেশবিন্যাস), পোশাক অলংকারাদি (বেশভূষা)। বিণঃ বেশী—বেশধারী (ফকির বেশী)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বেশিনী।

বেশ²—(১) বিণঃ ভাল, উত্তম, চমৎকার (বেশ দেখতে); অধিক খুব, যথেষ্ট (বেশ করে কানমলা)। (২) বিঃ আধিক্য (কমবেশ)। (৩) অব্যঃ অনুমোদনসূচক (বেশ যাও)।

বেশক—ক্রি-বিণঃ নিশ্চয়।

বেশর—বিঃ স্ত্রীলোকের নাকের গহনা-বিশেষ।

বেশরম—বিণঃ নির্লজ্জ।

বেশি—(১) বিঃ আধিক্য (কমবেশি হওয়া)। (২) বিণঃ অধিক, অনেক, খুব।

বেশুমার—বিণঃ অসংখ্য, অগণিত।

বেশী—বেশ¹ দ্রষ্টব্য।

বেশ্ম—বিঃ গৃহ।

বেশ্যা—বিঃ গণিকা, দেহোপজীবিনী, বারাঙ্গনা, বারনারী। বিঃ -বৃত্তি—গণিকার ব্যবসায়। বিঃ -লয়—গণিকার বাড়ী। বিণঃ -সক্ত—গণিকার প্রতি অনুরাগযুক্ত।

বেষ্ট—বিঃ বেষ্টনী, বেড়া। বিণঃ -ক—যে বেষ্টন করে। বিঃ -ন—ঘেরা, ঘেরাও, প্রদক্ষিণ, প্রাচীর, বেড়া, পরিধি। বিঃ -বংশ—বেউড় বাঁশ। বিঃ বেষ্টনী—যাহা দ্বারা ঘেরা হয়, প্রাচীর, বেড়া। বিণঃ বেষ্টিত—বেষ্টন করা হইয়াছে এমন।

বেসন, (কথ্য) বেসম—বিঃ ডালের গুঁড়া।

বেসরকারী—বিণঃ গভর্ণমেণ্টের বা সরকারের নয় এমন; স্বকীয়, ব্যক্তি-গত।

বেসাত—বিঃ পণ্যদ্রব্য। বিঃ বেসাতি—পণ্য বিক্রয়; পণ্য। বিঃ বেসাতী—দোকানদার, পসারী।

বেসামাল—বিঃ রক্ষা-সংবরণ করিতে বা সামলাইতে অক্ষম, অসামাল।

বেসুর, বেসুরা, বেসুরো—বিণঃ সঠিক সুরের অভাব, শ্রুতিকটু, কর্কশ; বিরোধী।

বেহদ্দ—বিণঃ সীমাতীত, বেজায়, অত্যন্ত।

বেহাই—বিঃ পুত্রের বা কন্যার শ্বশুর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বেহান।

বেহাগ—বিঃ রাগিণীবিশেষ।
বেহাত—বিণঃ হাতছাড়া, পরহস্তগত।
বেহায়া—বিণঃ নির্লজ্জ, প্রগল্‌ভ। বিঃ -পনা—নির্লজ্জ আচরণ।
বেহারা—বিঃ পাল্কি বাহক, কাহার।
বেহালা—বিঃ তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
বেহিসাব—(১) বিঃ হিসাবের অভাব ; অপরিণামদর্শিতা। (২) বিণঃ হিসাবহীন, অপচয়ী, অপরিণামদর্শী, অপরিমিত ; অসতর্ক। বিণঃ বেহিসাবী—হিসাব করিয়া চলে না এমন, অমিতব্যয়ী, অপরিণামদর্শী।
বেহুঁশ—বিণঃ অচৈতন্য, মূর্ছিত, জ্ঞানহীন ; খেয়াল বা সতর্কতাবিহীন অবস্থা।
বেহুদা—বিণঃ অনুচিত, অনর্থক।
বেহেড—বিণঃ মস্তিষ্ক বা চিন্তাশক্তিহীন, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, প্রমত্ত।
বেহেশ্‌ত, বেহেস্ত—বিঃ স্বর্গ।
বৈঁচি—বঁইচি-র রূপভেদ।
বৈকর্তন—(১) বিঃ কর্ণ। (২) বিণঃ সূর্যবংশীয়।
বৈকল্পিক—বিণঃ বিকল্পে সিদ্ধ, বৈভাষিক।
বৈকল্য—বিঃ বিকলতা, অঙ্গহীনতা, বিহ্বলতা, অভিভূত অবস্থা।
বৈকাল—বিঃ বিকাল, অপরাহ্ন। বিঃ বৈকালি, বৈকালী—দেবতার বৈকালিক ভোগ। বৈকালিক, বৈকালীন—বিণঃ অপরাহ্ন-সম্বন্ধীয়, বিকালবেলার। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বৈকালিকী, বৈকালীনী, বৈকালী।
বৈকুণ্ঠ—বিঃ বিষ্ণুর ধাম, গোলোক। বিঃ -নাথ, -পতি—বিষ্ণু।
বৈক্লব্য—বিঃ কাতরতা, দুঃখ, চঞ্চলতা, বিহ্বলতা, হতবুদ্ধিতা।
বৈগুণ্য—বিঃ বিগুণতা, গুণহীনতা, বিকলতা, দোষ, ত্রুটি ; প্রতিকূলতা (গ্রহবৈগুণ্য)।
বৈচিত্র্য—বিঃ বিচিত্রতা, বিভিন্নতা, নানারূপতা, বিচিত্র শোভা।
বৈজয়ন্ত—বিঃ ইন্দ্রপুরী, ইন্দ্রের ধ্বজ বা পতাকা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বৈজয়ন্তী—পতাকা, ধ্বজা, মালা।
বৈজয়িক—বিণঃ বিজয়-সম্বন্ধীয়।
বৈজাত্য—বিঃ বিজাতীয়তা, বৈলক্ষণ্য।
বৈজ্ঞানিক—বিণঃ বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয়, বিজ্ঞানসম্মত ; বিজ্ঞানবিৎ, বিজ্ঞানে পণ্ডিত, বিজ্ঞানী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বৈজ্ঞানিকী।
বৈঠক—বিঃ সভা, আসর, মজলিস ; হুঁকা রাখিবার আধার ; ব্যায়ামের প্রণালী, বারবার উঠা বসা। বিঃ -খানা—বসিবার ঘর, সভাগৃহ। বিণঃ বৈঠকী—বৈঠকের বা মজলিসের উপযুক্ত।
বৈঠা—বইঠা-র রূপভেদ।
বৈড়াল—বিণঃ বিড়াল-সম্বন্ধীয়, বিড়ালসুলভ, বিড়ালতুল্য। বিঃ -ব্রত—কপট ধার্মিকতা, প্রতারণা, ভান, প্রকাশ্যে ধর্মাচরণ কিন্তু গোপনে পাপাচরণ, ভণ্ডামি।
বৈতনিক—বিণঃ বেতনভোগী, বেতন পাওয়া যায় বা দিতে হয় এমন কাজ।
বৈতরণী—বিঃ যমালয়ের দ্বারস্থ নদী ; উড়িষ্যার নদীবিশেষ।
বৈতান, বৈতানিক—(১) বিণঃ যজ্ঞ-সম্বন্ধীয়, যজ্ঞীয়, হোমযোগ্য, পবিত্র। (২) বিঃ নৈবেদ্য, হোম।
বৈতাল[১], বৈতালিক[১]—বিণঃ স্তুতিপাঠক, বন্দী।
বৈতাল[২], বৈতালিক[২]—(১) বিণঃ বেতাল-সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ যাদু-

কয়। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বৈতালী, বৈতালিকী[১]।

**বৈতালিকী[২]**—বিঃ স্তুতিপাঠক বা বন্দী-দের গান যাহার দ্বারা রাজাদের ঘুম ভাঙ্গানো হয়।

**বৈদগ্ধ, বৈদগ্ধ্য**—বিঃ বিদগ্ধের ভাব, চাতুর্য রসজ্ঞান, পাণ্ডিত্য, প্রাজ্ঞতা।

**বৈদর্ভ**—বিণঃ বিদর্ভদেশীয়। **বৈদর্ভী**—(১) বিঃ বিদর্ভ রাজার কন্যা, নল-রাজার পত্নী দময়ন্তী; সংস্কৃত রচনারীতিবিশেষ যাহাতে অল্প-সমাসযুক্ত মাধুর্যমণ্ডিত পদ রচিত হয়। (২) বিণঃ বৈদর্ভ-র স্ত্রীলিঙ্গ।

**বৈদান্তিক**—(১) বিণঃ বেদান্ত-সম্বন্ধীয় বা সম্পর্কিত; বেদান্ত-সম্মত। (২) বিঃ বেদান্তবাদী ব্যক্তি, বেদান্তদর্শনে পণ্ডিত ব্যক্তি।

**বৈদিক**—(১) বিণঃ বেদ-সম্বন্ধীয়, বেদবিহিত, বেদসম্মত। (২) বিঃ ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ; বেদজ্ঞ ব্যক্তি।

**বৈদূর্য**—বিঃ নীলকান্তমণি, ঈষৎ পীত ও কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত মণিবিশেষ।

**বৈদেশিক**—বিদেশ দ্রষ্টব্য।

**বৈদেহ**—(১) বিণঃ বিদেহ বা মিথিলা-সম্বন্ধীয়; মিথিলাবাসী; মিথিলা সংসৃষ্ট। (২) বিঃ জনক রাজা। **বৈদেহী**—(১) বিঃ জনক রাজার কন্যা সীতা। (২) বিণঃ বৈদেহ-র স্ত্রীলিঙ্গ।

**বৈদ্য**—বিঃ চিকিৎসক, কবিরাজ; বঙ্গীয় হিন্দুজাতির সম্প্রদায়বিশেষ। বিঃ -ক, -শাস্ত্র—আয়ুর্বেদ। বিঃ -নাথ—শিব, দেওঘরের শিব। বিঃ -শালা—চিকিৎসালয়। বিঃ -সঙ্কট—চিকিৎসা-সঙ্কট, বহু চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করানোর ফলে সৃষ্ট বিপদ।

**বৈদ্যুত, বৈদ্যুতিক**—বিণঃ বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত, তাড়িৎপূর্ণ।

**বৈধ**—বিণঃ বিধিসম্মত, ন্যায্য, উচিত। বিঃ -তা।

**বৈধব্য**—বিঃ বিধবার অবস্থা।

**বৈধর্ম্য**—বিঃ ভিন্ন ধর্মবত্তা, ধর্মবিরুদ্ধ মত, নাস্তিক্য; বৈষম্য।

**বৈধেয়**—বিণঃ বিধি-সম্বন্ধীয়।

**বৈনতেয়**—বিঃ বিনতার পুত্র, গরুড়, অরুণ।

**বৈপরীত্য**—বিঃ বিপরীত ভাব, বিপর্যয়, বিরুদ্ধতা।

**বৈপিত্র, বৈপিত্রেয়**—বিণঃ এক মাতার গর্ভে ভিন্ন পিতার ঔরসে জাত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বৈপিত্রী, বৈপিত্রেয়ী।

**বৈপ্লবিক**—বিণঃ বিপ্লব-সংক্রান্ত, আমূল পরিবর্তন সাধক।

**বৈবর্ণ, বৈবর্ণ্য**—বিঃ বিবর্ণতা।

**বৈবস্বত**—(১) বিঃ সূর্যতনয়, সপ্তম-মনু, যম। (২) বিণঃ সৌর।

**বৈবাহিক**—(১) বিণঃ বিবাহ-সম্বন্ধীয়; পরিণয়ঘটিত। (২) বিঃ পুত্র বা কন্যার শ্বশুর, বেহাই। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বৈবাহিকী, (অশুদ্ধ) বৈবাহিকা।

**বৈভব**—বিঃ বিভূতি, ঐশ্বর্য, বিভব, মহিমা।

**বৈভাষিক**—(১) বিণঃ বিকল্পে সিদ্ধ, অন্যতর। (২) বিঃ বৌদ্ধ দর্শনের মতবিশেষ।

**বৈমাত্র, বৈমাত্রেয়**—বিণঃ বিমাতার গর্ভ-জাত। (স্ত্রী)ঃ বৈমাত্রী, বৈমাত্রেয়ী।

**বৈমানিক**—বিণঃ বিমান-সম্বন্ধীয়; আকাশচারী; বিমানচালক।

**বৈমুখ্য**—বিঃ বিমুখতা।

**বৈরাগ্নিক**—বিণঃ ব্রাহ্মণত।

বৈয়াকরণ—(১) বিঃ ব্যাকরণবিৎ, ব্যাকরণে পাণ্ডিত্যযুক্ত ব্যক্তি। (২) বিণঃ ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয়।

বৈয়াঘ্র—বিণঃ ব্যাঘ্র-সম্বন্ধীয়; ব্যাঘ্র-চর্মাচ্ছাদিত।

বৈয়াসক, বৈয়াসিক—বিণঃ ব্যাস-সম্বন্ধীয়; ব্যাসদেবপ্রণীত। বৈয়াসকী, বৈয়াসিকী—(১) বিণঃ যথাক্রমে বৈয়াসক ও বৈয়াসিক-র স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বিঃ ব্যাসপ্রণীত সংহিতা।

বৈয়াসকি—বিঃ ব্যাসদেবের পুত্র, শুকদেব।

বৈর—বিঃ শত্রুতা। বিঃ -নির্যাতন—শত্রুতার প্রতিশোধ। বিঃ -ভাব—বিদ্বেষ। বিঃ -শুদ্ধি—বৈর-নির্যাতন। বিঃ -সাধন—শত্রুতাকরণ। বিঃ বিণঃ বৈরী—শত্রু। বিঃ বৈরিতা—শত্রুতা, বিপক্ষতা।

বৈরাগী—(১) বিণঃ সংসারে অনাসক্ত সন্ন্যাসী, উদাসীন। (২) বিঃ বৈষ্ণব ভিক্ষুক।

বৈরাগ্য, বৈরাগ্য—বিঃ বিষয়ভোগে বা সংসারে অনাসক্তি, ঔদাসীন্য, বাসনারাহিত্য।

বৈরূপ্য—বিঃ বিরূপতা; বিকৃতি।

বৈলক্ষণ্য—বিঃ ভাবের পরিবর্তন; বিভিন্নতা, প্রভেদ, পার্থক্য; অসাধারণতা।

বৈশাখ—বিঃ বাংলা সনের প্রথম মাস। বিঃ (স্ত্রী) বৈশাখী—বিশাখানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা। বিণঃ বৈশাখী—বৈশাখ মাস-সংক্রান্ত, বৈশাখ মাসের।

বৈশিষ্ট্য—বিঃ বিশেষত্ব, অসাধারণত্ব; প্রভেদ, বিশিষ্টতা।

বৈশেষিক—বিঃ কণাদমুনি-প্রণীত দর্শনশাস্ত্র।

বৈশ্বানর—বিঃ অগ্নি।

বৈশ্য—বিঃ হিন্দু চতুর্বর্ণের তৃতীয় বর্ণ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। বিঃ (স্ত্রী)ঃ বৈশ্যা।

বৈশ্লেষিক—বিণঃ বিশ্লেষণ-সংক্রান্ত। বিঃ -রসায়ন—পদার্থাদির বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের গুণাগুণ-নির্ণয়ের প্রণালী।

বৈষম্য—বিঃ অসমতা, প্রভেদ।

বৈষয়িক—বিণঃ বিষয়-সম্বন্ধীয়; সংসার-সংক্রান্ত।

বৈষ্ণব—(১) বিণঃ বিষ্ণু-সম্বন্ধীয়, বিষ্ণুভক্ত। (২) বিঃ বিষ্ণুউপাসক ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ, বোষ্টম। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বৈষ্ণবী। -বিনয়—(ব্যঙ্গার্থে) অত্যধিক বিনয়প্রকাশ। বিঃ বৈষ্ণবাচার—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পালনীয় রীতিনীতি।

বৈসাদৃশ্য—বিঃ অমিল, প্রভেদ, বৈষম্য, অসমতা।

বোঁ—অব্যঃ শূন্যে গতি ঘূর্ণন গমন ইত্যাদির বেগসূচক।

বোঁচকা—বিঃ গাঁটরি, মোট, পোঁটলা। বিঃ -বুঁচকি—পোঁটলাপুঁটলি, মালপত্র।

বোঁচা—বিণঃ কাটা বা বসা নাকবিশিষ্ট, থ্যাবড়া নাকবিশিষ্ট, খাঁদা।

বোঁটা—বিঃ বৃন্ত; স্তনাগ্র।

বোঁদে—বুঁদিয়া-র চলিত রূপ।

বোক, বোকচন্দ্র—বিণঃ বুদ্ধিহীন।

বোকা—বিণঃ নির্বোধ। বিণঃ -রাম—মূর্খের সেরা। বিঃ -মি, -মো—নির্বুদ্ধিতা। বিঃ -পাঁঠা—দাড়ি এবং অধিক লোমযুক্ত বৃদ্ধ ছাগ।

বোজা, বোজান, বুজা—(১) ক্রিঃ নিমীলন বা মুদ্রিত করা বা হওয়া, বন্ধ হওয়া, ভরাট হওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ নিমীলিত করানো, ভরাট করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

বোঝা¹—বিঃ যাহা বহন করা হয়, ভার, মোট। -ই—(১) বিঃ ভারস্থাপন, ভরতিকরণ। (২) বিণঃ ভরতি, পূর্ণ।

বোঝা², বুঝা—(১) ক্রিঃ বোধ করা, হৃদয়ঙ্গম করা, প্রণিধান করা, উপলব্ধি করা, সমঝানো; বিচার বা বিবেচনা করা। বিঃ -পড়া—কথা-বার্তার দ্বারা মীমাংসা। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ উপলব্ধি করানো, জ্ঞাপন করা, বোধ দেওয়া, সমঝাইয়া দেওয়া; ব্যাখ্যা করা, উপদেশ দেওয়া; প্রবোধ দেওয়া। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ ব্যাখ্যাত।

বোট—বিঃ বড় নৌকা।

বোটকা—বিণঃ ছাগলের গায়ের গন্ধের ন্যায় (গন্ধ)।

বোড়া—বিঃ (বিষাক্ত) সর্পবিশেষ।

বোতল—বিঃ কাচপাত্রবিশেষ।

বোতাম—বিঃ জামা-পোষাকাদি বন্ধ করিবার গুটিকা।

বোদা—বিণঃ বিস্বাদ।

বোদ্ধা—বিণঃ বুঝিতে সমর্থ, জ্ঞাতা, সমঝদার।

বোধ—বিঃ উপলব্ধি, অনুভব শক্তি, টের, জ্ঞান, বুদ্ধি; সান্ত্বনা, প্রবোধ; অনুমান; জাগরণ; চেতনা। বিণঃ -ক, বোধয়িতা—সূচক, জ্ঞাপক; প্রত্যায়কারী, জাগরিত করায় এমন, বোধদানকারী বিণঃ (স্ত্রী)ঃ বোধিকা, বোধয়িত্রী। বিণঃ -গম্য—স্পষ্ট, বিশদ, অর্থ বুঝিতে পারা যায় এমন। বিঃ -ন—বোধ-সম্পাদন, জাগানো, উদ্বোধন; উদ্দীপন; দুর্গাপূজার পূর্বে দেবীর জাগরণের জন্য ক্রিয়াবিশেষ। বিঃ -শোধ—বুদ্ধি-শুদ্ধি, সহজবুদ্ধি। বিণঃ বোধাতীত—জ্ঞানের অতীত, অবিদিত। বিণঃ বোধিত—বোধপ্রাপ্ত, জাগরিত, উদ্বোধিত, জ্ঞাপিত। বিণঃ বোধিতব্য—জ্ঞাতব্য, বিজ্ঞাপ্য। বিণঃ বোধ্য—বোধগম্য।



বোধি—বিঃ পরম জ্ঞান; জ্ঞানেন্দ্রিয়; যে অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে শাক্য সিংহ বা গোতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বিঃ-দ্রুম, -বৃক্ষ—পবিত্র অশ্বত্থবৃক্ষ (বুদ্ধগয়ায় অবস্থিত) যাহার নীচে বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে শাক্য সিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বিঃ -সত্ত্ব—বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত মহাপুরুষবিশেষ যিনি বুদ্ধত্বলাভের অব্যবহিত পূর্ব-বর্তী অবস্থায় পৌঁছিয়াছিলেন।

বোধিকা, বোধিনী—বিণঃ বোধকারিণী।

বোধোদয়—বিঃ জ্ঞানের প্রকাশ, জ্ঞান-সঞ্চার।

বোন—বিঃ ভগিনী। বিঃ -ঝি—ভগিনীর কন্যা। বিঃ -পো—ভগিনীর পুত্র। বিঃ বোনাই—ভগিনীপতি।

বোনা, বুনা—(১) ক্রিঃ বপন করা; বয়ন করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে।

বোবা—বিণঃ হাবা, মূক, বাক্‌শক্তি-হীন; নীরব, চাপা।

বোম¹—বিঃ গাড়ির যে কাঠে জোয়াল লাগানো থাকে।

**বোমা১**, (চলিত) **বোম১**—বিঃ বারুদপূর্ণ বিস্ফোরক অস্ত্রবিশেষ। বিণঃ **বোমারু**—বোমা নিক্ষেপক।

**বোমা২**—বিঃ জল তুলিবার কলবিশেষ।

**বোমা৩**—বিঃ বস্তা হইতে মালের নমুনা বাহির করার সূক্ষ্মাগ্র হাতাবিশেষ।

**বোম্বাই**—(১) বিঃ ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত নগর। (২) বিণঃ বোম্বাইতে উৎপন্ন ; বৃহৎ।

**বোম্বেটে**—বিঃ জলদস্যু, দস্যু ; বেপরোয়া ব্যক্তি।

**বোয়াল**—বিঃ বৃহৎ মৎস্যবিশেষ।

**বোর**—বিঃ কুলের আঁটির ন্যায় স্বর্ণ রৌপ্যের দানা।

**বোরকা, বোরখা**—বিঃ মুসলমান রমণীদিগের অঙ্গাবরণবিশেষ।

**বোরা**—বিঃ (চটের) থলি, বস্তা।

**বোরো**—বিঃ ধান্যবিশেষ।

**বোর্ড**—বিঃ ফলক, পাটা ; পর্ষৎ, সমিতি।

**বোল১**—**বউল**-এর কথ্যরূপ।

**বোল২**—বিঃ বাক্য, বুলি, ভাষা ; বাজনার গৎ ; ধ্বনি। বিঃ **-চাল**—কথা ও আচরণ। বিঃ **-বোলা**—হাঁকডাক, প্রতাপ, প্রভাব।

**বোলট্**—বিঃ পেরেকজাতীয় অর্গলবিশেষ।

**বোলতা**—বিঃ দংশনকারী কীটবিশেষ।

**বোলান১, বোলানো১**—(১) ক্রিঃ ডাকা, ডাকিয়া পাঠানো, কথা বলানো। (২) বিঃ ঐ সকল অর্থে।

**বোলান২, বোলানো২, বুলান, বুলানো**—ক্রিঃ লঘুভাবে ছুঁইয়া হস্তাদি চালনা করা (হাত বা তুলি বোলানো) ; মনোযোগ দেওয়া (চোখ বোলানো)।

**বৌ**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ নববিবাহিতা স্ত্রী ; পুত্রবধূ। বিঃ **-ঠাকুরাণী, -ঠান্**—বড় ভাইয়ের স্ত্রী, বড় শালা-বৌ। বিঃ **-দি, -দিদি**—বড় ভাইয়ের স্ত্রী। বিঃ **-মা**—পুত্রবধূ, অনুজপত্নী ; দুহিতৃস্থানীয়া বধূ।

**বৌদ্ধ**—বিণঃ বুদ্ধদেব-প্রবর্তিত, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বা উক্ত ধর্ম-সম্বন্ধীয়। বিঃ **-দর্শন**—বৌদ্ধগণের প্রণীত দর্শনশাস্ত্র। বিঃ **-ধর্ম**—বুদ্ধদেব-প্রবর্তিত ধর্মমত।

**ব্যক্ত**—বিণঃ প্রকাশিত ; স্পষ্ট, স্ফুট, প্রকট। বিঃ **-রূপ**—স্পষ্ট উপলব্ধ মূর্তি, বাহিরের চেহারা।

**ব্যক্তি**—বিঃ লোক, মানুষ ; প্রকাশ ; (দর্শনে) বিশেষ, এক, অসামান্য। বিণঃ **-ক, -গত**—ব্যক্তিবিশেষ-সম্বন্ধীয়, কোন ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যান্তর্গত, প্রাতিস্বিক। বিঃ **-তন্ত্র, -বাদ**—স্বাতন্ত্র্যবাদ, ব্যক্তি সমাজ অপেক্ষা বড় এই নীতি। বিঃ **-তা**—ব্যক্তির বিশেষত্ব। বিঃ **-ত্ব**—মনুষ্যবিশেষের স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য।

**ব্যক্তীকৃত**—বিণঃ ব্যক্ত বা স্পষ্ট করা হইয়াছে এমন।

**ব্যগ্র**—বিণঃ আগ্রহান্বিত ; ব্যস্ত ; উৎসুক ; ত্রস্ত, ভীত ; উৎকণ্ঠাযুক্ত। বিঃ **-তা**।

**ব্যঙ্গ১**—(১) বিণঃ বিকলাঙ্গ। (২) বিঃ ভেক, ব্যাঙ্।

**ব্যঙ্গ২**—বিঃ উপহাস, বিদ্রূপ। বিণঃ **-প্রিয়**—ব্যঙ্গ করিতে ভালবাসে এমন। বিঃ **ব্যঙ্গার্থ**—বিদ্রূপপূর্ণ অর্থ। বিঃ **ব্যঙ্গোক্তি**—বিদ্রূপপূর্ণ কথা।

**ব্যঙ্গ্য**—বিণঃ শব্দের ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা বোধ্য, নিগূঢ়। বিঃ **ব্যঙ্গ্যার্থ**—ব্যক্ত

অর্থের পশ্চাতে নিহিত ব্যঞ্জিত বা গভীরতর অর্থ। বিঃ ব্যঙ্গোক্তি—বক্রোক্তি, শ্লেষবাক্য, ব্যঞ্জনাময় বাক্য।

ব্যজন—বিঃ পাখা ইত্যাদি দ্বারা বাতাস-করণ, বীজন; পাখা। বিঃ (স্ত্রী): ব্যজনী—পাখা, চামর, তালবৃন্ত।

ব্যঞ্জক—বিণঃ প্রকাশক, বোধক, সূচক, দ্যোতক।

ব্যঞ্জন—বিঃ রান্না করা তরকারি, ব্যান্নন; প্রকাশক; চিহ্ন, লক্ষণ; (ব্যাকরণ) ক হইতে হ পর্যন্ত বর্ণ। বিঃ -সন্ধি—ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণ বা স্বরবর্ণের সন্ধি। বিঃ অন্ন-ব্যঞ্জন—ভাত ও রান্না করা তরকারি।

ব্যঞ্জনা—বিঃ (অলংকারশাস্ত্রে) শব্দের গূঢ়ার্থ প্রকাশক বা নূতন অর্থ-দ্যোতক বৃত্তি; প্রকাশনা। বিণঃ ব্যঞ্জিত—ব্যঞ্জনা দ্বারা অভিব্যক্ত, বোধিত, সূচিত, প্রকাশিত।

ব্যতিক্রম—বিঃ লঙ্ঘন; বিপরীতভাব; নিয়মভঙ্গ; অন্যথা। বিণঃ ব্যতিক্রান্ত—ব্যতিক্রম করা হইয়াছে এমন, লঙ্ঘিত, উল্লঙ্ঘিত।

ব্যতিব্যস্ত—বিণঃ অত্যন্ত ব্যস্ত; উত্যক্ত; বিব্রত।

ব্যতিরিক্ত—বিণঃ ব্যতীত, বাদে, ভিন্ন।

ব্যতিরেক—বিঃ অভাব, রাহিত্য, বিনা; ভেদ; অতিক্রম; (অলংকারশাস্ত্রে) যে অলঙ্কারে উপমেয়কে উপমান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট করিয়া বর্ণনা করা হয়। বিণঃ ব্যতিরেকী—অভাববিশিষ্ট; প্রভেদক; পৃথক। অব্যঃ ব্যতিরেকে—ছাড়া, বিনা, ব্যতীত।

ব্যতিহার—বিঃ বিনিময়, বদল, পরিবর্ত; (একাধিক ব্যক্তির) পরস্পর একই আচরণ। বিঃ ব্যতিহার বহুব্রীহি—(ব্যাকরণ) সমাসবিশেষ যাহাতে পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়াবিনিময় হয় (যেমন কেশাকেশি)।

ব্যতীত—(১) অব্যঃ বিনা, ছাড়া, বাদে, ব্যতিরেকে। (২) বিণঃ বিগত।

ব্যতীপাত—বিঃ ভূমিকম্প উল্কাপাত ধূমকেতুর উদয় ইত্যাদি মহাবিপৎ-সূচক নৈসর্গিক দুর্লক্ষণ বা দুর্যোগ; উৎপাত; (জ্যোতিষ) অশুভযোগ-বিশেষ।

ব্যত্যয়—বিঃ ব্যতিক্রম, বৈপরীত্য।

ব্যত্যাস—ব্যত্যয় দ্রষ্টব্য। বিণঃ ব্যত্যস্ত—বিপরীত; ঢেরাকাটার তুল্য।

ব্যথা—বিঃ বেদনা, কষ্ট; প্রসববেদনা। বিণঃ ব্যথিত—ব্যথাযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী): ব্যথিতা। বিণঃ ব্যথী—ব্যথা-যুক্ত; সমবেদনাযুক্ত, দরদী। বিণঃ (স্ত্রী): ব্যথিনী।

ব্যপদেশ—বিঃ ছল, ছুতা, অছিলা; নাম বা সংজ্ঞা উল্লেখ; (অপ্রচল) প্রয়োজন। বিণঃ ব্যপদিষ্ট—প্রতারিত; অভিহিত, আখ্যাত। বিণঃ ব্যপদেষ্টা—ছলকারী, প্রবঞ্চক, কপটী, নামো-ল্লেখকারী।

ব্যপনয়ন—বিঃ প্রত্যাখ্যান, ত্যাগ; অপসারণ। বিণঃ ব্যপনীত।

ব্যপহরণ—বিঃ তহবিল তছরূপ, স্বীয় তত্ত্বাবধানে রক্ষিত অন্যের অর্থ আত্ম-সাৎকরণ।

ব্যবকলন—বিঃ বাদ দেওন, বিয়োগ। বিণঃ ব্যবকলিত—বিয়োজিত।

ব্যবচ্ছেদ—বিঃ বিশ্লেষ, পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন অংশ ভাগকরণ (শব-ব্যবচ্ছেদ)। বিণঃ ব্যবচ্ছিন্ন—ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে এমন।

**ব্যবধা, ব্যবধান, ব্যবধি**—বিঃ মধ্যবর্তী স্থান বা কাল, দূরত্ব, অন্তর; আড়াল, অন্তরাল, আবরণ।

**ব্যবসা, (চলিত) ব্যবসায়**—বিঃ জীবিকা, পেশা, বৃত্তি; বাণিজ্য, কারবার; উদ্যম, যত্ন; অনুষ্ঠান; অভিপ্রায়; ব্যবহার; নিশ্চয়। বিঃ বিণঃ ব্যবসায়ী—ব্যবসাদার, বণিক্; অনুষ্ঠাতা; কর্মবিশেষে দক্ষ বা অভিজ্ঞ; উদ্যমী। বিণঃ ব্যবসিত—উদ্যত, চেষ্টাযুক্ত, অনুষ্ঠিত; স্থিরীকৃত।

**ব্যবস্থা**—বিঃ বন্দোবস্ত, কার্যবিধি, আয়োজন; শৃঙ্খলা; শাস্ত্রসম্মত বিধান; আইন, নিয়ম; পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন; স্থিতি; স্থিরতা। বিঃ -ন—অবস্থান। ক্রিঃ ব্যবস্থা দেওয়া—শাস্ত্রীয় বিধান দেওয়া; ঔষধাদি সেবন সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া। বিঃ -পত্র—ঔষধ-ব্যবস্থা; আইনের উপদেশ। বিঃ -শাস্ত্র—আইন-ব্যবহারতত্ত্ব; স্মৃতিশাস্ত্র। বিণঃ ব্যবস্থিত—স্থিরীকৃত; আয়োজিত; পৃথক্‌কৃত; অবস্থিত; নিযুক্ত।

**ব্যবস্থাপক**—বিঃ বিণঃ নিয়ামক, বিধানকর্তা; সংস্থাপক, আইনগঠনকারী; বিধিব্যবস্থাপন-সম্বন্ধীয়। বিঃ -সভা—দেশের প্রতিনিধিগণের আইন প্রণয়নের জন্য যে সভা। বিঃ বিণঃ, (স্ত্রী): ব্যবস্থাপিকা। বিঃ ব্যবস্থাপন—আইন নিয়ম বা বিধিনির্ধারণ; সংস্থাপন। বিণঃ ব্যবস্থাপিত—ব্যবস্থাপন করা হইয়াছে এমন।

**ব্যবহার**—বিঃ আচরণ; আইন (ব্যবহারশাস্ত্র); বিষয়কর্ম; প্রথা, নিয়ম, আচার (লোকব্যবহার); মকদ্দমা; প্রয়োগ, কাজে নিয়োগ (তৈল ব্যবহার); উপহার। বিঃ -জীবী—উকিল মোক্তার ইত্যাদি আইন ব্যবসায়ী। বিঃ -দর্শী। আইনজীবী, সলিসিটার, অ্যাটর্নি, উকিল। বিঃ -শাস্ত্র—আইন শাস্ত্র। বিণঃ ব্যবহারক—ব্যবহারকারী। বিণঃ ব্যবহারিক, ব্যাবহারিক—ব্যবহারসিদ্ধ, নিয়োগবিষয়ক; আইনবিষয়ক, বিষয়কর্ম-সম্বন্ধীয়; প্রথানুযায়ী; সাংসারিক; (দর্শনে) অবাস্তব হইলেও মানিয়া লওয়া হইয়াছে এমন। বিণঃ ব্যবহর্তব্য, ব্যবহার্য—ব্যবহারযোগ্য। বিণঃ ব্যবহর্তা—ব্যবহারকারী; বিচারক। বিণঃ ব্যবহৃত—ব্যবহার করা হইয়াছে এমন, কাজে লাগানো হইয়াছে এমন।

**ব্যবহিত**—বিণঃ ব্যবধানবিশিষ্ট, দূরবর্তী; আচ্ছাদিত।

**ব্যভিচার**—বিঃ বিপরীত বা অন্যায় আচরণ, অন্যথাচরণ; স্ত্রীপুরুষের অবৈধ সংসর্গ, স্খলন। বিণঃ ব্যভিচারী—ব্যভিচারকারী, পরস্ত্রীগামী, ভ্রষ্ট। বিণঃ (স্ত্রী): ব্যভিচারিণী।

**ব্যয়**—বিঃ খরচ; অপচয়; নাশ; ক্ষয়। বিণঃ -কুণ্ঠ—কৃপণ। বিঃ -ন—খরচকরণ। বিণঃ -বহুল—অধিক ব্যয়সাপেক্ষ, মূল্যবান্। বিঃ -বহুলতা, -বাহুল্য। বিণঃ -সাধ্য, -সাপেক্ষ—অধিক খরচ করিতে হইবে এমন। বিণঃ ব্যয়িত—খরচ বা নষ্ট করা হইয়াছে এমন। বিণঃ ব্যয়ী—ব্যয়কারী, খরচে। বিণঃ (স্ত্রী): ব্যয়িনী।

**ব্যর্থ**—বিণঃ বিফল; নিরর্থক; অকৃতকার্য। বিঃ -তা। বিঃ -কাম, -মনোরথ—যাহার অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই এমন।

**ব্যষ্টি**—বিঃ পৃথক্ পৃথক্ অংশ, সমষ্টির বিপরীত।

**ব্যস্**—অব্যঃ শেষ; ইতি; আর প্রয়োজন নাই—এই অর্থবোধক শব্দ।

**ব্যসন**—বিঃ দোষ (মৃগয়া অক্ষ দিবা-নিদ্রা পরনিন্দা মদ্য বেশ্যা নৃত্য গীত ক্রীড়া বৃথাভ্রমণ—এই দশপ্রকার কামজ ব্যসন এবং খলতা দৌরাত্ম্য ক্ষতি প্রতারণা ঈর্ষা দ্বেষ কটূক্তি নিষ্ঠুরতা—এই আটপ্রকার কোপজ ব্যসন); বিপদ; দুঃখ; বিনাশ; নেশা; পাপ। বিণঃ ব্যসনী—ব্যসনাযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ব্যসনিনী। বিণঃ -সক্ত—বেশ্যাসক্তি মদ্যপান ইত্যাদি কামজ এবং দৌরাত্ম্য দ্বেষ ইত্যাদি ক্রোধজ অপরাধে রত। বিঃ -সক্তি।

**ব্যস্ত**—বিণঃ ব্যগ্র; ব্যাকুল; ব্যাপৃত, নিযুক্ত; অস্থির; বিক্ষিপ্ত; বিভক্ত; ত্বরান্বিত। বিঃ -তা। বিণঃ -বাগীশ—সমস্ত কাজ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিতে চায় এমন। বিণঃ -সমস্ত—অত্যন্ত ব্যস্ত, অস্থির।

**ব্যাং**—বেঙ্-এর রূপভেদ।

**ব্যাকরণ**—বিঃ শব্দব্যুৎপত্তি বিষয়ক শাস্ত্র; বিশুদ্ধভাবে ভাষা লিখিতে পড়িতে ও বলিতে শিক্ষা করার শাস্ত্র।

**ব্যাকুল**—বিণঃ অতিশয় আকুল, অস্থির, উদ্গ্রীব, উৎকণ্ঠিত, কাতর; ব্যস্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ব্যাকুলা। বিঃ -তা। বিণঃ ব্যাকুলিত—ব্যাকুল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ব্যাকুলিতা।

**ব্যাখ্যা**—বিঃ বিশদ বা স্পষ্টরূপে বিবরণ বা বর্ণনা; অর্থপ্রকাশ; টীকা। বিণঃ -ত—ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এমন। বিণঃ -তা—ব্যাখ্যাকারী। বিঃ -ন—ব্যাখ্যা, অভিভাষণ। বিণঃ ব্যাখ্যেয়—ব্যাখ্যার উপযুক্ত; ব্যাখ্যা করিতে হইবে এমন।

**ব্যাগ**—বিঃ চামড়া ইত্যাদির থলি।

**ব্যাঘাত**—বিঃ বিঘ্ন, প্রতিবন্ধ। বিণঃ -ক—ব্যাঘাতকারী; বাধাজনক।

**ব্যাঘ্র**—বিঃ বাঘ, শক্তিশালী হিংস্র মাংসাশী পশুবিশেষ, শার্দূল; (সমাসে শব্দের পরবর্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ বা শক্তিমান ব্যক্তি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ ব্যাঘ্রী।

**ব্যাঙ**—বেঙ্ দ্রষ্টব্য।

**ব্যাঙ্ক**—বিঃ টাকা লগ্নীর বা খাটানোর প্রতিষ্ঠানবিশেষ; ধনাগার।

**ব্যাঙ্গমা, ব্যাঙ্গমী**—বেঙ্গমা দ্রষ্টব্য।

**ব্যাজ**—বিঃ ছল; বিঘ্ন; বিলম্ব; সুদ। বিঃ -স্তুতি—অর্থালঙ্কার যাহাতে স্তুতিচ্ছলে নিন্দা ও নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বোঝানো হয়; কপটস্তুতি। বিঃ ব্যাজোক্তি—ছলপূর্ণ উক্তি, দ্ব্যর্থ বাক্য; (অলংকার শাস্ত্রে) গোপনীয় ব্যাপার প্রকাশিত হইলেও ছল দ্বারা গোপন।

**ব্যাট**—বিঃ বল খেলিবার বা চালনা করিবার কাষ্ঠ-দণ্ডবিশেষ। বিঃ -বল—ক্রীড়াবিশেষ, ক্রিকেট খেলা।

**ব্যাটা**—বেটা দ্রষ্টব্য।

**ব্যাণ্ড**—বিঃ বিবিধ বাদ্যের ঐকতান-বাদন; ঐকতান-বাদনের দল। বিঃ -মাস্টার—ঐকতান বাদক দল-নায়ক, বাদক-দলের অধিকারী বা শিক্ষক।

**ব্যাদড়া**—বিণঃ দুষ্ট, বেয়াড়া; দুর্দান্ত।

ব্যাদান—বিঃ বিস্তার, উদ্ঘাটন, খোলা, হাঁ (মুখ ব্যাদান)। বিণঃ (অশুদ্ধ) ব্যাদিত, (শুদ্ধ) ব্যাত্ত, ব্যাদত্ত—উদ্ঘাটিত, বিস্তারিত, প্রসারিত।

ব্যাধ—বিঃ শিকারী বা মৃগয়াজীবী জাতি, পশুপক্ষী বধকারী জাতি।

ব্যাধি—বিঃ রোগ, পীড়া। বিণঃ -ত—রোগগ্রস্ত। বিঃ -মন্দির—রোগের আলয়, শরীর, দেহ।

ব্যান—বিঃ দেহের জীবনধারক পঞ্চ-বায়ুর অন্যতম।

ব্যাঞ্জন—বিঃ রাঁধা তরকারি, ব্যঞ্জন।

ব্যাপক—বিণঃ ব্যাপ্তিশীল, ব্যাপ্তিযুক্ত, বহুদূরপ্রসারী, বহু বিষয় আশ্রয় করে বা-প্রভাব বিস্তার করে এমন। (স্ত্রী)ঃ ব্যাপিকা—(১) বিণঃ ব্যাপিনী; চঞ্চলা, স্বৈরিণী, প্রগল্‌ভা, ধিঙ্গী। (২) বিঃ চঞ্চলা, প্রগল্‌ভা স্ত্রীলোক।

ব্যাপন—বিঃ বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি, প্রসারণ, আচ্ছাদন।

ব্যাপা—(১) ক্রিঃ ব্যাপ্ত বা বিস্তৃত করা বা হওয়া, ছড়ানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থসমূহে।

ব্যাপাদন—বিঃ বধ। বিণঃ ব্যাপাদিত—নিহত।

ব্যাপার—বিঃ ঘটনা, কাণ্ড, অনুষ্ঠান, ক্রিয়া (ব্যাপার-বাড়ি); বিষয় (এই ব্যাপার); ব্যবসায়, বাণিজ্য; নিয়োগ। বিণঃ ব্যাপারী—ব্যবসায়ী।

ব্যাপী—বিণঃ ব্যাপ্তিশীল, প্রসারী, ব্যাপক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ব্যাপিনী।

ব্যাপৃত—বিণঃ (কার্যে) নিযুক্ত, রত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ব্যাপৃতা।

ব্যাপ্ত—বিণঃ বিস্তৃত, প্রসারিত; আচ্ছন্ন, সর্বত্রান্বিত, সমাবিষ্ট; পরিপূর্ণ। বিঃ ব্যাপ্তি—বিস্তৃতি, প্রসার; আবরণ।

ব্যাবর্তন—বিঃ প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাবর্তিত-করণ, ফেরা, আবর্তন, চক্রবৎ-গতি, আবর্তিতকরণ। বিণঃ ব্যাবর্তিত—ফিরানো হইয়াছে এমন, আবর্তিত; মোচড়ানো। বিণঃ ব্যাবৃত্ত—ফিরিয়াছে এমন; নিবৃত্ত; খণ্ডিত। বিঃ ব্যাবৃত্তি—ব্যাবর্তন।

ব্যাভার—ব্যবহার-এর চলিতরূপ।

ব্যাম—বিঃ পার্শ্বে প্রসারিত দুই বাহুর একখানির অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপরখানির অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য; বাঁও, ছয়-ফুট বা চারি হাত মাপ।

ব্যামো—বিঃ রোগ, ব্যাধি, পীড়া।

ব্যামোহ—বিঃ অজ্ঞানতা; বিমূঢ়তা।

ব্যায়রাম—বিঃ রোগ, ব্যাধি। বিণঃ ব্যায়রামী—পীড়িত।

ব্যায়াম—বিঃ স্বাস্থ্যরক্ষা স্বাস্থ্যোন্নতি বা বলবৃদ্ধির জন্য অঙ্গচালনা বা শ্রম।

ব্যারিস্টার—বিঃ কৌন্সিলী, উচ্চশ্রেণীর ব্যবহারজীবী।

ব্যাল—বিঃ সর্প; হিংস্র জন্তু।

ব্যালোল—বিণঃ বিচলিত, বিলোল, চঞ্চল, আকুল।

ব্যাস—বিঃ যে সরলরেখা বৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করিয়া দুইদিকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, বৃত্তের সর্বাধিক প্রস্থ বা মধ্যরেখা; বিস্তার; বিভাগ; বেদব্যাস। বিঃ ব্যাসার্ধ—বৃত্তের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত সরলরেখা, ব্যাসের অর্ধাংশ।

ব্যাসকূট—বিঃ ব্যাসের রচনার দুর্বোধ্য অংশ; দুর্বোধ্য রচনা।

**ব্যাসক্ত**—বিণঃ অত্যন্ত আসক্ত ; সংলগ্ন। বিঃ ব্যাসক্তি।

**ব্যাসবাক্য**—বিঃ (ব্যাক) যে বাক্যে সমাসবদ্ধ পদগুলি পৃথক করিয়া বিশ্লেষ করা হয়, বিগ্রহবাক্য।

**ব্যাহত**—বিণঃ বাধাপ্রাপ্ত, নিবারিত, প্রতিরুদ্ধ ; নিষিদ্ধ ; বিফলীকৃত।

**ব্যাহৃত**—বিণঃ কথিত, উক্ত।

**ব্যাহৃতি**—বিঃ উক্তি ; মন্ত্রবিশেষ ('ভূঃ ভুবঃ স্বঃ')।

**ব্যুৎক্রম**—বিঃ ক্রমবিপর্যয়, বিপরীত ক্রম, প্রতিক্রম ; ব্যতিক্রম, বিপর্যয়, অনিয়ম। বিণঃ ব্যুৎক্রান্ত।

**ব্যুৎপত্তি**—বিঃ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ; পারদর্শিতা ; শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য বা সংস্কার ; (ব্যাক) শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বিশ্লেষণ বা বিভাগ। বিণঃ ব্যুৎপন্ন—জ্ঞানী ; বিখ্যাত ; (ব্যাক) প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে উৎপন্ন। বিণঃ ব্যুৎপাদক—ব্যুৎপত্তিজনক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ব্যুৎপাদিকা। বিণঃ ব্যুৎপাদিত—প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে নিষ্পাদিত। বিণঃ ব্যুৎপাদ্য—ব্যুৎপত্তিলভ্য।

**ব্যূঢ়**—বিণঃ বিবাহিত ; বিন্যস্ত ; বিশাল। বিণঃ ব্যূঢ়োরস্ক—বিশাল বক্ষঃস্থলবিশিষ্ট।

**ব্যূহ**—বিঃ যুদ্ধে কৌশলসহকারে সৈন্য-বিন্যাস। বিণঃ ব্যূহিত, ব্যূঢ়।

**ব্যোম**—বিঃ আকাশ, শূন্য ; বায়ুমণ্ডল ; ফাঁকি। বিঃ -কেশ—শিব। বিঃ -যাত্রা—বিমানে চড়িয়া শূন্যে ভ্রমণ। বিঃ -যান—আকাশগামী যান, বিমান।

**ব্রজ**—বিঃ শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলাভূমি মথুরার নিকটবর্তী গ্রামবিশেষ, গোকুল ; গোষ্ঠ ; পথ ; সমূহ। বিঃ -কিশোর, -মোহন, -সুন্দর—শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -কিশোরী, -সুন্দরী—শ্রীরাধিকা। বিঃ -বুলি—শুধু বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যে ব্যবহৃত (মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির রচনার ভাষার অনুকরণে সৃষ্ট) মিশ্রভাষাবিশেষ, প্রাচীন মৈথিলীর নকল ; লোকনিরুক্তি এইরূপ—রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর ভাষা বলিয়া ইহা ব্রজধামের বুলি। বিঃ -ভাষা—হিন্দীভাষার শাখা। বিঃ -লীলা—ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা। বিঃ ব্রজাঙ্গনা—ব্রজধামের অধিবাসিনী গোপনারী। বিঃ ব্রজেশ্বরী—শ্রীরাধিকা।

**ব্রজন**—বিঃ ভ্রমণ, পর্যটন।

**ব্রজ্যা**—বিঃ পর্যটন, ভ্রমণ।

**ব্রণ**—বিণঃ ফুস্কুড়ি, ফোঁড়া ; ঘা। বিণঃ ব্রণিত ; ব্রণী—ব্রণযুক্ত।

**ব্রত**—বিঃ পুণ্যলাভ ইষ্টলাভ বা পাপনাশের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ধর্মকার্য, নিয়মরূপে অনুষ্ঠেয় ধর্মানুষ্ঠান ; সৎকর্ম ; সংযম ; তপস্যা। -চারী—(১) বিণঃ কৃচ্ছ্রসাধ্য কার্য সৎকার্য বা প্রায়শ্চিত্ত (পাপক্ষয়ার্থে) করে এমন। (২) বিঃ গুরুসদয় দত্ত প্রবর্তিত লোকনৃত্যবিশেষ। বিণঃ -ধারী, ব্রতী—ব্রতচারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -ধারিণী, ব্রতিনী।

**ব্রততী, ব্রততি**—বিঃ লতা।

**ব্রহ্ম**—বিঃ নির্গুণ পরমাত্মা, পরব্রহ্ম ; সগুণ ঈশ্বর ; বিধাতা, ব্রহ্মা ; ব্রাহ্মণ। বিঃ -চর্য—বেদাদি বিদ্যা বা শাস্ত্রানুশীলন এবং ভোগবাসনা মৈথুন-বর্জিত পবিত্র সংযত

জীবনযাপন। বিঃ -চর্যাশ্রম—হিন্দু শাস্ত্রমতে জীবনের প্রথম পালনীয় অবস্থা। বিঃ বিণঃ -চারী—ব্রহ্মচর্য-পালনকারী, উপনয়নের পর গুরু-গৃহে বেদ অধ্যয়নরত ব্রাহ্মণকুমার। (স্ত্রী): -চারিণী। বিঃ -জ্ঞান—ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান। বিঃ বিণঃ -জ্ঞানী—যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞানবিৎ; ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। -ণ্য—(১) বিঃ নারায়ণ; ব্রহ্মতেজ, ব্রহ্মত্ব। (২) বিণঃ ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয়। বিঃ -তালু—মাথার চাঁদি। বিঃ -তেজ—ব্রহ্মজ্ঞান-জনিত শক্তি; ব্রাহ্মণের শক্তি। বিঃ -ত্ব—ব্রহ্মের ভাব। বিঃ -ত্র, -ত্রা—ব্রহ্মোত্তর, ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত নিষ্কর জমি। বিঃ -দৈত্য, -পিশাচ, -রাক্ষস—ব্রাহ্মণের প্রেত। বিঃ -ন—ব্রাহ্মণ (=সম্বোধনে)। বিঃ -নাভ—বিষ্ণু। বিঃ -পাতক—ব্রাহ্মণ-হত্যারূপ পাপ। বিঃ -পুরী, -লোক—স্বর্গ, পুরাণোক্ত সপ্তলোকের এক, ব্রহ্মের আবাস। বিণঃ -বাদী—ব্রহ্মজ্ঞ: ব্রহ্মবিদ্যার বক্তা; বৈদান্তিক। বিণঃ (স্ত্রী): -বাদিনী। বিঃ -বিদ্যা—ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ক বিদ্যা। বিঃ -বৃত্তি—ব্রাহ্মণের জীবনোপায়, ব্রহ্মস্ব। বিঃ -বৈবর্ত—অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম। বিঃ -রন্ধ্র—ব্রহ্মতালুর কেন্দ্রস্থ ছিদ্র। বিঃ -র্ষি—বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষি। বিঃ ব্রহ্মর্ষিদেশ—কুরুক্ষেত্র-মৎস্য-পঞ্চাল-শূরসেন—এই চারিটি প্রাচীন দেশ। বিঃ -শিরঃ -শিরা—পুরাণোক্ত অস্ত্রবিশেষ। বিঃ -সংহিতা—দাক্ষিণাত্য হইতে শ্রীচৈতন্যদেব আনীত বৈষ্ণব গ্রন্থবিশেষ; স্মৃতি-শাস্ত্র। বিঃ -সাবর্ণি—দশম মনু। বিঃ -সূত্র—পৈতা, উপবীত; বেদান্তসূত্র। বিঃ -স্ব—ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। বিঃ -হত্যা—ব্রাহ্মণ-বধ। বিণঃ -হা—ব্রাহ্মণ হত্যাকারী ব্যক্তি। বিণঃ (স্ত্রী): ব্রহ্মঘ্নী।

ব্রহ্ম—বিঃ ভারতের পূর্বস্থ দেশ-বিশেষ, বর্মা।

ব্রহ্মডাঙ্গা—বিঃ উচ্চ অনুর্বর ভূমি।

ব্রহ্মপুত্র—বিঃ আসাম ও বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী নদবিশেষ।

ব্রহ্মা—বিঃ জগৎস্রষ্টা, কমলাসন, সৃষ্টি-কর্তা, চতুরানন, প্রজাপতি, বিধাতা, বিরিঞ্চি, হিরণ্যগর্ভ, স্বয়ম্ভু, লোকপিতামহ। বিঃ (স্ত্রী): -ণী—ব্রহ্মার শক্তি বা পত্নী।

ব্রহ্মাণ্ড—বিঃ জগৎ, সৃষ্টি।

ব্রহ্মাবর্ত—বিঃ কুরুক্ষেত্র বা হস্তিনাপুরের সন্নিহিত প্রাচীন দেশ যেখানে আর্যরা প্রথমে বসতি স্থাপন করে; তীর্থবিশেষ।

ব্রহ্মারণ্য—বিঃ বেদাধ্যয়নের প্রকৃষ্ট স্থান।

ব্রহ্মাস্ত্র—বিঃ ব্রহ্মতেজোময় অস্ত্র-বিশেষ; অব্যর্থ অস্ত্র।

ব্রহ্মোত্তর—বিঃ ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত রাজস্ব-হীন ভূমি।

ব্রাত্য—বিণঃ ব্রতভ্রষ্ট, পতিত; বর্ণোচিত সংস্কারহীন, আচারভ্রষ্ট।

ব্রাহ্ম—(১) বিণঃ ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয়, ব্রহ্মজ্ঞ। (২) বিঃ রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ। বিঃ -বিবাহ—বরকে আহ্বান করিয়া সালঙ্কারা কন্যাদান; ব্রাহ্মসমাজের নিয়মানুসারে বিবাহ। বিঃ -মুহূর্ত—সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী

বস্তু খণ্ড। বিঃ -সমাজ—ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বী বা একেশ্বরবাদীদিগের সম্প্রদায়।

ব্রাহ্মণ—বিঃ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি, বিপ্র, বামুন; চতুর্বর্ণের প্রথম বা শ্রেষ্ঠ; পুরোহিত; বেদের অংশবিশেষ যাহাতে যজ্ঞাদি বর্ণিত হইয়াছে। বিঃ (স্ত্রী): ব্রাহ্মণী। বিঃ ব্রাহ্মণ্য—ব্রাহ্মণের ধর্ম ব্রাহ্মণত্ব, ব্রাহ্মণ-সমাজ।

ব্রাহ্মিকা—বিঃ ব্রাহ্ম নারী।

ব্রাহ্মী—(১) বিণঃ ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয়; ব্রহ্মজ্ঞ। (২) বিঃ ব্রহ্মার শক্তিবিশেষ; প্রাচীন ভারতীয় লিপিবিশেষ যাহা অশোকের অনুশাসনে প্রথম পাওয়া যায়; শাকবিশেষ।

ব্রাহ্ম্য—বিণঃ ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয়।

ব্রিজ—বিঃ পোল, সেতু; এক প্রকার তাসখেলা।

ব্রিটিশ—(১) বিঃ গ্রেটব্রিটেনের অধিবাসী, ইংরেজ। (২) বিণঃ ব্রিটেনের।

ব্রীড়া—বিঃ লজ্জা। বিণঃ -কুণ্ঠিত—লজ্জায় যে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছে এমন। বিণঃ -নত—যে লাজে নুইয়া পড়িয়াছে এমন। বিণঃ ব্রীড়িত—লজ্জিত; লজ্জাযুক্ত।

ব্রীহি—বিঃ আশুধান্য, আউশ ধান।

ব্রুচ, ব্রোচ—বিঃ সুন্দর অলঙ্কারবিশেষ।

ব্র্যাকেট—বিঃ দেওয়াল-সংলগ্ন ফ্রেম যাহার উপর তাক থাকে; (গণিতে) বন্ধনী চিহ্ন।

ব্র্যাণ্ডি—বিঃ আঙুরের রস হইতে প্রস্তুত চুয়ানো মদ্যবিশেষ।

ব্লক—বিঃ চিত্রাদি ছাপিবার ক্ষোদিত কাষ্ঠময় বা ধাতুময় ফলক; বাড়ী ইত্যাদির অংশ বা বিভাগ।

ব্লটিং—বিঃ কালি শুষিবার কাগজ, শোষক বা চোষ কাগজ।

ব্লাউজ—বিঃ মেয়েদের জামাবিশেষ।

ব্ল্যাকবোর্ড—বিঃ বিদ্যালয়ে লিখনকার্যে ব্যবহৃত কৃষ্ণবর্ণ তক্তাবিশেষ।

## ভ

ভ১—বাংলা ভাষা ও বর্ণমালার চতুর্বিংশতি ব্যঞ্জনবর্ণ।

ভ২—বিঃ নক্ষত্র; গ্রহ। বিঃ -গোল, -চক্র, -পঞ্জর, -মণ্ডল—রাশিচক্র।

ভইষ, ভঁইষ, ভইস, ভঁইস—বিঃ মহিষ।

ভক্—অব্যঃ আবদ্ধ স্থান হইতে গন্ধ ধূম ইত্যাদির সহসা নির্গমনের ভাব-প্রকাশক।

ভকা—ভখা-র রূপভেদ।

ভক্ত—বিণঃ ভক্তিমান্, পূজক, ধর্মনিষ্ঠ; অনুগত, অনুরক্ত। বিণঃ -বৎসল—ভক্তের প্রতি স্নেহশীল বা অনুরাগী। বিণঃ -বিটেল—কপটভক্ত। বিণঃ ভক্তাগ্রগণ্য—শ্রেষ্ঠ বা প্রধান ভক্ত।

ভক্তি—বিঃ ঈশ্বর বা পূজ্য ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ বা শ্রদ্ধা। বিঃ -গ্রন্থ—ভক্তি-উৎপাদক বা ভক্তির সার্থকতা-বিষয়ক গ্রন্থ। বিঃ -তত্ত্ব—ভক্তি-সংক্রান্ত শাস্ত্র। বিঃ -পথ, -মার্গ—ভক্তিবলে মুক্তিলাভের উপায়। বিঃ -বাদ—অন্য কর্ম ব্যতীত শুধুমাত্র ভক্তি দ্বারা সাধনা করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়—এই দার্শনিক তত্ত্ব বা মতবাদ।

বিণঃ -মূলক—ভক্তি-সম্বন্ধীয়। বিঃ -যোগ—ভক্তি দ্বারা ঈশ্বর সাধনা বা ঈশ্বরের সহিত মিলন।

**ভক্ষক**—বিণঃ খাদক, ভক্ষণকারী, ভোক্তা।

**ভক্ষণ**—বিঃ ভোজন, খাদ্যগ্রহণ, আহার। **ভক্ষণীয়, ভক্ষ্য**—(১) বিণঃ ভক্ষণ-যোগ্য, আহারের উপযুক্ত, আহার্য, ভোজ্য। (২) বিঃ খাদ্যদ্রব্য। বিণঃ **ভক্ষিত**—খাদিত, খাওয়া হইয়াছে এমন।

**ভখা**—ক্রিঃ (প্রাঃ কাব্যে) ভক্ষণ করা। ক্রিঃ **ভখিমু**—ভক্ষণ করিব, খাইব।

**ভগ**—বিঃ ঐশ্বর্য বীর্য যশঃ শ্রী জ্ঞান বৈরাগ্য—এই ছয় গুণ (ভগবান্); সৌভাগ্য, সৌন্দর্য (সুভগ); মাহাত্ম্য; ধর্ম; স্ত্রীযোনি; মলদ্বার।

**ভগন্দর**—বিঃ মলদ্বারে নালী-ঘা।

**ভগবতী**—(১) বিঃ (স্ত্রী)ঃ দুর্গা দেবী। (২) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ পূজ্যা, মান্যা; ঐশ্বর্যাদি ষড়্‌গুণ সম্পন্না।

**ভগবদ্‌গীতা**—বিঃ মহাভারতের অন্তর্গত অংশ যাহাতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে।

**ভগবদ্দত্ত**—বিণঃ ঐশ্বরিক, ঈশ্বর-প্রদত্ত।

**ভগবদ্ভক্ত**—বিণঃ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-মান্, ঈশ্বরপ্রেমিক।

**ভগবন্**—বিঃ (সম্বোধনে) প্রভু, ভগবান্।

**ভগবান্**—(১) বিঃ পরমেশ্বর, দেব; দেবতুল্য ব্যক্তি। (২) বিণঃ পূজ্য, মান্য; ঐশ্বর্য বীর্যাদি ষড়্‌গুণে সম্পন্ন।

**ভগিনী**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ বোন্, সহোদরা; ভগিনীতুল্যা নারী। বিঃ **-পতি**—ভগিনীর স্বামী।

**ভগীরথ**—বিঃ সগর রাজার প্রপৌত্র যিনি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন।

**ভগ্ন**—বিণঃ ভাঙ্গা; খণ্ডিত, চূর্ণিত; রোগজীর্ণ, স্বাস্থ্যহীন বক্র, কুব্জ (ভগ্নপৃষ্ঠ); হতাশ, দুঃখে অবসন্ন (ভগ্নহৃদয়); নষ্ট (ভগ্নোৎসাহ); জীর্ণ; পরাজিত। বিণঃ **-কণ্ঠ**—ভগ্ন বা রুক্ষ স্বরবিশিষ্ট, গলা-ভাঙ্গা। বিঃ **-দশা**—ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা। বিঃ **-দূত**—যে দূত রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া আসিয়া স্বপক্ষের পরাজয়-সংবাদ দেয়। বিঃ **-পাইক**—ভগ্নদূত। বিণঃ **-প্রায়**—ধ্বংসোন্মুখ। বিণঃ **-মনোরথ**—যাহার আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে এমন। বিণঃ **-শ্রী**—যাহার শোভা নষ্ট হইয়াছে এমন। বিণঃ **-স্তূপ**—যাহা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া পড়িয়াছে তাহার স্তূপ।

**ভগ্নাংশ**—বিঃ ভগ্নবস্তুর খণ্ড; (গণিতে) ভগ্নাঙ্ক, যে রাশি ১ অপেক্ষা কম,১-এর অংশঘটিত রাশি।

**ভগ্নাঙ্ক**—ভগ্নাংশ দ্রষ্টব্য।

**ভগ্নাবশেষ**—বিঃ গৃহ ইত্যাদি মূল বস্তু ভাঙিয়া যাইবার পর যাহা পড়িয়া থাকে। বিণঃ **ভগ্নাবশিষ্ট**—ধ্বংসের পরে পতিত।

**ভগ্নাবস্থা**—বিঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা বা দশা।

**ভগ্নী**—ভগিনী দ্রষ্টব্য।

**ভগ্নোৎসাহ, ভগ্নোদ্যম**—বিণঃ উৎসাহ উদ্যম বা সাহস ব্যর্থ বা নষ্ট হইয়াছে এমন হতাশ।

**ভঙ্গ**—বিঃ ভজন, ভাঙন, চূর্ণন, ভাঁজ, বক্রতা (ত্রিভঙ্গ) ; লঙ্ঘন ; হানি, নাশ (আশাভঙ্গ) ; পরাজিত হইয়া পলায়ন (রণে ভঙ্গ দেওয়া) ; ভঙ্গি (ভ্রূভঙ্গ) ; সমাপ্তি, অন্ত (সভা-ভঙ্গ) ; নিরসন ; প্রতিবন্ধ ; তরঙ্গ। বিঃ -**কুলীন**—কুলীন বংশ। বিঃ -**পয়ার**—পয়ার ছন্দের শ্রেণীভেদ। বিণঃ -**প্রবণ**—সহজেই ভাঙে এমন, ঠুনকো, ভঙ্গুর। বিঃ -**ললিত**, -**ললিত-চতুষ্পদী**—ছন্দোবিশেষ।

**ভঙ্গা**—বিঃ ভাং, সিদ্ধি।

**ভঙ্গি, ভঙ্গী**—বিঃ অঙ্গবিন্যাস ; ধরণ, ঢঙ ; মনোভাবব্যঞ্জক অঙ্গচালনা ; চাতুরী ; শোভা ; রচনা।

**ভঙ্গিমা**—বিঃ ভঙ্গি ; শোভা।

**ভঙ্গিল**—বিণঃ ভাঁজযুক্ত ; ভঙ্গপ্রবণ। -**পর্বত**—অভ্যন্তরে ভাঁজযুক্ত পর্বত।

**ভঙ্গুর**—বিণঃ ঠুনকো, ভঙ্গপ্রবণ ; নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী। বিঃ -**তা**।

**ভচক্র, ভমণ্ডল**—ভং দ্রষ্টব্য।

**ভজকট**—বিঃ (আঞ্চ) ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা, বিঘ্ন, ব্যাঘাত ; কষ্টসাধ্য আয়োজন ; ফেসাদ।

**ভজন, ভজনা**—বিঃ উপাসনা, পূজা, আরাধনা, সেবা ; আশ্রয়গ্রহণ ; দেবতার উদ্দেশ্যে গীত ; স্তবগীতি। বিঃ -**পূজন**—উপাসনা।

**ভজনালয়**—বিঃ উপাসনা-গৃহ ; মঠ মসজিদ বা গির্জা।

**ভজমান**—বিণঃ উপাসনাকারী।

**ভজা**—(১) ক্রিঃ উপাসনা করা, ভজনা করা। (২) বিণঃ ভজনাকারী, উপাসক। (৩) বিঃ নাম-সংক্ষেপন (ভজন, ভজহরি)। ক্রিঃ -**ন**, -**নো**—মোকাবিলা করা, ভজনা করানো।

**ভঞ্জক**—বিণঃ ভঞ্জনকারক, ভঙ্গকারক ; নিরাসক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ভঞ্জিকা।

**ভঞ্জন**—বিঃ ভঙ্গ ; ভঙ্গকরণ ; নিরসন।

**ভঞ্জা**—ক্রিঃ ভাঙ্গা, ঘুচানো ; দূর করা।

**ভঞ্জিব**—ক্রিঃ ঘুচাইব ; ভাঙ্গিব।

**ভট্ট**—বিঃ ভাট, স্তুতিপাঠক ; অধ্যাপক, পণ্ডিত ; বাঙালী ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ। বিঃ -**পল্লী**—(প্রধানতঃ সংস্কৃতজ্ঞ) পণ্ডিত অধ্যুষিত স্থান, ভাটপাড়া।

**ভট্টারক**—বিঃ পণ্ডিত ; ঋষি ; রাজা ; রবি (ভট্টারকবার) ; দেবতা।

**ভট্‌ভট্‌**—অব্যঃ বুদ্‌বুদ্‌ ফাটিয়া বায়ু নিঃসরণের শব্দ।

**ভড়ং**—বিঃ বাহ্যাড়ম্বর, জাঁক, চাল। বিণঃ -**দার**—বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ, জমকালো, চটকদার।

**ভড়ক**—বিঃ ভড়ং ; ধমক ; ভয় দেখানো ; জাঁক।

**ভড়কান, ভড়কানো**—(১) ক্রিঃ হঠাৎ ভয় পাইয়া উদ্‌ভ্রান্ত বা নিবৃত্ত হওয়া ; হঠাৎ ভয় পাওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ভড়্‌ভড়্‌, ভড়ভড়**—অব্যঃ বুদ্‌বুদ্‌ সৃষ্টি ইত্যাদি অনুকার সূচক শব্দ।

**ভণিত**—(১) বিণঃ কথিত। (২) বিঃ উক্তি, কথন।

**ভণিতা**—বিঃ কবিতায় কবির নামযুক্ত উক্তি ; (ব্যঙ্গে) আড়ম্বরপূর্ণ কথা-রম্ভ।

**ভণ্ড**¹—বিঃ বিণঃ ভাণকারী, কপট, শঠ ছদ্ম। বিঃ -**তা**, -**ম**। বিঃ -**ন**—প্রবঞ্চনা ভাঁড়ানো।

**ভণ্ড**²—বিণঃ নষ্ট।

**ভণ্ডান, ভণ্ডানো**—ক্রিঃ প্রবঞ্চনা করা, ঠকানো।

**ভণ্ডামো, ভণ্ডামি**—বিঃ ছল, প্রবঞ্চনা, চাতুরী, চালাকি; ভণ; ভাঁড়ামি।

**ভণ্ডুল**—বিণঃ পণ্ড, ব্যর্থ।

**ভদন্ত**—(১) বিঃ বৌদ্ধ শ্রমণদিগের সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। (২) বিণঃ মান্য, সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত।

**ভদ্র**—(১) বিণঃ মার্জিত আচরণবিশিষ্ট, শিষ্ট, সভ্য, সজ্জন: উচ্চসমাজভুক্ত; মঙ্গলজনক, সাধু। (২) বিঃ কল্যাণ, শিব। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ভদ্রা। বিঃ -কালী—দুর্গাদেবীর মূর্তিবিশেষ। বিঃ -সন্তান—ভদ্রবংশের লোক, সম্ভ্রান্তব্যক্তি। বিঃ -তা—মার্জিত বা শিষ্ট আচরণ।

**ভদ্রাণী**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ শিবপত্নী দুর্গাদেবী, শিবানী।

**ভদ্রাসন**—বিঃ বসতবাটী; বাস্তুভিটা; সিংহাসন।

**ভদ্রোচিত**—বিণঃ ভদ্রলোকের যোগ্য, ভদ্রতাসম্পন্ন।

**[illegible]**—ভ° দ্রষ্টব্য।

**ভব**—(১) বিঃ সত্তা, স্থিতি; উৎপত্তি, জন্ম; ইহলোক, সংসার; ঈশ্বর; শিব; মঙ্গল। (২) বিণঃ (সমাসে উত্তরপদরূপে) উৎপন্ন, সম্ভূত (কুলোদ্ভব)। বিঃ -কারা—সংসাররূপ কারাগার। বিণঃ -ঘুরে—উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় এমন। বিণঃ -তারণ—সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিদাতা। -তারিণী—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মুক্তিদাত্রী। (২) বিঃ (স্ত্রী)ঃ দুর্গাদেবী; দক্ষিণেশ্বরে পূজিতা দেবী। বিঃ -পার—সংসার-সমুদ্র উত্তরণ, জীবনের শেষে মুক্তি। বিঃ -পারাবার, -সমুদ্র, -সাগর, -সিন্ধু—সংসার-রূপ সমুদ্র। বিঃ -বন্ধন—সংসারের বন্ধন, সংসার-রূপ বন্ধন। বিঃ -লীলা—ইহলোকের কাজকর্ম, সংসার-জীবনের খেলা। ক্রিঃ ভবলীলা সাঙ্গ করা—মৃত্যু হওয়া। বিঃ -লোক—পৃথিবী, ইহজীবন।

**ভবদীয়**—বিণঃ আপনার, তোমার।

**ভবন**—বিঃ আবাসস্থল, বাড়ী; মিতাইয়া যাওন (বাষ্পীভবন)।

**ভবাত্মজ**—বিঃ গণেশ; কার্তিকেয়। বিঃ (স্ত্রী)ঃ ভবাত্মজা—মনসাদেবী।

**ভবাদৃশ**—বিণঃ (সম্মানার্থে) আপনার তুল্য। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ভবাদৃশী।

**ভবানী**—বিঃ শিবপত্নী দুর্গা। বিঃ -পতি—শিব।

**ভবার্ণব**—বিঃ সংসার-সায়র, সংসার-সমুদ্র।

**ভবিতব্য**—বিণঃ ভবিষ্যতে ঘটনীয়, অবশ্যম্ভাবী। বিঃ -তা—নিয়তি, অবশ্যম্ভাবিতা, অদৃষ্ট।

**ভবিষ্ণু**—বিণঃ ভাবী, হইবে এমন।

**ভবিষ্য**—(১) বিণঃ ভাবী: ভবিতব্য। (২) বিঃ। পুরাণ-বিশেষ। বিঃ -সূচনা—পূর্বাভাস: ভবিষ্যতে ঘটিবে এমন ঘটনার সূচনা।

**ভবিষ্যৎ**—বিণঃ আগামী, পরে ঘটিবে এমন। (২) বিঃ পরিণাম, আখের; আগামী সময়, আগামী কাল। বিঃ ভবিষ্যদ্বক্তা—আগাম কথা বলিতে পারে এমন ব্যক্তি, গণক। বিঃ ভবিষ্যদ্বাণী—ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উক্তি।

**ভবী**[1]—বিঃ নাছোড়বান্দা।

**ভবী**[2]—বিঃ ভবানী।

**ভব্য**—বিণঃ শান্ত, শিষ্ট, মার্জিত রুচিসম্পন্ন; সুন্দর; ভাবী।

ভব্যিযুক্ত—বিণঃ ভদ্র, শান্ত-শিষ্ট, ভব্য।

ভয়-ডর—ডর২ দ্রষ্টব্য।

ভয়—বিঃ মনের আশঙ্কিত অবস্থা, ভীতি, ডর ত্রাস।

ভয়ঙ্কর, ভয়ংকর—বিণঃ ভীতিপ্রদ ; ভীষণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ভয়ংকরী, ভয়ঙ্করী।

ভয়দ—বিণঃ ভীতিপ্রদ, ভয়ঙ্কর।

ভয়সা, ভইসা—বিণঃ মহিষজাত।

ভয়াতুর, ভয়ার্ত—বিণঃ ভীত ভয়ে কাতর।

ভয়ানক—(১) বিণঃ ভয়ঙ্কর, অত্যন্ত (ভয়ানক ইচ্ছা)। (২) বিঃ (অলংকার শাস্ত্রে) রসবিশেষ যাহার স্থায়ী ভাব ভয়।

ভয়াবহ—বিণঃ ভয়ঙ্কর।

ভয়াল—বিণঃ ভীষণ, ভয়ানক।

ভর—(১) বিঃ ভার, অবলম্বন, সম্পূর্ণ (স্বয়ম্ভর), দেবতাদির আশ্রয় ('মায়ের' ভর হয়েছে)'; (বিজ্ঞানে) পদার্থমাত্রা, mass। (২) বিণঃ ব্যাপিয়া (জীবন-ভর) ; ভরিয়া (ভরপেট) ; পরিমাণ (সিকিভর)।

-ভর—ভোর-এর বানানভেদ।

ভরণ—বিঃ পূর্ণকরণ, প্রতিপালন, বেতন। বিঃ -পোষণ—খাওয়ানো ও পরানো। বিণঃ ভরণীয়, ভরণ্য ভর্তব্য—পূরণীয়, প্রতিপাল্য।

ভরণী—বিঃ (জ্যোতিষ) নক্ষত্রবিশেষ।

ভরত১—বিঃ দশরথ-কৈকেয়ীর পুত্র ; দুষ্মন্ত-শকুন্তলা-তনয় ; জড়ভরত ; নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা মুনি ; রাজর্ষিবিশেষ।

ভরত২—বিঃ ভরদ্বাজ বা ভরাই পাখী।

ভরতাগ্রজ—বিঃ শ্রীরামচন্দ্র।

ভরদ্বাজ—বিঃ মুনিবিশেষ ; পক্ষিবিশেষ।

ভরন—বিঃ পিতল ও কাঁসার সংকর ধাতু।

ভরনা—বিঃ ভার, ভর।

ভরপুর—বিণঃ পূর্ণ, ভরা।

ভরপেট—(১) বিণঃ যাহাতে পেট ভরে এমন। (২) ক্রি-বিণঃ বিণঃ পেট ভরিয়া (ভরপেট আহার)।

ভরভর—(১) অব্যঃ গন্ধাদি দ্বারা আমোদিত হইবার ভাবব্যঞ্জক। (২) বিণঃ প্রায় ভরা।

ভরসন্ধ্যা—বিঃ পূর্ণ সন্ধ্যা।

ভরসা—বিঃ আস্থা, নির্ভর, বিশ্বাস, আশ্বাস, সাহস।

ভরা১—(১) ক্রিঃ ভর্তি করা, ভর্তি হওয়া, পরিব্যাপ্ত হওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ ভরাইয়া দেওয়া, ভর্তি করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

ভরা২—বিঃ মাল বোঝাই নৌকা। বিঃ -ডুবি—মাল বোঝাই নৌকা ডুবিয়া যাওন, সর্বনাশ।

ভরাট—(১) বিঃ সম্পূর্ণতা, ভরা অবস্থা। (২) বিণঃ পরিপূর্ণ, গম্ভীর।

ভরি১—বিঃ ধাতুর ওজন (১ ভরি= ১ তোলা বা ১টি কাঁচা টাকার ওজন)।

ভরি২—ক্রিঃ (কাব্যে) ভর্তি বা পূর্ণ করিয়া।

ভরিত—বিণঃ পূরিত ; প্রতিপালিত।

ভর্গ—বিঃ শিব ; আদিত্যমণ্ডলস্থিত দীপ্তি।

**ভর্জন**—বিঃ ভাজা।

**ভর্জিত, ভৃষ্ট**—বিণঃ ভাজা হইয়াছে এমন।

**ভর্তা**—(১) বিঃ স্বামী; প্রভু; রাজা। (২) বিণঃ প্রতিপালক। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **ভর্ত্রী**।

**ভর্তি**—বিণঃ পরিপূর্ণ, নিযুক্ত, বহাল।

**ভর্তৃদারক**—বিঃ রাজপুত্র। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **ভর্তৃদারিকা**—রাজকন্যা।

**ভর্ৎসন, ভর্ৎসনা**—বিঃ গঞ্জনা, গাল-মন্দ, তিরস্কার। বিণঃ বিঃ **ভর্ৎসক**—ভর্ৎসনাকারী। বিণঃ **ভর্ৎসিত**—তিরস্কৃত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **ভর্ৎসিতা**।

**ভল্ল**—বিঃ বর্শাজাতীয় দেশজ ক্ষেপনাস্ত্র।

**ভল্লাতক**—বিঃ ভেলার গাছ।

**ভল্লুক**—বিঃ ঋক্ষ, ভালুক। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **ভল্লুকী**।

**ভস্কা**—বিণঃ শিথিল; পানসে।

**ভস্ত্রা**—বিঃ ভিস্তি, মশক; হাপর।

**ভস্‌ভস্‌**—অব্যঃ ক্রমাগত বায়ু ত্যাগের শব্দসূচক।

**ভস্ম**—বিঃ বিভূতি, ছাই। অব্যঃ **-সাৎ**—ভস্মীভূত। বিঃ **-স্তূপ**—ছাইয়ের গাদা। বিণঃ **ভস্মাবৃত, ভস্মাচ্ছাদিত, ভস্মাচ্ছন্ন**—ছাই-এ ঢাকা। বিঃ **ভস্মাধার**—শবদেহের ভস্মাবশেষ রাখিবার আধার। বিঃ **ভস্মাবশেষ**—দগ্ধ পদার্থের অবশেষ। বিণঃ **ভস্মিত, ভস্মীভূত**—পুড়িয়া ছাই হইয়াছে এমন। বিঃ **ভস্মীকরণ**—ভস্মে পরিণত-করণ। বিণঃ **ভস্মীকৃত**।

**ভা**—বিঃ ভাতি, দীপ্তি; আলোক, কিরণ।

**ভাই**—বিঃ সহোদর; ভ্রাতা, বন্ধু, সমবয়সী, নারীর বা উভয়পক্ষীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন। বিঃ **-ঝি**—ভাইয়ের মেয়ে। বিঃ **-পো**—ভাইয়ের ছেলে। বিঃ **-ফোঁটা**—ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন ভাইয়ের শুভকামনায় তাহার কপালে ফোঁটা দেওন।

**ভাইবেরাদার**—বিঃ জ্ঞাতিকুটুম্ব।

**ভাউলিয়া, ভাউলে**—বিঃ একপ্রকার ছোট নৌকা।

**ভাও**—বিঃ দর; হাব-ভাব।

**ভাওলী**—বিঃ খাজনার পরিবর্তে দেয় শস্য; শস্যকর।

**ভাং, ভাঙ্‌, ভাঙ্গ**—বিঃ সিদ্ধি, সিদ্ধি-গাছ; মোদক।

**ভাংচি, ভাঙচি, ভাঙ্গচি**—বিঃ কুমন্ত্রণা, ভাঙানি।

**ভাংটা, ভাঙটা, ভাঙ্গটা**—বিঃ ভগ্নদশা; খুচরা টাকা-পয়সা।

**ভাওতা**—বিঃ ধাপ্পা, ফাঁকি; প্রবঞ্চনা।

**ভাঁজ**—বিঃ পাট; পরদা, স্তবক।

**ভাঁজা**—(১) ক্রিঃ রেওয়াজ বা চর্চা করা, কুমতলব করা; সাজানো (তাস ভাঁজা)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ভাঁট**—বিঃ ঘেঁটুফুল ও তাহার গাছ।

**ভাঁটা**—বিঃ বাটুল, গুলতি।

**ভাঁড়**[১]—বিঃ মাটির ভাণ্ড, মৃৎপাত্র।

**ভাঁড়**[২]—বিঃ নাপিতের ক্ষুর-কাঁচির বাক্স।

**ভাঁড়**[৩]—বিঃ বিদূষক, হাস্যরসিক ব্যক্তি (গোপাল ভাঁড়)।

**ভাঁড়**[৪]—বিঃ ভাঁড়ার।

**ভাঁড়ান, ভাঁড়ানো**—(১) ক্রিঃ গড়িমসি করা; প্রতারণা বা ছলনা করা; ছলনার অভিপ্রায়ে গোপন করা। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ভাঁড়াভাঁড়ি**—বিঃ ক্রমাগত প্রতারণা।

**ভাঁড়ামি, ভাঁড়াম, ভাঁড়ামো**—বিঃ রঙ্গ-রসিকতা ; ছলনা ; ভাঁড়ের কাজ, বিদূষকের আচরণ।

**ভাঁড়ার, ভাঁড়ারী**—ভাণ্ডার ও ভাণ্ডারী-র কথ্যরূপ।

**-ভাক্**—বিণঃ অংশী, ভাগী।

**ভাক্ত**—বিণঃ গৌণ ; লক্ষণযুক্ত ; কপট।

**ভাগ**[১]—বিঃ বিভাগ, (গণিতে) বিভাজন, বাটোয়ারা (সম্পত্তি ভাগ) ; অংশ ; স্থান, ভাগ্য ; সময়ের অংশ। **-ধেয়**—(১) বিণঃ দায়াদ। (২) বিঃ রাজস্ব ; ভাগ্য। বিঃ **-ফল**—ভাগ অঙ্কের ফল। বিঃ **-শেষ**—ভাগ অঙ্কের অবশিষ্ট রাশি। বিণঃ **-হর**—অংশগ্রহণকারী। বিঃ **-হার**—অংশগ্রহণ ; ভাগ করার প্রথা-পদ্ধতি।

**ভাগ**[২]—ক্রিঃ ভঙ্গ দেওয়া, পলায়ন করা, দূর হওয়া।

**ভাগনা, ভাগনে**—ভাগিনেয়-র কথ্যরূপ।

**ভাগবত**—(১) বিণঃ ভগবদ্-সম্বন্ধীয় ; বৈষ্ণব। (২) বিঃ শ্রীমদ্ভাগবত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **ভাগবতী**।

**ভাগা**[১]—বিঃ ভাগে ভাগে রাখা অংশ।

**ভাগা**[২]—(১) ক্রিঃ পলাইয়া যাওয়া। (২) বিঃ পলায়ন। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ তাড়াইয়া দেওয়া। (২) বিণঃ বিঃ তাড়ানো।

**ভাগাড়**—বিঃ মৃত গবাদি পশু ফেলিবার স্থান।

**ভাগাভাগি**—বিঃ আপোসে ভাগ-বাটোয়ারা, নিজেদের মধ্যে বণ্টন।

**ভাগি**—বিঃ (ব্রজ) অদৃষ্ট, ভাগ্য।

**ভাগিনেয়, ভাগিনা, ভাগ্না**—বিঃ বোন-পো, ননদ-পুত্র। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **ভাগিনেয়ী, ভাগিনী, ভাগ্নী**।

**ভাগী**[১]—বিণঃ বিঃ অংশী। বিঃ **-দার**—দাবীদার, অংশীদার।

**ভাগী**[২]—বিণঃ ভোগী, গ্রহণকারী (পুণ্যের ভাগী)।

**ভাগী**[৩]—বিঃ (ব্রজ) ভাগ্যবান্, ভাগ্য।

**ভাগীরথী**—বিঃ ভগীরথ কর্তৃক আনীত নদী, গঙ্গা, গঙ্গা নদীর শাখা-বিশেষ।

**ভাগ্না, ভাগ্নে, ভাগ্নী**—ভাগিনেয়-এর কথ্যরূপ। বিঃ **ভাগ্না-বৌ**—ভাগিনেয়-স্ত্রী। বিঃ **ভাগ্নী-জামাই**—ভাগিনেয়ীর স্বামী।

**ভাগুরি**—বিঃ ব্যাকরণ প্রণেতা ঋষি-বিশেষ।

**ভাগ্য**—বিঃ কপাল ; সৌভাগ্য। ক্রি-বিণঃ **-ক্রমে, -গুণে, ভাগ্যে**—সৌভাগ্যবশে। বিঃ **-গণনা**—জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে অদৃষ্টের শুভাশুভ বিচার। বিঃ **-চক্র**—চক্রের মত পরিবর্তিত অদৃষ্ট। বিঃ **-দেবতা, -বিধাতা**—ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক দেবতা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-দেবী, -বিধাত্রী**। বিঃ **-ফল**—অদৃষ্টের ভবিষ্যৎ ভালমন্দ। বিণঃ **-বন্ত, -মন্ত**—ভাগ্যবান্। বিঃ **-বল**—অদৃষ্টের আনুকূল্য। বিণঃ **-বান্**—সৌভাগ্যশালী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-বতী**। বিঃ **-বিপর্যয়**—মন্দভাগ্য। বিঃ **-লিখন, -লিপি**—ভাগ্যের অদৃশ্য পূর্বাহ্নিক গতি। বিণঃ **-হীন**—দুর্ভাগা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-হীনা**। বিঃ **-হীনতা**। বিঃ **ভাগ্যোদয়**—সৌভাগ্য-সঞ্চার।

**ভাগ্যি**—(১) বিঃ সৌভাগ্য। (২) অব্যঃ কপাল ভাল বলিয়া (কি ভাগ্যি!)।

**ভাঙন, ভাঙ্গন**—বিঃ ভাঙিয়া পড়ন ; দুর্দিনের শুরু।

**ভাঙা, ভাঙ্গা**—(১) ক্রিঃ ভাঙ্গিয়া বা চূর্ণ করিয়া ফেলা; দুর্বল বা হতাশ করা বা হওয়া; হীনতাপ্রাপ্ত হওয়া; দূর করা বা হওয়া (অভিমান ভাঙা); ছিন্ন করা বা হওয়া (সম্পর্ক ভাঙা); বিশদভাবে ব্যক্ত করা; বিকৃত হওয়া; পথ হাঁটা। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ ভগ্ন-দশা, ভগ্ন; দুর্বল, ক্ষীণ, মন্দ; বিকৃত (ভাঙা গলা); অশুদ্ধ।

**ভাঙ্গান, -নো, ভাঙান, -নো**—(১) ক্রিঃ খণ্ড বা চূর্ণ করা বা করানো; ঘুচানো (ঘুম ভাঙানো); ভাঙচি দিয়া বিরূপ করা (কুল ভাঙ্গানো); খুচরা করা (টাকা ভাঙানো)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ভাঙানি, ভাঙ্গানি**—বিঃ রেজ্‌গী, খুচরা টাকা-পয়সা।

**ভাঙানী, ভাঙ্গানী**—বিণঃ ভাঙচি দিয়া ভাঙে এমন (কুল ভাঙ্গানী মেয়ে)।

**ভাঙি, ভাঙ্গী**—(১) বিণঃ সিদ্ধি-খোর। (২) বিঃ জাতিবিশেষ।

**ভাজ**—বিঃ ভাইয়ের বউ।

**ভাজক**—(১) বিণঃ ভাগ করে এমন। (২) বিঃ (গণিতে) বিভাজক রাশি।

**ভাজন**—বিঃ পাত্র (প্রীতিভাজন); ভাগকরণ।

**[illegible]**—বিণঃ যাহাতে ভাজা যায় এমন। বিঃ -খোলা—খাই ভাজিবার পাত্র।

**ভাজা১**—ক্রিঃ তপ্ত ঘি, তৈল, বালি এবং কেবল উত্তাপের দ্বারা রন্ধন করা। বিণঃ -ভাজা—প্রায় ভর্জিত; জ্বালা-তন।

**ভাজা২**—বিঃ মাছ, মাংস ইত্যাদি ভর্জিত খাদ্য।

**[illegible]**—বিঃ পাঁচ বা সাত মাসের গর্ভবতীকে প্রদেয় বিভিন্ন ভর্জিত শস্য।

**ভাজি**—বিঃ ভাজা সব্জী।

**ভাজিত**—বিণঃ পৃথগীকৃত; বিভক্ত।

**ভাজ্য**—(১) বিণঃ ভাগযোগ্য। (২) বিঃ যে রাশিকে অন্য রাশি দ্বারা ভাগ করিতে হইবে এমন।

**ভাট**—বিঃ অপরের বংশ-পরিচয় কীর্তন করিয়া জীবন ধারণ করে এমন সম্প্রদায়; স্তুতি-পাঠক।

**ভাটকা**—বিণঃ পথভোলা।

**ভাটা, ভাঁটা**—বিঃ জোয়ারের জল হ্রাস; অধঃগতি।

**ভাটি১, ভাঁটি**—বিঃ ইট-পোড়া চুল্লী; ধোপার কাপড় সিদ্ধ করিবার গামলা; মদ চোলাইবার পাত্র, মদ চোলাইবার স্থান। বিঃ ভাটিয়ারী—মদের কারখানা।

**ভাটি২**—বিঃ ভাটি স্রোত, নিম্নগামী স্রোত।

**ভাটিয়াল**—বিণঃ ভাটির দিকে।

**ভাটিয়ালি, ভাটিয়ালী**—বিঃ ভাটিস্রোতে নৌকা ভাসাইয়া গান; গানের সুর-বিশেষ।

**ভাড়া**—(১) বিঃ চুক্তি অনুযায়ী প্রদেয় অর্থ, মজুরি। (২) বিণঃ অর্থ-চুক্তিতে নিযুক্ত (ভাড়া-বাড়ী)। ক্রিঃ ভাড়া খাটা—ভাড়ার বিনিময়ে কাজ করা। বিণঃ -টিয়া, -টে—ভাড়া খাটে এমন, অর্থের বিনিময়ে খাটে এমন, অর্থ-বিনিময়ে অন্যের বাড়ীতে বসবাসকারী।

**ভাণ১**—বিঃ সংস্কৃত নাটকবিশেষ।

**ভাণ২**—বিঃ ছল, কপট; ভান, বেশ।

**ভাণ্ড**—বিঃ কলসী, জালা; [illegible]।

ভাণ্ড—বিঃ পাত্র; ভাঁড়; পেটিরা; বাদ্যযন্ত্র; পুঁজি।

ভাণ্ডান, ভাণ্ডানো—ক্রিঃ (প্রাচীন কাব্যে) ভাঁড়ানো, প্রতারণা করা।

ভাণ্ডার—বিঃ গোলাঘর, ভাঁড়ার। বিঃ ভাণ্ডারী—ভাণ্ডার-রক্ষক।

ভাণ্ডি—বিঃ নাপিতের ভাঁড়।

ভাণ্ডীর—বিঃ বটগাছ, ঘেঁটুগাছ; বৃন্দাবনস্থ বনবিশেষ।

ভাত১—বিণঃ উদ্দীপ্ত, প্রজ্বলিত।

ভাত২—বিঃ অন্ন, চাউল সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত খাদ্য। বিঃ -কাপড়—অন্নবস্ত্র। বিণঃ ভাতুড়িয়া, ভাতুড়ে—ভাতের জন্য পরের গলগ্রহ। বিণঃ ভাতুয়া, ভেতো—ভাত-খোর (ভেতো বাঙালী; দুর্বল। বিঃ বিণঃ ভাতে—ভাতের সঙ্গে সিদ্ধ (আলু ভাতে)। বিঃ ভাতে-ভাত—ভাতের সঙ্গে সিদ্ধ তরকারী সহ ভাত।

ভাতা—বিঃ অতিরিক্ত বেতন, বৃত্তি, খাদ্যাদির ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রদত্ত অর্থ।

ভাতার—বিঃ (গ্রাম্য) স্বামী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ মাগ।

ভাতিজা—বিঃ ভাইপো, ভাইয়ের ছেলে। বিঃ (স্ত্রী)ঃ ভাতিজী।

ভাদর, ভাদ্দর—ভাদ্র-এর প্রাদেশিক কোমলরূপ।

ভাদুরে, ভাদ্দুরে—বিণঃ ভাদ্রমাসের।

ভাদুই—বিঃ ভাদ্রমাসে যে ধান পাকে তাহা।

ভাদ্র—বিঃ বাংলা বৎসরের পঞ্চম মাস; 'অগস্ত্য-যাত্রা'র মাস—১লা ভাদ্রকে 'অগস্ত্য-যাত্রা'র দিন বলা হয়। বিঃ -পদ—ভাদ্রমাস। বিঃ -পদা—পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র।

ভাদ্রবধূ, ভাদ্দর (কথ্য) ভাদর-বউ—বিঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী, অনুজ-পত্নী।

ভান১—বিঃ ছলনা, কৃত্রিম আবরণ।

ভান২—বিঃ জ্ঞান; দীপ্তি; শোভা; প্রকাশ।

ভাননী, ভানুনী—বিঃ যে স্ত্রীলোক ধান ভানে এরূপ।

ভানা—(১) ক্রিঃ ধান্যাদির তুষ পৃথক করা। (২) বিঃ উক্ত অর্থে।

ভানু—বিঃ সূর্য; কিরণ; কান্তি। বিণঃ -মান্—কান্তিমান্। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ভানুমতী।

ভাপ, ভাপরা—বিঃ গরম বাষ্পের উত্তাপ; গরম সেক। বিণঃ -সা, ভেপ্সা—বাতাসহীন তাপমাত্রার অবস্থা, গুমোট। ক্রিঃ ভাপা—ভাপময় হওয়া (ভাপা পিঠা)। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ ভাপ ধরানো। (২) বিণঃ বিঃ উক্ত অর্থে।

ভাব—সত্তা, বিদ্যমানতা, জন্ম, প্রকাশ, অভিপ্রায়, মনের অবস্থা, স্বভাব, মোহ, প্রণয়, বিষয়-বস্তু, ধ্যান, আবেশ (ভাবে বিহ্বল); অনুভূতিপ্রবণতা। বিণঃ -গত—সুগভীর চিন্তাগত। বিঃ -ভঙ্গি, -ভঙ্গী—হাব-ভাব। বিণঃ -গর্ভ—ভাব-গম্ভীর, নিগূঢ় ব্যঞ্জনাময়। বিণঃ -প্রবণ—হৃদয়াবেগপরায়ণ। বিঃ বিণঃ -বিলাসী—ভাবুক, কল্পনা-প্রবণ। বিণঃ -ব্যঞ্জক, -দ্যোতক—অর্থজ্ঞাপক। বিঃ -মূর্তি—মানস-প্রতিমা। ক্রিঃ ভাব লাগা—ঘোর লাগা। বিণঃ ভাবাবহ—ভাবময়। বিঃ ভাবানুষঙ্গ—মূল ভাবের আনুষঙ্গিক চিন্তা। বিঃ ভাবুকতা—

মনে অন্য ভাবের উদয়, ভাবোদয়। বিঃ ভাবাবেশ—ভাবে বিভোর অবস্থা; ভাবসঞ্চার। বিঃ ভাবাভাস—ভাবের সংকেত বা আভাস। বিঃ ভাবার্থ—সার-মর্ম, মর্মার্থ। বিণঃ ভাবালু—ভাবপ্রবণ। বিঃ ভাবোচ্ছ্বাস—হৃদয়াবেগের আধিক্য। বিঃ ভাবোদয়, ভাবোন্মেষ—ভাবের জাগরণ বা বিকাশ। বিণঃ ভাবোদ্দীপক—ভাবসঞ্চারী। বিঃ ভাবোদ্দীপন—ভাবের সঞ্চার বা উদ্রেক। বিণঃ ভাবোন্মত্ত—ভাবে পাগল বা বিহ্বল। বিঃ বিণঃ ভাবোন্মাদ—ভাবে উদ্দীপ্ত। ভাববাচ্য— (ব্যাকরণে) যে বাচ্যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না এবং ক্রিয়া সর্বদাই ১ম পুরুষের ১ বচনান্ত হয়। ভাব-বিশেষণ—(ব্যাকরণে) যে পদ অন্য পদকে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত করে। বিঃ ভাব-সম্প্রসারণ—কোনো রচনার ভাব-বস্তুকে সম্প্রসারিত করা। বিঃ ভাবোল্লাস— কৃকভাবে উল্লাসিত হওয়া। ভাবাধিকরণ—(ব্যাকরণে) ভাব-বাচক বিশেষ্য অধিকরণরূপে ব্যবহৃত হয় যখন।

ভাবক—বিণঃ ভাবপ্রবণ; চিন্তাশীল।

ভাবন, ভাবনা—বিঃ উদ্ভাবন; ভাবনা-করণ, শোধন, দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা; চিন্তা।

ভাবা—(১) ক্রিঃ চিন্তা করা, দুশ্চিন্তা করা, সাব্যস্ত করা, ইচ্ছা করা, কল্পনা করা, গণ্য করা উদ্ভাবন করা। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। -না, -নো—(১) ক্রিঃ ভাবিত বা উৎকণ্ঠিত করানো। (২) বিঃ উক্ত অর্থে।

ভাবালু—বিণঃ ভাবপ্রবণ, কল্পনাপ্রবণ। বিঃ -তা।

ভাবিক—বিণঃ ভাবী; ভাবময়; স্বাভাবিক; উদ্রেজক।

ভাবিত—বিণঃ উৎকণ্ঠিত; চিন্তিত; প্রাপিত; শোধিত; বাসিত।

ভাবিনী—বিঃ কামিনী; চিন্তাকুলা।

ভাবী[১]—বিণঃ আগামী, ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যতে হইবে এমন। বিণঃ (স্ত্রী): ভাবিনী।

ভাবী[২]—বিঃ ভ্রাতৃবধূ, বৌদিদি।

ভাবুক—বিণঃ চিন্তাশীল; কল্পনা বা ভাবপ্রবণ।

ভাবে—ক্রি-বিণঃ রকমে, প্রকারে।

ভাব্য—বিণঃ সম্ভাব্য; অবশ্যম্ভাবী; ভবিতব্য।

ভাম—বিঃ জন্তুবিশেষ, খট্টাশ।

ভামিনী—বিঃ কোপনস্বভাবা রমণী, নারী।

ভায়—ক্রিঃ (কাব্যে) দীপ্তি বা শোভা পায়; ভাল লাগে।

ভায়রা-ভাই—বিঃ শ্যালীপতি, স্ত্রীর ভগিনীপতি।

ভায়া—বিঃ ভ্রাতৃতুল্য ব্যক্তি।

ভায়াদ—বিঃ জ্ঞাতি, দায়াদ।

ভার—(১) বিঃ ওজন; বোঝা; আচ্ছন্নতা, উদ্বিগ্নতা, দায়; পুঞ্জ, রাশি, বাঁক (দইয়ের ভার)। (২) বিণঃ ভারী, দুঃসহ। বিঃ -কেন্দ্র—গুরুত্বের বা ভারের ব্যাপ্তির মধ্যবিন্দু। বিণঃ -বাহ, -বাহক, -বাহী—বোঝা বহনকারী; (ব্যঙ্গে) গাধা। বিণঃ -সহ—ভার সহিতে পারে এমন। বিণঃ -হীন—শূন্য; হাল্কা।

ভারত—(১) বিঃ ভারতবর্ষ; ভারত মহারাণী; ভারতের সন্তান; মহা-

ভারত; ভরত-সূত্র; নট। (২) বিণঃ ভরত-বংশীয়। বিণঃ ভারতীয়—ভারতে জাত বা বসবাসকারী, নাগরিক; ভারত-বিষয়ক; ভারত-বর্ষীয়।

**ভারতী**—বিঃ বাগ্‌দেবী; বাণী; বিবরণ; উপাধিবিশেষ।

**ভারবি**—বিঃ কিরাতার্জুনীয় কাব্য-রচয়িতা।

**ভারা**—বিঃ উঁচুতে কাজ করিবার জন্য বাঁশের মাচা।

**ভারাক্রান্ত**—বিণঃ অত্যন্ত বোঝাই হওয়ার ফলে ক্লিষ্ট; চিন্তা বা দুঃখের ভাবে অভিভূত।

**ভারার্পণ**—বিঃ ভার বা দায়িত্ব দেওন। বিণঃ ভারার্পিত—ভারপ্রাপ্ত।

**ভারিক্কি**—বিণঃ মেজাজী, রাশভারী।

**ভারিভুরি**—বিঃ জাঁকজমক, ঠাট।

**ভারী[১], ভারি**—বিণঃ ভারশীল; বড় মাপের; অত্যন্ত (ভারী আরাম)।

**ভারী[২]**—বিণঃ ভারবাহক।

**ভারুই**—বিঃ ভরতপক্ষী।

**ভার্গব**—বিঃ শুক্রাচার্য; পরশুরাম; ধনুর্ধর; গজ, হস্তী।

**ভার্গবী**—বিঃ পার্বতী; শ্রী, লক্ষ্মী; দূর্বা; বিদ্যাবিশেষ।

**ভার্যা**—বিঃ জায়া, স্ত্রী।

**ভাল[১]**—বিঃ ললাট, কপাল।

**ভাল[২]**—(১) বিণঃ কল্যাণকর (ভাল পরামর্শ); উৎকৃষ্ট (ভাল উপায়); সবল (ভাল শরীর); সজ্জন (ভাল লোক); গোবেচারা (ভাল মানুষ); সুন্দর (জিনিসটা ভাল দেখায় না); পারদর্শী (ভাল মিস্ত্রি)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) অব্যঃ বেশ; ঠিক আছে।

**ভালবাসা**—(১) ক্রিঃ কোনও জিনিস বা ব্যক্তি-বিশেষকে প্রাণাধিক বলিয়া জ্ঞান করা; মনোমত মনে করা; প্রীতি স্নেহ বা শ্রদ্ধা করা। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ভালাই**—বিঃ উপকার, কল্যাণ।

**ভালুক**—ভাল্লুক-এর কথ্যরূপ।

**ভাশুর, ভাসুর**—বিঃ পতির অগ্রজ বা অগ্রজপ্রতীম। বিঃ -ঝি—ভাসুর-তনয়া। বিঃ -পো—ভাসুর-তনয়।

**ভাষ, ভাষণ**—বিঃ ভাষ্য; উক্তি। বিণঃ ভাষক—ভাষণ প্রদায়ক। বিণঃ (স্ত্রী): ভাষিকা। বিণঃ ভাষিত—ব্যক্ত, প্রকাশিত, উক্ত।

**ভাষিণ**—বিঃ (কাব্যে) বাক্য।

**ভাষা**—বিঃ মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাবের সুবিন্যস্ত সুনির্দিষ্ট এবং সঠিক অর্থবহ শাব্দিক অভিব্যক্তি; বিভিন্ন জাতি শ্রেণী বা ব্যক্তি-বিশেষের ভাষা: বচন। বিঃ -জ্ঞান—ভাষার ব্যুৎপত্তি। বিঃ -তত্ত্ব—ভাষা-বিজ্ঞান। বিণঃ -তীত—যাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না এমন। বিঃ ভাষান্তর—অনুবাদ। বিঃ ভাষান্তরিক—দোভাষী। বিণঃ -ন্তরিত—অনূদিত। বিঃ -পরিচ্ছেদ—বিশ্বনাথ-ন্যায়পঞ্চানন বিরচিত ন্যায়শাস্ত্রের পরিভাষা-পুস্তক। বিঃ -রামায়ণ—বাংলা ভাষায় বিরচিত রামায়ণ। বিঃ উপভাষা—কোনও ভাষার বিকৃত বা কথ্য রূপ। বিঃ অপভাষা—একাধিক মিশ্র ভাষা। বিঃ পরিভাষা—অনুবাদের ভাষা।

**ভাষী**—বিণঃ ভাষা প্রয়োগকর্তা; কথাকার (মিষ্টভাষী, ওড়িয়া-ভাষী)। বিণঃ (স্ত্রী): ভাষিণী।

ভাষ্য—(১) বিঃ ব্যাখ্যা ; গূঢ় তত্ত্বাদির ব্যাখ্যা-পুস্তক। (২) বিণঃ বক্তব্য। বিণঃ বিঃ -কার—ব্যাখ্যা-কারক।

ভাস—বিঃ ঔজ্জ্বল্য ; আভা ; শোভা ; সংস্কৃত নাট্যকার ; শকুন (ভাস-পক্ষী)। বিণঃ -মান—ভাস্বর।

ভাসন্ত—বিণঃ ভাস্বর, ভাসমান।

ভাসা—(১) ক্রিঃ তরল পদার্থ বা অপেক্ষাকৃত গুরুভার পদার্থের ওপর জাগিয়া থাকা ; জাগা (কথাটা মনে ভেসে উঠল) ; বাহিয়া যাওয়া (বানে ভেসে গেল)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ ভাসমান ; প্লাবিত। বিণঃ -ভাসা—অস্পষ্ট (ভাসা-ভাসা আভাস) ; খানিকটা, অগভীর। ক্রিঃ -ন, -নো—প্লাবিত করা ; ভাসিতে দেওয়া ('তরীখানি ভাসিয়ে দিলাম এই কূলে')। (২) বিণঃ বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

ভাসান—(১) ক্রিঃ ভাসানো। (২) বিঃ বিসর্জন (ঠাকুর ভাসান) ; মনসা দেবীর বিষয় লইয়া রচিত পালাগান (মনসার ভাসান)।

ভাস্কর—বিঃ সূর্য ; ধাতব বা মর্মর মূর্তি নির্মাতা। বিঃ ভাস্কর্য—ধাতব বা মর্মর-মূর্তি নির্মাণ-শিল্প।

ভাস্বর, ভাস্বান্—বিণঃ জ্যোতির্ময় ; দীপ্তিমান্, উজ্জ্বল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ভাস্বতী।

ভিক্ষা—(১) ক্রিঃ চাওয়া। (২) বিঃ প্রার্থনা-লব্ধ বস্তু ; প্রার্থনা ; যাচ্ঞা-লব্ধ বস্তু। বিঃ -চর্যা, -বৃত্তি—ভিক্ষাই পেশা। বিণঃ -জীবী, ভিক্ষোপজীবী—ভিখারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -জীবিনী, ভিক্ষোপ-জীবিনী। বিঃ -ন্ন—ভিক্ষার্জিত খাদ্য। বিঃ -পাত্র, -ভাণ্ড—ভিক্ষা-লব্ধ বস্তু রাখিবার আধার। বিঃ -পত্র—ধর্মপত্র-বিশেষ। বিঃ -মা—উক্ত আনুষ্ঠানিক মাতা, উপনয়নকালে ভিক্ষাদাত্রী স্ত্রীলোক। বিণঃ -র্থী—প্রার্থী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -র্থিনী। বিণঃ ভিক্ষিত—প্রার্থিত, যাচিত।

ভিক্ষু—বিঃ ভিক্ষুক, বৌদ্ধ শ্রমণ বা সন্ন্যাসী ; ভিক্ষান্নে জীবন-নির্বাহ করে এমন ব্যক্তি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -ণী।

ভিক্ষুক—বিঃ ভিখারী, ভিক্ষাপ্রার্থী, প্রার্থী।

ভিখ্—ভিক্ষা-র কথ্যরূপ।

ভিখারী—বিণঃ বিঃ ভিক্ষাজীবী ; ভিক্ষুক। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ ভিখারিনী।

ভিজা—বিণঃ সিক্ত ; বাষ্পময়, আর্দ্র।

ভিজিট—বিঃ রোগীকে পরীক্ষা করিবার জন্য চিকিৎসককে প্রদেয় অর্থ।

ভিটা—বিঃ বংশানুক্রমিক বসতবাটী ; ঘরের ভিত।

ভিটামিন—বিঃ খাদ্যপ্রাণ।

ভিড়—বিঃ লোক সমাগম ; মনুষ্যেতর প্রাণী বা কোনও বস্তুর নিবিড় সমাবেশ।

ভিড়, ভেড়া—(১) ক্রিঃ লাগানো, মিলিত হওয়া (সঙ্গে ভেড়া)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

ভিত—বিঃ ভিত্তি, বনিয়াদ।

ভিতর—(১) বিঃ গভীর প্রদেশ, অভ্যন্তর। (২) বিণঃ মধ্যবর্তী (ভিতর বাড়ী)। বিঃ -বাড়ী, -বাড়ি—অন্দরমহল।

ভিজু—ভীরু-র চলিত বাংলা।

**ভিত্তি**—বিঃ বনিয়াদ, ভিত। বিঃ -**প্রস্তর**—বনিয়াদ তৈরীর জন্য সর্ব-প্রথম স্থাপিত প্রস্তর। বিঃ -**ভূমি**—জমি বা ভূমির যে অংশ পর্যন্ত পোতা হয়, বনিয়াদ। বিঃ -**মূল**—গ্রথিত বনিয়াদের অভ্যন্তরস্থিত অংশ। বিণঃ -**হীন**—মিথ্যা, অলীক।

**ভিদ্যমান**—বিণঃ যাহা ভেদ করা হইতেছে এমন।

**ভিন**—ভিন্ন-এর কোমল রূপ। বিঃ -**দেশ**—অন্য দেশ; বিদেশ। বিঃ -**গাঁ**—অন্য গ্রাম।

**ভিন্দিপাল**—বিঃ প্রাচীনকালের যুদ্ধের ক্ষেপণাস্ত্র।

**ভিন্ন**—(১) বিণঃ আলাদা; বিযুক্ত; ভেদ বা খণ্ডিত করা হইয়াছে এমন। (২) অব্যঃ ব্যতীত। বিঃ -**তা**। বিণঃ -**রুচি**—পৃথক্ রুচি বা প্রকৃতিবিশিষ্ট। বিঃ **ভিন্নার্থ**—অন্য অর্থ; পৃথক তাৎপর্য। বিণঃ **ভিন্নার্থক**—অন্য অর্থজ্ঞাপক। বিণঃ (স্ত্রী): **ভিন্নার্থিকা**।

**ভিমরাজ**—বিঃ ভৃঙ্গরাজ, ফিঙা-তুল্য কৃষ্ণনীল পক্ষিবিশেষ।

**ভিমরুল**—বিঃ বোলতা-জাতীয় পতঙ্গ-বিশেষ।

**ভিয়ান, ভিয়েন**—বিঃ মিষ্টান্নাদি প্রস্তুতকরণ।

**ভিরকুটি, ভিরকুটী**—বিঃ ভ্রূকুটি; ভেঙচানি।

**ভিরমি, ভির্মি**—বিঃ আকস্মিক মূর্চ্ছা, মাথাঘোরা।

**ভিল্ল**—বিঃ ভারতীয় জাতিবিশেষ, ভীল।

**ভিষক্**—বিঃ বৈদ্য, চিকিৎসক।

**ভিস্তা**—বিঃ প্রবাসাজ্ঞা।

**ভিস্তি**—বিঃ মশক, চর্মনির্মিত বৃহৎ জলাশয়বিশেষ; ভিস্তিদ্বারা জল সরবরাহকারী। বিঃ -**ওয়ালা**—ভিস্তিতে করিয়া জল বহন করে এরূপ ব্যক্তি।

**ভীড়**—ভিড়-এর বানানভেদ।

**ভীত**—বিণঃ ভয়ার্ত, শঙ্কিত, ভয়-যুক্ত; ত্রস্ত। বিণঃ (স্ত্রী): **ভীতা**।

**ভীতি**—বিঃ ভয়, ত্রাস, শঙ্কা। বিণঃ -**কর**—যাহা ভয় জন্মায় এমন, ভীষণ। বিণঃ (স্ত্রী): **ভীতিকরী**। বিণঃ -**প্রদ**—ভয়জনক। বিণঃ -**বিহ্বল**—ভয়ে অভিভূত।

**ভীরু, ভিরু**—বিণঃ কাপুরুষ, ভীরু।

**ভীম**—(১) বিণঃ ভীষণ; ভয়ানক; দোর্দণ্ড। (২) বিঃ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন। বিণঃ (স্ত্রী): **ভীমা**। বিঃ (স্ত্রী): -**দ্বাদশী**—মাঘমাসীয় শুক্লা দ্বাদশী।

**ভীমপলশ্রী, (কথ্য) ভীমপলাশী**—বিঃ রাগিণীবিশেষ।

**ভীমরতি, ভীমরথী**—বিঃ বৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধি-ভ্রষ্ট দশা।

**ভীরু**—বিণঃ ভীতু। বিঃ -**তা**।

**ভীষণ**—বিণঃ ভয়াবহ, ভয়ঙ্কর, ভীতি-প্রদ। বিণঃ (স্ত্রী): **ভীষণা**। বিঃ -**তা**, -**ত্ব**।

**ভীষিত**—বিণঃ ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে এমন।

**ভীষ্ম**—(১) বিণঃ বিভীষণ, ভীম, ভীষণ। (২) বিঃ শান্তনু ও গঙ্গার পুত্র; কুরু-পাণ্ডবের পিতামহ। বিঃ -**জননী**—গঙ্গাদেবী। বিঃ **ভীষ্মাষ্টমী**—মাঘ মাসের শুক্লা অষ্টমী। **ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা**—সুকঠিন শপথ।

**ভীষ্মক**—বিঃ কৃষ্ণের শ্বশুর, রুক্মিণীর পিতা।

**ভুও**—বিণঃ মিথ্যা ; অসার ; ফাঁপা।

**ভুঁই**—বিঃ ভূমি, দেশ, মাটি ; স্থান। বিণঃ -ফোড়, -ফোঁড়—হঠাৎ গজাইয়া ওঠা।

**ভুঁইয়া, ভুঞা**—বিঃ মধ্যযুগীয় রাজা বা জমিদার ; উপাধিবিশেষ ; ভৌমিক। বিঃ বার ভুঁইয়া—ইতিহাস-খ্যাত বাংলার দ্বাদশ জমিদার যথাঃ—শ্রীপুরের চাঁদ ও কেদার রায়, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্য রায়, ভূষণার মুকুন্দ রায়, ভুলুয়ার লক্ষণমাণিক্য রায়, খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, ভাওয়ালের ফজল গাজী, বিক্রমপুরের মল্ল রাজা হাম্বির মল্ল, দিনাজপুরের গণেশ রায়, তাহেরপুরের কংসনারায়ণ রায়, পুঁটীয়ার পীতাম্বর এবং সাতৈলের রামকৃষ্ণ।

**ভুঁড়ি**—বিঃ স্থূল উদর। বিণঃ ভুঁড়ো—বৃহৎ-উদরযুক্ত।

**ভুঁদো**—বিণঃ স্থূলকায় ; বোকা।

**ভুক্ত**—বিণঃ ভোগ বা ভোজন করা হইয়াছে এমন ; অন্তর্বর্তী (বাংলার অন্তর্ভুক্ত)। বিণঃ -ভোগী—পূর্বে ভুগিয়াছে এমন। বিঃ ভুক্তাবশেষ—উচ্ছিষ্ট, এঁটো। বিণঃ ভুক্তাবশিষ্ট।

**ভুক্তন**—বিঃ পূরণ, পরিপূর্ণকরণ।

**ভুক্তি**—বিঃ ভোগ ; দখল ; ভোজন ; অন্তর্ভুক্তকরণ।

**ভুখ**—বিঃ বুভুক্ষা, ক্ষুধা। বিণঃ ভুখা—ক্ষুধিত, ক্ষুধার্ত।

**ভুগা, ভুগান**—যথাক্রমে ভোগা ও ভোগান-র রূপভেদ।

**ভুগ্ন**—বিঃ বক্র, বাঁকা।

**ভুজ**—বিঃ বাহু, হাত ; (জ্যামিতিতে) ক্ষেত্রাদির সীমানা-চিহ্নিত সরলরেখা। বিঃ -পাশ, -বন্ধন—আলিঙ্গন। বিঃ -বল—বাহুবল।

**ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম**—বিঃ সর্প ('কাল-পঞ্চবটী বনে, কালকূটে ভরা /এ ভুজগে'—মধু ; 'দংশন-ক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ/যুঝে ভুজঙ্গ সনে'—রবীন্দ্র)। বিঃ (স্ত্রী)ঃ ভুজগী, ভুজঙ্গী, ভুজঙ্গমী, ভুজঙ্গিনী। বিঃ ভুজঙ্গপ্রয়াত বা ভুজঙ্গপ্রাপ্ত—সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। বিঃ ভুজগভোজী, ভুজগান্তক, ভুজগাশন—ময়ূর ; গরুড়।

**ভুজাগ্র**—বিঃ হস্ত, কর।

**ভুজালি**—বিঃ গোর্খাদের ব্যবহৃত অস্ত্রবিশেষ।

**ভুঞ্জা**—ক্রিঃ (কাব্যে) আস্বাদন করা, আহরণ করা। ক্রিঃ -ন, -নো—খাওয়ানো। বিণঃ ভুঞ্জিত—ভুক্ত।

**ভুটান**—বিঃ ভুটিয়া জাতির দেশ বা মাতৃভূমি, ভুটান রাজ্য।

**ভুট্টা**—বিঃ মকাই ; জনার।

**ভুড়ভুড়**—অব্যঃ একটানা বুদ্বুদ কাটার আওয়াজ। বিঃ ভুড়ভুড়ি—বুদ্বুদ।

**ভুতি, ভুতুড়ি**—বিঃ কাঁটালাদি ফলের মধ্যস্থ অখাদ্য অংশ।

**ভুতুড়ে, ভূতুড়ে**—(১) বিণঃ ভূত-প্রেত-বিষয়ক ; আজগুবি (ভুতুড়ে গল্প) ; ভূত-প্রেত-সুলভ (ভুতুড়ে কাণ্ড)। (২) বিঃ ভূতের ওঝা।

**ভুবঃ, ভুবর্লোক**—বিঃ অন্তরীক্ষ ; সপ্তস্বর্গের অন্যতম।

**ভুবন**—বিঃ একত্রে সপ্তস্বর্গ ও সপ্ত-পাতাল ; পৃথিবী। বিণঃ -বিখ্যাত—

বিশ্ব-বন্দিত। বিণঃ -মোহন—সর্বজন-নয়ন-হৃদয় মুগ্ধকারী। বিণঃ (স্ত্রী): -মোহিনী। বিঃ ভুবনেশ্বর—জগতপিতা; বর্তমান ওড়িশার রাজধানী; উক্তস্থানীয় শিবলিঙ্গ; হিন্দুতীর্থবিশেষ। বিণঃ (স্ত্রী): ভুবনেশ্বরী—দশমহাবিদ্যার অন্যতমা।

**ভুয়া, ভুয়ো**—বিণঃ সারপদার্থহীন, অলীক, মিথ্যা।

**[illegible]**—অব্যঃ (গন্ধাদি লেপনে) আমোদিত হওয়ার ভাবপ্রকাশক।

**ভুরা, ভুরো**—বিঃ অপরিষ্কৃত মোটা-দানা চিনি।

**ভুরু, ভুরু**—-ভ্রূ-র কথ্য প্রয়োগ।

**ভুল**—(১) বিঃ ভ্রম, ভ্রান্তি বিস্মৃতি; অনর্থক ধারণা (শত্রুকে বন্ধু বলে ভুল); প্রলাপ (ভুল বকা)। (২) বিণঃ অযথার্থ (ভুল সংবাদ); ভ্রান্ত (ভুল উত্তর)। বিঃ -চুক, -ভ্রান্তি—ত্রুটি-বিচ্যুতি।

**ভুলা**—ক্রিঃ বিস্মৃত হওয়া; ভুল করা। ক্রিঃ -ন, -নো—বিস্মৃত করানো; মুগ্ধ করা; শান্ত করা; ফুসলানো।

**ভুলো**—বিণঃ প্রায়ই ভুল করে বা ভুলিয়া যায় এমন (ভুলো মন)।

**ভুস**—অব্যঃ জল-কাদাদি ভেদ করার শব্দসূচক।

**ভুশণ্ডি, ভুশুণ্ডি, ভুষণ্ডি**—বিঃ পুরাণোক্ত ত্রিকালদর্শী কাক; (লক্ষ্যার্থে) বৃদ্ধ বহুদর্শী ব্যক্তি।

**ভুশুড়ি**—বিঃ কাঁটালের ভুতি।

**ভুষ্টিনাশ**—বিঃ ধ্বংস, শ্রাদ্ধ (টাকার ভুষ্টিনাশ); সর্বনাশ।

**ভুসা**—বিঃ কালিময় ধোঁয়া, ঝুল। বিঃ -কালি—কাজল, ভুসা হইতে প্রস্তুত কালি।

**ভুসি, ভুষি**—ফসলের খোসা বা চোকলা। বিঃ -মাল—বাজে জিনিস।

**ভূ**—বিঃ ভূমি; পৃথিবী; পুরাণোক্ত সপ্তলোকের অন্যতম ভূলোক, পৃথ্বী। বিঃ -কম্প, -কম্পন—ভূমিকম্প। বিঃ -গর্ভ—পৃথিবীর অভ্যন্তর। বিঃ -গোল—পৃথিবীর বৃত্তান্ত। বিণঃ -চর—স্থলচর। বিঃ -চিত্র—মানচিত্র। বিঃ -ছায়া—চন্দ্র-গ্রহণে চন্দ্রে পতিত পৃথিবীর ছায়া। বিঃ -জ—বাহু। বিঃ -তত্ত্ব, -বিদ্যা—পৃথিবীর গঠনাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞান। বিঃ -তল—পৃথিবীর তলদেশ বা পৃষ্ঠ। বিঃ -দেব—ব্রাহ্মণ। বিঃ -ধর, -ভৃৎ—পর্বত; পৃথিবী। বিঃ -প, -পতি, -পাল—রাজা। বিণঃ -পতিত—পৃথিবী-পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত। বিণঃ -পাতিত—ভূপৃষ্ঠে নামানো হইয়াছে এমন। বিঃ -বিষুব—দুই মেরু হইতে সমদূরবর্তী বৃত্তাকার রেখা। বিঃ -ভার—পৃথিবীর ভার। বিঃ -ভারত—ভারত বা গোটা পৃথিবী। বিঃ -মধ্য—পৃথিবীর মধ্য-স্থল। বিঃ -মণ্ডল—পৃথিবী এবং তাহার চারিপাশের পরিমণ্ডল। বিঃ -লতা—ভুঁইলতা, কেঁচো। বিণঃ -লুণ্ঠিত—ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছে এমন। বিঃ -লোক—পৃথিবী। বিঃ -শয্যা—মাটিই বিছানা। বিঃ -সম্পত্তি, -সম্পদ—জমি-জিরাত। বিঃ -স্বর্গ—পৃথিবীর স্বর্গ, কাশ্মীর। বিঃ -স্বামী—জমিদার। বিঃ -রুহ—বৃক্ষ। বিঃ ভূর্লোক—পৃথিবী।

**ভূঁই**—ভুঁই-এর বানানভেদ।

**ভূঁইয়া**—ভুঁইয়া-র বানানভেদ।

**ভূগোল, ভূচর**—ভূ দ্রষ্টব্য।

**ভূত**—(১) বিঃ অদৃশ্য আত্মা-বিশেষ; শিবানুচর (ভূতনাথ); প্রেতযোনি (মরে ভূত বনা); চরাচর (সার্ব-ভূত); পঞ্চভূত। (২) বিণঃ অতীত সময় (ভূতপূর্ব); রূপায়িত (প্রস্তরীভূত)। বিণঃ -গ্রস্ত—ভূতেপ্রাপ্ত। বিঃ -চতুর্দশী—কার্তিক-কৃষ্ণা চতুর্দশী। ক্রিঃ -ছাড়ানো, -ঝাড়ানো, -তাড়ানো, -নামানো—মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা ভূত-গ্রস্তভাব দূর করানো; দুষ্ট প্রভাব হইতে ভাল পথে আনা। ক্রিঃ ভূত নাচা—শিবানুচরদের নৃত্য করা; উৎপাত হওয়া বা করা। বিঃ -নাথ—শিব। বিঃ -মাতৃকা—দুর্গা; পার্বতী। বিঃ -পক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ। বিঃ -পূর্ণিমা—কোজাগর পূর্ণিমা। বিণঃ -পূর্ব—পূর্বতন। বিঃ -প্রেত—প্রেতযোনি-সমূহ; দুষ্ট দুরাত্মার দল (ভূত-প্রেতদের উৎপাতে আর বাঁচিনে বাবা!)। বিঃ -যজ্ঞ, -বলি—জীবে অন্নদানস্বরূপ শাস্ত্রানুগ কর্তব্য। বিঃ -ভাবন—জীবস্রষ্টা ও সংরক্ষক; শিব। বিণঃ -ময়—পঞ্চভূত-নির্মিত। বিঃ -যোনি—প্রেতাত্মা, ভূত পিশাচ প্রভৃতি। বিঃ -শুদ্ধি—দেহ-শুদ্ধি সংস্কার। বিঃ ভূতাবাস—দেহ; বিষ্ণু। বিণঃ ভূতাবিষ্ট—ভূতগ্রস্ত। বিঃ ভূতাবেশ—ভূতগ্রস্ত অবস্থা।

**ভূতল**—ভূ দ্রষ্টব্য।

**ভূতি**—বিঃ বিভূতি, অষ্টৈশ্বর্য (অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা, কামাবসায়িতা); উদয়।

**ভূপাল**—বিঃ পৃথ্বীশ্বর; মধ্যপ্রদেশের রাজধানী।

**ভূপালী, ভূপালি**—বিঃ রাগিণীবিশেষ।

**ভূমা**—(১) বিঃ সর্বব্যাপী পুরুষ; ব্রহ্ম। (২) বিণঃ বহুধা, ভূয়িষ্ঠ।

**ভূমি**—বিঃ ভূপৃষ্ঠ, জমি, মাটি; স্থান (রণভূমি); দেশ (জন্মভূমি); আধার (ভরসা ভূমি); (জ্যামিতিতে) ত্রিভুজের শীর্ষ-বিন্দুর বিপরীত দিকস্থ বাহু। বিণঃ -জ—ভূমিতে উৎপাদিত। বিঃ -কম্প—পৃথিবী পৃষ্ঠের আন্দোলন। বিঃ -শয্যা—মাটিতে বিছানা। বিণঃ -সাৎ—ভূপতিত।

**ভূমিকা**—বিঃ বক্তব্যের পূর্বাভাষ; গৌরচন্দ্রিকা; অভিনয়ের চরিত্র।

**ভূমিষ্ঠ**—বিণঃ ভূমিতে পতিত; ভূলুণ্ঠিত; প্রসূত (সন্তান ভূমিষ্ঠ হওন)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ভূমিষ্ঠা।

**ভূম্যধিকারী**—বিঃ ভূমির মালিক, ভূস্বামী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ ভূম্যধিকারিণী।

**ভূয়ঃ**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ পুনঃপুনঃ বহুল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ভূয়সী—প্রচুর, বহুল (ভূয়সী প্রশংসা বা স্তুতি)। বিঃ ভূয়ো, -দর্শন, -দর্শিত্ব—বহু দেখিয়া-শুনিয়া যে অভিজ্ঞতা। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ ভূয়োভূয়ঃ—পুনঃপুনঃ।

**ভূয়িষ্ঠ**—বিণঃ প্রচুর, বহুল, অনেক, অজস্র।

**ভূরি**—বিণঃ প্রচুর (ভূরি ভূরি প্রমাণ, ভূরিভোজন)। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ -শঃ—অপর্যাপ্ত পরিমাণে; পুনঃ-পুনঃ।

**ভূর্জ, -পত্র**—বিঃ কোমল বল্কলযুক্ত বৃক্ষবিশেষ।

ভূর্জাদি—ভূ দ্রষ্টব্য।
ভূশণ্ডি, ভূশণ্ডী, ভূষণ্ডি—ভুশণ্ডি দ্রষ্টব্য।
ভূষণ, ভূষা—বিঃ আভরণ, গহনা ; পরিচ্ছদ (বেশভূষা)। বিণঃ ভূষিত —অলংকৃত ; সজ্জিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ভূষিতা।
ভ্রূকুটি, ভ্রূকুটী—বিঃ ভ্রূভঙ্গি, ভ্রূকুটি।
ভৃগু—বিঃ পৌরাণিক মুনি ; শুক্রাচার্য ; উচ্চ পর্বতোপরি সমতলভূমি বা সানুদেশ। বিঃ -পদচিহ্ন—পুরাণোক্ত বিষ্ণুর বক্ষস্থলে ভৃগু-মুনির পদাঘাত-চিহ্ন। বিঃ বিণঃ -পতি—ভৃগুবংশ-শ্রেষ্ঠ ; পরশুরাম। বিঃ -পাত, -পাতন—পর্বতের ভৃগু হইতে পাতন। বিঃ -রাম—পরশুরাম। বিঃ -সুত—শুক্রাচার্য ; পরশুরাম।
ভৃঙ্গ—বিঃ ভ্রমর ; ফিঙাপাখী। বিঃ -রাজ—ভ্রমরশ্রেষ্ঠ ; কেশুরি গাছ। বিঃ -রোল—ভীমরুল ; পক্ষিবিশেষ, পতঙ্গবিশেষ।
ভৃঙ্গার—বিঃ গাড়ু, জলপাত্রবিশেষ ; অভিষেকপাত্র।
ভৃঙ্গারিকা, ভৃঙ্গারী—বিঃ ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ; ঝিল্লী।
ভৃঙ্গি, ভৃঙ্গী—বিঃ শিবানুচর ; বট-বৃক্ষ।
ভৃত—বিণঃ পারিশ্রমিক দিয়া পালিত ; পরিপূর্ণ। -ক—(১) বিণঃ বেতন গ্রহণ করে এমন। (২) বিঃ বেতন।
ভৃতি—বিঃ বৃত্তি ; বেতন ; ভরণ-পোষণ ; পূরণ। বিণঃ -ভুক্—বেতনভোগী।
ভৃত্য—বিঃ বৃত্তিভুক্ চাকর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ ভৃত্যা।
ভৃশ—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ বহুল পরিমাণ।
ভৃষ্ট—বিণঃ ভর্জিত, ভাজা হইয়াছে এমন। বিঃ ভৃষ্টি। বিঃ ভৃষ্টান্ন—সিদ্ধ করিয়া ভাজা চাল, মুড়ি।
ভেউ-ভেউ—অব্যঃ উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি, কুকুরের ডাক।
ভেংচান, ভেংচানো—(১) ক্রিঃ মুখ-বিকৃতি করা ; ভেঙানো। (২) বিঃ উক্ত অর্থে।
ভেংচি, ভেঙচি, ভেঙ্গচি—বিঃ বিকৃত মুখভঙ্গি।
ভেঁপু—বিঃ বাঁশীবিশেষ, শিঙা।
ভেক[১]—বিঃ ব্যাঙ্, মণ্ডুক।
ভেক[২]—ভেখ-এর রূপভেদ।
ভেকা, ভেকো—বিণঃ হতভম্ব।
ভেখ—বিঃ সন্ন্যাসী-বৈরাগীর ধর্ম বা বেশ ; ছদ্মবেশ। বিণঃ -ধারী—বৈরাগ্য অবলম্বনকারী ; ছদ্মবেশী ; মুখোসধারী।
ভেজা, ভিজা—(১) ক্রিঃ সিক্ত হওয়া ; নরম বা দয়ার্দ্র হওয়া (মন ভেজা)। (২) বিণঃ বিঃ উক্ত সকল অর্থে। -ন,[১] -নো[১]—(১) ক্রিঃ আর্দ্র করা, নরম করা। (২) বিণঃ বিঃ উক্ত সকল অর্থে।
ভেজান[২], ভেজানো[২]—(১) ক্রিঃ হুড়কা না দিয়া দরজা বা জানালা বন্ধ করা। (২) বিণঃ বিঃ উক্ত অর্থে।
ভেজাল—(১) বিঃ উৎকৃষ্ট, পদার্থের সহিত নিকৃষ্ট পদার্থের মিশ্রণ ; ফ্যাকড়া, ফ্যাসাদ। (২) বিণঃ জাল, নকল।
ভেট—বিঃ উপহার-সামগ্রী ; সাক্ষাৎ ; মিলন।
ভেটা—(১) ক্রিঃ সাক্ষাৎ করা ; মিলিত হওয়া। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।
ভেটকি—বিঃ মাছবিশেষ।

**ভেটিয়ারখানা**—বিঃ (মোলাকাতের সুবাবিত সুযোগ বলিয়া) চটী বা সরাই ; গোলমেলে জায়গা।

**ভেড়া¹**—ক্রিঃ উপকূল সংলগ্ন হওয়া।

**ভেড়া²**—বিঃ মেষ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ ভেড়ী। বিঃ -কান্ত—বোকার বেহদ্দ। বিণঃ বিঃ ভেড়ুয়া, ভেড়ো—ভেড়াবৎ ; স্ত্রৈণ ; বেশ্যা-বাঈজীর সংগতকারী। বিণঃ ভেড়ে—স্ত্রৈণ, অপদার্থ।

**ভেড়ি**—বিঃ বাঁধ, মৎস্য চাষের জলাশয়।

**ভেণ্ডার**—বিঃ ঠিকাদার ; পণ্যবিক্রেতা।

**ভেতো**—ভাত দ্রষ্টব্য।

**ভেত্তা**—বিণঃ ছেদক, বিদারক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ভেত্রী।

**ভেদ**—বিঃ বেধন, বিদারণ, ছেদন (লক্ষ্যভেদ) বিরোধ (মতভেদ), পরস্পর বিরূপতা (ভেদসৃষ্টি করা), স্বাতন্ত্র্য (ভেদজ্ঞান), সবলে প্রবেশ (ব্যূহভেদ), রাজনৈতিক পন্থা-বিশেষ (ভেদনীতি), ব্যাখ্যান (অর্থভেদ), পরিবর্তন (বুদ্ধিভেদ) বিশেষ, প্রকার (রূপভেদ), বিরেচন দাস্ত, উদরভঙ্গ (ভেদবমি)। বিণঃ -ক, ভেদী—ভেদকর। বিঃ জ্ঞান, -বুদ্ধি—পার্থক্যবোধ। বিঃ -ন—ভেদকরণ। বিণঃ -নীয়, ভেদ্য—ভেদনসাধ্য। বিঃ ভেদাভেদ—আপনপর জ্ঞান। বিণঃ ভেদিত—ভেদ করা হইয়াছে এমন।

**ভেপ্‌সো**—বিণঃ বাষ্পের ন্যায়, ঘামের মত (ভেপ্‌সো গন্ধ)।

**ভেবড়ান, ভেবড়ানো**—(১) ক্রিঃ অভিভূত করা বা হওয়া। (২) বিণঃ বিঃ উক্ত অর্থে।

**ভেবলা**—বিণঃ বোকা, হাবা।

**ভেবা**—বিণঃ বিহ্বল ; বোকা। বিঃ -গঙ্গারাম—হাঁদা-গোবিন্দ। বিঃ -চেকা—বিহ্বলতা, হতবাক্‌।

**ভেরি, ভেরী**—বিঃ দামামা, ঢাক, পটহ, কাড়ানাকাড়া।

**ভেরেণ্ডা**—বিঃ রেড়ি, এরণ্ড।

**ভেল** ॥ ক্রিঃ (ব্রজ) হইল।

**ভেল¹**—বিণঃ নকল, ঝুটা।

**ভেলকি, ভেল্কি**—বিঃ ইন্দ্রজাল (ভেলকির খেলা), ভোজবাজি, ধোঁকা। বিঃ -বাজি—উক্ত অর্থে।

**ভেলা¹**—বিঃ স্বহস্ত নির্মিত নৌকা-বিশেষ, উড়ুপ ('বেহুলা ভাসাইল ভেলা')।

**ভেলা²**—বিঃ এক রকম ফল যার রসে রজক কাপড় চিহ্নিত করে ; ভল্লাতক।

**ভেলি, ভেলী**—বিঃ গুড়বিশেষ।

**ভেষজ**—বিঃ ঔষধ। বিঃ -রত্নাবলী—ভেষজ-বিষয়ক গ্রন্থ। বিঃ ভেষজাগার—ডাক্তারখানা।

**ভেস্ত**—বেহেশ্‌ত-এর রূপভেদ।

**ভেস্তা**—বিণঃ পণ্ড (আসল গেল ভেস্তা, নকল নিয়ে নাকাল)। ভেস্তান, ভেস্তানো—(১) ক্রিঃ নষ্ট করা বা হওয়া। (২) বিণঃ বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**ভৈক্ষ, ভৈক্ষ্য**—(১) বিণঃ ভিক্ষা সম্পর্কিত। (২) বিঃ ভিক্ষুধর্ম ; ভিক্ষা ; চতুর্থাশ্রম।

**ভৈরব**—(১) বিঃ ভৈরব রাগ ; শিব ; শিবের রুদ্ররূপ ('হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ'—রবীন্দ্র) : ভৈরব নদী। (২) বিণঃ প্রচণ্ড ('ভৈরব নাদে'—মধুঃ)। [ভীরু+অ]। ভৈরবী—(১) বিঃ (স্ত্রী)ঃ দশমহাবিদ্যার অন্যতমা, শৈব-সন্ন্যাসিনী ; রাগিণী-

বিশেষ। (২) বিণঃ ভয়ঙ্করী। বিঃ ভৈরবীচক্র—তান্ত্রিক সাধনার আসন; তন্ত্রোক্ত মদ্যপানগোষ্ঠী।
ভৈজ—ক্রিঃ (ব্রজ) হইল।
ভৈষজ্য, ভৈষজ—বিঃ ঔষধ; চিকিৎসা।
ভৈষা—বিঃ ভরষা।
ভৈমী—বিঃ বিদর্ভরাজ-তনয়া দময়ন্তী।
ভো—অব্যঃ হে, ওহে (সম্বোধন সূচক অব্যয়)।
ভোঁ—অব্যঃ বাতাস চলাচলের আওয়াজ; ঘোরার শব্দ; বংশী প্রভৃতির শব্দ।
ভোঁ—ভোম-এর চলিতরূপ।
ভোঁতা—বিণঃ তীক্ষ্ণতাহীন।
ভোঁদর—বিঃ উদ্বিড়াল, উদ।
ভোঁদা, ভুঁদো—বিণঃ স্থূলকায়; স্থূলবুদ্ধি-সম্পন্ন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ভুঁদী।
ভোঁস—অব্যঃ গম্ভীর ফোঁস-আওয়াজ; শ্বাস-প্রশ্বাসের জোরালো আওয়াজ।
ভোকছানি—বিঃ ক্ষুধা-জনিত মূর্ছা।
ভোক্তব্য—বিণঃ উপভোগ্য; ভক্ষণীয়।
ভোক্তা—বিণঃ উপভোগী; ভোজনকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ভোক্ত্রী। বিঃ ভোক্তাবশেষ—উচ্ছিষ্ট।
ভোগ—বিঃ সুখদুঃখাদির অনুভূতি (দুঃখভোগ); ক্লেশ সহ্যকরণ (রোগভোগ); উপভোগ (সম্পত্তি-ভোগ); নৈবেদ্য বা পূজা-উপচার। বিঃ -তৃষ্ণা, -পিপাসা—ভোগের জন্য আকুতি। বিঃ -বিলাস—পার্থিব সুখ-শান্তি ও ধনৈশ্বর্য ভোগ। বিঃ -স্পৃহা—ভোগতৃষ্ণা। বিঃ -বাসনা—ভোগের জন্য কামনা। বিঃ -সুখ—সম্ভোগ জাত আনন্দ। বিণঃ ভোগা-সক্ত—ভোগবিলাসী। বিঃ ভোগারতি—নৈবেদ্য উৎসর্গের পর যে আরতি। বিঃ ভোগায়তন—ভোগের আবাস; দেহ। বিঃ ভোগতন্ত্রীয়—পাশ্চাত্য, জড়বাদী ভোগসর্বস্ব দেশ। বিণঃ ভোগী—ভোগকারী, ভোক্তা; বিলাসী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ভোগিনী। বিণঃ ভোগ্য—ভোগের উপযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ভোগ্যা। বিঃ ভোগবতী—পাতাল গঙ্গা।
ভোগা¹—(১) ক্রিঃ কষ্ট পাওয়া (রোগে ভোগা)। (২) বিঃ উক্ত অর্থে। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ দুঃখ-ক্লেশাদি দেওয়া বা করানো। (২) বিঃ উক্ত অর্থে।
ভোগা²—বিঃ ফাঁকি, ছুতো।
ভোগানে—বিণঃ ভোগা দেয় বা ভোগায় এমন, কষ্টদায়ক।
ভোগান্ত, (কথ্য) ভোগান্তি—বিঃ চরম দুর্ভোগ, কষ্টের একশেষ।
ভোজ¹—বিঃ সম্মিলিত ভোজনোৎসব।
ভোজ²—বিঃ ভোজপুর, ভোজপুরি; ভোজরাজ।
ভোজন—বিঃ আহার; ভোজ (নৈশ-ভোজন); আহার করানো (দরিদ্র-নারায়ণ ভোজন); আহার্য। বিঃ -পটু—ভোজনে পারদর্শী। বিঃ -পাত্র—থালা। বিণঃ -বিলাসী—ভোজন-রসিক। বিঃ -শালা, ভোজনাগার, ভোজনালয়—খাবার-ঘর, হোটেল।
ভোজপুরী—(১) বিণঃ ভোজ-পুরিতে বা ভোজপুরে জাত বা উৎপন্ন। (২) বিঃ ভোজপুরের অধিবাসী।
ভোজবাজী, ভোজবাজি—বিঃ ইন্দ্রজাল, ভেল্কি।

ভোজবিদ্যা—বিঃ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা, অদ্ভুতবিদ্যা।

ভোজয়িতা—বিণঃ যে অপরকে ভোজন করায় বা খাওয়ায় এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ভোজয়িত্রী।

ভোজী—বিণঃ ভোক্তা, আহারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ভোজিনী।

ভোজ্য—(১) বিণঃ ভক্ষণীয়। (২) বিঃ খাদ্য, আহার।

ভোট[১]—(১) বিঃ ভুটান বা তিব্বত দেশ। (২) বিণঃ উক্ত দেশীয় (ভোটকম্বল)।

ভোট[২]—বিঃ নির্বাচনী রায়। বিঃ -দাতা—ভোটদানকারী। বিঃ ভোটার—নির্বাচক। বিঃ -পত্র—নির্বাচনের জন্য প্রদত্ত পত্র।

ভোম, ভোঁ—বিণঃ মত্ত, চুর (নেশায় ভোম, ভোঁ হওয়া)।

ভোমর[১]—বিঃ মিস্ত্রি ইত্যাদির ছেদক-যন্ত্র, তুরপুণ।

ভোমর[২], ভোমরা—ভ্রমর-এর কথ্যরূপ।

ভোর[১]—বিঃ ঊষা; রাত্রিশেষ (নিশি-ভোর)।

ভোর[২]—বিণঃ মগ্ন, মত্ত, বিহ্বল।

-ভোর—অব্যঃ ভরিয়া, ধরিয়া, ব্যাপিয়া (জনমভোর); পরিমাণ (সিকিভোর আফিম)

ভোরাই—(১) বিঃ প্রভাতী স্তব বা গান। (২) বিণঃ প্রভাতী।

ভোল[১]—বিঃ সাজ-পোশাক, ছদ্মবেশ।

ভোল[২]—বিণঃ তন্ময়, বিহ্বল।

ভোলা, ভুলা—(১) ক্রিঃ হিসাবে গরমিল করা; মুগ্ধ হওয়া (রূপে ভোলা)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে; (৩) বিণঃ সহজে বিস্মৃত হয় এমন (ভোলা মন)। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ মোহিত করা; ভুলাইয়া দেওয়া; প্রবোধ দেওয়া (ছেলে ভুলানো); ঠকানো। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ ভ্রমোৎপাদক (নয়ন-ভোলানো সৌন্দর্য, ছেলে-ভুলানো ছড়া)। বিঃ -নাথ—শিব। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -নী, ভুলুনি—মনোমোহিনী। বিণঃ (পুং)ঃ -নে, ভুলুনে। বিঃ ভুল—ভ্রান্তি।

ভৌতিক—বিণঃ ভূত-সম্বন্ধীয়, ভূত-কৃত, ভূতুড়ে; (বিজ্ঞানে) পঞ্চভূত-সম্পর্কিত।

ভৌম—(১) বিণঃ ভূম্যধিকার (সার্বভৌম); ভূমিজাত। (২) বিঃ মঙ্গলগ্রহ; আকাশ। (স্ত্রী)ঃ ভৌমী—(১) বিণঃ ভূমিজাতা। (২) বিঃ সীতাদেবী।

ভৌমিক—বিঃ ভূঁইয়া, জমিদার, উপাধিবিশেষ।

ভ্যা—অব্যঃ ছাগল বা শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি।

ভ্যাবা, ভ্যাবাগঙ্গারাম, ভ্যাবাচ্যাকা—ভেবা দ্রষ্টব্য।

ভ্যানভ্যান—অব্যঃ প্যাকপ্যাক, অনুরোধের একঘেঁয়ে বিরক্তিকর ধ্বনি সূচক; মাছির গুঞ্জন।

ভ্রংশ—বিঃ বিকৃত রূপ (অপভ্রংশ); স্খলন (কুলভ্রংশ, জাতিভ্রংশ); নাশ (বুদ্ধিভ্রংশ) বিঃ -ন—নষ্টকরণ। বিণঃ ভ্রংশিত।

ভ্রম—বিঃ হিসাবে গোলমাল, ভুল; মিথ্যাবোধ; ঘুরপাক। বিঃ -নিরসন—ভুল সংশোধন। বিঃ -প্রমাদ—ত্রুটি-বিচ্যুতি। ক্রি-বিণঃ -বশত—ভুলের বশবর্তী হইয়া। বিণঃ -সংকুল, -সঙ্কুল—ভ্রমপ্রদ, ভুলে-ভরা।

ভ্রমণ—বিঃ পর্যটন, পরিভ্রমণ। বিঃ -কারী—পরিব্রাজক। বিঃ -বৃত্তান্ত, -কাহিনী—পর্যটনজনিত ইতিবৃত্ত। বিণঃ ভ্রমৎ—ভ্রাম্যমাণ।

ভ্রমর—বিঃ দ্বিরেফ (২টি 'র' আছে বলিয়া) ; মধুপ, ষট্‌পদ, ভৃঙ্গ, অলি, মধুকর, মৌমাছি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ ভ্রমরী। বিণঃ -কৃষ্ণ— ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ। বিঃ -গুঞ্জন, -গুঞ্জিত—ভ্রমরের গুন্ গুন্ ধ্বনি।

ভ্রমরক—বিঃ ললাটলম্বিত অলকগুচ্ছ।

ভ্রমা—ক্রিঃ (পদ্যে) ঘুরিয়া বেড়ানো। ক্রিঃ -ন, -নো—ঘুরানো।

ভ্রমাত্মক—বিণঃ ভ্রমপ্রদ, ত্রুটিপূর্ণ।

ভ্রমান্ধ—বিণঃ ভ্রমাচ্ছন্ন, ভ্রান্তিবশতঃ আচ্ছন্ন দৃষ্টি এমন।

ভ্রমি, ভ্রমী—বিঃ ঘূর্ণী, আবর্ত।

ভ্রমি, ভ্রমী—ক্রিঃ (কাব্যে) ভ্রমণ করি।

ভ্রষ্ট—বিণঃ ভ্রংশ ; স্খলিত ; বিরুদ্ধ (ধর্মভ্রষ্ট) ; দোষযুক্ত, ব্যভিচারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ভ্রষ্টা—পতিতা। বিঃ ভ্রষ্টাচরণ, ভ্রষ্টাচার—ভ্রষ্টের মত আচার-আচরণ। বিণঃ ভ্রষ্টাচারী—গর্হিত-কার্যকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -চারিণী।

ভ্রাতা—বিঃ ভাই, ভাইয়ের মত ব্যক্তি।

ভ্রাতুষ্পুত্র—বিঃ ভ্রাতৃব্য, ভাই-পো। বিঃ (স্ত্রী)ঃ ভ্রাতুষ্পুত্রী।

ভ্রাতৃ—বিঃ ভ্রাতা, ভাই। বিঃ -কন্যা—ভাইয়ের মেয়ে। বিঃ -জ—ভাইপো। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -জা—ভাইঝি। বিঃ -জায়া, -বধূ—বৌদি। বিঃ -ত্ব—ভ্রাতৃভাব, ভাইয়ের সম্বন্ধ বা অধিকার। বিঃ -দ্বিতীয়া—কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া, ভাইফোঁটার দিন। বিঃ -প্রেম, -স্নেহ—ভাইয়ের প্রতি স্নেহ-মমতা। বিঃ -ব্য—ভ্রাতুষ্পুত্র। বিঃ -ভাব—সৌভ্রাত্র। বিঃ -হত্যা—ভাইয়ের প্রাণনাশ। বিঃ -হন্তা—ভাইয়ের প্রাণনাশকারী।

ভ্রাত্রীয়—বিণঃ ভ্রাতৃতুল্য ; ভ্রাতৃ-সম্বন্ধীয়।

ভ্রান্ত—বিণঃ ভ্রমপ্রদ, ভুলিয়াছে এমন।

ভ্রান্তি—বিঃ ভ্রম, ভুল। বিণঃ -জনক, -প্রদ—ভ্রমোৎপাদক। ক্রি-বিণঃ -বশতঃ—ভুল করিয়া। -মান্—(১) বিণঃ ভ্রান্তিশীল। (২) বিঃ অর্থা-লংকারবিশেষ। বিণঃ -মূলক—ভ্রমাত্মক। বিণঃ -সঙ্কুল—ভুলে ভরা, ভ্রমপূর্ণ। বিণঃ -হর—ভ্রমনাশক।

ভ্রামর—(১) বিঃ ফুলরেণু ; মধু ; অয়স্কান্তমণি, চুম্বক-পাথর। (২) বিণঃ ভ্রমরসংক্রান্ত ; ভ্রমরজাত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ভ্রামরী—দুর্গা।

ভ্রাম্যমাণ—বিণঃ যে ঘুরিয়া বেড়ায় এমন।

ভ্রূ, ভ্রু—বিঃ ভুরু। বিঃ -কুঞ্চন—ক্রোধ বা বিরক্তিবশে ভ্রুযুগল সঙ্কোচন। বিঃ -কুটি—ভ্রূকুঞ্চন। বিঃ -ক্ষেপ—দৃক্‌পাত ; গ্রাহ্যকরণ। বিঃ -বিলাস, -বিভ্রম—আনন্দে ভ্রুভঙ্গি। বিঃ -ভঙ্গ, -ভঙ্গি—অপাঙ্গে দৃষ্টি। বিঃ -মধ্য—দুই ভ্রুর মাঝখান। বিঃ ভ্রূলতা—লতাতুল্য ভ্রূ। বিঃ -সংকেত, -সঙ্কেত—ভ্রূদ্বারা ইংগিত।

ভ্রূণ—বিঃ গর্ভস্থ অপূর্ণ সন্তান। বিণঃ -ঘ্ন, -হা, -হন্তা—ভ্রূণ বিনাশ-কারী। বিঃ -হত্যা—গর্ভপাত।

# ম

**ম**—ব্যঞ্জন বর্ণমালার পঞ্চবিংশ বর্ণ বা স্পর্শবর্ণের সর্বশেষ বর্ণ।

**মকার**—'ম' সূচিত শব্দ-পঞ্চ বা তন্ত্রোক্ত পঞ্চ-মকার (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন)। বিঃ -যোগ—তন্ত্রোক্ত ঐ পাঁচটি উপকরণের একত্র প্রয়োগ।

**মই**—বিঃ বাঁশ বা হাল্কা কাঠের তৈরী সিঁড়ি।

**মইলা**—বিঃ কাপড়াদিতে ছাতা পড়িয়া যে দাগ।

**মউতাত**—মৌতাত-এর বানানভেদ।

**মউ**—মৌ-এর বানানভেদ।

**মউমউ**—বিণঃ সুগন্ধে ভরপুর (ঘি মউমউ)।

**মউনি**—বিঃ মাখন টানার দণ্ড।

**মউরি**—মৌরি-র বানানভেদ।

**মউল**—বিঃ মুকুল, বউল; মধুর, মহুয়া।

**মওকা**—বিঃ দাঁও, সুযোগ।

**মওড়া**—মহড়া-র কথ্য রূপ।

**মওয়া**—ক্রিঃ মন্থন করা।

**মওলবী**—মৌলবী-র রূপভেদ।

**মওলানা**—মৌলানা-র রূপভেদ।

**মকদ্দমা**—বিঃ মামলা।

**মকমক**—অব্যঃ ব্যাঙের কণ্ঠস্বর। বিঃ **মকমকী**—ব্যাঙের ডাক।

**মকর**—বিঃ পৌরাণিক মৎস্যবিশেষ, শুশুক; গঙ্গার বাহন; (জ্যোতিষে) রাশিচক্রের দশমতম রাশি; কন্দর্পের ধ্বজাচিহ্ন। বিঃ -কুণ্ডল—মকরাকৃতি কর্ণালঙ্কার। বিঃ -কেতন, -কেতু, -ধ্বজ—মকর-লাঞ্ছন; কন্দর্পদেব। বিঃ -ক্রান্তি, -ক্রান্তিবৃত্ত—বিষুবরেখার দক্ষিণে ২৩°২৭′ পরিমাণ কল্পিত বৃত্তাকার রেখা। বিঃ -বাহিনী—গঙ্গাদেবী। বিঃ -ব্যূহ—মকরাকারে সজ্জিত সৈন্য-বেষ্টনী। বিঃ -সংক্রান্তি—মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন সূর্য যখন মকর-রাশিতে গমন করিয়া উত্তরায়ণ শুরু করে।

**মকরন্দ**—বিঃ ফুলের মধু।

**মকাই**—বিঃ ভুট্টা, জনার।

**মকুফ, মকুব**—বিঃ মাফ, ছাড়, অব্যা-হতি, রেহাই।

**মক্কা**[১]—বিঃ মকাই শস্য।

**মক্কা**[২]—বিঃ হজরত মহম্মদের জন্মস্থান, মুসলমানদিগের তীর্থক্ষেত্র; আরব-দেশস্থ নগর।

**মক্কেল**—বিঃ উকিলের সাহায্যপ্রার্থী।

**মক্তব**—বিঃ মুসলমানদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয়।

**মক্র, মক্শ**—বিঃ রপ্ত, আয়ত্ত।

**মক্ষিকা, মক্ষী**—বিঃ মাছি।

**মখ**—বিঃ যজ্ঞ।

**মখদম**—বিঃ মৌলবী।

**মখমল**—বিঃ মলমল, ভেলভেট।

**মখমলী**—বিণ মখমলনির্মিত।

**মগ**[১]—বিঃ জলাধার, হাতলবিশিষ্ট পেয়ালা।

**মগ**[২]—বিঃ আরাকানের বা ব্রহ্মদেশের অধিবাসী।

**মগজ**—বিঃ মস্তিষ্ক।

**মগজি**—বিঃ জামার ভাঁজ করা প্রান্ত।

**মগডাল**—বিঃ বৃক্ষের শীর্ষশাখা।

**মগধ**—বিঃ পূর্বভারতীয় প্রাচীন দেশ-বিশেষ (বিহারের অন্তর্গত)।

**মগন, মগ্ন**—বিণঃ অন্তর্লিপ্ত ; সমাচ্ছন্ন ; সমাধিস্থ ; তন্ময়, বিভোর। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **মগ্না**।

**মঘবা, মঘবান্**—বিঃ দেবরাজ ইন্দ্র। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **মঘবতী**—ইন্দ্রাণী।

**মঘা**—বিঃ নক্ষত্র-বিশেষ ; মঘা নক্ষত্র।

**মঙ্গল**—(১) বিঃ কল্যাণ ; গ্রহ-বিশেষ, কুজগ্রহ ; সপ্তাহের তৃতীয় দিবস ; লৌকিক কাব্য-বিশেষ (মনসামঙ্গল ইত্যাদি)। (২) বিণঃ শুভঙ্কর। (স্ত্রী)ঃ **মঙ্গলা**—(১) বিণঃ শুভঙ্করী। (২) বিঃ দুর্গা। বিঃ **-কামনা, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা**—শুভ-কামনা। বিণঃ **-কামী, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী**—শুভার্থী। বিঃ **-গীত**—লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-সূচক গান। বিঃ **-ঘট**—শুভকামনা পূর্বক স্থাপিত ঘট ('মঙ্গল-ঘট হয়নি যে ভরা'—রবীন্দ্র)। বিণঃ **-দায়ক**—শুভদ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-দায়িকা**। বিঃ **-চণ্ডী**—মঙ্গলদায়িকা চণ্ডীদেবী। বিণঃ **-ময়**—কল্যাণমণ্ডিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-ময়ী**। বিঃ **-সমাচার**—শুভ বা কুশল সংবাদ ; সুসমাচার। বিঃ **মঙ্গলাচরণ, মঙ্গলাচার**—অনুষ্ঠের কর্মের প্রারম্ভে সফলতা কামনার অনুষ্ঠান। বিঃ **মঙ্গলামঙ্গল**—শুভ এবং অশুভ। বিণঃ বিঃ **মাঙ্গল্য**—মাঙ্গলিক।

**মচ্**—অব্যঃ শুষ্ক পাতলা কঠিন বস্তু ভাঙার শব্দসূচক ; মচকাইয়া যাওয়ার আওয়াজ। বিণঃ **মচ্‌মচে**—মস্‌মস্ শব্দকারক, খাস্তা।

**মচ্‌কান, মচ্‌কানো**—(১) ক্রিঃ দুমড়ানো ; মোচড় লাগা, ভগ্নপ্রায় হওয়া। (২) বিণঃ বিঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **মচ্‌কানি**—উক্ত দশা।

**মচ্ছব**—মহোৎসব-এর কথ্যরূপ।

**মছলন্দ**—মসলন্দ-এর কথ্যরূপ।

**মছনদ**—মসনদ-এর কথ্যরূপ।

**মছলি**—বিঃ মাছ, মৎস্য।

**মজকুর**—(১) বিঃ লিখিত বা উল্লিখিত বিবৃতি। (২) বিণঃ উক্ত, কথিত।

**মজদুর**—বিঃ মজুর।

**মজদুরি**—বিঃ মজদুরের কাজ বা বৃত্তি।

**মজলিস**—বিঃ খোস্ গল্পের আসর ; জলসা ; সমিতি। বিণঃ **মজলিসী**—মজলিস-মেজাজী ; মজলিস-বিষয়ক।

**মজা¹**—বিঃ আস্বাদ ; সুখ ; কৌতুক ; রঙ্গ-রগড় ; উপহাস।

**মজা²**—(১) ক্রিঃ নিমজ্জিত, বিমোহিত বা অনুরক্ত হওয়া ; কর্দমাদিতে ভরিয়া ওঠা (পুকুর বা নদী মজা) ; জারিত হওয়া (আচার মজা) ; অতিশয় পাকা (মজা ফল) ; সর্বস্বান্ত হওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ নিমজ্জিত করা ; মোহিত করা ; পাকানো ; সর্বস্বান্ত করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**মজুদ, মজুত**—বিণঃ জমানো ; গচ্ছিত ; উপস্থিত।

**মজুমদার**—বিঃ খাজাঞ্চি ; হিসাব-রক্ষক, উপাধিবিশেষ।

**মজুর**—বিঃ মজদুর। [ফা]। বিঃ **মজুরি**—পারিশ্রমিক।

**মজ্জন**—বিঃ নিমজ্জন, ডুবন। বিণঃ **মজ্জমান**—নিমজ্জমান, ডুবন্ত।

**মজ্জা**—বিঃ হাড়ের ভিতরকার নির্যাস। বিণঃ **মজ্জাগত**—মজ্জাগত।

**মঝু**—সর্বঃ আমার (ব্রজ)।

**মঞ্চ**—বিঃ মাচা, টঙ্; প্ল্যাটফর্ম। বিঃ **-শিল্পী**—রঙ্গমঞ্চের রূপসজ্জাকর। বিঃ **মঞ্চাভিনয়**—মঞ্চে যে নাটক অনুষ্ঠিত হয়, থিয়েটার।

**মঞ্জন**—বিঃ মাজার কাজ; মাজার উপকরণ।

**মঞ্জরা**—ক্রিঃ (কাব্যে) মঞ্জরিত বা মুকুলিত হওয়া।

**মঞ্জরি, মঞ্জরী**—বিঃ কোরক-যুক্ত কচি ডাল; মুকুল; অঙ্কুর; শীষ। বিণঃ **মঞ্জরিত**—মুকুলিত, কুসুমিত।

**মঞ্জিমা**—(১) বিণঃ শোভা। (২) বিঃ সৌন্দর্য মনোহারিত্ব।

**মঞ্জিরা**—বিঃ বাঁশি।

**মঞ্জিল**[১]—বিঃ রজকালয়।

**মঞ্জিল**[২]—বিঃ প্রাসাদ।

**মঞ্জিষ্ঠা**—বিঃ লাল লতাবিশেষ।

**মঞ্জীর**—বিঃ নূপুর, ঘুঙুর।

**মঞ্জু**—বিণঃ মনোজ্ঞ; মনোহর; মধুর, সুন্দর ('মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ'—জগদানন্দ)। বিঃ **-ঘোষ, -শ্রী**—যথাক্রমে জৈন ও বৌদ্ধ দেবতাবিশেষ। বিণঃ **-ভাষী**—সুমিষ্টভাষী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-ভাষিণী**।

**মঞ্জুর**—বিণঃ গৃহীত, অনুমোদিত (দরখাস্ত মঞ্জুর); মশ্‌গুল। বিঃ **মঞ্জুরি**—অনুমোদন।

**মঞ্জুল**—(১) বিণঃ মনোহর, মধুর। (২) বিঃ কুঞ্জবন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **মঞ্জুলা**।

**মঞ্জুষা**—বিঃ পেটরা, ঝাঁপি। বিঃ **মণিমঞ্জুষা**—মণিমুক্তাদি রাখিবার পেটিকা।

**মট্**—অব্যঃ শক্ত জিনিস ভাঙিবার শব্দ সূচক। অব্যঃ **-মট্**—ক্রমাগত মট্ শব্দ।

**মটকা**—বিঃ বস্ত্রবিশেষ; চালা-ঘরের শীর্ষ; মাটির বড় জালা; কপট নিদ্রা।

**মটকান, মটকানো**—(১) ক্রিঃ মট্ শব্দে দুমড়ানো (ঘাড় মটকানো, ডাল মটকানো)। (২) বিণঃ বিঃ উক্ত অর্থে।

**মটকি, মটকী**—বিঃ মটকা, জালা।

**মটন**—বিঃ ভেড়ার মাংস। বিঃ **-চপ**—উক্ত মাংসে তৈরী খাদ্যবিশেষ।

**মটর**[১]—বিঃ কড়াইশুঁটির দানা।

**মটর**[২]—মোটর-এর রূপভেদ।

**মঠ**—বিঃ সন্ন্যাসীর আশ্রয়, আখড়া; মন্দির; পীঠস্থান ('বর্ষে বর্ষে দলে দলে/আসে বিদ্যা মঠতলে'—কাঃ রাঃ)। বিঃ **-ধারী**—মঠাধ্যক্ষ বা মোহান্ত।

**মড়ক**—বিঃ মারী, মহামারী, সংক্রামক রোগে বহু সংখ্যক লোকের মৃত্যু।

**মড়মড়**—অব্যঃ কঠিন জিনিস ভাঙার আওয়াজ।

**মড়া**—বিঃ শব, লাশ।

**মড়িঘর**—বিঃ হাসপাতালে লাশ রাখার ঘর, মর্গ।

**মড়িপোড়া**—বিঃ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাহায্যকারী ব্রাহ্মণ, পতিত বা নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

**মড়াঞ্চে, মড়ুঞ্চে**—বিঃ মৃতবৎসা, যে নারীর সন্তান বাঁচে না।

**মণ**—মন[১]-এর বর্জিত বানান।

**মণি**—বিঃ রত্ন, অলঙ্কার রূপে ব্যবহার্য মূল্যবান প্রস্তর; পরম আদরের বা মূল্যবান ব্যক্তি (নয়নমণি);

বংশ আলো-করা ব্যক্তি (যদু কুল-মণি)। বিঃ -ক—মাটির কলসী, জালা, অলিন্দ। বিঃ -কঙ্কণ—রত্ন-বলয়। বিঃ -কর্ণ—কামরূপস্থ শিব-লিঙ্গবিশেষ। বিঃ -কর্ণিকা—কাশীস্থ তীর্থবিশেষ; মণিময় কর্ণভূষণ। বিঃ -কাঞ্চন—রত্ন ও স্বর্ণ। বিঃ -কাঞ্চনযোগ—মণি ও সোনার একত্র সমাবেশ, অতি শুভ যোগাযোগ। বিঃ -কার—যে মণি কাটিয়া পালিশ করে, রত্নবণিক্; জহুরী। বিঃ -কুট্টিম—মণি খচিত বা পাথর বাঁধানো মেঝে; মণিময় গৃহতল। বিঃ -বন্ধ—হাতের কব্জি। বিণঃ -মণ্ডিত, -ময়—মণির দ্বারা শোভিত, নির্মিত বা খচিত (মণিময় গৃহ)। বিঃ -মাণিক্য—নানা বহুমূল্য প্রস্তর। বিঃ -মালা—মণিময় হার। বিঃ -রাগ—হিঙ্গুল।

**মণিপুরী**—বিণঃ মণিপুরের অধিবাসী; মণিপুরসম্পর্কীয়; মণিপুরে জাত বা উৎপন্ন।

**মণিহারী**—মনিহারী দ্রষ্টব্য।

**মণ্ড**—বিঃ মাড়, কাই-এর তুল্য জিনিস (ভাতের মণ্ড)।

**মণ্ডন**—বিঃ অলঙ্কার, প্রসাধন, অলঙ্করণ। বিণঃ মণ্ডিত—পরি-শোভিত; অলঙ্কৃত; খচিত। বিণঃ (স্ত্রী): মণ্ডিতা।

**মণ্ডপ**—বিঃ ছাদযুক্ত প্রশস্ত চত্বর; চাঁদোয়া-ঢাকা স্থান, নাটমন্দির, প্যাণ্ডাল।

**মণ্ডল**—বিঃ গোলক, গোল; গোলাকার স্থান; পরিধি, চক্র, বেড় (বদন-মণ্ডল); সমূহ, সঙ্ঘ (কর্মিমণ্ডল, মন্ত্রিমণ্ডল); স্থান (গ্রহমণ্ডল); সাম্রাজ্য, প্রকাণ্ড রাজ্য (মণ্ডলেশ্বর); অঞ্চল, দেশ (ভূমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল); গ্রামের মোড়ল বা প্রধান ব্যক্তি। বিণঃ মণ্ডলাকার—গোল। বিঃ মণ্ডলেশ্বর, মণ্ডলাধীশ—সম্রাট, রাজ চক্রবর্তী, ৪০ যোজন বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধি-পতি।

**মণ্ডলী**—বিঃ চক্র, সমূহ, বৃত্ত (প্রজা-মণ্ডলী)।

**মণ্ডা১**—বিঃ গোলাকার বা চূড়াকার সন্দেশজাতীয় মিষ্টান্নবিশেষ।

**মণ্ডা২**—ক্রিঃ (কাব্যে) ভূষিত করা, মণ্ডিত করা; মোড়া।

**মণ্ডা৩**—বিঃ মদ, সুরা, মদিরা; আমলকী।

**মণ্ডূক**—বিঃ বেঙ্, ভেক। বিঃ (স্ত্রী): মণ্ডূকী।

**মত১**—বিঃ অভিমত; ধারণা; মনোগত ভাব (এ বিষয়ে তোমার কি মত); সমর্থন, সম্মতি (তোমার এ কাজে আমার মত নাই); সিদ্ধান্ত, বিশ্বাস ('যত মত তত পথ'—রামকৃষ্ণ); ধারা, প্রণালী (হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা); বিধি-বিধান (শাস্ত্র-মতে)। বিঃ -বাদ—মত বর্ণন; বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ইত্যাদি মত। বিঃ -বিরোধ, -ভেদ—মতের অনৈক্য। বিঃ মতান্তর—বিভিন্ন মত বা উপায়; মতের অমিল। বিঃ মতাবলম্বন—মতানুসরণ; মত মানিয়া লওন বা গ্রহণ। বিণঃ মতাবলম্বী—মতানু-বর্তী; মতানুসরণকারী। বিঃ মতামত—মত এবং অমত; ইচ্ছা বা অনিচ্ছা; সম্মতি ও অসম্মতি।

**মত২, মতন**—(১) বিণঃ সদৃশ, তুল্য, ন্যায় (চাঁদের মত মুখ); অনুরূপ, অনুযায়ী (মনের মত বই); যোগ্য,

উপযুক্ত। (২) বিঃ প্রকার (নানা মতে)। (৩) অব্যঃ জন্য (আজকের মত)।

**মতলব**—বিঃ অভিসন্ধি, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য; কৌশল, ফন্দি। বিণঃ **-বাজ, মতলবী**—স্বার্থপর, ফন্দি-বাজ।

**মতি**—বিঃ জ্ঞান, বুদ্ধি; স্মরণ শক্তি; অনুরক্তি, ইচ্ছা; মন, চিত্ত। বিঃ **-গতি**—অভিপ্রায়, মনের ভাব; চেষ্টা। **-ভ্রম**—(১) বিণঃ দুর্মতি, নষ্টবুদ্ধি। (২) বিঃ বুদ্ধিনাশ। বিঃ **-ভ্রংশ, -ভ্রম, -হীনতা**—বুদ্ধি বা স্মৃতি নষ্ট হইয়াছে এমন। বিণঃ **-মান্**—ধীসম্পন্ন, বুদ্ধিমান্। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-মতী**। বিঃ **-স্থৈর্য**—বুদ্ধির স্থিরতা; সঙ্কল্পের দৃঢ়তা।

**মতিচুর**—বিঃ মিষ্টান্নবিশেষ।

**মতিহারী**—বিঃ বিহার প্রদেশান্তর্গত নগরবিশেষ, তামাকবিশেষ।

**মৎ**—সর্বঃ আমি (মৎপ্রণীত)। বিণঃ **মদীয়**—মৎসম্বন্ধীয়, আমার (মদীয় ভবন)।

**মৎকুণ**—বিঃ ছারপোকা; মাকুন্দ, শ্মশ্রুহীন পুরুষ।

**মত্ত**—বিণঃ প্রমত্ত, মাতাল, যাহার নেশা হইয়াছে, খেপা; অতিশয় ক্রুদ্ধ; অতি বিহ্বল, আত্মহারা বা গর্বিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **মত্তা** ('যামিনী জোছনা-মত্তা'—রবীন্দ্র)। বিঃ **-তা**।

**মৎসর**—(১) বিঃ অসূয়া, ঈর্ষা, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, পরশ্রীকাতরতা। (২) বিণঃ দ্বেষযুক্ত, ঈর্ষাকারী; কৃপণ, পরশ্রীকাতর। বিণঃ **মৎসরী**—হিংসুক, ঈর্ষাকারী, খল, দ্বেষকারী; কৃপণ, পরশ্রীকাতর; ক্রুদ্ধ, লোভী।

**মৎস্য**—বিঃ মীন, মাছ; বিষ্ণুর প্রথম অবতার, পুরাণবিশেষ; রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশি; প্রাচীন দেশবিশেষ, বিরাট রাষ্ট্র। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **মৎসী**। বিঃ **-করণ্ডিকা**—চুপড়ি; খালুই। বিঃ **-গন্ধা, মৎস্যোদরী**—ব্যাসদেবের মাতা, শান্তনু-পত্নী সত্যবতী। বিঃ **-জীবী**—জেলে, ধীবর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-জীবিনী**। বিঃ **-ন্যায়, -নীতি, মাৎস্যন্যায়, মাৎস্যনীতি**—অরাজকতা ও নরহত্যা, মৎস্যের তুল্য পরস্পর হনন। বিণঃ **-ভোজী**—মৎস্যাশী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-ভোজিনী**। বিঃ **-রঙ্গ**—মাছরাঙ্গা পাখি। বিঃ **-রাজ**—রুইমাছ, রোহিত মৎস্য। বিণঃ **মৎস্যাশী**—আমিষভোজী; মৎস্য-ভোজী।

**মথন**—(১) বিঃ বিলোড়ন, মন্থন, নাশন, দলন; সম্পূর্ণ পরাজিতকরণ। (২) বিণঃ বিনাশক, দলনকারী। বিণঃ **মথিত**—মথন করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **মথ্যমান**—মথন করা হইতেছে এমন।

**মথনী**—বিঃ মন্থন করিবার দণ্ড।

**মথা**—ক্রিঃ (কাব্যে) মথন করা।

**মথুরা**—বিঃ আগ্রার অন্তর্গত যমুনা তীরস্থ প্রসিদ্ধ নগরী; মধুপুরী।

**মদ**—বিঃ কামাদি ষড়্‌রিপুর অন্যতম; প্রমত্ততা, দম্ভ, সম্মোহ, হর্ষজনিত বিহ্বলতা, গর্ব (যৌবন-মদে মত্ত); কস্তুরী (মৃগ মদ); মদ্য (মদের দোকান); মত্তকর রস (মহুয়ার মদ); উন্মাদজনিত মৃগগণ্ডস্থলাদি হইতে নিঃসৃত স্বেদ। **-কল**—(১) বিণঃ মত্ততা হেতু অস্ফুট শব্দকারী; অস্ফুট মধুর। (২) বিঃ মত্তহস্তী।

বিণঃ -খোর—মদ্যপায়ী, মদ্যপ; সুরাপায়ী, মাতাল। বিঃ -গর্ব—প্রমত্ততাজনিত গর্ব বা দর্প। বিণঃ -মত্ত, মদোন্মত্ত—গর্বোন্মত্ত; মদ্যপানের ফলে মাতাল; গণ্ডদেশ হইতে মদ-নিঃসরণ হেতু উন্মত্ত (মদমত্ত হস্তী)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -মত্তা। বিণঃ মদাত্যয়—মদ্যপানজনিত অসুস্থতাবিশেষ। বিণঃ মদান্ধ—গর্বান্ধ। বিণঃ মদালস—মদ্যপানাবেশ হেতু বিহ্বল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মদালসা।

**মদৎ, মদত**—বিঃ সাহায্য, ইন্ধন।

**মদন**—(১) বিঃ কন্দর্প, কামদেব, কাম ও প্রেমের দেবতা; অনঙ্গ, অতনু, মনসিজ, মন্মথ, পুষ্পধন্বা, মনোভব, পঞ্চশর; রতিপতি, স্মর, মকরকেতন। (২) বিণঃ মত্ততাজনক। বিঃ -চতুর্দশী—চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্দশী। বিঃ -ত্রয়োদশী—চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী। বিঃ -গোপাল, -মোহন—শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ -দহন—শিব; কন্দর্পকে যিনি ভস্ম করিয়াছেন। বিঃ -দ্বাদশী—চৈত্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী। বিঃ -ধর্ম—রতিক্রীড়া। বিঃ -রিপু—শিব। বিঃ -লেখ—প্রেম-পত্র। বিঃ -শর—কামদেবের বাণ অর্থাৎ কামজনিত জ্বালা। বিঃ মদনোৎসব—দোলপর্ব; বসন্তোৎসব।

**মদির**—(১) বিঃ মত্তখঞ্জন পাখি। (২) বিণঃ মত্ততাজনক। বিঃ মদিরা—মদ্যবিশেষ; বারুণী। বিণঃ বিঃ মদিরাক্ষী, মদিরেক্ষণা—যে স্ত্রীর চক্ষু মোহিত করে। বিঃ -লোচনা—সুলোচনা নারী; খঞ্জনের ন্যায় নেত্রযুক্ত রমণী।

**মদীয়**—মৎ দ্রষ্টব্য।

**মদো**—বিণঃ মদখোর; মদের তুল্য (মহুয়া ফুলের মদোগন্ধে)।

**মদ্গুর**—বিঃ মাগুর মাছ।

**মদ্দ, মদ্দা, মদ্দানি**—মর্দ দ্রষ্টব্য।

**মদ্য**—বিঃ সুরা, মদ, মদিরা। বিণঃ -প, -পায়ী—মাতাল, মদখোর, সুরাপায়ী।

**মদ্র**—বিঃ হর্ষ; শুভ; পাঞ্জাবের অন্তর্গত ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী প্রাচীন দেশ।

**মধু**—(১) বিঃ পুষ্পরস, মৌ, মিষ্ট পদার্থ, মিষ্টরস; সোমরস, সুরা, মদ্য; চৈত্রমাস; বসন্তকাল; মাধুর্য; আমের সুবিধা। (২) বিণঃ মধুবৎ মিষ্ট বা সুস্বাদু; মধুর (মধুকণ্ঠ বাউল); মধুপূর্ণ (মধু-মালতী বনে)। বিঃ -কর, -প, -পায়ী, -ব্রত, -ভৃৎ, -মক্ষিকা, -লিট্, -লিহ, -লেহ, -লেহী—মৌমাছি, ভ্রমর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -করী। বিণঃ -কণ্ঠ—সুমধুর স্বরবিশিষ্ট। বিঃ -কোষ, -ক্রম, -চক্র, -ছত্র, -জালক—মৌচাক। বিঃ -চন্দ্র—নব দম্পতির প্রমোদ-বিহার। বিঃ -নিশি, -যামিনী, -রাত্রি—মনোরম রাত্রি; বসন্তকালের রাত্রি। বিঃ -পর্ক—মধু ঘৃত দধি দুগ্ধ শর্করা মিশ্রিত দেব-নিবেদ্য বস্তু। বিঃ -বন—বৃন্দাবনের একটি বন; প্রমোদ কানন; মথুরার অন্তর্গত বনবিশেষ। বিণঃ -বর্ষী—অমৃতবর্ষী; অতি মধুর। বিণঃ -ময়—মধুমাখা বা মধুতে পূর্ণ; সুমধুর বা অতি-মিষ্ট। বিঃ -মাধব—চৈত্র ও বৈশাখ। বিঃ -মাধবী—সুরা, মদ। বিঃ -মাস—চৈত্রমাস। বিঃ -সখ—কোকিল। বিঃ -স্বর—কোকিল; মধুর কণ্ঠস্বর।

**মধুকৈটভ**—বিঃ মধু ও কৈটভ নামক পৌরাণিক অসুরদ্বয়।

**মধুর**—বিণঃ মাধুর্যবিশিষ্ট, মনোহর। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **মধুরা**। বিঃ -তা, -ত্ব, **মধুরিমা, মাধুর্য, মাধুরী**।

**মধুসূদন**—বিঃ নারায়ণ, হরি।

**মধূক**—বিঃ মহুয়া গাছ, যষ্টিমধু।

**মধূচ্ছিষ্ট**—বিঃ মোম।

**মধূৎসব**—বিঃ বসন্তোৎসব ; হোলি ; চৈত্রী-পূর্ণিমা।

**মধ্বাসব**—বিঃ মধুজাত সুরা।

**মধ্য**—(১) বিঃ মাঝ ; কটিদেশ, দেহমধ্যভাগ (ক্ষীণমধ্যা) ; ভিতর, অভ্যন্তর (গৃহমধ্যে) ; অন্তরাল, অবসর, ফাঁক, অবকাশ (ইতোমধ্যে) ; (গানের) তালবিশেষ। (২) বিণঃ মাঝের, মাঝামাঝি, কেন্দ্রস্থ স্থানে অবস্থিত ; অন্তর্বর্তী, ভিতরস্থ (মধ্যম)। বিণঃ -গ—মধ্যবর্তী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -গা। বিঃ -প্রদেশ—মধ্যস্থল ; মধ্যভারতের প্রদেশ-বিশেষ। বিঃ -দিন—দ্বিপ্রহর, মধ্যাহ্ন, দুপুরবেলা। বিণঃ -পদলোপী—(ব্যাক) মধ্যবর্তী পদ লুপ্ত হয় এমন সমাস (যেমন—ঘৃত মিশ্রিত অন্ন=ঘৃতান্ন)। বিণঃ -বয়স্ক—আধা বয়সী, প্রৌঢ়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বয়স্কা। বিণঃ -বর্তী—অভ্যন্তরে অবস্থিত বা মাঝামাঝি স্থানে। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বর্তিনী। বিঃ -বর্তিতা—মধ্যস্থতা, সালিসি, মধ্যবর্তী অবস্থা ; মধ্যে অবস্থান। বিণঃ -বিত্ত—ধনী দরিদ্রের মধ্যবর্তী অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ; বিশেষ ধনী বা নিতান্ত দরিদ্র নহে এমন। বিণঃ -বিন্দু—মধ্যস্থান ; মাঝামাঝি জায়গা। বিঃ -ভারত—ভারতের মধ্যবর্তী অঞ্চল। -ম—(১) বিণঃ মেজ, দ্বিতীয় ; মধ্যবর্তী (মধ্যম পুত্র) ; মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত (মধ্যমাঙ্গুলি) ; মাঝারি, ভালও নহে, মন্দও নহে, বেশীও নহে, কমও নহে এমন (মধ্যমাবস্থা)। (২) বিঃ কটিদেশ (সুমধ্যমা) ; স্বরগ্রামের চতুর্থ স্বর, মা। **মধ্যম-পাণ্ডব**—ভীম। বিঃ -মা—মাঝের আঙুল। বিঃ -মান—গানের তাল-বিশেষ। বিঃ -যুগ—প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মধ্যবর্তী কাল। বিণঃ -যুগীয়, -যুগী—মধ্যযুগের। বিঃ -রাত্র—নিশীথ, দুপুর রাত। বিঃ -রেখা (ভূগোল) দ্রাঘিমা রেখা ; যে কল্পিত রেখা বিষুবরেখার উপর দিয়া দুই মেরু ভেদ করিয়াছে; (জ্যোতিষ) যে কল্পিত বৃত্ত দ্রষ্টার মস্তকের উপর দিয়া উত্তর-দক্ষিণাভিমুখে বিস্তৃত হইয়া নভো-মণ্ডলকে পূর্ব ও পশ্চিমে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে। -স্থ—(১) বিণঃ অভ্যন্তরস্থ। (২) বিঃ সালিস। বিঃ -স্থতা। বিঃ -স্থল—কেন্দ্র, মধ্যভাগ, মাঝখান। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -স্থা—মধ্যবর্তিনী। **মধ্যে**—(১) বিঃ মধ্যস্থলে ; অভ্যন্তরে (মনোমধ্যে) ; অবকাশে, অবসরে (ইতোমধ্যে) ; অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে (পক্ষকাল মধ্যে)। (২) ক্রি-বিণঃ কিছুকাল পূর্বে।

**মধ্যাহ্ন**—বিঃ দ্বিপ্রহর, দিনের মধ্যভাগ। বিঃ -তপন—দিবা, দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য। বিঃ -ভোজন—মধ্যাহ্নকালীন আহার।

**মন**[১]—বিঃ অন্তঃকরণ, অন্তরিন্দ্রিয়, চিত্ত, হৃদয় ; ধারণা, বোধ, বিবেচনা ; স্মৃতি ; ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ; অভিনিবেশ ; একাগ্রতা, নিবিষ্টতা ; আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ; পছন্দ ; সংকল্প।

**মন**[২]—বিঃ ৪০ সের ওজন, ওজনের পরিমাপবিশেষ। বিঃ **-কষা**—(গণিত) পরিমাণানুযায়ী মূল্যাদি নিরূপণের অংক ; ওজনের পরিমাণ। বিঃ **-কিয়া**—(গণিত) মন হিসাবের তালিকা। ক্রি-বিণঃ **-কে**—প্রত্যেক মনে, মনপ্রতি।

**মনঃ**—বিঃ মন, সর্বেন্দ্রিয়-প্রবর্তক অন্তরিন্দ্রিয় ; সংকল্প বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তি। বিণঃ **-কল্পিত**—মনগড়া। বিঃ **-কষ্ট, মনোদুঃখ, মনোবেদনা**—মানসিক যন্ত্রণা বা ক্লেশ। বিণঃ **-ক্ষুণ্ণ**—অসন্তুষ্ট, নিরাশ, দুঃখিত। বিণঃ **-পূত**—মনোনীত ; পছন্দসই ; চিত্ততৃপ্তিকর। বিঃ **-প্রাণ**—সমগ্র চিত্ত ; বুদ্ধি ও আন্তরিকতা ; সমস্ত মন। বিঃ **-সংযোগ**— অভিনিবেশ, মনোযোগ। বিঃ **-সমীক্ষণ**—(বিজ্ঞান) মানব মনের প্রকৃতির বিচার-বিশ্লেষণ।

**মনঃশিলা**—বিঃ খনিজ পদার্থবিশেষ ; মনছাল।

**মনঃস্থ**—(১) বিণঃ স্থিরীকৃত, মনে স্থিত ; সংকল্পিত। (২) বিঃ অভিপ্রায়, সংকল্প।

**মনক্কা**—বিঃ শুষ্ক বড় আঙুর।

**মনন**—বিঃ অনুমান, বুদ্ধি, অনবরত অনুচিন্তন। বিণঃ **-শীল**—চিন্তাশক্তি জাগায় এমন ; বুদ্ধিগত, চিন্তাশক্তিসম্পন্ন।

**মনমথ**—**মন্মথ**-এর কোমলরূপ।

**মনশ্চক্ষু**—বিঃ কল্পনা, অন্তর্দৃষ্টি।

**মনশ্চাঞ্চল্য**—বিঃ উদ্বেগ, মনের চঞ্চলতা।

**মনসবদার**—বিঃ জায়গীর প্রাপ্ত সেনাপতির উপাধিবিশেষ। বিঃ **মনসবদারি**—মনসবদারের কার্য বা পদ।

**মনসা**—বিঃ বাসুকির ভগিনী, জরৎকারুর পত্নী, সর্পের দেবী, সিজ গাছ।

**মনসিজ**—বিঃ মদন, কামদেব।

**মনস্তত্ত্ব**—বিঃ বুদ্ধি, অভিপ্রায়।

**মনস্কাম, মনস্কামনা**—বিঃ অভিলাষ, বাসনা, অন্তরের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য।

**মনস্তাপ**—বিঃ অনুতাপ, অনুশোচনা, মনঃকষ্ট, মানসিক পীড়া।

**মনস্তুষ্টি**—বিঃ মনের প্রীতি বা সন্তোষ।

**মনস্থ**—**মনঃস্থ**-র অধিকতর চলিত রূপ।

**মনস্বী**—বিণঃ মহান্‌ মনাঃ, প্রশস্তচিত্ত, স্থিরচিত্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **মনস্বিনী**। বিঃ **মনস্বিতা**।

**মনাহ্‌**—বিঃ (কাব্যে) মনের মধ্যে।

**মনান্তর**—বিঃ মনোমালিন্য, কলহ, ঝগড়া।

**মনিঅর্ডার**—বিঃ ডাকযোগে টাকা প্রেরণ বা প্রেরিত অর্থ।

**মনিত**—বিঃ জ্ঞাত ; চিন্তিত।

**মনিব**—বিঃ প্রভু, কর্তা।

**মনিব্যাগ**—বিঃ টাকা রাখিবার ছোট থলিবিশেষ।

**মনিষ্যি**—বিঃ (গ্রাম্য) মানুষ।

**মনিহারী**—বিণঃ সৌখীন জিনিস বিক্রেতা বা তৎসম্বন্ধীয়।

**মনীষা**—বিঃ প্রতিভা, প্রজ্ঞা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। **মনীষী**—(১) বিণঃ তীক্ষ্ণধী, বুদ্ধিমান্। (২) বিঃ বিদ্বান্ বা পণ্ডিত ব্যক্তি। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মনীষিণী। বিঃ মনীষিতা—মনীষিসুলভ ভাব।

**মনু**—বিঃ ব্রহ্মার চতুর্দশ পুত্র, বৈবস্বত মনু, আদিমানব; শাস্ত্র-প্রণেতা মুনিবিশেষ ও মনুষ্যজাতির বিধান কর্তা। বিঃ -জ—মানুষ, মনুর সন্তান। বিঃ -জেন্দ্র—নৃপতি, রাজা। বিঃ -সংহিতা—স্বনামখ্যাত স্মার্ত মুনি; মনুপ্রণীত মানব ধর্মশাস্ত্র।

**মনুষ্য**—বিঃ নর, মানব মানুষ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ মনুষী। বিঃ -ত্ব—মানবতা, মানবোচিত সদ্গুণ। বিণঃ -কৃত—মানুষের দ্বারা সম্পাদিত বা বিরচিত। বিঃ -চরিত্র—মানবজাতির স্বভাব বা চরিত্র। বিঃ -জন্ম—মানবরূপে জন্মগ্রহণ। বিণঃ -ত্ববর্জিত—মনুষ্যত্ববিহীন, অমানুষ, মানবোচিত গুণ বর্জিত; পশুবৎ। -ধর্মা—(১) বিণঃ মানব ধর্মবিশিষ্ট। (২) বিঃ কুবের। বিঃ -যজ্ঞ—অতিথি সেবা। বিঃ -লোক—জনপদ, পৃথিবী, মর্ত্যলোক। বিঃ মনুষ্যাবাস—জনপদ, লোকালয়। বিণঃ মনুষ্যোচিত—মনুষ্যোপযুক্ত, মানব ধর্মানুমত।

**মনোগত**—বিণঃ আন্তরিক মনস্থিত, মানসিক।

**মনোজ**—(১) বিণঃ মনে জাত। (২) বিঃ কন্দর্প মদন।

**মনোজগৎ**—বিঃ অন্তর্জগৎ; চিন্তা-রাজ্য, সমস্ত মানসিক ব্যাপার; ভাব জগৎ; আধ্যাত্মজগৎ।

**মনোজ্ঞ**—বিণঃ মনোহর, সুন্দর, রমণীয়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মনোজ্ঞা।

**মনোদুঃখ**—বিঃ মানসিক যন্ত্রণা, শোক, অনুশোচনা।

**মনোনয়ন**—বিঃ নির্বাচন, পছন্দকরণ।

**মনোনিবেশ**—বিঃ মনঃসংযোগ।

**মনোনীত**—বিণঃ পছন্দানুযায়ী, বাঞ্ছিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মনোনীতা।

**মনোবাঞ্ছা**—বিঃ মনের সাধ, মনস্কাম, অভীষ্ট।

**মনোবিকার**—বিঃ মনের ব্যাধি, চিত্ত-চাঞ্চল্য; মনের অস্বাভাবিক অবস্থা।

**মনোবিচ্ছেদ**—বিঃ মনান্তর, মনোমালিন্য; ঝগড়া।

**মনোবিজ্ঞান, মনোবিদ্যা**—বিঃ মনের প্রকৃতি, শক্তি, বৃত্তি ইত্যাদি বিষয়ক বিজ্ঞান, মানস-বিজ্ঞান।

**মনোবিবাদ**—বিঃ ঝগড়া, মনান্তর।

**মনোবৃত্তি**—বিঃ মনের ক্রিয়া, স্মরণ, চিন্তন বিচার সংকল্প ইত্যাদি; চিত্তবৃত্তি; মনের ভাব।

**মনোবেদনা, মনোব্যথা**—বিঃ মানসিক দুঃখ, অন্তর্যাতনা; হৃদয়-ব্যথা।

**মনোভঙ্গ**—বিঃ বিষাদ, উদ্যমহানি, নৈরাশ্য।

**মনোভব, মনোভূ**—বিঃ কামদেব, মদন।

**মনোভাব**—বিঃ মনের অবস্থা, মনের গতি; উদ্দেশ্য; মনের প্রকৃতি।

**মনোভার**—বিঃ অভিমান, রাগ; মানসিক ক্লেশ।

**মনোমত**—বিণঃ মনের মতন, পছন্দসই।

**মনোমদ**—বিঃ অহঙ্কার, দম্ভ; মিথ্যা গর্ব।

**মনোময়**—বিণঃ মানস; মনঃস্বরূপ। বিঃ -কোষ—আত্মার তৃতীয় আবরণ; পঞ্চ কোষের তৃতীয় কোষ।

**মনোমালিন্য**—বিঃ কলহ, মনান্তর।
**মনোমোহন**—বিণঃ মনোহারী, চিত্তা-কর্ষক, অতিসুন্দর, মনোরম। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **মনোমোহিনী**।
**মনোযোগ**—বিঃ মনোনিবেশ, প্রণিধান, অভিনিবেশ ; একাগ্রতা।
**মনোযোগী**— বিণঃ অভিনিবিষ্ট ; মনোযোগ করিয়াছে এমন। বিঃ **মনোযোগিতা**।
**মনোরঞ্জন**—(১) বিঃ চিত্তের সন্তোষ বিধান ; মনের প্রফুল্লতাকরণ ; মনস্তুষ্টি। (২) বিণঃ মনের আনন্দ দায়ক ; চিত্তের সন্তোষ বিধায়ক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **মনোরঞ্জিনী**—মনো-রঞ্জনকারিণী, চিত্তের আনন্দ প্রদান-কারিণী।
**মনোরথ**—বিঃ ইচ্ছা ; মনস্কামনা ; বাসনা, সঙ্কল্প, অভিলাষ। **-গতি**—(১) বিঃ যথেচ্ছ গমনশক্তি। (২) বিণঃ মনের ন্যায় অতি দ্রুতগামী।
**মনোরম**—বিণঃ রমণীয়, মনোরঞ্জক ; মনোহর, তৃপ্তিপ্রদ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **মনোরমা**।
**মনোরাজ্য**—বিঃ মনোজগৎ ; অন্তর্জগৎ; হৃদয়রূপ রাজ্য ; ভাবজগৎ।
**মনোলোভা**—বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মনোমুগ্ধ-কারিণী ; মনোহারিণী ; রমণীয়া ; চিত্তহারিণী।
**মনোহর**—বিণঃ অতি সুন্দর, রমণীয় ; চিত্তাকর্ষক। **মনোহরা**—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **মনোহর**-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বিঃ সন্দেশবিশেষ। বিঃ **-ণ**—চিত্তমুগ্ধকরণ। বিঃ **-শাহী -সাহী**—কীর্তন গানের সুরবিশেষ।
**মনোহারী**[১]—বিণঃ চিত্তহারী ; মনো-হরণকারী ; অতি সুন্দর ; রমণীয়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **মনোহারিণী**। বিঃ **মনোহারিত্ব**।
**মনোহারী**[২]—**মনিহারী**-র রূপভেদ।
**মন্তব্য**—(১) বিঃ অভিমত, মতামত, টীকা, টিপ্পনী। (২) বিণঃ বিবেচনাযোগ্য, বিচার্য, চিন্তনীয়, বিবেচনীয়।
**-মন্ত**—বিঃ বিশিষ্টার্থক বা অস্ত্যর্থক প্রত্যয় (যেমন শ্রীমন্ত)।
**মন্তর**—**মন্ত্র**-শব্দের কথ্যরূপ।
**মন্তা**—বিণঃ বিঃ চিন্তক ; মননকর্তা ; পরামর্শদাতা।
**মন্ত্র**—বিঃ 'মন্তর', দেবপূজায় বা ক্রিয়া-কর্মে বা বশীকরণাদিতে প্রযোজ্য বাক্য বা শব্দ ; বেদাংশবিশেষ (শিব-পূজার, বিবাহের, সাপের মন্ত্র) ; যাহা মনন করিলে ত্রাণ পাওয়া যায় (মন্ত্র জপ) ; বশীকরণাদিতে ব্যবহৃত শব্দ (মারণমন্ত্র) ; দেবাংশবিশেষ ; নীতি (অহিংস মন্ত্র) ; মন্ত্রণা, পরামর্শ, উপদেশ (মন্ত্রগুপ্তি) ; রহস্য। বিণঃ **-কুশল**—পরামর্শ বা মন্ত্রণাদানে পটু। বিঃ **-গুপ্তি**—পরামর্শ-গোপন। বিঃ **-গুরু**—গুপ্তচর। বিঃ **-গৃহ**—মন্ত্রণা-ভবন ; পরামর্শস্থান। বিঃ **-জিহ্ব**—অগ্নি। বিঃ **-তন্ত্র**—(প্রধানতঃ মন্দার্থে বা অবজ্ঞায়) বিবিধ মন্ত্র। বিঃ বিণঃ **-দাতা**—পরামর্শ বা দীক্ষাদানকারী। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-দাত্রী**। বিণঃ **-পূত**—মন্ত্রদ্বারা পবিত্রীকৃত (মন্ত্রপূত পুষ্প)। বিণঃ **-বল, -শক্তি**—মন্ত্রের ক্ষমতা বা জোর। **-বিৎ**—(১) বিণঃ মন্ত্রজ্ঞ ; মন্ত্রণাজ্ঞ। (২) বিঃ মন্ত্রী। বিণঃ **-মুগ্ধ**—মন্ত্রদ্বারা মুগ্ধ বা

বশীভূত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -অনুগা। বিঃ -শিষ্য—একান্ত অনুগামী ব্যক্তি (কোন ব্যক্তি কর্তৃক দীক্ষিত শিষ্য)। বিঃ -সাধন—মন্ত্রে সিদ্ধিলাভের উপায়। বিণঃ -সাধক—যে মন্ত্র সাধনা করে; মন্ত্রে সিদ্ধিকামী। বিণঃ -সিদ্ধ—মন্ত্রের সাধনায় সফলকাম; মন্ত্রোপাসনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত।

**মন্ত্রণ, মন্ত্রণা**—বিঃ (প্রধানতঃ গুপ্ত) কর্তব্য সম্বন্ধে অন্যের সহিত আলোচনা, পরামর্শ, যুক্তি; কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ (মন্ত্রণা দেওয়া)। বিঃ -গৃহ—পরামর্শ ভবন। বিণঃ -দাতা— পরামর্শদানকারী। বিণঃ মন্ত্রণীয়—মন্ত্রণা করার যোগ্য। বিণঃ মন্ত্রিত— মন্ত্র-সংস্কৃত; মন্ত্রশক্তি নিহিত, মন্ত্রণা দ্বারা নির্ধারিত।

**মন্ত্রী**—(১) বিঃ অমাত্য, সচিব, উজির; রাজার পরামর্শদাতা; রাষ্ট্র-শাসনের বিভাগবিশেষ; ভারপ্রাপ্ত অমাত্য (অর্থমন্ত্রী)। (২) বিণঃ পরামর্শদাতা। বিঃ মন্ত্রিত্ব—মন্ত্রীর কাজ বা পদ।

**মন্থ**—বিঃ মন্থন; ছাতু মিশানো পানীয়বিশেষ; মন্থন দণ্ড, মথিত বস্তু। বিণঃ মন্থী—মন্থনকারী। বিণঃ -জ—মন্থনোদ্ভূত।

**মন্থন**—বিঃ আলোড়ন, মওন, দলন; মথিতকরণ; বিনষ্টকরণ; মওয়া; মন্থনদণ্ড, মউনি।

**মন্থনী**—বিঃ দধিমন্থন পাত্র: ঘোল মউনির হাঁড়ি।

**মন্থর**—বিণঃ অলস, দীর্ঘসূত্রী; মন্দগামী; ধীর: মন্থরা—(১) বিণঃ মন্থর-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বিঃ (স্ত্রী)ঃ কৈকেয়ীর কুব্জা দাসী।

**মন্থী**—বিণঃ মন্থনকারী।

**মন্দ**—বিণঃ মৃদু, অলস, ধীর; মন্থর (মন্দ গতি); ধীরগামী (মন্দ মন্দ বহে বায়ু); খারাপ, অপকৃষ্ট (মন্দ জিনিস); দুষ্ট, অসৎ, কু (মন্দ লোকের আড্ডা); অননুকূল, অশুভ, প্রতিকূল (মন্দ কপাল); অসুস্থ (শরীর মন্দ); কর্কশ, কটু ('নিন্দে তোমা, হে নরেন্দ্র, মন্দ কথা ক'য়ে'—মধুঃ); অতীক্ষ্ন (মন্দ বুদ্ধি)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মন্দা। বিঃ -তা, -ত্ব, মান্দ্য। -গতি—(১) বিঃ ধীর গতি। (২) বিণঃ ধীর গতিসম্পন্ন। বিণঃ -গামী—ধীরে চলে এমন; ধীরগামী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -গামিনী। বিণঃ -বুদ্ধি—দুষ্ট, কুবুদ্ধি, অসৎ; অতীক্ষ্ন বা ক্ষীণ বোধশক্তিসম্পন্ন। -ভাগ, -ভাগ্য—(১) বিঃ দুরদৃষ্ট। (২) বিণঃ হতভাগা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -ভাগিনী।

**মন্দন**—বিঃ (বিজ্ঞান) বেগের ক্রমহ্রাস। বিণঃ মন্দিত।

**মন্দর**—বিঃ পুরাণোক্ত পর্বত যাহা সমুদ্র মন্থনকালে মন্থন দণ্ডরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

**মন্দা**—(১) বিণঃ ক্ষীণ; পণ্যদ্রব্যের চাহিদার বা মূল্যের হ্রাস (বাজার মন্দা); হ্রাসপ্রাপ্ত, লঘু (হঠাৎ বাতাস মন্দা হইয়া আসিল)। (২) বিঃ অবনতি, হ্রাস; ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য হ্রাস; (কাব্যে) দুষ্ট ব্যক্তি, মন্দ লোক।

**মন্দাকিনী**—বিঃ স্বর্গগঙ্গা; নর্মদা নদী; দ্বাদশ অক্ষর ছন্দঃ।

**মন্দাক্রান্তা**—বিঃ সপ্তদশাক্ষর সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।

মন্দাগ্নি—বিঃ অগ্নিমান্দ্য ; ক্ষুধার অল্পতা ; অজীর্ণতা।
মন্দার—বিঃ স্বর্গীয় তরুবিশেষ ; আকন্দ গাছ ; পালিতা মাদার গাছ ; তীর্থবিশেষ।
মন্দির—বিঃ ভবন, দেবালয় ; গৃহ, উপাসনা গৃহ।
মন্দিরা—বিঃ খঞ্জনি, কাংস্যনির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
মন্দীভূত—বিণঃ মৃদুভূত ; অল্পে পরিণত ; মৃদু বা ক্ষীণ হইয়াছে এমন ; জড়ীভূত।
মন্দুরা—বিঃ ঘোড়াশাল, আস্তাবল ; মাদুর।
মন্দোদরী—বিঃ ময়দানবের কন্যা ও রাবণের প্রধানা মহিষী।
মন্দ্র—বিঃ গম্ভীর ধ্বনি। বিণঃ মন্দ্রিত—গম্ভীর শব্দে ধ্বনিত।
মন্বন্তর—বিঃ পুরাণমতে এক এক মনুর অধিকার কাল ; দুর্ভিক্ষ, দেশব্যাপী অকাল।
মন্মথ—বিঃ মদন, কন্দর্প ; কামদেব। বিঃ -প্রিয়া—রতি।
মন্যু—বিঃ দৈন্য, ক্রোধ, রোষ ; শোক, অহঙ্কার, যজ্ঞ।
মফস্বল, মফঃস্বল—বিঃ পৃথক ; রাজধানী ও নগরের বহির্ভূত স্থান ; গ্রামাঞ্চল।
মবলগ—বিণঃ একত্র, মোট, থোক, নগদ (মবলগ বিশ টাকা)।
মম—বিণঃ (কাব্যে) আমার।
মমতা, মমত্ব—বিঃ আসক্তি, আপন বলিয়া জ্ঞান ; মায়া, স্নেহ।
ময়—বিঃ দানববিশেষ।
-ময়—(প্রত্যয়) সমন্বিত, পূর্ণ, বিশিষ্ট (মৃন্ময়, দয়াময়, জলময়) ; নির্মিত (স্বর্ণময়) ; ব্যাপী (দেশময়)। স্ত্রীঃ -ময়ী।
ময়দা—বিঃ (পরিষ্কৃত) গমের মিহি গুঁড়া।
ময়দান—বিঃ মাঠ।
ময়না¹—বিঃ শালিক-জাতীয় পাখি, মদনপাখি, গায়কপাখিবিশেষ।
ময়না²—বিঃ বাঙ্গালী রাজা মানিকচন্দ্রের জাদুকরী স্ত্রী (ইঁনি তন্ত্র মন্ত্র জানিতেন বলিয়া) ডাকিনী, খলস্বভাবা রমণী।
ময়না³—বিণঃ (প্রধানতঃ অপমৃত্যু-সম্পর্কে) পরিদর্শন ও অনুসন্ধান ; চাক্ষুষ, প্রত্যক্ষ (মৃতদেহটা ময়না তদন্তে পাঠানো হইয়াছে)।
ময়রা—বিঃ মিষ্টান্ন বিক্রেতা ও প্রস্তুত-কারক ; জাতিবিশেষ ; মোদক। বিঃ (স্ত্রী)ঃ ময়রানী।
ময়লা—(১) বিঃ বিষ্ঠা, মল, আবর্জনা (ময়লার গাড়ী) ; মালিন্য, মলিনতা। (২) বিণঃ মলিন, অপরিচ্ছন্ন (ময়লা পোষাক) ; অগৌরব, কাল, অনুজ্জ্বল (গায়ের রং ময়লা) ; কুটিল। বিণঃ -টে—ঈষৎ ময়লা, মলিনপ্রায়।
ময়ান—বিঃ ময়দা থাসিবার কালে যে ঘি মিশালো হয় তাহা।
ময়াল¹—বিঃ বৃহদাকার সর্পবিশেষ।
ময়াল²—বিঃ রাজ্য ; ঐশ্বর্য ; সম্পদ।
ময়ূখ—বিঃ দীপ্তি, কিরণ, রশ্মি ; জ্যোতিঃ, সৌন্দর্য ; শোভা, জ্বালা। বিঃ -মালা—জ্যোতিঃসমূহ। বিঃ -মালী—সূর্য।
ময়ূর—বিঃ কর্মকন্ঠের বিচিত্রবর্ণের বৃহৎ পক্ষিবিশেষ ; কলাপী, শিখী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ ময়ূরী। বিণঃ

-কণ্ঠী—ময়ূরের গলার তুল্য বর্ণ-বিশিষ্ট। বিঃ ময়ূরপঙ্খি—ময়ূরাকৃতি নৌকা।

মর—বিণঃ বিনাশশীল; নশ্বর। বিঃ -জগৎ—পৃথিবী, বিশ্ব, মরণশীল।

মরক—মড়ক-এর বানানভেদ।

মরকত—বিঃ হরিদ্‌বর্ণ মণিবিশেষ; পান্না।

মরচে—মরিচা-র কথ্যরূপ।

মরজি, মর্জি—বিঃ খুশি, ইচ্ছা।

মরণ—বিঃ দেহনাশ, মৃত্যু; জীবনের অবসান। বিণঃ -শীল—মরণাধীন, নশ্বর। বিণঃ মরণাপন্ন, মরণোন্মুখ—মুমূর্ষু; মৃত্যুদশাপ্রাপ্ত। বিঃ মরণাশৌচ—মৃত্যুজনিত জ্ঞাতিগণের অশাশুদ্ধি; জ্ঞাতির মৃত্যুহেতু অশৌচ।

মরত—বিঃ মর্ত্য; পৃথিবী। বিঃ -ভুবন—মরজগৎ, পৃথিবী ('মরত ভুবনে যাও মনুষ্য শরীর পাও'—অঃ মঃ)।

মরম—মর্ম-এর রূপভেদ।

মরম—মর্ম-এর কোমলরূপ।

মরমর—বিণঃ মরণাপন্ন; মুমূর্ষু; মৃতপ্রায়।

মরমর—মর্মর-এর বানানভেদ ('মরমর পাতায় পাতায়'—রবীন্দ্র)।

মরমিয়া—বিণঃ সাধারণ বুদ্ধির অতীত গূঢ় ঐশ্বরিক তত্ত্ব-বিষয়ক।

মরমী—বিণঃ যে মরমিয়া তত্ত্ব আলোচনা করে (মরমী কবি); দরদী, সহানুভূতিশীল (মরমী বন্ধু)।

মরসুম, মরশুম—বিঃ ঋতু (পূজার মরসুম); সুযোগ, সুবিধা (কাজের মরসুমে); প্রশস্ত কাল (পূজার মরসুমে)। বিণঃ মরসুমী—ঋতুবিশেষে উৎপন্ন 'মরসুমী ফুলের বাহার)।

মরহুম—বিণঃ লোকান্তরিত, স্বর্গীয়, মৃত।

মরা—(১) ক্রিঃ প্রাণত্যাগ করা; সর্বনাশগ্রস্ত বা সর্বহারা হওয়া; অতিশয় কষ্ট পাওয়া; শুষ্ক হওয়া, মজা, হ্রাস পাওয়া; নির্জীব হওয়া; লুপ্ত হওয়া। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ মৃত; মজা, শুষ্ক, নির্জীব; লুপ্ত; খাদযুক্ত (মরা সোনা)। বিঃ -আস—খুস্কি। বিঃ -হাজা—জীর্ণ-শীর্ণ; মৃত ও ক্ষয়প্রাপ্ত।

মরাই—বিঃ ধান রাখিবার গোলাকার ঘর; ধান্যের গোলা।

মরাঞ্চে—বিণঃ মৃতবৎসা।

মরাঠা—(১) বিঃ মারাঠা, মহারাষ্ট্র দেশ, মহারাষ্ট্রের অধিবাসী। (২) বিণঃ মহারাষ্ট্রীয়। মরাঠী—(১) বিঃ মহারাষ্ট্রের ভাষা বা অধিবাসী। (২) বিণঃ মহারাষ্ট্রীয়।

মরাল—বিঃ রাজহংস; কারণ্ডব। বিঃ (স্ত্রী): মরালী। বিণঃ (স্ত্রী): -গামিনী—রাজহংসীর ন্যায় গতি-শীলা নারী।

মরিচ—বিঃ গোলমরিচ, লঙ্কামরিচ। বিঃ জিরা-মরিচ—জিরা ও গোল-মরিচ।

মরি-মরি—অব্যঃ সবিস্ময়-আনন্দ-সমবেদনা-দুঃখ ইত্যাদি সূচক।

মরিচা, মরচে—বিঃ ধাতুমল, লৌহমল, জং।

মরিয়া—বিণঃ মরিতে প্রস্তুত, হতাশ হইয়া বিপদে অগ্রসর, বেপরোয়া।

মরিয়াদ—মর্যাদা-র কোমলরূপ।

মরীচি—বিঃ ব্রহ্মার মানস পুত্র, কশ্যপের পিতা; রশ্মি, কিরণ। বিঃ -মালী—সূর্য।

**মরীচিকা**—বিঃ সূর্যকিরণে জলভ্রম (মরুভূমিতে) ; মৃগতৃষ্ণিকা।

**মরু**—বিঃ বারি-উদ্ভিদ্-প্রাণীহীন-বালুকাময় বিস্তীর্ণভূমি। বিঃ **-ঝড়**—মরুভূমিতে উত্থিত বালুকার ঝড়। বিঃ **-ভূ**, **-ভূমি**, **-স্থল**, **-স্থলী**—মরুময় স্থান। বিণঃ **-সম্ভব**—মরু-ভূমিতে উৎপন্ন।

**মরুৎ**, **মরুত**—বিঃ বায়ু ; দেবতা।

**মরুদ্যান**—বিঃ মরুপ্রদেশস্থ বারি-বৃক্ষাদিপূর্ণ ভূখণ্ডবিশেষ।

**মর্কট**—বিঃ ক্ষুদ্রাকৃতি বানর ; মাকড়। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **মর্কটী**। বিঃ **-বৈরাগ্য**—লোক-দেখানো বৈরাগ্য।

**মর্গ**—বিঃ মৃতদেহ রাখিবার স্থান ; শবাগার।

**মর্জি**—মরজি-র বানানভেদ।

**মর্টগেজ**—বিঃ ঋণাদির জামিন স্বরূপে সম্পত্তি বন্ধক রাখন। বিণঃ **মর্টগেজী**—মর্টগেজ রূপে দায়বদ্ধ।

**মর্তবান**—বিঃ কদলীবিশেষ (বর্মাদেশের মার্তাবান-দ্বীপ-জাত কলা)।

**মর্ত**, **মর্ত্য**—(১) বিঃ মধ্যলোক, মরলোক, মনুষ্য ; পৃথিবী, ভূলোক ('মর্তভূমি স্বর্গ নহে,/সে যে মাতৃ-ভূমি'—রবীন্দ্র)। (২) বিণঃ নশ্বর, মরণশীল। বিঃ **-ধাম**, **-ভূমি**, **-লোক**—পৃথিবী। বিঃ **-লীলা**—মানব-লীলা ; জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপার।

**মর্তুকাম**—বিণঃ মৃত্যু অভিলাষী ; মৃত্যুকামী।

**মর্দ**[১]—বিঃ মর্দন, মলন ; মালিশ।

**মর্দ**[২]—(১) বিঃ মরদ ; জোয়ান লোক ; যুবক ; পুরুষ। (২) বিণঃ বীর, শূর ; সাহসী। বিণঃ **মর্দা**—পুংজাতীয়। **মর্দানা**—(১) বিঃ পুরুষ। (২) বিণঃ পুরুষোচিত ; পুরুষজাতীয়, পুরুষের। বিঃ **মর্দানি**—(ব্যঙ্গে) পুরুষোচিত ভাব। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **মর্দানী**—পুং স্বভাবা নারী।

**মর্দন**—(১) বিঃ পীড়ন, দলন, পেষণ, চূর্ণন, পিষ্টকরণ। (২) বিণঃ দমন-কারী, দলনকারী, মথনকারী। বিণঃ **মর্দিত**—পিষ্ট বা দলিত হইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **মর্দিতা**।

**মর্দী**—বিণঃ বিঃ মর্দনকারী। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ **মর্দিনী**—মর্দনকারিণী।

**মর্ম**—জীবনস্থান, দেহের সন্ধিস্থান (মর্মস্থল, মর্মস্থান) ; হৃদয় (মর্ম-কথা, মর্মঘাতী) ; গূঢ় অর্থ, রহস্য (মর্মগ্রহণ, মর্মোদ্ধার)। বিঃ **-কথা**—অন্তরের কথা ; গূঢ় রহস্য। বিঃ **-গ্রহণ**, **মর্মাবধারণ**—তাৎপর্য উপলব্ধিকরণ। বিণঃ **-গ্রাহী**—মর্ম-গ্রহণকারী। বিণঃ **-ঘাতী**, **-ন্তুদ** (অশুদ্ধ), **-ভেদী**, **মর্মান্তিক**—মারাত্মক ; হৃদয়-বিদারক ; সাংঘাতিক (মর্মঘাতী যন্ত্রণা বা আঘাত) ; অতি করুণ, শোচনীয় (কি মর্মন্তুদ দৃশ্য!)। বিণঃ **-জ্ঞ**—রহস্যজ্ঞ, অভিপ্রায়জ্ঞ ; তাৎপর্য জানে এমন ; মর্মগ্রাহী। বিঃ **-পীড়া**, **-বেদনা**, **-ব্যথা**—আন্তরিক ক্লেশ ; মানসিক পীড়া ; মানসিক যন্ত্রণা। বিঃ **-স্থল**, **-স্থান**—দেহনিহিত প্রাণকোষ ; হৃদয় ; অন্তরের নিগূঢ়তম কোমল প্রদেশ। বিণঃ **-স্পর্শী**, **-স্পৃক্**—হৃদয় স্পর্শ করে এমন ; মন গলায় এমন। বিঃ **মর্মাঘাত**—মর্মস্থলে আঘাত ; হৃদয়ে আঘাত। বিণঃ **মর্মাগত**—অবগতমর্ম ; মর্মজ্ঞ। বিঃ **মর্মার্থ**—গূঢ় অর্থ ; প্রকৃত তত্ত্ব ; তাৎপর্য ; গূঢ় অভি-

প্রায়। বিণ: **মর্মাহত**—মর্মপীড়িত; অন্তরে আঘাতপ্রাপ্ত। বিণ: **মর্মী**—দরদী, মর্মগ্রাহী, মরমী; রহস্যজ্ঞ। বি: **মর্মোদ্ঘাটন, মর্মোদ্ভেদ**—রহস্যভেদ; স্বরূপার্থ প্রকাশ, মর্মার্থ প্রকাশ।

**মর্মর**[১]—বি: শুষ্ক পত্রাদির শব্দ (অরণ্যের মর্মর)।

**মর্মর**[২]—বি: মারবেল পাথর (মর্মর বেদি)।

**মর্যাদা**—বি: সম্মান, খাতির, সম্ভ্রম, গৌরব (বংশমর্যাদা); সীমা (মর্যাদা লঙ্ঘন); নিয়ম, সদাচার, শালীনতা, দক্ষিণা, পণ, মূল্য (কুলীনভোজের মর্যাদা); সেলামী, নজরানা (নবাবের মর্যাদা)।

**মর্শুম**—**মরশুম**-এর বানানভেদ।

**মর্ষ, মর্ষণ**—বি: সহন, ক্ষমা; নাশন; সহ্যকরণ। বিণ: **মর্ষিত**—নাশিত; ক্ষান্ত, ক্ষমাশীল।

**মল**[১]—বি: নূপুরজাতীয় বলয়াকার পায়ের গহনাবিশেষ।

**মল**[২]—বি: দেহের ময়লা; বিষ্ঠা, ক্লেদ, মালিন্য, মরিচা, পাপ; কলঙ্ক। বি: **-ত্যাগ**—বিষ্ঠাত্যাগ। বিণ: **-দূষিত**—মলদ্বারা অপবিত্র; মলিন, আবর্জনা মিশ্রিত। বি: **-দ্বার**—গুহ্যদেশ, পায়ু। বি: **-নালী**—মলদ্বারের উপরিস্থ নালী। বি: **-ভাণ্ড**—উদরস্থ অন্ত্রের যে অংশে মল থাকে, বৃহদন্ত্র।

**মলন**—বি: মর্দন; বিলেপন; মর্দিতকরণ।

**মলম**—বি: তৈলাদিঘটিত ঘন প্রলেপ; লেপিয়া প্রয়োগ করিবার ঔষধবিশেষ।

**মলমল**—বি: মিহি সুতী কাপড়বিশেষ।

**মলমাস**—বিণ: (জ্যোতিষ) রবিসংক্রান্তি বর্জিত ও দুইটি অমাবস্যাযুক্ত মাস, অধিমাস (হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম নিষিদ্ধ)।

**মলম্বা**—বিণ: তামাব পাতের উপর সোনার গিল্টী করা; সোনার পাত মোড়া তামা।

**মলয়**—বি: দক্ষিণ ভারতের পর্বতমালাবিশেষ; মলয়পর্বত দক্ষিণ বায়ুর উৎপত্তিস্থল; মালাবার দেশ; স্নিগ্ধ দক্ষিণ বায়ু; স্বর্গীয় উদ্যান; নন্দন কানন; মলয় পর্বত হইতে প্রবাহিত বায়ু। **-জ**—(১) বিণ: মলয় পর্বতজাত। (২) বি: চন্দন। বি: **-পবন, -বায়ু, -মারুত, মলয়ানিল**—দখিনা বাতাস; মলয় পর্বত হইতে আগত বায়ু। বি: **মলয়াচল**—মলয় পর্বত।

**মলা**[১]—(১) ক্রি: ডলা, মর্দন করা। (২) বি: বিণ: উক্ত অর্থে। বি: **-ই**—ডলন, মর্দনের কাজ (ডলাই-মলাই)। **-ন, -নো**—(১) ক্রি: পিষ্ট বা মর্দন করানো। (২) বি: বিণ: উক্ত অর্থে।

**মলা**[২]—বি: ময়লা, মল, মলিনতা।

**মলাট**—বি: পুস্তকের উপরের আবরণ।

**মলাশয়**—বি: দেহস্থ অন্ত্রবিশেষ।

**মলিদা**—বি: পশমী শীত বস্ত্রবিশেষ।

**মলিন**—বিণ: অপরিচ্ছন্ন; ময়লাযুক্ত (মলিন আসন); অগৌর (মলিন অঙ্গ); অনুজ্জ্বল (মলিন শ্যামবর্ণ); কলঙ্কিত (ধূলিমলিন বেশ, মলিন চরিত্র); ম্লান, বিষণ্ণ (মলিন বদন)। বিণ: (স্ত্রী): **মলিনা**। বি: **-তা, -ত্ব, মলিনিমা, মালিন্য**—মলিনতা।

**মল্ল**—বিঃ বাহুযোদ্ধা, কুস্তিগির, (মল্লভূমি ; মল্লযুদ্ধ)।
**মল্লার**—বিঃ সংগীতের রাগবিশেষ। বিঃ (স্ত্রী): **মল্লারী**—রাগিণীবিশেষ।
**মল্লিকা, মল্লি, মল্লী**—বিঃ শ্বেত পুষ্পবিশেষ ; বেলফুল।
**মশক¹**—বিঃ ভিস্তি ; জল বহিবার চামড়ার থলি।
**মশক²**—বিঃ মশা, রক্তশোষক পতঙ্গ-বিশেষ।
**মশগুল**—বিণঃ সানন্দে নিবিষ্ট ; বিহ্বল ; তন্ময়, বিভোর।
**মশমশ**—অব্যঃ শুষ্ক চর্মের শব্দ।
**মশলা, মশল্লা**—মসলা দ্রষ্টব্য।
**মশা**—মশক² দ্রষ্টব্য।
**মশান**—বিঃ শ্মশান, প্রেতভূমি ; বধ্য-ভূমি।
**মশাই, মশায়**—মহাশয়-এর কথ্যরূপ।
**মশারি, মশারী**—বিঃ মশক নিবারক সূক্ষ্মবস্ত্রের শয্যাবরণ।
**মশাল**—বিঃ তেল মাখানো নেকড়া ইত্যাদির মোটা বাতি ; দীর্ঘ স্থূল বর্তিকা। বিঃ **-চী**—মশালধারী ব্যক্তি ; মশাল বাহক।
**মসজিদ, মসজেদ**—বিঃ মুসলমানদের উপাসনালয়।
**মসনদ**—বিঃ রাজসিংহাসন ; সিংহাসন। বিণঃ **মসনদী**—সরকারী ; রাজকীয় ; মসনদ-সংক্রান্ত।
**মসলন্দ**—বিঃ সূক্ষ্ম মাদুরবিশেষ।
**মসলা, মসল্লা**—বিঃ খাদ্য সুগন্ধ ও সুস্বাদু করিবার উপকরণ (পানের মসলা) ; উপকরণ (বারুদের মসলা)।
**মসি, মসী**—বিঃ লিখিবার কালি ; মসী ; কলঙ্ক, মলা। বিণঃ বিঃ **-জীবী**—কেরাণী, লেখক। বিণঃ **-নিন্দিত**, **-লাঞ্ছিত**—মসীকে নিন্দা করে এমন কাল। বিণঃ **-ময়**—অন্ধকারপূর্ণ ; ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।
**মসীনা**—বিঃ তিসি, তৈল বীজবিশেষ।
**মসুর, মসূর, মসুরি**—বিঃ এক প্রকার ডাল।
**মসুরী, মসুরিকা**—বিঃ বসন্ত রোগ।
**মসৃণ**—বিণঃ চিক্কণ, তেলা ; স্নিগ্ধ ; কোথাও অসমতল নহে এইরূপ উপরিভাগ বিশিষ্ট। বিণঃ (স্ত্রী): মসৃণা। বিঃ **-তা**।
**মস্করা**—বিঃ রঙ্গকৌতুক, ঠাট্টা-তামাসা, পরিহাস ; ভাঁড় ; ভাঁড়ামি ; বিদ্রূপ।
**মস্কারা**—বিঃ পতাকাদণ্ড।
**মস্ত**—(১) বিঃ মস্তক (ছিন্নমস্তা)। (২) বিণঃ উন্নত ; উচ্চ (মস্ত গাছ) ; প্রকাণ্ড (মস্ত বাড়ি) ; বিস্তৃত (মস্ত দীঘি) ; মহৎ (মস্ত-লোক) ; মূল্যবান্ (মস্ত সত্য)। (৩) বিণঃ বিঃ অতিশয় (মস্ত ধনী, মস্ত বড়)।
**মস্তক**—বিঃ শিরঃ ; মুণ্ড, উত্তমাঙ্গ ; মাথা ; চূড়া।
**মস্তিষ্ক**—বিঃ মগজ ; ঘিলু ; বুদ্ধি, বুদ্ধিশক্তি ; শিরঃস্থিত মজ্জা ; মস্তক মধ্যস্থ ঘৃতের ন্যায় পদার্থ। বিণঃ **-হীন**—নির্বোধ, বুদ্ধিশক্তি-শূন্য ; নির্মস্তক।
**মস্যাধার**—বিঃ দোয়াত।
**মহকুমা**—বিঃ মুনসেফী আদালত ; জেলার অংশ, কয়েকটি থানার সমষ্টি। বিঃ **মহকুমা হাকিম**—এস্. ডি. ও, সদরআলা।
**মহড়া**—বিঃ অগ্রভাগ, সম্মুখ, যুদ্ধাদিতে সম্মুখে অবস্থান ; মহলা ; অভিনয়াদির জন্য অভ্যাস বা প্রস্তুতি।

**মহৎ**—(১) বিণঃ বড় (মহৎ মানুষ); উন্নত, শ্রেষ্ঠ, উদার (মহৎ হৃদয়); প্রবল, অতিশয় (মহৎ ভয়); গুরু (মহৎ কার্য-ভার)। (২) বিঃ উদার হৃদয় ব্যক্তি, উচ্চমনাঃ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **মহতী**। বিঃ **মহত্ত্ব**—মহতের ভাব, মহৎভাব। বিণঃ **মহত্তম**—সর্বাপেক্ষা মহৎ। বিণঃ **মহত্তর**—দুই-এর মধ্যে অধিকতর মহৎ।

**মহদাশয়** (অশুদ্ধ)—বিণঃ সদাশয়; উন্নতমনাঃ; মহৎ আশা; উচ্চ অভিলাষ।

**মহদাশ্রয়**—বিঃ মহতের আশ্রয়।

**মহনীয়**—বিণঃ মান্য, পূজনীয়।

**মহন্ত**—বিঃ মঠস্বামী; দেব মন্দিরের অধ্যক্ষ সন্ন্যাসী, মহান্ত।

**মহব্বত**—বিঃ ভালবাসা, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, বন্ধুত্ব।

**মহম্মদ, মহম্মদীয়**—মোহাম্মদ ও মোহাম্মদীয়-র অনভিপ্রেত বানান।

**মহরত, মহরৎ**—বিঃ পত্তন, সূত্রপাত, নূতন আরম্ভ (খাতা মহরত করা); উদ্বোধন, কর্মারম্ভ (নাটকের মহরত)।

**মহরম**—মোহাররম-এর বানানভেদ।

**মহর্ষি**—বিঃ সপ্তপ্রকার ঋষির অন্যতম; ঋষিশ্রেষ্ঠ।

**মহল**—বিঃ ভবন, গৃহ; বাড়ির অংশ (বাহির মহল); তালুক (খাস-মহল); সমাজ (মহিলা মহল)।

**মহলা¹**—বিণঃ মহলবিশিষ্ট (তিন মহলা বাড়ি)।

**মহলা²**—বিঃ মহড়া, অভিনয়াদির অভ্যাস, শিক্ষার পরিচয়।

**মহলানবীশ**—বিঃ পাড়ার বা মহলের হিসাব-রক্ষক; উপাধিবিশেষ।

**মহল্লা**—বিঃ পল্লী, নগরের অংশ, অঞ্চল, পাড়া।

**মহা**—(১) বিণঃ প্রবল, প্রচণ্ড (মহা স্ফূর্তি, মহারাগ); বিশাল (মহা অরণ্য)। (২) বিণ-বিণঃ অতিশয়, অত্যন্ত (মহা চালাক)।

**মহাকবি**—বিঃ মহাকাব্য প্রণেতা; অসাধারণ শক্তিশালী কবি।

**মহাকরণ**—বিঃ প্রধান সরকারী দপ্তর-খানা।

**মহাকর্ষ**—বিঃ জড় বস্তুর পরস্পর আকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ।

**মহাকাব্য**—বিঃ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্তমূলক অষ্টাধিক সর্গে রচিত বৃহৎ কাব্য।

**মহাকায়**—বিণঃ বৃহৎ দেহবিশিষ্ট।

**মহাকাল**—বিঃ শিব; রুদ্র ('হরি ধ্বনি করে মহাকাল'—কবিঃ কঃ); নিরবধি কাল, অনন্ত কাল। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **মহাকালী**—আদ্যাশক্তির রুদ্রাণী রূপ; মহাকাল পত্নী।

**মহাকাশ**—বিঃ পৃথিবীর চারিপাশের আকাশ ছাড়াইয়া যে আকাশ।

**মহাকুষ্ঠ**—বিঃ প্রাণঘাতী কুষ্ঠ বা গলিত কুষ্ঠরোগবিশেষ।

**মহাকোশল**—বিঃ দক্ষিণ ভারতের অঞ্চল-বিশেষ।

**মহাগুরু**—বিঃ শ্রেষ্ঠ গুরুজন; পিতা-মাতা, দীক্ষাদাতা আচার্য, পতি।

**মহাজন**—বিঃ প্রখ্যাত বা ধার্মিক ব্যক্তি; মহৎ ব্যক্তি; আড়তদার; বড় ব্যাপারী; উত্তমর্ণ; কুসীদজীবী; বণিক; বৈষ্ণব পদকর্তা (মহাজন পদাবলী)। বিণঃ **মহাজনী**—মহা-জনের ব্যবসায়; তেজারতি, সুদের কারবার-সম্বন্ধীয়।

মহাজ্ঞান—বিঃ পরম বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান; যে বিদ্যাবলে মৃতকে বাঁচানো যায়। বিণঃ মহাজ্ঞানী—পরমতত্ত্বজ্ঞ; পরমজ্ঞানবান্; অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন এমন ব্যক্তি।

মহাতপাঃ—বিঃ বিণঃ মহাতপস্বী; অতি কঠোর তপস্যাকারী।

মহাতেজস্বী, মহাতেজা—বিণঃ অতিশয় তেজসম্পন্ন; অতি তেজস্বী; শৌর্যসম্পন্ন।

মহাতৈল—বিঃ চর্বি; মানব দেহের তৈল।

মহাত্মা—বিণঃ মহাপ্রাণ; মহামনাঃ; অতি মহৎ।

মহাদেব—বিঃ শঙ্কর, শিব, শ্রেষ্ঠ দেবতা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ মহাদেবী—ভগবতী, দুর্গা; প্রধানা মহিষী।

মহাদেশ—বিঃ বহুদেশ সংবলিত বিস্তীর্ণ ভূভাগ।

মহাদ্রাবক—বিঃ গন্ধকাম্ল।

মহানগরী—বিঃ বড় শহর, রাজধানী; অতি বড় নগর।

মহানন্দ—(১) বিঃ পরমানন্দ, অতিশয় আনন্দ। (২) বিণঃ অতিশয় আনন্দিত।

মহানবমী—বিঃ শারদীয় দুর্গোৎসবের নবমী তিথি।

মহানাস—বিঃ পাক ঘর; রন্ধনশালা।

মহানাদ—(১) বিঃ অতি উচ্চধ্বনি; ভয়াবহ শব্দ। (২) বিণঃ মহানাদকারী; অত্যুচ্চ ধ্বনিযুক্ত।

মহানিদ্রা—বিঃ চিরনিদ্রা; মৃত্যু।

মহানিশা—বিঃ রাত্রির মধ্য প্রহরদ্বয়।

মহানীল—(১) বিণঃ প্রগাঢ় নীলবর্ণ। (২) বিঃ সিংহলে উৎপন্ন নীলকান্ত মণি।

মহানুভব, মহানুভাব—বিণঃ মহামান্য, মহাজ্ঞানী; উদার স্বভাব। বিঃ -তা।

মহান্ত¹—বিঃ নবধা ভক্তিযুক্ত কৃষ্ণভক্ত; নগর ও গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তির উপাধিবিশেষ।

মহান্ত²—বিঃ মঠাধ্যক্ষ; মঠের প্রধান।

মহাপদ্ম—বিঃ বিণঃ শত কোটি লক্ষ সংখ্যক বা সংখ্যা।

মহাপাতক—বিঃ ঘোর পাপ, ব্রহ্মহত্যা; শাস্ত্রমতে ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণের ধন হরণ, সুরাপান, গুরুপত্নী-গমন প্রভৃতি গর্হিত কর্মের ফলে যে পাতক হয়। বিণঃ বিঃ মহাপাতকী—মহাপাপী; মহাপাতককারী।

মহাপাত্র—বিঃ উপাধিবিশেষ; প্রধান অমাত্য।

মহাপাপ—বিঃ ঘোরতর পাপ।

মহাপুরাণ—বিঃ অষ্টাদশ প্রধান পুরাণ, যথা—ব্রহ্ম পদ্ম বিষ্ণু শিব ভাগবত নারদ মার্কণ্ডেয় অগ্নি ভবিষ্য ব্রহ্মবৈবর্ত লিঙ্গ বরাহ স্কন্দ বামন কূর্ম মৎস্য গরুড় ব্রহ্মাণ্ড।

মহাপুরুষ—বিঃ মহাত্মা ব্যক্তি, পরমহংস, অসাধারণ শক্তিমান্ সাধু পুরুষ।

মহাপ্রভু—বিঃ পরমেশ্বর; মহেশ্বর, শিব; চৈতন্যদেব; পুরীর জগন্নাথদেব; দেবরাজ ইন্দ্র।

মহাপ্রয়াণ—বিঃ মহাপ্রস্থান, মরণের উদ্দেশ্যে যাত্রা; মৃত্যু।

মহাপ্রলয়—বিঃ সংহার কাল; সৃষ্টির নাশ; ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের শেষ।

মহাপ্রসাদ—বিঃ শ্রেষ্ঠ প্রসাদ; দেবতাকে নিবেদিত অন্নাদি; জগন্নাথ দেবের প্রসাদ; দেবীকে নিবেদিত ছাগমাংস।

**মহাপ্রস্থান**—বিঃ মৃত্যুর উদ্দেশ্যে যাত্রা ; মৃত্যু।

**মহাপ্রাণ**—(১) বিণঃ মহামনাঃ, উদার হৃদয় ; মহানুভব ; অধিক প্রাণ বা বায়ুর সাহায্যে উচ্চারিত। (২) বিঃ মহাপ্রাণ বর্ণ (প্রতি বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ এবং শ, ষ, স, হ)। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -তা।

**মহাপ্রাণী**—বিঃ জীবাত্মা।

**মহাফল**—বিঃ বেলগাছ ; উত্তম ফল ; মহাপুণ্য।

**মহাফেজ**—বিঃ কাগজপত্র-রক্ষক। বিঃ -খানা—দলিলপত্র সংরক্ষিত করিয়া রাখার ঘর বা কক্ষ।

**মহাবন**—বিঃ সুবৃহৎ গভীর বন ; বৃন্দাবনের বনবিশেষ।

**মহাবরাহ**—বিঃ বিষ্ণুর বরাহ-অবতার।

**মহাবল**—বিণঃ মহাবলবন্ত ; অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন ; মহাশক্তিশালী।

**মহাবাক্য**—বিঃ মহাজন বা মহাপুরুষের বাণী ; ঋষির বাণী ; মহৎ বাক্য।

**মহাবাহু**—(১) বিণঃ দীর্ঘ বাহু-বিশিষ্ট ; সাতিশয় বাহুবলসম্পন্ন। (২) বিঃ ত্রিভুবনধারী নারায়ণ ; শ্রীকৃষ্ণ।

**মহাবিদ্যা**—বিঃ কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী কমলা—এই দশমহাবিদ্যা ; দুর্গার এই দশ-মূর্তি ; শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, মৃতকে পুনরু-জ্জীবিত করার বিদ্যা ; (ব্যঙ্গে) চুরি বিদ্যা।

**মহাবিভ্রাট**—বিঃ মহাদায় ; বিষম লেঠা ; বিষম গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা।

**মহাবিষুব**—বিঃ চৈত্র সংক্রান্তি ; সূর্যের মেষরাশিতে সংক্রমণ।

**মহাবীর**—(১) বিণঃ অতিশয় বীর ; বিক্রমশালী। (২) বিঃ হনুমান্ ; জৈন তীর্থঙ্করবিশেষ।

**মহাবেগ**—(১) বিঃ অতিশয় দ্রুতগতি। (২) বিণঃ অতি বেগবান্। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বতী।

**মহাবৈদ্য**—বিঃ (ব্যঙ্গে) আনাড়ি চিকিৎসক ; শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ; যম।

**মহাবোধি**—বিঃ বুদ্ধদেব ; বৌদ্ধ-ভিক্ষু।

**মহাব্যাধি**—বিঃ দুরারোগ্য পীড়া ; কুষ্ঠাদি মহাপীড়া।

**মহাব্রণ**—বিঃ নালী-ঘা, দুষ্টব্রণ।

**মহাভাগ**—বিঃ বিণঃ মহাভাগ্যবান্ ; দয়াদি সদ্গুণসম্পন্ন ; মহাশয়।

**মহাভাব**—বিঃ প্রেম ভক্তি প্রভৃতির পরম অবস্থা (মহাভাব স্বরূপিণী রাধা)।

**মহাভারত**—বিঃ বেদব্যাস বিরচিত কুরু-পাণ্ডবের বৃত্তান্তমূলক মহা-কাব্য।

**মহাভাষ্য**—বিঃ মহর্ষি পতঞ্জলিপ্রণীত পাণিনি-ব্যাকরণের ব্যাখ্যানগ্রন্থ।

**মহাভিক্ষু**—বিঃ বুদ্ধদেব।

**মহাভুজ**—বিণঃ দীর্ঘ বলিষ্ঠ বাহুযুক্ত ; মহাবল।

**মহাভুল**—বিঃ মস্ত বা বিষম ভুল।

**মহাভৈরব**—বিঃ কিরাতরূপী মহাদেব ; মহাদেবের মূর্তিবিশেষ।

**মহাভ্রম**—বিঃ বিষম ভ্রান্তি, ভয়ানক ভুল।

**মহামণ্ডল**—বিঃ মহাসঙ্ঘ ; বিরাট সভা।

**মহামতি, মহামনাঃ**—বিণঃ অত্যুন্নত স্বভাব ; মহাত্মা ; মহানুভব।

**মহামহিম, মহামহিমান্বিত**—বিণঃ অতি মহত্ত্ব-সম্পন্ন ; সুমহান্ ; ভূস্বামী,

সরকারী কর্মচারী প্রভৃতিদিগের নামের পূর্বে ব্যবহার্য আখ্যাবিশেষ।
মহামহোপাধ্যায়—বিঃ সংস্কৃত পণ্ডিতের রাজদত্ত উপাধিবিশেষ।
মহামাংস—বিঃ নরমাংস।
মহামাত্য—বিঃ প্রধান মন্ত্রী বা অমাত্য।
মহামাত্র—বিঃ রাজ্যের কর্মকর্তা; প্রধান মন্ত্রী। বিঃ ধর্মমহামাত্র—যে অমাত্য বা রাজকর্মচারী ধর্ম বিষয়ক দপ্তর পরিচালনা করেন (মৌর্য শাসনকালে এইরূপ পদ সৃষ্ট হইয়াছিল)।
মহামানী—বিণঃ অতিশয় মান্য; সম্মানিত; অতি গৌরবযুক্ত।
মহামান্য—বিণঃ পরম শ্রদ্ধেয়; বিশেষ সম্মানার্হ।
মহামায়া—বিঃ অবিদ্যা; ভগবতী, প্রকৃতি; দুর্গা; আদ্যাশক্তি।
মহামারী—বিঃ মড়ক, যে সংক্রামক রোগে বহু লোক মরে।
মহামুনি—বিঃ মুনিশ্রেষ্ঠ; মহর্ষি।
মহামূল্য—বিণঃ মহার্ঘ, দুর্মূল্য; অতিরিক্ত মূল্যে প্রাপ্তব্য।
মহামোহ—বিঃ বিষয় বাসনা রূপ অবিদ্যা; সংসারের মোহ।
মহাযজ্ঞ—বিঃ বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র, তর্পণ, অতিথি পূজা, ভূতবলি ইত্যাদি পঞ্চ সৎকার্য।
মহাযশাঃ—বিণঃ অতি যশস্বী; মহাকীর্তিশালী।
মহাযাত্রা—বিঃ মহাপ্রস্থান; মরণার্থগমন।
মহাযান—বিঃ নাগার্জুন প্রবর্তিত বৌদ্ধ-সম্প্রদায়বিশেষ।
মহাযুদ্ধ—বিঃ তুমুল সংগ্রাম।
মহাযোগী—বিঃ যোগীশ্রেষ্ঠ।
মহারণ্য—বিঃ মহাবন; সুবৃহৎ বন।
মহারত্ন—বিঃ মহামূল্য রত্ন; হীরক-পদ্মরাগ নীলকান্ত মরকত মুক্তা—এই পাঁচটি রত্ন মহারত্নের অন্তর্গত।
মহারথ—বিঃ শ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধা; অসাধারণ যুদ্ধ-কুশল বীর। বিঃ মহারথী—মহারথ-এর অশুদ্ধ রূপ।
মহারাজ—বিঃ সম্রাট; অধিরাজ; সন্ন্যাসীদিগের আখ্যাবিশেষ। বিঃ (স্ত্রী): মহারাজ্ঞী, মহারাণী। বিঃ মহারাজাধিরাজ—রাজ চক্রবর্তী; সম্রাট, সার্বভৌম।
মহারাণা, মহারানা—বিঃ উদয়পুরের রাজাদের উপাধি। বিঃ (স্ত্রী): মহারাণী, মহারানী।
মহারাত্রি—বিঃ মহাপ্রলয়ের রাত্রি।
মহারাষ্ট্র—বিঃ মারাঠাদেশ। বিঃ (স্ত্রী): মহারাষ্ট্রী—মহারাষ্ট্র দেশের ভাষা; মহারাষ্ট্র দেশের অধিবাসী। বিণঃ মহারাষ্ট্রীয়—মহারাষ্ট্র দেশে জাত; মারাঠী; মহারাষ্ট্র-সংক্রান্ত।
মহারুদ্র—বিঃ শিবের প্রলয় মূর্তি; মহাদেবের রুদ্ররূপ।
মহারোগ—বিঃ রাজযক্ষ্মা, অসাধ্য রোগ।
মহারৌরব—বিঃ মহাপাতকীদের নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগের স্থান।
মহার্ঘ, মহার্ঘ্য, মহার্হ—বিণঃ মহামূল্য; দুর্মূল্য। বিঃ মহার্ঘতা, মহার্ঘ্যতা।
মহার্ণব—বিঃ মহাসাগর।
মহাল—বিঃ জমিদারি; তালুক।
মহালক্ষ্মী—বিঃ দেবীবিশেষ; রাধা; নারায়ণী শক্তি।
মহালয়া—বিঃ শারদীয় দুর্গাপূজার পূর্বে পিতৃ তর্পণের জন্য নির্দিষ্ট অমাবস্যা-তিথি।
মহালিঙ্গ—(১) বিঃ শিব। (২) বিণঃ বৃহল্লিঙ্গযুক্ত।

**মহাশক্তি**—(১) বিঃ দুর্গাদেবী ; আদ্যাশক্তি। (২) বিণঃ অতি পরাক্রান্ত।

**মহাশঙ্খ**—(১) বিঃ মড়ার খুলি ; বৃহৎ শঙ্খ। (২) বিঃ বিণঃ দশ লক্ষ কোটি সংখ্যক বা সংখ্যা।

**মহাশয়**—(১) বিণঃ উদারচিত্ত ; মহাত্মা। (২) বিঃ সম্মানসূচক সম্বোধন বা নামান্ত। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ মহাশয়া।

**মহাশূন্য**—বিঃ অনন্ত আকাশ।

**মহাশ্মশান**—বিঃ বারাণসী ; কাশী ; বৃহৎ শ্মশান ; যোজনব্যাপী প্রেতভূমি।

**মহাশ্বেতা**—বিঃ সরস্বতী ; কাদম্বরী গ্রন্থের উপনায়িকাবিশেষ।

**মহাষ্টমী**—বিঃ দুর্গোৎসবের অষ্টমী তিথি।

**মহাসত্ত্ব**—(১) বিণঃ মহাশক্তিশালী ; সদাশয় ; উন্নতমনাঃ। (২) বিঃ বৃহদাকার জীব।

**মহাসভা**—বিঃ বিরাট সভা ; ব্যাপক সভা ; রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা।

**মহাসমারোহ**—বিঃ প্রচুর জাঁকজমক ; বিপুল আয়োজন।

**মহাসমুদ্র, মহাসাগর, মহাসিন্ধু**—বিঃ বৃহৎ সমুদ্র ; পৃথিবীর জলভাগের প্রধান প্রধান বিভাগ।

**মহাসেন**—বিঃ শিব ; কার্তিকেয় ; বৃহৎ সেনাপতি।

**মহাস্থবির**—বিঃ উচ্চস্তরের বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীবিশেষ।

**মহি**—মহী দ্রষ্টব্য।

**মহিমময়, (অশুদ্ধ) মহিমাময়**—বিণঃ গৌরববিশিষ্ট ; মাহাত্ম্যপূর্ণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -ময়ী—গৌরবময়ী।

**মহিমা**—বিঃ মহত্ত্ব ; মাহাত্ম্য, গৌরব ; যোগৈশ্বর্যের অষ্টসিদ্ধির অন্যতম ; শিবের বিভূতিবিশেষ। বিঃ -কীর্তন—যশঃ কীর্তন ; মাহাত্ম্য-কথন। বিণঃ -ন্বিত—মহিমাযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -ন্বিতা। বিণঃ -ব্যঞ্জক—মহিমা-সূচক, মহত্ত্বজ্ঞাপক। বিঃ বিণঃ -র্ণব—সাগর সদৃশ অপরিমেয় গৌরব-বিশিষ্ট ; সমুদ্র সম অসীম মহিমা-পূর্ণ ব্যক্তি।

**মহিলা**—বিঃ ভদ্র রমণী ; সম্ভ্রান্ত নারী।

**মহিষ**—বিঃ মোষ, গবাদি জাতীয় পশুবিশেষ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ মহিষী। বিঃ -ধ্বজ, -বাহন—যম। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -মর্দিনী—মহিষাসুর বিনাশকারিণী দশভূজা দুর্গা। বিঃ মহিষাসুর—মহিষরূপী পৌরাণিক অসুরবিশেষ।

**মহিষী**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ প্রধানা রাজ্ঞী, অভিষিক্তা রাজপত্নী ; স্ত্রী-মহিষ।

**মহী, মহি**—বিঃ ধরণী, পৃথিবী। বিঃ -তল—ভূতল। বিঃ -ধর—পর্বত। বিঃ -নাথ, -পাল, -প, -পতি, -পাল, -শ—রাজা, ভূপতি, নৃপতি। বিঃ -রুহ—বড় গাছ। বিঃ -লতা—কেঁচো। বিঃ -সুত—নরকাসুর ; মঙ্গলগ্রহ।

**মহীয়ান**—বিণঃ সুমহান্, অতি মহৎ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মহীয়সী।

**মহুয়া**—বিঃ মধুরাস্বাদ ফলবিশেষ ; মউল গাছ ; মউল ফুল।

**মহেন্দ্র**—বিঃ দেবরাজ ইন্দ্র ; বিষ্ণু ; পুরাণবর্ণিত জম্বুদ্বীপান্তর্গত পর্বতশ্রেণী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ মহেন্দ্রাণী—ইন্দ্রাণী ; ইন্দ্রপত্নী শচী দেবী। বিঃ -নগরী, -পুরী, -ভবন—ইন্দ্র-পুরী, অমরাবতী।

**মহেশ, মহেশান, মহেশ্বর**—বিঃ শিব, মহাদেব। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **মহেশী, মহেশানী, মহেশ্বরী**। বিঃ **-পুরী**—কৈলাসধাম।

**মহেষ্বাস**—বিণঃ মহাধনুর্ধর।

**মহোৎসব**—বিঃ অতীব আনন্দপ্রদ ব্যাপার; মচ্ছব, বৈষ্ণবদিগের উৎসব।

**মহোৎসাহ**—(১) বিঃ মহৎ চেষ্টা; অতিশয় উৎসাহ। (২) বিণঃ অতিশয় উদ্যমশীল; অত্যন্ত যত্নবান্।

**মহোদধি**—বিঃ মহাসিন্ধু; মহাসাগর।

**মহোদয়**—বিণঃ অতি সমৃদ্ধ: মহানুভব, সদাশয়; অভ্যুন্নত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **মহোদয়া**।

**মহোপকার**—বিঃ অত্যুপকার: বিশেষ হিত। বিণঃ **মহোপকারী**—পরম উপকারী।

**মহৌষধ**—বিঃ উৎকৃষ্ট ঔষধ; অব্যর্থ ঔষধ।

**মহৌষধি, মহৌষধী**—বিঃ উত্তম ভেষজ গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ, দূর্বা; রাত্রিকালে দীপ্তিশীল তৃণলতাদি।

**মা**[১]—(১) বিঃ জননী, মাতা; মাতৃস্থানীয়া নারী: কন্যাস্থানীয়া নারীকে সম্বোধন। (২) অব্যঃ ভয়-আনন্দ-বিস্ময়-যন্ত্রণাদি-প্রকাশক।

**মা**[২]—বিঃ স্বরগ্রামের চতুর্থ স্বর মাধ্যমের সঙ্কেত।

**মাই**—বিঃ পয়োধর: মাতৃস্তন্য, স্তন। বিঃ **-পোষ**—দুধ খাওয়াইবার জন্য চুষি-যুক্ত বোতলবিশেষ।

**মাইক**—বিঃ ধ্বনি-বর্ধক যন্ত্রবিশেষ।

**মাইনদার, মাইন্দার**—বিঃ বেতনভুক্ ভৃত্য, শ্রমিক।

**মাইনর, মাইনার**—(১) বিণঃ (শিক্ষা সম্পর্কে) নিম্ন মাধ্যমিক পরীক্ষা (মাইনর পরীক্ষা)। (২) বিঃ নাবালক।

**মাইনা, মাইনে**—মাহিনা-র রূপভেদ।

**মাইপোশ**—বিঃ বিছানার নিচে গুপ্ত বাক্সযুক্ত তক্তাপোশ।

**মাইপোষ**—মাই দ্রষ্টব্য।

**মাইফেল**—বিঃ নাচগানের মজলিস বা আসর।

**মাইরি**—অব্যঃ শপথ বা দিব্য করার শব্দবিশেষ।

**মাইল**—বিঃ প্রায় আধ ক্রোশ, দূরত্বের পরিমাপবিশেষ।

**মাইশর**—বিঃ (কাব্যে) অগ্রহায়ণ।

**মাউই, মাউই-মা, মাঐ, মাঐ-মা**—বিঃ ভ্রাতা বা ভগিনীর শাশুড়ী বা তৎস্থানীয়া রমণী বা নারী; আঁবুই বা আঁবুইমা।

**মাওরা, মাওড়া**—বিণঃ মা-মরা, মাতৃহীন।

**মাংস**—বিঃ মাস; পশু মনুষ্য ইত্যাদির দেহের চর্ম ও অস্থির মধ্যবর্তী কোমল উপাদান; শরীরাংশবিশেষ; পিশিত। বিঃ **-পেশী, -পেশি**—শরীরের ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চালন ক্রিয়া-সাধক মাংস-পিণ্ড। বিণঃ **-ভোজী, মাংসাদ, মাংসাশী**—মাংস ভোজনকারী; মাংস খাদক। বিণঃ **-ল**—মাংসবহুল। বিণঃ বিঃ **মাংসিক**—কসাই, মাংস-ব্যবসায়ী।

**মাকড়, মাকড়সা, মাকসা**—বিঃ লূতা, ঊর্ণনাভ; অষ্টপদী কীটবিশেষ।

**মাকড়ি, মাকড়ী**—বিঃ কানের গহনা।

**মাকনা**—বিঃ যাহার দাঁত উঠে নাই এমন হস্তিশিশু।

**মাকাল**—বিঃ মাখালশসা ; লতাজাতীয় উদ্ভিদজাত অখাদ্য সুদৃশ্য শাঁসযুক্ত দুর্গন্ধ ফলবিশেষ ; সুশ্রী গুণহীন ব্যক্তি।

**মাকু**—বিঃ তুরী ; তাঁতে কাপড় বুনিবার যে যন্ত্র দ্বারা পোড়েনের সুতা চালানো হয়।

**মাকুন্দ**—বিঃ বিণঃ প্রাপ্তবয়সেও দাড়ি গোঁফ উঠে না এমন পুরুষ।

**মাক্ষিক, মাক্ষীক**—(১) বিণঃ মক্ষিকা-সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ মধু ; খনিজ দ্রব্যবিশেষ।

**মাখন, মাখম**—বিঃ নবনী ; দুগ্ধজাত স্নেহপদার্থবিশেষ।

**মাখা**—(১) ক্রিঃ নিজ দেহে লেপন করা (গায়ে তেল মাখা) ; চটকানো, মর্দন করা (আটা বা ময়দা মাখা)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ -মাখি—অত্যধিক লেপন ; পরস্পর লেপন ; অন্তরঙ্গতা ; মেলামেশা ; ছোঁয়াছুঁয়ি ; ঘনিষ্ঠতা।

**মাগ**—বিঃ (অশ্লীল) স্ত্রী, পত্নী।

**মাগধ**—(১) বিণঃ মগধ দেশজাত ; মগধদেশীয়। (২) বিঃ বন্দী ; স্তুতি পাঠক। **মাগধী**—(১) বিণঃ মাগধ-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বিঃ মগধের প্রাচীনভাষা ; প্রাকৃত-বিশেষ। বিঃ **অর্ধ-মাগধী**—শিলা-লিপিতে ব্যবহৃত মাগধী ; যে ভাষার শব্দাদির অর্ধাংশ প্রাকৃত মাগধী ও অপরার্ধ মহারাষ্ট্রী।

**মাগন**—বিঃ ভিক্ষাকরণ, যাচ্ঞা ; প্রার্থনা, যাচন।

**মাগনা**—(১) বিণঃ ভিক্ষালব্ধ ; মূল্যহীন ; পড়ে পাওয়া। (২) ক্রি-বিণঃ বিনামূল্যে।

**মাগা**—(১) ক্রিঃ যাচ্ঞা করা ; প্রার্থনা করা ; ভিক্ষা করা। (২) বিঃ উক্ত অর্থে। -ন, -নো—(১) ভিক্ষা করানো, আনানো। (২) বিঃ উক্ত অর্থে।

**মাগী**—বিঃ (অশ্লীল) প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোক ; বেশ্যা। বিঃ -বাড়ি—গণিকালয় ; বেশ্যালয়।

**মাগু**—বিঃ (কাব্যে) পত্নী।

**মাগুর**—বিঃ মদ্গুর মৎস্যবিশেষ।

**মাগ্গি**—বিণঃ মহার্ঘ ; দুর্মূল্য। বিঃ -ভাতা—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য কর্মচারীদের দেয় বাড়তি বেতন।

**মাঘ**—বিঃ যে মাসে মঘাযুক্ত পূর্ণিমা হয় ; বাঙলা সনের দশম মাস। **মাঘী**—(১) বিণঃ মাঘ মাসের। (২) বিঃ মঘানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা।

**মাঙন**—বিঃ প্রজাগণের নিকট হইতে খাজনার অতিরিক্ত যে অর্থ বল-পূর্বক আদায় করা হয়।

**মাঙনা**—মাগনা দ্রষ্টব্য।

**মাঙ্গলিক, মাঙ্গল্য**—(১) বিঃ শুভ-সূচক বস্তু—গোরোচনা, চন্দন, সুবর্ণাদি। (২) বিণঃ মঙ্গলজনক ; মাঙ্গল্য, শুভপ্রদ।

**মাঙ্গা¹, মাঙ্গান**—মাগা দ্রষ্টব্য।

**মাঙ্গা²**—বিণঃ মহার্ঘ ; দুর্মূল্য।

**মাচা, মাচান**—বিঃ বংশাদি নির্মিত উচ্চ স্থান ; মঞ্চ ; শব বহনার্থ বংশখণ্ড নির্মিত চালি।

**মাছ**—বিঃ মীন, মৎস্য। বিঃ -রাঙা, -রাঙা— মৎস্যখাদক পক্ষিবিশেষ, মাছরাঙা পাখি। **মেছুয়া**—(১) বিণঃ মৎস্য-সম্বন্ধীয় ; মৎস্যভুক্। (২) বিঃ মৎস্যজীবী, জেলে। বিঃ (স্ত্রী)ঃ মেছুনী।

**মাছি**—বিঃ মক্ষিকা ; এক প্রকার স্বেদজ কীট ; নিশানা করিবার জন্য বন্দুকের নলের উপরে চিহ্ন।

**মাজ, মাইজ**—বিঃ বৃক্ষাদির মধ্যভাগ বা সারভাগ।

**মাজন**—বিঃ মজ্জন ; মাজিবার গ‍ুঁড়া (দাঁতের মাজন) ; ঘষিয়া ঘষিয়া পরিষ্কারকরণ।

**মাজা¹**—বিঃ মাজ ; মধ্য ; কোমর।

**মাজা²**—(১) ক্রিঃ ঘষিয়া পরিষ্কার করা ; মার্জিত করা (বাসন মাজা, দাঁত মাজা) ; ঘর্ষণ দ্বারা উজ্জ্বল করা ; রগড়ানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে। **-ঘষা**—(১) বিঃ ভালভাবে পরিমার্জন। (২) বিণঃ পালিশ করা এমন ; ঝক্ ঝকে তক্ তকে করা এমন ; উত্তমরূপে পরিমার্জিত। **-ন, -নো**—(১) বিঃ পরিমার্জিত করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**মাজুফল**—বিঃ ওক্ ইত্যাদি বৃক্ষে জাত কীট নির্মিত কোষবিশেষ : কষায় ফলবিশেষ ; মাইফল।

**মাঝ**—(১) বিঃ মধ্য ; মধ্যস্থল (মাঝের দালান) : অভ্যন্তর, ভিতর ('ত্যজিবে কি পথমাঝ'—নজরুল)। (২) বিণঃ মধ্য (ভয় পেয়ো না মাঝপথে)। বিঃ-খান—মধ্য ভাগ, মধ্যস্থান।

**মাঝার**—বিঃ (কাব্যে) ভিতর, মধ্য (বিশ্ব মাঝারে)।

**মাঝারি**—বিণঃ মধ্যম শ্রেণীর বা আকারের, ছোট বড় বা ভাল মন্দের মাঝামাঝি।

**মাঝি¹, মাঝী¹**—বিঃ কর্ণধার, নৌকা-চালক। বিঃ **-গিরি**—মাঝির কাজ। বিঃ **-মাল্লা**—নৌকাচালক ও তাহার সহকর্মিগণ। বিঃ **দাঁড়ী-মাঝি**—নৌকার দাঁড় টানিবার ও হাল বাহিবার লোক।

**মাঝি², মাঝী²**—বিঃ সাঁওতাল পুরুষ ; সাঁওতাল পল্লীর প্রধান ব্যক্তি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ মাঝিয়ান, মেঝেন।

**মাঞ্জা**—বিঃ ঘুড়ির সূতা মাজিয়া মজবুত করিবার জন্য কাচ চূর্ণাদি মিশ্রিত কাই বা আঠা।

**মাটে**—(১) বিঃ মাটি। (২) বিণঃ মাটির ভিতরে জন্মে এমন (মাটে কলাই)। **মাটকলাই**—(১) বিঃ চীনাবাদাম। (২) বিণঃ মাটির দ্বারা নির্মিত দুই বা ততোধিক তল-বিশিষ্ট গৃহ (মাটকোঠা)।

**মাটাপাজাম**—বিঃ মোটা সূতী কাপড়-বিশেষ ; একপ্রকার থান কাপড় (মছলিপত্তনে তৈয়ারি)।

**মাটাম**—(১) বিঃ সমকোণ নির্ণয়ের যন্ত্র। (২) বিণঃ মাটামসই ; সম-কোণে বিন্যস্ত। বিণঃ **-সই, -সহি**—সমকোণে বিন্যস্ত।

**মাটি**—(১) বিঃ মৃত্তিকা (মাটির ফল) : ভূতল (মাটিতে বসা) ; ভূসম্পত্তি (লাঠি যার, মাটি তার) ; স্থির থাকিবার বা ভর দিবার উপায়। (২) বিণঃ পণ্ড, নষ্ট (মাটি হওয়া, মাটি করা)।

**মাঠো**—বিণঃ অলস ; কর্মে শিথিল ; ফরসার বিপরীত।

**মাঠ¹**—বিঃ ময়দান, প্রান্তর, পথ, সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্র, গোচারণের মাঠ : কৃষিক্ষেত্র (মাঠের কাজ)। বিঃ **-ঘাট**—সকল স্থান।

**মাঠ²**—মাট-এর রূপভেদ।

**মাঠা**—বিঃ নবনী, ননি, মাখন ; ঘোল।

**মাঠান**—**মাটান**-এর রূপভেদ।

**মাড়**—বিঃ মণ্ড, কাই-এর তুল্য দ্রব্য (সুতায় মাড়) ; ফেন (ভাতের মাড়)।

**মাড়ওয়ারী**—(১) বিণঃ মাড়ওয়ার-দেশীয়। (২) বিঃ মাড়ওয়ারের ভাষা ; মাড়ওয়ারের অধিবাসী।

**মাড়া**—(১) ক্রিঃ পেষণ বা মর্দন করা (খলে ঔষধ মাড়া)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ মর্দিত করানো ; পদার্পণ করা ; পা দিয়া দলন করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**মাড়ি**[১]—বিঃ ঘন নির্যাস ; ফেন, মাড় ; তাল কাঁটাল প্রভৃতি ফলের ঘন রস।

**মাড়ি**[২]— **মাঢ়ী**[২]-র বিকৃত রূপ।

**মাড়ুয়া**—বিঃ জৈ জাতীয় শস্যবিশেষ যাহার রুটি হয়।

**মাড়োয়ারী**—**মাড়ওয়ারী**-র বানানভেদ।

**মাঢ়ী**[১]—বিঃ পাতার শিরা।

**মাঢ়ী**[২]—বিঃ দন্তমূল ; দন্তমূলাবরক কোমল মাংস।

**মাণবক**—বিঃ বালক, ছোকরা, ছোট মানুষ, বামন।

**মাণিক**—**মানিক**-এর বানানভেদ।

**মাণিক্য**—বিঃ পদ্মরাগ মণি ; রক্তবর্ণ রত্নবিশেষ, চুণি।

**মাত**[১]—(১) বিঃ অসার ভাগ (মাত-কাটা)। (২) বিণঃ তরল বা ঘোলা। বিঃ **-গুড়**—ঘোলা গুড়।

**মাত**[২]—বিণঃ মৃত, নাশপ্রাপ্ত, সমাপ্ত, পরাজিত, পর্যুদস্ত, আক্রান্ত।

**মাত**[৩]—বিঃ মুগ্ধ, মত্ত, বিভোর (গন্ধে গানে মাত করা)।

**মাৎ**—(১) বিণঃ হতবুদ্ধি ; মুগ্ধ, আশ্চর্যান্বিত, পরাজিত, ব্যর্থ। (২) বিঃ বিজয়।

**মাতঃ**—বিঃ মাতৃশব্দের সম্বোধনের রূপ : ওগো মা।

**মাতঙ্গ**—বিঃ হস্তী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ মাতঙ্গী, (অশুদ্ধ) **মাতঙ্গিনী**—হস্তিনী ; দশমহাবিদ্যার মধ্যে নবম মহাবিদ্যা।

**মাতন**—বিঃ মত্ততা ; গাঁজিয়া ওঠন : সোৎসাহে প্রবৃত্ত হওয়া।

**মাতব্বর**—বিঃ বিণঃ মুরুব্বী ; মাথাল ব্যক্তি ; গ্রাম মণ্ডল ; সর্দার ; গণ্যমান্য লোক ; প্রধান ব্যক্তি। বিঃ **মাতব্বরি**—মাতব্বরের ন্যায় আচরণ ; মাতব্বরের পদ বা কাজ ; মুরুব্বিআনা ; জামিন।

**মাতলাম, মাতলামো, মাতলামি**—বিঃ মাতালের ব্যবহার বা আচরণ।

**মাতলি**—বিঃ ইন্দ্রের সারথি।

**মাতা**[১]—বিঃ জননী, মা ; গর্ভধারিণী, ধাত্রী ; অম্বা, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী ; রাজপত্নী, গাভী : পৃথিবী ; শাস্ত্র-বর্ণিত সপ্তমাতা ; মাতৃ বা কন্যা-স্থানীয়া নারী (বধূমাতা, শ্বশ্রূমাতা)। বিঃ **-পিতা**—বাপ-মা, জনক-জননী। বিঃ **-মহ**—মায়ের বাবা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-মহী**।

**মাতা**[২]—(১) ক্রিঃ মত্ত হওয়া ; উৎ-সাহের সহিত নিবিষ্ট হওয়া (অভিনয়ে মাতা) ; গাঁজিয়া উঠা (তালের রস মাতা)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ মত্ত করা, মুগ্ধ ও উল্লসিত করা (কীর্তনে মাতা) ; আত্মহারা বা বিভোর করা ;

গাঁজানো। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে; (৩) বিণঃ উক্ত সকল অর্থে; (সমাসে উত্তর পদরূপে) উৎলাহিত, মত্ত, উল্লাসিত করে এমন (প্রাণ মাতানো গান)। বিঃ -আমি— দুরন্তপনা; ক্রমাগত মদ্যপের ন্যায় আচরণ; দাপাদাপি।

মাতাল—(১) বিণঃ মত্ততাবিশিষ্ট; সুরাপানে জ্ঞানশূন্য; মদিরা-মত্ত, মদ্যপ, বিভোর, আত্মহারা। (২) বিঃ মদ্যপানে মত্ত ব্যক্তি।

মাতুঃষসা, মাতুঃস্বসা, মাতৃষ্বসা—বিঃ মায়ের বোন, মাসী।

মাতুল—বিঃ মায়ের ভাই, মামা। বিঃ (স্ত্রী): মাতুলানী—মামার স্ত্রী, মামী। বিঃ -কন্যা, -পুত্রী—মামাত বোন। বিঃ -পুত্র—মামাত ভাই। বিঃ মাতুলালয়—মামার বাড়ি।

মাতৃ—বিঃ মা বা মাতা-শব্দের মূল সংস্কৃত রূপ। বিণঃ -ক—'মায়ের মত', 'ইহার মাতা' অর্থে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় (নদী-মাতৃক)। বিঃ -কা—মাতা; গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকা (দেবী); ধাত্রী, মাতৃস্থানীয়া (দেশমাতৃকা)। বিঃ -গণ—অষ্টশক্তিরূপিণী ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী প্রভৃতি দুর্গা-সহচরী। বিণঃ -ঘাতক, -ঘাতী—যে নিজের মাকে হত্যা করিয়াছে, মাতৃহন্তা। (স্ত্রী): -ঘাতিনী। বিঃ -দশা—মাতার মৃত্যুর পর অশৌচান্ত পর্যন্ত সময়। বিঃ -দায়—মাতার পারলৌকিক ক্রিয়া, শ্রাদ্ধাদি করিবার কঠিন দায়িত্ব। বিঃ -দুগ্ধ—মায়ের বুকের দুধ, মাতৃস্তন্য। বিঃ -পক্ষ—মাতার সহিত সম্পর্ক আছে এমন আত্মীয়স্বজন। বিঃ -পূজা, -সেবা—মাতার পরিচর্যা, সেবাযত্ন। বিণঃ -প্রধান—যাহাতে মাতার প্রাধান্য রহিয়াছে এমন। অব্যঃ -বৎ—মায়ের মত। বিঃ -বিয়োগ—মাতার মৃত্যু। বিণঃ -ভক্ত—মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আছে এমন। বিঃ -ভক্তি—মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। বিঃ -ভাষা—মায়ের ভাষা, স্বজাতির ও নিজ অঞ্চলের ভাষা। বিঃ -ভূমি—জন্মভূমি, স্বদেশ। বিঃ -রিষ্ট—সন্তানের জন্মরাশি নক্ষত্রাদির প্রভাব অনুসারে মাতার পক্ষে অশুভসূচক যোগবিশেষ। বিঃ -শ্রাদ্ধ—মায়ের পারলৌকিক কাজ। বিঃ -স্বসা—মায়ের বোন। বিঃ -স্বস্রীয়, -স্বস্রেয়, -ষ্বসেয়—মাসীর ছেলে, মাসতুত ভাই। বিঃ (স্ত্রী): -স্বস্রীয়ী, -স্বস্রীয়া, -ষ্বসেয়ী, -ষ্বসেয়া—মাসীর মেয়ে, মাসতুত বোন। বিণঃ -সমা—মায়ের সমান। বিঃ -স্তন্য—মায়ের দুধ। বিঃ -স্তব, -স্তোত্র—মাতার পূজার মন্ত্র বা শ্লোক। বিঃ -হত্যা—মাকে বধকরণ। বিণঃ -হন্তা—যে মাকে হত্যা করিয়াছে। বিণঃ (স্ত্রী): -হন্ত্রী। বিণঃ -হীন—যাহার মা নাই, মাতৃহারা, মা-মরা। (স্ত্রী): -হীনা।

মাতোয়ারা, মাতোয়ালা—বিণঃ বিহ্বল, আত্মহারা; মত্ত, মাতাল, আবেশময়।

মাতোয়ালি, মাতোয়ালী, মুতওল্লী—বিঃ মুসলমান সমাজে ধর্মার্থে বা লোকসেবার জন্য নিয়োজিত সম্পত্তির পরিচালক।

মাত্র—(১) বিঃ পরিমাণ, নির্ণয় বা নির্ধারণ; সমগ্রতা। (২) অব্যঃ

বিণঃ পরিমিত ; পরিমাণসূচক শব্দ (দুই টাকা মাত্র, তিল মাত্র, আসা মাত্র) ; প্রত্যেক সংখ্যা (জীব মাত্র), সকল।

**মাত্রা**—বিঃ পরিমাণ ; নির্দিষ্ট পরিমাণ (তিন মাত্রা ঔষধ) ; সীমা ; বর্ণের মাথার উপর রেখা ; বর্ণের উচ্চারণ কাল ; (সঙ্গীতে) তালের অংশ (চার মাত্রার তাল) ; (গণিতে) ঘন আয়তন, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ। বিঃ **-বৃত্ত**—মাত্রা বা বর্ণের উচ্চারণকালের দ্বারা নির্দিষ্ট ছন্দ। বিঃ **-স্পর্শ**—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দের সহিত চক্ষুঃ কর্ণাদির যোগ।

**মাত্রিক**—বিণঃ মাত্রাযুক্ত, মাত্রাদ্বারা নিয়মিত ; মাত্রাসংক্রান্ত।

**মাৎসর্য**—বিঃ ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা।

**মাৎস্য**—(১) বিণঃ মৎস্য-সংক্রান্ত। (২) বিঃ পুরাণবিশেষ। বিঃ **-ন্যায়**—বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্রমৎস্যকে যেমন খাইয়া ফেলে সেইরূপ শক্তিশালী ব্যক্তিদের দুর্বলকে গ্রাস করিবার নীতি ; অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা।

**মাথট**—বিঃ মাথাপিছু চাঁদা বা কর।

**মাথা**—(১) বিঃ মস্তক ; শীর্ষ ; আগা, ডগা ; বুদ্ধি ; প্রধান ব্যক্তি, মোড়ল ; রাস্তার মোড় বা প্রান্তভাগ (তেমাথা) ;

**মাথাল, মাথালি**—বিঃ টোকা, তালপাতা ও বাঁশের কাঠি ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারি টুপির মত ছাতা। বিণঃ **মাথাওলা**— বুদ্ধিমান্ ; শীর্ষ-স্থানীয়।

**মাথি, মোথ**—বিঃ খেজুর নারিকেল তাল ইত্যাদি গাছের মাথার ভিতরের মিষ্ট নরম অংশ।

**মাথুর**—(১) বিণঃ মথুরা-সংক্রান্ত। (২) বিঃ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন-বিশেষ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **মাথুরী**।

**মাদক**—(১) বিণঃ যাহা সেবন করিলে নেশা হয় এমন। (২) বিঃ মত্ততা বা নেশা সৃষ্টি করে এমন জিনিস। বিঃ **-তা**—মত্ত বা নেশাগ্রস্ত করিবার শক্তি। বিঃ **-সেবন**—মাদকদ্রব্য পান, ভোজন বা ব্যবহার। বিণঃ **-সেবী**—যে মাদক সেবন করে, নেশাখোর।

**মাদল**—বিঃ একরকম ঢোল।

**মাদি, মাদী**—বিণঃ স্ত্রী-জাতীয় (জীব-জন্তু, পশুপক্ষী)।

**মাদুর**—বিঃ তৃণনির্মিত আসনবিশেষ।

**মাদুলি, মাদুলী**—বিঃ ছোট মাদলের মত দেখিতে একরকম কবচ।

**মাদৃশ**—বিণঃ মৎ সদৃশ, আমার মত।

**মাদ্রাজ**—বিঃ দক্ষিণ ভারতের পূর্ব অঞ্চলের প্রদেশ ; তামিলনাড়ু ; ঐ প্রদেশের প্রধান নগর। **মাদ্রাজী**—(১) বিণঃ মাদ্রাজ-সংক্রান্ত, মাদ্রাজে জাত বা উৎপন্ন। (২) বিঃ মাদ্রাজের অধিবাসী।

**মাদ্রাসা**—বিঃ মুসলমানদিগের উচ্চ বিদ্যালয়।

**মাদ্রী**—বিঃ (মহাভারত) পাণ্ডু রাজার কনিষ্ঠা স্ত্রী।

**মাধব**[১]—বিঃ বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ **-প্রিয়া**—লক্ষ্মী, কমলা।

**মাধব**[২]—(১) বিঃ বসন্তকাল ; বৈশাখ মাস। (২) বিণঃ মধু-সংক্রান্ত।

**মাধবিকা, মাধবী**—(১) বিঃ (স্ত্রী)ঃ এক রকম লতা ও তাহার ফুল ; মাধবের পত্নী। (২) বিণঃ বৈশাখী (মাধবী রাত)। বিঃ **-কুঞ্জ**—মাধবী লতাদ্বারা তৈয়ারি কুঞ্জ।

**মাধুকরী**—বিঃ মধুকরের মত বৃত্তি, বহু স্থান হইতে অল্প পরিমাণে সংগ্রহ, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা।

**মাধুরী**—বিঃ মধুরতা, শোভা, লাবণ্য।

**মাধুর্য**—বিঃ মধুরিমা, মধুরতা।

**মাধ্বী¹**—বিঃ মধু হইতে উৎপন্ন মদ্য-বিশেষ ; মহুয়া ; দ্রাক্ষা। বিঃ **-ক**—মহুয়া বা আঙুর বা দ্রাক্ষা হইতে প্রস্তুত মদ ; মধু।

**মাধ্বী²**—(১) বিণঃ বৈষ্ণবাচার্য মধ্বাচার্য-সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ মধ্বাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

**মাধ্যন্দিন**—বিণঃ মধ্যাহ্নকালীন, দুপুরের।

**মাধ্যম**—বিঃ যাহার দ্বারা বা যাহার মধ্যবর্তিতায় কোনও কাজ করা হয়। বিণঃ **মাধ্যমিক**—মধ্যবর্তী।

**মাধ্যাকর্ষণ**—বিঃ জড় পদার্থের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণশক্তি, অভিকর্ষ, মহাকর্ষ।

**মাধ্যাহ্নিক**—বিণঃ মধ্যাহ্ন-সংক্রান্ত, মধ্যাহ্নকালীন, দুপুরের।

**-মান্**—'অধিকারী' বা 'ইহার আছে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয় (শ্রীমান্, মতিমান্)। (স্ত্রী)ঃ **-মতী**।

**মান¹**—বিঃ মাপিবার উপযোগী মাত্রা, যাহা দ্বারা মাপা যায় এমন ; ওজন, পরিমাণ ; যোগ্যতা সূচক শ্রেণী ; প্রকৃত মূল্য ; (সংগীতে) তালের বিরাম বা মাত্রা। বিঃ **-চিত্র**—দেশের বা জমির নকশা। বিঃ **-দণ্ড**—পরিমাপ করিবার যন্ত্র, দাঁড়িপাল্লা। বিঃ **-মন্দির**—গ্রহনক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট প্রাসাদ।

**মান²**—বিঃ মর্যাদা, সম্মান, সমাদর, গৌরব। বিণঃ **-দ**—যে বা যাহা সম্মান দেয় এমন। (স্ত্রী)ঃ **-দা**। বিঃ **-দ**, **-দা**—সম্মান, পূজা, সমাদর। বিণঃ **-নীয়**—সম্মানের যোগ্য। (স্ত্রী)ঃ **-নীয়া**। বিণঃ বিঃ (৭মী) **-নীয়েষু**—সম্মানযোগ্য বা সম্মানিত পুরুষকে লেখা পত্রের আরম্ভিক পাঠ। (স্ত্রী)ঃ **-নীয়াসু**—সম্মানিতা নারীকে পত্র লেখার প্রথম পাঠ। বিঃ **-পত্র**—সম্মান বা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সূচক অভিনন্দন-পত্র। বিঃ **-হানি**—অবমাননা, মর্যাদার হানি। বিণঃ **-হীন**—মর্যাদা নাই এমন।

**মান³**—বিঃ অভিমান ; প্রিয়জনের প্রতি কপট ক্রোধ ; গর্ব, অহঙ্কার। বিঃ **-কলি**—স্ত্রী ও পুরুষের অভিমান-জনিত কলহ। বিঃ **-ভঞ্জন**—অভিমান দূরকরণ।

**মান⁴**, **মানকচু**—বিঃ বৃহৎ কন্দবিশিষ্ট এক রকম কচু।

**মানত**—বিঃ দেবতার কৃপালাভের উদ্দেশ্যে কিছু দেওয়ার সঙ্কল্প, মানসিক।

**মানব**—(১) বিঃ মানুষ, মনুষ্য। (২) বিণঃ মনুপ্রণীত (মানব-ধর্মশাস্ত্র) ; মনু-সম্বন্ধীয়। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **মানবী**। বিঃ **-তা**, **-ত্ব**—মানুষের স্বাভাবিক গুণাবলী, মনুষ্য-প্রকৃতি। বিঃ **-লীলা**—মানুষের জীবন, মনুষ্য জীবনের ক্রিয়াকলাপ। বিঃ **-সমাজ**—পৃথিবীর সকল মানুষ। বিঃ **-হৃদয়**—মানুষের অন্তঃকরণ, মনুষ্যোচিত অনুভূতি। বিণঃ **মানবীয়**—মনুষ্যের যোগ্য, মনুষ্য-সংক্রান্ত। বিণঃ **মানবোচিত**—মানুষের উপযুক্ত এমন।

**মানস**—(১) বিঃ মন, চিত্ত ; ইচ্ছা, অভিলাষ ; মানস সরোবর। (২) বিণঃ মন হইতে উৎপন্ন ; কল্পনা-প্রসূত। [মনস্+অ]। বিঃ -তা—মনের ভাব বা প্রবণতা। বিঃ -নেত্র, -লোচন—অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনাশক্তি, মনশ্চক্ষু। বিঃ -পুত্র—মনের ইচ্ছা বা কল্পনা হইতে জাত পুত্র। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -কন্যা। বিঃ -প্রতিমা—কল্পনায় গঠিত মূর্তি। বিঃ -সরোবর—কৈলাস পর্বতের নিকটবর্তী হ্রদ-বিশেষ। বিঃ -সিদ্ধি—মনের ইচ্ছা-পূরণ। বিঃ মানসাঙ্ক—মনে মনে কষিতে হয় এমন অঙ্ক।

**মানসিক**—(১) বিণঃ মন-সম্বন্ধীয়, মনে জাত, কল্পনা-প্রসূত, মনোগত। (২) বিঃ মানত। মানসী—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মনোজাতা, মনে বা কল্পনায় রূপলাভ করিয়াছে এমন। (২) বিঃ প্রিয়ারূপে কল্পিতা নারী।

**মানা**[1]—বিঃ নিষেধ, বারণ।

**মানা**[2]—(১) ক্রিঃ সম্মান করা, মান্য করা, গণ্য করা ; বিশ্বাস করা ; স্বীকার করা ; নিয়োগ করা, স্থির করা (সাক্ষী মানা, সালিশ মানা)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। -ন[2], -নো[2]—(১) ক্রিঃ স্বীকার করানো ; বিশ্বাস করানো ; মান্য করানো, পালন করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**মানান**[1], **মানানো**[1]—(১) ক্রিঃ শোভন বা উপযুক্ত হওয়া ; মাপ অনুযায়ী হওয়া ; খাপ খাওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

**মানান**[3]—(১) বিঃ শোভা ; উপযুক্ততা। (২) বিণঃ শোভন ; সামঞ্জস্যপূর্ণ।

**মানিক**—বিঃ এক রকম বহুমূল্য রত্ন, চুণি, মাণিক্য ; স্নেহের পাত্রকে আদরের সম্বোধনসূচক শব্দ। বিঃ -জোড়—বকজাতীয় এক রকম পাখী : (ব্যঙ্গে) দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু যাহারা একসঙ্গে থাকে ও যাহাদের স্বভাব এক রকম।

**মানিত**—বিণঃ সম্মানিত, যাহাকে মান্য করা হয় এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মানিতা।

**মানী**—বিণঃ সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত ; অভিমানী, অহঙ্কৃত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মানিনী—সম্মানিতা ; অভিমানিনী ; প্রণয়ীর প্রতি অল্পেই রাগ করে এমন।

**মানুষ**—(১) বিঃ মানব, মনুষ্য ; ব্যক্তি (ঘরের মানুষ, মনের মানুষ)। (২) বিণঃ মানুষের উপযুক্ত গুণ-বিশিষ্ট (মানুষ হও) ; লালন পালন দ্বারা বর্ধিত বা বয়ঃপ্রাপ্ত (সন্তান মানুষ করা)। বিঃ (স্ত্রী)ঃ মানুষী। বিণঃ মানুষিক—মনুষ্য-সম্বন্ধীয়, মনুষ্যকৃত।

**মানে**—বিঃ অর্থ, তাৎপর্য।

**মানোয়ার**—বিঃ যুদ্ধ জাহাজ। বিণঃ মানোয়ারী—যুদ্ধ জাহাজ-সম্বন্ধীয় ; যুদ্ধ জাহাজে কর্মরত অথবা যুদ্ধে ব্যবহৃত।

**মান্দার**—বিঃ মাদার গাছ, শিমুল গাছ।

**মান্দাস**—বিঃ ভেলা।

**মান্দ্য**—বিঃ অল্পতা, মন্দতা (অগ্নিমান্দ্য) ; জড়তা, আলস্য ; হানি, ক্ষতি।

**মান্ধাতা**—বিঃ সূর্যবংশীয় প্রাচীন এক রাজার নাম। মান্ধাতার আমল—অতি প্রাচীন কাল।

মান্য—(১) বিণঃ মাননীয়, গণ্য, শ্রদ্ধেয়। (২) বিঃ সম্মান, শ্রদ্ধা; অনুবর্তন, পালন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মান্যা। বিণঃ -গণ্য—সম্ভ্রান্ত। বিণঃ -বর—অতিশয় সম্মানার্হ। বিঃ (৭মী) -বরেষু—মাননীয় ব্যক্তির নিকট লিখিত পত্রের আরম্ভিক পাঠ।

মাপ¹—বিঃ আয়তনের পরিমাণ; ওজন। বিঃ -কাঠি—পরিমাপ করিবার নির্দিষ্ট মান, মানদণ্ড। বিঃ -জোখ—মাপার কাজ, পরিমাপ। বিণঃ -সই, -সই—মাপ অনুযায়ী, মাপমত।

মাপ²—বিঃ মার্জনা, ক্ষমা; রেহাই, ছাড়; মাফ।

মাপক—(১) বিঃ পরিমাপ করিবার যন্ত্র। (২) বিণঃ পরিমাপকারী।

মাপন—বিঃ পরিমাপকরণ; ওজন বা তৌলকরণ।

মাপা—(১) ক্রিঃ পরিমাপ করা; আয়তন বা ওজন নির্ণয় করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে। -জোখা—(১) বিণঃ ভালভাবে মাপা হইয়াছে এমন। (২) বিঃ মাপন, পরিমাপ-করণ। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ অপরের দ্বারা মাপা; বরাদ্দ করানো (বিধাতার মাপানো অন্ন)। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

মাফ—মাপ²-এর রূপভেদ।

মাফিক—বিণঃ মত, অনুযায়ী; সদৃশ, তুল্য।

মাভৈঃ—(১) ক্রিঃ (অনুজ্ঞার্থক) ভয় করিও না, নির্ভয় হও। (২) বিণঃ অভয়সূচক (মাভৈঃ রব)।

মামড়ি, মামড়ী—বিঃ ঘা শুকাইয়া আসার কালে তাহার উপরে শুকনা চামড়ার আবরণ।

মামদো—(১) বিণঃ মুসলমান ধর্মা-বলম্বী। (২) বিঃ মুসলমান প্রেতাত্মা।

মামলা—বিঃ মকদ্দমা; অমীমাংসিত বিষয়; ব্যাপার। বিণঃ -বাজ—যে মামলা করিতে ভালবাসে বা অভ্যস্ত এবং পটু।

মামা—বিঃ মায়ের ভাই, মাতুল। বিঃ (স্ত্রী)ঃ মামী—মামার পত্নী। বিণঃ -ত, -তো—নিজের বা স্বামীর বা স্ত্রীর মাতুলের ছেলে বা মেয়ে এমন। বিঃ -শ্বশুর—স্বামীর বা স্ত্রীর মাতুল। বিঃ (স্ত্রী)ঃ মামী-শাশুড়ী—মামা শ্বশুরের পত্নী।

মামুল—বিঃ প্রথা, পদ্ধতি।

মামুলি, মামুলী—বিণঃ প্রচলিত; চিরাচরিত; গতানুগতিক; অতি সাধারণ।

মায়—অব্যঃ সমেত, সহিত; এমন কি।

মায়া—বিঃ মমতা, স্নেহ; ইন্দ্রজাল; বিভ্রান্তি; মোহ; কপটতা; অবিদ্যা; অজ্ঞান; ব্রহ্মের শক্তিরূপিণী প্রকৃতি। বিণঃ -কর, -কারী—ঐন্দ্রজালিক, জাদুকর, মায়াকারী। (স্ত্রী)ঃ -করী, -কারী। বিঃ -কানন—ইন্দ্রজালের দ্বারা সৃষ্ট বন বা উদ্যান। বিঃ -কান্না—কপট কান্না, কান্নার ছল বা ভাণ। বিঃ -ঘোর—অজ্ঞানভাব, মোহের প্রভাব। বিঃ -ডোর, -পাশ, -রজ্জু—স্নেহ মমতার বন্ধন; মায়ার বন্ধন। বিঃ -জাল—ইন্দ্রজাল, কুহক। বিঃ -দণ্ড—জাদুকরের লাঠি। বিণঃ -বদ্ধ—স্নেহ মমতার বা সংসার বন্ধনে বদ্ধ। বিঃ -বাদ—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা মায়া মাত্র—এই মতবাদ। বিণঃ -বাদী—মায়াবাদ-সংক্রান্ত; মায়াবাদে

বিশ্বাসী। বিঃ -বিদ্যা—জাদুবিদ্যা। -বী—(১) বিণঃ বিঃ ঐন্দ্রজালিক। (২) বিণঃ ছদ্মবেশী ; কপট ; শঠ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বিনী। বিণঃ -ময়—কপটতায় ও অসত্যে পূর্ণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -ময়ী—ছলনাময়ী। বিণঃ -মুক্ত—অনাসক্ত, বৈরাগ্যপ্রাপ্ত। বিঃ -মৃগ—ইন্দ্রজালের বা মায়ার দ্বারা সৃষ্ট হরিণ। বিঃ -রাজ্য—মায়ার অধিকৃত স্থান ; জাদুবলে তৈয়ারি রাজ্য। বিণঃ মায়িক, মায়ী—জাদুকর ; মায়াবিশিষ্ট ; কপট ; মায়াবী।

**মার১**—বিঃ বিনাশ, মৃত্যু।

**মার২**—বিঃ প্রেমের দেবতা মদন, কামদেব ; বুদ্ধদেবের তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী দেবতা।

**মার৩**—বিঃ প্রহার ; মারাত্মক আঘাত (ভগবানের মার)। -ক—(১) বিঃ মারী, মড়ক। (২) বিণঃ বধকারী, নাশক। -কাট, -মার—(১) বিঃ মারামারি, কাটাকাটি ; অতিশয় ব্যস্ততা ও হৈচৈ। (২) বিণঃ বড়জোর, ঊর্ধ্বপক্ষে। বিণঃ -কুটে, -কুটো—যে অল্প কারণেই মারে বা মারিতে উদ্যত হয়। বিণঃ -খেকো—প্রায়ই প্রহৃত হয় এমন। বিঃ -ধর—প্রহার ও জুলুম ইত্যাদি। বিঃ -পিট—মারামারি ; দাঙ্গা ; গুরুতর প্রহার। বিণঃ -মুখ, -মুখো—মারিতে উদ্যত। বিণঃ -মূর্তি—রাগান্বিত।

**মারকিন**—মার্কিন দ্রষ্টব্য।

**মারণ**—বিঃ বধকরণ ; বধ করার উদ্দেশ্যে বা মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে অভিচার (মারণ উচাটন) ; ধাতু ইত্যাদি ভস্মীকরণ। বিণঃ মারিত—হত, বিনাশপ্রাপ্ত ; ভস্মীভূত।

**মারপেঁচ, মারপ্যাঁচ**—বিঃ কুটিলতা ; কূট-কৌশল, শঠতা।

**মারফত, মারফৎ**—অব্যঃ দ্বারা, সঙ্গে, হাতে। বিঃ -দার—যাহার মারফতে দেওয়া, পাওয়া বা পাঠানো হয়।

**মারবাড়ী**—মাড়োয়াড়ী-র রূপভেদ।

**মারবেল**—বিঃ এক রকম পাথর, মর্মর ; খেলিবার গুলী।

**মারহাট্টা**—(১) বিঃ মহারাষ্ট্র দেশ ; ঐ দেশবাসী। (২) বিণঃ মহারাষ্ট্র-সংক্রান্ত বা ঐ দেশীয়।

**মারা**—(১) ক্রিঃ বধ করা ; আঘাত করা ; প্রহার করা ; বিদ্ধ করা (পেরেক মারা, তীর মারা) ; সজোরে প্রয়োগ করা (ছুরি মারা) ; সংলগ্ন করা (তালি মারা) ; নষ্ট করা (জাত মারা) ; আত্মসাৎ করা (চুরি বা অসদুপায়ে টাকা মারা, পকেট মারা) ; অত্যধিক খাওয়া (পোলাও মাংস মারা) ; পরিণত হওয়া (বুড়ো মারা) ; উপভোগ করা (ফুর্তি মারা)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ যে মারে (বাঁদর মারা) ; যাহা দ্বারা মারা সম্ভব হয় এমন (আরশোলা মারা ঔষধ) ; নিহত, বধ করা হইয়াছে এমন (ছিপে মারা মাছ) ; বসানো লাগানো বা আঁটা হইয়াছে এমন (ছাপ মারা কাগজ, টিকেট মারা খাম) ; অসদুপায়ে লব্ধ (মারা তহবিল) ; নষ্ট, মৃত।

**মারাঠা, মারাঠী**—মরাঠা ও মরাঠী দ্রষ্টব্য।

**মারাত্মক**—বিণঃ মৃত্যু ঘটাইতে পারে এমন, সাংঘাতিক।

**মারি, মারী**—বিঃ মড়ক, সংক্রামক ব্যাধিতে ব্যাপক মৃত্যু।

**মরীচি**—বিঃ মরীচির পুত্র কশ্যপ ঋষি ; রামায়ণে বর্ণিত রাক্ষসবিশেষ।
**মরুত**—বিঃ বায়ু, বাতাস। বিঃ **মারুতি**—বায়ুর পুত্র, পবননন্দন, হনুমান।
**মারোয়াড়ী, মারবাড়ী**—**মাড়ওয়ারী** ও **মাড়োয়ারী**-র বানানভেদ।
**মার্কণ্ড, মার্কণ্ডেয়**—বিঃ জনৈক প্রাচীন ঋষি, মার্কণ্ডেয় পুরাণ-প্রণেতা। **মার্কণ্ডেয় চণ্ডী**—ঋষি মার্কণ্ডেয় প্রণীত পুরাণের অন্তর্গত শক্তি-রূপিণী মহামায়া চণ্ডিকার মাহাত্ম্য-পূর্ণ কাব্য।
**মার্কা**—বিঃ চিহ্ন। বিণঃ **-মারা**—মার্কা বা চিহ্ন দেওয়া, চিহ্নিত, দাগী।
**মার্কিন**—(১) বিঃ মোটা এক রকম সুতী কাপড় ; আমেরিকা ; আমেরিকার অধিবাসী। (২) বিণঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র-সংক্রান্ত।
**মার্কেট**—বিঃ বাজার, কেনাবেচার জায়গা ; কেনাবেচার অবস্থা।
**মার্গ**—বিঃ পন্থা, পথ ; গৃহদ্বার ; সাধন প্রণালী (ভক্তিমার্গ) ; সঙ্গীতের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি (মার্গ সঙ্গীত)।
**মার্গণ**—বিঃ প্রার্থনা ; অন্বেষণ ; প্রণয়।
**মার্গশির, মার্গশীর্ষ**—বিঃ মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমাবিশিষ্ট মাস, অগ্রহায়ণ।
**মার্চ**[১]—বিঃ ইংরেজী বৎসরের তৃতীয় মাস।
**মার্চ**[২]—বিঃ কুচকাওয়াজ।
**মার্জন**—বিঃ পরিষ্কারকরণ, মাজাঘষা, মোছা ; শোধন, দোষক্ষালন। বিণঃ **মার্জক**—মার্জিত করে এমন। বিঃ **মার্জনা**—ক্ষমা, মাফ ; মার্জন। বিঃ **মার্জনী**—যাহার দ্বারা মাজা বা পরিষ্কার করা যায়, ঝাঁটা, সম্মার্জনী। বিণঃ **মার্জনীয়**—ক্ষমার যোগ্য।
**মার্জার**—বিঃ বিড়াল। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **মার্জারী, মার্জারিকা**।
**মার্জিত**—বিণঃ মাজা বা পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন ; বিদগ্ধ ; শিক্ষিত ; উন্নত ; সভ্য। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **মার্জিতা**। বিণঃ **-বুদ্ধি**—শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা উৎকর্ষপ্রাপ্ত বুদ্ধিসম্পন্ন। বিণঃ **-রুচি**—উন্নত রুচি বা সুরুচি আছে এমন।
**মার্তণ্ড**—বিঃ সূর্য, ভানু।
**মার্বেল**—**মারবেল**-এর বানানভেদ।
**মাল**[১]—বিঃ হিন্দু নিম্ন শ্রেণীর জাতি-বিশেষ ; সাপের ওঝা, সাপুড়িয়া। বিঃ **-বৈদ্য**—সাপের ওঝা।
**মাল**[২]—বিঃ উঁচু জমি। বিঃ **-ভূমি**—চারিদিকে ভূভাগ অপেক্ষা উচ্চ বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি।
**মাল**[৩]—বিঃ পালোয়ান, কুস্তিগীর, মল্ল-যোদ্ধা। বিঃ **-কোঁচা**—মল্লযোদ্ধার ন্যায় দুই উরুর ফাঁক দিয়া টানিয়া পিছনে গোঁজা কোঁচা। বিঃ **-সাট**—মালকোঁচা, মল্লদিগের আস্ফালন-সূচক ভঙ্গী, বাহু বা উরুতে সজোরে চাপড়।
**মাল**[৪]—বিঃ (অশিষ্ট প্রয়োগ) মদ।
**মাল**[৫]—বিঃ (কাব্যে) মাল্য, মালা।
**মাল**[৬]—বিঃ দ্রব্য ; পণ্যদ্রব্য ; ধনদৌলত ; রাজস্ব, খাজনা ; সরকারে খাজনা-দেওয়া জমি। **-কাটা**—(১) বিঃ কয়লা কাটার মজুর। (২) ক্রিঃ মাল বিক্রয় হওয়া। বিঃ **-ক্রোক**—আদালতের আদেশ বলে অস্থাবর সম্পত্তি আটক। বিঃ **-খানা**—খাজনাখানা, বহুমূল্য দ্রব্য ও অর্থাদি রাখিবার ঘর,

ট্রেজারী। বিঃ -গাড়ী, -গাড়ি—মাল বহন করিবার গাড়ি বা রেলগাড়ি। বিঃ -গুজার—যে সরকারকে খাজনা দেয়, জমিদার। বিঃ -গুজারি—রাজস্ব, সরকারকে দেয় খাজনা। বিঃ -গুদাম—মালপত্র রাখিবার ঘর। বিঃ -জমি—খাজনা করা জমি। বিঃ -জামিন—সম্পত্তির জামিন ; জামিন-স্বরূপ রক্ষিত সম্পত্তি। বিণঃ -দার—ধনবান্। বিঃ -পত্র—জিনিসপত্র। বিঃ -মসলা—উপকরণ, সরঞ্জাম। বিঃ -মাত্তা—অস্থাবর সম্পত্তি।

**মালকোশ, মালকোষ**—বিঃ সঙ্গীতের রাগবিশেষ।

**মালঝাঁপ**—বিঃ বাঙ্‌লা ছন্দোবিশেষ, ত্রিপদী।

**মালঞ্চ**—বিঃ ফুলের বাগান।

**মালতী**—বিঃ এক রকম সুগন্ধ ছোট সাদা ফুল ও তাহার লতা।

**মালপুয়া, মালপোয়া, মালপো**—বিঃ ময়দা চাল গুঁড়া ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারি ঘি বা তেলে ভাজা এক রকম মিষ্টি পিঠা।

**মালব**—বিঃ মধ্যভারতের একটি রাজ্য (বর্তমান মালোয়া) ; সঙ্গীতের এক রকম রাগ।

**মালসা**—বিঃ মাটির বড় সরা। বিঃ -ভোগ—মালসায় করিয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে প্রদত্ত ভোগ। বিণঃ -ভোগী—মালসাভোগ পাইবার অধিকারী।

**মালসি**—বিঃ ছোট মালসা।

**মালসী**—বিঃ সঙ্গীতের এক রকম রাগিণী ; এক রকম শ্যামাসঙ্গীত।

**মালা১**—বিঃ ফুলের হার, মাল্য ; হার ; শ্রেণী, সমূহ (পর্বতমালা)। বিণঃ -কর, -কার—ফুলের বা শোলার মালা গাঁথা যাহার পেশা ; মালী ; বাঙালী হিন্দুর উপাধিবিশেষ। ক্রিঃ -জপা—জপমালার সাহায্যে গণিয়া গণিয়া ইষ্টমন্ত্র বা ভগবানের নাম আবৃত্তি করা। বিঃ -চন্দন—পূজায় বা অভ্যর্থনায় ব্যবহার্য মালা ও চন্দন। বিঃ -বদল—বিবাহে বর ও কন্যার মাল্য বিনিময় ; গান্ধর্ব বিবাহ।

**মালা২**—বিঃ কৈবর্ত, ধীবর, জেলে ; বাঙালী জাতিবিশেষ।

**মালা৩**—বিঃ নারিকেলের ভিতরের শক্ত খোসা ; ঐ খোসার বাটির আকারের অর্ধাংশ।

**মালাই**—বিঃ দুধের সর। বিঃ -বরফ—বরফে জমানো দুধে তৈয়ারি মিষ্ট খাবারবিশেষ। বিঃ -চাকি—হাঁটুর উপরকার গোলাকার হাড়। বিঃ -কারী—নারিকেল ও মসলা সহযোগে প্রস্তুত চিংড়ি মাছের তরকারী।

**মালাবার**—বিঃ দক্ষিণ ভারতের অঞ্চলবিশেষ।

**মালাবারী**—(১) বিণঃ মালাবার অঞ্চলের বা তৎসম্বন্ধীয়। (২) বিঃ ঐ অঞ্চলের অধিবাসী।

**মালিক**—বিঃ প্রভু, কর্তা ; অধিকারী, স্বত্বাধিকারী। বিঃ মালিকানা—মালিকের অধিকার, স্বত্ব, মালিকের প্রাপ্যগণ্ডা। বিঃ মালিকি—মালিকানা। বিণঃ মালিকী—মালিক-সংক্রান্ত ; মালিকের।

**মালিকা**—বিঃ ছোট মালা, হার।

**মালিন্য**—বিঃ মলিনতা, ময়লা।

**মালিশ, মালিস**—বিঃ ব্যথা-বেদনাতে মর্দন করিবার উপযোগী তেল ; মর্দন।

**মালী**—(১) বিঃ মালা গাঁথা যাহার পেশা, মালাকর ; বাগানের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। (২) বিণঃ মালা ধারণকারী ; মাল্যযুক্ত। (স্ত্রী)ঃ **মালিনী**।

**মালুম**—বিঃ বোধ, অনুভূতি, টের। বিঃ **-কাঠ, -কাণ্ঠ**—জাহাজের মাস্তুল।

**মালো**—বিঃ মালা, জেলে, হিন্দু বাঙালী জাতিবিশেষ।

**মালোপমা**—বিঃ কাব্যের অলঙ্কার-বিশেষ ; মালার ন্যায় একই উপমেয়ের একাধিক উপমানবিশিষ্ট।

**মাল্য**—বিঃ মালা, ফুলের হার। বিঃ **-দান**—গলায় মালা পরানো। বিণঃ **-বান্**—মাল্যধারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-বতী**।

**মাল্লা**—বিঃ নাবিক, নৌকায় বা জাহাজে কাজ করে এমন শ্রমিক ; বাঙালী হিন্দু জাতিবিশেষ।

**মাশুক**—বিঃ প্রেমাস্পদ, ভালবাসার পাত্র।

**মাষ, মাস**[১]—বিঃ এক রকম ডাল, মাষ-কলাই।

**মাষক, মাষা**—বিঃ পরিমাণবিশেষ, এক-তোলার বারো, দশ বা আট ভাগ।

**মাস**[২]—বিঃ বৎসরের বারো ভাগের এক ভাগ। বিঃ **-কাবার**—মাসের শেষ। বিণঃ **-কাবারী**—মাসের শেষে করা হয় এমন। বিঃ **-হরা, -হারা, মাসো-হারা**—মাসে মাসে দেওয়া হয় এমন ভাতা বা বৃত্তি।

**মাস**[৩]—**মাংস**-এর কথ্যরূপ।

**মাসক**—**মাষক** দ্রষ্টব্য।

**মাসতুত, মাসতুতো**—বিণঃ নিজের বা স্বামীর বা স্ত্রীর মাসীর ছেলে-মেয়ে এমন।

**মাসশ্বশুর**—বিঃ স্বামীর বা স্ত্রীর মেসো। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **মাসশাশুড়ী**—স্ত্রী বা স্বামীর মাসী।

**মাসান্ত**—বিঃ মাসের শেষ বা শেষ দিন।

**মাসিক**—(১) বিণঃ প্রতি মাসে হয় এমন ; প্রতিমাসে করিতে বা দিতে হয় এমন। (২) বিঃ প্রতিমাসে করণীয় শ্রাদ্ধ ; প্রতি মাসে প্রকাশিত পত্রিকা ; স্ত্রী লোকের ঋতু।

**মাসী, মাসীমা, মাসীমাতা**—বিঃ মায়ের বোন ; মায়ের বোনের তুল্যা স্ত্রীলোক।

**মাসুল**—বিঃ শুল্ক, কর ; ভাড়া, বহনের বা প্রেরণের জন্য প্রদেয় অর্থ।

**মাস্টার**—বিঃ শিক্ষক ; ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী, অধ্যক্ষ (স্টেশন মাস্টার)।

**মাস্তুল**—বিঃ নৌকা বা প্রাচীনকালের জাহাজে পাল খাটাইবার বড় খুঁটি।

**মাহ**[১]—বিঃ (কাব্যে) মাস (মাহ ভাদর)।

**মাহা**[১], **মাহ**[২]—অব্যঃ (প্রাচীন কবিতায়) —মাঝে, ভিতরে।

**মাহা**[২]—বিঃ মাস।

**মাহাত্ম্য**—বিঃ মহিমা, মহত্ত্ব ; মহত্ত্বের ভাব, মহানুভবতা।

**মাহিনা, মাহিয়ানা**—বিঃ মাসিক বেতন।

**মাহিষ**—বিণঃ মহিষ-সংক্রান্ত ; মহিষ-জাত ভঁয়সা।

**মাহিষ্য**—(১) বিঃ হিন্দু জাতিবিশেষ। (২) বিণঃ মহিষ বা মহিষী-সম্বন্ধীয়।

**মাহুত**—বিঃ হস্তি চালক।

**মাহেন্দ্র**—বিণঃ মহেন্দ্র বা দেবরাজ ইন্দ্র সংক্রান্ত। বিঃ **-যোগ**—শুভক্ষণ বা যোগবিশেষ।

**মাহেশ**—বিণঃ মহেশ-সম্বন্ধীয়, শৈব।
**মাহেশ্বরী**—(১) বিণঃ মহেশ্বর সম্বন্ধীয়া। (২) বিঃ দুর্গা।
**মিউ, মিউমিউ**—অব্যঃ বিড়ালের ডাক।
**মিউজিয়াম**—বিঃ জাদুঘর, প্রদর্শশালা।
**মিউনিসিপ্যালিটি**—বিঃ পৌর ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য গঠিত স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠান, পৌরসভা।
**মিকাডো**—বিঃ জাপানের রাজার উপাধি।
**মিগ**—বিঃ (কাব্যে) মৃগ।
**মিছরি, মিছরী**—বিঃ কাচ বা স্ফটিকের মত ডেলা বাঁধা চিনি।
**মিছা, মিছে**—(১) বিঃ মিথ্যা কথা। (২) বিণঃ অসত্য; নিষ্ফল, বৃথা। (৩) ক্রি-বিণঃ অনর্থক, অকারণে। ক্রি-বিণঃ **-মিছি**—মিথ্যাভাবে, অনর্থক, অকারণে; বৃথা, কোন লাভ না পাইয়া।
**মিছিল**—বিঃ শোভাযাত্রা।
**মিজরাব**—বিঃ সেতার ইত্যাদি বাজাই-বার সময় আঙুলে যে তারের জিনিস লাগানো হয়।
**মিঞা**—বিঃ মুসলমান ভদ্রলোক, বাবু, মহাশয়।
**মিট**—বিঃ মিল, বিবাদের মীমাংসা। বিঃ **-মাট**—মীমাংসা, বিবাদের আপস-নিষ্পত্তি, রফা।
**মিটন, মিটা, মিটান**—মেটা দ্রষ্টব্য।
**মিটমিট, মিট্‌মিট্‌**—অব্যঃ অনুজ্জ্বল-ভাব সূচক; বার বার চোখ বন্ধ করা ও আধবোজা চাহনির সূচক (চোখ মিটমিট করা)। বিণঃ **মিট্‌-মিটে**—মিটমিট করে এমন, অনু-জ্জ্বল; চাপা; কুটিল। ক্রি-বিণঃ **মিটিমিটি**—মিট্‌মিট্‌ করিয়া, মৃদু বা অনুজ্জ্বলভাবে।

**মিঠা, (কথ্য) মিঠে**—বিণঃ মিষ্ট, মধুর; সুস্বাদু। বিণঃ **-কড়া**—মিঠা অথচ কড়া, মধুর অথচ উগ্র।
**মিঠাই**—বিঃ ডাল ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত এক রকম মিষ্টি-খাবার; মিষ্টান্ন। বিঃ **-ওয়ালা**—মিঠাই ব্যবসায়ী।
**মিড়**—বিঃ (সংগীতে) এক স্বর হইতে ক্রমশঃ উচ্চ বা নিম্ন স্বরে গমন।
**মিত১**—বিণঃ পরিমিত, অল্প, সংযত। বিণঃ **-বাক্‌, -ভাষী**—অল্প কথা বলে এমন; সংযতভাষী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-ভাষিণী**। বিঃ **-ভাষিতা**। বিঃ **-ব্যয়**—পরিমাণ মত ব্যয়, সংযত ব্যয়। বিণঃ **-ব্যয়ী**—যে পরিমাণ মত ব্যয় করে; অল্পব্যয়ী, হিসাবী। বিঃ **-ভোজন, মিতাশন, মিতাহার**—পরিমিত বা সংযত আহার। বিণঃ **-ভোজী, মিতাশী, মিতাহারী**—পরিমিত আহারকারী, পরিমাণ মত খায় এমন। বিঃ **মিতাচার**—সংযত আচরণ। বিণঃ **মিতাচারী**—যে সংযত আচরণ করে এমন। (স্ত্রী)ঃ **মিতাচারিণী**।
**মিত২**—বিঃ (প্রাচীন কবিতায়) বন্ধু, মিত্র। বিঃ **-বর**—বিবাহের সময় যে বালক পার্শ্বচররূপে বরের সঙ্গে থাকে। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-কনে**—বিবাহ-কালে যে সখী কনের পাশে থাকে।
**মিতা**—বিঃ মিত্র, বন্ধু, সখা, সুহৃদ্‌। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **মিতিন**। বিঃ **-লি, -লী**—বন্ধুত্ব, মিত্রতা, সখ্য।
**মিতাক্ষর, মিত্রাক্ষর**—বিঃ কবিতার দুই চরণের শেষ অক্ষরে মিল থাকে এমন ছন্দ।
**মিতাক্ষরা**—বিঃ উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত আইন বা বিধিবিশেষ; বিজ্ঞানেশ্বর রচিত স্মৃতি গ্রন্থবিশেষ।

মিতি—বিঃ পরিমাপ, পরিমাণ নির্ণয় পদ্ধতি (জ্যামিতি); জ্ঞান।

মিত্র—বিঃ বন্ধু, সুহৃদ, সখা; সূর্য; বাঙালী কায়স্থের উপাধিবিশেষ। বিঃ (স্ত্রী): মিত্রা। বিঃ -তা, -ত্ব—বন্ধুত্ব, বন্ধুর ভাব, সৌহার্দ্য।

মিথিলা—বিঃ উত্তর বিহার অঞ্চলের প্রাচীন বিদেহ, বর্তমান ত্রিহুত।

মিথুন—বিঃ স্ত্রী-পুরুষের মিলন, এক-জোড়া, যুগল; (জ্যোতিষে) দ্বাদশ রাশির তৃতীয় রাশি।

মিথ্যা, (কথ্য) মিথ্যে—(১) বিণঃ অসত্য; মিছা; বৃথা, অনর্থক; কপট (মিথ্যা আচরণ)। (২) বিঃ মিছা বা অসত্য কথা। (৩) ক্রি-বিণঃ অকারণে, বৃথা, মিছামিছি। বিঃ -চরণ, -চার—কপট ব্যবহার; মিথ্যা কথা বলা। বিণঃ -চারী—মিথ্যা কথা বলে এমন, কপট। বিণঃ (স্ত্রী): -চারিণী। বিঃ -পবাদ—মিথ্যা নিন্দা, অহেতুক দোষারোপ। বিঃ -বাদ, -ভাষণ—মিথ্যা কথা; মিথ্যা বলা। বিণঃ -বাদী, -ভাষী—যে মিথ্যা কথা বলে এমন। বিণঃ (স্ত্রী): -বাদিনী, -ভাষিণী।

মিথ্যুক—বিণঃ মিথ্যাবাদী।

মিনতি—বিঃ বিনীত আবেদন, অনুরোধ, প্রার্থনা; কাকুতি।

মিনমিন—অব্যঃ ক্ষীণতাসূচক, দুর্বলতা প্রকাশক শব্দ। বিণঃ মিনমিনে—দুর্বল প্রকৃতির এমন, অতিশয় ক্ষীণ।

মিনষা, মিনসে—বিঃ (অবজ্ঞায়) পুরুষ মানুষ; স্বামী, পতি।

মিনা, মিনে—বিঃ ধাতুর উপরে রঙিন কলাই ও কারুকার্য। -করা—(১) ক্রিঃ উপরোক্ত কাজ করা। (২) বিণঃ ঐরূপ কলাই ও কারুকার্যযুক্ত।

মিনার—বিঃ চূড়াযুক্ত অতিশয় উচ্চ স্তম্ভ। [ফা]। বিঃ শহীদ মিনার—শহীদদিগের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত মিনার; কলিকাতার অক্টার-লনী মনুমেন্টের নূতন নাম-করণ।

মিনি—বিণঃ বিনা, ছাড়া।

মিনিট—বিঃ ঘণ্টার ষাট ভাগের এক ভাগ; অত্যল্পকাল।

মিয়া, মিয়াসাহেব—মিঞা দ্রষ্টব্য।

মিয়াদ, মেয়াদ—বিঃ নির্দিষ্ট সময় বা কাল; কারাবাস, কয়েদ। [আ]। বিণঃ মিয়াদী, মেয়াদী—নির্দিষ্ট কালের জন্য; মিয়াদ-সংক্রান্ত (মেয়াদী জ্বর, মিয়াদী কিস্তি)।

মিয়ান, মিয়ানো—(১) ক্রিঃ নরম হইয়া যাওয়া, শুষ্ক ও মচমচে না থাকা (মুড়ি মিয়ানো); নিস্তেজ বা নিরুদ্যম হইয়া পড়া; মন্দীভূত হওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

মিরগেল—মৃগেল দ্রষ্টব্য।

মিরাস—বিঃ পুরুষানুক্রমে ভোগ করার স্বত্ববিশিষ্ট জমি বা সম্পত্তি। বিণঃ মিরাসী—উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।

মিল[১]—বিঃ মিলন, ঐক্য, সাদৃশ্য; বন্ধুত্ব, সদ্ভাব; সঙ্গতি; কবিতার দুই চরণের শেষে একই অক্ষরের প্রয়োগ বা ধ্বনি-সমতা; ঐক্য।

মিল[২]—বিঃ যে কারখানায় কলে কাজ হয়।

মিলন—বিঃ সাক্ষাৎকার; সংযোগ; বিরহ বা বিচ্ছেদের পর সাক্ষাৎ; কলহ-বিবাদের পর পুনরায় বন্ধুত্ব বা সদ্ভাব; ঐক্য, মিল। বিণঃ মিলন-

ন্তক, মিলনাত্মক—শেষে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটে এমন (গল্প, কাব্য, নাটকাদি)।

মিলমিলা, মিলমিলে—বিঃ হাম রোগ।

মিলা—ক্রিঃ একত্র হওয়া, যুক্ত হওয়া, মিলিত হওয়া; জোটা, পাওয়া যাওয়া (সাহায্য মিলা); অনুরূপ হওয়া, তুল্য হওয়া (কাজে কথায় মিলা); খাপ খাওয়া, সাদৃশ্য থাকা (ধান বর্ণে মিলা); নির্ভুল বা ঠিক হওয়া (অঙ্ক মিলা); মিলযুক্ত হওয়া (পদ্য মিলা)। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ মিলিত বা সংযুক্ত করা; তুলনা করা; বিলীন হওয়া, অদৃশ্য হওয়া; পদ্যে অক্ষরের মিল করা। (২) বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

মিলামিশা—মেলা২ দ্রষ্টব্য।

মিলিত—বিণঃ মিলিয়াছে এমন, একত্রিত; সম্বদ্ধ, সমবেত; মিশ্রিত; প্রাপ্ত; উপস্থিত; সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মিলিতা।

মিশ—বিঃ মিল; মিশ্রণ; সামঞ্জস্য, খাপ খাওয়ার অবস্থা।

মিশন—বিঃ উদ্দেশ্য; কোনও উদ্দেশ্যে প্রেরিত প্রতিনিধি প্রচারক ইত্যাদি; ধর্ম প্রচার বা সমাজ সেবা সমিতি বা প্রতিষ্ঠান।

মিশনারী—(১) বিঃ ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরিত ব্যক্তি। (২) বিণঃ ধর্ম-প্রচার-সংক্রান্ত।

মিশমিশ—অব্যঃ ঘোর কৃষ্ণবর্ণসূচক (মিশমিশ করা)। বিণঃ মিশমিশে—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মিশমিশ করে এমন।

মিশর, মিসর—বিঃ আফ্রিকার উত্তর পূর্ব অঞ্চলের একটি দেশ, ইজিপ্ট।

মিশা—ক্রিঃ মিশ্রিত হওয়া; সংসর্গে যাওয়া বা থাকা; বিলীন হওয়া, মিলিয়া যাওয়া। মিশান, মিশানো—(১) ক্রিঃ মিশ্রিত করা। (২) বিঃ মিশ্রিতকরণ। (৩) বিণঃ মিশ্রিত।

মিশাল—(১) বিণঃ মিশ্রিত। (২) বিঃ মিশ্রণ, ভেজাল। বিণঃ মিশালী—মিশানো আছে এমন।

মিশি, মিসি—বিঃ দাঁত কালো করিবার মাজনবিশেষ (হীরাকস তামাক চূর্ণ প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত)।

মিশুক—বিণঃ অপরের সহিত সহজে মিশিতে পারে এমন।

মিশ্র—(১) বিণঃ মিশ্রিত, সংযুক্ত; মিশ্রণজাত, অবিশুদ্ধ; (গণিতে) জটিল, যৌগিক। (২) বিঃ মিশ্রিত দ্রব্য; ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। বিঃ -ণ—মিশ্রিতকরণ; মিশ্রিত অবস্থা, মিলন, সংযোগ, ভেজাল। বিণঃ মিশ্রিত—মিশানো আছে এমন।

মিষ্ট, (কথ্য) মিষ্টি—(১) বিণঃ মধু বা চিনির ন্যায় স্বাদবিশিষ্ট; শুনিতে ভাল লাগে এমন, শ্রুতিমধুর; অমায়িক, সৌজন্যপূর্ণ, প্রীতিপ্রদ। (২) বিঃ মিঠাই, মিষ্টান্ন। বিঃ -তা, -ত্ব। বিঃ -মুখ—সৌজন্য হিসাবে মিষ্টান্ন ভোজন; মধুর ভাষা। বিঃ মিষ্টান্ন—মিঠাই, মিষ্ট খাদ্য; পায়স।

মিস১—বিণ-বিণঃ মসীবৎ ঘোর (মিস কালো)। অব্যঃ -মিস—মিশমিশ দ্রষ্টব্য। -মিসে—(১) বিণঃ মিশমিশে দ্রষ্টব্য। (২) বিণ-বিণঃ মসীবৎ ঘোর (মিসমিসে কালো)।

মিস২—বিঃ অবিবাহিতা, কুমারী।

মিসা—বিঃ ভারতে প্রচলিত গ্রেপ্তারি আইনবিশেষ।

**মিসিবাবা**—বিঃ ইংরেজ-ঘেঁষা সমাজে ভৃত্য খানসামা ইত্যাদি কর্তৃক বাড়ীর কুমারী মেয়েদের প্রতি সম্বোধন।

**মিসেস**—বিঃ (ইংরেজ সমাজে বা ইংরেজী কায়দায়) শ্রীমতী, বিবাহিতা স্ত্রীলোকের আখ্যা।

**মিস্টার**—বিঃ (ইংরেজীতে) মহাশয়, শ্রীযুত।

**মিস্ত্রি, মিস্ত্রী**—বিঃ কারিগর, যন্ত্র-শিল্পী; সর্দার কারিগর।

**মিহি**—বিণঃ সূক্ষ্ম, সরু, পাতলা। বিঃ **-দানা**—ডালের তৈয়ারি ছোট ছোট দানাওয়ালা মিঠাইবিশেষ।

**মিহির**—বিঃ সূর্য, তপন।

**মীটিং**—বিঃ জনসভা; সভা।

**মীড়**—মিড়-এর বানানভেদ।

**মীন**—বিঃ মাছ, মৎস্য; বিষ্ণুর প্রথম অবতার; (জ্যোতিষে) রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশি। বিঃ **-কেতন, -ধ্বজ**—কামদেব, মদন, প্রেমের দেবতা। **মীনাক্ষী**—(১) বিণঃ মাছের মত সুন্দর চোখ যাহার। (২) বিঃ দাক্ষিণাত্যে মাদুরার প্রসিদ্ধা দেবী।

**মীমাংসক**—(১) বিণঃ যে মীমাংসা করে। (২) বিঃ মীমাংসাদর্শনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **মীমাংসিকা**। বিণঃ **মীমাংসিত**—মীমাংসা করা হইয়াছে এমন।

**মীমাংসা**—বিঃ সিদ্ধান্ত, সমাধান, নিষ্পত্তি; বিবাদের মিটমাট, আপোস; ব্যাস ও জৈমিনি প্রণীত ভারতীয় দর্শনবিশেষ।

**মীর**—বিঃ অধ্যক্ষ, পরিচালক। [ফা]। বিঃ **-আতস**—গোলন্দাজ বাহিনীর অধ্যক্ষ। বিঃ **-আদল**—প্রধান বিচার-পতি। বিঃ **-বখশী**—সেনাদের বেতন-দাতা। বিঃ **-বহর**—প্রধান নৌ-সেনা-পতি। বিঃ **-মুন্সী**—প্রধান কেরাণী, সেরেস্তাদার।

**মুই, মুঞি**—(প্রাচীন কবিতায়) আমি-র কোমলরূপ।

**মুকতি**—মুক্তি-র কোমলরূপ।

**মুকররী, মোকররী**—বিণঃ নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে ভোগ্য (মোকররী স্বত্ব)।

**মুকাল, মুকালো**—মুখাল-র রূপভেদ।

**মুকাবিলা**—মোকাবিলা দ্রষ্টব্য।

**মুকুট**—বিঃ শিরোভূষণ, কিরীট, তাজ।

**মুকুতা**—মুক্তা-র কোমলরূপ।

**মুকুতি**—মুক্তি-র কোমলরূপ।

**মুকুন্দ**—বিঃ মোক্ষদাতা; বিষ্ণু।

**মুকুর**—বিঃ আয়না, দর্পণ, আরশি।

**মুকুল**—বিঃ কলিকা, কুঁড়ি, কোরক; বউল। বিণঃ **মুকুলিত**—কুঁড়ি বা মুকুল ধরিয়াছে এমন; আধফুটন্ত।

**মুক্ত**[১]—বিণঃ খোলা, অবারিত, আবদ্ধ নহে এমন; খালাস; অবরুদ্ধ নহে এমন (কারামুক্ত), নিষ্কৃতি বা ছাড় পাইয়াছে এমন (ঋণমুক্ত); বদ্ধ নহে এমন (মুক্ত বাতায়ন); বাঁধা নহে এমন (মুক্ত কেশ); যাহার সংসার বন্ধন ঘুচিয়াছে এমন, মোক্ষ লাভ করিয়াছে এমন (মুক্ত পুরুষ); অকৃপণ, উদার (মুক্ত হস্ত); পরিষ্কৃত, সাফ (হেঁসেল মুক্ত করা); স্বাধীন (মুক্ত ভারত), অসঙ্কোচ, স্পষ্ট (মুক্ত কণ্ঠ)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **মুক্তা**। বিণঃ **-কচ্ছ**—কাছা খুলিয়া গিয়াছে এমন। ক্রি-বিণঃ **-কণ্ঠে**—প্রকাশ্যে, নিঃসঙ্কোচে, স্পষ্ট

তাবার। -কেশ—(১) বিঃ খোলা চুল। (২) বিণঃ চুল খুলিয়া গিয়াছে এমন্। বিণঃ (স্ত্রী): -কেশা —চুল খোলা আছে এমন নারী। -কেশী—(১) বিণঃ (স্ত্রী): মুক্ত-কেশা। (২) বিঃ কালিকা দেবী। বিঃ -ছন্দ—বাঁধা ধরা নিয়ম বর্জিত ছন্দ। -বেণী—(১) বিণঃ যাহার বেণী বাঁধা হয় নাই এমন। (২) বিঃ খোলা বেণী; হুগলী জেলার ত্রিবেণী। বিণঃ -হস্ত—অকৃপণ, উদার। বিঃ -হস্ততা।

মুক্তো—মুক্তা-র কথ্যরূপ।

মুক্তা—বিঃ ঝিনুকের ভিতর হয় এমন একরকম রত্ন, মোতি।

মুক্তি—বিঃ মোক্ষ, পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ হইতে অব্যাহতি; নিষ্কৃতি, রেহাই, ত্রাণ; স্বাধীনতা; আরোগ্যলাভ। বিঃ -পত্র—নিষ্কৃতি, রেহাই বা অব্যাহতিসূচক দলিল বা লিপি। বিঃ -স্নান—সূর্য বা চন্দ্র-গ্রহণ শেষে পবিত্র স্নান।

মুখ—(১) বিঃ খাইবার বা কথা বলিবার প্রত্যঙ্গ, মুখগহবর, মুখমণ্ডল; ছিদ্র, রন্ধ্র (ফোঁড়ার মুখ); ভিতরে বা বাহিরে যাইবার পথ (গুহা মুখ); মোহানা (নদীর মুখ); ডগা, অগ্রভাগ (বাণ মুখ); আরম্ভ, সূত্রপাত (পতনের মুখ); দিক্ (বাড়ীর মুখে); বাগ্মিতা (উকিলের মুখ থাকা); কথাবার্তা, বাচনভঙ্গি (দুর্মুখ, মুখমিষ্টি); কলহ, কর্কশ বাক্য-প্রয়োগ (মুখ করা)। (২) বিণঃ মুখ্য, প্রধান (মুখপাত্র)। বিঃ -চন্দ্র—চাঁদের মত সুন্দর মুখ। বিঃ -চন্দ্রিকা—মুখের সৌন্দর্য; বই-কভার পুস্তপৃষ্ঠ। বিণঃ -চোরা—লাজুক; কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করে এমন। বিঃ -ছটা, -ছবি—মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য। বিণঃ -জ—মুখ হইতে উৎপন্ন। বিঃ -ঝামটা—মুখনাড়া; বিকৃত মুখে তিরস্কার। বিঃ -পত্র—ভূমিকা, প্রস্তাবনা, সূত্র-পাত। বিঃ -পদ্ম—মুখকমল-এর অনুরূপ। বিঃ -পাত—মুখপত্র-এর অনুরূপ। বিঃ -পাত্র—প্রধান ব্যক্তি বা প্রতিনিধি; দলের অগ্রণী বা সর্দার। বিঃ -পোড়া—গালিবিশেষ; হনুমান্। বিণঃ -ফোড়—স্পষ্ট বক্তা বা দুর্মুখ। বিঃ -বন্ধ—মুখপত্র-র অনুরূপ। ক্রিঃ -বন্ধ করা, -বোজা—চুপ করিয়া থাকা। বিঃ -ব্যাদান—হা-করণ। বিঃ -ভঙ্গি—মুখ বিকৃতি। বিঃ -মণ্ডল—মুখাবয়ব। বিঃ -রক্ষা—মর্যাদা রক্ষা। বিণঃ -রোচক—সুস্বাদু। বিঃ -শশী—মুখচন্দ্র-এর অনুরূপ। বিঃ -শুদ্ধি—ভোজনের পর খাওয়া হয় এমন পান-মসলা ইত্যাদি। বিঃ -শ্রী—মুখকান্তি, মুখের সৌন্দর্য। বিণঃ -সর্বস্ব—কেবল কথায় পণ্ডিত কাজে নহে এমন। বিণঃ -স্থ—কণ্ঠস্থ, মুখে স্থিত, স্মৃতিগত।

মুখটি—বিঃ পাত্র বা বোতলাদির মুখের ঢাকনা বা ছিপিবিশেষ।

মুখটি—বিঃ মুখোপাধ্যায় বংশ।

মুখস—মুখোস-র কথ্যরূপ।

মুখর—বিণঃ বাচাল, কটুভাষী; ধ্বনি-পূর্ণ, অতিভাষী। বিণঃ (স্ত্রী): মুখরা। বিঃ -তা। বিণঃ মুখরিত—ধ্বনিত। বিণঃ (স্ত্রী): মুখরিতা।

মুখশ—মুখোশ-এর বানানভেদ।

-মুখা—-মুখো-র কথ্যরূপ।

মুখাগ্নি—বিঃ সৎকারকালে শবের মুখে প্রথম অগ্নিসংযোগ অনুষ্ঠান; উক্ত অগ্নি।

মুখান, মুখানো—(১) ক্রিঃ উদ্‌গ্রীব ও আগ্রহান্বিত হইয়া থাকা বা হওয়া। (২) বিণঃ উক্ত অর্থে।

মুখাপেক্ষা—বিঃ পরনির্ভরশীলতা, পরের অনুগ্রহ বা সাহায্য প্রত্যাশা। বিণঃ মুখাপেক্ষী—পরনির্ভরশীল, পরপ্রত্যাশী। বিণঃ (স্ত্রী): মুখাপেক্ষিণী। বিঃ মুখাপেক্ষিতা—নির্ভরশীলতা।

মুখামুখি—(১) ক্রি-বিণঃ সামনা-সামনি, মৌখিকভাবে, সম্মুখে। (২) বিণঃ পরস্পর সম্মুখীন (শত্রুর মুখামুখি); পরস্পরের প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টি (দুজনে মুখামুখি)। (৩) বিঃ ঝগড়া, বাগ্‌যুদ্ধ, কথা কাটাকাটি।

মুখামৃত—বিঃ (ব্যঙ্গে) থুতু, লালা।

মুখি—বিঃ ওল ইত্যাদির ছোট ফেঁকড়া বা অঙ্কুর।

-মুখী[১]—বিঃ মুখযুক্তা (বহুব্রীহি সমাসের উত্তর পদে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত, সূর্যমুখী, চন্দ্রমুখী)।

-মুখী[২]—বিণঃ অভিমুখী (সাগরাভিমুখী); প্রবণতা আছে এমন (বহির্মুখী); মুখবিশিষ্ট (হাস্যমুখী)।

মুখুজ্জে—মুখোপাধ্যায়-এর কথ্যরূপ।

-মুখো—বিণঃ মুখবিশিষ্ট (মকরমুখো); বহুব্রীহি সমাসের বাঙলা উত্তরপদে মুখ-শব্দের রূপ (বাড়ীমুখো, মেনিমুখো)। বিণঃ (স্ত্রী): -মুখী।

মুখোপাধ্যায়—বিঃ বাঙালী ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ, মুখুজ্জে।

মুখোমুখি—মুখামুখি-র রূপভেদ।

মুখোশ, মুখোস—বিঃ কৃত্রিম মুখ, কৃত্রিম মুখাবরণ; ছদ্মবেশ; কপটভাব।

মুখ্য—বিণঃ প্রধান, শ্রেষ্ঠ, প্রথম।

মুগ—বিঃ এক রকম ডাল।

মুগধ—মুগ্ধ-র কোমলরূপ।

মুগা—বিঃ এক রকম মোটা রেশম, মুগবর্ণ রেশমকীটের লালা হইতে প্রস্তুত।

মুগুর—বিঃ গদা, কাঠ বা লোহার তৈয়ারি বড় হাতুড়ির মত জিনিস।

মুগ্ধ—বিণঃ মোহিত, বিহ্বল; বশীভূত; সরল; মূঢ়, মূর্খ। মুগ্ধা—(১) বিণঃ মুগ্ধ-র স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বিঃ একান্ত বিশ্বাস পরায়ণা বা সরলা নায়িকা, নায়কের প্রতি অনুরক্তা বা বিশ্বস্তা নায়িকা। বিঃ মুগ্ধতা।

মুঘল—মোগল-এর রূপভেদ।

মুচকান, মুচকানো—(১) ক্রিঃ বাঁকানো; ঈষৎ ফাঁক বা বিকৃত করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে।

মুচকুন্দ, মুচুকুন্দ—বিঃ চাঁপাজাতীয় ফুলবিশেষ বা তাহার বৃক্ষ; মান্ধাতা রাজার পুত্র; মুনিবিশেষ; দৈত্যবিশেষ।

মুচকি—বিণঃ ঈষৎ, মুখ ফাঁক হয় না এমন (হাসি)।

মুচড়ান—মোচড়ান-র রূপভেদ।

মুচমুচ—অব্যঃ মুদু মচমচ-শব্দ। বিণঃ মুচমুচে—মুচমুচ করে এমন।

মুচলেকা—বিঃ অঙ্গীকার পত্র; শর্তভঙ্গ হইলে শাস্তি হইবে এরূপ দলিল।

মুচি¹—বিঃ ছোট মুষা ; ধাতু গলাইবার ছোট পাত্র ; নবজাত কচি নারিকেল।
মুচি², মুচী—বিঃ যে চামড়ার কাজ করে, যে জুতা বানায় বা মেরামত করে, চর্মকার। বিঃ (স্ত্রী)ঃ মুচিনী।
মুচ্ছদী, মুচ্ছুদী—মুৎসুদ্দী-র কথ্যরূপ।
মুছলমান—মুসলমান-এর রূপভেদ।
মুছা—মোছা-র রূপভেদ।
মুছি—মুচি¹-র রূপভেদ।
মুজরা, মুজরো—বিঃ নৃত্যগীতের পরীক্ষা বা প্রদর্শন ; প্রাপ্য টাকা হইতে ছাড়।
মুঞি—মুই-এর বানানভেদ।
মুঞ্জ—বিঃ এক রকম তৃণ, মুজঘাস।
মুট—মুঠ-এর রূপভেদ।
মুটিয়া, মুটে—বিঃ মোট বহনকারী।
মুঠ—বিঃ মুষ্টি ; হাতল বা বাঁট ; মুঠো, মুঠিতে ধরে এমন পরিমাণ।
মুঠা, মুঠি, মুঠো—(১) বিঃ অঙ্গুলিবদ্ধ হাত, মুষ্টি ; কবল, আয়ত্তি ; হাতল। (২) বিণঃ মুষ্টি বা মুঠির পরিমিত।
মুড়কি, মুড়কী—বিঃ গুড় বা চিনির রসে মাখা খই।
মুড়মুড়—অব্যঃ হালকা বা মৃদু মড়মড় শব্দ। বিণঃ মুড়মুড়ে—মড়মড় করে এমন।
মুড়া¹—বিঃ মাথা, মুণ্ড ; অগ্রভাগ, প্রান্ত।
মুড়া²—বিণঃ মুণ্ডিত, নেড়া ; অগ্রভাগ কয় পাইয়াছে এমন (মুড়ো ঝাঁটা) ; নির্জল (মুড়ো মাখন)।
মুড়ান—(১) ক্রিঃ ভাঁজ করা ; মণ্ডিত করা, আবৃত করা। (২) বিণঃ ভাঁজ

মুড়ান, মুড়ানো, মোড়ান, মোড়ানো—(১) ক্রিঃ মুণ্ডন করা বা করানো, নেড়া করা বা করানো ; ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলা বা ফেলানো। (২) বিঃ বিণঃ মুণ্ডিত, নেড়া ; ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে এমন।
মুড়ি¹—বি. মাথা, মুণ্ড। বিঃ -ঘণ্ট—মাছের মাথার ব্যঞ্জনবিশেষ।
মুড়ি²—বিঃ প্রান্তভাগ, কিনারা ; আবরণ, ঢাকনা ; আবৃতকরণ।
মুড়ি³—বিঃ হালকা ভাজা চাউল, তপ্ত বালিতে ভাজা চাউলের হালকা খাদ্য।
মুড়ো—মুড়া¹ ও মুড়া²-এর রূপভেদ।
মুণ্ড—বিঃ মাথা, মস্তক, শির। মুণ্ড ঘুরে যাওয়া—হতবুদ্ধি হইয়া পড়া, ঘাবড়াইয়া যাওয়া বা পড়া। বিঃ -চ্ছেদ, -চ্ছেদন—মাথা কাটা, শিরশ্ছেদ। বিঃ -পাত—অতিশয় নিন্দা বা তিরস্কার। বিঃ -মালা—কাটা মাথার মালা। বিণঃ -মালী—যে কাটা মাথার মালা পরে। -মালিনী—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মুণ্ডমালাধারিণী। (২) বিঃ কালিকাদেবী।
মুণ্ডন—বিঃ নেড়াকরণ, চুল চাঁচিয়া কর্তন।
মুণ্ডি—বিঃ ছোট মণ্ডা বা মিঠাইবিশেষ।
মুণ্ডিত—বিণঃ মুণ্ডন করা হইয়াছে এমন, নেড়া। বিণঃ -কেশ, -মস্তক—যাহার মাথা মুড়ানো হইয়াছে এমন।
মুণ্ডু—মুণ্ড-র কথ্যরূপ।
মুত—বিঃ (গ্রাম্য ও কথ্য) মূত্র, প্রস্রাব।
মুতফরাক্কা—বিণঃ ছোটখাট, নগণ্য ; বিবিধ, পাঁচমিশালী।

মুজাবেক—মোজাবেক-এর রূপভেদ।
মুৎসুদ্দী—বিঃ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; প্রতিনিধি; প্রধান কেরাণী।
মুথা, মুথো—বিঃ সুগন্ধ মূলবিশিষ্ট ঘাসবিশেষ।
মুদা—ক্রিঃ বোজা, নিমীলিত করা। বিণঃ মুদিত¹—নিমীলিত বা বোজা আছে এমন (মুদিত নয়ন)।
মুদারা—বিঃ সঙ্গীতের তিনটি স্বরগ্রামের দ্বিতীয়টি।
মুদি, মুদী—বিঃ চাল ডাল নুন তেল ইত্যাদির বিক্রেতা। বিঃ -খানা—মুদির দোকান।
মুদিত¹—মুদা দ্রষ্টব্য।
মুদিত²—বিণঃ আহ্লাদিত, হৃষ্ট।
মুদ্গ—বিঃ মুগ ডাল।
মুদ্গর—বিঃ মুগুর, গদা।
মুদ্দই—বিঃ শত্রু, বিপক্ষ; বাদী, ফরিয়াদী, অভিযোগকারী।
মুদ্দত, মুদ্দৎ—বিঃ নির্দিষ্ট সময়, নির্ধারিত সময়, মেয়াদ। বিণঃ মুদ্দতী—নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, মেয়াদী।
মুদ্দাফরাশ, মুদ্দোফরাশ, মুদ্দাফরাস, মুদ্দোফরাস—বিঃ শবদাহকারী ডোম।
মুদ্রণ—বিঃ ছাপাই বা ছাপানোর কাজ; মুদ্রিতকরণ; নিমীলন।
মুদ্রা—বিঃ টাকা পয়সা ইত্যাদি; সীলমোহর; দেবপূজায় বা নৃত্যে অঙ্গুলিবিন্যাসবিশেষ; হাত মুখ ইত্যাদির ভঙ্গী (মুদ্রাদোষ); পঞ্চ ম-কারের একটি, মদের চাট। বিঃ -কর—ছাপাখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মী। বিঃ -কর প্রমাদ—ছাপার ভুল। বিঃ -ক্ষর—ছাপাইবার হরফ। বিঃ -অঙ্কন—ছাপের দ্বারা চিহ্নিতকরণ, মুদ্রণ, সীলমোহরকরণ। বিণঃ -অঙ্কিত—মুদ্রাঙ্কন বা ছাপানো হইয়াছে এমন। বিঃ -দোষ—একই প্রকার অঙ্গভঙ্গী বা বাচনভঙ্গী ইত্যাদির ব্যক্তিগত বদভ্যাস। বিঃ -বিজ্ঞান—ধনবিজ্ঞান, অর্থনীতির শাখাবিশেষ। বিঃ -যন্ত্র—ছাপার কল, মুদ্রণ যন্ত্র।
মুদ্রাশঙ্খ—বিঃ এক রকম খনিজ সীসক ভস্ম।
মুদ্রিত—বিণঃ ছাপা, মুদ্রাঙ্কিত; মুদিত, নিমীলিত।
মুনকা—মুনাফা-র রূপভেদ।
মুন্শী—বিঃ কেরাণী, লেখক; উর্দু-ভাষার শিক্ষক; পণ্ডিত, বিদ্বান্। বিঃ -গিরি—মুন্শীর কাজ বা পেশা। বিঃ -আনা—পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, নৈপুণ্য। বিঃ খাসমুন্শী—ব্যক্তিগত কেরাণী, প্রাইভেট সেক্রেটারী।
মুন্সেফ—বিঃ নিম্ন দেওয়ানী আদালতের বিচারক। বিঃ মুন্সেফি—মুন্সেফের কাজ বা পদ। বিণঃ মুন্সেফী—মুন্সেফ-সংক্রান্ত, মুন্সেফের এলাকাভুক্ত।
মুনাফা—বিঃ লাভ, লভ্যাংশ। বিঃ -খোর, -বাজ—যে অতিরিক্ত লাভ করিতে চায় বা করে।
মুনাসিব—বিণঃ মনোমত, পছন্দসই; যোগ্য।
মুনি—বিঃ ঋষি, তপস্বী, যোগী।
মুনিব—মনিব-এর রূপভেদ।
মুনিয়া—বিঃ নানা রঙের সুন্দর এক রকম ছোট পাখী।
মুনীল—বিণঃ দানশীল, উদার।
মুন্সী—মুন্শী-র বানানভেদ।
মুন্সেফ—মুন্সেফ-এর বানানভেদ।
মুফৎ, মুফত—অব্যঃ বিনামূল্যে, মাগনা।

মুফতি—বিঃ মুসলমান আইন ব্যাখ্যাতা বা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাপক।
মুমুক্ষা—বিঃ মুক্তিলাভের ইচ্ছা, মোক্ষ-লাভের আকাঙ্ক্ষা। বিণঃ মুমুক্ষু—মোক্ষ লাভ করিতে চায় এমন।
মুমূর্ষু—বিণঃ মরিতে বসিয়াছে এমন, মরণাপন্ন। বিঃ মুমূর্ষা—মরিবার ইচ্ছা।
মুয়াজ্জিন, মুয়াজ্জিম—বিঃ নামাজের আজান দাতা, নামাজের সময় মসজিদের মিনার হইতে যিনি উচ্চৈঃ-স্বরে আল্লাহ্‌র নাম ঘোষণা করেন।
মুরগি, মুর্গি—বিঃ কুক্কুট, কুঁকড়া। (স্ত্রী)ঃ মুরগী, মুর্গী।
মুরছা—(১) বিঃ মূর্ছা-র কোমল-রূপ। (২) ক্রিঃ (কাব্যে) মূর্ছা যাওয়া। বিণঃ মুরছিত—(কাব্যে) মূর্ছিত।
মুরজ—বিঃ মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ।
মুরজা—বিঃ কুবের-পত্নী।
মুরতি—মূর্তি-র কোমলরূপ।
মুরদ, মুরাদ—বিঃ সামর্থ্য, শক্তি, পৌরুষ।
মুরব্বি, মুরুব্বী—বিঃ অভিভাবক; সহায়ক, পৃষ্ঠপোষক। বিঃ -য়ানা—(ব্যঙ্গে) মুরব্বীর মত আচরণ বা কথাবার্তা।
মুরলী—বিঃ বাঁশী। বিঃ -ধর—শ্রীকৃষ্ণ।
মুরারি—বিঃ মুর নামক দৈত্যের বিনাশ কর্তা, শ্রীকৃষ্ণ।
মুরি—বিঃ নর্দমা, জল নিকাশের পথ।
মুরীদ—বিঃ শিষ্য, ভক্ত; মুসলমান তপস্বী।
মুর্দা—বিঃ মৃতদেহ, শব। বিঃ -ফরাশ, -ফরাস—শবদাহকারী; ডোম।
মুল—বিঃ (কাব্যে) দাম, মূল্য।
মুলতবি, মুলতবী, মুলতুবী—বিণঃ সাময়িকভাবে বন্ধ, স্থগিত।
মুলতান—বিঃ সঙ্গীতের রাগিণী-বিশেষ; পশ্চিম পাঞ্জাবের একটি জেলা ও শহর। বিণঃ মুলতানী—মুলতানে জাত; মুলতান-সংক্রান্ত।
মুলা, মুলো—বিঃ কন্দবিশেষ, মূল-জাতীয় সব্‌জি।
মুলাকাত, মোলাকাত—বিঃ সাক্ষাৎ, ভেট।
মুলান, মুলানো—ক্রিঃ মূল্য নির্ণয় করা, দরদাম করা।
মুলুক, মুল্লুক—বিঃ দেশ, অঞ্চল।
মুশকিল—বিঃ বিপদ, বাধা, সঙ্কট, অসুবিধা। বিঃ -আসান—বিপদ হইতে মুক্তি; যে বিপদ হইতে মুক্ত করে, বিপদবারণ।
মুষল, মুষল—বিঃ মুদ্গর, ঢেঁকির মোনা, উদূখলের পেষণ-দণ্ড। বিঃ -ধার, -ধারা—মোটা অবিরাম ধারা।
মুষড়ান, মুষড়ানো, মুষড়ন, মুষড়নো—(১) ক্রিঃ নিরুৎসাহ বা বিমর্ষ হওয়া, দমিয়া যাওয়া। (২) বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।
মুষা, মুষো—বিঃ সোনা ইত্যাদি ধাতু গলাইবার ছোট পাত্র, মুচি।
মুষ্ক—বিঃ অণ্ডকোষ।
মুষ্টামুষ্টি—বিঃ মুষ্টিযুদ্ধ, কিলাকিলি; মুষ্টিযুদ্ধ।
মুষ্টি—(১) বিঃ মুঠা, মুঠি, আঙুল গুটানো হাত; হাতল, মুঠ; ঘুষি; কিল। (২) বিণঃ মুঠের মধ্যে ধরে এমন, মুঠা-পরিমিত, মুঠাভরা। বিণঃ -বদ্ধ—মুঠা করা হইয়াছে এমন। বিঃ -ভিক্ষা—ঘরে ঘরে এক এক মুঠা চাউল ইত্যাদি সংগ্রহ বা ভিক্ষা। বিণঃ

-মাত্র—অতি সামান্য, এক মুঠি মাত্র। বিঃ -যুদ্ধ—মুষ্ট্যাঘাতের লড়াই। বিঃ -যোগ—টোটকা ঔষধ। বিঃ মুষ্ট্যাঘাত—কিল, ঘুষি; মুষ্টির দ্বারা আঘাত।

মুসলমান, মুসলিম—(১) বিঃ হজরত মোহম্মদ প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়, সমাজ বা ব্যক্তি। (২) বিণঃ হজরত মোহম্মদ প্রবর্তিত ধর্ম-সংক্রান্ত। বিঃ মুসলমানি—মুসলমান ধর্ম অনুযায়ী আচার আচরণ। মুসলমানী—(১) বিণঃ মুসলমান ধর্মসংক্রান্ত। (২) বিঃ (স্ত্রী)ঃ মুসলমান নারী।

মুসম্মৎ—বিঃ মুসলমান মহিলাদিগের সম্বন্ধে ব্যবহৃত শ্রীমতী, শ্রীযুক্তা।

মুসা—বিঃ ইহুদী জাতির নেতা, ধর্ম বিধানদাতা।

মুসাফির—বিঃ পথিক ; পর্যটক, ভ্রমণকারী। বিঃ -খানা—পান্থশালা, ধর্মশালা, সরাই।

মুসাবিদা—বিঃ খসড়া, পাণ্ডুলিপি।

মুহম্মদ—মোহম্মদ-এর রূপভেদ।

মুহরি—বিঃ নর্দমা, জলনালী ; নর্দমার উপরের ঝাঁঝরি ; পায়জামার পায়ের বা জামার হাতার ঘের ; পেঁচের মুখে আঁটিবার ধাতুখণ্ড।

মুহুরী—বিঃ এক শ্রেণীর কেরাণী। বিঃ -গিরি—মুহুরীর কাজ, কেরাণীগিরি।

সদাঃ। অব্যঃ মুহুর্মুহু—বারম্বার, মুহুঃ—অব্যঃ পুনরায়, বারম্বার, পুনঃপুনঃ, ঘন ঘন।

মুহূর্ত—বিঃ অত্যল্পকাল, সামান্য ক্ষণ ; দিবারাত্রের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ, ৪৮ মিনিট। বিঃ বিণঃ বা ক্রি-বিণঃ মুহূর্তেক—এক মুহূর্ত।

মুহ্যমান—বিণঃ কাতর ; বিহ্বল, মোহগ্রস্ত, অভিভূত, আচ্ছন্ন।

মূক—বিণঃ বোবা, বাক্‌শক্তিহীন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মূকা। বিঃ -তা।

মূঢ়—বিণঃ মোহাচ্ছন্ন, জড় ; নির্বোধ, অজ্ঞান। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মূঢ়া। বিঃ -তা।

মূত্র—বিঃ প্রস্রাব, মুত। বিঃ -কৃচ্ছ্র—প্রস্রাবের সময় কষ্ট হয় এমন রোগ। বিঃ -রোধ—মূত্রের সহিত রেতঃক্ষরণ। বিঃ -নালী—মূত্রাশয় হইতে মূত্র নির্গমের পথ। বিঃ মূত্রাশয়—পেটের মধ্যে যেখানে মূত্র থাকে ; বস্তি।

মূরতি—মুরতি-র বানানভেদ।

মূর্খ—বিণঃ বোকা, নির্বোধ ; অশিক্ষিত, বিদ্যাহীন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মূর্খা। বিঃ -তা।

মূর্ছনা—বিঃ সঙ্গীতে স্বরগ্রামের ওঠানামার ক্রম ; সুরের সুমধুর কম্পনবিশেষ ; প্রতিধ্বনন ; ঔষধের সংস্কারবিশেষ।

মূর্ছা—বিঃ চৈতন্যলোপ, সংজ্ঞাহীনতা। বিঃ -ভঙ্গ—চৈতন্যপ্রাপ্তি, সংজ্ঞালাভ। বিণঃ মূর্ছিত—অচেতন, সংজ্ঞা লোপ পাইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মূর্ছিতা।

মূর্ত—বিণঃ মূর্তিযুক্ত ; রূপপ্রাপ্ত ; সাকার ; মূর্তিমান ; স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ।

মূর্তি—বিঃ আকৃতি, দেহ, চেহারা, আকার ; প্রতিমা। বিঃ -পরিগ্রহ—মূর্তিধারণ। বিঃ -পূজা—প্রতিমাপূজা। বিণঃ -মন্ত, -মান্—সাকার, মূর্ত, মূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছে এমন ; স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -মতী।

মূর্ধন্য—(১) বিণঃ মস্তক-সংক্রান্ত ; মস্তক হইতে উৎপন্ন ; জিহ্বার দ্বারা মূর্ধা বা তালু স্পর্শ করিয়া উচ্চারণ করিতে হয় এমন (বর্ণ)। (২) বিঃ উক্তরূপে উচ্চার্য বর্ণ।

মূর্ধা—বিঃ মস্তক।

মূর্বা, মূর্বী—বিঃ একরকম গুল্ম যাহার ছালে ধনুকের ছিলা তৈয়ারি হয়।

মূল১—(১) বিঃ শিকড়, গোড়া ; আলু, মূলা, কচু প্রভৃতি কন্দ-জাতীয় উদ্ভিদ ; আদিকারণ, উৎপত্তির কারণ ; পুঁজি, মূলধন ; ভিত্তি ; সন্ধিস্থল (বাহুমূল)। (২) বিণঃ আদ্য, প্রথম ; প্রধান ; আসল (মূলধন)। বিঃ -ক—কন্দ-বিশেষ, মূলা। বিঃ -কারণ—আদি, প্রথম বা প্রধান হেতু। বিণঃ -গত—মৌলিক, অবিচ্ছেদ্য। বিঃ -গায়েন—প্রধান গায়ক। বিঃ -চ্ছেদ, -চ্ছেদন—সমূলে বিনাশ মূল বা শিকড় বা গোড়া কাটিয়া ধ্বংসকরণ। বিঃ -তত্ত্ব—আসল তত্ত্ব, বীজ-স্বরূপ। বিঃ -ধন—ব্যবসায় ইত্যাদিতে খাটাইবার জন্য পুঁজি। বিঃ -নীতি—প্রধান নীতি, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া কাজ করা হয়। বিঃ -প্রকৃতি—আদ্যাশক্তি। বিঃ -মন্ত্র—প্রধান সংকল্প ; বীজমন্ত্র। বিঃ -সূত্র—আদি কারণ, উৎস। বিঃ মূলাধার—মূল কারণ ; গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যবর্তী দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান। মূলী—(১) বিণঃ মূলযুক্ত, শিকড়ওয়ালা। (২) বিঃ বৃক্ষ। বিণঃ মূলীভূত—আদি কারণে পরিণত, আদি কারণস্বরূপ।

মূল২—মূল্য দ্রষ্টব্য।

মূলক—'মূল' বা 'ইহা হইতে উৎপন্ন' অর্থে অন্য শব্দের সহিত উত্তরপদ-রূপে যুক্ত হয় (হিংসা-মূলক, বিদ্বেষ-মূলক) ; যাহার মূল বা ভিত্তি আছে।

মূলতঃ—ক্রি-বিণঃ প্রকৃতপক্ষে, বস্তুত।

মূলা১—মুলা-র বানানভেদ।

মূলা২—বিঃ নক্ষত্রবিশেষের নাম।

মূলে—ক্রি-বিণঃ আদিতে, গোড়ায়।

মূলোচ্ছেদন, মূলোৎপাটন—বিঃ সম্পূর্ণ বিনাশ, গোড়া শুদ্ধ তুলিয়া ফেলন, শিকড় সমেত উপড়াইয়া ফেলন।

মূল্য—বিঃ দাম, দর। বিণঃ -বান্—যাহার মূল্য খুব বেশী, দামী ; বহুমূল্য। বিণঃ -হীন—তুচ্ছ, অসার। বিঃ মূল্যাবধারণ—মূল্য নির্ধারণ। বিঃ মূল্যায়ন—দাম স্থিরকরণ।

মূষিক—বিঃ ইঁদুর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ মূষিকা।

মৃগ—বিঃ হরিণ ; পশু। বিঃ (স্ত্রী)ঃ মৃগী—হরিণী ; স্ত্রী পশু ; অপস্মার, একপ্রকার মূর্ছারোগ। বিঃ -চর্ম—হরিণের চামড়া ; পশুচর্ম। বিঃ -তৃষা, -তৃষ্ণা, -তৃষ্ণিকা—মরু-ভূমিতে উত্তপ্ত বালুকারাশি দেখিয়া জলভ্রম, মরীচিকা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -নয়না, -নেত্রা, -লোচনা, মৃগাক্ষী—হরিণের মত সুন্দর চোখ আছে এমন। বিঃ -নাভি, -মদ—কস্তুরী। বিঃ -য়া—শিকার ; বন্য পশুপাখী হনন। বিঃ -রাজ, মৃগেন্দ্র—পশুরাজ ; সিংহ। বিঃ -লাঞ্ছন—চন্দ্র, মৃগাঙ্ক। বিঃ -শিরা, -শিরাঃ, -শীর্ষ—নক্ষত্র-বিশেষ।

মৃগাঙ্ক—বিঃ মৃগচিহ্নিত যিনি বা যাহা ; চন্দ্র, চাঁদ। বিঃ -শেখর—শিব, চন্দ্রচূড়।

মৃগেল—বিঃ বড় মাছবিশেষ, মিরগেল।

মৃণাল—বিঃ পদ্মের নাল বা ডাঁটা ; পদ্মের সাদা কোমল পত্রাঙ্কুর বা ভক্ষণীয় কন্দ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ মৃণালিনী—পদ্মের ঝাড় ; পদ্মিনী ; পদ্ম।

মৃৎ—বিঃ মাটি ; 'মৃত্তিকা' অর্থে অন্য শব্দের পূর্বে যুক্ত হয় (মৃৎপাত্র)। বিঃ -পাত্র—মাটির তৈয়ারি পাত্র বা বাসন। বিঃ -ভাণ্ড—মাটির ভাঁড়। বিঃ -শিল্প—মাটির দ্বারা মূর্তি এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি তৈয়ারি করার শিল্প।

মৃত—বিণঃ মরিয়াছে এমন, প্রাণহীন। বিঃ -ক—আত্মীয় বা জ্ঞাতি প্রভৃতির মরণজনিত অশৌচ ; শব। বিণঃ -কল্প, -প্রায়—মুমূর্ষু, মরণাপন্ন, মরমর। বিণঃ -দার—বিপত্নীক, যাহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বৎসা—যাহার সন্তান হইয়া বাঁচে না এমন। বিঃ -সঞ্জীবনী—যাহা দ্বারা মৃতকে পুনরায় জীবিত করিতে পারা যায় এমন বস্তু। বিণঃ মৃতাপত্যা—মৃতবৎসা। বিঃ মৃতাশৌচ—মরণাশৌচ (আত্মীয় বা জ্ঞাতির মৃত্যুতে)।

মৃত্তিকা—বিঃ মাটি, ভূমি, ধরাতল।

মৃত্যু—বিঃ মরণ, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ; প্রাণ ত্যাগ ; যম। -ঞ্জয়—(১) বিঃ শিব। (২) বিণঃ যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, মরণজয়ী। বিঃ -যোগ—[illegible] জাতকের মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। বিঃ -শয়ন—শেষ শয্যা, যে বিছানায় শায়িত অবস্থায় মৃত্যু হয়, মুমূর্ষু ব্যক্তির শয্যা।

মৃদঙ্গ—বিঃ মাটির খোলের দুই দিকে চামড়া দিয়া ঢাকা বাদ্য যন্ত্র ; খোল, পাখোয়াজ, মুরজ। বিণঃ মৃদঙ্গী—মৃদঙ্গ বাদক।

মৃদু—বিণঃ কোমল, নরম, অনুচ্চ (মৃদুকণ্ঠ) ; জোরে নহে এমন; অল্প, হাল্কা ; ধীর, দ্রুত নহে এমন (মৃদুগতি) ; উগ্র বা তীব্র নহে এমন (মৃদু গন্ধ) ; শান্ত (মৃদু স্বভাব)। বিঃ -তা। বিঃ -গতি— ধীরগতি। -গমনা—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ধীরে চলে এমন। (২) বিঃ মৃদুগামিনী নারী। বিঃ -জল—লবণ ক্ষার ইত্যাদির ভাগ কম এমন জল। -মন্দ—(১) বিণঃ ধীর ; কোমল ও মধুর। (২) ক্রি-বিণঃ ধীরে ধীরে। বিণঃ -ল—কোমল, নরম। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -লা।

মৃন্ময়—বিণঃ মাটির তৈয়ারি, মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মৃন্ময়ী।

মৃষ্ট—বিণঃ মার্জিত, শোধিত।

মে—বিঃ ইংরেজী বৎসরের পঞ্চম মাস।

মেইল—মেল° দ্রষ্টব্য।

মেও—অব্যঃ বিড়ালের ডাক। ক্রিঃ মেও ধরা—কাজের দায়িত্ব বা ঝুঁকি লওয়া।

মেওয়া—বিঃ আঙুর, বেদানা, পেস্তা ইত্যাদি ফল ; ফল। সবুরে মেওয়া ফলে—ধৈর্যে কার্যের সাফল্য আসে।

মেকি, মেকী—বিণঃ জাল, কৃত্রিম, নকল।

**মেকুর**—বিঃ বিড়াল।

**মেখলা**—বিঃ কোমরে পরিবার গহনা; কোমরের তাগা; তরবারি খড়্গ ইত্যাদি ঝুলাইবার উপযোগী কোমরবন্ধ।

**মেঘ**—বিঃ আকাশে সঞ্চরণশীল বাষ্পরাশি; জলধর, জলদ, নীরদ; সঙ্গীতের রাগবিশেষ। ক্রিঃ -করা, -ধরানো, -জমা—আকাশে মেঘ সঞ্চিত বা পুঞ্জীভূত হওয়া। ক্রিঃ -ডাকা—মেঘগর্জন হওয়া। বিঃ -গর্জন—বজ্রনাদ, মেঘ ঘর্ষণের আওয়াজ। বিঃ -চিন্তক, -জীবন—চাতকপক্ষী। বিণঃ -জ—মেঘ হইতে উৎপন্ন। বিঃ -জাল—মেঘসমূহ, রাশি রাশি মেঘ। বিঃ -ডম্বর—মেঘের আড়ম্বর, মেঘের ঘনঘটা। বিঃ -নাদ—মেঘের গর্জন, রাবণপুত্র, ইন্দ্রজিৎ। বিঃ -নাদজিৎ—লক্ষ্মণ। বিঃ -নির্ঘোষ—মেঘধ্বনি। বিঃ -বর্ত্ম—আকাশ। বিঃ -বহ্নি—বজ্রাগ্নি। বিঃ -বাহন—ইন্দ্র। বিণঃ -মণ্ডিত—মেঘশোভিত। বিঃ -মন্দ্র—মেঘের গম্ভীর ধ্বনি। বিঃ -মল্লার—সঙ্গীতের রাগবিশেষ। বিণঃ -মেদুর—মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে স্নিগ্ধ। বিণঃ -লা—মেঘাচ্ছন্ন। বিঃ মেঘাগম—বর্ষাকাল, মেঘের আগমন হয় যে সময়ে। বিঃ মেঘাগ্নি—বিদ্যুৎ, বিজলি। বিণঃ মেঘাচ্ছন্ন, মেঘাবৃত—মেঘে ঢাকা। বিঃ মেঘাত্যয়, মেঘান্ত—শরৎকাল। বিঃ মেঘাস্থি—করকা, মেঘের অস্থি।

**মেচলা**—(১) বিঃ তামাকে গুড় মাখিবার মাটির থালা। (২) বিণঃ কুটিল, কুচক্রী।

**মেচেতা, মেছেতা**—বিঃ অজীর্ণ ও অন্য রোগে জাত মুখে কৃষ্ণবর্ণতা রোগবিশেষ।

**মেছুয়া, মেছো**—(১) বিঃ জেলে, মৎস্যজীবী। (২) বিণঃ মৎস্যসম্বন্ধীয়, মাছের মত, মাছখেকো।

**মেজ**[1]—বিঃ টেবিল।

**মেজ**[2]—বিণঃ মধ্যম, মাঝের, দ্বিতীয় (মেজদাদা)।

**মেজমেজ, ম্যাজম্যাজ**—অব্যঃ ঈষৎ আলস্যের ভাব, অসুস্থতার ভাব প্রকাশক। বিণঃ মেজমেজে—ঈষৎ অসুস্থ।

**মেজাজ**—বিঃ স্বভাব. মনের অবস্থা. তবিয়ৎ। বিণঃ মেজাজী—দাম্ভিক, মেজাজবিশিষ্ট।

**মেজে, মেঝে**—বিঃ গৃহতল, ঘরের নিম্নতল।

**মেট**—বিঃ সহকারী, সহযোগী, সর্দার, প্রধান. সর্দার-কয়েদী।

**মেটা, মিটা**—(১) ক্রিঃ সম্পন্ন হওয়া. শেষ হওয়া, চুকিয়া যাওয়া। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। ক্রিঃ -ন, -নো, মিটন, মিটনো—চুকানো. নিষ্পন্ন করা, মীমাংসা করা, তৃপ্ত করা।

**মেটুলি, মেটুলী, মেটে**[1]—বিঃ পশুর যকৃৎ।

**মেটে**[2]—বিণঃ মৃত্তিকানির্মিত. মৃন্ময়, মাটির।

**মেঠাই**—বিঃ মিঠাই, মিষ্টান্ন, মিষ্টি, সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতি খাবার।

**মেঠো**— বিণঃ মাঠজাত, মাঠের।

**মেড়া**—বিঃ লড়াই-পটু ভেড়া, মেষ; (ব্যঙ্গে) মূর্খ ব্যক্তি।

**মেড়ো, মেড়ুয়া**—বিঃ (অবজ্ঞায়) মাড়োয়ারী বা হিন্দুস্থানী।

মেডেল—বিঃ পদক, সম্মানের নির্দেশক ধাতু-নির্মিত অলঙ্কার।
মেঢ্র—বিঃ পুরুষের লিঙ্গ, উপস্থ, শিশ্ন ; মেষ, ভেড়া।
মেথর—বিঃ ঝাড়ুদার, মলমূত্র আবর্জনা পরিষ্কারক অন্ত্যজ জাতিবিশেষ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ মেথরানী।
মেথি—বিঃ রাঁধিবার মসলা, ফোড়নের মসলারূপে ব্যবহৃত গন্ধবীজ। বিঃ মেথিকা—মেথি নামক গন্ধবীজ।
মেদ—বিঃ চর্বি, বসা।
মেদা—বিণঃ জড়বুদ্ধি, নির্বোধ ; নিস্তেজ, নির্জীব, অকর্মণ্য, মেয়েদের মত নিস্তেজ ; পৌরুষহীন। বিণঃ -মারা—মাদী-মার্কা, পুরুষাকারহীন।
মেদি—মেহেদি-র কথ্যরূপ।
মেদিত—বিণঃ স্নিগ্ধ।
মেদিনী—বিঃ (স্ত্রী)ঃ পৃথিবী, ধরা।
মেদী—বিঃ (স্ত্রী)ঃ মাদী, স্ত্রী-জাতীয়া।
মেদুর—বিণঃ স্নিগ্ধ ; কোমল, শ্যামবর্ণ ; চিক্কণ। বিণঃ মেঘ-মেদুর—সজলমেঘের শ্যামছায়ায় স্নিগ্ধ এমন।
মেধ—বিঃ যজ্ঞ, যাগ (নরমেধ, অশ্বমেধ)। বিণঃ মেধ্য—যজ্ঞের উপযুক্ত।
মেধা—বিঃ বুদ্ধি, ধীশক্তি, বোধশক্তি ; স্মৃতিশক্তি। বিণঃ মেধাবী—ধীমান, বুদ্ধিমান। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মেধাবিনী।
মেনকা—বিঃ হিমালয় পত্নী ও গৌরী-জননী ; স্বর্গের অপ্সরাবিশেষ।
মেনা১—(১) বিঃ (স্ত্রী)ঃ হিমালয়-পত্নী, মেনকা। (২) বিণঃ শৃঙ্গহীন, খর্বশৃঙ্গ।
মেনা২—বিঃ মাই, স্তন।
মেনি, মেনী—বিঃ বিড়ালীর আদরের নাম। বিণঃ -মুখো—লাজুক।
মেনে—অব্যঃ তথাপি তবু কিন্তু প্রভৃতি অর্থসূচক কথার মাত্রা-বিশেষ।
মেন্দী—বিঃ মেহেদি গাছ।
মেম, মেমসাহেব—বিঃ ইউরোপীয় নারী ; অভিজাত পরিবারের কর্ত্রীকে গৃহভৃত্যের সম্বোধন।
মেম্বর, মেম্বার—বিঃ সদস্য, সভ্য।
মেয়—বিণঃ পরিমাণ করিবার যোগ্য, অনুমেয়।
মেয়াদ—বিঃ সময়, কাল ; নির্দিষ্টকাল।
মেয়ে—(১) বিঃ কন্যা, দুহিতা, নারী। (২) বিণঃ স্ত্রীজাতীয়া। বিঃ -মানুষ—বিঃ নারী, স্ত্রীলোক। বিণঃ -লী—নারীসুলভ, কেবল মেয়েদের পক্ষে সাজে এরূপ। বিঃ -লীপনা—নারীসুলভ হাবভাব বা চালচলন।
মেরজাই—বিঃ ফতুয়াজাতীয় জামা-বিশেষ।
মেরাপ—বিঃ অস্থায়ী মণ্ডপ ; আচ্ছাদন।
মেরামত—বিঃ শোধন, সারানো কাজ, জীর্ণ সংস্কার। বিঃ মেরামতি—মেরামতের কাজ। বিণঃ মেরামতী—মেরামত-সম্বন্ধীয়।
মেরু—বিঃ পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত ; সুমেরু পর্বত ; জপমালার উপরিস্থিত প্রধান বীজ। বিঃ -দণ্ড—শিরদাঁড়া। বিণঃ -দণ্ডী—মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট। বিঃ -রেখা—পৃথিবীর কেন্দ্ররেখা।
মেল১—বিঃ মিলন ; লোকারণ্য ; জনতা।

মোকাবিলা—বিঃ সাক্ষাৎ-সামনা, মোকা-বিলা, মিলাইয়া, মীমাংসা, প্রতিযোগ।

মোকাম—বিঃ বাসস্থান, ঘর, বাড়ি, ব্যবসার বা কারবারের জায়গা।

মোকুব—মকুব-এর বানানভেদ।

মোক্তব—বিঃ মুসলমানী পাঠশালা।

মোক্তা১—বিণঃ মোটামুটি (মোক্তা হিসাব)।

মোক্তা২—বিণঃ মোচনকর্তা, ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতা।

মোক্তার—বিঃ ব্যবহারজীবী, উকিলের সহকারী-কর্মচারী। বিঃ -নামা—আমমোক্তার নিয়োগপত্র। বিঃ মোক্তারি—মোক্তারের বৃত্তি বা কাজ।

মোক্ষ—বিঃ ভববন্ধন হইতে মুক্তি; নির্বাণ, কৈবল্য; নিষ্কৃতি; মুক্তি; মৃত্যু। বিণঃ -দ—মোক্ষদায়ক। বিণঃ (স্ত্রী): -দা—মোক্ষদায়িনী। বিঃ -ধাম—কৈবল্যধাম। বিঃ -পদ—মোক্ষপ্রাপ্ত অবস্থা, মুক্ত ব্যক্তির অবস্থা। বিঃ -লাভ—মুক্তিপ্রাপ্তি।

মোক্ষণ—বিঃ ক্ষরণ (রক্তমোক্ষণ); মোচন, নিঃসারণ।

মোক্ষম—বিণঃ নির্ঘাত; কার্যকরী, শক্ত। মোক্ষম দাবাই—উপযুক্ত ঔষধ, কঠিন আঘাত।

মোগল—বিঃ মঙ্গোলিয়ার অধিবাসী তাতারজাতির শাখাবিশেষ। বিণঃ মোগলাই—মোগলসুলভ, মোগলদের মধ্যে প্রচলিত, মোগল-সম্বন্ধীয়। বিঃ মোগলাই পরাটা—ডিম-মাংসকুচি-পেঁয়াজ ইত্যাদি সহযোগে প্রস্তুত পরাটা।

মোচ—বিঃ কদলীবৃক্ষ; কদল্যাদির আবরণ, শিম্ব; মোচিং।

মোচক১—বিঃ কদলীবৃক্ষ।

মোচক২—বিণঃ মুক্তিদাতা, মোচনকারী।

মোচড়—বিঃ পাক। ক্রিঃ মোচড়ানো—পাক দেওয়া।

মোচন—বিঃ মুক্তিদান; মুক্তকরণ, মুক্তি।

মোচা—বিঃ কদলীফলের মঞ্জরী।

মোচিত—বিণঃ মোচন করা হইয়াছে এমন। বিণঃ মোচনীয়, মোচ্য—মোচনযোগ্য; মুক্তি পাওয়ার উপযুক্ত।

মোছা, মুছা—ক্রিঃ পোঁছা, বস্ত্রাদির দ্বারা ঘষিয়া পরিষ্কার করা।

মোজা—বিঃ সুতা রেশম পশম প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত পদাবরণ। বিঃ ফুলমোজা—হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা মোজা। বিঃ হাতমোজা—দস্তানা।

মোট১—বিণঃ সার, আসল, মোদ্দা।

মোট২—(১) বিঃ সমষ্টি। (২) বিণঃ সাকল্যে, সর্বসমেত। বিণঃ ক্রি-বিণঃ মোটামুটি—মোটের উপর, স্থূল-ভাবে। ক্রি-বিণঃ মোটে—আদৌ, সাকল্যে। ক্রি-বিণঃ মোটেই—একেবারে, আদৌ।

মোট৩—বিঃ ভার, বোঝা, গাঁটরি। বিঃ -ঘাট—পোটলা-পুঁটলি।

মোটর—বিঃ অন্য যন্ত্র চালনাকারী বৈদ্যুতিক যন্ত্র। বিঃ -গাড়ি—হাওয়া-গাড়ি।

মোটা—বিণঃ মাংসল, মেদবহুল, স্থূল; পুরু; পীবর; ভোঁতা; বড়; অধিক; সাদাসিধা। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ মোটা হওয়া। (২) বিঃ মোটা হওন। বিণঃ -সোটা—হৃষ্টপুষ্ট।

মোড়—বিঃ বাঁক (পথের মোড়)।

মোড়ক—বিঃ আবরণ, খাম; মোড়া জিনিস, প্যাকেট, পুলিন্দা, পুরিয়া।

**মোড়ল**—বিঃ প্রধান ব্যক্তি, সর্দার, মাতব্বর প্রজা; পান্ডা। বিঃ **মোড়লি**—মোড়লের পদ, সর্দারি, কর্তৃত্ব।

**মোড়া¹**—বিঃ বেত দ্বারা নির্মিত টুল-জাতীয় আসনবিশেষ; বেতের চেয়ার বা চৌকি।

**মোড়া², মুড়া**—(১) ক্রিঃ আবৃত বা বেষ্টিত করা, জড়ানো; ভাঁজ করা, সঙ্কুচিত করা; মোচড়ানো, বাঁকানো; পাকানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **-মুড়ি**—বারংবার দেহে পাক দেওন, মোচড়ামুচড়ি।

**মোড়া³, মুড়া**—ক্রিঃ মুড়া করা, নেড়া করা।

**মোতা, মুতা**—(১) ক্রিঃ প্রস্রাব করা। (২) বিঃ উক্ত অর্থে। ক্রিঃ **-ন, -নো**—প্রস্রাব করানো।

**মোতাবেক**—(১) ক্রি-বিণঃ অনুসারে, অনুযায়ী। (২) বিণঃ মিলযুক্ত।

**মোতায়েন**—বিণঃ নিযুক্ত, রত; নিয়োজিত; লাগানো; স্থিরীকৃত।

**মোতি**—বিঃ মুক্তা, মৌক্তিক। বিণঃ **মোতিয়া**—মুক্তা নির্মিত।

**মোতিচুর**—মতিচুর-এর ভিন্নরূপ।

**মোতিয়া**—বিঃ বেলফুল।

**মোথা**—বিঃ মূল, গোড়া (কলাগাছের মোথা)।

**মোদ**—বিঃ হর্ষ, আনন্দ।

**মোদক**—(১) বিঃ মোয়া, লাড্ডু; ময়রা, হিন্দুজাতিবিশেষ। (২) বিণঃ আনন্দদায়ক, যাহা আনন্দের সঞ্চার করে। বিণঃ **মোদিত**—আমোদিত; আনন্দিত, প্রফুল্ল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **মোদিতা**।

**মোদী**—বিণঃ আনন্দদায়ক, হর্ষযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **মোদিনী**।

**মোদের**—সর্বঃ আমাদের, আমাদিগের।

**মোদ্দা**—অব্যয় কিন্তু; আসল, প্রকৃত, মোট।

**মোনা**—বিঃ ঢেঁকির অগ্রভাগের লোহ বলয়।

**মোম**—বিঃ মৌচাকের উপাদান, মধুখ; প্যারাফিন চর্বি প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত পদার্থ। বিঃ **-জামা, -ঢালা**—মোমের প্রলেপ দেওয়া বস্ত্র যাহা জলে ভিজে না। বিঃ **-বাতি**—প্যারাফিন চর্বি প্রভৃতিতে প্রস্তুত বাতি। **মোমের পুতুল**—মোম নির্মিত পুতুল; সামান্য পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়ে এমন ব্যক্তি।

**মোমিন**—বিঃ গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ।

**মোয়**—সর্বঃ (কাব্যে) আমায় বা অমাতে, আমাকে।

**মোয়াজ্জিন**—মুয়াজ্জিন-এর রূপভেদ।

**মোর**—সর্বঃ (কাব্যে) আমার।

**মোরগ**—বিঃ কুক্কুট। বিঃ (স্ত্রী)ঃ মুরগী, মুর্গী। বিঃ **-ফুল**—মোরগের ঝুঁটির ন্যায় রক্তবর্ণ ফুল।

**মোরব্বা**—বিঃ চিনির রসে পাক করা ফলমূল।

**মোরা**—সর্বঃ (কাব্যে) আমরা।

**মোরে**—সর্বঃ (কাব্যে) আমাকে।

**মোলাকাত**—মুলাকাত-এর রূপভেদ।

**মোলায়েম**—বিণঃ কোমল, নরম, মসৃণ।

**মোল্লা**—বিঃ মুসলমান পুরোহিত।

**মোষ**—মহিষ-এর কথ্যরূপ।

**মোসলেম**—বিঃ মুসলমান জাতি।

**মোসাহেব**—বিঃ তোষামুদে পার্শ্বচর, হীন অনুচর, চাটুকার, খোশামুদে। বিঃ **মোসাহেবি**—মোসাহেবের পেশা, চাটুকারিতা।

মোহ—বিঃ ষড়রিপুর অন্যতম; অজ্ঞানতা, অবিদ্যা; দুঃখ; মূর্খতা। বিঃ -ঘোর, -তিমির—মোহরূপ অন্ধকার; অজ্ঞানতাজনিত ভ্রান্তি। বিঃ -নিদ্রা—মোহরূপ নিদ্রা বা অচেতন অবস্থা। বিঃ -নিরসন—মোহনাশ। বিঃ -বন্ধ, -বন্ধন—মায়ার বাঁধন বা প্রভাব। বিঃ -মদ—অজ্ঞানতাজনিত দম্ভ। বিণঃ -মুগ্ধ—মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন, মায়ার বশীভূত।

মোহন—(১) বিঃ সম্মোহন, মুগ্ধকরণ, কামদেবের সম্মোহক বাণবিশেষ। (২) বিণঃ মুগ্ধকারী, চিত্তাকর্ষক, মনোহর। বিঃ -ভোগ—সুজি চিনি দুধ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত পায়স-বিশেষ। বিঃ -মালা—কনকনির্মিত হার। বিণঃ মোহনিয়া—মুগ্ধকর।

মোহনা—মোহানা-র রূপভেদ।

মোহন্ত—বিঃ মোহান্ত, মঠাধিকারী।

মোহর—বিঃ স্বর্ণমুদ্রা; সীল বা নামের ছাপ।

মোহা—ক্রিঃ মুগ্ধ বা মোহিত করা।

মোহানা—বিঃ নদীর যে অংশ সাগরে মিশিয়াছে।

মোহাম্মদ—বিঃ ইসলাম ধর্ম প্রবর্তকের নাম।

মোহাররম—বিঃ ইমাম হাসান ও হোসেনের মৃত্যু উপলক্ষে মুসলমান-দিগের পালনীয় শোক-পর্ববিশেষ।

মোহিত—বিণঃ মোহপ্রাপ্ত, আত্মহারা, মুগ্ধ, মুগ্ধ করা হইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মোহিতা।

মোহিনী—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মুগ্ধ-কারিণী, মনোহারিণী, পরমা সুন্দরী। (২) বিঃ (স্ত্রী)ঃ সমুদ্র মন্থনকালে অসুরদিগকে মোহিত করিবার নিমিত্ত নারায়ণ যে রূপ ধারণ করিয়াছিলেন; সম্মোহন বিদ্যা।

মোহী—বিণঃ মোহপ্রাপ্ত, মুগ্ধ।

মোহ্যমান—বিণঃ অভিভূত, কাতর; মোহপ্রাপ্ত।

মৌ—বিঃ মধু, মোম।

মৌক্তিক—বিঃ মুক্তা, মতি।

মৌখ—(১) বিণঃ মুখ-সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ অভক্ষ্য ভক্ষরূপ পাতক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ মৌখী।

মৌখরি—(১) বিণঃ মুখর-বংশে উৎপন্ন। (২) বিঃ প্রাচীন ভারতের রাজবংশবিশেষ।

মৌখিক—বিণঃ বাচনিক, কেবল কথায় প্রকাশ করা হয় কিন্তু আন্তরিক নহে এমন (মৌখিক ভালবাসা)।

মৌচাক—বিঃ মৌমাছির বাসা, মধুচক্র।

মৌজ—বিঃ নেশাগ্রস্ত অবস্থা, নেশার ঘোর।

মৌজা—বিঃ গ্রাম, তালুক, পরগণার বিভাগ।

মৌতাত—বিঃ নিয়ম মাফিক সময়ে মাদকদ্রব্য সেবনের বা নেশা করিবার প্রবল স্পৃহা; নিয়মিত সময়ে মাদক-দ্রব্য সেবন।

মৌলভী—বিঃ মুসলমান-মুনির সন্তান; গোত্রবিশেষ।

মৌন—বিঃ কথা না কহিয়া চুপ করিয়া থাকা, নীরবতা। বিঃ -ভঙ্গ—মৌন-ভাব ত্যাগ। বিঃ -ব্রত—বাক্যসংযম-ব্রত। বিণঃ মৌনী—মৌনাবলম্বী, নির্বাক, কথা বলা বন্ধ করিয়াছে এমন। বিঃ মৌনাবলম্বন—মৌনভাব ধারণ।

মৌমাছি—বিঃ মধু-মক্ষিকা।

# য

য১—বাঙলা ভাষার ষড়্‌বিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

য২—বিঃ যত (বাঁধন); পরিমাণ, দৈর্ঘ্য।

যই, যৈ—বিঃ একপ্রকার শস্য।

যক—বিঃ যক্ষ; কুবের; প্রোথিত ধন-রাশির সহিত উহার সমাহিত রক্ষক। যকের ধন—অতি কৃপণের ধনরাশি।

যকৃৎ—বিঃ পিত্তাশয়, মেটিয়া বা মেটে।

যক্ষ—বিঃ দেবযোনিবিশেষ; যক; অতিকৃপণ ব্যক্তি। বিঃ -পুরী—কুবেরের রাজধানী, অলকা। বিঃ -রাজ—ধনাদির অধিদেবতা কুবের।

যখনি, যখনি—যখনই-র কথ্য ও অপেক্ষাকৃত জোরসূচক রূপ।

যক্ষ্মা—বিঃ ক্ষয়রোগ।

যখন—ক্রি-বিণঃ যে সময়ে, যেহেতু। ক্রি-বিণঃ যখনি, যখনই—সেইমাত্র। বিণঃ যখনকার—যে সময়ের। ক্রি-বিণঃ যখন-তখন—সময়-অসময় বিচার না করিয়া; ঘনঘন; যেকোন সময়েই।

যদ্দ—সর্বঃ (কাব্যে) যাহার।

যজন—বিঃ পূজা, যজ্ঞকরণ। বিণঃ যজনীয়, যজ্য—যজনযোগ্য।

যজমান—বিঃ যজ্ঞকারক; যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ দিয়া পূজা করায়। বিঃ যজমানি—পৌরোহিত্য ব্যবসায়। বিণঃ যজমেনে, যজমানে—পৌরোহিত্যের ব্যবসায়ী।

যজান, যজানো—(১) ক্রিঃ পৌরোহিত্য করা, যাজন করা। (২) ক্রিঃ উক্ত অর্থে; বিণঃ যজানে—(অবজ্ঞায়) —পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ী।

যজুঃ, যজুর্বেদ—বিঃ যজ্ঞাদির বিধি-সম্বলিত গদ্যে রচিত বেদ। বিণঃ যজুর্বেদী—যজুর্বেদ জানে এমন; যজুর্বেদ অনুযায়ী অনুষ্ঠানাদি করে এমন। বিণঃ যজুর্বেদীয়—যজুর্বেদ-সম্বন্ধীয়।

যজ্ঞ—বিঃ দেবতাদের প্রীতিলাভের জন্য বৈদিক অনুষ্ঠান, যাগ; হোম; বিরাট অনুষ্ঠান। বিঃ -কর্তা—যাজক। বিঃ -কুণ্ড—হোমাগ্নি জ্বালিবার জন্য যজ্ঞস্থলে যে গর্ত করা হয়। বিঃ -ডুমুর—বড় ডুমুরবিশেষ। বিঃ -ধূম—হোমাগ্নির ধোঁয়া। বিঃ -পশু—যজ্ঞে বলি দিবার নিমিত্ত পশু; ছাগ; অশ্ব। বিঃ -পাত্র—যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় বাসনকোসন। বিঃ -ভূমি—যজ্ঞের উপযুক্ত ভূমি, যেখানে যজ্ঞ করা হয়। বিঃ -বেদী—যাগ করিবার নিমিত্ত মঞ্চাকার পরিষ্কৃত উচ্চ স্থান। বিঃ -সূত্র, যজ্ঞোপবীত—পৈতা। বিঃ যজ্ঞাংশভুক্—দেবতা। বিঃ যজ্ঞাগ্নি, যজ্ঞানল—হোমের আগুন। বিণঃ যজ্ঞীয়—যজ্ঞ-সম্বন্ধীয়।

যৎ—(১) বিণঃ সর্বঃ যে, যিনি, যাহা। (২) বিঃ সঙ্গীতের তালবিশেষ। ক্রি-বিণঃ -কালে—যথা সময়ে, যে সময়ে। বিণঃ -কিঞ্চিৎ, -সামান্য—যাহা কিছু; কিছু পরিমাণ, একটুমাত্র। বিণঃ -পরিমাণ—যে পরিমাণ, যতটা। বিণঃ -পরোনাস্তি—যাহার পর নাই, অত্যন্ত, অতিশয়।

যত—(১) বিণঃ নিয়মিত ; অনুষ্ঠিত ; সংহত। (২) বিঃ সংযম। (৩) সর্বঃ বিণঃ যৎপরিমিত ; যৎ সংখ্যক ; সকল। সর্বঃ বিণঃ ক্রি-বিণঃ -ই—যত কিছুই, যতগুলিই, যে পরিমাণেই। ক্রি-বিণঃ -কাল, -ক্ষণ, -দিন—যে সময় পর্যন্ত, যাবৎ, যে অবধি। সর্বঃ বিণঃ -কিছু—যাহা কিছু সব, যে পরিমাণ। সর্বঃ বিণঃ -গুলি—যে সংখ্যক, যে কয়টি। সর্বঃ বিণঃ -বার—যে কয়বার ; যে কয় দফা বা ক্ষেপ।

যতন—যত্ন-এর কোমলরূপ।

যতি¹—বিঃ তপস্বী, মুনি, ঋষি।

যতি²—বিঃ পাঠের মধ্যে মধ্যে শ্বাস গ্রহণের জন্য বিরাম স্থান। বিঃ -চিহ্ন—পাঠের মধ্যে কোথায় কোথায় থামিতে হইবে তাহার নির্দেশ-সঙ্কেত ; যথা—দাঁড়ি কমা ইত্যাদি।

যতি³—বিঃ বিধবা।

যতী—বিঃ তপস্বী, মুনি, সন্ন্যাসী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ যতিনী—সদাচার-পরায়ণা বিধবা।

যতেক—বিণঃ যে পরিমাণ ; সমস্ত।

যত্ন—বিঃ চেষ্টা ; উদ্যোগ ; প্রয়াস, উদ্যম ; অধ্যবসায় ; প্রবৃত্তি। ক্রি-বিণঃ -পূর্বক—যত্ন সহকারে, চেষ্টা করিয়া ; অবধান সহকারে। বিণঃ -বান্, -শীল—যত্নকারী, সচেষ্ট ; উদ্যমশীল, চেষ্টান্বিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বতী, -শীলা।

যত্র—অব্যঃ যেখানে ; যে বিষয়ে। অব্যঃ যত্রতত্র—যেখানে-সেখানে। যত্র আয় তত্র ব্যয়—যাহার আয়েই ব্যয়িত হয় কিছুই জমা হয় না।

যথা—অব্যঃ যেমন, যেরূপ ; উচিত, উপযুক্ত, নির্দিষ্ট ; উদাহরণ-স্বরূপ। ক্রি-বিণঃ -কথঞ্চিৎ—যে-কোন রকমে ; কষ্টেসৃষ্টে। ক্রি-বিণঃ -কর্তব্য—কর্তব্যানুযায়ী, কর্তব্যানুসারে। ক্রি-বিণঃ -কালে, -সময়ে—উপযুক্ত সময়ে। ক্রি-বিণঃ -ক্রমে—ক্রমানুসারে। ক্রি-বিণঃ -জ্ঞান—জ্ঞানানুসারে। ক্রি-বিণঃ -তথা—যেখানে-সেখানে, যত্রতত্র। -নির্দিষ্ট—(১) বিণঃ আদেশানুরূপ। (২) ক্রি-বিণঃ আদেশানুসারে। ক্রি-বিণঃ -নুপূর্ব—ধারানুযায়ী। ক্রি-বিণঃ -ন্যায়—ন্যায়ানুযায়ী। ক্রি-বিণঃ -পূর্ব—পূর্ব বা অতীতের ন্যায়। ক্রি-বিণঃ -বিহিত—আইন অনুযায়ী, বিধানানুসারে। বিণঃ -যোগ্য—ঠিক, উপযুক্তমত। ক্রি-বিণঃ -রীতি—প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, প্রচলিত প্রথানুযায়ী, প্রচলিত আইন অনুসারে। ক্রি-বিণঃ -সাধ্য—সাধ্য অনুযায়ী, ক্ষমতা অনুযায়ী। ক্রি-বিণঃ -শাস্ত্র—শাস্ত্র অনুযায়ী, শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুযায়ী। ক্রি-বিণঃ -সম্ভব—যতদূর সম্ভব হইতে পারে। বিঃ -সর্বস্ব—সমস্ত ধন-সম্পদ, যাহা কিছু আছে সব। বিঃ -স্থান—নির্দিষ্ট জায়গা।

যথার্থ—বিণঃ প্রকৃত ; সত্য ; যোগ্য ; অর্থকে অতিক্রম না করিয়া। বিঃ -তা, যাথার্থ্য।

যথার্থতঃ—ক্রি-বিণঃ প্রকৃতপক্ষে।

যথেচ্ছ, যথেচ্ছা—ক্রি-বিণঃ ইচ্ছামত, ইচ্ছানুসারে। বিঃ যথেচ্ছাচার—স্বেচ্ছাচার। বিঃ যথেচ্ছাচারিতা—ইচ্ছানুরূপ কার্যকরণ। বিণঃ যথেচ্ছাচারী—স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য ; উচ্ছৃঙ্খল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ যথেচ্ছা-চারিণী।

যথেষ্ট—বিণ ও ক্রি-বিণ প্রচুর ; ইচ্ছানুরূপ।

যথোচিত—বিণ ও অব্য উপযুক্ত রূপ ; যথাযোগ্য।

যদবধি—ক্রি-বিণ যখন হইতে ; যে সময় পর্যন্ত।

যদা—অব্য যে সময়ে, যখন : যেহেতু।

যদি—অব্য অবধারণ ; সম্ভাবনা ; হেতু ; আশঙ্কা। অব্য যদিও—সত্ত্বেও। অব্য যদি না—না হইলেও। অব্য যদি বা—তবু যদি ; অথবা যদি ; একান্তই যদি।

যদু—বি যাদবদিগের আদি পুরুষ। বি -কুল—যাদব বংশ। বি -কুলপতি, -নাথ, -পতি—শ্রীকৃষ্ণ। বি -বংশ—যে বংশে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বি -মধু—যে কোন লোক ; ইতর সাধারণ।

যদৃচ্ছা—বি স্বেচ্ছা ; অনায়াস ; দৈবাৎ ; আপনা হইতে যাহা লাভ করা যায়। ক্রি-বিণ -ক্রমে—স্বেচ্ছানুসারে, আপন ইচ্ছাক্রমে ; অনায়াসে, অবলীলাক্রমে।

যদ্দিন—যতদিন-এর কথ্যরূপ।

যদ্ভবিষ্য—বিণ দৈবপর, ভাগ্যাপেক্ষী ও নিশ্চেষ্ট।

যদ্যপি—অব্য যদি, যদিও, একান্তই যদি।

যন্তর—যন্ত্র-র কথ্যরূপ। যন্তর-মন্তর—ভারতীয় মান-মন্দির।

যন্ত্র—বি জাঁতা ; কল ; পদার্থ নিরূপণ সামগ্রী ; শিল্পদ্রব্য নির্মাণের হাতিয়ার ; বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম। বি -কৌশল—যন্ত্র ব্যবহার করার কৌশল। বি -তন্ত্র—যন্ত্রসমূহ। বিণ বি -বিদ—যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বি -শালা—যে ঘরে যন্ত্র দ্বারা কাজ চলে। বি -বিদ্যা, -বিজ্ঞান—যন্ত্র পরিচালনের বা নির্মাণের বিদ্যা।

যন্ত্রণ—বি পীড়ন, ক্লেশ দেওন।

যন্ত্রণা—বি ক্লেশ, পীড়া, যাতনা।

যন্ত্রদানব—বি দৈত্যের ন্যায় অধিক কর্ম-সাধক যন্ত্র।

যন্ত্রিত—বিণ দমিত, শাসিত ; সংযত ; বদ্ধ ; মুদ্রিত।

যন্ত্রী—(১) বিণ যন্ত্রযুক্ত ; যন্ত্রধারী ; যন্ত্রচালক। (২) বি শিল্পী ; বাদ্যযন্ত্রবাদক : ষড়যন্ত্রকারী। বিণ (স্ত্রী): যন্ত্রিণী।

যব¹—(১) বি এক প্রকার শস্য ; (জ্যোতিষে) বৃদ্ধাঙ্গুলির যবাকার রেখা ; পরিমাণবিশেষ।

যব²—ক্রি-বিণ (ব্রজ) যখন। ক্রি-বিণ -হু—যখনই।

যবক্ষার—বি ক্ষারবিশেষ, সোরা। বি -জান—নাইট্রোজেন।

যবন—বি প্রাচীন গ্রীক জাতি ; ম্লেচ্ছজাতি, অহিন্দু। বি (স্ত্রী): যবনী। বি যবনানী—যবন জাতির লিপিসমূহ। বিণ যাবনিক—যবন-সংক্রান্ত।

যবনিকা—বি পর্দা ; রঙ্গমঞ্চের পট। বি -পতন, -পাত—অভিনয় শেষে পর্দা পড়িয়া যাওন ; শেষ।

যবস্বর, (কথ্য) যবযব—বিণ জবুথবু ; যাহার নিষ্পত্তি হয় নাই এমন।

যবাগূ—বি যবের মণ্ড ; মাড়।

যবানিকা, যবানী—জবানী দ্রষ্টব্য।

যবিষ্ঠ, যবীয়ান্—বিণ অতিতরুণ ; কনিষ্ঠ ; অতিশয় তরুণ ; সর্ব কনিষ্ঠ।

যবে—অব্যয় ক্রি-বিণ যেদিন, যে-সময়ে, যখন।

যবোদর—বি যবের প্রস্থ পরিমাণ, ১/৮ ইঞ্চি।

যম১—বি মৃত্যুর দেবতা, শমন, ধর্মরাজ, কৃতান্ত, মৃত্যু। বি -কিঙ্কর—যমের আজ্ঞাবহ ভৃত্য। বিণ -জয়ী—শমনবিজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়। বি -জাঙ্গাল—ছায়াপথ, আকাশ-গঙ্গা। বি -দণ্ড—যমপ্রদত্ত শাস্তি; মৃত্যু। বি -দূত—যমের অনুচর। বি -দ্বার—যমের বাড়ি। বি -দ্বিতীয়া—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। বি -পুকুর—কুমারীদের অনুষ্ঠেয় ব্রতবিশেষ। বি -পুরী, যমালয়, যমের বাড়ি—মৃত্যুপুরী, নরক। বি -বাহন—মহিষ। বি -যন্ত্রণা—শমন-যাতনা, মৃত্যু যাতনা; যম প্রদত্ত ক্লেশ। বি -রাজ—মৃত্যুর দেবতা।

যম২—বি সংযম, অন্তকরণের বহির্বৃত্তি-নিরোধপূর্বক অন্তর্মুখীকরণ।

যমক—(১) বিণ যমজ; যুগ্ম; জুড়ি। (২) বি শব্দালঙ্কার-বিশেষ।

যমজ—বিণ যুগ্মজাত; একসময়ে একই গর্ভে উৎপন্ন।

যমল—বি যুগ্ম, জোড়া।

যমস্বসা—বি যমরাজ-ভগিনী।

যমানী, যমানিকা, যবানী—বি মসলা-বিশেষ, যোয়ান।

যমী—বিণ সংযমী, জিতেন্দ্রিয়।

যমুনা—বি উত্তর ভারতের নদীবিশেষ; যমরাজ-ভগিনী; সূর্যকন্যা; কালিন্দী।

যযাতি—বি নহুষ রাজার পুত্র।

যশ, যশঃ—বি খ্যাতি, কীর্তি; সুখ্যাতি। বি -কীর্তন—যশোগান, সুখ্যাতিকথন। বিণ যশস্কর, যশস্কর—যশস্বী বা কীর্তিমান করে এমন, খ্যাতিজনক। বিণ যশস্কাম—খ্যাতি কামনাকারী। বিণ যশস্বান্, যশস্বী—কীর্তিমান, খ্যাতিসম্পন্ন। বিণ (স্ত্রী): যশস্বতী, যশস্বিনী। বি (স্ত্রী): যশোগাথা—সুনাম, কীর্তি-গাথা। যশোদ—(১) বিণ কীর্তি-দায়ক, যশস্কর। (২) বি পারদ। বি যশোদা—শ্রীকৃষ্ণের পালিকা মাতা, নন্দের স্ত্রী। বিণ যশোভাক্—যশের অংশীদার। বি যশোভাগ্য—যশো-লাভের অদৃষ্ট। বি যশোমতী—যশোদা। বি যশোরাশি—বহু যশ।

যশদ—বি দস্তা।

যষ্টব্য—বিণ যজ্ঞের উপযুক্ত।

যষ্টা—বি যজ্ঞের কর্তা; যজমান।

যষ্টি—বি লাঠি, ছড়ি, দণ্ড; বৃক্ষ-শাখা; তন্তু; ছড়া, নড়। বি -মধু—মিষ্ট মূলীবিশেষ।

যা১—বি স্বামীর ভ্রাতৃজায়া।

যা২—যাহা-র কথ্যরূপ।

যা৩—ক্রি গমন কর্।

যাই১—অব্যয় যেহেতু; যখনি, যেই।

যাই২—ক্রি গমন করি।

যাওন—বি গমন।

যাওয়া—ক্রি গমন করা; শেষ বা অবসান হওয়া; অতিবাহিত হওয়া, নষ্ট হওয়া। বি যাওয়া-আসা—গমনাগমন।

যাঁতা—জাঁতা-র রূপভেদ।

যাঁতি—জাঁতি-র রূপভেদ।

যাঁহা—অব্যয় (ব্রজ) যেইমাত্র, যেখানে।

যাগ—বি যজ্ঞ, হোম।

যাচক—বি যিনি প্রার্থনা করেন, প্রার্থী।

যাপা—ক্রিঃ যাপন করা, কাটানো।

যাবক—বিঃ আলতা।

যাবচ্চন্দ্রদিবাকর—ক্রি-বিণঃ অব্যঃ যত-দিন চন্দ্র-সূর্যের প্রকাশ ততদিন।

যাবজ্জীবন—ক্রি-বিণঃ সারা জীবন, আমরণ।

যাবৎ—(১) বিণঃ যৎপরিমাণ; পর্যন্ত; সমস্ত। (২) ক্রি-বিণঃ যতদিন পর্যন্ত, যে পর্যন্ত, ধরিয়া। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ যাবতী। বিণঃ যাবতীয়—যতকিছু।

যাবনাল—বিঃ শস্যবিশেষ, দেধান।

যাম—(১) বিঃ প্রহরেক পরিমিত কাল; তিনঘণ্টা সময়, সময়, প্রহর। (২) বিণঃ যম-সম্বন্ধীয়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ যামী। বিঃ -ঘোষ—শৃগাল। বিঃ -ঘোষা—ঘড়ি। বিঃ যামার্ধ—অর্ধ প্রহর, দেড় ঘণ্টা।

যামল—বিঃ যুগ্ম, যুগল, জোড়া, তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ।

যামিনী—বিঃ রাত্রি।

যাম্য—বিণঃ দক্ষিণদিকস্থ। বিঃ যাম্যোত্তরবৃত্ত—মধ্যরেখা দ্রষ্টব্য।

যায়[1]—বিঃ তালিকা, ফর্দ; যাবদ, দরুন।

যায়[2]—ক্রিঃ গমন করে।

যাযাবর—বিঃ বিণঃ নিয়ত ভ্রমণকারী, ভবঘুরে, নির্দিষ্ট বাসভূমি নাই যাহাদের।

যার—যাহার-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বিণঃ -পরনাই—যৎপরনাস্তি, নিরতিশয়, খুব।

যাহা—সর্বঃ যে বস্তু বা বিষয়।

যাহা-তাহা—যা-তা দ্রষ্টব্য।

যাহারা—সর্বঃ (পুংলিঙ্গ অর্থে) যে ব্যক্তি।

যীশু, যিশু, যিসু—বিঃ খৃষ্টধর্ম প্রবর্তক।

যুক্তি, যুকতি—যুক্তি-এর কোমল-রূপ।

যুক্ত—বিণঃ সংলগ্ন, একত্র, মিলিত; অন্বিত, বিশিষ্ট, সম্পন্ন; নিয়োজিত, রত, ব্যাপৃত, ব্যস্ত; উপযুক্ত; অনুমত; পরিমিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ যুক্তা। -কর—(১) বিণঃ কৃতাঞ্জলি, জোড়হাত। (২) বিঃ জোড় করা হাত। বিঃ -বেণী—গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী নদীর মিলন, ত্রিবেণী; বাঁধা খোপা।

যুক্তরাজ্য—বিঃ গ্রেট-ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যান্ড।

যুক্তরাষ্ট্র—বিঃ উত্তর-আমেরিকার সুবিখ্যাত দেশ।

যুক্তাক্ষর—বিঃ সংযুক্ত বর্ণ।

যুক্তি—বিঃ সংযোগ, মিলন; কারণ, হেতু; ন্যায় বিচার, পরামর্শ, মন্ত্রণা। বিণঃ -দাতা—পরামর্শদাতা। বিণঃ -যুক্ত—ন্যায়সঙ্গত। বিণঃ -হীন—অন্যায়, শূন্যগর্ভ।

যুগ—বিঃ বার বৎসর কাল; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চার পৌরাণিক কাল; আমল, সময়, কাল; জোড়া; যুগল। বিঃ -অন্ত, যুগান্ত—যুগের অবসান, প্রলয় কাল। বিঃ -ধর্ম—যুগোপযোগী ধর্ম। বিঃ -সন্ধি—যে সময়ে এক যুগের অবসানে অন্য যুগ আরম্ভ হয়, যুগের মিলন সময়। বিঃ -যুগান্তর—অন্য যুগ। বিণঃ যুগোপযোগী—যুগের উপযুক্ত।

যুগপৎ—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ একই সময়ে, এককালে।

যেথা—(১) ক্রিঃ যে স্থানে। (২) ক্রি-বিণঃ যেখানে। ক্রি-বিণঃ যেথা-তেথা—যেখানে সেখানে।

যেন—অব্যঃ অনুমানে; উপমায়; কল্পনায়। যেন-তেন প্রকারে—যে কোন উপায়ে।

যেমতি, যেমত—ক্রি-বিণঃ (কাব্যে) যেমন, যেরূপ।

যেমন—(১) বিণঃ যেরূপ। (২) ক্রি-বিণঃ যেইমাত্র। (৩) অব্যঃ কিম্বয়াদি সূচক। বিণঃ যেমন-তেমন—যে কোনও রকম। ক্রি-বিণঃ যেমনি—যেমন, যেইমাত্র।

যেহেতু—অব্যঃ কারণ-নির্দেশক।

যৈছন, যৈছে—ক্রি-বিণঃ (ব্রজ) যেরূপ, যে প্রকারে।

যো—(১) সর্বঃ (ব্রজ) যে ব্যক্তি, যিনি, যাহা।

যোই—সর্বঃ (ব্রজ) যাহা, যে।

যোক্তা—বিণঃ যোগকর্তা, সংযোগকারক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ যোক্ত্রী।

যোক্ত্র, যোত্র—বিঃ লাঙ্গলাদির জোয়াল বাঁধিবার দড়ি।

যোগ—বিঃ মিলন, সংসর্গ, সংশ্রব; সহযোগিতা; ধ্যান; উপায়, অবলম্বন; আরম্ভ; সাধনার পন্থা; সময়; শুভ কাল; ঔষধ; ব্যবস্থা; সংকলন, সমষ্টি। বিঃ -ক্ষেম—অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষা। বিঃ -দান—সহযোগ, সহযোগিতা। বিঃ -নিদ্রা—যোগযুক্ত নিদ্রা। বিঃ -ফল—সংকলনের ফলে প্রাপ্ত রাশি। বিঃ -বল—যোগজাত ক্ষমতা। বিণঃ -বাহী—সংযোগকারী, মাধ্যম। বিঃ [illegible]—[illegible]। বিণঃ -ভ্রষ্ট—[illegible] ধ্যান ভাঙিয়াছে এমন। বিঃ -মায়া—দুর্গাদেবী; মহামায়া; আদ্যাশক্তি। বিঃ -মার্গ—যোগসাধনার পথ। বিণঃ -রূঢ়—যৌগিক, অথচ বিশেষ অর্থ প্রকাশক (সরোজ)। বিঃ -শাস্ত্র—যোগসাধনা-বিষয়ক শাস্ত্রগ্রন্থ। বিঃ -সাজস—গোপনে সহযোগিতা। বিঃ -সাধন, -সাধনা—সংযমের নিয়মাদির অভ্যাস। বিঃ যোগাযোগ—মিলন; ঐক্য; সহযোগিতা। বিণঃ যোগারূঢ়—যোগ সাধনায় মগ্ন। বিঃ যোগাসন—যোগ সাধনায় বসিবার প্রণালী। বিণঃ যোগাসীন—যোগ-সাধনায় উপবিষ্ট।

যোগাড়—বিঃ সংগ্রহ, আয়োজন। বিঃ -যন্ত্র—কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা।

যোগান—বিঃ সরবরাহ।

যোগিনী—বিঃ (স্ত্রী)ঃ তপস্বিনী, যোগসাধনকারিণী; তিথিবিশেষ, দুর্গার চৌষট্টি সহচরীর অন্যতমা।

যোগী—বিঃ যোগসাধক, তপস্বী। বিঃ -ন্দ্র, -শ, -শ্বর, যোগেশ, যোগেশ্বর—যোগীশ্রেষ্ঠ, শিব।

যোগ্য—বিণঃ উপযুক্ত, উচিত, সমর্থ, কর্মকুশল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ যোগ্যা। বিঃ -তা।

যোজক—(১) বিঃ দুই বৃহৎ ভূ-ভাগের মধ্যে সংযোগকারী স্থলভাগ। (২) বিণঃ সংযোগকারী।

যোজন—বিঃ একত্রকরণ; নিয়োজন; চারিক্রোশ পরিমাণ দৈর্ঘ্য। বিঃ -গন্ধা—কস্তুরী; সত্যবতী। বিঃ যোজনা—একত্রকরণ; নিয়োজন। বিণঃ যোজনীয়—যোজনার যোগ্য। বিণঃ যোজিত—যোজনা করা হইয়াছে এমন।

যোটক—বিঃ মিলন। বিঃ রাজযোটক—(জ্যোতিষে) পাত্র-পাত্রীর কোষ্ঠীর বিচারে যে-মিলন অত্যন্ত শুভ।

যোদ্ধা—বিঃ যুদ্ধকারী, সৈনিক। বিঃ যোদ্ধৃবর্গ—যোদ্ধাগণ। বিঃ যোদ্ধৃ-বেশ—যুদ্ধের বেশ, সৈনিকের পোশাক।

যোধ—বিঃ যুদ্ধ ; যোদ্ধা।

যোধন—বিঃ যুদ্ধ ; যোদ্ধা ; যুদ্ধাস্ত্র।

যোনি—বিঃ স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় ; উৎপত্তি-স্থান, জাতি (প্রেতযোনি)। বিণঃ -জ—যোনি হইতে জাত।

যোয়ান—বিঃ মসলাজাতীয় ক্ষুদ্র শস্য-বিশেষ।

যোষা, যোষিৎ, যোষিতা—বিঃ নারী, স্ত্রীলোক।

যৌ—বিঃ লাক্ষা, লা।

যৌক্তিক—বিণঃ যুক্তিসঙ্গত ; প্রামাণিক।

যৌগিক—বিণঃ একাধিক উপাদান দ্বারা গঠিত ; মিশ্রিত ; যোগ-সম্বন্ধীয় ; (ব্যাক) প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগে ব্যুৎ-পন্ন (শব্দ) ; (বিজ্ঞানে) অনেক মৌল উপাদান দ্বারা গঠিত ; (গণিতে) মিশ্র সংখ্যা।

যৌতুক—বিঃ বিবাহকালে বর-কন্যাকে প্রদত্ত ধনসামগ্রী।

যৌথ—বিণঃ যুক্ত, মিলিত ; একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক মিলিতভাবে কৃত। বিঃ যৌথ কারবার—যুক্ত ব্যবসায়।

যৌন—বিণঃ যোনি-সম্বন্ধীয়, যোনিগত ; যোনিসম্ভূত ; স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক-সম্বন্ধীয়। বিঃ -বিজ্ঞান—স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। বিঃ -জীবন—স্ত্রী-পুরুষের মিলন-সংক্রান্ত জীবন।

যৌবন—বিঃ যুবার অবস্থা ; তারুণ্য, ১৬ থেকে ৩০ বছরের বয়সকাল। বিঃ -কণ্টক—ব্রণফোড়া। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -বতী—যুবতী। বিঃ -শ্রী—যৌবনজনিত দৈহিক পুষ্টি। বিঃ -জ্বালা—অত্যন্ত কামনায় দুঃখ। বিঃ -শ্রী—তরুণ বয়সের স্বাভাবিক সৌন্দর্য। বিঃ যৌবনাবস্থা—যৌবন বয়স, যৌবন কাল। বিঃ যৌবনোদয়—যৌবন সমাগম।

যৌবনাশ্ব—বিঃ যুবনাশ্ব রাজার ছেলে মান্ধাতা।

যৌবরাজ্য—বিঃ যুবরাজের পদ।

# র

র—বাঙলা বর্ণমালার সপ্তবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

রং—(১) বিঃ অগ্নি ; কামানল ; উত্তাপ ; স্বর্ণ ; বর্ণ ; বেগ। (২) বিণঃ তীক্ষ্ন। (৩) ক্রিঃ অপেক্ষা কর ; থাম ; থাক।

রই—(১) বিঃ পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে প্রোথিত কাষ্ঠবিশেষ। (২) ক্রিঃ রহি ; থাকি।

রই রই—বিঃ গোলমাল ; হল্লা, হৈচৈ।

রওয়ানা, রওনা—(১) বিঃ স্থান ত্যাগ পূর্বক যাত্রা, প্রেরণ। (২) বিণঃ প্রস্থিত, যাত্রার জন্য নিষ্ক্রান্ত ; প্রেরিত।

রং—রঙ দ্রষ্টব্য।

রং-ঢং—বিঃ নানা রকমের ঢঙ।

রংরুট—বিঃ সামরিক বিভাগে শিক্ষা-নবীশ সিপাহী, রিক্রুট।

রক১—বিঃ কাল্পনিক বৃহৎ পক্ষী।

রক২—রোয়াক-এর ভিন্নরূপ।

রকম—(১) বিঃ প্রকার, ভাব, ভঙ্গী। (২) বিণঃ প্রায়। বিঃ -সকম—ভাবভঙ্গি, চালচলন। বিণঃ রকমারি—নানাপ্রকার।

রক্ত—(১) বিঃ রুধির, শোণিত। (২) বিণঃ শোণিতবৎ লালবর্ণবিশিষ্ট, রঞ্জিত ; আসক্ত, অনুরক্ত। -আঁখি—(১) বিঃ ক্রোধবশতঃ আরক্ত চক্ষু, রাঙা চোখ। (২) বিণঃ রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট। বিঃ -ক—রক্তবস্ত্র, রুধির। বিণঃ -কণ্ঠ—মধুকণ্ঠ, সুকণ্ঠ। বিঃ -কন্দ—বিদ্রুম, প্রবাল। বিঃ -কমল—লালবর্ণ পদ্ম, কোকনদ। বিঃ -করবী—লালবর্ণ করবী। বিণঃ -ক্ষয়ী—বহু লোকের রক্তপাত ঘটায় এমন (রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ)। বিঃ -গঙ্গা—রক্তের প্রবাহ, শোণিত স্রোত। বিঃ -চক্ষু—রক্ত আঁখি-র অনুরূপ। বিঃ -চন্দন—লালবর্ণের চন্দনকাঠ। -জিহ্ব—(১) বিণঃ যাহার জিহ্বা লালবর্ণের। (২) বিঃ সিংহ। বিঃ -দন্তী—দেবীবিশেষ, ভগবতীর আর এক রূপ। বিঃ -দোষ, -দুষ্টি—রক্ত বিকৃতিরূপ ব্যাধি। বিঃ -ধাতু—লোহিতবর্ণ মৃত্তিকা, গিরিমাটি ; তাম্র। বিণঃ -নালিক—লোহিতবর্ণ নালিকাবিশিষ্ট। বিণঃ -নেত্র—রক্ত আঁখি-র অনুরূপ। বিণঃ -প, -পায়ী—রক্তপানকারী। বিঃ -পিণ্ড—জমাট রক্তের ডেলা। বিঃ -পিত্ত—রোগবিশেষ, সহসা রক্তবমিকরণ। বিঃ -পিপাসা—রক্তপানের ইচ্ছা। বিণঃ -পিপাসু—রক্ত পিপাসাযুক্ত। বিঃ -প্রদর—রক্তস্রাবযুক্ত প্রদর রোগবিশেষ। বিণঃ -বাহী—শোণিতবাহী, যাহার ভিতর দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয় (রক্তবাহী শিরা)। বিঃ -বীজ—অসুরবিশেষ (যাহার প্রতি ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়িয়া নূতন নূতন অসুর সৃষ্টি করিত)। বিঃ -মাংস—রক্ত ও মাংস। বিঃ -মোক্ষণ—শোণিতস্রাব, চিকিৎসার্থে শিরা কাটিয়া রক্ত বাহিরকরণ। বিঃ -শোষণ—চুষিয়া রক্তপান, সর্বস্ব আত্মসাৎকরণ। বিঃ -স্রাব—দেহের রক্ত বাহির হওন। বিঃ -স্রোত—শোণিত প্রবাহ। বিণঃ -হীন—রক্তশূন্য, পাণ্ডুর। বিণঃ রক্তাক্ত— রক্তে মাখা। বিঃ রক্তাতিসার—রক্তস্রাবযুক্ত উদরাময়রোগ। বিঃ রক্তাধিক্য—দেহে রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধিজনিত রোগ। বিণঃ রক্তিম—লাল আভাযুক্ত, রক্তাভ। বিঃ রক্তিমা—রক্তবর্ণতা, লাল আভা। বিঃ রক্তোৎপল—লালবর্ণ পদ্ম। বিঃ রক্তোপল—গিরিমাটি।

রক্ষ—(১) বিঃ রক্ষা। (২) বিণঃ রক্ষাকর্তা। (৩) ক্রিঃ রক্ষা কব ত্রাণ কর।

রক্ষঃ— বিঃ রাক্ষস। বিঃ -কুল—রাক্ষস বংশ।

রক্ষণ—বিঃ রক্ষাকরণ। বিণঃ, বিঃ রক্ষক— রক্ষাকারী ; প্রহরী ; ত্রাণকর্তা। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ রক্ষিকা। বিঃ রক্ষণাবেক্ষণ—দেখাশোনা, সযত্নে রক্ষাকরণ। বিণঃ রক্ষণীয়—রক্ষা করিবার যোগ্য।

রক্ষা১—বিঃ উদ্ধার, পরিত্রাণ ; অব্যাহতি, নিস্তার ; নষ্ট হইতে না দেওন ; পালন ; প্রহরা, পাহারা। বিঃ -কবচ—বিপদ এড়াইবার জন্য

ধারণীয় মন্ত্রপূত কবচ। বিঃ -কালী —রোগ মহামারী দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি হইতে পরিত্রাণার্থে যে কালী মূর্তির পূজা করা হয়। বিঃ -মন্ত্র—যে মন্ত্র জপ করিলে বিপদ এড়ানো যায়। বিণঃ রক্ষিত—রক্ষা করা হইয়াছে এমন। রক্ষিতা—(১) বিণঃ রক্ষিত-র স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বিঃ প্রতিপালিতা উপপত্নী।

রক্ষা°—ক্রিঃ রক্ষা করা।

রক্ষী—বিঃ বিণঃ রক্ষক, প্রহরী। বিণঃ, বিঃ (স্ত্রী)ঃ রক্ষিণী।

রক্ষ্য—বিণঃ রক্ষণীয়।

রগ—বিঃ ললাটের পার্শ্বদেশ, কপালের দুই পাশ। বিণঃ -চটা—একটুতেই রাগিয়া ওঠে এমন।

রগড়°—বিঃ মজা, কৌতুক রঙ্গ, তামাশা। বিণঃ রগড়ে, রগুড়িয়া—কৌতুকপ্রিয়, আমোদপ্রিয়।

রগড়°—বিঃ মর্দন পেষণ, চক্রাদিতে ঘর্ষণের আঘাত।

রগড়ানো—বিঃ পেষণ, মর্দন। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ পেষণ বা মর্দন করা, ঘর্ষণ করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ -রগাড়—ঘষাঘষি, পরস্পর রগড়ানি।

রগরগ—অব্যঃ উগ্রভাব, অতি উজ্জ্বলতা প্রকাশক। বিণঃ রগরগে—টকটকে, রাগ করিতেছে এমন।

রঘু—বিঃ সূর্যবংশের বিখ্যাত নৃপতি, শ্রীরামচন্দ্রের প্রপিতামহ। বিঃ -বংশ—রঘুর বংশ। বিঃ -কুলতিলক—রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র। বিঃ -কুলপতি, -নন্দন, -নাথ, -পতি, -বর, -মণি—শ্রীরামচন্দ্র।

রঙ, রং—বিঃ বর্ণ (নীল রঙ); রঞ্জন দ্রব্য (রঙ দেওয়া); দেহের বর্ণ (ফরসা রঙ); তাসের চিহ্নভেদ (রঙের খেলায়), অতিশয্য (রঙ চড়িয়ে বলা)। বিণঃ রঙচঙ, রংচং—বিচিত্র বর্ণ। বিণঃ রঙচঙা, রঙচঙে—বিচিত্র বর্ণসমন্বিত। বিণঃ রঙবেরঙ, রংবেরং—নানা বর্ণের। বিণঃ -দার—রঙ্গিন। ক্রিঃ রঙ ফলানো—অতিশয়োক্তি করা, অতিরঞ্জিত করা।

রঙ্কু—বিঃ মৃগবিশেষ।

রঙ্গ°—বিঃ বর্ণ, রঙ, রঞ্জনদ্রব্য, অভিনয় (রঙ্গমঞ্চ); ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, মল্লযুদ্ধ (রঙ্গভূমি); লীলায়িত ভঙ্গি, লীলা। বিঃ -ভূমি—রঙ্গস্থল, মল্লভূমি, নাট্যশালা। বিঃ -মঞ্চ—যে মঞ্চের উপর অভিনয়-নৃত্য-গীত অনুষ্ঠিত হয়। বিঃ -শালা—অভিনয়-গৃহ, থিয়েটার। বিঃ রঙ্গালয়—নাট্যশালা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ রঙ্গিণী—লীলাময়ী, রঙ্গপ্রিয়া। বিণঃ রঙ্গী—রঙ্গিণী-র পুংলিঙ্গ।

রঙ্গ°—বিঃ কৌতুক; তামাশা; ঠাট্টা; মজা; রগড়; আমোদ, আনন্দ। বিঃ -চিত্ত—যে বালক রঙ্গ দেখিতে ভালবাসে। বিঃ -ব্যঙ্গ—হাস্য-পরিহাস। বিণঃ -দার—মজাদার। বিণঃ -প্রিয়—কৌতুকপ্রিয়, আমোদপ্রিয়। বিঃ -প্রিয়তা। বিঃ -মহল, রঙমহল, রংমহল—আনন্দ নিকেতন, যে স্থানে মজা করা হয়, বিলাসভবন। বিঃ -রস—আমোদ-প্রমোদ, হাস্যকৌতুক।

রঞ্জক—বিঃ জীব উদ্ভিদ্ প্রভৃতির দেহ হইতে প্রাপ্ত রঞ্জক পদার্থ।

রঞ্জন—বিঃ চিত্রকরণ; রক্তবর্ণ ফুল-বিশেষ।

-দার—বিণঃ বর্ণবিশিষ্ট।

রঙানো, রঙ্গানো—(১) ক্রিঃ রঞ্জিত করা, রাঙানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

রঙিন, রঙীন—বিণঃ রঞ্জিত; রঙ-যুক্ত; নানারঙে শোভিত।

রঙিয়া—বিণঃ রসিক, রঙ্গপ্রিয়; রসিকা, রঙ্গপ্রিয়া।

রঙিলা—বিণঃ রঙিন। বিণঃ (স্ত্রী): রঙিলা¹—রঞ্জিতা, রাঙা।

রঙিলা²—বিণঃ রঙ্গপ্রিয়া, স্ফূর্তি-যুক্ত (রঙিলা নাইয়া)।

রচক—বিঃ রচনাকারী, রচয়িতা, লেখক, কবি।

রচন—বিঃ রচনাকরণ, লেখন।

রচনা—বিঃ রচন, বিন্যাস, সাজানো; নির্মাণ, গঠন, স্থাপন; গ্রন্থন; গদ্যময় ও পদ্যময় বাক্য-বিন্যাস। বিঃ -কৌশল, -প্রণালী, -পদ্ধতি—নির্মাণদক্ষতা, গঠনচাতুর্য। বিঃ -শৈলী—রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি। বিণঃ রচয়িতা—রচনাকারী। বিঃ (স্ত্রী): রচয়িত্রী। বিণঃ রচিত—রচনা করা হইয়াছে এমন।

রচা—(১) ক্রিঃ রচনা করা, কল্পনার দ্বারা সৃষ্টি করা। (২) বিণঃ নির্মিত, কল্পিত।

রজঃ, রজ—বিঃ ধুলা (পদরজঃ); পরাগ; স্ত্রীজননেন্দ্রিয় যোনি হইতে মাসিক রক্তস্রাব; প্রকৃতির ত্রিবিধ গুণবিশেষ (সত্ত্ব রজঃ তম)। বিঃ রজঃকণা—ধূলিকণা। বিণঃ (স্ত্রী): রজস্বলা—ঋতুমতী। বিঃ রজোগুণ—প্রকৃতির ত্রিবিধ গুণের অন্যতম। বিঃ রজোদর্শন—স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতুস্রাব।

রজক—বিঃ ধোপা, রঞ্জনকারক। বিঃ (স্ত্রী): রজকী, রজকিনী।

রজত—(১) বিঃ রৌপ্য; রক্ত; গজদন্ত; হ্রদ। (২) বিণঃ শুভ্র। বিঃ -কান্তি—রৌপ্যের ন্যায় সৌন্দর্য। বিঃ -গিরি—শুভ্র তুষারে আবৃত পর্বত, কৈলাস পর্বত। বিণঃ -বর্ণ—রূপার ন্যায় বর্ণ। বিণঃ (স্ত্রী): -বর্ণা।

রজন—বিঃ তার্পিন বাহির করিয়া লওয়ার পর চিড় বৃক্ষের অবশিষ্ট শুষ্ক নির্যাস।

রজনী—বিঃ রাত্রি, নিশা, যামিনী, বিভাবরী। বিঃ -কান্ত, -নাথ—চন্দ্র। বিঃ -গন্ধা—অতি সুগন্ধি পুষ্প-বিশেষ।

রজ্জু—বিঃ দড়ি।

রঞ্জক¹—বিঃ বারুদ। বিঃ -ঘর—সেকালের কামানাদির যে অংশে বারুদ পূর্ণ করা হইত।

রঞ্জন—(১) বিঃ রঙকরণ, তুষ্টি-সম্পাদন, আনন্দ-দান। (২) বিণঃ প্রীতিজনক, আনন্দদায়ক। রঞ্জক²—(১) বিণঃ রঞ্জনকারী, প্রীতিকর। (২) বিঃ রঞ্জকদ্রব্য। বিণঃ (স্ত্রী): রঞ্জিকা—প্রীতিদায়িনী। বিণঃ রঞ্জিত—রঞ্জন করা হইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী): রঞ্জিতা।

রঞ্জনরশ্মি—বিঃ অসাধারণ ভেদনশক্তি-যুক্ত আলোক রশ্মিবিশেষ।

রঞ্জা—ক্রিঃ রঞ্জিত করা।

রঞ্জী—বিণঃ রঞ্জক। বিণঃ (স্ত্রী): রঞ্জিনী।

রটন, রটনা—বিঃ প্রচার, ঘোষণা; কথন। বিণঃ রটিত—প্রচারিত; খ্যাত; কথিত।

প্রস্তর ; শ্রেষ্ঠ বস্তু, কোন কিছুর মধ্যে উৎকৃষ্ট (কবিরত্ন)। বিঃ -কোষ —রত্ন রাখিবার পেটিকা বা আধার, মঞ্জুষা। বিণঃ -খচিত—হীরা-মাণিক্যাদি বসানো, রত্নমণ্ডিত, মণি-ময়। -গর্ভ—(১) বিণঃ মধ্যে রত্ন আছে এমন। (২) বিঃ সমুদ্র। -গর্ভা —(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুসন্তান-বতী। (২) বিঃ (স্ত্রী)ঃ গুণবান্ সন্তানের জননী ; (বিদ্রূপে) কুসন্তানের জননী ; পৃথিবী। বিঃ -জীবী, -বণিক্—রত্ন দ্বারা যে জীবিকা নির্বাহ করে, মণিমুক্তার কারবারী, জহুরী। বিঃ -দ্বীপ—প্রবালদ্বীপ। বিণঃ -প্রভ—রত্ন বিচ্ছুরিত দ্যুতির মত উজ্জ্বল। -প্রভা—(১) বিঃ (স্ত্রী)ঃ রত্নের ঔজ্জ্বল্য। (২) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ রত্নসদৃশ, প্রভান্বিতা। -প্রসূ—(১) বিণঃ রত্ন প্রসব করে এমন, মণিমাণিক্যাদি উৎপাদনকারিণী, রত্নগর্ভা ; সু-সন্তানবতী। (২) বিঃ পৃথিবী। বিণঃ -ময়—রত্ন দ্বারা নির্মিত বা গঠিত ; রত্নপূর্ণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ রত্নময়ী।

রত্নাকর—বিঃ রত্নের খনি ; সমুদ্র ; রামায়ণ-প্রণেতা বাল্মীকির পূর্ব নাম।

রত্নাবলী—বিঃ রত্নশ্রেণী, রত্নহার ; কবি শ্রীহর্ষ রচিত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক ; বৎসরাজ-মহিষী।

রত্নাভরণ, রত্নালঙ্কার, রত্নালংকার—বিঃ জড়োয়া গহনা।

রথ—বিঃ অশ্বাদি বাহিত চক্রবিশিষ্ট যান বা যুদ্ধযানবিশেষ বা অনুকরণে নির্মিত যান (জগন্নাথের রথ) ; যে কোন শকট (বাষ্প রথ), স্যন্দন ; রথোৎসব। বিঃ -গুপ্তি—আত্মরক্ষার জন্য রথের গোপন স্থান, বরূথ। বিঃ -চক্র, রথাঙ্গ—রথের চাকা বা চক্র। বিঃ -যাত্রা—রথবাহিত দেবতার উৎসব।

রথী—বিঃ রথারূঢ় ব্যক্তি, যোদ্ধা, বীর পুরুষ।

রথো—বিণঃ একেবারে বাজে, অকর্মণ্য (রথো লোক)।

রথ্যা—বিঃ রাস্তা, বর্ত্ম। বিণঃ -বাহী—পথবাহী, পথিক।

রদ[1]—(১) বিণঃ খারিজ, মকুফ, রহিত, প্রত্যাহৃত। (২) বিঃ রহিতকরণ। বিঃ -বদল—পরিবর্তন।

রদ[2], রদন—বিঃ দাঁত (দ্বিরদ)। বিঃ রদনী, রদী[1]—হস্তী, দন্তী।

রদি, রদী[2]—বিণঃ অপকৃষ্ট, অব্যবহার্য, অচল। বিঃ -মাল—অপকৃষ্ট জিনিস।

রদ্দা—বিঃ ঘর্ষণ (রদ্দা মারা) ; গলা-ধাক্কা দেওয়া।

রদ্দী—রদি দ্রষ্টব্য।

রনপা—বিঃ দস্যুগণ কর্তৃক দ্রুতগমনের জন্য অতি দীর্ঘ বংশদণ্ডবিশেষ।

রনরন, রনরনি—বিঃ অস্ত্রের ঝংকার, অলঙ্কারের শিঞ্জন, রুনু রুনু ধ্বনি, ঝঙ্কার।

রন্তিদেব—বিঃ কিম্ব. চন্দ্রবংশীয় রাজা।

রন্ধন—বিঃ রান্না, পাককরণ। বিঃ -গৃহ, -শালা—রান্নাঘর, রন্ধনাগার। বিঃ -বিদ্যা—পাক-বিজ্ঞান।

রন্ধনী—বিঃ রাঁধুনি বা রাঁধনি (পাঁচ ফোড়নের একটি), রন্ধন-কারিণী, পাচিকা, রাঁধুনী।

রন্ধিত—বিণঃ যাহা রাঁধা হইয়াছে এমন।

রন্ধ্র—বিঃ ছিদ্র, গর্ত, বিবর ; দোষ, ত্রুটি ; কুক্ষি ; (জ্যোতিষ) লগ্নের অষ্টম স্থানে অবস্থিত, নিধন স্থান।

রপ্ত—বিণঃ অভ্যস্ত, আয়ত্ত। ক্রি-বিণঃ রপ্তে রপ্তে—অভ্যাস করিতে করিতে, ক্রমশ; ধীরে ধীরে, দফায় দফায়।

রপ্তানি—বিঃ বিক্রয়ের জন্য পণ্যদ্রব্য বিদেশে প্রেরণ। বিণঃ রপ্তানী—রপ্তানি করা হইতেছে এমন।

রফা—বিঃ আপস-মীমাংসা, মিটমাট, নিষ্পত্তি, বিনাশ, শেষ। বিঃ -নামা—নিষ্পত্তি পত্র।

রব—বিঃ শব্দ, ধ্বনি, গুজব, জনরব, গোলমাল, সাড়া।

রবাব—বিঃ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

রবি—বিঃ সূর্য, ভাস্কর, দিবাকর, ভানু, আদিত্য। বিঃ -কর, -রশ্মি—সূর্যকিরণ। বিঃ -খন্দ, -শস্য—হৈমন্তিক শস্য। বিঃ -ছবি—সূর্যের দীপ্তি বা শোভা। বিঃ -সুত, -নন্দন, -তনয়—সূর্যের পুত্র (শনি, যম, কর্ণ, সুগ্রীব, বৈবস্বত মনু ও সাবর্ণি)। বিঃ (স্ত্রীঃ) -সুতা, -নন্দিনী—সূর্যের কন্যা যমুনা। বিঃ -বার, -বাসর—সপ্তাহের প্রথম দিন। বিঃ -মণ্ডল—সূর্যের পরিধি বা পরিবেশ। বিঃ -মার্গ—সূর্যের পরিক্রমা পথ।

রবিন্দ—বিঃ পদ্ম, কমল।

রব্ধ—বিণঃ আরব্ধ, কৃতারম্ভ!

রভস—বিঃ ঔৎসুক্য ; প্রবল ভাবাবেগ ; আবেগ; গভীর শোক; উল্লাস, মিলন; বিলাস, সুখ, আমোদ, কেলি-বিলাস, রতি, সম্ভোগ, রণ।

রম—(১) বিণঃ রমণীয়, আনন্দজনক। (২) বিঃ স্বামী, পতি, কন্দর্প।

রমক—(১) বিণঃ রমণকারী। (২) বিঃ জার, উপপতি।

রমজান—বিঃ মুসলমানী বৎসরের নবম মাস; রোজার মাস।

রমণ[১]—বিঃ ক্রীড়া, কেলি, শৃঙ্গার, মৈথুন, রতি-ক্রিয়া।

রমণ[২]—(১) বিঃ কামদেব, পতি, বল্লভ (রাধারমণ), পুরুষ। (২) বিণঃ প্রিয়, সন্তোষবিধানকারী।

রমণী—বিঃ সুন্দরী নারী; নারী, পত্নী। বিণঃ -মোহন—রমণীকে মুগ্ধ করে এমন, নারীবল্লভ। বিঃ -রত্ন—শ্রেষ্ঠা নারী।

রমণীয়—বিণঃ রম্য, মনোরম, সুন্দর।

রমা[১]—বিঃ লক্ষ্মীদেবী, প্রিয়া, সুন্দরী নারী। বিঃ -কান্ত, -নাথ, -পতি, রমেশ—নারায়ণ, বিষ্ণু।

রমা[২]—ক্রিঃ (কাব্যে) ক্রীড়া করা, বিহার করা।

রমিত—বিণঃ কৃতরমণ, শোভান্বিত, ক্রীড়িত, আনন্দিত, প্রহৃষ্ট, প্রফুল্ল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ রমিতা।

রম্ভা—বিঃ অপ্সরাবিশেষ, স্বর্গবেশ্যা; কলাগাছ, কলা, কদলী।

রম্ভোরু—বিঃ কদলীবৃক্ষের ন্যায় সুপুষ্ট ও সুন্দর উরুবিশিষ্টা রমণী; সুন্দরী নারী।

রম্য—বিণঃ রমণীয়, মনোরম, সুন্দর। বিঃ -রচনা—লঘুচালে লিখিত হাস্য-রসাশ্রিত সুখপাঠ্য রচনা বা গ্রন্থাদি। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ রম্যা।

রয়[১]—বিঃ প্রবাহ, স্রোত, বেগ।

রয়[২]—ক্রিঃ রহে, থাকে, অবস্থান করে। ক্রি-বিণঃ রয়ে রয়ে—রহিয়া রহিয়া। ক্রি-বিণঃ রয়ে বসে—ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে।

রয়ন, রয়নি, রয়নী—বিঃ (ব্রজ) রাত্রি, রজনী ; ভীরু রমণী।

রয়ানী—বিঃ পদ্মপুরাণোক্ত মনসা-মঙ্গলের গান।

রলা—বিঃ সূক্ষ্ম দণ্ড, সরুলকাঠি, শলা; বড় গাছের সরু গুঁড়ি।
রশনা—বিঃ নারীর কটিভূষণ, চন্দ্রহার।
রশারশি—বিঃ মোটা দড়ি ও সরু দড়ি।
রশি—বিঃ দড়ি, রজ্জু, জীব-জন্তুদের শিকল।
রশুন—বিঃ উগ্রগন্ধী ও শ্বেতবর্ণ কন্দবিশেষ।
রশ্মি—বিঃ কিরণ, রজ্জু, লাগাম ( অশ্বরশ্মি ), পক্ষ্ম, নেত্রলোম। বিঃ -জাল—কিরণমালা। বিঃ -পাত—আলোকের প্রতিফলন।
রস—বিঃ স্বাদ—কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল মধুর—এই ছয় প্রকার অনুভূতি; দ্রব, কঠিন পদার্থের গলিত বা জলমিশ্রিত অবস্থা (চিনির রস); নিঃস্রাব ( খেজুর রস, ঘায়ের রস ); তরল সারভাগ ( আম্ররস ); শ্লেষ্মা ( রসাধিক্য ); শুক্র, প্রবল অনুরাগ বা আসক্তি; দেহগত ধাতুবিশেষ; (অলঙ্কারশাস্ত্রে) নবরস—( শৃঙ্গার বা আদি বীর করুণ অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস শান্ত বৎসল ); ( বৈষ্ণব সাহিত্যে ), পঞ্চরস বা ভাব — শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর বা উজ্জ্বল; তাৎপর্য, গূঢ়মর্ম ( রসগ্রহণ ); তেজ, অহংকার ( রস হয়েছে ); রঙ্গ, কৌতুক, রসিকতা (আর রস করতে হবে না); হর্ষ, উল্লাস (রসে মত্ত হওয়া); ভোগসুখ, আনন্দ, সম্বল, পুঁজি, অর্থবল (রস ফুরিয়েছে); আকর্ষণ, মজা (এ কাজে আর রস নেই); আয়ুঃ, পারদ (রসকর্পূর)। বিঃ -করা—চিনির রসে পাক করা নারিকেলের নাড়ুবিশেষ। বিঃ -কর্পূর—পারদঘটিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধবিশেষ। বিঃ -কলি—বৈষ্ণবগণ কর্তৃক ললাটে ও নাসিকায় অংকিত পুষ্পকলির ন্যায় তিলক। বিঃ -কষ—মাধুর্য ও কোমলতা, সামান্য মাত্র রস। বিণঃ -গর্ভ—সরস, রসপূর্ণ। বিঃ -গোল্লা—মিষ্টান্নবিশেষ। বিণঃ -ঘন—প্রগাঢ় রসযুক্ত। -ঘ্ন—( ১ ) বিণঃ দেহস্থ শ্লেষ্মাদি রসের আধিক্য নাশক। ( ২ ) বিঃ সোহাগা। বিণঃ -জ্ঞ—মর্মগ্রাহী, সমঝদার, রসিক। বিণঃ ( স্ত্রী ): রসজ্ঞা। বিঃ -রসজ্ঞতা, -জ্ঞান—রসবোধ, রস উপলব্ধি বা উপভোগ করার শক্তি। বিণঃ -পূর্ণ—রসাত্মক, রসগর্ভ ( রসপূর্ণ রচনা ); তরল ও স্বাদু পদার্থে পূর্ণ ( রসপূর্ণ খাদ্য )। বিঃ -বড়া—মিষ্টান্নবিশেষ। বিঃ -বড়ী—বিষ বড়ী, পারদঘটিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধবিশেষ। -বতী—(১) বিঃ (স্ত্রী): সুন্দরী ও রসিকা যুবতী। ( ২ ) বিণঃ ( স্ত্রী ): সুরসিকা। বিঃ -বাত—দেহে রসাধিক্যজনিত বাত রোগ। বিঃ -বৃদ্ধি—রসাধিক্য, দেহস্থ রসের আধিক্য বা প্রাবল্য, শ্লেষ্মাবৃদ্ধি। বিণঃ -বেত্তা—রসজ্ঞ। বিঃ -বোধ—রসজ্ঞান। বিঃ -ভঙ্গ—সরস আলোচনা বা উপভোগের ব্যাপারে বাধা। বিণ -রাজ—রসিক, রসাল। বিণঃ ( স্ত্রী ): রসরাজী। বিঃ -রঙ্গ—রসপূর্ণ আমোদপ্রমোদ, হাস্য-পরিহাস। বিঃ -রচনা—রসিকতাপূর্ণ বা হাস্যরসাত্মক রচনা। বিঃ -রাজ—রসিকশ্রেষ্ঠ; শ্রীকৃষ্ণ, পারদ, রসাঞ্জন, হিঙ্গুল। বিঃ -শালা—রাসায়নিক পরীক্ষাগার বা কার্যালয়। বিঃ -শোধন—পারদশুদ্ধি। বিঃ -সিন্দূর—গন্ধকের সহিত পারদ জারণ

করিলে তাহা হইতে প্রস্তুত সিন্দুরের মত রসায়ন দ্রব্য। বিণ -স্থ—(দেহে) রসের আধিক্য হইয়াছে এমন, শ্লেষ্মা-পীড়িত। বিণ -হীন—রসশূন্য, নীরস। বিঃ রসালাপ—রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা। বিঃ রসাস্বাদ, রসাস্বাদন—রসের স্বাদ গ্রহণ, মর্ম উপলব্ধি করিয়া আনন্দলাভ।

রসই—রসুই দ্রষ্টব্য।

রসদ—বিঃ খোরাক, খাদ্যবস্তু, উপকরণ; সৈন্যদিগের খাদ্য; প্রয়োজনীয় অর্থ।

রসন—বিঃ রসগ্রহণ, আস্বাদন, জিহ্বা।

রসনা—বিঃ জিহ্বা।

রসনাগ্র—বিঃ জিহ্বার অগ্রভাগ।

রসনেন্দ্রিয়—বিঃ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের একটি, জিহ্বা।

রসা১—বিঃ পৃথিবী (রসাতল)।

রসা২—(১) বিণঃ রসযুক্ত; ঈষৎ পচা। (২) বিঃ ব্যঞ্জনবিশেষ।

রসা৩—ক্রিঃ রসযুক্ত হওয়া, শ্লেষ্মাদিতে ভার ভার হওয়া। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ রসযুক্ত করা, রসভাবযুক্ত করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

রসাঞ্জন—বিঃ সুর্মা, অ্যান্টিমনি ও গন্ধকের রাসায়নিক মিলনে জাত খনিজ পদার্থবিশেষ।

রসাতল—বিঃ সপ্ত পাতালের নিম্নস্থ মাটি; ভূতল; অধঃপাত।

রসাত্মক—বিণঃ সরস, রসগর্ভ, রসাল। বিণঃ (স্ত্রী): রসাত্মিকা।

রসান১—বিঃ রসে সিক্ত করানো; স্বর্ণাদি ধাতু উজ্জ্বলীকরণ বা উজ্জ্বল করার উপকরণ বা পালিশ-পাথর; তীব্র রসাত্মক বাক্য, ফোড়ন (রসান দিয়ে কথা)।

রসান২—রসা৩ দ্রষ্টব্য।

রসাভাস—বিঃ রসের আভাস, রসদুষ্ট, পরিবেশের বা বিষয়-বিরুদ্ধ রস বা বর্ণনা, নীচ বা অনুচিত রস বা বর্ণনা।

রসাম্ল—বিঃ বৃক্ষাম্ল, অম্লবেতস।

রসায়ন—বিঃ আয়ুর্বৃদ্ধিকারক এবং জরাব্যাধিনাশক ঔষধ; সালসা; পদার্থসমূহের সংযোগবিয়োগ-বিষয়ক বিদ্যা, রসায়ন-শাস্ত্র। বিণঃ রসায়নী—রসায়ন-সম্বন্ধীয় (রসায়নী বিদ্যা)।

রসাল—(১) বিঃ আম্রবৃক্ষ। (২) বিণঃ সরস, রসপূর্ণ।

রসালাপ, রসাস্বাদ, রসাস্বাদন—রস দ্রষ্টব্য।

রসিক—বিণঃ রসজ্ঞ; রসগ্রাহী; রসপ্রিয়; তাৎপর্য জানে বা বুঝিতে পারে এমন (কাব্য রসিক); আদিরসে অভিজ্ঞ (রসিক নাগর); রঙ্গ-রসে পটু, রঙ্গপ্রিয় (রসিক লোক)। বিণঃ (স্ত্রী): রসিকা, (কাব্যে) রসিকিনী। বিঃ -তা—কৌতুক, রঙ্গ-রসের কথা।

রসিত—বিণঃ আস্বাদ, স্বাদিত।

রসিদ, রসীদ—বিঃ অর্থাদির প্রাপ্তি-স্বীকারসূচক পত্র, যে কোন জিনিসের প্রাপ্তি-নিদর্শন।

রসুই, রসাই—বিঃ রন্ধন। বিঃ -ঘর—পাকশালা, রান্নাঘর। বিণঃ রসুয়ে—রন্ধনকারী, পাচক।

রসুন—রশুন-এর বানানভেদ।

রসুল—বিঃ ঈশ্বরের দূত, পয়গম্বর, ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ।

রসেন্দ্র—বিঃ পারদ, পারা।

রসোত্তীর্ণ—বিণঃ রসের বিচারে উত্তীর্ণ, সফল, সার্থক।

রসোদ্গার—বিঃ অন্তরঙ্গের নিকট নায়ক বা নায়িকার প্রিয় সমাগম ও সম্ভোগাদির বিষয় বর্ণন।
রহ—ক্রিঃ থাম, রাখ ; থাক।
রহমৎ—বিঃ করুণা, দয়া, কৃপা।
রহমান—বিণঃ করুণাময়।
রহস¹—বিঃ (কাব্যে) সংসর্গ, সহবাস।
রহস²—বিঃ গুহ্য ধর্মতত্ত্ব।
রহসি—ক্রি-বিণঃ (ব্রজ) নির্জনে ; গোপনে।
রহস্য—(১) বিঃ গূঢ় তাৎপর্য, মর্ম, দুর্বোধ্য গুপ্তকথা (রহস্যময়), রসিকতা, পরিহাস, কৌতুক। (২) বিণঃ গোপনীয় (রহস্য কথা)। ক্রি-বিণঃ -চ্ছলে—রসিকতা বা ঠাট্টা করিয়া। বিণঃ -জ্ঞ—যে গূঢ়তত্ত্ব জানে এমন। বিণঃ -পূর্ণ, -ময়—গোপন তাৎপর্য বা তথ্যপূর্ণ, দুর্বোধ্য। বিঃ -ভেদ—গোপন তথ্য আবিষ্কার, মর্মোদ্ঘাটন। বিঃ রহস্যালাপ—গোপনীয় আলাপ ; রসালাপ, গূঢ় আলোচনা, রঙ্গ-তামাসাযুক্ত কথা-বার্তা।
রহা—ক্রিঃ থাকা, অবস্থান করা, থামা, অপেক্ষা করা। ক্রিঃ -ন, -নো—অপেক্ষা করানো, থামানো, আটকানো।
রহিত—বিণঃ বর্জিত, বিরহিত, বিহীন (বাকা-রহিত) ; বাতিল, রদ, প্রত্যাহৃত (আইন রহিত) ; প্রতিহত (আক্রমণ রহিত)।
রহিম, রহীম—(১) বিণঃ দয়ালু, কৃপালু। (২) বিঃ ঈশ্বরের এক নাম।
রা, রাও¹—বিঃ রব, মুখের শব্দ।
-রা—বহুবচন সূচক বাংলা বিভক্তি-বিশেষ (লোকেরা)।

রাই¹—বিঃ সরিষাবিশেষ।
রাই²—বিঃ শ্রীরাধিকা। বিঃ -কিশোরী—কিশোরী রাধিকা। বিঃ -ধনী—সুন্দরী রাধিকা।
রাই³—বিঃ (কাব্যে) রাজা।
রাইফেল—বিঃ বড় ও শক্তিশালী বন্দুক-বিশেষ।
রাইয়ত, রায়ত—বিঃ প্রজা। রাইয়তী, রায়তী—(১) বিণঃ রাইয়ত-সম্বন্ধীয়, রায়তের দাবীযুক্ত, রায়তের প্রাপ্য ; রায়তকে প্রদত্ত। (২) বিঃ প্রজাস্বত্ব, চাষকরণের ভূমিস্বত্ব।
রাউত—বিঃ উপাধিবিশেষ ; রাজপুত।
রাও², রাওল—বিঃ রাজা, রাজতুল্য, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে প্রদত্ত সরকারী খেতাববিশেষ।
রাং¹—বিঃ নিহত পশু পক্ষীর জঙ্ঘা।
রাং²—বিঃ ধাতুবিশেষ। বিঃ -ঝাল, -ঝালা—ভাঙ্গা, ফুটা ধাতু দ্রব্যাদি মেরামত করিবার জন্য রাং-সীসা মিশ্রিত পাইন বা পান। বিঃ -তা—রাঙয়ের পাতা বা তবক।
রাংচিতা—বিঃ একপ্রকার ক্ষুদ্র গাছ।
রাঁড়—রাণ্ডী দ্রষ্টব্য।
রাঁড়া—(১) বিঃ ফল পুষ্পহীন বৃক্ষ, বন্ধ্যা নারী। (২) বিণঃ ফলপুষ্প-হীন, বন্ধ্যা, বাঁঝা।
রাঁড়ী, রাঁড়ি—বিঃ বিধবা। বিঃ কচে রাঁড়ি—বালবিধবা।
রাঁধন—বিঃ রন্ধন, পাককরণ।
রাঁধনি, রাঁধুনি, রান্ধনী—রন্ধনী দ্রষ্টব্য।
রাঁধুনী—(১) বিঃ (স্ত্রী)ঃ পাচিকা। (২) বিণঃ রান্না করে এমন।
রাঁধা—(১) ক্রিঃ রন্ধন করা, পাক করা (ভাত রাঁধা)। (২) বিঃ রন্ধন, রান্না। (৩) বিণঃ রন্ধিত (রাঁধা

ভাত)। -অ, -নো—(১) ক্রিঃ রন্ধন করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ -বাড়া—রন্ধন ও পরিবেশন।

রাকা—বিঃ প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি।

রাক্ষস—(১) বিঃ পুরাণের নরখাদক ও যজ্ঞনাশকারী অনার্য জাতিবিশেষ, রক্ষঃ, নিশাচর, কর্বুর। (২) বিণঃ রাক্ষস-সম্বন্ধীয়। বিঃ (স্ত্রী)ঃ রাক্ষসী, (কথ্য) রাক্কুসী। বিঃ -গণ—(জ্যোতিষ) জাতকের বিবিধ প্রকৃতির অন্যতম। বিঃ -বিবাহ—কন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ।

রাখন—বিঃ রক্ষণ, রক্ষাকরণ; রাখা, স্থাপন।

রাখা—ক্রিঃ স্থাপন করা, থোয়া; আশ্রয় দেওয়া, থাকিতে দেওয়া (পায়ে রাখা); রক্ষা করা (রাখে হরি মারে কে); উদ্ধার করা (বাঘের মুখ থেকে রাখা); বহন করা, ধারণ করা (মাথায় রাখা); বিকৃত হইতে বা হারাইতে না দেওয়া (শ্যাম রাখি কি কুল রাখি); মর্যাদা সম্ভ্রম রক্ষা করা (মুখ রাখা); হানি হইতে না দেওয়া বা বাঁচানো (প্রাণ রাখা); গচ্ছিত দেওয়া; বন্ধক দেওয়া বা নেওয়া; নিযুক্ত করা; পোষা; ভোগের জন্য প্রতিপালন করা; প্রতিশ্রুতি পালন করা (কথা রাখা); তুষ্ট করা (মনে রাখা); কোন ক্রিয়া পূর্বে সম্পাদন করা (কাজ করিয়া রাখা); অনুরোধ পালন করা; ঐতিহ্য বজায় রাখা। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ রক্ষিত, নিযুক্ত, আশ্রিত, প্রদত্ত।

রাখাল—বিঃ গো-রক্ষক, যে গরু চরায় এমন। বিঃ -রাজ—শ্রীকৃষ্ণ। রাখালি—রাখালের কাজ। বিণঃ রাখালিয়া, রাখালি—রাখাল-সম্পর্কীয়, রাখাল-সুলভ (রাখালিয়া বাঁশি)। বিঃ রাখালী—রাখালের কাজ বা বৃত্তি।

রাখি, রাখী—বিঃ রক্ষাবন্ধনসূত্র, বিপদ হইতে রক্ষা কামনায় প্রিয়জনের প্রকোষ্ঠে বা মণিবন্ধে যে মঙ্গলসূত্র বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বিঃ -পূর্ণিমা—শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথি। বিঃ -বন্ধন—রাখি পূর্ণিমায় মণিবন্ধে মাঙ্গল্য সূত্র বন্ধন।

রাগ[১]—বিঃ রং, রঞ্জন দ্রব্য (রক্তরাগ); রক্তিমা, লালবর্ণ (অরুণ রাগ, তাম্বুল রাগ); প্রেম, অনুরাগ, আসক্তি (পূর্বরাগ)।

রাগ[২]—বিঃ ক্রোধ, কোপ, রোষ।

রাগ[৩]—বিঃ (সঙ্গীতে) ছয় রাগ, ছয়টি মূল সুর-বিন্যাস।

রাগত—(১) বিণঃ ক্রোধযুক্ত, রুষ্ট। (২) ক্রি-বিণঃ রাগভরে।

রাগা—(১) ক্রিঃ রাগ করা, রুষ্ট হওয়া, অভিমান করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। -অ, -নো—(১) ক্রিঃ ক্রুদ্ধ করানো, চটানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

রাগানুগ—বিণঃ রাগের অনুগামী।

রাগান্ধ—বিণঃ ক্রোধে জ্ঞানশূন্য; সুর-জ্ঞান নাই এমন।

রাগান্বিত—বিণঃ অনুরাগযুক্ত; ক্রুদ্ধ, রুষ্ট, কোপিত।

রাগিণী—বিঃ (স্ত্রী)ঃ ছয় রাগের ছয়টি করিয়া ছত্রিশ পত্নী অর্থাৎ ছয় মূল সুর হইতে জাত ছত্রিশটি প্রধান সুর; সুর, গান (সঙ্গীত)।

রাগী—(১) বিণঃ রাগযুক্ত, অনুরক্ত, অনুরাগী ; ক্রোধী, ক্রুদ্ধ, রুষ্ট, রোষপরবশ। (২) বিঃ মেনকার জ্যেষ্ঠা কন্যা।

রাঘব—(১) বিঃ শ্রীরামচন্দ্র, রঘু-বংশীয় রাজা। (২) বিণঃ রঘু-বংশ জাত এমন (রাঘব রাম)। বিঃ -প্রিয়া, -বাঞ্ছা—সীতা। বিঃ রাঘবারি—রাঘবের শত্রু, রাবণ।

রাঙ, রাঙ্গ—রাং-এর বানানভেদ।

রাঙা, রাঙ্গা—বিণঃ রক্তবর্ণ, লাল, লোহিত, ফরসা, গৌরবর্ণ। বিঃ -আলু, -কন্দ—মিষ্ট আলুবিশেষ। বিণঃ -বাস—লাল কাপড়, গেরুয়া কাপড়। বিঃ -মাটি—গিরিমাটি বা গেরিমাটি। বিঃ -মুলা—লাল রঙের মুলা ; রূপবান্ অথচ নির্গুণ ব্যক্তি। বিণঃ (স্ত্রী): রাঙী, রাঙ্গী। ক্রিঃ -ন, -নো—লালবর্ণে রঞ্জিত করা, আলোকিত করা, উজ্জ্বল করা।

রাজ১—বিঃ রাজ্য (মেহনতী রাজ)।

রাজ২—রাজমিস্ত্রী-র সংক্ষিপ্ত রূপ।

রাজ৩—বিঃ (সমাসের পূর্ব পদ হইলে) রাজা, গভর্ণমেণ্ট, সরকার (রাজ-সভা) ; শ্রেষ্ঠ (রাজপথ)।

রাজ৪—(সমাসের উত্তর পদ হইলে) রাজা (গ্রহরাজ, দেবরাজ) ; শ্রেষ্ঠ (পদ্মরাজ)।

রাজক—বিণঃ রাজবান্, রাজশাসিত।

রাজকন্যা—বিঃ—রাজার মেয়ে, রাজ-নন্দিনী।

রাজকবি—বিঃ রাজার নিযুক্ত ও রাজ-সম্মানিত কবি।

রাজকর—বিঃ রাজস্ব, রাজাকে বা সরকারকে দেয় খাজনা।

রাজকর্ম, রাজকার্য—বিঃ রাজকীয় কর্ম, সরকারী চাকুরী, রাজ্য শাসন, রাজার কর্তব্য। বিঃ রাজ-কর্মচারী—রাজ ভৃত্য, রাজপুরুষ, রাজ্য-সংক্রান্ত কার্য পরিচালনায় নিযুক্ত কর্মী বা কর্মচারী, সরকারী চাকুরে।

রাজকীয়—বিণঃ রাজসম্বন্ধীয়, সর-কারী।

রাজকুমার—বিঃ রাজপুত্র, যুবরাজ, রাজার ছেলে। বিঃ (স্ত্রী): রাজ-কুমারী।

রাজকুল—বিঃ রাজার বংশ, নৃপতিবৃন্দ। বিঃ -বধূ—রাজার বংশের বধূ। বিণঃ -সম্ভব—রাজবংশজাত।

রাজকুষ্মাণ্ড—বিঃ বেগুন।

রাজকোষ—বিঃ রাজকীয় ধনভাণ্ডার, ট্রেজারি।

রাজগদি—বিঃ রাজার সিংহাসন।

রাজগি, রাজগী—বিঃ রাজপদ, রাজপাট, নৃপতির পদ বা অধিকার।

রাজগির, রাজগিরি—বিঃ মগধস্থ পর্বত-বিশেষ ; রাজগৃহ (পাটনার নিকট-বর্তী একটি স্থান—বিম্বিসার নির্মিত রাজধানী)।

রাজগুরু—বিঃ রাজার আচার্য বা দীক্ষা-দাতা।

রাজগৃহ—বিঃ রাজার প্রাসাদ ; মগধের অন্তর্গত পাঁচটি পাহাড় বেষ্টিত জরাসন্ধের রাজধানী—অন্য নাম গিরিব্রজ ; বিম্বিসার প্রতিষ্ঠিত নগর রাজগিরি বা রাজগির ; বৌদ্ধ মহা-তীর্থ।

রাজচক্রবর্তী—বিঃ সার্বভৌম নরপতি, সম্রাট্।

রাজচ্ছত্র, রাজছত্র—বিঃ রাজার মস্তকে ধৃত ছত্র।

রাজজোটক, রাজযোটক — বিঃ (জ্যোতিষ) বর-কনের শুভসূচক অতি প্রশস্ত মিলন।

রাজটিকা, রাজটীকা—বিঃ রাজতিলক, অভিষেকের সময় রাজার ললাটে রাজ-চিহ্নস্বরূপ অঙ্কিত তিলক।

রাজড়া—বিঃ ক্ষুদ্র সামন্ত নৃপতি, রাজ-তুল্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

রাজত—বিণঃ রৌপ্য-নির্মিত।

রাজতক্ত—বিঃ রাজ সিংহাসন।

রাজতন্ত্র—বিঃ রাজা বা রাণী যে শাসন-তন্ত্রের প্রধান (বৃটিশ রাজতন্ত্র) ; নৃপতি কর্তৃক শাসন-ব্যবস্থা।

রাজতরু—বিঃ কর্ণিকার বৃক্ষ, সোঁদাল গাছ।

রাজত্ব—বিঃ রাজ্য, রাজার অধিকার, শাসন বা আমল।

রাজদণ্ড—বিঃ রাজচিহ্ন সূচক দণ্ড, রাজার শাসনদণ্ড ; যে দণ্ড রাজা হস্তে ধারণ করেন ; রাজার আইন অনুসারে শাস্তি।

রাজদত্ত—বিণঃ নৃপতি কর্তৃক প্রদত্ত, রাজার দেওয়া।

রাজদন্ত—বিঃ সম্মুখের চারিটি দাঁত বা উপরের পাটীর মাঝখানের দুইটি দাঁত।

রাজদম্পতি, রাজদম্পতী—বিঃ রাজা-রাণী, রাজা ও তাঁহার পত্নী।

রাজদরবার—বিঃ রাজসভা, রাজকার্য পরিচালনার জন্য রাজা যে সভায় বসেন, রাজার বিচার সভা।

রাজদুলালী, রাজদুহিতা—বিঃ রাজ-কন্যা।

রাজদূত—বিঃ রাজপ্রতিনিধিবিশেষ, রাজা বা সরকার কর্তৃক প্রেরিত দূত বা সংবাদবাহক, ভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত সংবাদাদি আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত রাজপ্রতিনিধি।

রাজদ্বার—বিঃ রাজার গোচর, রাজসন্নি-ধান, আদালত, বিচারালয়, ধর্মাধি-করণ।

রাজদ্রোহ, রাজদ্রোহিতা—বিঃ রাজার বা সরকারের উৎখাতের উদ্দেশ্যে বা বিরুদ্ধাচরণের জন্য উদ্যম। বিণঃ রাজদ্রোহী—রাজদ্রোহকারী ; রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ রাজদ্রোহিণী।

রাজধর্ম—বিঃ দেশ শাসন, রাজার কর্তব্য, প্রজাপালনাদি কর্ম।

রাজধানী—বিঃ যে নগরে রাজা বা রাজ-প্রতিনিধি বাস করেন ; রাজার বা রাষ্ট্রের বা প্রধান রাজপ্রতিনিধির শাসন কেন্দ্র ; যেখানে রাজ্যের প্রধান দপ্তর থাকে।

রাজনন্দন—বিঃ রাজার ছেলে, রাজপুত্র। বিঃ (স্ত্রী)ঃ রাজনন্দিনী।

রাজনামা—বিঃ নৃপতিদের নামের তালিকা বা বংশপরিচয়।

রাজনিয়ম—বিঃ রাজবিধি, রাজার আইন, সরকারী আইন।

রাজনীতি—বিঃ রাজ্যশাসন-নীতি, সাম দান ভেদ দণ্ড—রাজ্যশাসনের এই চতুর্বিধ উপায়। -জ্ঞ—(১) বিণঃ রাজনীতি-কুশল। (২) বিঃ রাজ-নীতিজ্ঞ ব্যক্তি। বিণঃ রাজনৈতিক—রাজনীতিগত, রাজনীতি-সংক্রান্ত, রাজ্যশাসন ঘটিত। বিণঃ -বিৎ, -বিশার-দ, রাজনীতিজ্ঞ—রাজনীতি শাস্ত্রে পণ্ডিত, রাজনীতিতে অভিজ্ঞ।

রাজন্য—বিঃ সামন্ত রাজা, রাজবংশের লোক, ক্ষত্রিয়। বিঃ -ক—রাজন্যবর্গ। বিঃ -ভাতা—শাসন বিলোপের ক্ষতিপূরণ।

রাজন্যবান্—বিণঃ রাজবান্, রাজ-শাসিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ রাজন্যবতী।

রাজপট্ট—বিঃ রাজমুকুট, রাজার পাগড়ী, রাজপাট, রাজপদ, রাজসনন্দ ; কৃষ্ণ-বর্ণ রত্নবিশেষ ; রাজ সিংহাসন।

রাজপথ—বিঃ পথের রাজা, বড় রাস্তা, নগরের প্রধান রাস্তা ; সর্বসাধারণের ব্যবহার্য রাস্তা, সদর রাস্তা, রাজ-মার্গ।

রাজপদ—বিঃ রাজার বা রাজ-যোগ্য অধিকার, রাজত্ব, রাজাসন।

রাজপরিচ্ছদ, রাজবেশ—বিঃ রাজ-পোষাক।

রাজপাট—রাজপট্ট দ্রষ্টব্য।

রাজপুত—বিঃ রাজপুতানার অধি-বাসী ; ক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ রাজপুতানী।

রাজপুত্র—বিঃ রাজার ছেলে। বিঃ (স্ত্রী)ঃ রাজপুত্রী, রাজপুত্রিকা।

রাজপুরী—বিঃ রাজভবন, রাজধানী, রাজপুর।

রাজপুরুষ—বিঃ উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম-চারী, সরকারী চাকুরে, শান্তিরক্ষক।

রাজপ্রমুখ—বিঃ স্বাধীনতা লাভের পর করদ রাজ্যসমূহের প্রধানরূপে নিযুক্ত শাসনকর্তা।

রাজপ্রসাদ—বিঃ রাজানুগ্রহ, রাজার কৃপা বা দান।

রাজপ্রাসাদ—বিঃ রাজগৃহ, রাজার বাস-ভবন।

রাজফল—বিঃ পটোল।

রাজবংশ—বিঃ রাজকুল, রাজার বংশ।

রাজবংশী—বিঃ হিন্দুজাতিবিশেষ।

রাজবংশীয়—বিঃ রাজবংশোদ্ভূত, রাজার বংশে জাত। বিঃ (স্ত্রী)ঃ রাজবংশীয়া।

রাজবর্ত্ম—বিঃ রাজপথ।

রাজবলা—বিঃ গন্ধ ভাদালিয়া লতা।

রাজবাটী, রাজবাড়ি, রাজবাড়ী—রাজ-প্রাসাদ দ্রষ্টব্য।

রাজবান্—বিণঃ রাজন্যবান্, যে দেশে রাজা আছে, রাজশাসিত।

রাজবালা—বিঃ রাজকন্যা।

রাজবিদ্রোহ—বিঃ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, রাজদ্রোহ।

রাজবিধি—বিঃ রাজার বা সরকারের আইন, রাজার শাসন-পদ্ধতি।

রাজবৃত্ত—বিঃ রাজার চরিত্র, রাজোচিত আচরণ।

রাজবিপ্লব—বিঃ রাজ্যের বা রাষ্ট্রের প্রচলিত শাসনের নীতি ও পদ্ধতির বিপর্যয় ও পরিবর্তন।

রাজবেশ—রাজপরিচ্ছদ দ্রষ্টব্য।

রাজভক্ত—রাজার ভক্ত, রাজার অনুরক্ত বিঃ রাজভক্তি—রাজার প্রতি অনুরক্তি ও আনুগত্য।

রাজভয়—বিঃ রাজা বা সরকার দ্বারা শাস্তি পাইবার ভয়।

রাজভবন—বিঃ রাজগৃহ, রাজা বা তৎপ্রতিনিধির বাসভবন।

রাজভাগ—বিঃ রাজা বা ভূস্বামীর প্রাপ্য অংশ।

রাজভাষা—বিঃ রাজার বা শাসক জাতির মাতৃভাষা ; সরকারী কাজ-কর্মে ব্যবহৃত এক বা একাধিক ভাষা।

রাজভৃত্য—বিঃ রাজার পরিচারক, রাজ কর্মচারী।

রাজভোগ—বিঃ রাজার যোগ্য ভোজ্য বা ভোগ্য বস্তু ; অতুল ঐশ্বর্য ; রাজকীয় বিলাসব্যসন ; বড় রস-গোল্লার আকারের মিঠাইবিশেষ।

রাজভোগ্য—বিণ: রাজার উপভোগের উপযুক্ত সামগ্রী। বিণ: (স্ত্রী): রাজভোগ্যা।

রাজ-মজুর—বি: রাজমিস্ত্রীর সহায়ক মজুর।

রাজ-মন্ত্রী—বি: রাজকার্যে মন্ত্রণাদাতা।

রাজমহল—বি: রাজ-অন্তঃপুর, রাজ-শুদ্ধান্ত; সাঁওতাল পরগণার একটি মহকুমা সহর।

রাজমহিষী—বি: পাটরাণী, রাজার অভিষিক্তা পত্নী, প্রধানা রাজ্ঞী যিনি রাজসম্মানের অংশভাগিনী।

রাজমান্য—বি: রাজা বা ভূস্বামীকে দেয় প্রজাদের উপঢৌকনাদি, নজরানা।

রাজমার্গ—বি: রাজপথ।

রাজমাষ—বি: বরবটী কলাই।

রাজমিস্ত্রী—বি: স্থপতি, বাস্তুশিল্পী।

রাজমুকুট—বি: তাজ, রাজচিহ্নসূচক রাজার শিরোভূষণ।

রাজমুদ্রা—বি: রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা।

রাজযক্ষ্মা—বি: ক্ষয়রোগ, যক্ষ্মা।

রাজযোগ—বি: যৌগিক সাধন-পদ্ধতি-বিশেষ।

রাজযোগী—বি: রজঃগুণাত্মক যোগী।

রাজযোটক—রাজজোটক দ্রষ্টব্য।

রাজরাজ—বি: রাজাধিরাজ, সম্রাট্, রাজার রাজা; কুবের।

রাজরাজড়া—বি: বিভিন্ন রাজা ও রাজতুল্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ।

রাজরাজেশ্বর—বি: রাজাধিরাজ, সম্রাট্, রাজার রাজা। বি: (স্ত্রী): রাজ-রাজেশ্বরী—সম্রাজ্ঞী; দশমহাবিদ্যার অন্যতমা।

রাজরাণী—বি: রাজমহিষী।

রাজর্ষি—বি: ঋষিতুল্য রাজা; রাজ-শ্রেষ্ঠ; বিশ্বামিত্র।

রাজলক্ষ্মী—বি: রাজ্যশ্রী, রাজশ্রী, কল্যাণ ও সমৃদ্ধিকারিণী রাজকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

রাজলিখা, -লেখা, -লেখ্য—বি: রাজার স্বাক্ষরিত পত্র।

রাজশক্তি—বি: রাজার ক্ষমতা বা প্রভাব, রাজার সৈন্যবল।

রাজশয্যা—বি: রাজোচিত শয্যা।

রাজশৃঙ্গ—বি: পর্বতের প্রধান শৃঙ্গ; শৃঙ্গী মৎস্য, শিঙি মাছ, মাগুর মাছ।

রাজশেখর—বি: রাজ চূড়ামণি, রাজ চক্রবর্তী, সম্রাট; 'কর্পূরমঞ্জরী' প্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার।

রাজশ্রী, রাজ্যশ্রী—বি: রাজলক্ষ্মী।

রাজস, রাজসিক—বিণ: রজোগুণাত্মক, রজোগুণ-সম্বন্ধীয়, দর্প গর্ব প্রভৃতি মনোভাব বিশিষ্ট। বিণ: (স্ত্রী): রাজসী, রাজসিকী।

রাজ-সংস্করণ—বি: পুস্তকাদির সুন্দরতম বা শ্রেষ্ঠ সংস্করণ।

রাজসদন—বি: রাজগৃহ, রাজপ্রাসাদ।

রাজসভা—বি: রাজদরবার। বি: -সদ্—রাজসভার সদস্য যাঁহারা নিয়মিত-ভাবে রাজসভায় উপস্থিত থাকিয়া মন্ত্রণা দান করেন।

রাজ-সম্পদ্—বি: রাজৈশ্বর্য।

রাজসর্ষপ—বি: রাই সরিষা।

রাজ-সরকার—বি: রাজার শাসন বা সভা।

রাজসর্প—বি: শঙ্খচূড় সাপ।

রাজসিংহাসন—বি: রাজসভায় রাজার বসিবার মহামূল্যবান্ আসন।

রাজসূয়—বি: রাজাধিরাজ হইবার জন্য যে যজ্ঞ করিতে হয়।

রাজসেবা—বি: রাজার পরিচর্যা, রাজা বা সরকারের অধীনে চাকরি।

রাজস্থান—বিঃ রাজপুতানা ; রাজ-পুতানা প্রদেশ।
রাজস্ব—বিঃ রাজকর, রাজার খাজনা। বিঃ -সচিব—রাজ্যের আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত দপ্তরের মন্ত্রী।
রাজহংস—বিঃ মরাল, দীর্ঘ গ্রীবা-বিশিষ্ট বৃহদাকার হংসবিশেষ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ রাজহংসী।
রাজহস্তী—বিঃ যে হস্তীর পৃষ্ঠে রাজা আরোহণ করেন, রাজাকে বহনকারী হস্তী, শ্রেষ্ঠ হস্তী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ রাজহস্তিনী।
রাজা¹—বিঃ নৃপতি, নরপতি, নৃপ, ভূপতি, ভূপাল ; রাজ্যের অধীশ্বর; খেতাববিশেষ ; অতিশয় ধনাঢ্য ব্যক্তি।
রাজা²—ক্রিঃ (কাব্যে) বিরাজ করা, শোভা পাওয়া।
রাজাজ্ঞা, রাজাদেশ—বিঃ রাজার হুকুম বা নির্দেশ, সরকারী নির্দেশ।
রাজাধিরাজ—বিঃ সম্রাট্, সার্বভৌম নরপতি, রাজার রাজা।
রাজানুকম্পা, রাজানুগ্রহ—বিঃ রাজার দয়া বা দান।
রাজান্তঃপুর—বিঃ রাজশুদ্ধান্ত, রাজার অন্তঃপুর, রাজার অন্দরমহল। বিঃ রাজান্তঃপুরিকা—রাজশুদ্ধান্ত-চারিণী, রাজার অন্তঃপুরের অধি-বাসিনী।
রাজাবর্ত—বিঃ বহুমূল্য উপরত্নবিশেষ ; রেউটি পাথর।
রাজাবলি, রাজাবলী—বিঃ রাজাদের বংশপরম্পরা, রাজাদের বংশাবলি বা বংশতালিকা।
রাজাসন—বিঃ রাজার আসন বা পদ, সিংহাসন।
রাজি¹—বিঃ শ্রেণী, সারি (তরুরাজি) ; সমূহ (রত্নরাজি) ; রেখা (গুম্ফ-রাজি)।
রাজি², রাজী—বিণঃ সম্মত, স্বীকৃত।
রাজিত—বিণঃ শোভিত, বিরাজিত।
রাজীব—বিঃ রক্তকমল, শ্রেষ্ঠ পদ্মফুল। -লোচন—(১) বিণঃ কমলাক্ষ, লাল পদ্মের মত চক্ষুবিশিষ্ট। (২) বিঃ শ্রীরামচন্দ্র।
রাজেন্দ্র—বিঃ সম্রাট, শ্রেষ্ঠ রাজা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ রাজেন্দ্রাণী।
রাজ্ঞী—বিঃ রাজমহিষী, রাণী।
রাজ্য—(১) বিঃ রাজত্ব, রাজার অধিকার, স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা-সমন্বিত দেশ, প্রদেশ, রাষ্ট্র। (২) বিণঃ প্রচুর, প্রভূত। বিণঃ -চ্যুত, -ভ্রষ্ট, -হারা—রাজ্যের স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত। বিঃ -পাল—স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা-সমন্বিত অঞ্চলের শাসক। বিঃ -ভার—রাজ্যপরিচালনার দায়িত্ব। বিঃ -শাসন—সরকার পরি-চালনার দায়িত্ব পালন।
রাজ্যাভিষেক—বিঃ সিংহাসনে আরো-হণের উৎসব।
রাজ্যেশ্বর—বিঃ রাজ্যাধিপতি, রাজা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ রাজ্যেশ্বরী।
রাঢ়—(১) বিঃ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী বঙ্গদেশের অঞ্চলবিশেষ। (২) বিণঃ অসভ্য। বিঃ -বঙ্গ—পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ সমগ্রভাবে। বিণঃ রাঢ়ী, রাঢ়ীয়—রাঢ়দেশীয়। বিণঃ (ব্যঙ্গে) রেঢ়ো—অমার্জিত।
রাত—বিঃ রাত্রি, নিশা, রজনী, বিভাবরী। বিণঃ -কানা—যে দিনে দেখিতে পায় কিন্তু রাত্রে আর দেখিতে পায় না। ক্রি-বিণঃ -দিন—

অহর্নিশ, সর্বদা। ক্রি-বিণঃ -ভর, -ভোর—সারা রাত, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া।

রাতি—রাত্রি-র কোমল রূপ।

রাতুল—বিণঃ লাল, রক্তবর্ণ, রাঙা (রাতুল চরণ)।

রাত্র—সমাসে পরের পদে রাত্রি-শব্দের রূপ রাত্র হয় (অহোরাত্র, মধ্যরাত্র)।

রাত্রি—বিঃ নিশা, রজনী, যামিনী, শর্বরী, বিভাবরী, ক্ষণদা, ক্ষপা। -চর, -চার—(১) বিণঃ রাত্রিকালে বিচরণ করে এবং আহার অন্বেষণ করে এমন। (২) বিঃ রাক্ষস, নিশাচর, চোর। বিণঃ (স্ত্রী): -চরী, -চারী। বিঃ -জাগরণ—রাত্রিকালে নিদ্রা না যাওয়া। বিঃ -পুষ্প—নালফুল, কুমুদ। বিঃ -বাস—রাত্রি যাপন; রাত্রিকালে যে বস্ত্র পরিধান করিয়া ঘুমানো হয়। ক্রি-বিণঃ -বেলা—রজনীতে, রাত্রিকালে। বিঃ -ঈশ—চন্দ্র, নিশাপতি।

রাত্র্যন্ধ—বিণঃ রাতকানা।

রাদ্ধ—বিণঃ সিদ্ধ, নিষ্পন্ন।

রাধন, রাধনা—বিঃ আরাধনা, পূজা; সাধন, প্রাপ্তি।

রাধা, রাধিকা—বিঃ গোকুল গ্রামের গোপীরাজ বৃষভানুর কন্যা এবং আয়ান ঘোষের পত্নী (ইনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী ছিলেন); শ্রীরাধিকা; অধিরথ নামক সূতের পত্নী, কর্ণের পালয়িত্রী মাতা। বিঃ -কান্ত, -নাথ, -বল্লভ, -মাধব, -রমণ, -মোহন—শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ -মাধব, -শ্যাম, -কৃষ্ণ—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ যুগলে। বিঃ -পদ্ম—শ্বেত-পদ্ম, সূর্যমুখী ফুল। বিঃ -[illegible]—[illegible] মত [illegible]-বিশেষ। বিঃ -অষ্টমী—ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথি; রাধার জন্মতিথি।

রাধেকৃষ্ণ—অব্যঃ বৈষ্ণবগণ কর্তৃক রাধাকৃষ্ণের যুগল নাম উচ্চারণ; খুশি ভাব প্রকাশের উক্তিবিশেষ।

রাধেয়—বিঃ সূত অধিরথের পত্নী রাধার পালিত পুত্র কর্ণ।

রাণা¹—বিঃ উদয়পুরের রাজাদের উপাধি (রাণা প্রতাপ)।

রাণা²—বিঃ পুষ্করিণীর বাঁধানো ঘাটের দুই পার্শ্বস্থ উঁচু চাতাল।

রাণী—বিঃ রাজপত্নী।

রান্না—বিঃ রন্ধন। বিঃ -ঘর—রন্ধনশালা, রসুই ঘর। বিঃ -বাড়া—রাঁধা বাড়া।

রাব¹—বিঃ রব, শব্দ।

রাব²—বিঃ গুড়, তামাক মাখিবার চিটাগুড়, মাতগুড়।

রাবড়ি—বিঃ চিনি মিশ্রিত সরযুক্ত ক্ষীরবিশেষ।

রাবণ—বিঃ লঙ্কাধিপতি দশানন। বিণঃ -মুখো—উগ্রমূর্তি। বিণঃ (স্ত্রী): -মুখী।

রাবণপুরী—বিঃ স্বর্ণলঙ্কা, রাবণের সুবর্ণ নির্মিত নগরী; (ব্যঙ্গে) যে বাড়ীতে খাইবার লোক অসংখ্য।

রাবণি—বিঃ ইন্দ্রজিৎ, মেঘনাদ, রাবণের পুত্র।

রাবিশ—(১) বিঃ পাকা বাড়ীর ভগ্নাবশেষ: ভাঙ্গা ইট, চুণ, সুরকি। (২) বিণঃ নিকৃষ্ট, অকিঞ্চিৎকর (রাবিশ মাল); অপদার্থ, অকর্মণ্য।

রাম—(১) বিঃ দাশরথি রাম, বিষ্ণুর সপ্তম অবতার, বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার জামদগ্ন্য পরশুরাম, বিষ্ণুর অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম। (২) বিণঃ সুন্দর, রমণীয়, মনোহর, বৃহৎ (রাম ছাগল); [illegible]

(হাঁদারাম)। (৩) বিঃ -কান্ত—(বিদ্রূপে) লাঠি, লগুড়, হুড়ো। বিঃ -কেলি, -কেলী—সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। বিঃ -খড়ি—গৌরবর্ণ খড়িমাটিবিশেষ। বিঃ -গিরি—বন-গমনকালে শ্রীরামচন্দ্র এই পর্বতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন; কালি-দাসের 'মেঘদূত' কাব্যে যক্ষ অলকা হইতে এখানে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। বিঃ -চন্দ্র—দাশরথি রাম। অব্যঃ -চন্দ্র, -শ্চন্দ্র—অবজ্ঞা-ঘৃণাদি ব্যঞ্জক। বিঃ -জননী—শ্রীরাম-চন্দ্রের মাতা কৌশল্যা, পরশুরামের মাতা রেণুকা; বলরামের মাতা রোহিণী। বিঃ -দা—বড় কাটারি-বিশেষ। বিঃ -ধনু, -ধনুক—ইন্দ্রধনু; মেঘের জলকণাসমূহে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া সপ্ত বর্ণালীর বিচিত্র বৃহৎ ধনুকাকৃতি প্রতিবিম্ব আকাশপটে রচিত হয়। বিঃ -ধুন—অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের গুণ-কীর্তন, মহাত্মা গান্ধী-প্রচলিত সংগীতবিশেষ। বিঃ -নবমী—চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী, ঐ তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হয়। বিঃ -পাখি, -পাখী—মুরগি। রাম বল—অবজ্ঞা-ঘৃণাদি ব্যঞ্জক উক্তি। বিঃ -ভক্ত—হনুমান, ধর্ম সম্প্রদায়বিশেষ। বিঃ -ভদ্র—শ্রীরামচন্দ্র, বলরাম। বিঃ -রহীম—হিন্দু ও মুসলমানের ঈশ্বর। বিঃ -যাত্রা—শ্রীরামচন্দ্রের জীবন কাহিনী অবলম্বনে যাত্রা-ভিনয়। বিঃ -রাজত্ব—(ব্যঙ্গে) অবাধে একচেটিয়া অধিকার কায়েম। বিঃ -রাজ্য—ন্যায়-নীতি সুখ-শান্তি-পূর্ণ রাজ্য। বিঃ -লীলা—রামচন্দ্রের জন্ম হইতে স্বর্গারোহণ পর্যন্ত জীবনী অবলম্বনে অভিনয়। বিঃ -শালিক—বক জাতীয় পক্ষিবিশেষ। বিঃ -শিঙা, -শিঙ্গা—ফুঁ দিয়া বাজাইবার বড় শিঙ্গা। বিঃ -শ্যাম, রামা-শ্যামা—যে কোন সাধারণ লোক, বাজে লোক।

রামা—বিঃ সুন্দরী রমণী, সঙ্গীত-পারদর্শিণী নারী; প্রিয়া।

রামানন্দ—বিঃ রামানুজ প্রবর্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামোপাসক বৈষ্ণব সাধক ইনি জাতিভেদ মানিতেন না। বিঃ রামানন্দী—রামানন্দ প্রবর্তিত রামোপাসক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়।

রামানুজ—বিঃ শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা—ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন; একাদশ শতকের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক বৈষ্ণব সাধকবিশেষ।

রামায়ণ—বিঃ মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রাম চরিতমূলক মহাকাব্য।

রামাইত, রামায়েত—(১) বিণঃ রাম ভক্ত। (২) বিঃ রামোপাসক বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ।

রায়[1]—বিঃ আদালতের বিচার ফল।

রায়[2]—বিঃ রাজা, জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের খেতাব, উপাধিবিশেষ। বিঃ -জাদা—রায়ের ছেলে, রাজকুমার। বিঃ -বাঘিনী—বৃহৎ ব্যাঘ্রী; উগ্রা ও দাপটপূর্ণা নারী। বিঃ -বার—রাজার বার্তা, দৌত্য। বিঃ -বাহাদুর, -সাহেব—ইংরাজ আমলে প্রদত্ত সরকারী খেতাববিশেষ। বিঃ -বাঁশ—বাঁশের বড় লাঠি। -বেঁশে—(১) বিঃ লাঠিয়াল, লাঠি লইয়া নাচ। (২) বিণঃ রায়বাঁশ লইয়া কৃত (রায়বেঁশে নাচ)।

রায়ট—বিঃ দাংগা, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা।

রায়ত—রাইয়ত-এর চলিত রূপ।

রাশ[১]—বিঃ (জ্যোতিষে) জ্যোতিশ্চক্রের অন্তর্গত মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন—এই দ্বাদশ চিহ্ন। বিঃ -নাম—জন্মরাশি অনুযায়ী নাম। বিণঃ -পাতলা, -হালকা—ছেবলা। বিণঃ -ভারী—গম্ভীর-প্রকৃতিবিশিষ্ট।

রাশ[২]—বিঃ লাগাম, অশ্ব-বল্গা।

রাশ[৩]—বিঃ স্তূপ, গাদা, পুঞ্জ।

রাশি—(১) বিঃ স্তূপ, পুঞ্জ, সমূহ; (গণিতে) সাংকেতিক ও আঙ্কিক সংখ্যা; (জ্যোতিষে) জ্যোতিশ্চক্রের নক্ষত্রপুঞ্জস্বরূপ দ্বাদশ চিহ্ন (রাশ[১] দ্রষ্টব্য); ভাগ্য, অদৃষ্ট। বিঃ -চক্র—দ্বাদশ রাশি যুক্ত বৃত্তাকার জ্যোতিশ্চক্র। বিণঃ -রাশি—প্রচুর, অসংখ্য, গাদাগাদা। বিণঃ রাশীকৃত—স্তূপীকৃত, গাদা-দেওয়া।

রাষ্ট্র[১]—বিঃ এক শাসনতন্ত্রের অধীন স্বাধীন দেশ; ছোট ছোট আংশিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত দেশ, মূল রাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্যসমূহের সমষ্টি। বিঃ -কূট—দক্ষিণ ভারতের রাজ্যবিশেষ। বিঃ -দূত—রাজদূত। বিঃ -নায়ক—রাষ্ট্রের পরিচালক, দেশের প্রধান নেতা। বিঃ -নীতি—রাজনীতি। বিণঃ -নীতিক (অশুদ্ধ কিন্তু প্রচলিত)—রাজনীতিজ্ঞ। বিণঃ -নৈতিক—রাজনীতি-সংক্রান্ত। বিঃ -পতি—রাষ্ট্রের অধিপতি, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী, প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্রের সভাপতি। বিঃ -বিপ্লব—রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ফলে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন, গৃহযুদ্ধ। বিঃ -সংসদ—রাষ্ট্র পরিচালনের জন্য পরামর্শ-সভা। বিণঃ রাষ্ট্রিক, রাষ্ট্রীয়—রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয়।

রাষ্ট্র[২]—বিণঃ দেশময় প্রচারিত, ঘোষিত বা বিদিত, প্রসিদ্ধ।

রাস[১]—বিঃ অশ্ব বলগা, লাগাম (রাশ[২] দ্রষ্টব্য)।

রাস[২]—বিঃ কার্তিকী পূর্ণিমার শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা; গোপনারী-মণ্ডলে রাধা কৃষ্ণের নৃত্যোৎসব। বিঃ -ক্রীড়া—রাসলীলা। বিঃ -পূর্ণিমা—কার্তিকী পূর্ণিমা। বিঃ -বিহারী—শ্রীকৃষ্ণ; যিনি রাসমণ্ডলে বিহার করেন। বিঃ -মণ্ডপ, -মণ্ডল—রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা করিবার চক্রাকার স্থান। বিঃ -যাত্রা, -লীলা—রাসোৎসব, রাসক্রীড়া। বিঃ -রস—রাসলীলা জনিত অনির্বচনীয় আনন্দ।

রাসকেল, রাস্কেল—বিঃ দুর্বৃত্ত, পাজি।

রাসন—বিণঃ রসনা বা আস্বাদ সম্বন্ধীয়।

রাসভ—বিঃ গর্দভ, খর, গাধা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ রাসভী। বিণঃ -নিন্দিত—গাধাকেও হার মানায় এমন কর্কশ ও শ্রুতিকটু।

রাসায়নিক—(১) বিণঃ রসায়নবিদ্যা-সম্বন্ধীয়; রসায়নঘটিত। (২) বিণঃ বিঃ রসায়ন শাস্ত্রবিৎ। বিঃ -মিশ্রণ—বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণ। বিঃ -মিলন—বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য বা উপাদানের মধ্যে আণবিক মিলনের ফলে নূতন দ্রব্যের উদ্ভব।

রাসেশ্বরী—বিঃ শ্রীরাধিকা।

রাস্তা—বিঃ সদর ও গলিপথ।

রাস্না—বিঃ পরগাছাজাতীয় লতাবিশেষ, এক প্রকার অর্কিড।

রাহা—বিঃ রাস্তা, পথ (রাহাজানি) ; উপায়, মুক্তিপথ (সুরাহা)। বিঃ -খরচ—পাথেয়, পথখরচা, ভ্রমণকালে গাড়িভাড়াদি উপানিমিত্ত ব্যয়। বিঃ -জান—যে ব্যক্তি পথিমধ্যে ডাকাতি করে। বিঃ -জানি—রাহাজানের বৃত্তি। বিঃ -দার—পথকর সংগ্রহকারী। বিঃ -দারি—রাহাদারের কার্য বা বৃত্তি।

রাহিত্য—বিঃ অভাব, বিহীনতা।

রাহী¹—বিঃ পথচারী, পথিক।

রাহী²—বিঃ (কাব্যে) শ্রীরাধিকা।

রাহু—বিঃ সিংহিকার পুত্র ; অষ্টমগ্রহ ; শত্রু, সর্বনাশকারী। বিণঃ -গ্রস্ত—রাহুর কবলগত চন্দ্র, সূর্য ; রাহুর দৃষ্টিতে দুর্দশাপন্ন ব্যক্তি, রাহুর দশায় বিপন্ন। বিঃ -গ্রাস—রাহুদ্বারা চন্দ্র সূর্যের গ্রহণ ; দুর্দশায় পতন। বিঃ -চ্ছত্র—আদ্রক। বিঃ -দর্শন, -সংস্পর্শ—সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ। বিঃ -ভেদী—বিষ্ণু।

রাহুত—বিঃ অশ্বারোহী বীর।

রাহুল—বিঃ বুদ্ধদেবের পুত্র।

রি, ঋ—অব্যঃ (সংগীতে) সুরসপ্তকের দ্বিতীয় সুর, ঋষভ।

রিং, রিঙ—বিঃ চাবি রাখিবার কড়া বা আংটাবিশেষ ; আংটি, অঙ্গুরি, অঙ্গুরী ; টেলিফোনে ঘণ্টাধ্বনি, আহ্বান।

রিকাব, রিকাবী, রেকাবি—বিঃ ছোট ধাতু পাত্রবিশেষ।

রিক্ত—বিণঃ শূন্য, খালি (রিক্ত হস্ত) ; নিঃস্ব, নিঃসম্বল, অতি-দরিদ্র। বিণঃ (স্ত্রী): রিক্তা। বিঃ -তা -শূন্যতা।

রিক্থ—বিঃ ধন, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ; উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পত্তি।

রিকশ, রিকশা—বিঃ মনুষ্যচালিত দ্বিচক্র বা ত্রিচক্র যানবিশেষ।

রিজ—বিঃ (ব্রজ) বলয়।

রিঠা¹, (কথ্য) রিঠে—বিঃ কাপড় কাচার জন্য ব্যবহৃত ক্ষুদ্র ফলবিশেষ।

রিঠা², (কথ্য) রিঠে²—বিঃ মৎস্যবিশেষ।

রিনিকিন, রিনিঝিনি—অব্যঃ সেতারাদি তারযন্ত্রবাদনের শব্দ বা ঝঙ্কার।

রিপিট—বিঃ ধাতুপাত জুড়িবার কার্যে ব্যবহৃত কাঁটা বা পেরেকবিশেষ।

রিপু—বিঃ শত্রু, অরি ; ইন্দ্রিয়গত ছয়টি দুষ্ট প্রবৃত্তি বা ষড়্‌রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য।

রিপোর্ট—বিঃ বিবরণ, প্রতিবেদন (কাগজের রিপোর্ট) ; গবেষণা বা অনুসন্ধান প্রভৃতির লিখিত বিবরণ (পুলিশের রিপোর্ট) ; সংবাদ, এত্তেলা, অভিযোগ।

রিপোর্টার—বিঃ সংবাদ সংগ্রাহক।

রিফু, (চলিত) রিপু—বিঃ সূচ-সুতা দিয়া বস্ত্রাদির ছিন্ন অংশ সূক্ষ্মভাবে মেরামত।

রিভলবার, রিভলভর, রিভলবর—বিঃ ক্ষুদ্র বন্দুক বা পিস্তলবিশেষ।

রিম—রীম-এর বানানভেদ।

রিমঝিম, রিমিঝিমি—অব্যঃ মৃদু বৃষ্টি-পাতের শব্দ, নূপুরের শব্দ।

রিরংসা—বিঃ রমণেচ্ছা, কাম। বিণঃ রিরংসু—রমণে ইচ্ছুক, কামার্ত।

রি-রি—অব্যঃ অত্যন্ত ক্রোধে শরীরের অনুভূতিজ্ঞাপক শব্দ।

রিল—বিঃ সুতার নাটি।

রিষ—বিঃ প্রতিহিংসা, দ্বেষ ; আক্রোশ।

রিষ্ট, রিষ্টি—বিঃ পাপ, অকল্যাণ, গ্রহ-দোষ।

রিসালা—বিঃ অশ্বারোহী সৈন্যদল। বিঃ -দার, রিসালদার—অশ্বারোহী সৈন্যদলের অধিনায়ক।
রিস্টওয়াচ—বিঃ হাতঘড়ি; যে ঘড়ি মণিবন্ধে বাঁধিয়া রাখা যায়।
রিহা, রেহাই—বিঃ মুক্তি, মাফ, নিষ্কৃতি।
রিহার্সাল—বিঃ অভিনয়াদির মহলা (মহড়া), তালিম, পূর্বাভিনয়।
রীডার—বিঃ পাঠক; উপদেশদানকারী; পাঠ্যপুস্তক; ছাপা প্রুফ-সংশোধনকারী।
রীতি—বিঃ প্রণালী, পদ্ধতি, নিয়ম, আচার, প্রথা, ধারা, দস্তুর, প্রকৃতি (সমাজের রীতি); রচনা প্রণালী, রচনা শৈলী, ধরণ। বিঃ -নীতি—আচার-ব্যবহার। বিণঃ -বিরুদ্ধ—প্রথা-বহির্ভূত, নিয়ম বিরোধী। ক্রি-বিণঃ -মত—যথারীতি, রীতি অনুসারে, ভালরকম। বিণঃ -সিদ্ধ—যথারীতি, প্রথাগত।
রীম—বিঃ কাগজের পরিমাণবিশেষ।
রীল—রিল-এর বানানভেদ।
রীষ—রিষ দ্রষ্টব্য।
রুই—বিঃ রোহিত মৎস্য; উইপোকা।
রুইতন—বিঃ খেলার তাসের রঙবিশেষ।
রুইদাস, রুহিদাস—বিঃ (১) চামার, মুচি, চর্মকার, চামার জাতির আদি পুরুষ। (২) রামানন্দ স্বামীর শিষ্য জনৈক চর্মকার।
রুক্ম—বিঃ স্বর্ণ, সুবর্ণ, হেম।
রুক্মিণী—(১) বিণঃ স্বর্ণময়ী। (২) বিঃ বিদর্ভরাজ ভীষ্মক দুহিতা, [illegible] শ্রীকৃষ্ণের মহিষী।
রুক্ষ—বিণঃ কর্কশ, অমসৃণ (রুক্ষ চর্ম); তৈলবর্জিত, অচিক্কণ (রুক্ষ কেশ); কঠোর, শ্রুতিকটু (রুক্ষ ভাষা); অশিষ্ট (রুক্ষ ব্যবহার); রুষ্ট, উগ্র (রুক্ষ মেজাজ); বন্ধুর, অসমতল (রুক্ষ পথ); শুষ্ক, কঠিন (রুক্ষ মাটি)। বিণঃ -ভাষী—কর্কশভাষী।
রুখু, রুখো, রুখা—বিণঃ শুষ্ক; ব্যঞ্জনাদি বর্জিত (রুখু ভাত); তৈলহীন (রুখু মাথা); বিনা খোরাকে, ঠিকে (রুখু মাইনের চাকর)।
রুগী—রোগী-র কথ্যরূপ।
রুগ্ণ—বিণঃ পীড়িত। বিণঃ (স্ত্রী): রুগ্ণা। বিঃ -তা—রোগগ্রস্ততা, পীড়া।
রুজা—রোজা দ্রষ্টব্য।
রুচি—বিঃ প্রভা, দীপ্তি, দ্যুতি (দন্তরুচি); পছন্দ (বেশভূষার রুচি); স্পৃহা, ইচ্ছা (আহারে রুচি); পানাহারে প্রবৃত্তি (রোগীর রুচি নেই); লালিত্য, মাধুর্য। বিণঃ -কর—স্পৃহণীয়, মনোজ্ঞ, সুস্বাদু, পানাহারে প্রবৃত্তি-দায়ক। বিঃ -বাতিক—(ব্যঙ্গে) সুরুচি ও শোভনতা সম্বন্ধে অতিরিক্ত সচেতনতা। বিঃ -ভেদ—রুচি ও পছন্দের পার্থক্য।
রুচির—বিণঃ মনোহর, মনোজ্ঞ, শোভন, সুন্দর।
রুচিরা—(১) রুচির-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বিঃ ত্রয়োদশাক্ষর সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।
রুজ—বিণঃ [illegible]।
রুজ—বিঃ ওষ্ঠাধর ও গণ্ডদেশ রঞ্জিত করিবার অঙ্গরাগবিশেষ।
রুজি—বিঃ জীবিকা, উপায়, উপার্জন, আয়। বিঃ -রোজগার—জীবিকার্জন।

রুজু[1]—বিণঃ দায়ের, দাখিল, পেশ, উপস্থাপিত।

রুজু[2]—বিণঃ খাড়া, দণ্ডায়মান, সম্মুখীন, বরাবর, সমান। বিণঃ -রুজু—সামনাসামনি, মুখোমুখি।

রুটি, রুটী—বিঃ আটা, ময়দা সুজি প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ, চাপাটি, পাঁউরুটি ; জীবিকা।

রুটিন, রুটীন—বিঃ দৈনন্দিন করণীয় কার্যের পরম্পরা, নির্ঘণ্ট বা তালিকা।

রুত—(১) বিণঃ শব্দিত, ধ্বনিত, রোদিত। (২) বিঃ ধ্বনি, রব, রোদন।

রুদিত—(১) বিণঃ কাঁদিতেছে এমন ; ক্রন্দনকারী। (২) বিঃ ক্রন্দন, রোদন।

রুদ্ধ—বিণঃ বদ্ধ, বন্ধ ; আটক, অবরুদ্ধ, কৃতাবরোধ, চাপা, স্তম্ভিত, গতিহীন ; বাধাপ্রাপ্ত। বিঃ -কক্ষ—যে ঘরের দ্বার অর্গলবদ্ধ আছে। বিণঃ -শ্বাস—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ বা গ্রহণ না করায় অবস্থাপ্রাপ্ত। ক্রি-বিণঃ -শ্বাসে—ভয়ে বা ঔৎসুক্যে শ্বাস রুদ্ধ থাকে এমনভাবে।

রুদ্র—(১) বিঃ শিব, শিবের সংহার মূর্তি। (২) বিণঃ উগ্র, ভীম, ভীষণ, প্রলয়ঙ্কর (রুদ্র মূর্তি)। বিঃ -জটা—মহাদেবের জটা ; লতাবিশেষ। বিঃ -তাল—সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ, তাণ্ডব-নৃত্যের তাল। বিঃ (স্ত্রী)ঃ রুদ্রাণী—রুদ্রের পত্নী, ভবানী।

রুদ্রাক্ষ—বিঃ শুষ্ক ও বন্ধুর-গাত্র ফলবিশেষ—ইহার দ্বারা জপমালা প্রস্তুত করা হয় ; পুরাণে বর্ণিত আছে—ত্রিপুরাসুর বধের পর শিবের অশ্রু হইতে এই ফল ও বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। বিঃ -মালা—রুদ্রাক্ষ দ্বারা প্রস্তুত মালা।

রুধা—রোধা দ্রষ্টব্য।.

রুধির—বিঃ রক্ত, শোণিত, অসৃক্ ; (ব্যঙ্গে) টাকা, অর্থ। বিণঃ -রঞ্জিত, রুধিরাক্ত—রক্তমাখা। বিঃ -ধারা—শোণিত প্রবাহ।

রুনুঝুনু, রুনুরুনু—অব্যঃ নূপুর, মঞ্জীর, ঘুঙুরের মৃদু-মধুর শব্দ।

রুপা, রূপা—বিঃ রৌপ্য, রজত। বিণঃ -লী, (কথ্য) রুপোলী—রুপার পাতে মোড়া, রৌপ্যমণ্ডিত ; রুপার ন্যায় সাদা ও উজ্জ্বল।

রুপিয়া, রুপেয়া—বিঃ রৌপ্য মুদ্রা, টাকা।

রুমঝুম—অব্যঃ মল বা নূপুরের শব্দ।

রুমা—বিঃ বৃহস্পতির কন্যা, তারার গর্ভজাত এবং সুগ্রীবের পত্নী।

রুমাল—বিঃ মুখ মুছিবার চতুষ্কোণ বস্ত্রখণ্ড।

রুরু—বিঃ কৃষ্ণসার মৃগবিশেষ, দৈত্যবিশেষ।

রুল[1]—বিঃ লাইন, সরলরেখা (রুল টানা) ; (মুদ্রণে) পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের মধ্যে ফাঁক রাখার জন্য ব্যবহৃত সীসার পাতলা পাত ; আইন, নির্দেশ।

রুল[2]—বিঃ সরলরেখা টানিবার বা প্রহারের জন্য কাষ্ঠ-নির্মিত মসৃণ দণ্ডবিশেষ।

রুলি, রুলী—বিঃ গালা বা সোনার চুড়িবিশেষ।

রুষিত, রুষ্ট—বিণঃ ক্রুদ্ধ, কুপিত, রোষান্বিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ রুষিতা, রুষ্টা।

-রুহ—বিঃ জাত (মহীরুহ)।

রুহিতন—রুইতন-এর রূপভেদ।

রুহিদাস—রুইদাস-এর রূপভেদ।

রূঢ়—বিণঃ উৎপন্ন, জাত, বিখ্যাত; প্রকৃতি প্রত্যয় জাত, অর্থের অপেক্ষা না করিয়া অন্যার্থ প্রকাশক; কর্কশ, রুক্ষ, কঠোর, অপ্রিয়। বিঃ -তা—কর্কশতা, কঠোরতা। বিঃ -পদার্থ—অমিশ্র মূল পদার্থ—স্বর্ণ, গন্ধক প্রভৃতি। বিঃ -মূল—বদ্ধমূল।

রূঢ়ি—বিঃ উৎপত্তি, প্রসিদ্ধি, প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অনপেক্ষ অন্য অর্থবোধক শক্তি।

রূপ—বিঃ আকৃতি, মূর্তি, শরীর, সৌন্দর্য, শ্রী, শোভা, লাবণ্য; প্রকার, ধরন, রকম; স্বরূপ, স্বভাব; (ব্যাকরণে) ধাতু ও প্রাতিপদিকের সহিত বিভক্তি যোগ; (দর্শনে) দৃষ্টি সাধ্য বা প্রত্যক্ষ বিষয়। বিঃ -কার—শিল্পী। বিঃ -গুণ—রূপ ও গুণ। বিণঃ -জ—রূপজনিত। বিঃ -তৃষ্ণা—রূপ পিপাসা। বিঃ -দ—শিল্পী, বহুরূপী, রূপধারণে পারদর্শী। বিঃ -ধারণ—মূর্তি-পরিগ্রহ। বিণঃ -ধারী—রূপধারণ করিয়াছে এমন। বিণঃ -বন্ত, -বান্—সুন্দর। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বতী। বিঃ -মাধুরী—সৌন্দর্যের মাধুর্য। বিঃ -মোহ—রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ বা মুগ্ধতা। বিঃ বিণঃ -সজ্জাকারী—রূপ-সজ্জায় নিপুণ ব্যক্তি।

রূপক—বিঃ অর্থালঙ্কারবিশেষ, যে কাব্যে বা নাটকে কোন তত্ত্বকে রূপ দেওয়া হয়।

রূপকথা—বিঃ ছেলে ভুলানো অবাস্তব কল্পিত কাহিনী বা আখ্যায়িকা।

রূপচাঁদ—বিঃ (ব্যঙ্গে) টাকা, রৌপ্য মুদ্রা।

রূপণ—বিঃ বর্ণন, নিরূপণ, অভিনয়।

রূপদস্তা—বিঃ সীসা ও রাঙের মিশ্র ধাতুবিশেষ, জার্মান সিলভার।

রূপস—বিণঃ রূপবান্, সুন্দর। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ রূপসী, রূপীয়সী—রূপবতী, সুন্দরী।

রূপাজীবা, রূপাজীবী—বিঃ বেশ্যা, গণিকা, বারনারী।

রূপান্তর—বিঃ অন্য বা ভিন্ন মূর্তি বা অবস্থা প্রাপ্তি; অবস্থান্তর। বিণঃ রূপান্তরিত—ভিন্ন আকার বা অবস্থায় পরিণত।

রূপায়ণ—বিঃ রূপদান, মূর্তিদান, অভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণ। বিণঃ রূপায়িত—রূপদান করা হইয়াছে এমন, বর্ণিত, চিত্রিত, অভিনীত।

রূপিত—বিণঃ বর্ণিত, চিত্রিত, অভি-নীত, নিরূপিত।

রূপী[১]—বিঃ লালমুখো বানরবিশেষ।

রূপী[২]—বিণঃ মূর্তিধারী, রূপ পরি-গ্রহকারী (নররূপী নারায়ণ), বেশ-ধারী (বহুরূপী)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ রূপিণী।

রূপোপজীবিনী—বিঃ বারাঙ্গনা, গণিকা, দেহোপজীবিনী।

রূপো—বিঃ রূপা, রৌপ্য।

রে[১]—রি দ্রষ্টব্য।

রে[২]—অব্যঃ স্নেহ তিরস্কার অনাদর ব্যঞ্জক সম্বোধন; বিস্ময়ে, আক্ষেপে, সহানুভূতিতে, সাধারণ সম্বোধন।

রেউ চিনি, রেউ চিনী—বিঃ ভেষজ উদ্ভিদবিশেষের মূল বা কন্দ।

রেউড়ী, রেওড়ী—বিঃ গুড়ের পাক হইতে প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ।

রেওয়া—বিঃ খতিয়ান হইতে যে কাগজে বাৎসরিক আয়-ব্যয়, দেনা-পাওনা, লাভালাভ প্রভৃতি হিসাব দেখানো হয়; কারবারী নিকাশী জমাখরচ; সালতামামি।

রেওয়াজ¹—বিঃ রীতি, প্রথা, পদ্ধতি, চাল, দস্তুর, প্রচলন।

রেওয়াজ²—বিঃ (সংগীতে) অভ্যাস, সাধনা।

রেঁদা, র‍্যাঁদা—বিঃ কাষ্ঠাদি মসৃণ করিবার জন্য ছুতারের যন্ত্রবিশেষ।

রেক—বিঃ শস্যাদি মাপিবার জন্য বেত-নির্মিত পাত্রবিশেষ।

রেক¹—বিঃ শস্যাদি মাপিবার জন্য বেত-নির্মিত পাত্রবিশেষ।

রেক²—রেখ-এর রূপভেদ।

রেকর্ড—বিঃ নথি, দলিল-দস্তাবেজ; প্রমাণপত্র; (গ্রামোফোন) গানের আধার-চক্রবিশেষ।

রেকাব¹—বিঃ ঘোড়ার দুইপাশে জিন্-সংলগ্ন সোয়ারীর পা-দান।

রেকাবি, রেকাব²—ক্ষুদ্র থালাবিশেষ।

রেখ¹—রেখা-র কথ্য ও কোমল রূপ।

রেখ²—রাখিও-এর কথ্যরূপ।

রেখা—বিঃ (জ্যামিতি) যাহার প্রস্থ নাই দৈর্ঘ্য আছে এমন দাগ বা চিহ্ন; শুভাশুভসূচক বা ভূত ভবিষ্যৎ-জ্ঞাপক কররেখা; ঈষৎ চিহ্ন বা আভাস। বিঃ -গণিত—জ্যামিতি। বিঃ -অঙ্কন—রেখাচিত্র। বিণঃ -ঙ্কিত—রেখাযুক্ত, ডোরাকাটা বিঃ -চিত্র—কোনও বিষয়ের মোটামুটি চিত্র, ছবির মুসাবিদা বা রূপরেখা। বিঃ -পাত—দাগ কাটন, মনে কোন ভাবের ছাপ ফেলন। বিঃ বক্র রেখা—আঁকা বাঁকা রেখা। বিঃ সমান্তরাল রেখা—এক সমতলস্থ দুটি সরল রেখা। বিঃ সরল রেখা—যে রেখা তাহার প্রান্ত বিন্দু-দ্বয়ের মধ্যে দিক্ পরিবর্তন করে না।

রেচন—বিঃ মলত্যাগ, দাস্ত।

রেচক—(১) বিণঃ বিরেচক, ভেদ-কারক। (২) বিঃ জোলাপ; (যোগ-শাস্ত্রে) পূরক ও কুম্ভকের পর প্রাণ-বায়ু নিঃসারণ। বিণঃ রেচিত—বিরে-চিত, ত্যক্ত।

রেজগি, রেজগী, রেজকি, রেজকী—বিঃ ক্ষুদ্র মুদ্রা; একটাকা হইতে কম মূল্যের মুদ্রা, টাকার ভাংগানি, দুই, তিন, পাঁচ, দশ, সিকি, আধুলি প্রভৃতি।

রেজা, (কথ্য) রেকা—বিঃ নিশানা, চাঁদমারি।

রেজাই—বিঃ লেপ বা বালাপোশ।

রেজিস্ট্রি, (কথ্য) রেজিস্টারি—বিঃ প্রমাণ স্বরূপ সরকারী খাতা বা বহিতে লিপিবদ্ধকরণ, নিবন্ধন, নিবন্ধীকরণ। বিণঃ রেজিস্ট্রী, (কথ্য) রেজিস্টারী—রেজিস্ট্রি করা হইয়াছে এমন (রেজিস্ট্রী চিঠি)।

রেট—বিঃ দর; হার; রেওয়াজ, চাল, হালচাল।

রেডিও—বিঃ বেতার-বার্তাদি গ্রহণের যন্ত্র বা প্রেরণের ব্যবস্থা।

রেড়ি, রেড়ী—বিঃ এড়ণ্ড ফল, ভেরেণ্ডা।

রেড়ো, রেঢ়ো—বিণঃ রাঢ়ী, রাঢ়জ, অমার্জিত, গেঁয়ো, গোঁয়াড়।

রেণু—বিঃ ধূলি (পদধূলি); পরাগ (পুষ্প রেণু); চূর্ণ, গুঁড়া (সিন্দুর রেণু)।

রেণুক—বিঃ মরিচাকৃতি কটুতিক্ত-রস-যুক্ত সুগন্ধি ফলবিশেষ।

রেণুকা—(১) বিণঃ রেণুক-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বিঃ পরশুরামের জননী, জমদগ্নির পত্নী।
রেতঃ—বিঃ বীর্য, শুক্র, পুরুষের দেহের সন্তানোৎপাদক সার পদার্থবিশেষ। বিঃ -পাত—বীর্যপাত, শুক্র-ক্ষরণ।
রেতি (রেত)—বিঃ উখা, উখো, লৌহ ক্ষয় করিবার যন্ত্রবিশেষ।
রেফ—বিঃ বর্ণের মস্তকে যুক্ত র্-চিহ্ন (ˊ)।
রেফারী—বিঃ মধ্যস্থ; ক্রীড়া পরিচালক।
রেবতী১—বিঃ (স্ত্রী)ঃ রেবত রাজার কন্যা, বলরামের পত্নী। বিঃ -রমণ—রেবতীর স্বামী বলরাম।
রেবতী২—বিঃ সপ্তবিংশ নক্ষত্রের শেষ নক্ষত্র।
রেবা—বিঃ নর্মদা নদী; কামপত্নী রতি; দুর্গা।
রেয়াৎ, রেয়াত—বিঃ অনুগ্রহ, অব্যাহতি-দান, খাতির, চক্ষুলজ্জা।
রেয়ো—বিণঃ রবাহূত, বিনা নিমন্ত্রণে আগত, রব বা গুজব শুনিয়াই সমাগত। বিঃ -ভাট—শ্রাদ্ধাদির সংবাদ শুনিয়া আগত একশ্রেণীর ভিখারী।
রেল—বিঃ বাষ্পচালিত শকটবিশেষ, লৌহবর্ত্ম, রেলের লাইন। বিঃ -গাড়ী—রেললাইনের উপর দিয়া গমনকারী বাষ্পীয় শকটবিশেষ। বিঃ -লাইন—লৌহবর্ত্ম, রেলপথ। বিঃ -স্টেশন—যাত্রী ও মালের উঠা-নামার জন্য যেখানে রেলগাড়ী থামে ও তৎসংক্রান্ত কাজ পরিচালিত হয়।
রেলিং, রেলিঙ্—বিঃ লোহ বা কাষ্ঠ প্রভৃতি নির্মিত বেষ্টনী; সিঁড়ির বা গরাদের বেষ্টনী।
রেশ—বিঃ শব্দ বা সুর থামিবার পর তাহার অনুরণন (সুরের রেশ); আমেজ, আভাস, বিলীয়মান অনুভূতি (আনন্দের রেশ)।
রেশম—বিঃ গুটিপোকার লালাজাত তন্তু হইতে প্রস্তুত সুতা। বিঃ -কীট—তুঁতপোকা। বিণঃ রেশমী—রেশম-সুতায় প্রস্তুত।
রেষ—বিঃ দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা। বিঃ রেষারেষি, রেষারিষি—পরস্পর দ্বন্দ্ব বা ঈর্ষা।
রেস—বিঃ দৌড় প্রতিযোগিতা, ঘোড়-দৌড়। বিণঃ বিঃ রেসুড়ে—রেস খেলে এমন, ঘোড়দৌড়ের জুয়াড়ী।
রেসিডেন্ট—বিঃ প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ভারতের করদ রাজ্যে অবস্থিত ইংরাজ সরকারের প্রতিনিধিস্বরূপ উচ্চ রাজ-পুরুষ।
রেস্টুরেন্ট, রেস্তরাঁ—বিঃ চা-কফি এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বসিয়া খাইবার দোকান।
রেস্ত—বিঃ অবশিষ্ট, অবশিষ্ট সম্বল, পুঁজি।
রেহাই—বিঃ নিষ্কৃতি, অব্যাহতি; ছাড়, মুক্তি; ক্ষমা।
রেহান—বিঃ বন্ধক দেওন। বিণঃ রেহানী—বিষয়াদি বন্ধক দেয় এমন। বিঃ -দার—যাহার কাছে জমিজমা বন্ধক রাখা হয়। বিঃ -নামা—বন্ধকী-কোবালা।
রৈখিক—বিণঃ রেখা-সম্বন্ধীয়, রেখা-দ্বারা রচিত (রৈখিক বন্ধনী)।
রৈবতক—বিঃ পর্বতবিশেষ, রেবত বৃক্ষ।
রৈবতিক—বিঃ রেবতী-পুত্র।
রৈ-রৈ—রই-রই-এর বানানভেদ।
রোঁদ—বিঃ নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাহারা দেওন।

রোটিকা—বিঃ রুটি।

রোড—বিঃ সড়ক, বড় রাস্তা। বিঃ -সেস্—সরকারী রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে খাজনা দিতে হয় তাহা।

রোদ—রৌদ্র-র কথ্যরূপ।

রোদন—বিঃ ক্রন্দন, কান্না।

রোদসী—বিঃ আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্য, পৃথিবী।

রোদ্দুর—রৌদ্র-এর কথ্যরূপ।

রোদ্ধা—বিণঃ রোধকারী, রোধী।

রোধ—বিঃ বাধা, অবরোধ, বাধাদান। বিণঃ -ক—রোধকারী, রোধী।

রোধঃ—বিঃ কূল, তীর।

রোধা, রুধা—ক্রিঃ রোধ করা, আটক করা, বাধা দেওয়া, গতি নিবারণ করা, প্রতিহত করা।

রোধী—বিণঃ রোধকারী, প্রতিবন্ধক।

রোপণ, রোপ—বিঃ বৃক্ষাদি মাটিতে পোঁতা বা প্রোথিতকরণ, স্থাপন, আরোপ।

রোপা—(১) ক্রিঃ রোপণ করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

রোপিত—বিণঃ প্রোথিত, আরোপিত।

রোবাইয়াৎ—বিঃ আরবী বা ফারসী চতুষ্পদী কবিতাসমূহ।

রোম—বিঃ লোম, রোঁয়া, (মস্তক ও মুখমণ্ডল ছাড়া দেহের অন্যান্য অংশের) চুল; পালক। বিঃ -কূপ—রোমবিবর, লোমের মূলস্থিত অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র। বিণঃ -জ—লোম হইতে জাত, পশমী, পশুলোম-নির্মিত, উর্ণা। বিঃ -পাদ—অঙ্গরাজ লোমপাদ। বিঃ -রাজি—লোমসমূহ। বিঃ -হর্ষ—রোমাঞ্চ, শিহরণ। -হর্ষণ—(১) বিঃ রোমহর্ষ। (২) বিণঃ শিহরণ জাগায় এমন, রোমাঞ্চকর।

রোম—বিঃ রোম নগর, ইতালি দেশের রাজধানী। বিণঃ রোমক—রোম-সম্বন্ধীয়; রোমের অধিবাসী। বিণঃ রোমীয়—রোমদেশীয়, রোম-দেশ-বাসী।

রোমন্থ, রোমন্থন—বিঃ গিলিত চর্বণ, চর্বিত-চর্বণ, জাবর কাটা, গবাদি পশু উদরস্থ খাদ্য পুনরায় চর্বণ। বিঃ [illegible]—[illegible] পশু, গবাদি পশু।

[illegible]

[illegible]—(১) ক্রিঃ [illegible] করা। (২) বিঃ বিণঃ ঐ অর্থে। [illegible]—(১) ক্রিঃ [illegible] করানো। (২) বিঃ বিণঃ ঐ অর্থে।

[illegible]

[illegible]

রোল¹—বিঃ অব্যক্ত শব্দ, রব, চিৎকার (কলরোল), শিঞ্জন।
রোল²—বিঃ নামের ক্রমিক তালিকা।
রোশনচৌকি—বিঃ সানাই প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্রযোগে ঐকতান বাদন।
রোশনাই, রোশনি—বিঃ আলোক; আলোকসজ্জা, আলোক-উৎসব, ঔজ্জ্বল্য।
রোষ—বিঃ কোপ, রাগ, ক্রোধ। বিণঃ -কষায়িত—ক্রোধে আরক্ত। বিঃ -ণ—ক্রোধন। বিঃ রোষাগ্নি, রোষানল—তীব্র রোষ, ক্রোধের দাহ বা জ্বালা। বিণঃ রোষিত—ক্রুদ্ধ, রাগানো হইয়াছে এমন।
রোস, রোসো—ক্রিঃ অপেক্ষা কর, থাম।
রোস্ট—বিঃ মাংসাদি জলসাইয়া বা ভাজিয়া প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ।
রোহ, রোহণ—বিঃ অঙ্কুর, আরোহণ, উৎপত্তি।
রোহিণী¹—বিঃ (স্ত্রী): দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও চন্দ্রের পত্নী, বলভদ্রের জননী, নবমবর্ষীয়া কন্যা (রোহিণী দান); (জ্যোতিষ) নক্ষত্রবিশেষ। বিঃ -পতি, -বল্লভ, রোহিণীশ—চন্দ্র; বসুদেব।
রোহিণী²—রোহী দ্রষ্টব্য।
রোহিত, রোহিতক—বিঃ রুই মাছ, পদ্ম-রাগমণি; বৃক্ষবিশেষ।
রোহিতাশ্ব—বিঃ রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র; অগ্নি।
রোহী—বিণঃ আরোহী। বিণঃ (স্ত্রী): রোহিণী²।
রৌদ্র—(১) বিঃ রোদ, রদ্দুর, সূর্য-কিরণ বা তাপ, শৃঙ্গারাদি নবরসের অন্তর্গত কাব্যের রসবিশেষ। (২) বিণঃ রুদ্র বা শিব-সম্পর্কীয়, ভীষণ, ভয়ানক। বিণঃ -দগ্ধ—সূর্যের কিরণে ঝলসিত। বিণঃ -পক্ব সূর্যতাপে সিদ্ধ। বিঃ -স্নান—সর্বাঙ্গে রৌদ্রতাপ লাগানোরূপ চিকিৎসাবিশেষ। বিণঃ রৌদ্রোজ্জ্বল—সূর্যকিরণে সমুদ্-ভাসিত।
রৌপ্য—বিঃ রজত, রূপা। বিণঃ -ময়—রূপার তৈয়ারি। বিঃ -মুদ্রা—টাকা আধুলি প্রভৃতি রৌপ্যনির্মিত মুদ্রা। ক্রি-বিণঃ -মূল্যে—দাম বাবদ রূপা বা টাকার বিনিময়ে। বিঃ রৌপ্যালঙ্কার, রৌপ্যালংকার—রৌপ্য-নির্মিত গহনা বা আভরণ।
রৌরব—বিঃ ভয়ঙ্কর নরকবিশেষ, যে নরকে গো স্ত্রী ভিক্ষুক ভ্রূণ, ব্রহ্মহত্যাকারী ও অগম্যাগমনকারী এবং তীর্থপ্রতিগ্রাহীরা গমন করে।
র‍্যাপার—বিঃ গাত্রবস্ত্রবিশেষ, পশু লোম-জাত চাদর বা আলোয়ান।

## ল

ল¹—বাংলা বর্ণমালার অষ্টাবিংশ ব্যঞ্জন-বর্ণ।
ল²—বিঃ আইনশাস্ত্র, আইন।
লওয়া—(১) ক্রিঃ গ্রহণ করা, ধারণ করা, সহ্য করা; পছন্দ করা; আনা; সঙ্গে রাখা; খাওয়া; উচ্চারণ করা; বোধ করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ অপরকে লওয়ানো, কাজ করানো, গ্রহণ করানো, প্রবর্ত করানো ইত্যাদি অর্থে। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।
লওয়াজিম—বিঃ প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র; জমিদারী-সংক্রান্ত কাগজ-পত্র।

**লংকা**—**লঙ্কা**-র বানানভেদ।

**লংক্লথ**—বিঃ থাপী সুতীবস্ত্রবিশেষ, ধোয়া মার্কিন বস্ত্রবিশেষ।

**লকট**—বিঃ চীনাফলবিশেষ।

**লকলক**—অব্যঃ পাতলা বা নমনীয় দ্রব্যের প্রসারণ ও সঞ্চালন, লেহনার্থে বা স্বাদ গ্রহনার্থে জিহ্বা সম্প্রসারণ, বেতের আন্দোলন। বিণঃ **লকলকে**—লকলক করিতেছে এমন।

**লকব**—বিঃ উপাধি, উপনাম।

**লকুচ**—বিঃ মাদার গাছ বা উহার ফল।

**লকেট**—বিঃ কণ্ঠহারের সহিত সংলগ্ন পদকবিশেষ, ধুক্‌ধুকি।

**লক্কা**—বিঃ ঘন ও বিস্তৃত-পক্ষ পারাবত-বিশেষ (লক্কা পায়রা), (ব্যঙ্গে) পোষাক-প্রিয় ব্যক্তি, ফোতো বাবু, ফুলবাবু।

**লক্‌লক্‌**—**লকলক**-এর বানানভেদ।

**লক্ষ**[১]—(১) বিঃ শত সহস্র সংখ্যা (১,০০,০০০)। (২) বিণঃ শত সহস্র সংখ্যক ; বহু, অসংখ্য। বিঃ **-পতি**—লক্ষ বা তদূর্ধ্ব টাকার মালিক; ধনশালী ব্যক্তি। বিণঃ **-লক্ষ**—অসংখ্য।

**লক্ষ**[২]—**লক্ষ্য**-র বানানভেদ।

**লক্ষণ**—বিঃ চিহ্ন পরিচয়, আভাস, নিদর্শন।

**লক্ষণা**—বিঃ শব্দের যে বৃত্তিতে বাচ্যা-র্থের বাধা ঘটিলে বাচ্যার্থের অর্থ প্রকাশ পায়।

**লক্ষণীয়**—বিণঃ দর্শনীয়; মনোযোগের যোগ্য, অনুভবযোগ্য।

**লক্ষিত**—বিণঃ অনুভূত, দৃষ্ট, জ্ঞাত, উদ্দিষ্ট। বিঃ (স্ত্রী): **লক্ষিতা**।

**লক্ষ্মণ**—(১) বিঃ (রামায়ণ) দশরথ—সুমিত্রার তনয় ও শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। (২) বিণঃ শ্রীমান্‌ ; সৌভাগ্যশালী।

**লক্ষ্মী**—(১) বিঃ বিষ্ণুপত্নী, সম্পদ ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের দেবী, কমলা, ইন্দিরা, শ্রী। (২) বিণঃ সুবোধ, শান্তশিষ্ট প্রকৃতি যাহার এমন। বিঃ **-কান্ত**, **-পতি**—বিষ্ণু, নারায়ণ। বিঃ **-জনার্দন**—লক্ষ্মী ও নারায়ণ, শালগ্রাম-বিশেষ। বিণঃ **-ছাড়া**—লক্ষ্মী যাহাকে ত্যাগ করিয়াছে এমন, দুষ্ট, পাজী, দুর্ভাগা। বিণঃ **-বান্‌**—সৌভাগ্য-শালী। বিণঃ **-বন্ত**, **-মন্ত**—ধনী, সৌভাগ্যবান্‌। বিঃ **-বিলাস**—তৈল-বিশেষ, সূক্ষ্ম বস্ত্রবিশেষ। বিঃ **-শ্রী**—লক্ষ্মীর মত শ্রী বা শোভাবিশিষ্ট।

**লক্ষ্য**—(১) বিণঃ উদ্দেশ্য, দর্শনযোগ্য, অভিপ্রেত। (২) বিঃ কামনার বিষয়, তাক্‌, নিশানা। বিণঃ **-চ্যুত**, **-ভ্রষ্ট**—নিশানা ঠিক করিতে পারে নাই এমন। বিণঃ **-বেধ**, **-ভেদ**—তীর প্রভৃতি দ্বারা লক্ষিত বস্তুকে বিদ্ধকরণ। বিঃ **-স্থল**—উদ্দিষ্ট স্থান। বিণঃ **-হীন**—উদ্দেশ্যহারা।

**লখ**, **লখলাইন**—বিঃ মাঞ্জা দেওয়া রেশমী সুতা, ঘুড়ি উড়াইবার মাঞ্জা দেওয়া সুতা।

**লখা**—ক্রিঃ (কাব্যে) নির্ধারণ করা, লক্ষ্য করা ; জানা।

**লগন**—**লগ্ন**-র কথ্য ও কোমল রূপ।

**লগবগ**—অব্যঃ সোজা না থাকার ভাব-প্রকাশক। বিণঃ **লগবগে**।

**লগা**—বিঃ আঁকশি, কাঠ বাঁশ প্রভৃতির লম্বা দণ্ড।

**লগি**—বিঃ নৌকা প্রভৃতি ঠেলিয়া চালাইবার দণ্ডবিশেষ।

**লগুড়**—বিঃ লাঠি, কোঁতকা।

**লগ্ন**[1]—বিঃ (জ্যোতিষ) রাশির উদয়-কাল, শুভ সময়, সূর্যের রাশি-সংক্রমণের মুহূর্ত। বিঃ **-কাল, -বেলা, -মুহূর্ত**—বিবাহ-ক্রিয়া সম্পাদনের উপযুক্ত শুভ-মুহূর্ত। বিণঃ **-ভ্রষ্ট**—শুভসময়ে কার্য সম্পন্ন হয় নাই এমন।

**লগ্ন**[2]—বিণঃ সংলগ্ন, সংযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **লগ্না**।

**লগ্নি**—বিঃ সুদে টাকা খাটানো। বিণঃ **লগ্নী**—সুদে টাকা খাটানো হইয়াছে এমন।

**লঘিমা**—বিঃ লাঘব, লঘুত্ব ; যোগলব্ধ যে শক্তি দ্বারা নিজের দেহকে ইচ্ছামত লঘু করা যায়।

**লঘিষ্ঠ**—বিণঃ অতিশয় হালকা, অতি ক্ষুদ্র। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **লঘিষ্ঠা**। **লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক** বা **গুণিতক**—একাধিক সংখ্যার সর্বাপেক্ষা ছোট গুণীতক।

**লঘীয়ান্**—বিণঃ অতি লঘু, ক্ষুদ্রতম।

**লঘু**—বিণঃ ভারহীন, হালকা ; সহজবোধ্য, মৃদু অথচ ক্ষিপ্র, অপমানিত ; (ব্যাকরণে) হ্রস্বমাত্রাযুক্ত লঘুস্বর। বিঃ **-তা, -ত্ব, লাঘব**। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **লঘু, লঘ্বী**। বিণঃ **-গামী**—দ্রুতগামী, স্বচ্ছন্দে গমন করিতেছে এমন। বিণঃ **-চিত্ত, -চেতা**—সঙ্কীর্ণচিত্ত। বিঃ **-ত্রিপদী, -ললিতত্রিপদী**—বাঙলা কবিতার ছন্দোবিশেষ। বিণঃ **-পাক**—সহজপাচ্য। বিণঃ **-হস্ত**—ক্ষিপ্রহস্ত ; পটু। বিণঃ **-পাপ**—যাহার পাপ সামান্য এমন। বিঃ **-লিপিকা**—সংক্ষিপ্ত লিখন।

**লঘুকরণ**—বিঃ ভারি জিনিসকে হালকাকরণ, জটিল বিষয়কে সরলকরণ ; (গণিতে) মিশ্র রাশিকে অমিশ্র ও অমিশ্র রাশিকে মিশ্রকরণ। বিণঃ **-কৃত**—লঘুকরণ করা হইয়াছে এমন।

**লঙ্কা**[1]—বিঃ ঝাল মসলাবিশেষ, মরিচ। বিঃ **-বাটা**—পিষ্ট লঙ্কা।

**লঙ্কা**[2]—বিঃ রামায়ণে বর্ণিত দ্বীপবিশেষ ; রাবণ রাজার পুরী ; সিংহল দ্বীপ, শ্রীলঙ্কা। বিঃ **-কাণ্ড**—রামায়ণের একটি অধ্যায় ; তুমুল কাণ্ড। বিঃ **-দাহন**—হনুমান কর্তৃক লঙ্কাপুরী জ্বালানো। বিঃ **-দাহী**—লঙ্কাদাহকারী, হনুমান্। বিঃ **-ধিপ, -ধিপতি, -পতি, লঙ্কেশ, লঙ্কেশ্বর**—লঙ্কার অধিপতি রাবণ।

**লগন**—**লগ্ন**-এর প্রাদেশিক রূপ।

**লঙ্গর**—**নঙ্গর**-এর প্রাদেশিক রূপ।

**লঙ্ঘন**—বিঃ অতিক্রম, লাফানো, ডিঙ্গানো, উপবাস, অগ্রাহ্যকরণ, অবহেলাকরণ। বিণঃ **লঙ্ঘনীয়**—যাহা পার হওয়া যায় এমন ; অতিক্রমণীয়। বিণঃ **লঙ্ঘিত**—ডিঙ্গানো হইয়াছে এমন, অতিক্রান্ত।

**লঙ্ঘা**—ক্রিঃ ডিঙ্গাইয়া যাওয়া, লঙ্ঘন করা।

**লছমী, লাছিমী**—**লক্ষ্মী**-র প্রাদেশিক কোমল রূপ ('লাছিমী চাহিতে দারিদ্র বেঢ়ল')।

**লজ্জক**—বিঃ দেহের যে অংশে ব্রীড়া প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ মুখমণ্ডল।

**লজ্জমান**—বিণঃ লজ্জা পাইতেছে এমন, লাজুক, লজ্জাশীল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **লজ্জমানা**।

**লজ্জা**—বিঃ শরম, ব্রীড়া, লাজ, কুণ্ঠা। বিণঃ **-কর, -জনক**—লজ্জার কারণস্বরূপ। বিণঃ **-নত, -নম্র, -বনত**—যে লজ্জায় নুইয়া পড়িয়াছে এমন। বিণঃ

-বান্, -শীল—লজ্জাযুক্ত, লাজুক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বতী², -শীলা। বিঃ -বতী¹—লতাবিশেষ। বিণঃ -হীন, -শূন্য—লজ্জা নাই যাহার এমন, বেহায়া। বিণঃ লজ্জিত—লজ্জাযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ লজ্জিতা।

লজ্‌কড়—বিণঃ অপদার্থ, অলস, অকেজো, বাজে, গোলমেলে।

লটকান, লটকানো—(১) ক্রিঃ ঝুলানো, টাঙ্গানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

লটপট—(১) অব্যঃ লুটানো বা দুলিবার ভাব প্রকাশক। (২) বিণঃ শিথিল ভাবে দুলিতেছে এমন। বিণঃ লটপটে। বিণঃ লটাপট—(কাব্যে) লটপট করিতেছে এমন।

লটবহর—বিঃ মালপত্র, যাত্রীদের সঙ্গের মালপত্র।

লটারি—বিঃ ভাগ্য পরীক্ষার খেলা।

লড়—বিঃ (কাব্যে) দৌড়। বিঃ -চড়—নড়চড়।

লড়া¹—(১) ক্রিঃ নড়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

লড়া²—(১) ক্রিঃ পরস্পর শক্তি পরীক্ষা করা, যুদ্ধ করা। (২) বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ -ই—যুদ্ধ। -ন -নো—(১) ক্রিঃ যুদ্ধ বা লড়াই করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে। বিণঃ -য়ে, লড়াইয়ে—যুদ্ধপ্রিয়, সামরিক। বিঃ -লড়ি—পরস্পর লড়াই। বিণঃ লড়িয়ে, লড়ুয়ে—লড়াইতে নিপুণ বা পটু।

লড্ডু, লড্ডুক—বিঃ লাড়ু।

লণ্ঠন—বিঃ কাচ দ্বারা আবৃত দীপ-বিশেষ।

লণ্ডভণ্ড—অব্যঃ ভছনছ, বিপর্যস্ত।

লতা—বিঃ আশ্রয় বা অবলম্বন না করিয়া যে উদ্ভিদ্ বাড়িতে পারে না, বল্লরী, ব্রততী· বিঃ -গৃহ—লতার দ্বারা মণ্ডিত গৃহ। বিঃ -মণ্ডপ—লতা ও পাতা দ্বারা রচিত মণ্ডপ। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ লতার মত প্রসারিত হওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে। বিণঃ -নিয়া, -নে—লতার ন্যায়, লতার মত প্রসারিত। বিণঃ লতায়িত—লতার ন্যায় প্রসারিত।

লতি—বিঃ কানের নীচের অংশের নরম অংশ।

লতিকা—বিঃ লতা, ক্ষুদ্র লতা।

লপটান, লপটানো—(১) ক্রিঃ জড়ানো, জড়িত হওয়া। (২) বিঃ উক্ত অর্থে।

লপেটা—বিঃ পাদুকাবিশেষ ; নাগরা ও পাম্পসু এই দুই-এর মধ্যবর্তী আকারবিশিষ্ট পাদুকা।

লপ্‌সি—বিঃ ময়দা আটা ডাল প্রভৃতির মণ্ডবিশেষ, ঘোলবিশেষ।

লব—বিঃ (গণিতে) বিভাজ্য অঙ্ক ; শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র, বিন্দু, খুব অল্প।

লবঙ্গ—বিঃ একপ্রকার মসলা, মুখশুদ্ধি রূপে ব্যবহৃত সুগন্ধ মসলাবিশেষ। বিঃ -লতা, -লতিকা—সুগন্ধ ফুল-যুক্ত লতাবিশেষ, ব্রীড়াবনতা রমণী ; একপ্রকার মিষ্টান্নবিশেষ।

লবডঙ্কা—অব্যঃ মিথ্যা, ফাঁকি, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো, কিছু-না।

লবণ—(১) বিঃ নুন, ক্ষারযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ। (২) বিণঃ লোনা। বিণঃ -পোড়া—অত্যাধিক নুন-যুক্ত ব্যঞ্জনাদি। বিঃ লবণাম্বুধি—লবণসমুদ্র।

লবনচুষ—বিঃ লজেঞ্জুষ।

লবেজান—বিণঃ অতিশয় উৎকণ্ঠিত।

লব্ধ—বিণঃ অর্জিত, লাভ হইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ লব্ধা। বিণঃ -কাম—বাসনা চরিতার্থ হইয়াছে এমন। বিণঃ -প্রতিষ্ঠ—খ্যাতিমান।

লভ্য—(১) বিণঃ প্রাপ্য, লাভের যোগ্য। (২) বিঃ প্রাপ্তি, লাভ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ লভ্যা।

লম্প—বিঃ কেরোসিনের বাতি।

লম্পট—বিণঃ বিঃ চরিত্রহীন, কামুক। বিঃ -তা, লাম্পট্য।

লম্ফ—বিঃ লাফ, উল্লম্ফন। বিঃ -ঝম্প—লাফঝাঁপ, অতিশয় দম্ভ প্রকাশ। বিঃ লম্ফন—লাফ।

লম্ব—(১) বিণঃ দীর্ঘ, লম্বা, খাড়া, সমকোণেস্থিত। (২) বিঃ সমকোণে অবস্থিত রেখা, দৈর্ঘ্য। -কর্ণ—(১) বিণঃ দীর্ঘ কর্ণবিশিষ্ট। (২) বিঃ গাধা, হাতী প্রভৃতি জন্তু। বিঃ -ন—অবলম্বন, দোলন। বিণঃ -মান—ঝুলিতেছে এমন, দোলনযুক্ত।

লম্বা—(১) বিণঃ দীঘল, ঢেঙ্গা, দম্ভযুক্ত। (২) বিঃ ঝুল, দৈর্ঘ্য। বিঃ -ই—ঝুলের মাপ। ক্রিঃ -করা—দীর্ঘ করা, বাড়ানো, ধরাশায়ী করা। বিণঃ -টে—লম্বা ধরণের। ক্রি-বিণঃ -লম্বি—দীঘলভাবে, লম্বার দিকে। ক্রিঃ -হওয়া—হাত-পা-ছড়াইয়া শয়ন করা। ক্রিঃ -দেওয়া—পলাইয়া যাওয়া।

লম্বিত—বিণঃ আন্দোলিত, যাহা ঝুলিতেছে এমন।

লম্বোদর—(১) বিণঃ স্থূল উদর যাহার এমন; পেটুক। (২) বিঃ গণেশ, হেরম্ব, গজানন।

লয়—বিঃ বিনাশ, প্রলয়, বিলীন, সঙ্গীতের লয়, তালের বা বাদ্যের নির্দিষ্ট কাল-পরিমাণ।

ললনা—বিঃ পত্নী, রমণী, নারী।

ললন্তিকা—বিঃ লম্বা হার, নাভি পর্যন্ত বিলম্বিত মালা।

ললাট—বিঃ অদৃষ্ট, কপাল, ভাগ্য। বিঃ ললাট-লিখন—ভাগ্যলিপি। বিঃ ললাটিকা—তিলক, টিকা।

ললিত—(১) বিণঃ চারু, সুন্দর, কোমল। (২) বিঃ লাস্য, বিলাস, স্ত্রী নৃত্য, সঙ্গীতের রাগবিশেষ। বিঃ -কলা—চারুকলা।

ললিতা—(১) বিঃ গোপীবিশেষ, দুর্গা; কামুকী নারী; নদীবিশেষ। (২) বিণঃ -সুন্দরী—মনোজ্ঞা; চঞ্চলা। বিঃ -পঞ্চমী—আশ্বিন মাসের শুক্লা পঞ্চমী। বিঃ -সপ্তমী—ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী।

লস্কর, লশকর—বিঃ ফৌজ, সেনা; জাহাজের খালাসী, উপাধিবিশেষ।

লহ—ক্রিঃ (কাব্যে) গ্রহণ কর।

লহনা—বিঃ লভ্য; চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত ধনপতি সওদাগরের প্রথমা পত্নী।

লহমা—বিঃ খুব অল্প সময়, মুহূর্ত।

লহর—বিঃ শ্রেণী, ঢেউ, পেঁচ।

লহরি, লহরী—বিঃ ঢেউ, তরঙ্গ, ঊর্মি। বিঃ -লীলা—ঢেউয়ের খেলা, তরঙ্গ-ভঙ্গ।

লহা—ক্রিঃ (কাব্যে) গ্রহণ করা, লওয়া।

লহু[১]—বিঃ রক্ত, শোণিত।

লহু[২]—বিণঃ (ব্রজ) স্বল্প, মৃদু।

লা[১]—অব্যঃ স্ত্রীলোকদিগের অবজ্ঞা-সূচক সম্বোধনের শব্দ।

লা[২]—বিঃ (প্রাদেঃও প্রাঃ কাব্যে) নাও, নৌকা।

লা[৩]—লাক্ষা-র চলিত রূপ।

লা[৪]—অব্যঃ নঞর্থক উপসর্গ।

লাইট—বিঃ বৈদ্যুতিক বাতি।

লাইন—বিঃ সারি, শ্রেণী, রেখা, ধারা, পথ।

লাইনিং—বিঃ কোট প্রভৃতির অভ্যন্তরে অতিরিক্ত কাপড়।

লাইফবেল্ট—বিঃ নিমজ্জমান জাহাজের আরোহীর জলে ভাসিয়া থাকিবার নিমিত্ত চক্রবিশেষ।

লাইফবোট—বিঃ জাহাজ হইতে পতিত ব্যক্তির জীবন রক্ষার্থে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র ও দ্রুতগামী নৌকাবিশেষ।

লাইব্রেরী—বিঃ পুস্তক সঞ্চয় ভাণ্ডার, পুস্তকাগার, গ্রন্থাগার।

লাইসেন্স—বিঃ বৃত্তি বা ব্যবসায় আরম্ভকারীর সরকারী অনুমতি লওয়া।

লাউ—বিঃ তুম্বী, অলাবু, কদু।

লাকড়ি—বিঃ জ্বালানী কাঠ।

লাক্ষণিক, লাক্ষণ্য—বিণঃ লক্ষণযুক্ত, লক্ষণস্বরূপ, লক্ষণসম্বন্ধীয়।

লাক্ষা—বিঃ গালা, জতু, লোহিত বর্ণের বৃক্ষ-নির্যাসবিশেষ। বিঃ -তরু—পলাশগাছ। বিঃ -রস—আলতা, লোহিতবর্ণ তরল রঙবিশেষ।

লাখ—(১) সংখ্যাবিশেষ, ১,০০,০০০। (২) বিণঃ অসংখ্য, অগণিত, অনেক, প্রচুর। লাখ কথার এক কথা—অনেক রকম কথার মধ্যে প্রকৃত মূল্যবান্ কথা। বিণঃ লাখে লাখে, লাখো লাখো—অগণিত, অসংখ্য। বিঃ বিণঃ -পতি—লক্ষ টাকার মালিক, বহু অর্থের অধিকারী।

লাখরাজ, লাখেরাজ—(১) বিণঃ যে জমিতে কর নাই এমন, নিষ্কর। (২) বিঃ নিষ্কর ভূসম্পত্তি।

লাগ—বিঃ নৈকট্য, নাগাল, সঙ্গ।

লাগসই—বিণঃ জুতসই, উপযুক্ত।

লাগা—ক্রিঃ সংলগ্ন যুক্ত বা লিপ্ত হওয়া; ভিড়া, স্পর্শ করা,, কাজে নিযুক্ত হওয়া, অনুভূত হওয়া, তুল্য হওয়া, বিবাদ বাধা, বিদ্ধ হওয়া, আঘাত করা।

লাগাও—বিণঃ পাশাপাশি, গায়ে গায়ে, সংযুক্ত।

লাগান, লাগানো—ক্রিঃ স্পর্শ করা, অনুভূত হওয়া, বপন করা, নিযুক্ত করা, বাধাইয়া দেওয়া, চুকলি করা। বিঃ লাগানি—চুকলি। বিঃ লাগানি-ভাঙ্গানি—কাহারও নিন্দা করিয়া উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব নষ্ট করা।

লাগাম—বিঃ ঘোড়ার রাস, বল্গা। বিণঃ -ছাড়া—অসংযত, অবাধ।

লাগি, লাগিয়া—অব্যঃ (কাব্যে) তরে, জন্য।

লাগেজ—বিঃ মালপত্র, যাত্রীদের সঙ্গের জিনিসপত্র।

লাঘব—বিঃ লঘুতা, হ্রাস (ভার লাঘব) পটুতা, ক্ষিপ্রতা।

লাঙ্গল, (চলিত) লাঙল—বিঃ হল, জমি চাষ করিবার যন্ত্রবিশেষ। বিণঃ -টানা—হলবহন করে যে এমন। বিঃ -দড়ি—হলের সহিত মই বাঁধিবার দড়ি। ক্রিঃ লাঙ্গল চষা—লাঙ্গল দিয়া জমি চষা বা চাষ করা। বিঃ লাঙ্গলী—চাষী, কৃষক, লাঙ্গল-ধারণকারী, বলরাম।

লাঙ্গুল—বিঃ পুচ্ছ, লেজ। লাঙ্গুলী—(১) বিণঃ পুচ্ছযুক্ত। (২) বিঃ শাখামৃগ, বানর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ লাঙ্গুলিনী।

লাচাড়ী—বিঃ ত্রিপদী ছন্দোবিশেষ; এই ছন্দে রচিত গান।

লাচার—বিণঃ উপায়হীন, নিঃসহায়।

লাজ১—বিঃ খই। বিঃ -বর্ষণ—খই ছড়ানো, কোন মঙ্গল অনুষ্ঠানে খই নিক্ষেপ।

লাজ২—লজ্জা-র কোমল ও কথ্য রূপ। বিণঃ লাজুক—লোকের সহিত মিশিতে লজ্জা পায় এমন, লজ্জা-শীল।

লাঞ্ছন—বিঃ চিহ্ন, ধ্বজ, কলঙ্ক, উপাধি, অঙ্কন।

লাঞ্ছনা—বিঃ অপমান, নিন্দা, ভর্ৎসনা, তিরস্কার, গঞ্জনা। বিণঃ লাঞ্ছিত—উৎপীড়িত, নিন্দিত, ভর্ৎসিত, ধ্বজ-যুক্ত, চিহ্নিত।

লাট১—বিঃ রাজ্যপাল, দেশের প্রধান শাসক, গভর্ণর। বিঃ -বেলাট—রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। বিঃ ছোটলাট—প্রদেশের শাসনকর্তা। বিঃ জঙ্গী লাট—প্রধান সেনাপতি। বিঃ বড়লাট—দেশের প্রধান শাসনকর্তা।

লাট২—বিঃ নিলামে একত্রে বিক্রিত জিনিসপত্র ; জমিদারির অংশ।

লাট৩—বিণঃ ভাঁজ নষ্ট হয় এমন, ধরা-শায়ী, পাটভাঙ্গা। ক্রিঃ লাট খাওয়া—ঘুরিয়া পড়া।

লাট৪—বিঃ দেশবিশেষ। বিঃ লাটানু-প্রাস—লাট অধিবাসীদের প্রিয় শব্দা-লঙ্কারবিশেষ।

লাট৫—(১) বিঃ পণ্ডিত বা বিদগ্ধ ব্যক্তি, জীর্ণবস্ত্রাদি। (২) বিণঃ মলিন, পুরাতন, জীর্ণ।

লাট৬—বিঃ স্তম্ভ।

লাটাই—লাটাই-এর রূপভেদ।

লাটিম, লাটীম, লাট্টু—বিঃ খেলনা-বিশেষ।

লাঠি—বিঃ লগুড়, যষ্টি। বিঃ -য়াল, -য়েল—লাঠি খাবা যুদ্ধে পটু ব্যক্তি। বিঃ লেঠেলি—লাঠিয়ালের বৃত্তি বা জীবিকা। বিঃ লাঠালাঠি—লাঠিদ্বারা পরস্পর প্রহার বা ঝগড়া।

লাথি, (প্রাদে) লাথ—বিঃ পা দিয়া আঘাত, লাথি খাইতে অভ্যস্ত যে, অতি হীন।

লাদা—ক্রিঃ বোঝাই করা। বিণঃ বিঃ -ই—বোঝাই।

লাফ—বিঃ লম্ফ। ক্রিঃ লাফ দেওয়া, লাফ মারা—লাফানো, লাফাইয়া ডিঙ্গানো। বিঃ লাফালাফি—অতি-রিক্ত ব্যস্ততা, আস্ফালন।

লাফড়া, লাফরা—লাবড়া-র বানানভেদ।

লাফান, লাফানো—(১) ক্রিঃ লম্ফ দেওয়া। (২) বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ লাফানি—ছটফটানি, লাফ দেওন। বিণঃ লাফানো—লাফায় এমন।

লাবড়া—বিঃ নানাবিধ তরকারি দ্বারা তৈরী ব্যঞ্জনবিশেষ ; পাঁচমিশালী ব্যঞ্জন, ঘ্যাঁট।

লাবণ—বিণঃ লবণাক্ত, নোনা।

লাবণিক—(১) বিণঃ লাবণ। (২) বিঃ লবণ-বিক্রেতা।

লাবণ্য—বিঃ সৌন্দর্য, শ্রী, কান্তি। বিণঃ -ময়—সৌন্দর্যপূর্ণ, কান্তিময়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -ময়ী।

লাবু—বিঃ লাউ, তুম্বী।

লাভ—বিঃ অতিরিক্ত আয়, মুনাফা। বিঃ লাভালাভ—লাভ ও ক্ষতি। বিণঃ -জনক—সুবিধাজনক, যাহাতে লাভ হয় এমন।

লামা—বিঃ তিব্বতের বৌদ্ধ পুরোহিত, শ্রেষ্ঠ পুরোহিত।

লাম্পট্য—বিঃ ব্যভিচার, লম্পটতা, বহুনারীগমন, কামুকতা।

লায়েক—বিণঃ সাবালক, সমর্থ।

লাল২—বিণঃ (নামের সহিত যুক্ত হইলে) প্রিয়, সুন্দর (বিহারী-লাল)।

লাল৩—বিঃ লোহিতবর্ণ, রক্তবর্ণ। বিণঃ -চে—ঈষৎ রক্তবর্ণ। -মুখ—(১) বিণঃ রক্তিম মুখমণ্ডলবিশিষ্ট। (২) বিঃ রক্তবর্ণযুক্ত মুখ।

লাল৪—লালা২ দ্রষ্টব্য।

লালচ—বিঃ লালসা, লোভ।

লালন—বিঃ সযত্নে পালনকরণ। বিঃ -পালন—প্রতিপালন।

লালমোহন—বিঃ একপ্রকার লাল পাখী; মিষ্টান্নবিশেষ।

লালস—বিণঃ লোভী, লোলুপ।

লালসা—বিঃ স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা, লিপ্সা।

লালা১—বিঃ সম্ভ্রান্ত বা ধনী ব্যক্তি; হিন্দুদিগের পদবীবিশেষ, ছোট ছোট শিশুদের আদরের সম্বোধন।

লালা২—বিঃ লাল, মুখজাত জল।

লালাটিক—বিণঃ ললাট বা কপাল-সংক্রান্ত, ভাগ্য-সম্বন্ধীয়, ললাট-তিলক।

লালায়িত—বিণঃ আগ্রহান্বিত, লোলুপ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ লালায়িতা।

লালিত—বিণঃ পোষিত, যাহাকে পালন করা হইয়াছে এমন। বিণঃ -পালিত—প্রতিপালিত।

লালিত্য—বিঃ কমনীয়তা, কান্তি, মাধুর্য।

লালিমা—বিঃ রক্তিম আভা, লাল ভাব।

লাশ, লাস১—বিঃ মৃতদেহ, শব।

লাস্য, লাস২—বিঃ রমণীগণের লীলায়িত নৃত্য ভঙ্গি। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ লাস্যময়ী—লীলায়িত ভঙ্গিপূর্ণা।

লিকলিক—অব্যঃ কৃশতার ভাবসূচক। বিণঃ লিকলিকে—কৃশ, রোগা।

লিখন—বিঃ লিপিবদ্ধকরণ, লেখা, পত্র, লিপি। বিঃ -পদ্ধতি—রচনা বা লিখিবার প্রক্রিয়া বা ধারা।

লিখা—লেখা১ দ্রষ্টব্য।

লিখিত—বিণঃ রচিত, লিপিবদ্ধ, অঙ্কিত। বিণঃ লিখিতব্য—লেখা আবশ্যক, যাহা লিখিতে হইবে এমন।

লিখিয়ে—বিঃ লেখায় দক্ষ ব্যক্তি, রচনাকারী।

লিঙ্গ—বিঃ শিশ্ন, উপস্থ, পুং-জননেন্দ্রিয়; শিবমূর্তিবিশেষ, (ব্যাকরণে) শব্দের স্ত্রী-পুরুষ-ক্লীব ভেদ।

লিঙ্গী—বিণঃ জীবিকা নির্বাহের জন্য যে জটাদি চিহ্ন ধারণ করে এরূপ; ভেকধারী, কপট সন্ন্যাসী।

লিচু—বিঃ ক্ষুদ্র ফলবিশেষ, সুমিষ্ট ফল।

লিপি—বিঃ পত্র, চিঠি, লিখন, বর্ণমালা। বিঃ -কর, -কার—লেখক। বিঃ -কৌশল—লিখিবার অক্ষরবিন্যাস দক্ষতা। বিঃ -চাতুর্য—রচনায় দক্ষতা। বিণঃ -বদ্ধ, -যুক্ত—লিখিত।

লিপ্ত—বিণঃ জড়িত, সংশ্লিষ্ট, ব্যাপৃত। বিণঃ -পদ, -পাদ—যাহার পায়ের আঙুল পাতলা চামড়ার আবরণে পরস্পর সংযুক্ত এমন (হাঁস)।

লিপ্যন্তর—বিঃ এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় লিখন বা রূপান্তর।

লিপ্সা—বিঃ প্রবল স্পৃহা, লালসা। বিণঃ লিপ্সু—পাইতে লোলুপ এমন, লুব্ধ।

লিভার—বিঃ যকৃৎ, মেটে।

লিমনেড—বিঃ অম্লমধুর পানীয়-বিশেষ।

লিস্ট, লিষ্ট, (কথ্য) লিস্টি—বিঃ তালিকা।

**লীগ**—বিঃ সঙ্ঘ।
**লীঢ়**—বিণঃ আস্বাদিত; লেহন করা হইয়াছে এমন।
**লীন**—বিণঃ লয়প্রাপ্ত, বিলীন, বিনষ্ট, সংলগ্ন, লুপ্ত।
**লীলা**—বিঃ বিলাস, ক্রীড়া, প্রমোদ, দেবতার কার্যকলাপ। বিঃ **-কমল, -পদ্ম**—খেলিবার কমল বা পদ্ম। বিঃ **-কলহ**—প্রণয়-কলহ। বিঃ **-কানন**—বিলাস-উদ্যান। বিঃ **-ক্ষেত্র, -ভূমি**—লীলাখেলার স্থান (বৃন্দাবন লীলাক্ষেত্র)। বিঃ **-খেলা**—কার্যকলাপ, ক্রীড়া-কৌতুক। **-বতী**—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ লীলায়িত চঞ্চল ভঙ্গিমাযুক্তা। (২) বিঃ গণিত গ্রন্থবিশেষ (ভাস্করাচার্য রচিত), ভাস্করাচার্যের কন্যা। বিণঃ **-ময়**—লীলাযুক্ত, যাঁহার লীলা মানবের অজ্ঞাত (ঈশ্বর)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-ময়ী**। বিণঃ **-য়িত**—মনোরম ভঙ্গিমাযুক্ত। বিঃ **-সংবরণ, -সাঙ্গ**—খেলাশেষ; মৃত্যু।
**লু**—বিঃ গ্রীষ্মকালীন অত্যুষ্ণ বায়ুপ্রবাহবিশেষ।
**লুই**—বিঃ পশু লোম নির্মিত শীতবস্ত্রবিশেষ।
**লুইপা, লুইপাদ**—বিঃ বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যগণের মধ্যে আদি গুরু।
**লুকোচুরি, (কথ্য) লুকোচুরি**—বিঃ শিশুদিগের ক্রীড়াবিশেষ, পরস্পরের মধ্যে গোপনশীলতা।
**লুকান, লুকানো**—(১) ক্রিঃ আড়াল হওয়া, আত্মগোপন করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।
**লুক্কায়িত**—বিণঃ গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন, গোপনে রক্ষিত, অদৃশ্য।
**লুঙ্গি, লুঙ্গী, লুঙি, লুঙী**—বিঃ পুরুষের কাছা-শূন্য পরিধেয়বিশেষ।
**লুচি, লুচী**—বিঃ ঘিয়ে ভাজা ময়দার পাতলা ও ছোট রুটিবিশেষ।
**লুট, লুঠ**—বিঃ আত্মসাৎ, বলপূর্বক অপহরণ, প্রসাদ বিতরণের জন্য বাতাসা প্রভৃতি ছড়াইয়া দেওয়া (হরির লুট)। বিঃ **-তরাজ, -পাট**—ব্যাপক অপহরণ বা লুণ্ঠন।
**লুটাপুটি, (কথ্য) লুটোপুটি**—বিঃ মাটিতে গড়াগড়ি। ক্রিঃ **লুটাপুটি খাওয়া**—মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়া।
**লুঠন**—বিঃ গড়াগড়ি। বিণঃ **লুঠিত**।
**লুঠেরা, লুঠেল**—বিণঃ বিঃ অপহরণকারী, দস্যু, লুণ্ঠনকারী।
**লুন, নুণ**—নুন-এর প্রাদেঃ রূপ।
**লুণ্ঠন**—বিঃ পরস্ব অপহরণ, আত্মসাৎকরণ। বিণঃ বিঃ **লুণ্ঠক**—অপহরণকারী, ডাকাত। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ **লুণ্ঠিকা**। বিণঃ **লুণ্ঠিত**—মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে এমন; যাহা লুঠ হইয়াছে। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **লুণ্ঠিতা**।
**লুপ্ত**—বিণঃ বিলীন, বিনষ্ট, আচ্ছন্ন, অদৃশ্য। বিণঃ **-প্রায়**—প্রায় অদৃশ্য। বিণঃ **-বুদ্ধি**—যাহার বুদ্ধি লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে এমন, হতবুদ্ধি। বিঃ **লুপ্তি**—ধ্বংস, বিনাশ। বিঃ **লুপ্তোদ্ধার**—হারানো বিষয় পুনরায় ফিরিয়া পাওন, বিনষ্ট বস্তুর ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার।
**লুবধ**—লুব্ধ-র কোমল রূপ।
**লুব্ধ**—বিণঃ লোভী, লোলুপ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **লুব্ধা**। বিঃ **-তা**। বিঃ **-দৃষ্টি**—লালসাপূর্ণ চাহনি। ক্রি-বিণঃ **-নেত্রে**—লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে।
**লুব্ধক**—বিঃ নক্ষত্রমণ্ডলীবিশেষ, ব্যাধ।

লুলিত—বিণঃ মনোহর, সুন্দর, কম্পিত, দোলিত।

লূতা, লূতিকা—বিঃ ঊর্ণনাভ, মাকড়সা। বিঃ -তন্তু—মাকড়সার জাল।

লেই—বিঃ ময়দা বা আটার তৈরী মণ্ড, কাই, মাড়।

লেং—বিঃ পদ, পা। ক্রিঃ লেং মারা—নিজের পা-দিয়া অন্যের পা-জড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া।

লেংচা[১]—বিঃ লম্বা আকারের পানতুয়া-জাতীয় মিষ্টিবিশেষ।

লেংচা[২]—বিণঃ খোঁড়া, লেংড়া, খঞ্জ। ক্রিঃ -ন, -নো—লেংড়ানো, খোঁড়ানো।

লেংটা—বিঃ দিগম্বর, উলঙ্গ।

লেংড়া[১]—বিণঃ খোঁড়া, খঞ্জ।

লেংড়া[২]—বিঃ আম্রবিশেষ।

লেকচার—বিঃ ভাষণ, বক্তৃতা, উপদেশ; (ব্যঙ্গে) বাগাড়ম্বর।

লেখক—বিঃ গ্রন্থকার, লিপিকার, সাহিত্য-গল্প-উপন্যাস রচয়িতা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ লেখিকা।

লেখনী—বিঃ কলম, পেন্সিল, তুলি।

লেখনীয়—বিণঃ লেখার যোগ্য, লিখিতব্য।

লেখা[১]—বিঃ বিন্যস্ত অক্ষর, লিখন, শ্রেণী, চিহ্ন।

লেখা[২], লিখা—(১) ক্রিঃ গ্রন্থাদি রচনা করা, অক্ষরবিন্যাস করা। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ লিখিত, রচিত। বিঃ -জোখা—হিসাব। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ অন্যকে দিয়া লেখার কাজ করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ -পড়া—লিখন ও পঠন, বিদ্যাভ্যাস দলিল সম্পাদন। বিঃ -লিখি—ক্রমাগত পত্র প্রেরণ।

লেখিকা—লেখক দ্রষ্টব্য।

লেখিত—বিণঃ চিহ্নিত, লেখানো হইয়াছে এমন।

লেখ্য—(১) বিণঃ লেখার যোগ্য, লিখিবার ভাষা। (২) বিঃ দলিল, লিখিত পত্র। বিঃ লেখ্যোপকরণ—লিখিবার সরঞ্জাম কালি কলম কাগজ প্রভৃতি।

লেঙ্গট, লেঙট—বিঃ পুরুষদিগের লজ্জা-নিবারণের স্বল্প কাপড়বিশেষ, কোপীনবিশেষ। বিঃ লেঙ্গটি, লেঙটি—ছোট লেঙ্গটি।

লেঙ্গুড়, লেঙুড়—বিঃ লেজ, লাঙ্গুল।

লেচি—বিঃ লুচি রুটি প্রভৃতি বেলিবার জন্য তৈয়ারি আটা কিম্বা ময়দার গুলি বা ডেলা।

লেজ—বিঃ পুচ্ছ, লাঙ্গুল। বিঃ -কাটা—নির্লজ্জ, সম্মান নষ্ট হইয়াছে যাহার। ক্রিঃ -গুটানো—পরাজয় স্বীকার করা। ক্রিঃ লেজে খেলানো—চাতুরি করা।

লেজা[১]—বিঃ মাছের শেষভাগ, লেজ। বিঃ -মুড়া, (কথ্য) -মুড়ো—সমস্ত, আগাগোড়া।

লেজা[২]—বিঃ বল্লমজাতীয় অস্ত্র।

লেজুড়—বিঃ যাহা পশ্চাতে যুক্ত হয়, খেতাব, লেজ।

লেট—(১) বিঃ দেরী, বিলম্ব। (২) বিণঃ দেরী করিয়াছে এমন।

লেটার-বক্স—বিঃ চিঠি-পত্রাদি ফেলিবার বাক্স, ডাক বাক্স।

লেঠা—বিঃ বিঘ্ন, ঝঞ্ঝাট; মৎস্যবিশেষ।

লেড়কা—বিঃ ছেলে, বালক, পুত্র-সন্তান। বিঃ (স্ত্রী)ঃ লেড়কী।

লেডি—বিঃ সম্ভ্রান্ত মহিলা।

লেডিকেনি—বিঃ মিঠাইবিশেষ, ছানা দ্বারা তৈয়ারি ঘিয়ে ভাজা মিষ্টি।

**লেতি, লেত্তি**—বিঃ দড়িবিশেষ, লাটিম বা লাট্টু ঘুরাইবার দড়ি।

**লেথাড়ু**—বিণঃ চটপটে নয় এমন, অলস।

**লেনদেন, লেনাদেনা**—বিঃ দান-প্রতিদান, আদান-প্রদান।

**লেপ**[১]—বিঃ পোঁচ, প্রলেপ। বিণঃ **-ক**—লেপন করে এমন, লেপনকারী। বিঃ **-ন**—প্রলেপ দেওন। বিণঃ **-নীয়, লেপ্য**—লেপনযোগ্য।

**লেপ**[২]—বিঃ শীতনিবারক গাত্রাবরণ-বিশেষ।

**লেপচা**—বিঃ পার্বত্য জাতিবিশেষ।

**লেপটান, লেপটানো**—(১) ক্রিঃ জড়াইয়া বা লিপ্ত হইয়া থাকা (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**লেপা**—(১) ক্রিঃ লেপন করা নিকানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**লেফাফা**—বিঃ খাম। বিণঃ **-দোরস্ত, -দুরস্ত**—বাহিরে আড়ম্বরপূর্ণ কিন্তু অন্তঃসারশূন্য; বাহিরের আদবকায়দায় ত্রুটিমুক্ত।

**লেবু**—বিঃ অম্লরসাত্মক ফলবিশেষ।

**লেবেল**—বিঃ ভিতরের বস্তুর পরিচয়-পত্রবিশেষ, বস্তুর পরিচায়ক-লিপি।

**লেলান, লেলানো**—(১) ক্রিঃ একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনকে উত্তেজিত করিয়া প্রেরণ করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**লেলিহান**—বিণঃ বারংবার লেহনকারী, লকলকে জিহ্বা আছে এমন।

**লেশ**—বিঃ সামান্য অংশ, স্বল্প, কণা, বিন্দু। বিঃ বিণঃ **-মাত্র**—নামমাত্র, ছিটে-ফোঁটা; জুতা বাঁধিবার ফিতা।

**লেস**—বিঃ সুতার তৈয়ারি নক্সাকাটা পাড়বিশেষ।

**লেহ**[১], **লেহন**—বিঃ জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া খাওন। বিণঃ **লেহনীয়, লেহ্য**—চাটিয়া খাওয়ার যোগ্য। বিণঃ **লেহী**—চাটিয়া খায় এমন।

**লেহ**[২], **লেহা**—বিঃ ভালবাসা, প্রণয়।

**লৈখিক**—বিণঃ লেখ্য, লেখাসংক্রান্ত।

**লৈঙ্গ, লৈঙ্গিক**—বিণঃ লিঙ্গ-সম্বন্ধীয়।

**লো**—অব্যঃ রমণীদের পরস্পর সম্বোধনের শব্দ।

**লোক**—বিঃ ব্যক্তি, মানুষ, জনসাধারণ; স্বর্গ মর্ত্য পাতাল—এই তিনলোক; জগৎ (বিশ্বলোক)। বিঃ **-চক্ষু**—সর্বসাধারণের দৃষ্টি। বিঃ **-চরিত্র**—মানুষের স্বভাব। বিঃ **-তঃ**—মানব-সমাজের বিচারে। বিঃ **-নাথ**—বিষ্ণু; মহাদেব শিব, পরমেশ্বর। বিঃ **-পরম্পরা**—পর্যায়ক্রমে এক একটি লোক। বিঃ **-পাবনি**—গঙ্গা। বিঃ **-পাল**—রাজা, নৃপতি। বিঃ **-পিতামহ**—ব্রহ্মা। বিঃ **-প্রবাদ, -বাদ**—জনশ্রুতি। বিঃ **-বল**—জনগণের বল। বিণঃ **-বহির্ভূত, -বাহ্য**—মনুষ্য সমাজের বাহিরে এমন। বিঃ **-বসতি**—(ভূগোল) জনসংখ্যার পরিমাণ। বিঃ **-মাতা**—লক্ষ্মী, কমলা; ধেনু, গাভী। বিঃ **-যাত্রা**—জীবনযাত্রা। বিঃ **-লজ্জা**—মানবসমাজের নিকট লজ্জা। বিঃ **-লীলা**—ইহলীলা। বিঃ **-শিক্ষা**—মনুষ্যদিগের শিক্ষা। বিঃ **-সমাজ**—জনসাধারণের বা মানুষের সমাজ। বিণঃ **-হিতৈষী**—মানুষের মঙ্গল-কামী। বিঃ **-সাহিত্য**—গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত সাহিত্য।

লোকসান—বিঃ ক্ষতি।
লোকাকীর্ণ—বিণঃ অনেক লোকের ভিড়ে পূর্ণ।
লোকাচার—বিঃ মনুষ্য সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, সামাজিক নিয়মনীতি।
লোকাতীত—বিণঃ যাহা সচরাচর ঘটে না এমন, অলৌকিক।
লোকান্তর—বিঃ পরজগৎ, পরলোক। বিণঃ -গত—পরলোকগত, মৃত। বিঃ -গমন—পরলোকগমন, মৃত্যু। বিণঃ লোকান্তরিত—মৃত। বিণঃ (স্ত্রী): লোকান্তরিতা।
লোকাপবাদ—বিঃ লোকনিন্দা।
লোকাভাব—বিঃ কর্মীর অভাব জন-বিরলতা।
লোকায়ত—(১) বিণঃ ধর্মনিরপেক্ষ, প্রতিনিধিত্বমূলক (লোকায়ত সরকার); নাস্তিক; চার্বাকের মতাবলম্বী। (২) বিঃ চার্বাকের মত, নাস্তিক্যবাদ। লোকায়তিক—(১) বিণঃ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, নাস্তিক। (২) বিঃ চার্বাক।
লোকারণ্য—বিঃ বহু লোকের সমাবেশ।
লোকাল বোর্ড—বিঃ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠান।
লোকালয়—বিঃ জনপদ, মনুষ্যের আবাসস্থান।
লোকেশ—বিঃ ব্রহ্মা, জগদীশ্বর, নৃপতি।
লোকোত্তর—বিঃ অলৌকিক, অসামান্য, অসাধারণ।
লোচন—বিঃ নয়ন, নেত্র, চক্ষু। বিঃ -রঞ্জন—কাজল।
লোচিকা—বিঃ (স্ত্রী): লুচি।
লোচ্চা—বিণঃ লম্পট। বিঃ -মি, -মো, -মি—লাম্পট্য।



লোটন—বিঃ মাটিতে গড়াগড়ি দেওন, আলগা করিয়া বাঁধা খোঁপা, ঝুঁটি-ওয়ালা পায়রাবিশেষ।
লোটা¹—বিঃ ঘটি।
লোটা², লুটা—(১) ক্রিঃ অন্যায়ভাবে অপরের জিনিস নেওয়া, লুঠ করা, মজা উপভোগ করা, মাটিতে গড়া-গড়ি দেওয়া। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। -ন, -নো, লুটন, লুটনো—(১) ক্রিঃ লুঠ করানো, মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়ানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।
লোণা—বিণঃ লবণাক্ত।
লোধ্র, লোধ—বিঃ বৃক্ষবিশেষ। বিঃ -রেণু—লোধ্রবৃক্ষের ছালের গুঁড়া।
লোনা—(১) বিণঃ লবণযুক্ত। (২) বিঃ বাড়ীর দেওয়াল প্রভৃতির উপর লবণজাতীয় পদার্থ ফুটিয়া বাহির হওন, নুনের আধিক্য।
লোপ—বিঃ ধ্বংস, বিনাশ।
লোপা, লোপামুদ্রা—বিঃ অগস্ত্যপত্নী।
লোপাট—বিণঃ আত্মসাৎ করা হইয়াছে এমন, সমূলে বিনাশ, লোপপ্রাপ্ত, নিশ্চিহ্ন।
লোফা, লুফা—(১) ক্রিঃ শূন্য হইতে নিম্নে পতনশীল বস্তুকে ধরা, সাগ্রহে গ্রহণ করা। (২) বিঃ উক্ত উভয় অর্থে।
লোবান—বিঃ গন্ধযুক্ত বৃক্ষনির্যাস-বিশেষ।
লোভ—বিঃ অপরের জিনিস পাইবার প্রবল বাসনা, লিপ্সা, বিষয়-তৃষ্ণা। -ন—(১) বিঃ প্রলোভন, প্রলুব্ধ-করণ। (২) বিণঃ -নীয়—লোভযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী): -নীয়া। বিণঃ লোভজ—লোভজাত। বিণঃ লোভাতুর—

লোভ হইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ লোভাতুরা। বিণঃ লোভিত—যাহাকে লোভ দেখানো হইয়াছে এমন।

**লোম**—রোম দ্রষ্টব্য।

**লোমাবলী**—রোমাবলী দ্রষ্টব্য।

**লোর**—বিঃ (প্রাঃ কাব্যে) চোখের জল, অশ্রু।

**লোল**—বিণঃ চটুল, চঞ্চল, বিলোল; সতৃষ্ণ, লোলুপ, ঢিলা, শ্লথ, শিথিল। বিণঃ -জিহ্ব—লকলকে জিহ্বাবিশিষ্ট। বিণঃ লোলায়মান—দোলায়মান। বিঃ -দৃষ্টি—আগ্রহপূর্ণ চাহনি, সতৃষ্ণ দৃষ্টি। লোলা—(১) বিণঃ লোল-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বিঃ লক্ষ্মী, জিহ্বা।

**লোলিত**—বিণঃ আন্দোলিত, শ্লথ, কম্পিত।

**লোলুপ**—বিণঃ অতিলোভী, লোভাতুর। বিঃ -তা।

**লোষ্ট্র**—বিঃ শক্ত পাথর, ইট প্রভৃতির টুকরা, ঢিল।

**লোহ[১]**—বিঃ লোহা, লৌহ, ধাতুবিশেষ।

**লোহ[২]**—বিঃ (প্রাঃ কাব্যে) অশ্রু, চোখের জল।

**লোহ[৩]**—বিঃ রক্ত, শোণিত।

**লোহা**—বিঃ লৌহ, ধাতুবিশেষ। বিঃ -লক্কড়—কাঠ-লোহা প্রভৃতি।

**লোহার**—বিঃ বিণঃ লৌহের কাজ করে এমন, জাতিবিশেষ।

**লোহি**—বিঃ পশমের চাদরবিশেষ, লুই।

**লোহিত**—(১) বিণঃ রক্তবর্ণ, লাল। (২) বিঃ লাল রঙ্। বিঃ -ক—পিতল, পদ্মরাগমণি।

**লোহিতক**—(১) বিঃ শ্রীবিষ্ণু; কোকিল। (২) বিণঃ যাহার চোখ দুইটি রক্তবর্ণ এমন।

**লোহিতাঙ্গ**—বিঃ মঙ্গলগ্রহ।

**লৌকিক**—বিণঃ সাধারণ, মনুষ্য সমাজ-সম্বন্ধীয়; মানবিক, পার্থিব। বিঃ -তা—সামাজিকতা।

**লৌল্য**—বিঃ লোলুপতা, চাঞ্চল্য।

**লৌহ**—(১) বিঃ ধাতুবিশেষ, লোহা। (২) বিণঃ লোহার তৈয়ারি। বিঃ -কার—কর্মকার। বিঃ -মল—লোহার মরিচা।

**লৌহিত্য**—বিঃ রক্তবর্ণ, রক্তিমা, ব্রহ্মপুত্র নদ।

**ল্যাংবোট**—বিঃ জাহাজের পশ্চাতে যে নৌকা বাঁধা থাকে।

## ব (অন্তঃস্থ)

**ব**—বাঙলা ব্যঞ্জনবর্ণমালার ঊনত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ। উচ্চারণের দিক দিয়া এই বর্ণের ব্যবহার নাই। বাঙলার সমস্ত ব-এর উচ্চারণই, বর্গীয় ব-এর ন্যায়।

**শঙ্কা**—বিঃ সংশয়, ভয়, আশঙ্কা। বিণঃ **শঙ্কিত**—ভয়যুক্ত, ভীত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **শঙ্কিতা**। বিণঃ **শঙ্কাজনক**—বিপজ্জনক।

**শঙ্কু**—বিঃ অস্ত্রবিশেষ, পৌরাণিক অস্ত্র, শলাকা, বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম, সূর্যের ছায়া মাপিবার কাঠিবিশেষ। বিঃ **-পট্ট**—সূর্য ঘড়ি।

**শঙ্খ**—বিঃ সামুদ্রিক কীটবিশেষ, কম্বু, শাঁখ। (২) বিঃ বিণঃ লক্ষ-কোটি সংখ্যা বা সংখ্যক, ১০০০০০০০০-০০০০। বিঃ **-কার**—শাঁখারী। বিঃ **-চক্রগদাপদ্মধারী**—নারায়ণ, বিষ্ণু। বিঃ **-চিল**—শ্বেতবক্ষোদেশযুক্ত পক্ষিবিশেষ। বিঃ **-চূড়**—সর্পবিশেষ, বিষধর সর্প, দৈত্যরাজবিশেষ, তুলসীর পতি। বিঃ **-ধ্বনি**, **-নাদ**—শঙ্খের শব্দ। বিঃ **-বলয়**—শাঁখা। বিঃ **-বণিক্**—শঙ্খের জিনিস নির্মাতা, শাঁখারী। বিঃ **-বিষ**—সেঁকোবিষ। বিঃ **-মালা**, **-মালিকা**—শাঁখের মালা।

**শঙ্খিনী**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ স্ত্রীজাতির অন্যতম শ্রেণীভেদ।

**শচি, শচী**—বিঃ ইন্দ্র-পত্নী, জগন্নাথ মিশ্রের পত্নী, শ্রীচৈতন্য-জননী। বিঃ **-কান্ত**, **-পতি**, **-প্রিয়**, **শচীশ**—ইন্দ্র। বিঃ **-নন্দন**—শ্রীগৌরাঙ্গ। বিঃ **-মাতা**—গৌরাঙ্গ-জননী।

**শজারু**—বিঃ গায়ে কাঁটার মত লোম-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র জন্তুবিশেষ, শল্লকী।

**শজিনা**, (কথ্য) **শজনে**—বিঃ গাছ-বিশেষ। বিঃ **-ডাঁটা**, **-খাড়া**—শজিনা গাছের ফলবিশেষ।

**শটন**—বিঃ পচিয়া যাওন। বিণঃ **শটিত**—বাসি, পচা, শড়া।

**শটি, শটী**—বিঃ ওষধিবিশেষের কন্দ যাহা হইতে পালো হয়। বিঃ **-ফুড**—শটির পালো।

**শঠ**—বিণঃ প্রতারক, খল, ধূর্ত। বিঃ **-তা**, **শাঠ্য**—প্রতারণা, খলতা, ধূর্ততা।

**শড়া**—(১) ক্রিঃ নষ্ট হওয়া বা পচিয়া যাওয়া। (২) বিঃ উক্ত অর্থে। **-ন**, **-নো**—(১) ক্রিঃ পচাইয়া ফেলা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**শণ**—বিঃ গাছবিশেষ, ক্ষুদ্র গাছ বা গাছের আঁশ। বিঃ **-তন্তু**, **-সূত্র**—শণ গাছের আঁশ দ্বারা তৈরী সুতা।

**শত**—(১) বিঃ ১০০ সংখ্যা। (২) বিণঃ ১০০ সংখ্যক ; বিবিধ, নানা, অসংখ্য। **-ক**—(১) বিণঃ শত সংখ্যা-যুক্ত। (২) বিঃ শতসংখ্যা ; একশতটি বস্তুর সমষ্টি, শতাব্দী। অব্যঃ **-করা**—প্রতি একশত। বিঃ **-কিয়া**—এক হইতে একশত পর্যন্ত গোনা। বিণঃ **-কোটি**—বহু, অসংখ্য। বিঃ **-ক্রতু**—শতাশ্বমেধযজ্ঞকারী ইন্দ্র। **-গ্রন্থি**—(১) বিঃ দূর্বা। (২) বিণঃ অসংখ্য গিটপূর্ণ। বিণঃ **-তম**—শত সংখ্যার পূরক। বিঃ **-দল**—কমল, সরোসিজ, পদ্মফুল। বিঃ **-দলবাসিনী**—কমলা, লক্ষ্মীদেবী। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ **-ধা**—শতবার। **-ধার**—(১) বিণঃ বহুধারা-যুক্ত। (২) বিঃ বজ্রবিশেষ। বিঃ **-ভিষা**—নক্ষত্রবিশেষ। বিঃ **-মূলী**—লতাবিশেষ। বিণঃ **-সহস্র**—অসংখ্য, সংখ্যাহীন।

**শতপদী**—বিঃ বিছা ; কেন্নো।

**শতরঞ্চ, শতরঞ্জ**—বিঃ দাবাখেলা।

**শতরঞ্চি, শতরঞ্জি**—বিঃ মোটা চাদর-বিশেষ : পাতিয়া বসিবার সুতার চাদর।

শতরূপা—(১) বিঃ ব্রহ্মার কন্যা সাবিত্রী, দেবী হংসেশ্বরী, বাগ্‌দেবী। (২) বিণঃ বহু বর্ণে অথবা বহু রূপে বিরাজিতা।

শতাংশ—বিঃ একশত ভাগ ; একশত ভাগের এক ভাগ বা অংশ।

শতাব্দ, শতাব্দী—বিঃ শতক, একশত বর্ষব্যাপী কাল।

শতায়ু, শতায়ুঃ—বিণঃ শতবর্ষজীবী, দীর্ঘজীবী।

শতেক—বিণঃ বহু, অসংখ্য। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -খোয়ারী—অতিশয় দুর্দশাগ্রস্তা রমণী, গালিবিশেষ।

শত্রু, (কথ্য) শত্তুর—বিঃ বৈরী, অরি, প্রতিপক্ষ। -ঘ্ন—(১) বিঃ দশরথ-সুমিত্রার পুত্র, শ্রীরামচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। (২) বিণঃ শত্রুনিধনকারী। বিণঃ -জয়ী, -জিৎ, -জয়—শত্রু পরাজয়কারী। বিঃ -তা—বৈরিতা, প্রতিকূলতা। বিঃ -পক্ষ—শত্রুর দল, বৈরিদল। বিঃ -মিত্রভেদ—আপন-পর বিচার। বিণঃ -সংকুল—শত্রুপূর্ণ, বৈরিপূর্ণ।

শনশন—অব্যঃ দ্রুতগতিসূচক ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বাতাসের বেগসূচক শব্দ।

শনাক্ত—বিঃ পরিচিত বলিয়া নির্দেশ।

শনি—বিঃ গ্রহবিশেষ, সূর্যপুত্র, সপ্তাহের বারবিশেষ, সর্বনাশকারী।

শনৈঃ—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ অল্পে অল্পে। শনৈঃ শনৈঃ—ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে।

শনৈশ্চর—বিঃ শনিগ্রহ।

শপ—বিঃ বড় মাদুরবিশেষ।

শপথ—বিঃ দিব্য, প্রতিজ্ঞা। বিঃ -পত্র—প্রতিজ্ঞাপূর্বক কোন বিষয়কে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া যে দলিল লিখিয়া দেওয়া হয় তাহা।

শপ্ত—বিঃ অভিশপ্ত, শাপগ্রস্ত।

শব—বিঃ মড়া, মৃতদেহ। বিঃ -বহন, -দাহ—মৃতদেহ ভস্মীভূতকরণ। বিঃ -দাহস্থান—মৃতদেহ যেখানে দাহ হয়, শ্মশান। বিঃ -দেহ—মৃতদেহ ; প্রাণহীন শরীর। বিঃ -ব্যবচ্ছেদ—মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ার্থ মৃতদেহ অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া পরীক্ষা। বিঃ -যাত্রা—মৃতদেহ লইয়া যাত্রা। বিঃ -সংকার—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। বিঃ -সাধনা—মাতৃ উপাসক বা তান্ত্রিকদিগের শবের উপর বসিয়া সাধনা। বিঃ শবাধার—যে আধারের মধ্যে রাখিয়া মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। বিঃ শবানুগমন—মৃতদেহ লইয়া তাহার সম্মানার্থে গমন। বিঃ শবাসন—তান্ত্রিক সাধনার আসনরূপে ব্যবহৃত শবদেহ। বিঃ শবাসনা—দেবী কালিকা।

শবর—বিঃ ভারতের প্রাচীন জাতিবিশেষ, কিরাত, ব্যাধ। বিঃ শবরী—(১) শবর-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) এক শূদ্রকন্যা যিনি নিজ সাধনাবলে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনধন্যা।

শবল—বিণঃ বিবিধ বর্ণযুক্ত। শবলা, শবলী—(১) বিণঃ শবল-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বিঃ বশিষ্ঠমুনির কামধেনু।

শবেবরাত—বিঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের পর্ববিশেষ।

শব্দ—বিঃ রব ; ধ্বনি, আওয়াজ, নাদ, অর্থসূচক বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি। বিঃ -কোষ—অভিধান। -বহ—(১) বিঃ আকাশ ; বাতাস। (২) বিণঃ শব্দ বহন করে এমন। বিঃ -ব্রহ্ম—বেদ, শব্দময়ব্রহ্ম। বিঃ -বিন্যাস—শব্দ যথাস্থানে স্থাপন। বিণঃ -ভেদী—

শব্দ বা কর্ণবিবরে। বিঃ -শাস্ত্র—ব্যাকরণাদি শাস্ত্র। বিণঃ শব্দাতীত—অনির্বচনীয়। বিঃ শব্দার্থ—শব্দের মানে বা অর্থ। বিঃ শব্দালংকার, শব্দালংকার—যমক, শ্লেষ, অনুপ্রাস প্রভৃতি অলংকারবিশেষ। বিণঃ শব্দিত—শব্দযুক্ত, ধ্বনিত। উঃ-শব্দ—যন্ত্রণাসূচক আওয়াজ।

শম—বিঃ বাসনার নিবৃত্তি, শান্তি, সংযম। বিণঃ শমী—সংযমী, শান্ত, শমগুণযুক্ত।

শমন—বিঃ যম, মৃত্যুর দেবতা ; দমন, শান্তি-সম্পাদন। বিঃ -ভবন—যমালয়। বিণঃ শমনীয়—বিনাশযোগ্য।

শময়িতা—বিণঃ বিনাশক, নিবারক, উপশম করে এমন।

শমি, শমী—বিঃ বৃক্ষবিশেষ (এই বৃক্ষের কাষ্ঠে যজ্ঞানল প্রজ্বলিত হইত)। বিঃ -ধান্য—মাষকলাই প্রভৃতি শস্য।

শমিত—বিণঃ প্রশমিত, দমিত, নিবারিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ শমিতা।

শমীক—বিঃ মুনিবিশেষ, শৃঙ্গীর পিতা।

শম্পা—বিঃ অশনি, সৌদামিনী, বিদ্যুৎ, বিজলী।

শম্ব—বিঃ মুষল প্রভৃতি অস্ত্রমুখের লৌহাবরণ, বজ্র।

শম্বর—বিঃ মৃগবিশেষ, অসুরবিশেষ, মৎস্যবিশেষ। বিঃ শম্বরারি—কামদেব (শম্বর নামক অসুর নিধনকারী বলিয়া)।

শম্বুক, শম্বূক—বিঃ শামুক, জনৈক ব্রাহ্মণ (যিনি শূদ্র হইয়াও তপস্যা করিবার অপরাধে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন)। বিঃ (স্ত্রী)ঃ শম্বুকী, শম্বূকী। বিঃ -গতি—মৃদুগতি, শামুকের মত ধীর গতিতে গমন।

শম্ভু—বিঃ পরমেশ্বর, শিব, মহাদেব।

শয়তান—বিঃ খৃস্টীয় শাস্ত্রে বর্ণিত ঈশ্বর বিদ্বেষী দেবদূতবিশেষ, দুর্বৃত্ত ব্যক্তি, পাপাত্মা। বিঃ শয়তানি—দুর্বৃত্ততা। শয়তানী—(১) বিঃ (স্ত্রী)ঃ দুষ্টা রমণী। (২) বিণঃ শয়তান-সম্বন্ধীয়।

শয়ন—বিঃ নিদ্রা, ঘুম : শোয়া। বিঃ -কক্ষ, -গৃহ, -মন্দির, শয়নাগার—শয়ন করিবার জন্য নির্দিষ্ট ঘর। বিঃ -কাল—ঘুমাইবার সময়।

শয়ান, শয়িত—বিণঃ শুইয়া আছে এমন ; নিদ্রিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ শয়ানা, শয়িতা।

শয্যা—বিঃ যাহার উপরে শয়ন করা হয়, বিছানা। বিঃ -কণ্টক, -কণ্টকী—ব্যাধিবিশেষ (বিছানা কণ্টক বলিয়া মনে হয়)। বিণঃ -গত, -শায়ী—(রোগহেতু) বিছানায় শুইয়া আছে এমন। বিঃ -রচনা—বিছানা পাতন। ক্রিঃ -লওয়া—পীড়িত হওয়া। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -সঙ্গিনী—স্ত্রী, পত্নী ; পুরুষের সঙ্গে একই শয্যায় শয়ন করে এমন নারী।

শর—বিঃ তীর, বাণ, খাগড়াগাছ। বিঃ -নিক্ষেপ, -ত্যাগ—ধনুকে যোজনা করিয়া বাণনিক্ষেপ। বিঃ -জাল—একসঙ্গে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য তীর বা বাণ। বিঃ -বর্ষণ—ঘন ঘন তীর নিক্ষেপ। বিণঃ শরাহত—তীর বা বাণ দ্বারা আহত এমন। বিঃ -শয্যা—বাণদ্বারা রচিত শয্যা।

শরচ্চন্দ্র—বিঃ শরৎকালের চাঁদ।

শরণ—বিঃ আশ্রয়, রক্ষক। বিণঃ শরণাগত—আশ্রয়প্রার্থী। বিণঃ শরণ্য—রক্ষাকর্তা, রক্ষণীয়। শরণ্যা—(১) বিণঃ শরণ্য-র স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বিঃ দেবী দুর্গা।

শরৎ—বিঃ ঋতুবিশেষ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুই মাস। বিঃ -কাল—শরৎঋতু, ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুই মাসকাল।

শরদ—বিঃ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, সরোদ।

শরদিন্দু—বিঃ শরৎকালের চাঁদ।

শরবত—বিঃ সুমিষ্ট পানীয়বিশেষ। বিঃ শরবতী—লেবুজাতীয় ফল।

শরভ—বিঃ পুরাণে বর্ণিত সিংহ অপেক্ষা বলবান্ ও অষ্টপদবিশিষ্ট মৃগবিশেষ; হস্তিশাবক, উট, শলভ।

শরম—বিঃ লজ্জা। বিণঃ -রাঙা—লজ্জায় লাল।

শরমান—ক্রিঃ লজ্জিত করা বা হওয়া।

শরা, সরা—বিঃ মৃত্তিকা দ্বারা তৈয়ারি হাঁড়ি প্রভৃতির ঢাকনাবিশেষ।

শরাব—বিঃ সুরা, সিরাজি, মদ্য।

শরাসন—বিঃ ধনু।

শরিক, শরীক—বিঃ ভাগী, অংশী। বিঃ শরিকান, শরীকান—একাধিক শরিক। বিণঃ শরীকী—এজমালি (শরীকী সম্পত্তি), একাধিক অংশ আছে এরূপ। বিঃ শরিকানা, শরীকানা—শরিকের প্রাপ্য অংশ।

শরিফ, শরীফ—বিণঃ উচ্চমনা, অভিজাত, প্রফুল্ল, মহানুভব, মক্কার শাসনকর্তার উপাধি।

শরিয়ৎ, শরীয়ৎ—বিঃ ইসলাম ধর্মশাস্ত্র।

শরীর—বিঃ দেহ। বিণঃ -গত—দেহগত। বিণঃ -জ—অঙ্গজাত। বিঃ বিণঃ শরীরী—মানুষ, প্রাণী, দেহধারী, জীবাত্মা। বিণঃ (স্ত্রী): শরীরিণী।

শর্করা—বিঃ চিনি। বিণঃ -বৎ—দানাদার: চিনির মত।

শর্ত—বিঃ চুক্তি, কড়ার।

শর্ব—বিঃ মহাদেব, শিব। বিঃ (স্ত্রী): শর্বাণী—দেবী দুর্গা, শিবানী।

শর্বরী—বিঃ বিভাবরী, যামিনী, রজনী।

শর্ম—বিঃ কল্যাণ, মঙ্গল, সুখ।

শর্মা—বিঃ ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ।

শলভ—বিঃ শস্যনাশক পতঙ্গবিশেষ; পঙ্গপাল, ফড়িং।

শলা—বিঃ চিকিৎসার অস্ত্রবিশেষ, লোহার সরু শিক। বিঃ শলাকা—কাঠি।

শলি, শলী—বিঃ ধান্য প্রভৃতি শস্যের পরিমাণবিশেষ।

শল্ক—বিঃ মাছের আঁইশ, বল্কল।

শল্কী—(১) বিণঃ আঁশযুক্ত। (২) বিঃ মাছ।

শল্য—বিঃ পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ, শলাকা, বাণ, শজারু, (মহাভারত) পাণ্ডুর অন্যতমা পত্নী মাদ্রীর ভ্রাতা। বিঃ -চিকিৎসা—অস্ত্রোপচার। বিঃ শল্যোদ্ধার—(প্রধানতঃ দেহে) কাঁটা, বাণ প্রভৃতি উৎপাটন।

শল্ল, শল্লক—বিঃ বল্কল, আঁশ। বিঃ শল্লকী—শজারু, বাবলাগাছ।

শশ, শশক—বিঃ খরগোশ। বিঃ শশধর, শশলাঞ্ছন, শশভৃৎ—চন্দ্র। বিঃ শশবিন্দু—চন্দ্র, বিষ্ণু, মৃগবিশেষ। বিঃ শশবিষাণ, শশশৃঙ্গ—খরগোশের শিং-এর মত অসম্ভব বা অলীক বিষয়। বিঃ -ব্যস্ত—অতি ব্যস্ত। বিঃ শশাঙ্ক—চন্দ্র।

শশিকর—বিঃ চাঁদের আলো, জ্যোৎস্না।

শশিকলা—বিঃ চন্দ্রের কলা বা অংশ, সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।

শশিকান্ত—বিঃ চন্দ্রকান্ত মণি, কুমুদ।
শশিভূষণ, শশিশেখর—বিঃ চন্দ্র মাথার ভূষণ যাঁহার, শিব, মহাদেব।
শশী—বিঃ চন্দ্র।
শশ্বৎ—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ বারংবার। বিণঃ শাশ্বত, শাশ্বতিক।
শষ্প—বিঃ কচি ঘাস। বিণঃ শষ্পাবৃত—তৃণাবৃত।
শসন—বিঃ বধ, যজ্ঞে পশু হত্যা।
শসা—বিঃ ফলবিশেষ, ক্ষীরিকা।
শস্ত্র—বিঃ আয়ুর্বেদ চিকিৎসার অস্ত্র-বিশেষ, প্রহরণ, অস্ত্র। বিণঃ বিঃ -জীবী, শস্ত্রাজীব—যোদ্ধা, সৈনিক। বিণঃ বিঃ -ধর, -ধারী, -পাণি, শস্ত্রী—যোদ্ধা, অস্ত্রধারণ করে যে এমন। বিঃ -বিদ্যা—অস্ত্রচালনা শিক্ষা।
শস্য—বিঃ কৃষিজাত ফসল। বিঃ -ক্ষেত্র—শস্য উৎপাদনের জমি। বিণঃ -শ্যামল—সজীব বা সবুজ আভায় উদ্ভাসিত; সবুজ শস্যপূর্ণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -শ্যামলা। বিঃ শস্যাগার—শস্য রাখিবার স্থান, গোলা।
শহর, সহর—বিঃ নগর। [ফা]। বিঃ -তলি—শহরের উপকণ্ঠ। বিণঃ -স্থ—শহরের। বিণঃ শহুরে—শহরে জাত, শহরবাসী।
শহরৎ—শোহরত-এর ভিন্ন রূপ।
শহিদ, শহীদ—বিঃ স্বদেশের মুক্তি-কল্পে বা ধর্মযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী ব্যক্তি।
শা—শাহ্-র রূপভেদ।
শাঁ—অব্যঃ দ্রুতবেগসূচক।
শাঁই—বিঃ শমীবৃক্ষ।
শাঁই—অব্যঃ অতি দ্রুতবেগে গমনসূচক, দ্রুততাসূচক। অব্যঃ -শাঁই—প্রবল বেগসূচক।

শাঁখ, শাঁক—বিঃ সামুদ্রিক প্রাণিবিশেষ, শঙ্খ। বিঃ -চুন্নী, -চুর্ণী, শাঁকিনী, শাঁখিনী—প্রেতযোনিপ্রাপ্ত সধবা স্ত্রীলোক। বিঃ শাঁকআলু—কন্দ-বিশেষ। শাঁখের করাত—দুইদিকে ধার করাত যাহা আসিতে ও যাইতে দুইদিকেই কাটে; উভয় সঙ্কট।
শাঁখা—বিঃ শঙ্খ দ্বারা তৈরী কঙ্কণ-বিশেষ। শাঁখা-সিঁদুর বজায় থাকা—সধবা হইয়া থাকা।
শাঁখারি, শাঁখারী—বিঃ জাতিবিশেষ, শঙ্খ-ব্যবসায়ী।
শাঁস—বিঃ ফলাদির ভিতরের নরম অংশ, সার পদার্থ। বিণঃ শাঁসাল, শাঁসালো—অর্থশালী, শাঁসপূর্ণ।
শাউড়ী—শাশুড়ী-র কথ্যরূপ।
শাক—বিঃ রন্ধন করিয়া খাইবার লতাবৃক্ষপত্রাদি (পালং শাক), শকাব্দ, সেগুন গাছ, পুরাণোক্ত দ্বীপবিশেষ। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা—অপরাধ গোপন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা। বিঃ -ভাত, শাকান্ন—দরিদ্রের খাদ্য। বিঃ -সবজি—তরিতরকারি।
শাকুন—(১) বিঃ কাকচরিত্র-গ্রন্থ, পশু-পক্ষীর রব দ্বারা মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ধারণের শাস্ত্র। (২) বিণঃ পক্ষী-সম্বন্ধীয়, পশু-পক্ষীর রব দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয়ে পারদর্শী এমন। বিঃ শাকুনিক—শকুনিসমূহ, পক্ষী বধ করে এমন ব্যাধ, শকুন্ত।
শাক্ত—বিঃ বিশুদ্ধ তান্ত্রিক, শক্তিদেবীর উপাসক।
শাক্য—বিঃ বংশবিশেষ, ক্ষত্রিয় বংশ, বুদ্ধদেব। বিঃ -সিংহ—বুদ্ধদেব।
শাখা—বিঃ বৃক্ষের একটি অংশ, বাহু, গাছের ডাল, বৃহৎ বস্তু হইতে

উৎপন্ন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বিবর। বিণঃ -চ্যুত—গাছের ডাল হইতে পতন। বিঃ -নদী—বৃহৎ নদী হইতে উৎপন্ন নদীবিশেষ। বিঃ -মৃগ—বানর।

শাখী—(১) বিঃ বৃক্ষ। (২) বিণঃ শাখাবিশিষ্ট।

শাগরেদ—বিঃ চেলা, শিষ্য। বিঃ শাগরেদি—চেলাগিরি।

শাঙ্কর—বিণঃ শঙ্করাচার্য প্রণীত, শঙ্কর-সম্বন্ধীয়।

শাট—বিঃ পুরুষের পরিধের বস্ত্র-বিশেষ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ শাটি, শাটিকা—শাড়ি।

শাঠ্য—বিঃ ধূর্ততা, শঠতা।

শাড়ি, শাড়ী—বিঃ রমণীর পরিধের বস্ত্র।

শাণ—বিঃ অস্ত্রাদিতে ধার দিবার যন্ত্র বা পাথর। বিণঃ শাণিত—ধারাল।

শাণ্ডিল্য—বিঃ মুনিবিশেষ, শাণ্ডিল্য গোত্র-প্রবর্তক।

শাতন—বিঃ কাটন, ছেদন।

শাদি—বিঃ পরিণয়, বিবাহ।

শাদ্বল—বিঃ কাঁচা ঘাসে ঢাকা জমি।

শান[১]—বিঃ অস্ত্র প্রভৃতিতে ধার দিবার যন্ত্রবিশেষ।

শান[২]—বিঃ সিমেন্ট দ্বারা বাঁধানো পাকা মেঝে।

শানা[১]—বিঃ চিরুনির মত তাঁতযন্ত্রের অংশবিশেষ।

শানা[২]—বিঃ সাঁজোয়া, বর্ম।

শানা[৩], শানান[৩], শানানো[৩]—ক্রিঃ তৃষ্ণা-ক্ষুধা প্রভৃতি হইতে পরিতৃপ্ত হওয়া। (২) বিঃ উক্ত অর্থে।

শানান[৪], শানানো[৪]—(১) ক্রিঃ ধার দেওয়া, তীক্ষ্ণ করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে।

শান্ত—বিণঃ শান্তিযুক্ত, নিবৃত্ত, চুপচাপ; প্রশমিত; ধীর; রস-শাস্ত্রের অন্যতম রস। বিঃ -ভাব—মানসিক উত্তেজনার প্রশান্তি। -মূর্তি—(১) বিঃ সৌম্য আকৃতি। (২) বিণঃ সৌম্যতা-বিশিষ্ট। বিণঃ -শিষ্ট—বিনয়ী ও নম্র। বিণঃ -স্বভাব—ধীর ও স্থির প্রকৃতির।

শান্তি—বিঃ শমগুণ, স্থিরতা; নিরুপদ্রব; শেষ হওন; সন্ধি; হিত (শান্তি-স্বস্ত্যয়ন); বিরাম। বিঃ -জল—মন্ত্রপূত জল যাহা শান্তি কামনায় ব্যবহৃত হয়। বিণঃ -প্রিয়—শান্তিকামী। বিঃ -রক্ষক—শান্তি রক্ষা করে এমন, পাহারাওয়ালা। বিঃ -স্থাপন—বিবাদের মীমাংসা করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপন। বিঃ -স্বস্ত্যয়ন—রোগশোকাদির উপশম কামনায় পূজার্চনা।

শান্তিপুরে—(১) বিঃ শান্তিপুরের লোক। (২) বিণঃ শান্তিপুর সহরে উৎপন্ন বা ব্যবহৃত। শান্তিপুরী—(১) বিণঃ শান্তিপুরে উৎপন্ন। (২) বিঃ শান্তিপুরে প্রস্তুত তাঁতবস্ত্র।

শাপ—বিঃ ধ্বংস কামনা, অভিশাপ। বিণঃ -গ্রস্ত—শাপগ্রাপ্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -গ্রস্তা। বিণঃ -ভ্রষ্ট—অভিশাপের ফলে হীনজন্ম প্রাপ্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -ভ্রষ্টা। ক্রিঃ শাপা—শাপ দেওয়া। বিঃ -শাপান্ত—অভিশাপের একশেষ। বিণঃ শাপিত—শাপগ্রস্ত।

শাব, শাবক—বিঃ ছানা, বাচ্চা।

শাবর—বিণঃ শবরজাতি-বিষয়ক।

শাবল—বিঃ লোহ-নির্মিত খন্তাজাতীয় অস্ত্রবিশেষ।

শাবান—বিঃ ইসলামী বৎসরের অষ্টম মাস।

শাবাশ—অব্যঃ বাহবা, ধন্য, প্রশংসা-সূচক উক্তি।

শাব্দ—বিণঃ শব্দ-বিষয়ক। বিণঃ শাব্দিক—শব্দশাস্ত্রজ্ঞ; বৈয়াকরণ, শব্দ-সম্বন্ধীয়।

শামল—বিণঃ (ব্রজ) শ্যামল, শ্যামবর্ণ। বিণঃ (স্ত্রী): শামলী।

শামলা[1]—বিণঃ শ্যামবর্ণা।

শামলা[2]—বিঃ উকিলের পরিধেয়।

শামা—বিঃ বাতি, চেরাগ। বিঃ -দান—বাতিদান, শেজ। বিঃ -পোকা—শলভ, প্রদীপের আকর্ষণে আগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গবিশেষ।

শামিয়ানা—বিঃ চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া।

শামিল—বিণঃ মত, প্রায়; অন্তর্ভুক্ত।

শামুক—বিঃ শম্বুক, ঝিনুকের মত আবরণযুক্ত জলচর জীব। বিঃ -চুন—শামুক দ্বারা প্রস্তুত চুন।

শায়ক—বিঃ বাণ, তীর। বিঃ কুসুম-শায়ক—কুসুমশর; অনঙ্গ, মদন, কামদেব।

শায়িত—বিণঃ শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে এমন, নিপাতিত। বিণঃ (স্ত্রী): শায়িতা।

শায়ী—বিণঃ পাতিত; শায়িত, শয়ন-কারী। বিণঃ (স্ত্রী): শায়িনী।

শায়েস্তা—(১) বিণঃ শাস্তিপ্রাপ্ত; শিক্ষাপ্রাপ্ত, দমিত। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

শারঙ্গী—বিঃ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

শারদ, শারদীয়—বিণঃ শরৎ ঋতু-বিষয়ক, শরৎকালীন। বিণঃ (স্ত্রী): শারদী, শারদীয়া। বিঃ শারদা—দুর্গা; বীণাবিশেষ।

শারি, শারিকা, শারী—বিঃ স্ত্রী-শালিক: শুকের পত্নী (শুক-শারী)।

শারীর, শারীরিক—বিণঃ শরীর-বিষয়ক; দেহজ। বিঃ শারীরবৃত্ত, শারীরবৃত্তি—দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ-বিষয়ক শাস্ত্র। বিঃ শারীরস্থান—দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচয়-বিষয়ক শাস্ত্র।

শার্কর—বিণঃ শর্করা-সম্বন্ধীয়, শর্করা-মিশ্রিত, দানাদার।

শার্ঙ্গ—(১) বিণঃ শৃঙ্গ-সম্বন্ধীয়, শৃঙ্গ-জাত, শৃঙ্গ-নির্মিত। (২) বিঃ বিষ্ণুর ধনু। বিঃ -ধর, -পাণি, শার্ঙ্গী—বিষ্ণু; ধনুর্ধর। বিঃ শার্ঙ্গরব—কালিদাসকৃত শকুন্তলা নাটকের কণ্ব মুনির শিষ্য।

শার্ট—বিঃ পুরুষদের কামিজ।

শার্দূল—বিঃ ব্যাঘ্র; শ্রেষ্ঠ (সমাসের উত্তরপদে যথা—নরশার্দূল)। বিঃ (স্ত্রী): শার্দূলী। বিঃ -বিক্রীড়িত—দীর্ঘলয়ের সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।

শার্শি, শার্সি—শাসি-এর রূপভেদ।

শাল[1]—বিঃ একপ্রকার গাছ বা তাহার কাঠ; শোল জাতীয় মৎস্য। বিঃ -নির্যাস—ধুনো। বিণঃ -প্রাংশু—শালবৃক্ষ তুল্য দীর্ঘদেহ। শালের কোঁড়া—শালগাছের বলিষ্ঠ চারা।

শাল[2]—বিঃ প্রকাণ্ড শূল (শালে চড়ানো); শেল; মর্মবেদনা।

শাল[3]—বিঃ পশমী চাদরবিশেষ।

শাল[4]—বিঃ গৃহ (ঢেঁকিশাল); কার-খানা (কামারশাল)।

শালগম—বিঃ একপ্রকার কন্দ।

শালগ্রাম—বিঃ বিষ্ণুর প্রতীকরূপে পূজিত কৃষ্ণবর্ণ শিলা।

**শালতি**—বিঃ শালের গুঁড়ি দ্বারা তৈরী ডিঙ্গাজাতি নৌকা।

**শালভঞ্জিকা**—বিঃ কাঠের তৈরী পুতুল।

**শালা¹**—বিঃ নিলয়, আবাসস্থল; কারখানা; ভাণ্ডার।

**শালা²**—বিঃ স্ত্রীর ভ্রাতা বা ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তি; গালি-বিশেষ। বিঃ (স্ত্রী): শালী। বিঃ শালার পো—শ্যালক-পুত্র; গালি-বিশেষ। বিঃ (স্ত্রী): -জ, -বৌ—শ্যালক-পত্নী।

**শালি**—বিঃ সুগন্ধি হৈমন্তিক ধান্য।

**শালিক**—বিঃ পক্ষিবিশেষ।

**-শালী**—বিণঃ যুক্ত, বিশিষ্ট (প্রতিভা-শালী)। বিণঃ (স্ত্রী): -শালিনী।

**শালীন**—বিণঃ নম্র, বিনয়ী, ভদ্র. লজ্জাশীল।

**শালুক, শালূক**—বিঃ পদ্মমূল; কুমুদ, সাদা. শাপলা নামক জলজ উদ্ভিদ্ ও উহার ফল।

**শাল্মল, শাল্মলি, শাল্মলী**—বিঃ শিমুল গাছ; পুরাণোক্ত সপ্তদ্বীপের অন্যতম।

**শাশুড়ী**—বিঃ পতি বা পত্নীর মাতা কিংবা মাতৃস্থানীয়া, শ্বশ্রূ, শাশ।

**শাশ্বত, শাশ্বতিক**—বিণঃ নিত্য, চিরকালীন, অবিনশ্বর। বিণঃ (স্ত্রী): শাশ্বতী, শাশ্বতিকী।

**শাসন**—বিঃ দমন; শাস্তিদান; নিয়ন্ত্রণ; প্রতিপালন; পরিচালনা; বিধিনিষেধ; সনদ (তাম্রশাসন)। বিণঃ শাসক—শাসন করে এমন। বিঃ -কর্তা—শাসক। বিঃ -তন্ত্র—শাসন-বিধি। বিণঃ শাসনাধীন—শাসনের এক্তিয়ারভুক্ত। বিণঃ শাসনীয়, শাস্য—শাসন সাপেক্ষ। বিণঃ শাসিত—শাসন করা হইয়াছে এমন।

**শাসান, শাসানো**—(১) ক্রিঃ ভয় দেখানো। (২) বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ শাসানি—ভীতি প্রদর্শন।

**শাসি**—বিঃ জানালার কাচ, শার্সি।

**শাসিত**—শাসন দ্রষ্টব্য।

**শাসিতা, শাস্তা**—বিঃ শাসনকর্তা; নৃপতি; উপদেষ্টা, শিক্ষক।

**শাস্তি**—বিঃ যাতনা, কষ্ট, সাজা। বিঃ -বিধান—শাস্তি দেওন।

**শাস্ত্র**—বিঃ ধর্মগ্রন্থ (হিন্দুশাস্ত্র); বিভিন্ন তত্ত্বগ্রন্থ (গণিতশাস্ত্র)। বিঃ -কার—শাস্ত্র রচয়িতা। বিঃ -চর্চা, শাস্ত্রানুশীলন, শাস্ত্রালোচনা—শাস্ত্র পঠন-পাঠন ও আলোচনা। বিণঃ -জ্ঞ, -জ্ঞানী, -দর্শী—শাস্ত্রবিদ্। বিঃ -জ্ঞান—শাস্ত্রবিষয়ে পাণ্ডিত্য। বিঃ -বিধি—শাস্ত্রের নির্দেশ, অনুশাসন। বিণঃ -বিহিত, -সম্মত, -সঙ্গত, শাস্ত্রানুমত, শাস্ত্রানুমোদিত—শাস্ত্র-বিনির্দিষ্ট। বিঃ -ব্যাখ্যা—শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্বের বিশ্লেষণ। বিঃ শাস্ত্রার্থ—শাস্ত্রের তাৎপর্য। বিঃ শাস্ত্রী—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত; উপাধি-বিশেষ। বিণঃ শাস্ত্রীয়—শাস্ত্র-বিষয়ক, শাস্ত্র-বর্ণিত; শাস্ত্রসম্মত।

**শাস্য**—শাসন দ্রষ্টব্য।

**শাহ্**—বিঃ পারস্যরাজের উপাধি; বাদশাহ্। বিঃ -জাদা—রাজপুত্র। বিঃ (স্ত্রী): -জাদী। বিঃ শাহান-শাহ্—মহারাজ; রাজাধিরাজ। বিণঃ শাহী—রাজকীয়; খানদানী, বড়-মানুষী।

**শাহীন**—বিঃ পক্ষীবিশেষ।

**শিউলি**—বিঃ শেফালিকা ফুল বা গাছ।

**শিউলী**—বিঃ যে খেজুর গাছ কাটিয়া রস সংগ্রহ করে।

শিং, শিঙ—বিঃ শৃঙ্গ।
শিংশপা—বিঃ শিশুগাছ।
শিক—সিক-এর বানানভেদ।
শিকড়—বিঃ বৃক্ষমূল।
শিকনি—বিঃ নাসিকাদ্বারে বহির্গত শ্লেষ্মা, পোঁটা।
শিকল, শিকলি—বিঃ শৃঙ্খল, নিগড়।
শিকস্ত—বিঃ টানা হাতের পাকা লেখা।
শিকা, শিকে—বিঃ দড়ি বা তার দিয়া প্রস্তুত ঝুলন্ত আধার।
শিকায়ৎ, শিকায়ত—বিঃ নিন্দা, নালিশ, অভিযোগ।
শিকার—বিঃ চিত্তবিনোদন-হেতু পশু-বধ ; মৃগয়া ; উক্ত অর্থে হত পশু। বিঃ শিকারী—যে শিকার করে।
শিক্ষক—বিণঃ বিঃ শিক্ষাদাতা, গুরু, অধ্যাপক, উপদেষ্টা। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী): শিক্ষিকা। বিঃ -তা—শিক্ষকের কর্ম।
শিক্ষণ—বিঃ শিক্ষাগ্রহণ, অধ্যয়ন শিক্ষাদান, অধ্যাপনা। বিণঃ শিক্ষণীয় —শিখিবার বা শিখাইবার যোগ্য।
শিক্ষয়িতা—বিণঃ শিক্ষক, শিক্ষাদাতা। বিণঃ (স্ত্রী): শিক্ষয়িত্রী।
শিক্ষা—বিঃ অনুশীলন, অভ্যাস দ্বারা আয়ত্তকরণ ; উপদেশ ; সমুচিত প্রাপ্য, আক্কেল সেলামি : শাস্তি; উচ্চারণ নির্ণায়ক বেদাঙ্গগ্রন্থ। বিঃ -গুরু, -দাতা—শিক্ষক, শিক্ষয়িতা। বিঃ (স্ত্রী): -দাত্রী—শিক্ষিকা, শিক্ষয়িত্রী। বিঃ -দীক্ষা—শিক্ষা ও মন্ত্রগ্রহণ। বিণঃ -হীন—শিক্ষাবিহীন। বিণঃ -প্রদ—যাহা শিক্ষা দেয় এমন। বিণঃ শিক্ষিত—শিক্ষা পাইয়াছে এমন ; শিক্ষা করা হইয়াছে এমন ; বিদ্বান্। বিণঃ (স্ত্রী): শিক্ষিতা।

শিখ—বিঃ গুরু নানকের শিষ্য-সম্প্রদায়।
শিখণ্ড, শিখণ্ডক—বিঃ ময়ূরপুচ্ছ ; চূড়া ; কাকপক্ষ, জুলফি। বিঃ শিখণ্ডিক—কুক্কুট। শিখণ্ডী—(১) বিঃ ময়ূর ; দ্রুপদরাজকুমার যাহার আড়ালে থাকিয়া অর্জুন অন্যায়ভাবে ভীষ্মকে পরাস্ত করিয়াছিলেন ; যাহার আড়ালে থাকিয়া অন্যায় কাজ করা যায়। (২) বিণঃ শিখণ্ডযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী): শিখণ্ডিনী।
শিখন—শেখা দ্রষ্টব্য।
শিখর—বিঃ শৃঙ্গ ; চূড়া। শিখরী—(১) বিঃ পর্বত ; পার্বত্য দুর্গ ; বৃক্ষ। (২) বিণঃ শিখরযুক্ত। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী): শিখরিণী—শিখর-যুক্তা ; উত্তমা স্ত্রী ; সংস্কৃত ছন্দো-বিশেষ।
শিখা[১]—বিঃ টিকি ; চূড়া ; আগুনের শিষ শীর্ষদেশ।
শিখা[২]—শেখা দ্রষ্টব্য।
শিখিধ্বজ—বিঃ কার্তিকেয় , ধূম।
শিখী—বিঃ ময়ূর। বিঃ (স্ত্রী): শিখিনী। বিঃ -বাহন—কার্তিকেয়।
শিঙ—শিং-এর বানানভেদ।
শিঙ্গা, শিঙা—বিঃ শৃঙ্গ বা ধাতু-নির্মিত বাদ্যযন্ত্র। শিঙা ফোঁকা—মারা যাওয়া। রামশিঙ্গা—বৃহদাকার শিঙ্গা।
শিঙ্গাড়া, শিঙাড়া—বিঃ আলু ইত্যাদির পুর দেওয়া ময়দার ত্রিকোণাকার ভাজা খাবার ; পানিফল।
শিঙ্গার—বিঃ নায়ক-নায়িকার মিলন-সজ্জা।
শিঙ্গি, শিঙি—বিঃ মৎস্যবিশেষ।

শিঞ্জন—বিঃ নূপুর-নিক্কণ, অলঙ্কারাদির ধ্বনি। বিণঃ শিঞ্জিত—নূপুর-শব্দিত ; মুখরিত।

শিঞ্জনী—বিঃ নূপুর ; ধনুর্গুণ।

শিটা, শিটে—বিঃ ছিবড়া, গাদ, ক্বাথ।

শিঁট, সিটি—বিঃ শিস্ ; বাঁশির আওয়াজ।

শিতি—(১) বিঃ কৃষ্ণ নীল বা শুক্ল-বর্ণ। (২) বিণঃ কৃষ্ণ নীল বা শুক্ল বর্ণবিশিষ্ট। বিঃ -কণ্ঠ—শিব, নীল-কণ্ঠ, ময়ূর। বিঃ -পক্ষ—হাঁস, হংস।

শিথান—বিঃ শিরস্থান, শিয়র ; উপাধান, বালিশ।

শিথিল—বিণঃ মন্দগতি : লোল : আলুলায়িত : আলগা ; ক্লান্ত। বিঃ -তা, শৈথিল্য।

শিন্নি—শিরনি-র কথ্যরূপ।

শিপ্রা—বিঃ মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে চম্বল নদীর শাখা।

শিব—(১) বিঃ মঙ্গল বা শুভ : মহেশ্বর, মহাদেব, মহেশ, মহাশঙ্কর, ঈশান, ধূর্জটি, পশুপতি, শঙ্কর, শম্ভু, ভোলানাথ, ত্রিনাথ, ত্রিলোচন, কৃত্তিবাস, চন্দ্রশেখর, নীলকণ্ঠ, ব্যোমকেশ, রুদ্র, আশুতোষ, পিনাকী, কাশীশ্বর, গঙ্গাধর, উমাপতি, ত্র্যম্বক, মৃড়, মৃত্যুঞ্জয়, বিরূপাক্ষ, শর্ব, সর্ব। (২) বিণঃ সুখদ ; শুভদ : রম্য। বিঃ (স্ত্রী)ঃ শিবা—শিবজায়া মহামায়া : শৃগালী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ শিবানী—শিব-পত্নী। বিঃ -চতুর্দশী—ফাল্গুনের কৃষ্ণাচতুর্দশী। বিঃ -জ্ঞান—সর্বত্র শুভ এই জ্ঞান' বিঃ -ত্ব—শিবের অবস্থা। বিঃ -ত্বপ্রাপ্তি—মৃত্যু। বিঃ -নেত্র—ঊর্ধ্বদৃষ্টি। বিঃ -পুরী, -লোক—বারাণসী, কাশী ; কৈলাস। বিঃ -প্রিয়া—দুর্গা, শিবানী। বিঃ -বাহন—বৃষ। বিঃ -রাত্রি—শিবচতুর্দশীর রাত্রি। বিঃ -লিঙ্গ—প্রস্তর নির্মিত শিবের প্রতীকরূপে পূজিত লিঙ্গমূর্তি। বিঃ শিবালয়—শিব-মন্দির ; শ্মশান, গোরস্থান। বিঃ -মঙ্গল—শিবায়ণ, শিবের প্রশস্তিজ্ঞাপক মঙ্গলকাব্য।

শিবিকা—বিঃ পালকি, ডুলি।

শিবির—বিঃ ছাউনি, তাঁবু, সেনা-নিবাস।

শিম—বিঃ একপ্রকার ফলজাতীয় শস্য।

শিমুল—বিঃ শাল্মলী, তুলা উৎপাদক গাছ। শিমুল ফুল—দেখিতে সুন্দর কিন্তু অকর্মণ্য এমন ব্যক্তি (ব্যঙ্গে)।

শিয়র—বিঃ শয়নকারীর মস্তক-স্থাপনের স্থান ; সন্নিকট।

শিয়া—বিঃ মুসলমানদিগের মধ্যে গোঁড়া সম্প্রদায় যাঁহারা আলীকেই হজরতের পরবর্তী খলিফা মনে করেন।

শিয়াকুল—বিঃ কাঁটালতাবিশেষ।

শিয়াল—বিঃ শৃগাল, শিবা। বিঃ -কাঁটা—একপ্রকার কাঁটা গাছ।

শির¹—বিঃ শিরা, রগ, রেখা।

শির²—বিঃ শিরঃ, মাথা ; চূড়া। বিঃ শিরঃপীড়া—মাথার রোগ, মাথাব্যথা। বিঃ শিরজ, শিরোজ, শিরসিজ—মাথার চুল। বিঃ শিরস্ক, শিরস্ত্র, শিরস্ত্রাণ—মাথার বর্ম ; টুপি। শিরে সংক্রান্তি—আসন্ন বিপদ।

শিরদাঁড়া—বিঃ মেরুদণ্ড।

শিরনামা—বিঃ দরখাস্ত বা পত্রাদির উপর লিখিত নাম-ঠিকানা ; রচনাদির নাম।

**শিরনি, (কথ্য) শিন্নি**—বিঃ আল্লাহ্ পীর সত্যনারায়ণ ইত্যাদি দেবতাকে নিবেদিত আটা-দুধ, চিনি-কলা, নারিকেল ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত ভোগ।
**শিরপেঁচ**—বিঃ শিরস্ত্রাণ, পাগড়ি-বিশেষ।
**শিরশির**—অব্যঃ শিহরণের ভাবসূচক।
**শিরা**—বিঃ নাড়ী, ধমনী, রগ, রেখা।
**শিরাল**—(১) বিণঃ শিরাযুক্ত। (২) বিঃ কামরাঙা।
**শিরীষ¹**—বিঃ একপ্রকার গাছ ও তাহার ফুল।
**শিরীষ²**—**শিরিশ**-এর বানানভেদ।
**শিরোদেশ, শিরোভাগ**—বিঃ শীর্ষ, মস্তক, উপরিভাগ।
**শিরোধার্য**—বিণঃ মস্তকে ধারণীয়; অতিশয় মাননীয়; অবশ্য পালনীয়।
**শিরোপা**—বিঃ পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত উষ্ণীষ, পারিতোষিক।
**শিরোমণি, শিরোরত্ন**—বিঃ মাথার মণি; (ব্যঙ্গার্থে) অপদার্থ ব্যক্তি; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ।
**শিরোমালা**—**শিরমালা**-র রূপভেদ।
**শিরোরুহ**—বিঃ মাথার চুল।
**শিল**—বিঃ মসলা বাটার পাথর, করকা।
**শিলা**—বিঃ প্রস্তর, পাথর, করকা (শিলাবৃষ্টি)। বিঃ **-জতু**—শিলাজাত পদার্থবিশেষ। বিঃ **-পট্ট**—পাটা, শিল। বিঃ **-বৃষ্টি**—করকাপাত সহ বৃষ্টি। বিঃ **-রস**—বৃক্ষজাত গন্ধসার। বিঃ **-লিপি**—প্রস্তরে উৎকীর্ণ লিপি। বিণঃ **-ময়**—পাথরের তৈরী, প্রস্তরনির্মিত। বিঃ **-শির**—যে অস্থিখণ্ডের উপরিভাগে মস্তিষ্ক অবস্থিত তাহা।

**শিলীন্ধ্র**—বিঃ শিলজাতীয় মাছ; কলাগাছ বা তাহার ফুল কিংবা মোচা; ছত্রাক। বিঃ (স্ত্রী): **শিলীন্ধ্রী**—পক্ষিণীবিশেষ; কদলী, মৃত্তিকা। বিঃ (স্ত্রী): **শিলীন্ধ্রী**—কেঁচো, ভেকী, মৃত্তিকা, পক্ষিণীবিশেষ।
**শিলীপদ**—বিঃ পায়ের গোদ।
**শিলীভূত**—বিণঃ শিলায় রূপান্তরিত।
**শিলীমুখ**—বিঃ বাণ, শর; ভ্রমর, মৌমাছি।
**শিল্প**—বিঃ কারুকার্য (কারুশিল্প, চারুশিল্প); দ্রব্য উৎপাদন। বিঃ **-কর, -জীবী**—শিল্পী। বিঃ **-কৌশল**—কলাকৌশল, শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের দক্ষতা। বিঃ **-বিদ্যালয়**—শিল্প-নির্মাণ কৌশল আয়ত্তের শিক্ষাকেন্দ্র। বিঃ **-রূপায়ণ**—শিল্পে রূপদান। বিঃ **-শালা**—শিল্প-বিদ্যালয়। বিণঃ **শিল্পিক**—শিল্পিজনোচিত, শিল্পগত। বিঃ বিণঃ **শিল্পী**—কারিগর।
**শিশমহল**—বিঃ শিশা বা কাচের ঘর; নবাব-বাদশাহ্-এর কন্যা কিম্বা জায়ার সজ্জাগৃহ।
**শিশা**—বিঃ কাচ।
**শিশি**—বিঃ কাচের ছোট বোতল।
**শিশির**—বিঃ নীহার; শীতকাল; তুষার, হিম। বিণঃ **-ধৌত, -আর্দ্র, -সিক্ত**—শিশির ভেজা।
**শিশু¹**—বিঃ বাচ্চা, শাবক, অতি অল্পবয়স্ক। বিঃ **-কাল**—বাল্যকাল, শৈশব। বিঃ **-ত্ব**—বালকত্ব, শৈশব। বিণঃ **-পাঠ্য**—শিশুর পাঠ-যোগ্য। বিঃ বিণঃ **-প্রকৃতি, -স্বভাব**—শিশুর মত সরলভাবযুক্ত; শিশুর আচরণ। বিঃ **-সাহিত্য**—শিশুদের মনোরঞ্জক গল্পাদি। বিঃ **-সাহিত্যিক**—শিশু-

সাহিত্যের রচয়িতা। বিঃ বিণঃ -হৃদয় —শিশুর মত সরল ও কোমল হৃদয়-বিশিষ্ট।

শিশু—বিঃ বৃক্ষবিশেষ ও তাহার কাষ্ঠ।

শিশুক, শিশুমার—বিঃ শুশুক।

শিশুপাল—বিঃ পুরাণোক্ত চেদী রাজ্যের রাজা (ইনি কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হন)।

শিশ্ন—বিঃ পুং-জননেন্দ্রিয়, লিঙ্গ, মেঢ্র। বিণঃ শিশ্নোদরপরায়ণ —কামুক ও পেটুক।

শিষ—বিঃ শস্যাদির শীর্ষ (ধানের শিষ) ; প্রদীপের শিখা ; বোঁটা।

শিষ্ট—বিণঃ শান্ত, রুচিবান্ ; পরিশীলিত, শিক্ষিত, মার্জিত, ভদ্র। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ শিষ্টা। বিঃ -তা। বিঃ শিষ্টাচার—ভদ্রতা।

শিষ্য—বিঃ ছাত্র, অনুচর, অনুসারী ; ভক্ত। বিঃ (স্ত্রী)ঃ শিষ্যা। বিঃ -ত্ব—শিষ্যের ভাব বা পদ।

শিস্—বিঃ ওষ্ঠ ও জিহ্বা দ্বারা উচ্চারিত বংশীধ্বনির ন্যায় শব্দ।

শিহরন, শিহরণ—বিঃ শির-শির ভাব, রোমাঞ্চ, কম্পন। ক্রিঃ শিহরান, শিহরানো—রোমাঞ্চিত হওয়া বা করা, কাঁপানো।

শিহরা—ক্রিঃ রোমাঞ্চিত হওয়া।

শিহরিত—বিণঃ রোমাঞ্চিত, কম্পিত।

শীকর—বিঃ পবন-বাহিত জলকণা ; জলবিন্দু।

শীঘ্র, (কথ্য) শিগ্গির—(১) ক্রি-বিণঃ তাড়াতাড়ি করিয়া ; দ্রুত। (২) বিণঃ সত্বর, ত্বরিত। বিঃ -তা। -গতি—(১) বিণঃ দ্রুতগামী। (২) বিঃ দ্রুত গমন। বিণঃ -গামী—দ্রুত গমনকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -গামিনী।

শীত—(১) বিঃ ঠাণ্ডার মরসুম, (সাধারণত পৌষ ও মাঘ মাস) ; শীতঋতু, ঠাণ্ডাভাব। (২) বিণঃ হিমময়, ঠাণ্ডা। ক্রিঃ শীত করা, শীত ধরা, শীত পাওয়া, শীত লাগা—ঠাণ্ডা বোধ করা বা হওয়া। বিঃ শীত-কাঁটা—সহসা শীতাক্রান্ত হওয়ায় রোমাঞ্চবিশেষ। ক্রিঃ শীত কাটা—শীতঋতু অতিক্রান্ত হওয়া। ক্রিঃ শীত কাটানো—শীতঋতু অতিক্রম করা। বিণঃ শীত কাতুরে—শীতে কাবু। বিণঃ শীতপ্রধান—শীতকালই প্রধান এমন (শীতপ্রধান দেশ)। বিঃ শীত বস্ত্র—পশমী কাপড়। বিঃ শীতাগম—শীতের শুরু হওন। বিঃ শীতাতপ—শীতলতা ও উষ্ণতা ; বাতানুকূল। বিঃ শীতাধিক্য—শীতের প্রচণ্ডতা। বিণঃ শীতার্ত, শীতালু—শীতে আপ্লুত বা কাবু। বিণঃ শীতোষ্ণ—ঠাণ্ডা ও গরম।

শীতল—(১) বিণঃ ঠাণ্ডা। (২) বিঃ ভোগ (দেবীর শীতল)। বিঃ -তা। বিঃ -পাটি—ঠাণ্ডা ও মসৃণ মাদুর।

শীতলা—(১) বিঃ হাম-বসন্তাদি মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। (২) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ শীতযুক্তা। বিঃ -খোলা, -তলা—বারোয়ারী শীতলা পূজার জায়গা।

শীতাংশু—বিঃ হিমাংশু, চাঁদ।

শিতাদ্রি—বিঃ হিমালয় পর্বত।

শীৎকার, শীৎকৃত—বিঃ রমণকালীন রমণীর শিহরণসূচক 'ইস্' 'আঃ' 'উঃ' ধ্বনি ; শিহরণ।

শীধু—বিঃ ইক্ষুরসজাত মদ্যবিশেষ ; মধু।

শীধুপ—বিঃ মদ্যপানকারী।

শীর্ণ—বিঃ দুর্বল, ক্ষীণ, রোগা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ শীর্ণা। বিঃ -তা।

শীর্ষ—বিঃ চূড়া ; মস্তক, অগ্রভাগ, সর্বোচ্চ স্থান ; (গণিতে) ত্রিভুজাদির কোণের প্রান্তবিন্দু। বিঃ -স্থান—শীর্ষ, চূড়া, প্রধান স্থান ; মস্তক। বিণঃ -স্থানীয়—শীর্ষ স্থানের ; প্রধান। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -স্থানীয়া।

-শীর্ষক—শীর্ষ শব্দের রূপ যাহা সমাসে উত্তরপদ রূপে ব্যবহৃত।

শীল—বিঃ শালীনতা ; স্বভাব-চরিত্র (অজ্ঞাত কুলশীল) ; কৌলিন্য ; প্রবণতা (চিন্তাশীল)।

শীলন—বিঃ অনুশীলন, চর্চা।

শীলিত—বিণঃ শীলন করা হইযাছে এমন ; অভ্যস্ত।

শুঁটকা, (কথ্য) শুঁটকো—বিঃ শুষ্ক ও শীর্ণ, রোগা-পাতলা। বিণঃ শুঁটকী—শুকনা।

শুঁটি, শুঁটী—বিঃ মোটর কলাই ইত্যাদির বীজাধার বা বীজ।

শুঁঠ—বিঃ বিশুষ্ক আদ্রকবিশেষ, শুণ্ঠী।

শুঁড়—বিঃ প্রাণিবিশেষের ছুঁচালো নাক বা মুখ। বিণঃ শুঁড়ি—শুঁড়-তুল্য।

শুঁড়ী—বিঃ শৌণ্ডিক, মদ্যবিক্রেতা ; হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ।

শুঁয়া, (কথ্য) শুঁয়ো—বিঃ অতি সূক্ষ্ম রোঁয়াবিশেষ, শুক। বিঃ -পোকা—প্রজাপতির ডিম্বাঙ্কুর, শুককীট।

শুক—বিঃ টিয়াপাখী। বিণঃ -নাস—টিয়ার মত নাকবিশিষ্ট।

শুকতারা—বিঃ সন্ধ্যা বা প্রভাতী তারা, শুক্রগ্রহ।

শুকনা, (কথ্য) শুকনো—বিণঃ শুষ্ক হইয়াছে এমন ; লালিত্যহীন ; লাবণ্য-হীন ; ফাঁকা।

শুকান, শুকানো—(১) ক্রিঃ তাপ বায়ু ইত্যাদির প্রভাবে নীরস করা ; শীর্ণ হওয়া ; নিরাময় হওয়া। (২) বিণঃ বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

শুক্ত—(১) বিঃ তিক্ত ব্যঞ্জনবিশেষ, যূষ ; আমানি ; সিরকা। (২) বিণঃ পর্যুষিত হইয়া অম্লময়।

শুক্তা, শুক্তো, শুক্তানি, শুক্তোনি, শুক্তুনি—বিঃ তিক্তস্বাদযুক্ত ব্যঞ্জন-বিশেষ।

শুক্তি, শুক্তিকা—বিঃ ঝিনুক। -জ—(১) বিঃ মুক্তাফল। (২) বিণঃ শুক্তিজাত।

শুক্র—বিঃ শুক্রগ্রহ ; বীর্য ; দৈত্যগুরু ভার্গব। বিঃ -কীট—শুক্ররসের অন্ত-র্গত জীবাণু। বিঃ -বার—সপ্তাহের ষষ্ঠ দিন। বিঃ শুক্রাচার্য—দৈত্যগুরু।

শুক্ল—(১) বিঃ শ্বেতবর্ণ। (২) বিণঃ শুভ্র, সিত ; নির্মল, পবিত্র। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ শুক্লা। বিঃ -তা, -ত্ব। বিঃ -পক্ষ—যে পক্ষে (১৫ দিনে) চন্দ্র সন্ধ্যারাত্রি হইতেই কিরণ বিতরণ করে বা অমাবস্যার পর হইতে পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত সময়।

শুখা—(১) বিণঃ রসকসহীন, বিশুষ্ক। (২) বিঃ অনাবৃষ্টি ; শুকনা তামাক-পাতা।

শুগা, শুগ্গা—বিঃ শুঁয়া, শুক।

শুচি—বিণঃ পবিত্র ; পরিশুদ্ধ ; পরিষ্কার ; নির্দোষ ; শুভ্র। বিঃ -তা। বিঃ -বায়ু, -বাই—শুচিতার বিষয়ে বাতিক বা রোগ। বিণঃ -স্মিত—নির্মল হাস্যময়।

শুরু—বিঃ সূচনা ; গোড়া ; আরম্ভ, সূত্রপাত।

শুরুয়া—বিঃ মাংসের ক্বাথ।

শুর্মা—বিঃ চোখের অঞ্জনবিশেষ, কজ্জল।

শুল্ক—বিঃ মাশুল, পণ্য আমদানি রপ্তানির উপর কর।

শুশুনি, (কথ্য) শুশনো—বিঃ সুগন্ধি শাকবিশেষ।

শুশুক—বিঃ শিশুমার, জলজন্তু-বিশেষ।

শুশ্রূষা—বিঃ পরিচর্যা ; শ্রবণেচ্ছা। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ -কারিণী—সেবিকা, নার্স। বিণঃ শুশ্রূষু—শ্রবণেচ্ছু ; সেবক।

শুয়া—শোয়া-র বানানভেদ।

শুয়ান—শোয়ান-এর বানানভেদ।

শুধিবা—সুধিবা-এর বানানভেদ।

শুষ্ক—বিণঃ রসবিহীন, নীরস, আকর্ষণ-বিহীন, মলিন, রুক্ষ, কর্কশ। বিঃ -তা, -ত্ব।

শূক—বিঃ শুঁয়া ; শস্যাদির শীষ, পতঙ্গাদির অপরিণত অবস্থা। বিঃ -কীট—শুঁয়াপোকা।

শূকর—বিঃ বরাহ, শুয়োর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ শূকরী।

শূদ্র—বিঃ হিন্দুজাতির চারিবর্ণের চতুর্থতম বর্ণ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ শূদ্রা—শূদ্রজাতীয়া নারী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ শূদ্রী—শূদ্রের ভার্যা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ শূদ্রাণী—উক্ত উভয় অর্থে।

শূন—বিণঃ (ব্রজ) শূন্য, খালি।

শূন্য—(১) বিঃ '০'—চিহ্ন, আকাশ (শূন্যলোক)। (২) বিণঃ ফাঁকা, রিক্ত, নির্জন। (স্ত্রী)ঃ শূন্যা—(১) বিঃ বাঁশনলা। (২) বিণঃ রিক্তা, বন্ধ্যা। বিঃ -কুম্ভ—খালি কলসী। বিণঃ -গর্ভ—অন্তঃসারশূন্য। বিঃ -দৃষ্টি—উদাসী চাহনি। বিঃ -পথ—আকাশ-রূপ পথ। বিঃ -বাদ—সবই মিথ্যা এই মতবাদ ; মায়াবাদ। বিঃ -বাদী—নাস্তিকবিশেষ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -বাদিনী।

শূপকার—বিঃ শূদ্রের পাচক।

শূর—বিণঃ বিঃ বলী, বীর ; বসুদেবের পিতা। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ শূরা।

শূরোচিত—বিণঃ বীরের উপযুক্ত।

শূর্প—বিঃ কুলা। বিঃ শূর্পী—ছোট কুলা। বিঃ -ণখা—রাবণের ভগিনী।

শূর্পকর্ণ—বিঃ হাতী, হস্তী, করী।

শূল—বিঃ তীক্ষ্ণ নিধনাস্ত্র ; ত্রিশূল ; সিক ; বেদনা (দন্তশূল)। বিণঃ -ঘ্ন—শূলবেদনা নিবারক। বিঃ -ধর, -পাণি, শূলী—শিব। ক্রিঃ শূলে চড়ানো, শূলে দেওয়া—বধহেতু শূলে-বিদ্ধ করা। বিঃ শূল্যমাংস—সিক-বিদ্ধ ঝলসানো মাংস, সিককাবাব।

শূলন, শূলনো, শূলান, শূলানো—(১) ক্রিঃ ব্যথায় কনকন করা। (২) বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ শূলানি, শূলনি—কনকনানি, বেদনা।

শৃগাল—বিঃ শিয়াল, শিবা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ শৃগালী, শৃগালিকা—খেঁক-শিয়ালী, স্ত্রী-শৃগাল।

শৃঙ্খল—বিঃ শিকল, নিগড় ; রীতি-নীতি। বিঃ শৃঙ্খলা—রীতিনিয়ম ; সুবন্দোবস্ত। বিণঃ শৃঙ্খলাবদ্ধ, শৃঙ্খলিত—সুসংবদ্ধ, শিকলে বাঁধা।

শৃঙ্গ—বিঃ পর্বতের চূড়া ; পশুর শিং ; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, শিঙা। বিঃ -ধর—পর্বত, পাহাড়।

শৃঙ্গাটক, শৃঙ্গাটিকা—বিঃ পানিফল, সিঙাড়া।

শৃঙ্গার—বিঃ সম্ভোগ বা রতিক্রিয়া; নায়ক-নায়িকার মিলন-জাত রস, আদিরস; অঙ্গরাগদ্বারা অঙ্গসজ্জা। বিঃ শৃঙ্গারক—সিন্দুর।

শৃঙ্গী[১]—(১) বিণঃ শৃঙ্গযুক্ত। (২) বিঃ শৃঙ্গধর; পর্বত, বৃক্ষ।

শৃঙ্গী[২]—বিঃ শিঙিমাছ।

শেওড়া—বিঃ এক প্রকার গাছ।

শেওলা—বিঃ শৈবাল, জলজ উদ্ভিদ-বিশেষ।

শেখ—বিঃ সরাসরি হজরত মহম্মদ কর্তৃক দীক্ষিত মুসলমান ও তাহাদের বংশধর; মুসলমানদিগের সম্মান-সূচক উপাধিবিশেষ।

শেখর—বিঃ কিরীট, চূড়া; শিরো-ভূষণ।

শেখা, শিখা—(১) ক্রিঃ শিক্ষা করা, অভ্যাস করা, চর্চা করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে (শেখা বিদ্যা)। -ন, -নো, শিখন, শিখনো —(১) ক্রিঃ শিক্ষাদান করানো, চর্চা করানো, জ্ঞানদান করানো। (২) বিণঃ বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

শেজ[১]—বিঃ শয্যা; বিছানা।

শেজ[২]—বিঃ দীপ, শামাদান।

শেঠ—বিঃ বণিক্; পদবিবিশেষ।

শেফালী, শেফালি, শেফালিকা—বিঃ শিউলি ফুল ও গাছ।

শেমিজ—বিঃ মেয়েদের লম্বা ও ঢিলা জামাবিশেষ।

শেয়াকুল—বিঃ শিয়ালকাঁটা গাছ।

শেয়ার—বিঃ অংশ, হিস্সা, বখরা। বিঃ -মার্কেট—শেয়ার কেনা-বেচার বাজার বা ফাটকা বাজার।

শের—বিঃ বাঘ, ব্যাঘ্র।

শেরওয়ানী—বিঃ লম্বা আচকানবিশেষ।

শেরিফ—বিঃ হাইকোর্টের আইনজারির কার্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারিবিশেষ।

শেল[১]—বিঃ শূল (বুকে যেন শেল বিঁধল); প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র (শক্তি শেল)।

শেল[২]—বিঃ কামানের গোলা।

শেষ—(১) বিঃ সর্পরাজ অনন্ত বাসুকি; অন্ত; সীমা; বিনাশ; পাদদেশ; অবসান; অবশিষ্ট। (২) বিণঃ অন্তিম; সমাপ্ত; সাঙ্গ; চরমতম; অবসান; প্রান্ত। ক্রি-বিণঃ শেষাশেষি—শেষের দিকে; সমাপ্তপ্রায়। বিণঃ শেষোক্ত—সকলের শেষে কথিত। বিঃ শেষোক্তি। বিঃ শেষরক্ষা—বাঁচানো।

শৈত্য—বিঃ শীতের ভাব, শীতলতা।

শৈথিল্য—বিঃ শিথিলতা, ঢিলামি, অমনোযোগ। বিণঃ শিথিল।

শৈব—(১) বিণঃ শিব-বিষয়ক। (২) বিঃ শিবের উপাসক; শিব-পুরাণ।

শৈবলিনী—বিঃ নদী।

শৈবাল—বিঃ শেওলা।

শৈল—(১) বিঃ ভূধর, গিরি, পর্বত। (২) বিণঃ শিলা বা প্রস্তর বিষয়ক; পর্বতসম্বন্ধীয়। বিণঃ -জ—শৈল-জাত, পার্বত্য। -জা—(১) বিণঃ শৈলজ-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বিঃ পার্বতী, দুর্গা। বিঃ -জায়া—হিমালয়জায়া মেনকা। বিঃ -পতি, -রাজ, শৈলেন্দ্র, শৈলেশ—হিমালয় পর্বত। বিঃ -সুতা—শৈলজা, পার্বতী, দুর্গা, গঙ্গা।

**শৈলী**—বিঃ প্রয়োগ-কৌশল, প্রণালী, রীতি। বিণঃ শৈলেয়—প্রস্তর-সম্বন্ধীয়।

**শৈলজ**—(১) বিণঃ পর্বতজাত, পার্বত্য। (২) বিঃ সিংহ, ভ্রমর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ শৈলেয়ী—দুর্গা, পার্বতী।

**শৈশব**—বিঃ শিশুকাল। বিঃ -কথা—বাল্যকথা। বিঃ -স্মৃতি—বাল্য-ঘটনার স্মরণ। বিঃ শৈশবাবস্থা—শিশুত্ব।

**শোঁকা, শুঁকা, শোঁকা, শুঁকা**—(১) ক্রিঃ নাকে গন্ধ লওয়া। (২) বিণঃ বিঃ উক্ত অর্থে। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ গন্ধ গ্রহণ করানো। (২) বিণঃ বিঃ উক্ত অর্থে।

**শোঁ-শোঁ**—অব্যঃ বাতাসের বেগজ্ঞাপক ধ্বনি।

**শোকওয়া**—ক্রিঃ শকুন করা।

**শোক**—বিঃ মানসিক আঘাত, মনঃকষ্ট। বিঃ -গাথা, -সঙ্গীত—শোকব্যঞ্জক সঙ্গীত। বিণঃ -গ্রস্ত—শোকান্বিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -গ্রস্তা। বিণঃ শোকাতুর, শোকার্ত, শোকাকুল। বিঃ শোকাগ্নি, শোকানল—শোকের আগুন রূপ যন্ত্রণা। বিঃ শোকাপনোদন—শোক-দূর করা। বিঃ শোকোচ্ছ্বাস, শোকাবেগ—শোকের আধিক্য।

**শোচন, শোচনা**—বিঃ খেদ, আর্তি, বিলাপ। বিণঃ শোচনীয়, শোচ্য—অনুশোচনা-সাপেক্ষ।

**শোচিত**—বিণঃ যাহার জন্য শোক করা হইয়াছে এমন।

**শোণ**—(১) বিঃ রক্ত; লোহিত বর্ণ; নদীবিশেষ। (২) বিণঃ রক্তবর্ণযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ শোণা, শোণী। বিঃ শোণিমা—রক্তিম আভা।

**শোণিত**—বিঃ রুধির, রক্ত। বিঃ -ধারা, -প্রবাহ—রক্তস্রোত। বিঃ -মোক্ষণ—অস্ত্রোপচারের ফলে রক্তস্রোত নির্গমন। বিণঃ -রঞ্জিত, শোণিতাক্ত—রক্তরাঙা, রক্তমাখা। বিঃ -শোষণ—রক্ত শুষিয়া লওন, অন্যায়ভাবে নির্যাতন।

**শোথ, শোথক**—বিঃ জলসঞ্চারের ফলে দেহের ফোলা রোগ, শোদ।

**শোধ**—বিঃ প্রত্যর্পণ, প্রতিশোধ; শোধন। বিঃ -বোধ—মীমাংসা, রফা।

**শোধক**—বিণঃ সংস্কারক, শোধনকারী।

**শোধন**—বিঃ নির্মলকরণ, সংস্কার, ভুল দূরীকরণ, পরিশোধ। **শোধনী**—(১) বিঃ (স্ত্রী)ঃ সম্মার্জনী, ঝাঁটা। (২) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ শোধনকারিণী। বিণঃ শোধনীয়, শোধ্য—শোধনযোগ্য, পরিশোধনসাপেক্ষ। বিণঃ শোধিত—শোধন বা পরিশোধন করা হইয়াছে এমন।

**শোধরান, শোধরানো**—(১) ক্রিঃ সংশোধন করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**শোধা**—(১) ক্রিঃ (ঋণ) শোধ করা। (২) বিঃ উক্ত অর্থে।

**শোনা**—(১) ক্রিঃ কানে লওয়া; শ্রবণ করা; পালন বা মান্য করা। (২) বিঃ উক্ত অর্থে। (৩) বিণঃ শ্রুত। ক্রিঃ -ন, -নো—কর্ণগোচর করানো; পালন বা মান্য করানো; গঞ্জনা করা।

**শোভন**—বিণঃ নয়নাভিরাম; সৌন্দর্যময়; সুন্দর; মানান-সই। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ শোভনা। বিঃ -তা। বিণঃ শোভনীয়—সুন্দর, শোভন, শোভা পাইবার উপযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ শোভনীয়া। বিণঃ শোভমান—শোভাশীল।

শোভা—বিঃ শ্রী ; ঔজ্জ্বল্য ; কান্তি, বাহার। বিণ -কর—শোভাদায়ক। বিঃ -ঞ্জন—শজিনা ডাঁটা বা গাছ। ক্রিঃ শোভা পাওয়া—শোভাযুক্ত হইয়া বিরাজ করা ; সৌন্দর্যদান করা ; মানান-সই দেখানো। বিণ -ময়—সৌন্দর্যমণ্ডিত। বিণ (স্ত্রী): -ময়ী। বিঃ -যাত্রা—আড়ম্বরপূর্ণভাবে বহুলোকের একত্রে গমন ; মিছিল। বিণ বিঃ -যাত্রী—শোভাযাত্রায় যোগদানকারী। বিণ -শূন্য, -হীন—সৌন্দর্যহীন, শ্রীহীন। বিণ শোভিত—শোভা পাইতেছে এমন, ভূষিত। বিণ (স্ত্রী): শোভিতা। বিণ শোভী—শোভাদায়ক ; সুশ্রী। বিণ (স্ত্রী): শোভিনী।

শোয়া—(১) ক্রিঃ শয়ন করা। (২) বিণ বিঃ উক্ত অর্থে। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ শয়ন করানো। (২) বিণ বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ -বসা—বসবাস।

শোর—বিঃ চীৎকার। বিঃ -গোল—হৈ-চৈ, হট্টগোল।

শোরা—বিঃ যবক্ষার।

শোল—বিঃ মৎস্যবিশেষ।

শোষ—বিঃ শুকনা অবস্থা ; ক্ষয়রোগ ; নালী-ঘা।

শোষণ—বিঃ তরল পদার্থ আকর্ষণ বা আকর্ষণ করিয়া পান। বিঃ বিণ শোষক—শোষণকারী। বিণ শোষিত—শোষণ করা হইয়াছে এমন।

শোষা—(১) ক্রিঃ তরল পদার্থ আকর্ষণ করা বা আকর্ষণপূর্বক পান করা, চোষা, শুষ্ক করা। (২) বিঃ বিণ উক্ত অর্থে। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ শোষণ করানো। (২) বিঃ বিণ উক্ত অর্থে।

শোহরত—বিঃ প্রচার, ঘোষণা।

শোহিনী—বিঃ সংগীতের রাগিণী-বিশেষ।

শৌকত—বিঃ আড়ম্বর, জাঁকজমক।

শৌকর—বিণ শূকর-সম্বন্ধীয়। বিঃ শৌকর্য—শূকরত্ব।

শৌক্তিকেয়, শৌক্তেয়—(১) বিণ শুক্তি-বিষয়ক। (২) বিঃ মুক্তা।

শৌক্ল্য—বিঃ শুক্লতা, শুভ্রতা।

শৌখিন—বিণ বিলাসী ; রুচিসম্মত ; মনোরম ; শখ মিটায় এমন।

শৌচ—বিঃ শুদ্ধতা ; দৈহিক পরিশুদ্ধি ; পরিষ্করণ। বিণ শুচি।

শৌণ্ড—বিণ মাতাল, মদমত্ত ; অত্যন্ত আসক্ত ; প্রসিদ্ধ (দান শৌণ্ড)। বিঃ শৌণ্ডিক, শৌণ্ডী—শুঁড়ি। বিঃ শৌণ্ডিকালয়—মদের দোকান, শুঁড়িখানা।

শৌদ্ধোদনি—বিঃ বুদ্ধদেব। বিঃ শুদ্ধোদন—বুদ্ধ-পিতা।

শৌদ্র—(১) বিঃ ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রা-গর্ভজাত পুত্র। (২) বিণ শূদ্র-সম্বন্ধীয়।

শৌরি—বিঃ শূর বংশজাত ; শ্রীকৃষ্ণ ; বলরাম।

শৌর্য—বিঃ বীর্য ; বল ; বীরত্ব ; সাহস। বিণ -শালী—বলশালী ; বীর ; তেজস্বী। বিণ (স্ত্রী): -শালিনী।

শৌল্ক, শৌল্কিক—(১) বিণ শুল্ক-বিষয়ক। (২) বিঃ শুল্কাধ্যক্ষ।

শৌহর—বিঃ খসম, স্বামী।

শ্বপচ, শ্বপাক—বিঃ চণ্ডাল।

শ্বদন্ত—বিঃ কুকুরের মত দাঁত।

শ্ববৃত্তি—বিঃ কুকুরের মত প্রবৃত্তি বা স্বভাব, তোষামোদ।

শ্বশুর—বিঃ পতি বা পত্নীর পিতা বা তংস্থানীয় ব্যক্তি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ শ্বশ্রূ—শ্বশুর-পত্নী। বিঃ -বাড়ি, -আলয়, শ্বশুরালয়—শ্বশুর-গৃহ।

শ্বসন—বিঃ নিঃশ্বাস, জীবন, বায়ু। বিণঃ শ্বসিত—শ্বাসরূপে গ্রহণ বা ত্যাগ করা হইয়াছে এমন। বিণঃ শ্বসমান—শ্বাসকার্য চলিতেছে এমন।

শ্বাপদ—বিঃ কুকুরের ন্যায় পদবিশিষ্ট পশু; ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু। বিণঃ -সঙ্কুল, -সংকুল, -সমাকীর্ণ—হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ।

শ্বাস—বিঃ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস; দম; হাঁপানি। ক্রিঃ শ্বাস ওঠা—নাভিশ্বাস সুরু হওয়া। বিঃ -কর্ম, -কার্য, -ক্রিয়া—শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ। বিঃ -কষ্ট—শ্বাসজনিত ক্লেশ। বিঃ -প্রশ্বাস—শ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগকরণ। বিঃ -রোগ—শ্বাসজনিত পীড়া। বিঃ -রোধ—শ্বাসকার্য বন্ধ হওন বা করণ। বিঃ শ্বাসারি—শ্বাসরোগ নিবারক ঔষধ।

শ্বিত্র—বিঃ শ্বেত বা ধবল রোগ, শ্বেতি।

শ্বেত—(১) বিঃ শুভ্রবর্ণ, সাদা রঙ্। (২) বিণঃ শুভ্র, সাদা, শুক্ল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ শ্বেতা। বিঃ -কুঞ্জর, -গজ, -দ্বিপ, -হস্তী—সাদা হাতী, ইন্দ্রগজ, ঐরাবত হস্তী। বিঃ -কুষ্ঠ—ধবল রোগ। -চর্ম—(১) বিঃ সাদা চামড়া। (২) বিণঃ শুভ্র চর্মবিশিষ্ট। বিঃ -দ্বীপ—চন্দ্রদ্বীপ (পৌরাণিক); বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ। বিঃ -প্রদর—স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় হইতে সাদা স্রাব-রোগ। বিঃ -প্রস্তর, -পাথর—শ্বেত-মর্মর। বিঃ -বাহ—ইন্দ্র; অর্জুন। বিঃ -বাজি, -বাহন—চন্দ্র; অর্জুন; মকর। বিঃ -মাল—মেঘ; ধূম। বিঃ -রথ—শুক্র-গ্রহ। বিঃ -সর্ষপ—শ্বেত-সরিষা। বিঃ -সার—খদির ও তাহার বৃক্ষ; খাদ্য-শস্যবিশেষ (চাল, ভাত ইত্যাদি)। বিণঃ শ্বেতাভ—ঈষৎ সাদা। বিঃ শ্বেতি, শ্বেতী—শ্বেতকুষ্ঠ, ধবল।

শ্বেতাম্বর—বিঃ শুভ্রবসনধারী জৈন-সম্প্রদায়বিশেষ।

শ্বৈত্য—বিণঃ সাদা-ভাব, শুক্লত্ব; ধবলতা; শুভ্রতা, নির্মলতা।

শ্মশান—বিঃ শবদেহ সংকারের স্থান। বিঃ -কালী—শ্মশানচারিণী রূপে কালীর কল্পিত মূর্তি। -চারী, -বাসী—(১) বিণঃ শ্মশানে বিচরণ বা বাস করে এমন। (২) বিঃ শিব, প্রেতাত্মা। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ -চারিণী, -বাসিনী। বিঃ -পুরী, -ভূমি—শ্মশান; লোকবসতি বিহীন নির্জনস্থান। বিঃ -বন্ধু—শবদাহ-কার্যে সাহায্যকারী। বিঃ -বৈরাগ্য—শ্মশানে মৃতদেহের সংকারের সময়ে পৃথিবীর নশ্বরতা সম্বন্ধে সাময়িক মনোভাব এবং তজ্জনিত বৈরাগ্যভাব।

শ্মশ্রু—বিঃ দাড়ি-গোঁফ। বিণঃ -মণ্ডিত, -ল, -শোভিত—দাড়িগোঁফে ঢাকা।

শ্যাম—(১) বিণঃ কৃষ্ণবর্ণ; ঘননীল; অপেক্ষাকৃত কম ফর্সা; মেঘবর্ণ; হরিৎবর্ণ। বিঃ শ্যামাঙ্গ—শ্যামবর্ণ দেহযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ শ্যামাঙ্গী, শ্যামাঙ্গা, শ্যামাঙ্গিনী। বিণঃ শ্যামায়-মান—শ্যামবর্ণ ধারণ করিতেছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ শ্যামায়মানা।

শ্যামক—বিঃ এক প্রকার ধান।

শ্যামর—শ্যামল-এর কোমলরূপ।

শ্যামল—বিণঃ শ্যামবর্ণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ শ্যামলা। বিঃ -ত্ব, -তা। বিঃ শ্যামলিমা।

শ্যামা¹—বিঃ সুন্দরী যুবতী, শ্যামবর্ণা যুবতী, মা কালী ; শ্যামাপাখী ; যমুনা। বিঃ -পোকা—সেওয়ালী পোকা।

শ্যামা²—বিঃ ক্ষুদ্র ধান্যবিশেষ।

শ্যামাক—শ্যামক-এর রূপভেদ।

শ্যামাঙ্গ, শ্যামায়মান—শ্যাম দ্রষ্টব্য।

শ্যালক—বিঃ শালা, পত্নীর ভ্রাতা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ শ্যালিকা, শ্যালী। বিঃ শ্যালীপতি—শ্যালীর পতি, ভায়রা-ভাই।

শ্যেন—বিঃ বাজপাখী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ শ্যেনী। বিঃ -দৃষ্টি, -চক্ষু—বাজ-পাখীর মত তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

শ্রদ্ধান—বিণঃ সশ্রদ্ধ, শ্রদ্ধাপূর্ণ।

শ্রদ্ধা—বিঃ ভক্তিপূর্ণ সম্মান ; আস্থা ; প্রত্যয় ; নিষ্ঠা ; অভিরুচি। বিণঃ -বান্, -ভাজন, -যুক্ত, -স্পদ—শ্রদ্ধা-যুক্ত, শ্রদ্ধার পাত্র। বিণঃ শ্রদ্ধেয়—শ্রদ্ধাভাজন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ শ্রদ্ধেয়া। শ্রদ্ধাভাজনেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু—চিঠির পাঠবিশেষ।

শ্রবণ—বিঃ শোনা ; আকর্ষণ ; কান। বিঃ -পথ—শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ। বিঃ -বিবর—কানের গর্ত। বিণঃ -মধুর—সুশ্রাব্য। বিণঃ -বহির্ভূত, শ্রবণাতীত—শোনা অসাধ্য এমন। বিণঃ -বিমুখ—শুনিতে অনিচ্ছুক। বিণঃ শ্রবণেচ্ছু—শুনিতে ইচ্ছুক। বিণঃ শ্রব্য, শ্রাব্য, শ্রবণীয়—শ্রবণ করার যোগ্য। বিঃ শ্রব্যকাব্য—যে কাব্য শ্রবণ-যোগ্য।

শ্রবণা—বিঃ (জ্যোতিষে) দ্বাবিংশ নক্ষত্র।

শ্রম—বিঃ মেহনত, খাটুনি। বিণঃ শ্রমী—পরিশ্রমী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ শ্রমিণী। বিঃ -কাতর—পরিশ্রমে বিমুখ। বিঃ -জল, -বারি—ঘাম। বিণঃ বিঃ -জীবী—শ্রমিক। বিঃ -কমিশন, -বিনিময়—মজুর-দের কর্মসংস্থার কাজ ভাগ করিয়া দেওন। বিণঃ -বিমুখ—পরিশ্রমে অনিচ্ছুক। বিণঃ -লব্ধ—পরিশ্রম-দ্বারা অর্জিত। বিণঃ -শীল—পরিশ্রমী। বিণঃ বিঃ শ্রমোপজীবী—মেহনতী, শ্রমিক, মজদুর।

শ্রমণ—বিঃ বৌদ্ধ ভিক্ষু। বিঃ (স্ত্রী)ঃ শ্রমণা।

শ্রমিক—বিঃ মজদুর, শ্রমজীবী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ শ্রমিকা।

শ্রয়, শ্রয়ণ—বিঃ শরণ, আশ্রয়। বিণঃ শ্রিত, শ্রয়িত—আশ্রিত।

শ্রাদ্ধ—বিঃ মৃতের আত্মার শান্তি কামনায় পিণ্ডদানাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ; অপচয় ; নিপীড়ন, সর্বনাশ ; (ব্যঙ্গে) অযথা প্রয়োগ। বিঃ -শান্তি—শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান। বিণঃ শ্রাদ্ধিক, শ্রাদ্ধীয়—শ্রাদ্ধ-সংক্রান্ত।

শ্রান্ত—বিণঃ শ্রমবশতঃ ক্লান্ত, মন্দী-ভূত ; প্রশমিত ; নিবৃত্ত। বিঃ শ্রান্তি—বিরাম, পরিশ্রমজনিত অবসাদ, নিবৃত্তি। বিণঃ শ্রান্তিহীন—শ্রমে অক্লান্ত ; অবিরাম, অবিশ্রান্ত।

শ্রাবক—বিঃ শ্রোতা ; শিষ্য ; বৌদ্ধ।

শ্রাবণ¹—বিঃ বাঙলা বৎসরের চতুর্থ মাস। বিঃ (স্ত্রী)ঃ শ্রাবণী।

শ্রাবণ²—বিণঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ঘটিত (শ্রাবণ বিদ্যা) ; শ্রবণেন্দ্রিয়-বিষয়ক।

শ্রাবণ³—বিণঃ শ্রবণা নক্ষত্র-বিষয়ক।

শ্রাবিত—বিণঃ কর্ণগোচরে আনীত হইয়াছে এমন ; শুনানো হইয়াছে এমন।

শ্রাব্য—শ্রবণ দ্রষ্টব্য।

**শ্রী**—বিঃ লক্ষ্মী বা সরস্বতীদেবী; বিভব-ঐশ্বর্য; রূপ-লাবণ্য; ভঙ্গিমা; নামের সৌন্দর্যবর্ধন (শ্রীমান্); (সংগীতে) রাগিণীবিশেষ। বিঃ -কণ্ঠ—শিব। বিঃ -কান্ত—বিষ্ণু। বিঃ -ক্ষেত্র—পুরীতীর্থ। বিঃ -খণ্ড—চন্দনকাষ্ঠ। বিঃ -খণ্ডী—মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে পরিধানযোগ্য বস্ত্র। বিঃ -ঘর—বন্দীশালা। বিঃ -চরণ, -চরণকমল—পূজ্যপাদ। বিঃ -ধর—শ্রীকান্ত, বিষ্ণু। বিঃ -নিবাস, -পতি—বিষ্ণু। বিঃ -পঞ্চমী—মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমী। বিঃ -পদ, -পদপঙ্কজ, -পদপল্লব, -পাদ, -পাদপদ্ম—শ্রীচরণ। বিঃ -পর্ণ—পদ্ম। বিঃ -ফল—বেল। বিঃ -বৎস—শনি-নিপীড়িত পৌরাণিক রাজা; বিষ্ণু-বক্ষের দক্ষিণভাগের রোমরাজি। বিঃ -বৎস-লাঞ্ছন—বিষ্ণু। বিঃ -বৃদ্ধি—সম্পদ-সৌন্দর্যের উন্নতি। বিণঃ -ভ্রষ্ট—হতশ্রী; লক্ষ্মীছাড়া। বিণঃ -মৎ—শ্রীমণ্ডিত। বিঃ বিণঃ (স্ত্রী): -মতী—সৌন্দর্যময়ী; সৌভাগ্যময়ী; সুন্দরী নারী; রাধিকা। বিঃ বিণঃ শ্রীমান্। বিণঃ -মন্ত—বিত্তশালী, ভাগ্যবান্। বিঃ -মুখ—সুন্দর বা সৌম্য মুখ। বিণঃ -যুক্ত, -যুত—সৌভাগ্যযুক্ত, শ্রীমন্ত; মান্য ব্যক্তির পূর্বে প্রযুক্ত বিশেষণ, মহাশয়। বিণঃ (স্ত্রী): -যুক্তা। বিণঃ -ল—শ্রীমান্, শ্রীযুক্ত। বিঃ -শ—বিষ্ণু, শ্রীধর।

**শ্রুত**—বিণঃ শোনা গিয়াছে এমন; বিখ্যাত; প্রসিদ্ধ।

**শ্রুতি**—বিঃ শ্রবণ; বেদ; শ্রবণেন্দ্রিয়; প্রচলিত কথা বা কাহিনী (জনশ্রুতি); সূক্ষ্মতম সংযোজক স্বর। বিণঃ -কটু, -কঠোর—অশ্রাব্য; রসবিহীন। বিণঃ -গম্য, -গোচর—শোনা যায় এমন, শ্রবণসাপেক্ষ। বিণঃ -ধর, শ্রুতধর—শোনামাত্রই স্মরণ রাখিতে সক্ষম। বিঃ -পথ—শ্রবণপথ, কানের ছিদ্র। বিণঃ -মধুর—সুশ্রাব্য, সুখশ্রাব্য। বিঃ -মূল—কর্ণমূল।

**শ্রূয়মাণ**—বিণঃ শ্রুত হইতেছে বা শোনা যাইতেছে এমন্।

**শ্রেঢ়ী**—বিঃ (গণিতে) একটি করিয়া বাদ দিয়া যে সংখ্যা (২, ৪, ৬, ৮, ১০ ইত্যাদি)।

**শ্রেণী, শ্রেণি**—বিঃ সারি, পংক্তি, সমাজ, সম্প্রদায় (রাঢ়ীশ্রেণী); দল; বিভাগ। বিণঃ -বদ্ধ—সারিবাঁধা। বিঃ -বিন্যাস—শ্রেণীতে বিভাজন বা সাজানো। বিণঃ -ভুক্ত—দলের অন্তর্ভুক্ত।

**শ্রেয়ঃ, শ্রেয়**—(১) বিণঃ হিতকর; শ্রেষ্ঠ। (২) বিঃ মঙ্গল; ধর্ম; মোক্ষ। বিণঃ শ্রেয়ঃকল্প—প্রায় বা শ্রেষ্ঠ-সদৃশ। বিণঃ শ্রেয়স্কর—কল্যাণকর। বিণঃ (স্ত্রী): শ্রেয়স্করী। বিণঃ শ্রেয়ান্—হিতকর, শ্রেষ্ঠ, প্রশস্ত। বিণঃ (স্ত্রী): শ্রেয়সী। বিঃ শ্রেয়োলাভ—হিতপ্রাপ্তি।

**শ্রেষ্ঠ**—বিণঃ সর্বাগ্রগণ্য; উৎকৃষ্ট; উত্তম। বিণঃ (স্ত্রী): শ্রেষ্ঠা। বিঃ -ত্ব, -তা।

**শ্রেষ্ঠী**—বিঃ বণিক্, শেঠ, ধনী ব্যক্তি।

**শ্রোণি, শ্রোণী**—বিঃ নিতম্ব, পাছা।

**শ্রোতব্য**—বিণঃ শ্রবণযোগ্য; শ্রবণীয়।

**শ্রোতা**—বিণঃ বিঃ শ্রবণকারী। বিঃ শ্রোতৃবর্গ, শ্রোতৃমণ্ডলী—সমবেত শ্রোতা।

শ্রোত্র—বিঃ শ্রুতি, বেদ ; শ্রবণেন্দ্রিয়।
শ্রোত্রিয়—বিঃ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ; অকুলীন ব্রাহ্মণবিশেষ।
শ্লথ—বিণঃ শিথিল ; মন্থর ; ধীর ; অসংবদ্ধ (বেশবাস)।
শ্লাঘা—বিঃ প্রশংসা ; আত্মপ্রশংসা। বিণঃ শ্লাঘ্য, শ্লাঘনীয়—প্রশংসনীয় ; স্পৃহণীয়।
শ্লিষ্ট—বিণঃ জড়িত, সংযুক্ত, আলিঙ্গিত, শ্লেষযুক্ত।
শ্লীপদ—বিঃ গোদ।
শ্লীল—বিণঃ রুচিসম্মত ; শিষ্ট ; ভদ্র।
শ্লীলতা—বিঃ ভদ্রতা, সভ্যতা। বিঃ -হানি—অভদ্র ব্যবহার, স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম নাশ, বলাৎকারের চেষ্টা।
শ্লেট—বিঃ লিখিবার কাল প্রস্তরফলক।
শ্লেষ—বিঃ সংশ্রব, সহযোগ ; শব্দালঙ্কারবিশেষ (একই শব্দের একাধিক অর্থে ব্যবহার) ; প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।
শ্লেষ্মা—বিঃ কফ ; সর্দি ; গয়ের।
শ্লৈষ্মিক—বিণঃ শ্লেষ্মাবাহী, শ্লেষ্মা-সংক্রান্ত। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী—শ্লেষ্মা উৎপাদক ও নিঃসারক সূক্ষ্ম জালের ন্যায় আবরণবিশেষ।
শ্লোক—বিঃ পদ্য ; কবিতা ; খ্যাতি (পুণ্যশ্লোক)। বিণঃ শ্লোকাত্মক—শ্লোকে রচিত।

## ষ

ষ—বাঙলা ভাষার একত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।
ষট্—বিঃ বিণঃ ছয় সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ -কর্ম—ব্রাহ্মণের করণীয় ছয় কর্ম (যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান এবং প্রতিগ্রহ)। -কর্মা—(১) বিঃ ষট্‌কর্ম করে যে ব্রাহ্মণ। (২) বিণঃ ষটকর্মকারী। বিঃ -চক্র—যোগশাস্ত্রে উক্ত দেহস্থিত ছয়টি চক্র (মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুরক, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা)। বিঃ বিণঃ -চত্বারিংশ, -চত্বারিংশৎ, -চত্বারিংশত্তম—ছেচল্লিশ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ বিণঃ -ত্রিংশ, -ত্রিংশৎ, -ত্রিংশত্তম—ছত্রিশ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ বিণঃ -পঞ্চাশ, -পঞ্চাশৎ, -পঞ্চাশত্তম—ছাপ্পান্ন সংখ্যা বা সংখ্যক। -পদ—(১) বিণঃ ছয় পা-যুক্ত। (২) বিঃ ভ্রমর। -পদী—(১) বিণঃ ষট্‌পদ-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বিঃ ভ্রমরী ; পিপীলিকা ; উকুন ; ছন্দোবিশেষ। বিঃ বিণঃ -ষষ্ঠ, -ষষ্টিতম—ছেষট্টি সংখ্যার পূরক। বিঃ বিণঃ -ষষ্টি—ছেষট্টি সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ বিণঃ -সপ্ততি, -সপ্ততিতম—ছিয়াত্তর সংখ্যা বা সংখ্যক।
ষড়ঙ্গ—(১) বিঃ দেহের ছয়টি অঙ্গ (মস্তক, কোমর, দুই হাত ও দুই পা) ; বেদের ছয়টি ভাগ বা অঙ্গ, ষড়বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ) ; ছয় মাঙ্গলিক গবাঙ্গ (গোমূত্র, গোরোচনা, গোময়, ক্ষীর, দধি ও ঘৃত)। (২) বিণঃ ছয় অঙ্গবিশিষ্ট।
ষড়যন্ত্র—ষড়্‌যন্ত্র-এর অশুদ্ধ কিন্তু প্রচলিত রূপ।

ষড়শীতি—বিঃ বিণঃ ছিয়াশি সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণঃ -তম—ছিয়াশি সংখ্যার পূরক বা তৎস্থানীয়।

ষড়ানন—বিঃ কার্তিকের, বাপ্মাতুর।

ষড়ৈশ্বর্য—বিঃ ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টি গুণ।

ষড়্ঋতু—বিঃ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত—বৎসরের এই ছয়টি কালবিভাগ।

ষড়্গুণ—(১) বিঃ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয়—রাজাদিগের এই ছয়টি শত্রুদমনযোগ্য নীতি। (২) বিণঃ ছয় সংখ্যাদ্বারা গুণিত, ছয়গুণ।

ষড়্জ—বিঃ সংগীতের স্বরগ্রামের ছয়টি স্বর (সা, গা, মা, পা, নি ও ধা)।

ষড়্দর্শন—বিঃ সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব-মীমাংসা, উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত, ন্যায় ও বৈশেষিক—এই ছয়টি দর্শন-শাস্ত্র।

ষড়্ধা—অব্যঃ ছয় প্রকার বা প্রকারে; ছয়বার।

ষড়্বিধ—বিণঃ ছয় প্রকার।

ষড়্ভুজ—(১) বিণঃ ছয় হস্তযুক্ত। (২) বিঃ (জ্যামিতি) ছয়টি বাহু দ্বারা বদ্ধ ক্ষেত্র।

ষড়্যন্ত্র—বিঃ ছয়জনের অর্থাৎ অনেকের কূটপরামর্শ; চক্রান্ত; কাহারও বিরুদ্ধে বিদ্বেষবশতঃ গুপ্ত কুমন্ত্রণা।

ষড়্রস—বিঃ লবণ, অম্ল, কষায়, কটু, তিক্ত ও মধুর—এই ছয়টি রস।

ষড়্রিপু, ষড়্বর্গ—বিঃ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—এই ছয়টি রিপু অর্থাৎ শত্রু।

ষণ্ড—বিঃ ষাঁড়; বৃষ; নপুংসক।

ষণ্ডা—বিণঃ বৃষের ন্যায় জোয়ান ও বল-শালী। বিঃ -মি—জোয়ানতুমি, গুণ্ডামি।

ষণ্ডামার্ক—বিঃ প্রহ্লাদ-গুরু ষণ্ড ও অমর্ক নামক শুক্রাচার্যের অতি দোর্দণ্ড পুত্রদ্বয়; দুর্বৃত্ত ব্যক্তি। বিণঃ ষণ্ডামার্কা—দুর্বৃত্ত, দুর্জন।

ষণ্ণবতি—বিঃ বিণঃ ছিয়ানব্বই সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণঃ -তম—ছিয়ানব্বই সংখ্যার পূরক।

ষণ্মাস—বিঃ ছয় মাস, অর্ধবর্ষ। বিণঃ ষাণ্মাসিক—ছয় মাস অন্তর ঘটে বা প্রকাশ হয় এমন (পত্রিকা)।

ষত্ব—বিঃ মূর্ধন্য ষ-কারের ভাব, ব্যাকরণের বিধানে 'ষ' হওয়া। বিঃ -বিধান, -বিধি—(ব্যাকরণ) দন্ত্য 'স' স্থানে মূর্ধন্য 'ষ' হওয়ার নিয়ম।

ষষ্টি—বিঃ বিণঃ ষাট সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণঃ -তম—ষাট সংখ্যার পূরক।

ষষ্ঠ—বিণঃ ছয়ের পূরক।

ষষ্ঠী—(১) বিণঃ ষষ্ঠ স্থানীয়া। (২) বিঃ সন্তান রক্ষাকারিণী লৌকিক দেবী; ষণ্মাতৃকা বা কৃত্তিকা; (ব্যাকরণে) 'র' 'এর' ইত্যাদি সম্বন্ধপদের বিভক্তি; (জ্যোতিষে) তিথিবিশেষ। বিঃ -তৎপুরুষ—(ব্যাকরণ) যে সমাসে পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হয়। বিঃ -তলা—ষষ্ঠীদেবীর মন্দির সংলগ্ন স্থান। বিঃ -পূজা—ষষ্ঠী-দেবীর পূজা; জন্মের ষষ্ঠ দিনে জাতকের মাংগলিক অনুষ্ঠান, ষেটেরা। বিঃ -বাটা—জামাই-ষষ্ঠীর ভেট। বিঃ -বুড়ী—ষষ্ঠীমাতা; জরা রাক্ষসী।

ষাঁড়—বিঃ বৃষ, বণ্ড।
ষাঁড়া—বিণঃ নপুংসক ; বন্ধ্যা।
ষাঁড়াষাঁড়ি—বিঃ ষাঁড়ে-ষাঁড়ে যে লড়াই। ষাঁড়াষাঁড়ি বান—গর্জনমুখর বন্যা বা জলস্রোত।
ষাট১—বিঃ বিণঃ ৬০ সংখ্যা বা সংখ্যক।
ষাট২—অব্যঃ সন্তানের অমঙ্গলের খণ্ডনার্থে সন্তান-পালিকা ষষ্ঠীদেবীর নামোচ্চারণ ('ষাট ষাট'—)।
ষাণ্মাষিক—ষণ্মাস দ্রষ্টব্য।
ষেট, ষেটে—বিঃ ষষ্ঠীদেবী। বিঃ ষেটেরা —ষষ্ঠীপূজা।
ষোড়শ১—বিণঃ ষোল সংখ্যার পূরক।
ষোড়শ২—বিঃ ষোল সংখ্যা ; শ্রাদ্ধাদির ১৬ প্রকার দান—ভূমি, আসন, অন্ন, বস্ত্র, জল, তাম্বূল, প্রদীপ, ছত্র, গন্ধ, মাল্য, ফল, শয্যা, পাদুকা, গো, কাঞ্চন ও রজত। বিঃ -মাতৃকা—১৬ জন কল্পিত মাতা (আত্মদেবতা, কুলদেবতা, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, শান্তি, স্বাহা, স্বধা, দেবসেনা, জয়া, বিজয়া, সাবিত্রী, মেধা, শচী, পদ্মা এবং গৌরী)। বিঃ -উপচার—পূজার ১৬ প্রকার উপকরণ।
ষোড়শদল—বিঃ ষোড়শদল পদ্ম।
ষোড়শী—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ ষোল বছর বয়স্কা। (২) বিঃ দশমহাবিদ্যার অন্যতমা, ষোল বছরের যুবতী।
ষোল—বিঃ বিণঃ ষোড়শ সংখ্যা বা সংখ্যক। -আনা—(১) বিঃ ১৬ আনা বা একটাকা। (২) বিণঃ ক্রি-বিণঃ সবটুকু। -কলা—(১) বিঃ চাঁদের ১৬টি অংশ বা রূপ। (২) ক্রি-বিণঃ সম্পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণভাবে।
ষ্ঠীবন—বিঃ থুতু, থুৎকার।

# স

স—বাঙলা ভাষার দ্বাত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।
স১—(১) বিণঃ (সমাসে বিশেষ্যসূচক শব্দের পূর্বে সহ ও সমান শব্দের রূপ) সহিত (সবান্ধব); সমতুল (সাগোত্র, সধর্মা); তৎসহ (সপুষ্প)।
স২—অব্যঃ 'অতিশয়' অর্থ-সূচক (সরব) এবং স্বার্থে প্রযুক্ত (সঠিক)।
সই১—সখী-র কথ্যরূপ।
সই২—সহি দ্রষ্টব্য।
-সই—যোগ্য (লাগসই); অবধি (হাঁটুসই) ইত্যাদি অর্থবাচক বাঙলা প্রত্যয়।
সইয়া—সওয়া১-এর ভিন্নরূপ।
সইস—বিঃ অশ্বরক্ষক ; অশ্বের তত্ত্বাবধায়ক।
সওগাত, সওগাৎ, সওগাদ—বিঃ ভেট, উপঢৌকন।
সওদা—বিঃ পণ্যদ্রব্য ক্রয় (সেরা সওদা); বেসাতি।
সওদাগর, সদাগর—বিঃ বড় ব্যবসায়ী বা বণিক্। বিঃ সওদাগরি—সওদাগরের কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য। বিণঃ সওদাগরী —সওদাগর বা ব্যবসা-বাণিজ্য-সম্পর্কীয়।
সওয়া১—বিঃ বিণঃ এক+এক-চতুর্থাংশ।

সওয়া'—সাহা-র কথ্যরূপ।

সওয়ার—(১) বিঃ আরোহী; অশ্বারোহী। (২) বিণঃ যানবাহনে আরূঢ় (রিকশার সওয়ার)। বিঃ সওয়ারি—যানবাহন। বিণঃ বিঃ সওয়ারী—যানারোহী।

সওয়াল—বিঃ জেরা, প্রশ্ন। বিঃ -জবাব—প্রশ্নোত্তর, মামলা-মোকদ্দমায় উকিলের বাদ-প্রতিবাদ।

সং—সঙ দ্রষ্টব্য।

সংকট, সংকর, সংকর্ষণ, সংকলক, সংকলন, সংকলয়িতা, সংকলিত, সংকল্প, সংকাশ, সংকীর্ণ, সংকীর্তন, সংকীর্তিত, সংকুচিত, সংকুল, সংকুলান, সংকেত, সংকোচ, সংকোচন—যথাক্রমে সঙ্কট, সঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, সঙ্কলক, সঙ্কলন, সঙ্কলয়িতা, সঙ্কলিত, সঙ্কল্প, সঙ্কাশ, সঙ্কীর্ণ প্রভৃতির বানানভেদ।

সংক্রম, সংক্রমণ, সংক্রাম—বিঃ সঞ্চরণ অতিক্রান্ত হওন; সংক্রান্তি, সূর্যাদির রাশি অতিক্রমণ; রোগাদির দেহান্তরগমন।

সংক্রমিত, সংক্রামিত—বিণঃ সংক্রমণ হইয়াছে এমন; প্রবিষ্ট; গমিত; এক দেহ হইতে অন্যদেহে সঞ্চারিত এমন।

সংক্রান্ত—বিণঃ ঘটিত (রোগ-সংক্রান্ত); সম্পর্কিত; সঞ্চারিত প্রাপ্ত; প্রবিষ্ট।

সংক্রান্তি—বিঃ সংক্রমণ; সূর্যাদির রাশি অতিক্রমণ; ব্যাপ্তি; সঞ্চার; মাসের শেষ তারিখ।

সংক্রামক, সংক্রামী—বিণঃ ছোঁয়াচে; এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হয় এমন।

সংক্ষিপ্ত—বিণঃ ছোট আকার বিশিষ্ট; সংক্ষেপ করা হইয়াছে এমন; হ্রস্বীকৃত; একত্রীকৃত।

সংক্ষুব্ধ—বিণঃ বিক্ষুব্ধ; আকুল; আলোড়িত।

সংক্ষেপ—বিঃ ছোট সংস্করণ, চুম্বক, সঙ্কোচ। বিঃ -ণ—সংক্ষেপকরণ। ক্রি-বিণঃ -তঃ—সংক্ষিপ্তভাবে। বিণঃ সংক্ষেপিত—সংক্ষিপ্ত হইয়াছে এমন।

সংক্ষোভ—বিঃ বিক্ষোভ; অতিশয় ক্ষোভ; আলোড়ন।

-সংখ্যক—বহুব্রীহি সমাসের উত্তরপদে সংখ্যা-শব্দের রূপ (সহস্রসংখ্যক)।

সংখ্যা—বিঃ গণনা, হিসাব; রাশি; রাশি-চিহ্ন (১, ২ ইত্যাদি)। বিণঃ -গরিষ্ঠ—অধিক সংখ্যক। বিণঃ -লঘিষ্ঠ—স্বল্প সংখ্যক। বিণঃ -গুরু—সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিণঃ -লঘু, -ল্প—সংখ্যালঘিষ্ঠ। বিণঃ -তীত—অসংখ্য।

সংখ্যাপন—বিঃ নির্ধারণ, নিরূপণ। বিণঃ সংখ্যাপিত—নির্ণীত, নিরূপিত, নির্ধারিত।

সংখ্যেয়—বিণঃ গণনার যোগ্য, গণনীয়।

সংগঠন—বিঃ দৃঢ় বা সম্যক্‌ভাবে গঠন; সংস্থাপন; সংস্থা; সঙ্ঘ। বিণঃ সংগঠক—সংগঠনকারী। বিণঃ সংগঠিত—সংগঠন করা হইয়াছে এমন। বিঃ সংগঠনী—ছোট সঙ্ঘ বা সংস্থা।

সংগত, সংগতি, সংগম, সংগীত—যথাক্রমে সঙ্গত, সঙ্গতি, সঙ্গম ও সঙ্গীত-এর বানানভেদ।

সংগৃহীত—বিণঃ সংগ্রহ করা হইয়াছে এমন, আহৃত, সঙ্কলিত।

সংগোপন—সঙ্গোপন-এর বানানভেদ।

সংগোপিত—সঙ্গোপিত-এর বানানভেদ।

**সংগ্রহ, সংগ্রহণ**—বিঃ আহরণ ; সঙ্কলন, একত্রীকরণ, চয়ন, সঞ্চয়। বিণঃ **সংগৃহীত, সংগ্রাহক**—সংকলক, আহরণকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সংগ্রহীত্রী, সংগ্রাহিকা**।

**সংগ্রাম**—বিঃ সংঘর্ষ ; লড়াই ; যুদ্ধ।

**সংঘ, সংঘটক, সংঘটন, সংঘটিত, সংঘট্ট, সংঘর্ষ, সংঘর্ষণ, সংঘাত**—যথাক্রমে সঙ্ঘ, সঙ্ঘটক, সঙ্ঘটন প্রভৃতির বানানভেদ।

**সংচূর্ণিত**—বিণঃ ভাল করিয়া গুঁড়া হইয়াছে এমন।

**সংজ্ঞা**—বিঃ জ্ঞান, চৈতন্য ; নাম, চিহ্ন, আখ্যা (সংজ্ঞা নির্ণয়) ; সূর্যপত্নী ; গায়ত্রী ; (ব্যাকরণ) বিশেষ্যপদ। বিঃ **-র্থ**—পারিভাষিক অর্থ। বিণঃ **সংজ্ঞিত**—কথিত, উক্ত, আখ্যাত।

**সংনমন**—বিঃ (বিজ্ঞান) চাপের ফলে সঙ্কোচন।

**সংবৎ**—বিঃ শালিবাহন বা বিক্রমাদিত্য প্রবর্তিত অব্দ (খৃস্টাব্দের ৫৬/৫৭ বৎসর পূর্ববর্তী) ; বৎসর।

**সংবৎসর**—বিঃ পূর্ণ এক বৎসর।

**সংবরণ**—বিঃ সংযতকরণ ; দমন, সংযম ; আচ্ছাদিতকরণ ; সংগোপন।

**সংবরা**—ক্রিঃ সংবরণ করা : সংযত করা।

**সংবর্ত**—বিঃ মহাপ্রলয় ; প্রলয়কালীন মেঘবিশেষ। বিঃ **-ক, -ন**—প্রলয়কালীন মেঘবিশেষ। বিঃ **সংবর্তি, সংবর্তিক**—প্রদীপের সলিতা।

**সংবর্ধন, সংবর্ধনা**—বিঃ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা ; সম্মান-প্রদর্শন ; সম্যক্‌-বৃদ্ধি। বিণঃ বিঃ **সংবর্ধক**—সংবর্ধনা-কারী। বিণঃ **সংবর্ধিত**—সংবর্ধনা-কৃত : সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে এমন।

**সংবলিত**—বিণঃ সংযুক্ত ; সমন্বিত।

**সংবহন**—বিঃ (বিজ্ঞানে) এক স্থান হইতে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় সেই স্থানে আগমন (রক্ত-সংবহন)।

**সংবাদ**—বিঃ সমাচার ; সন্দেশ ; খবরা-খবর ; বর্ণনা ; কথোপকথন। বিঃ **-পত্র**—সংবাদ সংবলিত পত্রিকা বা খবরের কাগজ।

**সংবাদী**—(১) বিণঃ সম্ভাষী ; অনুরূপ ; সদৃশ। (২) বিঃ সংগীতের সহায়ক সুর।

**সংবাহন, সংবাহ**—বিঃ ভারবহন ; দেহ-মর্দন। বিঃ বিণঃ **সংবাহক**—সংবাহনের কাজ করে এমন ; ভারবাহক, অঙ্গমর্দনকারী। (স্ত্রী)ঃ **সংবাহিকা** (রক্ত সংবাহিকা ধমনী)। বিণঃ **সংবাহিত**—মর্দিত, সম্যক্‌ রূপে বহন বা মর্দন করা হইয়াছে এমন।

**সংবিগ্ন**—বিণঃ উদ্বিগ্ন ; উৎকণ্ঠিত।

**সংবিৎ**—বিঃ চৈতন্য, জ্ঞান। বিঃ **-শক্তি**—ঈশ্বরের চৈতন্যময় স্বরূপশক্তি।

**সংবিত্তি**—বিঃ অনুভব ; পূর্বস্মৃতি।

**সংবিদা**—বিঃ কর্মসম্পাদনের নিমিত্ত পারস্পরিক চুক্তি।

**সংবিদিত**—বিণঃ পরিজ্ঞাত, অবগত।

**সংবিধান**—বিঃ সম্যক্‌ বিধান ; প্রণয়ন রচনা : রাষ্ট্রপরিচালনার প্রণালী সংক্রান্ত বিধি-নিয়ম।

**সংবিষ্ট**—বিণঃ গভীর ধ্যানাবিষ্ট ; বিনিদ্রিত ; সম্মোহিত।

**সংবীক্ষণ**—বিঃ সমীক্ষণ ; পর্যবেক্ষণ ; বিশেষরূপে দর্শন।

**সংবৃত**—বিণঃ আবৃত, গুপ্ত. সঙ্কুচিত, আচ্ছাদিত। বিঃ **সংবৃতি**—সংবৃতকরণ।

**সংবৃত্ত**—বিণঃ নিষ্পন্ন সম্পাদিত।

সংবৃত্তি—বিঃ সম্পাদন, নিষ্পত্তি।
সংবেগ—বিঃ আবেগ; উদ্বেগ; উৎকণ্ঠা।
সংবেদ, সংবেদন, সংবেদনা—বিঃ সূক্ষ্ম অনুভূতি, বোধ। বিণঃ -শীল—অনুভূতিপ্রবণ; অত্যন্ত স্পর্শ-কাতর হৃদয়বিশিষ্ট। বিণঃ সংবেদ্য—অনুভবযোগ্য।
সংবেশ—বিঃ উপবেশন; শয়ন, নিদ্রা। বিঃ বিণঃ -ক—সম্মোহনকারী। বিঃ -ন—সংবেশ; সম্মোহন, কৃত্রিম উপায়জনিত নিদ্রা। বিণঃ সংবেশিত।
সংমিশ্রণ—বিঃ সম্পূর্ণরূপে মিশ্রণ বা একত্রকরণ; (অশুদ্ধ) সংসর্গ।
সংযত—বিণঃ নিয়ন্ত্রিত, নিয়মিত; পরিমিত; শান্ত, বিনীত; নিবৃত্ত; বশীভূত। -চিত্ত—(১) বিঃ শান্ত নিয়ন্ত্রিত বা বশীভূত মন। (২) বিণঃ যাহার ঐরূপ মন এমন। বিণঃ -বাক্—মিতভাষী। বিণঃ সংযতাত্মা—সংযতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, যে চিত্ত বা আত্মাকে নিয়ন্ত্রিত বশীভূত বা শান্ত করিয়াছে এমন।
সংযম, সংযমন—বিঃ নিয়মন, নিয়ন্ত্রণ; নিগ্রহ, দমন; ব্রতাদির পূর্বদিনে পালনীয় উপবাসাদি কৃত্য; নিয়ম। বিণঃ সংযমিত। বিণঃ সংযমী—সংযমশীল; জিতেন্দ্রিয়।
সংযুক্ত—বিণঃ মিলিত, সংলগ্ন, একত্র, সম্মিলিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সংযুক্তা।
সংযোগ—বিঃ মিলন; মিশ্রণ; সংলগ্নতা; যোগাযোগ। বিণঃ সংযোগিত, সংযোগী। বিঃ -সাধন—মিলন ঘটানো।
সংযোজন, সংযোজনা—বিঃ সংযোগসাধন, সংযুক্ত বা একত্রকরণ। বিণঃ সংযোজিত—সংযোগবিশিষ্ট, একত্রীকৃত।
সংরক্ষণ, সংরক্ষা—বিঃ সম্যক্ রক্ষা; কোনও বস্তু বিশেষ উদ্দেশ্যে বা প্রকারে রক্ষণ; তত্ত্বাবধান, রক্ষাকরণ। বিঃ বিণঃ সংরক্ষক—সংরক্ষণকারী। বিণঃ সংরক্ষিত—বিশেষ উদ্দেশ্যে বা প্রকারে সতর্কভাবে রক্ষিত বা পালিত হইয়াছে এমন।
সংরুদ্ধ—বিণঃ প্রতিরুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত, প্রতিবন্ধ। বিঃ সংরোধ—অবরোধ।
সংলগ্ন—বিণঃ সংযুক্ত, বিজড়িত, লাগাও।
সংলাপ—বিঃ পরস্পর আলাপ; অভিনয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন।
সংলিপ্ত—বিণঃ জড়িত, সংযুক্ত। বিঃ -তা।
সংলেপ—বিঃ সংলিপ্ত অবস্থা।
সংশপ্তক—বিঃ জয়লাভের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া ও জীবনপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈন্য; (শ্রীকৃষ্ণের) নারায়ণী (দেবাংশজাত বা নারায়ণ-সম্ভূত) সৈন্যদল।
সংশয়—বিঃ সন্দেহ, দ্বিধা, দ্বৈধজ্ঞান; অবিশ্বাস; ভয়। বিণঃ -প্রবণ—সহজে সন্দিগ্ধ। বিণঃ -স্থ—সংশয়াপন্ন। বিণঃ সংশয়াকুল—অতিশয় সংশয়যুক্ত। বিণঃ সংশয়িত—সংশয় আছে এমন। বিণঃ সংশয়ান, সংশয়ালু, সংশয়িত, সংশয়ী—সংশয়কারী, সন্দিগ্ধচিত্ত, সংশয়াপন্ন।
সংশিত—বিণঃ নির্ণীত; সম্পাদিত।
সংশুদ্ধি—বিঃ সম্যক্ শুদ্ধি বা শোধন।

**সংশোধন**—বিঃ পরিশোধন, পবিত্রীকরণ, বিশুদ্ধিসম্পাদন, বিশোধন, সংস্কার। বিঃ বিণঃ **সংশোধক**—সংশোধনকারী। বিণঃ **সংশোধিত**—সংশোধন করা হইয়াছে এমন।

**সংশ্রয়**—বিঃ আশ্রয়; সহায়। বিণঃ **সংশ্রিত**—আশ্রিত।

**সংশ্লিষ্ট**—বিণঃ সম্পৃক্ত, মিলিত; জড়িত, সম্বন্ধযুক্ত, সংক্রান্ত; সংস্রবযুক্ত।

**সংশ্লেষ**—বিঃ অন্তর্ভুক্তকরণ, সংযোজন, সংলগ্নতা; একাধিক পদার্থের মিশ্রণে নূতন পদার্থের সৃষ্টি, মিশ্রণ। বিঃ **-ণ**—একত্রীকরণ; (বিজ্ঞান) যৌগিক পদার্থ প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন রূঢ় পদার্থের মিশ্রণ।

**সংসক্ত**—বিণঃ আসক্ত; সংলগ্ন। বিঃ **সংসক্তি**—আসক্তি; সংলগ্নতা; (বিজ্ঞান) যে আকর্ষণ শক্তি প্রভাবে পরমাণুসমূহ পরস্পর সংলগ্ন থাকে। বিণঃ **-প্রবণ**, **-শীল**—যাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না এমন।

**সংসৎ, সংসদ্**—বিঃ সমিতি, সভা, পরিষৎ; ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা।

**সংসর্গ**—বিঃ সহবাস, একত্র অবস্থান, সংস্রব, সম্বন্ধ, সঙ্গ, মেলামেশা। বিঃ **-লিপ্সা**—একত্র অবস্থানের ইচ্ছা, মৈথুনেচ্ছা। বিণঃ **-লিপ্সু**—সহবাসকামী।

**সংসর্প**—বিঃ সম্যক্‌রূপে গমন; আঁকাবাঁকা গতি। বিণঃ **সংসর্পী**—বিসর্পী।

**সংসার**—বিঃ জগৎ, পৃথিবী, ভব, ইহলোক, ইহজীবন, মর্ত্যলোক; গার্হস্থ্য ব্যাপার বা জীবন, ঘরকন্না, পরিবার; মায়ার বন্ধন; বিবাহ; পত্নী। বিণঃ **-ত্যাগী**—সন্ন্যাসী, গার্হস্থ্য-জীবনত্যাগী। বিঃ **-ধর্ম**, **সংসারাশ্রম**—গার্হস্থ্যজীবন; হিন্দুশাস্ত্রমতে জীবনের দ্বিতীয় পালনীয় অবস্থা। বিঃ **-বন্ধন**—মায়াবন্ধন, গার্হস্থ্যজীবনের প্রতি আকর্ষণ, পার্থিব আকর্ষণ। বিঃ **-যাত্রা**—জীবনযাত্রা, গার্হস্থ্যজীবন। বিঃ **-লীলা**—পার্থিবজীবন; জীবজন্ম। বিণঃ **সংসারী**—গৃহস্থ, সংসারাসক্ত, গৃহী, বিষয়ী।

**সংসিদ্ধ**—বিণঃ সম্যক্ সিদ্ধ বা সফল; সুসম্পন্ন; স্বভাবসিদ্ধ। বিঃ **সংসিদ্ধি**।

**সংসৃতি**—বিঃ সঙ্গে গমন, সহগমন; প্রবাহ, সংসার। বিণঃ **সংসৃত**।

**সংসৃষ্ট**—বিণঃ সম্বন্ধযুক্ত, সম্পর্কিত, সংস্রবযুক্ত। বিঃ **সংসৃষ্টি**—সংস্রব, মিলন; (অলংকারশাস্ত্র) পরস্পর নিরপেক্ষ কতিপয় অলংকারের তিলতণ্ডুলন্যায় অনুসারে (=পৃথক করা যায়) মিশ্রণ বা মিলন।

**সংস্করণ**—বিঃ সংস্কারসাধন, শোধনকরণ; মুদ্রিত গ্রন্থাদির রূপ, প্রকাশন, মুদ্রণ।

**সংস্কর্তা**—বিঃ সংস্কারকারী, সংস্কারক।

**সংস্কার**—বিঃ শোধন, শুদ্ধি, পরিষ্করণ; মন্ত্রাদি দ্বারা শোধন; বিবাহ গর্ভাধান জাতকর্ম নামকরণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ উপনয়ন সমাবর্তন পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন—এই দশপ্রকার হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান; উৎকর্ষসাধন, উন্নতি-

সাধন ; মেরামত ; ধর্মবিহিত অনুষ্ঠান ; ধারণা, বিশ্বাস ; সহজাত প্রবৃত্তি জ্ঞান বা বুদ্ধি ; ঝোঁক ; পূর্বজন্ম বাসনা। বিঃ বিণঃ -ক— সংস্কারকারী।

সংস্কৃত—(১) বিণঃ সংস্কার সাধিত হইয়াছে এমন, শোধিত, মার্জিত। (২) বিঃ ভারতের প্রাচীন আর্য-ভাষাবিশেষ।

সংস্কৃতি—বিঃ অনুশীলন বা চর্চা দ্বারা লব্ধ শিক্ষা শিল্পজ্ঞান সভ্যতা ইত্যাদির উৎকর্ষ, কৃষ্টি।

সংস্ক্রিয়া—বিঃ সংস্কার-কার্য, শোধন।

সংস্থা—বিঃ স্থিতি ; সমিতি, সঙ্ঘ ; প্রতিষ্ঠান, জীবনযাপনের রীতি ; ব্যবস্থা।

সংস্থান—বিঃ বিন্যাস, সন্নিবেশ, অবস্থান, গঠন-বৈশিষ্ট্য, আকৃতি, গঠন ; সঞ্চয়, ব্যবস্থা, বন্দোবস্ত, যোগাড়।

সংস্থাপন—বিঃ সম্যক্‌রূপে স্থাপন, প্রতিষ্ঠা। বিঃ বিণঃ সংস্থাপক, সংস্থাপয়িতা—সংস্থাপনকারী, প্রতিষ্ঠাতা। (স্ত্রী)ঃ সংস্থাপিকা, সংস্থাপয়িত্রী। বিণঃ সংস্থাপিত—সম্যক্‌রূপে স্থাপন করা হইয়াছে এমন।

সংস্থিত—বিণঃ বিন্যস্ত, সন্নিবিষ্ট, অবস্থিত ; সঞ্চিত ; সংগৃহীত। বিঃ সংস্থিতি—সংস্থান ; একত্রে অবস্থান।

সংস্পর্শ—বিঃ সম্যক্ স্পর্শ, সম্পর্ক, সংস্রব, সংলগ্ন ; ছোঁয়াচ।

সংস্পৃষ্ট—বিণঃ সংস্পর্শযুক্ত।

সংস্রব—বিঃ সম্পর্ক, সংসর্গ, সম্বন্ধ ; মিলন।

সংহত—বিণঃ সম্যক্‌রূপে মিলিত বা সংযুক্ত, সম্বদ্ধ ; ঘনীভূত, জমাট ; সুদৃঢ়। বিঃ সংহতি—নিবিড় সংযোগ মিলন বা একত্রীভবন, নৈকট্য, দৃঢ় যোগ ; সঙ্ঘ ; ঘনীভূত হওন ; সমষ্টি।

সংহরণ—বিঃ সংহার ; প্রত্যাকর্ষণ, সংবরণ ; প্রত্যাহার, প্রত্যাখ্যান ; সংক্ষেপকরণ।

সংহর্তা—বিণঃ সংহারকারী, সংহারক।

সংহার—বিঃ বিনাশ, বধ ; প্রলয়, ধ্বংস ; প্রত্যাহার ; সংকোচন, সংগ্রহ। বিণঃ -ক—সংহারকারী, সংহর্তা, বধকারী।

সংহারা—ক্রিঃ নাশ করা, মারা।

সংহিত—বিণঃ মিলিত ; সংগৃহীত।

সংহিতা—বিঃ সংকলিত বা সংগৃহীত রচনাসমষ্টি ; বেদের মন্ত্রভাগ বা মন্ত্রসমষ্টি ; স্মৃতিশাস্ত্র।

সংহৃত—বিণঃ সংগৃহীত, আহরিত ; বিনষ্ট, হত ; প্রত্যাহৃত ; সংকুচিত। বিঃ সংহৃতি।

সংহৃষ্ট—বিণঃ অত্যন্ত আনন্দিত ; যাহা উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিয়াছে এমন।

সঁপা—(১) ক্রিঃ সমর্পণ করা। (২) বিঃ বিণঃ ঐ অর্থে।

সকড়ি—(১) বিঃ এঁটো, উচ্ছিষ্ট, রাঁধা অন্নব্যঞ্জনাদি ও তৎস্পৃষ্ট বস্তু যাহা ছুঁইলে দোষ হয়। (২) বিণঃ রাঁধা অন্নব্যঞ্জনাদির স্পর্শদোষযুক্ত।

সকণ্টক—(১) বিণঃ কাঁটাযুক্ত ; যন্ত্রণাদায়ক। (২) বিঃ শেওলা, শৈবাল ; বৃক্ষবিশেষ, নাটাকরঞ্জ গাছ।

সকরুণ—বিণঃ করুণাযুক্ত, সদয় ; অতি দুঃখপূর্ণ।

**সকর্মক**—বিণঃ (ব্যাক) ক্রিয়াবিশেষ যাহার কর্ম আছে।

**সকল**—(১) বিণঃ সমূহ, সমুদয়, সমগ্র, সমস্ত, সম্পূর্ণ। (২) বিঃ সমস্ত লোক, প্রত্যেক লোক। বিঃ **সকলে**—সবাই।

**সকাম**—বিণঃ কামনাযুক্ত; ফলের আকাঙ্ক্ষা বা আশাযুক্ত।

**সকাল**—বিঃ প্রাতঃকাল, প্রভাত; অবিলম্ব, তাড়াতাড়ি। **সকাল-সকাল**—শীঘ্র করিয়া, সময়মত।

**সকাশ**—বিঃ সমীপ, নিকট, সন্নিধান।

**সকুল্য**—বিণঃ সমানকুলজাত বা এককুলজাত; সগোত্র; সপিণ্ডের ঊর্ধ্ব তিনপুরুষ ও অধঃ তিনপুরুষ।

**সকৃৎ**—অব্যঃ একবারমাত্র।

**সকৌতুক**—বিণঃ কৌতূহলপূর্ণ, আমোদজনক।

**সক্ত**—বিণঃ আসক্ত; সংলগ্ন; মনোযোগী। বিঃ **সক্তি**—আসক্ত বা সংলগ্ন অবস্থা; মনোনিবেশ।

**সক্তু**—বিঃ ছাতু, যবাদিচূর্ণ।

**সক্রিয়**—বিণঃ ক্রিয়ারত, কার্যকর, কর্মশীল, কর্মঠ; তৎপর। বিঃ **-তা**।

**সক্ষম**—বিণঃ সমর্থ, ক্ষম; শক্তি বা ক্ষমতাযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সক্ষমা**। বিঃ **-তা**।

**সখ**—**শখ** দ্রষ্টব্য।

**সখা**—বিঃ বন্ধু, মিত্র, বয়স্য, সুহৃৎ, সহচর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **সখী**। বিঃ **সখীভাব**—(বৈষ্ণবসাধনায়) নিজেকে শ্রীরাধার সখী জ্ঞান করিয়া তদ্রূপ আচরণ। বিঃ **সখীসংবাদ**—শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর বৃন্দা দূতী কর্তৃক বিরহী শ্রীরাধার মনোবেদনা জ্ঞাপন। বিঃ **সখ্য, সখিত্ব**—বন্ধুত্ব, মিত্রতা, মৈত্রী। বিঃ **সখ্য-স্থাপন**—মিতালী পাতানো, বন্ধুত্বকরণ।

**সগর**—বিঃ (রামায়ণ) সূর্যবংশীয় রাজাবিশেষ, ভগীরথের প্রপিতামহ।

**সগর্ভা**—বিঃ গর্ভবতী।

**সগুণ**—বিণঃ গুণযুক্ত; সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণময়; ছিলাযুক্ত।

**সগোত্র**—বিঃ বিণঃ একবংশীয়, একবংশজাত, জ্ঞাতি। (স্ত্রী)ঃ **সগোত্রা**।

**সঘন**[1]—বিণঃ মেঘযুক্ত।

**সঘন**[2]—বিণঃ ক্রি-বিণঃ ঘনঘন, নিরন্তর। ক্রি-বিণঃ **সঘনে**—(কাব্যে) ঘনঘন।

**সঘর**—বিঃ বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের পক্ষে উপযুক্ত ও সম মর্যাদাসম্পন্ন বংশ।

**সঙ, সং**—বিঃ যাহার পোষাক বা রূপ অদ্ভুত ও হাস্যজনক; হাস্যকৌতুককারী অভিনেতা; ভাঁড়ামি, হাস্যাভিনয়।

**সঙ্কট**—(১) বিঃ বিপদ্; সমস্যা, বিঘ্ন, মুশকিল; সঙ্কীর্ণ পথ, জনতা। (২) বিণঃ বিপজ্জনক, সঙ্কীর্ণ; নিবিড়, অভেদ্য। বিণঃ **সঙ্কটাপন্ন**—অত্যন্ত বিপদ্গ্রস্ত।

**সঙ্কর**—বিঃ বিভিন্ন বা বিরুদ্ধ বস্তু বা ব্যক্তির মিলনে সৃষ্ট পদার্থ প্রাণী ইত্যাদি; বর্ণসঙ্কর, মিশ্রজাতীয়, মিশ্রণ।

**সঙ্কর্ষণ**—বিঃ আকর্ষণ; কৃষিকর্ম; বলরাম।

**সঙ্কলক**—বিঃ সঙ্কলনকারী, সঙ্কলয়িতা।

**সঙ্কলন**—বিঃ সংগ্রহ; মিলন, একত্রীকরণ; (গণিতে) অঙ্ক যোগ। বিণঃ **সঙ্কলিত**—সঙ্কলন করা হইয়াছে এমন। বিঃ **সঙ্কলয়িতা**।

সঙ্কল্প—বিঃ স্থিরীকৃত কর্ম, মনোরথ ; ধর্মকর্ম করিবার পূর্বে কৃত প্রতিজ্ঞা, উদ্দেশ্য ; গৃহীত প্রস্তাব। বিঃ -বিকল্প—বাসনা ও সংশয়, দ্বৈধ। বিণঃ সঙ্কল্পিত—সঙ্কল্পের বিষয়ীভূত ; অভিপ্রেত, বাঞ্ছিত ইষ্ট ; কর্তব্যরূপে স্থিরীকৃত।

সঙ্কাশ—বিণঃ সকাশ, নিকট, সমীপস্থ ; (সমাসের উত্তরপদরূপে) সদৃশ (জবাকুসুমসঙ্কাশম্)।

সঙ্কীর্ণ—বিণঃ সঙ্কুচিত, অপ্রশস্ত ; অনুদার ; সমাকীর্ণ, নানাবস্তু-সমন্বিত, জনতাপূর্ণ। বিঃ -চিত্ত, -হৃদয়—অনুদার মন। বিণঃ -চেতা, -মনা—যাহার মন ছোট এমন। বিঃ -তা।

সঙ্কীর্তন—বিঃ বিশেষভাবে গুণ বা মহিমা কথন, দেবতার মহিমা গান ; কৃষ্ণগুণগান। বিণঃ সঙ্কীর্তিত।

সঙ্কুচিত—বিণঃ হ্রস্বীকৃত ; গুটানো, কোঁচকানো ; সঙ্কীর্ণ ; অপ্রসারিত ; নিমীলিত ; কুণ্ঠিত, জড়সড়।

সঙ্কুল—বিণঃ সমাকীর্ণ, পরিপূর্ণ ; মিশ্রিত ; সঙ্কীর্ণ।

সঙ্কুলান—বিঃ যাহাতে কুলায় এইরূপ অবস্থা, পর্যাপ্ত ; পর্যাপ্তি।

সঙ্কেত—বিঃ ইঙ্গিত, ইশারা ; চিহ্ন, নিয়ম ; শব্দের অর্থবোধক শক্তি; অভিধা। বিঃ -গৃহ, -নিকেতন, -স্থান—নায়ক-নায়িকার গোপন মিলনের স্থান বা মিলনের ব্যবস্থা।

সঙ্কোচ—বিঃ কুণ্ঠা ; সংক্ষেপ। বিঃ -ন—হ্রস্বীকরণ, সংক্ষেপ। বিণঃ -শূন্য, -হীন—লজ্জাশূন্য, অকুণ্ঠ।

সঙ্গ—বিঃ সংসর্গ, মিলন ; আসক্তি। বিঃ -দোষ—সংসর্গজনিত দোষ।

সঙ্গত—(১) বিণঃ (বিরল) মিলিত ; অনুযায়ী ; উচিত, সমীচীন, উপযুক্ত, যুক্তিযুক্ত। (২) বিঃ গানের সহিত বাজনার মিল।

সঙ্গতি—বিঃ মিলন ; মিল, সামঞ্জস্য, অবিরোধ ; যোগ্যতা ; যুক্তিযুক্ততা, উপযুক্ততা ; সংস্থান ; সামর্থ্য, ধন, সম্পদ্। বিণঃ -পন্ন, -শালী, -সম্পন্ন—ধনবান্। বিণঃ -শূন্য, -হীন—দরিদ্র, সম্বলশূন্য।

সঙ্গম—বিঃ মিলন, সংযোগ ; সহবাস ; সম্ভোগ ; নদী ইত্যাদির মিলন-স্থান।

সঙ্গিন, সঙ্গীন—(১) বিঃ বন্দুকের মুখে সংলগ্ন বেয়নাস্ত্র বা ছোরা। (২) বিণঃ গুরুতর, কঠিন, সঙ্কটাপন্ন, বিপজ্জনক।

সঙ্গী—বিঃ বিণঃ সহচর, বন্ধু, সাথী। (স্ত্রী)ঃ সঙ্গিনী।

সঙ্গীত, সংগীত—বিঃ গান ; গীত-বাদ্য-নৃত্য। বিণঃ -জ্ঞ—যে গীত-বাদ্য জানে এমন। বিঃ -বিদ্যা—নৃত্য-গীত-বাদ্যরূপ কলা। বিণঃ -বিদ্, -বিশারদ—সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শী। বিঃ -শাস্ত্র—সঙ্গীতবিষয়ক শাস্ত্র।

সঙ্গে—অব্যঃ সহিত, কাছে।

সঙ্গোপন—বিঃ সম্পূর্ণভাবে গোপন। ক্রি-বিণঃ সঙ্গোপনে—লুকাইয়া, সম্পূর্ণ গোপনে। বিণঃ সঙ্গোপিত—সম্পূর্ণভাবে লুকায়িত বা গুপ্ত।

সঙ্ঘ—বিঃ দল, সমূহ ; সমিতি ; বৌদ্ধ ভিক্ষুসমাজ।

সঙ্ঘটন—বিঃ মেলন, যোজন, একত্র-করণ ; ঘটানো-রূপ কার্য ; ঘটনা। বিঃ বিণঃ সঙ্ঘটক—সঙ্ঘটনকারী।

সঙ্ঘর্ষ—বিঃ সংঘর্ষ ; ঘর্ষণ ; সঙ্ঘটন।

**সংঘর্ষ, সংঘর্ষণ**—বিঃ পরস্পর ঘর্ষণ আঘাত বা ধাক্কা, ঘসড়ান; বিবাদ। বিণঃ **সংঘৃষ্ট**—পরস্পর ঘর্ষিত আহত বা ধাক্কাপ্রাপ্ত; বিবদমান।

**সংঘাত**—বিঃ আঘাত, ধস্তাধস্তি; সমূহ, সমষ্টি; নিবিড় সংযোগ।

**সংঘারাম**—বিঃ বৌদ্ধদিগের আশ্রম বা মঠ।

**সচকিত**—বিণঃ ত্রস্ত, সভয়, হঠাৎ ভীত, ভয়ে চঞ্চল। বিণঃ (স্ত্রী): **সচকিতা**।

**সচন্দন**—বিণঃ চন্দনলিপ্ত, সগন্ধ।

**সচরাচর**—(১) বিণঃ চরাচরের সহিত, স্থাবর-জঙ্গম সম্বন্ধীয়। (২) ক্রি-বিণঃ সাধারণতঃ, প্রায়শঃ, অধিকাংশ স্থলে। (৩) বিঃ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ।

**সচল**—বিণঃ গতিশীল, গতিযুক্ত, চলনশীল, চলন্ত; প্রচলিত, চালু।

**সচিত্র**—বিণঃ চিত্রযুক্ত।

**সচিব**—বিঃ মন্ত্রী; সঙ্গী, সহায়, সহচর; কার্যাধ্যক্ষ।

**সচেতন**—বিণঃ চেতনাযুক্ত, চৈতন্য-বিশিষ্ট, জীবন্ত; সতর্ক, সজাগ, তীক্ষ্ন-অনুভূতি যুক্ত।

**সচেষ্ট**—বিণঃ চেষ্টাযুক্ত, চেষ্টিত, উদ্যোগী।

**সচ্চরিত্র**—বিণঃ সদাচারী, শুদ্ধচরিত্র, সৎস্বভাব, নির্মল স্বভাব। বিঃ -তা।

**সচ্চিদানন্দ**—(১) বিঃ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের স্বরূপ, সৎ-চিৎ-আনন্দ অর্থাৎ নিত্য জ্ঞান-আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম। (২) বিণঃ নিত্যজ্ঞানসুখপূর্ণ।

**সচ্চিন্তা**—বিঃ সৎ বিষয়ের চিন্তা।

**সচ্ছল**—বিণঃ সঙ্গতিপন্ন, যথেষ্ট অর্থযুক্ত, অভাবশূন্য। বিঃ -তা।

**সচ্ছিদ্র**—বিণঃ ছিদ্রযুক্ত। বিঃ -তা।

**সজনী**—বিঃ (কাব্যে) প্রণয়িনী, সখী।

**সজল**—বিণঃ জলপূর্ণ, ভিজা; অশ্রু-পূর্ণ। -নয়ন, -নেত্র, -লোচন—(১) বিঃ জলভরা চোখ। (২) বিণঃ অশ্রুপূর্ণ নেত্র। ক্রি-বিণঃ -নয়নে, -নেত্রে, -লোচনে।

**সজাগ**—বিণঃ জাগ্রত; সতর্ক, সচেতন, হুঁশিয়ার।

**সজাতি**—(১) বিণঃ একজাতীয়। (২) বিঃ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি, সমশ্রেণী, সমজাতি। বিণঃ **সজাতীয়**—একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী): **সজাতীয়া**।

**সজীব**—বিণঃ জীবিত, জীবনযুক্ত, জীবন্ত; প্রাণশক্তিপূর্ণ। বিঃ -তা।

**সজোর**—বিণঃ জোরযুক্ত, প্রবল, শক্তি-সম্পন্ন। ক্রি-বিণঃ **সজোরে**—জোরের সহিত।

**সজ্জন**[১]—বিঃ সাধু ব্যক্তি, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, ভাল লোক।

**সজ্জন**[২], **সজ্জনা**—বিঃ সজ্জিতকরণ; সৈন্য সংস্থাপন।

**সজ্জা**—বিঃ বেশভূষা, সাজ; অলংকরণ; আয়োজন; উপকরণ। বিঃ -গৃহ—সাজঘর, প্রসাধন-কক্ষ।

**সজ্জিত**—বিণঃ সাজপোষাক করিয়াছে বা ঐরূপে প্রস্তুত হইয়াছে এমন; সাজানো বা অলংকৃত করা হইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী): **সজ্জিতা**।

**সজ্ঞান**—বিণঃ জ্ঞানযুক্ত; সচেতন। ক্রি-বিণঃ **সজ্ঞানে**—জ্ঞানতঃ, সচেতন অবস্থায়।

**সঞে**—অব্যঃ (কাব্যে) সঙ্গে; হইতে।

**সঞ্চয়**—বিঃ আহরণ, সংগ্রহ, চয়ন; পুঁজি, অর্থসংস্থান; জমা; সমূহ। বিঃ -ন—সংগ্রহকরণ। বিঃ (স্ত্রী):

**সঞ্চয়িতা**—সংগ্রহ। বিণঃ **সঞ্চয়ী**—সংগ্রহকারী ; যে ভবিষ্যতের জন্য অর্থাদি সঞ্চয় করিয়া রাখে। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সঞ্চয়িনী**। বিণঃ **সঞ্চিত**—সংগ্রহ করা হইয়াছে এমন। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **সঞ্চিতা**—সংগ্রহ। বিণঃ **সঞ্চীয়মান**—সংগ্রহ করা হইতেছে এমন। বিণঃ **সঞ্চেয়**—সঞ্চয়যোগ্য।

**সঞ্চরণ**—বিঃ বিচরণ ; কম্পন। বিণঃ **সঞ্চরমাণ**—সঞ্চরণ করিতেছে এমন। বিণঃ **সঞ্চরিত**।

**সঞ্চলন**—বিঃ চলন, বিচরণ ; কম্পন, দোলন, আন্দোলন। বিণঃ **সঞ্চলিত**—বিচরণ করিতেছে এমন ; কম্পিত।

**সঞ্চার, সঞ্চারণ**—বিঃ সংক্রমণ, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন, অবস্থান-পরিবর্তন ; (জ্যোতিষ) গ্রহাদির অন্যরাশিতে প্রবেশ বা অধিষ্ঠান ; গতি ; বিস্তার ; ব্যাপ্তি ; আবির্ভাব, আগমন ; স্থাপন, প্রতিষ্ঠাকরণ ; উদ্রেক ; চালন (রক্ত সঞ্চার)। বিঃ বিণঃ **সঞ্চারক**—সঞ্চারকারী। বিণঃ **সঞ্চারিত**—সঞ্চার করানো হইয়াছে বা সঞ্চার হইয়াছে এমন। **সঞ্চারী**—(১) বিণঃ সঞ্চরণশীল ; অস্থায়ী। (২) বিঃ (অলংকারশাস্ত্র) মনবমনের যে ভাবগুলি মনে স্বতন্ত্র থাকে না, অর্থাৎ স্থায়ী নহে—নয়টি স্থায়ী ভাবের (রতি হাস শোক ক্রোধ উৎসাহ ভয় জুগুপ্সা বিস্ময় শম) কোন-না-কোন একটিকে অবলম্বন করিয়া মনে যাতায়াত করে (নির্বেদ হর্ষ লজ্জা ইত্যাদি ৩৩টি সঞ্চারী ভাব) ; গানের তৃতীয় চরণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সঞ্চারিণী**।

**সঞ্চালন**—বিঃ চালনা ; আন্দোলন, দোলানো। বিণঃ **সঞ্চালক**—সঞ্চালনকারী। বিণঃ **সঞ্চালিত**—চালিত ; আন্দোলিত।

**সঞ্জনন, সঞ্জননা**—বিঃ উৎপাদন ; উৎপাদনশক্তি।

**সঞ্জাত**—বিণঃ উৎপন্ন।

**সঞ্জাব**—বিঃ কাপড়ে লাগানো পাড়।

**সঞ্জীবন**[১]—বিঃ প্রাণধারণ।

**সঞ্জীবন**[২]—(১) বিণঃ প্রাণসঞ্চারক। (২) বিঃ প্রাণ-সঞ্চার। (স্ত্রী)ঃ **সঞ্জীবনী**—(১) বিণঃ প্রাণ-সঞ্চারকারিণী। (২) বিঃ ঐরূপ ওষধি-বিশেষ।

**সটকা**—বিঃ আলবোলার নল।

**সটকান**[১]—বিঃ পলায়ন।

**সটকান**[২], **সটকানো**—(১) ক্রিঃ হঠাৎ গোপনে পলায়ন করা, সরিয়া পড়া। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

**সটান, সটাং**—(১) বিণঃ একটানা, সোজা। (২) ক্রি-বিণঃ সোজাসুজি।

**সটীক**—বিণঃ টীকা সহিত, ব্যাখ্যা অর্থ ইত্যাদি যুক্ত।

**সট্‌**—অব্যঃ অতিশয় ত্বরাসূচক।

**সঠিক**—(১) বিণঃ সম্পূর্ণ ঠিক, খাঁটি, যথার্থ, প্রকৃত, নির্ভুল। (২) ক্রি-বিণঃ যথাযথ।

**সডাক**—বিণঃ ডাকমাসুলসহ।

**সড়**—বিঃ গোপন পরামর্শ, চক্রান্ত, সাট, ষড়যন্ত্র।

**সড়ক**—বিঃ বড় রাস্তা।

**সড়কি**—বিঃ বর্শা, বল্লম।

**সড়গড়**—বিণঃ আয়ত্ত, অভ্যস্ত, মুখস্থ।

**সড়সড়**—অব্যঃ সর্পাদির দ্রুতগতি-সূচক ; শিহরণ চুলকানি ইত্যাদির অনুভূতিসূচক।

**সড়াক্, সড়াৎ**—অব্যঃ দ্রুতগতিসূচক অনুকার শব্দ।

**সতত**—ক্রি-বিণঃ সর্বদা, নিরন্তর।

**সততা**—বিঃ সাধুতা।

**সতর, সতরো**—বিঃ বিণঃ ১৭ সংখ্যা বা সংখ্যক, সপ্তদশ। বিঃ বিণঃ -ই—মাসের সতর তারিখ বা তারিখের।

**সতর্ক**—বিণঃ সাবধান। বিঃ -তা। বিঃ সতর্কীকরণ—সাবধানকরণ।

**সতা**—বিঃ (প্রাঃ কাব্যে) সতীন। বিঃ -ই—বিমাতা। বিণঃ -ত, -তো—বৈমাত্রেয়।

**সতিন, সতীন**—বিঃ সপত্নী, স্বামীর অপর পত্নী। বিঃ -কাঁটা—সতীনরূপ বাধা।

**সতী**—(১) বিঃ দক্ষকন্যা, শিবপত্নী, ভগবতী; সাধ্বী শুদ্ধচরিত্রা বা পতিব্রতা নারী; মৃত স্বামীর সহিত একই চিতায় স্বেচ্ছায় জীবন্ত পুড়িয়া মরে যে নারী, সহমৃতা রমণী। (২) বিণঃ পতিব্রতা, নির্মলচরিত্রা, সাধ্বী। বিঃ -ত্ব—সাধ্বী স্ত্রীর ধর্ম, পাতিব্রত্য; দৈহিক বিশুদ্ধতা। বিঃ -ত্ব-নাশ—পতিব্রতা স্ত্রীর ধর্ম বা দৈহিক বিশুদ্ধতা লোপ। বিঃ -নাথ, -পতি, -শ—শিব। বিঃ -গিরি, -পনা—(বিদ্রূপে) সতীত্বের ভান। বিঃ -লক্ষ্মী—সাধ্বী পবিত্র ও সুলক্ষণা স্ত্রী। বিঃ -সাধ্বী—অত্যন্ত সাধু ও পবিত্র স্বভাবা স্ত্রী। বিঃ -সাবিত্রী—সাবিত্রীর ন্যায় পতিব্রতা নারী।

**সতীচ্ছদ**—বিঃ যাহার পুরুষ-সহবাস হয় নাই এরূপ নারীর যোনিমুখ আবরণকারী ঝিল্লীর ন্যায় পাতলা পর্দা; কুমারী-ঝিল্লী।

**সতীর্থ, সতীর্থ্য**—বিঃ একই সময়ে অধ্যয়নকারী একই গুরুর ছাত্র, সহপাঠী।

**সতৃষ্ণ**—বিণঃ পিপাসার্ত, তৃষ্ণাযুক্ত; লালায়িত, স্পৃহাযুক্ত।

**সতেজ**— বিণঃ তেজাল; উগ্রতাযুক্ত; বলবান্; উদ্যমশীল।

**সতেরো**—সতর দ্রষ্টব্য।

**সৎ**[১]—(১) বিণঃ অস্তিত্বশীল, সত্তাযুক্ত; নিত্য, সত্য; সাধু; সু, শুভ, প্রশস্ত; পুণ্য; হিতকর। (২) বিঃ অস্তিত্বমাত্র (সৎস্বরূপ); ব্রহ্ম।

**সৎ**[২]—বিণঃ সতীন সম্পর্কিত। বিঃ -ছেলে—সপত্নীপুত্র। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -মেয়ে। বিঃ -ভাই—বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -বোন। বিঃ -মা—বিমাতা। বিঃ -শাশুড়ী—শাশুড়ীর সতীন।

**সৎকার, সৎক্রিয়া, সৎক্রিয়া**—বিঃ সম্মান, সমাদর, সেবা; শবদাহ, মৃতদেহ দাহ করিবার কাজ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। বিণঃ সৎকৃত।

**সত্তম**—বিণঃ অতি উত্তম, শ্রেষ্ঠ, সর্বোৎকৃষ্ট, অতিশয় সৎ।

**সত্তর**—বিঃ বিণঃ ৭০ সংখ্যা বা সংখ্যক।

**সত্তা**—বিঃ অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা, বর্তমানতা, নিত্যতা; উৎপত্তি; উৎকর্ষ; সাধুতা।

**সত্ত্ব**—বিঃ সত্তা, অস্তিত্ব; ত্রিগুণের শ্রেষ্ঠ গুণ, সত্ত্ব গুণ; প্রকৃতি, স্বভাব; আত্মা, মন; প্রাণ; শক্তি, সাহস; প্রাণী; পদার্থ; রস বা রসম্বারা প্রস্তুত বস্তু (আমসত্ত্ব)।

**সত্ত্বেও**—অব্যঃ কোন কিছু ঘটিলেও থাকিলেও হইলেও ইত্যাদি অর্থে।

**সত্য**—(১) বিণঃ প্রকৃত, যথার্থ, বাস্তব ; নির্ভুল, আসল। (২) বিঃ সৎ, নিত্যতা, বিদ্যমানতা ; যাথার্থ্য ; প্রতিজ্ঞা ; সত্যযুগ ; পৌরাণিক সপ্তলোকের অন্যতম। **-তা**—সত্যপরায়ণতা। বিঃ **-নারায়ণ**—হিন্দু-দেবতাবিশেষ। বিণঃ **-নিষ্ঠ**, **-পরায়ণ**—সত্যানুরাগী। বিঃ **-নিষ্ঠা**। বিঃ **-পথ**—সৎ উপায়। বিঃ **-পীর**—হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রতীক দেবতাবিশেষ, মুসলমান পীর ও হিন্দুর নারায়ণের অভিন্নতা। বিণঃ **-প্রতিজ্ঞ**—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিঃ **-বতী**—ব্যাসদেবের মাতা, ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধা। বিণঃ **-বাদী**—সত্য কথা বলে এমন। বিঃ **-বাদিতা**। **-বান্**—(১) বিণঃ সত্যযুক্ত। (২) বিঃ দ্যুমৎসেনপুত্র, সাবিত্রীর স্বামী। **-ব্রত**—(১) বিণঃ সত্যপরায়ণ। (২) বিঃ সূর্যবংশীয় নৃপবিশেষ ; ভীষ্ম। বিঃ **-ভঙ্গ**—প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি পালন না করা। বিঃ **-ভামা**—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী। বিঃ **-যুগ**—প্রথম যুগ। বিঃ **-রক্ষা**—প্রতিশ্রুতি বা প্রতিজ্ঞা অনুসারে কার্যকরণ। বিণঃ **-সন্ধ**—সত্যপ্রতিজ্ঞ।

**সত্যাগ্রহ**—বিঃ সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সত্যগ্রহণ, ধর্মঘট। বিণঃ **সত্যাগ্রহী**—সত্যাগ্রহকারী।

**সত্যানুরাগ**—বিঃ সত্যের প্রতি আসক্তি, সত্যনিষ্ঠা।

**সত্যানুরাগী**—বিণঃ সত্যের প্রতি আসক্ত, সত্যনিষ্ঠ।

**সত্যানুসন্ধান**—বিঃ প্রকৃত বিষয় বা তথ্য জানিবার জন্য গবেষণা।

**সত্যাপন, সত্যাপনা**—বিঃ প্রতিজ্ঞাকরণ ; শপথপূর্বক কথন।

**সত্যাসত্য**—বিঃ সত্য ও মিথ্যা।

**সাত্যি**—সত্য-র চলিতরূপ।

**সত্র**—বিঃ অন্নজলাদি বিতরণের স্থান, ছত্র, সদাব্রত ; যজ্ঞ, পূজা ; অধিবেশন, বৈঠক।

**সত্রাস**—বিণঃ ভীত, সভয়।

**সত্বর**—(১) ক্রি-বিণঃ শীঘ্র, অবিলম্বে। (২) বিণঃ ত্বরাযুক্ত।

**সদন**—বিঃ গৃহ, আলয়, বাটী ; সকাশ, সমীপ, নিকট।

**সদনুষ্ঠান**—বিঃ সৎকার্য।

**সদভিপ্রায়**—বিঃ সাধু উদ্দেশ্য।

**সদয়**—বিণঃ দয়ালু, সমবেদনাযুক্ত ; অনুকূল।

**সদর**—(১) বিঃ জেলার প্রধান নগর বা কার্যালয় ; বহির্বাটী, বাহিরের দিক। (২) বিণঃ জেলার প্রধান নগর বা কার্যালয়-সম্বন্ধীয় ; প্রধান; বাহিরের (সদর দরজা)। বিঃ **সদরআলা**, (চলিত) **সদরালা**—সাবজজ। **সদর জমা**—সরকারকে দেয় রাজস্ব। **সদর মহল**—বহিঃস্থ ভবন।

**সদর্থক**—বিণঃ অস্তিত্ববাচক ; ভাল বা উপযুক্ত অর্থসূচক।

**সদর্প**—বিণঃ দর্প বা অহঙ্কারযুক্ত, দাম্ভিক। ক্রি-বিণঃ **সদর্পে**—দর্পের সহিত।

**সদসৎ**—বিণঃ ভাল ও মন্দ ; ন্যায় ও অন্যায়।

**সদস্য**—বিঃ সভ্য ; সভাসদ্ ; যজ্ঞস্থলে বিধিপ্রদর্শক।

**সদা**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ সর্বদা, সতত, চিরকাল।

**সদাগর**—সওদাগর-এর চলিতরূপ।

সদাচার—বি: সাধু ব্যবহার, শাস্ত্রবিহিত বা শুদ্ধ আচরণ। বিণ: সদাচারী।
সদাত্মা—বিণ: সদাশয়, সাধু।
সদানন্দ—(১) বিণ: সর্বদা আনন্দযুক্ত; চির-আনন্দময়। (২) বি: শিব।
সদাব্রত—বি: অন্নসত্র অনুষ্ঠান।
সদালাপ—বি: সাধু বা উত্তম বিষয়ে কথোপকথন। বিণ: সদালাপী—সদালাপকারী।
সদাশয়—বিণ: সহৃদয়, উদার, উচ্চমনা, মহাশয়। বিণ: (স্ত্রী): সদাশয়া। বি: -তা।
সদাশিব—(১) বি: মহাদেব। (২) বিণ: অতি উদার বা অনুকূল, সর্বদা সন্তুষ্ট।
সদিচ্ছা—বি: সাধু সৎ বা শুভ ইচ্ছা।
সদুত্তর—বি: প্রকৃত বা যোগ্য জবাব।
সদুপায়—বি: সাধু বা ন্যায় পন্থা, উত্তম উপায়।
সদৃশ—বিণ: অনুরূপ, তুল্য, সমান, সম। বি: -তা। বি: সাদৃশ্য। -বিধান, -ব্যবস্থা—হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা।
সদ্গতি—বি: উত্তম পরিণাম; মুক্তি, পরিত্রাণ।
সদ্গোপ—বি: বাঙালী হিন্দু জাতি-বিশেষ।
সদ্বিচার—বি: সুবিচার, ন্যায়বিচার।
সদ্বিবেচক—বিণ: উত্তম বিচার করে এমন, সদ্বিবেচনাকারী।
সদ্বিবেচনা—বি: সুমীমাংসা বা বিচার; উত্তমরূপে নির্ধারণ।
সদ্ব্যবহার—বি: উত্তম ভদ্র বা শিষ্ট ব্যবহার; উপযুক্ত প্রয়োগ, সদুদ্দেশ্যে প্রয়োগ।
সদ্ব্যয়—বি: সাধু কার্যে ব্যবহার, উপযুক্ত বা সার্থক ব্যয়। বিণ: সদ্ব্যয়ী—সদ্ব্যয়কারী।
সদ্ভাব—বি: মিত্রতা; সৌহার্দ্য, বন্ধুভাব, প্রণয়।
সদ্ম—বি: গৃহ, আবাস।
সদ্যঃ, (চলিত) সদ্য—অব্য: এখনই, তৎক্ষণাৎ, সবে, এইমাত্র; টাটকা। বিণ: -পাতী—উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই পড়িয়া যায় এমন। সদ্যঃপ্রসূত—যে এইমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন। সদ্য সদ্য—তৎক্ষণাৎ, সঙ্গে সঙ্গে।
সদ্যোজাত—বিণ: যে সদ্যোমাত্র জন্মিয়াছে এমন।
সধবা—বি: যে স্ত্রীর স্বামী জীবিত আছে, সভর্তৃকা।
সধর্মা, সধর্মী—বিণ: সমান বা একই ধর্ম গুণ বা প্রকৃতি বিশিষ্ট।
সন—বি: সাল, বৎসর, অব্দ।
সনৎ—(১) বি: ব্রহ্মা। (২) বিণ: সর্বদা, সদা। বি: -কুমার—ব্রহ্মা-পুত্র, মুনিবিশেষ।
সনদ, সনন্দ—বি: আদেশপত্র, হুকুম-নামা, ফর্মান; দলিল; উপাধিপত্র।
সনাক্ত—শনাক্ত দ্রষ্টব্য।
সনাতন—(১) বিণ: চিরন্তন, শাশ্বত, নিত্য, চিরস্থায়ী; অপরিবর্তনীয় ও বহুকাল প্রচলিত। (২) বি: ঈশ্বর। সনাতনী—(১) বিণ: সনাতন-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বি: দুর্গা। (৩) বিণ: বি: প্রাচীনপন্থী। বি: -ধর্ম—চিরস্থায়ী বা শাশ্বত ধর্ম; প্রাচীন অপরিবর্তনীয় ও আবহমান প্রচলিত হিন্দু ধর্ম।
সনাথ—বিণ: প্রভু পতি বা রক্ষকযুক্ত, অভিভাবকযুক্ত; যুক্ত, সমন্বিত।

**সনাভি**—(১) বিণঃ সদৃশ ; স্নেহ-যুক্ত। (২) বিঃ সপিণ্ড, জ্ঞাতি।

**সনির্বন্ধ**—বিণঃ অতিশয় আগ্রহযুক্ত, মিনতি বা অনুনয় সহ, সাগ্রহ।

**সনে**—অব্যঃ (পদ্যে) সহিত, সঙ্গে।

**সনেট**—বিঃ চতুর্দশপদী কবিতা-বিশেষ।

**সন্ত**—বিঃ সাধু, সন্ন্যাসী।

**সন্তত**—বিণঃ ব্যাপ্ত ; নিরন্তর, অবিচ্ছিন্ন।

**সন্ততি**—বিঃ সন্তান ; বংশ, বংশাবলী, গোত্র ; শ্রেণী : অবিচ্ছেদ. ব্যাপ্তি, বিস্তার।

**সন্তপ্ত**—বিণঃ সন্তাপযুক্ত, মানসিক ব্যথায় উৎপীড়িত, শোকার্ত ; উত্তপ্ত।

**সন্তরণ**—বিঃ সাঁতার, পারগমন। বিণঃ **-পটু**—সাঁতার কাটিতে নিপুণ।

**সন্তর্পণ**—(১) বিঃ তৃপ্তিদান, তৃপ্ত-করণ। (২) বিণঃ তৃপ্তিদায়ক, তৃপ্তিজনক। ক্রি-বিণঃ **সন্তর্পণে**—অতি সাবধানে, সতর্কতার সহিত, মনোযোগ সহকারে।

**সন্তাড়িত**—বিণঃ বিশেষভাবে আলোড়িত বা চঞ্চলীকৃত।

**সন্তান**—বিঃ অপত্য, পুত্র বা কন্যা, বংশধর ; ব্যাপ্তি, অবিচ্ছেদ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-বতী**—সন্তানযুক্তা। বিণঃ **-বান্**। বিঃ **-বাৎসল্য**—সন্তানের প্রতি স্নেহ। বিঃ **-সম্ভাবনা**—সন্তানজন্মের সূচনা। বিণঃ **-হীন**—নিঃসন্তান। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-হীনা**। বিণঃ **সন্তানোচিত**—সন্তানের উপযুক্ত।

**সন্তাপ**—বিঃ দুঃখ. শোক. মনস্তাপ. মনোবেদনা ; উত্তাপ : তাপবৃদ্ধি। **-কর**—(১) বিঃ সন্তাপ দান। (২) বিণঃ সন্তাপজনক। বিণঃ **সন্তাপিত**—দগ্ধীভূত, সন্তাপযুক্ত।

**সন্তুষ্ট**—বিণঃ অতিশয় তুষ্ট, পরিতুষ্ট, পরিতৃপ্ত ; সুপ্রসন্ন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সন্তুষ্টা**। বিঃ **সন্তুষ্টি**।

**সন্তোলন**—বিঃ ঘি-এ বা তেলে অল্প ভর্জিতকরণ, কষা, সাঁতলানো।

**সন্তোলা**—ক্রিঃ (কাব্যে) সাঁতলানো।

**সন্তোষ**—বিঃ সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, ইচ্ছার নিবৃত্তি ; হর্ষ, আনন্দ।

**সন্ত্রস্ত**—বিণঃ অত্যন্ত ভীত, ভয়ে অভিভূত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সন্ত্রস্তা**।

**সন্ত্রাস**—বিঃ অতিশয় ভয় বা শঙ্কা। বিঃ **-বাদ**—রাজনীতিক উদ্দেশ্যে বা ক্ষমতালাভের জন্য হিংস্র কার্য অর্থাৎ অত্যাচার হত্যা ইত্যাদি বিধেয়—এই মত, ভয়দ্বারা শাসন। বিঃ বিণঃ **-বাদী**, **-ক**—যে সন্ত্রাসবাদ অনুসারে কার্য করে। বিণঃ **সন্ত্রাসিত**—সন্ত্রস্ত।

**সন্দংশ**, **সন্দংশিকা**, **সন্দংশী**—বিঃ সাঁড়াশি, চিমটা, জাঁতি ইত্যাদি যাহা সম্যক্‌রূপে দংশন করে। বিণঃ **সন্দষ্ট**—ধরা বা কামড়ানো হইয়াছে এমন।

**সন্দর্ভ**—বিঃ প্রবন্ধ, রচনা, গ্রন্থ ; সংগ্রহ, সঙ্কলন।

**সন্দর্শন**—বিঃ সম্যক্ দর্শন।

**সন্দিগ্ধ**—বিণঃ সন্দেহযুক্ত, সন্দেহ-ভাজন ; সংশয়াপন্ন। **-চিত্ত**—(১) বিণঃ যাহার মন সন্দেহে পূর্ণ এমন। (২) বিঃ সন্দেহযুক্ত মন।

**সন্দিষ্ট**—বিণঃ আদিষ্ট, নির্দেশ-প্রাপ্ত।

**সন্দিহান**—বিণঃ সন্দেহকারী।

**সন্দীপক**—বিণঃ প্রজ্বলিত বা উৎ-সাহিত করে এমন।

সন্দীপন—(১) বিঃ প্রজ্বলন, অগ্নি-সংলগ্ন হওন ; উৎসাহিতকরণ। (২) বিণঃ প্রজ্বালক ; উৎসাহক, উদ্দীপক। বিণঃ সন্দীপিত, সন্দীপ্ত—প্রজ্বলিত ; উৎসাহিত।

সন্দেশ১—বিঃ সংবাদ, বার্তা, খবর ; আদেশ। বিঃ -বহ—সংবাদবহনকারী, বার্তাবহ, দূত।

সন্দেশ২—বিঃ ছানা-ও চিনি সহযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ।

সন্দেহ—বিঃ সংশয়, অনিশ্চয়তা ; অবিশ্বাস।

সন্ধান—বিঃ অন্বেষণ, খোঁজ ; তত্ত্ব, রহস্য, গোপন তথ্য, ধনুকাদিতে শর যোজন বা সংযুক্তকরণ ; মদ্য প্রস্তুত-করণ, গাঁজানোর কাজ ; সন্ধি, বন্ধন ; সংঘটন ; মিশ্রণ। বিণঃ সন্ধাতা, সন্ধানী, সন্ধায়ী—সন্ধান-কারী ; খোঁজ রাখে এমন।

সন্ধি—বিঃ মিলন, বিভিন্ন বিরুদ্ধপক্ষ বা শত্রুপক্ষের মধ্যে ঐক্যস্থাপন বা শান্তিস্থাপন বা বিবাদের মীমাংসা-করণ ; রাজনৈতিক চুক্তি ; কব্জা, জোড় ; দেহের অস্থি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড় বা গ্রন্থিমুখ ; মিলনকাল (বয়ঃসন্ধি) ; দিনরাত্রি দুইতিথি ইত্যাদির মিলনকাল (সন্ধিপূজা) ; সন্ধান, খোঁজ, রহস্য ; সিঁদ (সন্ধিপথ) ; কৌশল ; (ব্যাকরণ) দুই বর্ণের মিলন (ব্যঞ্জনসন্ধি)। বিঃ -পূজা—(দুর্গাপূজায়) মহাষ্টমীর শেষে মহানবমীর পূজা। বিঃ -বিগ্রহ—শান্তি ও যুদ্ধ।

সন্ধিত—বিণঃ মিলিত ; বদ্ধ ; মদ্যে পরিণত।

সন্ধিৎসা—বিঃ সন্ধানের ইচ্ছা। বিণঃ সন্ধিৎসু—সন্ধান করিতে ইচ্ছুক, সন্ধানেচ্ছু।

সন্ধুক্ষণ—বিঃ উদ্দীপন, উত্তেজনা।

সন্ধ্যা—বিঃ দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ ; রাত্রির আরম্ভ, সাঁঝ, গোধূলিসময় ; দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণে উপাসনা বা উপাস্যমন্ত্র, আহ্নিক ; যুগের আরম্ভ-কাল ; অবসান-কাল (জীবন-সন্ধ্যা)। বিঃ -দীপ—সন্ধ্যাবেলায় গৃহবধূ যে প্রদীপ জ্বালিয়া তুলসী-মঞ্চে বা গৃহ দেবতার সম্মুখে রাখে। বিঃ -রাগ—অস্তগামী সূর্যের আলোকচ্ছটা বা আভা। বিঃ -লোক—অস্তগামী সূর্যের ক্ষীণ বা ম্লান আলো। বিঃ -হ্নিক—সন্ধ্যা এবং পূজা প্রভৃতি।

সন্নত—বিণঃ প্রণতঃ, বিনত, অবনত। বিঃ সন্নতি—প্রণাম ; নম্রতা।

সন্নদ্ধ—বিণঃ অস্ত্রবর্মাদি দ্বারা সজ্জিত, সশস্ত্র ; সংবদ্ধ ; শ্রেণীবদ্ধ, বিন্যস্ত।

সন্না—বিঃ ক্ষুদ্র চিমটা।

সন্নাহ—বিঃ বর্ম, রণসজ্জা ; অঙ্গত্রাণ ; কবচ।

সন্নিকট—(১) বিঃ অতি নিকট। (২) ক্রি-বিণঃ অতি নিকটে। (৩) বিণঃ অতি নিকটবর্তী, লাগোয়া ; আসন্ন।

সন্নিকর্ষ—বিঃ নৈকট্য, সান্নিধ্য। বিঃ -ণ—নিকটে অবস্থান। বিণঃ সন্নিকৃষ্ট—সমীপবর্তী, সংলগ্ন।

সন্নিধান, সন্নিধি—বিঃ নৈকট্য, সামীপ্য, সমাগম।

সন্নিপাত—বিঃ একত্র মিলন ; সমবায়, সমূহ, সমষ্টি ; সম্যক্ পতন বা বিনাশ বা মরণ ; (আয়ুর্বেদ) বাত

পিত্ত কফ—এই ত্রিদোষজ বিকার-বিশেষ, টাইফয়েড।

সন্নিবদ্ধ—বিণঃ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ; গ্রথিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ। বিণঃ সন্নিবদ্ধ, সন্নিবন্ধন—দৃঢ়বন্ধন; বিন্যস্ত।

সন্নিবিষ্ট—বিণঃ ভিতরে প্রবিষ্ট; বিন্যস্ত, শ্রেণীবদ্ধ; সম্মুখে উপস্থিত।

সন্নিবৃত্ত—বিণঃ সম্পূর্ণ বিরত, ক্ষান্ত; প্রত্যাগত। বিঃ সন্নিবৃত্তি।

সন্নিবেশ—বিঃ বিন্যাস, সংস্থাপন, স্থিতি, সংযোগ; সমীপ; প্রবেশ করানো। বিণঃ সন্নিবেশিত—সন্নি-বিষ্ট করা হইয়াছে এমন।

-সন্নিভ—বিণঃ সদৃশ, সমান, তুল্য।

সন্নিহিত—বিণঃ নিকটবর্তী, সংলগ্ন; সম্যক্ স্থাপিত।

সন্ন্যস্ত—বিণঃ নিক্ষিপ্ত; সমর্পিত; ন্যস্ত; ত্যক্ত।

সন্ন্যাস—বিঃ ভিক্ষুধর্ম; সংসার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরচিন্তা; হিন্দু শাস্ত্র-মতে জীবনের চতুর্থ বা শেষ পর্যায়; রোগবিশেষ। বিঃ বিণঃ সন্ন্যাসী—ভিক্ষু, সংসারত্যাগী। (স্ত্রী)ঃ সন্ন্যাসিনী।

সন্মার্গ—বিঃ সৎ পথ; ধর্মের পথ।

সপ—বিঃ বড় মাদুর।

সপক্ষ—বিণঃ পাখা বা ডানাযুক্ত। বিঃ -তা।

সপক্ষ—বিণঃ (এক) পক্ষাবলম্বী; অনুকূল।

সপত্ন—বিঃ শত্রু (মূলতঃ সপত্নীর ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী)।

সপত্নী—বিঃ সতিন।

সপত্নীক—বিণঃ ক্রি-বিণঃ সস্ত্রীক, পত্নীর সহিত।

সপরিবার—বিণঃ স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ। ক্রি-বিণঃ সপরিবারে—পরিবারের সকলের সহিত।

সপর্যা—বিঃ পূজা, উপাসনা; সেবা।

সপসপ—অব্যঃ সিক্ততা বা আর্দ্রতার লক্ষণ প্রকাশক, তরল বা ভিজা জিনিস খাইবার শব্দ। বিণঃ সপসপে—সপসপ করিতেছে এমন।

সপাং, সপাৎ—অব্যঃ বেত নাড়িবার বা সজোরে মারিবার শব্দ।

সপাদ—বিণঃ পদযুক্ত; সিকিভাগের সহিত, সওয়া।

সপাসপ—অব্যঃ দ্রুত সপসপ করিয়া খাইবার বা বেত মারিবার শব্দ।

সপিণ্ড—বিঃ সপ্তপুরুষান্তর্গত জ্ঞাতি, পিণ্ডাধিকারী। বিঃ সপিণ্ডীকরণ—মৃত্যুর এক বৎসর পরে প্রেত-মোচনের জন্য কৃত শ্রাদ্ধ; (ব্যঙ্গে) বিনাশ।

সপিনা—বিঃ সমন, আদালতে হাজির হইবার নির্দেশনামা।

সপেটা—বিঃ ফলবিশেষ।

সপ্ত—বিঃ বিণঃ সাত সংখ্যা বা সংখ্যক। -ক—(১) বিণঃ সপ্ত-সংখ্যক, সাতটি। (২) বিঃ সাতটির সমষ্টি; (সঙ্গীতে) স্বরগ্রাম অর্থাৎ সা ঋ গা মা পা ধা নি। বিণঃ -চত্বারিংশ, -চত্বারিংশত্তম—সাতচল্লিশ সংখ্যার পূরক। বিঃ বিণঃ -চত্বারিংশৎ—সাতচল্লিশ সংখ্যা বা পরিমাণ। বিঃ -চ্ছদ—ছাতিম গাছ। বিণঃ -তল—সাততলা। বিঃ বিণঃ -তি—সত্তর সংখ্যা বা সংখ্যক বা পরিমাণ। বিণঃ -তিতম—সত্তর সংখ্যার পূরক। বিণঃ -ত্রিংশ, -ত্রিংশত্তম—সাঁইত্রিশ সংখ্যার পূরক। বিঃ বিণঃ -ত্রিংশৎ—সাঁইত্রিশ

সংখ্যা বা সংখ্যক। -দশ—(১) বিঃ বিণঃ সতের সংখ্যা বা সংখ্যক। (২) বিণঃ সতের সংখ্যার পূরক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -দশী—সতের বৎসর বয়স্কা। বিঃ -দ্বীপ—(পুরাণে) জম্বু শাল্মলী কুশ প্লক্ষ শাক ক্রৌঞ্চ পুষ্কর—এই সাতটি দ্বীপ বা পৃথিবীর সাতটি বিভাগ। (স্ত্রী)ঃ -দ্বীপা—(১) বিঃ পৃথিবী। (২) বিণঃ সাতটি দ্বীপ বা বিভাগ যুক্তা। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ -ধা—সাত দিকে প্রকারে বা ভাগে ; সাতবার। বিঃ -পদী—হিন্দু বিবাহে বরবধূর এক-সঙ্গে সাত পা গমন বা পরিক্রমা-রূপ অনুষ্ঠান। বিঃ -পর্ণ—সপ্তচ্ছদ দ্রষ্টব্য। বিঃ -পাতাল—(পুরাণে) তল অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল—এই সপ্ত অধো-ভুবন। বিণঃ -ম—সাত সংখ্যার পূরক। -মী—(১) বিঃ তিথি-বিশেষ। (২) বিণঃ সপ্তম-এর স্ত্রীলিঙ্গ। বিঃ -রথী—দ্রোণাচার্য কৃপাচার্য কর্ণ শকুনি দুর্যোধন দুঃশাসন অশ্বত্থামা—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনপুত্র বালক অভিমন্যুকে বধ-কারী এই সপ্তবীর। বিঃ -র্ষি—মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু বশিষ্ঠ—এই সাত ঋষি এবং তাঁহাদের নামে খ্যাত নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ, সপ্তর্ষি-মণ্ডল। বিঃ -র্ষিমণ্ডল—সপ্তর্ষি দ্রষ্টব্য। বিঃ -লোক, -স্বর্গ—(পুরাণে) ভূঃ ভুবঃ স্বঃ জন মহঃ তপঃ সত্য—এই সাতভুবন। বিঃ -শতী—সাতশতের সমষ্টি, সাতশত শ্লোক-যুক্ত দেবীমাহাত্ম্যবিষয়ক গ্রন্থ বা চণ্ডী। বিঃ -সমুদ্র, -সিন্ধু—(পুরাণে) লবণ ইক্ষুরস সুরা ঘৃত ক্ষীর দধি স্বাদূদক—এই সাত সমুদ্র। বিঃ -সুর, -স্বর—(সঙ্গীতে) ষড়্‌জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ—স্বরগ্রামের অন্তর্ভুক্ত এই সাতটি সুর। বিঃ -স্বরা—জলতরঙ্গ।

সপ্তাশ্ব—বিঃ (সপ্ত অশ্বচালিত রথা-রূঢ়) সূর্য।

সপ্তাহ—বিঃ সাতদিনের সমষ্টি।

সপ্রতিভ—বিণঃ বুদ্ধিমান্, প্রতিভা-শালী ; চটপটে, সঙ্কোচহীন ঘাবড়ায় না এমন, (কার্যে) তৎপর।

সপ্রমাণ—বিণঃ প্রমাণিত, প্রমাণযুক্ত।

সফর[১]—বিঃ (দেশ বিদেশ) ভ্রমণ, পর্যটন ; মুসলমানী বৎসরের দ্বিতীয় মাস।

সফরী, সফর[২]—বিঃ পুঁটিমাছ।

সফল—বিণঃ ফলবান্, সিদ্ধিযুক্ত, সিদ্ধ, কার্যকর। বিঃ -তা।

সফেদ—বিণঃ সাদা।

সফেদা—বিঃ চাউলের গুঁড়া ; খরমুজ-বিশেষ ; সীসা হইতে প্রস্তুত সাদা রঙবিশেষ।

সফেন—বিণঃ ফেনাযুক্ত, ফেনাময়।

সব—(১) বিণঃ সকল, সমস্ত, সর্ব। (২) সর্বঃ সমস্ত লোক বিষয় বা সম্পদ্। বিণঃ -চিন—সকলকে চেনে এমন। বিণঃ -জান্তা—(প্রায় ব্যঙ্গে) সকল বিষয় জানে এমন, সর্বজ্ঞ। বিণঃ-বিণঃ ক্রি-বিণঃ -শুদ্ধ—মোট। সর্বঃ সবাই, (চলিত) সব্বাই—সকলেই, প্রত্যেকেই। বিণঃ সবাকার, সবার—সকলের।

সবংশ—বিণঃ বংশের সকলের সহিত বিদ্যমান। ক্রি-বিণঃ সবংশে—বংশের সকলের সহিত।

সবীজ, সবীজী—বিঃ আনাজ, তারকারী।

সবরীকলা—বিঃ মর্তমান কলা।

সবর্ণ—(১) বিঃ সমবর্ণ বা জাতি, স্বজাতি। (২) বিণঃ সমানজাতি-ভুক্ত, সদৃশ।

সবল—বিণঃ বলবান্, বলিষ্ঠ ; সসৈন্য। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সবলা। বিঃ -তা। ক্রি-বিণঃ সবলে—বলের সহিত, জোর করিয়া, সজোরে ; সসৈন্যে।

সবাই—সব দ্রষ্টব্য।

সবিতা—(১) বিণঃ প্রসবিতা, জনয়িতা। (২) বিঃ সূর্য, ঈশ্বর। (স্ত্রী)ঃ সবিত্রী—(১) বিণঃ প্রসবিত্রী। (২) বিঃ জননী।

সবিনয়—বিণঃ বিনয়যুক্ত, বিনীত। ক্রি-বিণঃ সবিনয়ে—বিনয়ের সহিত।

সবিরাম—বিণঃ বিরাম বা বিরতিযুক্ত, একটানা নহে অর্থাৎ ছাড়িয়া ছাড়িয়া বা মাঝে মাঝে হয় এমন।

সবিশেষ—(১) বিণঃ সম্যক্ প্রকার, বিশেষ, অসাধারণ। (২) ক্রি-বিণঃ বিশেষরূপে, সূক্ষ্মরূপে।

সবিষ—বিণঃ বিষযুক্ত, বিষধর।

সবিস্তর, সবিস্তার—বিণঃ বিশদ, বিস্তীর্ণ, বিস্তারযুক্ত, বাহুল্য-বিশিষ্ট। ক্রি-বিণঃ সবিস্তারে।

সবিস্ময়—বিণঃ বিস্ময়যুক্ত, আশ্চর্যা-ন্বিত। ক্রি-বিণঃ সবিস্ময়ে।

সবুজ—বিণঃ হরিৎ ; তরুণ, অল্পবয়স্ক।

সবুর—বিঃ ধৈর্যধারণ, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা ; অপেক্ষা, দেরি।

সবে—(১) সর্বঃ সকলে। (২) অব্যঃ কেবল, মাত্র, এইমাত্র ; সাকল্যে, মোটে, সবশুদ্ধ। অব্যঃ -মাত্র—এইমাত্র।

সব্য—বিণঃ বাম ; বাম দক্ষিণ বা ডান উভয়। -সাচী—(১) বিণঃ উভয় হস্তে সমান কাজ করিতে সক্ষম এমন, উভয় হস্ত দ্বারা শরনিক্ষেপে সমর্থ এমন। (২) বিঃ অর্জুন।

সভয়—বিণঃ ভয়যুক্ত, ভীত, ভীরু। ক্রি-বিণঃ সভয়ে—ভয়ের সহিত।

সভর্তৃকা—বিণঃ সধবা।

সভা—বিঃ সমিতি, পরিষৎ, সঙ্ঘ ; গোষ্ঠী ; সমাজ ; কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য লোক সমাগম, সম্মেলন, বৈঠক, দরবার। বিঃ -কক্ষ, -তল, -মণ্ডপ, -স্থল—যে স্থানে সভার অধিবেশন হয়। বিঃ -কবি—রাজ-সভায় নিযুক্ত কবি। বিণঃ -কুণ্ঠ—মুখচোরা, লাজুক, সভাদিতে যোগ-দানের সময়ে দুর্বলচেতা বা লাজুক হইয়া পড়ে এমন। বিঃ -জন—সভাস্থ ব্যক্তি, সভাসদ্ ; (সৌজন্যসূচক) সম্ভাষণ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -নেত্রী—সভার কার্য পরিচালিকা। বিঃ -পতি, -নায়ক—সভার কার্য পরিচালক। বিঃ -সদ্, -সৎ—সদস্য, সভ্য। বিঃ -সমিতি—বিভিন্ন সভা ও সঙ্ঘ। বিঃ সভা-সাহিত্য—রাজা ও রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় রাজসভার নিযুক্ত সাহিত্যিকগণ কর্তৃক রচিত সাহিত্য।

সভ্য—(১) বিণঃ শিষ্ট, মার্জিত, ভদ্র, সুশীল, মার্জিত ও উন্নত রুচি বা সংস্কৃতি সম্পন্ন, উন্নত জীবনযাত্রা বা সমাজভুক্ত (সভ্য জাতি)। (২) বিঃ সভা বা সঙ্ঘের সদস্য, সভাসদ্। বিঃ (স্ত্রী)ঃ সভ্যা। বিঃ সভ্যতা—শিষ্টতা, ভদ্রতা, সমাজ এবং জীবন-যাত্রার বিশিষ্ট উৎকর্ষ। বিণঃ -ভব্য—শিষ্ট ও ভদ্র।

**সম্‌**—সম্যক্ আভিমুখ্য সমুচ্চয় সমূহ সংযোগ সাদৃশ্য সহিত ইত্যাদি সূচক উপসর্গবিশেষ।

**সম**—(১) বিণঃ সমান, অনুরূপ, তুল্য, একই ; অবন্ধুর, ঋজু ; অভিন্ন ; সমূহ ; যুগ্ম, জোড় ; সাধু। (২) বিঃ (সঙ্গীতে) গীতবাদ্যের সুর-সামঞ্জস্য ; তালের মাত্রাবিশেষ বা সমাপ্তি যাহা বেশী জোরে উচ্চারিত বা বাদিত হয়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সমা**। বিঃ -তা, সাম্য।

**সমকক্ষ**—বিণঃ সমান শক্তিসম্পন্ন, তুল্য প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী ; সমান। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সমকক্ষা**। বিঃ -তা।

**সমকাল**—বিঃ একই সময় বা মুহূর্ত। বিণঃ **সমকালিক, সমকালীন**—সমসাময়িক, একই সময়ের।

**সমকেন্দ্রিক**—বিণঃ এক কেন্দ্রবিশিষ্ট।

**সমকোণ**—বিঃ (জ্যামিতি) একটি সরল-রেখার উপর একটি লম্ব অঙ্কন করিলে যে কোণ সৃষ্ট হয়। বিণঃ **সমকৌণিক**—সমকোণ-সংক্রান্ত।

**সমক্ষ**—বিণঃ প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট, দৃষ্টিগোচর, চক্ষুর সমীপ, প্রতীয়মান। ক্রি-বিণঃ **সমক্ষে**—সামনে, দৃষ্টির সম্মুখে, উপস্থিতিতে।

**সমগ্র**—বিণঃ সমস্ত, আগাগোড়া, সম্পূর্ণ। বিঃ -তা।

**সমঙ্গা**—বিণঃ সর্বত্রগামিনী।

**সমচতুর্ভুজ**—বিঃ (জ্যামিতি) যে চারি-কোণা ক্ষেত্রের চার বাহু ও চারকোণ পরস্পর সমান।

**সমঝ, সমজ**—বিঃ বুদ্ধি, জ্ঞান ; বিবেচনা ; প্রণিধান, উপলব্ধি। বিণঃ **-দার**—সমজ্ঞ, বোঝে বা উপলব্ধি করিতে পারে এমন, বিজ্ঞ। ক্রিঃ **সমঝা, সমজা**—বুঝা, প্রণিধান করা। ক্রিঃ **সমঝান, সমঝানো**—বুঝা, বুঝানো ; সতর্ক করা, শাসন করা।

**সমজাতি**—(১) বিঃ একই জাতি বা শ্রেণী। (২) বিণঃ একজাতিভুক্ত। বিঃ -তা, -ত্ব। বিণঃ **সমজাতীয়**—একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বিঃ **সমজাতীয়তা, সমজাতীয়ত্ব**।

**সমঞ্জস**—বিণঃ উচিত, উপযুক্ত, সঙ্গত ; ঠিক, সমীচীন ; সদৃশ। বিঃ -তা, **সামঞ্জস্য**—সঙ্গতি, উপযুক্ততা, সমীচীনতা।

**সমতল**—বিণঃ উঁচু-নীচু নহে এমন, সমান, অবন্ধুর।

**সমতীত**—বিণঃ বিগত, অতীত।

**সমতা**—বিঃ তুল্যতা, সাদৃশ্য, সাম্য, অভেদ ; অবন্ধুরতা।

**সমতুল**—বিণঃ সমান ধর্ম বা গুণযুক্ত, সমকক্ষ, তুল্য।

**সমতুল্য** (অশুদ্ধ)—বিণঃ সমকক্ষ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সমতুল্যা**।

**সমত্ত**—সোমত্ত-র রূপভেদ।

**সমদর্শন**—বিঃ ভেদাভেদহীন বা নিরপেক্ষ বিচার, অপক্ষপাতিতা।

**সমদর্শী**—বিণঃ ভেদজ্ঞানহীন, নিরপেক্ষ, তুল্যদর্শী, অপক্ষপাতী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সমদর্শিনী**। বিঃ **সমদর্শিতা**।

**সমদূরবর্তী**—বিণঃ সমান দূরে অবস্থিত। বিঃ **সমদূরবর্তিতা**।

**সমদৃষ্টি**—বিঃ সমদর্শন, নিরপেক্ষতা।

**সমধিক**—বিণঃ অত্যধিক, অতিশয়, খুব বেশী।

**সমন**—বিঃ আদালতে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আদেশপত্র।

**সমন্ততঃ, সমন্তাৎ**—অব্যঃ সর্বতঃ, সকলদিকে, সর্বত্র।

**সমন্বয়**—বিঃ সঙ্গতি, মিলন, অবিরোধ, সংযোজন। বিণঃ **সমন্বিত**—সংযুক্ত, সমন্বয়যুক্ত, মিলিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সমন্বিতা**।

**সমপদস্থ**—বিণঃ সমান পদে অধিষ্ঠিত।

**সমপৃষ্ঠ**—বিণঃ সমতল, অবন্ধুর।

**সমপ্রাণ**—বিণঃ অন্তরঙ্গ, সমান বা অভিন্ন হৃদয়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সমপ্রাণা**। বিঃ -তা।

**সমবয়সী, সমবয়স্ক**—বিণঃ সমান বয়সযুক্ত, একবয়সী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সমবয়সী, সমবয়স্কা**।

**সমবর্তন**—বিঃ মেরুর অভিমুখীকরণ।

**সমবর্তী**—বিণঃ সমানভাবে অবস্থিত।

**সমবস্থা**—বিঃ একই অবস্থা বা দশাযুক্ত।

**সমবায়**—বিঃ সমূহ, বহুত্ব; মিলন, সংযোগ; সমবেত কর্মপ্রচেষ্টা বা অনুষ্ঠান; নিত্যসম্বন্ধ। বিঃ **-সমিতি**—পরস্পরকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে যৌথভাবে গঠিত ও পরিচালিত সংস্থা। বিণঃ **সমবায়ী**—নিত্যসম্বন্ধ; উপাদান।

**সমবেত**—বিণঃ সম্মিলিত; একত্রীভূত; নিত্যসম্বন্ধ।

**সমবেদনা, সমব্যথা**—বিঃ অপরের দুঃখে দুঃখবোধ, সহানুভূতি, দয়া। বিণঃ **সমব্যথী**—সমবেদনা প্রকাশক, সমবেদনাযুক্ত, সহৃদয়।

**সমভাব**—বিঃ একই ভাব বা অবস্থা, সমান অবস্থা, সমতা, সাদৃশ্য।

**সমভিব্যাহার**—বিণঃ সঙ্গ, একত্র গমন বা অবস্থান। বিণঃ **সমভিব্যাহারী**—সঙ্গী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সমভিব্যাহারিণী**। ক্রি-বিণঃ **সমভিব্যাহারে**—সঙ্গে।

**সমভূমি**—বিঃ সমতল ভূমি; সমান উচ্চ প্রান্তর।

**সমমণ্ডল**—বিঃ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল।

**সমমূল্য**—(১) বিণঃ মূল্যের সমতাযুক্ত, একই মূল্যবিশিষ্ট। (২) বিঃ এক দাম। বিঃ -তা।

**সময়**—বিঃ কাল, বেলা; অবসর, ফুরসত, সুযোগ; উপযুক্ত কাল; আমল, যুগ; মৃত্যুকাল; আয়ুষ্কাল; সুদিন; নিয়ম, রীতি, প্রথা, চল। ক্রি-বিণঃ **সময়-সময়, সময়ে সময়ে**—কখনও কখনও। বিণঃ **-সেবক, -সেবী**—সময় বুঝিয়া সুবিধামত মত ও পথের পরিবর্তনকারী, সুবিধাবাদী। বিঃ **সময়ান্তর**—অন্য সময়। বিণঃ **সময়োচিত, সময়োপযোগী**—সময়ের পক্ষে উচিত ও উপযুক্ত, যথাকালে ঘটিত।

**সমর**—বিঃ যুদ্ধ। বিণঃ **-শায়ী**—যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত। বিঃ **-সজ্জা**—যুদ্ধের উপযুক্ত সাজ বা পোশাক; যুদ্ধের আয়োজন। বিঃ **সমরাঙ্গন, -শয্যা**—রণভূমি, যুদ্ধক্ষেত্র। বিঃ **সমরানল**—যুদ্ধরূপ অগ্নিকাণ্ড।

**সমরস**—বিঃ সমান বা তুল্য আনন্দ।

**সমরাশি**—বিঃ (গণিত) যুগ্ম রাশি।

**সমরূপ**—বিণঃ একইরূপ, সমান।

**সমর্থ**—বিণঃ সক্ষম, পারগ, কর্মক্ষম, শক্তিমান্, ক্ষমতাবান্; যোগ্য। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সমর্থা**। বিঃ -তা।

**সমর্থক**—বিণঃ সমর্থনকারী, পৃষ্ঠপোষক।

**সমর্থন, সমর্থনা**—বিঃ প্রতিপোষণ; দৃঢ়ীকরণ। বিণঃ **সমর্থিত**—সমর্থন করা হইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সমর্থিতা**।

**সমর্পণ**—বিঃ সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দান, প্রদান, উৎসর্গ। বিণঃ **সমর্পিত**।

**সমল**—বিণঃ ময়লাযুক্ত, মলিন।

**সমলয়**—বিণঃ সমকালে ঘটিত।

**সমশ্রেণী**—বিঃ একই জাতি বা গোষ্ঠী।

**সমষ্টি**—বিঃ সাকল্য, মোট ; যোগফল।

**সমসাময়িক** (অশুদ্ধ অথচ প্রচলিত), **সামসময়িক** (শুদ্ধ)—বিণঃ একই কালের বা যুগের, সমকালীন। বিঃ -তা।

**সমসূত্র**—বিঃ একই সরলরেখা ; কাল্পনিক বৃত্তবিশেষ যাহা দিক্‌চক্রবালের পূর্ব ও পশ্চিম বিন্দু ভেদ করিয়াছে ; একই উপায় ; একই বন্ধন।

**সমস্ত**—বিণঃ সকল, সব, সমুদয় ; (ব্যাকরণ) সমাসবদ্ধ বা সমাসযুক্ত ; সংক্ষিপ্ত।

**সমস্থলী**—বিণঃ গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী স্থলভাগ।

**সমস্যমান**—বিণঃ (ব্যাকরণ) যে কয়েক পদে সমাস হয়, সমাসের অংশীভূত।

**সমস্যা**—বিঃ জটিল ও কঠিন প্রশ্ন বা বিষয়, হেঁয়ালি, কবিতার অরচিত অংশ যাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া অন্য কাহাকেও পূরণ করিতে দেওয়া হয় ; সঙ্কট, কর্তব্য নিরূপণের পক্ষে কঠিন অবস্থা। বিঃ -পূরণ—জটিল প্রশ্নের মীমাংসা।

**সমস্বামিত্ব**—বিণঃ সমান অধিকার বা মালিকানা।

**সমাংশ**—বিঃ সমান অংশ। বিণঃ **সমাংশিত**—সমান ভাগে বিভক্ত।

**সমাকর্ষণ**—বিঃ সম্যক্‌ আকর্ষণ বা টান। **সমাকর্ষী**—(১) বিঃ বহুদূরগামী গন্ধ। (২) বিণঃ সমাকর্ষণকারী।

**সমাকীর্ণ**—বিণঃ পরিব্যাপ্ত, সংকুল।

**সমাকুল**—বিণঃ ব্যাকুল, কাতর, উৎকণ্ঠিত ; ব্যাপ্ত, পরিপূর্ণ ; সংশয়যুক্ত, অপ্রতিভ। বিঃ -তা।

**সমাক্রান্ত**—বিণঃ আক্রান্ত, গৃহীত, অধিষ্ঠিত ; ব্যাপ্ত, বিস্তারিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সমাক্রান্তা**।

**সমাক্ষ**—বিণঃ সমান অক্ষবিশিষ্ট। বিঃ -রেখা—(ভূগোল) নিরক্ষরেখার সমান্তরাল ভূপৃষ্ঠস্থ কাল্পনিক রেখা।

**সমাখ্যাত**—বিণঃ বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ।

**সমাগত**—বিণঃ উপস্থিত ; সম্মিলিত, সমবেত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সমাগতা**। বিঃ **সমাগতি**, **সমাগম**।

**সমাঘ্রাত**—বিণঃ বিশেষরূপে ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে এমন।

**সমাচার**—বিঃ বার্তা, খবর, সংবাদ ; শিষ্টাচার।

**সমাচ্ছন্ন**—বিণঃ সম্পূর্ণ আবৃত ; অভিভূত। বিঃ -তা।

**সমাজ**—বিঃ পরস্পর নির্ভরশীল ও সহযোগিতাপূর্বক বাসকারী মনুষ্যগোষ্ঠী বা অন্যান্য প্রাণিগোষ্ঠী ; বহু লোক বা বহু প্রাণী সমবায়, দল, সমূহ ; জাতি, সম্প্রদায়, সংঘ, সমিতি (ব্রাহ্মসমাজ) ; বৈষ্ণবদিগের সমাধিস্থান। বিণঃ -চ্যুত, -ভ্রষ্ট—সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত, সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত, একঘরে। বিঃ -তত্ত্ব—মানবসমাজের ইতিহাস-সম্বন্ধীয় শাস্ত্র। বিণঃ -তাত্ত্বিক—সমাজতত্ত্বে পণ্ডিত। বিঃ -তন্ত্র—সমাজভুক্ত সকল ব্যক্তির মঙ্গলের

জন্য কলকারখানা ভূমি ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রাধান্যের লোপ হইয়া সমাজে সর্ববিষয়ে সকলের সমান অধিকার—এই মতবাদমূলক সমাজ বা রাষ্ট্রের গঠনব্যবস্থা। বিণঃ -তন্ত্রী—সমাজতন্ত্রের মতবাদ অনুসরণকারী, সমাজ-সাম্যবাদী। বিঃ -পতি—সমাজের প্রধান ব্যক্তি, সামাজিক বিধি-বিধানের প্রধান সংরক্ষক, উপাধিবিশেষ। বিণঃ -বিরুদ্ধ, -বিরোধী—সামাজিক শাসন ও রীতিনীতির প্রতিকূল। বিঃ -সংস্কার—সমাজের দোষত্রুটি দূরীকরণ, সামাজিক রীতিনীতির নবীকরণ। বিণঃ -হিতৈষী—সমাজের উন্নতিকামী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -হিতৈষিণী।

**সমাদর**—বিঃ অতিশয় আদর, সম্মান, শ্রদ্ধা, সংবর্ধনা। বিণঃ সমাদৃত—সমাদর প্রাপ্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সমাদৃতা।

**সমাদ্দার**—বিঃ উপাধিবিশেষ।

**সমাধা, সমাধান**—বিঃ সমাপন, সমাপ্তি; নিষ্পত্তি, মীমাংসা; প্রতিকার।

**সমাধি**—বিঃ বাহ্যজ্ঞানবিরহিত ধ্যান, গভীর তন্ময়তা, গাঢ় চিন্তা; সম্মোহন; সমাধান; কবর; কবর বা গোর দেওন। বিঃ -ক্ষেত্র, -স্থল—কবরস্থান। বিঃ -প্রস্তর—কবরের উপর নির্মিত মৃত ব্যক্তির পরিচয় বহনকারী স্মৃতি-প্রস্তর। বিণঃ -মগ্ন, -স্থ—ধ্যানস্থ; যাহাকে কবর দেওয়া হইয়াছে এমন। বিঃ -মন্দির, -সৌধ, -স্তম্ভ—কবরের উপর নির্মিত স্মৃতি-মন্দির।

**সমাধ্যায়ী**—বিণঃ সতীর্থ, সহপাঠী।

**সমান**—(১) বিণঃ সদৃশ, একবিধ, একরূপ; তুল্য, অনুরূপ, উপযুক্ত; অভিন্ন, সম; একটানা; সোজা; মসৃণ, সমতল। (২) বিঃ নাভিস্থিত শরীরের পঞ্চবায়ুর অন্যতম। বিণঃ সমান-সমান—সদৃশ, অভিন্ন, তুল্য।

**সমানাধিকরণ**—(১) বিঃ জাতিগত সাধারণ ধর্ম বা গুণ। (২) বিণঃ আশ্রয়স্থল বা অবস্থা এক এমন; (ব্যাকরণ) বিশেষ্য বিশেষণ সম্বন্ধযুক্ত। বিঃ সমানাধিকার—সমাজে বা রাষ্ট্রে ধনী-দরিদ্র-জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানবের সমান অধিকার বা স্বত্ব।

**সমানুপাত**—বিঃ সমান সম্বন্ধ; সমান হার; (গণিত) আনুপাতিক সমতা।

**সমান্তর**—বিণঃ (গণিত) সমান পরিমাণভেদযুক্ত বা দূরত্ববিশিষ্ট (যেমন ৪, ৮, ১২ ইত্যাদি)।

**সমান্তরাল**—বিণঃ (জ্যামিতি) সর্বত্র সমান দূরত্ব বা ব্যবধানবিশিষ্ট।

**সমাপক**—বিণঃ সমাপনকারী, শেষ করে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সমাপিকা—(ব্যাকরণ) যাহা দ্বারা বাক্য সম্পূর্ণ হয় (সমাপিকা ক্রিয়া); সমাপনকারিণী।

**সমাপন**—বিঃ শেষকরণ, সম্পূর্ণকরণ; উদ্‌যাপন; অবসান, সমাপ্তি। বিণঃ সমাপিত—সম্পাদিত, নিষ্পাদিত।

**সমাপন্ন**—বিণঃ সমাপ্ত; প্রাপ্ত।

**সমাপ্ত**—বিণঃ সম্পূর্ণ; সম্পন্ন, নিষ্পন্ন। বিঃ সমাপ্তি—সমাধা, শেষ, অবসান।

**সমাবর্তন**—বিঃ প্রত্যাগমন; ব্রহ্মচর্যের অন্তে গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ; ছাত্র-

গণকে উপাধি বিতরণের সভা। বিণঃ সমাবৃত্ত।
**সমাবিষ্ট**—বিণঃ অভিনিবিষ্ট, সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন ; প্রবিষ্ট ; আক্রান্ত ; সমবেত। বিণঃ (স্ত্রী): **সমাবিষ্টা**।
**সমাবৃত**—বিণঃ সম্যক্ আবৃত, আচ্ছন্ন ; পরিবেষ্টিত।
**সমাবেশ**—বিঃ একত্র অবস্থান, সমাগম, সম্মিলন (জনসমাবেশ) ; একত্র স্থাপন, বিন্যাস, সংস্থান (সৈন্য সমাবেশ) ; অভিনিবেশ, মনোযোগ ; প্রবেশ। বিণঃ **সমাবেশিত**।
**সমারম্ভ**—বিঃ আরম্ভ, অনুষ্ঠান, আড়ম্বর, সমারোহ।
**সমারূঢ়**—বিণঃ বিশেষভাবে অধিষ্ঠিত। বিণঃ (স্ত্রী): **সমারূঢ়া**।
**সমারোহ**—বিঃ জাঁকজমক, ঘটা, আড়ম্বর, ধূমধাম ; অতিশয় উন্নতি।
**সমারোহণ**—বিঃ বিশেষভাবে আরোহণ বা অধিষ্ঠান।
**সমার্থ, সমার্থক**—বিণঃ সমান সদৃশ বা এক অর্থবিশিষ্ট।
**সমালোচক**—বিণঃ সমালোচনাকারী। বিণঃ (স্ত্রী): **সমালোচিকা**।
**সমালোচন, সমালোচনা**—বিঃ দোষগুণের সম্যক্ আলোচনা বা বিচার ; মতপ্রকাশ। বিণঃ **সমালোচিত**—যাহার সমালোচনা করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **সমালোচ্য**—সমালোচনার যোগ্য বা বিবক্ষিত।
**সমাস**—বিঃ (ব্যাকরণ) একাধিক পদের একপদীকরণ, সংযুক্ত পদ ; সংক্ষেপ ; সংগ্রহ ; মিলন।
**সমাসক্ত**—বিণঃ অত্যন্ত আসক্ত বা অনুরক্ত, অত্যাসক্ত ; অভিনিবিষ্ট ; সংযুক্ত। বিঃ **সমাসক্তি**।
**সমাসঙ্গ**—বিঃ অত্যন্ত আসক্তি, সংযোগ।
**সমাসন্ন**—বিণঃ প্রায় নিকটবর্তী হইয়াছে এমন।
**সমাসীন**—বিণঃ উপবিষ্ট, আসীন।
**সমাসোক্তি**—বিঃ (অলংকার) অচেতন উপমেয়ে চেতন উপমানের আরোপ যাহাতে উপমানের উল্লেখ না থাকিয়া তাহার ব্যবহারের উল্লেখ থাকে।
**সমাহত**—বিণঃ আহত, প্রহৃত।
**সমাহরণ**—বিঃ সংগ্রহকরণ ; সঞ্চয়। বিণঃ বিঃ **সমাহর্তা**—সংগ্রহকারী ; রাজস্ব বা কর আদায়ের জন্য নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী। (স্ত্রী): **সমাহর্ত্রী**।
**সমাহার**—বিঃ সংগ্রহ, সঙ্কলন ; সমূহ ; সংক্ষেপ ; (ব্যাক) দ্বিগু ও দ্বন্দ্ব সমাসবিশেষ, এককালে অনেক বস্তুর সমাবেশ।
**সমাহিত**—বিণঃ সম্পাদিত, নিষ্পাদিত, মীমাংসিত ; অবহিত, অভিনিবিষ্ট, একাগ্রচিত্ত ; ধ্যানমগ্ন, তন্ময় ; স্থাপিত ; সমাধিস্থ, কবরে স্থাপিত। বিণঃ (স্ত্রী): **সমাহিতা**।
**সমাহৃত**—বিণঃ সংগৃহীত ; সংক্ষিপ্ত। বিঃ **সমাহৃতি**—সংগ্রহ, সমূহ, সংক্ষেপণ।
**সমিতি**—বিঃ সভা, পরিষৎ, সঙ্ঘ।
**সমিদ্ধ**—বিণঃ প্রজ্বলিত, দীপিত; উত্তেজিত।
**সমিধ্, সমিৎ**—বিঃ যজ্ঞকাষ্ঠ, হোমে ব্যবহারযোগ্য কাষ্ঠ ; জ্বালানি, ইন্ধন।
**সমিন্ধ**—বিঃ অগ্নি ; যজ্ঞকাষ্ঠ।
**সমীকরণ**—বিঃ একজাতীয়করণ, তুল্য বা সমানকরণ, সদৃশীকরণ ; (গণিত) জ্ঞাতরাশির সাহায্যে অজ্ঞাত রাশি

নিরূপণ ; এক রাশি বা রাশিসমূহের সহিত অপররাশি বা রাশিসমূহের সমতা নির্দেশ।

**সমীক্ষ**—বিঃ সম্যক্ দৃষ্টি, নিরীক্ষণ ; বিবেচনা, বিচক্ষণতা ; অন্বেষণ ; সাংখ্যদর্শন। বিঃ **-ণ**—সম্যক্ দর্শন, অনুসন্ধান, অন্বেষণ ; আলোচনা, অধ্যয়ন।

**সমীক্ষা**—বিঃ পূর্বাপর বিবেচনা, সমীক্ষণ, সূক্ষ্ম অনুসন্ধান বা পরীক্ষা ; যত্ন ; অন্বেষণ ; সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ; মীমাংসাদর্শন ; বুদ্ধি। বিণঃ **সমীক্ষিত**—সম্যক্ দৃষ্ট বা পর্যবেক্ষিত, আলোচিত, অন্বেষিত।

**সমীক্ষ্য**—বিঃ সাংখ্যদর্শন ; **সমীক্ষ** দ্রষ্টব্য। বিণঃ **-কারী**—যে ফলাফল বা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করে এমন। বিঃ **-কারিতা**। বিণঃ **-বাদী**—যে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কথা বলে এমন।

**সমীচীন**—বিণঃ সঙ্গত, যথার্থ, উচিত, উপযুক্ত, ন্যায়সঙ্গত।

**সমীপ**—বিঃ নিকট, সন্নিহিত। বিণঃ **-বর্তী**, **-স্থ**—নিকটবর্তী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-বর্তিনী**, **-স্থা**।

**সমীর, সমীরণ**—বিঃ বায়ু।

**সমীহ**—বিঃ সম্ভ্রমপ্রদর্শন, মান্য ব্যক্তির সম্মুখে সংকোচ বা বিনয় প্রদর্শন, খাতির, সম্মান।

**সমীহা**—বিঃ চেষ্টা ; সন্ধান ; স্পৃহা, ইচ্ছা। বিণঃ **সমীহিত**।

**সমুখ, সুমুখ**—**সম্মুখ**-এর কোমলরূপ।

**সমুচয়**—**সমুচ্চয়**-এর কোমলরূপ।

**সমুচিত**—বিণঃ সম্পূর্ণ উচিত, যথা-যোগ্য, ন্যায্য, উপযুক্ত।

**সমুচ্চ**—বিণঃ অত্যন্ত উঁচু।

**সমুচ্চয়**—বিঃ সমূহ, সমাহার, সংগ্রহ, সঙ্কলন।

**সমুচ্ছেদ**—বিণঃ সম্যক্ উচ্ছেদ, বিনাশ।

**সমুচ্ছ্রায়, সমুচ্ছ্রয়**—বিঃ অতিশয় স্ফীতি ; উন্নতি। বিণঃ **সমুচ্ছ্রিত**।

**সমুচ্ছ্বাস**—বিঃ প্রবল উচ্ছ্বাস ; দীর্ঘ-শ্বাস।

**সমুত্থান**—বিঃ সম্যক্ উত্থান ; উদয়, অভ্যুদয় ; উদ্‌যোগ। বিণঃ **সমুত্থ, সমুত্থিত**। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সমুত্থিতা**।

**সমুৎকীর্ণ**—বিণঃ সম্যক্ বিদ্ধ, ক্ষোদিত।

**সমুৎপাটন, সমুৎসাদন**—বিঃ সম্পূর্ণ উৎপাটন বা ধ্বংস, বিনাশ। বিণঃ **সমুৎপাটিত, সমুৎসাদিত**—মূল সুদ্ধ তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, উপড়ানো হইয়াছে এমন।

**সমুৎসুক**—বিণঃ অতিশয় উৎসুক, ব্যগ্র।

**সমুদয়**[1]—বিঃ সম্যক্ উদয়, উত্থান, অভ্যুত্থান।

**সমুদয়**[2], **সমুদায়**—বিণঃ সমস্ত, সমগ্র, সকল, সমূহ।

**সমুদিত**—বিণঃ উদিত, আবির্ভূত ; জাত, উৎপন্ন।

**সমুদ্দুর**—**সমুদ্র**-র কথ্যরূপ।

**সমুদ্ভব**—বিঃ উৎপত্তি। বিণঃ **সমুদ্ভূত**—উৎপন্ন।

**সমুদ্ভাসিত**—বিণঃ সম্যক্ উদ্ভাসিত, আলোকিত, উজ্জ্বলীকৃত, দীপ্ত, অত্যুজ্জ্বল। বিঃ **সমুদ্ভাসন**—আলোকিত হওন।

**সমুদ্যত**—বিণঃ সম্যক্ উদ্যত, প্রস্তুত, উত্তোলিত।

সমুদ্যম—বিঃ সম্যক্ উদ্যম, প্রচেষ্টা।
সমুদ্র—বিঃ অর্ণব, জলধি, উদধি, পয়োধি, পয়োনিধি, তোয়ধি, পারাবার, সাগর, সিন্ধু, বারিধি, বারীশ, রত্নাকর। বিঃ -গর্ভ—সমুদ্রের তলদেশ। বিঃ -মন্থন—সমুদ্রের আলোড়ন ; অমৃত আহরণের জন্য দেবতা ও অসুর কর্তৃক মন্দার পর্বতকে মন্থন দণ্ড ও শেষনাগকে রজ্জু করিয়া সমুদ্র আলোড়ন। বিঃ -যাত্রা—সমুদ্রে বিচরণ। বিঃ -যান—জাহাজ।
সমুন্নত—বিণঃ অতি উন্নত, অতি উচ্চ, মহৎ। বিঃ সমুন্নতি—অতি উন্নত অবস্থা ; মহত্ত্ব।
সমুন্নয়, সমুন্নয়ন—বিঃ সম্যক্ উন্নত বা উচ্চকরণ, উৎক্ষেপণ।
সমূল—বিণঃ মূল আছে এমন, মূল সহ ; কারণ সহ, সহেতুক ; আসল সহ ; সম্পূর্ণ। বিণঃ -ক—সহেতুক, সত্য। ক্রি-বিণঃ সমূলে—সম্পূর্ণভাবে, মূলের সহিত।
সমূহ—(১) বিঃ রাশি, সমুদায়, গণ। (২) বিণঃ অনেক, বেজায়, বহু (সমূহ ক্ষতি) ; চরম।
সমৃদ্ধ—বিণঃ সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ; সমুন্নত ; ঐশ্বর্যশালী ; সম্পন্ন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সমৃদ্ধা। বিঃ সমৃদ্ধি—উন্নতি ; সম্যক্ বৃদ্ধি ; ঐশ্বর্য।
সমেত—বিণঃ সহিত ; উপস্থিত ; যুক্ত ; সঙ্গত ; প্রাপ্ত।
সম্পত্তি—বিঃ বিভব ; ধন, ঐশ্বর্য ; জায়গাজমি, সম্বল ; বিষয়-আশয়। বিণঃ -শালী—ধনী ; ঐশ্বর্যশালী ; জায়গা-জমির মালিক ; ভূ-সম্পত্তির অধিকারী।
সম্পদ্, সম্পৎ, (চলিত) সম্পদ—বিঃ ঐশ্বর্য, বিভব ; ধন, উৎকর্ষ ; গৌরব, সম্বল ; সম্পত্তি। বিণঃ -শালী—ঐশ্বর্যশালী, ধনবান্।
সম্পন্ন—বিণঃ সম্পত্তিশালী ; নিষ্পন্ন ; সম্পূর্ণ, সম্পাদিত ; বিশিষ্ট, যুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সম্পন্না।
সম্পর্ক—বিঃ সংসর্গ, সম্বন্ধ, সংযোগ, সংস্রব। বিণঃ সম্পর্কিত, সম্পর্কী, সম্পর্কীয়—সংক্রান্ত, সম্বন্ধযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সম্পর্কিতা, সম্পর্কীয়া।
সম্পাত—বিঃ প্রবেশ (আলোক সম্পাত) ; পতন (অশনি সম্পাত) ; সমূহ ; অভিশাপ।
সম্পাদক—(১) বিণঃ নির্বাহক ; নিষ্পাদক। (২) বিঃ অধ্যক্ষ, প্রতিষ্ঠানাদির প্রধান কর্মসচিব ; গ্রন্থাদির সংস্করণ ও সংকলন কর্তা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সম্পাদিকা। বিঃ -তা।
সম্পাদকীয়—(১) বিণঃ সম্পাদক কর্তৃক লিখিত ; সম্পাদক-সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ পত্রিকাদিতে সম্পাদক কর্তৃক লিখিতব্য প্রবন্ধ।
সম্পাদন, সম্পাদনা—বিঃ নির্বাহ, নিষ্পাদন, সমাপন, সম্পাদকের কর্ম ; গ্রন্থাদির সঙ্কলন, পত্র-পত্রিকাদির পরিচালন। বিণঃ সম্পাদিত—সম্পাদনা করা হইয়াছে এমন।
সম্পাদ্য—(১) বিণঃ সম্পাদন যোগ্য, নিষ্পাদনীয়। (২) বিঃ (জ্যামিতি) সাধ্য ; বস্তুপপাদ্য ; যে প্রতিজ্ঞা সমাধান বা পূরণ করিতে হইবে।
সম্পুট, সম্পুটক—বিঃ পেটক, কৌটা, চোঙ্গা, খুঙ্গি, পেটরা।

**সম্পূরক**—বিঃ সম্পূর্ণকারী ; (জ্যামিতি) যে কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান তাহারা একে অপরের সম্পূরক।

**সম্পূরণ**—বিঃ পরিপূরণ, সম্পূর্ণ-করণ। বিণঃ **সম্পূরিত**—পরিপূরিত ; সম্পূর্ণ করা হইয়াছে এমন।

**সম্পূর্ণ**—বিণঃ সমাপ্ত, পরিপূর্ণ ; সমস্ত ; সমগ্র ; পুরাপুরি ; সমুদায় ; নিষ্পাদিত। বিঃ **সম্পূর্ণতা**। ক্রি-বিণঃ **-রূপে**—পুরা পুরি, নিঃশেষে।

**সম্পৃক্ত**—বিণঃ সম্বন্ধযুক্ত ; মিলিত ; সংযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সম্পৃক্তা**।

**সম্পোষ্য**—বিণঃ পোষণযোগ্য ; অভাব পূরণের উপযোগী ; অভাব দূরী-করণে সক্ষম ; পোষ্য।

**সম্প্রচার**—বিঃ সর্বত্র প্রচার, বাক্যাদি প্রেরণ ; সম্যক্ ভাবে ঘোষণা। বিণঃ **সম্প্রচারিত**—সম্প্রচার করা হইয়াছে এমন।

**সম্প্রতি**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ ইদানীং, অধুনা, সবে, এইমাত্র ; আজকাল।

**সম্প্রদান**—বিঃ সম্যক্ সমর্পণ ; সম্যক্ প্রদান ; নিজের স্বত্ব বিসর্জন দিয়া দান ; বিবাহ-অনুষ্ঠানে বরের হস্তে কন্যাকে সম্প্রদান ; (ব্যাকরণ) প্রাপক-বোধক কারকবিশেষ। বিণঃ বিঃ **সম্প্রদাতা**—সম্প্রদানকারী।

**সম্প্রদায়**—বিঃ সঙ্ঘ, দল, সমাজ ; গোষ্ঠী। বিণঃ **-ভুক্ত**—কোন বিশেষ দলের অন্তর্গত, সমাজভুক্ত।

**সম্প্রসারণ**—বিঃ বিস্তৃতকরণ। বিণঃ **সম্প্রসারক**—সম্প্রসারণকারী। বিণঃ **সম্প্রসারিত**—সম্প্রসারণ করা হইয়াছে এমন।

**সম্প্রাপ্ত**—বিণঃ সম্যক্ লব্ধ ; সমাগত ; উপস্থিত ; আগত। বিঃ **সম্প্রাপ্তি**—সম্যক্ লাভ বা প্রাপ্তি ; উপস্থিতি ; আগমন।

**সম্প্রীতি**—বিঃ সদ্ভাব ; সন্তোষ, আহ্লাদ ; প্রণয় ; আনন্দ। বিণঃ **সম্প্রীত**—সন্তুষ্ট ; প্রীতিযুক্ত।

**সম্বদ্ধ**—বিণঃ সংযুক্ত ; সম্পর্কযুক্ত ; সম্মিলিত ; সহিত।

**সম্বন্ধ**—বিঃ সম্পর্ক ; সংসর্গ ; মিলন ; সঙ্ঘটন ; সংযোগ ; সংস্রব ; বিবাহের প্রস্তাব ; (ব্যাকরণ) কার্য-কারণতা বা জন্য-জনকতার ভাব।

**সম্বন্ধী**—(১) বিণঃ সম্বন্ধযুক্ত। (২) বিঃ কুটুম্ব ; শ্যালক। বিণঃ **সম্বন্ধীয়**—বিষয়ক ; সম্পর্কিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সম্বন্ধীয়া**।

**সম্বরা**[১]—সংবরা-এর বানানভেদ।

**সম্বরা**[২]—বিঃ ফোড়ন, গরম ঘি তেলে মসলা দিয়া ব্যঞ্জনের সহিত মিশ্রণ ; সাঁৎলানো।

**সম্বল**—বিঃ পথের অবলম্বন ; পাথেয় ; পুঁজি, জীবিকা ; সংস্থান ; অব-লম্বন। বিণঃ **-হীন**—নিঃস্ব। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-হীনা**।

**সম্বাধ**—বিঃ সংঘর্ষ ; বাধা ; ভিড় ; সঙ্কট।

**সম্বুদ্ধ**—(১) বিণঃ প্রবুদ্ধ ; সম্যক্ জ্ঞানপ্রাপ্ত ; চেতনাযুক্ত। (২) বিঃ বুদ্ধাবতার।

**সম্বোধন**—বিঃ অভিভাষণ ; আহ্বান, ডাক ; আমন্ত্রণ ; (ব্যাকরণ) আহ্বানসূচক পদ।

**সম্বোধা**—ক্রিঃ (কাব্যে) সম্বোধন করা।

**সম্বোধি**—বিঃ সম্যক্ বোধ ; পরম-জ্ঞান ; সম্যক্ চেতনা।

**সম্ভব**—(১) বিঃ জন্ম, উৎপত্তি; সম্ভাবনা। (২) বিণঃ উৎপন্ন, জাত। অব্যঃ -তঃ—হয়ত। বিণঃ -পর—সম্ভাবনাযুক্ত। বিণঃ **সম্ভবাতীত**—সম্ভাবনাহীন; অসম্ভব।

**সম্ভাবন, সম্ভাবনা**—বিঃ ঘটিবে এইরূপ ভাব; সম্যক্ ভাবনা; যোগ্যতা; যদি হয় এইরূপ সংশয়; পূজা; সৎকার। বিণঃ **সম্ভাবনীয়, সম্ভাব্য**—হয়ত ঘটিবে বা হইবে—এইরূপ বিবেচিত।

**সম্ভার**—বিঃ সামগ্রী, দ্রব্যজাত; দ্রব্যের ভার; উপকরণ; সম্বল; রাশি; সমূহ; আয়োজন।

**সম্ভাষ, সম্ভাষণ**—বিঃ আলাপ, সম্বোধন; কথাবার্তা, অভিভাষণ। বিণঃ **সম্ভাষিত**—সম্ভাষণ করা হইয়াছে এমন। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **সম্ভাষিতা**। বিণঃ **সম্ভাষী**—সম্ভাষণকারী।

**সম্ভাষা**—ক্রিঃ (কাব্যে) সম্বোধন করিয়া কথা কহা; আহ্বান করা; আলাপ করা। ক্রিঃ **সম্ভাষিল**—সম্ভাষণ করিল; আলাপ করিল।

**সম্ভূত**—বিণঃ জাত; উদ্ভূত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সম্ভূতা**। বিঃ **সম্ভূতি**।

**সম্ভূয়সমুত্থান**—বিঃ সম্মিলিত উত্থান; যৌথ ব্যবসায়; বহু অংশীদারের মিলিত বাণিজ্যকরণ।

**সম্ভোগ**—বিঃ উপভোগ; রতিক্রিয়া।

**সম্ভ্রম**—বিঃ মর্যাদা; সম্মান, মান; গৌরব; সমাদর; ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা।

**সম্ভ্রান্ত**—বিণঃ অভিজাত; মর্যাদাশালী; কুলীন। বিঃ -তন্ত্র—অভিজাত সম্প্রদায়ের হস্তগত রাজাশাসন।

**সম্মত**—বিণঃ অনুমত, স্বীকৃত; রাজী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সম্মতা**। বিঃ **সম্মতি**—সমর্থন; অনুকূল মত; অভিমত, অনুমতি।

**সম্মান**—বিঃ সমাদর, গৌরব, পূজা, সশ্রদ্ধ খাতির, মর্যাদা। বিঃ -ন, -না—সম্মান প্রদর্শন; সম্মানকরণ। বিণঃ **সম্মানিত**—সমাদৃত; সম্মানপ্রাপ্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সম্মানিতা**। বিণঃ **সম্মানী**—সম্মানের যোগ্য বা অধিকারী।

**সম্মার্জন**—বিঃ শোধন, পরিষ্করণ।

**সম্মার্জক**—(১) বিণঃ পরিষ্কারক। (২) বিঃ সম্মার্জনী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **সম্মার্জনী**—মার্জনী, ঝাঁটা। বিণঃ **সম্মার্জিত**—পরিষ্কৃত।

**সম্মিত**—বিণঃ তুল্য, সদৃশ, সমান; পরিমিত।

**সম্মিলন**—বিঃ মিলন, সম্যক্ মিলন; একত্র হওন; সাক্ষাৎকার; সংযোগ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **সম্মিলনী**—সমিতি; সঙ্ঘ; পরিষৎ। বিণঃ **সম্মিলিত**—একত্রিত; মিলিত; সংযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সম্মিলিতা**।

**সম্মুখ**—(১) বিঃ অভিমুখ; সমক্ষ। (২) বিণঃ অভিমুখী; সামনের, মুখোমুখি। বিণঃ -বর্তী, **সম্মুখীন**—অভিমুখে স্থিত; সম্মুখবর্তী; সম্মুখস্থ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বর্তিনী। বিঃ -যুদ্ধ—সামনাসামনি যুদ্ধ।

**সম্মূঢ়**—বিণঃ নির্বোধ; অজ্ঞান; মোহযুক্ত; মুগ্ধ।

**সম্মেলন**—বিঃ সভা, সংযোগ; একত্র হওয়া; সভা সমিতি প্রভৃতিতে লোকের একত্র হওয়া; জনসমূহকে একত্রকরণ।

**সম্মোহ**—বিঃ মুগ্ধকরণ ; সাতিশয় মোহ। **-ন**—(১) বিঃ কন্দর্পের বাণ-বিশেষ ; সম্যক্ মুগ্ধকরণ। (২) বিণঃ মোহকারক ; মোহজনক, মুগ্ধ-কারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-নী**। বিণঃ **সম্মোহিত**—অতিশয় মোহ প্রাপ্ত ; বিমোহিত ; সম্পূর্ণ মুগ্ধ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সম্মোহিতা**।

**সম্যক্**—(১) অব্যঃ ক্রি-বিণঃ সর্ব-প্রকারে ; উত্তম রূপে ; সমগ্রভাবে ; উপযুক্তভাবে। (২) অব্যঃ বিণঃ সমুদয় ; সম্পূর্ণ ; যথার্থ, সত্য, উপযুক্ত, যোগ্য ; সঙ্গত।

**সম্রাজ্ঞী** (অশুদ্ধ কিন্তু প্রচলিত), **সংরাজ্ঞী** (শুদ্ধ কিন্তু অপ্রচলিত)—বিঃ (স্ত্রী)ঃ সম্রাটের পত্নী ; মহারাণী ; রাজরাজেশ্বরী।

**সম্রাট্**—বিঃ একছত্র রাজা ; বহুরাষ্ট্রের অধিপতি ; সার্বভৌম নৃপতি ; রাজাধিরাজ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সম্রাজ্ঞী**, **সম্রাজ্ঞী**।

**সয়তান**—**শয়তান**-এর বানানভেদ।

**সয়া**—বিঃ সখীর স্বামী ; সখা।

**সযত্ন**—বিণঃ যত্নের সহিত ; চেষ্টাযুক্ত ; সাদর ; সচেষ্ট। ক্রি-বিণঃ **সযত্নে**—যত্ন সহকারে।

**সর**—বিঃ দুগ্ধ দধি প্রভৃতির সার। বিঃ **-পুরিয়া**—ভাজা সরের মধ্যে পুরে দেওয়া মিষ্টান্নবিশেষ। বিঃ **-ভাজা**—ভাজা সরে প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ।

**সরঃ**—বিঃ সরোবর, হ্রদ ; দীঘি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **সরসী**—সরোবর ; দীঘি ; হ্রদ।

**সরকার**—বিঃ শাসক সম্প্রদায়, গভর্ণ-মেণ্ট, প্রভু ; মালিক, ভূস্বামী ; শাসনকর্তা ; গোমস্তা ; হিসাব রক্ষক ; অর্থাদি আদায় ও ব্যয় সংক্রান্ত কর্মচারী ; কবিগানের রচনাকারী ; বাঙ্গালীর বংশগত খেতাব বা উপাধিবিশেষ ; রাজস্ব আদায়ের বিভাগস্বরূপ কয়েকটি পরগণার সমষ্টি। বিঃ **সরকারি**—সরকারের কাজ। বিণঃ **সরকারী**—সরকার-সম্বন্ধীয় ; সর্বসাধারণের।

**সরখেল**—বিঃ উপাধিবিশেষ।

**সরগরম**—বিণঃ উৎসাহশীল ; গুলজার ; জমজমাট ; উদ্দীপনাপূর্ণ।

**সরজমিন**—বিঃ সীমানা, ঘটনার স্থান, অকুস্থান (সরজমিনে তদন্ত)।

**সরঞ্জাম**—বিঃ উপকরণ ; আসবাবপত্র ; হাতিয়ারপাতি ; আয়োজন ; উপ-করণ-সংগ্রহ।

**সরট**—বিঃ কাঁকলাস ; কৃকলাস ; টিক-টিকি।

**সরণি, সরণী**—বিঃ পথ, বর্ত্ম, রাস্তা (বিধান সরণি), সারি, পঙ্ক্তি, শ্রেণী, প্রণালী, রীতি ; গলরোগ-বিশেষ।

**সরপোষ, সরপোশ**—বিঃ ঢাকন ; ঢাকনি ; আচ্ছাদন।

**সরফরাজ**—বিঃ দম্ভকরণ ; প্রশংসা-করণ, বাংলার জনৈক নবাব ; মোড়ল, কর্তা।

**সরবরাহ**—বিঃ যোগান। বিণঃ **-কারী**—যোগানদার।

**সরমা**—বিঃ বিভীষণ-পত্নী ; কশ্যপ-কন্যা ; কুক্কুরী।

**সরযূ, সরযু**—বিঃ অযোধ্যার নদী-বিশেষ।

**সরল**—(১) বিণঃ অবক্র ; সোজা, ঋজু, অকুটিল, অকপট ; অনাড়ম্বর, সাদাসিধা ; সহজ। (২) বিঃ

সরলতা, সারল্য; দেবদারু বৃক্ষ; শালগাছ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সরলা। বিঃ -তা। -প্রকৃতি, -স্বভাব—(১) বিঃ অকপট স্বভাব। (২) বিঃ যাহার স্বভাব উদার এমন। -প্রাণ—(১) বিণঃ যাহার মনে কপটতা নাই এমন। (২) বিঃ অকপট মন। বিণঃ -বর্গীয়—(ভূগোল) পাইন, ফার প্রভৃতি বৃক্ষের শ্রেণীভুক্ত। বিঃ -বৃক্ষ—দেবদারু গাছ। -হৃতি—(১) বিঃ অকপট হৃদয়। (২) বিণঃ যাহার হৃদয় অকপট এমন। বিঃ সরলীকরণ—(গণিত) নানাজাতীয় সংকেতে প্রকাশিত রাশিকে এক জাতিতে পরিণতকরণ।

সরষে—সরিষা-র কথ্যরূপ।

সরস—(১) বিণঃ রসাল, রসযুক্ত; মধুর; সুস্বাদু; কাব্যরসযুক্ত; উত্তম, উৎকৃষ্ট। (২) বিঃ হ্রদ, সরোবর। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সরসা। বিঃ -তা—মধুরত্ব; রসপূর্ণতা।

সরসিজ—বিঃ পদ্ম; সরোজ; পঙ্কজ।

সরসী—সরঃ দ্রষ্টব্য।

সরস্বতী—বিঃ বাগেশ্বরী; বাণী; বাক্য, ভারতী, মহাশ্বেতা; সারদা; প্রাচীন নদীবিশেষ।

সরহদ্দ—বিঃ সীমানা; চৌহদ্দী; চতুঃসীমা।

সরা¹—(১) ক্রিঃ গমন করা, চলা, নড়া; নির্গত হওয়া; ব্যবহার করা (জল সরা); পথ ছাড়া; চলাচল করা; গত হওয়া, মারা যাওয়া, পালানো, স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়াশীল হওয়া; ইচ্ছুক হওয়া। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ স্থানান্তরিত করা; (ব্যঙ্গে) চুরি করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত উক্ত অর্থে।

সরা²—বিঃ মৃৎপাত্রবিশেষ।

সরাই—বিঃ পান্থশালা, চটি; পথিকদিগের থাকিবার স্থান। বিঃ -খানা—পান্থশালা।

সরাপ, সরাব—শরাব-এর রূপভেদ।

সরাসরি—ক্রি-বিণঃ সোজাসুজি; কোন মধ্যস্থের সাহায্য না লইয়া।

সরিক—শরিক দ্রষ্টব্য।

সরিৎ—বিঃ (স্ত্রী)ঃ নদী; দুর্গা; সূত্র। বিঃ -পতি—সমুদ্র, সাগর।

সরিষা—বিঃ সর্ষপ; রাই; মসলারূপে ব্যবহৃত শস্যবিশেষ।

সরীসৃপ—বিঃ সর্প, বৃশ্চিক, ভেক, কুম্ভীর প্রভৃতি যে সকল প্রাণী বুকে ভর দিয়া চলে।

সরু—বিণঃ ক্ষীণ, কৃশ, শীর্ণ, মোটার বিপরীত; সূক্ষ্ম, মিহি, সঙ্কীর্ণ, অপ্রশস্ত।

সরূপ—বিণঃ সমান রূপ; সদৃশ রূপযুক্ত।

সরেজমিন—সরজমিন-এর রূপভেদ।

সরেস—বিণঃ উত্তম, উৎকৃষ্ট; শ্রেষ্ঠ।

সরোজ—(১) বিঃ পদ্ম। (২) বিণঃ সরোবরে জাত। বিঃ (স্ত্রী)ঃ সরোজিনী—কমলিনী; পদ্মিনী; পদ্মের ঝাড়; পদ্মবহুল পুষ্করিণী।

সরোদ—বিঃ একপ্রকার তারের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

সরোবর—বিঃ পদ্মাদিযুক্ত বড় পুষ্করিণী; হ্রদ, দীঘি।

সরোরুহ—বিঃ পঙ্কজ; পদ্মফুল।

সরোষ—বিণঃ রুষ্ট, ক্রোধযুক্ত; ক্রোধান্বিত। ক্রি-বিণঃ সরোষে—ক্রোধের সহিত।

**সর্গ**—বিঃ অধ্যায়, গ্রন্থের পরিচ্ছেদ (অষ্টম সর্গ) ; উৎপাদন ; প্রকৃতি ; নিসর্গ, নিয়ম, বিসর্জন, ত্যাগ (উৎসর্গ)।

**সর্জ**—বিঃ শালগাছ। বিঃ **-রস**—ধুনা, শালনির্যাস।

**সর্জন**—বিঃ সৃষ্টি, ত্যাগ, বিসর্জন, সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ।

**সর্জি, সর্জী, সর্জিকা**—বিঃ সাজি মাটি ; ক্ষারবিশেষ।

**সর্ত**—**শর্ত**-র বানানভেদ।

**সর্দার**—বিঃ নেতা, দলপতি ; প্রধান ব্যক্তি ; নায়ক ; পরিচালক। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-নী**। বিঃ **সর্দারি**—সর্দারের কার্য বা পদ ; সর্দারের ন্যায় আচরণ; (ব্যঙ্গে) কর্তামি ; মোড়লি।

**সর্দি**—বিঃ কফজ রোগ ; শ্লেষ্মা ; ঠাণ্ডাভাব। বিঃ **-গরমি, -গর্মি**—গরমের পরে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া উৎপন্ন রোগবিশেষ।

**সর্প**—বিঃ সাপ, ভুজঙ্গ ; উরগ, আশীবিষ ; ভুজঙ্গম। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **সর্পিণী, সর্পী**। **-ভুক্**—(১) বিণঃ সর্পভক্ষক। (২) বিঃ ময়ূর ; গরুড়। বিঃ **-রাজ**—অনন্তদেব ; বাসুকি। **-হা**—(১) বিণঃ সর্প-হন্তা। (২) বিঃ বেজি ; নেউল। বিঃ **সর্পাঘাত**—সাপের কামড় ; সর্প কর্তৃক আঘাত। বিণঃ **সর্পিল**—সাপের গতির ন্যায় আঁকাবাঁকা ; কুটিল, জটিল। বিণঃ **সর্পী**—বিসর্পণশীল ; বুকে ভর দিয়া গমনশীল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সর্পিণী**।

**সর্পিঃ**—বিঃ আজ্য, হবিঃ, ঘৃত।

**সর্ব**—(১) বিণঃ সমুদয়, সকল সমগ্র ; সব ; সম্পূর্ণ। (২) বিঃ শিব ; বিষ্ণু। বিণঃ **-ংসহ**—সকল সহিষ্ণু ; সমস্ত সহ্য করিতে অভ্যস্ত এমন। **-ংসহা**—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সব কিছু সহ্যকারিণী। (২) বিঃ বসুমতী, পৃথিবী। বিঃ **-কাল**—সকল যুগ বা কাল ; চিরকাল। বিণঃ **-গ, -গামী**—সর্বত্রগামী ; সর্বব্যাপী ; সর্বত্রগমন-কারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-গা, -গামিনী**। বিণঃ **-গত**—সর্বলোকে গত ; সর্ব-ব্যাপী ; সর্বত্রস্থিত। বিণঃ **-গুণ-নিধি, -গুণাধার**—সমস্ত গুণের অধিকারী। বিণঃ **-গ্রাসী**—সমস্ত কিছু খাইয়া ফেলে বা গ্রাস করে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-গ্রাসিনী**। বিঃ **-জন**—সমস্ত নরনারী। বিণঃ **-জনীন**—সর্বলোকের হিতকর ; সকলের হিতকারী ; বারোয়ারী। বিঃ **-জনীনতা**। বিণঃ **-জ্ঞ**—সবজান্তা ; সব কিছু জানে এমন। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ **-তঃ**—সকল দিকে ; সকল প্রকারে ; সম্পূর্ণরূপে ; সকল বিষয়ে। বিঃ **-তোভদ্র**—আলপনাবিশেষ ; নব-দুর্গা ও শিবের মূর্তি সমন্বিত নগর ; (ধনীদিগের) চারিদিকে দ্বারযুক্ত গৃহবিশেষ ; চিত্রকাব্য-বিশেষ। ক্রি-বিণঃ **-তোভাবে**—সকল রকমে ; সর্বপ্রকারে। **-তোমুখ**—(১) বিণঃ সর্বদিগ্‌বর্তী ; সর্বদিগভিমুখ। (২) মহাদেব ; আত্মা ; জল ; আকাশ ; ব্রহ্মা ; স্বর্গ ; অগ্নি। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-তোমুখা, -তোমুখী**। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ **-ত্র**—সকল স্থানে ; সকল দিকে ; সকল কালে ; সকল বিষয়ে। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ **-থা**—সকল প্রকারে ; হেতু ; স্বীকার ; অতিশয়;

নিশ্চয়। বিণঃ -দর্শী—সর্বদ্রষ্টা; যিনি সমুদয় দর্শন করেন এমন; অভিজ্ঞ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -দর্শিনী। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ -দা—সকল সময়ে। বিণঃ -দেশীয়—সকল দেশ-সম্বন্ধীয়; সর্বদেশের প্রতি প্রয়োজন। বিঃ -নাম—সকলের সংজ্ঞা; (ব্যাকরণ) বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত পদ। বিঃ -নাশ—ভীষণ অনিষ্টপাত; সমস্ত ক্ষয়; সমূহ বিনাশ; ভীষণ বিপদ্। বিণঃ -নাশা, -নেশে—সর্বনাশকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -নাশী। বিণঃ -নাশী—সর্বধ্বংসকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -নাশিনী। বিণঃ -নিয়ন্তা—সকলের নিয়ামক; সকলের পরিচালক; ঈশ্বর। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -নিয়ন্ত্রী। বিণঃ -প্রধান—সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; সকল লোকের শীর্ষস্থানীয়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -প্রধানা। বিণঃ -প্রিয়—সর্বজনের প্রিয়। -বল্লভা—(১) বিঃ অসতী; বেশ্যা; কুলটা। (২) বিণঃ সকলের প্রিয়া। বিণঃ -বাদিসম্মত—সমস্ত সম্প্রদায়ের অনুমোদিত; সকল লোক কর্তৃক স্বীকৃত। ক্রি-বিণঃ -বাদি, -সম্মতিক্রমে—সর্বদলীয় ব্যক্তিগণের সমর্থনে; সর্ব মতাবলম্বীদের সম্মতি অনুসারে। বিণঃ -বাদী—সমস্ত প্রকার মতাবলম্বী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বাদিনী। বিণঃ -ব্যাপী—সর্বত্র ব্যাপ্তিশীল; সর্বব্যাপক; সর্বত্র বিদ্যমান। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -ব্যাপিনী। -ভুক্—যে সব কিছুই খায় এমন। বিঃ -মঙ্গলা—দুর্গা, শঙ্করী। বিণঃ -মঙ্গল—সর্বশুভকর। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -মঙ্গলময়। -ময়—(১) বিণঃ সর্বাত্মক; সর্বব্যাপী। (২) বিঃ ঈশ্বর। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ -ময়ী। বিঃ -লোক—নিখিল ব্রহ্মাণ্ড; সকল মানুষ; সর্বজন। অব্যঃ ক্রি-বিণঃ -শঃ—সর্বপ্রকারে। -শক্তিমান্—(১) বিণঃ সকলপ্রকার ক্ষমতাসম্পন্ন; যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সমর্থ। (২) বিঃ ঈশ্বর। বিণঃ -শ্রেষ্ঠ—সর্বোত্তম; সর্বপ্রধান; সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -শ্রেষ্ঠা। ক্রি-বিণঃ -সমক্ষে—সকলের সম্মুখে। বিণঃ -সম্মত—সর্বজন অনুমোদিত। বিঃ -সম্মতি—সকলের অভিমত। বিণঃ -সহ—সব কিছু সহ্য করিতে পারে এমন; সবসুদ্ধ, মোট। বিণঃ -সাধারণ—সমস্ত লোক; ছোট-বড় সকল লোক। বিঃ -সিদ্ধি—সর্বপ্রকার সাফল্য; সকল অভীষ্ট পূরণ। বিঃ -স্ব—সমস্ত সম্বল; সমস্ত সম্পদ্। বিণঃ -স্বান্ত—সর্বনাশগ্রস্ত; যাহার সমস্ত সম্পদ্ হারাইয়াছে এমন। বিঃ সর্বাঙ্গ—সকল অবয়ব; সর্ব অঙ্গ; সমস্ত শরীর। বিণঃ সর্বাঙ্গসুন্দর—নিখুঁত, সম্পূর্ণ সুন্দর; সমস্ত শরীরে কোথাও খুঁত নাই এমন। বিণঃ সর্বাঙ্গীণ, সর্বাঙ্গীন—সম্পূর্ণ, নিখুঁত; সর্বাঙ্গব্যাপী; পূর্ণাঙ্গ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ সর্বাণী—ভবানী, দুর্গা, সর্ব অর্থাৎ শিবের স্ত্রী। বিণঃ সর্বাত্মক—অবাধ; সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত। বিণঃ সর্বাদৃত—সর্বত্র আদরপ্রাপ্ত; সকলের আদরণীয়। বিণঃ সর্বানুভূত—সকল জানে অথবা উপলব্ধি করিয়াছে এমন। বিঃ সর্বানুভূতি—সকল বিষয়ের উপল-

সাক্ষি। বিণঃ সর্বান্তর্যামী—সকলের অন্তরের কথা জানে এমন। বিঃ সর্বাভরণ—সমস্ত রকম গহনা; সর্বাঙ্গের অলঙ্কারসমূহ। বিঃ সর্বার্থ—সকল প্রয়োজন; সকল অভীষ্ট। বিণঃ সর্বার্থসাধক—সমস্ত প্রয়োজন বা অভীষ্ট পূর্ণ করে এমন। বিণঃ (স্ত্রী): সর্বার্থসাধিকা। বিঃ সর্বার্থসিদ্ধি—সকল প্রকার অভীষ্ট লাভ। বিঃ বিণঃ সর্বাশী—সমস্ত ভক্ষণকারী; অগ্নি। বিঃ বিণঃ সর্বেশ্বর—শিব, মহাদেব, শঙ্কর, সার্বভৌম, সকলের রাজা: সকলের প্রভু। বিণঃ সর্বেসর্বা—সর্ব প্রধান, সর্বময় কর্তা। বিণঃ সর্বোত্তম—সবচেয়ে ভাল; সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী স্থান। অব্যঃ সর্বোপরি—সকলের উপর।

সর্ষপ—বিঃ সরিষা, মসলারূপে ব্যবহৃত তৈলপ্রদ শস্যবিশেষ; রাই।

সলজ্জ—বিণঃ সব্রীড়, লজ্জিত, লজ্জাযুক্ত।

সলতে—সলিতা-র কথ্যরূপ।

সলা—বিঃ মন্ত্রণা, পরামর্শ।

সলাজ—বিণঃ লজ্জাযুক্ত।

সলিতা—বিঃ প্রদীপের বর্তিকা, পলতে।

সলিল—বিঃ বারি, জল, অম্বু। বিঃ -ক্রিয়া—মৃতের উদ্দেশ্যে জল-তর্পণ; জল দ্বারা চিতা ধৌতকরণ। বিঃ -সমাধি—জলে ডুবিয়া বিনাশ বা মৃত্যু।

সলীল—বিণঃ ক্রীড়াকারী, লীলাযুক্ত; ভঙ্গিযুক্ত; কৌতুকী।

সলমা, সলমো—বিঃ ডাকসাজের চুমকি; সোনা বা রূপার তারে বোনা বুটি।

সল্লকী—বিঃ (স্ত্রী): সজারু; বাবলো গাছ।

সশঙ্ক—বিণঃ শঙ্কাযুক্ত; চকিত, ভীত; ত্রস্ত। ক্রি-বিণঃ সশঙ্কে—শঙ্কার সহিত।

সশরীর—বিণঃ শরীর সহ। ক্রি-বিণঃ সশরীরে—মূর্তি ধারণ করিয়া; স্বয়ং।

সশব্দ—বিণঃ (উচ্চ) শব্দের সহিত; আওয়াজপূর্ণ। ক্রি-বিণঃ সশব্দে—শব্দ করিয়া; শব্দের সহিত।

সশস্ত্র—বিণঃ যাহার হাতে অস্ত্র আছে এমন; অস্ত্রধারী।

সসজ্জ—বিণঃ সজ্জাযুক্ত; সজ্জিত। বিণঃ সসজ্জিত (অশুদ্ধ)—সজ্জিত।

সসত্ত্ব—বিণঃ প্রাণিযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী): সসত্ত্বা—গর্ভিণী; গর্ভবতী।

সসম্ভ্রম—বিণঃ গৌরবযুক্ত; সম্ভ্রম-যুক্ত। ক্রি-বিণঃ সসম্ভ্রমে—সম্ভ্রমের সহিত।

সসম্মান—বিণঃ সম্মানসূচকভাবযুক্ত; সম্মানপূর্ণ। ক্রি-বিণঃ সসম্মানে—সম্মানের সহিত।

সসাগরা—বিণঃ (স্ত্রী): সমুদ্রসহ বিরাজিতা: সাগর-পরিবেষ্টিতা (সসাগরা পৃথিবী)।

সসীম—বিণঃ সীমাযুক্ত।

সসেমিরা—বিঃ সঙ্কটজনক অবস্থা; কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা।

সসৈন্য—বিণঃ সেনা সমন্বিত; সৈন্য-যুক্ত; সৈন্যসহ। ক্রি-বিণঃ সসৈন্যে—সৈন্য লইয়া; সৈন্যের সহিত।

সস্তা—বিণঃ সুলভ; কমদামী; যাহার দাম কম এমন।

সস্ত্রীক—বিণঃ সপত্নীক; স্ত্রীর সহিত; ভার্যার সহিত।

**সস্নেহ**—বিণঃ স্নেহযুক্ত ; বাৎসল্য-যুক্ত। ক্রি-বিণঃ **সস্নেহে**—স্নেহের সহিত।

**সস্পৃহ**—বিণঃ স্পৃহাযুক্ত, লোভী, ইচ্ছুক।

**সস্মিত**—বিণঃ ঈষৎ হাস্যযুক্ত ; সহাস্য (সস্মিত বদন)।

**সহ**—(১) অব্যঃ সহিত, সঙ্গে ; সাহিত্য ; বিদ্যমানতা (ছাত্রসহ)। (২) বিঃ বিণঃ সহকারী, সহ-যোগী। বিণঃ বিঃ **-কর্মী**—একত্র কার্যকারী। বিঃ **-কার**—সাহায্য, সহায়তা (ভক্তিসহকারে)। বিণঃ **-কারী**—সাহায্যকারী ; সহকর্মী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-কারিণী**। বিঃ **-গমন**—সঙ্গে গমন, সহমরণ। বিণঃ **-গামী**—সঙ্গী ; অনুবর্তী ; সঙ্গে গমনকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-গামিনী**। বিণঃ বিঃ **-চর, -চারী**—অনুচর ; একত্রে বিচরণকারী ; সঙ্গী, সাথী, সখা, জামিন ; প্রতিভূ। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-চরী, -চারিণী**। বিণঃ **-জাত**—একই সময়ে উৎপন্ন ; জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত ; এক গর্ভোৎপন্ন। বিণঃ বিঃ **-ধর্মী**—সম ধর্মবিশিষ্ট (লোক)। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-ধর্মিণী**—ভার্যা, পত্নী, স্ত্রী। বিণঃ **-পাঠী**—একই শ্রেণীতে অধ্যয়নকারী ; সতীর্থ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-পাঠিনী**। বিঃ **-বাস**—একত্র অবস্থিতি ; একসঙ্গে বাস ; সম্ভোগ ; স্ত্রী পুরুষের দৈহিক মিলন। বিঃ **-মরণ**—মৃত স্বামীর সহিত একই চিতায় অধি-রোহণ পূর্বক প্রাণত্যাগকরণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-মৃতা**—অনুমৃতা ; সহ-মরণকারিণী। বিণঃ **-যাত্রী**—এক সঙ্গে গমনকারী ; সহগামী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-যাত্রিণী**। বিণঃ **-যায়ী**—সহগামী।

**সহকার**—বিঃ (সুগন্ধ) আম্রপল্লব ; আমগাছ ; আম্রবৃক্ষ। বিঃ **-শাখা**—আমগাছের ডাল ; আম্র-পল্লব।

**সহজ**—(১) বিঃ জন্মগত ; সহো-দর ; এক জননীর গর্ভোৎপন্ন ভ্রাতা ; স্বভাব। (২) বিণঃ সহজাত ; স্বাভাবিক ; অনায়াস সিদ্ধ, সোজা ; সুবোধ্য ; সরল, সিধা, অনায়াসগম্য ; অকপট। বিঃ **-জ্ঞান**—জন্মগত বোধ বা জ্ঞান। বিঃ **-প্রবৃত্তি**—সহজাত সংস্কার ; জন্মগত প্রবৃত্তি। ক্রি-বিণঃ **সহজে**—অনায়াসে, অল্পে, একটুতে, সামান্য কারণে বা চেষ্টায়।

**সহজিয়া**—বিঃ সহজমতে সহজ-স্বরূপকে লাভ করিবার সাধনা করে এমন বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়বিশেষ।

**সহদেব**—বিঃ (মহাভারত) মাদ্রীর গর্ভজাত পাণ্ডুর কনিষ্ঠ পুত্র।

**সহন**—(১) বিঃ ধৈর্যধারণ, সহ্য-করণ (সহনশীল) ; প্রতীক্ষা। (২) বিণঃ সহিষ্ণু। বিণঃ **সহনীয়**—সহনযোগ্য।

**সহবত, সহবৎ**—বিঃ সঙ্গ ; সংসর্গ ; সঙ্গজনিত শিক্ষা।

**সহযোগ**—বিঃ সংযোগ ; মিলন (নানা ব্যঞ্জন সহযোগে) ; সহায়তা, সাহায্য। বিণঃ **সহযোগী**—সহকর্মী ; সাহায্যকারী। বিঃ **সহযোগিতা**—সহকারিতা ; একসঙ্গে কার্যকরণ ; সহযোগীর কাজ বা ভার, সাহায্য।

**সহর্ষ**—বিণঃ আহ্লাদিত ; সানন্দ ; হর্ষযুক্ত। ক্রি-বিণঃ **সহর্ষে**—হর্ষের সহিত ; অত্যন্ত আহ্লাদসহ।

**সহসা**—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ অকস্মাৎ, হঠাৎ।

**সহস্র**—(১) বিঃ হাজার ; দশশত। (২) বিণঃ হাজার সংখ্যক ; অসংখ্য (সহস্র বৎসর) ; নানা। বিঃ **-কর, -কিরণ, সহস্রাংশু**—সূর্য। বিণঃ **-তম**—হাজার সংখ্যার পূরক। বিঃ **-নয়ন, -লোচন, সহস্রাক্ষ**—দেবরাজ ইন্দ্র। ক্রি-বিণঃ **-বার**—অসংখ্যবার, বহুবার। বিণঃ **-রকম**—নানারকম, অনেক প্রকার। বিঃ **সহস্রার**—শিরোমধ্যস্থ সুষুম্নানাড়ীস্থিত সহস্রদল পদ্ম।

**সহা**—(১) ক্রিঃ সহ্য করা, কষ্ট স্বীকার করা ; সহ্য হওয়া ; বরদাস্ত বা ক্ষমা করা। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ সহ্য হয় বা হইয়া গিয়াছে এমন। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ সহ্য করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**সহাধ্যায়ী**—বিঃ একই সময়ে একই গুরুর শিষ্য ; সহপাঠী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **সহাধ্যায়িনী**।

**সহানুভূতি**—বিঃ সমব্যথা ; সমবেদনা ; দরদ ; পরের সহিত সমান অনুভূতি। বিণঃ **-শীল**—দরদী।

**সহাবস্থান**—বিঃ শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান।

**সহায়**—(১) বিণঃ সাহায্যকারী ; আনুকূল্য করে এমন ; সহকারী। (২) বিঃ অবলম্বন ; সম্বল। বিণঃ **-ক**—পরিপোষক ; সাহায্যকারী। বিঃ **-সম্পদ**—ধনবল ও জনবল।

**সহাস্য**—বিণঃ হাস্যরত ; হাস্যযুক্ত। ক্রি-বিণঃ **সহাস্যে**—হাসিতে হাসিতে ; হাস্যের সহিত।

**সহি, সই**[১]—(১) বিঃ স্বাক্ষর, দস্তখত; ছাপ বা স্বাক্ষরের পরিবর্তে লিখন। (২) বিণঃ স্বীকার্য, সমান।

**-সহি**—**-সই**-এর রূপভেদ।

**সহিত**[১]—(১) বিণঃ সংযুক্ত ; সমন্বিত। (২) অব্যঃ সঙ্গে।

**সহিত**[২]—বিণঃ সম্যক্ হিতকর ; ইষ্টসাধক।

**সহিষ্ণু**—বিণঃ ধৈর্যশীল, ক্ষমাশীল ; সহনশীল। বিঃ **-তা**।

**সহৃদয়**—বিণঃ দয়ালু ; প্রশস্তচিত্ত ; সদাশয় ; হৃদয়বান্ আন্তরিক ; রসজ্ঞ ; বিদ্বান্। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সহৃদয়া**। বিঃ **-তা**।

**সহোদর**—বিঃ এক মাতার গর্ভজাত ভ্রাতা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **সহোদরা**।

**সহ্য**[১]—(১) বিণঃ সহনযোগ্য ; উপযুক্ত ; সহনীয়। (২) বিঃ বরদাস্ত, সহন ; ধৈর্য।

**সহ্য**[২]—বিঃ পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উত্তরাংশ। বিঃ **সহ্যাদ্রি**—সহ্য-নামক পর্বতশ্রেণী।

**সা**[১]—বিঃ সঙ্গীতে ষড়্জ-শব্দের সংক্ষেপ।

**সা**[২]—**সাহা**-র সংক্ষিপ্ত কথ্যরূপ।

**সাইকেল**—বিঃ দ্বিচক্রযান।

**সাইজ**—বিঃ মাপ।

**সাইনবোর্ড**—বিঃ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানাদির পরিচয়-জ্ঞাপক ফলকবিশেষ।

**সাউ**—বিঃ মহাজন ; বণিক্, বৈশ্য-জাতিবিশেষ। **-কার**—মুরুব্বি, বণিক্ ; মাতব্বর ; সাধু। বিঃ

-কারি—সাউকারের বৃত্তি; (ব্যঙ্গে) মুদ্রাবিয়ানা; সাধু গিরি; মাতব্বরি।
সাং—সাকিন-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।
সাংখ্য—বিঃ কপিল মুনি প্রণীত দর্শনশাস্ত্র।
সাংগ্রামিক—বিণঃ যুদ্ধোপযোগী; যুদ্ধ-সম্বন্ধীয়; রণদক্ষ; যুদ্ধ-নিপুণ।
সাংবৎসর, সাংবাৎসরিক—বিণঃ বার্ষিক, বৎসর-সম্বন্ধীয়; বৎসরব্যাপী; প্রতিবর্ষে কর্তব্য।
সাংবাদিক—(১) বিণঃ সংবাদ-সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কার্যরত ব্যক্তি, বার্তাজীবী ব্যক্তি। বিঃ -তা—সাংবাদিকের কাজ।
সাংযাত্রিক—বিঃ জলপথে বাণিজ্যকারী।
সাংশয়িক—বিণঃ সন্দিহান; সংশয়যুক্ত; সংশয়-সম্বন্ধীয়।
সাংসর্গিক—বিণঃ সংসর্গজাত; সংসর্গ-সম্বন্ধীয়।
সাংসারিক—বিণঃ পারিবারিক; সংসার-সম্বন্ধীয়; সংসারোপযোগী; গার্হস্থ্য জীবন যাপনকারী; সংসারাসক্ত।
সাঁ, সাঁই—অব্যঃ দ্রুত চলনের অব্যক্ত অনুকার ধ্বনি।
সাঁই—বিঃ পরমেশ্বর; বাউল ধর্মগুরু-বিশেষ; ধর্মপথের উপদেশদাতা।
সাঁইত্রিশ—বিঃ বিণঃ ৩৭ সংখ্যা বা সংখ্যক; সপ্তত্রিংশৎ।
সাঁইসাঁই—সাঁ-সাঁ-র রূপভেদ।
সাঁওতাল—বিঃ সাঁওতাল পরগণার আদিম অধিবাসী; ভারতের আদিবাসী জাতিবিশেষ।
সাঁকো—বিঃ পোল, সেতু।
সাঁচ—বিণঃ উৎকৃষ্ট; আসল।
সাঁজা—বিঃ দই জমাইবার জন্য সঞ্চিত অম্ল; দম্বল।
সাঁজাল—বিঃ গরু ঘোড়া প্রভৃতির মশার উপদ্রব-নিবারণের জন্য ঘুঁটে পোড়াইয়া যে ধূম উৎপন্ন করা হয়।
সাঁজোয়া—বিঃ অস্ত্রনিবারণার্থ কবচ।
সাঁঝ—বিঃ সন্ধ্যাকাল; সন্ধ্যাবেলা।
সাঁট—বিঃ সংক্ষেপ; ইশারা, সঙ্কেত।
সাঁটা—(১) ক্রিঃ লাগানো; আঁটা, আঁকড়ানো। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ সংলগ্ন; দৃঢ়-বন্ধ।
সাঁড়াশি, সাঁড়াশী—বিঃ লৌহনির্মিত যন্ত্রবিশেষ; বড় চিমটা।
সাঁতরান, সাঁতরানো—(১) ক্রিঃ সন্তরণ করা; সাঁতার কাটা। (২) বিঃ সন্তরণ।
সাঁতলান, সাঁতলানো—ক্রিঃ মাছ-মাংস তরকারী প্রভৃতি মসলা বাটা দিবার পূর্বে তৈলে ঈষৎ ভাজিয়া লওয়া; সন্তলন করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।
সাঁতার—বিঃ জলোপরি ভাসন; হাত পায়ের সাহায্যে জল মধ্যে বিচরণ বা সন্তরণ। বিণঃ সাঁতারু—সন্তরণ-কারী; সন্তরণ পটু।
সাকরেদ—শাগ্‌রেদ-এর বানানভেদ।
সাকল্য—বিঃ সম্পূর্ণতা; সমগ্রতা, মোট পরিমাণ, সমষ্টি।
সাকার—বিণঃ আকৃতিবিশিষ্ট; যাহার আকার আছে এইরূপ; মূর্তি-বিশিষ্ট। বিঃ -বাদ—ঈশ্বরের মূর্তি আছে বা উপাসনায় মূর্তি-কল্পনার প্রয়োজন আছে এইরূপ মতবাদ।

**সাকিন,** (বিরল) **সাকিম**—বিঃ ঠিকানা, নিবাসস্থান ; বাসস্থান।

**সাকী**—বিঃ মদ্য পরিবেশনকারী তরুণ বা তরুণী।

**সাক্ষর**—বিণঃ শিক্ষিত ; অক্ষরযুক্ত ; বিদ্বান্।

**সাক্ষাৎ**—(১) অব্যঃ প্রত্যক্ষীভূত ; প্রত্যক্ষ ; সম্মুখ, দৃষ্টিগোচর, মূর্তিমান্ ; স্বয়ং ; সদৃশ, সরাসরি (সাক্ষাৎসম্বন্ধ)। (২) বিঃ দেখন, দর্শন, মোলাকাত ; সমক্ষ। বিঃ **-কার**—পরস্পর দর্শন ; মোলাকাত ; প্রত্যক্ষকরণ ; দেখাকরণ ; মিলন।

**সাক্ষি**—বিঃ সাক্ষ্য। বিঃ **-সাবুদ**—সাক্ষী ও তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য।

**সাক্ষিগোপাল**—বিঃ পুরীধামের নিকটস্থ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহবিশেষ ; পুরীর নিকটবর্তী স্থানবিশেষ ; (ব্যঙ্গার্থে) নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত ব্যক্তি।

**সাক্ষী**—বিণঃ স্বয়ংদ্রষ্টা ; প্রত্যক্ষদর্শী ; প্রাণিকৃত কর্মের দ্রষ্টা ; বৃত্তান্তজ্ঞ ; প্রত্যক্ষকারী।

**সাক্ষ্য**—বিঃ সাক্ষীর কর্ম ; প্রমাণ দেওয়া।

**সাগর**—বিঃ সমুদ্র ; দশপদ্ম সংখ্যা। বিঃ **-সঙ্গম**—সমুদ্র ও নদীর মিলন স্থান।

**সাগু**—বিঃ বৃক্ষজাত খাদ্যবিশেষ ; রোগীর পথ্যবিশেষ।

**সাগ্নিক**—বিণঃ বিঃ যে ব্যক্তি সতত যাগশীল ও যাহার যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত হয় না এমন ; অগ্নিহোত্রী ; নিয়ত যজ্ঞকারী।

**সাঙ্কর্য**—বিঃ মিশ্রণ ; সঙ্করত্ব ; দোআঁশলা অবস্থা।

**সাঙ্কেতিক**—(১) বিণঃ সঙ্কেতকারক ; সঙ্কেত-সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ (গণিত) অঙ্ক কষিবার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি।

**সাঙ্গ**—বিণঃ সম্পূর্ণ ; অঙ্গযুক্ত ; সমাপ্ত ; পূর্ণাঙ্গ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সাঙ্গা, সাঙ্গী**। বিঃ **-তা**। বিঃ **-রূপক**—যে রূপকে উপমান ও উপমেয়ের প্রতি অঙ্গের সহিত প্রতি অঙ্গের সাদৃশ্য দেখানো হয়।

**সাঙ্গা, সাঙা**—বিঃ বিধবা-বিবাহবিশেষ।

**সাঙ্গাত, সাঙাত**—বিঃ মিতা, বন্ধু, সহচর, সহকর্মী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-নী**।

**সাঙ্গোপাঙ্গ**—বিণঃ অঙ্গ ও উপাঙ্গের সঙ্গ বর্তমান ; প্রধান ও অপ্রধান পারিষদসহ, সদলবল।

**সাংঘাতিক**—বিণঃ ভয়ানক, মারাত্মক ; প্রাণ-নাশক।

**সাচ্চা**—বিণঃ সত্য (সাচ্চা বাৎ) ; খাঁটি, অকৃত্রিম।

**সাজ**—বিঃ বেশ, পোশাক ; পরিচ্ছদ ; ভূষণ গহনা ; উপকরণ, সরঞ্জাম। বিঃ **-গোছ, -গোজ**—পোশাক পরিধান, বেশভূষা পরিধান ও তাহার পারিপাট্য। বিঃ **-ঘর**—সজ্জাগৃহ ; অভিনেতাদিগের সাজিবার ঘর। বিণঃ **-সত**—মানানসই, শোভন। বিঃ **-সজ্জা**—সাজসরঞ্জাম, সাজগোছ। বিঃ **-সরঞ্জাম**—উপকরণ ও পোশাক ; সাজ পোশাক।

**সাজশ**—বিঃ মন্দকর্মে সহযোগ।

**সাজা**[১]—বিঃ অপরাধের দণ্ড ; শাস্তি।

**সাজা**[২]—(১) ক্রিঃ পোশাক পরিচ্ছদ পরা, সজ্জিত হওয়া ; মিথ্যা রূপ ধারণ করা ; শোভা পাওয়া, মানানো ; পোশাকাদি পরিয়া প্রস্তুত হওয়া ;

সেবনের জন্য প্রস্তুত করা। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ সেবনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে এমন। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ পোশাক পরিচ্ছদ পরানো; মিথ্যা বলা; বিন্যস্ত করা, সজ্জিত করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

সাজা২—সাজো-র রূপভেদ।

সাজাত্য—বিঃ সাজাতীয়তা; এক-জাতীয়তা; একধর্মিতা।

সাজি১—বিঃ পুষ্প চয়ন-পাত্র; ফুল তুলিয়া যে পাত্রে রাখা হয়।

সাজি২, সাজিমাটি—বিঃ বস্ত্রাদি পরিষ্কারক ক্ষারমাটিবিশেষ।

সাজো—বিণঃ সদ্য, অদ্যকার, টাটকা, তাজা।

সাট১, সাঁট—বিঃ ইশারা, সঙ্কেত; সংক্ষেপ।

সাট২—বিঃ গোপন পরামর্শ বা যোগাযোগ, সড়।

সাটিন—বিঃ চিক্কণ রেশমী বস্ত্রবিশেষ।

সাড়—বিঃ সংজ্ঞা, স্পর্শবোধ; চেতনা, অনুভবশক্তি; বাহ্যজ্ঞান।

সাড়া—বিঃ শব্দ; আহবানের উত্তর; চেতনাসূচক প্রতিক্রিয়া; শোরগোল, চাঞ্চল্য; স্বর, বাক্‌স্ফূর্তি; স্পন্দন, অস্তিত্বসূচক চাঞ্চল্য; চেতনা। বিঃ -শব্দ—চেতনার লক্ষণ; কোন প্রকার শব্দ।

সাত—বিঃ বিণঃ সপ্ত, ৭ সংখ্যা বা সংখ্যক; সপ্ত স্বার। বিঃ -ই, সাতুই—মাসের সাত তারিখ বা সপ্তমদিন। বিঃ -নরীহার—সাত পেঁচের গলার হার। বিণঃ -নলা—সাতটি নলবিশিষ্ট বন্দুক; পাখি মারা নলযন্ত্রবিশেষ; আঠাকাঠি। -পাঁচ, -সতের—(১) বিণঃ বহুবিধ; নানাপ্রকার। (২) বিঃ নানা কথা, দিক বা প্রকার।

সাতা—বিঃ সাত ফোটা চিহ্নিত তাস।

সাতাত্তর—বিঃ বিণঃ ৭৭ সংখ্যা বা সংখ্যক; সপ্ত সপ্ততি।

সাতাশ—বিঃ বিণঃ ২৭ সংখ্যা বা সংখ্যক; সপ্তবিংশতি। বিঃ বিণঃ সাতাশে—মাসের সপ্তবিংশ তারিখের বা তারিখ।

সাতাশি, সাতাশী—বিঃ বিণঃ ৮৭ সংখ্যা বা সংখ্যক; সপ্তাশীতি।

সাতিশয়—বিণঃ খুব বেশী; অধিক; অত্যন্ত; অত্যধিক।

সাত্ত্বিক—(১) বিণঃ সত্ত্বগুণ-সম্বন্ধীয়; সত্ত্বগুণজাত; নিষ্কাম (সাত্ত্বিক দান বা পূজা); সাধু, সৎ। (২) বিঃ স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণতা, অশ্রু, মূর্ছা—এই অষ্টবিধ অন্তঃকরণের ভাববিশেষ।

সাত্যকি—বিঃ শ্রীকৃষ্ণের সারথি; যদু-বংশীয়।

সাথ—(১) বিঃ সঙ্গ। (২) অব্যঃ সঙ্গে, সহিত। বিঃ সাথী—সঙ্গী, সহচর, সেথো। বিণঃ বিঃ সাথুয়া।

সাদর—বিণঃ আদরবিশিষ্ট; আদরের সহিত; যত্নযুক্ত। ক্রি-বিণঃ সাদরে—আদরপূর্বক; আদর করিয়া।

সাদা—বিণঃ শুভ্র; শ্বেত, শ্বেতকায়; সরল, কুটিলতাহীন; স্পষ্ট, সহজ কথা; নির্দোষ; পাড়বিহীন, অলিখিত। বিণঃ -মাঠা—বৈচিত্র্যহীন, কারুকার্যহীন। বিণঃ -সিধা, -সিধে—সোজাসুজি; সরল, বিলাসবর্জিত, অনাড়ম্বর।

সাদি১—শাদি-র বানানভেদ।

**সাদি, সাদী**—বিঃ গজারোহী ; সারথি।

**সাদৃশ্য**—বিঃ একরূপতা, তুল্যতা, আনুরূপ্য, আলেখ্য।

**সাধ,** (কথ্য) **সাদ**—বিঃ স্পৃহা, অভিলাষ, কামনা (বড়লোক হওয়ার সাধ) ; সখ ; স্বেচ্ছা ; গর্ভিণীর কোনও খাদ্যাদিতে রুচি, দোহদ কিম্বা তৎসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানবিশেষ (সাধ ভক্ষণ)। ক্রি-বিণঃ **সাধে**—স্বেচ্ছায়, সাধ করিয়া।

**সাধক**—(১) বিণঃ সাধনকর্তা, সিদ্ধিকারক, সম্পাদক ; সহায়ক। (২) বিঃ আরাধক, সাধনকারী। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ **সাধিকা**।

**সাধন**—বিঃ আরাধনা, সাধনা, সম্পাদন, সিদ্ধি (কার্যসাধন) ; উপায়, করণ, সিদ্ধি। বিঃ **সাধনা**—সাধন-পদ্ধতি, আরাধনা ; ঈপ্সিত বস্তু লাভ বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা, অভ্যাস, মিনতি। বিণঃ **সাধনীয়**—সম্পাদ্য, নিষ্পাদ্য, সাধনযোগ্য।

**সাধর্ম্য**—বিঃ সমধর্মবত্তা ; সাম্য ; একধর্মবিশিষ্টতা, সাদৃশ্য।

**সাধা**—(১) ক্রিঃ সম্পাদন করা ; সাধন করা ; সিদ্ধির জন্য অভ্যাস করা ; ঘটানো ; ক্রোধ নিবৃত্তির অনুনয় করা ; অনুরোধ করা ; (ব্যাকরণ) ব্যুৎপত্তি দেখানো (পদ সাধা)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ অভ্যাসদ্বারা মার্জিত ('রাধা নামে সাধা বাঁশী') ; যাচিত (সাধা ভাত ফেলতে মানা)। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ পরের দ্বারা সম্পাদন করানো ; অনুনয় করিতে বাধ্য করা। (২) বিঃ উক্ত উভয় অর্থে। বিঃ **-সাধি**—বারবার অনুনয়।

**সাধারণ**—(১) বিণঃ গতানুগতিক ; বিশিষ্টতাহীন ; যাহা প্রায় দেখা যায় ; সর্বজনীন ; দল প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সকল ব্যক্তির ; সর্বজনের মধ্যে বা সর্বত্র বর্তমান ; সকল, সমূহ, সমস্ত, নির্বিশেষ (জনসাধারণ) ; নগণ্য, তুচ্ছ সামান্য। (২) বিঃ সমগ্র নরনারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সাধারণী**। বিঃ **-ত্ব**।

**সাধিকা**—সাধক দ্রষ্টব্য।

**সাধিত**—বিণঃ প্রমাণ সিদ্ধ ; সম্পাদিত।

**সাধু**—(১) বিণঃ সৎ, ধার্মিক ; উত্তম, মার্জিত, ভদ্ররীতি সঙ্গত। (২) বিঃ সন্ন্যাসী, যোগী ; বণিক, সুদখোর। বিঃ **-গিরি**—সন্ন্যাসের ভান ; ধার্মিকতা, সততা। বিঃ **-তা**—ধার্মিকতা ; সততা, সদ্ব্যবহার ; শিষ্টতা। বিঃ **-বাদ**—প্রশংসাবাদ।

**সাধ্য**—(১) বিণঃ সাধনযোগ্য, যাহা করিতে পারা যায়, শক্য ; সাধনীয়, সম্পাদ্য ; প্রতিবিধেয় ; প্রতিপাদ্য। (২) বিঃ (ন্যায়) অনুমান দ্বারা নির্ণীত বিষয় ; সামর্থ্য, শক্তি। ক্রি-বিণঃ **-মত, সাধ্যানুরূপ**—ক্ষমতানুসারে, যথাসাধ্য। বিণঃ **-বহির্ভূত, সাধ্যাতীত, সাধ্যাতিরিক্ত**—করিতে পারা যায় না এমন, অসাধ্য। বিঃ **-সাধনা**—অনুনয়বিনয় ; সাধাসাধি।

**সাধ্বস**—বিঃ সম্ভ্রম ; ভয়।

**সাধ্বী**—বিঃ বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সতী, পতিব্রতা, সৎস্বভাবা, সচ্চরিত্রা।

**সানন্দ**—বিণঃ আনন্দযুক্ত, আহ্লাদিত। ক্রি-বিণঃ **সানন্দে**—আনন্দের সহিত।

**সানাই**—বিঃ বাঁশীবিশেষ।

**সানু**—বিঃ অধিত্যকা ; পর্বতের উপরিস্থ সমতলভূমি ; চূড়া।

সানুকম্প—বিণঃ অনুকম্পাযুক্ত ; সদয়।
সানুজ—বিণঃ ছোট ভাইয়ের সহিত ; অনুজের সহিত।
সানুনয়—বিণঃ মিনতিপূর্ণ ; সবিনয়।
সানুনাসিক—বিণঃ নাকীসুরযুক্ত ; নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত বর্ণ-বিশিষ্ট।
সানুবন্ধ—বিণঃ সনির্বন্ধ ; অনুবন্ধ-যুক্ত।
সান্ত—বিণঃ সসীম, অন্তবিশিষ্ট, সীমিত।
সান্তর—বিণঃ সছিদ্র, বিরল ; ব্যবধান-বিশিষ্ট ; ফাঁক-ফাঁক।
সান্ত্রী—বিঃ প্রহরী ; সশস্ত্র রক্ষী।
সান্ত্বন, সান্ত্বনা—বিঃ প্রিয়বাক্য দ্বারা প্রবোধ দান ; আশ্বাসবাক্য।
সান্দ্র—(১) বিণঃ নিবিড়, তরল অথচ গাঢ়, ঘন ; মনোরম। (২) বিঃ কানন।
সান্ধ্য—বিণঃ সন্ধ্যাকালীন ; সন্ধ্যা-সম্বন্ধীয়। বিঃ -আইন—সন্ধ্যার পর লোকচলাচল-নিয়ামক আইন।
সান্নিধ্য—বিঃ নৈকট্য, সামীপ্য।
সান্নিপাতিক—বিণঃ সন্নিপাতজনিত ; পিত্ত বাত কফ—এই ত্রিবিধ দোষ-জনিত ; সান্নিপাতিক। সান্নিপাতিক জ্বর—টাইফয়েড।
সান্বয়—বিণঃ সম্বন্ধযুক্ত, অন্বয়ের সহিত।
সাপ—বিঃ সর্প, ভুজঙ্গ ; হিংস্র বিষধর বা হীন সরীসৃপবিশেষ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ সাপিনী।
সাপট—বিঃ ঝাপটা, আস্ফালন, তেজ, তোড়।
সাপটা—(১) বিণঃ যাহাতে ইতর বিশেষ নাই ; যাহা জুটে তাহা সমস্ত ; সবসুদ্ধ, থাউকা। (২) ক্রি-বিণঃ সমস্ত এক সঙ্গে, ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া।
সাপটান, সাপটানো—(১) ক্রিঃ জাপটানো ; জড়াইয়া ধরা বা রাখা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।
সাপত্ন[1], সাপত্ন্য[1]—(১) বিঃ সতীনের সন্তান, সতীনপুত্র। (২) বিণঃ সপত্নীজাত ; সপত্নী-সম্বন্ধীয়।
সাপত্ন[2], সাপত্ন্য[2]—(১) বিঃ শত্রুতা, শত্রু। (২) বিণঃ শত্রু-সম্বন্ধীয়।
সাপুত্তা—বিঃ (কাব্যে) কৌটা।
সাপুড়িয়া, (কথ্য) সাপুড়ে—বিঃ সাপ খেলানো বা সাপ ধরা যাহার পেশা ; অহিতুণ্ডিক।
সাপেক্ষ—বিণঃ যাহা অন্য বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ; অপেক্ষাযুক্ত। বিঃ সাপেক্ষানুমান—(ন্যায়) অনুমান ; নিরপেক্ষানুমান ; যে অনুমান দ্বারা দুইটি সম্বন্ধ জ্ঞান হইতে একটি তৃতীয় সম্বন্ধ নিরূপণ করা যায় ; দুইটি বাক্য হইতে অনুমান করার নাম।
সাফ—বিণঃ পরিস্কৃত, নির্মল ; স্পষ্ট ; সম্পূর্ণ ; বেমালুম ; বাধামুক্ত ; ধ্বংসপ্রাপ্ত, লোপ পাওয়া ; শর্তহীন। বিঃ সাফাই—সাফকরণ ; দোষ-স্খালন ; পরিষ্কারকরণ।
সাফল্য—বিঃ সফলতা।
সাব-—বিণঃ অবর, অধস্তন ; সহকারী।
সাবকাশ—(১) বিণঃ অবকাশ আছে এমন, শুভ অবসর ; অবসরযুক্ত।
সাবড়ান, সাবড়ানো—ক্রিঃ ধ্বংস করা।
সাবধান—(১) বিণঃ সচেতন, সতর্ক ; হুঁশিয়ার, অবহিত। (২) অব্যঃ

সতর্ক হও, অবহিত হও ; হ্‌শিয়ার হও। বিঃ -তা। ক্রি-বিণঃ **সাবধানে**—সতর্কতার সঙ্গে।
**সাবধানী**—বিণঃ সতর্ক, হ্‌শিয়ার।
**সাবন**—বিঃ স্‌র্যোদয় হইতে আবার স্‌র্যোদয় পর্যন্ত কাল ; কুদিন ; এক অহোরাত্র ; ত্রিশ অহোরাত্র-সমন্বিত মাস ; এক সাবন মাস।
**সাবয়ব**—বিণঃ কায়া বা অবয়ববিশিষ্ট।
**সাবর্ণ**—বিঃ দ্বিতীয় মন্‌। বিঃ **সাবর্ণি**—স্‌র্যতনয়, অষ্টম মন্‌।
**সাবলীল**—বিণঃ প্রাঞ্জল, নিতান্ত সরল ; প্রসাদগ্‌ণবিশিষ্ট ; সহজ, অনায়াস ; লীলায়িত ; সক্রীড়।
**সাবান**—বিঃ তৈলক্ষার প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত মলহারক দ্রব্যবিশেষ।
**সাবালক**—বিণঃ প্রাপ্তবয়স্ক ; বয়ঃপ্রাপ্ত।
**সাবাস**—**শাবাশ**-এর বর্জিত বানান।
**সাবিত্রী**—বিঃ স্‌র্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী ; গায়ত্রী ; বেদমাতা ; বেদের মন্ত্রবিশেষ ; ব্রহ্মার পত্নী ; দ্‌র্গা ; অশ্বপতির কন্যা, সত্যবানের পত্নী। বিঃ -স্‌ত্র—যজ্ঞোপবীত, পৈতা।
**সাব্যস্ত, সাব্‌দ**—(১) বিঃ প্রমাণ (সাক্ষী সাব্‌দ)। (২) বিণঃ প্রমাণীকৃত।
**সাবেক**—বিঃ প্‌র্বেকার, প্‌রাতন ; প্রাচীন। বিণঃ **সাবেকী**—প্রাচীন কালের ; প্রাচীন পন্থী।
**সাব্যস্ত**—বিণঃ নির্ধারিত ; স্থিরীকৃত ; স্‌নিশ্চিত ; প্রমাণিত।
**সাম**—বিঃ তৃতীয় বেদ ; গেয় বেদমন্ত্র ; তোষণ ; সন্ধি ; রাজনীতিবিশেষ।
**সামগ্রিক**—(অশ্‌) বিণঃ সম্প্‌র্ণ ; প্‌রাপ্‌রি, সমগ্রভাবে কৃত।

**সামগ্রী**—বিঃ দ্রব্য, জিনিস ; দ্রব্যসম্‌হ।
**সামগ্র্য**—বিঃ সাকল্য, সমগ্রতা, কারণ-কলাপ ; উপকরণ, ভাণ্ডার।
**সামঞ্জস্য**—বিঃ সঙ্গতি ; ঔচিত্য ; বিঃ -বিধান, -সম্পাদন, -সাধন—মিলকরণ, সঙ্গতিবিধান।
**সামনা**—বিঃ সম্ম্‌খ। বিণঃ ক্রি-বিণঃ **-সামনি**—সম্ম্‌খবর্তী ; সমক্ষে ; ম্‌খোম্‌খি। ক্রি-বিণঃ **সামনে**—সম্ম্‌খে।
**সামন্ত**—বিঃ অধীন রাজা ; ম্‌খ্য প্রজা ; প্রতিবেশী ; নায়ক ; উপাধিবিশেষ ; মোড়ল।
**সামবায়িক**—(১) বিণঃ সমবায়-সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ নায়ক ; দলপতি ; সচিব ; মন্ত্রী।
**সাময়িক**—বিণঃ কালোপযোগী ; সময়োচিত ; নিয়মান্‌যায়ী ; অল্পকালস্থায়ী ; নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রকাশ্য (সাময়িক পত্র)।
**সাময়িকী**—(১) বিণঃ **সাময়িক**-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বিঃ চলিত বা বর্তমান সময়ের প্রসঙ্গ।
**সামরিক**—বিণঃ সমরসম্বন্ধীয় ; সমরোপযোগী ; য্‌দ্ধকালীন ; সমরপ্রিয়, রণদক্ষ।
**সামর্থ্য, (চলিত) সামর্থ**—বিঃ যোগ্যতা, ক্ষমতা ; বল ; শক্তি ; পারগতা।
**সামলান, সামলানো**—(১) ক্রিঃ রক্ষা-করা ; সম্বরণ করা ; রোধ করা ; সংরক্ষণ করা ; আয়ত্তে রাখা ; রক্ষা পাওয়া, উত্তীর্ণ হওয়া। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।
**সামাজিক**—বিণঃ সমাজ-সম্বন্ধীয় ; সমাজে প্রচলিত ; সমাজবদ্ধ (মান্‌ষ সামাজিক জীব) ; মিশ্‌ক ; সদস্য।

**সামান্তরিক**—বিঃ (জ্যামিতি) দুই জোড়া সমান্তরাল রেখাবেষ্টিত চতুষ্কোণ ক্ষেত্র।

**সামান্য**—(১) বিণঃ সাধারণ, বিশিষ্টতাহীন, সকলের মধ্যে বর্তমান ; সর্ববিষয়ক, তুচ্ছ, অতি-অল্প। (২) বিঃ বর্গের সকলের মধ্যে বিদ্যমান লক্ষণসমূহ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সামান্যা।

**সামাল**—অব্যঃ সতর্ক হও, সাবধান।

**সামিয়ানা**—শামিয়ানা-র বর্জিত বানান।

**সামিল**—শামিল-র বর্জিত বানান।

**সামীপ্য**—বিঃ নিকটবর্তিতা, নৈকট্য।

**সামুদ্র, সামুদ্রিক, সামুদ্রক**—(১) বিঃ শরীরস্থ চিহ্নঘটিত শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয়ের শাস্ত্র। (২) বিণঃ সমুদ্র-জাত ; সমুদ্র-সম্বন্ধীয় ; সমুদ্র-শাস্ত্র-ব্যবসায়ী।

**সাম্পান**—বিঃ ছোট চীনা নৌকাবিশেষ।

**সাম্প্রতিক**—বিণঃ আধুনিক, আজকাল-কার ; ইদানীন্তন।

**সাম্প্রদায়িক**—বিণঃ সম্প্রদায়-সম্বন্ধীয়, সম্প্রদায়-গত ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন ; বিভিন্ন দল-সম্বন্ধীয়। বিঃ -তা।

**সাম্য**—বিঃ সমতা (ভারসাম্য) ; তুল্যতা ; সাদৃশ্য ; সান্ত্বনা ; রাগ-দ্বেষাদিবর্জিত মনের নির্বিকার প্রশান্ত অবস্থা। বিঃ -বাদ—রাষ্ট্রের সকলেরই সমান অধিকার থাকা উচিত এই মতবাদ। বিণঃ -বাদী—যে সাম্য-বাদ মানে এমন ; সমানাধিকার মতা-বলম্বী।

**সাম্রাজ্য**—বিঃ সম্রাটের অধীন বা শাসনান্তর্গত রাজ্যসমূহ ; বিস্তৃত রাজ্য। বিঃ -বাদ—পররাজ্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের রাজনৈতিক কূট-নীতি। বিণঃ -বাদী—সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনকারী বা সমর্থক।

**সায়**[1]—বিঃ সমর্থন ; সম্মতি।

**সায়**[2]—(১) বিঃ অবসান ; সন্ধ্যাকাল ; দিনান্ত ; সমাপ্ত ; শেষ, সাঙ্গ।

**সায়ংকাল**—বিঃ সন্ধ্যার সময় ; দিন-শেষ।

**সায়ংকৃত্য**—বিঃ সন্ধ্যাকালীন কৃত্য ; সন্ধ্যাকালীন করণীয় ; আহ্নিকাদি উপাসনা।

**সায়ংসন্ধ্যা**—বিঃ সান্ধ্যআহ্নিক।

**সায়ক**—বিঃ খড়্গ ; বাণ।

**সায়ন্তন**—বিণঃ সায়ংকালীন ; সন্ধ্যা-কালীন।

**সায়র**—বিঃ (কাব্যে) সাগর, সমুদ্র ; সরোবর।

**সায়া**—বিঃ শাড়ির নীচে পরিধেয় ঘাগরা।

**সায়াহ্ন**—বিঃ সন্ধ্যাকাল ; সাঁঝ ; দিনান্ত ; সায়ংকাল। বিঃ -কৃত্য—সান্ধ্যকৃত্য ; সায়ংকৃত্য ; সন্ধ্যাহ্নিক।

**সাযুজ্য**—বিঃ পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে একপ্রকার মুক্তি ; ব্রহ্মে বিলয় ; মুক্তি ; সাদৃশ্য।

**সার**[1]—বিঃ বৃটিশ সরকার প্রদত্ত খেতাব-বিশেষ (সার যদুনাথ)।

**সার**[2]—সারি[1]-র রূপভেদ।

**সার**[3]—(১) বিঃ উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ অংশ ; উত্তম উপাদান, সদ্‌বস্তু, নিষ্কর্ষ ; গাছের গুঁড়ির শক্ত অংশ, মজ্জা ; মৃত্তিকার উর্বরতাসাধক বস্তু ; শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ, একমাত্র সম্বল। (২) বিণঃ শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, গূঢ়, প্রকৃত। বিণঃ -গর্ভ—অন্তঃসার-বিশিষ্ট ; সার বা উত্তম বস্তু-পূর্ণ। বিণঃ -বান্—সারবস্তু, সারগর্ভ

সারঙ্গ¹—বিঃ চিত্রমৃগ, হস্তী, ময়ূর; ভ্রমর, চাতক। বিঃ (স্ত্রী): সারঙ্গা, সারঙ্গী¹।

সারঙ্গ²—বিঃ বেহালাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ; সারিন্দা। বিঃ সারঙ্গী²—সারঙ্গবাদক।

সারণ—বিঃ চালন, অপসারণ।

সারণি, সারণী—বিঃ ক্ষুদ্র নদী; নির্ঘণ্ট, তালিকা।

সারথি—বিঃ রথচালক। বিঃ সারথ্য—সারথির বৃত্তি।

সারদা—বিঃ সরস্বতী।

সারবন্দী—সারি¹ দ্রষ্টব্য।

সারমেয়—বিঃ কুকুর। বিঃ (স্ত্রী): সারমেয়ী।

সারল্য—বিঃ সরলতা।

সারস—বিঃ বক-জাতীয় বৃহৎ জলচর পক্ষিবিশেষ। বিঃ (স্ত্রী): সারসী।

সারস্বত—(১) বিণঃ সরস্বতী-সম্বন্ধীয়, বিদ্বান্। (২) বিঃ দিল্লীর উত্তর-পশ্চিমস্থ দেশবিশেষ; ব্রাহ্মণবিশেষ। সারস্বত সমাজ—পণ্ডিত-সমাজ; সাহিত্যিকবৃন্দ।

সারা¹—বিণঃ সমগ্র, সমস্ত।

সারা²—বিণঃ ক্লান্ত, হয়রান।

সারা³—(১) ক্রিঃ লুকাইয়া রাখা, শেষ করা; জীবননাশ করা; দুর্দশায় বা বিপদে ফেলা; পণ্ড করা বা নষ্ট করা; মেরামত করা; সংশোধন করা, আরোগ্য লাভ করা। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ লুক্কায়িত; সমাপ্ত; সাঙ্গ, নষ্ট, পণ্ড; দুর্দশাগ্রস্ত। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ সংশোধন করানো; সমাপ্ত করানো; মুক্ত করা, নীরোগ করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

সারাল—বিণঃ সারবান্, সারযুক্ত।

সারি¹—বিঃ শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি। বিণঃ -বন্দী—শ্রেণীবদ্ধ। ক্রি-বিণঃ সারি সারি—বহু সারিতে; শ্রেণীবদ্ধভাবে।

সারি²—বিঃ শ্রেণীবদ্ধভাবে যে গান গীত হয়; মাঝি-মাল্লাদের গান।

সারি³, সারিকা—যথাক্রমে শারি ও শারিকা-র বানানভেদ।

সারিগামা—স্বরগ্রাম-এর রূপভেদ।

সারী—শারী-র বানানভেদ।

সারূপ্য—বিঃ মুক্তিবিশেষ; সমরূপতা; ঈশ্বরতুল্যরূপপ্রাপ্তি।

সারেং¹—বিঃ জাহাজ-পরিচালক।

সারেং²—বিঃ বেহালার ন্যায় তারের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, সারঙ্গী।

সারোদ্ধার—বিঃ গূঢ় মর্ম বা তাৎপর্য বাহিরকরণ; সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সার্কাস—বিঃ ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন; সিংহ-ব্যাঘ্র-অশ্বাদির ক্রীড়াচক্র।

সার্জন¹—বিঃ অস্ত্র চিকিৎসক।

সার্জেন্ট, (বিকৃত) সার্জন²—বিঃ পুলিশের কর্মচারিবিশেষ; কনস্টেবলদের ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মচারি-বিশেষ।

সার্টিফিকেট—বিঃ নিদর্শনপত্র, প্রশংসা-পত্র; উপাধিপত্র, প্রমাণ-পত্র।

সার্থ¹—বিঃ সাথী, সঙ্গী, জন্তুসকল; সমূহ।

সার্থ²—(১) বিঃ বণিকসমূহ। (২) বিণঃ ঐশ্বর্যশালী; অর্থশালী; ধনবান্। বিঃ -বাহ—সহযাত্রী বণিকের দল; পথপ্রদর্শক।

সার্থক—বিণঃ চরিতার্থ; অর্থযুক্ত; সফল। বিঃ -তা। বিণঃ -নামা—নামের সহিত যাহার কাজের সঙ্গতি আছে এমন; যশস্বী।

সার্ধ—বিণঃ অর্ধসহিত ; অর্ধযুক্ত ; দেড়, সাড়ে।

সার্ব—বিণঃ সর্ব-সম্বন্ধীয়, সর্বহিতকর। বিণঃ -কালিক—চিরন্তন ; যাহা সকল ঋতুতে জন্মে এমন ; সর্বদা প্রাপ্তব্য। বিণঃ -জনীন—সর্বসাধারণের হিতকর ; সকল জনের জন্য অনুষ্ঠিত, সকলের মধ্যে প্রবীণ বা শ্রেষ্ঠ ; সর্ববিদিত।

সার্বভৌম—(১) বিঃ সম্রাট্, রাজচক্রবর্তী, পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। (২) বিণঃ বিশ্বব্যাপী, জগদ্ব্যাপী; বিশ্ববিখ্যাত ; অবাধ।

সার্ষপ—বিণঃ সরিষা হইতে উৎপন্ন ; সর্ষপ-সম্বন্ধীয়।

সাল১—শাল-এর বানানভেদ।

সাল২—বিঃ অব্দ ; বাঙলা বা হিজরী সন (আনুমানিক ৫৯৩ বা ৫৯৪ খৃস্টাব্দে চালু হয়)।

সালঙ্কার, সালংকার—বিণঃ অলংকারযুক্ত ; ভূষিত ; ভূষণবিশিষ্ট; অলংকার পরিহিত ; কাব্যালঙ্কার যুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ সালঙ্কারা, সালংকারা।

সালসা—বিঃ রক্তশোধক ঔষধবিশেষ।

সালাম—সেলাম-এর রূপভেদ।

সালিয়ানা—(১) বিঃ বাৎসরিক বৃত্তি ; খাজনা। (২) বিণঃ বার্ষিক।

সালিশ, সালিস—বিঃ মধ্যস্থ। বিঃ সালিসি—মধ্যস্থতা, সালিসের কাজ। বিণঃ সালিসী—মধ্যস্থ দ্বারা বিচার্য, মধ্যস্থতা-সংক্রান্ত।

সালোক্য—বিঃ মুক্তিবিশেষ ; ইষ্টদেবতার লোকে বাস।

সাশ্রয়—বিঃ ব্যয়লাঘব ; অবলম্বনবিশিষ্ট ; অপচয় হইতে রক্ষা।

সাশ্রু—বিণঃ অশ্রুযুক্ত ; অশ্রুপূর্ণ।

সাষ্টাঙ্গ—বিণঃ জানু পদ পাণি বক্ষ মস্তক দৃষ্টি বাক্য—এই অষ্ট-অঙ্গের সহিত (সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বা প্রণিপাত)। ক্রি-বিণঃ সাষ্টাঙ্গে—অষ্টাঙ্গের সহিত।

সাস্না—বিঃ গরুর গলার লোলচর্ম।

সাহঙ্কার, সাহংকার—বিণঃ অহঙ্কৃত ; অহঙ্কারপূর্ণ।

সাহচর্য—বিঃ সহায়তা, সঙ্গ।

সাহস—বিঃ নির্ভয়তা, নির্ভীকতা ; বিপজ্জনক কাজে উদ্যম ; স্পর্ধা ; ভয়শূন্যতা। বিণঃ সাহসিক—সাহসের কর্ম করে এমন ; সাহসযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ সাহসিকী। বিঃ সাহসিকতা। বিণঃ সাহসী—যাহার সাহস আছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ সাহসিনী।

সাহা—বিঃ সাহুকার জাতি ; উপাধিবিশেষ।

সাহায্য—বিঃ আনুকূল্য, সহায়তা।

সাহিত্য—বিঃ সংসর্গ; মিলন; সাহচর্য; উপন্যাসাদি রসাত্মক গ্রন্থ (কথা-সাহিত্য) ; গ্রন্থ, রচনা (প্রবন্ধ-সাহিত্য)। বিঃ -কলা, -শিল্প—সুকুমার সাহিত্যরচনা কৌশল ; বিশুদ্ধ উচ্চ সাহিত্য সৃষ্টির সূক্ষ্ম বিদ্যা। বিঃ -চর্চা, সাহিত্যানুশীলন—সাহিত্যের অনুশীলন ; সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা ; সাহিত্যসেবা। বিঃ -জগৎ, সাহিত্যাকাশ—সাহিত্যিকদের সমাজ। বিণঃ -জীবী—সাহিত্য সেবা দ্বারা জীবিকার্জন। বিঃ -বৃত্তি—সাহিত্য-কর্ম-নির্ভর জীবিকা। বিঃ -রথী—বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক; সাহিত্য-গুরু। বিঃ -সভা—সাহিত্য-

শিল্পাদি-বিষয়ক সভা বা সঙ্ঘ; সাহিত্য-জগৎ। বিঃ -সমাজ—সাহিত্যিকগণ, সাহিত্যিক-সম্প্রদায়।
সাহিত্যিক—(১) বিণঃ সাহিত্য শিল্প-সম্বন্ধীয় (সা হি ত্যি ক আসর)। (২) বিঃ সাহিত্য-রচনাকার। বিঃ (স্ত্রী)ঃ সাহিত্যিকা।
সাহ্ন, সাহ্নকার, সাহ্নকারি—যথাক্রমে সাউ, সাউকার ও সাউকারি-র রূপভেদ।
সাহেব—বিঃ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, মহাশয়, মালিক, কর্তা, নকল ইউরোপীয়। বিঃ সাহেব-মেম—ইংরেজ পুরুষ ও নারী। বিঃ সাহেবান্—মান্যব্যক্তিগণ; সাহেবসমূহ। বিঃ সাহেবি, সাহেবিয়ানা—সাহেবের আচরণ; সাহেবী চাল-চলন। বিণঃ সাহেবী—সাহেব-সুলভ; ইউরোপীয়দের আচরিত; সাহেবদের অনুকৃত।
সিউলি—বিঃ শেফালিকা পুষ্প, শৈবাল।
সিউলী—বিঃ যাহারা খেজুর রস ও গুড় প্রস্তুত করে।
সিংহ—বিঃ কেশরী, পশুরাজ; হরি; অতিবলশালী হিংস্র পশুবিশেষ; মৃগেন্দ্র, হর্যক্ষ; (জ্যোতিষ) রাশি-চক্রের পঞ্চম স্থান; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। বিঃ (স্ত্রী)ঃ সিংহী। বিঃ -দরজা, -দ্বার—প্রধান প্রবেশদ্বার; সিংহ-মূর্তিযুক্ত দ্বার; সদর দরজা। বিঃ -নাদ—সিংহের ডাক; বীরের হুঙ্কার; আস্ফালন-সূচক শব্দ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -বাহিনী—দুর্গাদেবী। বিণঃ -বিক্রান্ত—সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী। বিঃ -শাবক, -শিশু—সিংহের বাচ্চা বা ছানা।
সিংহল—বিঃ ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থ দ্বীপ, শ্রীলংকা; প্রাচীন লঙ্কা দ্বীপ। সিংহলী—(১) বিণঃ সিংহল দেশজাত; সিংহল-দেশবাসী; সিংহল-দেশ-সংক্রান্ত। (২) বিঃ সিংহলের ভাষা; সিংহলের অধিবাসী।
সিংহাবলোকন ন্যায়—বিঃ ন্যায়বিশেষ; সিংহের ন্যায় বারংবার পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করতঃ কার্যাদির গতবিষয়ের পর্যালোচনার বৃত্তি।
সিংহাসন—বিঃ সিংহ-মূর্তি-চিহ্নিত আসন; রাজাসন।
সিঁড়ি, সিঁড়ী—বিঃ সোপান, পইঠা; মই; নামা-ওঠার জন্য ধাপ।
সিঁথি, সিঁথা—বিঃ কেশবীথি; সীমন্ত; টেড়ি; মাথার চুল দুই ভাগে বিন্যস্ত করিলে যে সরু রেখা পড়ে তাহা।
সিঁদ—সিঁধ-এর রূপভেদ।
সিঁদুর—সিন্দুর-এর কথ্য রূপ।
সিঁদেল—সিঁধেল-এর রূপভেদ।
সিঁধ—বিঃ চুরি করিবার নিমিত্ত দেওয়ালে খনিত গর্ত বা সুড়ঙ্গ; সন্ধি। বিঃ -কাটি—সিঁধ কাটিবার ছোট শাবল। বিণঃ সিঁধেল—যে সিঁদ দিয়া চুরি করে এমন; সিঁধ কাটিতে দক্ষ চোর।
সিক—বিঃ ছড়; লৌহ বা কাষ্ঠ নির্মিত সরু দণ্ড; শলাকা; গরাদ (জানালার সিক)।
সিকতা—বিঃ বালুকা; বালুকাময় দেশ।
সিকা[১]—শিকা-র বানানভেদ।
সিকা[২]—মুদ্রাবিশেষ; সিকি; চারি আনা মূল্যের মুদ্রা।

**সিকি**—(১) বিঃ চারি আনা ; চারি-আনা মূল্যের মুদ্রা : চতুর্থাংশ। (২) বিণঃ চতুর্থাংশ-পরিমিত।

**সিকে**[১]—শিকে-র বানানভেদ।

**সিকে**[২]—সিকা-র কথ্যরূপ।

**সিক্কা**—বিঃ বাদশাহী বা কোম্পানির আমলের টাকা।

**সিক্ত**—বিণঃ ভিজা, আর্দ্রীকৃত। বিণঃ (স্ত্রী): সিক্তা। বিঃ -তা।

**সিক্‌থ**—বিঃ মোম : একগ্রাস অন্ন ; নীলবড়ি।

**সিগন্যাল**—বিঃ সংকেত সংকেতযন্ত্র। সিগন্যাল ডাউন হওয়া—রেলগাড়ি চলাব পথ বাধামুক্ত হওবার সাংকেতিক নির্দেশ হওয়া।

**সিগারেট**—বিঃ ছোট চুরুট।

**সিঙ্গাড়া**—শিঙ্গাড়া-ব বানানভেদ।

**সিঙ্গার**—শিঙ্গার-এব বানানভেদ।

**সিজ**—বিঃ মনসাগাছ।

**সিজা, সিঝা**—সেঝা-র রূপভেদ।

**সিঞ্চন**—বিঃ সেচন : জলসেক ; জলাদি তরল পদার্থ ছিটাইয়া দেওন। বিণঃ সিঞ্চিত—সিঞ্চন দ্বারা সিক্ত করা হইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী): সিঞ্চিতা।

**সিটকানো, সিটকানো, সিটকন, সিটকনো**—(১) ক্রিঃ কুঞ্চিত কবা কোঁকড়ানো, কোঁচকানো। (২) বিঃ কুঞ্চন : ঘৃণা বা অবজ্ঞায ওষ্ঠাদি বক্রকরণ (নাক সিটকান)। (৩) বিণঃ উক্ত অর্থে।

**সিটা**—শিটা-র বানানভেদ।

**সিটি**—শিটি-র বানানভেদ।

**সিটে**—সিটে-এর রূপভেদ।

**সিত**—বিণঃ শুভ্রবর্ণ, শ্বেতবর্ণ : সাদা, শুক্ল। -কণ্ঠ—(১) বিণঃ শ্বেতবর্ণ কণ্ঠযুক্ত। (২) বিঃ ডাকপাখি। বিঃ -কর—চন্দ্র, শশী, কর্পূর। বিঃ -পক্ষ—জ্যোৎস্নাপক্ষ ; শুক্লপক্ষ ; রাজহংস। বিঃ -পুষ্প—টগর, কাশফুল। বিঃ সিতাংশু—চন্দ্র।

**সিতি**—বিণঃ শুক্ল : কৃষ্ণ বা নীল। বিঃ -কণ্ঠ—শিব নীলকণ্ঠ : ময়ূর ; ডাকপাখি। বিঃ -মা—শুভ্রতা ; নীলিমা ; কৃষ্ণতা।

**সিথান**—শিথান-এর বানানভেদ।

**সিদ্ধ**—(১) বিণঃ তপ্ত জলাদিতে পক্ক ; সফল, নিষ্পন্ন : গরম জলেব তাপে ফোটানো বা প্রস্তুত . তাপ-দাহে ঘর্মাক্ত ও অবসন্ন ; পূর্ণ · প্রতিপাদিত ; নিপুণ, পারদর্শী সুশিক্ষিত দক্ষ ; সাধনায় উত্তীর্ণ বা সফল : অলৌকিক শক্তি-যুক্ত। (২) বিঃ দেবযোনিবিশেষ ; ত্রিকালজ্ঞ মুনি। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী): সিদ্ধা। বিঃ -তা। বিণঃ -কাম, -মনোরথ—অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে এমন। বিঃ -দেব—শিব। বিঃ -পীঠ—যেস্থানে কোন সাধক কর্তৃক যথা নিয়মে লক্ষ বলি, কোটি হোম, তৎপরিমিত মহাবিদ্যা জপের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। বিঃ -পুরুষ—যোগ-সিদ্ধ ব্যক্তি কৃতবিদ্য ব্যক্তি ; (ব্যঙ্গে) পাষণ্ড ব্যক্তি। বিঃ -বিদ্যা—দশমহাবিদ্যা। বিঃ -রস—পারদ। বিণঃ -হস্ত—পারংগম, অতিশয় দক্ষ।

**সিদ্ধাই**—বিঃ যোগসিদ্ধ হওয়ার অবস্থা · যোগলব্ধ শক্তি।

**সিদ্ধান্ত**—বিঃ মীমাংসা · জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিশেষ : নির্ধারণ। বিঃ -বাগীশ—প্রাচীন আর্য শাস্ত্রীয় মীমাংসক-গণের উপাধিবিশেষ।

**সিদ্ধার্থ**—(১) বিঃ বুদ্ধদেব। (২) বিণঃ সফলকাম।

**সিদ্ধি**—বিঃ সফলতা; সম্পাদন; পারদর্শিতা বা জ্ঞানলাভ; জয়লাভ, উত্তীর্ণ হওন; যোগবিশেষ, মোক্ষ; সিদ্ধাই; যোগলব্ধ ঐশ্বর্য; মাদক পত্রবিশেষ, ভাঙ্। বিণঃ -দ—বাঞ্ছাপূরক; সিদ্ধিদাতা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -দা, -দাতা—(১) বিণঃ সফলতাদায়ক। (২) বিঃ অভীষ্ট পূরণকারী, গণেশ। বিঃ -যোগ—(জ্যোতিষ) বার ও তিথির শুভ মিলনবিশেষ।

**সিধা**—(১) বিণঃ সোজা, সরল; একটানা; সহজ, হ্রস্বতম; দমিত, দুরস্ত, শাসিত, সংশোধিত। (২) ক্রি-বিণঃ সোজাসুজি, বারবার: অবিলম্বে। (৩) বিঃ রাঁধিবার জন্য চাল ডাল তরকারী ইত্যাদি ভক্ষ্যদ্রব্য।

**সিনা**—বিঃ বক্ষঃস্থল; বুকের পাটা বা প্রস্থ; বুক।

**সিনান**—স্নান-এর কোমল রূপ।

**সিনেমা**—বিঃ চলচ্চিত্র; বায়স্কোপ।

**সিন্দুক**—বিঃ বড় মজবুত বাক্সবিশেষ।

**সিন্দুর**—বিঃ সিঁদুর; রক্তবর্ণ চূর্ণবিশেষ। বিণঃ সিন্দুরিয়া, সিন্দুরে, সিঁদুরে—সিঁদুরের ন্যায় লাল বর্ণবিশিষ্ট।

**সিন্ধি, সিন্ধী**—(১) বিণঃ সিন্ধুপ্রদেশ-সংক্রান্ত; সিন্ধুপ্রদেশ জাত। (২) বিঃ সিন্ধুপ্রদেশের অধিবাসী; সিন্ধুপ্রদেশের ভাষা।

**সিন্ধু**—বিঃ সমুদ্র, সাগর; উত্তর পশ্চিম ভারতের নদবিশেষ, পাকিস্তানের একটি অংশ; সঙ্গীতের রাগবিশেষ; অশ্বমুনির পুত্র। বিঃ -ঘোটক—একরকম বৃহৎ সামুদ্রিক জন্তু। বিঃ -দেশ—সিন্ধুপ্রদেশ; সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চল। বিঃ -সভ্যতা—সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চলের অতি প্রাচীন সভ্যতা যাহার ধ্বংসাবশেষ হরপ্পা ও মহেন-জো-দরোতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

**সিপাই, সিপাহী**—বিঃ সৈনিক; প্রহরী, রক্ষী।

**সিভিল**—বিণঃ অসামরিক। বিঃ -কোর্ট—দেওয়ানী আদালত। বিঃ -ম্যারেজ—আইন অনুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহ।

**সিমেন্ট**—বিঃ বিলাতী মাটি; চুনাপাথর ও মাটি পুড়াইয়া একপ্রকার চূর্ণদ্রব্যবিশেষ।

**সিরিশ**—বিঃ পশুর শিং চামড়া হাড় ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত একরকম আঠা। -কাগজ—সিরিশের আঠা দিয়া কাচের গুঁড়া লাগানো একরকম কাগজ যাহা ঘষিয়া কাঠ ইত্যাদি মসৃণ করা হয়।

**সির্কা**—বিঃ গুড়, আঙুর ইত্যাদির গাঁজানো টক রস।

**সিল্ক**—বিঃ রেশম, রেশমী কাপড়।

**সিসৃক্ষা**—বিঃ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা। বিণঃ সিসৃক্ষু—সৃজন করিতে ইচ্ছুক।

**সীতা**—বিঃ লাঙল দিয়া কর্ষণের ফলে জমিতে যে রেখা পড়ে; বিদেহরাজ জনকের কন্যা, রামের পত্নী। বিঃ -কুণ্ড—কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণের নাম। বিঃ -পতি, -নাথ, -কান্ত—রামচন্দ্র। বিঃ -ভোগ—একরকম মিষ্টান্ন।

**সীন**—বিঃ নাটকের দৃশ্য অথবা দৃশ্যপট।

**সীবন**—বিঃ সেলাই, সূচীকর্ম। বিঃ **সীবনী**—ছুঁচ, সুচ।

**সীমন্ত**—বিঃ সিঁথি। বিঃ **-ক**—সিঁদুর। বিণঃ **সীমান্তিত**—সীমন্তযুক্ত, সিঁথি-কাটা। বিঃ **সীমন্তিনী**—সধবা, সিঁথিতে সিঁদুর দেয় এমন নারী। বিঃ **সীমন্তোন্নয়ন**—গর্ভবতী নারীর চতুর্থ বা ষষ্ঠ মাসে কৃত্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

**সীমা**—বিঃ প্রান্ত, শেষ, অবধি; বেলাভূমি, সমুদ্রতীর। বিঃ **-ন্ত**—সীমার শেষ। বিণঃ **-বদ্ধ**—সীমার দ্বারা নির্দিষ্ট, অল্প, অপরিসর।

**সীমানা**—বিঃ সীমা, জমির প্রান্ত, চৌহদ্দি।

**সীমিত**—বিণঃ সীমাবদ্ধ।

**সীল**—বিঃ নাম বা অন্য কোনও নিদর্শনের ছাপ বা ঐরূপ ছাপ দেওয়ার যন্ত্র, মোহর; সামুদ্রিক মৎস্যবিশেষ। বিঃ **-মোহর**—নাম বা কোন নিদর্শনের ছাপ।

**সীস**—বিঃ ধাতুবিশেষ, পেন্সিলের মধ্যস্থ জিনিস যাহা দিয়া লেখা যায়।

**সীসক**—বিঃ একরকম সাদা রঙের ধাতু।

**সীসা, সীসে**—সীসক-এর বানানভেদ ও কথ্যরূপ।

**সু**—(১) বিণঃ ভাল, উত্তম। (২) বিঃ শুভ সুন্দর ভাল অতিশয় ইত্যাদি বুঝাইতে শব্দের পূর্বে যুক্ত হয় (সুদিন, সুতীর)।

**সুই, সূঁই**—বিঃ সূচী, সুচ।

**সুঁদরি, সুঁদরী**—বিঃ সুন্দরবনের একপ্রকার গাছ ও তাহার কাঠ।

**সুঁদি, সুঁদী**—বিঃ শালুক ফুল, শাপলা, কুমুদ।

**সুকঠিন**—বিণঃ অতিশয় কঠিন; অতিশয় শক্ত; অতিশয় দুষ্কর; নির্দয়; দুর্বোধ্য।

**সুকণ্ঠ**—(১) বিণঃ যাহার কণ্ঠস্বর মধুর এমন। (২) বিঃ মধুর কণ্ঠস্বর। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সুকণ্ঠী**।

**সুকর**—বিণঃ সহজে করা যায় এমন, সহজসাধ্য। বিঃ **-তা**।

**সুকানি, সুকানী**—বিঃ জাহাজের চালক বা কর্ণধার।

**সুকান্ত**—বিণঃ উত্তম কান্তিযুক্ত। বিঃ **সুকান্তি**।

**সুকীর্তি**—বিঃ উত্তম যশ, সুখ্যাতি।

**সুকুমার**—বিণঃ অতিশয় কোমল, অতি অল্পবয়স্ক, সুচারু। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সুকুমারী**।

**সুকৃৎ, সুকৃত, সুকৃতি**—(১) বিঃ ভাল কাজ; পুণ্য; সৌভাগ্য; সৎকর্ম, কল্যাণকর্ম। (২) বিণঃ সুসম্পন্ন, সুনির্মিত, পুণ্যবান্, ধার্মিক। বিণঃ **সুকৃতি**—সৎকর্মকারী, পুণ্যবান্, ভাগ্যবান্।

**সুকেশা, সুকেশী, সুকেশিনী**—বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুন্দর কেশযুক্তা। বিঃ **সুকেশ**।

**সুকৌশল**—বিঃ উত্তম কায়দা, নৈপুণ্য।

**সুক্ত, সুক্তা, শুক্ত, শুক্তা, সুক্তানি, শুক্তানি**—বিঃ ঝালশূন্য তিক্তস্বাদ ব্যঞ্জন।

**সুখ**—(১) বিঃ আনন্দ; আরাম; তৃপ্তি; স্বাচ্ছন্দ্য, সৌভাগ্য। (২) বিণঃ তৃপ্তিদায়ক, প্রিয়। বিণঃ **-দ, -জনক**—আনন্দদায়ক, প্রীতিকর। বিণঃ **-দ**—সুখদানকারী। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-দা**। বিঃ **-ভোগ**—আমোদ্যোগ সুখ। বিঃ **-শয়ন, -শয্যা**—আরামদায়ক

বিছানা। বিঃ -শান্তি—আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য। বিঃ -স্পর্শ—আনন্দদায়ক স্পর্শ। বিঃ -স্মৃতি—অতীতের আনন্দের কথা যাহা মনে পড়ে। বিঃ -স্বপ্ন—আনন্দদায়ক স্বপন বা অলীক কল্পনা। বিঃ সুখোদয়—সুখের সঞ্চার।

**সুখতলা**—বিঃ পায়ের আরামের জন্য জুতার ভিতর যে পাতলা নরম চামড়া থাকে তাহা।

**সুখা**—বিঃ সুর্তি, চুন ও তামাক পাতা ডলিয়া যে নেশার দ্রব্য তৈয়ারি হয়।

**সুখানুভব, সুখানুভূতি**—বিঃ আনন্দ, সুখবোধ।

**সুখান্বেষণ**—বিঃ সুখলাভের প্রয়াস বা আকাঙ্ক্ষা।

**সুখাবহ**—বিঃ সুখকর, আনন্দজনক।

**সুখাসন**—বিঃ আরামপ্রদ আসন।

**সুখাসীন**—বিণঃ আরামে উপবিষ্ট। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুখাসীনা।

**সুখী**—বিণঃ আনন্দিত, সন্তুষ্ট ; সুখ-যুক্ত ; বিলাসী ; আরামে অভ্যস্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুখিনী। বিঃ সুখ।

**সুখৈশ্বর্য**—বিঃ সুখ ও ধনসম্পদ্।

**সুখ্যাতি**—বিঃ যশ, সুনাম, প্রশংসা। বিণঃ সুখ্যাত—বিখ্যাত, উত্তমরূপে পরিচিত।

**সুগঠন**—(১) বিঃ সুন্দর গঠন বা আকৃতি। (২) বিণঃ সুগঠিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুগঠনা। বিণঃ সুগঠিত—সুন্দররূপে গঠিত।

**সুগত**—(১) বিণঃ ভালভাবে গিয়াছে এমন। (২) বিঃ বুদ্ধদেব।

**সুগন্ধ**—(১) বিঃ ভাল গন্ধ, মধুর গন্ধ, সুবাস। (২) বিণঃ মিষ্ট গন্ধ-যুক্ত।

**সুগন্ধি**—(১) বিণঃ সুগন্ধযুক্ত। (২) বিঃ গন্ধদ্রব্য ; চন্দনের ন্যায় রত্নবিশেষ।

**সুগভীর**—বিণঃ অতি গভীর (সমুদ্র) ; অতিশয় নিবিড় (অরণ্য)।

**সুগম, সুগম্য**—বিণঃ অনায়াসে বা সহজে যাওয়া যায় এমন ; সহজলভ্য ; সহজবোধ্য।

**সুগম্ভীর**—বিণঃ অতিশয় গম্ভীর।

**সুগুপ্ত**—বিণঃ যত্ন সহকারে বা উত্তম-রূপে গুপ্ত রাখা হইয়াছে এমন।

**সুগোল**—বিণঃ নিটোল, সম্পূর্ণরূপে গোলাকার।

**সুগ্রীব**—(১) বিণঃ সুন্দর গ্রীবা আছে এমন। (২) বিঃ বানররাজ বালীর ভ্রাতা ও শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু।

**সুচরিত, সুচরিত্র**—(১) বিঃ সৎস্বভাব, উত্তম চরিত্র। (২) বিণঃ যাহার স্বভাব সুন্দর এমন, সৎ চরিত্রবান্। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুচরিতা, সুচরিত্রা।

**সুচারু**—বিণঃ অতিশয় সুন্দর। বিঃ -তা।

**সুচিক্কণ**—বিণঃ অতিশয় মসৃণ বা চকচকে।

**সুচিত্রিত**—বিণঃ সুন্দররূপে অঙ্কিত বা বর্ণিত ; সুন্দর ছবিতে বা চিত্রে পূর্ণ।

**সুচিন্তিত**—বিণঃ বিশেষভাবে বিবেচিত।

**সুচির**—(১) বিঃ সুদীর্ঘকাল। (২) বিণঃ অতি দীর্ঘকালস্থায়ী।

**সুচেতা**—বিণঃ উদারচেতা ; সন্তুষ্ট-চিত্ত ; সতর্ক।

**সুছন্দ, সুছাঁদ**—বিণঃ সুন্দর গঠনযুক্ত, সুগঠিত।

**সুজন**—বিঃ সজ্জন, ভাল লোক। বিঃ -তা।

**সুজনি, সুজনী**—বিঃ কারুকার্য করা মোটা বিছানার চাদরবিশেষ।

**সুজলা**—বিণঃ (স্ত্রী)ঃ প্রচুর জল-শালিনী, প্রচুর নদনদী আছে এমন।

**সুজাত**—বিণঃ শুভক্ষণে ব. সদ্বংশে জন্মিয়াছে এমন ; ন্যায়সংগতভাবে জাত অর্থাৎ জারজ নহে এমন। **সুজাতা**—(১) বিণঃ সুজাত-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বিঃ যে ভক্তিমতী নারী বুদ্ধদেবকে পায়স খাওয়াইয়াছিলেন।

**সুজি**—বিঃ গমের মোটা গুঁড়া।

**সুঠাম**—বিণঃ যাহার গড়ন সুন্দর এমন, সুশ্রী।

**সুড়ঙ্গ, সুড়ুং**—সুরঙ্গ-এর রূপভেদ।

**সুড়সুড়**—অব্যঃ শিহরণ, কাতুকুতু। বিঃ **সুড়সুড়ি**—সুড়সুড় করে এমন স্পর্শ, কাতুকুতু।

**সুডৌল**—বিণঃ সুঠাম সুগঠিত।

**সুত**—বিঃ পুত্র। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **সুতা**[১] —কন্যা।

**সুতনু**—(১) বিণঃ সুন্দর দেহবিশিষ্ট. অতিশয় ক্ষীণ: (২) বিঃ সুন্দর দেহ।

**সুতপাঃ, সুতপা**—বিণঃ বিঃ উত্তম তপস্যাকারী. মহাতপা।

**সুতরাং**—অব্যঃ এই কারণে, অতএব, তাই।

**সুতলি, সুতুলি**—বিঃ সরু দাঁড়, সরু হার।

**সুতহিবুক**—বিঃ হিন্দু জ্যোতিষ অনুসারে বিবাহের একটি শুভ লগ্ন।

**সুতা**[১], **সুতো**—বিঃ সূত্র. কার্পাস ইত্যাদির তন্তু পাকাইয়া প্রস্তুত সরু লম্বা তারের মত জিনিস। বিণঃ **সুতী**[১], **সুতী**—সুতা দিয়া তৈয়ারি, কার্পাস সূত্রনির্মিত।

**সুতার**—(১) বিঃ উত্তম স্বাদ, সুস্বাদ। (২) বিণঃ উত্তম স্বাদবিশিষ্ট।

**সুতী**[২]—বিণঃ পুত্রবিশিষ্ট। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সুতিনী**।

**সুতীক্ষ্ণ**—বিণঃ অতিশয় ধারালো, অতিশয় সক্রিয়।

**সুতীব্র**—বিণঃ অতিশয় উগ্র. অত্যন্ত তীব্র।

**সুদ**—বিঃ ঋণ বাবদ দেয় অতিরিক্ত অর্থ, কুসীদ। বিণঃ বিঃ **-খোর**—যে সুদ লইয়া টাকা ধার দেয়, যে অতিরিক্ত সুদ লয়। বিণঃ **-সুদ্ধ**—সুদসমেত। বিণঃ **সুদী**—সুদ-সংক্রান্ত।

**সুদক্ষ**—বিণঃ অতিশয় নিপুণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সুদক্ষা**।

**সুদতী**—বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুন্দর-দন্ত-বিশিষ্টা।

**সুদর্শন**—(১) বিণঃ দেখিতে সুন্দর এমন. সুশ্রী. সুদৃশ্য। (২) বিঃ বিষ্ণুর বিখ্যাত চক্র। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সুদর্শনা**।

**সুদীর্ঘ**—বিণঃ খুব লম্বা ; বহুদূর ব্যাপী : অত্যন্ত উচ্চ।

**সুদূর**—বিণঃ অতিশয় দূরবর্তী। বিণঃ **-পরাহত**—যাহা হইবার বা ঘটিবার সম্ভাবনা খুব কম এমন: প্রায় অসম্ভব।

**সুদৃঢ়**—বিণঃ অতিশয় দৃঢ়। বিঃ **-তা**।

**সুদৃশ্য**—(১) বিণঃ দেখিতে ভাল এমন, সুন্দর। (২) বিঃ সুন্দর দৃশ্য।

**সুদ্ধ**—অব্যঃ সহিত. সমেত : ও. এমন কি, পর্যন্ত।

**সুধন্বা**—বিণঃ বিঃ উত্তম ধনুর্ধর।

সুধা—বিঃ অমৃত ; চূন ; জ্যোৎস্না (সুধাকর)। বিঃ -কর, -ধার, -নিধি, সুধাংশু—চন্দ্র। বিঃ -জীবী—রাজমিস্ত্রী। বিণঃ -ধবলিত—চূনকাম করা হইয়াছে এমন। বিঃ -পাত্র—অমৃত ভাণ্ড। বিণঃ -ময়—অমৃতময়, মধুর।

সুধী—(১) বিঃ পণ্ডিত ; জ্ঞানী ; উত্তম বুদ্ধি। (২) বিঃ উত্তম বুদ্ধিমান, সুবুদ্ধি।

সুধীর—বিণঃ অতি ধীর স্বভাব ; শান্ত, নম্র। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুধীরা।

সুনয়ন—(১) বিণঃ সুন্দর চোখ আছে এমন। (২) বিঃ সুন্দর চোখ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুনয়না, সুনয়নী—সুন্দর চক্ষুবিশিষ্টা।

সুনাভ—(১) বিণঃ সুন্দর নাভিযুক্ত। (২) বিঃ মৈনাক পর্বত।

সুনাম—বিঃ খ্যাতি, প্রশংসা : গৌরব।

সুনিপুণ—বিণঃ অত্যন্ত দক্ষ, অতিশয় নিপুণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুনিপুণা।

সুনিয়ন্ত্রণ—বিঃ ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ, সুবন্দোবস্ত। বিণঃ সুনিয়ন্ত্রিত—ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত এমন।

সুনির্দিষ্ট—বিণঃ ভালভাবে নির্দিষ্ট।

সুনিশ্চয়—(১) বিঃ সন্দেহ নাই বলিয়া বোধ, ভাল বা স্পষ্ট করিয়া নির্ধারণ। (২) বিণঃ সুনিশ্চিত।

সুনিশ্চিত—(১) বিণঃ অত্যন্ত নিশ্চিত, সন্দেহাতীত। (২) ক্রি-বিণঃ সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে, সঠিকভাবে, নিঃসন্দেহে।

সুনীতি—(১) বিঃ উত্তম নীতি। (২) বিণঃ উত্তম নীতিবিশিষ্ট।

সুনীল—বিণঃ গাঢ় নীল, অত্যন্ত নীল।

সুন্দর—বিণঃ দেখিতে ভাল এমন, সুদৃশ্য ; মনোহর ; রূপবান্ ; প্রশংসনীয়।

সুন্দরী[১]—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ রূপবতী, সুরূপা। (২) বিঃ রূপবতী রমণী।

সুন্দরী[২]—বিঃ সুন্দরবনে জন্মে এক রকম গাছ ; সুঁদরিগাছ।

সুন্নৎ, সুন্নত—বিঃ মুসলমান ও ইহুদীদিগের মধ্যে প্রচলিত পুরুষাঙ্গের চামড়া কাটিবার অনুষ্ঠান।

সুন্নী—বিঃ মুসলমানদের একটি প্রধান সম্প্রদায় যাঁহারা প্রথম চারি জন খলিফাকেই মহম্মদের বৈধ উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করেন।

সুপ—বিঃ ঝোলজাতীয় ব্যঞ্জন, সুরুয়া।

সুপক্ক—বিণঃ উত্তমরূপে রাঁধা হইয়াছে এমন : ভালভাবে পাকিয়াছে এমন।

সুপচ—বিণঃ সহজে হজম হয় এমন, লঘুপাক।

সুপথ—বিণঃ ন্যায়ের পথ ; উত্তম উপায়।

সুপর্ণ—(১) বিঃ গরুড়, কুক্কুট। (২) বিণঃ সুন্দর পাখাযুক্ত।

সুপাচ্য—বিণঃ সহজে পরিপাক করা যায় এমন। বিঃ সুপাচ্যতা।

সুপাত্র—বিঃ উত্তম বা উপযুক্ত পাত্র বা ব্যক্তি ; ভাল বর। বিঃ (স্ত্রী)ঃ সুপাত্রী।

সুপারি, সুপারী—বিঃ এক রকম গাছ ও তাহার ফলের বীজ ; গুবাক।

সুপারিশ—বিঃ অপরের জন্য প্রশংসার সহিত অনুরোধ।

সুপুরি—সুপারি-র কথ্যরূপ।

সুপুরুষ—(১) বিঃ সুশ্রী পুরুষ, সুগঠিত পুরুষ। (২) বিণঃ সুন্দর পুরুষের মত চেহারাবিশিষ্ট।

সুপ্ত—বিণঃ নিদ্রিত, ঘুমাইয়া আছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুপ্তা। বিঃ সুপ্তি—ঘুম, নিদ্রা। বিণঃ সুপ্তোত্থিত—ঘুম হইতে উঠিয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুপ্তোত্থিতা।

সুপ্রতিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠিত—বিণঃ ভালভাবে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছে এমন; সুপ্রসিদ্ধ, উত্তমরূপে স্থিত বা স্থাপিত।

সুপ্রভ—বিণঃ উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত, জ্যোতির্ময়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুপ্রভা।

সুপ্রভাত—(১) বিঃ শুভ বা সুন্দর প্রভাত; সৌভাগ্যোদয়। (২) অব্যঃ প্রাতঃকালীন সম্ভাষণ বা অভিবাদন সূচক শব্দবিশেষ।

সুপ্রসন্ন—বিণঃ অতিশয় প্রসন্ন বা অনুকূল।

সুপ্রসিদ্ধ—বিণঃ অত্যন্ত বিখ্যাত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুপ্রসিদ্ধা।

সুপ্রিয়—বিণঃ অত্যন্ত প্রিয়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুপ্রিয়া।

সুফল—বিঃ ভাল ফল, উত্তম পরিণতি; তীর্থ দর্শনের ফলের জন্য পাণ্ডার আশীর্বাদ। বিণঃ -দায়ক, -প্রসূ—ভাল ফল দেয় এমন।

সুফলা—বিণঃ যেখানে প্রচুর ফসল ফলে এমন।

সুফী—বিঃ অতীন্দ্রিয়বাদী বা রহস্যসন্ধানী, মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ।

সুবচনী[১]—বিঃ শুভচণ্ডী, দেবীবিশেষ।

সুবচনী[২]—বিণঃ প্রিয়ভাষিণী।

সুবদন—(১) বিঃ সুন্দর মুখ। (২) বিণঃ সুন্দর মুখ যাহার এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুবদনা, সুবদনী।

সুবন্দোবস্ত—বিঃ ভাল ব্যবস্থা।

সুবর্ণ—(১) বিঃ সোনা, স্বর্ণ; সোনার পরিমাণ, ১৬ মাষা; স্বর্ণমুদ্রা, মোহর। (২) বিণঃ সুন্দর বর্ণযুক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুবর্ণা। বিঃ -কার—সেকরা, স্বর্ণকার। বিণঃ -খচিত—সোনা বসানো, স্বর্ণখচিত। বিঃ -বণিক্—জাতিবিশেষ, সোনার বেনে; স্বর্ণ-ব্যবসায়ী। বিঃ -যুগ—গৌরবময় কাল। বিঃ -সুযোগ—উত্তম সুযোগ।

সুবলিত—বিণঃ সুগঠিত, বলিষ্ঠ।

সুবহ—বিণঃ সহজে বা সুখে বহন করা যায় এমন।

সুবা, সুবে—বিঃ মুসলমান আমলের ভারতীয় প্রদেশ বা রাজনৈতিক শাসন বিভাগ। বিঃ -দার—সুবার শাসনকর্তা; সিপাহীদের অধিনায়ক। বিঃ -দারি—সুবাদারের পদ বা কাজ।

সুবাদ—বিঃ দূর সম্পর্ক, গ্রাম বা পাতানো সম্পর্ক।

সুবাস[১]—(১) বিঃ সুগন্ধ, সৌরভ। (২) বিণঃ উত্তম গন্ধযুক্ত। বিণঃ সুবাসিত—সুবাসযুক্ত, সুগন্ধযুক্ত করা হইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুবাসিনী[১]—সুগন্ধযুক্তা, সৌরভময়ী।

সুবাস[২]—(১) বিঃ উত্তম বাসস্থান। (২) বিণঃ যাহার বাসস্থান উত্তম এমন। বিঃ (স্ত্রী)ঃ সুবাসিনী[২]—পিত্রালয়ে বাসকারিণী।

সুবিচার—বিঃ পক্ষপাতশূন্য বিচার, ন্যায় বিচার, উত্তম বিচার; সুমীমাংসা। বিণঃ বিঃ -ক—সুবিচারকারী, উত্তম বিচার করিতে সক্ষম এমন।

সুবিদিত—বিণঃ ভালরূপে জানা আছে এমন, ভালরূপে জানে এমন; সুপ্রসিদ্ধ।

**সুবিধা**—বিঃ সুযোগ ; সহজ উপায় ; সামর্থ্য ; সস্তা। বিণঃ -বাদী—নিজের সুবিধামত নীতি ও মত বদলায় এমন।

**সুবিধান, সুবিধি**—বিঃ ভাল নিয়ম বা ব্যবস্থা।

**সুবিনয়**—বিঃ অতিশয় নম্রতা।

**সুবিনীত**—বিণঃ অতিশয় নম্র, খুব বিনীত। বিণঃ (স্ত্রী): **সুবিনীতা।**

**সুবিন্যস্ত**—বিণঃ সুন্দরভাবে সাজানো বা স্থাপিত।

**সুবিন্যাস**—বিঃ সুন্দর বা সুবিধাজনক বিন্যাস।

**সুবিপুল**—বিণঃ অতিশয় প্রকাণ্ড, মস্ত বড় ; বিরাট ; প্রচুর। বিণঃ (স্ত্রী): **সুবিপুলা।** বিঃ -তা।

**সুবিমল**—বিণঃ অতিশয় নির্মল। বিণঃ (স্ত্রী): **সুবিমলা।**

**সুবিশাল**—বিণঃ অতিশয় বৃহৎ বা বিস্তীর্ণ।

**সুবিস্তীর্ণ, সুবিস্তৃত**—বিণঃ অতিশয় বিস্তৃত, সুবিশাল ; বহুদূর বা বহুস্থান-ব্যাপী।

**সুবিহিত**—(১) বিণঃ সুসম্পন্ন, ভালভাবে করা হইয়াছে এমন। (২) বিঃ উত্তম ব্যবস্থা বা প্রতিকার।

**সুবুদ্ধি**—(১) বিঃ সৎবুদ্ধি, ভাল বুদ্ধি। (২) বিণঃ যাহার বুদ্ধি ভাল।

**সুবৃহৎ**—বিণঃ অতিশয় বৃহৎ, প্রকাণ্ড, খুব বড়।

**সুবেশ**—(১) বিণঃ যাহার পোশাক-পরিচ্ছদ ভাল এমন ; উত্তম বেশযুক্ত, সুসজ্জিত। (২) বিঃ ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিপাটী সজ্জা। বিণঃ (স্ত্রী): **সুবেশা।**

**সুবোধ**—(১) বিণঃ যে সহজে বোঝে বা যাহা সহজে বোঝা যায় এমন ; বুদ্ধিমান ; শান্তশিষ্ট, নিরীহ। (২) বিঃ উত্তম বুদ্ধি বা জ্ঞান।

**সুবোধ্য**—বিণঃ সহজবোধ্য, সহজে বোঝা যায় এমন।

**সুব্যবস্থা**—বিঃ ভাল বন্দোবস্ত। বিণঃ **সুব্যবস্থিত**—সুব্যবস্থাযুক্ত, নিয়ম-শৃংখলা বা ভাল বন্দোবস্ত আছে এমন।

**সুব্রত**—বিণঃ ধার্মিক, উত্তম ব্রত-পালনকারী। বিণঃ (স্ত্রী): **সুব্রতা।**

**সুব্রহ্মণ্য**—(১) বিণঃ মঙ্গলময় ব্রহ্ম-তেজে পরিপূর্ণ। (২) বিঃ বিষ্ণু ; শিব ; পূর্ণ ব্রহ্মতেজ।

**সুভগ**—বিণঃ ভাগ্যবান্ ; সুন্দর ; প্রিয়। বিণঃ (স্ত্রী): **সুভগা।**

**সুভদ্র**—বিণঃ সৌভাগ্যশালী।

**সুভদ্রা**—(১) বিণঃ সৌভাগ্যশালিনী। (২) বিঃ শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী ও অর্জুনের পত্নী।

**সুভাষ**—(১) বিঃ প্রিয় বাক্য। (২) বিণঃ প্রিয়ভাষী।

**সুভাষিত**—(১) বিণঃ সুকথিত, সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে এমন। (২) বিঃ উত্তম বাক্য, হিতকথা।

**সুভাস**—বিণঃ সুন্দর দীপ্তিযুক্ত।

**সুভিক্ষ**—বিণঃ দুর্ভিক্ষের বিপরীত অবস্থা এমন, প্রচুর ভিক্ষা বা আহার্য বস্তু পাওয়া যায় এমন (স্থান)।

**সুমতি**—(১) বিণঃ সুবুদ্ধিপরায়ণ। (২) বিঃ উত্তম বুদ্ধি।

**সুমধুর**—বিণঃ অতি মধুর।

**সুমধ্যমা**—বিণঃ (স্ত্রী): যে নারীর মধ্যদেশ বা কটিদেশ সরু ও সুগঠিত এমন।

সুমনাঃ, সুমনা—(১) বিণঃ ভাল মন-বিশিষ্ট; উদার হৃদয়, মহৎ। (২) বিঃ জ্ঞানী; দেবতা।
সুমন্ত্র—বিঃ উত্তম মন্ত্রণাদাতা; রাজা দশরথের সচিব ও সারথি। বিঃ -ণা—সুপরামর্শ।
সুমন্দ—বিণঃ মৃদুমন্দ, ধীর।
সুমহৎ, সুমহান্—বিণঃ অতিশয় উদার, অতিশয় মহৎ; সুবিশাল। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুমহতী।
সুমুখ১—(১) বিণঃ সুন্দর মুখ-বিশিষ্ট। (২) বিঃ সুন্দর মুখ।
সুমুখ২—সম্মুখ-এর কথ্যরূপ।
সুমেধাঃ—বিণঃ উত্তম মেধাবিশিষ্ট, অতিশয় মেধাবী।
সুমেরু—বিঃ উত্তরমেরু, পুরাণে বর্ণিত পর্বতবিশেষ। বিঃ -বৃত্ত—উত্তরমেরু হইতে তেইশ ডিগ্রী অক্ষাংশ দূর-স্থিত কাল্পনিক রেখাবিশেষ।
সুয়া, সুয়ো—বিণঃ সৌভাগ্যবতী, স্বামীর আদরিণী (সুয়োরাণী)।
সুযুক্তি—বিঃ ভাল যুক্তি, সুপরামর্শ।
সুযোগ—বিঃ কার্য সম্পাদনের অনুকূল অবস্থা, সুবিধা, শুভ যোগ। বিণঃ -সন্ধানী—কেবল সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায় এমন।
সুযোগ্য—বিণঃ উত্তম যোগ্যতাবিশিষ্ট, অতিশয় গুণান্বিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুযোগ্যা।
সুর১—বিঃ কণ্ঠস্বর, গানের উপযোগী কণ্ঠস্বর, সঙ্গীতের উপযোগী স্বর বিন্যাস বা নিয়ন্ত্রণ। বিঃ -বাহার—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বিঃ -বোধ—সঙ্গীত-সুরের (রাগ-রাগিণীর) বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান।
সুর২—বিঃ দেবতা, অমর; সূর্য। বিঃ -কন্যা—দেবকন্যা। বিঃ -গুরু—বৃহস্পতি। বিঃ -তরু—কল্পবৃক্ষ। বিঃ -ধুনী, -নদী—গঙ্গা। বিঃ -পতি—দেবরাজ ইন্দ্র। বিঃ -পুর, -পুরী—স্বর্গ, অমরাবতী। বিঃ -বালা—দেবকন্যা। বিঃ -লোক—স্বর্গ। বিঃ -সুন্দরী, সুরাঙ্গনা—অপ্সরা। বিঃ সুরাসুর—দেবতা ও দানব।
সুরক্ষিত—বিণঃ উত্তমরূপে রক্ষিত।
সুরঙ্গ—বিঃ সুড়ঙ্গ, মাটির তলা দিয়া নির্মিত পথ।
সুরঞ্জিত—বিণঃ সুন্দরভাবে রঙ্ করা হইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুরঞ্জিতা।
সুরত১, সুরৎ—বিঃ চেহারা, আকার; ঢঙ্, ধরন, উপায়। বিঃ -হাল—প্রকৃত অবস্থা বা ঘটনা; আদালতে এজাহার।
সুরত২—বিঃ যৌনমিলন, রতিক্রীড়া, মৈথুন।
সুরতি১—বিঃ ভাগ্য-পরীক্ষামূলক খেলাবিশেষ; জুয়াখেলা।
সুরতি২—বিঃ পানের সঙ্গে খাইবার জন্য তামাক মিশ্রিত মসলাবিশেষ।
সুরতি৩—বিঃ (কাব্যে) রতি, আলিঙ্গন।
সুরব—বিঃ মধুর ধ্বনি।
সুরবল্লী—বিঃ আয়ুর্বেদীয় ঔষধে ব্যবহৃত কষায়রসযুক্ত ক্ষুদ্র শাখা-বিশিষ্ট বৃক্ষবিশেষ।
সুরভি১—(১) বিঃ সুবাস, সুগন্ধ। (২) বিণঃ সুগন্ধযুক্ত। বিণঃ সুরভিত—সুবাসিত, সুগন্ধযুক্ত।
সুরভি২, সুরভী—বিঃ পুরাণে বর্ণিত কামধেনু, নন্দিনীর মাতা।
সুরমা১—সুর্মা-র বানানভেদ।

সুরমা¹—(১) বিঃ লক্ষ্মী। (২) বিণঃ অত্যন্ত রমণীয়া বা শোভনীয়া।
সুরম্য—বিণঃ অতিশয় সুন্দর, মনোরম।
সুরস—(১) বিঃ সুস্বাদ, মিষ্ট রস। (২) বিণঃ মিষ্ট রসযুক্ত, স্বাদু।
সুরসিক—বিণঃ উত্তম রসজ্ঞ, রসিকতায় নিপুণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুরসিকা।
সুরা—বিঃ মদ, মদ্য। বিঃ -জীব, -জীবী —মদ্য-ব্যবসায়ী, শুঁড়ী। বিণঃ -রঞ্জিত—মদ্যপানের ফলে রক্তিম। বিঃ -সার—শোধিত মদ্য।
সুরাহা—বিঃ সুবন্দোবস্ত, সুবিধা, উত্তম উপায়।
সুরুক—বিঃ সমস্যাদি সমাধানের উপযোগী সূত্র; ছিদ্র, রন্ধ্র, সূত্র।
সুরুচি—(১) বিঃ উত্তম ও মার্জিত রুচি। (২) বিণঃ উত্তম রুচি-সম্পন্ন।
সুরূপ—বিণঃ সুশ্রী, রূপবান্। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুরূপা।
সুরেন্দ্র—বিঃ দেবরাজ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ সুরেন্দ্রাণী।
সুরেলা—বিণঃ মিষ্ট সুর বা স্বর-বিশিষ্ট।
সুরেশ্বর—বিঃ দেবরাজ ইন্দ্র, মহাদেব, শিব। বিঃ (স্ত্রী)ঃ সুরেশ্বরী—দুর্গা, গঙ্গা।
সুর্কি, সুর্কী—সুরকি-র বানানভেদ।
সুর্তি—সুরতি¹ ও সুরতি²-এর বানান-ভেদ।
সুর্মা—বিঃ চোখে দেওয়ার উপযোগী এক রকম গুঁড়া, এক রকম অঞ্জন বা কাজল।
সুলক্ষণ—(১) বিণঃ শুভলক্ষণযুক্ত। (২) বিঃ শুভ লক্ষণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুলক্ষণা।

সুলতান—বিঃ তুরস্কের রাজাদের উপাধি, মুসলমান রাজা, বাদশাহ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ সুলতানা। বিঃ সুলতানি—সুলতানের পদ বা অধিকার। বিণঃ সুলতানী—সুলতান-সংক্রান্ত।
সুলভ—বিণঃ সহজে পাওয়া যায় এমন; সস্তা; মত বা সদৃশ অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয় (শিশু-সুলভ)।
সুললিত—বিণঃ অতিশয় কোমল, সুমধুর।
সুলিখিত—বিণঃ সুরচিত; উত্তমরূপে রচিত বা লিখিত; সহজ পাঠ্য।
সুলুক—সুরুক-এর কথ্য রূপ।
সুলুপ—বিঃ এক মাস্তুলবিশিষ্ট সমুদ্র-গামী নৌকা বা ছোট জাহাজবিশেষ।
সুলেখক—বিণঃ বিঃ ভাল লেখক, লেখায় বা রচনায় নিপুণ ব্যক্তি। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ সুলেখিকা।
সুলোচন—(১) বিঃ সুন্দর চোখ। (২) বিণঃ যাহার চোখ সুন্দর এমন।
সুলোচনা—বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুন্দর চক্ষু-বিশিষ্টা।
সুশাসক—বিণঃ বিঃ ন্যায়সংগতভাবে শাসনকারী।
সুশাসন—বিঃ ভাল শাসন; নিরপেক্ষ ও ন্যায়সংগতভাবে প্রজাপালন। বিণঃ সুশাসিত—ভালভাবে শাসন করা হইতেছে এমন।
সুশিক্ষা—বিঃ ভাল শিক্ষা; হিতকর শিক্ষা বা উপদেশ। বিণঃ সুশিক্ষিত—সুশিক্ষা পাইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ সুশিক্ষিতা।
সুশীতল—বিণঃ তৃপ্তিকর ভাবে ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ।

**সুস্থির**—বিণ: খুব স্থির, ধীর, শান্ত, অচঞ্চল ; স্থিরীকৃত।

**সুস্পষ্ট**—বিণ: অতিশয় স্পষ্ট, খুব সহজেই দেখা বা বোঝা যায় এমন।

**সুস্মিত**—বিণ: সুন্দর মৃদুহাস্য-বিশিষ্ট। বিণ: (স্ত্রী): সুস্মিতা।

**সুস্বন**—(১) বি: মধুর শব্দ। (২) বিণ: মধুর ধ্বনিযুক্ত।

**সুস্বপ্ন**—বি: শুভ বা আনন্দদায়ক স্বপ্ন।

**সুস্বাদ**—(১) বি: ভাল স্বাদ। (২) বিণ: যাহার স্বাদ ভালো এমন, সুস্বাদু।

**সুহাস**—(১) বিণ: সুন্দর হাসি আছে এমন। (২) বি: সুন্দর হাসি।

**সুহৃৎ, সুহৃদ্**—বি: বন্ধু, প্রিয়সখা ; হিতৈষী। বি: সুহৃদ্বর—শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

**সূক্ত**—(১) বি: ঋষিপ্রোক্ত বৈদিক শ্লোক বা বাক্য ; বেদমন্ত্র। (২) বিণ: সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে এমন।

**সূক্ষ্ম**—বিণ: সরু, মিহি, পাতলা ; সুচাল ; সংকীর্ণ ; ইন্দ্রিয়ের অগোচর। বি: -তা।

**সূচক**—বিণ: বোধক, প্রকাশক, দ্যোতক। বিণ: (স্ত্রী): সূচিকা। বি: সূচনা—সূত্রপাত। বি: সূচন—জ্ঞাপন, কথন ; ইঙ্গিতে জানানো।

**সূচি, সূচী১**—বি: সুচ, ছুঁচ, সূচ। বি: -কর্ম—ছুঁচের কাজ, সূচিশিল্প। -জীবী—(১) বিণ: সেলাই দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী। (২) বি: দরজি। বিণ: -ভেদ্য—ছুঁচ দিয়া ভেদ করা যায় এমন ; অতিশয় নিবিড়, ঘন, জমাট। -মুখ—(১) বিণ: সুচাল, সূক্ষ্মাগ্র। (২) বি: সুচের অগ্রভাগ, ডগা বা মুখ। বি: সূচিকাভরণ—সূচ্যগ্র পরিমাণে সেবনীয় সর্পবিষ-ঘটিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধবিশেষ।

**সূচী২**—বি: পুস্তকের বিষয়তালিকা, নির্ধারিত বিষয়ের তালিকা ; যাহা দ্বারা জানানো হয়, জ্ঞাপনী। বি: -পত্র—বই-এর যে পৃষ্ঠায় আলোচিত বিষয়ের তালিকা থাকে।

**সূচ্যগ্র**—(১) বি: সুচের ডগা। (২) বিণ: সুচের ডগায় যতখানি বিস্তৃতি সেই পরিমাণ। বি: -মেদিনী—কণামাত্র জমি, সুচের অগ্রভাগ পরিমাণ জমি।

**সূত**—(১) বিণ: জাত, প্রসূত ; উৎপন্ন। (২) বি: প্রাচীন ভারতের জাতিবিশেষ ; সারথি, সূত্রধর, ছুতার। বিণ: বি: (স্ত্রী): সূতা।

**সূতা১**—সুতা-র বানানভেদ।

**সূতা২**—সূত দ্রষ্টব্য।

**সূতি**—বি: প্রসব, জন্ম। বি: -কা—নবপ্রসূতির রোগবিশেষ ; নবপ্রসূতা স্ত্রী। বি: -কাগার, -কাগৃহ, -গৃহ—আঁতুড়ঘর।

**সূত্র**—বি: সুতা, কার্পাস তন্তু ; উপলক্ষ্য ; উদ্দেশ্য ; ক্রমাগত ভাব, ধারা ; সংজ্ঞা, নিয়মাদি-সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বাক্য ; বেদাঙ্গ ; নাটকের আরম্ভিক ভাষণ ; খেই, সঙ্কেত ; পৈতা, উপবীত ; সংক্ষেপে অঙ্ক কষিবার সঙ্কেতবিশেষ। বি: -কার—সূত্রের রচয়িতা। বি: -ধর—ছুতার। বি: -ধার—নাটকের প্রস্তাবক প্রধান নট। বি: -পাত—আরম্ভ, সূত্র, সূচনা।

সূদন—(১) বিঃ হনন, হত্যা। (২) বিণঃ হত্যাকারী।

সূনৃত—(১) বিঃ সত্য অথচ প্রিয় বাক্য। (২) বিণঃ সত্য অথচ প্রিয়বাদী।

সূপ—বিঃ ঝোল, রাঁধা ডাল। বিঃ -কার—পাচক।

সূর১—বিঃ সূর্য। বিঃ (স্ত্রী)ঃ সূরী১—সূর্যপত্নী, কুন্তী।

সূর২—বিঃ পণ্ডিত, জ্ঞানী, বীর।

সূরি, সূরী২—বিঃ কবি, বিদ্বান্, পণ্ডিত।

সূর্য—বিঃ ভাস্কর, আদিত্য, রবি, তপন, ভানু, দিবাকর, মার্তণ্ড, বিভাবসু, মিত্র, মিহির, পূষা, প্রভাকর। বিঃ -কর, -কিরণ, -রশ্মি—রৌদ্র, সূর্যের আলো। বিণঃ -করোজ্জ্বল—সূর্যের আলোকে উজ্জ্বল। বিঃ -কান্ত, -মণি—আতশী কাচ বা ঐ জাতীয় মূল্যবান্ পাথর। বিঃ -ঘড়ি—সূর্যকিরণের দ্বারা পতিত ছায়ার বাড়া-কমা লক্ষ্য করিয়া সময় নিরূপণের যন্ত্র। বিঃ -তনয়, -পুত্র—শনি, যম, কর্ণ। বিঃ -তনয়া—যমুনা, তপতী, বিদ্যুৎ। বিঃ -বংশ—পৌরাণিক অযোধ্যারাজবংশ। বিঃ -মুখী—রাধাপদ্ম, হলুদবর্ণের পুষ্পবিশেষ। বিঃ -লোক—সৌরজগৎ। বিঃ -সারথি—গরুড়ের বড় ভাই অরুণ। বিঃ -সিদ্ধান্ত—জ্যোতির্বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় গ্রন্থবিশেষ। বিঃ -স্নান—নগ্ন অবস্থায় রৌদ্রসেবন। বিঃ সূর্যোপাসনা—সূর্যের পূজা।

সৃক্কণী, সৃক্ক, সৃক্ব—বিঃ ওষ্ঠের প্রান্তভাগ, কষ।

সৃজন—বিঃ সৃষ্টি, রচনা, নির্মাণ। বিণঃ বিঃ সৃজক—সৃজনকারী। বিঃ সৃজনী-শক্তি—সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা। ক্রিঃ সৃজা—সৃষ্টি করা। বিণঃ সৃজিত—রচিত, নির্মিত।

সৃতি—বিঃ পথ, গতি, গমন।

সৃষ্ট—বিণঃ সৃজিত, রচনা করা হইয়াছে এমন।

সৃষ্টি—বিঃ রচনা, নির্মাণ, নূতন কিছুর উৎপাদন; উৎপন্ন বস্তু; বিশ্ব, জগৎ। বিঃ -কর্তা—ভগবান্, ঈশ্বর। বিঃ -কর্ম, -কার্য, -ক্রিয়া—রচনার বা তৈয়ারি করার কাজ, বিশ্বসৃষ্টির কাজ। বিণঃ -ছাড়া—অস্বাভাবিক, অদ্ভুত। বিঃ -তত্ত্ব—বিশ্বজগৎ সৃষ্টি-বিষয়ক রহস্য বা তথ্য। বিণঃ -নাশা—জগতের ধ্বংসকারী, সর্বনাশা, প্রলয়কারী। বিঃ -রক্ষা—বিশ্বজগতের সংরক্ষণ। বিঃ -স্থিতিলয়—বিশ্বজগতের উৎপত্তি, সংরক্ষণ ও বিনাশ।

সে—(১) সর্বঃ যে ব্যক্তির উল্লেখ করা হইতেছে তৎসূচক, নির্দিষ্ট স্ত্রী বা পুরুষ। (২) বিণঃ নির্দেশক বিশেষণ, সেই (সে লোকটি); অতীত (সেকাল)। -ই—(১) বিণঃ যাহার সম্পর্কে বলা হইতেছে এমন, পূর্বোক্ত, বর্ণিত। (২) সর্বঃ তাহাই; সেই সময়। (৩) অব্যঃ অমনি, সঙ্গে সঙ্গে। বিঃ -কাল—প্রাচীন কাল, অতীত কাল। বিণঃ -কেলে—প্রাচীন কালের, পুরাতনপন্থী। বিঃ -খান—সেইস্থান। বিণঃ -খানকার, -খানের—সেই জায়গার বা স্থানের। ক্রি-বিণঃ -থা, -খানে—সেই স্থানে। ক্রি-বিণঃ -মত, -মতো—সেই রকম।

সেও, সেউ—বিঃ আপেল।

**সেঁউতি, সেঁউতী**—বিঃ জল সেচিবার পাত্রবিশেষ।

**সেঁওতি**—বিঃ এক রকম দেশী সাদা গোলাপ।

**সেক১**—বিঃ সেচন, সিঞ্চন।

**সেঁক, সেক২**—বিঃ ব্যথা ইত্যাদিতে লাগানো উত্তাপ।

**সেঁকা**—(১) ক্রিঃ তাপ দেওয়া। (২) বিণঃ তাপে ভাজা হইয়াছে এমন।

**সেঁকো**—বিঃ ধাতব বিষবিশেষ, শঙ্খ-বিষ।

**সেঁচা, সেচা**—(১) ক্রিঃ সেচন করা, পুকুর ইত্যাদি হইতে জল তুলিয়া অন্যত্র ফেলা। (২) বিণঃ সেচন করা হইয়াছে বা সেচিয়া তোলা হইয়াছে এমন ; জল তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন।

**সেঁজুতি, সেঁজতি**—বিঃ সাঁঝের বাতি, সন্ধ্যাপ্রদীপ।

**সেঁতসেঁত, সেঁৎসেঁৎ**—অব্যঃ সিক্ততার ভাব-প্রকাশক।

**সেঁতান, সেঁতানো**—(১) ক্রিঃ সেঁত-সেঁতে হইয়া উঠা। (২) বিণঃ সেঁতসেঁতে হইয়াছে এমন। (৩) বিঃ ঐ অর্থে।

**সেঁধান, সেঁধানো, সেঁধন, সেঁধনো, সেঁধুন, সেঁধুনো**—(১) ক্রিঃ প্রবেশ করা বা করানো। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**সেক**—সেঁক দ্রষ্টব্য।

**সেকরা**—বিঃ যে সোনা-রুপা দিয়া গহনা গড়ে, স্বর্ণকার। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -নী, -ণী।

**সেকেন্ড**—(১) বিঃ মিনিটের ষাট ভাগের এক ভাগ। (২) বিণঃ দ্বিতীয়।

**সেক্রেটারি**—বিঃ কার্য সম্পাদনের ভার-প্রাপ্ত ব্যক্তি, সম্পাদক, সচিব।

**সেগুন**—বিঃ মূল্যবান্ বৃক্ষবিশেষ বা তাহার কাঠ।

**সেঙাত, সেঙ্গাত**—বিঃ বন্ধু, মিত্র।

**সেচ**—বিঃ সেচন, সিক্তকরণ, কৃষিকার্যের উপযোগী জল সরবরাহ।

**সেচন**—বিঃ সিক্তকরণ, ভিজানো। বিণঃ বিঃ **সেচক**—সেচনকারী।

**সেজ১**—বিঃ শয্যা, বিছানা।

**সেজ২, সেজো**—বিণঃ তৃতীয়, মেজোর পরবর্তী।

**সেজা, সেঝা**—(১) ক্রিঃ জলে সিদ্ধ হওয়া। (২) বিঃ উক্ত অর্থে। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ সিদ্ধ করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**সেট**—বিঃ একসঙ্গে ব্যবহার করিতে হয় এমন কতকগুলি জিনিসের সমষ্টি।

**সেতখানা**—বিঃ পায়খানা।

**সেতার**—বিঃ বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। বিণঃ বিঃ **সেতারী**—সেতার বাদক।

**সেতু**—বিঃ পুল, সাঁকো। বিঃ **-বন্ধ**—ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তে রামেশ্বরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ভারত মহা-সাগরের দ্বীপশ্রেণী।

**সেন**—বিঃ নামের বীরত্বব্যঞ্জক অংশ (ভীম-সেন) ; বাঙ্গালী হিন্দুর উপাধিবিশেষ।

**সেনা**—বিঃ সৈন্য, যুদ্ধের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি, ফৌজ। বিঃ **-ধ্যক্ষ, -নায়ক, -পতি**—সৈন্যদলের পরিচালক। বিঃ **-নিবাস, -নিবেশ**—সৈন্যদলের বাস-স্থান, শিবির, ছাউনি। বিঃ **-নী**—সেনাদলের নায়ক। বিঃ **-শিবির**—সৈন্যদলের অস্থায়ী ছাউনি।

**সেপাই**—**সিপাই**-এর কথ্যরূপ।
**সেপ্টেম্বর**—বিঃ ইংরেজী বৎসরের নবম মাস।
**সেবক**—বিণঃ বিঃ যে সেবা করে; পরিচালক: ভৃত্য; পূজক, ভক্ত। (স্ত্রী): **সেবিকা, সেবকা**।
**সেবন**—বিঃ শরীরের উপকারার্থে পান ভোজন উপভোগ ইত্যাদি (ঔষধ সেবন, বায়ুসেবন); পূজা, সেবা, পরিচর্যা। বিণঃ **সেবনীয়, সেব্য**—সেবন বা সেবা করিবার উপযুক্ত, যাহা সেবন করিতে হইবে এমন। বিণঃ **সেবমান**—সেবা করিতেছে এমন। বিণঃ **সেবিত**—সেবন বা সেবা করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **সেবী**—সেবনকারী, সেবাকারী। বিণঃ **সেব্যমান**—সেবাপ্রাপ্ত হইতেছে এমন।
**সেবা**[১]—বিঃ পরিচর্যা, শুশ্রূষা; পূজা; উপভোগ: ভোজন; প্রণাম। বিঃ **-দাসী**—পরিচর্যাকারিণী: বৈষ্ণব ইত্যাদির সেবিকা দাসী বা উপপত্নী। বিঃ **-ধর্ম**—পরের উপকার বা সেবা করার ব্রত বা পবিত্র আচরণ।
**সেবা**[২]—ক্রিঃ (কাব্যে) সেবা করা, শুশ্রূষা বা পরিচর্যা করা; উপাসনা করা: উপভোগ করা।
**সেবাইত, সেবায়ত, সেবায়েত**—বিঃ দেবতার সেবক পূজারী: মন্দির দেবত্র সম্পত্তি ইত্যাদির উপস্বত্বভোগকারী।
**সেবিকা**—**সেবক** দ্রষ্টব্য।
**সেবিত, সেবী, সেব্য, সেব্যমান**—**সেবন** দ্রষ্টব্য।
**সেমই, সেমাই, সেমুই**—বিঃ ময়দা হইতে প্রস্তুত সুতার মত জিনিসবিশেষ যাহা দিয়া পায়স হয়।
**সেমিকোলন**—বিঃ বিরাম বা যতিচিহ্ন ( ; —এই চিহ্ন)।
**সেমিজ**—**শেমিজ**-এর বানানভেদ।
**সেয়াই**—বিঃ লিখিবার কালি।
**সেয়ান, সেয়ানা**—বিণঃ চালাক, চতুর; বয়ঃপ্রাপ্ত, সাবালক; সচেতন, সজ্ঞান।
**সের**—বিঃ এক মণের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ, ১৬ ছটাক। বিঃ **-কিয়া**—সেরের হিসাব তালিকা। ক্রি-বিণঃ **-কে**—প্রতি সেরে, সেরপিছু।
**সেরকম**—ক্রি-বিণঃ সেইরূপ, তেমন।
**সেরা**—বিণঃ সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা ভাল।
**-সেরা, -সেরী**—বিণঃ সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে যুক্ত হইয়া পরিমাণ বুঝায় এমন (একসেরী বাটখারা)।
**সেরেফ**—বিণঃ কেবল, শুধু।
**সেরেস্তা**—বিঃ কার্যালয়, অফিস, দপ্তর। বিঃ **-দার**—প্রধান কেরাণী, সেরেস্তার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।
**সেলাই**—বিঃ সূচ ও সূতা দিয়া জোড়া দিবার কাজ।
**সেলাখানা**—বিঃ অস্ত্রাগার।
**সেলাম**—বিঃ মুসলমানী কায়দায় নমস্কার, ডান হাত কপালে তুলিয়া অভিবাদন। বিঃ **সেলামি, সেলামী**—নজরানা, উপঢৌকন; জমিদার, বাড়ীওয়ালা ইত্যাদিকে উপহারস্বরূপ দেয় টাকা।
**সৈকত**—বিঃ নদী সমুদ্র ইত্যাদির বালুকাময় তীর; পুলিন।
**সৈনাপত্য**—বিঃ সেনাপতির কাজ বা পদ।
**সৈনিক**—(১) বিঃ সশস্ত্র যোদ্ধা, সৈন্য, সেনা। (২) বিণঃ সামরিক, সৈন্যদল সংক্রান্ত।

**সৈন্ধব**—(১) বিণঃ সমুদ্রজাত ; সিন্ধু-দেশীয়। (২) বিঃ সমুদ্রজাত লবণ।
**সৈন্য**—বিঃ সেনাদল, ফৌজ, সৈনিক। বিঃ -**সামন্ত**—অধীনস্থ রাজন্যবৃন্দ ও সেনাদল। বিঃ **সৈন্যাধ্যক্ষ**—সেনাপতি।
**সৈমন্তিক**—বিঃ সিঁদুর।
**সৈয়দ**—বিঃ হজরত মহম্মদের কন্যা ফতেমার বংশধর ; মুসলমানগণের সম্মানজনক বংশগত উপাধি।
**সৈরিন্ধ্র, সৈরন্ধ্রী**—বিঃ অপরের বাড়ীতে থাকিয়া শিল্পকার্যাদির দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করে এমন স্ত্রীলোক।
**সোঁটা**—বিঃ মোটা লাঠি, লগুড়, দণ্ড।
**সোঁতা**—বিঃ ক্ষীণ স্রোত।
**সোঁদা**—বিণঃ শুকনা মাটিতে জল পড়িলে যেরূপ গন্ধ উঠে তাহা।
**সোঁদাল**—বিঃ একরকম বড় গাছ যাহাতে ছড়ির মত লম্বা ফল ও হলুদ রঙের ফুল হয়, কর্ণিকার।
**সোজা**—(১) বিণঃ বাঁকা নহে এমন, কুটিল নহে এমন, অকপট, সরল ; সম্মুখস্থ, বরাবর ; স্পষ্ট ; শাসিত, শায়েস্তা (লাঠির চোটে সোজা)। (২) ক্রি-বিণঃ সটান, সরাসরি। ক্রি-বিণঃ -**সুজি**—না বাঁকিয়া, ঋজু-ভাবে ; সরাসরি, খোলাখুলি।
**সোডা**—বিঃ এক রকম ক্ষার। বিঃ -**ওয়াটার**—কার্বনিক অ্যাসিডযুক্ত একরকম পানীয় জল।
**সোৎকণ্ঠ**—বিণঃ উৎকণ্ঠাযুক্ত।
**সোৎপ্রাস**—(১) বিঃ ঈষৎ হাস্যযুক্ত বাক্য, পরিহাস। (২) বিণঃ পরিহাসযুক্ত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।
**সোৎসাহ**—বিণঃ উৎসাহবিশিষ্ট। ক্রি-বিণঃ **সোৎসাহে**—উৎসাহের সহিত।
**সোৎসুক**—বিণঃ অতিশয় উৎসুক।
**সোদর, সোদরা**—যথাক্রমে সহোদর ও সহোদরা-র প্রাদেশিক রূপ।
**সোনা**—(১) বিঃ এক রকম হলুদ বর্ণের উজ্জ্বল ধাতু স্বর্ণ, সুবর্ণ ; স্নেহসূচক সম্বোধন। (২) বিণঃ পরম আদরের শান্তশিষ্ট ও গুণ-বান্, হলুদ রঙের (সোনা মুগ)। বিঃ -**দানা**—সোনা এবং ঐরূপ মূল্যবান্ জিনিস। **সোনামুখী**—(১) বিণঃ (স্ত্রী)ঃ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ মুখবিশিষ্টা। (২) বিঃ বিরেচক পত্রযুক্ত লতাবিশেষ।
**সোনালী**—বিণঃ সোনার মত রঙের, স্বর্ণাভ।
**সোপকরণ**—বিণঃ উপকরণ সহ।
**সোপচার**—বিণঃ উপচারযুক্ত।
**সোপরদ্দ, সোপর্দ**—বিঃ বিণঃ বিচারের জন্য প্রেরণ বা প্রেরিত।
**সোপাধি, সোপাধিক**—বিণঃ উপাধি-যুক্ত ; সগুণ।
**সোপান**—বিঃ সিঁড়ি।
**সোম**—বিঃ চন্দ্র : সপ্তাহের বারের নাম; বেদে বর্ণিত মাদক লতা-বিশেষ। বিঃ -**তীর্থ**—প্রভাসতীর্থ। বিঃ -**নন্দন**—চন্দ্রপুত্র, বুধ। বিঃ -**নাথ, সোমেশ্বর**—শিব। বিঃ -**প, -পা, -পীতী**—যজ্ঞে সোমরস পান-কারী ব্রাহ্মণ। বিঃ -**বার**—সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন। বিঃ -**লতা, -লতিকা**—মাদক রসযুক্ত লতাবিশেষ।
**সোমত্ত**—বিণঃ যৌবনপ্রাপ্তা, প্রাপ্ত-বয়স্কা, বিবাহের উপযুক্তা।
**সোয়াদ**—স্বাদ-এর কথ্যরূপ।
**সোয়ামি, সোয়ামী**—স্বামী-র গ্রাম্য রূপ।

**সোয়াস্তি**—বিঃ স্বস্তি, নিশ্চিন্তভাব ; উপশম, আরাম।

**সোরগোল**—**শোরগোল**-এর বানানভেদ।

**সোরাই**—বিঃ জলের কুঁজা।

**সোলা**—বিঃ একরকম জলজ গাছ ও তাহার হালকা কাঠ।

**সোলে**—বিঃ আপস-মীমাংসা। বিঃ **-নামা**—আপস-মীমাংসার দলিল।

**সোসাইটি**—বিঃ সমিতি, সঙ্ঘ, সমবায় প্রতিষ্ঠান।

**সোঽহম্, সোহহম্**—আমিই তিনি, আমিই ব্রহ্ম। বিঃ **সোহং-তত্ত্ব**—ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন—এই দার্শনিক-তত্ত্ব।

**সোহাগ**—বিঃ আদর, ভালবাসাপূর্ণ যত্ন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সোহাগী, সোহাগিনী**।

**সোহাগা**—বিঃ এক রকম ক্ষারলবণ।

**সোহিনী**—বিঃ এক রকম রাগিণী।

**সৌকর্য**—বিঃ সুসাধ্যতা, সুসম্পন্নতা।

**সৌকুমার্য**—বিঃ কোমলতা, লালিত্য, সুকুমারত্ব।

**সৌক্ষ্ম্য**—বিঃ সূক্ষ্মতা।

**সৌখিন, সৌখীন**—**শৌখিন**-এর বানান-ভেদ।

**সৌগত**—বিঃ বৌদ্ধ।

**সৌগন্ধ, সৌগন্ধ্য**—বিঃ সৌরভ।

**সৌচি, সৌচিক**—বিঃ যে সূচ দিয়া কাজ করে, সূচিশিল্পী, দরজী।

**সৌজন্য**—বিঃ ভদ্রতা, অমায়িকতা, শিষ্ট-ব্যবহার।

**সৌজাত্য**—বিঃ সৎকুলে বা শুভ লগ্নে জন্ম।

**সৌত্র, সৌত্রিক**—(১) বিণঃ সূত্র-সম্বন্ধীয়, সূত্র অনুযায়ী। (২) বিঃ ব্রাহ্মণ।

**সৌদামিনী**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ বিদ্যুৎ, বিজলী।

**সৌধ**—বিঃ চূনকাম করা বা সুধা-ধবলিত প্রাসাদ, অট্টালিকা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-কিরীটিনী**—প্রাসাদ যাহা মুকুটের মত হইয়াছে ; বহু প্রাসাদ-সমন্বিতা।

**সৌন্দর্য**—বিঃ সুদৃশ্যতা, শোভা, মনোহারিতা।

**সৌপর্ণ**—(১) বিঃ গরুড়, মরকত মণি। (২) বিণঃ সুপর্ণ-সংক্রান্ত।

**সৌপ্তিক**—(১) বিঃ নৈশ যুদ্ধ, মহা-ভারতের একটি পর্ব। (২) বিণঃ সুপ্তি সংক্রান্ত।

**সৌবর্ণ**—বিণঃ সুবর্ণময় বা স্বর্ণ নির্মিত।

**সৌভাগিনেয়**—বিঃ ভগিনীদের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা ও সদ্ভাব।

**সৌভাগ্য**—বিঃ অদৃষ্টের আনুকূল্য, শুভ অদৃষ্ট ; (জ্যোতিষে) যোগ-বিশেষ। বিণঃ **-বান্**—সৌভাগ্যের অধিকারী, যাহার ভাগ্য ভাল এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-বতী**।

**সৌভিক**—বিঃ জাদুকর ঐন্দ্রজালিক।

**সৌভ্রাত্র**—বিঃ ভাইদিগের মধ্যে প্রীতি ও মনের মিল।

**সৌমনস্য**—বিঃ প্রীতি, প্রসন্নতা।

**সৌমিত্র, সৌমিত্রি**—বিঃ সুমিত্রার পুত্র, লক্ষ্মণ বা শত্রুঘ্ন।

**সৌম্য**—(১) বিণঃ শান্ত ও সুন্দর। (২) বিঃ চন্দ্রের পুত্র, বুধ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **সৌম্যা**। বিঃ **-তা**।

**সৌর**—বিণঃ সূর্য-সংক্রান্ত, সূর্য-উপাসক। বিঃ **-কর**—সূর্যকিরণ। বিঃ **-জগৎ**—সূর্য ও তাহার চারিদিকে ভ্রমণশীল গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি। বিঃ

-দিবস—(জ্যোতিষে) ক্রান্তিবৃত্তের একাংশ পরিক্রমণে সূর্যের যে সময় লাগে। বিঃ -মাস—সূর্যের এক রাশিতে অবস্থিতি দ্বারা নিরূপিত মাস।

**সৌরভ**—বিঃ সুগন্ধ।

**সৌরি**—(১) বিণঃ সূর্য-সংক্রান্ত। (২) বিঃ সূর্যপুত্র, যম, শনি, কর্ণ।

**সৌরিক**—(১) বিণঃ সুরা-সংক্রান্ত। (২) বিঃ মদ্য বিক্রেতা।

**সৌষ্ঠব**—বিঃ সুগঠনজনিত সৌন্দর্য।

**সৌসাদৃশ্য**—বিঃ সুন্দর বা উত্তম সাদৃশ্য।

**সৌহার্দ, সৌহার্দ্য**—বিঃ বন্ধুত্ব, মিত্রতা ; সৌজন্য, প্রীতি।

**স্কন্দ**—বিঃ দেবসেনাপতি কার্তিকেয়।

**স্কন্ধ**—বিঃ কাঁধ ; শরীর ; ষাঁড়ের ঝুঁটি ; বৃক্ষের কাণ্ড হইতে শাখা বাহির হইবার স্থান ; বই-এর পরিচ্ছেদ ; সৈন্যদের বিভাগ। বিঃ **স্কন্ধাবার**—সৈন্যদল ; শিবির, সৈন্য, ছাউনি। **স্কন্ধী**—(১) বিঃ বৃক্ষ। (২) বিণঃ স্কন্ধ আছে এমন ; স্কন্ধ-সংক্রান্ত।

**স্কলার**—বিঃ পণ্ডিত ব্যক্তি। বিঃ -শিপ —লেখাপড়া শেখার জন্য মেধা-বৃত্তি ; পাণ্ডিত্য।

**স্কুল**—বিঃ বিদ্যালয় ; দর্শন-শিল্প-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়।

**স্ক্রু**—বিঃ এক রকম পেঁচাল পেরেক, ইস্ক্রুপ।

**স্খলন**—বিঃ চ্যুতি, পিছলাইয়া পতন, মোচন, আলগা হওন, জড়িত বা অস্পষ্ট উচ্চারণ, ভ্রম হওন ; বিকলতা, বিকৃতি। বিণঃ **স্খলিত**—চ্যুত, পতিত, ভ্রষ্ট, খসিয়া পড়িয়াছে এমন, পিছলাইয়া পড়িয়াছে এমন। বিঃ **স্খালন**—স্খলিতকরণ, অপসারণ।

**স্টেশন**—বিঃ রেলগাড়ী স্টীমার জাহাজ প্রভৃতি থামাইবার নির্দিষ্ট স্থান বা তাহার বাড়ী। বিঃ -মাস্টার—স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

**স্ট্যাম্প**—বিঃ চিঠি দলিল ইত্যাদিতে লাগাইবার টিকিট ; সীলমোহর।

**স্তন**—বিঃ মাই, পয়োধর, কুচ। বিঃ **স্তনাগ্র, -বৃন্ত, -মুখ**—স্তনের বোঁটা, চুচুক।

**স্তনন**—বিঃ শব্দ, গর্জন। **স্তনিত**—(১) বিণঃ শব্দিত, গর্জিত। (২) বিঃ মেঘ গর্জন ; রতি শব্দ।

**স্তন্য**—(১) বিণঃ স্তনে জাত। (২) বিঃ স্তনের দুগ্ধ, মাইয়ের দুধ। বিণঃ **-জীবী, -পায়ী**—শিশুকালে স্তন্য-পান করে এমন। বিঃ -পান—মায়ের বুকের দুধপান।

**স্তব**—বিঃ দেবতাদির সন্তোষসাধনের জন্য মহিমা-কীর্তন, স্তুতি, প্রশস্তি।

**স্তবক**—বিঃ গুচ্ছ, গোছা, তবক ; সমূহ, কবিতার ভাগ, বই-এর পরিচ্ছেদ। বিণঃ **স্তবকিত**—তোড়া-বাঁধা।

**স্তবন**—বিঃ মাহাত্ম্য কীর্তন, কীর্তন, স্তুতি। বিণঃ **স্তাবক**—স্তবকারী, খোশামোদকারী, চাটুকার। বিঃ **স্তাবকতা**—খোশামোদ, চাটু।

**স্তব্ধ**—বিণঃ জড়ীভূত, নিশ্চল ; নীরব, গম্ভীর ; থমথমে। বিঃ -তা। বিণঃ **স্তব্ধীভূত**—স্তব্ধ হইয়াছে এমন।

**স্তম্ভ**—বিঃ থাম, খুঁটি ; জড়তা ; প্রতিরোধ ; খবরের কাগজ ইত্যাদির লেখার অল্প চওড়া সারি।

**স্তম্ভন**—বিঃ দৃঢ়করণ ; কঠিন অবস্থা প্রাপ্তি ; মন্ত্রাদির দ্বারা জড়তা সম্পাদন ; নিবারণ। বিণঃ **স্তম্ভিত**—অত্যধিক বিস্ময়ে জড়ীভূত, স্তব্ধ ; অবরুদ্ধ।

**স্তর**—বিঃ থাক, থর ; শ্রেণী ; পরপর উপরে ও নিচে সাজানো মৃত্তিকা বায়ু ইত্যাদির থাক ; পলি।

**স্তিমিত**—বিণঃ নিশ্চল ; আর্দ্র ; ক্ষীণ ; অনুজ্জ্বল।

**স্তুতি**—বিঃ স্তব, মহিমা-কীর্তন ; তোশামোদ। বিণঃ **স্তুত**—যাহার স্তুতি করা হইয়াছে এমন। বিঃ **-বাদ**—স্তুতিবাক্য, প্রশংসার কথা। বিণঃ **স্তুত্য**—স্তুতির যোগ্য। বিণঃ **স্তূয়মান**—স্তুতি করা হইতেছে এমন।

**স্তূপ**—বিঃ রাশি, গাদা ; ঢিপি, পুঞ্জ, ঢিপির মত দেখিতে বৌদ্ধ সমাধি। বিণঃ **স্তূপাকার**, **স্তূপাকৃতি**, **স্তূপীকৃত**—জমিয়া স্তূপের মত হইয়াছে এমন, স্তূপে পরিণত, রাশীকৃত।

**স্তোক**[১]—বিণঃ ঈষৎ, অল্প।

**স্তোক**[২]—বিঃ মিথ্যা সান্ত্বনা বা আশা।

**স্তোত্র**—বিঃ স্তবের উপযোগী মন্ত্র বা কবিতা ; স্তব।

**স্তোভ**—বিঃ মিথ্যা আশ্বাস ; স্তম্ভন, রোধকরণ ; নিরর্থক শব্দ।

**স্ত্রী**—(১) বিঃ নারী, স্ত্রীলোক (স্ত্রী-চরিত্র) ; পত্নী, ভার্যা। (২) বিণঃ স্ত্রীজাতীয়, মাদী। বিঃ **-আচার**—হিন্দু বিবাহে সধবা স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক বর-কন্যাকে লইয়া করণীয় অনুষ্ঠান। বিঃ **-গমন**—পত্নী বা অন্য নারীকে সম্ভোগ। বিঃ **-চিহ্ন**—যোনি, ভগ। বিণঃ **-দ্বেষী**—নারী-জাতির প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ। বিঃ **-ধন**—স্ত্রীলোকের নিজস্ব সম্পত্তি। বিঃ **-পুরুষ**—স্বামী-স্ত্রী ; নর ও নারী। বিঃ **-প্রত্যয়**—স্ত্রীলিঙ্গ বাচক করিতে হইলে শব্দের অন্তে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়। বিণঃ **-বশ**, **-বৈশ্য**—স্ত্রীর (পত্নীর) একান্ত অনুগত, স্ত্রৈণ। বিঃ **-রত্ন**—বিশিষ্ট গুণ-সম্পন্না নারী, শ্রেষ্ঠা রমণী। বিঃ **-রোগ**—যে সকল ব্যাধি কেবল স্ত্রী-লোকেরই হয়। বিঃ **-লক্ষণ**—ভগ, কুচ, কোমলতা প্রভৃতি নারীসুলভ প্রমাণ। বিঃ **-লিঙ্গ**—(ব্যাকরণে) স্ত্রীবাচক শব্দ। বিঃ **-লোক**—মেয়ে, নারী। বিঃ **-সংসর্গ**, **-সঙ্গম**, **-সহবাস**—স্ত্রীগমন-এর অনুরূপ।

**স্ত্রীত্ব**—বিঃ নারীধর্ম ; নারীলক্ষণ ; স্ত্রীলোকের যোগ্য ভাব।

**স্ত্রৈণ**—বিণঃ স্ত্রীর বশীভূত। বিঃ **-তা**।

**-স্থ**—বিণঃ 'ইহাতে আছে' বা 'স্থিত' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয় (মধ্যস্থ, দেহস্থ)। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-স্থা**।

**স্থগন**—বিঃ সাময়িক নিবৃত্তি বা ক্ষান্তি।

**স্থগিত**—বিণঃ সাময়িকভাবে বন্ধ, মুলতবী ; প্রতিহত।

**স্থণ্ডিল**—বিঃ যজ্ঞের জন্য নির্মিত চত্বর বা বেদী, যজ্ঞভূমি।

**স্থপতি**—বিঃ গৃহ নির্মাণকারী ; রাজ-মিস্ত্রী।

**স্থবির**—(১) বিণঃ অতি বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত ; অথর্ব। (২) বিঃ দশ বৎসরের অধিক কাল সন্ন্যাস পালন-কারী বৌদ্ধ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **স্থবিরা**। বিঃ **-তা**, **-ত্ব**।

**স্থল**—বিঃ স্থান, জায়গা, ভূমি ; ডাঙা, অবস্থা, ব্যাপার, ক্ষেত্র ; কাজ, পদ (**স্থলাভিষিক্ত**) ; পাত্র, আধার (আশ্রয় স্থল)। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **স্থলী**—স্থান, ভূমি (বনস্থলী) ; ডাঙা ; থলিয়া। বিঃ **-কমল**, **-পদ্ম**—জবা-জাতীয় এক রকম গোলাপী ও সাদা ফুল। বিণঃ **-চর**—ডাঙায় চলা ফেরা করে বা বাস করে এমন। বিঃ **-পথ**—ডাঙা দিয়া যাওয়া যায় এমন রাস্তা। বিঃ **-বাণিজ্য**—স্থলপথে চলিতে পারে বা চলে এমন ব্যবসায়-বাণিজ্য। বিণঃ **স্থলাভিষিক্ত**—সম্মানজনক পদে অপরের পরিবর্তে নিযুক্ত, প্রতিনিধি, বদলী। বিণঃ **স্থলীয়**—স্থল-সংক্রান্ত ; স্থলে স্থিত।

**স্থাণু**—(১) বিণঃ স্থির, নিশ্চল। (২) বিঃ খোঁটা, থাম, শাখাহীন বৃক্ষ, গাছের গুঁড়ি ; উইঢিপি ; মহাদেব, শিব। বিণঃ **-বৎ**—স্থাণুর ন্যায় ; নিশ্চল, নিস্পন্দ।

**স্থাতব্য**—বিণঃ থাকিবার উপযুক্ত ; যাহা থাকিবার উপযুক্ত এমন।

**স্থাতা**—বিণঃ যে থাকে, অবস্থানকারী।

**স্থান**—বিঃ জায়গা, ঠাঁই ; অবস্থানের জায়গা, ভবন, গৃহ (দেবস্থান) ; পরিবর্ত ; তীর্থ, পীঠ, ক্ষেত্র ; অঞ্চল, প্রদেশ। বিঃ **স্থানান্তর**—অন্য স্থান। বিণঃ **স্থানান্তরিত**—অন্য স্থানে নীত বা প্রেরিত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **স্থানান্তরিতা**। বিঃ **স্থানাভাব**—জায়গার অভাব।

**স্থানিক**—(১) বিণঃ স্থান-সংক্রান্ত বা স্থানীয়। (২) বিঃ (প্রশাসনিক) প্রাচীন ভারতে কোন স্থানের অধ্যক্ষ।

**স্থানী**—বিণঃ স্থানযুক্ত, স্থিতিবান্ বা স্থিতিশীল। বিণঃ **স্থানীয়**—নিকট-বর্তী স্থানের ; নির্দিষ্ট স্থান সংক্রান্ত বা স্থিত ; তুল্য (অভি-ভাবক স্থানীয়)।

**স্থানেশ্বর**—বিঃ বর্তমান থানেশ্বর, কুরুক্ষেত্র।

**স্থাপক**—বিণঃ বিঃ যে স্থাপন করে, প্রতিষ্ঠাতা। (স্ত্রী)ঃ **স্থাপিকা**।

**স্থাপত্য**—বিঃ স্থপতির কাজ, গৃহ-নির্মাণ-শিল্প।

**স্থাপন**, **স্থাপনা**—বিঃ রাখা, রক্ষণ, অর্পণ ; আরোপণ ; প্রতিষ্ঠিতকরণ। বিণঃ **স্থাপয়িতা**—স্থাপক, স্থাপন-কারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **স্থাপয়িত্রী**। বিণঃ **স্থাপিত**—রক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, স্থাপন করা হইয়াছে এমন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **স্থাপিতা**। বিণঃ **স্থাপ্য**, **স্থাপনীয়**—স্থাপনের উপযুক্ত।

**স্থাবর**—বিণঃ গতিহীন, চলিতে পারে না এমন, স্থানান্তরিত করা যায় না এমন ; স্থিতিশীল, অচেতন।

**স্থায়ী**—বিণঃ দীর্ঘকাল থাকে এমন ; স্থিতিশীল ; স্থানান্তরে যায় না এমন : প্রতিষ্ঠিত ; পাকা-পোক্ত ; বদ্ধমূল ; অবিনশ্বর। বিঃ **স্থায়িত্ব**—স্থায়ী হইবার গুণ ভাব বা অবস্থা। বিঃ **স্থায়িভাব**—(অলঙ্কার-শাস্ত্রে) কাব্য নাটক ইত্যাদিতে পাঠক দর্শক বা শ্রোতার মনে সর্বাপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ী হয় বা প্রাধান্য লাভ করে এমন ভাব।

**স্থাল**—বিঃ থালা। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **স্থালী**।

**স্থিত**—বিণঃ আছে এমন, বর্তমান, বিদ্যমান, অবস্থিত ; স্থির। বিণঃ **-প্রজ্ঞ**, **-ধী**—যাহার বুদ্ধি স্থির

হইয়াছে এমন ; মনোগত কামনা-বাসনা হইতে মুক্ত এবং আত্মতুষ্ট এমন ; ব্রহ্মনিষ্ঠ। বিঃ **স্থিতাবস্থা চুক্তি**—দ্বন্দ্ব-বিগ্রহে বা বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে সাময়িক সন্ধি। বিঃ **স্থিতি**—থাকা, অবস্থান : স্থিরতা ; স্থায়িত্ব। বিণঃ **স্থিতিশীল**—যাহা স্বভাবতঃ স্থিরভাবে থাকে বা স্থায়ী হয় এমন। বিঃ **স্থিতিশীলতা**। বিণঃ **স্থিতিস্থাপক**—প্রসারিত বক্র পিষ্ট ইত্যাদি করিবার পর পুনরায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় এমন। বিঃ **স্থিতিস্থাপকতা**।

**স্থির**—(১) বিণঃ গতিহীন, নিশ্চল ; শান্ত ; অটল, দৃঢ়। (২) ক্রি-বিণঃ নিশ্চিতরূপে, অবশ্য। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **স্থিরা**। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিঃ **-দৃষ্টি**—অপলক-দৃষ্টি। **-নিশ্চয়**—(১) বিণঃ সংকল্পে অটল ; দৃঢ়সংকল্প। (২) বিঃ স্থির-সংকল্প। বিণঃ **স্থিরায়ুঃ, স্থিরায়ু**—চিরজীবী ; দীর্ঘজীবী। বিঃ **স্থিরীকরণ**—নির্ধারণ, ধার্যকরণ। বিণঃ **স্থিরীকৃত**—নির্ধারিত, নিরূপিত।

**স্থূল**—বিণঃ মোটা ; অমার্জিত ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ; অতীক্ষ্ণ, অসূক্ষ্ম। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিঃ **-কোণ**—(জ্যামিতি) সমকোণের অপেক্ষা বড় কোণ। বিণঃ **-দর্শী**—সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন নহে এমন, মোটাবুদ্ধি। **-দৃষ্টি**—(১) বিঃ অসূক্ষ্ম দৃষ্টি, সাধারণ দৃষ্টি। (২) বিণঃ গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখে না এমন।

**স্থেয়**—বিণঃ স্থির, স্থাতব্য।

**স্থৈর্য**—বিঃ স্থিরতা।

**স্থৌল্য**—বিঃ স্থূলতা, স্থূলত্ব।

**স্নাত**—বিণঃ স্নান করিয়াছে এমন ; ধৌত, সিক্ত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **স্নাতা**। বিঃ **-ক**—যে ছাত্র শিক্ষাশেষে ব্রহ্মচর্য সমাপনসূচক স্নান করিয়াছে : বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট : স্নানকারী বা স্নানার্থী লোক। বিণঃ **স্নাতকোত্তর**—স্নাতক হইবার পরবর্তী।

**স্নাতানুলিপ্ত**—বিণঃ স্নানের পর চন্দনাদি দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়াছে এমন।

**স্নান**—বিঃ অবগাহন, সর্বাঙ্গ ধৌতকরণ, নাওয়া। বিঃ **-যাত্রা**—জ্যৈষ্ঠ্যমাসের পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত জগন্নাথদেবের স্নানোৎসব। বিঃ **স্নানোদক**—স্নানের জল। বিণঃ **স্নায়ী**—স্নানকারী।

**স্নাপন**—বিঃ অপরকে স্নান করানোর কাজ। বিণঃ বিঃ **স্নাপক**—যে স্নান করায়, স্নাপনকারী। বিণঃ বিঃ (স্ত্রী)ঃ **স্নাপিকা**। বিণঃ **স্নাপিত**—স্নান করানো হইয়াছে এমন।

**স্নায়ু**—বিঃ দেহময় ছড়াইয়া আছে এমন অতি সূক্ষ্ম নাড়ী, দেহের পেশী-বন্ধনী। বিণঃ **স্নায়বিক, স্নায়বীয়**—স্নায়ু-সংক্রান্ত। বিঃ **-দৌর্বল্য, স্নায়বিক দৌর্বল্য**—স্নায়ুর দুর্বলতাজনিত রোগ।

**স্নিগ্ধ**—বিণঃ শীতল করে এমন ; শীতল, কোমল : মধুর। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **স্নিগ্ধা**। বিঃ **-তা**। বিণঃ **-কর**—স্নিগ্ধ বা শীতল করে এমন।

**স্নেহ**—বিঃ ভালবাসা, মমতা, আদর ; বাৎসল্য ; প্রীতি, প্রেম ; ঘি মাখন তৈলজাতীয় খাদ্য উপাদান। বিঃ **-পদার্থ**—তৈলজাতীয় পদার্থ। বিঃ **-পাত্র**—ভালবাসার পাত্র। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **-পাত্রী**। বিঃ **-পুত্তলি**—অতিশয়

স্নেহের আধার। বিঃ **স্নেহালিঙ্গন**—প্রীতি ও ভালবাসাপূর্ণ আলিঙ্গন। বিঃ **স্নেহাশীর্বাদ**—স্নেহযুক্ত আশীর্বাদ। বিণঃ **স্নেহী**—স্নেহকারী, স্নেহময়। বিঃ **স্নেহাস্পদ**—স্নেহভাজন।

**স্পন্দ, স্পন্দন**—বিঃ ঈষৎ কম্পন; স্ফুরণ; ক্রমাগত পর্যায়ক্রমে গতি ও বিরাম। বিণঃ **-রহিত, -শূন্য, -হীন**—স্থির, নিস্পন্দ, নিশ্চল। বিণঃ **স্পন্দিত**—কম্পিত, স্পন্দনযুক্ত।

**স্পর্ধা**—বিঃ ঔদ্ধত্যপূর্ণ দুঃসাহস; আস্ফালন; দর্প। বিণঃ **স্পর্ধিত, স্পর্ধী**—স্পর্ধাযুক্ত, উদ্ধত ও দুঃসাহসিক। বিণঃ (স্ত্রী): **স্পর্ধিতা।**

**স্পর্শ**—বিঃ ত্বকের অনুভব শক্তি; ছোঁয়া, ঈষৎ সংলগ্ন ভাব; সঙ্গ, সংসর্গ। **-ক**—(১) বিণঃ স্পর্শকারী। (২) বিঃ (জ্যামিতি) বৃত্তের পরিধিকে স্পর্শ করে কিন্তু ছেদ করে না এমন সরল রেখা। বিণঃ **-কামী**—স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করে এমন। বিঃ **-কাতর**—অল্পেই মনে আঘাত পায় এমন। বিঃ **-কাতরতা।** বিণঃ **-ক্রামী, -ক্রামক**—স্পর্শের দ্বারা সংক্রমণ ঘটে এমন, ছোঁয়াচে। বিঃ **-ন**—ছোঁয়া, স্পর্শকরণ। বিণঃ **-নীয়, স্পৃশ্য**—স্পর্শনযোগ্য। বিঃ **-বর্ণ**—(ব্যাকরণে) বর্গীয় বর্ণ, ক হইতে ম পর্যন্ত বর্ণ। বিঃ **-মণি**—পরশ পাথর, কল্পিত পাথর যাহা ছোঁয়াইলে অন্য সকল বস্তু সোনায় পরিণত হয়। বিণঃ **-স্পর্শী**—'স্পর্শ করে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয় (মর্ম স্পর্শী)। বিণঃ (স্ত্রী): **-স্পর্শিনী।** বিঃ **স্পর্শেন্দ্রিয়, স্পর্শনেন্দ্রিয়**—ত্বক্। বিণঃ **স্পৃষ্ট**—স্পর্শ করা হইয়াছে এমন। বিঃ **স্পৃষ্টি**—স্পৃষ্ট অবস্থা।

**স্পষ্ট**—(১) বিণঃ ব্যক্ত, পরিস্ফুট, প্রকাশিত, বিশদ, খোলাখুলি। (২) ক্রি-বিণঃ বিশদভাবে, খোলাখুলিভাবে। বিঃ **-তা।** বিণঃ **-বক্তা, -বাদী, -ভাষী**—উচিত বক্তা, শ্রোতার মন না রাখিয়া স্পষ্ট কথা বলে এমন। বিণঃ (স্ত্রী): **-বাদিনী, -ভাষিণী।** বিঃ **বাদিতা।**

**স্পষ্টাক্ষরে**—ক্রি-বিণঃ সহজবোধ্য অক্ষরে।

**স্পষ্টাস্পষ্টি**—(১) বিণঃ খোলাখুলি, অত্যন্ত স্পষ্ট। (২) ক্রি-বিণঃ খোলাখুলিভাবে।

**স্পিরিট**—বিঃ সুরাসার, উগ্রসুরা, আরক।

**স্পৃহা**—বিঃ ইচ্ছা, কামনা, অভিলাষ, বাঞ্ছা, রুচি, লোভ। বিণঃ **স্পৃহনীয়**—কাম্য, বাঞ্ছনীয় লোভনীয়, শ্লাঘ্য, স্পৃহার যোগ্য। বিণঃ **স্পৃহয়ালু**—স্পৃহাযুক্ত, লোভী, লোলুপ।

**স্ফটিক, স্ফটীক**—বিঃ স্বচ্ছ শুভ্র প্রস্তরবিশেষ সূর্যকান্ত মণি। বিণঃ **-নিন্দিত, -বিনিন্দিত**— স্ফটিকও যাহার তুলনায় হীন; স্ফটিক অপেক্ষা স্বচ্ছ ও শুভ্র। বিণঃ **-প্রভ**—স্বচ্ছ। বিণঃ **-ময়**—স্ফটিক দ্বারা রচিত।

**স্ফাটিক, স্ফাটীক**—(১) বিণঃ স্ফটিকনির্মিত। (২) বিঃ স্ফটিকমণি।

**স্ফার**—(১) বিঃ বিকাশ, বিস্তৃতি, স্ফূর্তি।

**স্ফারণ**—বিঃ বিকাশ, স্ফূর্তি, স্ফুরণ, বিস্তার।

**স্ফারিত**—বিণঃ বিস্তৃত, বিস্তারিত বিকসিত।

**স্ফীত**—বিণঃ ফুলা, ফাঁপা, ফুলিয়া বা ফাঁপিয়া উঠিয়াছে এমন, বর্ধিত, স্থূল, সমৃদ্ধ, প্রবল। বিণঃ (স্ত্রী): **স্ফীতা**। বিঃ **স্ফীতি**—ফুলিয়া বা ফাঁপিয়া উঠন, বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, প্রাবল্য।

**স্ফুট**—বিণঃ স্পষ্ট ; বিশদ, ব্যক্ত ; বিকসিত, ফুল্ল ; বিদীর্ণ, ফুটা। **স্ফুটনাঙ্ক**—যে উত্তাপে তরল পদার্থ ফুটিতে থাকে। বিণঃ **স্ফুটনোন্মুখ**—প্রস্ফুটিত-প্রায়। বিঃ **-বাক্**—যাহার বাক্‌শক্তি স্ফুরিত হইয়াছে এমন ; স্পষ্ট বক্তা। বিণঃ **স্ফুটিত**—প্রস্ফুটিত, বিকচ, বিকসিত, স্পষ্টী-কৃত, বিদীর্ণ।

**স্ফুরণ**—বিঃ কম্পন, বিকাশন, স্ফূর্তি প্রকাশ, দীপ্তি। বিণঃ **স্ফুরিত**—প্রকাশিত, দীপ্ত, উদ্রিক্ত।

**স্ফুরা**—ক্রিঃ (কাব্যে) কম্পিত হওয়া, উদ্রিক্ত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া।

**স্ফুলিঙ্গ**—বিঃ অগ্নিকণা, আগুনের ফুলকি।

**স্ফূর্ত**—বিণঃ প্রকাশিত, স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে এমন। বিঃ **স্ফূর্তি**—স্পন্দন, হর্ষ, সানন্দ উৎসাহ, আনন্দ বিকাশ, প্রকাশ।

**স্ফোট**—বিঃ স্ফোটক, ফোড়া, অর্বুদ বা আব্ ; সাপের ফণা ; (ব্যাকরণে) পূর্ব পূর্ব বর্ণের অনুভবের সহিত শেষবর্ণের ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা বোধ্য অখণ্ড শব্দবিশেষ। বিঃ **-বাদ**—শব্দার্থ সম্বন্ধে বিশেষ মতবাদ।

**স্ফোটক**—বিঃ ফোড়া, অর্বুদ।

**স্ফোটন**—বিঃ বোধন, বিকাশন, প্রকাশন, ভঙ্গ, বিদারণ। বিঃ (স্ত্রী): **স্ফোটনী**—বেধনী, তুরপুন, ফুঁড়িবার বা বিদ্ধ করিবার যন্ত্র।

**স্ব**—বিঃ আত্মা, স্বয়ং ; ধন ; নিজের, স্বকীয়। **স্ব-স্ব**—নিজ নিজ।

**স্বঃ**— অব্যঃ বিঃ স্বর্গ (স্বর্গত), নাক, ত্রিদিব, ত্রিদশালয়।

**স্বক**—বিণঃ স্বকীয়, স্বীয়, নিজের।

**স্বকপোল-কল্পিত**—বিণঃ নিজের মন-গড়া, স্বীয় কল্পনাপ্রসূত।

**স্বকীয়**—বিণঃ নিজ, আপন, স্বীয়। বিণঃ (স্ত্রী): **স্বকীয়া**—(অলংকার-শাস্ত্রে) নিজ পতি-অনুরক্তা নায়িকা-বিশেষ।

**স্বকৃত**—বিণঃ আত্মকৃত, যাহা নিজের দ্বারা কৃত হইয়াছে এমন, আপনার দ্বারা অনুষ্ঠিত। বিণঃ **-ভঙ্গ**—ভঙ্গ-কৌলীন্য, কুলীন বংশে বিবাহ ব্যাপারে প্রথমবার নিম্নকুলের কন্যাকে বিবাহ করায় কৌলীন্য প্রথা লঙ্ঘন-কারী।

**স্বখাত**—বিণঃ আপন হাতে খনিত। বিঃ **-সলিল**—নিজের দ্বারা খনিত জলাশয়ের জল ; স্বীয় কৃতকর্মের ফল।

**স্বগত**—বিণঃ আত্মগত, মনোগত ; (নাটকে) অভিনেতা-অভিনেত্রীর অন্যের অগোচরে আত্ম-সম্ভাষণ। বিঃ **স্বগতোক্তি**—নাটকাদিতে অন্যের অগোচরে আপন মনে উক্তি।

**স্বগৃহ**—বিঃ নিজের বাসভবন, নিজ গৃহ।

**স্বগ্রাম**—বিঃ পৈতৃক গ্রাম, যে গ্রামে নিজের জন্ম হইয়াছে।

**স্বগ্‌গ**—**স্বর্গ**-এর গ্রাম্যরূপ।

**স্বঙ্গ**—বিণঃ সুন্দর অবয়বযুক্ত।

**স্বচক্ষে**—ক্রি-বিণঃ নিজের চক্ষু দিয়া, প্রত্যক্ষে।

**স্বচ্ছ**—বিণঃ অত্যন্ত নির্মল, অনাবিল, আলোক বা দৃষ্টি দ্বারা ভেদ্য এমন। বিঃ -তা, -ত্ব।

**স্বচ্ছন্দ**—(১) বিণঃ স্বেচ্ছানুবর্তী, অবাধ, সুস্থ, আত্মবশ, স্বতন্ত্র অযত্নে জাত। (২) বিঃ স্বেচ্ছাচার, স্বেচ্ছা। বিঃ -তা—স্বাচ্ছন্দ্য, আয়াস-শূন্যতা, অবলীলা। ক্রি-বিণঃ স্বচ্ছন্দে—অনায়াসে, অবাধে, অবলীলাক্রমে, স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী।

**স্বজ**—বিঃ আত্মজ, পুত্র। বিঃ (স্ত্রী)ঃ স্বজা—কন্যা।

**স্বজন**—বিঃ আত্মীয়, আপনজন, আপনার লোক, বন্ধু-বান্ধব-পরিজন। বিঃ (স্ত্রী)ঃ স্বজনী—আত্মীয়া অন্তরঙ্গ সখী, সজনী।

**স্বজাতি**—বিঃ নিজের জাতি, স্ব-শ্রেণী, নিজের জাতির অন্তর্ভুক্ত লোক। বিণঃ স্বজাতীয়—নিজের জাতির অন্তর্ভুক্ত, স্বজাতি-সম্বন্ধীয়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ স্বজাতীয়া। -প্রিয়—(১) বিণঃ স্বজাতির প্রতি অনুরাগী। (২) বিঃ স্বজাতির প্রীতিভাজন। বিঃ -প্রিয়তা, -প্রীতি, -প্রেম—নিজ জাতির প্রতি অনুরাগ। বিঃ -দ্রোহ, -বিরোধ—স্বজাতির বিরুদ্ধাচরণ, স্বজাতির প্রতি শত্রুতা। বিণঃ -দ্রোহী, -বিরোধী—স্বজাতির বিরুদ্ধাচারী। বিণঃ -সুলভ—স্বজাতির ন্যায় এমন, স্বজাতির মধ্যে সহজে যাহা দেখা যায় এমন।

**স্বতঃ**—অব্যঃ আপনা হইতে, স্বয়ং, নিজে, নিজে। বিণঃ -প্রবৃত্ত—স্বেচ্ছায় বা অপরের নির্দেশ ছাড়াই প্রবৃত্ত, স্বয়ংনিযুক্ত, স্বেচ্ছাচালিত। বিণঃ -সিদ্ধ—স্বভাবসিদ্ধ, প্রমাণ-নিরপেক্ষ। বিণঃ -স্ফূর্ত—অন্য নিরপেক্ষ ভাবে প্রকাশিত; স্বপ্রবৃত্ত, আত্মপ্রকাশিত।

**স্বতন্ত্র**—বিণঃ পৃথক, স্ববশ, স্বাধীন, অন্য নিরপেক্ষ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ স্বতন্ত্রা। বিঃ -দল—ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক দল।

**স্বতোচ্ছল**—বিঃ নিজ আবেগের স্ফুরণ বা অভিব্যক্তি।

**স্বত্ব**—বিঃ স্বামিত্ব, মালিকানা, ধন-সম্পত্তিতে অধিকার। বিণঃ স্বত্বাধি-কারী—মালিক, স্বামী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ স্বত্বাধিকারিণী। বিঃ -ত্যাগ—নিজের অধিকার বর্জন।

**স্বত্বসাব্যস্ত**—বিঃ স্বামিত্ব নির্ধারণ, অধিকার-স্থিরীকরণ।

**স্বদল**—বিঃ নিজের দল বা পক্ষ। বিণঃ স্বদলীয়—নিজ দলের অন্তর্গত। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ স্বদলীয়া।

**স্বদার**—বিঃ নিজ পত্নী, নিজের বিবাহিত স্ত্রী।

**স্বদেশ**—বিঃ মাতৃভূমি, জন্মভূমি, নিজের দেশ।

**স্বদেশী, স্বদেশীয়**—বিণঃ নিজ দেশের, নিজের দেশে উৎপন্ন। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ স্বদেশিনী, স্বদেশীয়া।

**স্বধর্ম**—বিঃ নিজের অথবা পৈতৃক ধর্ম, স্বভাব, প্রকৃতি। বিণঃ -ত্যাগী—স্বধর্মভ্রষ্ট, নিজ ধর্ম পরিত্যাগকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -ত্যাগিনী। বিণঃ -নিষ্ঠ—আত্মধর্মানুরক্ত, স্বধর্ম পরায়ণ। বিঃ -নিষ্ঠা—নিজ ধর্মের প্রতি গাঢ় অনুরাগ। বিঃ -পালন—নিজ ধর্মের সেবা, নিজ ধর্মের অনুষ্ঠান।

**স্বধা**—বিঃ দেবতা বা পিতৃলোকের উদ্দেশে হবিঃ জল পিন্ডাদি প্রদান বা উহার মন্ত্র।

**স্বন**—বিঃ ধ্বনি, স্বর, শব্দ। ক্রি-বিণঃ **স্বনে**—শব্দে। বিঃ **স্বনন**—শব্দ, শব্দকরণ। **স্বনিত**—(১) বিণঃ শব্দিত, ধ্বনিত। (২) বিঃ শব্দ, ধ্বনি।

**স্বনাম**—বিঃ নিজের নাম। বিণঃ **-খ্যাত**—নিজের নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, আত্ম-পরিচয়ে প্রশংসিত। বিণঃ **-ধন্য**—স্বীয় কীর্তিতে চরিতার্থ, সার্থকনামা। ক্রি-বিণঃ **স্বনামে**—নিজেকেই মালিকরূপে বা রচয়িতা হিসাবে ঘোষণা করিয়া।

**স্বপক্ষ**—বিঃ নিজের দল, আত্মপক্ষ, মিত্রপক্ষ। বিণঃ **স্বপক্ষীয়**—নিজদল-ভুক্ত, স্বদল-সম্বন্ধীয়।

**স্বপত্য**—বিঃ সুসন্তানবান্।

**স্বপ্ন**—বিঃ নিদ্রিতাবস্থায় প্রত্যক্ষবৎ কোন কিছুর অনুভব; অলীক কল্পনা; মিথ্যা আশা; নিদ্রিতা-বস্থায় দৈবাদেশ। বিঃ **-ঘোর**—নিদ্রাভঙ্গের পরেও স্বপ্নের যে আবেশে মন ভরিয়া থাকে। বিঃ **-চারিতা**—নিদ্রিতাবস্থায় নিজের অজ্ঞাতসারে বিচরণ। বিঃ **-জাল**—স্বপ্নরূপ জাল, স্বপ্নদর্শনজনিত মানসিক আচ্ছন্ন ভাব; স্বপ্নে দৃষ্ট ঘটনা-পরম্পরা, অলীক কল্পনার সংহতি। বিঃ **-তত্ত্ব**—স্বপ্নের কারণ ও তাহার ব্যাখ্যা-বিবরক বিজ্ঞান। বিঃ **-দর্শন**, **-দেখা**—নিদ্রিতাবস্থায় ঘটনাবলী প্রত্যক্ষকরণ। বিণঃ **-দৃষ্ট**—স্বপ্নে লক্ষিত। বিঃ **-দোষ**—স্বপ্ন দেখিবার কালে রেতঃস্খলন। বিণঃ **-বৎ**—স্বপ্নের মত মিথ্যা অথচ মনোরম। বিঃ **-বৃত্তান্ত**—স্বপ্নে দৃষ্ট ঘটনার বিবরণ। বিণঃ **-ময়**—স্বপ্ন-বিজড়িত, কাল্পনিক। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ **-ময়ী**। বিঃ **-লোক**, **-রাজ্য**—স্বপ্নে দৃষ্ট মিথ্যা অথচ মনোরম দেশ, কল্পনা দিয়া রচিত জগৎ। বিঃ **স্বপ্নাদিষ্ট**—স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত। বিঃ **স্বপ্নাদেশ**—স্বপ্নেপ্রাপ্ত দৈবাদেশ। বিণঃ **স্বপ্নাদ্য**—স্বপ্নঘটিত, স্বপ্নে প্রাপ্ত। বিণঃ **স্বপ্নাবিষ্ট**—স্বপ্ন-ঘোরে আচ্ছন্ন। বিণঃ **স্বপ্নোত্থিত**—স্বপ্নময়-নিদ্রাভঙ্গে জাগরিত, স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে বা স্বপ্নান্তে জাগরিত।

**স্ববশ**—বিণঃ আত্মবশ, নিজায়ত্ত, স্বাধীন।

**স্ববাসিনী**—বিঃ আজন্ম পিতৃগৃহ-বাসিনী কন্যা।

**স্বভাব**—বিঃ আত্মভাব, স্বরূপ, প্রকৃতি; প্রকৃতিগত ধর্ম বা গুণ; প্রকৃতি, নিসর্গ; স্বাভাবিক অবস্থা; ব্রাহ্মণের অভঙ্গ কৌলীন্য। বিঃ **-কবি**—কবিত্ব শক্তি যাঁহার জন্মগত এবং স্বতঃস্ফূর্ত, যে-কবি প্রধানতঃ নিসর্গ-শোভা বর্ণনা করেন। বিণঃ **-কুলীন**—যাঁহার কৌলীন্য স্বভাবে আছে অর্থাৎ ভগ্ন হয় নাই। বিণঃ **-কৃপণ**—কৃপণতা যাঁহার স্বভাব-গত। বিণঃ **-গত**—প্রকৃতিগত, স্বভাবে পরিণত, স্বভাব-সুলভ। বিঃ **-চরিত্র**, **-প্রকৃতি**—রীতিনীতি, চাল-চলন, আচার-আচরণ, স্বভাব-প্রকৃতি। বিণঃ **-জ**—স্বভাব হইতে জাত, প্রকৃতিগত, স্বাভাবিক। অব্যঃ **-তঃ**—স্বাভাবিকভাবে, প্রকৃতিগতভাবে।

বিণঃ -বিরুদ্ধ—অ স্বা ভা বি ক, প্রকৃতির বিপরীত। বিঃ -শোভা—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। বিণঃ -সিদ্ধ, -সুলভ—প্রকৃতিগত, স্বাভাবিক। বিণঃ -সুন্দর—স্বভাবতঃ মনোহর, অকৃত্রিম শোভাসম্পন্ন। বিণঃ স্ব ভা বী—স্বভাবানুযায়ী। বিঃ স্বভাবোক্তি—কোন বস্তুর বা বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা, অর্থালঙ্কারবিশেষ, পদার্থ সকলের প্রকৃত রূপ-গুণাদির যথাযথ বর্ণনা।

স্বভূ—বিঃ আত্মভূ, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কন্দর্প, মনসিজ।

স্বমত—বিঃ নিজ মত, আপন অভিপ্রায়, নিজের ধারণা।

স্বয়ং—অব্যঃ আপনি, নিজে। বিণঃ -কৃত—স্বকৃত, নিজের দ্বারা কৃত, স্বানুষ্ঠিত। বিণঃ -প্রকাশ—স্ব-শক্তিতে প্রকাশিত, নিজে নিজেই প্রকাশিত। বিণঃ -প্রধান—পরের অপেক্ষা না করিয়াই নিজেকে প্রধান বলিয়া ঘোষণা করে এমন। বিণঃ -প্রভ—নিজ জ্যোতিতে দীপ্তিমান্। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -প্রভা। বিঃ -বর (অশুদ্ধ), স্বয়ম্বর—নি ম ন্ত্রি ত বিবাহার্থীদিগের সভায় স্বয়ং কন্যা কর্তৃক স্বীয় পতি মনোনীত করিবার উৎসব। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -বরা (অশুদ্ধ), স্বয়ম্বরা। বিণঃ -সিদ্ধ—আপন প্রচেষ্টাতেই সিদ্ধিলাভকারী।

স্বয়ম্ভর—বিণঃ নিজেই নিজের ভরণ-পোষণে সক্ষম, আত্মনির্ভর, স্বাবলম্বী। বিঃ -তা।

স্বয়ম্ভু, স্বয়ম্ভূ—(১) বিণঃ স্বয়ং-জাত, স্বয়ং উৎপন্ন, স্বয়ং সৃষ্ট, স্বেচ্ছায় শরীরধারী। (২) বিঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। বিঃ স্বায়ম্ভুব—ব্রহ্মা, প্রথম মনু।

স্বর্—বিঃ অ, স্বর্গ, সুরলোক, ত্রিদিব, ত্রিদশালয়।

স্বর—বিঃ কণ্ঠধ্বনি। বিঃ -বর্ণ—যে বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে উচ্চারিত হইতে পারে (যথা—অ হইতে ঔ)। বিঃ -গ্রাম—(সংগীতে) সুর-সপ্তক। বিঃ -ভংগ—কণ্ঠস্বরের বিকৃতি ঘটিত ব্যাধি, গলা বসিয়া যাওন। বিঃ -লিপি—(সংগীতে) সুর তাল লয় সম্পর্কিত সাংকেতিক চিহ্ন-সমূহ। বিঃ -সংগতি—(ভাষাতত্ত্বে) শব্দমধ্যে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী বর্ণের (স্বর) প্রভাবে পরবর্তী বা পূর্ববর্তী স্বরের পরিবর্তন। বিঃ -সন্ধি—(ব্যাকরণ) স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলন।

স্বরচিত—বিণঃ নিজের রচিত বা লিখিত।

স্বরাজ—বিঃ স্বায়ত্তশাসন।

স্বরাজ্য—বিঃ নিজ রাজ্য, নিজেদের বা স্বদেশী বা স্বজাতি-শাসিত রাজ্য।

স্বরাট্—বিঃ ঈশ্বর, যিনি স্বয়ংদীপ্ত।

স্বরানুকরণ—বিঃ কণ্ঠস্বরের অনুকরণ, শব্দের অনুকৃতি।

স্বরাষ্ট্র—(১) বিঃ নিজের রাজ্য বা সাম্রাজ্য। (২) বিণঃ নিজের রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয়।

স্বরিত—(১) বিঃ উদাত্ত ও অনুদাত্তের মধ্যকার স্বর। (২) বিণঃ উচ্চারিত, শাব্দিত, ধ্বনিত।

স্বরূপ—বিঃ প্রকৃতি, স্বাভাবিক অবস্থা, তুল্য বা সদৃশরূপ : প্রকৃত তথ্য। অব্যঃ -তঃ, -ত—প্রকৃতপক্ষে,

যথার্থতঃ। বিঃ -তা, -ত্ব—স্বরূপের ভাব, স্বীয় রূপের ভাব, অনন্যতা।

স্বর্গ—বিঃ সুরলোক, দেবতাদিগের বাসভূমি, রোগ-শোক-ক্ষুৎপিপাসা-জন্ম-জরা-মৃত্যুহীন চির সুখময় স্থান; পুণ্যবানের সুখভোগের স্থান। বিণঃ -কাম, -কামী—স্বর্গলাভের কামনাকারী। বিঃ -গঙ্গা—সুরনদী, মন্দাকিনী, গঙ্গার স্বর্গস্থ শাখা। বিণঃ -গত—মৃত। বিঃ -গতি—স্বর্গে গমন। বিঃ -তরু—পারিজাত, কল্পবৃক্ষ, মন্দার। বিঃ -দ্বার—স্বর্গ প্রবেশের পথ। বিঃ -ধেনু—কামধেনু। বিঃ -পতি—ইন্দ্র। বিঃ -পুরী—অমরাবতী, ত্রিদিব। বিঃ -বাস—সুকৃতদিগের পরলোক বাস। বিঃ -ভোগ—স্বর্গের সুখভোগ। বিঃ -লাভ—স্বর্গপ্রাপ্তি; মৃত্যু। বিঃ -লোক—দেবলোক। বিঃ -সুখ—স্বর্গে বাস করার সুখ, পরমানন্দ। বিণঃ -স্থ—স্বর্গে অবস্থিত, স্বর্গীয়, মৃত। বিণঃ স্বর্গীয়—স্বর্গ-সম্পর্কীয়; স্বর্গসুখজনক, পবিত্র, পুণ্যময়; স্বর্গগত, মৃত। বিণঃ (স্ত্রী): স্বর্গীয়া।

স্বর্গ্য—বিণঃ স্বর্গীয়, পবিত্র, স্বর্গ-সম্বন্ধীয়।

স্বর্ণ—বিঃ সোনা, সুবর্ণ, হিরণ্য, কনক, কাঞ্চন, হেম, হাটক, কলধৌত, জাম্বুনদ, অষ্টাপদ। [সু+বর্ণ্+অ]। বিঃ -কমল—রক্তপদ্ম। বিঃ -কার—স্বর্ণালংকার নির্মাতা, সেকরা। বিণঃ -খচিত—সুবর্ণ জড়িত। বিঃ -চূড়—মুকুট। -পক্ষ—(১) বিণঃ সুবর্ণ পক্ষযুক্ত। (২) বিঃ গরুড়। বিঃ -পত্রিকা—সোনাপাতা। বিঃ -পুষ্প—চম্পকবৃক্ষ, সোনালি গাছ, বাবলা গাছ। বিঃ -প্রতিমা—স্বর্ণময় প্রতিমূর্তি, সুবর্ণনির্মিত বিগ্রহ, অতি সুন্দর মূর্তি। বিণঃ -প্রসূ—স্বর্ণপ্রসবা, রত্নগর্ভা; অতিশয় উর্বরা, ধনধান্য প্রদাত্রী। বিঃ -বণিক্—সোনার বেনিয়া। বিঃ -ভূমি—অতি উর্বরা ভূমি বা দেশ। বিঃ -ভূষণ, স্বর্ণালঙ্কার—সোনার গহনা। বিঃ -মৃগ—(রামায়ণে) সুবর্ণদেহী হরিণ; অলীক ও সর্বনাশা প্রলোভন। বিঃ -লতা—আলোকলতা; সুন্দরী ললনা। বিঃ -সিন্দূর—পারদ-ঘটিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধবিশেষ, রসসিন্দূরবিশেষ, মকরধ্বজ। বিঃ -সুযোগ—সুবর্ণ সুযোগ।

স্বর্ণদী, স্বর্নদী—বিঃ স্বর্গের নদী, মন্দাকিনী।

স্বর্ণাভ—বিণঃ সুবর্ণের আভাযুক্ত।

স্বর্বধূ, স্বর্বেশ্যা—বিঃ অপ্সরা (উর্বসী, রম্ভা, মেনকা)।

স্বর্বৈদ্য—বিঃ স্বর্গের চিকিৎসক; অশ্বিনীকুমারযুগল।

স্বর্লোক—বিঃ স্বর্গ।

স্বল্প—বিণঃ অতি অল্প, সামান্য, একটু। -দৃক্, -দৃশ্, -দৃষ্টি—বিণঃ অল্পদর্শী, ভূয়োদর্শনহীন, অদূরদর্শী। বিণঃ -ভাষী—অল্প কথা বলে এমন, মিতবাক্, অপ্রগল্ভ।

স্বসা—বিঃ ভগিনী। স্বস্রীয়, স্বস্রেয়—(১) বিঃ ভাগিনেয়। (২) বিণঃ ভগিনী-সম্বন্ধীয়।

স্বস্তি—(১) অব্যঃ কল্যাণ হউক বলিয়া আশীর্বাদ, শুভ মঙ্গল সন্তোষ-জ্ঞাপক। (২) বিঃ শান্তি মঙ্গল সন্তোষ-যুক্ত অবস্থা,

আরাম। বিঃ -মুখ—স্বস্তি বাচন উচ্চারণকারী ব্রাহ্মণ।

**স্বস্তিক**—বিঃ মাঙ্গলিক বস্ত্রচিহ্ন-বিশেষ ; পিটুলিনির্মিত মাঙ্গলিক দ্রব্যবিশেষ ; শ্রী ; (তন্ত্রে) যৌগিক আসনবিশেষ ; গাড়ীবারান্দাযুক্ত প্রাসাদ ; বুদ্ধদেবের চরণ যুগলের ছাপ, চতুষ্পথ, চৌরাস্তা, চারিদিকে চৌরাস্তাযুক্ত নগরবিশেষ। বিঃ **স্বস্তিকাসন**—যোগসাধনে তান্ত্রিক আসনবিশেষ।

**স্বস্ত্যয়ন**, (কথ্য) **স্বস্তেন**—বিঃ কুগ্রহের শান্তি কামনায় হোমাদি বেদ-বিহিত কর্মানুষ্ঠান।

**স্বস্থ**—বিণঃ নীরোগ, সুস্থ, সুস্থির, নিশ্চিন্ত, সমাহিতচিত্ত।

**স্বস্থান**—বিঃ আপনার নির্দিষ্ট স্থান, নিজের বাসস্থান, স্বীয়পদ।

**স্বস্রীয়, স্বস্রেয়—স্বসা** দ্রষ্টব্য।

**স্বাক্ষর**—বিঃ দস্তখত, সহি। বিণঃ **স্বাক্ষরিত**—দস্তখত করা হইয়াছে এমন।

**স্বাগত**—বিঃ শুভাগমন, কুশল-প্রশ্ন।

**স্বাচ্ছন্দ্য**—বিঃ স্বচ্ছন্দতা, সুস্থভাব, স্বাধীনতা, সহজভাব, আরাম। বিণঃ **স্বচ্ছন্দ**।

**স্বাজাতিক**—বিণঃ স্বজাতি স্বদেশবাসী স্বশ্রেণী সম্বন্ধীয়, স্বজাতি বা স্বদেশবাসীর হিতকামী। বিঃ **-তা**—স্বজাতি বাৎসল্য।

**স্বাজাত্য**—বিঃ স্বজাতীয়তা, স্বজাতির হিতৈষণা।

**স্বাজীব**—বিণঃ সুষ্ঠু বা শোভন জীবিকাযুক্ত।

**স্বাতন্ত্র্য**—বিঃ স্বাধীনতা, অন্যের সহিত পার্থক্য, স্বতন্ত্রতা, অনন্যপরতা।

**স্বাতি, স্বাতী**—বিঃ পঞ্চদশ নক্ষত্র, সূর্য পত্নীবিশেষ।

**স্বাদ**—বিঃ আস্বাদ, রসনা দ্বারা স্পর্শ করিয়া অনুভূতি, আস্বাদন, খাদ্য-বস্তুর তার বা তিক্ত-কটু-কষায়-মধুরাদি গুণের অবধারণ, মর্মগ্রহণ, রসগ্রহণ। বিঃ **-ন**—আস্বাদন, স্বাদ-গ্রহণ। বিণঃ **স্বাদিত**—আস্বাদিত, ভক্ষিত, স্বাদগ্রহণ করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **স্বাদিষ্ট**—সর্বাপেক্ষা স্বাদু, অতিশয় সুস্বাদু। বিণঃ **স্বাদু**—মুখরোচক, সুস্বাদবিশিষ্ট।

**স্বাদেশিক**—বিণঃ স্বদেশীয়, স্বদেশ-প্রিয়, স্বদেশজাত ; স্বদেশহিতৈষী। বিঃ **-তা**—স্বদেশপ্রীতি।

**স্বাধিকার**—বিঃ নিজের অধিকার। বিণঃ **-প্রমত্ত**—নিজের অধিকার প্রাপ্তিতে মত্ত।

**স্বাধিষ্ঠান**—বিঃ নিজের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় ; লিঙ্গমূলস্থিত সুষুম্না নাড়ীর অন্তর্গত ষড়্‌দল পদ্ম-বিশেষ।

**স্বাধীন**—বিণঃ স্ববশ, নিজের অধীন, স্বতন্ত্র, অনন্যপর, পরের অধীন নহে এমন ; অবাধ, স্বচ্ছন্দ, স্বেচ্ছাধীন। বিণঃ (স্ত্রী): **স্বাধীনা**। বিঃ **-তা**—স্বাধীনের ভাব, অপরাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য।

**স্বাধ্যায়**—বিঃ আবৃত্তিপূর্বক বেদাধ্যায়ন, বেদপাঠ, শাস্ত্রপাঠ ; বেদ। বিঃ **-বান্**, **স্বাধ্যায়ী**—বেদাধ্যায়ী, বেদপাঠক, অধ্যয়নকারী।

**স্বানুভব**—বিঃ আত্মানুভূতি।

**স্বাবলম্বন, স্বাবলম্ব**—বিঃ আত্ম-নির্ভরতা, নিজের উপর নির্ভরতা, অনন্যপরতা। বিণঃ **স্বাবলম্বী**—

আত্মনির্ভর, আত্মনির্ভরশীল। বিণঃ (স্ত্রী): **স্বাবলম্বিনী**। বিঃ **স্বাবলম্বিতা**।

**স্বাভাবিক**—বিণঃ প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক, স্বভাব-সিদ্ধ, স্বভাবজাত, প্রকৃতিগত, অকৃত্রিম।

**স্বামী**—বিঃ পতি, ভর্তা, প্রভু, মনিব, অধিপতি, মালিক; পরমহংস বা বিদ্বান্; সন্ন্যাসীর উপাধিবিশেষ। বিঃ (স্ত্রী): **স্বামিনী**। বিঃ **স্বামিত্ব**—মালিকানা (স্বত্ব-স্বামিত্ব)।

**স্বায়ত্ত**—বিণঃ নিজাধীন, স্ববশ, স্বাধীন, আপনার বশীভূত। বিঃ **-শাসন**—স্বদেশবাসী কর্তৃক স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন।

**স্বায়ম্ভুব**—(১) বিঃ স্বয়ম্ভুর পুত্র, ব্রহ্মার পুত্র, প্রথম বা আদি মনু। (২) বিণঃ স্বয়ম্ভু-সম্বন্ধীয়।

**স্বার্থ**—বিঃ নিজ প্রয়োজন, স্বকার্য, নিজের উদ্দেশ্য, স্বীয় অর্থ। বিঃ **-চিন্তা**—স্বকীয় ইষ্টসাধনের চিন্তা। বিঃ **-ত্যাগ**—নিজের লাভ বা কল্যাণ বিসর্জন। বিণঃ **-ত্যাগী**—নিজের লাভ বা মঙ্গল বিসর্জনকারী। বিণঃ **-পর, -পরায়ণ**—স্বার্থ-সাধক, অপরের ইষ্টানিষ্টের কথা না ভাবিয়া স্বকার্য সাধনে তৎপর। বিঃ **-সাধন, -সিদ্ধি**—অপরের স্বার্থের হানি করিয়া নিজের লাভসাধন বা মঙ্গলসাধন। বিণঃ **স্বার্থান্ধ**—অবিবেকী, স্বার্থপর, ন্যায়-অন্যায় বিচারশূন্য স্বার্থসেবী। বিঃ **স্বার্থানুসন্ধান, স্বার্থান্বেষণ**—আত্মহিতানুসন্ধান, স্বার্থসাধনের উপায়চিন্তা। বিণঃ **স্বার্থান্বেষী**—স্বার্থান্বেষণকারী। বিণঃ **স্বার্থোন্মত্ত**—বিবেকশূন্যভাবে স্বার্থসাধনকারী।

**স্বাস্থ্য**—বিঃ নিরাময়তা, সুস্থতা, রোগ-হীনতা; শরীরের অবস্থা; সুখ, স্বস্তি। বিণঃ **-কর, -প্রদ**—শারীরিক সুস্থতা-সম্পাদক, দৈহিক পুষ্টি-বর্ধক। বিঃ **-নাশ, -ভঙ্গ, -হানি**—অসুস্থতা, রুগ্নদশা, রুগ্নতা। বিণঃ **-হীন**—রুগ্ন, অসুস্থ, ভগ্ন স্বাস্থ্য।

**স্বাহা**—(১) অব্যঃ যাহার দ্বারা দেবতাদিগের আহ্বান করা হয়; দেবোদ্দেশে অগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতাহুতি; ঐরূপ ঘৃতাহুতি দিয়া আহ্বান মন্ত্র (অগ্নয়ে স্বাহা)। (২) বিঃ অগ্নিজায়া।

**স্বিন্ন**—বিণঃ ঘর্মাক্ত, স্বেদযুক্ত, আর্দ্র, সিক্ত।

**স্বীকার**—বিঃ মানিয়া লওয়া; গ্রহণ; অঙ্গীকার, সম্মতিদান, প্রতিশ্রুতি; পরিগ্রহ; বরণ। বিণঃ **স্বীকার্য**—স্বীকারযোগ্য। বিণঃ **স্বীকৃত**—অঙ্গীকৃত, স্বীকার করা হইয়াছে এমন। বিঃ **স্বীকৃতি**—স্বীকার।

**স্বীকারোক্তি**—বিঃ স্বীকারসূচক বাক্য।

**স্বীয়**—বিণঃ নিজের, স্বকীয়, আপনার। (স্ত্রী): **স্বীয়া**—(১) বিণঃ স্বকীয়া। (২) বিঃ স্বামীর প্রতি অনুরক্তা নায়িকাবিশেষ।

**স্বেচ্ছা**—বিঃ নিজের ইচ্ছা, যদৃচ্ছা, স্বাধীন ইচ্ছা। বিণঃ **-কৃত**—নিজের ইচ্ছায় করা হইয়াছে এমন, স্বকৃত। ক্রি-বিণঃ **-ক্রমে**—আপন খুশিতে, নিজ ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া। বিঃ **-চার**—যথেচ্ছাচার, নিজের ইচ্ছামত আচরণ, স্বৈরাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা। বিণঃ **-চারী**—স্বৈরাচারী, যথেচ্ছাচারী, আপন ইচ্ছানুরূপ আচরণকারী। বিণঃ (স্ত্রী): **-চারিণী**। বিঃ **-চারিতা**

—যথেচ্ছাচার, স্বৈরাচার। বিণঃ -ধীন —স্বীয় ইচ্ছার অধীন, স্বাধীন। বিণঃ -নুবর্তী—স্বেচ্ছাচারী, স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী কার্যকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ স্বেচ্ছানুবর্তিনী। বিঃ -নুবর্তিতা—স্বেচ্ছাচারিতা। বিণঃ -প্রণোদিত—স্বকীয় ইচ্ছার দ্বারা প্ররোচিত। বিঃ -মৃত্যু—নিজ ইচ্ছানুযায়ী মৃত্যু। বিঃ -সেবক—স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া বিনা বেতনে যে ব্যক্তি সেবাদান করে। বিঃ (স্ত্রী)ঃ -সেবিকা, -সেবকা।

স্বেদ—বিঃ ঘর্ম, ঘাম, বাষ্প, তাপ, ভাপ। বিণঃ -জ—স্বেদ হইতে উৎপন্ন। বিঃ -জল, -বারি—ঘাম। বিঃ -ন—ঘর্ম-নিঃসরণ। বিঃ -প্রবৃত্তি, -স্রাব—ঘর্ম-নির্গমন। বিণঃ স্বেদাক্ত, স্বেদাপ্লুত—ঘর্মসিক্ত।

স্বৈর—(১) বিঃ স্বেচ্ছাচার, স্বাধীনতা। (২) বিণঃ স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছাচারী, অসংযত। বিঃ -গতি—স্বাধীনগতি, স্বচ্ছন্দগতি। বিঃ স্বৈরাচার—স্বেচ্ছাচার; উচ্ছৃঙ্খলতা, ইচ্ছামত আচরণ। বিণঃ স্বৈরাচারী —স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছাচারী। (স্ত্রী)ঃ স্বৈরাচারিণী। বিঃ -তা, স্বৈরিতা—স্বেচ্ছাচার, ব্যভিচার। বিঃ স্বৈরিন্ধ্রী—সৈরিন্ধ্রী-এর অনুরূপ। বিণঃ স্বৈরী—স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ স্বৈরিণী—স্বেচ্ছাচারিণী, ব্যভিচারিণী, যথেচ্ছাচারিণী, স্বাধীনা, কুলটা।

স্বোদরপূরক—বিণঃ আত্মোদরপূরণকারী, শুধু নিজের পেট ভরায় এমন, স্বার্থপর।

স্বোপার্জিত—বিণঃ নিজের অর্জিত।

স্মর—(১) বিঃ কামদেব, কন্দর্প; স্মরণ। (২) বিণঃ স্মরণকারী (জাতিস্মর)। বিঃ -ধ্বজ —মীন কেতু, মকর-কেতন, কন্দর্প মদন, কামদেবের রথের ধ্বজা। বিঃ -হর, স্মরারি—মদন ভস্মকারী শিব।

স্মরণ—বিঃ স্মৃতি, মনে মনে পূর্বানুভূত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি; ধ্যান, চিন্তা। বিঃ -শক্তি—মনে রাখিবার ক্ষমতা। বিণঃ স্মরণাতীত—স্মরণ করিতে পারা যায় না এমন। ক্রি-বিণঃ স্মরণার্থ—স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য। বিণঃ স্মরণার্হ, স্মরণীয়, স্মর্তব্য—স্মরণের যোগ্য, যাহা স্মরণ করা উচিত এমন। বিণঃ স্মরণিক—স্মৃতিরক্ষার সহায়ক। বিঃ স্মরণোৎসব—মহাপুরুষগণের বার্ষিক স্মৃতিচারণ বা স্মৃতিপূজা।

স্মারক—বিণঃ স্মৃতির উদ্বোধক, স্মরণ করাইয়া দেয় এমন (স্মারকলিপি); স্মৃতি-সহায়ক, স্মৃতি-কারক, নাটকে অভিনেতাকে নেপথ্য হইতে যে বক্তব্য ধরাইয়া দেয়।

স্মারিত—বিণঃ যাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন।

স্মার্ত—বিণঃ স্মৃতিশাস্ত্র-সম্বন্ধীয়, স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ, স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত।

স্মিত—(১) বিঃ মৃদু হাস্য। (২) বিণঃ ঈষৎ হাস্যময় (স্মিতবদন); উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত।

স্মৃত—বিণঃ স্মরণ করা হইয়াছে এমন, স্মরণের বিষয়ীভূত।

স্মৃতি—বিঃ পূর্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান, স্মরণ; স্মৃতির সাহায্যে বর্ণিত অতীত কাহিনী, ধ্যান, স্মরণ-

শক্তি ; স্মারক-চিহ্ন ; মন্বাদিকৃত ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসংহিতা। বিঃ -কথা—স্মৃতির সাহায্যে বর্ণিত অতীত কাহিনী। বিঃ -কর্তা, -কার, -কারক—স্মৃতিশাস্ত্র-প্রণেতা। বিঃ -চিহ্ন স্মারক চিহ্ন। বিঃ -পট—পূর্বানুভূত বিষয়বস্তুর মানস চিত্রপট। বিঃ -পথ—স্মরণরূপ পথ। বিঃ -ফলক—স্মৃতিরক্ষার্থে নির্মিত ফলক, স্মরণ-পট। বিঃ -বার্ষিকী—বৎসরান্তে একই দিনে কোন ঘটনা স্মরণ করিয়া শোক বা হর্ষোৎসব, প্রতি বৎসর অনুষ্ঠেয় স্মৃতিপূজা। বিঃ -বিভ্রম—স্মরণশক্তির বিপর্যয়। বিণঃ -বিরুদ্ধ—ধর্মশাস্ত্র-বিরোধী। বিঃ -ভ্রংশ, -লোপ, -হানি—বিস্মৃতি, স্মরণশক্তির লোপ। বিণঃ -ভ্রষ্ট—স্মরণপথ হইতে বিচ্যুত, বিস্মৃত। বিঃ -ভাণ্ডার— স্মৃতিরক্ষাকল্পে সংগৃহীত চাঁদা বা অর্থকোষ। বিঃ -রক্ষা—স্মৃতি পালন, স্মারক চিহ্ন সংস্থাপন ; কোন মৃত ব্যক্তি বা ঘটনা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা। বিঃ -শক্তি—স্মরণ-শক্তি, মনে করিয়া রাখিবার ক্ষমতা। বিঃ -শাস্ত্র—মনু, অত্রি, বিষ্ণু আদি প্রণীত ধর্মশাস্ত্র বা সংহিতা। বিণঃ -সম্মত—স্মৃতিশাস্ত্রানুমোদিত। বিঃ -স্তম্ভ—মৃতের সমাধির উপর স্মারকলিপি ক্ষোদিত পাষাণ বা ধাতু নির্মিত স্তম্ভ বা স্তম্ভাকৃতি ফলকাদি।

স্মের—বিণঃ মৃদুহাস্যযুক্ত, স্মিত।

স্মেরানন—বিঃ স্মিতমুখ।

স্যন্দ—বিঃ গমন, বেগ, ক্ষরণ।

স্যন্দন¹—বিঃ পরিস্রাবণ।

স্যন্দন²—বিঃ গমন, গতি ; রথ।

স্যমন্তক—বিঃ শ্রীকৃষ্ণের হস্তগত মণি-বিশেষ। বিঃ -পঞ্চক—কুরুক্ষেত্র-সন্নিহিত তীর্থবিশেষ, যে স্থলে পরশুরাম ক্ষত্রিয় রক্তে পাঁচটি হ্রদ প্রস্তুত করেন।

স্যূত—বিণঃ গ্রথিত, যাহা বোনা হইয়াছে এমন, ওতঃপ্রোত সীবন বা বয়ন ; রিপু করা হইয়াছে এমন।

স্রংস, স্রংসন—বিঃ স্খলন, বিচ্যুতি, পতন। বিণঃ স্রংসী—স্খলনশীল, পতনশীল। বিণঃ (স্ত্রী) ঃ স্রংসিনী।

স্রক্, স্রজ্—বিঃ মাল্য, হার।

স্রগ্ধর—বিণঃ মাল্যধারী, মাল্যভূষিত। স্রগ্ধরা—(১) বিণঃ মাল্যধারিণী। (২) বিঃ একবিংশতি অক্ষরবিশিষ্ট সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।

স্রব, স্রবণ—বিঃ ক্ষরণ, চুয়ন, স্রাব, গলন ; উৎস, ফোয়ারা, প্রস্রবণ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ স্রবন্তী—স্রোতস্বিনী।

স্রষ্টা—(১) বিঃ ব্রহ্মা, ঈশ্বর ; মহাদেব। (২) বিণঃ সৃষ্টিকর্তা, নির্মাতা।

স্রস্ত—বিণঃ স্খলিত, বিচ্যুত, ক্ষরিত, গলিত, শিথিল, স্থানভ্রষ্ট।

স্রাব—বিঃ ক্ষরণ (রক্তস্রাব), পতন, ভ্রংশ। বিণঃ স্রাবক—ক্ষরণশীল, যাহা ক্ষরণ করায় এমন।

স্রুক্, স্রুচ্—বিঃ যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ।

স্রুত—বিণঃ ক্ষরিত, গলিত।

স্রুতি—বিঃ স্খলন, পতন, গলন, ক্ষরণ।

স্রোত, স্রোতঃ—বিঃ জলপ্রবাহ ; প্রবাহ, ধারা। স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী, স্রোতোবহা—(১) বিঃ নদী। (২) বিণঃ স্রোতযুক্তা।

# হ

**হ**—বাঙলা বর্ণমালার ত্রয়স্ত্রিংশ ব্যঞ্জন-বর্ণ।

**হই-হই, হই-চই, হৈ-হৈ, হৈ-চৈ**—বিঃ গণ্ডগোল।

**হইতে**—অব্যঃ থেকে, অবধি, দ্বারা, ফলে।

**হইয়া**—অব্যঃ পক্ষে; প্রতিনিধিরূপে পথিমধ্যে কোন স্থান অতিক্রম করিয়া বা সেখানে থাকিয়া।

**হওন**—বিঃ হওয়া, ঘটা, সংঘটন।

**হংস**—বিঃ লিপ্তপাদ জলচর পক্ষি-বিশেষ, হাঁস, অবধূতবিশেষ, গৃহহীন, ত্যাগী, স্ত্রী-সংসর্গবর্জিত, কামনা-রহিত, অযাচক-ব্রতী, যতিবিশেষ, পরমহংস: পরমাত্মা, ব্রহ্মা। বিঃ (স্ত্রী): **হংসী**। **-গমন**—(১) বিঃ হাঁসের মত মাথা নত করিয়া এবং নিতম্ব আন্দোলিত করিয়া লীলায়িত ভঙ্গিতে গমন। (২) বিণঃ হংসের মত লীলায়িতভাবে গমনকারী। বিণঃ (স্ত্রী): **-গমনা, -গামিনী**। বিঃ **-নাদ**—হংসের রব। বিণঃ **-নাদী**। বিণঃ (স্ত্রী): **-নাদিনী**—হংসের ন্যায় মধুর নাদিনী। বিঃ **-পথ**—আকাশ-পথ। বিঃ **-পাকযন্ত্র**—(আয়ুর্বেদ) ঔষধপাকের যন্ত্রবিশেষ। বিঃ **-বাহন, হংসারূঢ়, -রথ**—ব্রহ্মা। বিঃ (স্ত্রী): **-বাহনা, -বাহিনী, হংসারূঢ়া**—সরস্বতী। বিঃ **-মালা**—হংসশ্রেণী, হাঁসের দল। বিঃ **-রুত**—হংসধ্বনি; ছন্দোবিশেষ।

**হক**—(১) বিণঃ সত্য, যথার্থ, ন্যায়। (২) বিঃ ন্যায্য দাবী বা [illegible] বা প্রাপ্য। বিঃ **-কথা**—ন্যায্য কথা, উচিত কথা, সত্য কথা। বিঃ **-দাবী**—ন্যায্য দাবী বা অধিকার, স্বত্বের দাবী।

**হকচকান**—ক্রিঃ হতভম্ব হওয়া, বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া, থতমত খাওয়া।

**হকিকত**—বিঃ সঠিক বিবরণ, বয়ান।

**হকিম**—বিঃ ইউনানী চিকিৎসক। বিঃ **হকিমি**—হকিমের কাজ। বিণঃ **হকিমী**—ইউনানী, হকিম-সম্বন্ধীয়।

**হকিয়ত**—বিঃ স্বত্ব সাব্যস্তের মামলা।

**হজ**—বিঃ মক্কাতীর্থে যাত্রা ও ধর্মানুষ্ঠান পালন।

**হজম**—বিঃ পরিপাক; (ব্যঙ্গে) আত্মসাৎকরণ। বিণঃ **হজমী**—পরি-পাকের সহায়ক।

**হজরত**—বিঃ প্রভু, মহাপুরুষের নামের পূর্বে সম্মানার্থে ব্যবহৃত শব্দ; মহাশয়, সম্মানসূচক সম্বোধন।

**হট্ট**—বিঃ হাট, বাজার। বিঃ **-গোল**—হাটের মত গোলমাল, গণ্ডগোল। বিঃ **-বিলাসিনী**—বারাঙ্গনা, বেশ্যা। বিঃ **-মন্দির**—হাটচালা, হাটের যে গৃহে বসিয়া হাটুয়ারা পণ্য বিক্রয় করে।

**হঠ**—(১) বিঃ বলপ্রয়োগ, বলপ্রকাশ; পশ্চাদ্‌গতি, পরাজয়। (২) বিণঃ অবিবেচক, অবিমৃষ্যকারী। বিঃ

-কারিতা—অবিবেচনা, না ভাবিয়া চিন্তিয়া হঠাৎ কাজ করা, অবিমৃষ্য-কারিতা।

**হঠযোগ**—বিঃ যোগবিশেষ। বিণঃ **হঠযোগী**—হঠযোগে সিদ্ধ এমন।

**হঠাৎ**—ক্রি-বিণঃ সহসা, অকস্মাৎ, অতর্কিতভাবে, পূর্বে কোন বিবেচনা না করিয়া। বিঃ -**কার**—হঠকারিতা, অবিবেচনা।

**হড়কা**—বিণঃ পিচ্ছিল। -**ন**, -**নো**—(১) ক্রিঃ পিছলাইয়া যাওয়া, পিছলানো। (২) বিঃ ঐ একই অর্থে।

**হড়পা**—বিঃ নদীতে যে-বান হঠাৎ আসে।

**হড্ডিক**—বিঃ হাড়িজাতি, মলগ্রাহী, ঝাড়ুদার। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **হড্ডিকা**—হাড়িনী।

**হত**—বিণঃ হত্যা বা বধ করা হইয়াছে এমন ; নষ্ট বা নাশপ্রাপ্ত ; লুপ্ত ; ব্যাহত ; মন্দ। বিণঃ -**কুচ্ছিত**—অত্যন্ত কুৎসিত। বিঃ -**গজ**—সত্য-মিথ্যা মিলাইয়া মিথ্যাভাষণ। বিণঃ -**চেতন**, -**জ্ঞান**—অচেতন, মূর্চ্ছিত। বিণঃ -**ছাড়া**—লক্ষ্মীছাড়া, নষ্টশ্রী, হতভাগ্য। বিণঃ -**প্রায়**—প্রায় নষ্ট, মর-মর, মৃতপ্রায়, মুমূর্ষু। বিণঃ -**বল**—বলহীন, দুর্বল, নষ্টশক্তি। বিণঃ -**বুদ্ধি**, -**ভম্ব**—বিমূঢ়, কিংকর্তব্য-বিমূঢ়। বিণঃ -**ভাগ্য**, -**ভাগা**—মন্দ-ভাগ্য, দুরদৃষ্ট, দুর্ভাগ্য। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ -**ভাগ্যা**, -**ভাগিনী**, -**ভাগী**। বিণঃ -**মান**—অবমানিত, অপদস্থ, সম্মানহারা। বিণঃ -**মূর্খ**—হস্তি-মূর্খ, অতিশয় মূর্খ, গণ্ডমূর্খ। বিণঃ -**শ্রদ্ধ**—শ্রদ্ধাহারা, বীতশ্রদ্ধ, শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়াছে এমন। বিঃ -**শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধাহীনতা, অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা। বিণঃ -**শ্রী**—লক্ষ্মীছাড়া, শ্রীভ্রষ্ট, সম্পদ্‌ হারা। বিঃ -**স্মর**—কন্দর্পনাশন, শিব।

**হতাদর**—(১) বিণঃ আদর নষ্ট হইয়াছে এমন, অনাদৃত, অবজ্ঞাত। (২) বিঃ অমর্যাদা, অনাদর, অসম্মান।

**হতাশ**—বিণঃ নিরাশ, আশাহীন, ভগ্ন-হৃদয়।

**হতাশা**—বিঃ নৈরাশ্য, আশাভঙ্গ।

**হতাশ্বাস**—বিণঃ নিরাশ, ভরসাহীন, ভরসা বা আশ্বাস হারাইয়াছে এমন।

**হতোঽস্মি**—ক্রিঃ আমি বিনষ্ট হইলাম বলিয়া খেদোক্তি করা।

**হত্যা**[১]—বিঃ প্রাণনাশ, বধ। বিঃ -**কাণ্ড** খুনের ঘটনা। বিণঃ -**কারী**—খুনী।

**হত্যা**[২], **হত্যে**—বিঃ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মন্দিরে ধরনা দেওয়া, নির্বন্ধবাস।

**হত্যাপরাধ**—বিঃ খুন করার অপরাধ।

**হদিস**[১], **হদীস**[১]—বিঃ তত্ত্ব, সন্ধান, খোঁজ ; উপায়, পথ।

**হদিস**[২], **হদীস**[২]—বিঃ হজরত মহম্মদের পরম্পরাগত উপদেশাবলী, মুসলমান স্মৃতিশাস্ত্র।

**হদ্দ**—(১) বিঃ সীমা, শেষ, পর্যন্ত, এলাকা। (২) বিণঃ চরম, চূড়ান্ত, নিন্দার একশেষ, খারাপের একশেষ ; অনধিক, মোট। অব্যঃ -**মুদ্দ**—যথা-সাধ্য, বড়জোর, খুব বেশী হইলে।

**হনন**—বিঃ হত্যা, বধ।

**হনু**, **হনূ**—বিঃ কপালের উপরিভাগ, চোয়াল, চিবুক, হনুমান। বিঃ -**মান**—(রামায়ণ) পবননন্দন ; বৃহদাকার কৃষ্ণমুখ বানর।

**হন্তদন্ত**—অব্যঃ অতি ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত।

হন্তব্য—বিণঃ হননযোগ্য, হননীয়, বধযোগ্য।

হন্তা—বিণঃ নিধনকারী, খুনী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ হন্ত্রী। বিঃ বিণঃ -রক—হত্যাকারী, প্রতিবন্ধক, অন্তরায়।

হন্দর—বিঃ ওজনের পরিমাণবিশেষ।

হন্য—বিণঃ হননযোগ্য, বধযোগ্য। বিণঃ -মান—নিহত হইতেছে এমন।

হন্যে, (চলিত) হন্যে, হন্নে—বিণঃ হনন বা দংশন করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান, ক্ষিপ্ত।

হবিঃ, (চলিত) হবি—বিঃ হব্য, হোমের বস্তু, হোমের ঘৃত, ঘৃত, হোম। বিঃ -র্গন্ধা—ঘৃতের মত গন্ধ যাহার, শমী। বিঃ -র্গেহ—হোমের উপকরণ রক্ষা করিবার গৃহ, যজ্ঞগৃহ। বিঃ -র্ভুক্—হবিঃ ভোজী, দেবতা, অগ্নি।

হবিষ্য, হবিষ্যি—বিঃ সঘৃত নিরামিষ আতপ চাউলের ভাত। বিঃ হবিষ্যান্ন—হবিষ্য, ঘৃতযুক্ত আতপান্ন। বিণঃ হবিষ্যাশী—নিয়মিতভাবে হবিষ্যান্ন ভোজন করে এমন।

হবু—বিণঃ ভাবী, হইবে এমন।

হব্য—(১) বিঃ হোমের যোগ্যবস্তু, হবনীয় দ্রব্য, হবিঃ, ঘৃত। (২) বিণঃ হোমের যোগ্য, হবনীয়।

হ-য-ব-র-ল—(১) বিণঃ বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল। (২) বিঃ বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা।

হয়¹—ক্রিঃ হ-ধাতুর নিত্য বর্তমানে প্রথম পুরুষ-এর রূপ। বিণঃ হয়-হয়—একান্ত আসন্ন।

হয়²—অব্যঃ বিকল্প-সূচক।

হয়³—বিঃ অশ্ব, ঘোটক, ঘোড়া। বিঃ (স্ত্রী)ঃ হয়ী। বিণঃ -গ্রীব—অশ্বের গ্রীবার ন্যায় গ্রীবাবিশিষ্ট, শালগ্রাম মূর্তিবিশেষ। বিণঃ -জ্ঞ—অশ্ব-চিকিৎসাবিৎ, অশ্বতত্ত্বজ্ঞ। বিঃ -মেধ—যজ্ঞবিশেষ, অশ্বমেধযজ্ঞ।

হয়রান, হয়রাণ—বিণঃ ক্লান্ত, নাকাল, উত্যক্ত, জ্বালাতন। বিঃ হয়রানি, হয়রাণি—হয়রান হওয়ার ভাব।

হর¹—(১) বিঃ সংহারকর্তা, শিব, রুদ্র। (২) বিঃ (গণিতে) ভাজক বা বিভাজক অংক। (৩) বিণঃ সংহারকারী, হরণকারী, নাশক; অপনোদনকারী। বিঃ -গৌরী—শিব ও দুর্গা, একই মূর্তিতে শিব ও দুর্গা, অর্ধ নারীশ্বর মূর্তি।

হর²—বিণঃ প্রত্যেক.; বিবিধ। ক্রি-বিণঃ -দম—সর্বদা, অনবরত, অনুক্ষণ। ক্রি-বিণঃ -বকৎ—সবসময়। বিঃ -বোলা—বিভিন্ন পশু-পক্ষীর ডাক নকল করে যে ব্যক্তি।

হরকরা—বিঃ সংবাদবাহক, পত্রাদি-বাহক, পিওন, রানার।

হরণ—(১) বিঃ বলপূর্বক গ্রহণ, লুণ্ঠন, চৌর্য, চুরি; অপনোদন, মোচন; নাশন; (গণিতে) ভাগ-করণ, বিয়োগ। বিঃ -পূরণ—ভাগ ও গুণন।

হরতন—বিঃ খেলার তাসের রঙবিশেষ।

হরতাল—বিঃ ধর্মঘট, প্রতিবাদ প্রকাশের জন্য দোকানপাট যানবাহন বন্ধকরণ।

হরফ, হরফ—বিঃ বর্ণমালার লেখ্য রূপ, অক্ষর।

হররা—বিঃ আনন্দাদি প্রকাশের জন্য উচ্চহাসপূর্ণ হল্লা, কোলাহল।

হরা¹—(১) ক্রিঃ হরণ করা। (২) বিঃ বিণঃ উক্ত অর্থে।

**হরা**২—বিণঃ (স্ত্রী)ঃ অপনোদনকারিণী (শ্রান্তিহরা)।

**হরিজন**—বিঃ হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য করিয়া-রাখা সম্প্রদায়বিশেষ, অনুন্নত, অন্ত্যজ সমাজের লোক ; মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত শব্দ।

**হরিণ**—বিঃ কোমলাঙ্গ সুদর্শন দ্রুতগামী শৃঙ্গী চিত্রাঙ্গ তৃণভোজী পশুবিশেষ, মৃগ, কুরঙ্গ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **হরিণী**। বিণঃ **-নয়না, -লোচনা, হরিণাক্ষী**—হরিণের ন্যায় সুন্দর নেত্রবিশিষ্টা। বিঃ **-বাড়ি**—সংশোধনাগার, জেলখানা। বিঃ **হরিণাঙ্ক**—চন্দ্র, মৃগাঙ্ক। বিঃ **হরিণাশ্ব**—বায়ু।

**হরিৎ, হরিত**—(১) বিঃ সবুজবর্ণ, নীল ও পীতের মিশ্রিত বর্ণ। (২) বিণঃ সবুজবর্ণবিশিষ্ট, হরিদ্বর্ণ।

**হরিতাল**—বিঃ পারদযুক্ত পীতবর্ণ বিষাক্ত ধাতব পদার্থবিশেষ ; পীতবর্ণ পক্ষিবিশেষ, হরিয়াল।

**হরিদ্রা**—বিঃ হলুদ, পীতবর্ণের কন্দবিশেষ। বিঃ **-রাগ**—(১) বিঃ হলুদবর্ণ। (২) বিণঃ অস্থায়ী অনুরাগযুক্ত। বিণঃ **-ভ**—পীতবর্ণের আভাযুক্ত, হলুদে।

**হরিনাম**—বিঃ হরির নাম ; হরিনাম জপ বা সংকীর্তন।

**হরিবাসর**—বিঃ দ্বাদশীযুক্ত একাদশীর দিন ; (ব্যঙ্গে) উপবাস, অনশন, হরিমটর।

**হরিমটর**—বিঃ হরিনামামৃত ; (ব্যঙ্গে) উপবাস, অনশন, হরিবাসর।

**হরিয়াল**—বিঃ হরিদ্বর্ণ ঘুঘু জাতীয় পক্ষিবিশেষ।

**হরিহর, হরহরি**—বিঃ হরি ও হর, হর ও হরি, বিষ্ণু ও শিব, সংযুক্ত হরিহর মূর্তি, বিষ্ণু ও শিবের অভেদমূর্তি।

**হরি-হরি**—অব্যঃ হরির নামোচ্চারণ, হায় হায়।

**হরীতকী, হরিতকী**—বিঃ কষায় ফলবিশেষ বা উহার গাছ।

**হরেক**—বিণঃ নানাপ্রকার, বিবিধ, এক-এক, বিভিন্ন।

**হরেদরে**—ক্রি-বিণঃ মোটামুটি, গড়পড়তা।

**হর্তা**—বিণঃ অপহারক, চোর, হরণকারী, সংহারক। বিঃ **-কর্তা**—সংহারক ও স্রষ্টা, সর্বময় কর্তৃত্ব যাহার হাতে।

**হর্ম্য**—বিঃ সুদৃশ্য প্রাসাদ, মনোহর ও বিশাল অট্টালিকা, ধনীদিগের বাসভবন, সৌধ। বিঃ **-তল**—পাকা ঘরের মেঝে। বিঃ **-চূড়া, -শিখর**—সৌধশীর্ষ।

**হর্ষ**—বিঃ আনন্দ, প্রসন্নতা, প্রফুল্লতা, পুলক, উদ্ভেদ, উদ্গম, শিহরণ (রোমহর্ষ)। **-ণ**—(১) বিঃ হর্ষ। (২) বিণঃ হর্ষজনক, আনন্দদায়ক, শিহরণ, লোমহর্ষণ। বিণঃ **হর্ষিত**।

**হল**১—বিঃ লাঙ্গল। বিঃ **-কর্ষণ, -চালন, -চালনা**—লাঙ্গলের দ্বারা জমি চাষ। বিঃ **-ধর, -ভৃৎ, হলী**—কৃষক, বলরাম। বিঃ **হলায়ুধ**—বলরাম। বিঃ **-ভূতি, -ভৃতি**—কৃষিকর্ম, চাষ। বিণঃ **হলন**—কর্ষণযোগ্য, হল-বিষয়ক।

**হল**২—বিঃ সোনার বা সোনালী প্রলেপ, গিলটি।

**হলফ, হলপ**—বিঃ শপথ, আদালতে সত্য বলিবার জন্য শপথ বা ঈশ্বরের নামে দিব্য। বিঃ **-নামা**—যাহাতে সত্য

বলিবার জন্য শপথের পাঠ লেখা থাকে।

**হলাহল**—বিঃ তীব্র বিষ, কালকূট।

**হলুদ**—বিঃ হরিদ্রা, পীতবর্ণ কন্দ-বিশেষ। বিণঃ **হলুদে**—হলুদবর্ণ, পীত।

**হল্, হস্**—বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণ বোধক চিহ্ন, স্বরহীনবোধক চিহ্ন ("্") ; ব্যঞ্জনবর্ণের সাঙ্কেতিক নাম। **হলন্ত, হসন্ত**—(১) বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণ, ব্যঞ্জন-বর্ণের চিহ্নবিশেষ। (২) বিণঃ ব্যঞ্জনান্ত, ব্যঞ্জনচিহ্নযুক্ত, হল্ বা হস্ চিহ্নযুক্ত।

**হল্লা**—বিঃ কোলাহল, গোলমাল, চেঁচামেচি।

**হসন**—বিঃ হাস্য, হাস্যকরণ। বিণঃ **হসিত**—সহাস্য, হাস্যযুক্ত, সস্মিত।

**হসন্তিকা, হসন্তী**—বিঃ অগ্নিপাত্র, ধুনুচি।

**হস্ত**—বিঃ হাত, কর, পাণি ; বাহু, ভুজ ; মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত, কনুই অথবা বগল হইতে আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত দেহাংশ ; আঠার ইঞ্চি পরিমাণ দৈর্ঘ্যের মাপবিশেষ ; হাতির শুঁড়। বিঃ **-কণ্ডূতি, -কণ্ডূয়ন**—হাত চুলকানি। বিঃ **-কৌশল**—হাতের কায়দা। বিঃ **-ক্ষেপ, -ক্ষেপণ**—হাত দেওয়া, বাধা দেওয়া। বিণঃ **-গত**—করায়ত্ত, অধিকৃত, দখলীকৃত।

**হস্তা**—বিঃ (জ্যোতিষ) সাতাশ নক্ষত্রের মধ্যে ত্রয়োদশ নক্ষত্র।

**হস্তক**—বিঃ সর্বাবয়ব রক্ষার জন্য কবচবিশেষ।

**হস্তী**—বিঃ হাতি, গজ, করী, নাগ, মাতঙ্গ, ইভ, কুঞ্জর, বারণ, দন্তী, দ্বিরদ। বিঃ (স্ত্রী)ঃ **হস্তিনী**। বিঃ **হস্তিদন্ত**—হাতির দাঁত, ইভরদ, গৃহসামগ্রী রাখিবার জন্য দেয়ালে পোঁতা খোঁটা বা গোঁজ।

**হাই**—বিঃ আলস্য বা তন্দ্রাবেশ-জনিত মুখব্যাদান ; জৃম্ভণ।

**হাইফেন**—বিঃ ('-') এই সমাসসূচক বা সংযোগসূচক চিহ্ন।

**হাউই**—বিঃ আকাশে উঠে এমন আতসবাজি-বিশেষ।

**হাওদা**—বিঃ হাতির পিঠে আরোহী-দিগের বসিবার আসনবিশেষ।

**হাওয়া**—বিঃ বায়ু, বাতাস ; জলবায়ু ; প্রভাব ; শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচি, রীতিনীতির সমষ্টি। বিঃ **-অফিস**—আবহাওয়ার অবস্থা নির্ণয়ের কার্যালয়। বিঃ **-গাড়ী**—মোটরগাড়ী।

**হাওলাত, হাওলাৎ**—বিঃ ঋণ, কর্জ, জিম্মা, আমানত। বিণঃ **হাওলাতী**—ঋণ-স্বরূপ গৃহীত ; ঋণ-সম্বন্ধীয়।

**হাঁচা**—ক্রিঃ নাসারন্ধ্র দিয়া বেগে বায়ু নিঃসারণ করা।

**হাঁচি**—বিঃ নাসিকার ছিদ্রের অভ্যন্তরে আকস্মিক উত্তেজনার ফলে সহসা বেগে বায়ু-নিঃসরণ।

**হাঁটা**—(১) ক্রিঃ পায়ে হাঁটিয়া বা পদব্রজে চলা। (২) বিঃ ঐ অর্থে। (৩) বিণঃ পায়ে চলিবার উপযোগী। বিঃ **-হাঁটি**—বারংবার হাঁটিয়া যাতায়াত। বিঃ **হাঁটুনি**, (প্রাদেঃ) **হাঁটন**—পায়ে হাঁটিয়া বেড়ানো।

**হাঁটু**—বিঃ জানু।

**হাঁড়া**—বিঃ হাঁড়ি অপেক্ষা বৃহৎ মুখবিশিষ্ট পাত্রবিশেষ ; ধাতু-নির্মিত বৃহদাকার স্থূলোদর কলস।

**হাঁড়ি**—বিঃ অন্নাদি পাকপাত্রবিশেষ।
**হাঁড়িচাচা**—বিঃ পুচ্ছ-চঞ্চু-কণ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ এবং ধূসরবর্ণ দেহবিশিষ্ট পক্ষিবিশেষ।
**হাঁড়িয়া১, হেঁড়ে**—বিণঃ মোটা এবং কর্কশ।
**হাঁড়িয়া২** (সাঁওতালী শব্দ)—বিঃ চাউল পচানো মদ ; পচাই।
**হাঁদা**—(১) বিণঃ স্থূলোদর, পেটমোটা ; স্থূলবুদ্ধি, বোকা ; হাব্‌লা।
**হাঁস**—বিঃ হংস, মরাল।
**হাঁসলি, হাঁসুলি**—বিঃ অর্ধচন্দ্রাকার কণ্ঠাভরণবিশেষ।
**হাঁসান, হাঁসানো**—(১) ক্রিঃ হেঁসোর দ্বারা কাটা ; গভীরভাবে কাটিয়া ফেলা।
**হাকিম১**—বিঃ ন্যায়াধীশ, বিচারপতি, শাসনকর্তা। বিঃ **হাকিমি**—বিচারকের বৃত্তি. হাকিমের কাজ, হাকিমগিরি। বিণঃ **হাকিমী**—হাকিম-সম্বন্ধীয়, বিচার-সম্বন্ধীয়।
**হাকিম২**—হকিম-এর রূপভেদ।
**হাকুচ**—বিঃ তিক্তবীজ গুল্মবিশেষ।
**হাগা**—(১) ক্রিঃ মলত্যাগ করা। (২) বিঃ ত্যক্ত মল। ক্রিঃ **-ন, -নো**—মলত্যাগ করানো।
**হাঘর**—বিঃ ঘরের জন্য হায় হায় করে যে ব্যক্তি ; গৃহহীন ব্যক্তি। বিণঃ **হাঘরে**—গৃহহীন, নিরাশ্রয়, হীনবংশোদ্ভূত।
**হাঙর, হাঙর**—বিঃ তীক্ষ্ণদন্ত বৃহদাকার মৎস্যজাতীয় সামুদ্রিক জন্তুবিশেষ।
**হাঙ্গাম, হাঙ্গামা**—বিঃ দাঙ্গা, আক্রমণ, উপর চড়াও, উৎপাত, বিপত্তি, ফেসাদ।

**হাজৎ, হাজত**—বিঃ বিচারাধীন আসামীদিগের জন্য সাময়িক কারাগার ; বিচারের পূর্বে অস্থায়ী ভাবে পুলিশের জিম্মা।
**হাজরি**—বিঃ উপস্থিতি ; ইউরোপীয়দিগের ভোজন। বিঃ **ছোট হাজরি**—সকাল বেলার লঘু আহার, প্রাতঃরাশ। বিঃ **বড় হাজরি**—মধ্যাহ্ন ভোজন।
**হাজা**—(১) ক্রিঃ জলে ভিজিয়া নষ্ট হওয়া ; অতি বৃষ্টি বা প্লাবনে শস্যহানি ; অতিরিক্ত জলে পচা বা ক্ষত হওয়া। (২) বিঃ অত্যন্ত জলে ভিজিয়া পচন ; অতিশয় জল ঘাঁটিবার ফলে হাত-পায়ের আঙ্গুলের ক্ষতবিশেষ। (৩) বিণঃ হাজিয়া গিয়াছে এমন। ক্রিঃ **হাজান, হাজানো**—জলপ্লাবিত করা, ডুবাইয়া দেওয়া।
**হাজাম**—বিঃ মুসলমান নাপিত। বিঃ **হাজামত, হাজামৎ**—ক্ষৌরকর্ম।
**হাজার**—বিঃ বিণঃ ১,০০০ সংখ্যা বা সংখ্যক।
**হাজারি, হাজারী**—বিঃ সহস্র সৈন্যের নায়ক ; সহস্র গ্রামের মণ্ডল।
**হাজির**—বিণঃ উপস্থিত। বিঃ **হাজিরা, হাজিরি, হাজরি**—উপস্থিতি। বিণঃ **গর-হাজির**—অনুপস্থিত।
**হাজী**—বিঃ যে ব্যক্তি মক্কাতীর্থ দর্শন (হজ) করিয়া আসিয়াছেন।
**হাট**—বিঃ সাধারণের ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান, প্রচুর আমদানি, সমাবেশ। বিঃ **-বার**—সপ্তাহের যেদিনে হাট বসে।
**হাড়**—বিঃ অস্থি ; মর্মস্থান। বিঃ **-গোড়**—অস্থি ও গুল্‌ফ বা অস্থিপঞ্জরাদি। বিণঃ **-জিরজিরে**—অত্যন্ত রোগা। বিণঃ **-ভাঙ্গা**—কঠোর শ্রমসাধ্য।

হাড়গিলা, (কথ্য) হাড়গিলে—বিঃ শকুনিজাতীয় মাংসাশী পক্ষিবিশেষ।

হাড়িকাঠ, হাড়িকাট—বিঃ যূপকাষ্ঠ, পশুবলির জন্য কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্রবিশেষ।

হাড়ী, হাড়ি—বিঃ অন্ত্যজ হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। বিঃ (স্ত্রী): হাড়িনী[১]।

হাড়িনী[২], হাড়ি-ঝি—বিঃ তন্ত্রাসিদ্ধা হাড়ি-কন্যা।

হাডুডু, হাডু-ডুডু—বিঃ কপাটি খেলা।

হাত—বিঃ হস্ত, স্কন্ধ-প্রান্ত হইতে অঙ্গুলীশীর্ষ পর্যন্ত দেহাংশ; বাহু ও কর; পাণি, কর, ভুজ, বাহু; অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব; সুযোগ; হস্তক্ষেপ, সাহায্য বা বাধা দেওয়ার জন্য যোগদান। বিঃ -কড়ি, -কড়া—অপরাধীর হস্তদ্বয় বন্ধনের লৌহ বলয়বিশেষ। বিঃ -করাত—হাতে চালানোর ছোট করাত। বিণঃ -কাটা—কাঁধ হইতে কনুই পর্যন্ত; ছিন্ন-হস্ত, নুলো, হাতে কাটা হইয়াছে এমন। বিঃ -খরচ—খুচরা ব্যয়। বিণঃ -খালি—রিক্ত হস্ত, নিরলঙ্কার-হস্ত। বিণঃ -খোলা—ব্যয়শীল, দরাজ হাত, দানশীল। বিঃ -চিঠা—ক্ষুদ্রচিঠি বা রসিদ্। বিণঃ -ছাড়া—বেহাত, হস্তান্তর, হাতের বাহির। বিঃ -ছানি—করতল সঞ্চালন করিয়া ইঙ্গিত; ইশারা করিয়া আহ্বান। বিঃ -টান—কৃপণতা এবং ইহার জন্য সহজে হাত দিয়া টাকা বাহির হয় না; ছিঁচ্‌কে চুরির অভ্যাস। বিঃ -তালি—আনন্দ ও প্রশংসা প্রকাশের উদ্দেশ্যে উভয় করতলের আঘাতজনিত শব্দ। -তোলা—(১) বিঃ পরের অনুগ্রহে প্রাপ্ত বস্তু। (২) বিণঃ পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। -ধরা—(১) ক্রিঃ অন্যের হাত ধারণ করা, অবলম্বন করা। (২) বিণঃ বশীভূত। বিঃ -বদল—হস্তান্তর, এক হস্ত হইতে অন্য হস্তে গমন, অধিকার পরিবর্তন। বিঃ -বাক্‌স—খুচরা খরচের টাকা কড়ি রাখিবার বাক্‌স। বিঃ -বাতি, -লণ্ঠন—হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যাইবার মত বাতি। বিণঃ -ভারী—কৃপণ। বিঃ -মোজা—দস্তানা। বিঃ -যশ—কৃতকার্যতার খ্যাতি; কোন কাজে পারদর্শিতার খ্যাতি, কাজে হাত দিয়া সিদ্ধকাম। বিঃ -ল—হাত দিয়া ধরিবার বস্তু। বিঃ -সই—(১) বিণঃ একহাত পরিমাণ। (২) বিঃ হাতের নিশানা। বিঃ -সাফাই—হস্তলাঘব, হাতের কৌশলে চুরি করিবার দক্ষতা।

হাতা[১]—বিঃ দর্বি (হাতের সঙ্গে সাদৃশ্য); রন্ধনের কার্যে ব্যবহৃত বাসনবিশেষ; জামার যে-অংশ হাতকে আবৃত করিয়া রাখে।

হাতা[২]—বিঃ বাড়ী সংলগ্ন ঘেরা জায়গা; অধিকার, নিজের কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত।

হাতাহাতি—বিঃ হাত দিয়া পরস্পর মারামারি।

হাতি, হাতী—বিঃ হস্তী, বারণ, কুঞ্জর, (ব্যঙ্গে) অতিশয় স্থূলকায় ব্যক্তি।

হাতিয়ার—বিঃ হাতে বহন করা যায় এমন অস্ত্র-শস্ত্র বা যন্ত্রপাতি।

হাতুড়ি, হাতুড়ী—বিঃ লোহা বা পেরেক পিটিবার বা ঠুকিবার যন্ত্রবিশেষ।

হানা—(১) ক্রিঃ অস্ত্র নিক্ষেপ করা, আঘাত করা, আক্রমণ করা। (২) বিঃ তর্জন গর্জন করিয়া আক্রমণ, পশ্চাদ্ধাবন, খানাতল্লাশী বা গ্রেপ্তারের জন্য আগমন। (৩) বিণঃ অপদেবতাদিগের দ্বারা উপদ্রুত, ভুতুরে (হানাবাড়ী)। বিণঃ -দার—অন্যায়ভাবে আক্রমণকারী।

হানাহানি—বিঃ মারামারি, কাটাকাটি।

হানি—বিঃ নাশ, ক্ষতি।

হাপর—বিঃ ভস্ত্রা।

হাফিজ, হাফেজ—বিঃ রক্ষক, যাঁহার সমস্ত কোরাণ কণ্ঠস্থ আছে, পারস্য দেশীয় প্রসিদ্ধ কবি।

হাবশী, হাবসী—বিঃ আবিসিনিয়ার অধিবাসী ; কাফ্রী, নিগ্রো।

হাবা—বিণঃ বোবা, স্থূলবুদ্ধি, আধ-পাগলা।

হাবিলদার—বিঃ সিপাহীদের নেতা।

হাবেলী—বিঃ অট্টালিকা, পাকাবাড়ী, গৃহের শ্রেণী, পাড়া, বাসস্থান।

হাভাত—বিঃ নিরন্ন দশা, অন্নের জন্য হায় হায়। বিণঃ হাভাতিয়া, হাভাতে—অন্নসংস্থানশূন্য, নিরন্ন, ভাতের জন্য হায় হায় করে এমন।

হাম১—বিঃ আমবাতের মত গুটিকাযুক্ত অতিশয় সংক্রামক জ্বরবিশেষ।

হাম২—সর্বঃ আমি। বিণঃ -বড়া, -বড়—আমিই সর্বাপেক্ষা বড় এই ভাবযুক্ত ; আত্মগর্বী। বিণঃ -বাগ—আত্মম্ভরী, গর্বিত।

হামলা—বিঃ যুদ্ধার্থ আক্রমণ, চড়াও হইয়া মারপিট, দাঙ্গা।

হামা—বিঃ করতল ও জানুর উপর ভর দিয়া গমন। বিঃ -গুড়ি—হামা দিয়া অবস্থান বা গমন।

হামানদিস্তা—বিঃ কঠিন দ্রব্যাদি চূর্ণ বা পিষ্ট করিবার ধাতুপাত্র ও ধাতু নির্মিত মুষল।

হামাম—বিঃ স্নানাগার, উষ্ণ জলের স্নানাগার।

হামেশা, হামেসা, হামেহাল—ক্রি-বিণঃ সর্বদা, প্রায়ই, সর্বকাল, সদাসর্বদা।

হাম্বা—অব্যঃ গরুর ডাক।

হাম্বির, হাম্বীর—বিঃ রাগিণীবিশেষ ; চিতোরের রাণা বীর হাম্বীর।

হায়—অব্যঃ খেদ অনুতাপ আক্ষেপাদি সূচক।

হায়ন—বিঃ বৎসর, অব্দ, সাল।

হায়া—বিঃ লজ্জা, শরম।

হার১—বিঃ কণ্ঠের আভরণবিশেষ, মালা ; (গণিতে) হরণ, ভাগ ; দর, অনুপাত (শতকরা হার)। হারাহারি—(১) বিঃ অনুপাত অনুযায়ী ভাগবাঁটোয়ারা। (২) বিণঃ ক্রি-বিণঃ গড়পড়তা বা অনুপাত-অনুযায়ী।

হার২—বিঃ পরাজয়। বিঃ -জিৎ—জয়-পরাজয়।

হারমদ, হারমাদ—বিঃ নৌজাহাজ, পর্তুগীজ জলদস্যু।

হারা—(১) ক্রিঃ পরাজিত হওয়া। (২) বিঃ ঐ অর্থে। (৩) বিণঃ হারাইয়া ফেলিয়াছে এমন, বিহীন। -ন, -নো—(১) ক্রিঃ পরাজিত করা ; খোয়ানো ; নিখোঁজ হওয়া। (২) বিঃ বিণঃ ঐ সকল অর্থে।

হারাম—বিঃ মুসলমানদিগের অস্পৃশ্য জন্তু ; শূকর।

হারামজাদা—বিণঃ গালিবিশেষ ; শূকরের বাচ্চা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ হারামজাদী।

হারাকিরি—বিঃ পেট চিরিয়া আত্মহত্যা।

**হারিকেন**—বিঃ ঝড় বৃষ্টিতে নিভিয়া যায় না এমন কাচের ঢাকনাযুক্ত কেরোসিন তেলের লণ্ঠন বা বাতি।

**-হারী**—বিণঃ হরণকারী, বহনকারী, নাশী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-হারিণী**।

**হারীত**—বিঃ শুকপক্ষী ; মুনিবিশেষ।

**হারেম**—বিঃ ভদ্রাসনের যে অংশ পবিত্র এবং যেখানে বাহিরের লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ; শুদ্ধান্ত, অন্তঃপুর, মহিলামহল, অন্দরমহল।

**হার্দ, হার্দ্য**—বিঃ হৃদ্যতা, স্নেহ, প্রীতি।

**হার্দিক**—বিণঃ হৃদয়-সম্বন্ধীয়, আন্তরিক।

**হার্দী**—বিণঃ সস্নেহ, প্রীতিময়।

**হাল[১]**—বিঃ লাঙ্গল ; গাড়ীর চাকার লোহার বেড়, চক্রনেমি। বিণঃ **হালি, হালিক**—হালিয়া, হালচাষকারী ; হাল-সম্বন্ধীয়।

**হাল[২]**—বিঃ নৌকাদির কর্ণ এবং উহা চালাইবার ও ঘুরাইবার যন্ত্র।

**হাল[৩]**—(১) বিঃ অবস্থা, দশা, বর্তমান কাল। (২) বিণঃ বর্তমান, চলিত। বিঃ **-খাতা**—চলতি হিসাবের খাতা, নূতন খাতা, নূতন বৎসরের হিসাবের খাতা। বিঃ **-চাল**—অবস্থা, চাল-চলন।

**হালকা**—বিণঃ লঘু, স্বল্পভার ; ভার-মুক্ত ; গুরুত্বহীন ; চিন্তাশূন্য ; কর্মহীন।

**হালী[১]**—বিঃ যে হাল চাষ করে, কৃষক।

**হালী[২]**—বিঃ যে ব্যক্তি নৌকার হাল ধরে, মাঝি, দাঁড়ি।

**হালুইকর**—বিঃ বিণঃ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে যে।

**হালুয়া[১]**—বিঃ মোহনভোগ ; সুজি চিনি ঘৃত দুগ্ধযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্ন-বিশেষ।

**হালুয়া[২]**—বিঃ হলচালক, হলধর।

**হাল্কা**—**হালকা**-এর বানানভেদ।

**হাশিয়া**—বিঃ শাল ইত্যাদির কল্কাদার পাড়।

**হাস**—বিঃ হাস্য, হাসি। বিণঃ **-ক**—হাস্যোদ্রেককারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **হাসিকা**।

**হাসপাতাল**—বিঃ বিনাব্যয়ে রোগী-দিগের চিকিৎসার স্থান।

**হাসা**—(১) ক্রিঃ হাস্যকর। (২) বিঃ ঐ অর্থে ; উপহাসকরণ। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ হাস্য করানো। (২) বিঃ ঐ অর্থে।

**হাসি**—বিঃ হাস্য, উপহাস। বিঃ **-কান্না**—হাস্য ও ক্রন্দন ; হর্ষ-বিষাদের মিশ্রভাব প্রকাশ। বিঃ **-খুশি**—হাস্য ও হর্ষযুক্ত অবস্থা। বিণঃ **-খুশী**—হাস্য ও হর্ষপূর্ণ। বিঃ **-ঠাট্টা, -তামাসা**—হাস্য-পরিহাস, রঙ্গ-রসিকতা। বিঃ **-মুখ**—সহাস্য বদন, হাস্যময় মুখ।

**হাসিল**—(১) বিণঃ কৌশলে কার্য-উদ্ধার, সিদ্ধ, পূর্ণ। (২) বিঃ ঐ সকল অর্থে।

**হাস্নুহানা, হাসনুহানা**—বিঃ সুগন্ধ ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ পুষ্পবিশেষ।

**হাস্য**—(১) বিঃ হাসি ; হাস্যরস। (২) বিণঃ উপহসনীয়। বিণঃ **-কর, -জনক**—হাসির উদ্রেককারী, হাস্যোৎপাদক। বিঃ **-কৌতুক, -পরিহাস**—হাসি-তামাসা।

**হাহা[১]**—অব্যঃ শোক দুঃখ খেদ-সূচক বিলাপোক্তি, খেদোক্তি। বিঃ **-কার**—হায় হায় শব্দ, হাহাধ্বনি, আর্তনাদ।

**হাহা[২]**—বিঃ পুরাণোক্ত কুবেরের অনুচর গন্ধর্ববিশেষ।

**হাঃ হাঃ**—অব্যঃ অট্টহাস্য-ধ্বনি।

**হিং, হিঙ্গু**—বিঃ বৃক্ষবিশেষের কটু-গন্ধ রস যাহা কবিরাজী ঔষধে ও ব্যঞ্জনের মসলারূপে ব্যবহৃত হয়।

**হিংচা, হিঞ্চা, হেলেঞ্চা**—বিঃ জলজ কষায় তিক্ত শাকবিশেষ।

**হিং টিং ছট্**—অব্যঃ (ব্যঙ্গে) সংস্কৃত না হইলেও আপাতভাবে সংস্কৃতের মত; জ্ঞানীর কাছে অর্থহীন—কিন্তু অজ্ঞের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান; না বুঝিয়া সংস্কৃত মন্ত্রাদির প্রতি জন-সাধারণের যে ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা তাহার প্রতি বিদ্রূপ।

**হিংলী**—বিঃ একপ্রকার তামাক গাছ ও উহার পাতা।

**হিংসন**—বিঃ হিংসাকরণ, হিংসা।

**হিংসা**—বিঃ বধ, হনন, অনিষ্ট, ক্ষতি, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা।

**হিংসিত**—বিণঃ হিংসার বিষয়ীভূত।

**হিংসুক**—বিণঃ হিংসাশীল, পরশ্রী-কাতর, ঘাতক।

**হিংসুটে**—বিণঃ হিংসুক, হিংসা-পরায়ণ।

**হিংস্র, হিংস্রক**—বিণঃ হিংসাকারী, প্রাণহন্তা। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **হিংস্রা, হিংস্রিকা**। বিণঃ **-প্রকৃতি**—অত্যন্ত হিংসুক; মারাত্মক স্বভাববিশিষ্ট।

**হিকমত, হেকমত**—বিঃ চাতুর্য, কায়দা, ক্ষমতা, কর্মকুশলতা। বিণঃ **হিকমতী, হেকমতী, হিকমতে, হেকমতে**—ক্ষমতাশালী, কর্মকুশল, চতুর।

**হিক্কা**—বিঃ হেঁচকি, রোগের উপসর্গ-বিশেষ।

**হিঙ্গু**—**হিং** দ্রষ্টব্য।

**হিঙ্গুল, হিঙ্গুলি**—বিঃ পারদ-গন্ধক মিশ্রিত ঘোর রক্তবর্ণ পদার্থবিশেষ।

**হিজড়া,** (কথ্য) **হিজড়ে**—বিঃ একই দেহে পুংচিহ্ন এবং স্ত্রীচিহ্ন যুক্ত মানুষ বা অন্য প্রাণী, ক্লীব, খোজা, নপুংসক।

**হিজরা, হিজরী**—বিঃ খিশুখৃস্টের জন্মের পরে ৬২২ বৎসর; হজরত মহম্মদ যেদিন মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করেন সেইদিন হইতে আরব্ধ অব্দ; মুসলমানী প্রচলিত সন।

**হিজিবিজি**—(১) বিঃ আঁকাবাঁকা জড়ানো অবোধ্য অর্থহীন রেখা বা লেখা। (২) বিণঃ জড়ানো ও অবোধ্য।

**হিঞ্চা, হিঞ্চে, হেলিঞ্চা**—**হিংচা**-র রূপভেদ।

**হিড়ক**—বিঃ হুজুগ, হাঙ্গামা; চাপ।

**হিত**—(১) বিঃ উপকার, মঙ্গল, কল্যাণ, কল্যাণকর বাক্য, সৎপরামর্শ। (২) বিণঃ মঙ্গলজনক, উপকারী, কল্যাণকর, অনুকূল, যোগ্য॥ বিঃ **-কথা**—সদুপদেশ। বিণঃ **-কর**—কল্যাণকর, উপকারী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **-করী**। বিণঃ **-কাম, -কামী**। বিঃ **হিতৈষণা, হিতৈষা**—পরের উপকার বা কল্যাণ সাধন করিবার প্রবৃত্তি। বিণঃ **হিতৈষী**—হিত সাধনে ইচ্ছুক। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **হিতৈষিণী**। বিঃ **হিতোপদেশ**—কল্যাণকর উপ-দেশ; নীতিগ্রন্থবিশেষ।

**হিন্তাল, হীন্তাল**—বিঃ হেঁতাল গাছ, তালজাতীয় বৃক্ষবিশেষ।

**হিন্দী**—বিঃ হিন্দুস্থানে অর্থাৎ ভারতে প্রচলিত এবং বর্তমানে রাষ্ট্রভাষা-

রূপে গৃহীত; উত্তর ভারতের ভাষাবিশেষ।

**হিন্দু**—বিঃ বিণঃ বৈদিক ধর্ম-সংস্কৃতি আশ্রয়কারী ব্যক্তি বা জাতি; ভারতবর্ষবাসী। বিঃ **-ত্ব**—হিন্দুয়ানি।

**হিন্দোল, হিন্দোলা**—বিঃ দোল, ঝুলন; ঝুলনযাত্রা; (সঙ্গীতে) রাগ-বিশেষ।

**হিবুক**—বিঃ লগ্নের চতুর্থ স্থান।

**হিব্রু**—বিঃ ইহুদী জাতি, প্রাচীন ইহুদীদিগের ভাষা।

**হিম**—(১) বিঃ হিমঋতু, শীতকাল, তুষার; শৈত্য; শিশির। (২) বিণঃ শীতল, ঠাণ্ডা। বিঃ **-কর**—চন্দ্র। বিঃ **-গিরি, -বান্**—হিমালয় পর্বত। বিঃ **-পাত**—তুষার-পতন। বিঃ **-বাহু**—উচ্চ পর্বতের হিমরেখার ঊর্ধ্বস্থিত গাত্র বাহিয়া যে তুষার নদী নামিয়া আসে। বিঃ **-বালুকা**—কর্পূর। বিঃ **-মণ্ডল**—দুই মেরুর সংলগ্ন ৬৬° ডিগ্রি অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত অতি শীতল অঞ্চল। বিঃ **-রেখা**—উচ্চ পর্বতের যে রেখার ঊর্ধ্বে স্থিত অংশ সর্বদা তুষারাবৃত থাকে। বিঃ **-শিলা**—করকা, শিল। বিণঃ **-শীতল**—তুষারের মত ঠাণ্ডা। বিঃ **-শৈল**—ভাসমান তুষার-পর্বত।

**হিমাংশু**—বিঃ চন্দ্র।

**হিমাঙ্ক**—বিঃ তাপমান-যন্ত্রের পারদ যে চিহ্নে আসিলে কোন তরল পদার্থ জমিয়া বরফ হয় তাহা।

**হিমাচল, হিমাদ্রি**—বিঃ হিমালয় পর্বত।

**হিমানী**—বিঃ হিমসংহতি, তুষারপুঞ্জ, বরফ।

**হিমালয়**—বিঃ ভারতের উত্তর সীমান্ত বর্তী বিস্তীর্ণ পর্বতমালা।

**হিমিকা**—বিঃ শিশির, হিমকণা; কুজ্ঝটিকা।

**হিম্মত, হিম্মৎ**—বিঃ ক্ষমতা, বীরত্ব, সাহস। বিণঃ **-ওয়ালা**—সাহসী।

**হিয়, হিয়া**—বিঃ (কাব্যে) হৃদয়, বক্ষঃস্থল।

**হিরণ**—বিঃ স্বর্ণ; পীত। বিণঃ **-কিরণ**—সুবর্ণের ন্যায় দ্যুতি-বিশিষ্ট।

**হিরণ্য**—বিঃ স্বর্ণ, সুবর্ণ, রৌপ্য, কপর্দক, রেতঃ। বিঃ **-কশিপু**—প্রহ্লাদের পিতা পুরাণোক্ত দানব।

**হিরণ্ময়**—(১) বিণঃ স্বর্ণময়, সুবর্ণ নির্মিত। (২) বিঃ ব্রহ্মা পরব্রহ্ম।

**হিরাকস**--বিঃ লৌহের কষ বা উপরসবিশেষ।

**হিল্লা, হিল্লে**—বিঃ অবলম্বন, আশ্রয় উপায়, গতি।

**হিল্লোল**—বিঃ দোলন, আন্দোলন তরঙ্গ, ঢেউ।

**হিস্টিরিয়া**—বিঃ মূর্চ্ছা রোগবিশেষ।

**হিসাব**, (কথ্য) **হিসেব**—বিঃ গণনা, আয়-ব্যয় গণনা, জমা-খরচ নির্ধারণ, জমা-খরচের বিবরণ-তালিকা, কৈফিয়ৎ; বিচার-বিবেচনা; দর। বিঃ **-কিতাব, -কেতাব**—জমা-খরচ বা দেনা-পাওনা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ গণনা। বিঃ **-দিহি**—দায়িত্ব, জবাব-দিহি। বিঃ **-নবিস**—জমা-খরচ লেখক। বিঃ **-নিকাশ**—আয়-ব্যয় বা জমা-খরচের চূড়ান্ত লিখিত বিবরণ; কৈফিয়ৎ। বিঃ **-পরীক্ষক**—যে আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করে।

**হিস্‌সা, হিস্যা**, (কথ্য) **হিস্‌সে, হিস্যে**—বিঃ ভাগ, অংশ; প্রাপ্য ভাগ।

**হিস্যাদার**—বিঃ বিণঃ ভাগীদার, অংশীদার।

**হীন**—বিণঃ শূন্য, বিরহিত, ঊন; নীচ, অধম, হেয়; দরিদ্র, দীন; ক্ষীণ, হ্রাসপ্রাপ্ত। বিণঃ (স্ত্রী): **হীনা**। বিঃ **হীনতা**।

**হীনযান**—বিঃ প্রাচীন বৌদ্ধধর্মমত।

**হীয়মান**—বিণঃ হ্রাসপ্রাপ্ত বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এমন, ক্ষীয়মান।

**হীরক**, (চলিত) **হীরা**, (কথ্য) **হীরে**—বিঃ অত্যুজ্জ্বল বহুমূল্য রত্নবিশেষ। বিঃ **-খণ্ড**—হীরার টুকরা। বিঃ **-জয়ন্তী**, **-জুবিলি**—কোন উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ষষ্টি বার্ষিক আনন্দোৎসব।

**হীরামন**—বিঃ শুকপক্ষী, তোতাপাখী।

**হুঁকা**, (কথ্য) **হুঁকো**—বিঃ তামাকের ধূম সেবনের নলিচাযুক্ত নারিকেলের খোলের পাত্রবিশেষ।

**হুঁশ**—বিঃ চৈতন্য, চেতনা, জ্ঞান, সতর্কতা।

**হুঁশিয়ার**—বিণঃ সচেতন, সতর্ক, চতুর, চালাক, বুদ্ধিমান। বিঃ **হুঁশিয়ারি**—সতর্কতা।

**হুকুম**—বিঃ আদেশ, আজ্ঞা, অনুমতি। বিঃ **-জারি**—হুকুম ঘোষণা। বিঃ **-তামিল**—আদেশ পালন। বিঃ **-নামা**—আজ্ঞাপত্র, আদেশপত্র। বিঃ **-বরদার**—আজ্ঞাবাহক। বিঃ **-রদ**—হুকুম সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা বা কার্যকরী না করা।

**হুঙ্কার**—বিঃ হুম-শব্দ, গর্জন। বিণঃ **হুঙ্কারিত**— হুঙ্কারপূর্ণ, গর্জনধ্বনিময়। **হুঙ্কৃত**—(১) বিণঃ গর্জিত। (২) বিঃ গর্জন। বিঃ **হুঙ্কৃতি**—হুঙ্কার।

**হুজুক**, **হুজুগ**—বিঃ সাময়িক আন্দোলনে উৎসাহ, উদ্দীপনা; ফ্যাশন, গুজব। বিণঃ **হুজুকে**, **হুজুগে**—হুজুকপ্রিয়, হুজুকে মাতে এমন।

**হুজুর**—বিঃ রাজা বিচারপতি মনিব প্রভৃতিকে সম্মানসূচক সম্বোধন অথবা তাঁহাদের আহ্বানে উত্তর।

**হুজ্জত**, **হুজ্জৎ**—বিঃ তর্কাতর্কি, কলহ, গোলমাল, গণ্ডগোল। বিণঃ **হুজ্জতী**, **হুজ্জুতী**— হুজ্জতসংক্রান্ত, কোন্দলকারী, ঝগড়াটে।

**হুটোপাটি**—বিঃ হুড়াহুড়ি, ঠেলাঠেলি, গোলমাল।

**হুড়ুম**[১]—বিঃ (প্রাদেঃ) মুড়ি।

**হুড়ুম**[২]—অব্যঃ দুমদাম করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে জিনিসপত্র ছড়ানো বা দাপাদাপির ভাবসূচক।

**হুণ্ডি**, **হুণ্ডী**—বিঃ স্থানান্তরে টাকা দিবার বরাতী চিঠি; হ্যাণ্ডনোট; ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি-পত্র। বিঃ **-আনা**—অন্যত্র নির্দেশ-লিপি দেখাইয়া টাকা বাহির করিবার জন্য একস্থানে টাকা জমা দেওয়া।

**হুত**—বিণঃ মন্ত্রের সহিত দেবোদ্দেশে হোমাগ্নিতে প্রদত্ত। বিঃ **-ভুক্**, **-বহ**—অগ্নি, হোমাগ্নি।

**হুতাশ**[১]—বিঃ হোমাগ্নি, হুত দ্রব্য ভোজন করে যে।

**হুতাশ**[২]—বিঃ দুর্ভাবনা, নৈরাশ্য, আতঙ্ক বা তাহার অভিব্যক্তি।

**হুতাশন**—বিঃ অগ্নি, হোমাগ্নি, অনল।

**হুতি**—বিঃ হোম।

**হুতুম**, **হুতোম**—বিঃ বিকট রবকারী বৃহদাকার পেচকবিশেষ।

**হুদ্দা**, (কথ্য) **হুদ্দো**—বিঃ অধিকার বা ক্ষমতার সীমা, অধিকারের ক্ষেত্র।

**হুরীর, হুনুরীর, হুনরী, হুনুরী**—(১) বিঃ সুদক্ষ শিল্পী। (২) বিণঃ কলাজ্ঞান সম্পন্ন। বিঃ -**কাজ**—শিল্পকর্ম, কারিগরী কাজ।

**হুবহু**—অব্যঃ যথাবৎ, যথাযথ, অনুরূপ, অবিকল, অভিন্ন।

**হুমকি**—বিঃ হুঙ্কার, তর্জন, ধমক, ভয় প্রদর্শন।

**হুমড়ি**—বিঃ হেঁটমুণ্ড, উপুড়।

**হুরী**—বিঃ (স্ত্রী)ঃ স্বর্গের পরী।

**হুল, হূল**—বিঃ কীট পতঙ্গের সূচের মত তীক্ষ্ন দেহাংশবিশেষ।

**হুলা, (কথ্য) হুলো**—(১) বিণঃ হোল বা অণ্ডকোষ-যুক্ত, পুরুষ জাতীয়, মর্দা। (২) বিঃ মদ্দা বিড়াল।

**হুলিয়া**—বিঃ পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তাহার আকৃতির বর্ণনাসহ বিজ্ঞাপন।

**হুলু**—বিঃ নারীদিগের মঙ্গলধ্বনি-বিশেষ ; শুভকর্মে ধর্মানুষ্ঠানে হিন্দু নারীগণের ওষ্ঠদ্বয় ও জিহ্বাগ্রভাগের সাহায্যে যে ধ্বনি করা হয় তাহা।

**হুহুঙ্কার, হুহুংকার**—বিঃ গর্জন।

**হূণ**—হূন-এর বর্জিত রূপ।

**হূত**—বিণঃ আহূত, যাহাকে আহ্বান বা আমন্ত্রণ করা হইয়াছে এমন।

**হূন**—বিঃ ভারতের উত্তরে চীনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রাচীন যাযাবর জাতিবিশেষ।

**হূয়মান**—বিণঃ যাহাকে আহ্বান করা হইতেছে এমন।

**হৃৎ (হৃদ্)**—বিঃ হৃদয়, মন, অন্তঃকরণ ; বক্ষঃস্থল। বিঃ -**কমল**—হৃদয়রূপ পদ্ম। বিঃ -**কম্প**—ভয়ে-হৃদ্পিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন ; বুকের কাঁপুনি। বিণঃ -**গত**—মনোগত। বিঃ -**পিণ্ড**—বুকের মধ্যস্থিত স্পন্দনশীল রক্ত-সঞ্চালক শারীর যন্ত্র-বিশেষ। বিঃ -**স্পন্দন**—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন।

**হৃত**—বিণঃ অপহৃত, আনীত, আকৃষ্ট। বিণঃ -**সর্বস্ব**—যাহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে এমন।

**হৃদয়**—বিঃ বক্ষঃস্থল, বুকের অভ্যন্তর ভাগ, মন, অন্তঃকরণ, চিত্ত ; দয়া, মহত্ত্ব, উদারতা। বিণঃ -**গত**—হৃদয়স্থ, মনোগত। বিণঃ -**গ্রাহী**—মনোহারী, চিত্তাকর্ষক। বিণঃ -**ঙ্গম, হৃদয়ংগম**—বোধগম্য, উপলব্ধ।

**হৃদ্য**—বিণঃ রুচ্য, প্রিয়, হৃদয়গ্রাহী রুচিকর, আন্তরিকতা-পূর্ণ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ হৃদ্যা।

**হৃদ্যতা**—বিঃ হার্দ্য, সৌহার্দ্য, সদ্ভাব হৃদয়গ্রাহিতা, আন্তরিকতা।

**হৃষ্ট**—বিণঃ হর্ষান্বিত, আনন্দিত, পুলকিত, খুশী। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ হৃষ্টা। বিঃ **হৃষ্টি**—হর্ষ, আনন্দ, পুলক, প্রফুল্লতা। বিণঃ -**চিত্ত**—হর্ষ-যুক্ত, প্রফুল্লহৃদয়, খোশমেজাজ। বিণঃ -**পুষ্ট**—প্রফুল্ল ও মোটাসোটা, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন।

**হেঁচকা**—(১) বিঃ হঠাৎ সজোরে টান বা আকর্ষণ। (২) বিণঃ হঠাৎ সজোরে আকৃষ্ট।

**হেঁচকি**—বিঃ হিক্কা।

**হেঁজিপেঁজি**—বিণঃ তুচ্ছ, অখ্যাত, নগণ্য।

**হেঁট**—(১) বিণঃ অবনত, আনত। (২) বিঃ তলদেশ। বিণঃ -**মুখ**—অধোবদন ; লজ্জিত।

**হেঁয়ালি**—বিঃ প্রহেলিকা, সমস্যা, ধাঁধা।
**হেঁশেল, হেঁসেল**—বিঃ রান্নাঘর।
**হেঁসে, হেঁসো**—বিঃ কণ্ঠহার, হাঁসুলি; কাস্তের মত অস্ত্রবিশেষ, হাঁসিয়া।
**হেড**—(১) বিঃ মাথা, বুদ্ধি, দলপতি। (২) বিণঃ প্রধান।
**হেডমাস্টার**—বিঃ প্রধান শিক্ষক।
**হেতু**—বিঃ কারণ, নিমিত্ত, মূল প্রয়োজন, উদ্দেশ্য। বিণঃ **-ক—হেতু**-সম্বন্ধীয়। বিঃ **-বাদ—যুক্তিতর্ক**।
**হেত্বাভাস**—বিঃ কুতর্ক, ন্যায়ের ফাঁকি।
**হেথা, হেথায়**—ক্রি-বিণঃ (কাব্যে) এইস্থানে, এখানে।
**হেন**—বিণঃ (কাব্যে) এমন, এরূপ, অনুরূপ, মত।
**হেনস্তা, হেনস্থা**—বিঃ অবজ্ঞা, দুর্দশা, তাচ্ছিল্য।
**হেনা**—বিঃ মেহেদি।
**হেপা**—বিঃ ঝক্কি, তাল, বেগ, ঠেলা. ঝঞ্ঝাট।
**হেপাজত, হেফাজত**—বিঃ রক্ষণাবেক্ষণ, দায়িত্ব, জিম্মা, বন্দোবস্ত, তত্ত্বাবধান।
**হেম**—বিঃ স্বর্ণ, সুবর্ণ, সোনা। বিঃ **-কূট, হেমাদ্রি—সুমেরু**-পর্বত। বিঃ **-কান্তি—স্বর্ণ**-প্রভা, স্বর্ণাভা। **হেমাঙ্গ**—(১) বিণঃ স্বর্ণবর্ণ দেহবিশিষ্ট, স্বর্ণময় দেহবিশিষ্ট। (২) ব্রহ্মা, গরুড়। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **হেমাঙ্গী** (অশুদ্ধ **হেমাঙ্গিনী**)।
**হেমন্ত**—বিঃ হিমঋতু (অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস), শীতের পূর্ববর্তী ঋতু।
**হেয়**—বিণঃ ঘৃণ্য, ত্যাজ্য, তুচ্ছ। বিঃ **-জ্ঞান**—তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা।
**হেরফের**—বিঃ গোলমাল : অদল-বদল।
**হেরম্ব**—বিঃ গণেশ, গণপতি।

**হেলন**[১]—বিঃ হেলিয়া অবস্থান।
**হেলন**[২]—বিঃ অসম্মান, অবজ্ঞা, অনাদর।
**হেলা**[১]—(১) ক্রিঃ ঝোঁকা, ঠেস দেওয়া, একপাশে নত হওয়া। (২) বিঃ বিণঃ ঐ সকল অর্থে। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ ঝোঁকানো, একপাশে নোয়ানো। (২) বিঃ বিণঃ ঐ সকল অর্থে। অব্যঃ **হেলাহেলি—পরস্পরের** অঙ্গে পরস্পরের হেলন।
**হেলা**[২]—বিঃ অবজ্ঞা, ঘৃণা, অবহেলা ; অক্লেশ, অবলীলা, অনায়াস। বিঃ **-ফেলা**—ছড়াছড়ি, তুচ্ছতাচ্ছিল্য।
**হেলায়**—ক্রি-বিণঃ অবহেলা করিয়া, অক্লেশে, অনায়াসে।
**হেলে**[১]—বিঃ নির্বিষ সর্পবিশেষ।
**হেলে**[২]—বিণঃ হালে জোতা হয় এমন (হেলে গরু)।
**হেলেঞ্চা**—হিংচা দ্রষ্টব্য।
**হেস্তনেস্ত**—অব্যঃ থাকা না থাকা, হয় কি নয়, এস্পার নয় উস্পার, চরম, শেষ নিষ্পত্তি, মীমাংসা।
**হৈম**[১]—বিণঃ স্বর্ণনির্মিত, হিরণ্ময়, স্বর্ণ-সম্পর্কিত।
**হৈম**[২]—বিণঃ হিম-সম্বন্ধীয়, তুষার-সম্পর্কিত।
**হৈমন্ত**—(১) বিণঃ হেমন্তকালীন, হেমন্ত-সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ হেমন্ত ঋতু।
**হৈমন্তিক**—(১) বিণঃ হেমন্ত-সম্বন্ধীয়, হেমন্তকালীন। (২) বিঃ আমন ধান।
**হৈমবত**—(১) বিণঃ হিমালয়-সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ ভারতবর্ষ। বিণঃ (স্ত্রী)ঃ **হৈমবতী**—পার্বতী, দুর্গা গঙ্গা।

**হৈয়ঙ্গবীন**—বিঃ সদ্যোৎপন্ন ঘৃত; নবনীত।
**হৈহয়**—বিঃ প্রাচীন দেশবিশেষ; রাজা কার্তবীর্যার্জুন।
**হোঁচট**—বিঃ চলিবার সময় হঠাৎ কিছুতে পা বাধিয়া পড়িবার উপক্রম, উচট।
**হোঁতকা, হোঁৎকা**—বিণঃ ষাঁড়ের মত স্থূলবুদ্ধি, গোঁয়ার।
**হোঁদড়**—বিঃ গো-বাঘা, হায়েনা।
**হোঁদল**—বিণঃ স্থূলোদর, ভুঁড়ি-ওয়ালা, নাদাপেটা। বিঃ **-কুতকুত, -কুৎকুৎ**—কুৎসিত, পেটমোটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ জানোয়ার বা মানুষ।
**হোড়**—বিঃ প্রতিযোগিতা; কর্দম-কুণ্ড, পঙ্ক, পঙ্কাচ্ছাদিত ভূমি; উপাধিবিশেষ।
**হোতা**—(১) বিণঃ যজ্ঞকারী। (২) বিঃ যজ্ঞের পুরোহিত বা যজমান বিণঃ (স্ত্রী): হোত্রী।
**হোত্র**—বিঃ হোম, যজ্ঞ।
**হোত্রী**—বিণঃ যাজ্ঞিক, যজ্ঞকারী।
**হোত্রীয়**—বিণঃ হোম-সম্বন্ধীয়, যজ্ঞ-কর্তা-সম্বন্ধীয়।
**হোম**—বিঃ যজ্ঞীয় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। বিঃ **-কুণ্ড**—যজ্ঞের অগ্নি জ্বালাইবার জন্য যে গর্ত খনন করা হয়। বিঃ **-ধান্য**—তিল। বিঃ **হোমাগ্নি**—হোমের আগুন; যজ্ঞানল
**হোমরা চোমরা**—বিঃ খ্যাত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি।
**হোরা**—বিঃ রাশিচক্রাদি গণনা সম্পর্কীয় শাস্ত্র-বিশেষ, রাশি পরিমাণের অর্ধাংশকাল, লগ্ন; আড়াই দণ্ড-কাল, একঘণ্টা সময়।
**হোল**—বিঃ অণ্ডকোষ। বিণঃ **হোলা**—অণ্ডকোষযুক্ত।
**হোলি, হোরি**—বিঃ বসন্তকালে রং ও আবির লইয়া দোলোৎসব।
**হৌজ**—বিঃ বৃহৎ জলাধার, বড় চৌবাচ্চা।
**হৌস**—বিঃ বাণিজ্যকুঠি, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।
**হ্যাংলা**—বিণঃ নির্লজ্জভাবে লোভী। বিঃ **-পনা, -মি**—নির্লজ্জ লোলুপতা বা লালসা।
**হ্রদ**—বিঃ চারিদিকে স্থল-দ্বারা বেষ্টিত স্বভাবজাত বিশাল জলভাগ।
**হ্রস্ব**—(১) বিণঃ খাট, খর্ব, ক্ষুদ্র, ছোট, বামন, বেঁটে, লঘু। (২) বিঃ উচ্চারণে একমাত্রা-বিশিষ্ট স্বরবর্ণ (অ, ই, উ ঋ ৯)। বিঃ **-তা, -ত্ব**—হ্রাস, লঘুতা, খর্বতা। বিঃ **-দীর্ঘজ্ঞান**—লঘুগুরুবোধ, ছোট-বড়র বিচার, সাধারণ জ্ঞান, কাণ্ডা-কাণ্ডজ্ঞান।
**হ্রাস**—বিঃ ক্ষয়, হ্রস্বতা, কমতি, লাঘব। বিণঃ **-প্রাপ্ত**—ক্ষয়প্রাপ্ত, হ্রস্বীভূত, খর্বীকৃত। বিঃ **-বৃদ্ধি**—অল্পাধিক্য, কমা বাড়া।
**হ্রী**—বিঃ লজ্জা, ব্রীড়া।
**হ্রেষা**—বিঃ ঘোড়ার ডাক।
**হ্লাদ, হ্লাদন**—বিঃ আহ্লাদ, হর্ষ, আনন্দ। বিণঃ **হ্লাদিত**—আহ্লাদিত, আনন্দিত। বিণঃ **হ্লাদী**—আহ্লাদযুক্ত, ঈর্ষান্বিত, আনন্দদায়ক। **হ্লাদিনী**—(১) বিণঃ (স্ত্রী): আহ্লাদযুক্তা, হৃষ্টা। (২) বিঃ কৃষ্ণের সেই স্বরূপ শক্তি যাহার দ্বারা স্বয়ং তিনি আনন্দলাভ করেন।

## ॥ পরিশিষ্ট ॥

### [ ক ]

### ॥ বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত বাঙলা বানানের নিয়মাবলী ॥

১৯৩৫ খ্রীঃ নভেম্বরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সমিতি নিযুক্ত করে বাঙলা বানানের নিয়ম সঙ্কলন শুরু করেন। সমিতি বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপক-বৃন্দের কাছে একটি প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে প্রায় দুশো জনের কাছে যে উত্তর পান, তাতে দেখা যায় কতকগুলি বিষয়ে প্রায় সব উত্তরদাতাই একমত, প্রয়োজনে বহু-প্রচলিত বানান কিছুটা বদলানোর ব্যাপারে কারুর আপত্তি নেই। আবার কতকগুলি বিষয়ে প্রবল মতভেদও দেখা যায়। নিম্নে সংক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত সমিতির গ্রহণযোগ্য বাঙলা বানানের নিয়মাবলীর প্রধান প্রধান অংশগুলি দেওয়া হল :—

(ক) বানান সরল এবং উচ্চারণমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে উচ্চারণ বুঝাবার জন্য অক্ষর বা চিহ্ন-বাহুল্য এবং প্রচলিত রীতির অত্যধিক পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয়। ভাষাতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে বা শব্দকোষে উচ্চারণ-নির্দেশের জন্য বহু চিহ্নের প্রয়োগ অপরিহার্য হলেও সাধারণ লেখার সময় উচ্চারণ অর্থ হতেও বোঝা যায়। (খ) অসংখ্য সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ বাঙলা ভাষার অঙ্গীভূত এবং প্রয়োজনে এরূপ আগে বহু শব্দ গৃহীত হতে পারে, তবে এই সমস্ত শব্দের বানান সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানাদির শাসনে সুনির্দিষ্ট, তাই ঐগুলিতে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই।

#### ॥ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ ॥

১। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব :** রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না, যথা—অর্চনা, মূর্চ্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, কর্দম, সর্ব, কর্ম। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী রেফের পর দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ ; না দিলে দোষ নেই বরং লেখা ও ছাপা সহজ হয়।

২। **সন্ধিতে ঙ্ স্থানে অনুস্বার (ং) :** যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে, তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়। যথা—ভয়ংকর, অহংকার, সংগীত, সংঘাত অথবা ভয়ঙ্কর, অহঙ্কার, সঙ্গীত, সঙ্ঘাত ইত্যাদি। গংগা, সংগে, ইত্যাদি হবে না, কেন না শব্দের পূর্বে ম্-কারান্ত পদ নেই। ক-বর্গের পূর্বে অনুস্বার ব্যবহারে বানান সহজ হয়।

#### ॥ অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ ॥

৩। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জনীয়,** যেমন কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, চর্টি, ফর্মা, জার্মানি।

৪। **হস্-চিহ্ন :** শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্-চিহ্ন দেয়া হবে না, যথা কংগ্রেস, চেক, পকেট, জজ, করিলেন, করিস। তবে যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তখন হস্‌চিহ্ন বিধেয়, যথা : শাহ্, তখ্ত্,বগ্, জেম্স্। আর্ট, গভর্ণমেণ্ট, স্পঞ্জ প্রভৃতি সুপ্রচলিত শব্দে হস্ না দিলেও চলবে। যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয়, তবে শেষে হস্‌চিহ্ন বিধেয়, যেমন চট্, সার্, কট্‌কট্।

৫। **ই ঈ উ ঊ ঃ** যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ ঊ থাকে, তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হবে, যেমন ঃ কুমীর, পাখী, বাড়ী অথবা কুমির, পাখি, বাড়ি। কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই, অথবা কেবল উ হবে, যথা নীলা (নীলক), হীরা (হীরক), দিয়াশলাই (দীপশলাকা) চুল (চুল), জুয়া (দ্যূত) ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণবাচক শব্দের অন্তে ঈ হবে। যথা ধোবানী, বাঘিনী, কেরানী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, রেশমী। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ই হবে, যেমন দিদি, ঝি, বিবি, চলতি। পিসী, মাসী স্থলে বিকল্পে পিসি, মাসি লেখা চলবে। অন্যত্র মনুষ্যেতর জীবজন্তু, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্মবাচক শব্দের দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে ঈ হবে, যথা বেঁজি, কাঠি, বেঙাচি, সুজি, চুরি, সোজাসুজি, তাড়াতাড়ি।

৬। **জ য ঃ** এইসব শব্দে য না লিখে জ লেখা বিধেয় ঃ কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল।

৭। **ণ ন ঃ** অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হবে ঃ যথা, কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার। ('রানী' স্থলে বিকল্পে 'রাণী' চলতে পারে) কিন্তু যুক্তাক্ষর ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ট চলবে, যথা ঘুণ্টি, লণ্ঠন, ঠাণ্ডা।

৮। **ও-কার, ঊর্ধ্ব কমা ঃ** সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বোঝাবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। তবে অর্থ-গ্রহণের বাধা হলে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব-কমা বিকল্পে দেয়া যায়, যথা ঃ কাল-কালো। ভাল-ভালো। মত-মতো। পড়ো-প'ড়ো (পড়ুয়া বা পতিত)। এইসব বানান বিধেয় "এত, কত, তত, যত ; তো, হয়তো ; কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাত, গতি), ডাল (দাইল, শাখা)।"

৯। **ঙ, ং, ঙ ঃ** বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন প্রভৃতি এবং বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন প্রভৃতির উভয় বানান চলবে। হসন্ত ধ্বনির ক্ষেত্রে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়, যথা ঃ রং—রঙ সং—সঙ, বাংলা—বাঙলা। স্বরাশ্রিত হলে ঙ বিধেয়, যথা ঃ রঙের, বাঙালী, ভাঙন। [ রং-এর চেয়ে রঙের লেখা সহজ ] রঙ্গের লিখলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসবে না।

১০। **শ ষ স ঃ** মূল সংস্কৃত শব্দানুসারে তদ্ভব শব্দে শ ষ বা স হবে যথাঃ আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসী (পিতৃঃস্বসা)। ব্যতিক্রম মিনসে (মনুষ্য), সাধ (শ্রদ্ধা)।

বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে s-স্থলে স, sh স্থলে শ হবে ; যথা ঃ আসল, ক্লাস, খাস, জিনিষ, পুলিশ, পেনসিল মসলা, মাসুল, সবুজ, সাদা, সিমেণ্ট, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শার্ট, শেকস্‌পিয়র। কিন্তু কতকগুলি শব্দে বিকল্পে ব্যতিক্রম। যথা ঃ ইস্তাহার (ইশ্‌তিহার), গোমস্তা (গুমাশ্‌তাহ), ভিস্তি (বিহিশ্‌তী) খ্রীষ্ট, খৃস্ট (Christ).

শ ষ স এই তিন বর্ণের একটি বা দুটির বর্জনে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না, বরং বানান সরল হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্‌ভব শব্দে মূল-অনুসারে শ ষ স প্রয়োগ বহু-প্রচলিত এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতির হঠাৎ পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয়। বহু বিদেশী শব্দের প্রচলিত বাঙলা বানানে মূল-অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানান লেখা হয়। যথা : সরবৎ, শরবত ; সরম, শরম ; শহর, সহর ; শয়তান, সয়তান ; পুলিস, পুলিশ। সামঞ্জস্যহেতু যথাসম্ভব একই নিয়ম বাঞ্ছনীয়। বিদেশী শব্দের s ধ্বনির জন্য বাঙ্‌লায় ছ অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু যেখানে প্রচলিত বাঙলা বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকবে, যথা : কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ। দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হবে। যথা : করিস, ফরসা (ফরশা), সরেস (সরেশ) উসখুস (উশখুশ)।

১১। ক্রিয়াপদ : সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্তরূপে 'করান, পাঠান' প্রভৃতি অথবা বিকল্প 'করানো, পাঠানো' প্রভৃতি বিধেয়। চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেয়া হল। বিকল্পে ঊর্ধ্বকমা বর্জন করা যেতে পারে এবং—'লাম' বিভক্তি স্থলে 'লুম বা লেম' লেখা যেতে পারে।

হ-ধাতু : হয়, হন, হও, হ'স, হই। হচ্ছে, হয়েছে। হ'ক, হ'ন, হও, হ। হ'ল, হ'লাম। হ'ত। হচ্ছিল, হয়েছিল। হব (হবো), হবে। হ'য়ো, হ'স। হ'তে, হ'য়ে হ'লে, হবার, হওয়া।

খা-ধাতু : খায়, খান, খাও খাস, খাই। খাচ্ছে। খেয়েছে। খাক, খান, খাও, খা। খেলে, খেলাম। খেত। খাচ্ছিল। খেয়েছিল। খাব (খাবো) খাবে। খেয়ো, খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু : দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই। দিচ্ছে, দিয়েছে। দিক, দিন দাও, দে। দিলে, দিলাম। দিত। দিচ্ছিল, দিয়েছিল। দেব (দেবো), দেবে। দিও, দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া।

শু-ধাতু : শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই। শুচ্ছে। শুয়েছে। শুক, শুন, শোও, শো। শুল, শুলাম। শুত। শুচ্ছিল, শুয়েছিল। শোব (শোবো), শুয়ো, শুস। শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কর্‌-ধাতু : করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে। করেছে। করুক, করুন, কর। করলে, করলাম। করত। করছিল, করেছিল। করব (করবো), করবে। করো, করিস। ক'রতে, ক'রে, ক'রলে, ক'রবার, করা।

কাট্‌-ধাতু : কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কাটুন, কাট, কাট্‌। কাটলে, কাটলাম। কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটব (কাটবো), কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা।

লিখ্‌-ধাতু : লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে।

লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখ্‌। লিখনে, লিখলাম, লিখত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখব (লিখবো), লিখবে। লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার, লেখা।

**উঠ্‌-ধাতু** ঃ ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি, উঠছে। উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, ওঠ্‌। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠব (উঠবো), উঠবে। উঠো, উঠিস। উঠতে, উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

**করা-ধাতু** ঃ করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাক, করান, করাও, করা। করালে, করালাম। করাত। করাচ্ছিল। করিয়েছিল। করাব (করাবো), করাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে, করালে, করাবার, করান (করানো)।

১২। **কতকগুলি সাধুশব্দের চলিত রূপ** ঃ 'কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর প্রভৃতি শব্দগুলির সাধুশব্দের মৌখিক রূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্য প্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্যঅক্ষরে, তার সাধুরূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়। যথা ঃ পিছল, পিতল, ভিতর, উপর।' যাদের বিকৃতি মধ্য শেষ অক্ষরে, তাদের চলিত রূপ মৌলিক রূপের অনুযায়ী করা উচিত। যথা ঃ কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো।

### ॥ নবাগত ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ ॥

Cut-এর u, Cat-এর a, এবং f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাঙলায় নেই। অল্প কয়েকটি নতুন অক্ষর বা চিহ্ন বাঙলা লিপিতে প্রবর্তিত করলে মোটামুটি কাজ চলতে পারে। বিদেশী শব্দের বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নতুন অক্ষর বা চিহ্ন-বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নেই, কাছাকাছি বাঙলারূপ হলেই লেখার কাজ চলবে। যে-সকল বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বানান বাঙলায় চলে গেছে, সে-সকল শব্দের প্রচলিত বানানই বজায় থাকবে, যথা ঃ কলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকেণ্ড।

১৩। **বিকৃত অ** (cut-এর u) ঃ মূল শব্দে যদি বিকৃত অ থাকে, তবে বাঙলা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়। যথা ঃ ক্লাব (club) বাস্‌ (bus), বালব (buld), সার্‌ (sir), থার্ড (third), বাজেট (budget), জার্মান (German), কাটলেট (cutlet), সার্কাস (circus), হিরোডোটস (Herodotus)।

১৪। **বক্র আ** (বা বিকৃত এ—Cat-এর a) ঃ মূল শব্দে বক্র আ থাকলে বাঙলায় আদিতে 'অ্যা' এবং মধ্যে '্যা' বিধেয়। যথা ঃ অ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat)। এইরূপ বানানে '্যা'-কে য-ফলা+আ-কার মনে না ভেবে একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন মনে করা যেতে পারে, যেমন হিন্দীতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলে।

(hat= হ্যট)   নাগরী লিপিতে যেমন অ-অক্ষরে ও-কার যোগ করে ও . অ হয়, সেরূপ বাঙলায় অ্যা হতে পারে।

১৫। ঈ ঊ : মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে, তবে বাঙলা বানানে ঈ ঊ বিধেয়। যথা : সীল (seal), ঈস্ট (east) ঊস্টার (Worcester), স্পূল (spool)।

১৬। fv : f এবং v স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, যথা : ফুট (foot), ভোট (vote), যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f-এর তুল্য হয়, তবে বাঙলা বানানে ফ হবে। যথা : ফন (von)।

১৭। W : w-স্থানে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী উ বা ও বিধেয়। যথা : উইলসন (Wilson), উড (wood), ওয়ে (way)।

১৮। য় : নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটর' প্রভৃতি বানান চলতে পারে, কারণ য় লিখলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কারে বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত। 'এডওয়ার্ড ওয়ারবণ্ড' না লিখে 'এডওয়ার্ড ওয়রবণ্ড' লেখা উচিত। 'হার্ডওয়ার' (hardware) বানানে দোষ নেই।

১৯। s, sh : ১০ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২০। st : নবাগত বিদেশী শব্দে st স্থলে নতুন সংযুক্তবর্ণ স্ট বিধেয়। যথা : স্টোভ (stove)।

২১। Z : z স্থানে জ বিধেয়।

২২। হস্ চিহ্ন : ৪ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

---

[ খ ]

॥ পারিভাষিক শব্দাবলী ॥

ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক শাসনকার্যে ও শিক্ষা, তথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের কিছু শব্দ অর্থসহ এখানে দেওয়া হল। সম্পূর্ণ তালিকার জন্য সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পারিভাষিক শব্দ-সংবলিত পুস্তিকা দ্রষ্টব্য। এই পরিভাষা কোন-কোন ক্ষেত্রে শ্রুতিকটু হলেও ব্যবহারের ফলে তা আর দুর্বোধ্য বা শ্রুতিকটু বলে মনে হবে না।

॥ অ ॥

অকরণিক—Non-clerical
অক্ষরযোজক—Compositor (ছাপাখানার)
অক্ষি-শালাক্য—Ophthalmic Surgery (চক্ষু সম্বন্ধীয় অস্ত্রচিকিৎসা-বিদ্যা)।
অগ্রক্রয়াধিকার (অন্যের পূর্বে ক্রয়ের অধিকার)—Preemption
অগ্রাংশ (কোম্পানীর বিশেষ সুবিধাজনক অংশ)—Preferential share
অগ্রিমপ্রদান (কাহারও হিসেবে প্রাপ্যবাবদ) অগ্রিম কিছু টাকা দেয়া—Payment on Account
অঙ্গুলাঙ্ক (আঙ্গুলের ছাপ) —Finger-Print
অঙ্গুলাঙ্ক-বিশেষজ্ঞ—Finger-Print Expert
অতিক্রমণ (অন্যের স্থান গ্রহণ) —Supersession
অতিপন্ন হওয়া (তামাদি হওয়া) —Lapse (verb)
অতিরাষ্ট্রিক (রাষ্ট্রীয় আইনের বহির্ভূত)—Extra-territorial
অতিরিক্ত অঙ্গ—Spare Part (যন্ত্রাদির)
অত্যাবশ্যক কৃত্যক—Essential Service
অধস্তন কৃষি কৃত্যক—Lower Agricultural Service
অধস্তন পশুচিকিৎসা কৃত্যক—Lower Veterinary Service

অধিকর (অতিরিক্ত আয়ের উপর ধার্য কর)—Super-Tax
অধিকর্তা (পরিচালক, কর্মাধ্যক্ষ)—Director
অধিকারক্ষেত্র (এলাকা)—Jurisdiction
অধিকার-ভাগধেয় (গ্রন্থকারদের প্রাপ্যাংশ)—Royalty
অধিকোষ—Bank
অধিকোষ-করণিক—Bank-clerk
অধিকোষ-স্থিতি—Bank Balance
অধিদেয় ভাতা—Allowance
অধিবক্তা (উচ্চ-আদালতের উকিল) Advocate
অধিবৃত্তি—Bonus
অধিবেশন—Meeting
অধিযান্ত্রিক—Machine Foreman
অধি-ভার (অতিরিক্ত মাশুল)—Sur-charge
অধিরাজ্য—Dominion
অধিষদ্ (বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য-পরিচালক সভা)—Senate
অধিশিক্ষক, অধিপুরুষ—Rector
অধীক্ষক—Superintendent
অধীক্ষিকা—Lady Superintendent
অনুচ্ছেদ (ধারা)—Article, Paragraph
অনুজ্ঞাধারী (লাইসেন্সধারী)—Licensee
অনুজ্ঞাপত্র—License
অনুৎপাদী (অনুর্বর)—Unproductive

অনুদান (বরাদ্দ অর্থ)—Grant
অনুপূরক (অতিরিক্ত)—Supplementary
অনুবিধি (শর্ত, কড়ার)—Proviso
অনুবিভাগ (উপশাখা)—Section
অনুলিপি (প্রতিলিপি)—Duplicate Copy
অনুষদ (বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-গণ)—Faculty
অন্তঃশুল্ক (আবগারী কর)—Excise
অন্তর্ঘাত (গোপনে গুরুতর ক্ষতি-সাধন)—Sabotage
অপচার (দুর্নীতি)—Corruption
অপপণন (চোরাকারবার)—Black-marketing
অপবাহন (মনুষ্যহরণ)—Kidnapping
অপর (অতিরিক্ত, বাড়তি)—Additional
অপর মুখ্য পুরশাসক—Additional Chief Presidency Magistrate
অপেক্ষ্য সূচী—Pending List
অপ্রতিবন্ধ (শর্তহীন)—Unconditional
অবর (অধীন, সহকারী)—Under
অবহার (বাটা)—Discount
অবর (বিদ্যালয়) পরিদর্শক—Sub-Inspector (of Schools)
অবর-সচিব—Under Secretary
অবর-সম্পাদক—Sub-editor
অবধায়ক (তত্ত্বাবধায়ক)—Care-taker
অবহ্রতক (আসল মূল্য থেকে যা বাদ যায়)—Rebate
অবেদন (অসাড় অবস্থা)—Anaesthesia
অর্জিত ছুটি—Earned Leave
অর্থমন্ত্রক—Ministry of Finance
অস্থায়ী অগ্রিমক—Temporary Advance

॥ আ ॥

আকলন (জমা)—Credit
আকলন স্থিতি (জমা বাকী—Credit Balance
আকলপত্র—Letter of Credit
আগম (আমদানি)—Import
আগম-শুল্ক—Import Duty
আগমিত (আমদানিকৃত)—Imported
আজ্ঞপ্ত (ডিক্রী, আদেশ)—Decree
আজ্ঞালেখ (আদালতের আদেশপত্র)—Writ
আধর্ষপত্র (পরোয়ানা)—Warrant
আধিকারিক—Officer
আনুতোষিক (কাজের জন্য অর্থ উপহার)—Gratuity
আপ্ত-করণিক—Confidential Clerk
আবর্তক ব্যয়—Recurring Expenditure
আবণ্টন—Allotment
আবহবিদ্যা (আবহাওয়াতত্ত্ব বিদ্যা)—Meteorology

আবহমণ্ডল (বায়ুমণ্ডল)—Atmospheric region
আমদানি—Import
আমদানি শুল্ক—Import Duty
আরক্ষা (পুলিশ)—Police
আরক্ষা কৃত্যক (পুলিশের চাকুরী)—Police Service
আয়ব্যয় নিরীক্ষক—Auditor
আশুমৃত পরীক্ষক (অপঘাত মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানকারী)—Coroner
আস্থাপত্র (পরিচয়পত্র)—Credentials

॥ ই ॥

ইন্ধন-অধিকর্তা—Director of Fuel
ইষ্টিপত্র (চরমপত্র, উইল)—Will

॥ উ ॥

উক্তি, বর্ণনা (বিবৃতি)—Statement
উচ্চতর কক্ষ (উচ্চ পরিষদ)—Upper chamber
উচ্চ বিদ্যাপর্ষদ—Board of higher studies
উত্তরবর্গ (উচ্চতর বিভাগ)—Upper Division
উত্তর-বিচার (পুনর্বিচার প্রার্থনা)—Appeal
উত্তর-বেতন (বৃত্তি)—Pension
উত্থাপক, প্রস্তাবক—Mover
উত্থাপন (প্রস্তাব করা)—Move
উৎপাদন মন্ত্রক—Ministry of Production
উদ্‌ঘোষণা (সহকারী ইস্তাহার)—Proclamation
উদ্ধার ভবন (আশ্রম)—Rescue Home
উদ্ধৃত—Quoted
উদ্ধার ; মূল্যজ্ঞাপন—Quotation
উদ্ধৃতি, উদ্ধৃতাংশ—Extract
উদ্ভিদ্‌বিদ্যা—Botany
উন্নয়ন—Development
উপ—Deputy
উপকর (শুল্ক)—Cess
উপ-কারাপাল—Deputy Jailor
উপগ্রহণ (বাজেয়াপ্তকরণ)—Confiscation
উপচারশালা—Operation Theatre
উপদর্শক—Overseer
উপদূত—Vice-Consul
উপ-ধারা—Sub-section
উপ-নিবন্ধক—Deputy Registrar
উপ-নির্বাচন—By-election
উপ-প্রকরণ—Sub-clause
উপবিধি—By-law
উপরি-কর—Sur-tax
উপরি ব্যয় (উপরি খরচ)—Overhead charges
উপশাখা (ধারা, বিভাগ)—Section
উপশালা (পরিষদ ভবনের লবী)—Lobby
উপশুল্ক—Toll
উপস্থিতি নিবন্ধ—Attendance Register
উপাধ্যক্ষ—Vice-principal
উপান্ত (প্রান্তদেশ)—Margin

উপাধ্যায়—Lecturer
উপায়-উপকরণ (আয়ের পথ)—Ways and means
উর্দী—Uniform

॥ ঊ ॥

ঊনজন (সংখ্যালঘু)—Minority
ঊনজন সম্প্রদায়—Minority Community
ঊনমূল্য, ঊনহার—Below par
ঊর্ধ্বতন কৃষি কৃত্যক—Higher Agricultural Service

॥ ঋ ॥

ঋণপত্র—Debenture
ঋণলেখ (হ্যাণ্ডনোট)—Note on hand
ঋণী (খাতক)—Debtor

॥ এ ॥

একক—Unit
একান্ত সচিব—Private Secretary
একীকৃত—Consolidated

॥ ও ॥

ওষধিশালা—Herbarium
ওস্তাদ ছুতার—Master Carpenter
ওস্তাদ দর্জী—Master Tailor
ওস্তাদ যন্ত্রী—Master Mechanic

॥ ক ॥

কক্ষ (কামরা)—House (of Legislature)
কর (শুল্ক)—Tax
করণ (অফিস)—Office
করণাধ্যক্ষ—Registrar
করণিক—Clerk
করযোগ্য—Taxable
করাধান, করারোপণ—Taxation
কর্মক্ষমতা—Efficiency
কর্মনায়ক—Foreman
কর্মনিয়োগ কেন্দ্র—Employment Exchange
কর্ম-সাহায্য—Test Relief
কর্মিসংঘ—Trade Union
কলিকাতা পৌরনিগম—Calcutta Corporation
কলিকাতা বন্দরপাল—Commissioner for the Port of Calcutta
কারাপাল—Jailor
কারাধীক্ষক—Superintendent of Jails
কার্যক্রম, অনুক্রম (কর্মসূচী)—Programme
কার্যনিয়ম—Rules of business
কাল-লেখক—Time-keeper
কীটপোষ-পরিদর্শক (গুটিপোকার চাষের পরিদর্শক)—Sericultural Inspector
কীটবিদ্যা—Entomology
কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প, উটজ ও ক্ষুদ্রশিল্প—Cottage & Small-scale Industries
কৃৎ-করণিক (কুৎঘাটার কেরাণী)—Toll-clerk
কুৎ-সংগ্রাহক, উপ-শুল্ক সংগ্রাহক (যে কুৎ সংগ্রহ করে)—Toll-

collector
কূটকর্ম, কূটলেখ (জালিয়াতি)—Forgery
কৃত্যক (চাকরি)—Services
কৃত্যকবহি—Service Book
কৃত্যকবৃত্ত (চাকরির ইতিহাস)—History of Service
কৃত্যকসূচী—Service-Roll
কৃপাঅভিদেয়, কৃপাভাতা—Compassionate Allowance
কৃষি-অধিকর্তা—Director of Agriculture
কৃষি আয়কর—Agricultural Income Tax
কৃষি ও সমবায়—Agriculture & Co-operation
কৃষিজ বিপণন—Agricultural Marketing
কৃষিমন্ত্রক—Ministry of Agriculture
কৃষি-সার (চাষের সার)—Fertilizer
কেন্দ্রীয় সরকার—Central Government
কোষ পাল. কোষাধ্যক্ষ—Treasurer
কোষ-বিপত্র—Treasury-bill
কোষাগার—Treasury
ক্ষেম (নিরাপত্তা)—Security

॥ খ ॥

খণ্ডকাল—Part time
খণ্ডকাল আধিকারিক—Part time officer
খাজাঞ্চী—Cashier
খাদ্য, ত্রাণ ও সংভরণ—Food, Relief & Supplies
খাদ্যমন্ত্রক—Ministry of Food

॥ গ ॥

গড় বেতনে ছুটি—Leave on average Pay
গণতন্ত্র—Democracy
গণন-করণিক—Accounts clerk
গণপুরুষ (সর্দার)—Gangman
গণরাজ্য (জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বে শাসিত দেশ)—Republic
গণিতক বিদ্যা—Accountancy
গণিতক (হিসাবপত্র)—Accounts
গণিতক সমন্বয়ন—Adjustment of Accounts
গাণনিক (হিসাবরক্ষক)—Accountant
গাণনিক্য (হিসাব রাখবার বিদ্যা)—Book-Keeping
গুণ—Qualification
গুণযুক্ত—Qualified
গুপ্তমত, গুপ্তভোট—Ballot
গূঢ়চ্ছদ (গোপন আবরণ)—Secret Cover
গূঢ়লেখ (সংকেত পদ্ধতি)—Code
গৌণ, পরোক্ষ—Indirect
গ্রন্থাগার—Library
গ্রন্থাগারিক—Librarian
গ্রহণ—Acquisition
গ্রাম্য—Rural
গ্লানযান (হাসপাতালের গাড়ী)—Ambulance Car

॥ ঘ ॥

ঘনমান (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের পরিমিতি)—Volume
ঘাটতি (ন্যূনতা)—Deficit
ঘোষণা—Declaration, Proclamation
ঘোষপত্র (সরকারী সংবাদপত্র)—Gazette
ঘোষিত আধিকারিক (গেজেটে উল্লিখিত উচ্চপদস্থ কর্মচারী)—Gazetted Officer

॥ চ ॥

চক্রচর, ভবঘুরে—Vagrant
চক্রচর নিয়ামক—Controller of Vagrancy
চর্মপ্রসাধক (চর্মসংরক্ষণ বিদ্যায় পারদর্শী)—Taxidermist
চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রক্ষেপক—Cinematograph
চলচ্চিত্র বিহিতক বা আইন—Cinematograph Act
চলিত আমানত—Current Deposit
চলিত রাজস্ব—Current Revenue
চালক—Driver, Operator
চিকিৎসা প্রমাণপত্র—Medical Certificate
চিকিৎসিকা (মহিলা-চিকিৎসক)—Lady Doctor
চিত্রকর (যে ছবি আঁকে)—Artist
চিত্রকার (যে রঙ লাগায়, রঙ মিস্ত্রী)—Painter
চিহ্নকার (যে দাগ দেয়)—Markman

॥ ছ ॥

ছাঁচকার, সঞ্চকী (ঢালাইকর)—Moulder
ছাঁটাই প্রস্তাব—Cut Motion
ছাড়পত্র, নিষ্ক্রম-পত্র—Passport
ছাত্রনায়ক, সর্দার পড়ুয়া—Monitor

॥ জ ॥

জনগণনা, আদমশুমার—Census
জনরাষ্ট্র, রাষ্ট্রমণ্ডল (বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র)—Commonwealth
জনসম্পর্ক-আধিকারিক—Public Relations Officer
জনস্বাস্থ্য—Public Health
জমা বাকি—Credit balance
জরিপ বা পরিমাপ অধিকর্তা—Director of Surveys
জরিমানা—Fine
জীববিদ্যা (প্রাণীবিদ্যা, জীবতত্ত্ব)—Biology
জীবাণুবিদ্—Bacteriologist
জীবাণুবিদ্যা—Bacteriology
জ্ঞাপন—Information
জ্যেষ্ঠ (অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, অগ্রবর্তী)—Senior
জ্যেষ্ঠতা—Seniority

॥ ঝ ॥

ঝটিকা প্রদান বা অর্পণ—Express Delivery

॥ ট ॥

টঙ্কন (মুদ্রাপ্রস্তুতকরণ)—Coinage
টাইপিস্ট, মুদ্রলেখক—Typist
টিকা-পরিদর্শক—Inspector of Vaccination
টিকিট-পরীক্ষক—Ticket-checker

॥ ড ॥

ডাক টিকিট—Stamp
ডাক ও তার অধিকর্তা—Director of Posts & Telegraphs

॥ ত ॥

তক্ষণ শিক্ষক (যিনি ছুতারের কাজ শেখান)—Carpenter Instructor
তদর্থক (বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত)—Ad-hoc
তহবিল তছরূপ—Defalcation
তাগিদ, অনুস্মারক—Reminder
তাড়িত উপদর্শক—Electric Overseer
তাড়িত পরিদর্শক—Electric Inspector
তাড়িত শুল্ক—Electricity Duty
তাড়িত স্থাপন—Electric Installation
তার—Cable
তারকিত প্রশ্ন (তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন)—Starred Question
ত্বরাপত্রী, জরুরীপত্রী—Urgent Slip
ত্রাণ—Relief

॥ দ ॥

দক্ষ—Expert
দক্ষিণা—Honorarium
দণ্ড (সাজা)—Penalty
দণ্ডপ্রণালী—Criminal Procedure
দণ্ডপ্রণালী সংহিতা—Code of Criminal Procedure
দণ্ডমূলক—Penal
দণ্ডসত্র—Criminal Sessions
দণ্ডসত্র-বিচারক—Sessions Judge
দণ্ডাধিকরণ—Criminal Court
দপ্তরী—Binder
দফা—Item
দলিল—Record
দস্তুরী—Commission
দাদন, অগ্রিমক—Advance
দায়—Legacy
দায়রা—Sessions
দায়িতা—Liability
দিনপত্রী, দিনপঞ্জী—Diary
দূতাবাস—Consulate
দেশীয়করণ (রাষ্ট্রাধিকার দেয়া)—Naturalisation
ঐ (দেশীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা)—Denization
দৈনিক অধিদেয় বা ভাতা—Daily allowance
দুশ্চরিত—Misconduct

দস্তুরক (মাশুল)—Fee
দেহচর্যা অধিকর্তা—Physical Director
দেহচর্যা শিক্ষক—Physical Instructor
দেহরক্ষী—Bodyguard
দোভাষী, ভাষান্তরিক—Interpreter
দ্বারপাল—Gatekeeper
দ্বারী (আর্দালী)—Orderly

॥ ধ ॥

ধনপাল, খাজাঞ্চী—Cashier
ধনাধ্যক্ষ—Cashier
ধর্মসম্প্রদায় (একই ধর্মাবলম্বী)—Denomination
ধাত্রী—Midwife
ধারা—Section
ধূমবারণ কৃত্যক—Smoke Nuisance Service
ধূমোৎপাত—Smoke Nuisance

॥ ন ॥

নকলনবিশ, প্রতিলেখক—Copyist
নকশাকার—Draftsman
নগরপাল (শহরের পুলিশবাহিনীর কর্তা)—Commissioner of Police
নথি—File
নথিদাতা—Record Supplier
নথিনিবন্ধ—File Register
নথিরক্ষক—Record Keeper
নমনীয়—Flexible
নভশ্চরণ (বিমানচালন)—Aviation
নাগরিক—Citizen
নাগরিকাধিকার—Citizenship
নানার্থক সমবায় সমিতি—Multipurpose Co-operative Society
নামমাত্র ত্রুটি, শব্দত্রুটি—Technical Defect
নামমুদ্রা (শীলমোহর)—Seal
নামসূচী (নামের তালিকা)—Panel
নিগম কর—Corporation Tax
নিগমিত, নিগমবদ্ধ (সমিতিভুক্ত)—Incorporated
নিদানশালা (চিকিৎসালয়)—Clinic
নিবন্ধন, নিবন্ধীকরণ—Registration
নিবন্ধ সংখ্যা—Registration Number
নিবারক—Preventive
নিবেশিত (স্থায়ী আবাসবিশিষ্ট)—Domiciled
নিযুক্তক (প্রতিনিধি হিসেবে ভারপ্রাপ্ত কর্মী)—Agent
নিরাপত্তা—Security
নিরীক্ষক, আয়ব্যয় পরীক্ষক—Auditor
নিরীক্ষিত—Audited
নির্গম শুল্ক (রপ্তানী শুল্ক)—Export Duty
নির্দিষ্ট—Prescribed
নির্দেশ—Instruction
নির্ধার (কর-নিরূপণ)—Assessment
নির্ধার করা (কর ধার্য করা)—

নির্বাচন—Election
নির্বাচনক্ষেত্র, নির্বাচকমণ্ডলী—Constituency
নির্বাচন সূচী—Electoral Rolls
নির্বাপণ-অধিকর্তা—Director of fire-service
নির্বাহক (কার্যসম্পাদনকারী)—Executor
নির্বাহী বাস্তুকার—Executive Engineer
নির্বাহী নিযুক্তক—Managing Agent
নিষ্পত্তি (ব্যবস্থা)—Disposal
নিসৃষ্টিপত্র (আস্থাপত্র)—Credentials
নৈমিত্তিক (আকস্মিক)—Casual
নৈমিত্তিক ছুটি—Casual Leave
ন্যায়পীঠ—Tribunal
ন্যূনতা (ঘাটতি)—Deficit

॥ প ॥

পক্কতা (ঋণের টাকা দেয় হবার সময়)—Maturity (of Loans)
পক্ষপাত—Prejudice
পক্ষপাতদুষ্ট—Prejudicial
পণকর (বাজি রাখার ওপর ধার্য কর)—Betting Tax
পণ্যাগার (মালপত্রের গুদাম)—Warehouse
পত্তন (বন্দর)—Port
পত্তনপাল (বা বন্দরপাল)—Port Commissioner
পত্র-করণিক (চিঠিপত্র আদান-প্রদানাদির কেরাণী)—Correspondence clerk.
পত্রমুদ্রা—Currency Notes
পত্রী (কাগজের টুকরা)—Slip
পথপ্রদর্শক—Pilot
পদহেতু, পদাধিকারে—Ex-officio
পদার্থবিদ্যা—Physics
পরক (বিদেশী)—Alien
পরকীকরণ (হস্তান্তর করা)—Alienate
পররাষ্ট্র মন্ত্রক—Ministry of External Affairs
পরিচালক—Manager
পরিচালক (যানবাহনাদির)—Conductor
পরিদর্শক—Inspector
পরিদর্শন—Inspection
পরিপালক (কার্যপরিচালক)—Administrator
পরিবহন—Transport
পরিভাষা (বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত শব্দ)—Technical Words
পরিমাপ (জরিপ)—Survey
পরিশিষ্ট—Appendix
পরিষদ্ (সভা)—Council
পরিষেবক, পরিষেবিকা—Nurse
পরিষেবা—Nursing
পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত—Statistical
পরিসম্পৎ (সম্পত্তি)—Assets
পরিসম্পৎ ও দায়িতা—(সম্পত্তি ও দেনা)—Assets & Liabilities
পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ)—Indirect
পরোয়ানা (শমন)—Process
পর্যায় (ক্রম)—Grade
পর্ষদ্ (পরিচালন সমিতি)—Board
পাঠ্যক্রম—Curriculum
পাঠ্যনির্দেশ—Syllabus

পাথেয়—Travelling Allowance
পুঞ্জ (মণ্ডলী)—Group
পুঁজি (মূলধন)—Capital
পুনরীক্ষণ (পুনঃপরীক্ষা)—Review
পুনর্বাসন-মন্ত্রক—Ministry of Rehabilitation
পুস্তিকা—Brochure
পূর্তি আধিদেয় (ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয় ভাতা) Compensatory Allowance
পূর্বস্বত্ব (ঋণ পরিশোধের জামিন-স্বরূপ অধিকার)—Lien
পূর্বিতা—Priority
পৃষ্ঠলেখ, পৃষ্ঠাঙ্কন (চেক, হুণ্ডি প্রভৃতির পিঠে লিখিত দস্তখত)—Endorsement
পোত-নিযুক্তক—Shipping Agent
পৌর (নাগরিক)—Urban
পৌরসঙ্ঘ—Municipality
প্রকৃত (বিশ্বস্ত)—Bonafide
প্রচার—Publicity
প্রজ্ঞাপন, অধিসূচনা, (ঘোষণা)—Notification
প্রণালী, প্রক্রিয়া—Procedure
প্রনিয়ম (বিধি, নিয়ম)—Regulation
প্রতিচিত্র—Blue-Print
প্রতিপাল্য—Dependent
প্রতিবেদন—Report
প্রতিভূতি (জামিন)—Security
প্রতিষেধ—Veto
প্রতিসাক্ষর—Countersignature
প্রত্যায়িত—Attested
প্রদর্শশালা (যাদুঘর)—Museum
প্রাণরসায়ন—Biochemistry
প্রাধিকার অর্পণ—Authorisation
প্রারম্ভিক স্থিতি—Opening Balance

॥ ব ॥

বঙ্গ কৃত্যক নিয়মাবলী—Bengal Service Rules
বনকর্মী—Forester
বনকৃত্যক—Forest Service
বন্দরপাল—Port Commissioner
বলবৎ করা—Enforce
বাণিজ্য-মন্ত্রক—Ministry of Commerce
বাস্তুকার—Engineer
বিকারতত্ত্ব—Pathology
বিদ্যাপর্ষদ—Board of Studies
বিদ্যালয়-পরিদর্শক—Inspector of Schools
বিধান—Provision
বিধানসভা—Legislative Assembly
বিপণ মূল্য—Market Value
বিনিয়োগ—Investment
বিভাজন—Allocation
বিমানবন্দর—Airport
বিমোচক—Relief
বিলোপন—Cancellation
বিশ্লেষক—Analyst
বিশ্লেষণ—Analysis
বেসরকারী—Unofficial
ব্যবস্থাপন (পরিচালন)—Management

ব্যবহার শাস্ত্র—Jurisprudence
ব্যয়ন (খরচ করা)—Disbursement
ব্যয়নাধিকারিক—Disbursing Officer

॥ ভ ॥

ভবঘুরে নিয়ামক—Controller of Vagrancy
ভাণ্ডারী—Storekeeper
ভারতীয় দণ্ড-সংহিতা—Indian Penal Code
ভারতীয় মুদ্রণ বিহিতক—Indian Press Act
ভারপ্রাপ্ত সহায়ক—Assistant-in-charge
ভূতাপেক্ষ (অতীতকাল সম্বন্ধীয়)—Retrospective
ভূ-বাসন (উপনিবেশ)—Settlement
ভূ-বাসন আধিকারিক—Settlement-officer
ভূমি ও রাজস্ব—Land & Land Revenue
ভূমিগ্রহ (জমিসংগ্রহ) Land Acquisition
ভেষজ অধ্যাপক—Proffessor of Medicine
ভেষজশালা—Dispensary
ভোটপত্রী—Ballot Paper
ভোট-পেটি—Ballot Box
ভোট-স্থান—Polling Booth
মণ্ডল (অঞ্চল)—Zone
মণ্ডলী (দল)—Group
মত—Vote
মধ্যকালীন—Ad Interim

॥ ম ॥

মধ্যস্থ—Arbitrator
মনোনয়ন—Nomination
মন্তব্য—Note
মন্তব্যপত্র—Note-sheet
মন্ত্রক—Ministry
মন্ত্রিপরিষদ্—Cabinet
মহা-আরক্ষা-পরিদর্শক—Inspector General of Police
মহাকরণ—Secretariat
মহাগাণনিক—Accountant General
মহাধিকরণ—Supreme Court
মহাধিপাল—Chancellor
মহানাগরিক—Mayor
মহানিরীক্ষক—Auditor-General
মহাবিদ্যালয়—College
মাতৃকা—Matron
মাসুল—Fee
মীনপোষ কৃত্যক—Fisheries Service
মুক্তি (রেহাই)—Exemption
মুখ্য—Chief
মুখ্য আধিকারিক—Chief Officer
মুখ্য নির্বাহক, কলিকাতা পৌর-নিগম—Chief Executive Officer, Calcutta Corporation
মুখ্য ন্যায়াধীশ—Chief Judge
মুখ্যমন্ত্রী—Chief Minister
মুখ্য মহাধ্যক্ষ—Chief Commissioner

মুদ্রলেখ—Typewriter
মূলধন—Capital
মূল্যাবেদনপত্র—Tender
মোহাফেজ—Keeper of Records
মৌল-বেতন—Basic Pay
মৌল-শিক্ষা—Basic Education

॥ য ॥

যথাবিধি—Formally
যানশালা—Garage
যন্ত্রবিদ্—Engineer
যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়—Federal Court
যৌথ সঙ্ঘ—Joint Stock Company

॥ র ॥

রক্ষীগৃহ—Guard-room
রজ্জুপথ—Ropeway
রঞ্জনবিদ্যা—Dyeing
রপ্তানি—Export
রপ্তানি শুল্ক—Export Duty
রসায়ন—Chemistry
রাজমিস্ত্রী—Mason
রাজস্ব করণিক—Revenue Clerk
রাজস্ব পর্ষদ্—Board of Revenue
রাজ্যপাল—Governor
রাষ্ট্রদূত—Ambassador
রাষ্ট্রদূতস্থান—Embassy
রাষ্ট্র নিযুক্ত—Charge D' Affairs
রাষ্ট্রনিয়োগাধিকার—Public Service Commission
রাষ্ট্রপরিষদ্—Council of States
রাষ্ট্রপাল—Governor-General
রাষ্ট্রসঙ্ঘ—Union of States
রাষ্ট্রীয়করণ—Nationalisation
রাষ্ট্রীয় পরিবহণ—State Transport
রাসায়নিক-পরীক্ষক—Chemical-Examiner
রেখিত চেক—Crossed Cheque
রেলযান মন্ত্রক—Ministry of Railways
রোকড়—Cash-Book
রোক-শোধ—Cash Payment
রোক-সংব্যবহার—Cash Transaction
রোধক (গতিরোধক)—Brake

॥ ল ॥

লঘুলিপিক—Stenographer
লঘুকরণ—Commutation
লাভাংশ—Dividend
লেখধারক—Copy-holder
লেখ্য—Record
লেখ্য-রক্ষক—Record-keeper
লেখ্যাগার—Record room
লোকশাসন—Public Administration
লোকায়ত রাষ্ট্র—Secular State

॥ শ ॥

শংসাপত্র—Certificate
শংসিত—Certified
শপথপত্র—Affidavit
শরণার্থী, ত্রাণ ও পুনর্বাসন—Refugee, Relief & Rehabilitation
শর্ত (কড়ার)—Term
শস্ত্র-চিকিৎসক—Surgeon
শাখা-করণিক—Sub-divisional Clerk
শাখা-ধর—Section Holder

শাখাধিকারিক—Sub-divisional Officer
শাখানিয়ামক—Sub-divisional Controller
শারীরবৃত্ত—Physiology
শারীরস্থান—Anatomy
শাসক—Magistrate
শাসনতন্ত্র—Constitution
শিক্ষাবকাশ—Study leave
শিল্পমন্ত্রক—Ministry of Industry
শিল্পযোজন—Industrialisation
শুদ্ধলেখ—Fair Copy
শুদ্ধিপত্র—Corrigendum
শুল্ক—Duty
শোধাক্ষম (দেউলিয়া)—Insolvent
শোধ্য প্রতিলিপি—Rough Copy
শ্রমমন্ত্রক—Ministry of Labour
শ্রম-মহাধ্যক্ষ—Labour Commissioner

॥ স ॥

সংকল্প—Resolution Assessment
সংক্ষিপ্ত বিচার—Summary Trial
সংগ্রহশালা—Museum
সংপরিবর্তন—Modification
সংবিধান সভা—Constituent Assembly
সংবিধি (লিখিত আইন)—Statute
সংবিভাগ—Ration
সংবিভাগ আধিকারিক—Rationing Officer
সংবিভাগপত্র—Ration Card
সংশ্লেষ—Synthesis
সমীক্ষা—Scrutiny
সম্প্রদায়—Community
সম্ভাবনা, সম্ভাব্য ক্ষেত্র—Contingency
সম্ভাব্য অনুদান—Contingency Grant
সম্মতি—Assent
সর্দার—Gangman
সহ-সচিব—Assistant Secretary
সাকল্যে (ঠিকঠিক)—In toto
সামরিক দণ্ডবিধি—Martial Law
সারণী (নির্ঘণ্ট)—Table
সীমাস্তম্ভ—Boundary Piller
স্থায়ী নিধান—Fixed Deposit
স্থায়ী পুঞ্জী—Fixed Capital
স্বাস্থ্য-মন্ত্রক—Ministry of Health
স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রক—Ministry of Home Affairs
স্বাস্থ্যাধিকারিক—Health Officer
সংক্ষিপ্ত নির্ধারণ—Summary

॥ হ ॥

হস্তলিপি-বিশেষজ্ঞ—Handwriting Expert
হস্তান্তরণ—Alienate
হাজিরাবহি—Attendance Register
হার (দর)—Rate
হিসাব—Accounts
হিসাব-করণিক—Accounts Clerk
হিসাবরক্ষক—Accountant

**সংকেত**

অঃ মঃ=অন্নদামঙ্গল কাব্য
অঃ প্রঃ=অতুলপ্রসাদ সেন
অব্যয়=অব্যয়
আ=আরবি
অল=আলঙ্কারিক অর্থে
আঞ্চ=আঞ্চলিক
ঈঃ গুপ্ত=ঈশ্বর গুপ্ত
কবি কঃ=কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম
চক্রবর্তী
কাঃ রাঃ=কামিনী রায়
কালিঃ রাঃ=কালিদাস রায়
কালি=মহাকবি কালিদাস
কাশীঃ=কাশীরাম দাস
কৃত্তি=কৃত্তিবাস ওঝা
ক্রি-বিণঃ=ক্রিয়া-বিশেষণ
খনাঃ=খনার বচন
গিরিশ=গিরিশচন্দ্র ঘোষ
গোঃ দাঃ=বৈষ্ণব পদকর্তা গোবিন্দদাস
চণ্ডীঃ=চণ্ডীদাস
চী=চীনা
চৈঃ চঃ=চৈতন্যচরিতামৃত
চৈঃ ভাঃ=চৈতন্য-ভাগবত
জঃ=জসিমউদ্দীন
জ্ঞাঃ দাঃ=জ্ঞানদাস
জ্যামিঃ=জ্যামিতিতে
দর্শ/দর্শন=দর্শনশাস্ত্রে
তু=তুলনীয়
দর্শ দর্শন=দর্শনশাস্ত্রে
দা থি=দাশরথি রায়
দ্বিঃ রায়=দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
নবীন=নবীনচন্দ্র সেন
নিধু বাঃ=নিধু বাবু
পা=পালি
(পুং)=পুংলিঙ্গ
পো=পোর্তুগীজ
প্রঃ বঃ=প্রবচন
প্রঃ চৌঃ=প্রমথ চৌধুরী
প্রাঃ কাব্যে=প্রাচীন কাব্যে
প্রাদে=প্রাদেশিক
ফা=ফারসি
ফ্রে=ফ্রেঞ্চ
বঙ্কিম=বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বিঃ=বিশেষ্য
বিণঃ=বিশেষণ
বিণ-বিণঃ=বিশেষণের বিশেষণ
বিদ্যাঃ=বিদ্যাপতি
বৈঃ শাঃ=বৈষ্ণবশাস্ত্রে
বৈঃ পঃ=বৈষ্ণব পদাবলী
ব্যাক=ব্যাকরণে
ব্রজ=ব্রজবুলিতে
ভাঃ চঃ=রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র
মধুঃ=মধুসূদন দত্ত
মনসা মঃ=মনসা-মঙ্গল কাব্য
মা=মারাঠী
মুকুন্দ=কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
যঃ সেনগুপ্ত=যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রবীন্দ্র=রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রজনী=রজনীকান্ত সেন
রাঃ প্রঃ=রামপ্রসাদ সেন
লোঃ দাঃ=লোচনদাস
শরৎ=শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শিঃ=শিবায়ন
শ্রীঃ কীঃ=শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
সঃ দত্ত=সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
সুঃ রায়=সুকুমার রায়
সৌঃ মুখোঃ=সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
(স্ত্রী)ঃ=স্ত্রীলিঙ্গ
হি=হিন্দী
হেম=হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়